নির্ঘণ্টপত্র।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আইন।

নির্ঘণ্টপত্র।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্টপত্র।

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আইন।

নির্ঘণ্টপত্র।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্টপত্র।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সরকুলার অর্ডর।

দেওয়ানী পক্ষে হাই কোর্টের সরকুলর অর্ডর।

ফৌজদারী পক্ষে হাই কোর্টের সরকুলার অর্ডর।

হাই কোর্টের বিধি ও বিজ্ঞাপন।

রেবিনিউ বোর্ডের সরকুল্যলর অর্ডার।

১৮৮২ সাল জানুয়ারি মাস।

নম্বর।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
	১৮৮২ সাল জানুয়ারি মাস।	
৪	বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১ বালামের ১৩ অধ্যায়ের ৬ পরিচ্ছেদে কথা যোগ করিবার কথা	২৪
৫	বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১৬৮ ও ১৬৩ পৃষ্ঠায় মহালের খতিয়ানের বা জমীদারী হিসাবের যে পাঠ আছে তৎপরিবর্ত্তে পাঠের কথা ...	২৪
৬	বোর্ডের পরিদর্শন বিষয়ক পুস্তিকার সংশোধনের কথা ...	২৬
৭	ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিমিত্ত গৃহীত ভূমির টাকা যে প্রণালীতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পিত হইবে তাহার কথা ...	২৬
৮	লাইসেন্স প্রাপ্ত ইষ্টাম্প বিক্রেতাগণ এইক্ষণকার হারে ডিস্কোণ্ট পাইয়া ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবার কথা	২৬
৯	বোর্ডের আবকারী বিধির ১৫ অধ্যায়ের ১৫ পরিচ্ছেদের ৯ ধারার পরিবর্ত্তে ধারা দিবার কথা	২৭
১০	উড়িষ্যা খণ্ডের জিলা ভিন্ন বঙ্গদেশের সমুদয় জিলায় গাঁজার উপর যে হারে মাসুল লওয়া যাইবে তাহার কথা	২৭
	১৮৮২ সাল ফেব্রুয়ারি মাস।	
১	বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ৩৩ পৃষ্ঠায় ২ অঃ ১ পরিঃ ৩ ধারার শেষে কথা যোগ করিবার কথা	২৭
২	লবণ সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে নিযুক্ত কার্য্যকারকদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ বিধির ৫ অধ্যায়ে কথা যোগ করিবার কথা	২৭
৩	কোন ব্যক্তির স্থানে ইষ্টাম্প মাসুল ও দণ্ডের টাকা পাওনা হইলে তাহা আদায় করণ পক্ষে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যপ্রণালীর ও ক্ষমতার কথা ...	২৮
৪	ষাণ্মাসিক রিটর্ণের পাঠে ঘর যোগ করিবার ও ঐ ঘর যে স্থানে দিতে হইবে তাহার কথা	২৮
৫	ইষ্টাম্প আইনমত কোন অপরাধ সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা যায় তাহা উঠাইয়া লইতে ও রফা করিতে পারিবার কথা	২৮
৬	কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট গণিত সম্বন্ধীয় যন্ত্রাগার হই... প্রভৃতি প্রেরণাদি বিষয়ক সংশোধিত বিধি ও নিয়ম	৬৯
৭	বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ১৫৯।৬০ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ১২ পরিচ্ছেদের সংশোধনের কথা	৭৮
৮	সর্টিফিকেট জারী করিবার জন্য কোন মহাল ক্রোক হইলে বিক্রয় পূর্ব্বে ইশ্‌তিহার দেওয়া না গেলে তাহা বিক্রয় না করিবার কথা ...	৭৮
৯	বোর্ডের বিধি পুস্তকের ২ বালামের ৪৮ পৃষ্ঠায় ৪ অধ্যায়ের ৩ পরিচ্ছেদের ২ ধারার শেষে কথা যোগ করিবার কথা	৭৮
	১৮৮২ সাল মার্চ্চ মাস।	
১	জরীপ ও বন্দোবস্ত বিষয়ে অধীন ব্যক্তিদের কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষা করণার্থে আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরদের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জ্ঞান লাভের অত্যন্ত আবশ্যকতা বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ করিবার কথা	৭৯
২	মাসিক ২০০৲ টাকার অধিক বেতনে লোক নিযুক্ত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতির জন্য কোর্ট ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা ...	৮০
৩	৫ ধারার পর কএক ধারা দিবার কথা	৮০
৪	বোর্ডের বিধি পুস্তকের প্রথম বালমের ১৫ অধ্যায়ের ১৭ পরিচ্ছেদে সংশোধনের কথা	৮১
৫	মনিঅর্ডর শাখার নানা প্রকার অসুবিধা হওয়াতে সেই অসুবিধা নিবারণার্থ উপদেশের কথা	৮৩
৬	বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১ বালমের ২১২ পৃঃ ৯ অধ্যাঃ ১৩ পরিঃ ৮ ধারা রহিত হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে ধারা দিবার কথা	৮৩
৭	দেওয়ানী মোকদ্দমার বিধির ১ পরিঃ ২ ও ৩ ধারায় কোন২ শ্রেণীর মোকদ্দমার বিষয় বোর্ডকে বিদিত করার আবশ্যকতা বিষয়ে কালেক্টর ও কমিশ্যনরদের মনোযোগ করিবার কথা ...	৮৩

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ৩১ জানুয়ারি।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৮১ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখে অনুমোদন করাতে, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮১ সালের ২৬ আইন।

ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন।

সূচীপত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

ঋণপত্রের ও বিলের ও চ্যাকের নানা পক্ষ বিষয়ক বিধি।

চতুর্থ অধ্যায়।

ক্রয়বিক্রয় বিষয়ক বিধি।

পঞ্চম অধ্যায়।

উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

দ্বাদশ অধ্যায়।

হানি পূরণবিষয়ক বিধি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সাক্ষ্যবিষয়ক বিশেষ বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ক্রাস করা চ্যাকবিষয়ক বিধি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিলের সেট বিষয়ক বিধি।

ষোড়শ অধ্যায়।

দেশ সাধারণের আইন বিষয়ক বিধি।

প্রমিসরি নোট বা ঋণপত্র ও বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও চ্যাক বিষয়ক ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

ঋণপত্র ও বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও চ্যাকবিষয়ক ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

হুণ্ডী প্রভৃতি বিষয়ক রীতি প্রচলিত রাখিবার কথা।

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে; কিন্তু এই ধারার কোন কথায় ভারতবর্ষীয় নোট চলনবিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের ২১ ধারার কিম্বা এতদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত কোন নিদর্শনপত্র বিষয়ে যে দেশাচার প্রচলিত থাকে তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে না। পরন্তু উভয় পক্ষের ব্যবস্থাগত সম্বন্ধ এই আইনদ্বারা নিয়মিত হইবে, এরূপ অভিপ্রায়সূচক কথা নিদর্শনপত্রের মধ্যে থাকিলে ঐ কথা দ্বারা উক্তরূপ দেশাচার বর্জ্জিত হইবে।

যে সময় অবধি প্রবল হইবে তাহার কথা।

এই আইন ১৮৮২ সালের মার্চ্চ মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল হইবে।

এই আইন রহিত করা বাইবে তাহার কথা।

২ ধারা। উক্ত দিবসাবধি এই আইন সংযুক্ত তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর উল্লিখিত হইল, ঐ তফসীলের নাম আইন তত দূর রহিত করা যাইবে।

অর্থকরণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে,

"ব্যাঙ্কর।"

যে ব্যক্তিরা কি সমবায়িত সমাজ কি কোম্পানি ব্যাঙ্করের অর্থাৎ কুঠিয়ালের কর্ম্ম করেন "ব্যাঙ্কর" শব্দে তাঁহাদিগকেও বুঝায়।

"নটরী পবলিক।"

এই আইনমতে নোটরী পবলিকের যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, সেই২ কর্ম্ম করণার্থে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন "নোটরী পবলিক" শব্দে তাঁহাকেও বুঝায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋণপত্র ও বিল ও চ্যাক বিষয়ক বিধি।

ঋণপত্র।

৪ ধারা। ব্যাঙ্ক নোট কিম্বা মুদ্রাস্বরূপ চলিত নোট ভিন্ন নিদর্শনপত্রে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে কিম্বা ঐ পত্রবাহককে নিয়ম ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মুদ্রা দিবার প্রতিজ্ঞা লেখা থাকিলে ও পত্রলেখক তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, ঋণপত্র শব্দে সেইপত্র বুঝায়।

উদাহরণ।

আমন এই ২ মর্ম্মের নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করেন;—

(ক) বলরামকে কি তাঁহার আদেশমতে ৫০০ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম।

(খ) মূল্য প্রাপ্ত হওয়াতে আমি বলরামের নিকট ১০০০৲ টাকা ঋণী আছি ইহা স্বীকার করিলাম, চাহিবামাত্র দিব।

(গ) ওহে বলরাম, IOU (অর্থাৎ) তোমার ১০০০ টাকা ধারি।

(ঘ) বলরামকে ৫০০ টাক ও তাঁহা আর যত টাকা পাওনা থাকে তাহা দিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম।

(ঙ) বলরামকে ৫০০ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, কিন্তু তিনি আমার যত টাকা ধারেন তাহা ঐ টাকা হইতে প্রথমে কাটিয়া লইব।

(চ) চন্দ্রবণির সঙ্গে আমার বিবাহ হইবার সাত দিন পরে বলরামকে ৫০০ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম।

(ছ) আমি যাহাহইতে বলরামকে ৫০০ টাকা দিতে পারিব দিননাথ মরণ সময়ে আমাকে এত টকা দিয়া গেলে দিননাথের মরণের পর বলরামকে ৫০০ টাকা দিব।

(জ) আমি আগামি জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে বলরামকে ৫০০ টাকা ও আমার কাল ঘোড়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম।

ইহার মধ্যে (ক) (খ) চিহ্নিত নিদর্শনপত্র ঋণপত্র (গ) (ঘ) (ঙ) (চ) (ছ) (জ) চিহ্নিত নিদর্শনপত্র ঋণপত্র নহে।

বিল অফ এক্সচেঞ্জ।

৫ ধারা। নিদর্শনপত্রে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে কিম্বা ঐ পত্রবাহককে, নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির প্রতি নিয়ম ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মুদ্রা দিবার আদেশ থাকিলে ও তাহাতে পত্রলেখকের স্বাক্ষর থাকিলে, সেই নিদর্শনপত্র "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" বলিয়া গণ্য।

যে ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস আছে, তাহা ঘটিবার সময় অনিশ্চিত হইলেও, উক্ত ঘটনাবিশেষ ঘটিবার পর নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ গত হইলে ঐ টাকা বা তাহার কোন কিস্তির টাকা দিবার সময় হইবে বলিয়া স্পষ্ট লেখা থাকিলেও, টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা বা আদেশ এই ধারার এবং ৪ ধারার মর্ম্মানুসারে "নিয়মাধীন" নহে।

যদিও প্রাপ্য টাকার মধ্যে ভাবী সুদ ধরা যায় কিম্বা উহা নির্দ্ধারিত বিনিময়ের হারের বা যখন যেমন বিনিময় চলে তদনুসারে দেয় হয়, এবং যদিও নিদর্শনপত্রে এইরূপ বিধান থাকে যে, কোন কিস্তির টাকা না দিলে, বাকী সমুদয় টাকা পাওনা হইবে, তথাপি ঐ প্রাপ্য টাকা এই ধারার এবং ৪ ধারার মর্ম্মানুসারে "নির্দ্দিষ্ট" হইতে পারে।

যে ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া যায় বা টাকা দিতে হইবে বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, যদিও তাঁহার নাম লিখিতে ভুল হইয়া থাকে অথবা তাঁহার কেবলমাত্র বর্ণনা দেওয়া হইয়া থাকে, তথাপি সেই ব্যক্তি এই ধারার ও ৪ ধারার মর্ম্মানুসারে "নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি" হইতে পারেন।

চ্যাক।

৬ ধারা। নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যাঙ্করের নামে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ লিখিয়া দেওয়া যায় চাহিবামাত্র টাকা দিতে হইবে স্পষ্টাক্ষরে ইহা ভিন্ন অন্য নিয়ম না থাকিলে তাহাই চ্যাক বলিয়া গণ্য।

"লেখক"
"দায়ক"

৭ ধারা। যে ব্যক্তি বিলঅফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক লিখিয়া দেন, তাঁহাকে "লেখক" ও যাঁহার প্রতি মুদ্রা দিবার আদেশ থাকে তাঁহাকে "দায়ক" বলা যায়।

প্রয়োজনীয়, স্থলে দায়ক।

উক্ত বিলে কিম্বা উহার কোন পৃষ্ঠলিপিতে টাকা দায়কের নাম ভিন্ন যাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় স্থলে টাকা পাওয়া যাইতে পারে এমত অন্য ব্যক্তির নাম লেখা থাকিলে, তাঁহাকে "প্রয়োজনীয় স্থলে দায়ক" বলা যায়।

"স্বীকারকারী।"

বিলের মুদ্রাদায়ক ঐ বিলের উপর কিম্বা একের অধিক কেতা বিল থাকিলে এক কেতার উপর স্বীয় সম্মতি লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া ঐ বিলের অধিকারিকে, কিম্বা তৎপক্ষ কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিলে কিম্বা তদ্রূপ স্বাক্ষর করিবার নোটিস দিলে, তাঁহাকে "স্বীকারকারী" বলা যায়।

"মানরক্ষার্থ স্বীকারকারী।"

যদি বিল সাকরিয়া দিবার অসম্মতি হয় ও সাকরিয়া না দেওয়া প্রযুক্ত প্রোটেষ্ট লেখা যায় এবং প্রোটেষ্ট হইলেও যদি কোন ব্যক্তি বিললেখকের কিম্বা পৃষ্ঠলিপিকারকদের মধ্যে কোন এক জনের মানরক্ষার জন্যে ঐ বিল সাকরিয়া দেন, তবে তাঁহাকে "মানরক্ষার্থ স্বীকারকারী" বলা যায়।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

নিদর্শনপত্র লিখিত "প্রাপক।"

যেব্যক্তিকে বা যাঁহার আদেশমতে ঐ নিদর্শনপত্রক্রমে মুদ্রা দিবার আদেশ থাকে তাঁহাকে "প্রাপক" বলা যায়।

"অধিকারী।"

৮ ধারা। যে ব্যক্তি স্বীয় নামে ঋণপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক স্বীয় অধিকারে রাখিবার, ও ঐ২ পত্র লিখিত ব্যক্তিদের স্থানে ঐ২ পত্রানুসারে প্রাপ্য টাকা গ্রহণ কি আদায় করিবার স্বত্ববান, তাঁহাকে ঐ২ পত্রের "অধিকারী" বলা যায়।

ঐ পত্র কি বিল কি চ্যাক হারান গেলে কি নষ্ট হইলে তাহা হারান যাইবার কি নষ্ট হইবার সময়ে যিনি উক্ত প্রকারে স্বত্ববান ছিলেন তিনিই অধিকারী।

"যথাক্রমে অধিকারী"

৯ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের টাকা ঐ২ পত্রগ্রাহককে দিতে হইলে মূল্য দিয়া যিনি পত্রাধিকারী হন তিনি

কিম্বা প্রাপককে কি তাঁহার আদেশমতে টাকা দিতে হইলে যিনি প্রাপক কি পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপক হন, তিনি উল্লিখিত টাকা দেনা পড়িবার পূর্ব্বে বিনিময়ের মূল্য দিয়া যাঁহার স্থানে স্বত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহার স্বত্বের কোন দোষ যে ছিল এমত বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ না জানিলে, "যথাক্রমে অধিকারী" শব্দে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে।

"যথাক্রমে মুদ্রাপ্রদান।"

১০ ধারা। উক্ত নিদর্শনপত্র যাঁহার অধিকারে থাকে সরলভাবে ও শৈথিল্য বিনা ঐ নিদর্শনপত্রের দৃশ্য মর্ম্মানুসারে তাঁহাকে মুদ্রা দেওয়া গেলে, ও যে অবস্থায় দেওয়া যায়, তদ্বিবেচনায় তিনি ঐ নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত মুদ্রা প্রাপ্তির স্বত্ববান যে নহেন এমত বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু না থাকিলে, "যথাক্রমে মুদ্রা প্রদান" শব্দে তদ্রূপ প্রদান বুঝিতে হইবে।

দেশীয় নিদর্শনপত্র।

১১ ধারা। যে ঋণপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে লেখা বা করা যায় এবং ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যাহার মুদ্রা দিতে হইবে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবাসি কোন ব্যক্তির উপর যাহা দেওয়া যায়, তাহা "দেশীয় নিদর্শনপত্র" বলিয়া জ্ঞান হইবে।

"ভিন্নদেশীয় নিদর্শনপত্র।"

১২ ধারা। যে নিদর্শনপত্র পূর্ব্বোক্তমতে লেখা বা করা না যায় বা যাহার মুদ্রা পূর্ব্বোক্তমতে দিতে না হয় তাহা "ভিন্নদেশীয় নিদর্শনপত্র" বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র।

১৩ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কি তাহার আদেশমতে, কিম্বা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির আদেশমতে কিম্বা ঐ পত্রগ্রাহককে, কিম্বা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কি ঐ পত্রগ্রাহককে তদুল্লিখিত মুদ্রা দিবার আদেশ থাকিলে "ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র" শব্দে সেই ঋণপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক বুঝিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

বিক্রয়।

১৪ ধারা। কোন ব্যক্তি যাহাতে ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের অধিকারী হইয়া উঠেন ঐ নিদর্শনপত্র এমত করিয়া হস্তান্তর করিয়া তাঁহাকে দেওয়া গেলে, তাহা বিক্রয় করা গেল বলা যায়।

পৃষ্ঠলিপি।

১৫ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র যাঁহার দ্বারা লেখা যায় ঐ পত্রলেখকস্বরূপ না হইয়া তিনি বা ঐ পত্রের অধিকারী তাহা বিক্রয় করিবার উদ্দেশে তাহার পৃষ্ঠে বা সম্মুখভাগে বা তৎসংযুক্ত এক খণ্ড কাগজে স্বাক্ষর করিলে, কিম্বা যে ইষ্টাম্প কাগজে ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র লিখিয়া দিবার কল্পনা থাকে তাহাতে সেই উদ্দেশে ঐরূপে স্বাক্ষর করিলে, তিনি তাহার পৃষ্ঠলিপি করেন বলা যায় ও তাঁহাকে "পৃষ্ঠলিপিকারক" বলা যায়।

"নামমাত্রের পৃষ্ঠলিপি" ও "সম্পূর্ণ পৃষ্ঠলিপি"।

১৬ ধারা। পৃষ্ঠলিপিকারক আপন নামমাত্র স্বাক্ষর করিলে, তাহা "নামমাত্রের পৃষ্ঠলিপি" বলা যায়। নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত টাকা নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে কি তাঁহার আদেশমতে দিবার আদেশ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, তাহা "সম্পূর্ণ পৃষ্ঠলিপি" বলা যায়, ও যে ব্যক্তিকে তদ্রূপে নির্দ্দিষ্ট করা যায় তাঁহাকে ঐ নিদর্শনপত্রের "পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপক" বলা যায়।

"পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপক।"

দ্ব্যর্থ নিদর্শনপত্রের কথা।

১৭ ধারা। কোন নিদর্শনপত্রের ভাব দৃষ্টে যদি ঐ পত্রখানি ঋণপত্র কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে, তবে সেই পত্রের অধিকারী স্বেচ্ছামতে তাহা লইয়া এক বা অন্য পত্রস্বরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন, ও তদবধি ঐ পত্র লইয়া তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে।

অঙ্কেতে ও অক্ষরে ভিন্ন২ সংখ্যার মুদ্রা লেখা গেলে তদ্বিষয়ক কথা।

১৮ ধারা। যে মুদ্রা দিবার প্রতিজ্ঞা কি আদেশ থাকে অঙ্কেতে তাহার এক সংখ্যা ও অক্ষরে অন্য সংখ্যা লেখা থাকিলে, অক্ষরে যে সংখ্যা লেখা আছে তাহাই দিবার প্রতিজ্ঞা কি আদেশ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

যেং নিদর্শনপত্রের টাকা চাহিবামাত্র দিতে হইবে তাহার কথা।

১৯ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের মুদ্রা দিবার সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে তাহার, ও চ্যাকের টাকা চাহিবামাত্র দেয় হইবে।

ইষ্টাম্পযুক্ত অসম্পূর্ণ নিদর্শনপত্রের কথা।

২০ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র সংক্রান্ত যে আইন যৎকালে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকে তদনুসারে ইষ্টাম্পযুক্ত এক খণ্ড কাগজ সম্পূর্ণরূপ শাদা রাখিয়া অথবা তাহাতে একটি অসম্পূর্ণ ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র লিখিয়া এক ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া অন্য কাহাকে অর্পণ করিলে তিনি ইষ্টাম্পের মূল্য বিবেচনায় নিদর্শনপত্রে যত টাকা লেখা যাইতে পারে তাহার অনধিক টাকার ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র লিখিয়া বা, স্থল বিশেষে, সম্পূর্ণ করিয়া লইবার ক্ষমতা ঐ পত্রধারিকে দিলেন আপাততঃ এইরূপ জ্ঞান হইবে। উক্ত স্বাক্ষরকারী যে পদোপলক্ষে

ঐ নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করেন, সেই পদোপলক্ষে যথাক্রমে ঐ পত্রধারির নিকট উক্ত টাকার জন্য দায়ী হইবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিদর্শনপত্র অর্পণ করেন, যথাক্রমে পত্রাধিকারী ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার স্থানে তিনি তৎক্রমে যত টাকা দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন তদধিক টাকা আদায় করিতে পারিবে না।

"দেখাইবামাত্র"। "উপস্থিত করণ সময়ে।" "দেখাইবার পর"।

২১ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের মধ্যে "দেখাইবামাত্র" ও "উপস্থিত করণ সময়ে" এই২ শব্দ থাকিলে চাহিবামাত্র বুঝাইবে। "দেখাইবার পর" এই শব্দ ঋণপত্রে থাকিলে, "দেখাইবার জন্যে উপস্থিত করণের পর" বুঝাইবে, ও বিল অফ এক্সচেঞ্জে থাকিলে সাকরিয়া দিবার পর কিম্বা সাকরিয়া না দেওয়াতে নোট বা প্রোটেস্ট হইবার পর বুঝাইবে।

মিয়াদ পূর্ণ হইবার কথা।

২২ ধারা। ঋণপত্রের বা বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা যে তারিখে দেনা পড়ে তাহাই তাহার মিয়াদ পূর্ণ হইবার দিন।

গ্রেসের দিনের কথা।

চাহিবামাত্র কি দেখাইবামাত্র কি উপস্থিত করণ সময়ে যাহার টাকা দিতে হইবে এমত ঋণপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ ভিন্ন, প্রত্যেক ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা যে দিনে দিতে হইবে বলিয়া ব্যক্ত হয়, তাহার পর তৃতীয় দিনে তাহার মিয়াদ পূর্ণ হয়।

বিলের কি পত্রের তারিখের বা তাহা দেখাইবার পর এত মাসান্তর তাহার টাকা দিতে হইলে মিয়াদ যে সময়ে পূর্ণ হয়—তদ্বিষয়ের কথা।

২৩ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের তারিখ অবধি কি তাহা দেখাইবার পর কিম্বা বিশেষ ঘটনার পর নির্দ্দিষ্ট কয়েক মাসান্তর তাহার টাকা দিতে হইলে, সেই পত্রের কি বিলের মিয়াদ কোন্ দিনে পূর্ণ হইবে ইহার হিসাব করিতে গেলে ঐ নিদর্শনপত্র যে মাসের যে তারিখে লেখা যায় বা যে তারিখে সাকরাইয়া লইবার বা দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত করা যায়, কিম্বা সাকরিয়া না দেওয়াতে নোট বা প্রোটেস্ট হয়, বা উক্ত ঘটনা ঘটে, তৎপশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট মাসের সেই তারিখে কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ হইলে ও দেখাইবার পর নির্দ্দিষ্ট কয়েক মাসান্তর টাকা দিবার নিয়ম থাকিলে, ও মান রক্ষার্থে তাহা সাকরিয়া দেওয়া গেলে যে তারিখে সাকরান গেল নির্দ্দিষ্ট ঐ মাসের সেই তারিখে মিয়াদ পূর্ণ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে। যে মাসে ঐ মিয়াদ পূর্ণ হয় সেই মাসের সেই তারিখ না থাকিলে, ঐ মাসের শেষ তারিখে মিয়াদ পূর্ণ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

উদাহরণ।

(ক) ১৮৭৮ সালের ২৯ জানুয়ারির ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের টাকা ঐ তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে দেনা পড়িবে ঐ মিয়াদ ১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখের পর তৃতীয় দিনে পূর্ণ হয়।

(খ) ১৮৭৮ সালের ৩০ আগষ্টের ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের টাকা ঐ তারিখ অবধি তিন মাসান্তর দেনা পড়িবে। ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে নিদর্শনপত্রের মিয়াদ পূর্ণ হয়।

(গ) ১৮৭৮ সালের ৩১ আগষ্টের ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা ঐ তারিখ অবধি তিন মাসান্তর দেনা পড়ে, ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে ঐ মিয়াদ পূর্ণ হয়।

তারিখের পর কি দেখাইবার পর এত দিনান্তর বিলের কি পত্রের টাকা দেনা পড়িলে যে তারিখে মিয়াদ পূর্ণ হয় তদ্বিষয়ের কথা।

২৪ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের তারিখের পর কিম্বা তাহা দেখাইবার কি বিশেষ ব্যাপার ঘটিবার পর নির্দ্দিষ্ট কএক দিনান্তর টাকা দেনা পড়িলে তাহার মিয়াদ যে তারিখে পূর্ণ হয় ইহার হিসাব করিতে গেলে, উক্ত তারিখ কিম্বা সাকরাইয়া লইবার কি দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত করণের বা সাকরিয়া না দেওয়াতে প্রোটেস্ট করণের বা উক্ত ব্যাপার ঘটনের তারিখ ধরিতে হইবে না।

মিয়াদ পূর্ণ হইবার দিন বন্দের দিন হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

২৫ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের মিয়াদ যে দিনে পূর্ণ হয় তাহা সাধারণের ছুটীর দিন হইলে, কার্য্য চলনের তৎপূর্ব্ব দিনে ঐ নিদর্শনপত্রের টাকা দেনা বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ব্যাখ্যা।—"সাধারণের ছুটীর দিন" এই কথার মধ্যে রবিবার, ও ইংরাজি নূতন বৎসরের প্রথম দিন, ও কৃষ্টমাস ডে ও ঐ দুই দিনের মধ্যে কোনটী রবিবারে পড়িলে পরবর্ত্তি সোমবার, ও গুড্‌ফ্রাইডে, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া অন্য যে দিন সাধারণের ছুটীর দিন বলিয়া প্রকাশ করেন তাহাও গণ্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

ঋণপত্রের ও বিলের ও চ্যাকের নানা পক্ষ বিষয়ক বিধি।

ঋণপত্র প্রভৃতি করণ প্রভৃতির ক্ষমতার কথা।

২৬ ধারা। যে ব্যক্তি যে আইনের অধীন হন সেই আইনমতে চুক্তি করিতে সমর্থ হইলে তিনি ঋণপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক করিয়া বা লিখিয়া বা সাকরিয়া বা তাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া বা অর্পণ বা ক্রয় বিক্রয় করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতে ও তৎক্রমে বদ্ধ হইতে পারিবেন।

নাবালগের কথা।

নাবালগ যাহাতে আপনাকে ভিন্ন অন্য সকল পক্ষকে বদ্ধ করেন, এমতে উক্ত প্রকারের নিদর্শনপত্র করিতে ও তাহার পৃষ্ঠে লিখিতে ও তাহা অর্পণ ও ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন।

যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে সমবায়িত সমাজের উক্তরূপ নিদর্শনপত্র লিখিয়া দিবার বা তাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিবার বা সাকরিয়া দিবার ক্ষমতা না থাকিলে এই ধারার কোন কথাদ্বারা সেই ক্ষমতা যে দেওয়া গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

সপক্ষ কর্ম্মকারকের দ্বারা কার্য করণ বিষয়ক কথা।

২৭ ধারা। কোন ব্যক্তি ২৬ ধারার লিখিতমতে আপনাকে বদ্ধ করিতে কিম্বা আপনি বদ্ধ হইতে সক্ষম হইলে, স্বীয় নামে কর্ম্মকারি উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের দ্বারা তদ্রূপে আপনাকে বদ্ধ করিতে বা আপনি বদ্ধ হইতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

কোন ব্যক্তি সপক্ষ কর্ম্মকারককে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ও ঋণ গ্রহণ ও শোধ করিবার সাধারণ ক্ষমতাপত্র দিলেও তাহার বলে কর্ত্তা যাহাতে বদ্ধ হন ঐ কর্ম্মকারক এমন করিয়া বিল অফ এক্সচেঞ্জে সাকরিয়া দিতে কি তাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিতে সক্ষম হইবেন না।

বিল অফ এক্সচেঞ্জ লিখিবার ক্ষমতাপত্র থাকিলেও কেবল তদ্দ্বারা পৃষ্ঠলিপি লিখিবার ক্ষমতা থাকার ভাব বুঝায় না।

কর্ম্মকারক স্বাক্ষর করিলে তাঁহার দায়ের কথা।

২৮ ধারা। কর্ম্মকারক অন্যের সপক্ষ কর্ম্মকারকস্বরূপ স্বাক্ষর করিতেছেন কিম্বা নিজে কোন দায় স্বীকার করিতে কল্পনা করেন না, এই মর্ম্মের কোন কথা না লিখিয়া ঋণপত্রে কি বিল অফ এক্সচেঞ্জে কি চ্যাকে নাম স্বাক্ষর করিলে, তিনি ঐ নিদর্শনপত্রক্রমে স্বয়ং দায়ী হন। কিন্তু কেবল কর্ত্তা যে দায়ী হইবেন তাঁহার মনে এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া যাঁহারা তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে প্রবৃত্তি দেন তাঁহাদের নিকট দায়ী হইবেন না।

বৈধ অছিভিত্তিক ব্যক্তি স্বাক্ষর করিলে তাঁহার দায়ের কথা।

২৯ ধারা। বৈধ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বিল অফ এক্সচেঞ্জে কি ঋণপত্রে কি চ্যাকে স্বাক্ষর করিলে ঐ স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ তাঁহার হাতে যত স্থিত থাকে কেবল তত দূর পর্য্যন্ত আপনার দায়ের সীমা স্পষ্টরূপে অবধারিত না করিলে, তিনি তৎক্রমে স্বয়ং দায়ী হইবেন।

লেখকের দায়ের কথা।

৩০ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের টাকাদায়ক কি স্বীকারকারী যদি তাহা অগ্রাহ্য করেন তবে নিম্নলিখিত বিধানমতে ঐ বিলের কি চ্যাকের লেখককে ঐ অগ্রাহ্য হইবার উপযুক্ত নোটিস দেওয়া গেলে কিম্বা তিনি নোটিস পাইলে, ঐ বিলের কি চ্যাকের লেখককে ঐ বিলের কি পত্রের অধিকারির হানিপূরণ করিতে হইবে।

চ্যাকের টাকাদায়কের দায়ের কথা।

৩১ ধারা। চ্যাক যাঁহার উপর দেওয়া যায়, তিনি যাহা হইতে ন্যায়মতে ঐ চ্যাকের টাকা দিতে পারেন তাঁহার হাতে চ্যাক লেখকের এমত উপযুক্ত টাকা থাকিলে, নিয়মমতে আদেশ পাইলে তাঁহার সেই চ্যাকের টাকা দিতে হইবে। না দিলে সেই ত্রুটিদ্বারা ঐ চ্যাকের লেখকের কোন ক্ষতি কি হানি হইলে তাঁহার সেই ক্ষতি কি হানি পূরণ করিতে হইবে।

ঋণপত্রের লেখকের ও বিল স্বীকারকারির দায়ের কথা।

৩২ ধারা। ভাবান্তরের চুক্তি না হইয়া থাকিলে যিনি ঋণপত্র লিখিয়া দেন, ও বিল অফ এক্সচেঞ্জের মিয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যিনি তাহা সাকরিয়া দেন, মিয়াদ পূর্ণ হইলে তিনি ঐ পত্রের কি সাকরান কথার প্রকাশ ভাবানুসারে তাহার টাকা দিতে বদ্ধ এবং বিলের মিয়াদ পূর্ণ হইলে বা তৎপরে বিল অফ এক্সচেঞ্জে যিনি সাকরিয়া দেন ঐ বিলের অধিকারী চাহিবামাত্র তিনি ঐ বিলের টাকা দিতে বদ্ধ।

পূর্ব্বোক্তমতে না দিলে সেই ত্রুটির দ্বারা ঐ পত্রের কি বিলের কোন পক্ষের ক্ষতি কি হানি হইলে ঐ পত্র লেখকের কি স্বীকারকারির সেই ক্ষতি কি হানি পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

প্রয়োজনীয় স্থল কি মান রক্ষার্থভিন্ন, যাঁহার উপর বিল দেওয়া যায় কেবল তাঁহারই সাকরিয়া দিতে হইবার কথা।

৩৩ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জ যে ব্যক্তির উপর দেওয়া যায় তিনি ভিন্ন, কিম্বা যৌতায় অনেকের উপর দেওয়া গেলে তাঁহাদের সকল কি কোন২ ব্যক্তি ভিন্ন কিম্বা বিলে প্রয়োজনীয় স্থলের দায়ক বলিয়া কিম্বা মানরক্ষার্থ স্বীকারকারী বলিয়া যাঁহার নাম লেখা থাকে তিনি ভিন্ন কোন ব্যক্তি সাকরিয়া দিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতে পারিবেন না।

যাঁহারা অংশী নহেন এমত অনেক দায়ক সাকরিয়া দিলে তদ্বিষয়ক কথা।

৩৪ ধারা। যাঁহারা ব্যবসায়ের অংশী নহেন এমত অনেক ব্যক্তির উপর বিল অফ এক্সচেঞ্জ লেখা গেলে, প্রত্যেক জন আপনার নিমিত্ত তাহা সাকরিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অন্যের স্থানে ক্ষমতা না পাইলে তাঁহার নিমিত্ত সাকরিয়া দিতে পারিবেন না।

পৃষ্ঠলিপিকারকের [illegible] য়ের কথা।

৩৫ ধারা। ভা[illegible] পত্রের উল্লিখিত [illegible] কোন ব্যক্তিকে [illegible] লে কোন আদেশ লিখিয়া তাহা [illegible] নিদর্শন[illegible] পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া অন্যকে অর্পণ করিলে, যদি সেই লিপিতে আপনার দায় অস্বীকার কিম্বা নিয়মাধীন না করেন, তবে টাকাদায়ক কি স্বীকারকারী কি লেখক তাহা অগ্রাহ্য করিলে, ও পৃষ্ঠলিপিকারককে নিম্নলিখিত বিধানমতে অগ্রাহ্য হইবার উপযুক্ত নোটিস দেওয়া গেলে কিম্বা তিনি নোটিস পাইলে, ঐ পৃষ্ঠলিপি করণের পর ঐ পত্র যে ব্যক্তির অধিকারে যায় অগ্রাহ্য হওয়া প্রযুক্ত তাঁহার যে ক্ষতি কি হানি হয় ঐ পৃষ্ঠলিপিকারকের সেই ক্ষতি কি হানিপূরণ করিতে হইবে।

অগ্রাহ্য হইবার পর কোন ব্যক্তি নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিলে, চাহিবামাত্র পত্রের টাকা দিতে হইলে যে দায় হয় তাঁহার সেই দায় হইবে।

যথাক্রমে অধিকারির নিকট পূর্ব্ব পক্ষের দায়ের কথা।

৩৬ ধারা। যাবৎ ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য সাধন না হয় ঐ পত্রের প্রত্যেক পক্ষ আপনার পশ্চাৎ যথাক্রমে অধিকারির নিকট দায়ী থাকেন।

পত্রকারক ও লেখক ও স্বীকারকারী মুখ্য ঋণী হইবার কথা।

৩৭ ধারা। ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে, ঋণপত্রের কি চ্যাকের লেখক ও বিল অফ এক্সচেঞ্জ সাকরিয়া না দেওন পর্য্যন্ত ঐ বিলের লেখক এবং স্বীকারকারী যথাক্রমে মুখ্য ঋণী স্বরূপ দায়ী ও ঐ ২ পত্রের অন্য পক্ষেরা ঐ পত্রকারকের বা স্থলবিশেষে পত্রলেখকের বা স্বীকারকারির প্রতিভূ স্বরূপ দায়ী থাকেন।

পূর্ব্বপক্ষ পশ্চাৎ পক্ষের নিকট মুখ্য ঋণী হইবার কথা।

৩৮ ধারা। প্রতিভূস্বরূপ যে ২ পক্ষ উক্ত প্রকারে দায়ী হন তাঁহাদের মধ্যে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে পূর্ব্ব পক্ষ প্রত্যেক জন তৎপশ্চাৎ প্রত্যেক পক্ষের নিকট মুখ্য ঋণীস্বরূপ ও দায়ী থাকেন।

উদাহরণ ।

আপনার আদেশমতে যে বিলের টাকা দিতে হইবে আনন্দ বলরামের নামে এমন বিল লিখিয়া দিলে, বলরাম তাহা সাকরিয়া দিলেন। পরে আনন্দ পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া চন্দ্রকে, ও চন্দ্র পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিননাথকে ও দিননাথ পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া ঈশানকে দেন। এই স্থলে ঈশানের ও বলরামের মধ্যে এই সম্বন্ধ আছে যে বলরাম মুখ্য ঋণী ও আনন্দ ও চন্দ্র ও দিননাথ প্রতিভূ। ঈশান ও আনন্দের মধ্যে সম্বন্ধ এই, আনন্দ মুখ্য ঋণী ও চন্দ্র ও দিননাথ তাঁহার প্রতিভূ। ঈশানের ও চন্দ্রের মধ্যে সম্বন্ধ এই, চন্দ্র মুখ্য ঋণী ও দিননাথ তাঁহার প্রতিভূ।

প্রতিভূত্বের কথা।

৩৯ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ সাকরান গিয়াছে তাহার অধিকারী যদি স্বীকারকারির সঙ্গে কোন চুক্তি করেন ও ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৩৪ বা ১৩৫ ধারামতে যদি সেই চুক্তির বলে অন্য পক্ষেরা দায় রহিত হয়, তাহাহইলে ঐ বিলের অধিকারী অন্য পক্ষদিগকে দায়ী রাখিবার স্বীয় স্বত্ব স্পষ্ট করিয়া প্রবল রাখিতে পারিবেন। এমত স্থলে তাঁহাদের দায় রহিত হইবে না।

পৃষ্ঠলিপিকারকের দায় রহিত হইবার কথা।

৪০ ধারা। কোন পূর্ব্ব পক্ষের বিপরীতে পৃষ্ঠলিপিকারকের যে প্রতিকার থাকে, ঐ পত্রের অধিকারী যদি পৃষ্ঠলিপিকারকের সম্মতি ভিন্ন সেই প্রতিকার নষ্ট করেন কি তাহার হানি করেন, তবে ঐ নিদর্শনপত্রের মিয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা দেওয়া যাওয়াতে পৃষ্ঠলিপিকারক যত দূর দায় হইতে মুক্ত হইতেন তিনি তত দূর ঐ অধিকারির নিকট দায় হইতে মুক্ত হইবেন।

উদাহরণ।

যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা বলরাম ও তাহাকে দেওয়া যাইবে তাহা আনন্দের অধিকারে আইসে, তাহার পৃষ্ঠে এই ২ নাম মাত্রের লিপি আছে,—

প্রথম পৃষ্ঠলিপি "বলরাম।"
দ্বিতীয় পৃষ্ঠলিপি "উমেশচন্দ্র পালিত"
তৃতীয় পৃষ্ঠলিপি "দে কোং।"
চতুর্থ পৃষ্ঠলিপি "যাদবচন্দ্র রায়।"

আনন্দ যাদবচন্দ্র রায়ের সম্মতি বিনা উমেশচন্দ্র পালিতের ও দে কোম্পানির পৃষ্ঠলিপি কাটিয়া যাদবচন্দ্র রায়ের নামে ঐ বিল লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ যাদবচন্দ্র রায়ের স্থানে কিছুই পাইবার হকদার নহেন।

পৃষ্ঠলিপি জাল করা হইলেও স্বীকারকারির টাকা দিতে হইবার কথা।

৪১ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জের পৃষ্ঠলিপি জাল লেখা গেলে পর যিনি সেই বিল সাকরিয়া দেন তিনি সাকরিয়া দিবার সময়ে যদি ঐ বিলের পৃষ্ঠলিপি জাল করা বলিয়া জানিতেন কি তাঁহার এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিত তবে সেই পৃষ্ঠলিপি জাল হইয়াছে বলিয়া তিনি দায় হইতে মুক্ত নহেন।

বিল বেনামী লেখা গেলে তাহা সাকরিয়া দিবার কথা।

৪২ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জ যদি কল্পিত নামে লেখা যায় ও লেখকের আদেশমতে টাকা দিবার নিয়ম থাকে, তবে লেখকের স্বাক্ষরের তুল্য অক্ষরে ও লেখকের লিখিত বলিয়া পৃষ্ঠলিপিক্রমে যে ব্যক্তি যথাক্রমে অধিকারী হইয়া দাওয়া রাখেন তাঁহার নিকট ঐ বিলের স্বীকারকারী ঐ নাম কল্পিত বলিয়া দায় হইতে মুক্ত পাইবেন না।

বিনা মূল্যে ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্র করা প্রভৃতি হইলে, তাহার কথা।

৪৩ ধারা। যদি ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্র করিবার কি লিখিবার কি সাকরিয়া দিবার কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করিবার বা তাহা হস্তান্তর করিবার মূল্যস্বরূপ কিছুই না দেওয়া যায় অথবা যাহা দিবার কথা তাহাতে ত্রুটি হয়, তবে নিদর্শনপত্রের যে দুই পক্ষ থাকেন তাঁহাদের মধ্যে টাকা দিবার কোন দায় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কোন পক্ষ, পৃষ্ঠলিপি করিয়াই হউক বা না করিয়াই হউক, ঐ নিদর্শন পত্র মূল্য লইয়া পত্রাধিকারিকে হস্তান্তর করিয়া দিলে, ঐ পত্রাধিকারী ও তাঁহার স্থানে স্বত্ব প্রাপ্ত পরবর্ত্তি প্রত্যেক পত্রাধিকারী ঐ নিদর্শন পত্রক্রমে প্রাপ্য টাকা মূল্যগ্রাহক হস্তান্তরকর্ত্তার স্থানে বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন পক্ষের স্থানে আদায় করিতে পারিবেন।

১ বর্জ্জিত কথা।—যে ব্যক্তির উপকারার্থে কোন ক্রেয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র করা কি লেখা কি সাকরিয়া দেওয়া কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ টাকা দিয়া থাকিলে, তাহার উপকারার্থে যিনি ঐ নিদর্শনপত্রের এক পক্ষ হইয়াছিলেন তাঁহার স্থানে উক্ত পত্র বলে ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবে না।

২ বর্জ্জিত কথা।—মূল্যস্বরূপ সম্পূর্ণরূপে যাহা কিছু দিতে বা করিতে আপনার ত্রুটি হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তদুপলক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন নিদর্শনপত্র করিতে বা লিখিতে বা সাকরাইতে বা তাহার পৃষ্ঠলিপি করিতে বা তাহা হস্তান্তর করিতে প্রবৃত্তি দিয়া থাকিলে, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে মূল্যস্বরূপ যাহা কিছু দিয়াছেন বা করিয়াছেন তদধিক টাকা ঐ পত্রবলে আদায় করিতে পারিবেন না।

মূল্যস্বরূপ যে টাকা দিতে হইবে তাহার আংশিক অভাব কি অসংস্থান হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

৪৪ ধারা। যে মূল্য জন্য কোন ব্যক্তি ঋণপত্রে কি বিল অফ এক্সচেঞ্জে কি চ্যাকে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তাহা টাকা হইলে ও প্রথমেই সেই২ টাকার আংশিক অভাব থাকিলে কিম্বা পশ্চাৎ তাহার আংশিক অসংস্থান ঘটিলে, স্বাক্ষরকারির সঙ্গে পত্রের যে অধিকারির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে তিনি স্বাক্ষরকারির স্থানে তদনুসারে কম টাকা পাইবার অধিকারী হন।

ব্যাখ্যা।—বিল অফ এক্সচেঞ্জের লেখকের সঙ্গে ঐ বিল স্বীকারকারির সাক্ষাৎসম্বন্ধ। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের লেখকের সঙ্গে টাকা প্রাপকের, ও পৃষ্ঠলিপিকারকের সঙ্গে পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। অন্য স্বাক্ষরকারিদের সঙ্গে নিয়ম হইলে তাঁহাদের সহিত পত্রের অধিকারির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ আপনার আজ্ঞামতে টাকা দিবার নিয়মে বলরামের উপর ৫০০ টাকার বিল দেন। বলরাম ঐ বিল সাকরিয়া দিলে পর টাকা না দিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। আনন্দ ঐ বিলের উপর বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ঐ বিলের কেবল ৪০০ টাকা মূল্য ছিল ও বাদির উপকারার্থে ঐ টাকার নিমিত্ত সাকরিয়া দিয়াছিলেন, বলরাম ইহা প্রমাণ করিলে আনন্দ কেবল ৫০০ টাকা পাইতে পারিবেন।

টাকাভিন্ন কোন দ্রব্য মূল্যস্বরূপ হইলেও তাহার একাংশ না থাকার কথা।

৪৫ ধারা। কোন ব্যক্তি যে মূল্যের ঋণপত্রে কি বিল অফ এক্সচেঞ্জে কি চ্যাকে স্বাক্ষর করেন তাহা একাংশ টাকা না হইলেও প্রতিপোষ পাণ জন্য স্থান বিনা টাকার দ্বারা পাওনার মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারিবেন, সেই অংশ দিবার ত্রুটি হইলে, স্বাক্ষরকারীর ঐ পত্রের যে অধিকারির সাক্ষাৎসম্বন্ধ থাকে তিনি তদনুসারে কম টাকা পাইবার স্বত্বাধীন হন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ক্রয়বিক্রয় বিষয়ক বিধি।

অর্পণের কথা।

৪৬ ধারা। ঋণপত্রের বা বিল অফ এক্সচেঞ্জের বা চ্যাকের বাস্তবিক কিম্বা আনুমানিক অর্পণ দ্বারা তাহা করা বা সাক্ষরিয়া দেওয়া বা তাহার পৃষ্ঠলিপি করা সম্পূর্ণ হয়।

যে ব্যক্তি ঐ নিদর্শনপত্র করেন বা সাক্ষরিয়া দেন বা তাহার পৃষ্ঠলিপি করেন, সেই ব্যক্তি নিজে কিম্বা তাঁহার পক্ষে তদর্থে যাহাকে ক্ষমতা দেন তাহার দ্বারা অর্পণ করিলে, যে ব্যক্তিদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে তাঁহাদের মধ্যে ঐ অর্পণ সিদ্ধ হয়।

উক্ত ব্যক্তিদের এবং যথাক্রমে অধিকারি ভিন্ন অন্য নিদর্শনপত্রাধিকারিদের মধ্যে ইহা দেখান যাইতে পারে যে ঐ নিদর্শনপত্র নিয়মানুসারে কেবল কোন বিশেষ উদ্দেশে অর্পিত হয়, উহার স্বামিত্ব অন্যের হস্তান্তর করিবার অভিপ্রায় ছিল না।

যে ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের বা চ্যাকের টাকা বাহককে দিতে হইবে বলিয়া লেখা যায় তাহার অর্পণ করণ দ্বারা বিক্রয় হয়।

যে ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের বা চ্যাকের টাকা আদেশমতে দিতে হইবে বলিয়া লেখা যায় পত্রাধিকারী তাহার পৃষ্ঠলিপি করিয়া অর্পণ করিলে বিক্রয় হয়।

অর্পণ করিয়া ক্রয়বিক্রয় করণ বিষয়ক কথা।

৪৭ ধারা। ৫৮ ধারার বিধান প্রবল থাকিয়া, যে ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের টাকা বাহককে দিতে হইবে বলিয়া লেখা যায় তাহা অর্পণ করণদ্বারা বিক্রয় হয়।

বার্জ্জিত স্থল বিশেষ ব্যাপারে না ঘটিলে ইহার অন্য হইবে না। এই নিয়মে যে ঋণপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক দেওয়া যায় (যিনি সেই বিষয় অবগত না হইয়া মূল্য দিয়া ঐ পত্রের অধিকারী হন তাঁহার হস্তগত হইবার স্থল ছাড়া) ঐ ব্যাপার না ঘটিলে ঐ পত্র বিক্রয় নয়।

উদাহরণ।

(ক) যে নিদর্শনপত্রের টাকা বাহককে দিতে হইবে বলিয়া লেখা যায় ঐ পত্রের অধিকারী আনন্দ বলরামের নিমিত্ত তাহা রাখিবার জন্যে তাহার সপক্ষ কর্ম্মকারকের হাতে দেন, ঐ পত্র বিক্রয় হইল।

(খ) আনন্দের ও বলরামের টাকা এই ব্যাঙ্কের হাতে আছে। যাহার টাকা বাহককে দিতে হইবে আনন্দ এমত নিদর্শনপত্রের অধিকারী হইয়া ঐ ব্যাঙ্কের প্রতি ঐ নিদর্শনপত্র হস্তান্তর করিয়া বলরামের হিসাবে জমা করিয়া লইতে আদেশ করেন। ব্যাঙ্ক তাহাই করেন ও বলরামের সপক্ষ কর্ম্মকারকস্বরূপ ঐ নিদর্শনপত্র অধিকার করেন। ঐ নিদর্শনপত্র বিক্রয় করা গেল ও বলরাম তাহার অধিকারী।

পৃষ্ঠলিপিদ্বারা বিক্রয় করণের কথা।

৪৮ ধারা। ৫৮ ধারার বিধান প্রবল থাকিয়া, নির্দিষ্ট ব্যক্তির আদেশমতে কিম্বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কি তাঁহার আজ্ঞামতে যে ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের টাকা দিতে হইবে, সেই পত্রের অধিকারী পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া তাহা অর্পণ করিলে তাহা বিক্রয় করা যায়।

পৃষ্ঠলিপিস্বরূপ নাম মাত্র লেখা গেলে পর সম্পূর্ণ লিপি লেখার কথা।

৪৯ ধারা। ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে নাম মাত্র লেখা থাকিলে ঐ পত্রের অধিকারী পৃষ্ঠলিপিকারকের স্বাক্ষরের উপর পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপকস্বরূপ অন্য কোন ব্যক্তির নাম লিখিয়া ঐ নাম মাত্রের পৃষ্ঠলিপি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠলিপি করিতে পারিবেন। তাহা করিলে পৃষ্ঠলিপিকারকের যে দায় ঐ অধিকারির প্রতি সেই দায় বর্ত্তে না।

পৃষ্ঠলিপি লিখনের ফলের কথা।

৫০ ধারা। ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া তাহা পৃষ্ঠলিখিত ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে তাহার ফল এই হয় যে পৃষ্ঠলিপিক্রমে ঐ পত্রপ্রাপক ঐ পত্রের স্বামিত্ব ও তাহা পুনরায় বিক্রয় করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঐ পৃষ্ঠলিপিতে স্পষ্টরূপে লিখিয়া ঐ স্বত্ব সঙ্কুচিত বা রহিত করা যাইতে পারে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে যাঁহাকে প্রাপক করা যায় তাঁহাকে কেবল ঐ নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখনার্থ কর্ম্মকারক কিম্বা পৃষ্ঠলিপিকারকের কি নির্দিষ্ট অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত টাকার গ্রাহকমাত্র করা যাইতে পারে।

উদাহরণ।

যাহার টাকা বাহককে দিতে হইবে বল যে ক্রয়বিক্রেয় এমত ভিন্ন২ পত্রের পৃষ্ঠে এই২ লিপি লিখিয়া স্বাক্ষর করেন।

(ক) কেবল চন্দ্রকে ইহার টাকা দেও।

(খ) আমার কার্য্যের জন্য চন্দ্রকে ইহার টাকা দেও।

(গ) বলরামের নিমিত্ত চন্দ্রকে কি তাহার আজ্ঞামতে দেও।

(ঘ) এই পত্রের লিখিত টাকা চন্দ্রের নামে জমা করিয়া লইতে হইবে।

উক্ত প্রকারের পৃষ্ঠলিপি লেখা গেলে চন্দ্রের ঐ পত্র পুনরায় বিক্রয় করিবার স্বত্ব নাই।

(ঙ) চন্দ্রকে দেও।

(চ) ওরিয়েণ্টল ব্যাঙ্কের সহিত হিসাবের উপলক্ষে চন্দ্রকে ইহার টাকা দেও।

(ছ) পৃষ্ঠলিপিকারকের ও অমরের মধ্যে চন্দ্র যে অর্পণপত্র করিয়া দিলেন তাহার মূল্যের একাংশস্বরূপ চন্দ্রকে ইহার টাকা দেও।

এই২ প্রকারের পৃষ্ঠলিপি হইলে চন্দ্রের ঐ পত্র পুনরায় বিক্রয় করিবার স্বত্ব রহিত হয় না।

কেহ ক্রয় বিক্রয় করিতে পারেন তদ্বিষয়ক কথা।

৫১ ধারা। নিদর্শনপত্রের ক্রয় বিক্রয় কার্য্য ৫০ ধারার উল্লিখিতমতে সঙ্কুচিত কি রহিত করা না গেলে, যিনি একা সেই ক্রয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রকারক কি লেখক কি টাকা প্রাপক কি পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপক হন তিনি, কিম্বা যৌথায় যাঁহারা ঐ পত্রকারক কি লেখক কি টাকা প্রাপক কি পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপক

হন তাঁহারা সকলে ঐ পত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিতে ও তাহার বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—নিদর্শন পত্রকারক কি লেখক বৈধমতে ঐ পত্রের অধিকার না পাইলে কি অধিকারী না হইলে এই প্রকার কোন প্রণালীক্রমে তিনি তাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিতে কি তাহা বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন না, ও টাকা প্রাপক কি পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপক ঐ পত্রের অধিকারী না হইলে তাহার পৃষ্ঠে লিখিতে কিম্বা তাহা বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ।

আমাকে কি তাঁহার আজ্ঞামতে টাকা দিবার নিয়মে একখান বিল লেখা গেলে তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বল যেকে যেন কিন্তু তাঁহার আজ্ঞামতে এই কথা কিম্বা তদনুরূপ কোন কথা লেখা যায় নাই। বলরাম ঐ নিদর্শনপত্র বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন।

পৃষ্ঠলিপিকারক আপনার দায় ত্যাগ করিলে কিম্বা নিয়মাধীনে তাহা প্রবল রাখিলে তদ্বিষয়ক কথা।

৫২ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপিকারক ঐ পত্রের পৃষ্ঠে স্পষ্ট লিপিদ্বারা তদুপরি আপনার দায় ত্যাগ করিতে পারিবেন, কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যাপার ঘটিবার নিয়মে আপনার দায় বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপকের ঐ পত্রে টাকা পাইবার স্বত্ব প্রবল করিতে পারেন। যদিও উক্ত ব্যাপার কখন না ঘটে তথাপি তাহা করিতে পারিবেন।

পৃষ্ঠলিপিকারক উক্ত প্রকারে আপনার দায় ত্যাগ করিলে পর ঐ নিদর্শনপত্রের অধিকারী হইলে, মধ্যবর্ত্তী কোন পৃষ্ঠলিপিকারক তাঁহার নিকট দায়ী হন।

উদাহরণ।

(ক) ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপিকারক আপনার নাম লিখিয়া "আমার নিকট নিজ দায়ে নয়" এই কথাও সংযোগ করিয়া দেন। ঐ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাঁহার প্রতি কোন দায় বর্ত্তে না।

(খ) আমজাদ ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের মূল্যপ্রাপক ও অধিকারী আছেন। আমার নিকট কি আজ্ঞামতে এই কথা লিখিত পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া আপনার দায় রহিত করিয়া বলরামের প্রতি ঐ পত্র হস্তান্তর করিয়া দেন। বলরাম পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা চন্দ্রকে দেন, চন্দ্র পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া আমজাদকে দেন। আমজাদ আপনার পূর্ব্বকার স্বত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হন ও তদতিরিক্ত বলরামের ও চন্দ্রের বিপক্ষে পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপকের স্বত্ব পান।

যে ব্যক্তি যথাক্রমে অধিকার পান তাঁহার স্থানে অধিকারী স্বত্বপ্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

৫৩ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের এক অধিকারী যথাক্রমে অন্য অধিকারির স্থানে স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে, তিনি ঐ পত্রের উপর যথাক্রমে ঐ অধিকারির স্বত্ব প্রাপ্ত হন।

নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপিতে নামমাত্র দেওয়া গেলে তদ্বিষয়ক কথা।

৫৪ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে নামমাত্র লেখা গেলে, যদিও প্রথমে আজ্ঞামতে তাহার মুদ্রা দিবার নিয়ম ছিল তথাপি কোন কথা তৎসংক্রান্ত ইহার পর যে বিধান আছে সেই বিধান প্রবল থাকিয়া বাহককে টাকা দেওয়া হইতে পারিবে।

পৃষ্ঠে নামমাত্র থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠলিপি করিবার কথা।

৫৫ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় পত্রের পৃষ্ঠে নামমাত্র লেখা গেলে পর যদি পৃষ্ঠলিপি পূর্ণ করা যায়, তবে যাহার পক্ষে পূর্ণ পৃষ্ঠলিপি করা যায় তিনি কিম্বা তাঁহার দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন, কেহ ঐ সম্পূর্ণ পৃষ্ঠলিপিকারকের স্থানে টাকার দাওয়া করিতে পারিবেন না।

প্রাপ্য টাকার অংশ নিমিত্ত পৃষ্ঠলিপির কথা

৫৬ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রে যে লিপি লেখা যায় তাহার মর্ম্মানুসারে ঐ নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত টাকার অংশমাত্র হস্তান্তর করা গেলে ক্রয়বিক্রয় নিমিত্ত সেই লিপিখানি সিদ্ধ নয়। কিন্তু ঐ টাকার কিয়দংশ দেওয়া গিয়া থাকিলে, উক্ত নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে সেই মর্ম্মের মন্তব্য কথা লেখা যাইতে পারে, তাহা হইলে বাকী টাকার জন্য উহার ক্রয়বিক্রয় হইতে পারে।

কোন ব্যক্তি নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া মরিলে কেবল অর্পণ করণ দ্বারা তাহার বৈধ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির তাহা ক্রয়বিক্রয়াদি করিতে না পারিবার কথা।

৫৭ ধারা। আজ্ঞামতে যাহার টাকা দিতে হইবে, কোন ব্যক্তি এমত ঋণপত্র কি বিল অফ একস্‌চেঞ্জ কি চাকের পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া অর্পণ না করিয়া মরিলে, তাঁহার বৈধ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কেবল অর্পণ করণ দ্বারা তাহা বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন না।

অন্যায়মতে কি অবৈধ মূল্য উপলক্ষে নিদর্শনপত্র পাওয়া গেলে তদ্বিষয়ের কথা।

৫৮ ধারা। যদি ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র হারান যায় কিম্বা অপরাধ কি প্রতারণা সহকারে কি অবৈধ মূল্য উপলক্ষে ঐ পত্রকারকের কি স্বীকারকারির কি অধিকারির স্থানে পাওয়া যায়, তবে যিনি ঐ পত্র কুড়াইয়া পান কি শেষোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত হন তাঁহার দ্বারা যে অধিকারী কি পৃষ্ঠলিপিক্রমে মুদ্রাপ্রাপক দাওয়া রাখেন তিনি কিম্বা অন্য যাহার দ্বারা দাওয়া করেন তিনি যথাক্রমে ঐ পত্রের অধিকারী না হইলে, ঐ পত্রলেখকের কি স্বীকারকারির কি অধিকারির স্থানে কিম্বা সেই অধিকারির পূর্ব্ব কোন পক্ষের স্থানে ঐ পত্রের উপর প্রাপ্য মুদ্রা গ্রহণ করিতে স্বত্ববান নহেন।

অগ্রাহ্য হইবার কি মিয়াদ গত হইবার পর নিদর্শনপত্র প্রাপ্ত হওয়া গেলে তদ্বিষয়ের কথা।

৫৯ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র স্বীকার না দেওয়াতে কি মুদ্রা না দেওয়াতে অগ্রাহ্য হইলে পর কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ের নোটিস পাইয়াও তাহা প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা মিয়াদ ফুরাইলে পর প্রাপ্ত হইলে, অন্য পক্ষের সম্বন্ধে তিনি আপনার নিকট ঐ পত্রের হস্তান্তর কর্ত্তার স্বত্বমাত্র প্রাপ্ত হন।

উপকারার্থ ঋণপত্রের কি বিলের কথা।

কিন্তু কোন ঋণপত্রের কি বিল অফ একস্‌চেঞ্জের উপর কোন ব্যক্তি যেন টাকা তুলিতে পারেন এই অভিপ্রায়ে ঐ পত্রের মূল্যস্বরূপ কিছু না লইয়া ঐ পত্র করা কি লেখা কি স্বীকার করিয়া দেওয়া গেলে যদি কোন ব্যক্তি ঐ ঋণপত্রের কি বিলের মিয়াদ ফুরাইলে পর সরল ভাবে মূল্য দিয়া তাহার অধিকারী হন,

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

তবে তিনি আপনার পূর্ব্ব কোন পক্ষের স্থানে ঐ পত্রের কি বিলের টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

কোন বিল অফ একস্‌চেঞ্জের স্বীকারকারী যে সময়ে তাহা সাকরিয়া দিলেন, সেই সময়ে ঐ বিলের টাকা শোধ করিবার আনুষঙ্গিক জামিনস্বরূপ লেখকের নিকট মাল গচ্ছিত করিয়া মিয়াদ পূর্ণ হইবার সময়ে বিলের টাকা না দেওয়া গেলে সেই মালবিক্রয় করিয়া লেখককে বিলের টাকা দিবার ক্ষমতা দিলেন। বিলের মিয়াদ পূর্ণ হইলে বিলের টাকা দেওয়া না যাওয়াতে লেখক সেই মাল বিক্রয় করিয়া আপনি টাকা রাখিলেন, কিন্তু আনন্দের নামে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া তাহাকে বিল দিলেন। ঐ বিল লেখকের বড় বিষয়ে যে আপত্তি হইতে পারে আনন্দের বড় বিষয়েও সেই আপত্তি হইবে।

৬০ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের মিয়াদ পূর্ণ হইলে পর ঐ পত্রকারক কি দায়ক কি স্বীকারকারী তাহা বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন না; তদ্ভিন্ন স্থলে মিয়াদ পূর্ণ হইলে কি তৎপরে ও ঐ পত্রকারক কি দায়ক কি স্বীকারকারী যত দিন তাহার টাকা না দেন কি শোধ না করেন তত দিন ঐ পত্রের ক্রয় বিক্রয় হইতে পারিবে, কিন্তু টাকা দেওয়া গেলে কি শোধ হইলে পর ক্রয় বিক্রয় হইতে পারিবে না।

নিদর্শনপত্রের টাকা বাবৎ না দেওয়া কি শোধ করা যায়, তাহার ক্রয়বিক্রয় হইতে পারিবার কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬১ ধারা। বিল অফ একস্‌চেঞ্জ দেখাইবার পর তাহার টাকা দিবার নিয়ম থাকিলে যদি তাহার উপস্থিত করিবার সময় কি স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে ঐ বিল যাহার উপর দেওয়া যায় যুক্তিসঙ্গতমতে অন্বেষণ করিলে পর তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারিলে, তাঁহার দ্বারা সাকরাইয়া লইবার দাওয়া করিতে স্বত্ববান কোন ব্যক্তি ঐ বিল লেখা যাইবার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কার্য্য চলনের দিনে ও কার্য্য চলনের ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার নিকট তাহা উপস্থিত করিবেন। তদ্রূপে উপস্থিত করিবার ত্রুটি হইলে, ঐ ত্রুটিকারি ব্যক্তির নিকট ঐ বিলের কোন পক্ষ তদ্বিষয়ে দায়ী নহেন।

সাকরাইয়া লইবার জন্যে উপস্থিত করণের কথা।

যুক্তিসঙ্গত মতে অন্বেষণ করিলে পর টাকাদায়ককে পাওয়া যাইতে না পারিলে, ঐ বিলখানি অগ্রাহ্য হইল।

যদি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ঐ টাকাদায়কের নামে বিল লেখা গিয়া থাকে, তবে সেই স্থানেই উপস্থিত করিতে হইবে, ও উপস্থিত করিবার উপযুক্ত তারিখে যদি যুক্তিসঙ্গত মতে অন্বেষণ করিলে পর তাঁহাকে সেই স্থানে পাওয়া না যায় তবে ঐ বিল অগ্রাহ্য হইল।

৬২ ধারা। ঋণপত্র দেখাইবার পর নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে তাহার টাকা দিবার নিয়ম থাকিলে, যে ব্যক্তি টাকার দাওয়া করিবার স্বত্ববান ঐ পত্র লেখা যাইবার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ও কার্য্য চলনের দিনে ও কার্য্য চলনের ঘণ্টার মধ্যে পত্রলেখককে (যুক্তিসঙ্গত মতে অন্বেষণের পর পাওয়া যাইতে পারিলে) দেখাইবার জন্যে তাঁহার ঐ পত্র উপস্থিত করিতে হইবে। তদ্রূপ উপস্থিত করিতে ত্রুটি করিলে, ঐ পত্রের কোন পক্ষ ঐ ত্রুটিকারির নিকট দায়ী নহেন।

ঋণপত্র দেখাইবার জন্যে উপস্থিত করিবার কথা।

৬৩ ধারা। বিল অফ একস্‌চেঞ্জ সাকরাইয়া লইবার নিমিত্ত টাকাদায়কের নিকট উপস্থিত করা গেলে, তিনি তাহা সাকরিয়া দিবেন কি না ইহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত সময় চাহিলে তাঁহাকে ঐ বিলের অধিকারী সাধারণের ছুটীর সময়ের অতিরিক্ত চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিবেন।

টাকাদায়কের বিবেচনা করিবার সময়ের কথা।

৬৪ ধারা। ঋণপত্রের ও বিল অফ একস্‌চেঞ্জের ও চ্যাকের টাকা লইবার জন্যে ঐ পত্রলেখকের কি বিলস্বীকারকারির কি চ্যাকের টাকাদায়কের নিকট নিম্নলিখিত বিধানমতে ঐ পত্রের অধিকারির কিম্বা তৎপক্ষ ব্যক্তির তাহা উপস্থিত করিতে হইবে। ঐরূপে উপস্থিত করিতে ত্রুটি হইলে ঐ পত্রের অন্য পক্ষেরা ঐ অধিকারির নিকট দায়ী নহেন।

টাকা লইবার জন্যে উপস্থিত করিবার কথা।

বর্জ্জিতস্থল।—ঋণপত্রের টাকা থাকিলে, চাহিবা মাত্র দিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট স্থানে দিবার নিয়ম না থাকিলে ঐ পত্রলেখকের দায় প্রবল করিবার নিমিত্ত তাহা উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই।

৬৫ ধারা। যে২ ঘণ্টার মধ্যে রীতিমতে কার্য্যচলে টাকা লইবার নিমিত্ত সেই২ ঘণ্টার মধ্যে, ও ব্যাঙ্করের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে ব্যাঙ্কের কার্য্য চলনের ঘণ্টার মধ্যে পত্র উপস্থিত করিতে হইবে।

উপস্থিত করিবার ঘণ্টার কথা।

৬৬ ধারা। যে ঋণপত্রের কি বিল অফ একস্‌চেঞ্জের টাকা ঐ পত্রের তারিখের পর কি তাহা দেখাইবার পর নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দিতে হইবে, ঐ মিয়াদ পূর্ণ হইলে তাহা উপস্থিত করিতে হইবে।

যে নিদর্শনপত্রের টাকা তারিখের বা দেখাইবার পর দিতে হইবে তাহা উপস্থিত করিবার কথা।

৬৭ ধারা। ঋণপত্রের যে টাকা কিস্তি করিয়া দিতে হইবে প্রত্যেক কিস্তির টাকা দিবার নির্দ্ধারিত তারিখের পর তৃতীয়দিনে টাকা লইবার জন্যে তাহা উপস্থিত করিতে হইবে। তদ্রূপে উপস্থিত করা গেলে ও টাকা না দেওয়া গেলে, মিয়াদ পূর্ণ হইবার সময়ে ঋণপত্রের টাকা না দিবার তুল্য ফল হইবে।

যে ঋণপত্রের টাকা কিস্তি করিয়া দিতে হইবে টাকা লইবার জন্য তাহা উপস্থিত করিবার কথা।

৬৮ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ একস্‌চেঞ্জের কি চ্যাকের টাকা নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে দিতে না হইবার নিয়মে তাহা করা কি লেখা কি সাকরিয়া দেওয়া গেলে তদ্বিষয়ের কোন পক্ষকে দায়ী করিবার জন্যে সেইস্থানে টাকা পাইবার নিমিত্ত তাহা উপস্থিত করিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের টাকা নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অন্যত্র দিতে না হইলে টাকা লইবার জন্যে তাহা উপস্থিত করিবার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮২ । ৩১ জানুয়ারি ।]

নিদর্শনপত্রের টাকা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দিতে হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

৬৯ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দিবার নিয়মে তাহা করা কি লেখা কি সাকরিয়া দেওয়া গেলে, ঐ পত্রকারককে কি লেখককে দায়ী করিবার জন্যে টাকা পাইবার নিমিত্ত তাহা সেই স্থানে উপস্থিত করিতে হইবে।

বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট না হইলে উপস্থিত করণ বিষয়ক কথা।

৭০ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা ৬৮ ও ৬৯ ধারার উল্লিখিতমতে দিবার নিয়ম না হইলে ঐ পত্রকারকের কি স্থলবিশেষে দায়কের কি স্বীকারকারির কোন কর্ম্মস্থান থাকিলে, টাকা লইবার জন্যে ঐ কর্ম্মস্থানে কিম্বা তাঁহার নিয়ত বাসস্থানে তাহা উপস্থিত করিতে হইবে।

পত্রকারক প্রভৃতির কর্ম্মস্থান কি বাসস্থান জানা না গেলে উপস্থিত করিবার কথা।

৭১ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রকারকের কি টাকাদায়কের কি স্বীকারকারির কর্ম্ম স্থান কি নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান জানা না গেলে ও সাকরিয়া লইবার কি টাকা লইবার জন্যে উপস্থিত করিবার কোন স্থান নিদর্শনপত্রে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, ঐ ব্যক্তিকে যে স্থানে পাওয়া যায় সেই স্থানেই তাঁহার নিকট পত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

চ্যাকের লেখককে দায়ী করিবার জন্যে তাহা উপস্থিত করিবার কথা।

৭২ ধারা। চ্যাকের লেখককে দায়ী করিবার জন্যে লেখকের ও তাহার ব্যাঙ্করের পরস্পর সম্বন্ধ ঐ লেখকের প্রতিকূলে পরিবর্ত্তন না হইতেই, যে ব্যাঙ্কের উপর লেখা গেল সেই ব্যাঙ্কে ঐ চ্যাক উপস্থিত করিতে হইবে।

অন্য কোন ব্যক্তিকে দায়ী করিবার নিমিত্ত চ্যাক উপস্থিত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। চ্যাকের লেখকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে দায়ী করিবার নিমিত্ত, তাহার স্থানে যে সময়ে চ্যাক পাওয়া যায় তাহার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের টাকা চাহিবা মাত্র দিতে হইলে তাহা উপস্থিত করিবার কথা।

৭৪ ধারা। ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের টাকা চাহিবামাত্র দিবার নিয়ম থাকিলে ৩১ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া তাহার টাকা লইবার জন্যে অধিকারির ঐ পত্র প্রাপ্ত হইলে পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

সপক্ষ কর্ম্মকারকের কি মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের কিম্বা যোত্রহীনের আসৈনির দ্বারা কি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার কথা।

৭৫ ধারা। পত্র সাকরাইয়া লইবার কি পত্রের টাকা লইবার জন্যে ঐ টাকা দায়কের কিম্বা স্থলবিশেষে পত্রলেখকের কি স্বীকারকারির সপক্ষ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের নিকটে, কিম্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার বৈধ স্থলাভিষিক্তের নিকটে কিম্বা তাহাকে যোত্রহীন বলিয়া প্রকাশ করা গেলে তাহার আসৈনীর নিকটে পত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

যে স্থলে উপস্থিত করা অনাবশ্যক তদ্বিষয়ক কথা।

৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত কোনস্থলে টাকা লইবার জন্যে পত্র পূর্ব্বে উপস্থিত করিবার আবশ্যকতা নাই, উপস্থিত করিবার উপযুক্ত তারিখে পত্র অগ্রাহ্য হয়।

(ক) পত্রকারক কি টাকাদায়ক কি স্বীকারকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা দিলে;

কিম্বা তাহার কর্ম্মস্থানে টাকা দিবার নিয়ম থাকিলেও তিনি কার্য্য চলনের দিনে কার্য্যচলনের নিয়মিত সময়ে আপনার কর্ম্ম স্থান বন্দ করিলে, কিম্বা

নির্দ্দিষ্ট অন্য স্থানে নিদর্শনপত্রের টাকা দিবার নিয়ম থাকিলেও, তিনি কিম্বা ঐ টাকা দিবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি কার্য্য চলনের নিয়মিত সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা

নিদর্শনপত্রের টাকা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দিবার নিয়ম না থাকিলে ও উপযুক্তমতে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া না গেলে;

(খ) কোন ব্যক্তিকে দায়ী করিবার চেষ্টা হইলে তিনি নিদর্শনপত্র উপস্থিত না করা গেলেও টাকা দিতে স্বীকার পাইলে;

(গ) পত্রের কোন পক্ষের বিরুদ্ধে, মিয়াদ পূর্ণ হইলে পর ঐ নিদর্শনপত্র উপস্থিত করা যায় নাই জানিলেও, তিনি

ঐ নিদর্শনপত্রের উপর যত টাকা দেনা হয়, তন্নিমিত্ত তাহার টাকার একাংশ দিলে,

কিম্বা ঐ পত্রের উপর যত টাকা দেনা হয় তৎসমুদয় কি তাহার একাংশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিলে,

কিম্বা টাকা লইবার জন্যে পত্র উপস্থিত করিবার কোন ত্রুটি হইলেও আপনার স্বত্বমতে কার্য্য করিতে উপেক্ষা করিলে;

(ঘ) পত্রলেখকের বিরুদ্ধে পত্র উপস্থিত না হওয়াতে পত্রলেখকের কোন হানি হইতে না পারিলে।

টাকা লইবার নিমিত্ত বিল উপস্থিত করা গেলে তাহা লইয়া ব্যাঙ্কের কার্য্য করিবার শৈথিল্য হইলে তাঁহার দায়ের কথা।

৭৭ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কে প্রাপ্য করিয়া সাকরিয়া দেওয়া গেলে পর টাকা লইবার জন্যে তথায় উপস্থিত করা গেলে যদি অগ্রাহ্য হয় ও ব্যাঙ্কর শৈথিল্যভাবে বা অন্যায়রূপে তাহা রাখাতে কিম্বা তাহা লইয়া অন্য কার্য্য করাতে কি ঐ বিল ফিরিয়া দেওয়াতে যদি অধিকারির হানি হয় তবে তাঁহারই ঐ অধিকারির হানি পূরণ করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

টাকা প্রদান ও সুদবিষয়ক বিধি।

যাঁহাকে টাকা দিতে হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

৭৮ ধারা। ৮২ ধারার (গ) প্রকরণের বিধান প্রবল মানিয়া, ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের উপর যত টাকা দেনা হয়, ঐ পত্রকারকের কি স্বীকারকারির দায় রহিত করিবার নিমিত্ত সেই টাকা ঐ নিদর্শনপত্রের অধিকারিকে দিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

সুদের হার নির্দ্দিষ্ট হইলে ঐ সুদের কথা।

৭৯ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের উপর নির্দ্ধারিত হারে সুদ দিবার স্পষ্ট নিয়ম থাকিলে ঐ নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি তাহার উপর দেনা আসল টাকা বাবৎ দিবার প্রস্তাব বা আদায় করা না যায় তৎ কাল পর্য্যন্ত কিম্বা ঐ টাকা আদায় করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে পর আদালত যে তারিখের আজ্ঞা করেন সেই তারিখ পর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর নির্দ্ধারিত হারে সুদের হিসাব ধরিতে হইবে।

সুদের হার নির্দ্ধারিত না হইলে ঐ সুদের কথা।

৮০ ধারা। নিদর্শনপত্রে সুদের হার নির্দ্ধারিত না থাকিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৩২ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন, টাকা দিবার দায় যে ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে তাঁহার যে তারিখে ঐ পত্রের টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল সেই তারিখ অবধি ঐ টাকা বাবৎ দিবার প্রস্তাব কি আদায় করা না যায় তৎ কাল পর্য্যন্ত কিম্বা ঐ টাকা আদায় করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে পর আদালত যে তারিখের আজ্ঞা করেন সেই তারিখ পর্য্যন্ত বৎসর শতকরা ছয় টাকার হিসাবে ঐ টাকার উপর সুদ ধরা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—যাঁহার প্রতি টাকা দিবার দায় বর্ত্তে তিনি নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপিকারক হইলেও টাকা না দেওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া থাকিলে, যে সময়ে অগ্রাহ্য হইবার নোটিস পান কেবল সেই সময়াবধি তিনি সুদের দায়ী হন।

টাকা দিবার সময়ে নিদর্শনপত্র দিতে হইবার কিম্বা হারান গেলে ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিবার কথা।

৮১ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের উপর যত টাকা দেনা হয় পত্রের অধিকারী ঐ টাকা দায়ি ব্যক্তিকে তাহা দিবার আদেশ করিলে, টাকা দিবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তির তাহা দেখিবার স্বত্ব আছে, ও টাকা দিলে পর ঐ পত্র যেন তাঁহাকে অর্পণ করা যায় তাঁহার এই স্বত্ব আছে, কিম্বা পত্র খানি হারান গেলে কি দেখাইতে পারা না গেলে তাঁহার নামে ঐ পত্রের উপর আর দাওয়া না হয় তাঁহার এমত ক্ষতি নিষ্কৃতি পাইবার স্বত্ব আছে।

সপ্তম অধ্যায়।

ঋণপত্রের ও বিলের ও চ্যাকের উপর দায় হইতে মুক্তির বিধি।

দায় হইতে মুক্তি বিষয়ক কথা।

৮২ ধারা। ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রকারক কি স্বীকারকারী কি পৃষ্ঠলিপিকারক নিম্নলিখিত গতিকে তদ্বিষয়ক দায় হইতে মুক্ত হন,

রহিত করণ দ্বারা।

(ক) ঐ পত্রের অধিকারী ঐ স্বীকারকারিকে কি পৃষ্ঠলিপিকারককে দায় হইতে মুক্ত করণাভিপ্রায়ে তাঁহার নাম কাটিয়া দিলে, তিনি অধিকারির নিকট ও তাঁহার অধীন দাওয়াদার সকল ব্যক্তির নিকট দায় হইতে মুক্ত হন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

মুক্ত করণ দ্বারা।

(খ) ঐ পত্রের অধিকারী ঐ পত্রকারককে কি স্বীকারকারীকে কি পৃষ্ঠলিপিকারককে মুক্ত করিলে তিনি ঐ অধিকারির নিকট এবং মুক্ত হইবার নোটিস পাইবার পর ঐ অধিকারীহইতে অন্য যে সকল ব্যক্তি স্বত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহাদের নিকট দায় হইতে মুক্ত হন।

টাকা প্রদান দ্বারা।

(গ) নিদর্শনপত্রের টাকা ঐ পত্রবাহককে দিবার নিয়ম থাকিলে কিম্বা পৃষ্ঠে নামমাত্র লেখা থাকিলে তাহার উপর যে টাকা দেনা হয় উক্ত পত্রকারক কি স্বীকারকারী কি পৃষ্ঠলিপিকারক সেই টাকা যথাক্রমে দিলে, ঐ পত্রের সকল পক্ষের নিকট তিনি দায়হইতে মুক্ত হন।

টাকাদায়কের প্রতি সাকারিয়া দিবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক সময় দিলে মুক্ত হইবার কথা।

৮৩ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকাদায়ক ঐ বিল সাকরিয়া দিবেন কি না ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে ঐ বিলের অধিকারী তাঁহাকে সাধারণের ছুটীর সময়ের অতিরিক্ত চব্বিশ ঘণ্টার অধিক সময় দিলে, ঐ অধিকারির পূর্ব্বে যে সকল পক্ষ ঐ অধিক সময় দিতে সম্মত ছিলেন না তাঁহারা ঐ অধিকারির নিকট দায় হইতে মুক্ত হন।

চ্যাক উচিতমতে উপস্থিত করা না গেলে ও তদ্দ্বারা লেখকের হানি হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

৮৪ ধারা। চ্যাকের অধিকারী টাকা লইবার নিমিত্ত তাহা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উপস্থিত না করিলে ও তদ্দ্বারা চ্যাক লেখকের হানি কি ক্ষতি হইলে, ঐ অধিকারির নিকট তিনি দায় হইতে মুক্ত হন।

চ্যাকের টাকা আজ্ঞামতে দিবার নিয়ম থাকিলে তদ্বিষয়ক কথা।

৮৫ ধারা। চ্যাকের টাকা আজ্ঞামতে দিবার নিয়ম থাকিলে ও টাকা প্রাপকের দ্বারা কি তাঁহার সপক্ষে পৃষ্ঠলিপি লেখা গিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে, টাকাদায়ক যথাক্রমে টাকা দিয়া দায় হইতে মুক্ত হন।

প্রকারবিশেষে কি সীমা নির্দ্দেশ করিয়া স্বীকার করা গেলে যে পক্ষেরা সম্মত নহেন তাঁহাদের মুক্ত হইবার কথা।

৮৬ ধারা। প্রকারবিশেষে কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জের উল্লিখিত টাকার একাংশ দিবার নিয়মে কিম্বা টাকা দিবার যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ বিল সাকরান গেলে, কিম্বা লেখকেরা ব্যবসায়ের অংশী না হইলেও দায়কেরা সকলেই তাহাতে স্বাক্ষর না করিলেও, যদি ঐ বিলের অধিকারী তাহাতে সম্মত হন, তবে তদ্রূপে স্বীকারকরণবিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ব যে সকল পক্ষের সম্মতি লওয়া যায় নাই তাঁহারা ঐ অধিকারির ও তদধীন সকল দাওয়াদারের নিকট দায়হইতে মুক্ত হন। কিন্তু অধিকারী নোটিস দিলে, তাঁহারা ঐ সাকরান সম্বন্ধে যদি সম্মতি দেন, তবে এই কথা খাটিবে না।

ব্যাখ্যা।—নিম্নলিখিত স্থলে প্রকারবিশেষে সাকরান হয়, যথা,—

(ক) যে স্থলে উহা নিয়মাধীন হয়, অর্থাৎ উহাতে যে ঘটনার উল্লেখ থাকে সেই ঘটনা ঘটিবার উপর টাকা দেওয়া নির্ভর করিবে বলিয়া যদি প্রকাশ থাকে;

(খ) যে টাকা দিবার আদেশ থাকে, সেই টাকার কিয়দংশমাত্র দিতে যে স্থলে উহাতে প্রতিজ্ঞা থাকে;

(গ) যে স্থলে আদেশে টাকা দিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, উহাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে টাকা দিবার ও প্রকারান্তরে বা অন্যত্রে না দিবার প্রতিজ্ঞা থাকে; অথবা, যে স্থলে আদেশে টাকা দিবার স্থানে নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, উহাতে স্থানান্তরে টাকা দিবার এবং প্রকারান্তরে বা অন্যত্র না দিবার প্রতিজ্ঞা থাকে;

(ঘ) আদেশক্রমে যে সময়ে আইনমতে টাকা দেওয়া হয়, যে স্থলে উহাতে সেই সময় ভিন্ন অন্য সময়ে টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা থাকে।

গুরুতর পরিবর্ত্তনের ফলের কথা।

৮৭ ধারা। ক্রয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের গুরুতর পরিবর্ত্তন হইলে যদি ঐ পত্রের প্রথম পক্ষদের সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার উদ্দেশে ঐরূপ পরিবর্ত্তন করা না যায়, তবে পরিবর্ত্তন করণ সময়ে ঐ পত্রের যে কোন পক্ষ তদ্বিষয়ে সম্মত না হন তাঁহার সম্বন্ধে ঐ নিদর্শনপত্র ব্যর্থ হইবে,

পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপক পরিবর্ত্তন করিলে, তদ্বিষয়ক কথা।

এবং পৃষ্ঠলিপিক্রমে প্রাপক তদ্রূপ পরিবর্ত্তন করিলে ঐ নিদর্শনপত্রের মূল্যসম্বন্ধে পৃষ্ঠলিপিকারকের যে দায় ছিল তিনি তাহা হইতে মুক্ত হন।

এই ধারার বিধানগুলি ২০ ও ৪৯ ও ৮৬ ও ১২৫ ধারার বিধানের নিয়মাধীন।

পূর্ব্বে পরিবর্ত্তন হইলেও স্বীকারকারির কি পৃষ্ঠলিপিকারকের বদ্ধ থাকিবার কথা।

৮৮ ধারা। ক্রয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র পরিবর্ত্তন করা গেলেও যিনি তৎপশ্চাৎ তাহা সাকরিয়া দেন কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করেন তিনি সেই স্বীকার করণে বা পৃষ্ঠলিপিতে বদ্ধ হন।

নিদর্শনপত্রের পরিবর্ত্তন স্পষ্ট না দেখা গেলে টাকা দিবার কথা।

৮৯ ধারা। ঋণপত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের গুরুতর পরিবর্ত্তন করা গেলেও উক্ত প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এমত দেখা না গেলে,

কিম্বা টাকা পাইবার নিমিত্ত চ্যাক উপস্থিত করা গেলে কিন্তু উপস্থিত করণসময়ে ক্রাস করা যাইবার মত না দেখাইলে কিম্বা ক্রাস করা গেলেও তাহার অক্ষরাদি উঠিয়া গেলে,

যে ব্যক্তি কি ব্যাঙ্কর তাহার টাকার দায়ী হন টাকা দিবার সময় পত্রের যে ভাব দেখায় তদনুসারে ও যথাক্রমে তাহার টাকা দিলে, তিনি তৎসম্পর্কীয় সকল দায় হইতে মুক্ত হইবেন, এবং নিদর্শনপত্র পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে কিম্বা চ্যাক ক্রাস করা গিয়াছে বলিয়া টাকা দিবার কোন প্রতিবাদ করা যাইবে না।

যিনি সাকরিয়াছেন তাঁহার হস্তে বিল আইলে, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব বিলুপ্ত হইবার কথা।

৯০ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের বিক্রয় হইয়াছে, তাহার মিয়াদ পূর্ণ হইলে বা হইবার পর স্বীকারকারী নিজ স্বত্বে তাহার অধিকারী হইলে, তৎসংক্রান্ত সমুদয় মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব বিলুপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

অগ্রাহ্য হইবার নোটিসবিষয়ক বিধি।

সাকরিয়া না দেওয়াতে অগ্রাহ্য হইবার কথা।

৯১ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা দায়কের প্রতি, কিম্বা ব্যবসায়ের অংশী ভিন্ন টাকাদায়ক অনেক ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির প্রতি, ঐ বিল সাকরিয়া দিতে নিয়ম মতে আদেশ হইলে যদি তিনি সাকরিয়া না দেন, কিম্বা বিল উপস্থিত করিতে বারণ করিয়া যদি তাহা সাকরিয়া দেওয়া না হয়, তবে সাকরিয়া না দেওয়াতে বিল অগ্রাহ্য হইল বলা যায়।

টাকাদায়ক চুক্তি করিবার সক্ষম না হইলে, বা প্রকার বিশেষে সাকরিয়া দিলে, অগ্রাহ্য হইবার ন্যায় ঐ বিল লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

টাকা না দেওয়াতে অগ্রাহ্য হইবার কথা।

৯২ ধারা। ঋণপত্রকারকের কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জের স্বীকারকারির কি চ্যাকের টাকাদায়কের প্রতি নিয়মমতে ঐ পত্রের টাকা দিবার আদেশ হইলে যদি না দেন, তবে টাকা না দেওয়াতে ঐ ঋণপত্র কি বিল কি চ্যাক অগ্রাহ্য হইল বলা যায়।

যাঁহাকে যাঁহার নোটিস দিতে হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

৯৩ ধারা। সাকরিয়া না দেওয়াতে কি টাকা না দেওয়াতে ঋণপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক অগ্রাহ্য হইয়া গেলে, ঐ পত্রের অধিকারী যে সকল পক্ষকে পৃথক২ রূপে দায়ী করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের সকলকে ও যে২ পক্ষকে যৌতায় দায়ী করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের কোন এক জনকে ঐ অধিকারির কিম্বা যে কোন পক্ষ ঐ পত্রসম্পর্কে দায়ী থাকেন তাঁহার ঐ নিদর্শনপত্র অগ্রাহ্য হইবার নোটিস দিতে হইবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ অগ্রাহ্য করা ঋণপত্রকারককে কিম্বা অগ্রাহ্য করা বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের টাকাদায়কে কি স্বীকারকারিকে নোটিস দিবার আবশ্যকতা নাই।

নোটিস যে প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ের কথা।

৯৪ ধারা। যাঁহার প্রতি অগ্রাহ্য হইবার নোটিস দিতে হইবে তাঁহার সপক্ষ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ নোটিস দেওয়া যাইতে পারিবে, কিম্বা তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার বৈধ স্থলাভিষিক্তের কিম্বা তাঁহাকে দেউলীন বলিয়া প্রকাশ করা গেলে তাঁহার আসৈনীর প্রতি ঐ নোটিস দেওয়া যাইতে পারিবে। নোটিস বাচনিক বা লিখিত হইতে পারিবে। লিখিত হইলে ডাকযোগে পাঠান যাইতে পারিবে। তাহা লিখিবার কোন পাঠ নিরূপণ নাই, কিন্তু ঐ নোটিস যাঁহাকে দেওয়া যায়, ঐ নিদর্শনপত্র যে অগ্রাহ্য হইয়াছে, ও যে প্রকারে অগ্রাহ্য হইয়াছে, ও তাঁহাকে যে তদ্বিষয়ে দায়ী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, এই সকল কথা তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া কিম্বা ইহার ভাব যাহাতে যুক্তিমতে বুঝা যায় এরূপে জানাইতে হইবে, ও যে পক্ষের নিকট দেওয়া যাইবে ঐ পত্র অগ্রাহ্য হইবার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মস্থানে, কিম্বা তাঁহার কর্ম্মস্থান না থাকিলে তাঁহার বাসস্থানে ঐ নোটিস দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২।৩১ জানুয়ারি।]

যথাযোগ্য ঠিকানা দিয়া নোটিস ডাকযোগে পাঠান গেলে যদি না পঁহুছে, তবে না পঁহুছিবাতে ঐ নোটিস অসিদ্ধ হইবে না।

কোন পক্ষ অগ্রাহ্য হইবার নোটিস পাইলে তাঁহার চালান করিতে হইবার কথা।

৯৫ ধারা। কোন পক্ষ অগ্রাহ্য হইবার নোটিস পাইলে, আপনার পূর্ব্ব কোন পক্ষ যদি ৯৩ ধারার বিধানমতে উপযুক্ত নোটিস প্রকারান্তরে না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আপনার নিকট দায়ী করিবার জন্যে তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হইবার নোটিস পাঠাইবেন।

উপস্থিত করণার্থ কর্ম্মকারক বিষয়ক কথা।

৯৬ ধারা। ঐ নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিবার জন্যে কোন ব্যক্তির সপক্ষ কর্ম্মকারকের নিকট গচ্ছিত থাকিলে ঐ পত্রের অধিকারী হইয়া অগ্রাহ্য হইবার নোটিস দিতে হইলে তাঁহাকে যত সময় দেওয়া যাইত, আপনার কর্ত্তাকে নোটিস দিবার জন্যে তত সময় দেওয়া যাইবে, কর্ত্তা ও অগ্রাহ্য হইবার নোটিস দিবার জন্যে আর তত সময় পাইবার স্বত্ববান্।

যাঁহাকে নোটিস দেওয়া যায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৯৭ ধারা। যে পক্ষের নিকট অগ্রাহ্য হইবার নোটিস পাঠান যায় তাঁহার মৃত্যু হইলে কিন্তু যিনি নোটিস পাঠাইলেন তিনি ঐ পক্ষের মৃত্যুর কথা জ্ঞাত না থাকিলে, ঐ নোটিস প্রচুর হইবে।

যে স্থলে অগ্রাহ্য হইবার নোটিস অনাবশ্যক তদ্বিষয়ের কথা।

৯৮ ধারা। অগ্রাহ্য হইবার নোটিস এই২ স্থলে আবশ্যক নহে,

(ক) যাঁহার সেই নোটিস পাইবার স্বত্ব থাকে তিনি না পাইলেও উপেক্ষা করিলে,

(খ) পত্রলেখক টাকা দেওয়া নিষেধ করিয়া থাকিলে তাঁহার প্রতি দায় বর্ত্তাইবার নিমিত্ত,

(গ) যাঁহার প্রতি দায় বর্ত্তে নোটিস না পাইলেও তাঁহার হানি হইতে না পারিলে,

(ঘ) যে পক্ষের নোটিস পাইবার স্বত্ব থাকে উপযুক্তিমতে অন্বেষণ করা গেলেও তাঁহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, কিম্বা যে পক্ষের নোটিস দেওয়া কর্ত্তব্য তাঁহার নিজ দোষ বিনা কোন কারণে তিনি তাহা দিতে অক্ষম হইলে,

(ঙ) যিনি সাকরিয়া দেন তিনি লেখকদের এক জন হইলে লেখকদের প্রতি দায় বর্ত্তাইবার নিমিত্ত,

(চ) যে ঋণপত্র ক্রেয়বিক্রেয় নয় এমতপত্র হইলে,

(ছ) যে পক্ষ নোটিস পাইবার স্বত্ববান তিনি বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নিদর্শনপত্রের উপর দেয় টাকা নিরূপিত দিতে অঙ্গীকার করিলে।

নবম অধ্যায়।

নোট ও প্রোটেষ্ট লিখন বিষয়ক বিধি।

নোট লিখিবার কথা।

৯৯ ধারা। সাকরিয়া না দেওয়াতে কিম্বা টাকা না দেওয়াতে ঋণপত্র কি বিল অফ একস্‌চেঞ্জ অগ্রাহ্য হইলে, ঐ পত্রের অধিকারী নোটরী পবলিকের দ্বারা ঐ নিদর্শনপত্রের উপর কি তৎসংযুক্ত অন্য কাগজের উপর কিম্বা একাংশ একের অন্যাংশ অন্যের উপর ঐ অগ্রাহ্য হইবার নোট লেখাইয়া লইতে পারিবেন।

অগ্রাহ্য হইবার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐ নোট লেখাইতে হইবে, তন্মধ্যে অগ্রাহ্য হইবার তারিখ ও অগ্রাহ্য করণের কোন কারণ দেওয়া গেলে সেই কারণ, ও স্পষ্টরূপে অগ্রাহ্য না হইয়া থাকিলে পত্রের অধিকারী যে কারণে অগ্রাহ্য বলিয়া ঐ নিদর্শনপত্র লইয়া কার্য্য করেন সেই কারণ, ও নোটরীর খরচ, এই২ কথা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে।

প্রোটেষ্টের কথা।

১০০ ধারা। ঋণপত্র কি বিল অফ একসচেঞ্জ সাকরিয়া না দেওয়াতে কি তাহার টাকা না দেওয়াতে অগ্রাহ্য হইলে, ঐ পত্রের অধিকারী যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে নোটরী পবলিকের দ্বারা সেই কথার নোট ও সর্টিফিকেট লেখাইয়া লইতে পারিবেন। সেই সর্টিফিকেটকে প্রোটেষ্ট বলা যায়।

আরো উত্তম প্রতিভূ প্রাপণার্থে প্রোটেষ্টের কথা।

বিল অফ একস্‌চেঞ্জের মিয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ঐ বিলের স্বীকারকারী যোত্রহীন হইলে, কিম্বা প্রকাশ্যরূপে তাঁহার বিশ্বস্ততার প্রতি দোষারোপ হইলে, ঐ পত্রের অধিকারী যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে নোটরীপবলিকের দ্বারা স্বীকারকারির স্থানে আরো উত্তম প্রতিভূর দাওয়া করিতে পারিবেন। তাহা না দেওয়া গেলে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্তমতে সেই বৃত্তান্তের নোট ও সর্টিফিকেট লেখাইতে পারিবেন। সেই সর্টিফিকেটকে "আরো উত্তম প্রতিভূর নিমিত্ত প্রোটেষ্ট" বলা যায়।

প্রোটেষ্টপত্রে যাহা লিখিতে হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

১০১ ধারা। ১০০ ধারামতে প্রোটেষ্টপত্রে এই২ বিষয় থাকিবে।

(ক) নিদর্শনপত্রই, কিম্বা ঐ নিদর্শনপত্রের ও তাহার উপর লেখা কি ছাপা করা প্রত্যেক অক্ষরের প্রতিলিপি;

(খ) যাঁহার সপক্ষে ও যাঁহার বিপক্ষে নিদর্শনপত্রের প্রোটেষ্ট করা যায় তাঁহাদের নাম;

(গ) নোটরী পবলিকের দ্বারা সেই ব্যক্তির নিকট টাকার দাওয়া কিম্বা স্থলবিশেষে সাকরিয়া দিবার কি আরো উত্তম প্রতিভূর দাওয়া হইয়াছে এই কথা ও ঐ ব্যক্তি উত্তর দিয়া থাকিলে সেই উত্তরের কথা, কিম্বা তিনি উত্তর দিলেন না কি তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না এই কথা;

(ঘ) ঋণপত্র কি বিল অগ্রাহ্য হইলে অগ্রাহ্য করণের, ও আরো উত্তম প্রতিভূ দিতে অস্বীকার হইয়া থাকিলে অস্বীকার করণের, সময় ও স্থান;

(ঙ) যে নোটরী পবলিক প্রোটেষ্টপত্র লিখিলেন তাঁহার স্বাক্ষর;

(চ) অন্য ব্যক্তি যদি মানরক্ষার্থে সাকরিয়া দেন কি মানরক্ষার্থে টাকা দেন, তবে যাঁহার দ্বারা ও যাঁহার নিমিত্তে ও যে প্রকারে সাকরিয়া দিবার কি টাকা দিবার প্রস্তাব হইল ও ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইল, এই সকল কথা।

প্রোটেষ্টের নোটিস বিষয়ক কথা।

১০২ ধারা। আইনমতে যদি ঋণপত্রের কি বিল অফ একুসচেঞ্জের প্রোটেষ্ট লেখা প্রয়োজন হয়, তবে অগ্রাহ্য হইবার নোটিস যে প্রকারে ও যে নিয়মানিধীনে দেওয়া যায় অগ্রাহ্য হইবার নোটিসের পরিবর্ত্তে ঐ প্রোটেষ্টের নোটিস সেই প্রকারে ও সেই নিয়মমতে দিতে হইবে; কিন্তু যে নোটরী পবলিক প্রোটেষ্ট লিখিয়া দেন তাঁহার দ্বারা নোটিস দেওয়া যাইতে পারিবে।

সাকরিয়া না দেওয়া প্রযুক্ত অগ্রাহ্য হইবার পর টাকা না দেওয়াতে প্রোটেষ্ট হইবার কথা।

১০৩ ধারা। বিল অফ একুসচেঞ্জের টাকা দায়কের বাসস্থান বলিয়া উল্লিখিত স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে তাহার টাকা দিবার নিয়ম লেখা গেলে ও সাকরিয়া না দেওয়া প্রযুক্ত তাহা অগ্রাহ্য হইলেও মিয়াদ পূর্ণ হইবার সময় বা তৎপূর্ব্বে টাকা দেওয়া না গেলে, টাকা দায়কের নিকট আর উপস্থিত না করিয়া যে স্থানে টাকা দেওয়া যাইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল সেই স্থানে টাকা না দেওয়াতে তাহার প্রোটেষ্ট লেখা যাইতে পারিবে।

ভিন্নদেশীয় বিলের প্রোটেষ্ট লিখিবার কথা।

১০৪ ধারা। ভিন্নদেশীয় বিল অফ একসচেঞ্জ যে স্থানে লেখা গিয়াছে, ঐ বিল অগ্রাহ্য হইলে সেই স্থানের আইনমতে প্রোটেষ্ট লেখা যদি আবশ্যক হয় তবে প্রোটেষ্ট লিখিতে হইবে।

দশম অধ্যায়।

যুক্তিসঙ্গত সময় বিষয়ক বিধি।

যুক্তিসঙ্গত সময়ের কথা।

১০৫ ধারা। সাকরাইয়া লইবার কি টাকা লইবার জন্যে উপস্থিত করিবার ও অগ্রাহ্য হইবার নোটিস দিবার ও নোট লেখাইয়া লইবার যুক্তিসঙ্গত সময় কাহাকে বলে ইহা স্থির করিতে গেলে, নিদর্শনপত্রের ভাব, ও সেই প্রকারের নিদর্শনপত্র লইয়া রীতিমতে যেরূপে কার্য্য হইয়া থাকে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে, ও সেই সময়ের হিসাব করিতে হইলে সাধারণের ছুটির দিন ধরিতে হইবে না।

অগ্রাহ্য হইবার নোটিস দিবার যুক্তিসঙ্গত সময়ের কথা।

১০৬ ধারা। পত্রের অধিকারী ও অগ্রাহ্য হইবার নোটিস যে পক্ষকে দেওয়া যায় তিনি যদি ভিন্ন ২ স্থানে কর্ম্ম চালান কিম্বা (স্থলবিশেষে) বাস করেন, তবে অগ্রাহ্য হইবার পরেই যে ডাক যায় সেই ডাকযোগে কিম্বা অগ্রাহ্য হইবার দিনের পর দিনেই পাঠান গেলে ঐ নোটিস যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়।

উক্ত দুই ব্যক্তি এক স্থানে কর্ম্ম চালাইলে কি বাস করিলে, ঐ নোটিস যাহাতে অগ্রাহ্য হইবার পর দিনে লক্ষিত স্থানে পঁহুছে এমতে পাঠান গেলে, তাহা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়।

ঐ নোটিস চালান করিবার যুক্তিসঙ্গত সময়ের কথা।

১০৭ ধারা। কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব কোন পক্ষের বিপক্ষে আপনার স্বত্ব প্রবল করিতে চেষ্টা করিলে, অগ্রাহ্য হইবার নোটিস পাইয়া পত্রের অধিকারী হইলে যে সময়ের মধ্যে তাঁহার নোটিস দিতে হইত নোটিস পাইলে পর সেই সময়ের মধ্যে তাহা চালান করিলে, তিনি যুক্তিসঙ্গত সময়েরমধ্যে চালান করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

মান রক্ষার্থে সাকরিয়া দিবার ও টাকা দিবার এবং প্রয়োজনীয় স্থলে অর্পণ করিবার বিধি।

মান রক্ষার্থে সাকরিয়া দিবার কথা।

১০৮ ধারা। সাকরিয়া না দেওয়া প্রযুক্ত কিম্বা আরো উত্তম প্রতিভূর নিমিত্ত বিল অফ একসচেঞ্জ নোট কি প্রোটেষ্ট লেখা গেলে, কোন ব্যক্তি ঐ পত্রের উপলক্ষে দায়ী না থাকিলে অধিকারির সম্মতিক্রমে বিলের উপর লিখিয়া তৎসম্পর্কীয় কোন পক্ষের মানরক্ষার্থে তাহা সাকরিয়া দিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি প্রোটেষ্ট হইলে সাকরিয়া দিবার কল্পনা করেন তিনি যদি নোটরীর সম্মুখে প্রথমে না বলেন "যে তিনি মান রক্ষার্থে ঐ কার্য্য করিতেছেন, এবং তৎকালেই ঐ কথা নোটরীর রেজিষ্টরে নিয়মিতরূপে লেখাইয়া না রাখেন, তবে তাঁহার সাকরিয়া দেওয়া বৃথা হইবে।

মান রক্ষার্থে যে প্রকারে সাকরিয়া দিতে হইবে তাহার কথা।

১০৯ ধারা। যে ব্যক্তি মানরক্ষার্থ সাকরিয়া দিতে চাহেন, তিনি নোটরী পবলিকের সম্মুখে স্বহস্তে বিলে স্বাক্ষর করিবেন এবং বলিবেন যে তিনি বিললেখকের বা যে পৃষ্ঠলিপিকারকের নাম করেন তাঁহার মান রক্ষার্থে কিম্বা সাধারণতঃ মানরক্ষার্থ প্রোটেষ্ট করিয়া প্রোটেষ্ট করা ঐ বিল সাকরিয়া দিলেন এবং তিনি যে কথা বলেন তাহা নোটরী পবলিক আপন রেজিষ্টরে লিখিয়া রাখিবেন।

যাহার মান রক্ষার্থে করা গেল ইহা নির্দ্দেশ না করিয়া সাকরিয়া দিবার কথা।

১১০ ধারা। যাহার মানরক্ষার নিমিত্ত সাকরিয়া দেওয়া গেল এই কথা ঐ লিখনে স্পষ্ট না থাকিলে, বিল প্রভৃতির লেখকের মানরক্ষার্থে উহা করা গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মানরক্ষার্থ স্বীকারকারির দায়ের কথা।

১১১ ধারা। টাকাদায়ক বিলের টাকা না দিলে, মানরক্ষার্থ স্বীকারকারী যে পক্ষের মানরক্ষার নিমিত্ত টাকা দিতে স্বীকার করেন তাঁহার পশ্চাৎ ঐ পত্র সম্বন্ধীয় সকল পক্ষের নিকট তিনি আপনাকে বদ্ধ করেন; ও তদ্রূপ স্বীকার করণ প্রযুক্ত তাঁহার হানি কি ক্ষতি হইলে, উক্ত পক্ষ ও তৎপূর্ব্ব সকল পক্ষ আপন২ সম্পর্কানুসারে তাঁহার হানি কি ক্ষতিপূরণ করিবার দায়ী হন।

কিন্তু বিলের মিয়াদ যে দিনে পূর্ণ হয় তাহার পর দিনে অগৌণে তাহা উপস্থিত করা না গেলে কিম্বা

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

(টাকা দিবার যে স্থান বিলে লেখা থাকে, ঐ স্বীকারকারী) বিলের উপর তদ্ব্যতীত অন্য ঠিকানা নাম লিখিয়া দিলে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত পাঠান না গেলে, মান রক্ষার্থে সেই স্বীকারকারী ঐ বিলের অধিকারির নিকট দায়ী হন না।

মানরক্ষার্থ স্বীকারকারির দায় যে স্থলে বর্ত্তিতে পারে তাহার কথা।

১১২ ধারা। বিলের মিয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা লইবার নিমিত্ত তাহা টাকাদায়কের নিকট উপস্থিত করা না গেলে ও তিনি তাহা অগ্রাহ্য না করিলে ও অগ্রাহ্য হইবার নোট ও প্রোটেষ্ট লেখা না গেলে, মানরক্ষার্থ স্বীকারকারির প্রতি দায় বর্ত্তে না।

মান রক্ষার্থে টাকা দিবার কথা।

১১৩ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা না দেওয়াতে ঐ বিলের নোট কি প্রোটেষ্ট লেখা গেলে পর কোন ব্যক্তি ঐ বিলের টাকা দায়ী কোন ব্যক্তির মানরক্ষার্থে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে তিনি যে ব্যক্তির মানরক্ষার নিমিত্ত ঐ টাকা দেন নোটরী পবলিকের সম্মুখে তাঁহার নাম পূর্ব্বে প্রকাশ করেন ও সেই প্রকাশিত কথা নোটরী পবলিকের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা যায়।

মানরক্ষার্থ যিনি টাকা দেন তাঁহার স্বত্বের কথা।

১১৪ ধারা। কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে টাকা দিলে ঐ টাকা দিবার সময়ে বিলের অধিকারির সেই বিল সম্পর্কে যে সকল স্বত্ব থাকে তিনিও সেই সকল স্বত্বে স্বত্ববান, ও যাহার মানরক্ষার নিমিত্ত টাকা দিলেন তাহার স্থানে সুদসুদ্ধ ও ঐ টাকা দিতে গিয়া তাঁহার ন্যায্যরূপে যে সকল খরচ লাগিল তাহা সুদ্ধ ঐ টাকা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

প্রয়োজনীয় স্থলের টাকা দায়কের কথা।

১১৫ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জ কিম্বা তাহার কোন পৃষ্ঠলিপিতে যদি প্রয়োজনীয় স্থলে টাকা দায়ক বলিয়া কাহার নাম উল্লেখ করা হয়, তবে সেই ব্যক্তি অগ্রাহ্য না করিলে বিল অগ্রাহ্য হয় না।

প্রোটেষ্ট বিনা সাকরিয়া দিবার ও টাকা দিবার কথা।

১১৬ ধারা। প্রয়োজনীয় স্থলের টাকাদায়ক পূর্ব্বে প্রোটেষ্ট না করিয়া বিল অফ এক্সচেঞ্জ সাকরিয়া দিতে ও তাহার টাকা দিতে পারিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হানি পূরণ বিষয়ক বিধি।

হানিপূরণ বিষয়ক বিধির কথা।

১১৭ ধারা। ঋণপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক অগ্রাহ্য হইলে, ঐ পত্রের অধিকারির কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে টাকাপ্রাপকের নিকট যে ব্যক্তি দায়ী হন, হানিপূরণস্বরূপ তাঁহার যত টাকা দিতে হইবে ইহা (দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৩২ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন) নিম্নলিখিত বিধিমতে স্থির করিতে হইবে,—

(ক) নিদর্শনপত্রের উপর যত টাকা দেনা হয় পত্রের অধিকারী তত টাকা এবং ঐ পত্র উপস্থিত করিতে ও নোট ও প্রোটেষ্ট লেখাইতে তাঁহার উচিত যে খরচ লাগিল তাহাও পাইবার স্বত্ববান।

(খ) যে স্থানে নিদর্শনপত্রের টাকা দিবার নিয়ম ছিল, দায় যে ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে তিনি তদ্ভিন্ন স্থানে বাস করিলে, ঐ দুই স্থানের মধ্যে চলিত যে হিসাবে মুদ্রার বিনিময় করা যায়, পত্রের অধিকারী সেই হিসাবে টাকা পাইবার স্বত্ববান।

(গ) পৃষ্ঠলিপিকারক দায়ী হওয়াতে ঐ নিদর্শনপত্রের উপর দেনা টাকা দিলে তিনি ঐ টাকা দিবার তারিখ অবধি তাহা ফিরিয়া দিবার প্রস্তাব না হওন কি আদায় না করণ পর্য্যন্ত আপনার দত্ত ঐ টাকার উপর বৎসর শতকরা ছয় টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ, ও ঐ পত্র অগ্রাহ্য হওয়াতে ও টাকা দেওয়াতে তাঁহার যত খরচ হয় তাহা সুদ্ধ ঐ টাকা পাইতে স্বত্ববান।

(ঘ) যে ব্যক্তির প্রতি দায় বর্ত্তে তিনি ও পৃষ্ঠলিপিকারক এই দুই জন যদি ভিন্ন২ স্থানে বাস করেন, তবে ঐ দুই স্থানে চলিত যে হিসাবে মুদ্রার বিনিময় করা যায় পৃষ্ঠলিপিকারক সেই হিসাবে ঐ টাকা পাইবার স্বত্ববান।

(ঙ) যে পক্ষ হানিপূরণ পাইবার স্বত্ববান তাঁহার উচিতমতে যত খরচ লাগে তাহা সুদ্ধ আপনার পাওনা টাকার নিমিত্তে ঐ হানিপূরণের দায়ী ব্যক্তির উপর বিলদিতে পারিবেন, ও দেখাইবামাত্র বা চাহিবামাত্র ঐ বিলের টাকা দিবার নিয়ম থাকিবে। নিদর্শনপত্র অগ্রাহ্য হইলে তাহা এবং প্রোটেষ্ট লেখা গেলে সেই প্রোটেষ্টপত্র ঐ বিলের সঙ্গে দিতে হইবে। যদি সেই বিল অগ্রাহ্য হয়, তবে যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করেন তিনি আসল বিলের উপর যে প্রকারে হানিপূরণের দায়ী হইতেন সেই প্রকারে দায়ী হইবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সাক্ষ্যবিষয়ক বিশেষ বিধি।

ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের বিষয়ে যে অনুমান হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

১১৮ ধারা। যাবৎ নিম্নলিখিত অনুমানের বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায়, এই২ অনুমান করা যাইবে।

মূল্যের কথা।

(ক) মূল্য পাইয়া ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র করা কি লেখা গিয়াছে ও তদ্রূপ নিদর্শনপত্র সাকরিয়া দেওয়া গেলে কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করা গেলে ও বিক্রয় কি হস্তান্তর করা গেলে মূল্য পাইয়া তাহা সাকরিয়া দেওয়া ও তাহার পৃষ্ঠলিপি লেখা ও তাহা বিক্রয় কি হস্তান্তর করা গিয়াছে।

তারিখ বিষয়ক কথা।

(খ) ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রে তারিখ দেওয়া থাকিলে তাহা সেই তারিখে করা কি লেখা গিয়াছে।

সাকরাইয়া লইবার সময় বিষয়ক কথা।

(গ) বিল অব এক্সচেঞ্জ সাকরিয়া দেওয়া গেলে ঐ বিলের তারিখের পর ও মিয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহা সাকরিয়া দেওয়া গিয়াছে।

হস্তান্তর করণের সময় বিষয়ক কথা।

(ঘ) ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র হস্তান্তর করা গেলে মিয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে হস্তান্তর করা গিয়াছে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

পৃষ্ঠলিপির ক্রম বিষয়ক কথা।

(ঙ) ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে যে ২ লিপি থাকে তাহা যে ক্রমে আছে সেই ক্রমে লেখা গিয়াছে।

ইষ্টাম্প বিষয়ক কথা।

(চ) বিল অব এক্সচেঞ্জ কি ঋণপত্র কি চ্যাক হারান গেলে তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প দেওয়া ছিল।

ঐ পত্রের অধিকারী যথাক্রমে অধিকারী হওনবিষয়ক কথা।

(ছ) ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্রের অধিকারী যথাক্রমে অধিকারী আছেন। কিন্তু বৈধ স্বামির স্থানে কিম্বা বৈধমতে যাহার জিম্মায় থাকে তাহার স্থানে কোন অপরাধ বা প্রতারণা দ্বারা ঐ নিদর্শনপত্র পাওয়া গেলে কিম্বা যিনি ঐ পত্র লেখেন বা সাকরিয়া দেন কোন অপরাধ বা প্রতারণা দ্বারা কিম্বা অবৈধ মূল্য দিয়া ঐ পত্র তাহার স্থানে পাওয়া গেলে, ঐ পত্র যাঁহার নিকট থাকে তিনিই যথাক্রমে যে তাহা পাইয়াছেন ইহার প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

প্রোটেষ্টের প্রমাণ পাইলে অনুমানের কথা।

১১৯ ধারা। যে নিদর্শনপত্র অগ্রাহ্য করা গিয়াছে, তাহার উপর মোকদ্দমা হইলে আদালত যদি প্রোটেষ্ট লিখিবার প্রমাণ পান, তবে যাবৎ অপ্রমাণ করা না যায় নিদর্শনপত্র অগ্রাহ্য হইয়াছে, অনুমান করিবেন।

আসল পত্রের সিদ্ধতা অস্বীকার করণের বাধার কথা।

১২০ ধারা। যথাক্রমে বিলের অধিকারির দ্বারা ঋণপত্র প্রভৃতির উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যিনি সেই ঋণপত্র লিখিয়া দেন, ও যিনি বিল অব এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক লিখিয়া দেন, ও লেখকের মানরক্ষার্থে যিনি বিল অব এক্সচেঞ্জ সাকরিয়া দেন, প্রথম লিখিত ঐ নিদর্শনপত্র সিদ্ধ নয় বলিয়া তাঁহার অস্বীকার করিবার অনুমতি নাই।

টাকা প্রাপকের পৃষ্ঠলিপি লিখিবার ক্ষমতা অস্বীকার করিবার বাধার কথা।

১২১ ধারা। যে ঋণপত্রের কিম্বা বিল অব এক্সচেঞ্জের টাকা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কি তাঁহার আদেশমতে দিবার নিয়ম থাকে তাহার উপর যথাক্রমে অধিকারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, সেই পত্রের কি সেই বিলের তারিখে টাকাপ্রাপকের পৃষ্ঠলিপি লিখিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া ঐ ঋণপত্রের লেখকের ও বিলের স্বীকারকারির অস্বীকার করিবার অনুমতি নাই।

পূর্ব্ব পক্ষের স্বাক্ষর কি ক্ষমতা অস্বীকার করিবার বাধার কথা।

১২২ ধারা। কোন ব্যক্তি ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে, ও তৎপশ্চাৎ ঐ পত্রের অধিকারী তাহার উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যিনি আপনার পূর্ব্বে ঐ পত্রের এক পক্ষ ছিলেন, তাঁহার স্বাক্ষরনা তাঁহার চুক্তি করিবার ক্ষমতা ঐ পৃষ্ঠলিপিকারকের অস্বীকার করিবার অনুমতি নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ক্রাস করা চ্যাকবিষয়ক বিধি।

চ্যাক সাধারণমতে ক্রাস করিবার কথা।

১২৩ ধারা। চ্যাকের উপরে তেরচাভাবে সমান্তর দুই রেখার মধ্যে "এণ্ড কোম্পানি" এই কথা কিম্বা ইহার সংক্ষেপ কথা লেখা গেলে, কিম্বা তেরচাভাবে কেবল দুই সমান্তর রেখা থাকিলে ও "বিক্রেয় নয়" এই কথা থাকিলে বা না থাকিলেও, সেই কথা বা রেখা লেখাই "ক্রাসিং" বলিয়া জ্ঞান হইবে ও ঐ চ্যাক সাধারণমতে ক্রাস করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

চ্যাক বিশেষমতে ক্রাস করিবার কথা।

১২৪ ধারা। চ্যাকের উপরে তেরচাভাবে "বিক্রেয় নয়" এই কথা সহিত বা তদ্ভিন্নও ব্যাঙ্করের নাম থাকিলে, তাহাই ক্রাসিং বলিয়া জ্ঞান হইবে ও চ্যাক বিশেষমতে ক্রাস করা গেল ও ঐ ব্যাঙ্করের পক্ষে ক্রাস করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

চ্যাক পাইবার পর ক্রাস করিবার কথা।

১২৫ ধারা। চ্যাক ক্রাস না করা গেলে, ঐ চ্যাকের অধিকারী তাহা সাধারণ কি বিশেষমতে ক্রাস করিতে পারিবেন।

চ্যাক সাধারণমতে ক্রাস করা গেলে, অধিকারী তাহা বিশেষমতে ক্রাস করিতে পারিবেন।

চ্যাক সাধারণ কি বিশেষমতে ক্রাস করা গেলে অধিকারী "বিক্রেয় নয়" এই কথাও সংযোগ করিয়া দিতে পারিবেন।

চ্যাক বিশেষমতে ক্রাসকরা গেলে যে ব্যাঙ্করের নামে তাহা ক্রাস করা যায় তিনি টাকা আদায়ের নিমিত্ত আবার স্বপক্ষ কর্ম্মকারক অন্য ব্যাঙ্করের নামে তাহা বিশেষমতে ক্রাস করিতে পারিবেন।

চ্যাক সাধারণমতে ক্রাস করা গেলে তাহার টাকা দিবার কথা।

১২৬ ধারা। চ্যাক সাধারণমতে ক্রাস করা গেলে, তাহা যে ব্যাঙ্করের উপর দেওয়া যায় তিনি ব্যাঙ্কর ভিন্ন অন্য কাহাকে টাকা দিবেন না।

চ্যাক বিশেষমতে ক্রাস করা গেলে টাকা দিবার কথা।

চ্যাক বিশেষমতে ক্রাস করা গেলে যে ব্যাঙ্করের উপর দেওয়া যায় তিনি যে ব্যাঙ্করের নামে চ্যাক ক্রাস করিয়া দেওয়া গেল তাঁহাকে কি আদায়ের নিমিত্ত তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য কাহাকে টাকা দিবেন না।

চ্যাক দুই কি তদধিকবার বিশেষমতে ক্রাস করা গেলে টাকা দিবার কথা।

১২৭ ধারা। টাকা আদায়ের নিমিত্ত কোন ব্যাঙ্করের সপক্ষ কর্ম্মকারকের নামে ক্রাস করিয়া দেওয়া ভিন্ন, যদি দুই কি তদধিক জন ব্যাঙ্করের নামে চ্যাক বিশেষমতে ক্রাস করিয়া দেওয়া যায়, তবে যে ব্যাঙ্করের উপর দেওয়া গেল তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করিবেন।

ক্রাস করা চ্যাকের টাকা যথাক্রমে দিবার কথা।

১২৮ ধারা। ক্রাস করা চ্যাক যে ব্যাঙ্করের উপর দেওয়া যায় তিনি যথাক্রমে তাহার টাকা দিলে পর চ্যাকের টাকা প্রকৃত স্বামিকে দেওয়া গেলে ও তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে ঐ টাকাদাতা ব্যাঙ্করের

ও (সেই চ্যাক টাকাপ্রাপকের হস্তগত হইলে) চ্যাক লেখকের যে স্বত্ব ও যে অবস্থা হইত, তাঁহারা সেই স্বত্বের অধিকারী ও সর্ব্বতোভাবে সেই অবস্থাপন্ন হইবেন।

ক্রাস করা চ্যাকের টাকা যথাক্রমে না দেওয়া গেলে তদ্বিষয়ক কথা।

১২৯ ধারা। কোন চ্যাক ব্যাঙ্করের নামে ক্রাস করা না গিয়া প্রকারান্তরে সাধারণমতে ক্রাস করা গেলে কিম্বা ব্যাঙ্করের নামে কিম্বা টাকা আদায়ের নিমিত্ত ব্যাঙ্করস্বরূপ তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারকের নামে ক্রাস করা না গিয়া প্রকারান্তরে বিশেষমতে ক্রাস করা গেলে, যদি কোন ব্যাঙ্কর তাহার টাকা দিয়া থাকেন, তবে সেই চ্যাকের টাকা তদ্রূপ দেওয়া প্রযুক্ত প্রকৃত স্বামির কোন হানি হইলে সেই হানির জন্য ঐ ব্যাঙ্কর তাঁহার নিকট দায়ী হইবেন।

"বিক্রেয় নয়" এইশব্দ চ্যাকের লেখা থাকিলে তদ্বিষয়ক কথা।

১৩০ ধারা। "বিক্রেয় নয়" এই শব্দ সাধারণ কি বিশেষমতে ক্রাস করা কোন চ্যাকে থাকিলে, গ্রাহক যাঁহার স্থানে তাহা প্রাপ্ত হন তদপেক্ষা তাঁহার সেই চ্যাকে প্রবল স্বত্ব নাই, ও তিনি প্রবল স্বত্ব প্রদান করিতেও পারিবেন না।

চ্যাকের টাকা লইলে ব্যাঙ্করের দায়ী না হইবার কথা।

১৩১ ধারা। যাঁহার সঙ্গে নিত্য কর্ম্ম চলে এমত ব্যক্তির নিমিত্ত ব্যাঙ্কর সাধারণমতে কিম্বা তাঁহার নামে বিশেষমতে ক্রাস করা চ্যাকের টাকা সরলভাবে ও শৈথিল্য ভিন্ন গ্রহণ করিয়া থাকিলে যদি চ্যাকের প্রতি ঐ অন্য ব্যক্তির স্বত্বের দোষ থাকে, তবে ঐ ব্যাঙ্কর কেবল সেই টাকা গ্রহণপ্রযুক্ত ঐ চ্যাকের প্রকৃত স্বামির নিকট কোন দায়গ্রস্ত হইবেন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিলের সেট বিষয়ক বিধি।

বিলের সেটের কথা।

১৩২ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জ অনেক কেতা করিয়া লেখা যাইতে পারিবে। প্রত্যেক কেতায় নম্বর দেওয়া যাইবে ও প্রত্যেকে এই নিয়ম থাকিবে যে অন্য কেতার টাকা যত দিন না দেওয়া যায় তত দিন ঐ কেতার টাকা দেনা থাকিবে। ঐ সকল কেতার সমষ্টিতে এক সেট হয়, কিন্তু ঐ সকল কেতা ঘটিত সেটে একই বিল হয়, এবং এক কেতা স্বতন্ত্র বিল হইয়া থাকিলে যৎকালে তাহার সাধন হয় ঐ সেটও তৎকালে সাধা যায়।

বর্জ্জিত কথা।—যদি কোন ব্যক্তি ভিন্ন২ ব্যক্তির পক্ষে ঐ বিলের ভিন্ন২ কেতা সাকরিয়া দেন কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করেন, তবে তিনি ও প্রত্যেক কেতায় যাঁহারা পরে পৃষ্ঠলিপি লিখেন তাঁহারা প্রত্যেক কেতা স্বতন্ত্র বিল হইলে যেরূপে দায়ী হইতেন, সেইরূপে প্রত্যেক কেতার উপর দায়ী হইবেন।

যিনি প্রথম এক কেতার স্বত্বাধিকারী হন তাহারা সমস্ত কেতার স্বত্ববান হইবার কথা।

১৩৩ ধারা। যাঁহারা যথাক্রমে একই সেটের ভিন্ন২ কেতার অধিকারী হন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি স্বীয় কেতার স্বত্বাধিকার প্রথম পান তিনি অন্য সকল কেতা প্রাপণের ও বিলের উল্লিখিত টাকা পাইবারও স্বত্ববান।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩১ জানুয়ারি।]

ষোড়শ অধ্যায়।

দেশসাধারণের আইন বিষয়ক বিধি।

ভিন্নদেশীয় নিদর্শনপত্রকারকের কি স্বীকারকারির কি পৃষ্ঠলিপিকারকের দায় সম্পর্কে যে আইন বর্ত্তে তদ্বিষয়ক কথা।

১৩৪ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি না থাকিলে, ভিন্ন দেশীয় ঋণপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক লেখক বা তৎকারক যে স্থানে ঐ পত্র করিলেন প্রকৃতরূ সকল বিষয়ে সেই স্থানের ব্যবস্থামতে তাঁহার দায়ের বিধান হইবে; ও যে স্থানে নিদর্শনপত্রের টাকা দেয় হয় সেই স্থানের ব্যবস্থামতে ঐ পত্রের স্বীকারকারির ও পৃষ্ঠলিপিকারকের দায়ের বিধান হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ কালিফর্ণিয়াতে। বিল অফ এক্সচেঞ্জ লিখিয়া দেন সেই স্থানে শতকরা ২৫ টাকার হারে সুদ চলে ও ওয়াশিংটন নগরে টাকা দিবার নিয়ম থাকাতে বলরাম তাহা সাকরিয়া দিলেন। শেষোক্ত স্থানে শতকরা ৬৲ টাকার হারে সুদ চলে। ব্রিটিষ ভারতবর্ষে ঐ বিলের পৃষ্ঠলিপি লেখা গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইল। ঐ বিলের উপর মোকদ্দমা বলরামের নামে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে উপস্থিত করা যায়। এমন স্থলে তিনি কেবল শতকরা ৬৲ টাকার হারে সুদের দায়ী। কিন্তু যদি লেখক বলিয়া আনন্দের উপর দায় বর্ত্তান যায় তবে আনন্দ শতকরা ২৫ টাকার হারে সুদের দায়ী হইবেন।

অগ্রাহ্য হইলে, টাকা দিবার স্থানবিষয়ক আইন বর্ত্তিবার কথা।

১৩৫ ধারা। ঋণপত্র কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক যে স্থানে করা যায় কি যে স্থানে তাহার পৃষ্ঠলিপি লেখা যায়, ঐ পত্রের টাকা তদ্ভিন্ন স্থানে দিবার নিয়ম থাকিলে, যাহা হইলে তাহা অগ্রাহ্য হয় ও অগ্রাহ্য হইবার যে নোটিস প্রচুর হয় এই কথা, ঐ পত্রের টাকা যে স্থানে দেয় হয় সেই স্থানের আইনমতে স্থির করা যাইবে।

উদাহরণ।

কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ ব্রিটিষ ভারতবর্ষে লিখিত হইয়া পৃষ্ঠলিপিও লেখা যায় কিন্তু ফ্রান্সে টাকা দিবার নিয়মে সাকরিয়া দেওয়া যায়। পরে অগ্রাহ্য হইলে পৃষ্ঠলিপিক্রমে মুদ্রাপ্রাপক ফ্রান্সদেশের আইনঅনুসারে অগ্রাহ্য হওন প্রযুক্ত প্রোটেষ্ট লেখাইয়া তাহার নোটিসও দেন। কিন্তু যে বিল ভিন্নদেশীয় নয় তদ্বিষয়ক এই আইনের বিধি অনুসারে তাহা করিলেন না, উক্ত নোটিস প্রচুর।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আইন অনুসারে তদ্দেশের বহির্ভূত স্থানে নিদর্শনপত্র করা গেলে তদ্বিষয়ক কথা।

১৩৬ ধারা। যদি ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আইন অনুসারে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে করা কি লেখা কি সাকরিয়া দেওয়া যায় কি তাহার পৃষ্ঠলিপি লেখা যায়, তবে ঐ নিদর্শনপত্র দ্বারা যে নিয়মের প্রমাণ হয় তাহা যে দেশে লেখা গিয়াছিল সেই দেশের আইন অনুসারে অসিদ্ধ এই কারণে তৎপশ্চাৎ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ পত্র সাকরান কি তাহার পৃষ্ঠলিপি অসিদ্ধ হইবে না।

ভিন্নদেশীয় আইন বিষয়ক অনুমানের কথা

১৭ধা ।। বিপরীত প্রমাণ না থাকিলে বা না দেওয়া গেলে ঋণপত্র ও বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও চ্যাক বিষয়ক ভিন্নদেশের ব্যবস্থা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের ব্যবস্থার ন্যায় বলিয়া অনুমান হইবে ।

তফসীল ।

(ক) রাজব্যবস্থা ।

সাল ও অধ্যায়	নাম ।	যত দূর রহিত হইল ।
তৃতীয় উইলিয়ম রাজার ৯ বৎ ১৭ অা	দেশীয় বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা আদায় করণের সদুপায় করণার্থ আইন।	সম্পূর্ণ।
মহারাণী আন্নের ৩ ও ৪ বৎ ৮ অা।	বিল অফ এক্সচেঞ্জ সম্বন্ধে এইক্ষণে যে প্রতিকার আছে ঋণপত্রের সম্বন্ধে সেই প্রতিকার খাটাইবার নিমিত্ত ও দেশীয় বিল অফ এক্সচেঞ্জের টাকা আদায়ের সদুপায় করণার্থ আইন ।	সম্পূর্ণ ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন ।

সাল ও নম্বর ।	নাম ।	যতদূর রহিত হইল ।
১৮৪০ সা ৬ অা।	বিল অফ এক্সচেঞ্জ ক্রয়বিক্রয় করণ বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইন ।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৬ সা ৫ অা।	ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়ক আইনের কোনং অংশ সংশোধন করণার্থ আইন ।	১১.১২,১৩ ধারা।
১৮৭৪ সা ১৫ অা	আইনের ব্যাপকতা বিষয়ক আইন ।	প্রথম তফসীলের যেং অংশ দ্বারা ১৮৪০ সালের ৬ আইনের ও ১৮৬৬ সালের ৫ আইনের ১১, ১২ ও ১৩ ধারার সম্পর্ক রহিত সেইং কথা।

আর, জে, ক্রস্থোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী ।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২১ মার্চ্চ ।

তৃতীয় খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮২ সালের ৩ আইন ।

বিদ্রোহভাবোদ্দীপক সংবাদপত্রাদি সংক্রান্ত আইন সংশোধনার্থ আইন ।

হেতুবাদ । বিদ্রোহভাবোদ্দীপক সংবাদপত্রাদি সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা বিহিত ; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।—

সংক্ষেপ নাম । ১ ধারা । এই আইন "বিদ্রোহভাবোদ্দীপক সংবাদপত্রাদি সংক্রান্ত ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

স্থানীয় ব্যাপ্তি আরম্ভ । এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে ; এবং ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে ।

[illegible] আইন রহিত হইল তাহার কথা । ২ ধারা । ১৮৭৮ সালের ৯ আইন (অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রাদির সুশাসন করণার্থ আইন) ; এবং ১৮৭৮ সালের ১৬ আইন (অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের ৯ আইন সংশোধনার্থ আইন) রহিত করা গেল ।

১৮৬৬ সালের ১৪ আইনের ৬০ ধারার পর ধারা দিবার কথা । ৩ ধারা । ১৮৬৬ সালের ১৪ আইনের (অর্থাৎ ভারতবর্ষের ডাকের ১৮৬৬ সালের আইনের) ৬০ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, যথা,

"৬০ ক ধারা । কোন সম্বাদপত্র, পুস্তক বা পামফ্লেট কিম্বা জ্ঞাপনপত্র, বড় কর্দ্দ বা অন্য পত্র সম্বন্ধে সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারা মতে কোন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই কারণাৎ ডাকঘরের কর্ম্মবিভাগের কোন কর্ম্মকারকের নাম ধরিয়া কিম্বা স্বীয় পদোপলক্ষে ক্ষমতা প্রদান করিলে, তিনি ঐ কর্ম্মবিভাগের জিম্মায় দেওয়া উক্ত পত্রাদির কোন খানি অন্বেষণ করিতে বা করাইতে পারিবেন, ও তদ্রূপ যত খানি পান, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এতৎকার্য্যপক্ষে যে কর্ম্মকারককে স্বীয় নামানুসারে বা পদোপলক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার হাতে ঐ ২ খানি পত্রাদি সমর্পণ করিবেন, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ যে প্রকারের আজ্ঞা করেন ঐ পত্রাদি লইয়া সেই প্রকারে কার্য্য করা যাইতে পারিবে ।"

আর, জে, ক্রষোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী ।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১৮ আপ্রিল।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮০ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করাতে, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ২ আইন।

১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় ন্যাসসম্বন্ধীয় আইন।

সূচীপত্র।

হেতুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ন্যাসের সৃষ্টি বিষয়ক বিধি।

তৃতীয় অধ্যায়।

ন্যাসধারীদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও দায় বিষয়ক বিধি।

চতুর্থ অধ্যায়।

ন্যাসধারীর স্বত্ব এবং ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

পঞ্চম অধ্যায়।

ন্যাসধারীদের অক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপকারপ্রাপ্তের স্বত্ব এবং দায়িত্বের কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ আপ্রিল।]

ধারা।

৫৭। ন্যাসপত্র হিসাব প্রভৃতি দেখিবার ও তাহার নকল লইবার স্বত্বের কথা।

৫৮। উপকারজনক স্বার্থ হস্তান্তর করণের স্বত্বের কথা।

৫৯। ন্যাসসম্পাদনের জন্য নালিশ করিবার স্বত্বের কথা।

৬০। উপযুক্ত ন্যাসধারী পাইবার স্বত্বের কথা।

৬১। কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিবার স্বত্বের কথা।

৬২। অন্যায়রূপে ন্যাসধারী কর্ত্তৃক সম্পত্তি ক্রয়ের কথা।

৬৩। তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত সম্পত্তির অনুসরণ করিবার কথা।

উহা যাহাতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তৎপর্য্যন্ত অনুসরণের কথা।

৬৪। কোন কোন হস্তান্তর গ্রহীতার স্বত্বরক্ষার কথা।

৬৫। অন্যায়রূপে পরিবর্ত্তিত ন্যস্ত সম্পত্তি ন্যাসধারী উপার্জ্জন করিলে তাহার কথা।

৬৬। সম্পত্তি মিশ্রণস্থলে স্বত্বের কথা।

৬৭। অংশীদার ন্যাসধারী অংশিত্বের কার্য্যের জন্য ন্যস্ত সম্পত্তি অন্যায়রূপে ব্যবহার করিলে তাহার কথা।

৬৮। উপকারপ্রাপ্ত ন্যাসভঙ্গে যোগ দিলে তাহার দায়িত্বের কথা।

৬৯। উপকারপ্রাপ্তের নিকট হইতে হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতার স্বত্ব ও দায়িত্বের কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

ন্যাসধারীর পদশূন্য হইবার বিধি।

৭০। পদ কিরূপে শূন্য হয় তাহার কথা।

৭১। ন্যাসধারীর নিষ্কৃতি লাভের কথা।

৭২। ন্যাস হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য দরখাস্তের কথা।

৭৩। মৃত্যু ইত্যাদি স্থলে নূতন ন্যাসধারী নিয়োগের কথা।

৭৪। আদালত কর্ত্তৃক নিয়োগের কথা।

নূতন ন্যাসধারী মনোনীত করিবার নিয়মের কথা।

৭৫। নূতন ন্যাসধারীতে ন্যস্ত সম্পত্তি বর্ত্তিবার কথা।

নূতন ন্যাসধারীদের ক্ষমতা সকলের কথা।

৭৬। ন্যাস উত্তরজীবী হওয়ার কথা।

অষ্টম অধ্যায়।

ন্যাস লোপ বিষয়ক বিধি।

৭৭। ন্যাসলোপ কিরূপে হয় তাহার কথা।

৭৮। ন্যাস অন্যথা করণের কথা।

৭৯। ন্যাসধারীরা নিয়মিতরূপে যাহা করিয়াছে অন্যথা করণ দ্বারা তাহা নষ্ট না হইবার কথা।

নবম অধ্যায়।

ন্যাসের ভাবাপন্ন কতকগুলি দায়িত্ববিষয়ক বিধি।

৮০। কোথায় ন্যাসের ভাবাপন্ন দায়িত্ব সৃষ্ট হইতে পারে তাহার কথা।

৮১। যে স্থলে হস্তান্তরকর্ত্তা আপনার উপকারজনক স্বার্থ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না তথাকার কথা।

৮২। একজন কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রবৃত্তির জন্য অন্যকে হস্তান্তর করণের কথা।

৮৩। সম্পাদনাযোগ্য অথবা বাকী সম্পত্তি নিঃশেষ ব্যতিরেকে সম্পাদিত ন্যাসের কথা।

৮৪। আইনবিরুদ্ধ অভিপ্রায়ে হস্তান্তরের কথা।

৮৫। আইনবিরুদ্ধ অভিপ্রায়ে উইলমত দানের কথা।

যে উইলমত দানের অন্যথা করণ বলপ্রকাশ দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে তাহার কথা।

৮৬। অন্যথাকরণযোগ্য চুক্তি অনুসারে হস্তান্তরের কথা।

৮৭। ধারক মহাজনের সম্পত্তিবিক্রি হইলে তাহার কথা।

৮৮। বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রাপ্ত সুবিধার কথা।

৮৯। অবিহিত প্রভাব দ্বারা প্রাপ্ত উপকারের কথা।

৯০। অসম্পূর্ণ স্বামীর লব্ধ উপকারের কথা।

৯১। বর্ত্তমান চুক্তির নোটিশ পাইয়া উপার্জ্জিত সম্পত্তির কথা।

৯২। ন্যাসে সম্পত্তি রাখিবার জন্য সম্পত্তি ক্রয়ার্থ চুক্তিকারী ব্যক্তি কৃত ক্রয়ের কথা।

৯৩। রক্ষাকারী বহুসংখ্যক মহাজন মধ্যে একজন গোপনে উপকার প্রাপ্ত হইলে তাহার কথা।

৯৪। স্পষ্টরূপে বিহিত নয় এরূপ স্থলে রাখালব্ধ ন্যাসের কথা।

৯৫। রাখাকারকের কর্ত্তব্য, দায়িত্ব, এবং অক্ষমতার কথা।

৯৬। সরলমনে ক্রেতার স্বত্ব রক্ষার কথা।

তফসীল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ এপ্রিল]

ব্যক্তি বিশেষের ন্যাস ও ন্যাসধারি সম্বন্ধীয় আইন নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

ব্যক্তি বিশেষের ন্যাস ও ন্যাসধারী সম্বন্ধীয় আইন নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করা বিহিত, অতএব এই আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

---

১ ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষিপ্ত নাম।

১ ধারা। এই আইন "১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় ন্যাস সম্বন্ধীয় আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে;

যে সময় হইতে প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

ইহা ১৮৮২ সালের মার্চ্চ মাসের প্রথম দিন হইতে প্রচলিত হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

প্রথমতঃ ইহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবর্ণর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং পঞ্জাবের শ্রীযুত লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর, অযোধ্যা, মধ্য প্রদেশ, কুর্গ এবং আসামের শ্রীযুত প্রধান কমিশানর সাহেবকর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে শাসিত দেশ সমূহে ব্যাপ্ত হইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে ইহা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন অংশে বিস্তারিত করিতে পারিবেন। কিন্তু ওয়াকফ সম্বন্ধে মুসলমান আইনের যে সকল নিয়ম আছে, অথবা ব্যবহারানুসারে বা ব্যক্তিগত আইন অনুসারে একান্নভুক্ত পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধ নির্ণীত আছে

সংরক্ষণের কথা।

এই আইন দ্বারা তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। অথবা সাধারণের বা ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্মার্থ বা লোক হিতার্থ প্রদত্ত সম্পত্তিতে, কিম্বা যুদ্ধে গৃহীত সম্পত্তি প্রাপ্তদিগের মধ্যে বিতরণার্থে ন্যাসে এই আইন খাটিবে না; এবং উক্ত দিবসের পূর্ব্বে সৃষ্ট ন্যাসে এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোন বিধিই খাটিবে না।

যে যে আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। যে দেশে যৎকালে এই আইন সর্ব্বে সেই দেশে তৎকালে এই আইনে যোজিত তপসীলের উল্লিখিত ব্যবস্থা ও আইন সকলের ঐ তপসীলে যত দূর উল্লেখ আছে তত দূর রহিত হইয়া যাইবে।

অর্থকরণের প্রণালী।

৩ ধারা। যে দায় সম্পত্তির স্বামিত্বে সংযুক্ত এবং যাহা শুদ্ধ অন্য লোকের অথবা স্বামির এবং অন্য লোকের উপকারার্থে ঐ স্বামিতে ন্যস্ত এবং তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত অথবা তৎকর্ত্তৃক ব্যক্ত ও স্বীকৃত বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন তাহার নাম ন্যাস।

ন্যাসকারক, ন্যাসধারী, উপকারপ্রাপ্ত, ন্যস্ত সম্পত্তি।

যে ব্যক্তি বিশ্বাস অর্পণ করে অথবা অর্পণ করে বলিয়া ব্যক্ত করে তাহার নাম ন্যাসকারক; যে ব্যক্তি ঐরূপ বিশ্বাস স্বীকার করে তাহার নাম ন্যাসধারী; যে ব্যক্তির উপকারার্থ বিশ্বাস স্বীকৃত হয় তাহার নাম উপকারপ্রাপ্ত; যে বস্তু লইয়া ন্যাস, তাহার নাম ন্যস্ত সম্পত্তি বা ন্যস্তধন; ন্যস্ত সম্পত্তির স্বামী বলিয়া ন্যাসধারীর বিরুদ্ধে উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে তাহার নাম উপকারজনক স্বার্থ অথবা উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বার্থ; যদি লেখা পড়া থাকে

ন্যাসপত্র।

যে পত্রে ন্যাস ব্যক্ত থাকে তাহার নাম ন্যাসপত্র।

ন্যাসভঙ্গ।

ন্যাসধারীর প্রতি ন্যাসধারী বলিয়া তত্তৎ সময়ে বলবৎ আইন অনুসারে যে সকল দায় বর্ত্তে তাহার ব্যতিক্রমের নাম ন্যাসভঙ্গ;

রেজেষ্টরী কথা।

এই আইনে বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না থাকিলে, রেজিষ্টরী করা বলিতে গেলে তৎকালে বলবৎ দলীলাদি রেজিষ্টরী সম্বন্ধীয় আইন অনুসারে রেজিষ্টরী করা বুঝাইবে।

নোটিস।

যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জানেন, অথবা যখন ইচ্ছা পূর্ব্বক সন্ধান লইতে বিরত না হইলে, অথবা নিতান্ত অমনোযোগ না করিলে তিনি সেই যে বিষয় জানিতে পারিতেন অথবা ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় চুক্তি সম্বন্ধীয় আইনের ২২৯ ধারার উল্লিখিত কোন অবস্থায় যখন তাঁহার কর্ম্মচারিকে কোন বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে অথবা তাঁহার কর্ম্মচারী সংবাদ পাইয়াছে, তখন তিনি সেই বিষয়ের নোটিস পাইয়াছেন বলা যায়, এবং যে সকল কথা এই আইনে ব্যবহৃত এবং

১৮৭২ সালের ৯ আইনের লক্ষণ দ্বারা নির্ণীত বাক্য সকলের কথা।

১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় চুক্তি সম্বন্ধীয় আইনে লক্ষণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, তাহারা সেই আইনে প্রদত্ত অর্থ অনুসারে ক্রমান্বয়ে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

২য় অধ্যায়।

ন্যাসের সৃষ্টি বিষয়ক বিধি।

আইনসঙ্গত অভিপ্রায়ের কথা।

৪ ধারা। যে কোন আইন সঙ্গত কার্য্যের জন্য ন্যাস সৃষ্টি হইতে পারে। যদি ন্যাস (ক) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ না হয়; (খ) যদি উহা এই প্রকারের না হয় যে, তাহা অনুমোদিত হইলে কোন আইনের বিধান ব্যর্থ হইবে; (গ) যদি উহা প্রতারণাঘটিত না হয়; (ঘ) যদি উহাতে কোন ব্যক্তির শরীরে অথবা তাহার সম্পত্তিতে কোনরূপ হানি না ঘটে বা ভাবতঃ না ঘটিতে পারে; (ঙ) যদি আদালত উহাকে নীতিবিরুদ্ধ অথবা রাজনিয়ম বিরুদ্ধ মনে না করেন, তাহা হইলে সে ন্যাস বৈধ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮২। ১৮ আপ্রিল।]

যে ন্যাস আইনবিরুদ্ধ অভিপ্রায়ে সৃষ্ট, তাহা অসিদ্ধ। যে স্থলে ন্যাস দুই অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী আইন সঙ্গত ও অপরটী আইন বিরুদ্ধ এবং এই উভয়কে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে না, সে স্থলে সমস্ত ন্যাস অসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার আইন শব্দে, যে স্থলে ন্যস্ত সম্পত্তি স্থাবর এবং পরকীয় রাজ্যে অবস্থিত তথাকার আইনও বুঝাইবে।

উদাহরণ।

(ক) আবদ্দ অসাধু বালিকাদিগকে বেশ্যাবৃত্তিতে শিক্ষিত করিবার জন্য তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থ সম্পত্তি বনবাসের নিকট দেখা পড়া করিয়া ন্যাস রাখিয়া দেয়। এস্থলে ন্যাস অসিদ্ধ।

(খ) আবদ্দ বাহুলতাকে দিয়া ব্যবসায় চালাইবা সেই ব্যবসায়ের উপস্বত্ব হইতে আবদের সন্তানদিগের ভরণ পোষণের জন্য সম্পত্তি উইল দ্বারা বনবাসকে দিয়া যায়। ঐ ন্যাস অসিদ্ধ।

(গ) আবদ যখন দেনায় বিব্রত, তখন বনবাসের নিকটে এই নিয়মে সম্পত্তি ন্যাস রাখে যে নিজে যাবজ্জীবন উহার উপভোগ করিবে, পরে উহা বনবাসের হইবে। আবদ দেউলিয়া হইল। আবদের মহাজনদিগের বিরুদ্ধে যতদূর হয় ততদূর ঐ ন্যাস অসিদ্ধ।

স্থাবর সম্পত্তির ন্যাসের কথা।

৫ ধারা। যদি ন্যাসকারক বা ন্যাসধারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত রেজিষ্টরী করা উইল ব্যতিরিক্ত অন্য লিখিতপত্রে অথবা ন্যাসকারকের বা ন্যাসধারীর উইলে ব্যক্ত না থাকে, তাহা হইলে স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোন ন্যাসই সিদ্ধ হইবে না।

অস্থাবর সম্পত্তি ন্যাসের কথা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যক্ত, অথবা ন্যাসধারীর প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব হস্তান্তরিত না হইলে, অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোন ন্যাসই সিদ্ধ হইবে না।

যে স্থলে উক্ত নিয়মানুযায়ী কার্য্য হইলে প্রতারণাকে কার্য্যে পরিণত করা হয় সে স্থলে উক্ত নিয়ম সকল খাটিবে না।

ন্যাস সৃষ্টির কথা।

৬ ধারা। ৫ ধারার বিধান সমূহের নিয়মাধীনে যখন ন্যাসকারক যুক্তি সঙ্গত নিশ্চয়তা সহকারে, বাক্য অথবা কার্য্য দ্বারা, (ক) ন্যাস সৃষ্টির সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় (খ) ন্যাসের উদ্দেশ্য (গ) উপকার প্রাপ্ত ও (ঘ) ন্যস্ত সম্পত্তির বিষয় প্রকাশ করে এবং (উইল দ্বারা ন্যাস ব্যক্ত না হইলে অথবা, ন্যাসকারক স্বয়ং ন্যাসধারী না হইলে) ন্যাসধারীর প্রতি ন্যস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত করে, তখন ন্যাস সৃষ্ট হয়।

উদাহরণ।

(ক) আবদ, "বনবাস ঐ সম্পত্তি চন্দ্রের উপকারার্থে নিয়োজিত করিবে এইরূপ সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিল", বনবাসকে কিছু সম্পত্তি উইল দ্বারা দান করে। এতদ্বারা আবদ ও চন্দ্র সম্বন্ধে ন্যাস সৃষ্ট হইল।

(খ) আবদ "বনবাস উক্ত সম্পত্তি পরিবার মধ্যে যথাবর থাকিতে থাকে সেইমত করিবে এই ভরসা করিয়া" বনবাসকে কিছু সম্পত্তি উইল দ্বারা দান করে। ইহাতে ন্যাস সৃষ্ট হইল না, কারণ যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তার সহিত উপকার প্রাপ্ত ব্যক্তি উল্লিখিত হয় নাই।

(গ) আবদ বনবাসকে উইল দ্বারা কিছু সম্পত্তি দেয় এবং অনুরোধ করে যে তুমি চন্দ্রের পরিবার মধ্যে যাহাকে যাহাকে অত্যন্ত উপযুক্ত বোধ কর তাহাদিগকে ঐ সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিও। এস্থলে ন্যাস সৃষ্ট হইল না; কারণ যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা সহকারে উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উল্লেখ করা হয় নাই।

(ঘ) আবদ বনবাসকে উইল দ্বারা কিছু সম্পত্তি দান করে এবং ইচ্ছা প্রকাশ করে যে ইহার অধিকাংশ চন্দ্রের সন্তানগণ মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিবে। এস্থলে ন্যাস সৃষ্ট হয় নাই, কারণ যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তার সহিত ন্যস্ত সম্পত্তির উল্লেখ হয় নাই।

(ঙ) আবদ উইল দ্বারা বনবাসকে এই শর্ত্তে তাহার কোম্পানির কাগজ দান করে যে বনবাস আবদের দেনা দিবে এবং চন্দ্রকে একটি উইলকৃত দান দিবে। ইহা শর্ত হইল, কিন্তু আবদের মহাজন ও চন্দ্রের সম্বন্ধে ন্যাস হইল না।

কোন্ ব্যক্তি ন্যাস সৃষ্টি করিতে পারে তাহার কথা।

৭ ধারা। (ক) যে কোন ব্যক্তি চুক্তি করিতে সমর্থ তাহার দ্বারা এবং

(খ) অপ্রাপ্ত ব্যবহারবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতের অনুমতি লইয়া অপ্রাপ্ত ব্যবহার বা তাহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তি দ্বারা।

প্রত্যেক স্থলে ন্যাসকারক যেমন অবস্থায় যত দূর পর্য্যন্ত ন্যস্ত সম্পত্তি নিয়োজিত করিতে পারেন তৎসম্বন্ধীয় তৎকালে বলবৎ আইনের নিয়মাধীনে, ন্যাস সৃষ্ট হইতে পারে।

ন্যাসের বিষয়।

৮ ধারা। ন্যাসাধীন সম্পত্তি উপকারপ্রাপ্তের প্রতি হস্তান্তর করণযোগ্য হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান ন্যাসাধীন কেবল মাত্র উপকারজনক স্বার্থ ন্যাসের বিষয় হইতে পারিবে না।

যে উপকারপ্রাপ্ত হইতে পারে তাহার কথা।

৯ ধারা। সম্পত্তির অধিকারী হইবার ক্ষমতা বিশিষ্ট সকল লোকই উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে পারে।

উপকারপ্রাপ্ত কর্তৃক অস্বীকারের কথা।

প্রস্তাবিত উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ন্যাসধারীর প্রতি লিখিত অস্বীকার দ্বারা অথবা ন্যাস বিষয়ক নোটিস পাইয়া তদ্বিরোধী দাবী উত্থাপন দ্বারা ন্যাসাধীন আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারে।

যে কেহ ন্যাসধারী হইতে পারে তাহার কথা।

১০ ধারা। সম্পত্তির অধিকারী হইবার ক্ষমতা বিশিষ্ট সকল ব্যক্তিই ন্যাসধারী হইতে পারে; কিন্তু যে স্থলে ন্যাস সম্বন্ধে বিবেচনা শক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা আছে, তথায় সে যদি চুক্তি করিতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে উহা সম্পাদন করিতে পারিবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ আপ্রিল।]

সে (ক) স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে যে সুদ পাইয়াছে তাহার জবাবদিহি করিতে বাধ্য। (খ), (গ), (ঘ) স্থলে যদি আদালত অন্যরূপ আজ্ঞা না করেন তবে শতকরা ৪ হার টাকার হারে সুদ দিতে বাধ্য।

(ছ) যে স্থলে মার্জ্জনা আবদ্ধ না করা অথবা তাহার সুদ বা তাহার লভ্যাংশ সঞ্চয় না করা অপরাধ, তথায় ঐ হারে (ছয় মাসান্তর সুদ আসল ভুক্ত করিয়া) চক্রবৃদ্ধি দিবার জন্য দায়ী।

(জ) যে স্থলে কোন ব্যবসায় বা কার্য্যে ন্যস্ত সম্পত্তি বা তাহার উৎপন্ন বিনিয়োগ করা অপরাধ, তথায় উপকারপ্রাপকের ইচ্ছানুসারে ন্যাসধারী হয় উক্ত হারে (ছয় মাসান্তর সুদ আসল ভুক্ত করিয়া) চক্রবৃদ্ধি বা এরূপ বিনিয়োগজাত নিট লভ্যের জন্য দায়ী হইবে।

উদাহরণ।

(ক) ন্যাসধারী ন্যস্ত সম্পত্তি অন্যায়রূপে অধমর্ণের নিকট ফেলিয়া রাখায় উহা আর আদায় হইল না, এস্থলে সে ঐ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী, কিন্তু তাহার উপর সুদের জন্য দায়ী হইবে না।

(খ) আদেশ বিক্রয় করিয়া তাহার উৎপন্ন চন্দ্রকে দিবে; কারণ উইল দ্বারা একটা বাটী বলরামকে দিয়া যায়। বলরাম অনেক দিন বাটী বিক্রয় বিষয়ে শৈথিল্য করে। তাহাতে বাটী খালি থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার বাজার দর কমিয়া যায়, এই ক্ষতির জন্য বলরামের চন্দ্রের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।

(গ) এক জন ন্যাসধারী ২০ ধারামতে ন্যস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ করিতে অথবা উহা উপকারপ্রাপককে দিতে যুক্তিবিরুদ্ধ বিলম্ব করে, ন্যাসধারী ঐ বিলম্বের সময়ের সুদের জন্য দায়ী।

(ঘ) ২০ ধারার (ক), (খ), (গ), (ঘ) প্রকরণে লিখিত যে কোন প্রাতিভাব্যে ন্যস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ করা ন্যাসধারীর কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ঐ টাকা খরচ করেন। উপকারপ্রাপকের ইচ্ছানুসারে হয় সুদসমেত আসল টাকার মোট, না হয় যে সময়ে আবদ্ধ করা উচিত ছিল সেই সময়ে ন্যস্ত সম্পত্তিদ্বারা যে পরিমাণ প্রাতিভাব্য ক্রীত হইতে পারিত মধ্যবর্ত্তী সময়ে তাহার উপর লভ্যাংশ এবং সুদসমেত মোটের জন্য তিনি দায়ী হইবেন।

(ঙ) ন্যাসপত্রে ন্যাসধারীকে ন্যস্ত সম্পত্তি হয় পূর্ব্বোক্ত কোন প্রাতিভাব্যে না হয় স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকে আবদ্ধ করিবার উপদেশ আছে ন্যাসধারী কিছুই করেন নাই, তিনি আসল এবং সুদ উভয়েরই জন্য দায়ী।

(চ) ন্যাসপত্রে ন্যাসধারীকে ন্যস্ত সম্পত্তি পূর্ব্বোক্ত যে কোন প্রাতিভাব্যে আবদ্ধ করিতে এবং তাহার লভ্যাংশ সঞ্চয় করিতে উপদেশ আছে। ন্যাসধারী সে উপদেশ অমান্য করেন। উপকারপ্রাপকের ইচ্ছানুসারে হয় চক্রবৃদ্ধির সহিত আসল টাকার মোট, না হয় যে সময়ে আবদ্ধ করা উচিত ছিল সেই সময়ে ন্যস্ত সম্পত্তির দ্বারা যে পরিমাণ প্রাতিভাব্য ক্রীত হইত এবং ক্রীত হইলে মধ্যবর্ত্তী সময়ের লভ্যাংশ সকল উপযুক্তরূপে পুনরাবদ্ধ করিলে তদ্দ্বারা যে টাকা সঞ্চিত হইত, এই উভয়ের মোটের জন্য তিনি দায়ী।

(ছ) ২০ ধারার (ক), (খ), (গ) বা (ঘ) প্রকরণের লিখিত প্রাতিভাব্যের অন্যতমে ন্যস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ আছে, ন্যাসধারী ন্যাসপত্রের শর্ত দ্বারা অননুমোদিত কোন অভিপ্রায়ে ঐ প্রাতিভাব্য বিক্রয় করিলেন। উপকার প্রাপকের ইচ্ছামতে হয় মধ্যবর্ত্তী সময়ের লভ্যাংশ ও সুদ সমেত প্রাতিভাব্য পুনঃস্থাপন, না হয় সুদসমেত বিক্রয়োৎপন্ন প্রদানের জন্য তিনি দায়ী হইবেন।

(জ) ন্যস্ত সম্পত্তি ভূমি খাজনা। ন্যাসধারী ন তিন সংবাদ না দিয়া কোন প্রকৃতি জন্য ক্রেতাকে ঐ ভূমি বিক্রয় করিল। উপকারপ্রাপকের ইচ্ছানুসারে ন্যাসধারী পূর্ব্বোক্তরূপ ন্যাসের বন্দোবস্তে রক্ষিত সমান মূল্যের জন্য ভূমি ক্রয় অথবা সুদ সমেত বিক্রয়োৎপন্ন প্রদানের জন্য দায়ী।

২৪ ধারা। যে ন্যাসধারী ন্যস্ত সম্পত্তির এক অংশের ন্যাস ভঙ্গহেতুক ক্ষতির জন্য দায়ী তিনি ঐ সম্পত্তির অংশান্তরগত অন্য স্বতন্ত্র ন্যাস ভঙ্গ জনিত লভ্য তাঁহার দায়িত্বের বিরুদ্ধে কর্ত্তন দিতে পারিবেন না।

ন্যাসধারীকে কর্ত্তন করিতে না দিবার কথা।

২৫ ধারা। যদি একজন ন্যাসধারী অন্য ন্যাসধারীর পদে নিযুক্ত হন তবে তিনি তাঁহার পূর্ব্বগামির কার্য্য বা দোষ জন্য দায়ী হইবেন না।

পূর্ব্বগামির দোষের জন্য দায়িত্বাভাবের কথা।

২৬ ধারা। ১৩ ও ১৫ ধারার বিধান সকলের অধীনে একজন ন্যাসধারী সহন্যাসধারিকৃত ন্যাস ভঙ্গ জন্য দায়ী হইবেন না:—

সহন্যাসধারীর দোষের জন্য দায়িত্বাভাবের কথা।

কিন্তু ন্যাসপত্রে তাবাত্তরের কথা স্পষ্ট ব্যক্ত না থাকিলে ন্যাসধারী নিম্নলিখিত স্থলে দায়ী হইবেন:—

(ক) যে স্থলে ন্যস্ত সম্পত্তি সহন্যাসধারীকে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহার নিয়োগের বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয় নাই।

(খ) যে স্থলে সহন্যাসধারীকে ন্যস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি উহার কিরূপ ব্যবহার করেন তদ্বিষয়ে রীতিমত অনুসন্ধান রাখা হয় নাই অথবা অবস্থানুসারে যুক্তিসঙ্গতরূপে যত দিন প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক দিন তাহার হস্তে রাখিতে দেওয়া হইয়াছে।

(গ) যে স্থলে সহন্যাসধারী কর্ত্তৃক কৃত বা অভিপ্রেত ন্যাসভঙ্গ গোচর হইয়াছে অথচ তন্ন চেষ্টা করিয়া গোপন করা হইয়াছে না হয় যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উপকারপ্রাপকের স্বার্থ রক্ষার জন্য রীতিমত উপায় অবলম্বন করা হয় নাই।

যে সহন্যাসধারী ন্যস্ত সম্পত্তির রসীদ স্বাক্ষরে যোগ দিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে তিনি উহা প্রাপ্ত হন নাই তিনি কেবল স্বাক্ষর করিয়াছেন এই কারণ বশতঃ সহন্যাসধারিকৃত সম্পত্তির অবস্থা নিয়োগ বা ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন না।

ঐকমত্যের জন্য রসীদে যোগ দিবার কথা।

উদাহরণ।

আমিন কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার উৎপন্ন দীননাথের উপকারার্থ আবদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়া, সেই সম্পত্তি বলরাম ও চন্দ্রকে উইলদ্বারা প্রদান করেন। বলরাম ও চন্দ্র তদনুসারে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করে, বলরাম মূল্য গ্রহণ করে এবং আপন হাতে রাখে। চন্দ্র দুই বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে কিছুই মনোযোগ দেয় না, পরে বলরামকে টাকা আবদ্ধ করিতে বলে। বলরাম তাহা করিতে পারে না, সে দেউলিয়া হয় এবং সমস্ত পণের টাকা নষ্ট হয়। ঐ টাকার ক্ষতিপূরণের জন্যে চন্দ্রকে বাধ্য করা যাইতে পারে।

২৭ ধারা। যে স্থলে সহন্যাসধারীরা এক যোগে ন্যাস ভঙ্গ করে অথবা যে স্থলে উহাদের মধ্যে কেহ অমনোযোগ দ্বারা অন্যকে ন্যাস ভঙ্গ করিবার সুবিধা করিয়া দেয়, সেই স্থলে প্রত্যেকেই উপকার প্রাপ্তের নিকট এই ন্যাস ভঙ্গ জনিত সমস্ত ক্ষতি পূরণের দায়ী।

সহন্যাসধারীদের স্বতন্ত্র দায়িত্বের কথা।

কিন্তু ন্যাসধারীদের আপন আপন মধ্যেই যদি এক জন অন্য অপেক্ষা অল্প অপরাধী হন এবং তাঁহাকে সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হয়, তবে অল্পাপরাধী অধিক অপরাধিকে অথবা আইনমত তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যে পরিমাণে ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই পরিমাণে তাঁহাকে উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন, এবং যদি সকলেই সমান অপরাধী হয়েন তবে এক বা ততোধিক যে ন্যাসধারী ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন তিনি অথবা তাঁহারা অন্য কেও তাহার অংশ দিতে বাধ্য করিতে পারেন।

সহন্যাসধারীদের মধ্যে ভাগমত টাকা দিতে হইবার কথা।

যে ন্যাসধারী প্রতারণা অপরাধে অপরাধী হইয়াছে সে যে অংশ পাইবার মোকদ্দমা রুজু করিতে সমর্থ — এমত এই ধারার কিছুতেই এমত বুঝাইবে না।

২৮ ধারা। যে স্থলে কোন উপকারপ্রাপ্তের স্বার্থ অন্য ব্যক্তিতে বর্ত্তে এবং ন্যাসধারী ঐরূপ বর্ত্তিবার সংবাদ না পাইয়া ন্যস্ত হন, ঐরূপ না বর্ত্তিলে যে ব্যক্তি তৎকাল পর্য্যন্ত উহাতে স্বত্ববান ছিল তাহাকে দেয় বা সমর্পণ করে, সে স্থলে ন্যাসধারী এইরূপে প্রদত্ত বা সমর্পিত সম্পত্তির জন্য দায়ী নহে।

উপকারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃক হস্তান্তরের নোটিস ব্যতিরেকে দানকারী ন্যাসধারীর দায়িত্বের অভাবের কথা।

২৯ ধারা। যখন উপকারপ্রাপ্তের স্বার্থ গবর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেন বা আইনের বিচার দ্বারা গবর্ণমেন্টকে প্রদত্ত হয়, তখন গবর্ণমেন্ট যতদূর পর্য্যন্ত স্বার্থ যে ব্যক্তির উপকার জন্য যে প্রকারে ধারণ করিতে আদেশ দেন, ন্যাসধারী তদনুসারে ন্যস্ত সম্পত্তি ধারণ করিতে বাধ্য।

উপকারপ্রাপ্তের স্বার্থ গবর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিলে ন্যাসধারীর দায়িত্বের কথা।

৩০ ধারা। ন্যাসপত্রের বিধান এবং ২৩ ও ২৬ ধারার বিধান সমূহের নিয়মাধীনে ন্যাসধারীরা যিনি যে টাকা, ষ্টোক ফণ্ড ও প্রাতিভাব্য প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য ক্রমান্বয়ে দায়ী হইবেন। উহাদের একজন আর একজনের জন্য অথবা যে কোন ব্যাঙ্কর, দালাল বা অন্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত সম্পত্তি রক্ষিত হইবে তাহার জন্য অথবা কোন ষ্টোক ফণ্ড অথবা প্রাতিভাব্যের অল্প পরিমাণত্ব বা ন্যূনতা অথবা অন্যপ্রকার অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে না।

ন্যাসধারীদের ক্ষতিনিষ্কৃতির কথা।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ আপ্রিল।]

চতুর্থ অধ্যায়।

ন্যাসধারীর স্বত্ব এবং ক্ষমতাবিষয়ক বোধ।

৩১ ধারা। ন্যাসধারী ন্যাসপত্র এবং কেবল মাত্র ন্যস্ত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় (যদি কিছু থাকে) স্বত্বের সমস্ত দলীল আপনার অধিকারে পাইতে স্বত্ববান।

স্বত্বের দলীল পাইবার স্বত্বের কথা।

৩২ ধারা। প্রত্যেক ন্যাসধারী ন্যাস সম্পাদন সম্বন্ধে অথবা তদ্বিষয়ে অথবা ন্যস্ত সম্পত্তির আদায়, রক্ষা বা উন্নতির জন্য অথবা উপকারপ্রাপ্তের ভরণপোষণ বা রক্ষার জন্য বিহিতরূপে যে ব্যয় করিয়াছেন, ন্যস্ত সম্পত্তি হইতে তাহা পুনঃ গ্রহণ করিতে, দিতে বা শোধ করিতে পারিবেন।

খরচখরচা পুনর্গ্রহণ করিবার স্বত্বের কথা।

যদি তিনি আপন টাকা হইতে ঐ খরচ দিয়া থাকেন তবে সেই খরচ এবং তাহার সুদের জন্য ন্যস্ত সম্পত্তিতে তাঁহার দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য; কিন্তু আদৌ বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতের অনুমতি না লইয়া যদি ঐ খরচ করা হইয়া থাকে, তবে উক্ত দাবী, ঐ সুদ সমেত ঐ সকল খরচা পূর্ব্বে দেওয়া ব্যতিরেকে, ন্যস্ত সম্পত্তির বিক্রয়াদি নিবারণ দ্বারাই কেবল মাত্র বলবৎ করিতে পারা যাইবে।

যদি ন্যস্ত সম্পত্তি হইতে না পাওয়া যায়, তবে যাহার পক্ষে ন্যাসধারী কার্য্য করিয়াছেন এবং স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ যাহার অনুরোধে তিনি টাকা দিয়াছেন সেই উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজের নিকট হইতে খরচার সমস্ত টাকা আদায় করিতে তিনি স্বত্ববান।

যে স্থলে ন্যাসধারী ভ্রমবশতঃ উপকারপ্রাপ্তকে অতিরিক্ত দিয়া থাকেন তথায় উপকার প্রাপ্তের স্বার্থ হইতে ন্যস্ত সম্পত্তি তিনি পুনঃ পূরণ করিতে পারেন। যদি স্বার্থ হইতে না পাওয়া যায় তবে এরূপ অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা উপকারপ্রাপ্তের নিজের নিকট হইতে আদায় করিতে ন্যাসধারী স্বত্ববান।

ভ্রমাত্মক অতিরিক্ত দেওয়া জন্য পুনঃপূরণের স্বত্বের কথা।

৩৩ ধারা। ন্যাসধারী ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি ন্যাসভঙ্গ হইতে উপকার লাভ করিতেছে সেই ব্যক্তি ন্যাস ভঙ্গ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে যে মোট টাকা লইয়াছে তত্দূর ন্যাসধারীর ক্ষতিনিষ্কৃতি করিবে এবং সে ব্যক্তি নিজে উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে তাহার স্বার্থের উপর ঐ টাকার জন্য ন্যাসধারীর দাওয়া থাকিবে।

ন্যাসভঙ্গ দ্বারা লাভবানের নিকট হইতে ক্ষতিনিষ্কৃতির স্বত্বের কথা।

যে ন্যাসধারী ন্যাস ভঙ্গ করিতে গিয়া প্রতারণা অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, এই ধারার কিছুতেই, সে যে ক্ষতিনিষ্কৃতি পাইতে স্বত্ববান, এমত বুঝাইবে না।

৩৪ ধারা। যে কোন ন্যাসধারী মোকদ্দমা রুজু করা ব্যতিরেকে আদালতের বিবেচনায় যথার্থ বিচারের অনুপযুক্ত, গুরুতর, কঠিন অথবা বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ব্যতীত ন্যস্ত সম্পত্তির কার্য্যসম্পাদন ও তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধীয় যে কোন উপস্থিত বিষয়ে আদৌ বিচারাধিপত্যতা বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতের মত, পরামর্শ এবং উপদেশের জন্য দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিতে পারেন।

ন্যস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে আদালতের মতের জন্য প্রার্থনা করিবার স্বত্বের কথা।

এরূপ দরখাস্তে স্বার্থবান্ যে সকল লোককে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাদের উপর ঐ দরখাস্তের এক এক খানি নকল জারী হইবে এবং দরখাস্ত শুনিতে তাহারা হাজির হইতে পারিবে।

যে ন্যাসধারী এরূপ দরখাস্তে সরল মনে বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন এবং আদালতদত্ত মত, পরামর্শ অথবা উপদেশ অনুসারে কার্য্য করেন, তাঁহার স্বত্ব যতদূর থাকে ততদূর তিনি দরখাস্তের বিষয় সম্বন্ধে এরূপ ন্যাসধারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

এই ধারানুযায়ী প্রত্যেক দরখাস্তের খরচখরচা যে আদালতে দরখাস্ত হয় সেই আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে।

৩৫ ধারা। যখন ন্যাসধারী ন্যাসধারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন তখন তিনি ন্যস্ত সম্পত্তির কার্য্যসম্পাদনের সময়ের হিসাবের পরীক্ষা ও নিকাশ করাইয়া লইতে স্বত্ববান; এবং যে স্থলে উপকারপ্রাপ্তের ন্যাসাধীন আর কিছুই প্রাপ্য নাই সেই স্থলে ঐ মর্ম্মের লিখিত স্বীকারপত্র পাইতে তিনি স্বত্ববান।

হিসাব নিকাশের স্বত্বের কথা।

৩৬ ধারা। এই আইনে এবং ন্যাসপত্রে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং উক্ত পত্রে এবং ১৭ ধারার বিধানে কোন নিয়ম থাকিলে সেই নিয়ম সকলের অধীনে ন্যস্তধনের আদায়, রক্ষা বা উন্নতি এবং যে উপকারপ্রাপ্ত চুক্তি করিতে সক্ষম নহে তাহার রক্ষা বা ভরণপোষণ জন্য ন্যাসধারী যে সকল কার্য্য যুক্তিসঙ্গত ও বিহিত হয় তৎসমস্ত কার্য্য করিতে পারিবেন।

ন্যাসধারীর সাধারণ ক্ষমতার কথা।

১৮৭১ সালের ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক আইনে যে রূপ নির্ণীত হইয়াছে সেই রূপ ভূমির উপস্বত্ব এবং খাজানা প্রকৃত প্রস্তাবে যে ন্যাসধারী দখল বা গ্রহণ করেন উক্ত আইনের কার্য্য পক্ষে তাঁহাকেই দখলপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ন্যাসধারী পাট্টা সম্পাদনের তারিখ হইতে একবিংশ বৎসরের অধিক অধিক কালের জন্য, অথবা যুক্তিসঙ্গতরূপে যতদূর উৎকৃষ্ট বাৎসরিক খাজানা পাওয়া যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত না করিয়া পাট্টা দিবেন না।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ৮ আপ্রিল।]

৩৭ ধারা। যে স্থলে ন্যাসধারীর প্রতি ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ভার আছে, ন্যাসপত্রে অন্যরূপ উপদেশ না থাকিলে, তিনি পূর্ব্বদায়ের অধীন রাখিয়া বা না রাখিয়া ঐ সম্পত্তি হয় একত্রে না হয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাগে, হয় প্রকাশ্য নীলামে না হয় ব্যক্তি বিশেষের সহিত চুক্তি দ্বারা, এক সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিক্রয় করিতে পারিবেন।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাগে এবং হয় প্রকাশ্য নীলামে নাহয় ব্যক্তি বিশেষের সহিত চুক্তি দ্বারা বিক্রয় করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৮ ধারা। ন্যাসধারী এরূপ বিক্রয় করিবার কালে হয় স্বত্ব না হয় স্বত্বের প্রমাণ বা অন্য বিষয় সম্বন্ধে যে সকল যুক্তিসঙ্গত নিয়ম উপযুক্ত বিবেচনা করেন, বিক্রয়ের শর্ত্তে অথবা বিক্রয়ের চুক্তিতে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন। তিনি ঐ সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ নীলামে ক্রয় করিতে পারেন এবং বিক্রয়ের চুক্তি অন্যথা করিতে অথবা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন; পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রীত সম্পত্তি, বা যে সম্পত্তির চুক্তি অন্যথা করা হইয়াছে তাহা পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারেন; তজ্জনিত ক্ষতির জন্য উপকারপ্রাপ্তের নিকট তিনি দায়ী হইবেন না।

বিশেষ শর্ত্তে বিক্রয় করিবার ক্ষমতার কথা।

পুনঃ ক্রয় ও পুনঃ বিক্রয়ের ক্ষমতার কথা।

যে স্থলে ন্যাসধারীর প্রতি ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে অথবা ন্যস্ত ধন সম্পত্তি ক্রয়বিষয়ে আবদ্ধ করিতে উপদেশ আছে, তথায় এরূপ ক্রয় ও বিক্রয় করার সময় সম্বন্ধে তিনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনানুসারে কার্য্য করিতে পারেন।

ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য প্রদত্ত সময়ের কথা।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ সুবিধামত যথা সত্বরে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে এবং তদুৎপন্ন অর্থ অংক নিতে উপদেশ দিয়া উইল দ্বারা সম্পত্তি একরামকে প্রদান করিয়া গেল; ইহা দ্বারা অব্যবহিত পরক্ষণেই সম্পত্তি বিক্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য হইল এরূপ নহে।

(খ) আমন্দ সম্পত্তি বলরামকে উইল দ্বারা দিয়া যায় এবং বলিয়া যায় যে তুমি যে সময়ে এবং যে প্রকারে ভাল বোধ কর সেইমত বিক্রয় করিয়া তাহার উৎপন্ন চন্দ্রের উপকার জন্য আবদ্ধ করিবে। ইহাতে বলরামকে নীলাম এবং চন্দ্রের বিষয়ে বিক্রয় অনির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে ক্ষমতা দেওয়া হইল না।

৩৯ ধারা। এরূপ কোন বিক্রয় সমাধা করিবার জন্য ন্যাসধারী প্রয়োজনানুরূপ প্রণালীতে ঐ বিক্রীত সম্পত্তি লিখিত পঠিত করিয়া দিবার বা অন্যরূপে বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

লিখিত পঠিত করিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

৪০ ধারা। ন্যাসধারী আপন বিবেচনামতে কোন প্রতিভাব্যে আবদ্ধ ন্যস্ত সম্পত্তি লইয়া ২০ ধারায় লিখিত বা উল্লিখিত অন্য যে কোন প্রাতিভাব্যে আবদ্ধ করিতে পারেন এবং সময়ে২ উক্ত প্রকার অন্য প্রাতিভাব্যের জন্য উক্ত যে কোন আবদ্ধ করণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

আবদ্ধ করণ পরিবর্ত্তনের ক্ষমতার কথা।

কিন্তু যে স্থলে চুক্তি করিতে সক্ষম এবং যাবজ্জীবন বা তদপেক্ষা অধিকতর স্বার্থে তৎকালে ন্যস্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগে অধিকারবান্ কোন ব্যক্তি থাকে, তথায় সেই ব্যক্তির লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে এরূপ আবদ্ধ করণ পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না।

অপ্রাপ্তব্যবহার প্রভৃতির সম্পত্তি তাহাদের ভরণপোষণ প্রভৃতিতে নিয়োগ করিবার অনুমতির কথা।

৪১ ধারা। যে স্থলে ন্যাসধারী কর্ত্তৃক অপ্রাপ্তব্যবহারের ন্যাসস্বরূপ সম্পত্তি অধিকৃত হয়, তথায় ন্যাসধারী আপন বিবেচনমতে এরূপ সম্পত্তি সম্বন্ধে সে যে উপস্বত্বের অধিকারী হইতে পারে তাহার সমস্ত বা তাহার কোন অংশ তাহার কেহ অভিভাবক থাকিলে তাঁহাদিগকে দিতে অথবা অন্য প্রকারে তাহার ভরণপোষণ বা শিক্ষা বা উন্নতিকর কার্য্যে অথবা তদ্বিষয়ে অথবা তাহার দেবপূজা বা বিবাহ অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিয়োগ করিতে পারেন; এরূপ উপস্বত্বের যাহা কিছু বাকী থাকিবে তাহা এবং তদুৎপন্ন উপস্বত্ব ২০ ধারায় কথিত বা উল্লিখিত যে কোন প্রতিভাব্যে সময়ে সময়ে আবদ্ধ করিয়া যে ব্যক্তি অবশেষে, যে সম্পত্তি হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে সঞ্চয় হইতেছে তাহার অধিকারবান সেই ব্যক্তির উপকারার্থ উক্ত ন্যাসধারী চক্রবৃদ্ধি প্রণালীমতে সঞ্চয় করিবেন। কিন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত ন্যাসধারী উপযুক্ত বিবেচনা করেন তবে যে কোন সময়ে উক্ত সঞ্চয় হইতে উৎপন্ন সমস্ত উপস্বত্ব বা তাহার কোন অংশ তৎকালপ্রচলিত বৎসরের উপস্বত্বের অংশের ন্যায় খরচ করিতে পারিবেন।

যে স্থলে ন্যস্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে অপ্রাপ্তব্যবহারের ভরণ পোষণ বা শিক্ষা বা উন্নতিকর কার্য্যের অথবা তাহার দেবপূজা বা বিবাহ অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যুক্তিসঙ্গত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে না পারে, তথায় ন্যাসধারী আদিম বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতের অনুমতি লইয়া, (কিন্তু অন্য প্রকারে নহে) ঐ সম্পত্তির সমস্ত বা কোন অংশ ঐরূপ ভরণ পোষণ, শিক্ষা, উন্নতিকর কার্য্য, অথবা ব্যয়ে অথবা তদ্বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

অপ্রাপ্তব্যবহারদিগের শরীর ও সম্পত্তি বিষয়ক তৎ-তৎকালে বলবৎ কোন স্থানীয় আইনের বিধান সকল এই ধারার কিছুতে স্পৃষ্ট হইল এমত বুঝিতে হইবে না।

রসীদ দিবার ক্ষমতার কথা।

৪২ ধারা। ন্যাসধারীর বা ন্যাসধারীদের প্রতি অর্পিত ন্যাসের বা ক্ষমতার জন্য অথবা তদনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে যে কোন টাকা বা প্রতিভাব্য বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি দেওয়া, হস্তান্তর করা, বা অর্পণ করা যায়, তজ্জন্য তিনি বা তাঁহারা লিখিত রসীদ দিতে পারিবেন; এবং প্রতারণার অভাবে ঐ রসীদ, টাকা প্রভৃতি প্রদানকারী ও হস্তান্তরকারী ব্যক্তিকে উহার দায় হইতে এবং উহা কিরূপে নিয়োজিত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইতে এবং উহার কোন ক্ষতি ও অবিহিত নিয়োগের জন্য জবাবদিহি হইতে মুক্ত করিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ আপ্রিল।]

রফাপ্রভৃতি করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৩ ধারা। দুই কিম্বা তদধিক জন ন্যাসধারী একত্র কর্ম্ম করিয়া উচিত বোধ করিলে, যেরূপে উচিত বোধ করেন,

(ক) যে কোন ঋণের বা সম্পত্তির দাওয়া হয় তদ্বিষয়ে রফা করিতে বা প্রতিভূ লইতে পারিবেন।

(খ) কোন ঋণ শোধ করিবার সময় দিতে পারিবেন;

(গ) ন্যাস সম্পর্কীয় কোন ঋণ, হিসাব, দাওয়া বা দ্রব্য সম্বন্ধে সন্ধি বা রফা করিতে, দান ছাড়া পরিত্যাগ করিতে, বা তদ্বিষয়ে সালীস মানিতে বা প্রকারান্তরের বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন;

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নিমিত্ত যে কোন নিয়মপত্র, রফা বা বন্দোবস্তপত্র, মুক্তিপত্র ও অন্য কিছু বিহিত বোধ করেন, তাহা লিখিতে, দিতে, সম্পাদন করিতে ও করিতে পারিবেন, ও তাঁহারা সরলমনে এইরূপে যে কোন কার্য্য বা অন্য কিছু করেন তাহাতে ক্ষতি হইলে তজ্জন্য দায়ী হইবেন না।

এই ধারামতে দুই কিম্বা তদধিক জন একত্র কর্ম্মকারী ন্যাসধারীদের প্রতি যেহ ক্ষমতা অর্পিত হইল, তদনুসারে যে স্থলে ন্যাসপত্র থাকিলে একমাত্র ন্যাসধারী তদনুযায়ী ন্যাস ও ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেই স্থলে একমাত্র কর্ম্মকারী ন্যাসধারী কার্য্য করিতে পারিবেন।

ন্যাসপত্র থাকিলে, তাহাতে যদি বিপরীত অভিপ্রায় ব্যক্ত না থাকে, তবে যতদূর না থাকে ততদূর মাত্র এই ধারা খাটিবে এবং ঐ পত্রের শর্ত্তের ও বিধানের নিয়মাধীনে এই ধারা বলবৎ হইবে।

এই আইন প্রচলিত হইবার পর যে সকল ন্যাসের সৃষ্টি হয়, কেবল তৎপ্রতি এই ধারা বর্ত্তিবে।

বহুসংখ্যক ন্যাসধারীর মধ্যে কেহ অস্বীকার করিলে বা মরিয়া গেলে ক্ষমতার কথা।

৪৪ ধারা। যে স্থলে বহুসংখ্যক ন্যাসধারীর প্রতি ন্যস্ত সম্পত্তি নিয়োগ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কেহ অস্বীকার করে অথবা মরিয়া যায়, সেই স্থলে ন্যাসপত্রের নিয়ম হইতে ঐ ক্ষমতা অবশিষ্ট ন্যাসধারীদের সংখ্যার অতিরিক্ত সংখ্যক ন্যাসধারী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে ইহা যদি স্পষ্ট না বুঝা যায় তবে অবশিষ্ট ন্যাসধারীগণ ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

ডিক্রী দ্বারা ন্যাসধারীর ক্ষমতা স্থগিত থাকার কথা।

৪৫ ধারা। যে স্থলে ন্যাসের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে, সেই স্থলে ন্যাসধারী ঐরূপ ডিক্রী অথবা যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন তাহার অথবা যে স্থলে ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল চলিতেছে সেই স্থলে আপীল আদালতের অনুমোদন, অনুজ্ঞা না হইলে কোন ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিবেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ন্যাসধারীদের অক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

গ্রহণের পর ন্যাসধারীর পরিত্যাগ না করিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। যে ন্যাসধারী ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন তিনি (ক) আদৌ বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতের অনুমতি অথবা (খ) উপকারপ্রাপ্ত চুক্তি করিতে সক্ষম হইলে তাহার সম্মতি অথবা (গ) ন্যাসপত্রে দত্ত বিশেষ ক্ষমতার বল ভিন্ন ঐ ন্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

ন্যাসধারীর ভারার্পণ করিতে না পারিবার কথা।

৪৭ ধারা। (ক) ন্যাসপত্রে নিয়ম না থাকিলে কিম্বা (খ) ক্ষমতার্পণ, কার্য্যের নিয়মিত প্রণালীক্রমে না হইলে, অথবা (গ) আবশ্যক না হইলে অথবা (ঘ) চুক্তিক্ষম উপকারপ্রাপ্তের সম্মতিক্রমে না হইলে, কোন ন্যাসধারীই আপনার পদ বা তাঁহার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সহন্যাসধারী অথবা কোন তৃতীয় ব্যক্তির উপর অর্পণ করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।—কেবল আমলার কার্য্য বা যে কার্য্যে স্বাধীন বিবেচনার প্রয়োজন নাই তাদৃশ কার্য্যে আটর্ণি অথবা প্রতিনিধি নিয়োগ করা এই ধারার অর্থানুযায়ী অর্পণ করা নহে।

উদাহরণ।

(ক) আখন্দ, বলরাম ও চন্দ্রকে উইল দ্বারা কিছু সম্পত্তি এই নিয়মে দিয়া যায় যে উঁহারা বা উঁহাদের মধ্যে উত্তরজীবী অথবা উক্ত উত্তরজীবীর আদেশীরা কোন ন্যাস সম্পাদন করিবে। বলরাম মরিয়া গেলে, চন্দ্র ঐ ন্যস্ত সম্পত্তি আখন্দের উইলের ন্যাসের কার্য্য নিমিত্ত দীননাথ ও ঈশানকে উইল দ্বারা দিয়া যাইতে পারে।

(খ) আখন্দ কোন সম্পত্তির ন্যাসধারী, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা তাহার আছে, সে বিক্রয়ার্থ একজন নীলামদার নিযুক্ত করিতে পারে।

(গ) আখন্দ বলরামকে মাসিক ভাড়া দিন যে ভাড়া দেওয়া পঞ্চাশটি বাড়ী এই ন্যাসে উইল দ্বারা দিয়া যায় যে সে ঐ বাড়ীর ভাড়া সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রকে দিবে। বলরাম ভাড়া আদায়ের জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতে পারে।

সহন্যাসধারীদের একাকী কাজ করিতে না পারিবার কথা।

৪৮ ধারা। যে স্থলে একাধিক ন্যাসধারী আছে সে স্থলে ন্যাসপত্রে অন্যরূপ বিধান না থাকিলে ন্যাস কার্য্য সম্পাদনে সকলের মিলিত হওয়া আবশ্যক।

বিবেচনা শক্তি নিয়মিত হইবার কথা।

৪৯ ধারা। যে স্থলে ন্যাসধারীর উপর অর্পিত বিবেচনার ক্ষমতা যুক্তিসঙ্গতরূপে এবং সরলমনে কার্য্যে পরিণত হইতেছে না, সে স্থলে আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালত দ্বারা ঐ ক্ষমতা নিয়মিত হইতে পারিবে।

ন্যাসধারীর কার্য্যের জন্য পুরস্কার না পাইবার কথা।

৫০ ধারা। ন্যাসপত্রে বিপরীত ভাবের স্পষ্ট উপদেশ না থাকিলে অথবা ন্যাস গ্রহণকালে উপকারপ্রাপ্তের অথবা আদালতের সহিত বিপরীত কোনরূপ চুক্তি না থাকিলে ন্যাসধারী ন্যাসকার্য্য সম্পাদনের জন্য পরিশ্রম, দক্ষতা এবং সময়ক্ষতিপাতের পুরস্কার পাইতে স্বত্ববান্‌ নহে।

এই ধারার লিখিত কিছুই রাজকীয় ন্যাসধারী, আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল, রাজকীয় কিউরেটর অথবা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কার্য্য সম্পাদকের প্রতি বর্ত্তিবে না।

ন্যাসধারী আপনার লাভের জন্য ন্যস্ত সম্পত্তি ব্যবহার করিতে না পারিবার কথা।

৫১ ধারা। ন্যাসধারী ন্যস্ত সম্পত্তি লইয়া আপনার লভ্যার্থ বা ন্যাসের সহিত অসম্বন্ধ কোন অভিপ্রায়ে ব্যবহার বা নিয়োগ করিতে পারিবে না।

বিক্রয়ার্থ ন্যাসধারী অথবা তাহার কর্ম্মকারকের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

৫২ ধারা। ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যে ন্যাসধারীর কর্ত্তব্য সে এবং এরূপ ন্যাসধারী কর্ত্তৃক বিক্রয়ার্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী স্বতঃ বা পরতঃ সেই সম্পত্তি অথবা তদ্গত কোন স্বার্থ নিজের জন্য অথবা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ম্মকারকরূপে ক্রয় করিতে পারিবে না।

অনুমতি ব্যতিরেকে ন্যাসধারীর উপকারপ্রাপ্তের স্বার্থ ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

৫৩ ধারা। কোন ন্যাসধারী অথবা যিনি সম্প্রতি ন্যাসধারীর কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন তিনি আদৌ বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে ন্যস্ত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ ক্রয় করিতে বা তাহার বন্ধকগ্রহীতা বা পাট্টাগ্রহীতা হইতে পারেন না। এরূপ ক্রয়, বন্ধক বা পাট্টা দেওয়া যদি উপকারপ্রাপ্তের স্পষ্ট সুবিধার জন্য না হয় তবে আদালত এরূপ অনুমতি দিবেন না।

ক্রয়ার্থ ন্যাসধারীর কথা।

এবং উপকারপ্রাপ্তের জন্য কোন সম্পত্তি ক্রয় করা অথবা তাহার বন্ধক বা পাট্টা গ্রহণ করা যে ন্যাসধারীর কর্ত্তব্য, তিনি আপনার জন্য ঐ সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ ক্রয় করিতে, বন্ধক রাখিতে অথবা পাট্টা করিয়া লইতে পারিবেন না।

সহন্যাসধারীরা আপনাদের মধ্যে কোন একজনকে ঋণ দিতে না পারিবার কথা।

৫৪ ধারা। বন্ধক বা ব্যক্তিগত প্রাতিভাব্যে ন্যস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ করা যে ন্যাসধারীর বা সহন্যাসধারীর কর্ত্তব্য তিনি তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার সহন্যাসধারীর দত্ত বন্ধকে অথবা আপনাদের এক জনের ব্যক্তিগত প্রাতিভাব্যে ঐ টাকা আবদ্ধ করিতে পারিবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপকারপ্রাপ্তের স্বত্ব এবং দায়িত্বের কথা।

খাজানা ও উপস্বত্ব পাইবার স্বত্বের কথা।

৫৫ ধারা। ন্যাসপত্রের নিয়মাধীনে উপকারপ্রাপ্ত ন্যস্ত সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব পাইতে স্বত্ববান্‌।

বিশেষরূপ কার্য্যে পরিণত করাইবার ক্ষমতার কথা।

৫৬ ধারা। উপকারপ্রাপ্ত আপনার স্বার্থ যত দূর থাকে তত দূর পর্য্যন্ত ন্যাসকারকের অভিপ্রায় বিশেষরূপে কার্য্যে পরিণত করাইয়া লইতে স্বত্ববান্‌।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ আপ্রিল।]

অধিকার হস্তান্তর করণের ক্ষমতার কথা।

যে স্থলে একজন মাত্র উপকারপ্রাপ্ত আছে এবং সে চুক্তি করিতে সক্ষম অথবা যে স্থলে বহুসংখ্যক উপকারপ্রাপ্ত আছে এবং তাহারা সকলেই চুক্তি করিতে সক্ষম এবং সকলেরই একমত, তথায় সে কিংবা তাহারা ন্যস্ত সম্পত্তি তাহাকে বা তাহাদিগকে অথবা সে বা তাহারা যে ব্যক্তিকে দিতে বলে তাহাকে হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্য ন্যাসধারীকে বলিতে পারে।

যে স্থলে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের উপকারার্থ এরূপে সম্পত্তি হস্তান্তরিত বা উইল দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে যে তাহার আপনাকে আপন উপকারজনক স্বার্থ হইতে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা নাই, এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের কিছুই তাহার সধবা অবস্থায় উক্তরূপ সম্পত্তিতে খাটিবে না।

উদাহরণ।

(ক) কতকগুলি গবর্ণমেণ্ট প্রাতিভাব্য আনন্দ যত দিন ২৪ চব্বিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় ততদিন সুদ সহিত সঞ্চয় করিবার জন্য এবং পরিশেষে মোট টাকা তাহাকে হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্য ন্যাসধারীদিগকে প্রদত্ত হইল। আনন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ন্যস্ত সম্পত্তিতে সেই কেবল মাত্র স্বার্থবান বলিয়া, তৎক্ষণাৎ ন্যাসধারীদিগকে আপনার নিকট ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে বলিতে পারে।

(খ) আনন্দ বলরামের জন্য বার্ষিক বৃত্তি ক্রয় করিবার নিমিত্ত ন্যাসধারীদিগকে উইল দ্বারা দশ হাজার টাকা দিয়া যায়। বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অন্য প্রকারেও চুক্তি করিতে সক্ষম; বলরাম দশহাজার টাকা দাবী করিতে পারে।

(গ) আনন্দ কিছু সম্পত্তি বলরামকে হস্তান্তর করিয়া বলিয়া দেয় যে তুমি এই সম্পত্তি চন্দ্রের উপকার জন্য বিক্রয় বা আবদ্ধ করিবে। চন্দ্র চুক্তি করিতে সক্ষম; সে মৌলিক আকারে সম্পত্তি লওয়া মনোনীত করিতে পারে।

ন্যাসপত্র হিসাব প্রভৃতি দেখিবার ও তাহার নকল লইবার স্বত্বের কথা।

৫৭ ধারা। ন্যাসধারীর এবং যে সকল লোক ন্যাসের সংবাদ পাইয়া তাহার অধীনে দাবী রাখে তাহাদের বিরুদ্ধে ন্যাসপত্র, কেবল মাত্র ন্যস্ত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় স্বত্বের দলীল, ন্যস্ত সম্পত্তির হিসাব এবং কোন রসীদাদি থাকিলে যে সকল রসীদাদির দ্বারা ঐ হিসাবের সমর্থন করা হয় তাহা এবং ন্যাসধারী কর্তৃক আপনার কর্তব্য সম্পাদনজন্য উত্থাপিত বিষয় এবং গৃহীত মত সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহাদের নকল লইতে উপকার প্রাপ্তের স্বত্ব আছে।

উপকারজনকস্বার্থ হস্তান্তর করণের স্বত্বের কথা।

৫৮ ধারা। চুক্তি করিতে সক্ষম হইলে উপকারপ্রাপ্ত আপন স্বার্থ হস্তান্তর করিতে পারে; কিন্তু সে কি অবস্থায় এবং কত দূর পর্য্যন্ত এরূপ স্বার্থ হস্তান্তর করিতে পারে তদ্বিষয়ক তৎতৎকালে প্রবল আইনের নিয়মাধীনে উক্ত করিতে হইবে।

কিন্তু যে স্থলে সম্পত্তি বিবাহিত স্ত্রীলোকের উপকারার্থ এরূপে হস্তান্তরিত বা উইল দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে যে তাহার আপনাকে উপকারজনক স্বার্থহইতে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা নাই, সেই স্থলে এই ধারার কিছুই সধবা অবস্থায় উঁহাকে উক্ত স্বার্থ হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা দিবে না।

ন্যাস সম্পাদনের জন্য নালিশ করিবার স্বত্বের কথা।

৫৯ ধারা। যে স্থলে কোন ন্যাসধারী নিযুক্ত হয় নাই অথবা ন্যাসধারীরা মরিয়া যায় বা অস্বীকৃত হয় অথবা নিষ্কৃতি লাভ করে, অথবা যে স্থলে অন্য কোন কারণ বশতঃ ন্যাসধারী দ্বারা ন্যাস কার্য্য সম্পাদন অসম্ভব হয় বা হইয়া উঠে, সে স্থলে উপকার প্রাপ্ত ন্যাস কার্য্য সম্পাদন জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে পারে, এবং যত দিন কোন ন্যাসধারী বা নূতন ন্যাসধারী নিযুক্ত না হয় ততদিন যত দূর সম্ভব ন্যাস কার্য্য আদালত দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

উপযুক্ত ন্যাসধারী পাইবার স্বত্বের কথা।

৬০ ধারা। (ন্যাস পত্রের নিয়মাধীনে) উপযুক্ত লোক দ্বারা এবং উপযুক্ত সংখ্যক এরূপ লোক দ্বারা উপযুক্তরূপে ন্যস্ত সম্পত্তি রক্ষিত, অধিকৃত এবং তাহার কার্য্য সম্পাদিত হইবে, এ বিষয়ে উপকার প্রাপ্তের স্বত্ব আছে।

১ ব্যাখ্যা।—এই ধারার অর্থমত নিম্নলিখিত লোক সকল উপযুক্ত লোক বলিয়া গণ্য হইবে না।

অন্য দেশের অধিবাসী, বিদেশীয় শত্রু, উপকারপ্রাপ্তের স্বার্থ বিরোধী স্বার্থবান ব্যক্তি, দেউলিয়া অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, এবং যদি উপকার প্রাপ্তের ব্যক্তিগত আইনে অন্যরূপ না হয়, তাহা হইলে বিবাহিত স্ত্রীলোক এবং অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক।

২ ব্যাখ্যা।—যে স্থলে ন্যাস কার্য্য সম্পাদনে টাকা গ্রহণ এবং রক্ষা করা আবশ্যক সে স্থলে ন্যাসধারীরা সংখ্যায় অন্ততঃ দুই জন হওয়া আবশ্যক।

উদাহরণ।

(ক) বহুসংখ্যক উপকারপ্রাপ্তের মধ্যে আনন্দ নামে এক জন প্রমাণ করিল যে বলরাম নামে ন্যাসধারী ন্যস্ত সম্পত্তির কিয়দংশ অন্যায়রূপে বিক্রয় করিয়াছে, অথবা বলরাম দেউলিয়া অবস্থাপন্ন হওয়াতে সম্পত্তিসম্বন্ধে আশঙ্কা আছে, অথবা সে ন্যাসধারীরূপে কার্য্য করিতে অসমর্থ। আনন্দ ন্যস্ত সম্পত্তির এক জন গ্রাহক পাইতে পারে।

(খ) আনন্দ চন্দ্রের জন্য ন্যাসস্বরূপ বলরামকে কতকগুলি জহরত দিয়া যায়। আনন্দ জীবিত থাকিতে বলরামের মৃত্যু হয়, তাহার পর আনন্দ মরে। ঐ সম্পত্তি [illegible]র নিমিত্ত এক জন ন্যাসধারীর হস্তে অর্পিত করাইবার স্বত্ব চন্দ্রের আছে।

(গ) আনন্দ বলরামের জন্য ন্যাসস্বরূপ চারিজন ন্যাসধারীর নিকট কিছু সম্পত্তি লিখিত পঠিত করিয়া দিয়া যায়। উঁহাদের মধ্যে তিন জন মরিয়া যায়, আর তিন জনকে মৃত ন্যাসধারীদের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত করিবার জন্য বলরাম নালিশ রুজু করিতে পারে।

(ঘ) আনন্দ বলরামের জন্য ন্যাসস্বরূপ তিন জন ন্যাসধারীকে কিছু সম্পত্তি লিখিত পঠিত করিয়া দিয়া যায়। সকল ন্যাসধারীই অস্বীকৃত হয়। বলরাম এরূপ অস্বীকারকারী ন্যাসধারীদের পরিবর্ত্তে তিন জন ন্যাসধারী নিযুক্ত করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে পারে।

(ঙ) বলরামের জন্য ন্যাসধারী আনন্দ কার্য্য করিতে অস্বীকার করে অথবা, স্থায়িরূপে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিতে যায় অথবা দেউলিয়া বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় অথবা মহাজনদের সঙ্গে রফা করে অথবা সহন্যাসধারীকে ন্যাস

ভঙ্গ করিতে দেয়। বলরাম আনন্দকে ছাড়াইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন ন্যাসধারী নিযুক্ত করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে পারে।

কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিবার স্বত্বের কথা।

৬১ ধারা। ন্যাসধারীকে ন্যাসধারীর কর্ত্তব্য সমূহের মধ্যে কোন বিশেষ কার্য্য করিতে বাধ্য করিবার এবং অভিপ্রেত বা সম্ভাবিত ন্যাস ভঙ্গ সম্পাদন কার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতা উপকারপ্রাপ্তের আছে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চন্দ্রের উপকারার্থ মাসিক এক শত টাকা বলরামকে দিবে বলিয়া তাহার সহিত চুক্তি করে। বলরাম স্বাক্ষর করিয়া এক পত্র লিখে এবং তাহাতে ঐ প্রদত্ত টাকা চন্দ্রের জন্য ন্যাস স্বরূপ রাখিবে ইহা ব্যক্ত করে। আনন্দ চুক্তিমত টাকা দিতে অপারক হয়। চন্দ্র উপযুক্ত ক্ষতি নিষ্কৃতি দিলে ঐ চুক্তির বলে বলরামের নাম করিয়া নালিশ রুজু করিবার অনুমতি দিতে বলরামকে বাধ্য করিতে পারে।

(খ) আনন্দ কিছু জমির ন্যাসধারী, ঐ জমি বিক্রয় করিয়া তদুৎপন্ন বলরাম ও চন্দ্রকে সমান ভাগ করিয়া দিবার ক্ষমতা ও তাহার আছে। আনন্দ ঐ জমির অসঙ্গত বিক্রয় করিতে উদ্যত। বলরাম আনন্দকে বিক্রয় কার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিবার জন্য নিজের এবং চন্দ্রের পক্ষ হইতে হুকুম জন্য নালিশ করিতে পারে।

অন্যায়রূপে ন্যাসধারী কর্ত্তৃক সম্পত্তি ক্রয়ের কথা।

৬২ ধারা। যে স্থলে ন্যাসধারী অন্যায়রূপে ন্যস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, তথায় ঐ সম্পত্তি ন্যাসাধীন বলিয়া ব্যক্ত করিয়া লইবার অথবা সম্পত্তি ন্যাসধারীর নিজহস্তে অবিক্রীত থাকিলে ন্যাসধারীর স্থানে অথবা যদি তাহা ন্যাসের সংবাদ সহিত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহার নিকট হইতে ক্রীত হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির স্থানে পুনঃ হস্তান্তরিত করিয়া লইবার স্বত্ব উপকারপ্রাপ্তের আছে। কিন্তু এরূপ স্থলে উপকারপ্রাপ্ত ন্যাসধারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত পণের টাকা, সুদ এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিহিতরূপে কৃত সমস্ত খরচ খরচার সহিত, তাহাকে অবশ্য প্রত্যর্পণ করিবেন; এবং ঐ [illegible]ধারী বা ক্রেতা (ক) ঐ সম্পত্তির নিট উপস্বত্বে[illegible]সাব অবশ্য দিবে; (খ) যদি সে সম্পত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে দখল করিয়াথাকে তাহা হইলে দখল হেতুক খাজানার দায়ী অবশ্য হইবে; (গ) এবং যদি ন্যাসধারী বা ক্রেতার কার্য্য বা ত্রুটি দ্বারা সম্পত্তি অপকৃষ্ট হইয়া থাকে তবে উপকারপ্রাপ্তকে পরিমাণানুযায়ী পণের টাকার অংশ কর্ত্তন করিয়া লইতে অবশ্য সম্মতি দিবে।

এই ধারার কিছুই—

(ক) যে পাট্টাদার বা অন্য কেহ সম্পত্তি ন্যাসাধীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট অথবা পুনঃ হস্তান্তরিত হইবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিবার পূর্ব্বে সরল মনে ন্যাসধারী বা ক্রেতার সহিত চুক্তি করিয়াছে তাহার স্বত্ব নষ্ট করিবে না অথবা

(খ) যে স্থলে উপকারপ্রাপ্ত চুক্তি করিতে সক্ষম হইয়াও আপনার প্রতি বল প্রকাশ বা অযথা প্রতিপত্তি প্রযুক্ত হওয়া ব্যতিরেকে ও ন্যাসধারীর বিরুদ্ধে আপনার স্বত্ব এবং এ বিষয়ের সমস্ত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ন্যাসধারীকৃত বিক্রয় অনুমোদন করিয়াছে তথায় তাহাকে সম্পত্তি ন্যাসাধীন বলিয়া নির্দিষ্ট অথবা পুনঃ হস্তান্তরিত করাইবার স্বত্ববান করিবে না,

তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত সম্পত্তি অনুসরণ করিবার কথা।

৬৩ ধারা। যে স্থলে ন্যাসের বৈপরীত্যে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত সম্পত্তি আইসে তথায় উপকারপ্রাপ্ত তাহাকে ঐ সম্পত্তি ন্যাসভুক্ত বলিয়া প্রণালীমত স্বীকার করিতে বলিতে অথবা উহা ন্যাসভুক্ত বলিয়া ব্যক্ত করণ জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে পারে।

উহা যাহাতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তৎপর্য্যন্ত অনুসরণের কথা।

যে স্থলে ন্যাসধারী ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে এবং যে টাকা বা অন্য সম্পত্তি উহার পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা তাহার নিজের হাতে অথবা তাহার আইনমত স্থলাভিষিক্ত অথবা উইলমত দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তে আছে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সে স্থলে উপকারপ্রাপ্তের মৌলিক ন্যস্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ছিল এ সম্বন্ধেও যতদূর সম্ভব সেই সমস্ত স্বত্ব থাকিবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের জন্য দশ হাজার টাকার ন্যাসধারী আনন্দ অন্যায়রূপে কিছু জমি কিনিতে ঐ দশ হাজার টাকা আবদ্ধ করে বলরাম ঐ জমিতে স্বত্ববান।

(খ) ন্যাসধারী আনন্দ কতক আপনার টাকায়, কতক বা বলরামের জন্য ন্যাসাধীন টাকায় নিজ নামে অন্যায়রূপে জমি ক্রয় করিল, বলরাম এইরূপে অযথা বিনিয়োজিত ন্যস্ত ধনের পরিমাণ অনুসারে ঐ জমিকে দায়ী করিতে স্বত্ববান।

যেন কোন হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্ব রক্ষার কথা।

৬৪ ধারা (ক) যে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা সরলমনে পণের টাকা দান কালে বা হস্তান্তরপত্র সম্পাদন কালে ন্যাসের সংবাদ পাওয়া ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রহণ করিয়াছে, অথবা

(খ) এরূপ হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট হইতে প্রবৃত্তি দিয়া যে ব্যক্তি হস্তান্তরক্রমে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার হস্তস্থিত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন স্বত্বে উপকারপ্রাপ্তকে ৬৩ ধারার কিছুতেই স্বত্ববান করিবে না।

ন্যাসধারীর ডিক্রীমত মহাজন ন্যস্ত সম্পত্তি ক্রোক এবং ক্রয় করিলে তাহাকে এই ধারার অর্থানুসারে প্রবৃত্তি দিয়া হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

৬৩ ধারার কিছুই, সঞ্চলন ক্রমে যে টাকা, বা চলিত নোট বা ক্রেয় বিক্রেয় পত্র কোন সরল মনে গ্রহীতার হস্তে আছে, তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না; অথবা ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক আইনের ১০৮ ধারা অথবা যে ব্যক্তির প্রতি কোন দেনা বা দায়িত্ব হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহার দায়িত্ব স্পর্শ করিতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

অন্যায়রূপে পরিবর্ত্তিত ন্যস্ত সম্পত্তি ন্যাসধারী উপার্জ্জন করিলে তাহার কথা।

৬৫ ধারা। যে স্থলে ন্যাসধারী অন্যায়রূপে ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করে এবং পরে স্বয়ং তাহার অধিকারী হয়, ঐ সম্পত্তি মধ্যবর্ত্তী সরল মনে প্রবৃত্তি দিয়া হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাদের পক্ষে নোটিসের অভাব সত্বেও পুনরায় ন্যাসাধীন হইবে।

৬৬ ধারা। যে স্থলে ন্যাসধারী অন্যায়রূপে আপনার সম্পত্তির সহিত ন্যস্ত সম্পত্তি মিশ্রিত করে, তথায় উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার প্রাপ্যের নিমিত্ত সমস্ত ফণ্ডের উপর দায়িত্ব স্থাপনে স্বত্ববান।

সম্পত্তি মিশ্রণ স্থলে স্বত্বের কথা।

৬৭ ধারা। যদি কোন অংশীদার ন্যাসধারী হইয়া ন্যস্ত সম্পত্তি অন্যায়রূপে অংশিত্বের কার্য্যে অথবা অংশিত্বের জন্য বিনিয়োগ করে তবে অন্য কোন অংশীদার ঐ ন্যাস ভঙ্গের নোটিস না পাইলে তজ্জন্য উপকারপ্রাপ্তদিগের নিকট ব্যক্তিগত ক্ষমতানুসারে দায়ী হইবে না।

অংশীদার ন্যাসধারী অংশিত্বের কার্য্যের জন্য ন্যস্ত সম্পত্তি অন্যায়রূপে ব্যবহার করিলে তাহার কথা।

উক্তরূপ নোটিস প্রাপ্ত অংশীদারেরা ন্যাস ভঙ্গ জন্য সহযোগে এবং স্বতন্ত্র দায়ী।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম অংশীদার। আনন্দ মরিল, সে জীবনের জন্য ন্যাসস্বরূপ তাহার সমস্ত সম্পত্তি বলরামকে উইল করিয়া দিল, এবং বলরামকেই একমাত্র অছি নিযুক্ত করিল। বলরাম অংশিত্বের কার্য্য সকল বন্ধ না করিয়া আনন্দের সমস্ত প্রাপ্য ব্যবসায়ে ফেলিয়া রাখিল। জীবন অংশীস্বরূপ মূলধনের মধ্যে আনন্দের অংশ হইতে যে উপস্বত্ব হইয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ জন্য বলরামকে বাধ্য করিতে পারে এবং বলরাম আনন্দের প্রাপ্যের অবিহিত ব্যবহারের জন্য জীবনের নিকট দায়ী হইবে।

(খ) আনন্দ নামে একজন ব্যবসাদার চন্দ্রের জন্য ন্যাসস্বরূপ সম্পত্তি বলরামের নামে উইল করিয়া দিয়া বলরামকে একমাত্র অছি নিযুক্ত করিয়া মরিয়া গেল। বলরাম জীবন ও যোগেশের সহিত সেই ব্যবসায়ে অংশীরূপে প্রবেশ করিল এবং এই অংশিত্ব কার্য্যে আনন্দের প্রাপ্য নিয়োগ করিল। বলরাম চন্দ্রের দাওয়ার বিরুদ্ধে জীবন ও যোগেশকে ক্ষতিনিষ্কৃতি দিল, এস্থলে বলরাম কর্ত্তৃক সম্পাদিত ন্যাস ভঙ্গ কার্য্যে জ্ঞাতসারে সহযোগী হওয়া প্রযুক্ত যোগেশ ও জীবন বলরামের সহিত একযোগে চন্দ্রের নিকট দায়ী।

৬৮ ধারা। যে স্থলে অনেক উপকারপ্রাপ্তের মধ্যে একজন (ক) ন্যাস ভঙ্গ সম্পাদনে যোগ দেন, কিম্বা

উপকারপ্রাপ্ত ন্যাস ভঙ্গে যোগ দিলে তাহার দায়িত্বের কথা।

(খ) অন্য উপকারপ্রাপ্তদের সম্মতি ব্যতিরেকে জ্ঞাতসারে উহা হইতে কোন সুবিধা প্রাপ্ত হন, কিম্বা

(গ) সম্পাদিত বা সম্পাদনের জন্য অভিপ্রেত ন্যাস ভঙ্গের বিষয়ক অবগত হন এবং হয় প্রকৃত প্রস্তাবে উহা গোপন করেন, না হয় যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে অন্য উপকারপ্রাপ্তদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন না করেন, অথবা

(ঘ) ন্যাসধারীকে প্রতারণা করেন এবং তদ্দ্বারা উহাকে ন্যাস ভঙ্গ সম্পাদনে প্রবর্ত্তিত করেন;

সে স্থলে অন্যান্য উপকারপ্রাপ্তেরা তাহার অথবা (ন্যাস ভঙ্গের সংবাদ ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি দিয়া হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ভিন্ন) তাহার অধীন দাওয়াদারদিগের বিরুদ্ধে যত দিন পর্য্যন্ত ন্যাসভঙ্গ জনিত ক্ষতিপূরণ না হয় তত দিন তাহার সমস্ত উপকারজনক স্বার্থ আটক করিয়া রাখিতে স্বত্ববান হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ আপ্রিল।]

যে স্থলে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের উপকারার্থে এরূপ সম্পত্তি হস্তান্তরিত না হইলদ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে যে তাহার আপনাকে আপন উপকারজনক স্বার্থ হইতে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা নাই, এই ধারার কিছুই তাহার সধবা অবস্থায় তদ্রূপ সম্পত্তিতে খাটিবে না।

৬৯ ধারা। যে কোন ব্যক্তিকে উপকারপ্রাপ্ত আপন স্বার্থ হস্তান্তর করে সে, হস্তান্তরের তারিখে এরূপ স্বার্থ সম্বন্ধে উপকারপ্রাপ্তের যে স্বত্ব ছিল তাহাতে স্বত্ববান এবং যে দায়িত্ব ছিল তাহার অধীন হইবে।

উপকারপ্রাপ্তের নিকট হইতে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্বত্ব ও দায়িত্বের কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

ন্যাসধারীর পদ শূন্য হইবার বিধি।

৭০ ধারা। ন্যাসধারীর মৃত্যু বা পদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ দ্বারা তাহার পদ শূন্য হইতে পারে;

পদ কিরূপে শূন্য হয় তাহার কথা।

৭১ ধারা। কেবল নিম্নলিখিতপ্রকারে ন্যাসধারী আপন পদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে;

ন্যাসধারীর নিষ্কৃতি লাভের কথা।

(ক) ন্যাসের লেপি দ্বারা,

(খ) ন্যাসাধীন কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমাপ্তি দ্বারা,

(গ) ন্যাসপত্রের নির্দ্দিষ্ট উপায় দ্বারা,

(ঘ) তাহার স্থানে এই আইন অনুযায়ী নূতন ন্যাসধারী নিয়োগ দ্বারা,

(ঙ) তাহার নিজের এবং উপকারপ্রাপ্তের অথবা যে স্থলে একাধিক উপকারপ্রাপ্ত আছে সে স্থলে চুক্তি করিতে সক্ষম সকল উপকারপ্রাপ্তের সম্মতি দ্বারা,

(চ) এই আইনমতে তদীয় নিষ্কৃতির নিমিত্ত যে আদালতে দরখাস্ত করা হইয়াছে তাহার দ্বারা।

৭২ ধারা। ১১ ধারার বিধান সকল সত্ত্বেও প্রত্যেক ন্যাসধারী আপন পদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিতে পারে; এবং যদি আদালতে এরূপ নিষ্কৃতি দিবার উপযুক্ত কারণ দেখেন তাহা হইলে তদনুসারে তাহাকে নিষ্কৃতি এবং ন্যস্ত সম্পত্তি হইতে তাহার খরচ দিবার হুকুম দিতে পারিবেন। কিন্তু যে স্থলে এরূপ কোন কারণ নাই সে স্থলে তাহার পদ গ্রহণের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যাইতে না পারিলে আদালত নিষ্কৃতি দিবেন না।

ন্যাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য দরখাস্তের কথা।

৭৩ ধারা। যখনই ন্যাসধারীরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অস্বীকার করে অথবা মূল বা পরিবর্ত্তিত কোন ন্যাসধারী মরিয়া যায় অথবা ক্রমাগত ছয় মাস কাল ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে অনুপস্থিত থাকে অথবা বিদেশে বাস করিবার জন্য ব্রিটিষ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যায় অথবা দেউলিয়া বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় অথবা ন্যাস

মৃত্যু ইত্যাদি স্থলে নূতন ন্যাসধারী নিয়োগের কথা।

হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত করিবার ইচ্ছা করে, অথবা নারাজ হয় অথবা আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতের মতে ন্যাসমত কার্য্য করিতে অনুপযুক্ত বা শারীরিক অক্ষম হয় অথবা বিরুদ্ধ ন্যাস গ্রহণ করে, তখন

(ক) ন্যাসপত্রে এই নিমিত্ত নামোল্লেখ দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তি যদি কেহ থাকে, অথবা

(খ) যদি এইরূপ লোক না থাকে অথবা এরূপ লোক কার্য্য করিতে সমর্থ এবং ইচ্ছুক না হয়, ন্যাসকারক জীবিত থাকিলে এবং চুক্তিক্ষম হইলে সে অথবা উত্তরজীবী অথবা এপর্য্যন্ত কার্য্যকারী ন্যাসধারীগণ অথবা তৎকালিক ন্যাসধারী অথবা শেষ উত্তরজীবী এবং বরাবর কার্য্যকারী ন্যাসধারীর আইনমত স্থলাভিষিক্তগণ অথবা, যদি ন্যাসধারীরা একযোগে বিদায় হয়, তবে আদালতের সম্মতিক্রমে বিদায়োদ্যত ন্যাসধারীরা অথবা ঐরূপ সম্মতিক্রমে শেষ বিদায়োদ্যত ন্যাসধারী ;

তাহার পরিবর্ত্তে নূতন ন্যাসধারী নিযুক্ত করিতে পারিবে।

এরূপ প্রত্যেক নিয়োগ লিখিয়া করিতে হইবে এবং নিয়োগকারীর তাহাতে স্বাক্ষর থাকিবে।

নূতন ন্যাসধারীর নিয়োগসময়ে ন্যাসধারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

যে স্থলে একজন মাত্র ন্যাসধারী নিযুক্ত করিতে হইবে এবং সে সম্পূর্ণ ন্যাসধারী হইবে, সেস্থলে রাজকীয় ন্যাসধারীর সম্মতি এবং আদালতের হুকুমক্রমে এই ধারামতে রাজকীয় ন্যাসধারী নিযুক্ত হইতে পারিবে।

মৃত ন্যাসধারী সম্বন্ধীয় এই ধারার বিধানের মধ্যে যে ব্যক্তি উইলে ন্যাসধারী মনোনীত হইয়া উইলকারকের পূর্ব্বে মরেন তাঁহার বিষয়ও ধরা যাইবে, এবং বরাবর কর্ম্মকারী ন্যাসধারীসম্বন্ধে যে বিধান আছে তন্মধ্যে কোন অস্বীকারী বা বিদায়োদ্যত ন্যাসধারী যদি ক্ষমতানুসারে কার্য্য সম্পাদনের কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক [illegible] তবে তাঁহাকে ধরিতে হইবে।

৭৪ [illegible] যখনই এরূপ কোন পদ শূন্য হয় অথবা অক্ষমতা ঘটে এবং দৃষ্ট হয় যে ৭৩ ধারার অধীনে নূতন ন্যাসধারী নিয়োগ করা অসাধ্য, উপকারপ্রাপ্ত লোকেরা রুজু করা ব্যতিরেকে আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে ন্যাসধারী অথবা নূতন ন্যাসধারী নিয়োগের জন্য দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিতে পারে এবং আদালত তদনুসারে ন্যাসধারী বা নূতন ন্যাসধারী নিয়োগ করিতে পারেন।

আদালত কর্তৃক নিয়োগের কথা।

নূতন ন্যাসধারী নিয়োগ সময়ে (ক) ন্যাস পত্রে স্পষ্ট লিখিত অথবা তাহা হইতে অনুমিত ন্যাস কারকের ইচ্ছা ; (খ) নূতন ন্যাসধারী নিযুক্ত করিবার জন্য ক্ষমতাপন্ন যদি কেহ থাকে সেই ব্যক্তির ইচ্ছা ; (গ) এই নিয়োগ দ্বারা ন্যাসানুযায়ী কার্য্য করার পক্ষে সুবিধা কি অসুবিধা হইবে তদ্বিষয় এবং (ঘ) যে স্থলে একাধিক উপকারপ্রাপ্ত আছে তথায় এই সকল উপকারপ্রাপ্তের স্বার্থের প্রতি আদালত দৃষ্টি রাখিবেন।

নূতন ন্যাসধারী মনোনীত করিবার নিয়মের কথা।

৭৫ ধারা। যখনই ৭৩ বা ৭৪ ধারামতে নূতন ন্যাসধারী নিযুক্ত হয়, তখনই সেই সময়ে উত্তরজীবী বা বরাবর কর্ম্মকারী ন্যাসধারী সমূহে বা ন্যাসধারীতে অথবা কোন ন্যাসধারীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিতে যে সমস্ত ন্যস্ত সম্পত্তি বর্ত্তিয়াছিল, সেই সমস্ত হয় সম্পূর্ণরূপে না হয়, যে স্থলে যেরূপ আবশ্যক, উত্তরজীবী অথবা বরাবর কর্ম্মকারী ন্যাসধারী সমূহের বা ন্যাসধারীর সহিত এক যোগে নূতন ন্যাসধারীর প্রতি বর্ত্তিবে।

নূতন ন্যাসধারীতে ন্যস্ত সম্পত্তি বর্ত্তিবার কথা।

এরূপে নিযুক্ত প্রত্যেক ন্যাসধারী এবং এই আইন প্রবল হইবার পূর্ব্বে বা পরে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক ন্যাসধারী ন্যাসকারক কর্তৃক আদৌ নামোল্লেখ দ্বারা নিযুক্ত ন্যাসধারীর ন্যায় সমস্ত ক্ষমতা এবং অনুমোদন ও বিবেচনা শক্তি পাইবেন এবং সর্ব্বতোভাবে সেইমত কার্য্য করিবেন।

নূতন ন্যাসধারীদের ক্ষমতা সকলের কথা।

৭৬ ধারা। অনেক গুলি সহন্যাসধারীর মধ্যে একের মৃত্যু বা নিষ্কৃতিলাভ হইলে ন্যাস উত্তরজীবী হয়, এবং যদি ন্যাস পত্রে স্পষ্টরূপে ভাবান্তরের কথা ব্যক্ত না থাকে ন্যস্ত সম্পত্তি অন্য সকলের উপর বর্ত্তে।

ন্যাস উত্তরজীবী হওয়ার কথা।

অষ্টম অধ্যায়।

ন্যাস লোপ বিষয়ক বিধি।

৭৭ ধারা। (ক) যখন ন্যাসের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সমাধা হয় ; অথবা

ন্যাসলোপ কিরূপে হয় তাহার কথা।

(খ) যখন ইহার অভিপ্রায় আইনবিরুদ্ধ হয় ; অথবা

(গ) যখন ন্যস্ত সম্পত্তির ধ্বংস বা অন্য কারণে ইহার অভিপ্রায় সমাধা অসম্ভব হইয়া উঠে ; অথবা

(ঘ) যখন ন্যাস অন্যথাকরণযোগ্য বলিয়া স্পষ্টরূপে অন্যথা করা হয় ;

তখন ন্যাস লোপ হয়।

৭৮ ধারা। যখন উইল দ্বারা ন্যাস সৃষ্ট হয় তখন উইলকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে ঐ ন্যাস অন্যথাকৃত হইতে পারে।

ন্যাস অন্যথা করণের কথা।

অন্য প্রকারে সৃষ্ট ন্যাস কেবল নিম্নলিখিত প্রকারে অন্যথা হইতে পারে—

(ক) যে স্থলে সকল উপকারপ্রাপ্তেরা চুক্তি করিতে সক্ষম, তথায় তাহাদের সম্মতি ক্রমে।

(খ) যে স্থলে উইল ভিন্ন অন্য লেখ্য অথবা মুখের কথায় ন্যাস সৃষ্ট হইয়াছে, তথায় ন্যাসকারক কর্তৃক স্পষ্টরূপে নিজ হস্তে রক্ষিত অন্যথাকরণের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণ দ্বারা ; অথবা

(গ) যে স্থলে ন্যাসকারকের দেনা শোধ জন্য ন্যাস, কিন্তু মহাজনদিগকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, তথায় ন্যাসকারকের ইচ্ছানুসারে।

উদাহরণ।

আমন্দ বলরামকে লেখা পড়া করিয়া ন্যাস রূপে সম্পত্তি দিয়া তাহা বিক্রয় করতঃ তদুৎপন্ন হইতে আমন্দের মহাজনদের দাবী শোধ করিতে বলে। আমন্দ অন্যথা করণের ক্ষমতা রাখেন। যদি মহাজনদিগকে সংবাদ না দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে আমন্দ ন্যাস অন্যথা করিতে পারে। কিন্তু যদি মহাজনেরা এই বন্দোবস্তের পক্ষ থাকে তবে তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে ন্যাস অন্যথা হইতে পারে না।

ন্যাসধারীরা নিয়মিত রূপে যাহা করিয়াছে অন্যথা করণ দ্বারা তাহা নষ্ট না হইবার কথা।

৭৯ ধারা। ন্যাসধারীগণ কর্ত্তৃক ন্যাস কার্য্য সম্পাদনার্থ নিয়মিত রূপে কৃত যাহা কিছু আছে তাহা ব্যর্থ বা তাহার ক্ষতি হইতে পারে এরূপ স্থলে কোন ন্যাসকারক কোন ন্যাস অন্যথা করিতে পারিবে না।

নবম অধ্যায়।

ন্যাসের ভাবাপন্ন কতকগুলি দায়িত্ব বিষয়ক বিধি।

কোথায় ন্যাসের ভাবাপন্ন দায়িত্ব সৃষ্ট হইতে পারে তাহার কথা।

৮০ ধারা। নিম্নলিখিত স্থল সমূহে ন্যাসের ভাবাপন্ন দায়িত্ব সৃষ্ট হইতে পারে।

যে স্থলে হস্তান্তরকর্ত্তা আপনার উপকারজনক স্বার্থ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না তথাকার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তির স্বামী সম্পত্তি হস্তান্তর অথবা উইল দ্বারা প্রদান করেন এবং আনুষঙ্গিক অবস্থা সকলের সহিত অবিরোধে ঐ সম্পত্তিগত উপকারজনক স্বার্থ তিনি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন এরূপ অনুমান করা যায় না, সে স্থলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা বা উইলমতে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ স্বামীর বা তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্তের উপকারার্থ ঐ সম্পত্তি ধারণ করিতে বাধ্য।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ বলরামের নামে প্রভৃতি ব্যতিরেকে জমি লেখা পড়া করিয়া দিল এবং কোন অংশ সম্বন্ধেই ন্যাস বলিয়া ব্যক্ত করিল না। যে অবস্থায় হস্তান্তর করা হইল তাহার সহিত অবিরোধে কখনই ইহা অনুমিত হইতে পারে না যে আমন্দ ঐ জমির উপকারজনক স্বার্থ হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করে। বলরাম আমন্দের উপকারের জন্য ঐ জমি দখল করিবে।

(খ) আমন্দ জয়পুর ও যদুপুর নামে দুই ক্ষেত্র বলরামকে লেখা পড়া করিয়া দেয় এবং যদুপুর ন্যাস বলিয়া ব্যক্ত করে কিন্তু জয়পুরের বিষয় কিছুই বলে নাই। যে অবস্থায় হস্তান্তর হইল তাহার সহিত অবিরোধী ভাবে কখনই ইহা অনুমিত হইতে পারে না যে আমন্দ জয়পুরের উপকারজনক স্বার্থ হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, বলরাম আমন্দের উপকারার্থ জয়পুর দখল করিবে।

(গ) আমন্দ একযোগে বলরাম ও আপনার নামে আপনার কতকগুলি ষ্টক্ হস্তান্তর করে। যে অবস্থায় হস্তান্তর হইল তাহার সহিত অবিরোধীভাবে কখনই ইহা অনুমিত হইতে পারে না যে আমন্দ আপনার জীবন মধ্যে ঐ ষ্টকের উপকারজনক স্বার্থ হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। আমন্দ এবং বলরাম ঐ ষ্টক আমন্দের জীবৎকাল মধ্যে আমন্দের জন্য দখল করিবে।

(ঘ) আমন্দ তাহার স্ত্রী বিমলাকে কিছু জমি দান করে। আমন্দের স্বপক্ষে ন্যাসশূন্যভাবে ঐ জমির উপকারজনক স্বার্থ বিমলা গ্রহণ করিবে, কারণ দানের অবস্থা দৃষ্টে ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারিবে যে উহা বিমলার উপকারের জন্যই হইয়া ছিল।

একজন কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রবৃত্তির জন্য অন্যকে হস্তান্তর করণের কথা।

৮২ ধারা। যে স্থলে একজন কর্ত্তৃক দত্ত বা সংগৃহীত প্রবৃত্তির জন্য অন্যকে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় এবং ইহা দৃষ্ট হয় যে ঐ ব্যক্তি হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতার উপকারের জন্য ঐ প্রবৃত্তির দান বা সংগ্রহ করে নাই, সেই স্থলে হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা ঐ সম্পত্তি প্রবৃত্তি দান বা সংগ্রহ কারকের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

এই ধারার কিছুই দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১১ ধারা অথবা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের (বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ভূমির নীলাম করিবার আইন পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিবার আইনের) ৩৬ ধারাকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

সম্পাদনাসাধ্য অথবা ন্যস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ ব্যতিরেকে সম্পাদিত ন্যাসের কথা।

৮৩ ধারা। যে স্থলে ন্যাস সম্পাদন করা অসাধ্য অথবা যে স্থলে ন্যস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ ব্যতিরেকে ন্যাস কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়, সে স্থলে ভাবান্তরের উপদেশের অভাবে ন্যাসধারী ন্যস্ত সম্পত্তি বা তাহার অনিঃশেষিত অংশ, ন্যাসকারক বা তাহার আইনমত স্থলাভিষিক্তের উপকারার্থ দখল করিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ বলরামকে কিছু জমি লেখা পড়া করিয়া দেয়—

"ন্যাসরূপে" বলিয়া কিন্তু ন্যাসের উল্লেখ নাই।

অথবা "ইতঃপর ব্যক্ত ন্যাসস্বরূপে" কিন্তু কোন স্থলেই এরূপ ন্যাস ব্যক্ত নাই; অথবা

ন্যাস এরূপ অনিশ্চিত যে তাহার সম্পাদন করা যাইতে পারে নাই;

অথবা যে স্থলে ন্যাস কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব;

অথবা "চন্দ্রের জন্য ন্যাসস্বরূপে" এবং চন্দ্র এরূপ ন্যাসাধীন স্বার্থ পরিত্যাগ করে।

এই সকল স্থলে বলরাম আমন্দের উপকারের জন্য ঐ জমি দখল করিবে।

(খ) আমন্দ বলরামকে ৪৲ চারি টাকা সুদের ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকার কাগজ হস্তান্তর করিয়া দিয়া বৎসর বৎসর উহা হইতে উৎপন্ন সুদ চন্দ্রকে তাহার জীবদ্দশাবধি দিতে বলিয়া গেল। আমন্দ মরিল; চন্দ্র তাহার পর মরিল। বলরাম ঐ টাকা আমন্দের আইনমত স্থলাভিষিক্তের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

(গ) আমন্দ বলরামকে জমি লেখা পড়া করিয়া দিল এবং বলিল তুমি ঐ জমি বিক্রয় করিয়া তদুৎপন্নের অর্দ্ধেক কোন বিশিষ্ট দাতব্য কার্য্যে এবং অপরার্দ্ধ একটি দেবালয়ের পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ব্যয় করিবে। বলরাম ঐ জমি বিক্রয় করিল কিন্তু দাতব্য অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে

বিফল হইল এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার নির্ব্বাহার্থ, রিভরসনারের দ্বিতীয়ার্দ্ধ নিঃশেষিত হইল না। মনোহর প্রথম অর্দ্ধেক এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধেকের অবিনিয়োজিত অংশ আনন্দ রাম তাহার স্বত্বাভিষিক্তের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

(খ) আনন্দ বলরামকে উইল দ্বারা ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা দিয়া যায়; ঐ টাকা দ্বারা জমি ক্রয় করিয়া যে সকল অভিপ্রায়ে নিয়োজিত হইবার কথা তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ বিফল হইল। ঐ টাকার (বা জমি যদি ক্রীত হইয়া থাকে) ঐ জমির অবিনিয়োজিত স্বার্থ বলরাম আনন্দের আইনমত স্বত্বাভিষিক্তের জন্য দখল করিবে।

আইনবিরুদ্ধ অভিপ্রায়ে হস্তান্তরের কথা।

৮৪ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তির স্বামী কোন আইনবিরুদ্ধ অভিপ্রায়ে অন্য জনকে উহা হস্তান্তর করে এবং উক্ত অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করা না হয়, অথবা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা যত দোষী হস্তান্তরকর্ত্তা তত দোষী না হয়, অথবা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট ঐ সম্পত্তি থাকিতে দিলে যদি কোন আইনের কোন বিধান ব্যর্থ করা তাহার ফল হয়, তবে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরকর্ত্তার উপকারার্থ দখল করিবে।

আইনবিরুদ্ধ অভিপ্রায়ে উইলমত দানের কথা।

৮৫ ধারা। যে স্থলে উইলকর্ত্তা ন্যাসরূপে কিছু সম্পত্তি উইল করিয়া যায় এবং ঐ ন্যাসের অভিপ্রায় দৃষ্টি মাত্রেই আইনবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, বা উইলকর্ত্তার জীবিত কাল মধ্যে উইলমতে দান প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি আইনবিরুদ্ধ অভিপ্রায়ে ব্যবহার করিবে বলিয়া তাহার নিকট সম্মত হয়, সেই স্থলে ঐ উইল মতে দান প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি উইলকর্ত্তার আইনমত স্বত্বাভিষিক্তের উপকারার্থ দখল করিবে।

যে উইলমত দানের অন্যথাকরণ বলপ্রকাশ দ্বারা [illegible] হইয়াছে তাহার কথা।

যে স্থলে সম্পত্তি উইল দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে এবং বলপ্রকাশ দ্বারা ঐ দান অন্যথাকরণ বন্ধ করা হইয়াছে, সে স্থলে উইলমতে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি উইলকর্ত্তার আইনমত স্বত্বাভিষিক্তের জন্য ঐ সম্পত্তি দখল করিবে।

অন্যথাকরণযোগ্য চুক্তি অনুসারে হস্তান্তরের কথা।

৮৬ ধারা। যে চুক্তি খণ্ডিত হইতে পারে অথবা যাহা প্রতারণা দ্বারা বা ভ্রমক্রমে সম্পাদিত হইয়াছে এরূপ চুক্তি অনুসারে যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়, সেই স্থলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা সেই মর্ম্মের নোটিস পাওয়া অবধি ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরকারীর উপকারার্থ দখল করিবে; কেবল প্রকৃত প্রস্তাবে দত্ত প্রভৃতি শেষোক্ত ব্যক্তির প্রত্যার্পণ করিতে হইবে।

খাতক মহাজনের স্বত্বাভিষিক্ত হইলে তাঁহার কথা।

৮৭ ধারা। যে স্থলে খাতক মহাজনের অছি অথবা অন্য প্রকার আইনমত স্বত্বাভিষিক্ত হয়, তথায় সে ঐ দেনা উহাতে স্বার্থবান ব্যক্তিদের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রাপ্ত সুবিধার কথা।

৮৮ ধারা। যে স্থলে ন্যাসধারী, অছি, অংশীদার, কর্ম্মকারক, কোন কোম্পানির ডাইরেক্টর, আইনবিষয়ে পরামর্শদাতা, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বিশ্বস্তব্যক্তিরূপে অপর ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য বাধ্য থাকিয়া উক্ত বিশ্বস্তব্যক্তিরূপে সুবিধা পাইয়া আপনার জন্য কোন আর্থিক উপকার প্রাপ্ত হয় অথবা যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাধ্য কোন ব্যক্তি যাহাতে আপন স্বার্থ পূর্ব্বোক্তপ্রকার অন্য ব্যক্তির স্বার্থের বিরোধী হয় অথবা বিরোধী হইতে পারে এমত অবস্থায় কোন কার্য্য করে এবং সেই কার্য্য দ্বারা আপনার জন্য কোন আর্থিক উপকার লাভ করে, সে স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লব্ধ উপকার উক্ত অন্য ব্যক্তির জন্য তাহাকে ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামে একজন অছি বলরাম নামক উইলমতে দান প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট তাহার উইলযুক্ত স্বার্থ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া লয়। বলরাম ঐ উইলযুক্ত স্বার্থের মূল্য জানে না। আনন্দ বিক্রয়দত্ত ও যথার্থ মূল্যে যে প্রভেদ আছে তাহা বলরামের জন্য ধারণ করিবে।

(খ) আনন্দ নামে একজন ন্যাসধারী তাহার আপনার কার্য্যে ন্যস্ত সম্পত্তি ব্যবহার করে। এরূপ ব্যবহার হইতে উৎপন্ন সমস্ত উপস্বত্ব আনন্দকে উপকারপ্রাপ্তের উপকারার্থ ধারণ করিতে হইবে।

(গ) পরবর্ত্তী ন্যাসধারীর নিকট প্রবৃত্তি স্বরূপ কিছু টাকা পাইবার বন্দোবস্তে আনন্দ নামে এক জন ন্যাসধারী বিদায় লইল। আনন্দ উপকারপ্রাপ্তের উপকারার্থে ঐ টাকা ধারণ করিবে।

(ঘ) আনন্দ নামে এক জন অংশী অংশিসংযুক্ত ধনের দ্বারা কিছু জমি নিজ নামে ক্রয় করে। আনন্দ ঐ জমি অংশিগণের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

(ঙ) আনন্দ নামে একজন অংশীদার নিজের এবং সহাংশীদারদের পক্ষ হইতে কোন এক পাট্টার শর্ত্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া গুপ্তভাবে পাট্টাদাতার নিকট আপন এক লক্ষ টাকা পাইবার বন্দোবস্ত করে। আনন্দ ঐ এক লক্ষ টাকা অংশিদের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

(চ) আনন্দ ও বলরাম অংশদার; আনন্দ মরিল, বলরাম অংশিদের কার্য্য বন্ধ না করিয়া সেই কার্য্যের প্রাপ্য আপন হস্তে রাখিল। বলরাম আনন্দের আইনমত স্বত্বাভিষিক্তের নিকট মূল ধনের আনন্দের অংশ হইতে উদ্ভূত উপস্বত্ব জন্য দায়ী থাকিবে।

(ছ) বলরামের জন্য পাট্টা লইতে নিযুক্ত কর্ম্মকারক আনন্দ আপনার জন্য পাট্টা লইল। আনন্দ ঐ পাট্টা বলরামের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

(জ) অভিভাবক আনন্দ তাহার তত্ত্বাবধারণাধীন অপ্রাপ্তব্যবহার বলরামের মহালের উপর যে সকল দায়িত্ব ছিল তাহা অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া লইল। আনন্দ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রীত দায়িত্ব সকল বলরামের উপকারার্থ ধারণ অবশ্য করিবে এবং সে নিজে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা দিয়াছে তাহারই জন্য বলরামকে দায়ী করিতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ আপ্রিল।]

অবিহিত প্রতিপত্তি দ্বারা প্রাপ্ত উপকারের কথা।

৮৯ ধারা। যে স্থলে অবিহিত প্রতিপত্তির বলে আর একজনের স্বার্থের অপকর্ষ করিয়া কোন উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থলে প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে অথবা এইরূপ অবিহিত প্রতিপত্তি ব্যবহৃত হইয়াছে ইহার নোটিস পাইয়া যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত উপকার লাভ করিয়াছে সে, যাহার স্বার্থ উহার দ্বারা অপকৃষ্ট হইয়াছে তাহার উপকারার্থ ঐ উপকার অবশ্য ধারণ করিবে।

অসম্পূর্ণ স্বামির লব্ধ উপকারের কথা।

৯০ ধারা। যে স্থলে যাবজ্জীবনের জন্য প্রজা, সহস্বত্বাধিকারী, বন্ধক গ্রহীতা বা অন্য কোন সম্পত্তির অসম্পূর্ণ স্বামী আপনার পূর্ব্বোক্তরূপ পদের সুবিধা গ্রহণ করিয়া সম্পত্তিতে স্বার্থবান অন্য ব্যক্তি সকলের স্বার্থের অপকর্ষ করণ দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হয় অথবা যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত স্বামী উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান সকল ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তরূপে কোন উপকার লাভ করিয়া থাকে, সেস্থলে সে স্বার্থবান সমস্ত ব্যক্তির উপকারার্থ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লব্ধ উপকার ধারণ করিবে। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে বিহিতরূপে কৃত খরচার অংশ দিতে হইবে এবং এরূপ উপকার লাভ, করিবার জন্য বিহিতরূপে চুক্তি করা দায়িত্বের বিরুদ্ধে ঐ ব্যক্তিরা ক্ষতিনিষ্কৃতি দিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন পাট্টাই সম্পত্তির যাবজ্জীবন প্রজা আমন্দ আপন উপকারের জন্য পাট্টা আপন নামে পুনর্গ্রহণ করিল। আমন্দ নূতন পাট্টা পুরাতন পাট্টায় স্বার্থবান লোকদিগের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

(খ) এক হিন্দু পরিবারের অধিকার ভুক্ত এক গ্রাম আছে; আমন্দ নামক এই পরিবারের অন্যতম ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টকে নজরানা দিয়া ঐ গ্রামের ইনামদার বলিয়া আপন নাম পত্তন করিয়া লয়। আমন্দ নিজের এবং পরিবারস্থ অন্য ব্যক্তিদের উপকারার্থ ঐ গ্রাম দখল করিবে।

(গ) আমন্দ বলরামকে জমি বন্ধক দেয়, বলরাম দখল পায়। বলরাম ঐ জমি নীলামে চড়াইয়া দিয়া আপনি ক্রয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাকী পড়িতে দেয়। ঐ জমি বলরামকে বিক্রয় করা হয়। বন্ধকের প্রাপ্য এবং বন্ধক গ্রহীতারূপে বিহিতভাবে কৃত খরচার মোট ফেরত পাইতে পারিবার নিয়মাধীনে বলরাম ঐ জমি আমন্দের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

বর্ত্তমান চুক্তির নোটিস পাইয়া উপার্জ্জিত সম্পত্তির কথা।

৯১ ধারা। যে স্থলে এক ব্যক্তি কোন সম্পত্তি বিশেষ সম্পাদন প্রাপ্তিযোগ্য বর্ত্তমান চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়াছে এই নোটিস পাইয়া অন্য এক ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি উপার্জ্জন করে, সে স্থলে সে ঐ চুক্তি কার্য্যেরপরিণত করিবার জন্য যতদূর আবশ্যক ততদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির উপকারার্থ ঐ সম্পত্তি ধারণ করিবে।

ন্যাসে সম্পত্তি রাখিবার জন্য সম্পত্তি ক্রয়ার্থ চুক্তিকারী ব্যক্তি কৃত ক্রয়ের কথা।

৯২ ধারা। যখন কোন এক ব্যক্তি কতকগুলি উপকারপ্রাপ্তের জন্য ন্যাসে রাখিবার নিমিত্ত সম্পত্তি ক্রয়ের চুক্তি করে এবং সম্পত্তি তদনুসারে ক্রয় করে, ঐ ঐ চুক্তিমত কার্য্য করিবার জন্য যতদূর আবশ্যক ততদূর পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তিগণের উপকারার্থ সে ঐ সম্পত্তি ধারণ করিবে।

রক্ষাকারী বহুসংখ্যক মহাজনের মধ্যে একজন গোপনে উপকার প্রাপ্ত হইলে তাহার কথা।

৯৩ ধারা। যে স্থলে মহাজনেরা তাহাদের প্রাপ্য দেনার রক্ষা করে এবং তাঁহাদের কেহ দেনাদারের সহিত গোপনে বন্দোবস্ত দ্বারা তাহার সহমহাজনদের অপেক্ষা অধিক উপকার লাভ করে, সে পূর্ব্বোক্ত মহাজনদের উপকারার্থ ঐরূপে প্রাপ্ত উপকার ধারণ করিবে।

স্পষ্টরূপে বিহিত নয় এরূপ স্থলে ব্যাখ্যানক ন্যাসের কথা।

৯৪ ধারা। পূর্ব্বোক্ত ধারা সমূহের মর্ম্মান্তর্ভূক্ত না হয় এমত কোন স্থলে, যথায় কোন ন্যাস নাই কিন্তু সম্পত্তির অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সমস্ত উপকারজনক স্বত্ব নাই, ঐ ব্যক্তি তথায় (যখন যেমন হয়) পূর্ব্বোক্ত স্বার্থ অথবা তাহার অবশিষ্টাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তি সমূহের যথার্থ দাওয়া শোধ করিবার জন্য যত দূর আবশ্যক তাহাদের তত দূর পর্য্যন্ত উপকারার্থ ঐ সম্পত্তি ধারণ করিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ নামক অছি উইলকর্ত্তা বলরামের সমস্ত দেনা শোধ না দিয়া, বলরামের সম্পত্তি উইলমত দানপ্রাপ্ত দিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল; দানপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বলরামের মহাজনদের যথার্থ পাওনা শোধ জন্য যতদূর আবশ্যক ততদূর উক্তরূপে বণ্টন করা সম্পত্তি ঐ মহাজনদের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

(খ) আনন্দ ভ্রমক্রমে বলরামের ন্যাসধারীর ভার ধারণ করে এবং ঐ ন্যাসের উপলক্ষে কিছুটাকা গ্রহণ করে। বলরাম তাহাকে ঐ টাকার হিসাব দিতে বাধ্য করিতে পারিবে।

(গ) আমন্দ বলরামকে লক্ষ টাকা দান করে এবং বলরামের সম্মতিক্রমে আপন ইচ্ছামত দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত টাকা পুনর্গ্রহণ করিবার ক্ষমতা স্বহস্তে রাখে। দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঐ দান অসিদ্ধ, বলরাম ঐ টাকা আমন্দের উপকারার্থ ধারণ করিবে।

বাধ্যকারকের কর্ত্তব্য, দায়িত্ব, এবং অক্ষমতার কথা।

৯৫ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত কো[illegible]ধারা অনুসারে সম্পত্তির দখলকারী ব্যক্তি যে ব্যক্তির উপকারার্থ ঐ সম্পত্তি দখল করে তাহার ন্যাসধারী হইলে তাহাকে যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে হইত যতদূর সম্ভব সেই সকল কার্য্যসম্পাদন করিতে হইবে এবং যে সকল দায়িত্বের এবং অক্ষমতার অধীন হইতে হইত যত দূর সম্ভব তাহাও হইতে হইবে।

কিন্তু (ক) যে স্থলে সে ন্যায়পূর্ব্বক ঐ সম্পত্তি চাষ করে অথবা কার্য্যে বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে, সে স্থলে এই রূপ চাষ এবং নিয়োগ হেতুক তাহার শ্রম, দক্ষতা এবং সময়াতিপাতের ন্যায় সঙ্গত পুরস্কার পাইতে সে স্বত্ববান; এবং (খ) যেস্থলে সে ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির উপকারার্থ ধারণ করে অথবা যে ব্যক্তির অধীনে সেই ব্যক্তি দাবী রাখে তাহার সহিত চুক্তির বলে ঐ সম্পত্তি দখল করে, সে স্থলে সে আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ ক্রয় করিতে বা তাহার পাট্টা লইতে বা বন্ধক গ্রহণ করিতে পারে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ আপ্রিল।]

৯৬ ধারা। এই অধ্যায়ভুক্ত কিছুই সরলমনে প্রবৃত্তি দিয়া হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্বত্ব নষ্ট করিবে না অথবা তৎতৎকালে বলবৎ কোন আইনের যাহাতে লংঘন হয় এমত কোন দায়িত্ব সৃষ্টি করিবে না।

সরলমনে ক্রেতার স্বত্ব রক্ষার কথা।

তফসীল।

রাজ ব্যবস্থা।

বৎসর ও অধ্যায়।	সংক্ষেপ নাম।	যত দূর রহিত হইল।
২ চার্লস রাজার ২৯ বৎসরের আইনের ৩ অধ্যায়।	প্রতারণা বিষয়ক রাজ ব্যবস্থা।	৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০ ও ১১ ধারা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	সংক্ষেপ নাম।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৬৬ সালের ১৮ আইন।	ন্যাসধারির ও বন্ধকগ্রহীতার ক্ষমতা বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইন।	২ ও ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৩২ ও ৩৩ ও ৩৪ ও ৩৫ ও ৩৬ ও ৩৭ ধারা। ৩১ ও ৪০ ধারার যেহ স্থানে (ট্রষ্টী) ন্যাসধারী শব্দ থাকে; ৪৩ ধারার "কার্য্য নির্ব্বাহ বা" এবং "ন্যস্ত সম্পত্তি বা"
১৮৭৭ সালের ১ আইন।	বিশেষউপকারার্থ ১৮৭৭ সালের আইন।	১২ ধারার প্রথম উদাহরণ।

আর, জে, ক্রস্থোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A.
AND B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২৫ আপ্রিল।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ৫ আইন।

ভারতবর্ষীয় স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।

ধারার নির্ঘণ্ট।

৩ অধ্যায়।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের অনুষঙ্গবিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের ব্যাঘাত বিষয়ক বিধি।

৫ অধ্যায়।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের বিলোপ, স্থগিত করণ ও পুনর্জীবিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়।

লাইসেন্স বিষয়ক বিধি।

ধারা।

৫৮। যাহাতে সম্পত্তি বিঘ্নজনক হয় লাইসেন্স দাতার এরূপ কর্ম্ম না করিবার কথা।

৫৯। লাইসেন্সদাতার স্থানে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা লাইসেন্স দ্বারা বাধ্য না হইবার কথা।

৬০। লাইসেন্স যে স্থলে রহিত করা যাইতেপারিবে তাহার কথা।

৬১। স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ রহিত করিবার কথা।

৬২। লাইসেন্স যে স্থলে রহিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে তাহার কথা।

৬৩। লাইসেন্স রহিত হইলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বের কথা।

৬৪। উচ্ছেদ হইলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বের কথা।

স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব ও লাইসেন্স সংক্রান্ত ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব ও লাইসেন্স সংক্রান্ত ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করা বিহিত, অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

হেতুবাদ।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষীয় স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব-বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

সংক্ষেপ নাম।

এই আইন মন্ত্রিসভা ধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবের এবং মধ্য প্রদেশের ও কুর্গের শ্রীযুক্ত চীফ কমিশনর সাহেবদের শাসনাধীন দেশে বর্ত্তিবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি

এবং ইহা ১৮৮২ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রবল হইবে।

আরম্ভ।

২ ধারা। যে কোন আইন এতদ্দ্বারা স্পষ্টবাক্যে রহিত করা না হয় এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যত্যয় হইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না; কিম্বা

রক্ষিত আইনের কথা।

(ক) স্বাভাবিক খাতে বহমান নদীর ও স্রোতঃস্বতীর জল এবং স্বাভাবিক হ্রদের ও বিলের জল সংগ্রহ, রক্ষণ, ও বিতরণ নয়নিত করণার্থ কিম্বা জলসেচনার্থে রাজকীয় ব্যয়ে প্রস্তুত কোন পয়ঃপ্রণালীতে বা অন্য কার্য্যে বা তদ্দ্বারা বহমান, সংগৃহীত, রক্ষিত বা বিতরিত জল সংগ্রহ, রক্ষণ, ও বিতরণ নিয়মিত করণার্থ গবর্ণমেণ্টের যে কোন স্বত্ব থাকে তাহার;

(খ) অন্য স্থাবর সম্পত্তির সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের, সাধারণের বা কোন ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তিতে লাইসেন্স ভিন্ন যে কোন প্রথানুযায়ী বা অন্য স্বত্ব থাকে তাহার; কিম্বা

(গ) এই আইন প্রবল হইবার পূর্ব্বে যে কোন স্বত্ব লব্ধ হয় কিম্বা কোন স্বত্ব সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয় তাহার, এই আইনের কোন কথাক্রমে কোন বিঘ্ন হইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৫ আপ্রিল।]

৩ ধারা। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ২৬ ও ২৭ ধারা এবং উক্ত আইনে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের যে লক্ষণ আছে তাহা যেং দেশে এই আইন বর্ত্তে তথায় এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল। ঐং ধারার কিম্বা ১৮৭১ সালে ৯ আইনের ২৭ ও ২৮ ধারার যে সকল উল্লেখ যে কোন আইনে বা ব্যবস্থায় থাকে তাহা ঐং দেশে এই আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার উল্লেখ বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।

১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের ২৬ ও ২৭ ধারা রহিত হইবার কথা।

---

১ অধ্যায়।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব বিষয়ক সাধারণ বিধি।

৪ ধারা। কোন ভূমির স্বামী বা দখলীকার ঐ স্বামী বা দখলীকার স্বরূপ উক্ত ভূমি উপকারজনকরূপে ভোগ করিবার নিমিত্ত অন্য যে ভূমি তাঁহার নিজের নয় সেই ভূমিতে বা তাহার উপর বা তৎসম্বন্ধে কিছু করিবার ও করিতে থাকিবার কিম্বা কিছু করা নিবারণ করিবার ও নিবারণ করিতে থাকিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে, ঐ স্বত্বকে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বলে।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ শব্দের অর্থ।

যে ভূমি উপকারজনকরূপে ভোগ করিবার নিমিত্ত ঐ স্বত্ব থাকে তাহাকে প্রধান সম্পত্তি এবং তাহার স্বামী বা দখলীকারকে প্রধান স্বামী বলে। যে ভূমির উপর দায় বর্ত্তে তাহাকে অধীন সম্পত্তি এবং তাহার স্বামী বা দখলীকারকে অধীন স্বামী বলে।

প্রধান ও অধীন সম্পত্তি ও স্বামীর কথা।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণে "ভূমি" শব্দে যাহা কিছু স্থায়িরূপে মৃত্তিকাসংলগ্ন থাকে তাহাও বুঝাইবে; "উপকারজনকরূপে ভোগ" শব্দে স্বাবিত সুবিধা, পরোক্ষলাভ, মনোরঞ্জনজনক ও বুঝাইবে, এবং প্রধান সম্পত্তি উপকারজনকরূপে ভোগ করিবার নিমিত্ত প্রধান স্বামী অধীন সম্পত্তির মৃত্তিকার কোন অংশ কিম্বা তাহার উপর যাহা কিছু জন্মে বা থাকে তাহা স্থানান্তর করিয়া আত্মসাৎ করিলে তাহাও "কিছু করিবার" এই কথায় বুঝা যাইবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন বাটীর স্বামী আনন্দের উক্ত বাটীর উপকারজনকরূপে ভোগ করণার্থে প্রতিবাসী বলরামের ভূমির উপর দিয়া তথায় যাইবার পথ স্বত্ব আছে, ইহা একটি স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব।

(খ) কোন বাটীর স্বামী আনন্দের প্রতিবাসী বলরামের ভূমির উপর যাইয়া তত্রত্য একটি প্রস্রবণ হইতে গৃহকার্য্যের নিমিত্ত জল লইবার স্বত্ব আছে, এটি একটি স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব।

(গ) কোন বাটীর স্বামী আনন্দের ঐ বাটী সংলগ্ন বাগানের কেয়ারীর জল যোগাইবার নিমিত্ত বলরামের জলস্রোত হইতে জল আনিবার স্বত্ব আছে, এটি একটি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব।

(ঘ) কোন বাটীর ও ক্ষেত্রের স্বামী আনন্দের বলরামের ক্ষেত্রে আপনার কএকটি গো প্রভৃতি চরাইবার কিম্বা আপনার ও স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের ও অভ্যাগত ব্যক্তিদের ও ভাড়াটিয়াদের ও চাকরদের দ্বারা বাটীতে ব্যবহৃত হইবার অন্য চন্দ্রের পুষ্করিণী হইতে জল বা মৎস্য লইবার কিম্বা দীননাথের বন হইতে কাষ্ঠ লইবার কিম্বা উপানের ভূমিস্থ বৃক্ষ হইতে যে সকল পত্র পড়ে আপন ভূমিতে সার দিবার নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করিবার স্বত্ব আছে। এগুলি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব।

(ঙ) আনন্দ যাতায়াত কার্য্যের নিমিত্ত কোন ভূমির উপরিভাগ দখল করিবার স্বত্ব সর্ব্ব সাধারণকে অর্পণ করেন। এই স্বত্ব স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব নহে।

(চ) নদীর নিম্নভাগের স্বামী বলরামের উপকারার্থ আনন্দ আপনার ভূমি দিয়া যে জলস্রোত যায় তাহা পরিষ্কার ও বাধা-মুক্ত রাখিতে বাধ্য। এটি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব নহে।

অবিচ্ছেদ ও সবিচ্ছেদ, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্বের কথা

৫ ধারা। স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব অবিচ্ছেদ বা সবিচ্ছেদ, স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, হইতে পারে।

মনুষ্যের কার্য্য বিনা যে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের ব্যবহার অবিচ্ছেদে হয় বা হইতে পারে তাহাকে অবিচ্ছেদ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব বলে।

যে স্বত্বের ভোগ করিতে হইলে মনুষ্যের কার্য্যের প্রয়োজন হয় তাহাকে সবিচ্ছেদ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব

যে [illegible] রী চিহ্ন আছে যাহা কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সাবধানে দেখিলে দেখিতে পান, সেই স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বকে স্পষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব বলে।

যে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের উক্তরূপ চিহ্ন নাই তাহাকে অস্পষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব বলে।

উদাহরণ :

(ক) প্রতিবাসী আনন্দের বাধা ব্যতিরেকে জানালা দিয়া আলোক পাইবার স্বত্ব বলরামের বাটী সংলগ্ন আছে। এটি অবিচ্ছেদ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব।

(খ) বলরামের ভূমির উপর দিয়া আনন্দের বাটীতে যাইবার পথ স্বত্ব আছে। এটি সবিচ্ছেদ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব।

(গ) বলরামের ভূমির উপর দিয়া পয়ঃপ্রণালী দ্বারা আনন্দের ভূমিতে জল আনিয়া তথা হইতে নর্দ্দমা দ্বারা বাহির করিয়া দিবার স্বত্ব আনন্দের ভূমি সংলগ্ন আছে। এবিষয় ভাল যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি সাবধান হইয়া দেখিলে ঐ নর্দ্দমা দেখিতে পান। এগুলি স্পষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব।

(ঘ) বলরামের আপন ভূমিতে ইমারৎ নির্ম্মাণ করা নিবারণার্থ আনন্দের বাটী সংলগ্ন স্বত্ব আছে। এটি অস্পষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব।

নির্দ্ধারিত কালের নিমিত্ত কিম্বা নিয়মাধীন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের কথা।

৬ ধারা। স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব চিরস্থায়ী, কিম্বা কএক বৎসর বা অন্য নির্দ্ধারিত কাল পর্য্যন্ত মিয়াদী, কিম্বা নিয়মিত কালান্তর বিচ্ছেদাধীন, কিম্বা কেবল কোন স্থানে বা কোন২ সময়ে বা কোন২ ঘন্টার মধ্যে বা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনা ঘটিলে বা কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করা গেলে বা না করা গেলে ঐ স্বত্ব আরম্ভ বা ব্যর্থ হইবে বা ব্যর্থ করা যাইতে পারিবে এইরূপ নিয়মে উহার কার্য্য হইতে পারে।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব দ্বারা কোন২ স্বত্ব সীমাবদ্ধ হইবার কথা।

৭ ধারা। স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব দ্বারা নিম্নলিখিত স্বত্বের একটি বা অন্যটি সীমাবদ্ধ হয়, যথা,

ভোগ করিবার অনন্য-সাধারণ স্বত্ব।

(ক) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তাহার নিয়মাধীনে স্থাবর সম্পত্তির প্রত্যেক স্বামীর তাহা ও তাহার সমুদয় উৎপন্ন দ্রব্য ও বর্দ্ধিত অংশ ভোগ করিবার ও তৎসমুদয় লইয়া কার্য্য করিবার যে অনন্যসাধারণ স্বত্ব আছে সেই স্বত্বের;

অবস্থিতি সমুৎপন্ন সুবিধা বিষয়ক স্বত্ব।

(খ) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তাহার নিয়মাধীনে স্থাবর সম্পত্তির প্রত্যেক স্বামীর ঐ সম্পত্তির অবস্থিতি সমুৎপন্ন স্বাভাবিক সুবিধা অন্যের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে ভোগ করিবার যে স্বত্ব আছে সেই স্বত্বের।

উপরিলিখিত স্বত্বের উদাহরণ।

(ক) যৎকালে যে মুনিসিপল আইন প্রচলিত থাকে তাহার নিয়মাধীনে নগরস্থ ভূমির প্রত্যেক স্বামির তদুপরি ইমারত প্রস্তুত করিবার অনন্যসাধারণ স্বত্ব।

(খ) ভূমির উপর যে বাতাস আইসে তাহা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অসঙ্গতরূপে দূষিত না হয় ভূমির প্রত্যেক স্বামির এই স্বত্ব।

(গ) অন্য কোন ব্যক্তির কৃত শব্দ বা স্পন্দন দ্বারা আপনার কায়িক স্বাচ্ছন্দ্যের গুরুতর ও অসঙ্গত ব্যাঘাত না হয় বাটীর স্বামির এই স্বত্ব।

(ঘ) যত আলো ও বাতাস ঊর্দ্ধাধোভাবে ভূমির উপর আইসে, ভূমির প্রত্যেক স্বামির তাহা পাইবার স্বত্ব।

(ঙ) ভূমির স্বাভাবিক অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তির অধঃস্থ ও পার্শ্বস্থ ভূমি দ্বারা যে স্বাভাবিক আশ্রয় প্রদত্ত হয়, ঐ ভূমি তাহা যেন পায়, ভূমির প্রত্যেক স্বামির এই স্বত্ব।

ব্যাখ্যা।—ভূমি খনন করা না গেলে ও তাহার উপর কৃত্রিম চাপ না দিলে ভূমি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, এবং এই উদাহরণে অধঃস্থ ও পার্শ্বস্থ ভূমি এই যে কথা লেখা আছে, ইহাতে কেবল তদ্রূপ ভূমি বুঝাইবে যাহা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত প্রধান সম্পত্তির আশ্রয়স্বরূপ হইবে।

(চ) আপনার সীমার মধ্যে আপনার ভূমির পার্শ্ব বা উপর বা মধ্য দিয়া যে জল স্বভাবতঃ যায় বা ক্রমে সঞ্চারিত হয়, ঐ রূপে যাইবার বা সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বে অসঙ্গত রূপে অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহা দূষিত না হয়, ভূমির প্রত্যেক স্বামির এই স্বত্ব।

(ছ) নির্দ্দিষ্ট খাত দিয়া যে জল না যায় আপনার সীমার মধ্যে ভূমির নিম্নস্থ ও উপরিস্থ সমুদয় জল সংগ্রহ করিয়া তাহা লইয়া কার্য্য করিবার ভূমির প্রত্যেক স্বামির স্বত্ব।

(জ) যে প্রত্যেক স্বাভাবিক স্রোতের জল আপনার ভূমির পার্শ্ব বা মধ্য বা উপর দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক খাতে বহমান হয় অবাধে ও পরিমাণ, দিক, বেগ বা তাপের গুরুতর পরিবর্ত্তন, ব্যতিরেকে আপন সীমার মধ্যে অন্য লোকে ঐ জল প্রবাহিত হইতে দিবে, ভূমির প্রত্যেক স্বামির এই স্বত্ব; যে স্বাভাবিক হ্রদের বা বিলের মধ্যে বা যাহা হইতে স্বাভাবিক স্রোত চলে, পরিমাণের বা তাপের গুরুতর পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে ঐ হ্রদের বা বিলের জল তটস্থ ভূমির প্রত্যেক স্বামির সীমার মধ্যে অন্যলোকে থাকিতে দেয় ঐ স্বামির এই স্বত্ব।

(ঝ) উন্নত ভূমিতে যে জল স্বভাবতঃ উত্থিত বা পতিত হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট খাতে বহমান না হইলে, পার্শ্বস্থ নিম্ন ভূমির স্বামী ঐ ভূমিতে তাহা স্বভাবতঃ যাইতে দিবেন উন্নত ভূমির প্রত্যেক স্বামির এই স্বত্ব।

(ঞ) স্বাভাবিক স্রোত, হ্রদ বা বিলের তীরস্থিত ভূমির প্রত্যেক স্বামির পান করিবার, গৃহকার্য্যের ও গোমেষদিগকে খাওয়াইবার নিমিত্ত উহার জল ব্যবহার ও ক্ষয় করিবার স্বত্ব, এবং উক্তরূপ প্রত্যেক স্বামির ঐ ভূমিতে জল সেচন করিবার ও তদুপরিস্থিত কোন কারখানার কার্য্যের নিমিত্ত জল ব্যবহার ও ক্ষয় করিবার স্বত্ব, কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে তিনি তদ্দ্বারা তদ্রূপ অন্য কোন স্বামির গুরুতর হানি না করেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৫ আপ্রিল।]

ব্যাখ্যা।—যে স্রোত চিরকাল বা নদবেগক্রমে কোন জাতি অধিক বা অল্পভাবে, ভূমির উপর দিয়া বা মধ্য দিয়া কেবল স্বাভাবিক কারণবশে স্বাভাবিক ও পরিজ্ঞাত পথে বহমান হয় তাহাকে স্বাভাবিক স্রোত বলে।

---

২ অধ্যায়।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব নির্দ্ধারণ, প্রাপ্তি ও হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

কে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে তাহার কথা।

৮ ধারা। যে সম্পত্তির উপর দায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, কোন ব্যক্তি সেই সম্পত্তিগত আপন স্বার্থ যে অবস্থায় যে পরিমাণে হস্তান্তর করিতে পারেন, সেই অবস্থায় সেই পরিমাণে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) যে বিশ বৎসর নিয়াদ দুর হয় নাই সেই নিয়াদী পাট্টাক্রমে আমদ বলরামের ভূমির প্রজা, এবং পাট্টাক্রমে তাঁহার আপন স্বার্থ হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে। যত কাল পাট্টা প্রবল থাকিবে ততকাল পর্য্যন্ত বা তাহা অপেক্ষা ন্যূন কোন কাল পর্য্যন্ত আমদ ভূমির উপর কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

(খ) আমদ কোন ভূমির যাবজ্জীবন প্রজা ও তাহাতে বলরামের সম্পূর্ণরূপ ভাবি অধিকার। আমদের যাবজ্জীবন স্বত্ব শেষ হইবার পর যাহা চলিতে থাকিবে, আমদ বলরামের সম্মতি বিনা ভূমির উপর এরূপ কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না।

(গ) আমদ বলরাম ও চন্দ্র কোন ভূমির সহস্বামী, আমদ বলরামের ও চন্দ্রের সম্মতি বিনা ঐ ভূমির বা উহার কোন অংশের উপর কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না।

(ঘ) আমদ ও বলরাম একই পাট্টাদাতার পাট্টাদার আমদ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত ক খ নামক ক্ষেত্রের, এবং বলরাম দশ বৎসরের নিমিত্ত গ ঘ নামক ক্ষেত্রের পাট্টাদার। আমদের পাট্টাগত স্বার্থ হস্তান্তরযোগ্য, বলরামের তদ্রূপ নহে। আমদের পাট্টার সহিত যাহা শেষ হইবে, আমদ ক খ ক্ষেত্রের উপর বলরামের অনুকূলে এরূপ পথস্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

অধীন স্বামিদের কথা।

৯ ধারা। ৮ ধারার বিধান মানিয়া, কোন অধীন স্বামী অধীন সম্পত্তির উপর এরূপ কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন যাহাতে বর্ত্তমান স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের উপকারিতা হ্রাস না হয়। কিন্তু তিনি প্রধান স্বামির সম্মতি না পাইলে অধীন সম্পত্তির উপর এরূপ কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না যাহাতে ঐ উপকারিতা হ্রাস হয়।

উদাহরণ।

(ক) আমদের একটি কল আছে, তাহাতে বলরামের জলস্রোত হইতে সূর্য্যোদয় অবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে জল পাইবার স্বত্ব আমদের আছে। বলরাম মধ্যাহ্ন অবধি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ঐ জল স্রোতের জল অন্যত্র লইয়া যাইবার স্বত্ব চন্দ্রকে দিতে পারেন; কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে আমদের জলের যোগান তাহাতে কম হইয়া না পড়ে।

(খ) আমদের আপন বাটী লইতে বলরামের ভূমির উপর দিয়া পথ পাইবার স্বত্ব আছে। বলরাম চন্দ্রনামক নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রাদির স্বামীকে ঐ পথে যে যান লয়ে তাহা তাঁহার গরু দিকে যাওয়াইবার স্বত্ব দিতে পারিবেন কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে তাহাতে আমদের পথস্বত্বের কোন ব্যাঘাত না হয়।

পাট্টাদাতা ও বন্ধকদাতার কথা।

১০ ধারা। ৮ ধারার বিধান মানিয়া পাট্টাদাতা পাট্টাই সম্পত্তির উপর এরূপ কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন যাহাতে পাট্টাদারের স্বত্বের কোন ব্যাঘাত না হয় এবং বন্ধকদাতা বন্ধকী সম্পত্তির উপর এমন কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন যাহাতে প্রতিভূ অপ্রচুর না হয়। কিন্তু পাট্টাদাতা বা বন্ধকদাতা পাট্টাদারের বা বন্ধকগ্রহীতার সম্মতি বিনা উক্ত সম্পত্তির উপর অন্য কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না; পরন্তু পাট্টা শেষ হইবার পর কিম্বা বন্ধক উদ্ধারের পর যদি উহা ফলবৎ হয় তবে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—বন্ধক করে বৎকালে যত টাকা পাওনা থাকে বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য তদপেক্ষা তৃতীয়াংশ অধিক কিম্বা ঐ সম্পত্তি ইমারত হইলে অর্দ্ধেক পরিমাণে অধিক না হইলে এই ধারার মর্ম্মানুসারে প্রতিভূ অপ্রচুর হয়।

পাট্টাদারের কথা।

১১ ধারা। কোন পাট্টাদার কিম্বা গৌণস্বার্থপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি যে সম্পত্তি ঐরূপে ভোগ করেন তিনি স্বীয় স্বার্থ শেষ হইবার পর যাহা ফলবৎ হইবে কিম্বা যাহাতে পাট্টাদাতার বা উর্দ্ধতন ভূস্বামীর স্বত্বের কোন ব্যাঘাত হইবে এরূপ কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না।

কে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে তাহার কথা।

১২ ধারা। যে স্থাবর সম্পত্তির উপকারজনকরূপ ভোগ হইবার নিমিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের সৃষ্টি হয় সেই সম্পত্তির স্বামী কিম্বা তাঁহার পক্ষে সেই সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ঐ স্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

স্থাবর সম্পত্তির দুই বা তদধিক সহস্বামীর মধ্যে একজন তৎস্বরূপে অন্যের বা অন্যান্যের সম্মতি সহ বা সম্মতি বিনা ঐ সম্পত্তি উপকারজনকরূপে ভোগ করিবার নিমিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

কোন স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাদার তাঁহার নিজের অন্য স্থাবর সম্পত্তি উপকারজনকরূপে ভোগ করিবার নিমিত্ত আপন পাট্টার অন্তর্গত সম্পত্তিতে বা তাহার উপর কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না।

আবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের ও স্বাচ্ছন্দ্যভোগ-ভাবাপন্ন স্বত্বের কথা।

১৩ ধারা। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া বা উইল করিয়া দিলে,

(ক) যদি হস্তান্তরের বা উইলের বিষয় ভোগ করিবার নিমিত্ত হস্তান্তরকর্ত্তার বা উইলকর্ত্তার অন্য স্থাবর সম্পত্তিতে কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব থাকা

যেরূপ ভোগ হইত সেইরূপ ভোগ হইবার নিমিত্ত বিক্রয় কালে আবশ্যক হয়, আমন্দ তৎসমুদয়ের উপকার পাইবার অধিকারী।

(ঝ) দুইটি সংলগ্ন ইমারতের স্বামী আমন্দ তন্মধ্যে একটি রাখিয়া অপরটি বলরামের নিকট বিক্রয় করেন। বলরাম আমন্দের ইমারতের দেওয়ালের আশ্রয় পাইবার স্বত্ববান এবং আমন্দ বলরামের ইমারতের দেওয়ালের আশ্রয় পাইবার স্বত্ববান।

(ঞ) দুইটি সংলগ্ন বাটীর স্বামী আমন্দ তন্মধ্যে একটি বলরামের নিকট ও অপরটি চৈতন্যের নিকট বিক্রয় করেন। ঐ বলরামের ইমারতের দেওয়ালের আশ্রয় পাইবার অধিকারী এবং বলরাম চৈতন্যের ইমারতের দেওয়ালের আশ্রয় পাইবার অধিকারী।

(ট) ভূমির উপর বাটী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত আমন্দ বলরামকে ভূমি দেন। ঐ বাটী নিরাপদ করিবার নিমিত্ত যতদূর আবশ্যক হয় বলরাম আমন্দের ভূমি হইতে ততদূর পার্শ্বস্থ ও অধঃস্থ আশ্রয় পাইবার স্বত্ববান।

(ঠ) ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনমতে সাইফিং করিবার নিমিত্ত কোন রেলওয়ে কোম্পানি বলরামের ভূমির কিয়দংশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন; ঐ সাইফিং নিরাপদ করিবার জন্য যত দূর আবশ্যক হয় বলরামের তৎসংলগ্ন ভূমি হইতে ঐ কোম্পানি ততদূর পার্শ্বস্থ আশ্রয় পাইবার অধিকারী।

(ড) একমাত্র সম্পত্তি বিভাগ হওয়াতে আমন্দ একটি ইমারতের উপর ঘরের স্বামী হন, এবং বলরাম ঐ ঘরের ঠিক নীচের অংশের স্বামী হন। উপরের ঘর নিরাপদ করিবার জন্য যতদূর আবশ্যক হয় আমন্দ বলরামের অংশ হইতে উর্দ্ধাধো ভাবে ততদূর আশ্রয় পাইবার অধিকারী।

(ঢ) আমন্দ একটি বাটী ও জমী কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত বলরামকে ভাড়া দেন। আমন্দের ভূমির উপর দিয়া না গেলে বলরাম ঐ বাটীতে ও জমীতে যাইতে পারেন না। বলরাম ঐ বাটীতে ও জমীতে যে কার্য্য করিবেন, আমন্দের ভূমির উপর দিয়া তদুপযোগী পথস্বত্ব পাইবার অধিকারী।

১৪ ধারা। ১৩ ধারামতে আবশ্যক পথস্বত্বের সৃষ্টি হইলে, হস্তান্তরকর্ত্তা, কিম্বা স্থল বিশেষে উইলকর্ত্তার আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, কিম্বা যে অংশের উপর স্বত্বানুযায়ী কার্য্য হয় সেই অংশের স্বামী পথ নির্দ্দিষ্ট করিবার অধিকারী হইবেন; কিন্তু ইহা প্রধান স্বামীর পক্ষে যুক্তিগত সুবিধাজনক হওয়া চাই।

আবশ্যক পথের দিক সম্বন্ধীয় কথা।

যে ব্যক্তি ঐরূপে পথ নির্দ্দিষ্ট করিবার অধিকারী তিনি তাহা করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, প্রধান স্বামী তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

১৫ ধারা। কোন ইমারতের সম্পর্কে তথায় যাইবার পথ ও তাহার নিমিত্ত আলো ও বায়ু বাহার নির্ব্বিবাদে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বরূপে অবিচ্ছেদে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করা গেলে,

দীর্ঘভোগ দ্বারা স্বত্ব পাইবার কথা।

এবং কৃত্রিম চাপবিশিষ্ট এক ব্যক্তির ভূমি বা তৎসংলগ্ন দ্রব্যাদি অন্য কোন ব্যক্তির ভূমি বা তৎসংলগ্ন দ্রব্যাদি হইতে নির্ব্বিবাদে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বরূপে অবিচ্ছেদে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত আশ্রয় পাইলে,

এবং পথস্বত্বের বা অন্য কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের দাওয়াকারী কোন ব্যক্তি নির্ব্বিবাদে ও প্রকাশ্যরূপে স্বাচ্ছন্দ্যভোগরূপে ও অবিচ্ছেদে স্বত্বের বলে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্বত্ব ভোগ করিলে,

ঐ রূপ যাইবার পথ পাইবার ও আলো বা বায়ু ব্যবহার করিবার বা আশ্রয় পাইবার স্বত্ব বা অন্য স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব পাকা হইবে।

যে দাওয়ার সহিত কালের সম্পর্ক থাকে, সেই দাওয়া লইয়া যে মোকদ্দমায় বিবাদ হয় সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব দুই বৎসর মধ্যে ঐ রূপ প্রত্যেক বিশ বৎসর কাল শেষ হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১ ব্যাখ্যা। যে সম্পত্তির উপর স্বত্বের দাওয়া করা যায় সেই সম্পত্তির স্বামির বা দখলীকারের সহিত নিয়মপত্রক্রমে ভোগ হইলে যদি ঐ নিয়মপত্র হইতে দেখা যায় যে ঐ স্বত্ব স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বরূপে প্রদত্ত হয় নাই অথবা স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বরূপে প্রদত্ত হইলেও উহা নির্দ্ধারিত কালের নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে কিম্বা যে নিয়ম পালিত হইলে ঐ স্বত্ব রহিত হইবে, এরূপ নিয়মাধীনে প্রদত্ত হইয়াছে, তবে তাহা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী ভোগ বলিয়া গণ্য হইবে না।

২ ব্যাখ্যা।—দাওয়াদার ভিন্ন কোন ব্যক্তির কার্য্যজাত বাধা প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতরূপে বন্ধ না হইলে এবং দাওয়াদার তাহা জানিতে পারিয়া যে ব্যক্তি তাহা করিয়াছেন বা করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহা জ্ঞাত হইয়া একবৎসর পর্য্যন্ত সেই বাধা না মানিলে বা তাহাতে সম্মতি না দেখাইলে, এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৩ ব্যাখ্যা।—প্রধান ও অধীন স্বামির মধ্যে চুক্তি হইয়া তৎক্রমে ভোগ বন্ধ থাকিলে তাহা এই ধারায় মর্ম্মানুযায়ী বিচ্ছেদ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৪ ব্যাখ্যা।—জল দূষিত করিবার স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব হইলে ঐ দূষিত করণ হেতুক অধীন সম্পত্তি প্রথমতঃ যখন অপকার প্রাপ্ত হইতেছে লক্ষিত হয় সেই সময়ে উক্ত বিশ বৎসর কালের আরম্ভ হয়।

যে সম্পত্তির উপর এই ধারামতে স্বত্বের দাওয়া হয় তাহা গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হইলে "বিশ বৎসর" এই কথার পরিবর্ত্তে "ষাটি বৎসর" এই পাঠ করিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) পথ অবরুদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া ১৮৮৩ সালে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। প্রতিবাদী বাধা স্বীকার করেন কিন্তু পথস্বত্ব অস্বীকার করেন। বাদী প্রমাণ করেন যে তিনি ঐ স্বত্ব স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বরূপে দাওয়া করিয়া স্বত্বের বলে অবিচ্ছেদে ১৮৬২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে ও প্রকাশ্যরূপে ভোগ করেন। বাদী ডিক্রী পাইবার অধিকারী।

(খ) ঐরূপ মোকদ্দমায় বাদী দেখান যে তিনি ঐ স্বত্ব নির্ব্বিবাদে ও প্রকাশ্যরূপে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছেন। প্রতিবাদী প্রমাণ করেন যে ঐ সময়ের এক বৎসর কাল বাদী পাট্টাদারস্বরূপ অধীন সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান ছিলেন এবং উক্তরূপ পাট্টাদারস্বরূপ ঐ স্বত্ব ভোগ করেন। মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে, কারণ পথস্বত্ব স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বরূপে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করা হয় নাই।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৫ আপ্রিল।]

(গ) ঐরূপ মোকদ্দমার বাদী দেখান যে তিনি বিশ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে ও প্রকাশ্যরূপে ঐ স্বত্ব ভোগ করিয়াছেন প্রতিবাদী প্রমাণ করেন যে বাদী বিশবৎসরের মধ্যে একবার স্বীকার করেন যে ঐ ব্যবহার স্বত্বের বলে হয় নাই এবং ঐ স্বত্ব ভোগ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুমতি চাহেন। মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে; কারণ পথ স্বত্বস্বত্বের বলে বিশবৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করা হয় নাই।

অধীন সম্পত্তির ভাবি অধিকারির অনুকূল বিধির কথা।

১৬ ধারা। পরন্তু যে ভূমির উপর বা যাহা হইতে কোন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব ভোগ করা যায় বা উৎপন্ন হয়, যদি সেই ভূমি কেবল যাবজ্জীবনের নিমিত্ত বা ঐ স্বত্ব প্রদানের সময়াবধি তিন বৎসরের অধিক কএক বৎসর মিয়াদের নিমিত্ত প্রবল কোন স্বার্থের বলে ভোগ করা হইয়া থাকে, তবে সেই স্বার্থ বা মিয়াদ রহিত হইলে ঐ ভূমিতে যে ব্যক্তির অধিকার জন্মে তিনি সেই স্বার্থ বা মিয়াদ রহিত হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে ঐ দাওয়ার আপত্তি করিলে, শেষোক্ত বিশ বৎসর মিয়াদের হিসাব করিবার বেলা ঐ স্বার্থ বা মিয়াদের চলন সময় ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগের মধ্যে ধরিতে হইবে না।

উদাহরণ।

বলরামের ভূমির উপর পথ স্বত্ব আছে ইহা নির্ণয় করণার্থে আমন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া পঁচিশ বৎসর সেই স্বত্ব ভোগ করিয়াছেন প্রমাণ করেন। কিন্তু বলরাম দেখান যে ঐ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দশবৎসর ঐ ভূমিতে চন্দ্রমণির যাবজ্জীবন স্বার্থ ছিল, চন্দ্রমণি মৃত্যু হইলে বলরামের ঐ ভূমিতে অধিকার জন্মে, এ২ চন্দ্রমণির মৃত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যে বলরাম আমন্দের সেই স্বত্বের দাওয়ার আপত্তি করেন মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে হইবে, কারণ এই ধারার বিধান অনুসারে আমন্দ কেবল পঞ্চদশ বৎসর ভোগের প্রমাণ দিয়াছেন।

যে২ স্বত্ব দীর্ঘ ভোগক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না তাহার কথা।

১৭ ধারা। ১৫ ধারামতে যে২ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তৎসমুদয় দীর্ঘ ভোগক্রমে প্রাপ্ত বলা যায় এবং তাহাদিগকে দীর্ঘভোগজনিত স্বত্ব বলে।

নিম্নেলিখিত কোন স্বত্ব ঐরূপে পাওয়া যাইতে পারে না,

(ক) যে স্বত্বক্রমে স্বত্বাধীন বিষয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ হইতে পারে কিম্বা যে স্বত্ব প্রাপ্ত হওয়া গেলে যে সম্পত্তির উপর দায় বর্ত্তিবে স্বত্বক্রমে সেই সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিনাশ হইতে পারে তদ্রূপ স্বত্ব;

(খ) খোলা জমিতে আলোক বা বায়ু অবাধে আসিবার স্বত্ব;

(গ) ভূপৃষ্ঠবাহী যে জল স্রোতমুখে বহমান না হয় ও স্থায়িরূপে কোন বিল, পুষ্করিণী বা অন্য জলাশয়ে সংগৃহীত না হয় সেই জল পাইবার স্বত্ব;

(ঘ) নির্দ্দিষ্ট প্রণালী দ্বারা যে জল না যায় ভূমধ্যস্থ এরূপ জল পাইবার স্বত্ব।

প্রথানুযায়ী স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের কথা।

১৮ ধারা। স্থানীয় প্রথার বলে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এরূপ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বকে প্রথানুযায়ী স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব বলে।

উদাহরণ।

(ক) কোন গ্রামের প্রথাক্রমে ঐ গ্রামস্থ ভূমির প্রত্যেক কৃষক সাধারণ গোচারণ ভূমিতে আপন পশাদি চরাইতে পারে। আমন্দ ঐ গ্রামের অধিবাসী এক খণ্ড ভূমির প্রজা হইয়া ঐ ভূমি ভাজিয়া চাষ করে। তাহা হইতে তদ্বারা প্রথাক্রমে আপন গরু প্রভৃতি চরাইবার স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব প্রাপ্ত হয়।

(খ) কোন নগরের প্রথাক্রমে কোন বাটীর স্বামী বা দখলীকার ঐ বাটীর এরূপ নূতন জানালা খুলিতে পারেন যাহাতে আপন প্রতিবাসীর আবরুর বিশেষ ব্যাঘাত হয়। আমন্দ ঐ নগরে বলরামের বাটীর নিকট একটি বাটী নির্ম্মাণ করেন। নির্ম্মাণ করিলেই তিনি এই স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব প্রাপ্ত হন যে বলরাম আপনার বাটীতে এরূপ নূতন জানালা খুলিবেন না যদ্দ্বারা আমন্দের বাটীর যে অংশগুলি সাধারণতঃ দৃষ্টি পথের অতীত থাকে তাহা দেখা যায় এবং বলরামও আমন্দের বাটী সম্বন্ধে ঐরূপ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব প্রাপ্ত হন।

প্রধান সম্পত্তির হস্তান্তরিত হইলে তৎসঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব ও হস্তান্তরিত হইবার কথা।

১৯ ধারা। পক্ষদের বা আইনের কার্য্যক্রমে প্রধান সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলে বা ব্যক্ত্যন্তরে বর্ত্তিলে যে ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তর করণ বা বর্ত্তন ঘটে, বিপরীত অভিপ্রায় দৃষ্ট না হইলে, ঐ হস্তান্তর বা বর্ত্তনক্রমে সেই ব্যক্তিতে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব যাইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

উদাহরণ

আমন্দের পথস্বত্ব সংযুক্ত কোন ভূমি আছে। আমন্দ ঐ ভূমি বিশবৎসরের নিমিত্ত বলরামকে ইজারা দেন। ঐ ইজারা যতকাল থাকে পথস্বত্ব বলরামে এবং তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিতে বর্ত্তিবে।

---

৩ অধ্যায়।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের অনুষঙ্গ বিষয়ক বিধি।

চুক্তি বা স্বত্ব দ্বারা বিধি নিয়মিত হইবার কথা।

২০ ধারা। অধীন সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রধান ও অধীন স্বামির মধ্যে যে কোন চুক্তি থাকে তদ্দ্বারা, এবং স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব কোন লেখ্য বা ডিক্রীক্রমে নির্দ্ধারিত হইলে ঐ লেখ্যের বা ডিক্রীর বিধান দ্বারা এই অধ্যায়ের বিধিসমূহ নিয়মিত হইবে।

প্রথানুযায়ী স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের অনুষঙ্গের কথা।

কোন প্রথানুযায়ী স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের অনুষঙ্গ এই সকল বিধির সহিত অসঙ্গত হইলে এই অধ্যায়ের কোন কথায় উক্ত অনুষঙ্গের কোন বিঘ্ন হইবে না।

ভোগের সহিত যাহার সংস্রব নাই এরূপ ব্যবহার হইবার বাধার কথা।

২১ ধারা। প্রধান সম্পত্তি ভোগের সহিত যাহার কোন সংস্রব নাই এরূপ কোন কার্য্য নিমিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব ব্যবহৃত হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) ক নামক ক্ষেত্রের স্বামী আমন্দের বলরামের ভূমির উপর দিয়া ঐ ক্ষেত্রে যাইবার পথস্বত্ব আছে। ক নামক ক্ষেত্রের ওদিকে আমন্দের খ নামক আর একটি ক্ষেত্র আছে। ক নামক ক্ষেত্র উপকার স্বত্বরূপে ভোগ করিবার নিমিত্ত খ নামক ক্ষেত্র উপকারজনকরূপে ভোগ করা আবশ্যক হলে, তিনি খ নামক ক্ষেত্রে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত উক্ত স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের ব্যবহার করিবেন না।

(ঘ) আমজাদ নামক কোন বাটীর স্বামীর ঐ বাটীতে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত পথস্বত্ব আছে। ঐ বাটীতে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত উক্ত স্বত্ব কেবল যে আমজাদই ব্যবহার করিতে পারেন এমত নহে, তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ ও অভ্যাগত ব্যক্তিগণ ও ভাড়াটিয়া লোক ও চাকর ও কর্মকর ও দর্শক ও খরিদ্দার সকল ও পারে; কারণ ইহা প্রধান সম্পত্তি ভোগের সহিত সংলগ্নযুক্ত বাধ্য। এইরূপ যদি আমজাদ বাটী ভাড়া দেন তবে বাকাখাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত এবং বাটী মেরামত করিয়া রাখা হইয়াছে কি না দেখিবার নিমিত্ত তিনি ঐ পথস্বত্বের ব্যবহার করিতে পারেন।

স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব ব্যবহারের কথা।

২২ ধারা। যে প্রকারে আপন স্বত্ব ব্যবহার করিলে অধীন স্বামীর অত্যল্প ভার সহিতে হয় প্রধান স্বামী সেই প্রকারে আপনার স্বত্ব ব্যবহার করিবেন; এবং প্রধান স্বামির হানি বিনা স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের ব্যবহার অধীন সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশে আবদ্ধ করা যাইতে পারিলে অধীন স্বামির প্রার্থনাক্রমে উক্ত ব্যবহার ঐ রূপে আবদ্ধ করা যাইবে।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের ব্যবহার আবদ্ধ করিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আমজাদের বলরামের ক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইবার পথস্বত্ব আছে। আমজাদ কোন এক প্রান্ত দিয়া পথ প্রবেশ করিবেন, মধ্যবর্তী কোন স্থান দিয়া নহে।

(খ) বলরামের জলাভূমিতে খড় কাটিতে পারেন আমজাদের বাটী সংলগ্ন এই স্বত্ব আছে। আমজাদ আপন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব যখন ব্যবহার করেন তিনি এরূপে ঐ খড় কাটিবেন যে গাছগুলি বিনষ্ট না হয়।

ভোগের প্রকার পরিবর্তন করিবার স্বত্বের কথা।

২৩ ধারা। ২২ ধারার বিধান মানিয়া প্রধান স্বামী সময়ে২ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব ভোগ করিবার প্রকার ও স্থান পরিবর্তন করিতে পারিবেন; কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে তিনি অধীন সম্পত্তির উপর অতিরিক্ত কোন ভার নিক্ষেপ না করেন।

বর্জিত কথা।—পথ স্বত্বের প্রধান স্বামী ইচ্ছামত পথের দিক পরিবর্তন করিতে পারেন না, যদিও তাহাতে অধীন সম্পত্তির উপর অতিরিক্ত কোন ভার নিক্ষেপ না করেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন করাতী কলের স্বামী আমজাদের ঐ কল চালাইবার উপযুক্ত জল পাইবার স্বত্ব আছে। তিনি করাতী কল বদলাইয়া শস্যের কল করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে শেষোক্ত কল সেই পরিমাণ জলে চালান যাইতে পারে।

(খ) আমজাদের বাটী আলিশিয়ার বৃষ্টির জল বলরামের ভূমির উপর ফেলিবার স্বত্ব আমজাদের আছে। কিন্তু যদি আলিশিয়া বাড়াইলে বলরামের ভূমির উপর অধিকতর ভার নিক্ষেপ করা হয় তবে আমজাদ আপনার আলিশিয়া বাড়াইতে পারেন না।

(গ) কাগজের কলের স্বামী আমজাদ নেকড়া হইতে কলে কাগজ প্রস্তুত করিতে যে ময়লা জল উৎপন্ন হয় তাহা নিক্ষেপ করিয়া কোন জলস্রোত দূষিত করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। নূতন প্রণালীক্রমে বাঁশ হইতে কলে কাগজ প্রস্তুত করিতে তদ্রূপ যে জল উৎপন্ন হয় তিনি তাহা নিক্ষেপ করিয়া ঐ জলস্রোত দূষিত করিতে পারিবেন; কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে তিনি গুরুতররূপে দূষক পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি না করেন, কিম্বা অপকারজনকরূপে তাহার প্রকৃতি পরিবর্তন না করেন।

(ঘ) নদী তীরস্থ ভূস্বামী আমজাদ ঐ নদীর নিম্নভাগের তীরস্থ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে নদীর জলে কাঠের গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া তাহা দূষিত করিবার দীর্ঘভোগজনিত স্বত্ব প্রাপ্ত হন। ইহাতে আমজাদের এমন কোন স্বত্ব জন্মিবে না যে তিনি বিষাক্ত রস পদার্থ নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহা দূষিত করিতে পারেন।

ভোগ নিশ্চয় করণার্থ কার্য্য করিবার স্বত্বের কথা।

২৪ ধারা। স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের সম্পূর্ণভোগ নিশ্চয় করণার্থ যে সকল কার্য্য আবশ্যক হয় প্রধান স্বামী অধীন স্বামীর বিরুদ্ধে সেই সকল কার্য্য করিবার অধিকারী। কিন্তু ঐ সকল কার্য্য এরূপ সময়ে ও এপ্রকারে করিতে হইবে যে প্রধান স্বামীর হানি না হইয়া অধীন স্বামির যত কম সম্ভব অসুবিধা হয়, এবং ঐ কার্য্যদ্বারা অধীন সম্পত্তির কোন হানি হইলে প্রধান স্বামী যথাসাধ্য তাহার পূরণ করিবেন।

আনুষঙ্গিক স্বত্বের কথা।

কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের সম্পূর্ণ ভোগ নিশ্চয় করণার্থে আবশ্যক কার্য্য করিবার স্বত্বকে আনুষঙ্গিক স্বত্ব বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) আমজাদের আপনার জল আনিবার নিমিত্ত বলরামের ভূমিতে নল বসাইবার স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব আমজাদের আছে। আমজাদ নল মেরামত করিবার নিমিত্ত ঐ ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা খনন করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার ভূপৃষ্ঠ পূর্বের অবস্থায় পুনঃস্থাপিত করিতে হইবে।

(খ) বলরামের ভূমির মধ্য দিয়া নর্দ্দমা রাখিবার স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব আমজাদের আছে। যে মলঘানার সহিত এ নর্দ্দমার যোগ আছে তাহা পরিবর্তন করা গেল। আমজাদ ঐ নর্দ্দমা নূতন মলঘানার উপযোগী করিবার নিমিত্ত বলরামের ভূমিতে প্রবেশ করিয়া নর্দ্দমা পরিবর্তন করিতে পারিবেন কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে তিনি বলরামের ভূমির উপর অতিরিক্ত কোন ভার নিক্ষেপ না করেন।

(গ) কোন বাটীর স্বামী আমজাদের বলরামের ভূমির উপর দিয়া যাইবার পথস্বত্ব আছে। পথ বেমেরামত হইয়াছে কিম্বা একটী বৃক্ষ ঝড়ে উৎপাটিত হইয়া ঐ পথের উপর আড়ভাবে পড়িয়াছে। আমজাদ বলরামের ভূমিতে প্রবেশ করিয়া পথ মেরামত করিতে কিম্বা তথা হইতে বৃক্ষ স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(ঘ) কোন ক্ষেত্রের স্বামী আমজাদের বলরামের ভূমির উপর দিয়া যাইবার পথস্বত্ব আছে। বলরাম ঐ পথ গমনাগমনের অযোগ্য করিয়া ফেলে। আমজাদ পথ হইতে সরিয়া বলরামের পার্শ্ববর্তী ভূমির উপর দিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু যেরূপ সরিয়া যান তাহা যুক্তিসিদ্ধ হওয়া চাই।

(ঙ) কোন বাটীর স্বামী আমজাদের বলরামের ভূমির উপর দিয়া যাইবার পথস্বত্ব আছে। আমজাদ পথ করিবার নিমিত্ত প্রস্তরাদি স্থানান্তর করিতে পারেন।

(চ) বলরামের দেওয়াল হইতে আশ্রয় পাইবার স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব আমজাদের আছে। দেওয়াল পড়িয়া যায়। আমজাদ বলরামের ভূমিতে প্রবেশ করিয়া দেওয়াল মেরামত করিতে পারিবেন।

(চ) বলরামের জলস্রোতে বাঁধ দিয়া আপন ভূমি প্লাবিত করিবার স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব আনন্দের আছে, জলপ্লাবন দ্বারা ঐ বাঁধের অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া যায়। আনন্দ বলরামের ভূমিতে প্রবেশ করিয়া বাঁধ মেরামত করিতে পারিবেন।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব রক্ষার্থে আবশ্যক ব্যয়ের নিমিত্ত দায়িত্বের কথা।

২৫ ধারা। কোন কার্য্য বা মেরামত করণার্থ কিম্বা কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের ব্যবহার বা রক্ষা নিমিত্ত অন্য যে কোন কর্ম্ম করা আবশ্যক হয় তাহা করণার্থ যে ব্যয় পড়ে তাহা প্রধান স্বামির বহন করিতে হইবে।

মেরামত না হওয়ায় হানি হইলে দায়িত্বের কথা।

২৬ ধারা। কোন কৃত্রিম কার্য্যদ্বারা কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের ভোগ হইলে যদি ঐ কার্য্যের মেরামত না হওয়ায় অধীন সম্পত্তির কোন হানি হয় তবে প্রধান স্বামী তজ্জন্য হানিপূরণ দিবার দায়ী হইবেন।

অধীন স্বামির কিছু করিতে বাধ্য না হইবার কথা।

২৭ ধারা। অধীন স্বামী প্রধান সম্পত্তির উপকারার্থ কিছু করিতে বাধ্য নহে এবং ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব ভোগের সহিত অসঙ্গত না হয় এরূপে তিনি প্রধান স্বামির বিরুদ্ধে অধীন সম্পত্তির ব্যবহার করিতে স্বত্ববান। কিন্তু যাহাতে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব সঙ্কীর্ণ হইতে পারে কিম্বা উহার ব্যবহার কম সুবিধাজনক হয় তিনি এরূপ কোন কার্য্য করিবেন না।

উদাহরণ।

(ক) কোন বাটীর স্বামী আনন্দের বলরামের ভূমির মধ্য দিয়া জল ও মল চালান করিবার স্বত্ব আছে। অধীন স্বামী-স্বরূপ বলরাম জলপ্রণালী বা মলধারা পরিষ্কার করিতে বাধ্য নহেন।

(খ) কোন ক্ষেত্রের স্বামীস্বরূপ আনন্দ বলরামকে আপন ভূমির উপর দিয়া যাইবার পথ স্বত্ব দেন। পথে যে ঘাস জন্মে আনন্দ তাহার উপর গরু চরাইতে পারিবেন, কিন্তু যেন বলরামের পথস্বত্ব তদ্দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হয়। পরন্তু তিনি আপন ভূমির প্রান্তভাগে এরূপ দেওয়াল প্রস্তুত করিবেন না যে তদ্দ্বারা বলরামের ঐ দেওয়ালের বাহিরে যাওয়া নিবারিত হয় কিম্বা তিনি পথ এরূপ সঙ্কীর্ণ করিবেন না যে পথস্বত্ব দিবার সময়ে যেরূপ ছিল ঐ স্বত্বের ব্যবহার করা তদপেক্ষা কম সহজ হইয়া উঠে।

(গ) আনন্দ আপনবাটী সম্বন্ধে বলরামের দেওয়াল হইতে আশ্রয় পাইবার স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের অধিকারী। বলরাম অধীন স্বামী স্বরূপ ঐ দেওয়াল খাড়া ও মেরামত করিয়া রাখিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু তিনি ঐ দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন না বা এরূপ কমজোর করিবেন না যে উহা আবশ্যক আশ্রয় দিবার অনুপযোগী হয়।

(ঘ) আনন্দ আপন জল সম্বন্ধে বলরামের ভূমি দিয়া জল স্রোত পাইবার অধিকারী। বলরাম এরূপ খোঁটা পুতিবেন না যাহাতে জলস্রোত বাধা প্রাপ্ত হয়।

(ঙ) আনন্দ আপন বাটীর সম্বন্ধে বলরামের ভূমির উপর দিয়া কিয়ৎপরিমাণ আলোক পাইবার অধিকারী। বলরাম এরূপে বৃক্ষ রোপণ করিবেন না যাহাতে আনন্দের জানালায় উক্ত পরিমাণ আলোক আসিবার বাধা হয়।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের পরিমাণের কথা।

২৮ ধারা। স্বাচ্ছন্দ্যভোগ-স্বত্বের পরিমাণ ও ভোগ প্রণালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান গুলি ফলবৎ হইবে।

আবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের কথা।

আবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্যভোগ-স্বত্ব যে সময়ে নির্দ্ধারিত হয় সেই সময়ে উহার যে পরিমাণ আবশ্যকতা ছিল ঐ স্বত্ব সেই পরিমাণের হইবে।

অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের কথা।

অন্য স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের পরিমাণ ও ভোগ প্রণালী উভয় পক্ষের সম্ভাবিত অভিপ্রায়ের প্রতি এবং যে কার্য্যের নিমিত্ত ঐ স্বত্ব নির্দ্ধারিত হয়, বা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিরূপণ করিতে হইবে।

উক্ত অভিপ্রায় ও কার্য্য সম্বন্ধে প্রমাণ না থাকিলে

পথস্বত্বের কথা।

(ক) এক প্রকার পথ স্বত্বের মধ্যে অন্য কোন প্রকার পথ স্বত্ব ধরা যায় না।

দানপ্রাপ্ত আলোক বা বায়ু পাইবার স্বত্বের কথা।

(খ) উইল বা অন্য নিদর্শনপত্র ক্রমে যে স্বত্ব নির্দ্ধারিত হয় কোন জানালা, দ্বার বা অন্য ফুকরে আলোক বা বায়ু যাইবার এরূপ স্বত্বের পরিমাণ যে সময়ে উইল কর্ত্তার মৃত্যু কিম্বা নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হয় সেই সময়ে ঐ ফুকরে যে পরিমাণ আলোক বা বায়ু প্রবেশ করিত সেই পরিমাণের হইবে;

আলোক বা বায়ু পাইবার দীর্ঘভোগজনিত স্বত্বের কথা।

(গ) কোন জানালায় বা দ্বারে বা অন্য ফুকরে আলোক বা বায়ু আসিবার দীর্ঘভোগজনিত স্বত্বের পরিমাণ যে জন্য ব্যবহৃত হইত তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ঐ সমস্ত দীর্ঘভোগকাল উক্ত ফুকরে যে পরিমাণ আলোক বা বায়ু প্রবেশ করিত সেই পরিমাণের হইবে;

বায়ু ও জল দূষিত করিবার দীর্ঘভোগজনিত স্বত্বের কথা।

(ঘ) বায়ু বা জল দূষিত করিবার দীর্ঘভোগজনিত স্বত্বের পরিমাণ, যে ব্যবহার সম্পূর্ণ হওয়াতে ঐ স্বত্ব উৎপন্ন হয় সেই ব্যবহারের আরম্ভ কালে যে পরিমাণ দূষিত হইত সেই পরিমাণের হইবে; ও

অন্যান্য দীর্ঘভোগজনিত স্বত্বের কথা।

(ঙ) অন্য কোন প্রকারের দীর্ঘভোগজনিত স্বত্বের পরিমাণ ও ভোগপ্রণালী ঐ স্বত্বের প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা নিরূপণ করিতে হইবে।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের বৃদ্ধির কথা।

২৯ ধারা। প্রধান স্বামী প্রধান সম্পত্তি কেবল পরিবর্ত্তন বা বৃদ্ধি করিয়া স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিতে পারেন না।

যদি স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব হস্তান্তরপত্র বা উইলক্রমে এইরূপ নিয়মে প্রদত্ত হইয়া থাকে যে উহার পরিমাণ প্রধান সম্পত্তির পরিমাণানুযায়ী হইবে তবে চৈরবর্ত্তী দ্বারা প্রধান সম্পত্তি বৃদ্ধি হইলে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, এবং সিকস্তী দ্বারা প্রধান সম্পত্তির হ্রাস হইলে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব সেই পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৫ আপ্রিল।]

পূর্ব্বোক্তরূপে না হইলে প্রধান বা অধীন সম্পত্তি পরিমাণের কোন পরিবর্ত্তন দ্বারা কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না।

উদাহরণ।

(ক) কোন কলের স্বামী আনন্দ কোন জলস্রোতের জলের কিয়দংশ আপনার কলে ফিরাইয়া লইবার দীর্ঘভোগজনিত স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আনন্দ আপনার কলের যন্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করেন। তিনি তদ্দ্বারা জল লইবার স্বত্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন না।

(খ) আনন্দ কোন নদীর তীরে কারখানা চালাইতে ঐ নদী দূষিত করিবার স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ কারখানা হইতে কিয়ৎপরিমাণ দূষিত পদার্থ ঐ নদীতে পড়ে। আনন্দ কারখানা বৃদ্ধি করেন এবং তাহাতে ঐ দূষিত পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। ঐ বৃদ্ধি নিমিত্ত নদীর নিম্ন ভাগের তীরস্থ স্বামীদের কোন হানি হইলে তিনি তজ্জন্য দায়ী।

(গ) আনন্দের কোন ক্ষেত্রের স্বামীস্বরূপ আপন ক্ষেত্রে সার দিবার নিমিত্ত বলরামের ভূমির উপরিস্থ বৃক্ষ হইতে যে সকল পত্র পতিত হয় তাহা লইবার স্বত্ব আছে। আনন্দ একটি ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া আপন ক্ষেত্রে যোগ করেন। আনন্দ এই নূতন ক্ষেত্রে সার দিবার নিমিত্ত পত্র লইবার অধিকারী হইবেন না।

৩০ ধারা। যে স্থলে প্রধান সম্পত্তি দুই বা তদধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হয় তথায় স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব প্রত্যেক অংশে অর্শে, কিন্তু তদ্দ্বারা যেন অধীন সম্পত্তির উপর ভার গুরুতররূপে বৃদ্ধি না হয়। পরন্তু যে লেখা, ডিক্রী বা রাজস্ব বিষয়ক কার্য্য প্রণালীক্রমে ঐ বিভাগ হয় তাহার শর্ত্তের সহিত এবং দীর্ঘভোগ জনিত স্বত্বের স্থলে, দীর্ঘ ভোগ কালের ব্যবহারের সহিত যেন ঐরূপ অর্শান সঙ্গত হয়।

প্রধান সম্পত্তির বিভাগের কথা।

উদাহরণ।

(ক) কোন বাটীর সঙ্গে বিশেষ কোন পথ দ্বারা পথ পাইবার স্বত্ব আছে। ঐ বাটী দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে একখণ্ড আনন্দকে ও অন্য খণ্ড বলরামকে দেওয়া হয়। প্রত্যেকেই আপন ২ খণ্ড সম্বন্ধে সেই পথ দ্বারা পথ পাইবার স্বত্বের অধিকারী।

(খ) কোন কূপ হইতে প্রতি দিন পঞ্চাশ বালতী পরিমিত জল লইবার স্বত্ব কোন বাটীর আছে। ঐ বাটী দুইটি স্বতন্ত্র সম্পত্তিতে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে একটি আনন্দকে ও অপরটি বলরামকে দেওয়া হয়। আনন্দ ও বলরাম প্রত্যেকে আপন সম্পত্তি সম্বন্ধে ঐ কূপ হইতে প্রতি দিন পঞ্চাশ বালতী জল লইবার অধিকারী। কিন্তু উভয়ে যে পরিমাণ জল লন তাহা দিন প্রতি যেন পঞ্চাশ বালতীর অধিক না হয়।

(গ) আনন্দের আপন বাটী সম্বন্ধে আলোক বিষয়ক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব আছে। তিনি ঐ বাটী তিনটি পৃথক সম্পত্তিতে বিভক্ত করেন। ঐ সম্পত্তির প্রত্যেকটির আলোক বাধাপ্রাপ্ত না হয় এই স্বত্ব থাকিবে।

৩১ ধারা। কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের অত্যধিক ব্যবহার হইলে অধীন স্বামী অন্য যে প্রতিকার পাইবার অধিকারী তাহার কোন বিঘ্ন না করিয়া ব্যবহারের বাধা দিতে পারিবেন। কিন্তু কেবল অধীন সম্পত্তির উপরেই ঐরূপ বাধা দেওয়া যাইতে পারিবে। পরন্তু ঐ বাধা দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের আইনমত ভোগের প্রতি হস্তক্ষেপ হইলে উক্তরূপ ব্যবহারের বাধা দিতে পারিবেন না।

অত্যধিক ব্যবহার হইলে বাধা দিবার কথা।

উদাহরণ।

বলরামের ভূমির উপর দিয়া ছয় ফুট দীর্ঘ ও চারি ফুট প্রস্থ চারিটি জানালায় অবাধে আলোক আসিতে পারে আনন্দের এই স্বত্ব আছে। আনন্দ জানালার আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। পুরাতন জানালায় আলোক যাইবার বাধা না করিয়া নূতন জানালায় আলোক যাইবার বাধা করা অসম্ভব। বলরাম এই অত্যধিক ব্যবহারের বাধা দিতে পারিবেন না।

৪ অধ্যায়।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের ব্যাঘাত বিষয়ক বিধি।

৩২ ধারা। প্রধান সম্পত্তির স্বামী বা দখলীকার অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যাঘাত ব্যতিরেকে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব ভোগ করিবার অধিকারী।

ব্যাঘাত ব্যতিরেকে ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

উদাহরণ।

কোন বাটীর স্বামী আনন্দের বলরামের ভূমির উপর দিয়া যাইবার পথস্বত্ব আছে। চন্দ্র বেআইনীমতে বলরামের ভূমিতে প্রবেশ করিয়া আনন্দের পথস্বত্বে বাধা জন্মায়। আনন্দ বাধা জন্মাইবার নিমিত্ত চন্দ্রের নামে ক্ষতি পূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন, কিন্তু প্রবেশের নিমিত্ত নহে।

৩৩ ধারা। প্রধান সম্পত্তিগত কোন স্বার্থের স্বামী কিম্বা ঐ সম্পত্তির দখলীকার ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের বা তাহার আনুসঙ্গিক কোন স্বত্বের ব্যাঘাত নিমিত্ত ক্ষতি পূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে ঐ ব্যাঘাত দ্বারা প্রকৃত পক্ষে বাদির গুরুতর হানি হইয়াছে।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের ব্যাঘাত নিমিত্ত মোকদ্দমার কথা।

১ ব্যাখ্যা।—যে কোন কার্য্যদ্বারা স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের প্রমাণের বিঘ্ন হইয়া কিম্বা প্রধান সম্পত্তির মূল্য বিশেষরূপে কম হইয়া যাইয়া বাদির হানি হইবার সম্ভাবনা তাহা এই ধারার ও ৩৪ ধারার মর্ম্মানুযায়ী গুরুতর হানি বলিয়া গণ্য হইবে।

২ ব্যাখ্যা।—যে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের ব্যাঘাত হয় তাহা কোন বাটীর ফুকর প্রভৃতিতে আলোক আসিবার স্বত্ব হইলে যদি প্রথম ব্যাখ্যানুযায়ী হানি না হয় কিম্বা তৎক্রমে বাদির কায়িক স্বাচ্ছন্দ্যের গুরুতর বিঘ্ন না হয় কিম্বা তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে প্রধান সম্পত্তির মধ্যে যেরূপ উপকারজনকরূপে আপনার চলিত ব্যবসায় চালাইতেন সেইরূপে চালাইবার বাধা না হয়, তবে ঐ হানি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী গুরুতর হানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩ ব্যাখ্যা।—যে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের ব্যাঘাত হয় তাহা কোন বাটীর ফুকর প্রভৃতিতে বায়ু অবাধে আসিবার স্বত্ব হইলে যদি বাদির স্বাস্থ্যের হানি না হইলেও তাহার কায়িক স্বাচ্ছন্দ্যের গুরুতর বাধা হয়, তবে যে হানি হয় তাহা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী গুরুতর হানি বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ।

(ক) চন্দ্রের বাটীর প্রজা বলরামের যে পথে যাইবার পথস্বত্ব আছে আমন সেই পথে স্থায়ী বাধা স্থাপন করেন। ইহা চন্দ্রের পক্ষে গুরুতর হানি। কারণ এতদ্বারা তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব সংক্রান্ত ভাবি স্বত্বের প্রধানের [illegible] হইতে পারে।

(খ) কোন বাটীর স্বামী আমনের বলরামের বাটীর একপার্শ্ব দিয়া বেড়াইবার স্বত্ব আছে। বলরাম ভূমিতল হইতে প্রায় দশ ফুট ঊর্দ্ধে ঐ পথের উপর লম্বমান বারাণ্ডা প্রস্তুত করেন। ঐ পথে যাহারা পাদচারে গমন করে তাহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা হয় না। ইহা আমনের পক্ষে গুরুতর হানি নহে।

আশ্রয় উঠাইয়া লই-লে যে সময়ে নালিশের [illegible] কথা।

৩৪ ধারা। প্রধান স্বামী যে আশ্রয় পাইবার অধিকারী সেই আশ্রয়ের উপায় স্থানান্তর করিলে যাবৎ গুরুতর হানি প্রকৃতপক্ষে না হয় তাবৎ ক্ষতিপূরণ আদায়

ব্যাঘাত নিবারণার্থ নিষেধ আজ্ঞার কথা।

৩৫ ধারা। [illegible] আইনের [illegible] সকল ধারার বিধানের নিয়মাধীনে কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের ব্যাঘাত নিবারণার্থ নিষেধ আজ্ঞা এই২ স্থলে দেওয়া যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের প্রকৃতপক্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকিলে যদি এই অধ্যায়মতে ঐ ব্যাঘাত নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাইতে পারিত,

(খ) কেবল ব্যাঘাতের ভয় দেখান গেলে বা অভিপ্রায় থাকিলে যদি যে কার্য্যের ভয় দেখান যায় বা অভিপ্রায় থাকে তাহা করা গেলে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের নিশ্চিত ব্যাঘাত হয়।

স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্বের বাধা রহিত করিবার কথা।

৩৬ ধারা। ২৪ ধারার বিধান সত্ত্বেও প্রধান স্বামী কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের অন্যায় বাধা আপনি রহিত করিতে পারিবেন না।

---

৫ অধ্যায়।

স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্বের বিলোপ, স্থগিত করণ ও পুনর্জীবিতকরণ বিষয়ক বিধি।

অধীন স্বামির স্বত্বলোপ হওয়াতে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের লোপের কথা।

৩৭ ধারা। কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব নির্দ্ধারণের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণে যে ব্যক্তি ঐ স্বত্ব নির্দ্ধারণ করেন অধীন সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব লোপ হইলে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বেরও লোপ হয়।

বর্জ্জিতকথা।—১০ ধারামতে কোন বন্ধকদাতা আইনমতে যে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব নির্দ্ধারণ করেন তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম চন্দ্রমণিকে বিবাহ করিবেন না এই নিয়মে আমন বলরামকে সুলতানপুর হস্তান্তর করিয়া দেন। বলরাম সুলতানপুরের উপর একটি স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিবার পর চন্দ্রমণিকে বিবাহ করেন। তাহাতে সুলতানপুরে বলরামের স্বার্থশেষ হয় এবং তৎসঙ্গে ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব বিলুপ্ত হয়।

(খ) আমন ১৮৮০ সালে ইজারা দিবার তারিখ অবধি ত্রিশ বৎসরের নিমিত্ত বলরামকে সুলতানপুর ইজারা দেন। ১৮৮১ সালে বলরাম ঐ ভূমির উপর চন্দ্রের অনুকূলে কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব নির্দ্ধারণ করেন। চন্দ্র ঐ স্বত্ব নির্ব্বিবাদে অবিচ্ছেদে উনত্রিশ ও প্রকাশ্যরূপে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বরূপে বৎসর ভোগ করেন। তাহার পর সুলতানপুরে বলরামের স্বার্থ শেষ হয় এবং তৎসঙ্গে চন্দ্রের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হয়।

(গ) চন্দ্রের প্রজা আমনের ও বলরামের আপনং যোতে চিরস্থায়ী মৌরসী স্বার্থ আছে। বলরামের ভূমিতে জলসেচন করিবার নিমিত্ত আমন একটি পুষ্করিণী হইতে জল লইবার স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব আপন যোতের উপর নির্দ্ধারণ করেন। বলরাম ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করেন। তাহার পর আমনের খাজানা বাকী পড়ে এবং তাহার স্বার্থ বিক্রীত হয়। বলরামের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

(ঘ) আমন বলরামের নিকট সুলতানপুর বন্ধক রাখেন এবং ১০ধ [illegible] অনুসারে আইনমতে চন্দ্রের অনুকূলে ঐ ভূমির উপর একটি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব নির্দ্ধারণ করেন। বন্ধকী ঋণ পরিশোধার্থ ঐ ভূমি নীলাম হইয়া দেবের নিকট বিক্রীত হয়। তাহাতে ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে না।

স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব লোপের কথা।

৩৮ ধারা। যখন প্রধান স্বামী স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ অধীন স্বামীকে কোন স্বাচ্ছন্দ্য [illegible] ছাড়িয়া দেন তখন ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ২ অবস্থায় এবং যে পরিমাণে প্রধান স্বামী প্রধান সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে সক্ষম কেবল সেই ২ অবস্থায় ও সেই পরিমাণে ঐরূপ ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

অধীন সম্পত্তির কেবল অংশমাত্র সম্বন্ধে কোন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১ ব্যাখ্যা।—(ক) যদি প্রধান স্বামী স্পষ্টতঃ অধীন সম্পত্তির উপর স্থায়ী ভাবের এরূপ কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেন, তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্বের ভাবিভোগ নিবারণ করা যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল এবং যদি ঐ ক্ষমতা অনুসারে ঐ কার্য্য করা হয়;

(খ) যদি প্রধান সম্পত্তিতে এরূপ ভাবের স্থায়ী পরিবর্ত্তন করা হয় যাহাতে দেখায় যে প্রধান স্বামী ভবিষ্যতে ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব ভোগ করিবেন না বলিয়া অভিপ্রায় করিয়াছেন;

তবে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব ভাবতঃ ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২ ব্যাখ্যা।—স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্বের অব্যবহার মাত্র হইলে এই ধারার মর্ম্মানুসারে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আমন, বলরামের ও চন্দ্রের একটি বাটীর সহস্বামী; ঐ বাটী সংলগ্ন একটি স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব আছে। আমন বলরামের ও চন্দ্রের সম্মতি বিনা ঐ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব ছাড়িয়া

দেন। এই ছাড়িয়া দেওয়া কেবল আমন্দের ও তাঁহার আইনমত স্বলাভিষিক্তের বিরুদ্ধে ফলবৎ হইবে।

(খ) আমন্দ বলরামের বাটীর উপকারজনকরূপে ভোগ হইবার নিমিত্ত আমন্দের ভূমির উপর বলরামকে স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগস্বত্ব দেন। বলরাম চন্দ্রকে ঐ বাটী হস্তান্তর করেন। তাহার পর বলরাম ঐ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব ছাড়িয়া দিতেন বলেন। ঐ ছাড়িয়া দেওয়া ফলবৎ হইবে না।

(গ) আমন্দের আপন আঙ্গিনিয়ার জল বলরামের উঠানে ফেলিবার স্বত্ব আছে। তিনি এই উঠানের উপর এত উচ্চতা পর্য্যন্ত ইমারত করিবার স্পষ্ট অনুমতি বলরামকে দেন যাহাতে ঐরূপ জল ফেলিবার বাধা হইবে। বলরাম তদনুসারে ইমারত প্রস্তুত করেন। যে পরিমাণে বাধা হয় সেই পরিমাণে আমন্দের স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

(ঘ) আমন্দের যে জানালায় আলোক পাইবার স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগস্বত্ব আছে সেই জানালা ইষ্টক ও সুরকী প্রভৃতি দিয়া এরূপে বন্ধ করেন যাহাতে ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্থায়িরূপে ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব ভাবতঃ ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

(ঙ) আমন্দের বাহিরের দিকে বিস্তৃত ছাদ আছে; তাহাতে তিনি বলরামের ভূমির উপর আলিশিয়ার জল ফেলিবার স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব ভোগ করেন। আমন্দ ঐ ছাদ স্থায়িভাবে এরূপে পরিবর্ত্তন করিলেন যে বৃষ্টির জল ভিন্ন প্রণালীতে বাহিত হইয়া চন্দ্রের ভূমির উপর পড়ে। ঐ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ-স্বত্ব ভাবতঃ ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

রহিত করণ দ্বারা বিলোপের কথা।

৩৯ ধারা। যদি অধীন স্বামী এতদর্থে রক্ষিত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া স্বাচ্ছন্দ ভোগ স্বত্ব রহিত করেন তবে ঐ স্বত্ব বিলুপ্ত হয়।

নির্দ্দিষ্ট কাল গত হইলে কিম্বা বিলয়ের নিয়ম মত ঘটনা হইলে স্বত্ব লোপ হইবার কথা।

৪০ ধারা। যদি নির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্বাচ্ছন্দ ভোগ স্বত্ব নির্দ্ধারিত হয় কিম্বা কোন বিশেষকার্য্য করা গেলে বা না করা গেলে উহা ব্যর্থ হইবে এই নিয়মে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে উক্ত কাল গত হইলে বা উক্ত নিয়ম পালন করা গেলে ঐ স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

আবশ্যকতা শেষ হইলে বিলোপের কথা।

৪১ ধারা। আবশ্যকতা শেষ হইলে আবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব বিলুপ্ত হয়।

উদাহরণ।

আমন্দ বলরামকে একটি ক্ষেত্র দেন। আমন্দের পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির উপর দিয়া না গেলে তথায় যাওয়া যায় না। বলরাম ঐ ভূমির কিয়দংশ পরে ক্রয় করেন। তাহার উপর দিয়া তিনি আপন ক্ষেত্রে যাইতে পারেন। আমন্দের ভূমির উপর দিয়া পথ পাইবার যে স্বত্ব বলরাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বিলুপ্ত হইবে।

অনাবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগ স্বত্বের বিলোপের কথা।

৪২ ধারা। কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব যদি কোন সময়ে কোন অবস্থায় প্রধান স্বামির উপকারে আসিতে না পারে তবে ঐ স্বত্ব বিলুপ্ত হয়।

প্রধান সম্পত্তির স্থায়ী পরিবর্ত্তনদ্বারা স্বত্ব লোপ হইবার কথা।

৪৩ ধারা। যদি প্রধান সম্পত্তির কোনরূপ স্থায়ী পরিবর্ত্তন দ্বারা অধীন সম্পত্তির উপর ভার বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয় এবং স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের আইনমত ভোগের বিঘ্ন বিনা অধীন স্বামী ঐ ভার কমাইতে না পারেন, তবে ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে হইবে না, অর্থাৎ

(ক) যে পরিমাণেই স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বাড়ুক না কেন যদি প্রধান সম্পত্তির উপকারজনক ভোগ হইবার নিমিত্ত ঐরূপ পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় হয়; কিম্বা

(খ) ঐ পরিবর্ত্তন দ্বারা অধীন স্বামীর যে হানি হয় তাহা এত অল্প যে কোন বুদ্ধিমান লোকে তদ্বিষয়ে আপত্তি করিবে না; কিম্বা

(গ) যদি ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব আবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগস্বত্ব হয়।

যে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বক্রমে প্রধান স্বামী প্রধান সম্পত্তিসম্বন্ধে আশ্রয় পাইবার অধিকারী তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

প্রবল শক্তি দ্বারা অধীন সম্পত্তির স্থায়ী পরিবর্ত্তন হইলে স্বত্বলোপের কথা।

৪৪ ধারা। অধীন সম্পত্তি প্রবল শক্তি দ্বারা যদি এরূপে স্থায়িভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে প্রধান স্বামী তাঁহার স্বত্ব আর ব্যবহার করিতে পারেন না, তবে স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু আবশ্যক পথ প্রবল শক্তি দ্বারা বিনষ্ট হইলে প্রধান স্বামীর অধীন সম্পত্তির উপর অন্য পথ পাইবার স্বত্ব থাকিবে এবং ঐ পথ সম্বন্ধে ১৪ ধারার বিধান খাটিবে।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ বলরামকে কোন নদীর স্বামীগণ আমন্দের ভূমি দিয়া বহমান নদীতে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব দেন। ঐ নদীর গতি স্থায়িভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা চন্দ্রের ভূমি দিয়া প্রবাহিত হয়। বলরামের স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

(খ) যে পথের উপর আমন্দের পথ স্বত্ব আছে ভূমিকম্প হইয়া স্থায়িভাবে সেই পথে প্রবেশের উপায় বন্ধ হয়। আমন্দের স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

কোন সম্পত্তির বিনাশ দ্বারা স্বত্ব লোপের কথা।

৪৫ ধারা। যদি প্রধান বা অধীন সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় তবে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ-স্বত্ব বিলুপ্ত হয়।

উদাহরণ।

সমুদ্রকূলবর্ত্তী পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া গামী পথের উপর আমন্দের পথ স্বত্ব আছে। সমুদ্রের স্থায়ী আক্রমণ দ্বারা ঐ পথ ভাঙ্গিয়া যায়। আমন্দের স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

স্বামিত্বের একত্র হেতুক স্বত্ব লোপের কথা।

৪৬ ধারা। একই ব্যক্তি প্রধান ও অধীন সমস্ত সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বামিত্বে অধিকারী হইলে স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হয়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৫ আপ্রিল।]

উদাহরণ।

(ক) কোন বাটীর স্বামী আনন্দের বলরামের ক্ষেত্রের উপর পথ স্বত্ব আছে। আনন্দ আপনার বাটী এবং বলরাম আপনার ক্ষেত্র চন্দ্রের নিকট বন্ধক রাখেন। তৎপরে চন্দ্র উভয় বন্ধকের উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিয়া বাটী ও ক্ষেত্র উভয়ের নির্ব্যূঢ় স্বামী হন। উক্ত পথ স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

(খ) প্রধান স্বামী অধীন সম্পত্তির কিয়দংশ মাত্র প্রাপ্ত হন। ৪১ ধারার উদাহরণে প্রদত্ত অবস্থা ভিন্ন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে না।

(গ) অধীন স্বামী তৃতীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রধান সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে না।

(ঘ) দুইটি স্বতন্ত্র প্রধান সম্পত্তির স্বতন্ত্র স্বামীরা উক্ত স্বতন্ত্র সম্পত্তিদ্বয়ের অধীন সম্পত্তি সংস্পৃষ্টভাবে প্রাপ্ত হন। স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে না।

(ঙ) প্রধান সম্পত্তির সংস্পৃষ্ট স্বামীরা সংস্পৃষ্টভাবে অধীন সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

(চ) একটি প্রধান সম্পত্তি উপকারজনকরূপ ভোগ হইবার নিমিত্ত দুইটি অধীন সম্পত্তির উপর একই পথ স্বত্ব আছে। প্রধান স্বামী একটিমাত্র অধীন সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে না।

(ছ) আনন্দের বলরামের রাস্তার উপর পথ স্বত্ব আছে। বলরাম ঐ রাস্তা সর্ব্বসাধারণকে অর্পণ করিলেন। আনন্দের পথস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে না।

৪৭ ধারা। অবিচ্ছেদ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব ঐ স্বত্বরূপে অবিচ্ছেদে বিশ বৎসর কাল একেবারে ভোগ করা না গেলে, উক্ত স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

ভোগাভাবে স্বত্বলোপ হইবার কথা।

সবিচ্ছেদ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব ঐ স্বত্বরূপে ততকাল ভোগ করা না গেলে উক্ত স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

অবিচ্ছেদ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব হইলে যে তারিখে অধীন স্বামী উহার ভোগের বাধা দেন কিম্বা প্রধান স্বামী ঐ ভোগ অসম্ভব করিয়া তুলেন সেই তারিখ অবধি ঐ কাল গণনা করা যাইবে; এবং সবিচ্ছেদ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব হইলে যে তারিখে কোন ব্যক্তি প্রধান স্বামী স্বরূপ উহা শেষ বার ভোগ করিয়াছেন সেই তারিখ অবধি ঐ কাল গণনা করা যাইবে।

কিন্তু সবিচ্ছেদ স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব হইলে যদি প্রধান স্বামী ঐ কালের মধ্যে ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব রাখিবার অভিপ্রায়ের নির্দ্দেশপত্র রেজিষ্টরী করেন তবে রেজিষ্টরী করিবার তারিখ অবধি বিশ বৎসর অতীত না হইলে, ঐ স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে না।

যদি কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব কেবল কোন স্থানে বা কোন সময়ে বা কোন২ ঘণ্টার মধ্যে বা কোন বিশেষ কার্য্য নিমিত্ত আইনমতে ভোগ করা যাইতে পারে, তবে পূর্ব্বোক্তকাল মধ্যে অন্য স্থানে বা অন্য সময়ে বা অন্যান্য ঘণ্টার মধ্যে বা অন্য কোন কার্য্য নিমিত্ত উহার ভোগ হইলে তাহাতে এই ধারামতে উহার বিলোপ নিবারিত হইবে না।

উক্ত কাল মধ্যে অধীন সম্পত্তি কাহারও অধিকারে ছিল না কিম্বা ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব ভোগ করা যাইতে পারিত না কিম্বা তাহার আনুষঙ্গিক কোন স্বত্ব ভোগ করা হইতেছিল কিম্বা প্রধান স্বামী ঐ স্বত্বের সত্তা অবগত ছিলেন না কিম্বা আপনার স্বত্ব আছে ইহা না জানিয়া তিনি ভোগ করিয়াছিলেন এই বৃত্তান্ত দ্বারা এই ধারামতে উক্ত স্বত্বের বিলোপ নিবারিত হইবে না।

(ক) প্রধান ও অধীন স্বামীর মধ্যে চুক্তিক্রমে স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব স্থগিত থাকিলে, কিম্বা

(খ) প্রধান সম্পত্তির সহস্বামিত্ব ক্রমে ভোগ হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত কাল মধ্যে সহস্বামিদের একজন ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব ভোগ করিলে, কিম্বা

(গ) ঐ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব আবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব হইলে,

এই ধারামতে উক্ত স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে না।

কোন এক সম্পত্তির উপকারার্থ কএকটি সম্পত্তি পথ স্বত্বের অধীন থাকিলে এবং পথগুলি অবিচ্ছিন্ন হইলে, ঐ স্বত্ব গুলি এই ধারার কার্য্যপক্ষে একই স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দের বাটীর সহিত বড়রাস্তা হইতে তথায় যাতায়াতের নিমিত্ত ক ও গ সম্পত্তির ও মধ্যস্থ খ সম্পত্তির উপর পথ স্বত্ব আছে। উক্ত বিশ বৎসর কাল গত হইবার পূর্ব্বে আনন্দ ক সম্পত্তির উপর আপনার পথ স্বত্ব ব্যবহার করেন। খ ও গ সম্পত্তির উপর তাঁহার পথ স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে না।

৪৮ ধারা। কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইলে যদি তাহার আনুষঙ্গিক কোন স্বত্ব থাকে তাহাও বিলুপ্ত হইবে।

আনুষঙ্গিক স্বত্বের বিলোপ হইবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দের বলরামের কূপ হইতে জল লইবার স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব আছে। তাহার আনুষঙ্গিক স্বত্বস্বরূপ ঐ কূপে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত বলরামের ভূমির উপর তাহার পথ স্বত্ব আছে। ৪৭ ধারামতে জল লইবার স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব বিলুপ্ত হইল। উক্ত পথ স্বত্বও বিলুপ্ত হইবে।

৪৯ ধারা। যখন প্রধান স্বামী অধীন সম্পত্তিতে নির্দ্দিষ্ট স্বার্থ জন্য উহার দখল পাইবার অধিকারী হন কিম্বা যখন অধীন স্বামী প্রধান সম্পত্তিতে নির্দ্দিষ্ট স্বার্থজন্য উহার দখল পাইবার অধিকারী হন তখন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব স্থগিত হয়।

স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব স্থগিত হইবার কথা।

৫০ ধারা। কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে চলুক এমত দাওয়া করিবার অধীন স্বামীর কোন স্বত্ব নাই; এবং যদি প্রধান স্বামী অধীন স্বামীকে এমত কোন নোটিস দিয়া থাকেন যে তদ্দ্বারা অধীন স্বামী অসঙ্গত খরচ ব্যতিরেকে অধীন সম্পত্তিকে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের লোপ বা স্থগিত হওন জনিত হানি হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন তবে ২৬ ধারার বিধান সমূহ সত্ত্বেও অধীন স্বামী ঐ রূপ হানি জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার স্বত্ববান নহেন।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ চলিতে থাকুক অধীন স্বামীর এমত দাওয়া করিতে না পারিবার কথা।

যদি উক্তরূপ নোটিস না দেওয়া হইয়া থাকে তবে অধীন স্বামী ঐ রূপ লোপ বা স্থগিত হওন জনিত অধীন সম্পত্তির হানির নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার স্বত্ববান্।

লোপ দ্বারা যে হানি হয় তজ্জন্য ক্ষতি পূরণের কথা।

উদাহরণ।

কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বের ব্যবহার কার্য্যে আমন্দ বলরামের নদীর জল আপনার পয়ঃপ্রণালীতে ফিরাইয়া লইলেন। ঐ ফিরাইয়া লওন অনেক বৎসর অবিছিন্ন ভাবে থাকিল এবং ঐ সময় মধ্যে নদীর খাত অংশতঃ পুরিয়া যায়। তৎপরে আমন্দ আপন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া নদীকে পূর্ব্বতন খাতে বহিতে দিলেন। তজ্জন্য বলরামের ভূমি প্লাবিত হয় এবং উক্ত প্লাবন দ্বারা যে হানি হইল তজ্জন্য বলরাম আমন্দের নামে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ইহা প্রমাণ হইল যে আমন্দ বলরামকে এক মাস পূর্ব্বে ঐ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব পরিত্যাগ সূচক অভিপ্রায়ের এক নোটিস দিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা বলরাম অসঙ্গত খরচ ব্যতিরেকে ঐ হানি নিবারণের উপায় করিতে পারিতেন। অতএব এই মোকদ্দমা অবশ্য ডিসমিস হইবে।

স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্বের পুনর্জীবিত হইবার কথা।

৫১ ধারা। (ক) যদি বিনষ্ট সম্পত্তি বিশ বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে টৈপনস্থী দ্বারা পুনঃ সংস্থাপিত হয়; (খ) বিনষ্ট সম্পত্তি অধীন ইমারত হইলে যদি বিশ বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে ঐ ইমারত পূর্ব্ব স্থানে পুনঃ নির্ম্মিত হয়, এবং (গ) বিনষ্ট সম্পত্তি প্রধান ইমারত হইলে যদি বিশ বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে ঐ ইমারত পূর্ব্ব স্থানে পুনঃ নির্ম্মিত হয় এবং এরূপে নির্ম্মিত হয় যে অধীন সম্পত্তির উপর অধিকতর ভার নিক্ষিপ্ত না হয়, তবে ৪৫ ধারামতে বিলুপ্ত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব পুনর্জীবিত হয়।

যে হস্তান্তরপত্র বা উইলক্রমে স্বামিত্বের একত্ব উৎপন্ন হয় উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী দ্বারা তাহা অসিদ্ধ করা গেলে ৪৬ ধারামতে বিলুপ্ত স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব পুনর্জীবিত হয়। অন্য কোন কারণে স্বামিত্বের একত্ব শেষ হইলে উক্ত ধারামতে বিলুপ্ত আবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগস্বত্ব পুনর্জীবিত হয়।

৪৭ ধারামতে স্বত্ব বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে স্বত্ব স্থগিত থাকিবার কারণ নিরাকৃত হইলে স্থগিত স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব পুনর্জীবিত হয়।

উদাহরণ।

খ ম মক ক্ষেত্রের নির্ব্যূঢ় স্বামী স্বরূপ আমান্দর বলরামের গ নামক ক্ষেত্রের উপর দিয়া তথায় যাইবার পথস্বত্ব আছে। আমন্দ বিশবৎসরের নিমিত্ত বলরামের স্থানে গ নামক ক্ষেত্রের পাট্টা লন। যতকাল আমন্দ ঐ ক্ষেত্রের পাট্টাদার থাকেন ততকাল স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব স্থগিত থাকে। কিন্তু যখন আমন্দ ঐ পাট্টা চন্দ্রকে হস্তান্তর করিয়া দেন কিম্বা বলরামকে ফিরাইয়া দেন ঐ পথ স্বত্ব পুনর্জীবিত হয়।

---

৬ অধ্যায়।

লাইসেন্স বিষয়ক বিধি।

লাইসেন্স শব্দের অর্থ।

৫২ ধারা। যদি এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বা অন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে আপনার স্থাবর সম্পত্তিতে বা তাহার উপর এরূপ কিছু করিবার বা করিতে থাকিবার স্বত্ব দেন যাহা ঐ স্বত্বাভাবে অবৈধ হইত এবং যদি ঐ স্বত্ব উক্ত সম্পত্তিগত কোন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব বা স্বার্থ না হইয়া উঠে, তবে ঐ স্বত্বকে লাইসেন্স বলা যায়।

কে লাইসেন্স দিতে পারে তদ্বিষয়ক কথা।

৫৩ ধারা। লাইসেন্স সংক্রান্ত সম্পত্তিতে আপনার যে স্বার্থ থাকে কোন ব্যক্তি যে অবস্থায় ও যে পরিমাণে তাহা হস্তান্তর করিতে পারেন তিনি সেই অবস্থায় ও সেই পরিমাণে লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

লাইসেন্স দেওয়া স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ হইতে পারিবার কথা।

৫৪ ধারা। লাইসেন্স দেওয়া স্পষ্টবাক্যে হইতে পারে কিম্বা লাইসেন্সদাতার আচরণ হইতে ভাবতঃ অনুমিত হইতে পারে, এবং কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব সৃষ্টিসূচক নিয়মপত্র ঐ কার্য্য নিমিত্ত নিষ্ফল হইলে লাইসেন্স সৃষ্টি বিষয়ে কার্য্যকর হইতে পারে।

আইনমত আনুষঙ্গিক লাইসেন্সের কথা।

৫৫ ধারা। কোন স্বার্থ ভোগ করিবার নিমিত্ত বা কোন স্বত্ব ব্যবহার করিবার নিমিত্ত যে সকল লাইসেন্স আবশ্যক হয়, তৎসমুদয় উক্ত স্বার্থের বা স্বত্বের স্থাপনেই ভাবতঃ থাকে। উক্ত লাইসেন্স গুলিকে আনুষঙ্গিক লাইসেন্স বলে।

উদাহরণ।

আমন্দ আপনার ভূমির উপরিস্থ বৃক্ষ বলরামের নিকট বিক্রয় করেন। বলরাম ঐ ভূমির উপর যাইয়া উক্ত বৃক্ষ লইবার অধিকারী।

যে স্থলে লাইসেন্স হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫৬ ধারা। ভিন্ন প্রকারের অভিপ্রায় স্পষ্ট ব্যক্ত না হইলে বা অবশ্যসম্ভাবী রূপে না বুঝাইলে, সাধারণের আমোদপ্রমোদ স্থানে যাইবার লাইসেন্স, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি হস্তান্তর করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্তরূপ স্থলে না হইলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্স হস্তান্তর করিতে পারিবেন না কিম্বা তাঁহার চাকরেরা বা কর্ম্মকারকেরা তাহার ব্যবহার করিতে পারিবে না।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ বলরামকে ইচ্ছামতে আমান্দর ক্ষেত্রের উপর বেড়াইবার স্বত্ব দেন। ঐ স্বত্ব বলরামের কোন স্থাবর সম্পত্তিগত করা হয় না। উক্ত স্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(খ) গবর্ণমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের ভূমির উপর কিয়ৎকালের নিমিত্ত শস্য রাখিবার চালা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবার লাইসেন্স বলরামকে দেন। বিপরীত ভাবের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে বলরামের চাকরেরা চালা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ঐ ভূমিতে প্রবেশ করিতে, তথায় চালা প্রস্তুত করিতে, ঐ চালায় শস্য রাখিতে এবং তথা হইতে শস্য স্থানান্তর করিতে পারিবে।

দোষ প্রকাশ সম্বন্ধে লাইসেন্সদাতার কর্ত্তব্যের কথা।

৫৭ ধারা। লাইসেন্স সংস্পৃষ্ট সম্পত্তির যে দোষ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তি সম্বন্ধে বিপজ্জনক হইবার সম্ভাবনা তাহা লাইসেন্সদাতা যদি অবগত থাকেন কিন্তু লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবগত না থাকেন, তবে উক্ত লাইসেন্সদাতা লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট ঐ দোষ প্রকাশ করিতে বাধ্য।

যাহাতে সম্পত্তি বিপজ্জনক হয় লাইসেন্সদাতার এরূপ কর্ম্ম না করিবার কথা।

৫৮ ধারা। লাইসেন্সসংস্পৃষ্ট সম্পত্তি যাহাতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তি সম্বন্ধে বিপজ্জনক হইবার সম্ভাবনা লাইসেন্সদাতা এরূপ কিছু না করিতে বাধ্য।

লাইসেন্সদাতার স্থানে হস্তান্তরক্রমে গৃহীতা লাইসেন্স দ্বারা বাধ্য না হইবার কথা।

৫৯ ধারা। লাইসেন্সদাতা তৎসংস্পৃষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা ঐ লাইসেন্স দ্বারা গ্রহীতা বলিয়া বাধ্য নহে।

লাইসেন্স যে স্থলে রহিত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৬০ ধারা। লাইসেন্সদাতা লাইসেন্স রহিত করিতে পারিবেন; কেবল নিম্নলিখিত স্থলে পারিবেন না:—

(ক) যদি সম্পত্তির কোন হস্তান্তর করণের সহিত লাইসেন্সের সংযোগ থাকে এবং ঐ হস্তান্তর করণ বলবৎ থাকে;

(খ) যদি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্সক্রমে কর্ম্ম করিয়া স্থায়ী ভাবের কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

৬১ ধারা। কোন লাইসেন্স স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ রহিত হইতে পারে।

(ক) কোন ক্ষেত্রের স্বামী ঐ ক্ষেত্রের উপর দিয়া পথ ব্যবহার করিবার লাইসেন্স দেন। লাইসেন্স রহিত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ পথের উপরিস্থ একটি দরজা চাবী দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখেন। ঐ লাইসেন্স রহিত হইবে।

(খ) কোন ক্ষেত্রের স্বামী অ[illegible] ঐ ক্ষেত্রের উপর [illegible] জমা করিয়া রাখিবার লাইসেন্স [illegible]কে দেন। [illegible] সেই ক্ষেত্র [illegible]কে পাট্টা করিয়া দেন কিম্বা তাঁহার নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত লাইসেন্স রহিত হইবে।

লাইসেন্স যেস্থলে রহিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে তাহার কথা।

৬২ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে লাইসেন্স রহিত হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাবে, অর্থাৎ

(ক) যদি লাইসেন্সদাতার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণে লাইসেন্স সংস্পৃষ্ট সম্পত্তিতে লাইসেন্সদাতার কোন স্বার্থ আর না থাকে,

(খ) যদি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ লাইসেন্সদাতাকে বা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে উহা ছাড়িয়া দেন,

(গ) যদি লাইসেন্স নির্দ্ধারিত কালের নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়া থাকে কিম্বা বিশেষ কোন কার্য্য করিলে বা না করিলে উহা ব্যর্থ হইবে এই নিয়মে লাইসেন্স প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ঐ কাল গত হয় কিম্বা ঐ নিয়মমত কার্য্য হয়।

(ঘ) যদি লাইসেন্সসংস্পৃষ্ট সম্পত্তি বিনষ্ট হয় কিম্বা প্রবল শক্তি কর্ত্তৃক এরূপ স্থায়ী ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি আর আপনার স্বত্ব ব্যবহার করিতে পারেন না;

(ঙ) যদি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্সসংস্পৃষ্ট সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বামিত্বের অধিকারী হন;

(চ) যদি লাইসেন্স কোন বিশেষ কার্য্য জন্য প্রদত্ত হয় এবং ঐ কার্য্য সাধিত বা পরিত্যক্ত হয় বা অসাধ্য হইয়া উঠে;

(ছ) যদি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষ কোন পদ, কর্ম্ম বা ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে লাইসেন্স দেওয়া যায় এবং যদি ঐ পদ, কর্ম্ম বা ভার না থাকে

(জ) যদি [illegible] বিশদ্বৎসর কাল ঐ লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন চুক্তিক্রমে ঐ [illegible] ব্যবহারাভাব না হইয়া থাকে;

(ঝ) আনুষঙ্গিক লাইসেন্স হইলে উহা যে স্বার্থের বা স্বত্বের আনুষঙ্গিক যদি সেই স্বার্থ বা স্বত্ব বিলুপ্ত হয়।

লাইসেন্স রহিত হইলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বের কথা।

৬৩ ধারা। কোন লাইসেন্স রহিত করা গেলে, সেই সংস্পৃষ্ট সম্পত্তি ত্যাগ করণার্থ এবং ঐ সম্পত্তির উপর যে কোন মাল রাখিবার অনুমতি হইয়াছিল তাহা স্থানান্তর করণার্থ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি যুক্তিমত সময় পাইবার অধিকারী।

উচ্ছেদ হইলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বের কথা।

৬৪ ধারা। মূল্য লইয়া লাইসেন্স দেওয়া গেলে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে স্বত্বের নিমিত্ত চুক্তি করেন লাইসেন্সক্রমে সেই স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিজের কোন দোষ না থাকিলেও লাইসেন্সদাতা যদি তাঁহাকে উচ্ছেদ করেন, তবে তিনি ঐ লাইসেন্সদাতার স্থানে ক্ষতি পূরণ আদায় করিবার অধিকারী।

আর, জে, ক্রোস্থোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A AND B. L.
Bengali Translator

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২৩ মে।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ৭ আইন।

আটর্ণির ক্ষমতাসংক্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।

আটর্ণির ক্ষমতাসংক্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধন করিবার জন্য এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১ ধারা। এই আইন "আটর্ণির ক্ষমতা সংক্রান্ত ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

সংক্ষেপ নাম।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে;

আরম্ভ।

এবং ইহা ১৮৮২ সালের মে মাসের প্রথম দিবসে বলবৎ হইবে।

২ ধারা। আটর্ণির ক্ষমতাগ্রহীতা, উচিত বোধ করিলে, ক্ষমতাদাতার অনুমতিক্রমে কোন নিবন্ধপত্র, লেখা বা বিষয় আপনার নাম ও স্বাক্ষর সহযোগে, এবং মোহর করা আবশ্যক হইলে আপনার মোহর সহযোগে সম্পাদন করিতে বা করিতে পারিবেন; এবং উক্তরূপে যে প্রত্যেক নিবন্ধপত্র, লেখা ও বিষয় সম্পাদিত বা কৃত হয়, তাহা ক্ষমতাগ্রহীতা ক্ষমতাদাতার নামে ও তদীয় স্বাক্ষর ও মোহর সহযোগে সম্পাদন করিলে বা করিলে আইনমতে যেরূপ বলবৎ হইত সেইরূপ বলবৎ হইবে।

আটর্ণির ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার কথা।

এই আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সম্পাদিত লেখ ক্রমে সৃষ্ট, আটর্ণির ক্ষমতার প্রতি এই ধারা বর্ত্তিবে।

৩ ধারা। কোন টাকা দিবার বা কার্য্য করিবার পূর্ব্বে, ক্ষমতাদাতা মরিলে কিম্বা উন্মাদ, অসুস্থমনা, দেউলিয়া বা যোগ্যহীন হইলে, কিম্বা ক্ষমতা রহিত করিলে, যে ব্যক্তি ঐ টাকা দেন বা কার্য্য করেন উক্ত দিবার বা করিবার সময়ে ঐরূপ মৃত, উন্মাদ, অসুস্থমনা, দেউলিয়া বা যোগ্যহীন হইবার বা ক্ষমতা রহিত হইবার কথা যদি তাঁহার জানা না থাকে, তবে তিনি সরলমনে আটর্ণির ক্ষমতাক্রমে যে টাকা দেন বা কার্য্য করেন তজ্জন্য ঐরূপ ঘটনাহেতুক দায়ী হইবেন না।

মৃত্যুপ্রভৃতির সম্বাদ না পাইয়া ক্ষমতাক্রমে আটর্ণি যে টাকা দেন তাহা সিদ্ধ হইবার কথা।

কিন্তু উক্তরূপে যে কোন টাকা দেওয়া যায় তাহাতে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তির টাকাগ্রহীতার বিরুদ্ধে যে কোন স্বত্ব থাকে এই ধারাক্রমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না; এবং টাকাদাতা টাকা না দিলে তাঁহার বিরুদ্ধে ঐ ব্যক্তির যেরূপ প্রতিকার থাকিত, টাকাগ্রহীতার বিরুদ্ধেও তদ্রূপ প্রতিকার থাকিবে।

এই আইন বলবৎ হইবার পরে যে সকল টাকা দেওয়া ও কার্য্য করা যায়, কেবল তৎপ্রতি এই ধারা বর্ত্তিবে

৪ ধারা। (ক) যে কোন লেখ্যক্রমে আটর্নির ক্ষমতা সৃষ্টি হয়, তাহার সম্পাদন আফিডেবিট, রাজব্যবস্থামত প্রতিজ্ঞা বা অন্য উপযুক্ত সাক্ষ্যক্রমে সপ্রমাণীকৃত হইলে ঐ লেখ্য যে হাইকোর্টের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে সেই হাইকোর্টে, আফিডেবিট বা প্রতিজ্ঞাপত্র থাকিলে তৎসহিত, গচ্ছিত রাখা যাইতে পারিবে।

আটর্নির ক্ষমতা সৃষ্টিসূচক মূল লেখ্য গচ্ছিত রাখিবার কথা।

(খ) উক্তরূপে যে সকল লেখ্য গচ্ছিত রাখা যায় তাহার স্বতন্ত্র ফাইল রাখিতে হইবে; এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ ফাইল তল্লাসী করিতে ও উক্তরূপে গচ্ছিত রাখা প্রত্যেক লেখ্য দেখিতে পারিবেন; এবং তিনি প্রার্থনা করিলে উহার সংসিদ্ধ প্রতিলিপি তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(গ) উক্তরূপ গচ্ছিত রাখা কোন লেখ্যের প্রতিলিপি আফিসে উপস্থিত করা যাইতে ও সংসিদ্ধ প্রতিলিপি বলিয়া ইস্টাম্প বা চিহ্নিত করা যাইতে পারিবে, এবং ঐরূপে ইস্টাম্প বা চিহ্নিত করা গেলে সংসিদ্ধ প্রতিলিপি হইবে ও তাহা বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) উক্তরূপে গচ্ছিত রাখা কোন লেখ্যের সংসিদ্ধ প্রতিলিপি আর কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে ঐ লেখ্যে যাহা আছে তাহার ও উহা হাইকোর্টে গচ্ছিত থাকিবার উপযুক্ত সাক্ষ্য হইবে।

(ঙ) এই ধারার কার্য্যপক্ষে এবং (ক), (খ) ও (গ) প্রকরণমতে যে ফী লইতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি সহকারে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য হাইকোর্ট সময়ে২ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(চ) ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র রেঙ্গুনের রিকার্ডরের কোর্ট এই ধারার কার্য্যপক্ষে হাইকোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

(ছ) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে বা পরে আটর্নির ক্ষমতা সৃষ্টিসূচক যে কোন লেখ্য সম্পাদিত হয়, তৎপ্রতি এই ধারা বর্ত্তিবে।

৫ ধারা। কোন বিবাহিত স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্ত ব্যবহার হউন বা না হউন, উইল ভিন্ন যে কোন লেখ্য সম্পাদন বা অন্য যে কোন কার্য্য আপনি করিতে পারিতেন, তাহা তাবৎ নিমিত্ত অবিবাহিতা ও পূর্ণবয়স্ক হইলে যেরূপ পারিতেন, এই আইনের বলে সেইরূপ উইল ভিন্ন কোন লেখ্য দ্বারা আপনার পক্ষে আটর্নি নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং আটর্নির ক্ষমতা সৃষ্টিসূচক লেখ্যসম্বন্ধে এই আইনের বিধান তৎপ্রতি বর্ত্তিবে।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের আটর্নি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

এই আইন বলবৎ হইবার পর যে সকল লেখ্য সম্পাদিত হয়, কেবল তৎপ্রতি এই ধারা বর্ত্তিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৩ মে।]

৬ ধারা। ন্যাসধারী ও বন্ধকগ্রহীতার ক্ষমতা বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩৯ ধারা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৬৬ সালের ২৮ আইনের ৩৯ ধারা রহিত হইবার কথা।

আর, জে, ক্রস্থোয়েট।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন মন্ত্রিসভার শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৮২ সালের ২ মার্চ্চ তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।—

১৮৮২ সালের ৮ আইন।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন সংশোধনার্থ আইন।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করণার্থ নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

হেতুবাদ।

১ ধারা। উক্ত আইনের ৪০ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে "১০৯" এই অঙ্কের পূর্ব্বে "৬৪, ৬৭, ৬৬, ৭১," এই২ অঙ্ক দিতে হইবে।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪০ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের সংশোধন।

২ ধারা। উক্ত আইনের ৬৪ ধারায় "অপরাধির অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে" এই২ কথার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, যথা,—

উক্ত আইনের ৬৪ ধারার সংশোধন।

"যে অপরাধে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধে অপরাধির কারাদণ্ড সহিত বা তদ্ব্যতীত অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে,

"এবং যে অপরাধে কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে, সেই অপরাধে অপরাধির অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে"।

৩ ধারা। ৬৭ ধারায় "অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারিলে" এই কথার পর 'অর্থদণ্ডের টাকা না দিলে আদালত যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে এবং" এই২ কথা দিতে হইবে।

উক্ত আইনের ৬৭ ধারার সংশোধন।

৪ ধারা। উক্ত আইনের ৭১ ধারায় নিম্নলিখিত প্রকরণটি যোগ করিতে হইবে।—

উক্ত আইনের ৭১ ধারায় যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

"প্রচলিত যে আইনক্রমে অপরাধের লক্ষণ বা দণ্ড নিরূপিত হয়, কোন বিষয় তদ্রূপ কোন আইনের দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র লক্ষণের অন্তর্গত অপরাধ হইলে, কিম্বা

"যে কএক ক্রিয়ার এক বা একাধিক ক্রিয়ায় কোন অপরাধ হয়, সেই কএক ক্রিয়া সমবেত হইয়া বিভিন্ন অপরাধ হইলে,

"যে আদালত অপরাধির বিচার করেন সেই আদালত তদ্রূপ কোন এক অপরাধ নিমিত্ত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন ঐ অপরাধী তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইবে না।"

৫ ধারা। উক্ত আইনের ৭৩ ধারায় "এক বৎসরের কম হইলে" এই কথার পরিবর্ত্তে "এক বৎসরের অনধিক হইলে" এই২ কথা দিতে হইবে।

উক্ত আইনের ৭৩ ধারার সংশোধন।

৬ ধারা। উক্ত আইনের ২১৪ ধারায় বর্জ্জিত কথার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে, যথা,—

উক্ত আইনের ২১৪ ধারায় নূতন বর্জ্জিত কথা দিবার কথা।

"বর্জ্জিত কথা।—যে কোন স্থলে আইনমতে অপরাধের রফা হইতে পারে, সেই স্থলে ২১৩ ও ২১৪ ধারার বিধান খাটিবে না।"

৭ ধারা। উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় "তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে" এই কথার পরিবর্ত্তে "কিম্বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইবে" এই২ কথা দিতে হইবে।

উক্ত আইনের ৩০৯ ধারার সংশোধন।

৮ ধারা। উক্ত আইনের ৩৩৫ ধারায় "গুরুতর পীড়া জন্মাইলে" এই কথার পূর্ব্বে "ইচ্ছাপূর্ব্বক" এই শব্দটি দিতে হইবে।

উক্ত আইনের ৩৩৫ ধারার সংশোধন।

৯ ধারা। উক্ত আইনের ৪১০ ধারায় "চোরা দ্রব্য বলা যায়" এই কথার পর নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে, যথা,—

উক্ত আইনের ৪১০ ধারার সংশোধন।

"ঐ হস্তান্তর বা অবৈধ ব্যবহার বা বিশ্বাসঘাতকতা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে বা বাহিরে যেখানে করা যাউক না কেন"; এবং ঐ ধারা ইহাতে "অপরাধ" এই শব্দটি উঠাইয়া দিতে হইবে।

১০ ধারা। উক্ত আইনের ৪৩৫ ধারায় "তাহার অধিক মূল্যের কোন সম্পত্তির" এই কথার পরে নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে, যথা,—

উক্ত আইনের ৪৩৫ ধারায় যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

"কিম্বা কৃষিজাত সম্পত্তি হইলে দশ টাকা কি তাহার অধিক মূল্যের কোন সম্পত্তির"।

১১ ধারা। এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে; এবং ইহা ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে বলবৎ হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি। আরম্ভ।

আর, জে, ক্রস্থোয়েট,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ২ মার্চ্চ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ৯ আইন।

বন্দিদের ১৮৭১ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন।

১৮৭১ সালের ৫ আইন (অর্থাৎ আদালতের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ বন্দিদের আইন সংগ্রহকরণার্থ আইন) সংশোধন করা বিহিত, অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

হেতুবাদ।

১ ধারা। এই আইন "বন্দিদের আইন সংশোধনার্থ ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

সংক্ষেপ নাম।

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে;

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

এবং ইহা ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে বলবৎ হইবে।

আরম্ভ।

২ ধারা। উক্ত আইনের ৩৩ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, যথা,—

১৮৭১ সালের ৫ আইনের ৩৩ ধারার পরিবর্ত্তে ধারা দিবার কথা।

"৩৩ ধারা। যে বন্দিদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহাদিগকে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে২ স্থানে পাঠাইতে হইবে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ সেই২ স্থান নিরূপণ করিতে পারিবেন; এবং যে ব্যক্তির উপর দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই ব্যক্তি অন্য অপরাধে পূর্ব্বকৃত দণ্ডাজ্ঞাক্রমে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করিতে না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক উক্তরূপ ব্যক্তিদিগকে ঐ২ নিরূপিত স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিবেন।"

যাহাদের দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাহাদিগকে যে২ স্থানে পাঠাইতে হইবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সেই২ স্থান নিরূপণ করিবার কথা।

সেই২ স্থানে তাহাদিগকে পাঠাইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা দিবার কথা।

আর, জে, ক্রস্থোয়েট,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. & B. L.
Bengali Translator.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৩ মে।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ৬ জুন।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৮২ সালের ১০ মার্চ্চ তারিখে অনুমোদন করাতে, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ১১ আইন।

ভারতবর্ষীয় তারিফ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।

সূচীপত্র।

কষ্টমের মাসুলবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ও অন্যাং কার্য্যার্থ আইন।

হেতুবাদ।

সমুদ্রপথে যে মালের আমদানী ও রপ্তানী হয়, তাহার উপর কষ্টমের যে মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তদ্বিষয়ক আইন সংশোধন করা ও ভারতবর্ষের মধ্যে ইউরোপীয় ভিন্নাধিকারগত যেং স্থান আছে এবং দেশীয় নৃপতিদের অধিকারগত যেং দেশ আছে সেইং স্থানের ও দেশের সীমা পার করিয়া যে মাল আনা যায় তাহার উপর মাসুল আদায় করিবার বিধান করা, ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষে যে

মদিরা চোয়ান যায় তাহার উপর আবকারীর অত্যুক্ত মাসুল ধার্য্য করা বিহিত, এইং কারণে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষীয় তারিফ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি আরম্ভ।

এই আইন আদন ছাড় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে; এবং ইহা বিধিবদ্ধ হইলেই প্রচলিত হইবে।

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলে যেং আইনের উল্লেখ আছে, সেই সেই আইন ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে রহিত করা গেল।

সংরক্ষণার্থ প্রকরণ।

কিন্তু উক্তরূপ কোন আইনমতে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত এবং বিধি ও আজ্ঞা কৃত হইয়া এক্ষণে বলবৎ আছে, তৎসমুদয় যত দূর এই আইনসঙ্গত হয় ততদূর এই আইন মতে প্রকাশিত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ আইনে ও বাবস্থায় ভারতবর্ষীয় তারিফবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের যে সকল উল্লেখ থাকে তৎসমুদয় এই আইনের উল্লেখ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

লবণ, আফীম ও মদিরা ভিন্ন যে কোন দ্রব্য ব্রিটিষ ভারতবর্ষের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে লইয়া যাওয়া যায়, তাহার উপর এই আইনের কোন কথাক্রমে কষ্টমের মাসুল আদায় করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল না।

তফসীলে যে মাসুল ধার্য্য হইল তাহা আদায় করিবার কথা।

৩ ধারা। এই আইন যে ২ বন্দরে প্রচলিত হয় সেই ২ বন্দরে এই আইনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফসীলের নির্দ্ধারিত মাসুল ধার্য্য হইয়া আদায় হইবে।

কোচিন হইতে মরিচ রপ্তানী করিবার কথা।

৪ ধারা। কোচিনের বন্দর হইতে যে গোলমরিচ সমুদ্রপথে রপ্তানী হয় মান্দ্রাজের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব সময়েং সেই গোলমরিচের উপর খান্দি প্রতি ৯৲ টাকার অনধিক যত মাসুল নিরূপণ করেন তাহা আদায় করা যাইবে। এই ধারামতে যে মাসুল আদায় করা যায় উক্ত বন্দরের কষ্টমের কালেক্টর সাহেব প্রতি বৎসরের শেষে কিম্বা তাহার পর যত শীঘ্র হইতে পারে সেই মাসুল আদায় করিবার খরচ বাদ দিয়া, মান্দ্রাজের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব সময়েং যে প্রকারে ও যে হারানুসারে নিরূপণ করেন সেই প্রকারে ও সেই হারানুসারে ত্রিবাঙ্কুড়ের ও কোচিনের গবর্ণমেন্টকে ঐ মাসুল দিবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ৬ জুন।]

মাল নিম্নলিখিত সীমা পার হইলে যেং মাসুল লাগিবে, তাহার কথা।

৫ ধারা। স্থলপথে নিম্নলিখিত স্থানে ও দেশে যে মাল যায় বা যাহা তথা হইতে আইসে তাহার উপর যথাক্রমে এই আইনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হারে কষ্টমের মাসুল আদায় করা যাইবে।—

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ইউরোপীয় ভিন্নাধিকারের উপনিবেশের।

(ক) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সমুদ্র তটে ইউরোপীয় ভিন্নাধিকারের যে উপনিবেশ আছে;

ভিন্নাধিকারগত দেশের।

(খ) পরে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তৎক্রমে যে দেশ ভিন্নাধিকারগত দেশ বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

কোন দেশ ভিন্নাধিকারগত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবার কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে, মান্দ্রাজের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ও বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব আপনং শাসনাধীন দেশের মধ্যে ও সীমার নিকট অবস্থিত দেশীয় কোন নৃপতির যে রাজ্য ঐং দেশের আদালতের বা দেওয়ানী কর্তৃপক্ষদের বিচারাধিপত্যের অধীন নহে, সেইং রাজ্য এই ধারার কার্য্যপক্ষে ভিন্নাধিকারগত দেশ বলিয়া গণ্য হইবে, সময়েং স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া, এই কথা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া, অন্য কোন দেশীয় নৃপতির রাজ্য এই ধারার কার্য্যপক্ষে ভিন্নাধিকারগত দেশ বলিয়া গণ্য হইবে, এই কথা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষে যে মদ চোয়ান যায় তাহার উপর আবকারী মাসুলের কথা।

৬ ধারা। আরো ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে মদ চোয়ান যায় তাহার আবকারী মাসুল, ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষে যে মদিরার আমদানী হয় তাহার উপর কষ্টমের মাসুল, এই দুইয়ের পরস্পর উপযুক্ত সম্বন্ধ থাকা উচিত, এই কারণে এইং বিধান করা গেল।—

যে মদিরার আমদানী হয়, এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে তাহার উপর যে হারে মাসুল ধার্য্য হইল, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এতৎপক্ষে সময়েং যে সাধারণ বিধি বা যে বিশেষ আজ্ঞা করেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহা প্রবল মানিয়া, সময়েং আপনার শাসনাধীন দেশের কিম্বা তদ্দেশের কোন অংশের অন্তর্গত সকল কি কোনং ভাটিখানায় যে মদিরা চোয়ান যায় তাহার উপর সেই হারের অনধিক হারে আবকারী মাসুল ধার্য্য করিতে পারিবেন।

আরও এইক্ষণে মদিরার উপর যে মাসুল লাগে তাহা আদায় করিবার যে সকল বিধান প্রবল আছে, যে মদিরার উপর এই ধারামতে নির্দ্ধারিত মাসুল দেওয়া হয় নাই সেই মদিরারও প্রতি সেই বিধান খাটিবে।

১৮৬৩ সালের ১৬ আইনের ১ ধারায় "৩ টাকার হিসাবে" এই কথার পরিবর্ত্তে "৫ টাকার অনধিক হারে" এইং কথা দিতে হইবে।

আমদানী করা মদিরা, আফীম ও লবণ সর্টিফিকেট দ্বারা রক্ষিত হইলে, তাহার মাসুলের কথা।

৭ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দর হইতে আমদানী করা মদিরা, আফীম ও লবণ তদর্থে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ত্তৃপক্ষের সর্টিফিকেট দ্বারা রক্ষিত হইলে, তৎসম্বন্ধে ঐ সর্টিফিকেট ক্রমে যে মাসুল দেওয়া হইয়াছে দৃষ্ট হয় এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলমতে আদেয় মাসুল তদপেক্ষা যে পরিমাণে অধিক হয়, ঐ মদিরা প্রভৃতির উপর কেবল সেই পরিমাণ মাসুল ধরা যাইবে।

ঐ আফীমের বা লবণের মূল্য বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে কোন টাকা দেওয়া গেলে, ঐ টাকা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী মাসুল বলিয়া গণ্য হইবে না।

মাসুল ও দ্রব্যসম্বন্ধীয় কোন২ বিধান বর্ত্তাইবার কথা।

৮ ধারা। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সহিত যত দূর সম্পর্ক থাকে, মাসুল আদায় ও মাসুলযোগ্য দ্রব্য সম্বন্ধীয় ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের যে ২ বিধান রহিত করা যায় নাই তাহা, এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সহিত যতদূর সম্পর্ক থাকে ঐ প্রকারের ১৮৫৭ সালের ২৯ আইনের যে২ বিধান রহিত করা যায় নাই তাহা, আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহিত ৫ ধারায় (খ) প্রকরণমতে বা তাহার বলে আদেয় মাসুলের ও মাসুলযোগ্য দ্রব্যের প্রতি বর্ত্তিবে।

বিজ্ঞাপন রহিত করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। এই আইনমতে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায়, তৎপ্রকাশকারী কর্ত্তৃপক্ষ তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

প্রথম তফসীল।

যে২ আইন রহিত হইল।

নাম ও নম্বর।	সংক্ষেপ নাম।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৬৯ সালের ১১ আইন ...	মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের ভূমির কষ্টম বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইন ...	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭৫ সালের ১৬ আইন ...	ভারতবর্ষীয় তারিফ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন	ঐ
১৮৭৮ সালের ১১ আইন ...	ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন ...	৮ ধারা ও দ্বিতীয় তফসীল।

দ্বিতীয় তফসীল।

আমদানী তারিফ।

নম্বর।	দ্রব্যের নাম।	প্রতি	তারিফী মূল্য	মাসুলের হার।
১	অস্ত্র বারুদাদি ও সৈনিক সামগ্রী— আগ্নেয় অস্ত্র ও তাহার অংশ—			টাকা।
	(১) পিস্তোল ছাড়া প্রত্যেক বন্দুকাদির নিমিত্ত	...	...	৫০৲
	(২) ঐ বন্দুকাদির এক চুঙ্গি কি দোচুঙ্গি থাকিলে প্রত্যেকের ...	...	...	৩০৲
	(৩) প্রত্যেক পিস্তোলের ...	...	...	১৫৲
	(৪) পিস্তোলের এক চুঙ্গি কি দোচুঙ্গি থাকিলে প্রত্যেকের ...	...	...	১০৲
	(৫) বন্দুকাদিতে যে২ ইসপ্রিঙ্গের ব্যবহার হয় তাহার প্রত্যেকের	...	...	৮৲

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৩ জুন।]

নম্বর ।	দ্রব্যের নাম ।	প্রতি ।	তারিফী মূল্য ।	মাসুলের হার ।
				টাকা ।
	(৬) বন্দুকের কুন্দা, ও নাহি ও ব্লক ও লোড়া প্রত্যেকের… … …	……	……	৫৲
	(৭) রিবলবরের চুঙ্গির গোড়াভাগে যত টোটা ধরে প্রত্যেকের …	……	……	২৷৷০
	(৮) টোটা বাহির করিবার যন্ত্র ও চিমটা ও কুঁদের পাতা, ও পিন ও ইস্ক্রু ও টাজ ও বেল্ট ও বড় অঙ্গুলির টুকরা ও ঘোড়া ও ঘোড়ার গারদ ও মারিতেপ ও পিষ্টন ও পাত ও এই আইনে বন্দুকাদির অন্য যেং অংশের বিধান করা যায় নাই ও বন্দুকাদি সাফ করিবার কি লাগাইয়া দিবার কি ভরিবার অন্য যেং যন্ত্রের ব্যবহার হয় প্রত্যেকের …	……	……	১৷৷০
	(৯) টোটা প্রস্তুত করিবার কি ভরিয়া দিবার কি বন্ধ করিবার প্রত্যেক যন্ত্রের …	……	……	১০৲
	(১০) টোটার ক্যাপ লাগাইবার প্রত্যেক যন্ত্রের …	……	……	২৷৷০
	১ বর্জ্জিত কথা ।—এই তফসীলের ৫ ও ৬ ও ৮ ও ৯ ও ১০ শীর্ষকের লিখিত দ্রব্যাদি প্রথম ও তৃতীয় শীর্ষকের লিখিত আগ্নেয় অস্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া উক্ত অস্ত্রের সহিত একই আবরণের মধ্যে সাজান থাকিলে তাহার উপর মাসুল লাগিবে না ।			
	২ বর্জ্জিত কথা ।—যে কর্ম্মচারী রাজদূত, সৈনিক বা পোলীসের নির্দ্দিষ্ট পোষাক পরিতে পারেন তাঁহার নিয়ামত সাজের অংশস্বরূপ যে অস্ত্র হয় ও সৈনিক কোন কর্ম্মচারির সাজে যে রিবলবর বা দুইটি পিস্তল থাকে তাহার উপর মাসুল লাগিবে না ।			
	১ উপবিধি ।—যিনি আইনমতে উপরিলিখিত তালিকার নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদি স্বীয় অধিকারে রাখিতে স্বত্ববান হন এমত কোন ব্যক্তি নিজ ব্যবহারার্থে সঙ্গত পরিমাণে তাহা আমদানী করিলে, তাহার মূল্যের উপর শতকরা দশ টাকার অধিক মাসুল আদায় করা যাইবে না ।			
	২ উপবিধি ।—উক্ত কোন দ্রব্যাদি প্রকারান্তরে আমদানী করা গিয়া এই নম্বরমতে তাহার উপর মাসুল আদায় হইলে, বা হইতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত মতে যিনি আইনক্রমে তাহা স্বীয় অধিকারে রাখিতে			

নম্বর।	দ্রব্যের নাম।	প্রতি।	তারিফী মূল্য।	মাসুলের হার।
	স্বত্ববান হন এমত কোন ব্যক্তি নিজ ব্যবহারার্থে সঙ্গত পরিমাণে ঐ আমদানীকারকের স্থানে তাহা খুচরা ক্রয় করিলে, আমদানীকারক কষ্টমের কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহার মূল্যের উপর শতকরা দশ টাকার অধিক মাসুল ফিরিয়া পাইবার বা স্থল বিষয়বিশেষে ক্ষমা হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও ঐ সকল দ্রব্যাদি যে তাহাই, ও ঐ আমদানীকারক অন্যান্য প্রকারে টাকা ফিরিয়া কি মাসুলের ক্ষমা পাইবার স্বত্ববান কালেক্টর সাহেব হৃদ্বোধম ত ইহা জানিলেই তদনুসারে দিবেন।			
	সামান্য বারুদ ..	পৌণ্ড ...	।/০	শতকরা ১০ টাকা।
	শীকারের নিমিত্তে ঐ ..	ঐ ..	১৲	
	অন্যান্য প্রকারের ...	.. ...	মূল্যানুসারে	
২	শরাব—			
	ঘনীভূত বা সারাংশে বর্দ্ধিত না হইলে এল, বীয়র ও পোর্টর ...	ইম্পীরিয়ল গ্যালন বা ছয় কুয়ার্ট বোতল প্রতি।	...	/০
	সাইডর ও অন্য গাঁজলা শরাব ...			
	লিকিউর ...	ঐ	৲	৩৲ টাকা।
	কেবল শিল্পাদি বা কিমিতি বিদ্যা ঘটিত কার্য্যে যে শরাব ব্যব হার হইবার অভিপ্রায় থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে ও একেবারে মনুষ্যের পানের অনুপযোগী করা গেলে ..	...	মূল্যানুসারে	শতকরা ৫৲ টাকা।
	লণ্ডন প্রুফের তুল্য তীব্র সুরার শতকরা বিশভাগের কম পরিমাণে বণিক দ্রব্যে, ঔষধে বা কিমীয় দ্রব্যাদিতে শরাব ব্যবহার করা গেলে ...	...	মূল্যানুসারে	শতকরা ৫৲ টাকা।
	শতকরা বিশ ভাগ বা তদূর্দ্ধ পরিমাণে ঐ রূপে শরাব ব্যবহার করা গেলে ...	ইম্পারিয়ল গ্যালন কিম্বা লণ্ডন প্রুফের তুল্য, তীব্র ছয় কুয়ার্ট বোতল।	...	৪ টাকা, আর লণ্ডন প্রুফ হইতে যত তীব্র হয় তদনুসারে মাসুল বৃদ্ধি হইবে।

নম্বর।	দ্রব্যের নাম।	প্রতি।	তারিফী মূল্য।	মাসুলের হার।
	শরাব সুগন্ধি করিয়া কাষ্টপাত্রে কিম্বা চাবি উক্তের অধিক ধরে এরূপ বোতলে রাখা গেলে	ইম্পীরিয়ল গ্যালন বা লণ্ডন প্রুফের তুল্য তীব্র ছয় কুয়ার্ট বোতল।	...	৪৲টাকা, আর লণ্ডন প্রুফ হইতে যত তীব্র হয় তদনুসারে মাসুল বৃদ্ধি হইবে।
	উগ্র শরাব, অন্যান্য প্রকারের ওয়াইন ...	ঐ		
	শামপেন ও অন্য সকল প্রকারের স্পার্কলিং ওয়াইন।	ইম্পীরিয়ল গ্যালন বা ছয় কুয়ার্ট বোতল।	...	২৷৷০
	অন্য সকল প্রকারের ওয়াইন ...	ঐ	...	১৲
৩	আফীম, গবর্ণমেন্টের ছাড়চিঠি না থাকিলে।	৮০ তোলায় সের	...	২৪৲ টাকা
৪	লবণ ...	৮২⅞ পৌণ্ড পরিমিত ভারতবর্ষীয় মণ।	...	যে স্থানে আমদানী হয় সেই স্থানে প্রস্তুত লবণের উপর যৎকালে যে হারের নেমকের মাসুল আদায় হইতে পারে সেই হার।

তৃতীয় তফসীল।

রপ্তানী তারিফ।

দ্রব্যের নাম।	প্রতি।	তারিফী মূল্য।	মাসুলের হার।
ধান্য বা চাউল ...	৮২⅞ পৌণ্ড পরিমিত ভারতবর্ষীয় মণ।	...	৴৩

আর, জে, ক্রসোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M. A. and B. L. *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২ [৬ জুন।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১৩ জুন।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ১০ মার্চ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ১২ আইন।

ভারতবর্ষীয় লবণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।

সূচীপত্র।

পঞ্চম অধ্যায়।

আটক ও তল্লাশ ও ক্রোক ও গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতার কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

তফসীল।

যেই আইন রহিত হইল।

লবণের উপর মাসুলের বিধান করণার্থ ও অন্যান্য কার্য্যার্থ আইন।

লবণের উপর মাসুল আদায় করণবিষয়ক, এবং ব্রিটিষ ভারতবর্ষ ও উক্ত দেশ দিয়া লবণ আমদানী ও চালান করণ ও ব্রিটিস ভারতবর্ষে লবণ ও শোরা প্রস্তুত করণ বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

হেতুবাদ।

১ প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষীয় লবণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" বলিয়া খ্যাত হইতে পারিবে ও ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।

এই ধারা ও ২, ৭ ও ৮ ধারা এবং এই আইনের কোন বিধানের বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধির বিরুদ্ধে যে অপরাধ করা যায়, তদ্বিষয়ে এই আইনে যেই কথা থাকে তাহা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

যৎকালে যেই দেশ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ও পঞ্জাবের শ্রীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের এবং অযোধ্যার, মধ্যপ্রদেশের ও আজমীর ও মৈরবারার প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের শাসনাধীন থাকে, সেইই দেশে ও সিন্ধু প্রদেশে ও পাটনা খণ্ডের জিলাসমূহে ও মধ্য ভারতবর্ষস্থ গবর্ণর জেনরল সাহেবের এজেন্টের বিচারাধীন ব্রিটিষ অন্তর্ভুক্ত দেশে এই আইনের অন্যান্য অংশ বর্ত্তিবে।

এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে আইনের যেই অংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে আজ্ঞাপত্র প্রচার করিয়া, এই ধারার

আইনের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবার কথা।

তৃতীয় প্রকরণের লিখিত দেশ, প্রদেশ ও জিলা ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে প্রচলিত করিতে পারিবেন।

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের তফসীলে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎসমুদয় ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যতদূর উল্লেখ হইয়াছে ততদূর রহিত হইবে; কিন্তু কোন আইনমতে যেং বিধি প্রণীত, অনুমতি ও ছাড়পত্র প্রদত্ত, মূল্য ও মাসুল অবধারিত, বিজ্ঞাপন প্রকাশিত ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়া এখনও বলবৎ আছে তৎসমুদয় যত দূর এই আইনসঙ্গত হয় তত দূর এই আইনমতে প্রণীত, প্রদত্ত, অবধারিত, প্রকাশিত ও অর্পিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথা বিবেচনায় ভাবান্তর দৃষ্ট না হইলে, এই আইনে,

"উক্ত দেশ"

"উক্ত প্রদেশ" এই কথা এই আইনের যে ধারায় থাকে, সেই ধারা যৎকালে যেং দেশে প্রচলিত থাকে, "উক্ত প্রদেশ" বলিতে সেইং দেশ বুঝাইবে।

"আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর:"

"আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর" বলিতে লবণের রাজস্বের উত্তর ভারতবর্ষীয় আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনর বুঝাইবে, এবং এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন ব্যক্তিকে আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনরের ক্ষমতা দেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী।"

"লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী" বলিতে উত্তর ভারতবর্ষীয় লবণ বিভাগের কোন কর্ম্মচারী বুঝাইবে, এবং এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন ব্যক্তিকে লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারির ক্ষমতা দেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"শোরা।"

"শোরা" শব্দে রাশা ও সাজী, ও লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে অন্য যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা, ও খারিনুন ও সকল প্রকারের সাজিমাটি ও ক্ষার লবণ গণ্য।

"নিমক পোক্তান"

"নিমক পোক্তান" এই শব্দে শোরা প্রস্তুত করিবার জন্যে লবণ পৃথক কি পরিষ্কার করণ, ও আহার্য্য লবণ উৎপন্ন করিবার নিমিত্তে মাটি কি অন্য দ্রব্য হইতে লবণ পৃথক করণ কার্য্য, ও লবণের স্বাভাবিক সঞ্চার কি প্রস্ফোটন স্থানে খনন কি উদ্ধার করণ কার্য্যও গণ্য।

খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের ক্ষমতামতে যিনি কার্য্য করিতে পারিবেন তাঁহার কথা।

৪ ধারা। এই আইনে খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি যেং ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যভার প্রদত্ত ও অর্পিত হইয়াছে, যেং স্থানে ঐরূপ কোন কমিশ্যনর সাহেব না থাকেন, সেইং স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এতদর্থে সময়েং যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন সেই কার্য্যকারক সেইং ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে ও সেইং কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন।

উত্তর ভারতবর্ষীয় লবণের রাজস্বের কমিশ্যনরের কথা।

৫ ধারা। এই আইনমতে লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের কর্ত্তাস্বরূপ একজন কার্য্যকারক থাকিবেন। তিনি উত্তর ভারতবর্ষীয় লবণের রাজস্বের কমিশ্যনর নামে খ্যাত হইবেন। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এবং স্থগিত বা অপসারিত করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

লবণ ও শোরা পোক্তান ও রিফাইন করিবার কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের

৬ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব, সময়েং বিধি প্রণয়ন করিয়া,

নিমক ও শোরা পোক্তান ও রিফাইন করিতে বিধান করিবার,

(ক) উক্ত তাবৎ প্রদেশের মধ্যে কিম্বা তাহার কোন অংশে নিমক পোক্তান করিতে কিম্বা শোরা প্রস্তুত ও রিফাইন করিতে একেবারে, কিম্বা যে নিয়ম বিহিত বোধ করেন এমত নিয়মাধীনে, নিষেধ করিতে পারিবেন,

ও লাইসেন্সের ফী নির্দ্ধার্য্য করিবার,

(খ) নিম্নলিখিত লাইসেন্সের ফী নির্দ্ধার্য্য করিবেন, কিন্তু উক্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত নিম্নলিখিত টাকার অধিক লইবেন না,

	টাকা
শোরা প্রস্তুত ও রিফাইন করিবার ও সেইং কার্য্যকরণ সময়ে লবণ পৃথক করিয়া পরিষ্কার করিবার লাইসেন্স	৫০৲
শোরা প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স ...	২৲
সূর্য্যোত্তাপে বাষ্পীকরণ পাত্রে খারিনুন পোক্তান করিবার লাইসেন্স...	১০৲
কৃত্রিম উত্তাপে খারিনুন পোক্তান করিবার লাইসেন্স	২৲
লবণাক্ত অন্যং দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স	২৲

ও মাসুল আদায়ের বিধান করিবার

(গ) উক্ত প্রদেশের মধ্যে যে প্রকারে যে সময়ে যে স্থানে যে ব্যক্তিদের দ্বারা এই আইনমতে ধার্য্যকৃত মাসুল আদায় করা যাইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন;

ও শোরা প্রস্তুত করিবার স্থানের নিকট লবণ রাখিবার বিধান করিবার,

(ঘ) যে স্থানে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কি তৎপক্ষে লবণ গোলাজাত কি বিক্রয় হইয়া থাকে, সেই স্থানের, কিম্বা শোরা যে স্থানে প্রস্তুত কি রিফাইন করা গিয়া থাকে এমত কোন কারখানার ও তৎসংক্রান্ত স্থানের সীমাঞ্চল হইতে যাহার অতি নিকট কোন অংশ একশত গজের অধিক দূর হইবে না এমত কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, সেই স্থানের মধ্যে লবণ রাখিবার ও গোলাজাত ও বিক্রয় করিবার বিধান করিতে পারিবেন,

(৬) অন্য যে স্থানে লবণ পোশ্তান হইয়া থাকে, তাহার চতুর্দ্দিগে স্থান নিরূপণ করিয়া ঐ স্থানের মধ্যে লবণ রাখিবার ও গোলাজাত ও বিক্রয় করিবার বিধান করিতে পারিবেন।

ও যে স্থানে লবণ পোশ্তান হয় তাহার নিকট লবণ রাখিবার বিধান করিবার ক্ষমতার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

লবণের মাসুল ও মূল্যবিষয়ক কথা।

৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিয়া,

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন অংশে যে লবণ পোশ্তান করা বা স্থল পথে আমদানী করা হয়, তাহার উপর ৮২ ; পৌণ্ড পরিমিত মণ প্রতি তিন টাকার অনধিক হারে মাসুল ধার্য্য করিতে পারিবেন ;

লবণ পোশ্তানের উপর মাসুল ধার্য্য করিবার,

(খ) ঐরূপে যে মাসুল ধার্য্য করা হয় তাহা কমাইয়া দিতে বা ক্ষমা করিতে পারিবেন, এবং উক্তরূপে যে মাসুল কমাইয়া দেওয়া বা ক্ষমা করা যায় সেই মাসুল পুনর্ব্বার ধার্য্য করিতে পারিবেন ;

মাসুল কমাইয়া দিবার বা ক্ষমা করিবার,

(গ) ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বা তৎপক্ষে যে লবণ খনন করা, পোশ্তান করা বা বিক্রয় করা যায়, তাহা ন্যূনকল্পে কত মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্ট লবণ খননাদি করিলে ঐ লবণের ন্যূনতম মূল্য ধার্য্য করিবার কথা।

এই আইনমতে যে মাসুল দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবার সময়ে দশ সেরের ভগ্নাংশ দশসের বলিয়া গণ্য হইবে।

৮ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং যে কোন সাধারণ বিধি বা বিশেষ আজ্ঞা করেন, তাহার নিয়মাধীনে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বা তৎপক্ষে যে লবণ খনন করা, পোশ্তান করা বা বিক্রয় করা যায় সেই লবণ ন্যূনকল্পে যত মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে ইহা সময়েং স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ধার্য্য করিতে পারিবেন।

লবণ খননাদি করা গেলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের তাহার ন্যূনতম মূল্য ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

চতুর্থ অধ্যায়।

লবণের রাজস্বের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।

৯ ধারা। কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কোন অপরাধ করিলে,

দণ্ডের কথা।

(ক) এই আইনের, কিম্বা এই আইনমতে যে কোন বিধি করা যায় তাহার বিপরীত কোন কার্য্য করিলে,

(খ) এই আইনমতে কিম্বা উক্ত কোন বিধিমতে যে মাসুল কি খরচা দেনা হয়, তাহা ফাকী দিলে,

(গ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে অপরাধ করিবার উদ্যোগ কি সহায়তা বলিয়া যাহা নির্ণয় করা গিয়াছে তদনুসারে কোন ব্যক্তি এই ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের লিখিত কোন অপরাধ করিতে উদ্যোগ কি সহায়তা করিলে,

তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

এবং যে মাজিষ্ট্রেট ঐ অপরাধ নির্ণয় করেন, আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর সাহেব কিম্বা লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যকারক প্রার্থনা করিলে, তিনি এই আইনের বিধানের কিম্বা উক্ত কোন বিধির বিরুদ্ধে লবণ কি শোরা প্রস্তুত কি রিফাইন করিবার নিমিত্ত গঠিত কি প্রস্তুত সকল বিষয় ও সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি জব্দ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। ৯ ধারামতে, কিম্বা রাহাদারী মাসুল বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ১১ ধারামতে কিম্বা এই আইনক্রমে যে কোন বিধান রহিত করা গেল সেই বিধানমতে, কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে পর, যদি ৯ ধারামতে তাহার অপরাধ পুনশ্চ নির্ণয় হইয়া থাকে, তবে ৯ ধারামতে প্রথমবার সেই অপরাধ প্রযুক্ত তাহার যে দণ্ড হইতে পারিত তদতিরিক্ত তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে,

দ্বিতীয়বার ও তৎপরে অপরাধ নির্ণয় হইলে দণ্ডের কথা।

ও তৎপরে আর যতবার সেই ৯ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, পূর্ব্বকার অপরাধ নির্ণয় হইয়া তাহার যে দণ্ড হইতে পারিত তদতিরিক্ত তাহার আর ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

১১ ধারা। আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর সাহেব, কিম্বা লবণের রাজস্বের অন্য যে কার্য্যকারক সব-ইন্স্পেক্টরের নিম্ন শ্রেণীর না হন তিনি নালিশ না করিলে, ৯ ধারামতে কিম্বা রাহাদারী মাসুল বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ১১ ধারামতে অপরাধের নালিশ গ্রাহ্য হইবে না।

নালিশ উপস্থিত করিবার ভার যাহার প্রতি বর্ত্তিবে তাহার কথা।

ও যে অপরাধের নালিশ হয় সেই অপরাধ করা গেলে পর ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত করা না গেলে গ্রাহ্য হইবে না।

নালিশ করিবার মিয়াদের কথা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে, তাহা হইতে যে মাজিষ্ট্রেটের ন্যূন ক্ষমতা না থাকে তিনি উক্তরূপ অপরাধের বিচার করিবেন।

বিচারাধিপত্যের কথা।

১২ ধারা। ৯ ধারায় যে অপরাধের কথা লেখা আছে, যে লবণ কি শোরা লইয়া সেই অপরাধ করা যায়, তৎসমুদয়, ও সেই লবণ কি শোরা যে পাত্রে কি বস্তুর কি আবরণে থাকে, ও যে গাড়ী বলদ প্রভৃতি দ্বারা তাহা লইয়া যাওয়া যায় তাহাও জব্দ হইবে।

যে দ্রব্য লইয়া অপরাধ হইল তাহা জব্দ হওয়ার কথা।

যে দ্রব্য ধরা পড়ে তাহার ওজন পাঁচ সেরের অধিক হইলে, ঐ অপরাধ যে করা গিয়াছে যথায় ধরা পড়ে সেই দেশ খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কার্য্যকারকের রিপোর্ট দ্বারা, কিম্বা যদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাহা লইয়া এই কথা হৃদ্বোধমতে জানিলে, তিনি সেই দ্রব্য জব্দ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন, কিম্বা জব্দ করণ হইতে ন্যূনতর যে দণ্ড উচিত বোধ করেন তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

পাঁচ সেরের অধিক ধরা পড়িলে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ে এই ধারায় দেশ খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবদের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া গেল, পাঁচ সেরের অনধিক ধরা পড়িলে আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর সাহেবের সেইং ক্ষমতা থাকিবে, এবং ঐ দ্রব্য যে পাত্রে কি বস্তায় কি আবরণে থাকে তাহাও তিনি জব্দ করিতে পারিবেন।

উক্ত কমিশ্যনর সাহেব এই ধারামতে কোন দ্রব্য জব্দ বলিয়া প্রকাশ করিলে, ঐ দ্রব্য যে পাত্রে কি বস্তায় কি আবরণে থাকে ও তাহা লইয়া যাইতে যে বলদ গাড়ী প্রভৃতির ব্যবহার হয় তাহাও জব্দ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন।

দণ্ডস্বরূপ অধিক মাসুল আদায় করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং বিধি প্রণয়ন করিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, ৯ ধারায় যে অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে মাসুলের যোগ্য কোন লবণ লইয়া সেই অপরাধ করা গিয়াছে, লবণের রাজস্বসংক্রান্ত যে কার্য্যকারক আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টরের নিম্ন শ্রেণীর না হন তিনি ঐ বিধির নির্দ্দিষ্টমতে এই কথা হৃদ্বোধজনকরূপে জানিতে পাইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে নালিশ উপস্থিত না করিয়া কিম্বা জব্দ করণের উদ্দেশে কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া, ঐ লবণের উপর দণ্ডস্বরূপ আরও মাসুল ধার্য্য করিবেন, কিন্তু এই আইনের তৃতীয় অধ্যায়মতে যে মাসুল আদায় হইতে পারে তাহার অধিক লইবেন না।

যে লবণ লইয়া সেই অপরাধ করা গেল তাহার ওজন পাঁচ সেরের অধিক হইলে, যথায় দণ্ড ধার্য্য হয় সেই দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট অগৌণে উক্ত প্রকারের দণ্ড ধার্য্য হওয়ার রিপোর্ট করিতে হইবে, পাঁচ সেরের অধিক না হইলে, আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে,

ও যে কমিশ্যনর কিম্বা স্থানবিশেষে যে আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করা যায়, তাঁহার অনুমতি লওয়া প্রয়োজন।

৯ ধারার লিখিত অপরাধ উপেক্ষা করিবার দণ্ডের কথা।

১৪ ধারা। ৯ ধারায় যে অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে, কোন জমীদার বা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা কোন জমীদারের বা ভূম্যধিকারীর গোমাশ্তা সেই অপরাধ হওয়ার কথা জানিয়াও ইচ্ছাক্রমে তাহাতে উপেক্ষা করিলে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে তাহা হইতে যে মাজিষ্ট্রেটের ন্যূন ক্ষমতা না থাকে তাঁহার আজ্ঞামতে সেই জমীদারপ্রভৃতির উক্ত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

আটক ও তল্লাশ ও ক্রোক ও গ্রেফ্তার করিবার ক্ষমতার কথা।

লাইসেন্স অনুসারে যে স্থানে কোন দ্রব্য পোখ্তান হয়, তাহা তল্লাশ করিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কার্য্যকারক এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, এই আইনমতে কিম্বা এই আইনক্রমে প্রণীত বিধিমতে প্রদত্ত লাইসেন্স অনুসারে যে স্থানে কোন দ্রব্য পোখ্তান বা পরিষ্কার করা হয় সেই স্থানে যে কোন সময়ে প্রবেশ করিয়া তাহা তল্লাশ করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ থাকিলে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিবার ও যে মাল জব্দ হইবার যোগ্য তাহা ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে দণ্ডযোগ্য হইয়াছে, লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কর্ম্মকারকের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি সেই ব্যক্তিকে থামাইয়া আটক রাখিতে পারিবেন;

ও ৯ ধারায় যে অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে, কোন লবণ বা শোরা সম্বন্ধে সেই প্রকারের অপরাধ করা গিয়াছে কিম্বা তাহার উপর কোন মাসুল দেনা আছে এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি সেই লবণ কি শোরা ও তাহা যে পাত্রে কি বস্তায় কি আবরণে থাকে ও তাহা লইয়া যাইবার জন্যে যে বলদ গাড়ী প্রভৃতির ব্যবহার হয় তাহাও ধরিয়া রাখিতে পারিবেন।

গ্রেফ্তার করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি শেষোক্ত প্রকারের কোন অপরাধ করিয়াছে, লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কর্ম্মকারকের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিতে পারিবেন।

বেআইনীমতে পোখ্তান হইতেছে কোন কর্য্যকারক এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, তাঁহার যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

১৮ ধারা। যে স্থানের লাইসেন্স নাই সেই স্থানে লবণ কি শোরা বেআইনীমতে প্রস্তুত কি রিফাইন কি গোলাজাত করা যাইতেছে, লবণের রাজস্বসংক্রান্ত সব-ইনস্পেক্টরের অনধীন শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারক এই কথা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইলে,

তিনি যত দূর পারেন (ক) কোন ব্যক্তির স্থানে সেই সন্ধান জানিতে পাইলে ঐ সম্বাদদাতার নাম ও বাসস্থান ও বৃত্তি, ও (খ) ঐ কর্ম্মকারকের বিশ্বাসমতে লবণ কি শোরা যে ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে প্রস্তুত কি রিফাইন কি গোলাজাত করা যাইতেছে সেই গৃহাদি যে স্থানে আছে ও তাহা যে প্রকারের ও (গ) যে ব্যক্তির নিমিত্তে কি যাহার দ্বারা লবণ কি শোরা প্রস্তুত কি রিফা-

ইন কি গোলাজাত করা যাইতেছে তাহার নাম, ও (ঘ) লবণ কি শোরা অনুমান যে প্রকারের যত আছে, ও তাহা বেআইনীমতে প্রস্তুত কি রিফাইন কি গোলাজাত করা যাইতেছে এমত বিশ্বাস করিবার যে কারণ থাকে, এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিবেন।

পরে উক্ত যে ঘর কি নৌকা কি স্থান তল্লাশ করিতে হইবে, তাহা যে পোলীস থানার এলাকার মধ্যে থাকে সেই থানার অধ্যক্ষের নামে সমন লিখিয়া তাঁহাকে আপনার সঙ্গে২ যাইতে আজ্ঞা করিবেন।

প্রবেশ করিয়া তল্লাশ করিতে পারিবার কথা।

পরে লবণ কি শোরা যে ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে উক্ত প্রকারে প্রস্তুত কি রিফাইন কি গোলাজাত হওন বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইবার মধ্য কোন সময়ে সেই ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশ করিতে পারিবেন, কিন্তু হেড কনষ্টেবলের শ্রেণীর নিম্নস্থ নয় সর্ব্বদা পোলীসের এমত কার্য্যকারকের সাক্ষাতে ঐ কার্য্য করিবেন।

ও কোন বাধা দেওয়া গেলে তিনি কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন ও তাঁহার প্রবেশ করিবার অন্য যে বাধা থাকে তাহা বলপূর্ব্বক সরাইয়া ফেলিতে পারিবেন।

ও উক্ত প্রকারে বেআইনীমতে প্রস্তুত কি রিফাইন কি গোলাজাত করা সকল লবণ ও শোরা, ও সেই লবণ কি শোরা প্রস্তুত কি রিফাইন করিবার নিমিত্তে যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার হয় তাহাও ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

এবং ঐ ঘরের কি নৌকার কি স্থানের দখলীকারকে ও সেই লবণ কি শোরা প্রস্তুত কি রিফাইন কি গোলাজাত করিতে কিম্বা তাহা লুকাইয়া রাখিতে যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকেও আটক রাখিয়া তল্লাশ করিতে ও উচিত বোধ করিলে গ্রেফ্তার করিতে পারিবেন।

উক্ত প্রকারে যে স্থানে প্রবেশ করা গেল তন্মধ্যে যদি তৎকালে কোন স্ত্রীলোক থাকে, ও দেশাচারমতে সেই স্ত্রীলোক সাধারণের সমক্ষে না যায়, তবে যে কার্য্যকারক ঐ স্থানে প্রবেশ করেন তিনি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধিমতে কার্য্য করিবেন।

যে ঘর কি নৌকা কি স্থান তল্লাশ করিতে হইবে তাহা যে স্থানে থাকে তথায় সম্ভ্রান্ত লোকের বাস থাকিলে, যে কার্য্যকারক ঐ কার্য্য চালাইবেন তিনি ঐ সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ তল্লাশী কার্য্যের সাক্ষী হইবার নিমিত্ত ডাকিয়া আনিবেন, ও সেই ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ, এবং হইতে পারিলে যে ঘর কি নৌকা কি স্থান তল্লাশ করিতে হইবে তাহার দখলীকারের সাক্ষাৎ ও ঐ তল্লাশ করা যাইবে।

কোন স্ত্রীলোকের গা তল্লাশী করা আবশ্যক হইলে লজ্জাশীলতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অন্য একজন স্ত্রীলোকদ্বারা তাহা করিতে হইবে।

পোলীসের কার্য্যকারক সঙ্গে না গেলে তাহার কথা।

১৯ ধারা। লবণের রাজস্বসংক্রান্ত কোন কর্ম্মকারক লিখিয়া ১৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্যের নিমিত্তে পোলীস থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারককে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেও তিনি অস্বীকার করিলে বা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে না আইলে, কিম্বা আপনার অধীন হেড কনষ্টেবলের নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মকারক ভিন্ন কোন কর্ম্মকারককে না পাঠাইলে, উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি মাল ক্রোক করিলে কি স্থান তল্লাশী করিলে তাহার রিপোর্ট করিবার কথা।

২০ ধারা। আসিষ্টাণ্ট কমিশানরের নিম্ন শ্রেণীর লবণের রাজস্বসংক্রান্ত কোন কর্ম্মকারক এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিয়া রাখিলে,

কিম্বা এই আইনমতে জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া কোন দ্রব্য ক্রোক করিলে,

কিম্বা সেই প্রকারের কোন দ্রব্য তল্লাশ করিবার জন্যে কোন ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে প্রবেশ করিলে

তিনি যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করেন, আসিষ্টাণ্ট কমিশানর সাহেবের স্থানে তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে, আসিষ্টাণ্ট কমিশানর সাহেবকে জানাইবার নিমিত্ত, ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার কিম্বা ঐ মাল ক্রোক করিবার কি গৃহাদিতে প্রবেশ করিবার পর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনার উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকট ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কি ঐ মাল ক্রোক করিবার ও স্থান তল্লাশ করিবার তাবৎ বিবরণের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন।

এই ধারামতে যে কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখেন, তিনি কিম্বা তাঁহার উপরিস্থ কার্য্যকারক আসিষ্টাণ্ট কমিশানর সাহেবের স্থানে সাধারণমতে ক্ষমতা পাইলে, সেই ধৃত ব্যক্তিকে, সাধ্যমতে ত্বরায়, হয় ঐ বিষয় লইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন, না হয় ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিবেন।

১৮ ধারামতে যে তল্লাশী কার্য্য করা যায়, পোলীসের যে২ কার্য্যকারক তাহা করিবার সময়ে উপস্থিত থাকেন তাহার প্রত্যেক জন আপন২ উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকটে তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।

যে দ্রব্য ক্রোক করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

২১ ধারা। এই আইনমতে যাহা জব্দ হইবার যোগ্য পাঁচ সেরের অধিক ওজনের, এমত কোন দ্রব্য ধরা গিয়াছে, আসিষ্টাণ্ট কমিশানর সাহেব এই সংবাদ পাইলেই, সাধ্যমতে ত্বরায় যথায় ধরা গিয়াছে সেই দেশখণ্ডের কমিশানর সাহেবের নিকট ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত রিপোর্ট করিবেন। তাহা হইলে তিনি ১২ ধারামতে কার্য্য করিতে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন।

পাঁচ সেরের অনধিক ওজনের দ্রব্য ধরা পড়িলে আসিষ্টাণ্ট কমিশানর উক্ত ধারামতে আপনই সেই বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১০ জুন]

যে দ্রব্যের উপর আবও মাসুল লওয়া যাইতে পারে তাহা আটক করিয়া রাখা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২ ধারা। ১৭ ধারামতে যে দ্রব্য সম্পর্কে কোন দণ্ডধার্য্য হয়, ঐ ধারামতে যে রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা হইল, সেই রিপোর্টের উপর দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের কিম্বা আসিষ্টান্ট কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞা যত দিন না পাওয়া যায় তত দিন সেই দ্রব্য আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিবে।

পরন্তু যে দ্রব্য লবণের রাজস্বসংক্রান্ত যে কার্য্যকারকের নিকট আটক থাকে, সেই দ্রব্যের স্বামী ঐ কার্য্যকারকের নিকট সেই দণ্ডের টাকা গচ্ছিত রাখিলে, ও সেই দ্রব্যের উপর সামান্যতঃ যত মাসুল ও খরচা দেনা থাকে তাহাও তাঁহাকে দিলে, ঐ দ্রব্য তৎকালেই ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

তদ্রূপে কোন দ্রব্য আটক করিয়া রাখা গেলে, উক্ত আজ্ঞা পাওয়া গেলেই, এই বিষয়ে এই আইনমতে যে বিধি করা যায় ঐ দ্রব্য লইয়া সেই বিধিমতে কার্য্য করা যাইবে।

এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমতে কোন দ্রব্য ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, ও সেই দ্রব্য সম্পর্কে যে দণ্ড ধার্য হইল, খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব কিম্বা স্থলবিশেষে আসিষ্টান্ট কমিশ্যনর সাহেব তাহা কমাইয়া দিলে, কিম্বা তাহার অনুমতি না দিলে, ঐ দ্রব্যের স্বামী সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্যে ছয় মাসের মধ্যে আসিষ্টান্ট কমিশ্যনর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলে ফিরিয়া পাইবেন। যদি খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব ঐ আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে আসিষ্টান্ট কমিশ্যনর সাহেব যে দিনে ঐ আজ্ঞা পান সেই দিনাবধি ঐ ছয় মাস গণনা হইবে। যদি আসিষ্টান্ট কমিশ্যনর সাহেব ঐ আজ্ঞা দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ ছয় মাস গণনা করা যাইবে।

এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমতে যে দণ্ডের টাকা গচ্ছিত করা যায়, তাহা লইবার অনুমতি দেওয়া গেলে,

কিম্বা এই ধারামতে কোন টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিলে, উক্ত ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে তাহা পাইবার দাওয়া না করা গেলে,

উত্তর ভারতবর্ষীয় লবণের রাজস্বের কমিশ্যনর সাহেব প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, উক্ত প্রকারের গচ্ছিত টাকা কিম্বা উক্ত যে টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিত তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে জব্দ করা যাইবে।

যে ব্যক্তিকে ধরা যায় তাহাকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

২৩ ধারা। আসিষ্টান্ট কমিশ্যনর সাহেব কোন ব্যক্তির ধৃত হইবার সম্বাদ পাইলে যদি সেই ব্যক্তিকে লইয়া ২০ ধারার শেষ প্রকরণের পূর্ব্ব প্রকরণমতে কার্য্য না হইয়া থাকে তবে ঐ বিষয়ে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধিপত্য আছে সুবিধামতে ত্বরায় তাঁহারই নিকটে সেই ব্যক্তিকে পাঠাইবেন, কিম্বা তৎকালেই সেই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিবেন।

যে কার্য্যকারকদের লবণের রাজস্বের কর্ম্মকারকদের সাহায্য করিতে হইবে তাহাদের কথা।

২৪ ধারা। পোলীসের সকল কর্ম্মকারকের প্রতি ও গবর্ণমেণ্টের যে কর্ম্মকারকেরা ভূমির রাজস্ব আদায় করণের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের প্রতিও এই ক্ষমতা ও আজ্ঞা দেওয়া গেল যে, লবণের রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মকারকেরা যৎকালে এই আইনমতে কার্য্য করেন তৎকালে তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য করেন।

লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মকারক ক্লেশজনকভাবে তল্লাশ কি ক্রোক প্রভৃতি করাইলে তাহার কথা।

২৫ ধারা। লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কর্ম্মকারক

(ক) সন্দেহ করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও কোন ঘর কি নৌকা কি স্থান তল্লাশ করিলে কি করাইলে,

(খ) ক্লেশজনকভাবে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তিকে আটক, তল্লাশ বা গ্রেফ্তার করিলে,

(গ) এই আইনমতে জব্দ হইবার যোগ্য কোন দ্রব্য ক্রোক কি তল্লাশ করিবার ছলনায় ক্লেশজনকভাবে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক করিলে,

(ঘ) ঐ কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্যে অন্যের হানিজনক কর্ম্ম করা আবশ্যক এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলেও, ঐ কর্ম্মকারকস্বরূপ কোন ব্যক্তির হানিজনক অন্য কোন কর্ম্ম করিলে,

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা থাকে তদপেক্ষা যে মাজিষ্ট্রেটের ন্যূন ক্ষমতা না থাকে, উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার দ্বারা ঐ কর্ম্মকারকের পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ঈর্ষা করিয়া মিথ্যা সন্ধান জানাইয়া এই আইনমতে খানাতল্লাশী করাইলে ঐ ক্ষমতামতে কর্ম্মকারী কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

ক্রোক করিবার ও ক্রোক করা দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার বিধান করণের কথা।

২৬ ধারা। এই আইনমতে যে দ্রব্য ক্রোক করিবার যোগ্য হয়, শ্রীযুত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর জেনরল সাহেব সেই দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয়াদি ও নষ্ট করিবার বিধান করণার্থ এই আইনমতে বিধি করিতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৩ জুন।]

ঐ বিধিতে অন্যং বিষয়ের মধ্যে এইং বিষয়েরও বিধান করা যাইতে পারিবে,—

(ক) কোন জন্তু ক্রোক করিয়া আটক রাখা গেলে, যত দিন আটক থাকে তত দিন ঐ জন্তুর স্বামী কিম্বা যে ব্যক্তির জিম্মায় ছিল সেই ব্যক্তি দিনং তাহার আহারাদির বিধান করিবেন, না করিলে ঐ জন্তু নীলামে বিক্রয় করা যাইবে ও ঐ জন্তুর নিমিত্তে কিছু খরচ হইয়া থাকিলে নীলামে যে টাকা পাওয়া যায় তাহাহইতে ঐ খরচ কাটিয়া লওয়া যাইবে।

(খ) কোন দ্রব্য ক্রোক করা গেলে পর যদি তাহা ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, এবং ঐ বিধিতে যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত হয় স্বামী যদি সেই মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ঐ দ্রব্যের দাওয়া না করেন, ও সেই দ্রব্যের জন্যে যে মাসুল ও দণ্ডের টাকা ও খরচা দেনা হয় তাহা না দিয়া থাকেন, তবে সেই দ্রব্য নীলামে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, ও নীলামদ্বারা যে টাকা পাওয়া যায় তাহাহইতে ঐ মাসুল ও দণ্ডের ও খরচার টাকা শোধ হইবে।

(গ) এই ধারার (ক) বা (খ) প্রকরণমতে নীলাম হইলে পর উক্ত খরচ খরচা বাদে যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে, ঐ ক্রোক করা দ্রব্যের স্বামী বিধির নির্দ্দিষ্ট তিন মাসের অন্যূন মিয়াদের মধ্যে তাহাতে আপনার দাওয়া স্থাপন না করিলে, তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে জব্দ হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

লবণ আমদানী ও চালান করিতে নিষেধ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং বিধি প্রণয়ন করিয়া একান্তভাবে, কিম্বা বিশেষ নিয়মাধীনে, উক্ত প্রদেশে কিম্বা তাহার কোন অংশে লবণ আমদানী করিতে কিম্বা ঐ প্রদেশ কি তাহার কোন অংশ দিয়া লবণ চালান করিতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে নিষিদ্ধ না হইলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে উক্ত কোন প্রদেশ হইতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্য কোন অংশে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন অংশ হইতে উক্ত কোন প্রদেশে লবণ চালান করিবার বাধা হইবে না।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অন্য যেং বিষয়ের বিধি করিতে পারিবেন তাহার কথা।

২৮ ধারা। ইহার পূর্ব্ব বিধানমতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যেং বিষয়ের বিধান করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন তাহা ছাড়া তিনি সময়েং এইং বিষয়েরও বিধান করণার্থে এই আইন সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন,—

(ক) এই আইনমতে যেং কার্য্য করিতে হইবে তাহা যে ব্যক্তিদের দ্বারা যে সময়ে যে স্থানে যে প্রকারে করা যাইবে তাহার,

(খ) লবণের রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মকারকেরা এই আইনমতে যেং আজ্ঞা দেন, তাহার উপর যেং স্থলে ও যে কার্য্যকারকদের নিকটে ও যেং নিয়মাধীনে আপীল হইতে পারিবে তাহার,

(গ) এই আইনমতে লাইসেন্স, ছাড়চিটি, সর্টিফিকেট, দাখিলা, রওয়ানা প্রভৃতি যে দলীল দেওয়া যায় তাহার জন্যে যত টাকা ফী লওয়া যাইবে তাহার, ও সাধারণমতে এই আইনের লিখিত নানা বিধান সফল করিবার।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

২৯ ধারা। এই আইনমতে যে সকল বিধি করা যায় তাহা ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, তাহা হইলে ঐ বিধি আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরের ও লবণের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যকারকের ক্ষমতা অন্যের প্রতি প্রদান করিবার ক্ষমতার কথা।

৩০ ধারা। এই আইনমতে আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর সাহেবের যেং ক্ষমতা থাকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা উত্তর ভারতবর্ষীয় লবণের রাজস্বের কমিশ্যনর সাহেব এই আইনের লিখিত বিধান, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের যে বিধি যৎকালে বলবৎ থাকে তাহা প্রবল মানিয়া, অন্য ব্যক্তির প্রতি সেইং ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন, ও ইহার পূর্ব্ব নানা বিধানমতে লবণের রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারকদের প্রতি যেং ক্ষমতা প্রদান করা গেল তৎসমুদয় কিম্বা তন্মধ্যে কোনং ক্ষমতা অন্যের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

মান্দ্রাজের ১৮৭১ সালের ১ আইন সংশোধনের কথা।

৩১ ধারা। মান্দ্রাজের লবণের উপর আবকারী মাসুল বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের ১১ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে,—

লবণের উপর মাসুল আদায় করিবার কথা।

"১১ ধারা। এই আইন যে জিলায় বা জিলার যে অংশে প্রচলিত করা যায় তন্মধ্যে যে সকল লবণ প্রস্তুত হয়, তাহার আবকারী মাসুল রেবিনিউ বোর্ড সময়েং এতদর্থে যে আজ্ঞা করেন তদনুসারে দেওয়া যাইবে; কিন্তু লবণ যে স্থানে গোলাজাত থাকে যাবৎ সেই স্থান হইতে তাহা লইয়া যাইবার উদ্যোগ না হয় তাবৎ উক্ত মাসুল আদায় করা যাইবে না, ও গোলা হইতে লবণ লইয়া যাইবার পরমিট না থাকিলে কোন লবণ উক্ত প্রকারে লইয়া যাইতে হইবে না। যত লবণ লইয়া যাইবার অনুমতি হইল ও তাহার উপর যত আবকারী মাসুল আদায় হইবে বা প্রাপ্য হয় এইং কথা ঐ পরমিটে লেখা থাকিবে।"

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১৭ অক্টোবর।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৮০ সালের ৯ জুলাই তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।—

১৮৮০ সালের ১২ আইন।

কাজীর পদে লোক নিয়োগ করণার্থ আইন।

পণ্ডিত ও মৌলবী এবং কাজীউল কাজাৎ ও কাজীর পদসম্পর্কীয় আইন রহিত করণার্থ ও পূর্ব্বোক্ত পদ উঠাইয়া দেওনার্থ ১৮৬৪ সালের ১১ আইনের হেতুবাদে অন্যান্য কথার মধ্যে ইহা প্রকাশ করা যায় যে কাজীউল কাজাতের কিম্বা শহরের কি নগরের কি পরগনার কাজীর পদে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক ব্যক্তিদের নিযুক্ত হওয়া অনিহিত, এবং সেই আইনদ্বারা গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক উক্ত কার্য্যকারকদের নিয়োগসম্পর্কীয় আইনগুলি রহিত করা হয়। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোনং অংশের মুসলমান সমাজের প্রথা অনুসারে বিবাহ ব্যাপারে ও অন্য কোনং ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন কালে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কাজীদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক, এজন্য ইহা বাঞ্ছনীয় যে কাজীর পদে লোক নিয়োগ করিবার ক্ষমতা আবার গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া যায়। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "কাজীদের সম্বন্ধীয় ১৮৮০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে;

আরম্ভ। এবং ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

এই আইন প্রথমতঃ কেবল মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে চলিবে। কিন্তু অন্য কোন গবর্নমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তদীয় শাসনাধীন দেশের সমস্ত বা কোন স্থানে ইহা চালাইতে পারিবেন।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

২ ধারা। কোন স্থানীয় চক্র নিবাসী বহুসংখ্যক মুসলমানেরা ঐ স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত এক বা অধিকজন কাজী নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করেন, যখনই স্থানীয় গবর্নমেণ্টের এরূপ প্রতীতি হয়, উক্ত স্থানীয় গবর্নমেণ্ট উচিত বোধ করিলে, ঐ স্থানীয় চক্রনিবাসী প্রধান মুসলমানদের সহিত পরামর্শ করিয়া, এক বা অধিকজন উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইয়া তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে ঐ স্থানীয় চক্রের কাজীর পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

গবর্নমেণ্টের কোন স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত কাজী নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

কোন ব্যক্তি এই ধারামতে যথাযোগ্যরূপে কাজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন কি না এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, এতৎসম্বন্ধে স্থানীয় গবর্নমেণ্ট যে নিষ্পত্তি করেন তাহাই সিদ্ধান্ত হইবে।

এই ধারামতে নিযুক্ত কোন কাজী স্বীয় পদের কর্ম্ম করণোপলক্ষে কোনরূপ অসদাচরণ দোষে দোষী হইলে, কিম্বা যে স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তথায় ক্রমাগত ছয় মাস কাল অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা অন্যত্র বাস করিবার অভিপ্রায়ে সেই স্থানীয় চক্র ছাড়িয়া গেলে, কিম্বা ঋণশোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, কিম্বা পদভার হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিলে, কিম্বা আপন পদের কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেণ্টের মতে তৎপক্ষে অযোগ্য বা শারীরিক অশক্ত হইলে, স্থানীয় গবর্নমেণ্ট যদি উচিত বোধ করেন, উক্ত কাজীকে স্থগিত বা অপসারিত করিতে পারিবেন।

৩ ধারা। এই আইনমতে নিযুক্ত কোন কাজী যে স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তাহার সমস্ত বা কোন স্থানে আপন পদ সংক্রান্ত সমুদয় বা কোন বিষয়ে আপনার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কর্ম্ম করণার্থ এক বা অধিক ব্যক্তিকে আপনার নায়েবস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে কোন নায়েব নিযুক্ত হয় তাহাকে স্থগিত বা অপসারিত করিতে পারিবেন।

নায়েব কাজীদের কথা।

কোন কাজী ২ ধারামতে স্থগিত বা অপসারিত হইলে, যদি তাঁহার কোন নায়েব থাকে, ঐ নায়েব স্থগিত বা, স্থলবিশেষে, অপসারিত হইয়াছে, এইরূপ জ্ঞান হইবে।

৪ ধারা। এই আইনের কোন কথায়, কিম্বা এতৎক্রমে কৃত কোন নিয়োগক্রমে নিম্নলিখিতরূপ জ্ঞান হইবে না, অর্থাৎ,

(ক) এই আইনমতে যে কোন কাজী বা নায়েব কাজী নিযুক্ত হন, তাঁহাদের প্রতি বিচারসম্পর্কীয় বা শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা যে অর্পণ করা গেল, কিম্বা

এই আইনের কোন কথায় কাজীকে বিচার সম্পর্কীয় বা অন্য ক্ষমতা না দিবার, কিম্বা

(খ) কোন বিবাহ ব্যাপারে কিম্বা কোন ক্রিয়া কাণ্ড সম্পাদন কালে এক জন কাজীর বা নায়েব কাজীর যে উপস্থিত থাকা আবশ্যক, কিম্বা

কাজীর উপস্থিত থাকা আবশ্যক না হইবার, কিম্বা

(গ) কোন ব্যক্তি কাজীর কোন কর্ম্ম যে করিতে পারিবেন না, এইরূপ জ্ঞান হইবে না।

কোন ব্যক্তিকে কাজীর কার্য্য করিতে নিবারণ না করিবার কথা।

ডি. ফিটজপাট্রিক,
ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৭ অক্টোবর।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২১ নবেম্বর।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ১৭ মার্চ্চ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ১৫ আইন।

রাজধানীস্থ ছোটআদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।

সূচীপত্র।

৩ অধ্যায়।

ধারা।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

১৬। এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহার নিষ্পত্তি হাই কোর্টে যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা।

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৭। আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা।

১৮। আদালতের যে সকল মোকদ্দমায় বিচারাধিপত্য থাকিবে, তাহার কথা।

১৯। যে২ মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না, তাহার কথা।

২০। অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

২১ আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধে মোকদ্দমার কথা।

২২। ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৪। বিপরীত দাওয়ার স্থল ছাড়া বর্ণনাপত্র না হইবার কথা।

২৫। যে দলীল প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয়, তাহা ফেরত দিবার কথা।

২৬। কোন২ স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

২৭। যে কর্ম্মচারী ওয়ারেণ্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা।

২৮। স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যে দ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

২৯। উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩০। কোন২ স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

ধারা।

৩১। ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালতের দ্বারা জারী করিবার কথা।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২। নাবালগদের কোন২ স্থলে বয়ঃপ্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৩। যে কার্য্য বিচারকার্য্য নয় তাহা করিবার ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৩৪। রেজিষ্ট্রারের জজেরন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

উপবিধি।

৩৫। জজের মত ক্ষমতানুসারে রেজিষ্ট্রারের সমুদয় ডিক্রী জারী করিতে পারিবার কথা।

৩৬। রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে হইক সেইরূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

৩৭। আদালতে বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতের নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৮। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

৩৯। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪০। হাই কোর্টের ডিক্রীজারী করণের কথা।

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় কথা।

৪১। বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা।

৪২। সমন জারী করিবার কথা।

৪৩। দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

৪৪। উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে বেদখলের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতি নিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

৪৫। দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

ধারা।

৪৬। অন্যায়ভাবে আজ্ঞা পাইলে সরখাস্তকারির দায়ের কথা।

এরূপ স্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্ত অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪৭। দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধ মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৪৮। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্য প্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৪৯। দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

---

৮ অধ্যায়।

ক্রোক বিষয়ক বিধি।

৫০। এই অধ্যায়ের স্থানীয় ব্যাপ্তির কথা।

কোন২ খাজানার প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৫১। বেলিফ ও যাচনদার নিযুক্ত করিবার কথা।

৫২। নিযুক্ত ব্যক্তিদের যে প্রতিভূ দিতে হইবে তাহার কথা।

৫৩। ক্রোকী পরওয়ানার প্রার্থনার কথা।

৫৪। ক্রোকী পরওয়ানা দিবার কথা।

৫৫। ক্রোক করিবার সময়ের কথা।

৫৬। বেলিফ যে২ স্থান বলপূর্ব্বক খুলিতে পারিবেন তাহার কথা।

৫৭। যে সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৫৮। আটক করিয়া ক্রোকের কথা।

৫৯। তালিকার ও যাচাইয়া বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ের নোটিসের কথা।

তালিকার ও নোটিসের নকল দাখিল করিবার কথা।

৬০। পরওয়ানা রহিত বা স্থগিত করণার্থ প্রার্থনার কথা।

৬১। নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি ক্রোক করা দ্রব্যের দাওয়া করিলে তাহার কথা।

৬২। খাতককে বা দাওয়াদারকে হানিপূরণ দিতে পারিবার কথা।

৬৩। এক হাজারের অধিক টাকা ঘটিত মোকদ্দমা হাই কোর্টে উঠাইয়া লইবার ক্ষমতার কথা।

৬৪। যাচাইবার কথা।

বিক্রয়ের নোটিসের কথা।

৬৫। বিক্রয়ের কথা।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।

৬৬। ক্রোকের খরচার কথা।

৬৭। খরচার ও বিক্রয়োৎপন্ন টাকার হিসাবের কথা।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

ধারা।

৬৮। এই অধ্যায়মতে না হইলে, ক্রোক না হইবার কথা।

বেআইনী ক্রোক করিলে দণ্ডের কথা।

---

৯ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রত্যর্পণ করিবার কথা।

৬৯। প্রত্যর্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে, তাহার কথা।

৭০। যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রত্যর্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে, ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

---

১০ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

৭১। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৭২। পরওয়ানার ফীর কথা।

৭৩। শুনানীর পূর্ব্বে আপোসে মিটাইলে, অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

৭৪। দরিদ্র ব্যক্তিদের ফী ও খরচার কথা।

৭৫। ফী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৭৬। ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।

৭৭। আদালতের রুসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনে ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

---

১১ অধ্যায়।

সামান্য আমলাদের অসদাচরণের কথা।

৭৮। কর্ম্মচারিদের জরিমানা হইতে পারিবার কথা।

৭৯। আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে বেলিফের বা অন্য কর্ম্মচারির ত্রুটির কথা।

৮০। কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্রুটির কথা।

৮১। আদালতের সাক্ষিদিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।

৮২। আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

---

১২ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

৮৩। কোন২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৪। উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৮৫। ৮৩ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ। কলিকাতা, মাল্রাজ ও বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

---

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। সংক্ষেপ নাম। আরম্ভ। এই আইন "রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে; এবং ইহা ১৮৮২ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নং খবর।]

কিন্তু এই আইনের কোন কথায় সৈন্য সংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইনের ১৫১ ধারার বিধানের কিম্বা উক্ত তারিখের পূর্ব্বে যে কোন ডিক্রী হইয়া থাকে তদধীন কোন ব্যক্তির স্বত্বের বা দায়ের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

২ ধারা। যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা। উক্ত তারিখ অবধি এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইন গুলির যে পরিমাণ তাহাতে উল্লিখিত হইল, সেই পরিমাণ রহিত হইবে।

কিন্তু উক্ত কোন আইনমতে যে সকল আদালত সংস্থাপিত ও নিয়োগ কৃত ও আমিন প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়, যতদূর হইতে পারে, এই আইনমতে সংস্থাপিত ও কৃত ও প্রদত্ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

পূর্ব্ব২ আইনে উল্লেখের কথা। উক্ত তারিখের পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ আইনে এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা যথাসাধ্য এই আইনের বা সেই বিষয় সংক্রান্ত এই আইনের বিধানের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে।

৩ ধারা। আইন সংশোধনের কথা। কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষাকরণের ১৮৫০ সালের ২৩ আইনের ৩ ধারায় "১৮৪৭ সালের ৭ আইন" এই২ কথা ও অঙ্কের পরিবর্ত্তে "রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮ অধ্যায়" এই২ কথা ও অঙ্ক দিতে হইবে; ও 'উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্টমতে" এই কথা রহিত হইল, এবং 'উক্ত আইনের লিখিত অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিশনের সাহেবের" ও "উক্ত কমিশনরদের" এই২ কথার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক স্থলে "কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের" এই কথা দিতে হইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৮ ধারায় "৩৯ অধ্যায়ের" এই অঙ্ক ও শব্দের পর এবং "রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের" এই অঙ্ক ও শব্দগুলি দিতে হইবে।

৪ ধারা। "ছোট আদালত" শব্দের অর্থ। এই আইনে "ছোট আদালত" শব্দে এই আইনমতে কলিকাতা মাল্রাজ বা বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত বুঝাইবে।

---

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

৫ ধারা। ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা। কলিকাতা, মাল্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একটি আদালত থাকিবে। তাহা কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মাল্রাজের বা বোম্বাইয়ের ছোট আদালত নামে খ্যাত হইবে।

ঐ আদালত হাই কোর্টের অধ্যক্ষতাধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

অর্থাৎ ঐ ছোট আদালত ১৮৬২ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখের হাই কোর্ট সংক্রান্ত পেটেণ্টপত্রের ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের মর্ম্মানুসারে কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের হাই কোর্টের অধ্যক্ষতার অধীন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং হাই কোর্টের আপীলী বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত সম্বন্ধে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে ঐ কোর্টের যেং ক্ষমতা আছে ছোট আদালত সম্বন্ধেও সেইং ক্ষমতা থাকিবে।

জজদিগকে নিযুক্ত স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা।

৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া একজনকে চীফ জজ ও আর যত জন উচিত বোধ করেন ততজন লোককে ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; কিন্তু চীফ জজ সমেত ঐরূপ নিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্যূন তিন ভাগের এক ভাগে উক্ত কোন হাই কোর্টের আডবোকেট হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপে নিযুক্ত কোন জজকে স্থগিত করিতে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল বারিষ্টার ছোট আদালতের জজ থাকেন বা উক্ত জজের কর্ম্ম করেন, তাঁহারা এই ধারার কার্য্যপক্ষে হাই কোর্টের আডবোকেট বলিয়া গণ্য হইবেন।

জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা।

৮ ধারা। চীফ জজ পদে ও মর্য্যাদায় জজদের মধ্যে প্রথম গণ্য হইবেন।

অন্য জজেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে পদ ও মর্য্যাদা পাইবেন।

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৯ ধারা। এই আইনে বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তাহাতে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, হাই কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ছোট আদালত যেরূপে উচিত বোধ করেন এই আইনে যে সকল বিষয়ের বিশেষ বিধান নাই তাহার বিধান করণার্থে ও এই আইন ক্রমে বা প্রচলিত অন্য কোন আইনক্রমে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত কোন ক্ষমতানুসারে এক বা একাধিক জজের দ্বারা কার্য্য হইবার বিধানকরণার্থে সেইরূপে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

চীফ জজের দ্বারা আদালতের কর্ম্মবিভাগের কথা।

১০ ধারা। উক্ত বিধি প্রবল থাকিয়া, শ্রীযুত চীফ জজ সাহেব সময়েং ভিন্নং জজদের মধ্যে আদালতের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত উচিত বোধ করেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১ ধারা। পশ্চাল্লিখিতমতে যে স্থলে প্রকারান্তরে বিধান করা গিয়াছে সেই স্থল ছাড়া অন্য কোন স্থলে দুই কিম্বা তদধিক জজ একত্র অধিবিষ্ট হইয়া কোন প্রশ্নসম্বন্ধে ভিন্নমত হইলে, অধিকাংশের মত প্রবল হইবে, এবং আদালত সমান দুই দলে বিভক্ত হইলে, ঐ ভিন্নমত জজদের মধ্যে যদি চীফ জজ একজন হন তিনি, কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে ভিন্নমত জজদের মধ্যে পদ মর্য্যাদায় জ্যেষ্ঠ জজ, যে পক্ষে থাকেন সেই পক্ষের মত প্রবল হইবে।

যে মোহর ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা।

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যৎকালে যে প্রকারের আদেশ করিবেন, ছোট আদালত সেই প্রকারের আকারের ও আয়তনের মোহর ব্যবহার করিবেন।

রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং ঐ আদালতের রেজিষ্ট্রার নামে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি উক্ত আদালতের প্রধান আমলা হইবেন ;

এবং আদালতের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থে ও এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনক্রমে তৎপ্রতি যেং ক্ষমতা প্রদত্ত ও যেং কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে সেইং ক্ষমতানুসারে সেইং কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যত জন আবশ্যক হয় চীফ জজ তত জন ক্লার্ক ও বেলিফ ও অন্য আমলা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের কথা।

চীফ জজ সময়েং এতদর্থে বিধি করিয়া যেরূপ আজ্ঞা করেন, তদনুসারে উক্তরূপে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার ও অন্য কর্ম্মচারিরা উক্ত ক্ষমতাক্রমে আমলার কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

চীফ জজ উক্তরূপে নিযুক্ত কোন রেজিষ্ট্রারকে বা কর্ম্মচারিকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন; কিন্তু যে রেজিষ্ট্রারের বা কর্ম্মচারির মাসিক বেতন একশত টাকা বা তদধিক তাহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে হইবে।

কুড়ি টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমায় রেজিষ্ট্রারকে জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

১৪ ধারা। যে মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য কুড়ি টাকার অনধিক সেই মোকদ্দমার বিচার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রারের প্রতি এই আইনমত জজের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। আর রেজিষ্ট্রার যে কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম, ছোট আদালতের কোন জজ উচিত বোধ করিলে চীফ জজের আজ্ঞাধীনে সেই মোকদ্দমা আপন ফাইল হইতে রেজিষ্ট্রারের ফাইলে চালান করিতে পারিবেন।

জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় বা কারবার না করিবার কথা।

১৫ ধারা। যে জজ বা অন্য কর্ম্মচারী এই আইনমতে নিযুক্ত হন, তিনি যতকাল ঐরূপ জজ বা কর্ম্মচারী থাকেন ততকাল স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তির অংশীরূপ প্রত্যক্ষে পরোক্ষে আডবোকেট, আটর্নি, উকীল বা অন্য

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিবেন না কিম্বা আপন হিসাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির অংশীস্বরূপ কোন কারবার বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবেন না।

উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী ঐ প্রকারে ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিলে বা কারবারাদিতে লিপ্ত হইলে, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৮ ধারামত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী রাজকীয় সনন্দ, পেটেণ্টপত্র, পার্লিয়ামেণ্টের আইন কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সমাজের আজ্ঞাক্রমে সমবায়িত বা রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির মেম্বর হইতে যে পারিবেন না এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

---

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহার নিষ্পত্তি হাই কোর্টে যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা।

১৬ ধারা। কার্য্যপ্রণালী ও রীতি সংক্রান্ত প্রশ্নভিন্ন অন্য যে সকল প্রশ্ন এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে উত্থিত হয়, হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকালে ঐ কোর্ট যে আইন অনুসারে কার্য্য করেন সেই আইন অনুসারে ঐ সকল প্রশ্ন লইয়া কার্য্য ও নিষ্পত্তি হইবে।

---

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা।

১৭ ধারা। হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের যৎকালে যে স্থানীয় সীমা থাকে প্রত্যেক ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের সেই স্থানীয় সীমা হইবে।

আদালতের যে সকল মোকদ্দমায় বিচারাধিপত্য থাকিবে, তাহার কথা।

১৮ ধারা। ১৯ ধারার বর্জ্জিত কথা মানিয়া ছোট আদালতের সমুদয় দেওয়ানী ভাবের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

কিন্তু বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইবে না।

আর ইহাও আবশ্যক যে, (ক) নালিশের হেতু সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে উত্থিত হইয়াছে, এবং নালিশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ঐ আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন; কিম্বা

(খ) মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন; কিম্বা

(গ) প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন; এবং হয় মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, না হয় যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন বা ব্যবসায় না চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন তাঁহারা ঐ রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন।

১ ব্যাখ্যা।—কোন মোকদ্দমায় উত্তর পক্ষে কোন বিপরীত দাওয়া স্বীকার করাতে, দাওয়ার টাকা কমিয়া দুই হাজার টাকার অনধিক হইলে, ছোট আদালতের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

২ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির একস্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্ত বাসা থাকিলে, তাঁহার কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উত্থিত হইলে, তৎ সম্পর্কে উক্ত স্থানেই তাঁহার বাস হইতেছে এমত জ্ঞান হইবে।

৩ ব্যাখ্যা।—কোন সমবায়িত সমাজ কিম্বা কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত আপনার একই বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে অথবা অন্যস্থানে তাহার নিম্নতর কার্য্যালয় থাকিলে ও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে, তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে।

যে২ মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না, তাহার কথা।

১৯ ধারা। নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রাজস্ব ধার্য্য বা আদায় করণ সংক্রান্ত মোকদ্দমায়;

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা কোন গবর্ণর সাহেব, কিম্বা শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার কোন সভ্য স্বীয় পদোপলক্ষে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে কোন ব্যক্তি, যে কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়;

(গ) কোন জজ বা বিচারসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক আপন পদের কার্য্যোপলক্ষে, অথবা কোন আদালতের বা উক্তরূপ কোন জজের বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারকের কোন বিচার বা আজ্ঞামতে কোন ব্যক্তি, যে কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়;

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমায়;

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির বাটওয়ারা হইবার মোকদ্দমায়;

(চ) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সিদ্ধ করিবার বা বন্ধক হইতে তাহা মুক্ত করিবার মোকদ্দমায়;

(ছ) স্থাবর সম্পত্তিতে অন্য কোন স্বত্ত্ব বা স্বার্থ নিরূপণ করিবার মোকদ্দমায়;

(জ) চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমায়;

(ঝ) নিষেধ আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমার;

(ঞ) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমার;

(ট) ন্যাসবত কার্য্য হইবার মোকদ্দমার;

(ঠ) সমুদ্রগামী জাহাজ সম্পর্কীয় সাধারণ গড়পড়তা ও বিমা বিষয়ক মোকদ্দমার;

(ড) সমুদ্র পথে জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিলে, তৎসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার;

(ঢ) পেটেন্ট, গ্রন্থ স্বত্ব বা ব্যবসায়ির চিহ্ন সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার;

(ণ) অংশিত্ব বিলোপ করিবার বা অংশিত্বঘটিত কারবারের হিসাব পাইবার মোকদ্দমার;

(ত) আদালতের ডিক্রীক্রমে সম্পত্তির ও তাহার যথাযোগ্য কার্য্যনির্ব্বাহের হিসাব পাইবার মোকদ্দমার;

(থ) লিখিত বা বাচনিক অপবাদ রটনা, বিদ্বেষজনিত অভিযোগ, পরস্ত্রী গমন বা বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ নিবন্ধন ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার;

(দ) দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃ প্রাপ্তির, স্ত্রী পুনঃপ্রাপণের, কিম্বা বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের মোকদ্দমার;

(ধ) কেবল স্বত্ব নির্ণায়ক ডিক্রী পাইবার মোকদ্দমার;

(ন) পৈতৃক পদ পাইবার মোকদ্দমার;

(প) স্বাধীন রাজা বা দেশাধিকারি সর্দ্দারদের বিরুদ্ধে কিম্বা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমার;

(ফ) কোন হাই কোর্টের বিচারপত্র অনুযায়ী মোকদ্দমার;

(ব) প্রচলিত কোন আইনক্রমে যেং মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ছোট আদালতের নাই সেইং মোকদ্দমার।

অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

২০ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক না হইলে যে মোকদ্দমা ছোট আদালতের গ্রাহ্য হইত, সেই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ যদি লিখিয়া এইরূপ নিয়মপত্র করিয়া থাকেন যে উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিতে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে, তবে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইলেও, উক্ত আদালতের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার বিচারাধিপত্য থাকিবে।

উক্তরূপ প্রত্যেক নিয়মপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে, এবং দাখিল করা গেলে তৎসংক্রান্ত উভয় পক্ষ উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন হইবেন এবং উক্ত মোকদ্দমায় ঐ আদালতের নিষ্পত্তি দ্বারা বদ্ধ হইবেন।

আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধে মোকদ্দমার কথা।

২১ ধারা। যে সকল মোকদ্দমায় ছোট আদালতের কোন কর্ম্মচারী স্বীয় পদোপলক্ষে এক পক্ষ, সেই সকল মোকদ্দমা উক্ত আদালতের পরওয়ানা জারীক্রমে গৃহীত সম্পত্তি বা তদুৎপন্ন টাকার বা তাহার মূল্যের সম্বন্ধে না হইলে, বাদির ইচ্ছামতে, এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে যেরূপে হইত সেই রূপে, হাই কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমাবাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

২২ ধারা। ২১ ধারার লিখিত মোকদ্দমা ভিন্ন ছোট আদালতের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা যদি হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায়, এবং যদি উক্ত মোকদ্দমার বাদী, চুক্তিমূলক মোকদ্দমা হইলে দুই হাজার টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে, এবং অন্য কোনরূপ মোকদ্দমা হইলে তিন শত টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে, ডিক্রী পান, তবে বাদিকে কোন খরচা দেওয়া যাইবে না।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বাদী ডিক্রী না পাইলে মওক্কেলের নিকট আটর্নি যেরূপ খরচা পান প্রতিবাদী সেইরূপ খরচা পাইবার অধিকারী হইবেন।

যে জজ সাহেব উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি উহা হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি উহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

---

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোনং অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৩ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যেং অংশ নির্দ্দিষ্ট হইল, সেইং অংশ ছোট আদালতে চলিবে, ও উক্ত আদালতের বিবেচনায় যত দূর বর্ত্তিতে পারে, তত দূর বর্ত্তান যাইবে; এবং এই আইনের বিশেষ বিধান দ্বারা যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল যে স্থলে তাহার বিরুদ্ধ হয় সেই স্থল ছাড়া, উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী ছোট আদালতের বিচার্য্য সকল মোকদ্দমায় অনুসৃত হইবে।

কিন্তু উক্ত আদালত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে সময়েং রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত আইনের উক্ত কোন অংশ ছোট আদালতের প্রতি বিস্তৃত হইয়া বর্ত্তিবে না, অথবা উক্ত আদালত পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃত্বাধীনে যেরূপ পরিবর্ত্তন উচিত বোধ করেন সেই রূপ পরিবর্ত্তনসহ বিস্তৃত হইয়া বর্ত্তিবে।

বিপরীত দাওয়ার স্থল ছাড়া বর্ণনাপত্র না লইবার কথা।

২৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১১ ধারাক্রমে বিপরীত দাওয়ার স্থল ভিন্ন কোন স্থলে আদালতের আদেশমতে না হইলে বর্ণনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

যে দলীল প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয়, তাহা ফেরত দিবার কথা।

২৫ ধারা। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার নূতন বিচার বা পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা না গেলে, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করা গেলেও তাহা অগ্রাহ্য হইলে, কিম্বা নূতন বিচার বা স্থলবিশেষে পুনর্ব্বার শুনানী শেষ হইলে, যে কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করিলেন ও যাহা নথীর মধ্যে রাখা গেল তাহা ফেরত

লইতে চাহিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্বে কোন সময়ে আদালত যে নিয়মের আদেশ করেন সেই নিয়মে দলীল ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে। পরন্তু ডিক্রীর বলে কোন দলীল ব্যর্থ কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে, সেই দলীল ফেরত দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ বহী রাখা যাইবে; প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফেরত দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন।

কোনং স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

২৬ ধারা। যে কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া দাওয়া স্বীকার না করে, এবং বাদী দাওয়ার সমুদয় টাকার ডিক্রী না পায়, ছোট আদালত আপন বিবেচনায় যত টাকা উচিত বোধ করেন প্রতিবাদির কষ্ট ও উপস্থিতি হেতুক ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে তত টাকা দিবার নিমিত্ত বাদির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারামতে যে কোন দাওয়া বা আপত্তি করা যায়, তাহা অগ্রাহ্য করা গেলে, ছোট আদালত যে বা যেং টাকা উচিত বোধ করেন আপন বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ডিক্রীদারকে বা ডিক্রীমত খাতককে বা উভয়কে সেই বা সেইং টাকা দিবার নিমিত্ত ঐ দাওয়া বা আপত্তিকারী ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন দাওয়া বা আপত্তি গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত যেরূপ উচিত বোধ করেন দাওয়াদারকে বা আপত্তিকারীকে হানি পূরণস্বরূপ সেইরূপ টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং আদালতের ঐ টাকা দিবার বা দিতে অস্বীকার করিবার আজ্ঞা ক্রোকদ্বারা যে হানি হয় তৎসম্বন্ধে মোকদ্দমা হইবার বাধক হইবে।

এই ধারার আজ্ঞামত যে টাকা দেয় হয় তাহা দেওয়া না গেলে, যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ আজ্ঞা হয় তিনি যে ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করা যায় তাহার বিরুদ্ধে উহা ঐ আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

যে কর্ম্মচারী ওয়ারণ্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা।

২৭ ধারা। ছোট আদালত ডিক্রীমত খাতককে ধৃত করিবার বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারণ্ট দিলে, আদালতের যে কর্ম্মচারীর প্রতি ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিবার ভার অর্পিত হয় তাঁহার সহিত ডিক্রীদার বা তৎপক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তি যাইয়া ডিক্রীমত খাতককে বা স্থলবিশেষে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবে।

স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যে দ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

২৮ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীমত খাতক স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় প্রজা হইলে, ঐ সম্পত্তিতে যাহা কিছু সংলগ্ন থাকে এবং যাহা তাঁহার প্রজাসত্ত্ব শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি ভূম্যধিকারির অনুমতি বিনা আইন অনুসারে স্থানান্তর করিতে পারিবেন, তাহা উক্ত ডিক্রী জারীর কার্য্যপক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রীত হইলে ক্রেতা তাহা পৃথক করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, কিন্তু ডিক্রীমত খাতক ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিলে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে বাধ্য হইতেন তাহা না করিয়া ক্রেতা ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিবেন না।

উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

২৯ ধারা। ছোট আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে ডিক্রীমত খাতককে ধরা যায় বা যাহার সম্পত্তি আটক করা যায়, সেই ব্যক্তি যত টাকা দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হয় সেই টাকার ও খরচার আদালতের হৃবোধমত জামিন দিলে, উক্ত আদালত তাহাকে বা তাহার সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোনং স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩০ ধারা। যদি ছোট আদালতের প্রতীতি হয় যে উক্ত আদালতের ডিক্রীমত কোন খাতক পীড়া, দরিদ্রতা বা অন্য উপযুক্ত কারণে ডিক্রীর টাকা অথবা উক্ত আদালত কিস্তিক্রমে ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে কোন কিস্তির টাকা, দিতে অক্ষম, তবে উক্ত আদালত সময়েং যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সময়ের নিমিত্ত ও তদ্রূপ নিয়মে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিয়া খাতককে ছাড়িয়া দিতে অথবা যেরূপ আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালতের দ্বারা জারী করিবার কথা।

৩১ ধারা। যদি ছোট আদালতের ডিক্রীমত খাতকের ডিক্রীর টাকা শোধ হইবার উপযুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে, তবে উক্ত আদালত ডিক্রীদারের প্রার্থনাক্রমে, ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত তাহা

(ক) উক্ত স্থানীয় সীমার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর জারী করিতে হইলে, হাই কোর্টে; এবং

(খ) অন্য সকল স্থলে, যে দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যে উক্ত ডিক্রীমত খাতক বা তাহার অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি থাকে, সেই আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

যে আদালত ডিক্রী দেন সেই আদালত ভিন্ন অন্য আদালত দ্বারা ডিক্রী জারীর যে কার্য্যপ্রণালী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উক্তরূপ স্থলসমূহে সেই কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২ । ২১ নবেম্বর।]

৩২ ধারা। এই আইনে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন যতদূর বর্ত্তান গিয়াছে তাহাতে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৭০ ধারামতে যেতন বা ঠিকাকার্য্য বা চাকরের কর্ম্মজন্যে কোন নাবালগের যে টাকা পাওনা হয়, তাহা পাঁচশত টাকার অধিক না হইলে, সেই নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে যেরূপ নালিশ করিতে পারিত ঐ টাকার নিমিত্ত সেইরূপে নালিশ করিতে পারিবে।

নাবালগদের কোনং স্থলে বয়ঃপ্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৩ ধারা। বিচারকার্য্য না হইয়া কথা কিছু রকারের যেন ভাব পায় এইরূপ যে কার্য্য এই আইনক্রমে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে বিচারপতি দ্বারা করা যাইবার আদেশ থাকে তাহা এবং ঐরূপ বর্ত্তমান উক্ত আইনের ৩৯৪ ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি কারণার্থে নিযুক্ত আমীনের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে তাহা ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা কিম্বা ঐ আদালতের অন্য যে কার্য্যকারককে উক্ত আদালত এতদর্থে সময়েং নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

যে কার্য্য বিচারকার্য্য নয় তাহা করিবার ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যেং কার্য্য বিচার কার্য্য নয় ও যাহা বিচারকার্য্যের ভাবাপন্ন বলা জানা যাইবে হাই কোর্ট সময়েং বিধি করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

৩৪ ধারা। ২৪ ধারামতে রেজিষ্ট্রার যেং মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন, ছোট আদালতের কোন জজ তাহা যেরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন তিনিও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

রেজিষ্ট্রারের জজের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

কিন্তু উক্ত আদালতের কোন জজ, চীফ জজের আজ্ঞা মানিয়া, যখন উচিত বোধ করেন, রেজিষ্ট্রারের ফাইল হইতে কোন মোকদ্দমা আপন ফাইলে উঠাইয়া আনিতে পারিবেন।

উপবিধি।

৩৫ ধারা। আদালত যে কোন মূল্যের ডিক্রী করে রেজিষ্ট্রার তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র গ্রহণ এবং ডিক্রীমত খাতকদিগকে হেফাজতে সমর্পণ ও মুক্ত করিতে পারিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে ঐ আদালতের কোন জজ এই আইনমতে যে কোন আজ্ঞা করিতে পারিতেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জজের মত ক্ষমতানুসারে রেজিষ্ট্রারের সমুদয় ডিক্রী জারী করিতে পারিবার কথা।

৩৬ ধারা। কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রেজিষ্ট্রার যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন, তাহা উক্ত আদালতের কোন জজের কৃত হইলে নূতন বিচার সম্বন্ধে যেং বিধানের নিয়মাধীন হইত সেইং বিধানের নিয়মাধীন হইবে।

রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুননী হইবার কথা।

৩৭ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিশেষ বিধানের স্থল ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় ছোট আদালতের প্রত্যেক ডিক্রী ও আজ্ঞা চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে; কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২২ ধারামত ডিক্রী ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে, আদালত যেরূপ নিয়ম যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেইরূপ নিয়মে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্য তৎকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৮ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এক হাজার টাকার অধিক হইলে, ছোট আদালতে কোন মোকদ্দমার বিচার হইবার পর আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুননী হয় এই আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

পুনর্ব্বার শুননী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র আফিডেবিট দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে, এবং প্রার্থক আডবোকেট, উকীল বা আটর্নি বা প্লীডর দ্বারা ছোট আদালতে উপস্থিত হইলে ঐ প্রার্থনাপত্র সমর্থনার্থ ঐ আডবোকেট উকীল, আটর্নি বা প্লীডরের লিখিত এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে যে তাঁহার মতে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার শুনিবার বিশিষ্ট হেতু আছে। ঐ প্রার্থনাপত্র শুনিয়া যদি হাই কোর্টের এরূপ মত হয় যে বিচারে ভ্রম বা ত্রুটি হইয়াছে কিম্বা উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুননীর অন্যান্য বিশিষ্ট হেতু আছে, তবে কোর্ট এক পক্ষের কথা শুনিয়া যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়মে ঐরূপ পুনর্ব্বার শুননী হইবার আজ্ঞা দিয়া তাহার দিন ধার্য্য করিবেন, উহার সংবাদ বিপক্ষ পক্ষকে দেওয়া যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৫, ৫৪৬ ও ৫৪৭ ধারায় আপীল হইলে ডিক্রী স্থগিত ও জারী করণ সংক্রান্ত যেং বিধি আছে, তাহা এই ধারামত প্রার্থনাপত্র ছোট আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল বলিয়া গণ্য হইলে যেরূপে বর্ত্তিত সেইরূপে ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতি বর্ত্তিবে।

৩৯ ধারা। ৩৮ ধারামতে যে দিন ধার্য্য করা যায় সেই দিন কিম্বা শুননীর দিনান্তর নিরূপিত হইয়া থাকিলে সেই দিন হাই কোর্ট বা ঐ কোর্টের কোন জজ হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; ছোট আদালতের বাদী ঐ মোকদ্দমার বাদী বলিয়া ও ছোট আদালতের প্রতিবাদী প্রতিবাদী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং মোকদ্দমার বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার আজ্ঞা হয় নাই বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারামতে যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুননী হয়, তাহাতে এই

পুনর্ব্বার শুননী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে হাই কোর্টের নিরূপিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঐ কোর্টের রীতি ও কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে। কিন্তু এই ধারামত কোন বিচার, ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

হাই কোর্টের ডিক্রী-জারী করণের কথা।

৪০ ধারা। উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইলে কোন হাই কোর্ট যে প্রত্যেক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন তাহা ঐ কোর্টের অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় ঐ হাই কোর্ট জারী করিতে পারিবেন কিম্বা উক্ত হাই কোর্ট আপন বিবেচনামতে তাহা জারী করিবার নিমিত্ত ঐ ছোট আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

---

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃ প্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় কথা।

বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা।

৪১ ধারা। যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে এবং প্রতিযোগিতার অতুচ্ছ্য খাজানার হারে যাহার বার্ষিক মূল্য এক হাজার টাকার অধিক না হয়, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অথবা যৎসূত্রে ঐ অন্য ব্যক্তির দাওয়া সেই ব্যক্তির প্রজাভাবে বা অনুমতিক্রমে যদি সেই ভূমি দখল করিয়া থাকেন;

এবং যদি ঐ প্রজাভাব শেষ বা অনুমতি রহিত হইয়া থাকে;

এবং যদি উক্ত প্রজা বা দখিলকার অথবা তাহার অধীনে বা নিয়োগক্রমে ভূমিভোগী কোন ব্যক্তি (ইহারা পরে দখলকারী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে) উক্ত অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে এবিষয়ে আদেশ পাইলেও তদনুসারে ঐ সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করে;

(পরে দরখাস্তকারী বলিয়া অভিহিত) ঐ অন্য ব্যক্তি দখলকারির বিরুদ্ধে সমন দিবার নিমিত্ত ছোট আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। ঐ সমনে উক্ত দখলকারির প্রতি এই আদেশ থাকিবে, যে, ঐ সম্পত্তি দিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি কেন বল প্রয়োগ করা যাইবে না, সমন-নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাহার কারণ দর্শাইবেন।

সমন জারী করিবার কথা।

৪২ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে প্রতিবাদির উপর সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীমতে দখলকারির উপর সমন জারী করা যাইবে।

দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

৪৩ ধারা। যদি দখলকারী নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হয় ও বিপরীত কারণ না দর্শায়, তবে দরখাস্তকারী ৪১ ধারামতে দরখাস্ত করিতে স্বত্ববান ছোট আদালতের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তিনি উক্ত আদালতের বেলিফের প্রতি অনুজ্ঞাপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন। ঐ অনুজ্ঞাপত্রে উক্ত আদালত যে তারিখের নাম করা উচিত বোধ করেন সেই তারিখে দরখাস্তকারিকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত বেলিফের প্রতি আদেশ থাকিবে

ব্যাখ্যা।—যদি দখলকারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, যে স্বত্বের বলে প্রজাভাব সৃষ্ট বা অনুমতি প্রদত্ত হয় দরখাস্তের তারিখের পূর্ব্বে সেই স্বত্ব লোপ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কারণ দর্শাইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

৪৪ ধারা। উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র যে বেলিফকে দেওয়া যায়, উহার বলে সেই বেলিফ পূর্ব্বাহ্ন ছয়টার পর ও অপরাহ্ন ছয়টার পূর্ব্বে সাহায্যজন্য যত জন লোক আবশ্যক বোধ করেন লইয়া অনুজ্ঞাপত্রলিখিত সম্পত্তিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দরখাস্তকারিকে তাহার দখল দেওয়াইতে পারিবেন; এবং দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তি দখল পাইবার স্বত্ব ছিল না কেবল এই কারণে উক্ত অনুজ্ঞাপত্রদাতা ছোট আদালতের কোন জজের বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে অথবা ঐ অনুজ্ঞাপত্রমতে কার্য্যসাধক বা পূর্ব্বোক্তরূপ কোন সমন জারীকারী কোন বেলিফ বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দিবার বা সাধন বা জারী করিবার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা অভিযোগ চালান যাইবে না।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতি নিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে, কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

৪৫ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে, উক্ত আজ্ঞাক্রমে দখল লইতে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম যদি ঘটে তজ্জন্য তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার পক্ষে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না; কিন্তু উক্ত ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম নিবন্ধন কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে, সেই অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ক্ষতিপূরণের আদায় নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ কোন ক্ষতির প্রমাণ না হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে; এবং যে কোন স্থলে ক্ষতির প্রমাণ হয়, সেই স্থলে আদালতের অবধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দশ টাকার অধিক না হইলে, যে জজ বিচার করেন তিনি যদি এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট না দেন যে তাঁহার মতে বাদিকে সম্পূর্ণ খরচা দেওয়া উচিত, তবে আদালত বাদিকে ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত খরচা দিবেন না।

অন্যায়ভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

৪৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দরখাস্তকারী কোন সম্পত্তির দখল পাইলে, যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আজ্ঞা পাইবার দরখাস্ত করিবার সময়ে তাঁহার ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকে, তবে ঐ আজ্ঞাক্রমে যে ব্যক্তি

আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করেন, এই আইনের কোন কথায় সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা হইতে উক্ত দরখাস্তকারী রক্ষিত হইবেন এরূপ জ্ঞান হইবে না।

এরূপ স্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে, উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকিলে, উক্ত আজ্ঞাক্রমে দখল না লইলেও দরখাস্তকারী ঐ আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তদ্বারা দখলকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৪৭ ধারা। এই ৪১ ধারামত দরখাস্ত করা গেলে দখলকারী নিজে যদি দুইজন জামিনের সহযোগে, ছোট আদালত সম্পত্তির মূল্য ও পশ্চাল্লিখিত মোকদ্দমায় সম্ভাবিত খরচার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত টাকা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন, তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া, অবিলম্বে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের ক্ষতিপূরণ নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে এবং ঐ মোকদ্দমা আপনি না চালাইলে বা দরখাস্তকারির অনুকূলে বিচার হইলে মোকদ্দমার সমুদয় খরচা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন, তবে যাবৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় ছোট আদালত উক্ত দরখাস্তের অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইলে, ৪৩ ধারাক্রমে যদি কোন আজ্ঞা করা হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া এই ডিক্রী প্রবল হইবে।

এই ধারামত মোকদ্দমায় ২২ ধারার কোন কথা খাটিবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে, এই আইনের প্রকারান্তরের বিধান স্থল ছাড়া অন্যত্র ছোট আদালত যত দূর হইতে পারে, প্রথমস্থলীয় আদালতের নিমিত্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিবেন।

দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

৪৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়া গেলে, তাহার স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন বাধা হইবে না।

---

৮ অধ্যায়।

ক্রোক বিষয়ক বিধি।

এই অধ্যায়ের খাটীর ব্যাপ্তির কথা।

৫০ ধারা। কলিকাতার, মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার অন্তর্গত প্রত্যেক স্থানে এই অধ্যায় বর্ত্তিবে। কিন্তু এই অধ্যায়ের কোন কথা

কোনং খাজানার প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

(ক) গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য কোন খাজানার প্রতি,

(খ) ৫৩ ধারার উল্লিখিত প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে যে খাজানা বার মাসের অধিক কাল পাওনা রহিয়াছে তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

বেলিফ ও যাচনদার নিযুক্ত করিবার কথা।

৫১ ধারা। ছোট আদালতের জজেরা এই অধ্যায়ের কার্য্য পক্ষে চারি বা অধিকজন বেলিফ ও যাচনদার নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং সময়েং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত কর্ম্মচারিদের কর্ম্মের যে বেতন উক্ত জজ সাহেবেরা উচিত বোধ করেন ধার্য্য করিতে পারিবেন, এবং তাহাদিগকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

নিযুক্ত ব্যক্তিদের যে প্রতিভূ দিতে হইবে তাহার কথা।

৫২ ধারা। যে ব্যক্তিরা ঐরূপে নিযুক্ত হন, তাঁহারা বিশ্বস্ত ভাবে ঐ পদের কর্ম্ম করিবেন এ বিষয়ে উক্ত জজদের অনুমোদিত প্রতিভূ দিবেন, এবং তাঁহারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের মর্ম্মানুসারে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

ক্রোকী পরওয়ানার প্রার্থনার কথা।

৫৩ ধারা। যে ঘর বা বাটীর প্রতি এই অধ্যায় বর্ত্তে, তাহার বাকী খাজানা বা ভাড়া পাইবার স্বত্ববান্ বলিয়া যে কোনব্যক্তি দাওয়া করেন তিনি কিম্বা তাঁহার নিয়মিতরূপে নিযুক্ত মোক্তার পশ্চাল্লিখিত পরওয়ানার নিমিত্ত ছোট আদালতের কোন জজের কিম্বা ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

এই আইনের তৃতীয় তফসীলের A চিহ্নিত পাঠের মর্ম্মের আফিডেবিট বা প্রতিজ্ঞাদ্বারা এই প্রার্থনা সমর্থন করিতে হইবে।

ক্রোকী পরওয়ানা দিবার কথা।

৫৪ ধারা। তাহা হইলে উক্ত জজ বা রেজিষ্ট্রার ঐরূপ কোন বেলিফের প্রতি উক্ত তফসীলের লিখিত B চিহ্নিত পাঠের মর্ম্মে আপনার স্বাক্ষরযুক্ত ও মোহরাঙ্কিত পরওয়ানা দিতে পারিবেন। ঐ পরওয়ানা ছয় দিনের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

জজ বা রেজিষ্ট্রার আপনার বিবেচনামতে ঐ পরওয়ানা-প্রার্থি ব্যক্তিকে স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া ঐ পরওয়ানা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

ক্রোক করিবার সময়ের কথা।

৫৫ ধারা। এই অধ্যায়মত প্রত্যেক ক্রোক সূর্য্যোদয়ের পর ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে করা যাইবে, অন্য কোন সময়ে নহে।

বেলিফ যেং স্থান বলপূর্ব্বক খুলিতে পারিবেন তাহার কথা।

৫৬ ধারা। যে বেলিফ ক্রোক করিবার আজ্ঞা পান, তিনি কোন আস্তাবল, বাহিরের ঘর বা অন্য ঘর বলপূর্ব্বক খুলিতে পারিবেন, এবং যে বাসগৃহের বহির্দ্বার খোলা থাকে তাহাতেও প্রবেশ করিতে এবং এই অধ্যায়মতে ক্রোকযোগ্য দ্রব্য ক্রোক করণার্থে ঐ বাসগৃহের কোন ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

কিন্তু জেনানা বা স্ত্রীলোকদের বাসের নিমিত্ত নিরূপিত কোন ঘর দেশাচার অনুসারে গুপ্তস্থান বলিয়া বিবেচিত হইলে, বেলিফ উক্ত ঘরে প্রবেশ করিবেন না বা উহার দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিবেন না।

যে সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। যাঁহার স্থানে খাজানার দাওয়া হয়, বা ভাড়া পূর্ব্বোক্ত পরওয়ানার লিখিত ঘরে বা বাটীতে (অতঃপর খাতক বলিয়া অভিহিত) তাঁহার যে অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় ঐ পরওয়ানাক্রমে বেলিফ সেই অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহার যে অংশ ঐ বেলিফের বিবেচনায় উক্ত খাজানার বা ভাড়ার টাকা ও ক্রোকের খরচা দিতে কুলায় সেই অংশ ক্রোক করিবেন।

কিন্তু বেলিফ এই২ দ্রব্য ক্রোক করিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) যেই দ্রব্যের প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যবহার হইতেছে তাহা, কিম্বা

(খ) ঐ দাবি ও খরচা দিতে কুলায় উক্ত ঘরে বা বাটীতে রূপ অন্য অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে, যে যন্ত্র ও হাতিয়ার ব্যবহার হইতেছে না তাহা, কিম্বা

(গ) খাতকের প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্র, কিম্বা

(ঘ) আইনের রক্ষণে যে মাল থাকে তাহা।

আটক করিয়া ক্রোকের কথা।

৫৮ ধারা। যে ঘরের বা বাটীর সম্বন্ধে খাজানার বা ভাড়ার দাবি বর্ত্তে, ঐ রূপ যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় বেলিফ তাহা তথায় আটক করিয়া বা প্রকারান্তরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন।

তালিকার ও যাচাইয়া বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ের নোটিসের কথা।

৫৯ ধারা। ৫৭ ধারামতে কোন সম্পত্তি ক্রোক করিলে, বেলিফ ঐ সম্পত্তির তালিকা করিবেন, এবং এই আইনের তৃতীয় তফসীলের C চিহ্নিত পাঠের মর্ম্মে খাতককে কিম্বা উক্ত ঘরে বা বাটীতে তৎপক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি থাকিলে তাহাকে লিখিয়া নোটিস দিবেন।

তালিকার ও নোটিসের নকল দাখিল করিবার কথা।

বেলিফ, যত শীঘ্র হইতে পারে, ছোট আদালতে উক্ত তালিকার ও নোটিসের নকল দাখিল করিবেন।

পরওয়ানা রহিত বা স্থগিত করণার্থ প্রার্থনার কথা।

৬০ ধারা। খাতক, কিম্বা এই অধ্যায়মতে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায় সেই সম্পত্তির স্বামী বলিয়া অন্য যে কোন ব্যক্তি প্রকাশ করেন তিনি, কিম্বা উক্ত খাতকের বা অন্য ব্যক্তির নিয়মিতরূপে নিযুক্ত মোক্তার, উক্ত ক্রোক করণাবধি পাঁচ দিনের মধ্যে কোন সময়ে, উক্ত আদালতের কোন জজের নিকট ঐ পরওয়ানা রহিত বা স্থগিত করণার্থ কিম্বা ক্রোক করা কোন দ্রব্য মুক্ত করণার্থ প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে উক্ত জজ যে নিয়মে উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে উক্ত পরওয়ানা রহিত বা স্থগিত করিতে কিম্বা উক্ত দ্রব্য মুক্ত করিতে পারিবেন;

এবং উক্ত আদালতের কোন জজ আপন বিবেচনামতে খাতকের স্থানে পাওনা খাজানা দিবার নিমিত্ত খাতককে যুক্তিসিদ্ধ সময় দিতে পারিবেন।

এইরূপ কোন প্রার্থনা হইলে, উহাতে এবং পরওয়ানা দিতে ও জারী করিতে যে খরচা পড়ে, তাহা উক্ত জজের বিবেচনাধীন হইবে ও তাঁহার আদেশানুসারে দেওয়া যাইবে।

নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি ক্রোক করা দ্রব্যের দাওয়া করিলে তাহার কথা।

৬১ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে, তাহাতে বা তৎসম্বন্ধে, কিম্বা তাহার মূল্য বা উৎপন্ন সম্বন্ধে, যদি খাতক-ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি কোন দাওয়া করেন, তবে যে বেলিফ ঐ সম্পত্তি ক্রোক করেন তাঁহার প্রার্থনামতে ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার সমন দিয়া দাওয়াদারকে ও যে ব্যক্তি পরওয়ানা লন তাঁহাকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ করিবেন।

তাহা হইলে ঐ দাওয়া সম্বন্ধে হাই কোর্টে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়া থাকে, তাহা স্থগিত রাখা যাইবে, এবং হাই কোর্টের কোন জজ, ঐরূপ সমন দিবার ও ঐরূপে সম্পত্তি ক্রোক হইবার প্রমাণ পাইলে, ঐ সমন দিবার পর উক্ত মোকদ্দমার সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠানের খরচা দিতে বাদির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ছোট আদালত একজন জজ ঐ দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবেন এবং তৎসম্বন্ধে ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের খরচা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিবেন;

এবং উক্ত আজ্ঞা ঐ আদালতে উপস্থিত করা কোন মোকদ্দমায় যে আজ্ঞা হয় সেই আজ্ঞার ন্যায় প্রবল করা যাইবে।

এই ধারামত মোকদ্দমায় ছোট আদালতের কার্য্যপ্রণালী, যত দূর হইতে পারে, উক্ত আদালতের নিয়মিত মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর তুল্য হইবে।

খাতককে বা দাওয়াদারকে হানিপূরণ দিতে পারিবার কথা।

৬২ ধারা। ৬০ বা ৬১ ধারামত কোন মোকদ্দমায় যে জজ মোকদ্দমা শুনেন, তিনি, যেরূপ উচিত বোধ করেন, প্রার্থিককে বা স্থল বিশেষে দাওয়াদারকে সেইরূপ হানি পূরণের টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

এবং তজ্জন্য যে কোন অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা লইতে পারিবেন;

এবং উক্ত জজ ঐরূপ হানিপূরণ দিবার বা না দিবার আজ্ঞা করিলে, ক্রোকজন্য যে কোন হানি হইয়া থাকে তন্নিমিত্ত হানিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা আর করা যাইবে না।

এক হাজারের অধিক টাকা ঘটিত মোকদ্দমা হাই কোর্টে উঠাইয়া লইবার ক্ষমতার কথা।

৬৩ ধারা। ৬০ বা ৬১ ধারামত কোন মোকদ্দমায় বিচার্য্য বিষয়ের মূল্য এক হাজার টাকার অধিক হইলে, প্রার্থিক বা দাওয়াদার হাই কোর্টে উক্ত মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং হাই কোর্টের দ্বারা উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া বিহিত, এরূপ বোধ জন্মিলে, হাই কোর্ট তদনুসারে ঐ মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার আদেশ করিতে পারিবেন, এবং তাহা করিলে ছোট

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

আদালতের কোন জজ ঐ মোকদ্দমায় যে কোন আজ্ঞা করিয়া থাকেন তাহা পরিবর্ত্তিত বা অন্যথা করিয়া, হাই কোর্ট যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার তারিখ অবধি সাত দিনের মধ্যে এই ধারামত প্রত্যেক প্রার্থনা করিতে হইবে।

এই ধারামত প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবার সময়ে, হাই কোর্ট খরচা দিবার বা তাহার প্রতিভূ দিবার বা অন্য বিষয়ের সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়ম অবধারণ করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া যায়, তাহার কার্য্যপ্রণালী, যত দূর হইতে পারে, নিয়মিত প্রথম-স্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে কর্ম্মকারী হাই কোর্টের সম্মুখস্থ মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর তুল্য হইবে, এবং এই ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা উক্ত বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকালে কৃত আজ্ঞার ন্যায় জারী করা যাইতে পারিবে, এবং হানিপূরণ দিবার বা না দিবার ঐরূপ কোন আজ্ঞা হইলে, যে বেআইনি মোকদ্দমায় ঐ আজ্ঞা হয় সেই ক্রোক হেতুক কোন হানি হইয়া থাকিলে, তন্নিমিত্ত হানিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা করা যাইবে না।

যাচাইবার কথা। বিক্রয়ের নোটিসের কথা।

৬৪ ধারা। ছোট আদালতের কোন জজ বা হাই কোর্ট প্রকারান্তরের কোন আজ্ঞা না করিলে, উক্ত বেলিফদের কোন জুইজন এই অধ্যায়মতে সম্পত্তি ক্রোক করণাবধি পাঁচ দিবস অতীত হইলে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করিয়া এই আইনের তৃতীয় তফসীলের D চিহ্নিত পাঠের মর্ম্মে খাতককে লিখিয়া নোটিস দিবেন।

এই ধারামতে যে কোন নোটিস দেওয়া যায়, বেলিফেরা ছোট আদালতে তাহার প্রত্যেক খানির নকল দাখিল করিবেন।

বিক্রয়ের কথা।

৬৫ ধারা। প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হইলে, উক্ত নোটিসের লিখিত তারিখে ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইবে, এবং উক্ত বেলিফেরা বিক্রয়োৎপন্ন টাকা আদায় করিলে তাহা ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারকে দিবেন;

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।

এবং ঐ টাকা হইতে প্রথমে উক্ত ক্রোকের খরচা দিতে হইবে ও পরে ঋণ শোধ করিতে হইবে; এবং কিছু উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা খাতককে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

কিন্তু খাতক অন্য কোন প্রকারে বিক্রয় হওবার আদেশ করিতে পারিবেন, তাহাতে যে কোন অতিরিক্ত খরচা হয়, প্রথমে তাঁহার তদ্বিষয়ে জামিন দিতে হইবে।

ক্রোকের খরচার কথা।

৬৬ ধারা। এই আইনের তৃতীয় তফসীলের B চিহ্নিত অংশে যাহার উল্লেখ আছে তদ্ভিন্ন কোন ক্রোকের খরচা এই অধ্যায়মতে লওয়া বা চাহা যাইবে না।

ঐরূপে খরচা বলিয়া যে টাকা তুলা যায়, ছোট আদালতের জজেরা, যেরূপে বিহিত বোধ করেন, সেইরূপে উক্ত বেলিফদের নৈমিত্তিক খরচ ও বেতন দিবার জন্য তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

খরচার ও বিক্রয়োৎপন্ন টাকার হিসাবের কথা।

৬৭ ধারা। ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার একখান বহী রাখিবেন, তাহাতে এই অধ্যায়মত ক্রোকের খরচা বলিয়া যে সকল টাকা পাওয়া যায় তাহা, এবং উক্ত বেলিফদের বেতন বলিয়া যে সকল টাকা দেওয়া যায় তাহা, এবং ঐ ক্রোক সম্বন্ধে যে সকল নৈমিত্তিক খরচ হয় তাহা, নিয়মিতরূপে লেখা থাকিবে।

ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা যে সকল টাকা আদায় হইয়া এই অধ্যায়ের বিধানমতে ভূম্যধিকারিদিগকে দেওয়া যায়, উক্ত রেজিষ্ট্রার তাহাও উক্ত বহীতে লিখিবেন।

এই অধ্যায়মতে না হইলে, ক্রোক না হইবার কথা।

৬৮ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে না হইলে, বাকী ভাড়ার নিমিত্ত কোনরূপ ক্রোক করা যাইবে না।

বেআইনী ক্রোক করিলে দণ্ডের কথা।

৫১ ধারামতে নিযুক্ত বেলিফ ভিন্ন কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন ক্রোক করিলে বা করিবার উদ্যোগ করিলে, যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে তাহার কার্য্য দ্বারা তাঁহার অন্য যে কোন দায় বর্ত্তিয়া থাকে তদতিরিক্ত পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড ও তিনমাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

---

৯ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

প্রশ্নার্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে, তাহার কথা।

৬৯ ধারা। যদি ছোট আদালতের দুই বা তদধিক জজ কোন মোকদ্দমায় বা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে একত্র আসীন হইয়া আইনঘটিত বা আইনতুল্য বলবৎ রীতিঘটিত কোন প্রশ্নসম্বন্ধে কিম্বা যাহাতে মোকদ্দমার গুণাগুণ স্পষ্ট হয় কোন দলীলের এরূপ অর্থকরণ সম্বন্ধে ভিন্নমত হন,

কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা উক্তরূপ কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে, যদি উক্তরূপ কোন প্রশ্ন উঠে এবং কোন পক্ষ প্রার্থনা করেন,

তবে ছোট আদালত উক্ত মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ঘটিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬১৭ ধারামতে উক্ত বর্ণনাপত্র হাই কোর্টের মত জন্য অর্পণ করিয়া, হয় রায় দেওয়া স্থগিত রাখিবেন, না হয় উক্ত মত সাপেক্ষ করিয়া রায় দিবেন।

যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রশ্নার্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

৭০ ধারা। হাই কোর্টের মত সাপেক্ষ করিয়া ৬৯ ধারামতে রায় দেওয়া গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ রায় দেওয়া যায় তিনি অবিলম্বে হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার খরচার ও রায়ের লিখিত টাকার জামিন দিবেন। ছোট আদালত ঐ জামিন মঞ্জুর করিবেন।

কিন্তু যে জজ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন, তিনি ঐ মোকদ্দমার রায়ের লিখিত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিলে এবং তদনুসারে তাহা দেওয়া গেলে, ঐ টাকার নিমিত্ত কোনরূপ জামিন দিবার আদেশ করা যাইবে না।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে, ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন অবিলম্বে দেওয়া না গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে উক্তরূপ সাপেক্ষ রায় দেওয়া হইয়াছে সেই পক্ষ তাহা মানিয়া লইয়াছে, বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১০ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৭১ ধারা। প্রত্যেক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে ও ৩৮ ও ৪১ ধারামত প্রার্থনাপত্রে

(ক) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অনধিক হইলে, ঐ পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি দুই আনার অনধিক,

(খ) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে, ৬২।।০ টাকা ও পাঁচশত টাকার অতিরিক্ত পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি এক আনার অনধিক, ফী দেওয়া যাইবে; এবং যাবৎ ঐ ফী দেওয়া না যায়, উক্তরূপ কোন আবেদন বা প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

২০ ধারামত নিয়মপত্র দাখিল করিতে হইলে অতিরিক্ত ১০ টাকা ফী দিতে হইবে।

পরওয়ানার ফীর কথা।

৭২ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এই আইনের চতুর্থ তফসীলের প্রথম ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অনধিক হইলে, উক্ত তফসীলের তৃতীয় ও চতুর্থ ঘরে যে২ ফী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ২ ঘর যে২ পরওয়ানা সম্পর্কীয় হয় কোন মোকদ্দমায় বা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সেই২ পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে সেই২ ফী দিতে হইবে। যে ব্যক্তির পক্ষে যে পরওয়ানা বাহির হয়, সেই ব্যক্তির সেই পরওয়ানার ফী দিতে হইবে।

শুনানীর পূর্ব্বে আপোসে মিটাইলে, অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

৭৩ ধারা। উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের শুনানী হইবার পূর্ব্বে পক্ষেরা আপোসে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, তৎকাল পর্য্যন্ত যত ফী দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে যে পক্ষ যাহা দিয়াছেন, ছোট আদালত তাঁহাকে তাহার অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিবেন।

দরিদ্র ব্যক্তিদের ফী ও খরচার কথা।

৭৪ ধারা। কোন দরিদ্র ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বা ৪১ ধারামত দরখাস্ত দিলে, ছোট আদালত, যদি উচিত বিবেচনা করেন ৭১ ও ৭২ ধারার উল্লিখিত ফী না লইয়া অথবা উক্ত ফীর কিয়দংশ লইয়া ঐ মোকদ্দমা ও দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া রেজিষ্টরী করিতে পারিবেন।

ফী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৭৫ ধারা। ৭১ ও ৭২ ধারামতে যে ফী দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহার পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন স্থলে উক্ত ফীর পরিমাণ ঐ ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইবে না।

ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।

৭৬ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য বিশ টাকার অধিক না হইলে কোন পক্ষ আডবোকেট, উকীল, আটর্ণি বা অন্য কোন ব্যবহারাজীবিকে নিযুক্ত করিয়া যাহা খরচ করেন তাহা কোন মোকদ্দমায় বা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে খরচা বলিয়া দেওয়া যাইবে না; কিন্তু যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঘটনাবশতঃ উক্তরূপ ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ হইয়া ছিল, তাহা হইলে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে।

আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথায় আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

১১ অধ্যায়।

সামান্য আমলাদের অসদাচরণের কথা।

কর্ম্মচারিদের জরিমানা হইতে পারিবার কথা।

৭৮ ধারা। কোন ক্লার্ক, বেলিফ বা আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা আপন পদের কার্য্য সম্পাদনে অসদাচরণ বা উপেক্ষা দোষে দোষী হইলে, চীফ জজ আজ্ঞা দিয়া তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক পরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবেন এবং ঐ জরিমানা তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে বেলিফের বা অন্য কর্ম্মচারির ক্রটির কথা।

৭৯ ধারা। যদি কোন ক্লার্ক, বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা, আপন পদোপলক্ষে কোন আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে নিযুক্ত হইয়া, উপেক্ষা বা না জানার ভান বা ক্রটি করিয়া, উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিবার সুযোগ হারায়, তবে উক্তরূপ উপেক্ষা বা না জানার ভান বা ক্রুটি করাতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, যে টাকার নিমিত্ত উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট দেওয়া হইয়াছিল কোন স্থলে সেই টাকার অধিক না হয়, এরূপ যত টাকা চীফ জজ ঐ কারণ

নিবন্ধন ঐ ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ তুল্য জ্ঞান করেন, উক্ত চীফ জজের আজ্ঞাক্রমে ঐ ক্লার্ক, বেলিফ বা আমলা তত টাকা দিতে দায়ী হইবে।

কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ক্রটির কথা।

৮০ ধারা। কোন ক্লার্ক, বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা উক্ত আদালতের পরওয়ানা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অসদাচরণ করিয়াছে বলিয়া, অথবা উক্ত আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যে টাকা আদায় করে তাহা বা তাহার হিসাব যথাবিধি দেয় নাই বলিয়া, তাহার নামে যদি অভিযোগ হয়, তবে আদালত উক্ত অভিযোগের তদন্ত লইয়া যেরূপ উচিত বোধ করেন উক্ত কর্ম্মচারির উক্ত বলপূর্ব্বক গৃহীত টাকা ফিরাইয়া দিতে বা পূর্ব্বোক্তরূপে আদায় করা কোন টাকা দিতে ও ক্ষতিপূরণ ও খরচা দিতে হইবার সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালতের সাক্ষিদিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমত মোকদ্দমায় সাক্ষিদিগকে সমন দিয়া হাজির করাইবার ও বলপূর্ব্বক দলীল উপস্থিত করাইবার যে ২ ক্ষমতা ছোট আদালতের আছে, এই অধ্যায়মত তদন্তকার্য্যে উক্ত আদালতের সেই ২ ক্ষমতা থাকিবে।

আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৮২ ধারা। টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার এই অধ্যায়মত আজ্ঞাক্রমে টাকা দেওয়া না গেলে, যে ব্যক্তিকে ঐ টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা আপনার অনুকূলে ছোট আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

---

১২ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

কোন ২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৩ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০ বা ২২৮ ধারায় যেরূপ অপরাধের বর্ণনা আছে ছোট আদালতের দৃষ্টিগোচরে বা সম্মুখে তদ্রূপ কোন অপরাধ করা গেলে, উক্ত আদালত অপরাধিকে হেকাজতে রাখাইতে পারিবেন; এবং সেই দিন আদালত বরখাস্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে উচিত বোধ করিলে অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড এবং তাহা না দিলে দেওয়ানী জেলে এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত কাল গত হইবার পূর্ব্বে অর্থদণ্ডের টাকা দিলে অপরাধী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৮৪ ধারা। উক্তরূপ প্রত্যেক স্থলে, ঐ আদালত যে২ বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা ও অপরাধির কৃত কোন উক্তি থাকিলে তাহা, এবং নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে, যে সময়ে বাধাপ্রাপ্ত বা অপমানিত হন, সেই সময়ে আদালত যে বিচারসংক্রান্ত কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও চলনের অবস্থা এবং উক্ত বাধা বা অপমানের প্রকৃতি ঐ লিপিবদ্ধ কথায় দর্শাইতে হইবে।

৮৩ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৫ ধারা। যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ৮৩ধারার নির্দ্দিষ্ট ও আপনার দৃষ্টিগোচরে বা সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড হওয়া উচিত, অথবা যদি অন্য কোন কারণে আদালত বিবেচনা করেন যে ৮৩ ধারামতে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত নহে, তবে আদালত যে২ বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা এবং পূর্ব্বলিখিত বিধিমত অপরাধির উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন এবং ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহার জামিন লইবার আদেশ দিতে পারিবেন অথবা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লইয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে ধারা অনুসারে তাহার নামে অভিযোগ হয় অপরাধির প্রতি সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৮৬ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৮৩ বা ৮৫ ধারামতে ঐ অপরাধির দণ্ডনিরূপণ করিলে কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইলে, যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা বা আদেশ মানিতে স্বীকার করে অথবা আদালতের হৃদ্বোধমতে অপরাধ স্বীকার করে, তবে আদালত স্বেচ্ছামতে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার বা হেকাজতে রাখিবার কথা।

৮৭ ধারা। ছোট আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষিকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত বা ক্ষমতাধীন যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, এবং অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

দেখাইলে, ঐ আদালত ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে, কিম্বা তাহাকে তত দিন আদালতের কোন কর্ম্মচারির হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে উত্তর দিতে বা স্থলবিশেষ উক্ত দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে, এই আইনের ৮৩ বা ৮৫ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

৮৩ ও ৮৭ ধারামত অজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৮৮ ধারা। ৮৩ বা ৮৭ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের আপীল সংক্রান্ত বিধানসমূহ, যত দূর খাটিতে পারে, এই ধারামত আপীলের প্রতি বর্ত্তিবে।

১৩ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

যে ব্যক্তিদের দ্বারা পরওয়ানা জারী করা যাইতে পারে, তাহাদের কথা।

৮৯ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার নোটিস, সাক্ষিদের সমন, এবং (প্রতিবাদির প্রতি সমন ও জারীর পরওয়ানা ছাড়া) এই আইনমত ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে অন্য যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তৎসমুদয়, আদালত সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিলে, আদালত সময়েং এতদর্থে যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করেন তাহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টর ও রিটর্ণের কথা।

৯০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদনাধীনে হাই কোর্ট যেরূপ নির্দ্দেশ করেন, ছোট আদালত সেইরূপ রেজিষ্টর, বহী ও হিসাব রাখিবেন, এবং হাই কোর্টে সেইরূপ বর্ণনাপত্র ও রিটর্ণ পাঠাইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হাই কোর্টের আদেশমতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হইবার কথা।

৯১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা, স্থলবিশেষে, হাই কোর্ট যেরূপ পাঠ ও প্রণালী উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সেইরূপ পাঠে ও প্রণালীতে উক্ত গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট সময়েং কাগজপত্র, রিটর্ণ ও বর্ণনাপত্র পাঠাইবার যে আদেশ করেন, ছোট আদালত সেই আদেশ পালন করিবেন।

পর্ব্বদিন ও বন্দের দিনের কথা।

৯২ ধারা। আদালতে যেং পর্ব্বদিন ও বন্দের দিন পালিত হইবে, ছোট আদালত প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন।

উক্ত অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া গেলে, ঐ তালিকা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, এবং তদনুসারে উক্ত পর্ব্বের দিন ও বন্দের দিন পালিত হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

ছোট আদালতের দ্বারা ধৃত করণ হইতে কোনং ব্যক্তির মুক্ত থাকিবার কথা।

৯৩ ধারা। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে, মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ও তাঁহাদের মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবকে, এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে সংস্থাপিত হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস ও জজদিগকে, এইরূপ ছোট আদালতের আজ্ঞাক্রমে ধৃত করা যাইতে পারিবে না।

ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৯৪ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।

৯৫ ধারা। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং যে স্থান নিরূপণ করেন, যে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে ছোট আদালতের আজ্ঞা হয় তাহাকে সেই স্থানে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারিবে।

আইনমতে কৃত কোন কর্ম্মহেতুক মোকদ্দমায় প্রস্তাবের কথা।

৯৬ ধারা। এই আইনমত কোন কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে বাদিকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করা হইয়া থাকিলে, বাদী কিছু পাইতে পারিবে না।

অভিযোগের মিয়াদের কথা।

৯৭ ধারা। এই আইনমতে কোন কর্ম্ম করা হইয়াছে বলিয়া যে সকল অভিযোগ হয়, তৎসমুদয় ঐ অপরাধ করা গেলে পর, তিন মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যেং ব্যবস্থা রহিত হইল।

A।—সুপ্রীম কোর্টের চার্টর।

তারিখ।		যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৭৭৪ সাল ২৬ মার্চ্চ।	কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	২১ প্রকরণ।
১৮০০ সাল, ২৬ ডিসেম্বর।	মান্দ্রাজের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৭ প্রকরণ।
১৮২৩ সাল, ৮ ডিসেম্বর।	বোম্বাইয়ের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৫৯ প্রকরণ।

B।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয় বা সংক্ষেপ নাম	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৫০ সা ৯ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অপকর্ষ ও দাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ মতে আদায় করণের আইন।	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৭৪ সা, ২০ আ	১৮৫০ সালের ৯ আইন সং-শোধন করিবার আইন	সমুদয়।
১৮৬৪ সা, ২৬ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঐ২ আদালতে অধিক সংখ্যক বিচার কর্ত্তাকে নিযুক্ত করণের বিধান করিবার আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৭৪ স ১ আ	রাজধানীর মধ্যে খাজানার নিমিত্ত সম্পত্তি ক্রোক করণের বিধান করণার্থ আইন	সমুদয়।
১৮৭৭ সা, ১০ আ	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইন	৮ ধারা ২ প্র-করণ।

C।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৬৪ সা, ৬ আ	বোম্বাইয়ের ছোট আদালত দ্বারা যে সকল ব্যক্তি কারা-বদ্ধ হয় তাহাদের খোরাকীর উৎকৃষ্টতর বিধান করণার্থ আইন।	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।

দ্বিতীয় তফসীল।

(২৩ ধারা দেখ।)

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তান গেল।

উপক্রমণিকা। ২ ধারা। অর্থকরণের ধারা।

১ অধ্যায়।—১১ ধারা ছাড়া, আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

২ অধ্যায়।—১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ও ১৯ ধারা, ২০ ধারার ৪ প্রকরণ, এবং ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারা, ২৫ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

৩ অধ্যায়।—৩৭ ধারার (খ) ও শেষ প্রকরণ ছাড়া, উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনা করণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।—৪২ ধারা ও ৪৪ ধারার ক বিধি ছাড়া মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

৫ অধ্যায়।—৪৩ ধারার (ঙ) প্রকরণ ও ৫৫ ধারা ও ৫৭ ধারার (খ) প্রকরণ ও ৫৮ ও ৬২ ধারা ছাড়া, মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়।—৬৪ ধারার "ও ৬৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনা পত্র অর্পণ করা গেলে" এই২ কথা ও ৬৫ ও ৬৬ ও ৮৬ ধারা ছাড়া, সমন বাহির করণ ও জারী করণ বিষয়ক বিধি।

৭ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।—১১০, ১১২ ও ১১৩ ধারা ছাড়া, বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।—১১৯ ধারা ছাড়া, আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা গ্রহণ বিষয়ক বিধি।

১০ অধ্যায়।—সাক্ষী তলব ও দলীল উপস্থিত করণ ইত্যাদি বিষয়ক বিধি। দ্বিতীয় প্রকরণ ছাড়া ১৩৭ ধারা, ১৩৮ ধারা, উপবিধি ও "তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া" এই কথা ছাড়া১৪০ ধারা, এবং তৃতীয় বাক্য ছাড়া ১৪১ ধারা ও ১৪২, ১৪৩, ও ১৪৪ ধারা।

১১ অধ্যায়।—ইস্যু নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি। ১৫০ ও ১৫১ ধারা।

১২ অধ্যায়।—১৫৪ ধারা ও ১৫৫ ধারা ছাড়া প্রথম শ্রবণের সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

১৩ অধ্যায়—মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

১৪ অধ্যায়।—১৬৮, ১৬৯, ১৭০ ও ১৭৫ ধারা ছাড়া সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫ অধ্যায়।—১৮২ অবধি ১৯১ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

১৬ অধ্যায়।—আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

১৭ অধ্যায়।—২০০, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৭, এবং ২১১ অবধি ২১৫ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া, বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

১৮ অধ্যায়।—খরচা বিষয়ক বিধি।

১৯ অধ্যায়।—ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধি, ২৩০ ধারার প্রথম দুই প্রকরণ, ২৩১ অবধি ২৩৬ পর্য্যন্ত ধারা, ২৪০ অবধি ২৫৯ পর্য্যন্ত ধারা; ২৬৬ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও তাহার ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে, ২৬৭ অবধি ২৭২ পর্য্যন্ত ধারা; ২৭৩ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে); ২৭৫ অবধি ৩০৩ পর্য্যন্ত ধারা; ৩২৮ অবধি ৩৩৩ পর্য্যন্ত ধারা; ৩৩৬ ধারা (শেষ তিন প্রকরণ ছাড়া); ৩৩৭ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত ধারা।

২১ অধ্যায়।—কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

২২ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোষে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

২৩ অধ্যায়।—আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি।

২৪ অধ্যায়।—খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি

২৫ অধ্যায়।—৩৯৬ ধারা ছাড়া, ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

২৭ অধ্যায়।—গবর্ণমেন্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক দের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৮ অধ্যায়।—৪৩৩ ধারা ছাড়া, ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৯ অধ্যায়।—সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩০ অধ্যায়।—ট্রষ্টীদের ও অছি ও সম্পাদকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩১ অধ্যায়।—নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩২ অধ্যায়।—সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৩ অধ্যায়।—বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৪ অধ্যায়।—স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধীয় ভিন্ন নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

৩৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমা চলন কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০ ও ৫০২ ধারা।

৩৬ অধ্যায়।—গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি, ৫০৩ ধারা।

৩৭ অধ্যায়।—আপীল সংক্রান্ত ৫২২ ধারার বিধান ছাড়া, সালীসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

৩৮ অধ্যায়।—৫২৭ ধারার (খ) প্রকরণের যে অংশ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় সেই অংশ ছাড়া, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৬ অধ্যায়।—হাই কোর্টে প্রশ্নকরণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

৪৯ অধ্যায়।—বিবিধ বিধি, ৬৪০ অবধি ৬৫১ পর্য্যন্ত ধারা।

তৃতীয় তফসীল।

পাঠ।

A

(৫৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের ছোট আদালতে।

শ্রীঅমুক——বাদী।

শ্রীঅমুক——প্রতিবাদী।

অমুক নগরের অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক শপথ করিয়া (কিম্বা প্রতিজ্ঞা করিয়া) কহিতেছেন যে, অমুক নগরের অমুক রাস্তা প্রভৃতির অমুক নম্বরের ঘরের ও বাটীর নিমিত্ত মাসে এত টাকা হিসাবে অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত এত মাসের ভাড়া বলিয়া অমুকের নিকট অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুকের ন্যায্যমত দেনা আছে।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সাক্ষাৎ শপথ (কিম্বা প্রতিজ্ঞা) করিলেন।

শ্রীঅমুক,
জজ [বা রেজিষ্ট্রার।]

B

(৫৯ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের ছোট আদালতে।

পরওয়ানা লিখিবার পাঠ।

তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে, রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮ অধ্যায়ের বিধানমতে এত টাকা আদায়ের নিমিত্ত ও ক্রোক করিবার খরচার বাবৎ, অমুক নগরের অমুক রাস্তার অমুক নম্বরের ঘরে ও বাটীতে ও শ্রীঅমুকের যে অস্থাবর দ্রব্য থাকে তাহা ক্রোক করিয়া লও। সাল তাং

(স্বাক্ষর ও মোহর)

বেলিফ ও যাচনদার শ্রীঅমুক সমীপেষু।

C

(৭৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের ছোট আদালতে।

তালিকা ও নোটিস লিখিবার পাঠ।

(যেং দ্রব্য ক্রোক করা গেল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।)

গত অমুক মাসে শ্রীঅমুকের নিকট তোমার এত মাসের ভাড়া বলিয়া এত টাকা দেনা হওয়াতে আমি অদ্য পূর্ব্বোক্ত তালিকার লিখিত অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক করিয়াছি জানিবা, আরো এই পত্রের তারিখ অবধি পাঁচ দিনের মধ্যে তুমি ঐ ভাড়ার টাকা ও এই ক্রোক করিবার খরচ না দিলে, কিম্বা ছোট আদালতের কোন এক জন জজ সাহেবের কিম্বা রেজিষ্ট্রারের স্থানে ইহার অন্যথার আজ্ঞা না পাইলে, ঐ দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ হইয়া রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮ অধ্যায়ের বিধানমতে তাহা বিক্রয় করা যাইবে। সাল তাং

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক
বেলিফ ও যাচনদার।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

D

(৬৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের ছোট আদালতে।

রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮ অধ্যায়ের বিধানমতে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমরা যে অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে রীতিমতে (তোমাকে কিম্বা স্থল বিশেষে তোমার পক্ষে শ্রী অমুককে) তাহার নোটিস ও ঐ দ্রব্যের তালিকা দিয়াছিলাম, সেই দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিয়াছি। আর ঐ আইনের বিধানমতে, অমুক স্থানে (এই নোটিসের পর তারিখের পুরা দুই দিনের কম নয়) অমুক তারিখে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে, জানিবা। ১৮৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ

(স্বাক্ষর) শ্রী অমুক,
শ্রী অমুক,

শ্রী অমুক সমীপেষু।

বেলিফ ও যাচনদার।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

ঞ।

(৯৬ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের ছোট আদালতে।

ঘরের ভাড়ার নিমিত্ত দ্রব্য ক্রোক করিলে যে হারানুসারে ফী লওয়া যাইবে তাহার ফর্দ্দ।

যত টাকার নিমিত্ত নালিশ হয়।	ডিস্ট্রিক্টের ও ক্রোকী পরওয়ানার নিমিত্ত।	বিক্রয় করিবার জাহীর নিমিত্ত।	কমিশনের সরুক।	মোট।
১ অবধি ৫ টাকার কম...	।০	।।০	।।০	১।০
৫ " ১০ " ...	।।০	।।০	১৲	২৲
১০ " ১৫ " ...	।।০	।।০	১।।০	২।।০
১৫ " ২০ " ...	।।০	১৲	২৲	৩।০
২০ " ২৫ " ...	৸০	১৲	২।।০	৪।০
২৫ " ৩০ " ...	১৲	১৲	৩৲	৫৲
৩০ " ৩৫ " ...	১৲	১৲	৩।।০	৫।।০
৩৫ " ৪০ " ...	১৲	১।।০	৪৲	৬।০
৪০ " ৪৫ " ...	১।০	২৲	৪।০	৭৸০
৪৫ " ৫০ " ...	১।।০	২৲	৫৲	৮।।০
৫০ " ৬০ " ...	২৲	২৲	৬৲	১০৲
৬০ " ৮০ " ...	২।।০	২।০	৬।০	১১।।০
৮০ " ১০০ " ...	৩৲	৩৲	৭৲	১৩৲
এক শত টাকার অধিক হইলে।	৩৲	৩৲	শত করা ৭৲ টাকা	...

উক্ত কর্দ্দে যত টাকা লেখা আছে তাহার মধ্যে সকল খরচ ধরিবার অভিপ্রায় আছে, কিন্তু রায়ত ঘরের মালিকের দাওয়ার প্রতিবাদ করিলে ও সাক্ষিদিগকে সফীনা করিতে হইলে, ৪০ টাকার কম দাওয়া থাকিলে প্রত্যেক সফিনায় ।০ চারি আনা লাগিবে ও ৪০ টাকার অধিক হইলে প্রত্যেক সফীনায় ৸০ বার আনা লাগিবে। আর ক্রোক করা দ্রব্য পেয়াদাদের জিম্মা করিয়া দিতে হইলে একং জনের দিন প্রতি ৴০ আনা লাগিবে।

চতুর্থ তফসীল।

(৭২ ধারা দেখ)

সমন ও অন্যান্য পরওয়ানা নিমিত্ত ফী।

বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য নিম্নলিখিত টাকার অধিক	কিন্তু নিম্নলিখিত টাকার অনধিক হইলে।	সমনের ফী।	অন্যান্য পরওয়ানার ফী।
		টাকা।	টাকা।
০	১০	৶০	৶০
১০	২০	।০	।০
২০	৫০	।০	।।০
৫০	১০০	১৲	১৲
১০০	২০০	১।০	২৲
২০০	৩০০	১।০	৩৲
৩০০	৪০০	১৸০	৪৲
৪০০	৫০০	২৲	৫৲
৫০০	৬০০	২।০	৬৲
৬০০	৭০০	২ ০	৭৲
৭০০	৮০০	২৸০	৮৲
৮০০	৯০০	৩৲	৯৲
৯০০	১,০০০	৩।০	১০৲
১,০০০	১,১০০	৩৶	১০।০
১,১০০	১,২০০	৩।।০	১১৲
১,২০০	১,৩০০	৩।৶	১১।।০
১,৩০০	১,৪০০	৩৸০	১২৲
১,৪০০	১,৫০০	৩৸৶	১২।।০
১,৫০০	১,৬০০	৪৲	১৩৲
১,৬০০	১,৭০০	৪৶	১৩।।০
১,৭০০	১,৮০০	৪।০	১৪৲
১,৮০০	১,৯০০	৪।৶	১৪।।০
১,৯০০	২,০০০	৪।।০	১৫৲

আর, জে, ক্রম্প্টোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B. L.,
Bengali Translator.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ নবেম্বর।]

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত এই যে ভারতবর্ষের দেশীয় ভাষার মুদ্রাযন্ত্রের সুশাসনার্থ বিশেষ আইনের আর প্রয়োজন নাই; এই নিমিত্ত উক্ত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষার মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ১৮৭৮ সালের ৯ আইন রহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

২। উক্ত আইনে একই বিষয়ের দুইটি স্বতন্ত্র শাখা সম্বন্ধে বিধান ছিল, যথা,

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষেরই মধ্যে মুদ্রিত দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রাদি সম্বন্ধে;

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র মুদ্রিত এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রাদি এতদ্দেশে প্রচার নিমিত্ত আমদানী করণ সম্বন্ধে।

৩। বিদ্রোহভাবোদ্দীপক এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রাদির আমদানী সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারামত জ্ঞাপন পত্র দ্বারা নিষেধ করা যাইতে পারে। উক্ত আইনের ১৭২ ধারা অনুসারে কোন মাজিষ্ট্রেট কোন কষ্টমের কালেক্টরের প্রার্থনামতে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির তলাস করিতে পারেন, এবং ১৬৭ ও ১৬৮ ধারামতে আমদানীকারকের অর্থদণ্ড করা যাইতে পারে। সুতরাং বিদ্রোহ ভাবোদ্দীপক পত্রাদির আমদানী নিষেধ করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের আছে। ঐ রূপ নিষেধ করিবার পর মাজিষ্ট্রেটেরা ঐ পত্রাদি আমদানী করা গেলে তাহা তলাস করিয়া ধরিতে পারেন, এবং আমদানীকারককে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।

ঐরূপ কোন নিষিদ্ধ পত্রাদি তলাস করিয়া ধরিবার ক্ষমতা ডাকঘরের কর্তৃপক্ষদিগকে দেওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং ডাকঘর সংক্রান্ত ১৮৬৬ সালের আইনে একটি ধারা যোগ করিয়া এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে। ইহাতে ১৮৭৮ সালের ৯ আইন ও তৎসংশোধনার্থ ১৮৭৮ সালের ১৬ আইন রহিত করা হইয়াছে; এবং এতদ্দ্বারা ডাকঘর সংক্রান্ত ১৮৬৬ সালের আইনে একটি ধারা যোগ করা গিয়াছে। ঐ ধারায় আবশ্যক সংশোধনসহ ১৮৭৮ সালের ৯ আইনের ১৫ ধারার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে; উহাতে নিষিদ্ধ পত্রাদি তলাস করিবার ও ধরিবার ক্ষমতা ডাকঘরের কর্তৃপক্ষদের প্রতি অর্পিত হইয়াছে।

কলিকাতা;
১৮৮১ সাল ১২ ডিসেম্বর।

জে, জিব্‌স।

আর, জে, ক্রস্থোওয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮২ সালের ৩ নম্বর।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ, নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

২৩৬ ধারার সংশোধন।

১ ধারা। উক্ত আইনের ২৩৬ ধারার উপবিধির (জ) দফার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে, যথা,—

"(জ) রাজকীয় কার্য্যকারকের কিম্বা কোন রেলওয়ের কর্ম্মকারকের বেতন মাসে বার টাকার অধিক না হইলে ঐ বেতন, এবং ঐরূপ কোন কার্য্যকারকের বা কর্ম্মকারকের বেতন ঐ টাকার অধিক হইলে অর্দ্ধ বেতন।"

৪৩৪ ও ৬৫০ ক ধারার সংশোধন।

২ ধারা। উক্ত আইনের ৪৩৪ ধারার ৬ পংক্তিতে ও উক্ত আইনের ৬৫০ ক ধারার ১ পংক্তিতে "আদালত" শব্দের পূর্ব্বে "দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয়" এই শব্দগুলি দিতে হইবে; এবং শেষোক্ত ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে, যথা, —"এই ধারামতে যে কোন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ঐরূপ জ্ঞাপনপত্রক্রমে তাহা রহিত করিতে পারিবেন, কিন্তু পূর্ব্বে যে সমন জারী হইয়াছে তাহার জারী হওয়া অসিদ্ধ হইবে না।"

৫৩৯ ধারার সংশোধন।

৩ ধারা। উক্ত আইনের ৫৩৯ ধারায় "হিতজনক" এই শব্দের পর "বা ধর্ম্মার্থ" এই২ শব্দ দিতে হইবে; এবং সেই ধারার শেষ পদে "কালেক্টর" শব্দের পূর্ব্বে "স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক" এই২ কথা দিতে হইবে।

৪ ধারা। উক্ত আইনের ৬৪৫ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, যথা,—

দ্রব্যাদির রক্ষা করিবার পুরস্কারাদির মোকদ্দমায় আসেসরদের কথা।

"৬৪৫ ক ধারা। দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার বা জাহাজাদি টানিয়া লইয়া যাইবার বা জাহাজে২ ধাক্কা লাগিবার কোন এডমিরল্টীর বা বৈস আডমিরল্টীর মোকদ্দমায় আদালত প্রথমশ্রেণীর বিচারাধিপত্যক্রমে বা আপিলী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবার সময়ে, উচিত বোধ করিলে, সময়ে২ আজ্ঞা করিয়া যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে আপনার সাহায্যার্থে দুইজন উপযুক্ত আসেসর সমন করিতে পারিবেন, এবং ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে অবশ্য২ সমন করিবেন; এবং তদনুসারে উক্ত আসেসরেরা উপস্থিত হইয়া সাহায্য করিবেন।

"আদালত আজ্ঞা করিয়া যে ফী নির্দ্দিষ্ট করেন উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উক্তরূপ প্রত্যেক জন আসেসর সেই ফী পাইবেন। প্রত্যেক স্থলে আদালত যাঁহাদের প্রতি আদেশ করেন, মোকদ্দমাকারী সেই ব্যক্তির ঐ ফী দিবেন।"

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৫ ধারা। ১৮৪০ সালের ১০ আইনের ২ ধারা এবং ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৮৫ ধারা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে দুই তিনটী সামান্য সংশোধন করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য। উক্ত আইনের ২৬৬ ধারাক্রমে এক্ষণে রাজকীয় কার্য্যকারকদের ও রেলওয়ের কর্ম্মকারকদের অর্দ্ধেবেতন ক্রোক হইতে মুক্ত আছে। উক্ত কার্য্যকারকদের বেতন কোন অল্পপরিমিত টাকার, মনে কর ১২ টাকার, কম হইলে ঐ বেতন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবে, এক্ষণে এই প্রস্তাব হইতেছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনের পক্ষ। সাধারণের কার্য্যকারকেরা তাহাদের মহাজনদের কার্য্যক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া না পড়ে আইনক্রমে যত দূর হইতে পারে ইহার বিধান করিয়া সাধারণের উপকার করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

বঙ্গদেশের সুবিদ্বান্ আডবোকেট জেনরল সাহেব এই মত দিয়াছেন যে সাধারণের হিতজনক কার্য্য সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিধানাত্মক ৫৩৯ ধারার "হিত জনক" শব্দে ইংলণ্ডে যেরূপ "ধর্ম্মার্থ" বিষয়ও বুঝাইত এখানে সেরূপ বুঝায় না; এই নিমিত্ত সাধারণের ধর্ম্মার্থ দত্ত বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আদালতের দ্বারা কোন নিয়মপত্র করিবার উপায় নাই। এই কারণে নিম্ন বঙ্গপ্রদেশে ও পঞ্জাবে অনেক অসুবিধা অনুভূত হইয়াছে। এতজ্জন্য 'হিতজনক" শব্দের পর "বা ধর্ম্মার্থ" এই কথা দিয়া ঐ ধারা সংশোধন করা এই আইনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য; এবং ১৮৪০ সালের ১০ আইনের ২ ধারা যে দত্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত হয়, তৎসম্পর্কে কোন নিয়মপত্র করণকার্য্যে ঐ ধারাক্রমে বাধা হইতে পারে বলিয়া ঐ ধারা রহিত করা যাইবে।

আবার ৫৩৪ ও ৬৫০ ক ধারার দেওয়ানী ও রাজস্ব সম্পর্কীয় উভয় আদালতেরই উল্লেখ আছে কি না এবং শেষোক্ত ধারামতে যে আপিলপত্র দেওয়া যায় তাহা রহিত করা যাইতে পারে কি না, এই বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপিতে ঐ সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

শেষ কথা এই, যে সকল আদালত আডমিরল্টী বা বৈস আডমিরল্টী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন, সেই সকল আদালতে কোন২ মোকদ্দমার আসেসরদের সাহায্যের বিধানার্থ ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৮৫ ধারা এই সুযোগে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যথাযোগ্য স্থানে উঠাইয়া আনা গেল।

কলিকাতা
১৮৮২ সাল ১১ জানুয়ারি।

হুইটলী ষ্টোক্‌স।

আর, জে, ক্রস্‌থোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ ফেব্রুয়ারি।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২৮ ফেব্রুয়ারি।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

দ্বিতীয় বার প্রকাশিত।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮২ সালের ৩ নম্বর।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ। দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ, নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

২৬৬ ধারার সংশোধন। ১ ধারা। উক্ত আইনের ২৬৬ ধারার উপবিধির (জ) চিহ্নের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দফা গুলি দিতে হইবে যথা,—

"(জ) রাজকীয় কার্য্যকারকের কিম্বা কোন রেলওয়ের কর্ম্মকারকের বেতন মাসে বার টাকার অধিক না হইলে ঐ বেতন, এবং ঐরূপ কোন কার্য্যকারকের বা কর্ম্মকারকের বেতন ঐ টাকার অধিক হইলে অর্দ্ধ বেতন।"

৪৩৪ ও ৬৫০ ক ধারার সংশোধন। ২ ধারা। উক্ত আইনের ৪৩৪ ধারার ৬ পংক্তিতে ও উক্ত আইনের ৬৫০ ক ধারার ১ পংক্তিতে "আদালত" শব্দের পূর্ব্বে "দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয়" এই শব্দগুলি দিতে হইবে; এবং শেষোক্ত ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে, যথা,—"এই ধারামতে যে কোন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ঐরূপ জ্ঞাপনপত্রক্রমে তাহা রহিত করিতে পারিবেন, কিন্তু পূর্ব্বে যে সমস্ত জারী হইয়াছে তাহার জারী হওয়া অসিদ্ধ হইবে না।"

৫৩৯ ধারার সংশোধন। ৩ ধারা। উক্ত আইনের ৫৩৯ ধারার "হিতজনক" এই শব্দের পর "বা ধর্ম্মার্থ" এই২ শব্দ দিতে হইবে; এবং সেই ধারার শেষ পদে "কালেক্টর" শব্দের পূর্ব্বে "স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক" এই২ কথা দিতে হইবে।

৪ ধারা। উক্ত আইনের ৬৪৫ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, যথা,—

দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার পুরস্কারাদির মোকদ্দমায় আসেসরদের কথা। "৬৪৫ ক ধারা। দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার বা জাহাজাদি টানিয়া লইয়া যাইবার বা জাহাজে ধাক্কা লাগিবার কোন এডমিরল্টীর বা বৈস এডমিরল্টীর মোকদ্দমায় আদালত প্রথমস্থানীয় বিচারাধিপত্যক্রমে বা আপিলী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবার সময়ে, উচিত বোধ করিলে, সময়ে২ আজ্ঞা করিয়া যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে আপনার সাহায্যার্থে দুইজন উপযুক্ত আসেসর সমন করিতে পারিবেন, এবং ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে অবশ্য২ সমন করিবেন; এবং তদনুসারে উক্ত আসেসরেরা উপস্থিত হইয়া সাহায্য করিবেন।

"আদালত আজ্ঞা করিয়া যে ফী নির্দ্দিষ্ট করেন, উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উক্তরূপ প্রত্যেক জন আসেসর সেই ফী পাইবেন। প্রত্যেক স্থলে আদালত যাঁহাদের প্রতি আদেশ করেন, মোকদ্দমাকারী সেই ব্যক্তির ঐ ফী দিবেন।"

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা। ৫ ধারা। ১৮৪০ সালের ১০ আইনের ২ ধারা এবং ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৮৮ ধারা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে দুই তিনটা সামান্য সংশোধন করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য। উক্ত আইনের ২৬৬ ধারাক্রমে এক্ষণে রাজকীয় কার্য্যকারকদের ও রেলওয়ের কর্ম্মকারকদের অর্দ্ধবেতন ক্রোক হইবার বিধি আছে। উক্ত কার্য্যকারকদের বেতন কোন অল্পপরিমিত টাকার, যথা কর ১২ টাকার, কম হইলে ঐ বেতন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবে, এক্ষণে এই প্রস্তাব হইতেছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনের পক্ষ। সাধারণের কার্য্যকারকেরা তাহাদের মহাজনদের কার্য্যক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া না পড়ে আইনক্রমে যত দূর হইতে পারে ইহার বিধান করিয়া সাধারণের উপকার করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

বঙ্গদেশের সুবিদ্বান্ আডবোকেট জেনরল সাহেব এই মত দিয়াছেন যে সাধারণের হিতজনক কার্য্য সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিধানাত্মক ৫৩৯ ধারায় "হিতজনক" শব্দে ইংলণ্ডে যেরূপ "ধর্ম্মার্থ" বিষয়ও বুঝাইত এখানে সেরূপ বুঝায় না, এই নিমিত্ত সাধারণের ধর্ম্মার্থ দত্ত বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আদালতের দ্বারা কোন নিয়মপত্র করিবার উপায় নাই। এই কারণে নিম্ন বঙ্গপ্রদেশে ও পঞ্জাবে অনেক অসুবিধা অনুভূত হইয়াছে। তজ্জন্য "হিতজনক" শব্দের পর "বা ধর্ম্মার্থ" এই কথা দিয়া ঐ ধারা সংশোধন করা এই আইনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য; এবং ১৮৪০ সালের ১০ আইনের ২ ধারা যে দত্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত হয়, তৎসম্পর্কে কোন নিয়মপত্র করণকার্য্যে ঐ ধারাক্রমে বাধা হইতে পারে বলিয়া ঐ ধারা রহিত করা যাইবে।

আবার ৫৩৪ ও ৬৫০ ক ধারায় দেওয়ানী ও রাজস্ব সম্পর্কীয় উভয় আদালতেরই উল্লেখ আছে কি না এবং শেষোক্ত ধারামতে যে জ্ঞাপনপত্র দেওয়া যায় তাহা রহিত করা যাইতে পারে কি না, এই বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপিতে ঐ সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

শেষ কথা এই, যে সকল আদালত আডমিরল্টী বা বৈস আডমিরল্টী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন সেই সকল আদালতে কোন২ মোকদ্দমায় আসেসরদের সাহায্যের বিধানার্থ ১৮৬০ সালের ৭ আইনের ৮৫ ধারা এই সুযোগে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যথাযোগ্য স্থানে উঠাইয়া আনা গেল।

কলিকাতা
১৮৮২ সাল ১৬ জানুয়ারি।

হুইটলী ষ্টোক্স।

আর. জে. ক্রসথোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ ফেব্রুয়ারি।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ৭ মার্চ।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

তৃতীয়বার প্রকাশিত।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮২ সালের ৩ নম্বর।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ, নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

২৬৬ ধারার সংশোধন।

১ ধারা। উক্ত আইনের ২৬৬ ধারার উপবিধির (জ) দফার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে যথা,—

"(জ) রাজকীয় কার্য্যকারকের কিম্বা কোন রেলওয়ের কর্ম্মকারকের বেতন মাসে বার টাকার অধিক না হইলে ঐ বেতন, এবং ঐরূপ কোন কার্য্যকারকের বা কর্ম্মকারকের বেতন ঐ টাকার অধিক হইলে অর্দ্ধ বেতন।"

৪৩৪ ও ৬৫০ক ধারার সংশোধন।

২ ধারা। উক্ত আইনের ৪৩৪ ধারার ৬ পংক্তিতে ও উক্ত আইনের ৬৫০ক ধারার ১ পংক্তিতে "আদালত" শব্দের পূর্ব্বে "দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয়" এই শব্দগুলি দিতে হইবে; এবং শেষোক্ত ধারার নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে, যথা,—"এই ধারামতে যে কোন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ঐরূপ জ্ঞাপনপত্রক্রমে তাহা রহিত করিতে পারিবেন, কিন্তু পূর্ব্বে যে সমন জারী হইয়াছে তাহার জারী হওয়া অসিদ্ধ হইবে না।"

৫৩৯ ধারার সংশোধন।

৩ ধারা। উক্ত আইনের ৫৩৯ ধারায় "হিতজনক" এই শব্দের পর "বা ধর্ম্মার্থ" এই২ শব্দ দিতে হইবে; এবং সেই ধারার শেষ পদে "কালেক্টর" শব্দের পূর্ব্বে "স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক" এই২ কথা দিতে হইবে।

৪ ধারা। উক্ত আইনের ৬৪৫ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, যথা,—

দ্রব্যাদির রক্ষা করিবার পুরস্কারাদির মোকদ্দমায় আসেসরদের কথা।

"৬৪৫ক ধারা। দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার বা জাহাজাদি টানিয়া লইয়া যাইবার বা জাহাজেং ধাক্কা লাগিবার কোন আডমিরল্টীর বা বৈস আডমিরল্টীর মোকদ্দমায় আদালত প্রথমশ্রেণীর বিচারাধিপত্যক্রমে বা আপিলী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবার সময়ে, উচিত বোধ করিলে, সময়েং আজ্ঞা করিয়া যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে আপনার সাহায্যার্থে দুইজন উপযুক্ত আসেসর সমন করিতে পারিবেন, এবং ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে অবশ্যং সমন করিবেন; এবং তদনুসারে উক্ত আসেসরেরা উপস্থিত হইয়া সাহায্য করিবেন।

"আদালত আজ্ঞা করিয়া যে ফী নির্দ্দিষ্ট করেন, উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উক্তরূপ প্রত্যেক জন আসেসর সেই ফী পাইবেন। প্রত্যেক স্থলে আদালত যাঁহাদের প্রতি আদেশ করেন, মোকদ্দমাকারী সেই ব্যক্তিরা ঐ ফী দিবেন।"

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৫ ধারা। ১৮৪০ সালের ১০ আইনের ২ ধারা এবং ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৮৫ ধারা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে দুই তিনটী সামান্য সংশোধন করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য। উক্ত আইনের ২৬১ ধারাক্রমে এক্ষণে রাজকীয় কার্য্যকারকদের ও রেলওয়ের কর্ম্মকারকদের অর্দ্ধবেতন ক্রোক হইতে মুক্ত আছে। উক্ত কার্য্যকারকদের বেতন কোন অল্পপরিমিত টাকার, যথে কর ১২ টাকার, কম হইলে ঐ বেতন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবে, এক্ষণে এই প্রস্তাব হইতেছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনের পক্ষ। সাধারণের কার্য্যকারকেরা তাহাদের মহাজনদের কার্য্যক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া না পড়ে আইনক্রমে যত দূর হইতে পারে ইহার বিধান করিয়া সাধারণের উপকার করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

বঙ্গদেশের সুবিদ্বান্ আডবোকেট জেনরল সাহেব এই মত দিয়াছেন যে সাধারণের হিতজনক কার্য্য সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিধানাত্মক ৫৩৯ ধারায় "হিত জনক" শব্দে ইংলণ্ডে যেরূপ "ধর্ম্মার্থ" বিষয়ও বুঝাইত এখানে সেরূপ বুঝায় না, এই নিমিত্ত সাধারণের ধর্ম্মার্থ দত্ত বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে আদালতের দ্বারা কোন নিয়মপত্র করিবার উপায় নাই। এই কারণে নিম্ন বঙ্গপ্রদেশে ও পঞ্জাবে অনেক অসুবিধা অনুভূত হইয়াছে। তজ্জন্য "হিতজনক" শব্দের পর "বা ধর্ম্মার্থ" এই কথা দিয়া ঐ ধারা সংশোধন করা এই আইনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য; এবং ১৮৪০ সালের ১০ আইনের ২ ধারা যে দত্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত হয়, তৎসম্পর্কে কোন নিয়মপত্র করণকার্য্যে ঐ ধারাক্রমে বাধা হইতে পারে বলিয়া ঐ ধারা রহিত করা যাইবে।

আবার ৫৩৪ ও ৬৫০ ক ধারায় দেওয়ানী ও রাজস্ব সম্পর্কীয় উভয় আদালতেরই উল্লেখ আছে কি না এবং শেষোক্ত ধারামতে যে জ্ঞাপনপত্র দেওয়া যায় তাহা বহিত করা যাইতে পারে কি না, এই বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপিতে ঐ সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

শেষ কথা এই, যে সকল আদালত আডমিরল্টী বা বৈস আডমিরল্টী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন, সেই সকল আদালতে কোন২ মোকদ্দমায় আসেসরদের সাহায্যের বিধানার্থ ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৮৫ ধারা এই সুযোগে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যথাযোগ্য স্থানে উঠাইয়া আনা গেল।

কলিকাতা
১৮৮২ সাল ১১ জানুয়ারি। }

হুইটলী ষ্টোক্স।

আর, জে, ক্রসথোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৭ মার্চ।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২৮ নবেম্বর।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করা হয়।—

১৮৮২ সালের ১০ নম্বর।

হস্তীসংরক্ষণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

হস্তীসংরক্ষণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন নিম্নলিখিত প্রকারে সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

উক্ত আইনের ৪ ধারায় "৩ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের লিখিত স্থলবিশেষে" এই কথাগুলি রহিত করিতে হইবে।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

হস্তীসংরক্ষণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ৩ ও ৪ ধারা নিম্নলিখিতরূপ ;—

বন্য হস্তী মারিবার কিম্বা ধরিবার নিষেধের কথা।

"৩ ধারা। (ক) আত্মরক্ষার কিম্বা অন্য ব্যক্তির রক্ষার নিমিত্ত না হইলে,

(খ) হস্তী আসিয়া ঘর, কি আবাদ নষ্ট করিতে কিম্বা সরকারী কোন বড় রাস্তার কি কোন রেলওয়ের কি খালের উপর কি তাহার অতি নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে উপস্থিত হইতে দেখা না গেলে, কিম্বা

(গ) এই আইনমতে প্রদত্ত লাইসেন্সপত্র অনুযায়ী না হইলে, কোন ব্যক্তি কোন বন্য হস্তী মারিবে কি তাহার হানি করিবে না কিম্বা সেই হস্তী ধরিবে না কিম্বা সেই হস্তী মারিবার কি তাহার হানি করিবার কিম্বা সেই হস্তী ধরিবার উদ্যোগ করিবে না।"

কোন২ হস্তির ও হস্তিদন্তের উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্বের কথা।

"৪ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইয়া ৩ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের লিখিত স্থলবিশেষে যে প্রত্যেক হস্তী ধরে তাহা ও যে প্রত্যেক হস্তী মারে তাহার দন্ত গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইবে।"

কোন ব্যক্তি লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইয়া ৩ ধারার (ক) বা (খ) প্রকরণমতে শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার্থে যে কোন হস্তী ধরে তাহা ও যে কোন হস্তী মারে তাহার দন্ত গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া প্রকাশ করা যদি ন্যায্য হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে উক্তরূপ কোন হেতু না থাকিলে কোন ব্যক্তি লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইয়া হস্তী ধরিলে বা মারিলে তাহা ও তাহার দন্ত গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া প্রকাশ করা অধিকতর ন্যায্য। যাঁহারা উক্ত আইন প্রণয়ন করেন তাঁহারা ইহা ধরিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া প্রতীতি হয় যে শেষোক্ত স্থলে হস্তী বা স্থলবিশেষে তাহার মৃতদেহ গবর্ণমেণ্টের হইবে ; কিন্তু এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াতে, যাহাতে ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়, এরূপে উক্ত আইন সংশোধন করা বাঞ্ছনীয় বোধ হয় ; তদর্থে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

সিমলা।
১৮৮২ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।

জে, গিবস।

ডি, ফিটজপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L.
Bengali Translator.

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮২ সালের ১১ নম্বর।

১৮৫৪ সালের ২৭ আইন রহিত করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ। বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুক্ত নাজিমের বিষয়ের আইন সংশোধন করিবার ১৮৫৪ সালের ২৭ আইনে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা অথবা তদ্রূপ কার্য্যকারী অন্য কোন কার্য্যকারকের দ্বারা মুরশিদাবাদে নাজিমের রাজবাটীর সীমানার অন্তর্বর্ত্তী স্থানে পরওয়ানা জারী ও আঞ্জাম করিবার বিধান আছে;

এবং বঙ্গদেশের নবাব নাজিম মহামান্য শ্রীযুক্ত সৈয়দ মনসুর আলি সাহেব এক পক্ষ ও ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব দ্বিতীয় পক্ষ এবং অন্য কএক জন তৃতীয় পক্ষ এই তিন পক্ষের মধ্যে ১৮৮০ সালের ১ নবেম্বর তারিখের যে নিয়মপত্র হয় তৎক্রমে বঙ্গদেশের নবাব নাজিম ঐ নিয়মপত্রের লিখিত মূল্যবান প্রভৃতির উপলক্ষে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নিজামত ও সুবাদারী, ও বাঙ্গালা বেহার, ও উড়িষ্যার নাজিম ও সুবাদারের পদ, এবং নবাব নাজিম বলিয়া যৎকালে তাঁহার যে ক্ষমতা, সম্মান, বৃত্তি, বেতন, বরাদ্দ, সম্পত্তি, অধিকার ও স্বত্ব পাইবার স্বত্ব থাকে বা ঐরূপ যাহা কিছু উক্ত পদ সংযুক্ত বা সংলগ্ন হয় বা তৎসঙ্গে ভোগ করা যায় তৎসমুদয়, ও উক্ত নিজামত ও সুবাদারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভবিষ্যতে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবার সমুদয় স্বত্ব ও অধিকার ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন;

এবং উক্ত নিয়মপত্রে যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পদ উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঐ কার্য্যকারী কোন কার্য্যকারকও থাকিবে না; এই নিমিত্ত ১৮৫৪ সালের ২৭ আইন রহিত করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

১৮৫৪ সালের ২৭ আইন রহিত হইবার কথা। ১ ধারা। ১৮৫৪ সালের ২৭ আইন রহিত করা গেল।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুক্ত নাজিমের বিষয়ের আইন সংশোধন করিবার ১৮৫৪ সালের ২৭ আইনে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা অথবা যে কোন নামে খ্যাত অন্য যে কার্য্যকারক তৎকালে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারকতা করেন তাঁহার দ্বারা মুরশিদাবাদে নাজিমের রাজবাটীর সীমানার অন্তবর্ত্তী স্থানে পরওয়ানা জারী ও আঞ্জাম করিবার বিধান আছে।

২। বঙ্গদেশের নবাব নাজিম মহামান্য শ্রীযুক্ত সৈয়দ মনসুর আলী সাহেব ও ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব এই উভয়ের মধ্যে ১৮৮০ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের যে নিয়মপত্র হয় তৎক্রমে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান নবাব নাজিম ঐ নিয়মপত্রের লিখিত মূল্যবান প্রভৃতির উপলক্ষে বাঙ্গলা, বেহার, ও উড়িষ্যার নিজামত ও সুবাদারী, ও বাঙ্গলা, বেহার, ও উড়িষ্যার নাজিম ও সুবাদারের পদ, এবং নবাব নাজিম বলিয়া যৎকালে তাঁহার যে ক্ষমতা, সম্মান, বৃত্তি, বেতন, বরাদ্দ, সম্পত্তি, অধিকার, ও স্বত্ব পাইবার স্বত্ব থাকে বা ঐরূপ যাহা কিছু উক্ত পদ সংযুক্ত বা সংলগ্ন হয় বা তৎসঙ্গে ভোগ করা যায় তৎসমুদয়, ও উক্ত নিজামত ও সুবাদারী সংক্রান্ত কোনবিষয়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভবিষ্যতে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবার সমুদয় স্বত্ব ও অধিকার ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পদ উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে; এবং উক্ত আইনে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি যেং কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছিল সেই সকল কার্য্য সম্পাদনার্থে ভবিষ্যতে কোন কার্য্যকারক থাকিবে না। এই নিমিত্ত উক্ত আইন রহিত করা এবং নবাবের প্রাসাদের সীমানার মধ্যে পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্য সাধারণ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়মিত হইতে দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইল।

এই কারণে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গেল।

সিমলা, ১৮৮২ সাল ১২ অক্টোবর।

সি, পি, ইলবর্ট।

ডি,ফিট্জপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১২ ডিসেম্বর।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আইনের পাণ্ডুলিপি।

তৃতীয়বার প্রকাশিত।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়।

১৮৮[illegible] সালের ১১ নম্বর।

১৮৫৪ সালের [illegible] আইন রহিত করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ। বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত নাজিমের বিষয়ের আইন সংশোধন করিবার ১৮৫৪ সালের ২৭ আইনে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা অথবা তদ্রূপ কার্য্যকারী অন্য কোন কার্য্যকারকের দ্বারা মুরশিদাবাদের নাজিমের রাজবাটীর সীমানার অন্তর্বর্ত্তী স্থানে পরওয়ানা জারী ও আমল করিবার বিধান আছে;

এবং বঙ্গদেশের নবাব নাজিম মহামান্য শ্রীযুত সৈয়দ মনসুরআলি সাহেব এক পক্ষ ও ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব দ্বিতীয় পক্ষ এবং অন্য কএক জন তৃতীয় পক্ষ এই তিন পক্ষের মধ্যে ১৮৮০ সালের ১ নবেম্বর তারিখের যে নিয়মপত্র হয় তৎক্রমে বঙ্গদেশের নবাব নাজিম ঐ নিয়মপত্রের লিখিত মূল্যবান প্রবৃত্তির উপলক্ষে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নিজামত ও সুবাদারী, ও বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নাজিম ও সুবাদারের পদ, এবং নবাব নাজিম বলিয়া যৎকালে তাঁহার যে ক্ষমতা, সম্মান, বৃত্তি, বেতন, বরাদ্দ, সম্পত্তি, অধিকার ও স্বত্ব পাইবার স্বত্ব থাকে বা ঐরূপ যাহা কিছু উক্ত পদ সংযুক্ত বা সংলগ্ন হয় বা তৎসঙ্গে ভোগ করা যায় তৎসমুদয়, ও উক্ত নিজামত ও সুবাদারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভবিষ্যতে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবার সমুদয় স্বত্ব ও অধিকার ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন;

এবং উক্ত নিয়মপত্রে যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পদ উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঐ কার্য্যকারী কোন কার্য্যকারকও থাকিবে না; এই নিমিত্ত ১৮৫৪ সালে ২৭ আইন রহিত করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

১৮৫৪ সালের ২৭ আইন রহিত হইবার কথা। ১ ধারা। ১৮৫৪ সালের ২৭ আইন রহিত করা গেল।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত নাজিমের বিষয়ের আইন সংশোধন করিবার ১৮৫৪ সালের ২১ আইনে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা অথবা যে কোন নামে খ্যাত অন্য যে কার্য্যকারক তৎকালে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারকতা করেন তাঁহার দ্বারা মুরশিদাবাদে নাজিমের রাজবাটীর সীমানার অন্তবর্ত্তী স্থানে পরওয়ানা জারী ও আহ্বান করিবার বিধান আছে।

২। বঙ্গদেশের নবাব নাজিম মহামান্য শ্রীযুত সৈয়দ মন্সুর আলী সাহেব ও ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব এই উভয়ের মধ্যে ১৮৮০ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের যে নিয়মপত্র হয় তৎক্রমে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান নবাব নাজিম ঐ নিয়মপত্রের লিখিত মূল্যবান প্রবৃত্তির উপলক্ষে বাঙ্গালা, বেহার, ও উড়িষ্যার নিজামত ও সুবাদারী ও বাঙ্গালা, বেহার, ও উড়িষ্যার নাজিম ও সুবাদারের পদ, এবং নবাব নাজিম বলিয়া যৎকালে তাঁহার যে ক্ষমতা, সম্মান, বৃত্তি, বেতন, বরাদ্দ, সম্পত্তি, অধিকার, ও স্বত্ব পাইবার স্বত্ব থাকে বা ঐরূপ যাহা কিছু উক্ত পদ সংযুক্ত বা সংলগ্ন হয় বা তৎসঙ্গে ভোগ করা যায় তৎসমুদয়, ও উক্ত নিজামত ও সুবাদারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভবিষ্যতে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবার সমুদয় স্বত্ব ও অধিকার ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পদ উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে; এবং উক্ত আইনে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি যেং কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছিল সেই সকল কার্য্য সম্পাদনার্থে ভবিষ্যতে কোন কার্য্যকারক থাকিবে না এই নিমিত্ত উক্ত আইন রহিত করা এবং নবাবের প্রাসাদের সীমানার মধ্যে পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্য সাধারণ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়মিত হইতে দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইল।

এই কারণে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গেল।

সিমলা, ১৮৮২ সাল ১২ অক্টোবর। সি, পি, ইলবর্ট।

ডি, ফিট্জপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ-KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.
Bengali Translator.

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ৪ আপ্রিল।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ৬ জানুয়ারি তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করাতে, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ১ আইন।

এতদ্দেশ মধ্যে মজুরদের গমন বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।

ধারার নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

আরম্ভ।

২। যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৩। অর্থকরণের ধারা।

চুক্তিবিষয়ক আইনের অর্থকরণমতে শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবার কথা।

৪। মজুরী করিবার কোন জিলা আইনের বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারিবার কথা।

ধারা

৫। মজুরী করিবার কোন জিলায় বা তাহার কোন অংশে যাওয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিষেধ করিতে পারিবার কথা।

৬। ৪ ও ৫ ধারামত বিজ্ঞাপনদ্বারা পূর্ব্বের কর্ম প্রভৃতির ব্যতিক্রম না হইবার কথা।

৭। স্বাধীনভাবে গমন ও সামান্য চুক্তির আইন সংরক্ষণের কথা।

৮। কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।

২ অধ্যায়।

সামান্যতঃ মজুরী করিবার চুক্তি বিষয়ক বিধি।

৯। মজুরী করিবার চুক্তির মর্ম্মের কথা।

১০। চুক্তিপত্রে ইষ্টেট নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে মজুরী করিবার জিলার মধ্যে কর্ত্তার হাতে যে কোন ইষ্টেট থাকে মজুর তথায় মজুরী করিবার চুক্তি করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

১১। ষোল বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিদেশ গমনের চুক্তি করিতে পারিবার কথা।

৩ অধ্যায়।

কন্ট্রাক্টর, সব-কন্ট্রাক্টর ও মজুরসংগ্রাহকদের দ্বারা মজুর সংগ্রহ বিষয়ক বিধি।

ক।—কন্ট্রাক্টর ও সব-কন্ট্রাক্টরদের কথা।

১২। সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কন্ট্রাক্টরদিগকে লাইসেন্স দিতে পারিবার কথা।

সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের সব-কন্ট্রাক্টরদিগকে লাইসেন্স দিতে পারিবার কথা।

৪ অধ্যায়।

বাগানের সরদার ও স্থানীয় এজেন্ট দ্বারা মজুর সংগ্রহ করণ বিষয়ক বিধি।

---

৫ অধ্যায়।

নদীপথে চালান করিবার বিধি।

৬ অধ্যায়।

মজুরী করিবার জিলা সংক্রান্ত বিধান।

৭ অধ্যায়।

অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।

দণ্ড ও কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক বিধি।

---

৯ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

তফসীল।

বাঙ্গালা ও আসামের মজুরী করিবার জিলায় গমন সংক্রান্ত আইন সংশোধন করণার্থ আইন।

প্রস্তাবনা।

চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ, লক্ষীপুর, শিবসাগর, নৌগাঁ, দরঙ্গ, কামরূপ-গোয়ালপাড়া, খাসী পর্ব্বত, কাছাড় ও শ্রীহট্ট জিলায় ভারতবর্ষজাত মজুরদের গমন সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

---

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "এতদ্দেশমধ্যে মজুরদের গমন বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

এই আইন বঙ্গদেশের ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবদের ও অযোধ্যার ও আসামের শ্রীযুত চীফ কমিশ্যনর সাহেবদের শাসনাধীন দেশে ব্যাপিবে;

আরম্ভ।

এবং ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। আসাম ও কাছাড় ও ছিলট জিলায় মজুরদের গমন বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ও চুক্তিক্রমে মজুরী ও চাকরী করিবার বিধান করণার্থ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন ও ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন চট্টগ্রাম জিলায় ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশে প্রচলিত করিবার ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ২ আইন ও ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ত্রয়োদশ অধ্যায় আসামের চীফ কমিশ্যনর সাহেবের অধীন দেশে প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা নামক ১৮৭৭ সালের ৪ নম্বর ব্যবস্থা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

উক্ত ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনক্রমে, কিম্বা সেই আইনদ্বারা যে২ আইন রহিত করা যায় তৎক্রমে, যে সকল চুক্তি, নিয়োগ করা গিয়াছে, ও যে সকল আজ্ঞাও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গিয়াছে, ও লাইসেন্স দেওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় এক্ষণে প্রচলিত থাকিলে এই আইনমতে করা, প্রকাশ করা ও দেওয়া গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অর্থকারকের ধারা।

৩ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে, এই আইনে,

"মজুরী করিবার জিলা।"

"মজুরী করিবার জিলা" এই কথায় চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ ও লক্ষীপুর ও শিবসাগর ও নৌগাঁ ও দরঙ্গ ও কামরূপ ও গোয়ালপাড়া ও খাসী পর্ব্বত ও কাছাড় ও শ্রীহট্ট জিলা বুঝাইবে; এবং "মজুরী করিবার কোন জিলা" এই কথায় উক্ত এক২ জিলার মধ্যে কোন এক জিলা বুঝাইবে।

"মাজিষ্ট্রেট।"

"মাজিষ্ট্রেট" বলিলে জিলার ও জিলার কোন খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট, এবং এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন ব্যক্তিকে আলোচনার্থে বা প্রয়োগার্থে মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করেন এরূপ কোন ব্যক্তি বুঝিতে হইবে।

"সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট রেজিষ্টরীকরণের কর্তৃপক্ষ" "ইনস্পেক্টর" ও "আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর।"

"সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট" রেজিষ্টরীকরণের কর্তৃপক্ষ" "ইনস্পেক্টর," ও "আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর," শব্দে যথাক্রমে এই আইনমতে নিযুক্ত বিদেশ গমনের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট, রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ, মজুরদের ইনস্পেক্টর, ও মজুরদের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর বুঝাইবে।

"কণ্ট্রাক্টর" "সব কণ্ট্রাক্টর," "মজুরসংগ্রাহক" ও "স্থানীয় এজেণ্ট।"

"কণ্ট্রাক্টর," "সব-কণ্ট্রাক্টর," "মজুরসংগ্রাহক" ও "স্থানীয় এজেণ্ট" শব্দে যথাক্রমে এই আইনমতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কণ্ট্রাক্টর, সব-কণ্ট্রাক্টর, মজুর সংগ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট বুঝাইবে।

"মজুরী করিবার চুক্তি।"

"মজুরী করিবার চুক্তি" বলিলে ঘরের চাকর না হইয়া মজুরী করিবার কোন জিলায় বেতন লইয়া মজুরী করণার্থ এই আইনের বিধানমতে যে চুক্তি করা যায়, সেই চুক্তি বুঝাইবে।

"মজুর।"

"মজুর" বলিলে উক্ত ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের বিধানমত চুক্তিদ্বারা কিম্বা এই আইনের বিধানমত মজুরী করিবার চুক্তিদ্বারা যে ব্যক্তি বদ্ধ, এরূপ কোন ব্যক্তি বুঝাইবে; এবং ৩২ বা ১১ ধারামতে যে কোন ব্যক্তিকে মজুর বলিয়া রেজিষ্টরী করা যায় ঐ শব্দে উক্তরূপ কোন ব্যক্তিও গণ্য হইবে।

"ইষ্টেট।"

যে ভূমিতে কোন মজুরেরা কিম্বা পঞ্চাশ জনের অধিক অন্য লোকে মজুরী করিবার নিমিত্ত কার্য্যবদ্ধ হইয়াছে, "ইষ্টেট" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

"কর্ত্তা।"

যে কোন ইষ্টেটে মজুরেরা বা পঞ্চাশ জনের অধিক অন্য লোকে কর্ম্ম পায়, সেই ইষ্টেট তৎকালে যে প্রধান ব্যক্তির জিম্মায় থাকে "কর্ত্তা" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

"বিদেশ গমন।"

মজুরী করিবার কোন জিলা ভিন্ন বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের কোন অংশ হইতে, কিম্বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের ও অযোধ্যার চীফ কমিশ্যনর সাহেবের শাসনাধীন দেশ হইতে ঘরের চাকর না হইয়া মজুরী করিবার কোন জিলায় বেতন লইয়া মজুরী করিবার নিমিত্ত, মজুরী করিবার কোন জিলার অধিবাসী ছাড়া ষোল বৎসর ও তদধিক বয়সের ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তি প্রস্থান করিলে, "বিদেশ গমন" শব্দে ঐরূপ প্রস্থান বুঝাইবে।

কণ্ট্রাক্টর, সব-কণ্ট্রাক্টর, মজুরসংগ্রাহক, স্থানীয় এজেণ্ট বা বাগানের ম্যানেজার

"পোষ্য।"

সমভিব্যাহারে কোন বিদেশ-যাত্রির সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক (মজুর না হইয়া) এবং কোন শিশু ও বৃদ্ধ বা কর্ম্ম করণাক্ষম কোন জাতি কুটুম্ব বা মিত্র গেলে "পোষ্য" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে।

জলপথে মজুর বা মাল লইয়া যাইবার জন্য যে কোন

"নৌকাদি।"

যান পাঠান যায়, "নৌকাদি" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

সেই নৌকাদি যৎকালে যে

"মাঝি।"

ব্যক্তির জিম্মায় থাকে, "মাঝি" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

"লিখন" ও "লিখিত" শব্দে

"লিখন" ও "লিখিত"

"ছাপা" ও "লিথোগ্রাফ করা" বুঝাইবে।

ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের চুক্তি বিষয়ক

চুক্তিবিষয়ক আইনের অর্থকরণমতে শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবার কথা।

আইনে যেং শব্দের অর্থ করা গিয়াছে, এই আইনে সেইং শব্দের ব্যবহার হইলে, ঐ২ শব্দের উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের

মজুরী করিবার কোন জিলা আইনের বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারিবার কথা।

অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন যে উক্ত গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত মজুরী করিবার কোন জিলা ঐ বিজ্ঞাপনের নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি এই আইনের সমুদয় বিধানের বা নির্দ্দিষ্ট কোন বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবে; এবং উক্ত তারিখ অবধি মজুরী করিবার সেই জিলা এই আইনের সমুদয় বিধানের বা স্থল বিশেষে উক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবে।

৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের

মজুরী করিবার কোন জিলায় বা তাহার কোন অংশে যাওয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিষেধ করিতে পারিবার কথা।

অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ঐ বিজ্ঞাপনের নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি ভারতবর্ষজাত সমুদয় লোকদিগকে কিম্বা ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন শ্রেণীর লোকদিগকে আপনার শাসনাধীন দেশের সমুদয় বা নির্দ্দিষ্ট কোন অংশ হইতে মজুরী করিবার কোন জিলায় কিম্বা তদ্রূপ কোন জিলার নির্দ্দিষ্ট কোন অংশে যাইতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উক্তরূপ অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত প্রকারে উক্তরূপ কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারিবেন।

৬ ধারা। ৪ ধারা বা ৫ ধারামতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ

৪।৫ ধারামত বিজ্ঞাপনদ্বারা পূর্ব্বের কর্ম্ম প্রভৃতির ব্যতিক্রম না হইবার কথা।

করা গেলেও, তৎপূর্ব্বে যে প্রমাণ কর্ম্ম করা যায় বা অপরাধ হয় বা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

৭ ধারা। ৪ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট জিলা ভিন্ন এই আইনের

বাণিজ্যকালে সকল ও সামান্য চুক্তির আইন সম্বন্ধের কথা।

বিধানমতে বা তদ্ভিন্ন মজুরী করিবার কোন জিলায় ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির যাইবার কিম্বা মজুরী করণের চুক্তি করিবার নিষেধ হইল এই আইনের কোন কথাতে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রয়োজন বোধ করিয়া বা

কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।

আপন২ শাসনাধীন দেশে যত জন লোক আবশ্যক বিবেচনা করেন তত জন লোককে এই আইনমত বিদেশগমনের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ, নৌকাদিতে চড়াইবার এজেন্ট, নৌকাদি হইতে নামাইবার এজেন্ট, মজুরদের ইনস্পেক্টর, মজুরদের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর ও পরিদর্শনকারী চিকিৎসক পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ প্রত্যেক কার্য্যকারক সম্বন্ধে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে এই আইনমতে কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধিক্রমে ঐ কার্য্যকারকের প্রতি যেং ক্ষমতা ও কার্য্য ভার অর্পিত হয় আপন শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত কোন স্থানীয় সীমার মধ্যে সেই২ ক্ষমতানুসারে সেই২ কার্য্য করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উক্তরূপে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে স্থগিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

উক্তরূপে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের মর্ম্মানুযায়ী রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

---

২ অধ্যায়।

সামান্যতঃ মজুরী করিবার চুক্তিবিষয়ক বিধি।

৯ ধারা। মজুরী করিবার প্রত্যেক চুক্তি লিখিত

মজুরী করিবার চুক্তির মর্ম্মের কথা।

হইবে ও মোটা কাগজে দোহর করিয়া লেখা যাইবে। ঐ চুক্তিপত্রে এই২ কথা লেখা থাকিবে, যথা,

(ক) মজুরের ও তাহার কর্ত্তার নাম;

(খ) যতকাল ঐ মজুরের মজুরী করিতে হইবে তাহা;

(গ) তাহার মাসিক বেতন কত টাকা এবং যে মূল্যে তাহাকে চাউল দেওয়া যাইবে;

(ঘ) মজুরী করিবার যে জিলায় ঐ মজুর যাইতে চাহিলে যে ইষ্টেটে তাহার মজুরী করিতে হইবে তাহা।

উক্তরূপ প্রত্যেক চুক্তিপত্র এই আইনের তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠে লিখিতে হইবে।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হইবার তারিখ অবধি পাঁচ বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত উক্তরূপ কোন চুক্তি করা যাইবে না; এবং এই আইনের বিধানমতে নিয়মিত দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিলে, চুক্তিকালের প্রথম তিন বৎসর পুরুষের বেলা ৫ টাকা ও স্ত্রীলোকের বেলা ৪ টাকা, কিম্বা ঐ কালের চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে পুরুষের বেলা ৬ টাকা ও স্ত্রীলোকের বেলা ৫ টাকা, মাসিক বেতনের ন্যূন হারে ঐ চুক্তিপত্রে শর্ত্ত থাকিবে না।

ঐই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া বা তদনুসারে না করিয়া কোন চুক্তি করা গেলে, যে মজুর ঐ চুক্তি [illegible] মজুরী করিবার চুক্তি [illegible] [illegible]

১০ ধারা। [illegible]

[illegible] না থাকিলে, যে [illegible] মজুর সহিত যে চুক্তি করে [illegible] সেই মজুর জিম্মার যে কোন ইষ্টেট থাকে, তাহা চুক্তিপত্রের [illegible] নির্দিষ্ট মজুরী করিবার জিলার মধ্যে থাকিলে, ঐ মজুর সেই ইষ্টেটে মজুরী করিবার চুক্তি করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

[illegible] হইবার কথা।

কিন্তু কোন মজুর আপনি সম্মতি না দিলে, তাহাকে তাহার কোন পোষ্য থাকিলে সেই পোষ্য হইতে কিম্বা যে মজুর তাহার স্ত্রী, স্বামী, পুত্র বা কন্যা হয় সেই মজুর হইতে পৃথক করা যাইবে না।

১১ ধারা। ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, ষোল বৎসর বা তদধিক বয়সের কোন ব্যক্তি মজুরী করিবার চুক্তি করিতে পারিবে।

ষোলবৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিজে নামমের চুক্তি করিতে পারিবার কথা।

---

৩ অধ্যায়।

কণ্ট্রাক্টর, সব-কণ্ট্রাক্টর ও মজুর সংগ্রাহকদের দ্বারা মজুর সংগ্রহ বিষয়ক বিধি।

ক।—কণ্ট্রাক্টর ও সব-কণ্ট্রাক্টরদের কথা।

১২ ধারা। কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা পাইলে, যে সকল ব্যক্তিকে উপযুক্ত বোধ করেন সময়ে২ তাহাদিগকে আপনি যে স্থানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন সেই স্থানের সর্ব্বত্র বা কোন অংশে কণ্ট্রাক্টর হইবার সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন। কোন কণ্ট্রাক্টর প্রার্থনা করিলে, যে স্থানের নিমিত্ত ঐ কণ্ট্রাক্টর লাইসেন্স পাইয়াছে সেই স্থানের সর্ব্বত্র বা কোন অংশে উক্ত কণ্ট্রাক্টরের পক্ষীয় সব-কণ্ট্রাক্টর বলিয়া, তিনি যে সকল ব্যক্তিকে উপযুক্ত বোধ করেন তাহাদিগকেও লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কণ্ট্রাক্টরদিগকে লাইসেন্স দিতে পারিবার কথা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের [illegible] কণ্ট্রাক্টরদিগকে লাইসেন্স দিতে পারিবার কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া যেরূপ পাঠ ও ফী নির্দ্দেশ করেন সেই রূপ পাঠে ও কণ্ট্রাক্টরের বেলা এক শত টাকার অনধিক ও সব-কণ্ট্রাক্টরের বেলা পঞ্চাশ টাকার [illegible] রূপ ফী দিবার নিয়মাধীনে কণ্ট্রাক্টরকে [illegible] প্রত্যেক লাইসেন্স দেওয়া যাইবে।

কণ্ট্রাক্টরের ও সব-কণ্ট্রাক্টরের লাইসেন্সের পাঠের [illegible] কথা।

১৪ ধারা। লাইসেন্সপত্রের তারিখ অবধি এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত উক্ত রূপ কোন লাইসেন্স দেওয়া যাইবে না; এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির কোন বিধানমতে কার্য্য না করিলে কিম্বা কোনরূপ অত্যাচার করিলে, যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ লাইসেন্স দেন তিনি যে কোন সময়ে ঐ লাইসেন্স রহিত করিতে পারিবেন।

কণ্ট্রাক্টরের ও সব-কণ্ট্রাক্টরের লাইসেন্সের [illegible] কথা।

কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন কণ্ট্রাক্টরের বা সব-কণ্ট্রাক্টরের লাইসেন্স রহিত করিবার আজ্ঞা দিলে, ঐ কণ্ট্রাক্টর বা সব-কণ্ট্রাক্টর আজ্ঞা দিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে ঐ আজ্ঞার উপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে আপীল করিতে পারিবেন।

লাইসেন্স রহিত করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

উক্তরূপ আপীল হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আজ্ঞা করেন, তাহা চূড়ান্ত হইবে।

১৫ ধারা। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত কোন বিধির নিয়মাধীনে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সময়ে২ যেই বিষয়ের সন্ধান জানিতে চাহেন এবং যেই রিপোর্ট ও রিটর্ণ চাহেন প্রত্যেক জন কণ্ট্রাক্টর এই আইনে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মাতিরিক্ত ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে সেই সন্ধান জানাইবেন ও সেই রিপোর্ট ও রিটর্ণ দিবেন।

কণ্ট্রাক্টরদের কর্ম্মের কথা।

১৬ ধারা। একাধিক কণ্ট্রাক্টরের পক্ষে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত কোন সব-কণ্ট্রাক্টরকে লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারিবে।

সব কণ্ট্রাক্টরকে একাধিক কণ্ট্রাক্টরের প্রতিনিধি হইবার লাইসেন্স দিবার কথা।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে তিনি যেই কণ্ট্রাক্টরের কর্ম্ম করিতে চাহেন তাহাদের প্রত্যেকের বেলা স্বতন্ত্র লাইসেন্স লন।

১৭ ধারা। কোন কণ্ট্রাক্টর বা সব-কণ্ট্রাক্টর মজুর-সংগ্রাহক স্বরূপ কর্ম্ম করিতে পারিবেন, এবং ঐ রূপ কর্ম্ম করিলে ইহার পরে মজুর সংগ্রাহকদের বিষয়ে যেই বিধান করা গিয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে সেই সকল বিধান খাটিবে।

কণ্ট্রাক্টরের বা সব-কণ্ট্রাক্টরের মজুরসংগ্রাহকের কর্ম্ম করিতে পারিবার কথা।

১৮ ধারা। কোন কণ্ট্রাক্টরের পক্ষে যে কোন ব্যক্তি সব-কণ্ট্রাক্টর বা মজুরসংগ্রাহক হইবার লাইসেন্স পান সব-কণ্ট্রাক্টর বা মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ তাঁহার কার্য্যের ও ত্রুটির নিমিত্ত ঐ কণ্ট্রাক্টর দায়ী হইবেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি এই আইনমতক্রমে কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধিক্রমে যে সকল টাকা দিবার আজ্ঞা হয় ঐ কণ্ট্রাক্টর সেই সকল টাকা দিতে বাধ্য।

সব কণ্ট্রাক্টরের ও মজুর সংগ্রাহকের কার্য্য ও ত্রুটি নিমিত্ত কণ্ট্রাক্টরের দায়ের কথা।

কোন কণ্ট্রাক্টরের পক্ষে যে কোন ব্যক্তি উক্তরূপে লাইসেন্স পাইয়াছেন, তাঁহার লাইসেন্স এই আইনমতে রহিত হইবার যোগ্য হইলে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ কণ্ট্রাক্টরের লাইসেন্স রহিত করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি কোন কন্ট্রাক্টরের পক্ষে সব-কন্ট্রাক্টর বা মজুরসংগ্রাহক হইবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া কোন কার্য্য বা ত্রুটি করিলে ঐ কার্য্যের বা ত্রুটির নিমিত্ত ঐ কন্ট্রাক্টরের উপর যে কোন ফৌজদারী দায় বর্ত্তিবে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

কন্ট্রাক্টরের আড্ডা স্থাপন করিতে হইবার কথা।

১৯ ধারা। কোন কন্ট্রাক্টর বা তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করিতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন সব কন্ট্রাক্টর বা মজুর সংগ্রাহক যে মজুরদিগকে করারবদ্ধ করেন কন্ট্রাক্টর মজুরী করিবার জিলায় তাহাদিগকে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে লইয়া রাখিবার উপযুক্ত আড্ডা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত স্থানে স্থাপন করিয়া রাখিবেন, এবং ঐ মজুরেরা যাবৎ ঐ আড্ডায় থাকে তাবৎ আপন খরচে তাহাদের আবশ্যক খোরাক, পোষাক ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবেন।

আড্ডার পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের কথা।

২০ ধারা। সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ও পরিদর্শনকারী চিকিৎসক কোন আড্ডা দেখিয়া অনুমোদন না করিলে, মজুরদিগকে লইয়া রাখিবার নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করা যাইবে না। উক্তরূপ প্রত্যেক আড্ডা সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে, এবং সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা উক্ত কার্য্যকারকের ও পরিদর্শনকারী চিকিৎসকের পরিদর্শন নিমিত্ত সকল সময়ে খোলা থাকিবে।

আড্ডা অস্বাস্থ্যকর কিম্বা উহা যে কার্য্যের নিমিত্ত সংস্থাপিত হইয়াছিল সেই কার্য্যের অনুপযোগী হইয়াছে, সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এইরূপ বিবেচনা করিলে, লিখিত আজ্ঞা দিয়া মজুরদিগকে লইয়া রাখিবার নিমিত্ত ঐ আড্ডার ব্যবহার নিষেধ করিতে পারিবেন।

হাঁসপাতালরূপ আড্ডা স্থাপন করিবার কথা।

২১ ধারা। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আড্ডার অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল মজুরেরা কোন ভয়ঙ্কর সংক্রামক বা ছোঁয়াছিয়া রোগে আক্রান্ত হয় তাহাদের থাকিবার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র হাঁস্পাতালরূপ আড্ডা স্থাপন করিতে পারিবেন।

হাঁস্পাতালরূপ আড্ডা স্থাপন করিয়া রাখিবার খরচের অংশ কন্ট্রাক্টরের দিতে হইবার কথা।

২২ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রকার হাঁস্পাতালরূপ আড্ডা স্থাপন করিলে ঐ হাঁস্পাতালরূপ আড্ডার নিকটে যে কোন কন্ট্রাক্টরের কোন আড্ডা থাকে, তাঁহার প্রতি ঐ হাঁস্পাতালরূপ আড্ডা স্থাপন করিয়া রাখিবার খরচের অংশস্বরূপ যুক্তিমত যত টাকা নিরূপণ করেন তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যে কন্ট্রাক্টরের প্রতি ঐ রূপ আজ্ঞা করা যায় তাঁহার স্থানে ঐ টাকা বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

উক্তরূপে যে প্রত্যেক হাঁস্পাতালরূপ আড্ডা স্থাপন করা যায়, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত এক জন চিকিৎসকের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। কোন পরিদর্শনকারী চিকিৎসকের এলাকার মধ্যে যে কোন আড্ডা থাকে, তথা হইতে তিনি কোন মজুরকে ঐ এলাকার হাঁস্পাতালরূপ আড্ডায় লইয়া যাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

খ।—মজুর সংগ্রাহকের কথা।

সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের মজুর সংগ্রাহকদিগকে লাইসেন্স দিতে পারিবার কথা।

২৩ ধারা। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কোন কন্ট্রাক্টরের বা তৎপক্ষে কর্ম্মকারী কোন সব-কন্ট্রাক্টরের প্রার্থনাপত্র পাইলে, যে স্থানের নিমিত্ত উক্ত কন্ট্রাক্টর লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই স্থানের সর্ব্বত্র বা কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে ঐ কন্ট্রাক্টরের পক্ষে মজুর সংগ্রাহক হইবার লাইসেন্স যে সকল ব্যক্তিকে উপযুক্ত বোধ করেন তাহাদিগকে দিতে পারিবেন।

মজুর সংগ্রাহকের লাইসেন্সের পাঠের ও ফীর কথা।

২৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া যে পাঠ ও ফী নির্দ্দেশ করেন, মজুর সংগ্রাহকের প্রত্যেক লাইসেন্স সেই পাঠে ষোল টাকার অনধিক সেই ফী দিবার নিয়মাধীনে দেওয়া যাইবে।

যত কালের জন্য লাইসেন্স দেওয়া যায় তাহার কথা।

২৫ ধারা। লাইসেন্সপত্রের তারিখ অবধি এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত কোন লাইসেন্স দেওয়া যাইবে না; এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই আইনের কিম্বা এই আইনক্রমে প্রণীত বিধির বিধানমতে কর্ম্ম না করিলে অথবা অন্য কোনরূপ অত্যাচার করিলে, যে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ লাইসেন্স দেন তিনি উহা রহিত করিতে পারিবেন।

মজুর সংগ্রাহকের সর্টিফিকেট রাখিতে হইবার কথা।

২৬ ধারা। প্রত্যেকজন মজুরসংগ্রাহকের নিকট মজুর সংগ্রাহকের কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাদানসূচক লিখিত এক২ খান সর্টিফিকেট থাকিবে; যে কন্ট্রাক্টরের বা সব-কন্ট্রাক্টরের প্রার্থনামতে তাহাকে লাইসেন্স দেওয়া যায়, ঐ সর্টিফিকেটে তাঁহার স্বাক্ষর থাকিবে।

মজুর সংগ্রাহকের লাইসেন্সে আড়সহীর কথা।

২৭ ধারা। যে এলাকায় যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য থাকে মজুর সংগ্রাহকের লাইসেন্সে তাঁহার আড়সহী না থাকিলে, ঐ মজুরসংগ্রাহক তথায় কোন ব্যক্তিকে মজুররূপে করারবদ্ধ করিতে বা করিবার উদ্যোগ করিতে পারিবে না।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট যে রূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন, তদ্রূপ অনুসন্ধান লইয়া যাবৎ তাঁহার এইরূপ হৃদ্বোধ না জন্মে যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি চরিত্র বা অন্য কোন কারণ বিবেচনায় এই আইনমত মজুর সংগ্রাহক হইবার অনুপযুক্ত নহেন ও তাঁহার ২৬ ধারার লিখিত সর্টিফিকেট আছে এবং ঐ মজুর সংগ্রাহক যে মজুরদিগকে বা মজুর হইবার ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে সংগ্রহ করেন আড্ডায় চালান করিবার পূর্ব্বে তাহাদের জন্যে উপযুক্ত জায়গায় যথেষ্ট ও যথোচিত থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ও তাহা পাওয়া যাইতে পারিবে, তাবৎ ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত মজুর সংগ্রাহকের লাইসেন্সে আড়সহী দিবেন না।

২৮ ধারা। আপনার বিচারাধিপত্যের এলাকার মধ্যে যেখানে উক্তরূপ ব্যক্তিরা থাকেন তাহাদের বন্দোবস্ত করা হয়, সেই জায়গায় অবাধিতরূপে পরিদর্শন ও ব্যবস্থাকরণ নিমিত্ত প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেট এই আইনে আজ্ঞার সম্বন্ধে সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টদের প্রতি যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে সেই২ ক্ষমতা পাইবেন।

মাজিষ্ট্রেটের থাকিবার স্থানের তত্ত্বাবধান করিবার কথা।

কোন জিলার বা জিলার কোন খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা সব-ইনস্পেক্টরের উচ্চপদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মচারিকে উক্ত জায়গায় যে কোন সময়ে যাইয়া পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন; এবং ঐ জায়গা যে মজুর-সংগ্রাহক বা অন্য ব্যক্তিদের জিম্মায় থাকে, তাঁহারা উক্তরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধীন মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলীসের কর্ম্মচারিদিগকে যাইয়া পরিদর্শন করিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন।

২৯ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মজুর সংগ্রাহকের লাইসেন্সে আড়সহী দিলে পর যদি এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ দেখেন যে উক্ত লাইসেন্স-প্রাপ্ত ব্যক্তি চরিত্র বা অন্য কোন কারণ বিবেচনায় এই আইনমত মজুর সংগ্রাহক হইবার অনুপযুক্ত কিম্বা ২৭ ধারামতে থাকিবার যে স্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা আর যথেষ্ট বা যথোচিত নাই অথবা আর পাওয়া যাইতে পারে না, কিম্বা যে জায়গায় ঐ স্থানের বন্দোবস্ত করা হয় তাহা অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার লাইসেন্স উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং ঐ লাইসেন্সের উপরে আপনার যে আড়সহী থাকে তাহা বাতিল করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ লাইসেন্স আটক করিয়া যে সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট উহা দেন তাঁহার নিকট উহা বাতিল করিতে পাঠাইবেন।

কোন২ স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আড়সহী বাতিল করিতে পারিবার কথা।

কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মজুরসংগ্রাহকের লাইসেন্সে আড়সহী দিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা ঐ লাইসেন্সের উপর নিজের যে আড়সহী থাকে তাহা বাতিল করিলে, উক্ত অস্বীকার বা বাতিল করণের কথা ও তাহার হেতু যে সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ লাইসেন্স দেন সেই সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট অবিলম্বে রিপোর্ট করিয়া জানাইবেন।

আড়সহী দিতে অস্বীকার করিবার বা আড়সহী বাতিল করিবার সংবাদ সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্টকে দিবার কথা।

গ।—আড্ডায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০ ধারা। কোন মজুরসংগ্রাহক কোন ব্যক্তিকে মজুর স্বরূপ করার বদ্ধ করিতে চাহিলে, যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মজুর সংগ্রাহকের লাইসেন্সে আড়সহী দিয়াছেন তাঁহার বিচারাধিপত্যের এলাকার মধ্যে উক্তরূপ ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে চিকিৎসককে নিযুক্ত করিয়া থাকেন সেই চিকিৎসকের সম্মুখে ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া মজুরসংগ্রাহকের উপস্থিত হইতে হইবে; কিম্বা ঐরূপ চিকিৎসক নিযুক্ত করা না হইয়া থাকিলে, অতঃপর লিখিত বিধানমতে যে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে ঐ ব্যক্তিকে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত আনা হয়, তাঁহার আদেশমত চিকিৎসকের সম্মুখে ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া মজুরসংগ্রাহকের উপস্থিত হইতে হইবে।

চিকিৎসকের নিকট পরীক্ষার্থ মজুরী করণেচ্ছু ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে হইবার কথা।

তাহা হইলে ঐ চিকিৎসক উক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিবেন, এবং সে মজুরী করিবার যে জিলায় মজুরী করণের ইচ্ছুক তাহার সেই জিলায় যাইবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও শারীরিক ক্ষমতা আছে এরূপ বোধ জন্মিলে তিনি সেই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দিবেন।

৩১ ধারা। কোন ব্যক্তি ৩০ ধারামত সর্টিফিকেট পাইলে, মজুরসংগ্রাহক যে এলাকার নিমিত্ত লাইসেন্স পান, সেই এলাকার মধ্যে যে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের বিচারাধিপত্য থাকে তাঁহার সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে ও তাহার পোষ্যস্বরূপ যাহারা মজুরী করিবার কোন জিলায় যাইতে উদ্যত তাহাদিগকে লইয়া আসিবেন। সেই সময়েই উক্ত মজুরসংগ্রাহক ঐ রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষকে আপনার লাইসেন্স আনিয়া দেখাইবেন।

উপযুক্ত বলিয়া সর্টিফিকেট পাইলে, মজুরী করণেচ্ছু ব্যক্তিকে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে আনিবার কথা।

৩২ ধারা। তাহা হইলে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ ৩০ ধারামতে যে সর্টিফিকেট দেওয়া হয় তাহা ও মজুর সংগ্রাহকের লাইসেন্স পরীক্ষা করিয়া যদি দেখিতে পান যে ঐ সর্টিফিকেট নিয়মিতরূপে দেওয়া গিয়াছে ও মজুর সংগ্রাহক নিয়মিতরূপে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়াছে, তবে ঐ ব্যক্তিকে তাহার মজুরী করিবার অভিপ্রায়ের চুক্তি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন এবং ঐ চুক্তির মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন।

রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের মজুরী করণেচ্ছু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

উক্ত ব্যক্তি ঐরূপ চুক্তি করিতে সক্ষম এবং ঐ চুক্তি অনুসারে তাহার যে স্থানে যাইতে হইবে ও যে নিয়ামপর্য্যন্ত যে প্রকারে তাহার কর্ম্ম করিতে হইবে ও যে হারে বেতন পাইবে ও যে মূল্যে তাহাকে চাউল দেওয়া যাইবে তাহা বুঝে ও ঐ চুক্তির শর্ত্তগুলি আইনসঙ্গত ও কোনরূপ বল প্রয়োগ, অযথা প্রবৃত্তি, প্রতারণা, অযথা বর্ণনা বা ভ্রান্তিক্রমে সে ঐ চুক্তি করিতে সম্মত হয় নাই ও সে ঐ চুক্তিমতে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, এরূপ দেখিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া যেরূপ নির্দ্দেশ করেন তদনুসারে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ মজুরের ও তাহার পোষ্য বলিয়া সে যাহাদিগকে রেজিষ্টরী করিতে চাহে তাহাদের বিশেষ বিবরণ তদর্থে রক্ষিত এক খান বহীতে রেজিষ্টরী করিবেন; তাহা হইলে ঐ মজুরকে ও উহার পোষ্য থাকিলে তাহাদিগকে এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মজুরী করণেচ্ছু ব্যক্তিকে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

রেজিষ্টরী কথার নকল মজুরকে দিবার কথা।

৩৩ ধারা। উক্তরূপে যে ব্যক্তিকে রেজিষ্টরী করা যায় রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ মোটা কাগজে ঐ বিশেষ বিবরণের নকল লেখাইয়া সর্টিফিকেটযুক্ত করিয়া তাহাকে দিবেন।

রেজিষ্টরী কথার নকল ও চিকিৎসকের সর্টিফিকেট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাঠাইবার কথা।

৩৪ ধারা। কোন কর্ত্তৃপক্ষ ৩২ ধারামতে কোন ব্যক্তিকে রেজিষ্টরী করিলে, উক্ত বিশেষ বিবরণের সর্টিফিকেটযুক্ত নকল ও তৎসংক্রান্ত চিকিৎসকের মূল সর্টিফিকেট, উক্ত ব্যক্তি যে আড্ডায় যাইবে সেই আড্ডা যে সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের এলাকাভুক্ত, সেই সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট অবিলম্বে পাঠাইবেন।

রেজিষ্টরী করিবার ফীর কথা।

৩৫ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপে রেজিষ্টরী করিবার জন্য রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা যায়, সেই ব্যক্তির নিমিত্ত মজুরসংগ্রাহক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া যে ফী নির্দ্দেশ করেন এক টাকার অনধিক সেই ফী দিবেন।

মজুরসংগ্রাহক যে সময়ে মজুরকে আড্ডায় লইয়া যাইবে তাহার কথা।

৩৬ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৩২ ধারামতে রেজিষ্টরী করা না গেলে, কোন মজুরসংগ্রাহক তাহাকে কোন আড্ডায় লইয়া যাইবে না বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা তাহাকে কোন আড্ডায় যাইতে প্রবৃত্তি দিবে না বা প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা ৩১ ধারামতে যে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে ঐ ব্যক্তিকে আনা উচিত তাঁহার এলাকার স্থানীয় সীমা ত্যাগ করিতে তাহাকে প্রবৃত্তি দিবে না বা প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা তাহাকে কোন আড্ডায় যাইতে বা উক্তরূপ কোন স্থানীয় সীমা ত্যাগ করিতে সাহায্য করিবে না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না।

মজুরকে আড্ডায় চালান করিবার কথা।

৩৭ ধারা। কোন মজুরকে ৩২ ধারামতে রেজিষ্টরী করা গেলে পর, ঐ ব্যক্তি যে মজুর সংগ্রাহক দ্বারা করারবদ্ধ হয়, সেই মজুরসংগ্রাহক যে কন্ট্রাক্টরের পক্ষে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয় সেই কন্ট্রাক্টরের সংস্থাপিত আড্ডায় উহাকে সুবিধামত সত্বরে চালান করিবে।

মজুরসংগ্রাহকের মজুরের সঙ্গে যাইবার বা রেজিষ্টরীকারী কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত ব্যক্তিকে পাঠাইবার কথা।

আড্ডায় যাইবার সময় মজুরদের সঙ্গে সমস্ত পথ হয় মজুরসংগ্রাহক আপনি যাইবে, না হয় রেজিষ্টরী করণের যে কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত মজুরদিগকে রেজিষ্টরী করেন তাঁহার অনুমোদনক্রমে ঐ মজুরসংগ্রাহকের প্রেরিত কোন উপযুক্ত ব্যক্তি যাইবে। রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ উক্তরূপে প্রেরিত ব্যক্তিকে আপনার স্বাক্ষরিত সর্টিফিকেট দিবেন; তাহাতে লেখা থাকিবে যে ঐ ব্যক্তি আড্ডায় যাইবার পথের সঙ্গী হইবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে।

পথিমধ্যে মজুর সংগ্রাহকের মজুরের আহারের ও থাকিবার ভালো বিধান করিতে হইবার কথা।

৩৮ ধারা। প্রত্যেক মজুরসংগ্রাহক ও পূর্ব্বোক্তরূপে তদ্রূপ প্রেরিত ব্যক্তি আড্ডায় যাইবার সমস্ত পথ উক্ত মজুরকে ও তাঁহার কোন পোষ্য থাকিলে তাহাদিগকে উপযুক্ত ও যথেষ্ট আহার ও থাকিবার স্থান দিবেন।

কন্ট্রাক্টরের আড্ডায় কার্য্যপ্রণালীর কথা।

মজুর পঁহুছিবার সংবাদ কন্ট্রাক্টরের জানাইতে হইবার কথা।

৩৯ ধারা। কোন মজুর কোন আড্ডায় পঁহুছিলে, যে কন্ট্রাক্টর ঐ আড্ডা রাখেন বা যে ব্যক্তির জিম্মায় ঐ আড্ডা থাকে তিনি, ঐ আড্ডা যে সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের এলাকাভুক্ত হয়, সেই সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট ঐ মজুর পঁহুছিবার নোটিস লিখিয়া দিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া ঐ নোটিস লিখিবার যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন, ও তন্মধ্যে যে২ কথা লিখিতে আদেশ করেন, নোটিস সেই পাঠে লেখা যাইবে ও তন্মধ্যে সেই২ কথা থাকিবে।

পরিদর্শনকারী চিকিৎসকের কর্ত্তব্যের কথা।

৪০ ধারা। পরিদর্শনকারী চিকিৎসক মজুর আড্ডায় পঁহুছিলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে উক্ত মজুরকে ও তাহার পোষ্য থাকিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাহারা মজুরী করিবার যে জিলায় যাইতে চাহে তথায় যাত্রা করিবার উপযুক্ত সুস্থাবস্থায় আছে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন।

উক্ত মজুরের ও তাহার পোষ্য থাকিলে তাহাদের উক্তরূপ যাত্রা করিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না ইহা লিখিয়া পরিদর্শনকারী চিকিৎসক সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট সর্টিফিকেট দিবেন।

যোগ্যতার সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, মজুরের মজুরী করিবার চুক্তি করিবার কথা।

৪১ ধারা। পরিদর্শনকারী চিকিৎসক কোন মজুর সম্বন্ধে ৪০ ধারামত যোগ্যতার সর্টিফিকেট দিলে, এবং সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের বিবেচনায় উক্ত মজুরের মজুরী করিবার চুক্তি করিবার বিরুদ্ধ বলবৎ কারণ না থাকিলে, উক্ত মজুর যে মালিক কর্ত্তার সহিত চুক্তি করিতে চাহে তিনি কিম্বা তাঁহার এজেণ্ট আড্ডায় মজুর পঁহুছিবার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের সাক্ষাতে মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে সহী করিবেন।

সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের মজুরকে চুক্তির মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবার কথা।

৪২ ধারা। মজুর ঐ চুক্তিপত্রে সহী করিবার পূর্ব্বে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট আপনি উহার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন, এবং তাহাতে উক্ত মজুর ও তাহার কর্ত্তা বা কর্ত্তার এজেণ্ট সহী করিলে পরে সাক্ষিস্বরূপ তাহাতে সহী করিয়া আপনি চুক্তির মর্ম্ম মজুরকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, ইহার সর্টিফিকেট নিম্নভাগে লিখিবেন।

সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ চুক্তিপত্র লিখিয়া রাখিবার জন্য একখান রেজিষ্টরী বহী রাখিবেন, তন্মধ্যে উক্ত প্রত্যেক চুক্তিপত্রের চুম্বক লেখা যাইবে। লেখা গেলে পর ঐ চুক্তিপত্রের এক খানি মজুরকে এবং অন্য খানি তাহার কর্তাকে বা কর্তার এজেণ্টকে দেওয়া যাইবে।

চুক্তিপত্রের চুম্বক রাখিবার ও এক২ খান মজুরকে ও কর্তাকে দিবার কথা।

৪৩ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে, অর্থাৎ,

কোন২ স্থলে চুক্তি বাতিল করিয়া মজুরকে ঘরে যাইবার খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

(ক) যদি পরিদর্শনকারী চিকিৎসক ৪০ ধারার আদেশমত পরীক্ষা করণানন্তর কিম্বা আড্ডায় মজুর থাকিতে২ পরে কোন সময়ে দেখেন যে ঐ মজুর মজুরী করিবার যে জিলায় যাইতে চাহে সেই জিলায় যাত্রা করিবার অযোগ্য বা অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বিবেচনা করেন যে উক্ত মজুর অন্যায়ভাবে আপনাকে উক্ত যাত্রা করিবার যোগ্য বলিয়া প্রকাশ করে নাই, কিম্বা

(খ) যদি সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট দেখেন যে উক্ত মজুরসংগ্রহকার্য্যে বা তৎপ্রতি মজুরসংগ্রাহকের ব্যবহারে এমন অনিয়ম ঘটিয়াছে যে মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে সহী করিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করা কিম্বা ঐ চুক্তিপত্রে সহী করা হইয়া থাকিলে উক্ত চুক্তি বাতিল করা উচিত, কিম্বা

(গ) যে কন্ট্রাক্টরের পক্ষে বা দ্বারা ঐ মজুরকে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে, মজুর আড্ডায় পঁহুছিবার পর ত্রিশ দিন মধ্যে সেই কন্ট্রাক্টর যদি তাহাকে ৪১ ধারামতে সহী করিবার নিমিত্ত মজুরী করিবার এক খান চুক্তিপত্র দিতে না চাহে, কিম্বা কর্ত্তা বা তাঁহার এজেণ্ট উক্ত ধারার আদেশমতে ঐরূপ চুক্তিপত্রে সহী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে,

তবে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ মজুর যে মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে সহী করিয়াছিল তাহা বাতিল করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে কিম্বা মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে সহী না হইয়া থাকিলে ঐ মজুরকে যে স্থানে রেজিষ্টরী করা যায় সেই স্থানে ফিরিয়া যাইতে যুক্তিমতে তাহার যত টাকা আবশ্যক হয় তত টাকা ও সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ক্ষতিপূরণস্বরূপ আর যত টাকা দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন আর তত টাকা দিবার নিমিত্ত কন্ট্রাক্টরের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐ স্থানে ঐ মজুরকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অন্য যে কোন উপায় আবশ্যক বোধ করেন তাহা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

৪৪ ধারা। পরিদর্শনকারী চিকিৎসকের মতে শারীরিক স্বাস্থ্য বিবেচনায় কোন মজুর উক্তরূপ যাত্রা করিবার অযোগ্য হইলে, ঐ চিকিৎসক যাবৎ তাহাকে উক্তরূপ যাত্রা করিবার যোগ্য বলিয়া রিপোর্ট না করেন, তাবৎ যে কন্ট্রাক্টর ঐ আড্ডা রাখেন তাঁহার খরচে ঐ আড্ডায় উক্ত মজুর খাইতে, থাকিতে, ও পরিতে পাইবার এবং ও আবশ্যক হইলে চিকিৎসিত হইবার স্বত্ববান্ হইবে।

মজুর যাবৎ ঘরে ফিরিয়া যাইতে না পারে তাবৎ যে স্থলে তাহাকে আড্ডায় থাকিবার স্থানাদি দিতে হইবে তাহার কথা।

ঐ কন্ট্রাক্টর তাচ্ছিল্যভাবে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ মজুরের খোরাক, পোষাক, থাকিবার স্থান বা চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করিলে, উক্ত খোরাক, পোষাক, থাকিবার স্থান ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে যুক্তিমত যত টাকা আবশ্যক হয়, সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কন্ট্রাক্টরের উপর অবিলম্বে তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কন্ট্রাক্টর মজুরকে না খাওয়াইয়া দিলে, তাহার কথা।

৪৫ ধারা। কোন মজুর সম্বন্ধে ৪৩ ধারামত আজ্ঞা করা গেলে, যে কোন ব্যক্তিকে তাহার পোষ্য বলিয়া রেজিষ্টরী করা যায় সেই ব্যক্তি কিম্বা যে কোন মজুর তাহার স্ত্রী, স্বামী, পুত্র বা কন্যা হয় সেই মজুর এইরূপ দাওয়া করিতে পারিবে যে

পোষ্য ও আত্মীয়ের সম্বন্ধে তাদৃশ বিধানের কথা।

(ক) যে স্থানে প্রথমোক্ত মজুরকে রেজিষ্টরী করা হইয়াছিল ঐ মজুরের সহিত তাহাকে সেই স্থানে পাঠান হয়, এবং

(খ) ঐ মজুর গমন করিতে অক্ষম হইলে, যাবৎ ঐ মজুর গমন করিতে না পারে, তাবৎ কন্ট্রাক্টরের খরচে ঐ আড্ডায় তাহারও খাইবার, থাকিবার পরিবার ও আবশ্যক হইলে চিকিৎসিত হইবার বন্দোবস্ত করা হয়,

এবং ঐ মজুর সম্বন্ধে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ৪৩ বা ৪৪ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করেন তন্মধ্যে ঐ খরচ ধরিতে পারিবেন।

৪৬ ধারা। কোন মজুর কোন আড্ডায় পঁহুছিলে, যদি দৃষ্ট হয় যে আড্ডায় যাইবার সময়ে পথিমধ্যে উক্ত মজুরের প্রতি বা তাহার পোষ্য বলিয়া রেজিষ্টরী করা কোন ব্যক্তির প্রতি মজুরসংগ্রাহক কিম্বা ঐ মজুরের সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত মজুরসংগ্রাহকের প্রেরিত লোক কুব্যবহার করিয়াছে কিম্বা মজুরসংগ্রাহক বা তাহার ঐ লোক ঐ মজুরকে বা তাহার পোষ্য বলিয়া রেজিষ্টরী করা কোন ব্যক্তিকে যথোচিত ও যথেষ্ট আহার ও থাকিবার স্থান দেয় নাই, তবে যে কন্ট্রাক্টর ঐ আড্ডা রাখেন তাঁহার উপর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ মজুরকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যুক্তিমত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পথিমধ্যে মজুরের প্রতি কুব্যবহার হইলে, ক্ষতিপূরণ দিবার কথা।

৪৭ ধারা। কোন মজুরের পোষ্য বলিয়া যে কোন ব্যক্তিকে রেজিষ্টরী করা যায় সেই ব্যক্তি যে মজুরের পোষ্য সেই মজুর মজুরী করিবার যে জিলায় যাইতে চাহে ঐ ব্যক্তির সেই জিলায় যাত্রা করিবার যোগ্য স্বাস্থ্য নাই পরিদর্শনকারী চিকিৎসক এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ দেখিলে, ঐ মজুর পঁহুছিবার সংবাদ যে সুপরিন্টেণ্ডেণ্টকে দেওয়া হইয়াছিল তাঁহার নিকট ঐ মর্ম্মের সর্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন। তাহা হইলে সে মজুর হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে ঐ পোষ্যের প্রতি ৩৪ ও ৪৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে, এবং সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট

পোষ্য মজুরী করিবার জিলায় যাইবার অযোগ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ঐ২ ধারামতে কোন মজুরের সম্বন্ধে যেরূপ আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ পোষ্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পোষ্যের সহিত মজুরের ও জাতি কুটুম্বের ফিরিয়া যাইতে পারিবার স্বত্বের কথা।

৪৮ ধারা। তাহা হইলে ঐ পোষ্য যে মজুর সম্পৰ্কীয় লোক হয়, সেই মজুর ইচ্ছা করিলে ও সে ঐ পোষ্যের স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, বা কন্যা হইলে যে স্থানে তাহাকে রেজিষ্টরী করা হয় সেই স্থানে ফিরিয়া যাইতে তাঁহার যুক্তিমত যত টাকা আবশ্যক হয় যে কন্ট্রাক্টরের আড্ডায় পঁহুছিয়াছে তাঁহার নিকট হইতে তত টাকা পাইবার স্বত্ববান্ হইবে। যদি উক্ত মজুর ঐ রূপে ফিরিয়া যায়, তবে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে তাহার পোষ্য বলিয়া রেজিষ্টরী করা হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি, কিম্বা অন্য যে মজুর ঐ মজুরের স্ত্রী, স্বামী, পুত্র বা কন্যা হয় সেই মজুরও ঐ কন্ট্রাক্টরের স্থানে উক্তরূপ টাকা পাইবার স্বত্ববান্ হইবে।

৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭ বা ৪৮ ধারামতে যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, কন্ট্রাক্টরের তাহা না দিবার কথা।

৪৯ ধারা। ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, বা ৪৮ ধারামতে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট টাকা দিবার যে আজ্ঞা করেন, কন্ট্রাক্টর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেই আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিলে, সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ টাকা মজুরকে বা তাহার পোষ্যকে কিম্বা তাহাদের নিমিত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন।

উক্তরূপে যে টাকা দেওয়া যায় তাহা দিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদ সমেত কন্ট্রাক্টরের স্থানে আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কন্ট্রাক্টরের উপর ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করেন ও কন্ট্রাক্টর চব্বিশ ঘন্টা পর্য্যন্ত সেই আজ্ঞামতে কর্ম্ম করেন নাই, এবিষয়ের মোকদ্দমায় ইহার অধিক প্রমাণ কোন আদালতে আবশ্যক হইবে না।

পথের বিলের বিধানের কথা।

৫০ ধারা। কন্ট্রাক্টরের আড্ডা হইতে মজুরী করিবার জিলায় যে মজুরদিগকে চালান করা যায়, ঐ কন্ট্রাক্টরের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে সমস্ত পথ যাইবেন। ঐ ব্যক্তির সহিত একখান পথের বিল থাকিবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ ও যে২ বিশেষ কথা ও উপদেশ মঞ্জুর করিয়া দেন ঐ বিল সেই পাঠে লেখা যাইবে ও তাহাতে সেই২ বিশেষ কথা ও উপদেশ থাকিবে।

পথের বিলে যে সকল স্থানের ও যে সকল কার্য্যকারকের উল্লেখ থাকে, তিনি সেই সকল স্থানে সেই সকল কার্য্যকারকের নিকট ঐ বিল উপস্থিত করিবেন, এবং তাঁহার বাহ্যাকৃতি দেখাইবার নিমিত্ত তাহাতে যে সকল উপদেশ থাকে তিনি তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

৫ অধ্যায়।

বাগানের সরদার ও স্থানীয় এজেণ্ট দ্বারা মজুরানয়ন করণ বিষয়ক বিধি।

ক।—বাগানের সরদারদের কথা।

কর্ত্তার বাগানের সরদারকে সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

৫১ ধারা। কোন কর্ত্তার জিম্মায় যে কোন ইষ্টেট থাকে সেই ইষ্টেটে মজুরী করণেচ্ছু ব্যক্তিদের সহিত মজুরী করিবার চুক্তি করিবার ক্ষমতা দিয়া, ঐ কর্ত্তা কোন ব্যক্তিকে সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন। সর্টিফিকেটে যে এলাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে তন্মধ্যে তাঁহার ঐ ক্ষমতা থাকিবে।

যে কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ সর্টিফিকেট দেওয়া গিয়াছে, ইহার পর তাহাকে বাগানের সরদার বলা যাইবে।

কোন মজুরকে এই ধারামত সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, বাগানের সরদারস্বরূপ ঐ মজুরের কর্ম্ম উঁহার মজুরী করিবার চুক্তিমত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে।

সর্টিফিকেটের পাঠ ও তাহাতে যাহা২ থাকিবে তাহার কথা।

৫২ ধারা। যে দেশে উক্ত সর্টিফিকেট দেওয়া যায় সেই দেশের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ ও যে২ কথা নির্দ্দেশ করেন ঐ সর্টিফিকেট সেই পাঠে লেখা হইবে ও উহাতে সেই২ কথা থাকিবে।

যে কর্ত্তা বাগানের কোন সরদারকে সর্টিফিকেট দেন পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ঐ সর্টিফিকেট গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বে, তিনি তাহাতে যে স্থানীয় এজেণ্টের নিকট ঐ বাগানের সরদার আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত রিপোর্ট করিবে সেই এজেণ্টের নাম এবং যে সময়ের মধ্যে ঐ বাগানের সরদার উক্ত কর্ত্তার নিকটে ফিরিয়া আসিবে তাহা ও উহার আচরণ সম্বন্ধে অন্য কোন উপদেশ আবশ্যক বিবেচনা করিলে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন।

ইনস্পেক্টরের বা মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে সর্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার কথা।

৫৩ ধারা। সর্টিফিকেটদায়ি কর্ত্তা যে স্থানে বাস করেন সেই স্থান যে ইনস্পেক্টরের বা মাজিষ্ট্রেটের এলাকাভুক্ত তাঁহার সাক্ষাতে ঐ বাগানের সরদার ঐ সর্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবে।

ইনস্পেক্টরের বা মাজিষ্ট্রেটের সর্টিফিকেটে আড়সহী দিবার কথা।

৫৪ ধারা। ঐ সর্টিফিকেটে যে২ বৃত্তান্তের উল্লেখ থাকে, ঐ ইনস্পেক্টর বা মাজিষ্ট্রেট তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান লইবেন; এবং বর্ণনার সত্যতা বিষয়ে তাঁহার সন্তোষ জন্মিলে যদি ঐ সর্টিফিকেট গ্রহণকারী ও স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি

পত্রে বা অন্য কোন কার্য্যনির্ব্বাহকতার বাগানের সরদার হইবার অনুপযুক্ত বলিয়া দৃষ্ট না হয়, তবে ঐ সর্টিফিকেটে আড়সহী দেওন তারিখ লিখিবেন।

৫৫ ধারা। ঐরূপ আড়সহীযুক্ত সর্টিফিকেট যে কর্ত্তা কোন বাগানের সরদারকে দেন তাঁহার প্রার্থনামতে উক্ত ইনস্পেক্টর বা মাজিষ্ট্রেট বাগানের সরদারের উপস্থিত হইবার আজ্ঞা না দিয়া কিম্বা ৫৪ ধারামত অনুসন্ধান না লইয়া, বর্ত্তমান কোন সর্টিফিকেটের বদলে ঐ কর্ত্তা উক্ত বাগানের সরদারকে যে নূতন সর্টিফিকেট দিতে চাহেন তাহাতে আড়সহী দিতে পারিবেন।

নূতন সর্টিফিকেট দিবার নিয়মের কথা।

যে ইনস্পেক্টর বা মাজিষ্ট্রেট নূতন সর্টিফিকেটে আড়সহী দেন, তিনি তাহা যে বাগানের সরদারকে দেওয়া যায় সেই সরদারের কর্ম্ম করিবার জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন, এবং উক্ত সরদার উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে নোটিস পাইলে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে ঐ নূতন সর্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবে।

বাগানের সরদার যে জিলায় কর্ম্ম করে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ নূতন সর্টিফিকেট পাঠাইবার কথা।

বাগানের সরদারের ঐ নূতন সর্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার কথা।

৫৬ ধারা। কোন বাগানের সরদারকে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায়, তাহা বাগানের সরদার গ্রহণ করিয়া সহী না করিলে এবং ইনস্পেক্টর বা মাজিষ্ট্রেট তাহাতে আড়সহী না দিলে তাহা বলবৎ হইবে না, এবং ঐ রূপ কোন সর্টিফিকেট আড়সহী দিবার তারিখ অবধি এক বৎসরের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না।

সর্টিফিকেট যখন বলবৎ হইবে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। কোন বাগানের সরদার যে মজুরদিগকে কিম্বা যে মজুর হওনেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে সংগ্রহ করে মজুরী করিবার জিলায় যাবৎ তাহাদিগকে চালান করা না যায়, তাবৎ তাহাদিগকে উপযুক্ত জায়গায় যথেষ্ট ও যথোচিত থাকিবার স্থান দিবে।

বাগানের সরদারের থাকিবার স্থান দিবার কথা।

কোন জিলার বা জিলার কোন খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা এতদর্থে তাঁহার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সব-ইনস্পেক্টরের উচ্চপদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মচারী যাইয়া ঐ জায়গা পরিদর্শন করিতে পারিবেন; এবং বাগানের সমুদয় সরদার কিম্বা ঐ জায়গা যাহার জিম্মায় থাকে এরূপ অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের, অধীন মাজিষ্ট্রেটের বা পোলীসের কর্ম্মচারির তথায় ঐরূপে যাইয়া পরিদর্শন করিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবে।

যে বাগানের সরদার থাকিবার স্থানের বিধান করে সে উক্তরূপ প্রত্যেক জায়গায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিবে।

৫৮ ধারা। কোন বাগানের সরদার এই আইনের বা এই আইনক্রমে প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, কিম্বা অন্য কোনরূপ অত্যাচার করিলে, যে কোন মাজিষ্ট্রেটের, সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের বা ইনস্পেক্টরের এলাকার মধ্যে ঐ বাগানের সরদার কর্ম্ম করে, তিনি তাহার সর্টিফিকেট খারিজ করিতে পারিবেন।

কোনং স্থলে সর্টিফিকেট বাতিল করিতে পারিবার কথা।

খ।—স্থানীয় এজেণ্টদের কথা।

৫৯ ধারা। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন কর্ত্তার প্রার্থনামতে উক্ত কর্ত্তার ইচ্ছামত এলাকার মধ্যে ও তাঁহার ইচ্ছামত সময়ের জন্য তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ স্থানীয় এজেণ্ট হইবার লাইসেন্স কোনং ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন। কিন্তু কোন কণ্ট্রাক্টর স্থানীয় এজেণ্ট হইবার লাইসেন্স প্রাপ্ত হইবে না।

স্থানীয় এজেণ্টদিগকে লাইসেন্স দিতে পারিবার কথা।

৬০ ধারা। কোন স্থানীয় এজেণ্ট উক্ত এলাকার মধ্যে মজুরদিগকে করারবদ্ধকরণসংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ে স্বীয় নিয়োগকর্ত্তার প্রতিনিধি হইতে পারিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া যে সন্ধান ও রিটর্ণ দিবার আদেশ করেন সেই সন্ধান ও রিটর্ণ দিবেন।

স্থানীয় এজেণ্টের ক্ষমতার ও কার্য্যের কথা।

৬১ ধারা। যে কর্ত্তার প্রার্থনামতে কোন স্থানীয় এজেণ্টকে লাইসেন্স দেওয়া যায় তদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তার প্রার্থনামতে, পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট যে এলাকার জন্য ঐ এজেণ্ট লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই এলাকার মধ্যে তাঁহাকে ঐ অন্য কর্ত্তার স্থানীয় এজেণ্ট হইবার অনুমতিসূচক লিখিত আজ্ঞা দিতে পারিবেন। যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ আজ্ঞা দেন, তিনি উক্ত এজেণ্ট যে জিলায় বাস করেন সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অবিলম্বে উক্ত আজ্ঞার নকল পাঠাইবেন; এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ এজেণ্টের প্রার্থনামতে তাঁহার লাইসেন্সে ঐ অন্য কর্ত্তার নাম লিখিয়া দিবেন।

স্থানীয় এজেণ্টের একাধিক কর্ত্তার প্রতিনিধি হইতে পারিবার কথা।

৬২ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন স্থানীয় এজেণ্টের সমুদয় কর্ত্তাদের সম্মতিক্রমে ঐ এজেণ্টকে বিশেষ লাইসেন্স দিতে পারিবেন; ঐ বিশেষ লাইসেন্সে যে কোন কর্ত্তার নাম নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহার পক্ষে কোন বাগানের সরদারকে

মজুরদের সহিত নিজে চুক্তি করিবার বিশেষ লাইসেন্স স্থানীয় এজেণ্টকে দেওয়া যাইতে পারিবার কথা।

মধ্যবর্ত্তী না রাখিয়া মজুরদিগকে করারবদ্ধ করিবার অনুমতি ঐ এজেন্টকে উক্ত লাইসেন্সক্রমে দেওয়া যাইবে।

কোন এজেন্ট ঐরূপে মজুরদিগকে করারবদ্ধ করিলে যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত কোন রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবেন, এবং ঐরূপে রেজিষ্টরী করা গেলে তাহাদিগকে মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে সহী করিবার আদেশ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে এই আইনের কার্য্যপক্ষে তিনি বাগানের সরদার বলিয়া গণ্য হইবেন।

স্থানীয় এজেন্টের বাগানের সরদারের নামে অভিযোগ করিতে পারিবার কথা।

৬৩ ধারা। বাগানের যে সরদারকে কোন কর্ত্তা এই আইনমতে সর্টিফিকেট দিয়াছেন, সেই সরদার এই আইনমতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিলে, ঐ কর্ত্তার কোন স্থানীয় এজেন্ট উক্ত অপরাধ নিমিত্ত ঐ এজেন্টের নামে অভিযোগ করিতে পারিবেন।

যেং কারণে স্থানীয় এজেন্টের লাইসেন্স বাতিল করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৬৪ ধারা। যে জিলায় কোন স্থানীয় এজেন্ট আপন পদানুযায়ী কর্ম্ম করেন, সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি কর্ত্তার আদেশ পান কিম্বা উক্ত সাহেবের যদি এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মে যে স্থানীয় এজেন্ট নিম্নলিখিত কোন কর্ম্ম করিয়াছেন, তবে আজ্ঞা করিয়া ঐ এজেন্টের লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) ঐ এজেন্ট আপনার পক্ষে মজুরদিগকে করারবদ্ধ করণার্থ কোন কন্ট্রাক্টরের মজুরসংগ্রাহককে নিযুক্ত করিয়াছেন; কিম্বা

(খ) কোন কন্ট্রাক্টরের দ্বারা বা তাহার পক্ষে যে মজুরদিগকে করারবদ্ধ করা যায় তাহাদিগকে ঐ স্থানীয় এজেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীন কোন বাগানের সরদারদ্বারা করারবদ্ধ মজুরদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবার স্থান ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন; কিম্বা

(গ) তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন কোন বাগানের সরদারকে ঐ সরদার যে মজুরদিগকে করারবদ্ধ করে তাহাদিগকে কোন কন্ট্রাক্টরের বা তদীয় মজুরসংগ্রাহকের বা উক্ত সরদারের সর্টিফিকেটদায়ী কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তার হস্তে অর্পণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন; কিম্বা

(ঘ) কোন বাগানের সরদারকে যে কর্ত্তা সর্টিফিকেট দেন তদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তার নিকট চালান করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সরদারের করারবদ্ধ মজুরদিগকে আপনি লইয়াছেন।

এই ধারার (ক), (খ), (গ), বা (ঘ) প্রকরণমতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহার উপর স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আপীল হইতে পারিবে। ঐ আজ্ঞার তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে ঐ আপীল উপস্থিত করিতে হইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উহার যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

ঘ।— বাগানের সরদারের যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা।

রেজিষ্টরীর জন্য রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে বাগানের সরদারের ও মজুরের উপস্থিত হইবার কথা।

৬৫ ধারা। কোন বাগানের সরদার কোন ব্যক্তিকে মজুরস্বরূপ করারবদ্ধ করিতে চাহিলে, ঐ সরদারের সর্টিফিকেটে যে এলাকা লেখা থাকে সেই এলাকার বিচারাধিপত্য যাঁহার আছে এরূপ রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে ঐ সরদার ঐ মজুরকে এবং উহার পোষ্যস্বরূপ মজুরী করিবার কোন জিলায় যাহারা যাইতে উদ্যত এরূপ ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইবে।

বাগানের সরদারের করারবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৬৬ ধারা। তাহা হইলে ঐ রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বাগানের সরদারের সর্টিফিকেট দেখিবেন এবং ঐ সর্টিফিকেট প্রবল আছে দেখিলে যে ব্যক্তিকে ঐ সরদার করারবদ্ধ করিতে চাহে মজুরী করিবার কল্পিত চুক্তি সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন ও ঐ চুক্তির মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন।

উক্ত ব্যক্তি ঐরূপ চুক্তি করিতে সক্ষম ও তাহার যে স্থানে যাইতে হইবে ও যতকাল যে প্রকারের কর্ম্ম করিতে হইবে, ও সে যে হারে বেতন পাইবে এবং যে মূল্যে তাহাকে চাউল দেওয়া যাইবে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সে আপন চুক্তির মর্ম্ম বুঝিয়াছে, এবং ঐ চুক্তির শর্ত্ত গুলি আইনসম্মত, এবং কোনরূপ বলপ্রয়োগ অযথা প্রবৃত্তি, প্রতারণা, অযথা বর্ণনা বা ভ্রান্তিক্রমে, সে ঐরূপ চুক্তি করিতে সম্মত হয় নাই, এবং সে ঐ চুক্তিমতে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক, এইরূপ দৃষ্ট হইলে ঐ রেজিষ্টরীকরণের কর্ত্তৃপক্ষ তদর্থে যে বহী রাখা যায় সেই বহীতে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধি করিয়া যেং কথা নির্দ্দিষ্ট করেন ঐ ব্যক্তি সংক্রান্ত সেই কথা ও তাহার পোষ্য থাকিলে তাহাদের সংক্রান্ত সেইং কথা রেজিষ্টরী করিবেন। তাহা হইলে ঐ মজুরকে এবং তাহার পোষ্য থাকিলে তাহাদিগকে এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষার কথা।

৬৭ ধারা। উক্তরূপ কোন ব্যক্তি বা ঐ ব্যক্তির কোন পোষ্য মজুরী করিবার যে জিলায় যাইতে চাহে সেই জিলায় যাত্রা করিবার উপযুক্ত সুস্থাবস্থায় নাই, ঐ কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ বোধ হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে বা পোষ্যকে রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে আপনি চিকিৎসক হইলে, চিকিৎসকস্বরূপ তাহাকে পরীক্ষা করিবেন, কিম্বা আপনি চিকিৎসক না

হইলে ঐরূপ পরীক্ষার নিমিত্ত তাহাকে কোন চিকিৎসকের নিকট পাঠাইবেন। ঐরূপ পরীক্ষায় ঐ ব্যক্তি বা পোষ্য উক্ত স্থানে যাত্রা করিবার অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তিকে বা পোষ্যকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী করিবার জন্য যে কোন মজুরকে আনা যায় তাহার নিমিত্ত ফী দিবার কথা।

৬৮ ধারা। মজুরস্বরূপ রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে আনা যায়, তাহার নিমিত্ত যে বাগানের সরদার তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হয় সেই সরদার উক্ত কর্ত্তৃপক্ষকে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ মত এক টাকার অনধিক ফী দিবে।

মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে সহী করিবার কথা।

৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৬৬ ধারামতে রেজিষ্টরী করা গেলে সে যে কর্ত্তার সহিত চুক্তি করিতে চাহে তাহার রেজিষ্টরী হইবার তারিখ অবধি ১৫ দিনের মধ্যে তাঁহার সহিত মজুরিকরিবার চুক্তি করিবে। ঐ ব্যক্তি রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সাক্ষাতে ঐ চুক্তিপত্রে সহীকরিবে, এবং ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া যে বাগানেরসরদার উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয় সেই সরদার উক্ত কর্ত্তার পক্ষে ঐ চুক্তিপত্রে সহী করিবে। ঐ বাগানের সরদারের সর্টিফিকেটে যে কোন আদেশ লেখা থাকে ঐ চুক্তি তদনুসারে হইয়াছে ঐ কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আপনার হৃদ্বোধ জন্মাইয়া লইবেন। উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের ঐরূপ হৃদ্বোধজন্মিলে মজুর ঐ চুক্তিপত্রে সহী করিবার পূর্ব্বে তিনিআপনি তাহাকে উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন, এবং উক্তরূপে উহাতে সহী করা গেলে ঐ চুক্তিপত্রে সাক্ষীস্বরূপ সহী করিয়া আপনি উহার মর্ম্ম মজুরকে বুঝাইয়াদিয়াছেন নিম্নভাগে এই সর্টিফিকেট লিখিবেন।

রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এক খান রেজিষ্টরী বহী রাখিবেন, তাহাতে ঐরূপ প্রত্যেক চুক্তিপত্রের চুম্বক লেখা থাকিবে এবং যে দুই খান চুক্তিপত্র হয় তাহারএক খানি তখন মজুরকে ও অন্য খান বাগানের সরদারকে বা স্থানীয় এজেন্টকে দেওয়া যাইবে।

কোন মজুরকে ঐরূপে রেজিষ্টরী করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে কোন বাগানের সরদার যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা ঐ মজুরের সহিত এই ধারার আদেশমতে চুক্তি করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, উক্ত রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ বিশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ঐ মজুরকে দিবার নিমিত্ত ঐ সরদারের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কর্ত্তা রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসকদ্বারা পরীক্ষা হইবার আদেশ করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭০ ধারা। ঐ সরদারের সর্টিফিকেটে যে আদেশ থাকে, তন্মধ্যে যদি বাগানের সরদারের কর্ত্তা এইরূপ আজ্ঞা করিয়া থাকেন যে ঐ সরদার যে মজুরদিগকে কর্ম্মে রবন্ধ করিবে তাহাদিগকে রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত কোন চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া তাহারা মজুরী করিবার যে জিলায় যাইতে চাহে সেই জিলায় যাত্রা করিবার ও মজুরী করিবার উপযুক্ত সুস্থাবস্থায় আছে ঐ চিকিৎসকের এইরূপ সর্টিফিকেট লইবে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ চিকিৎসকের সর্টিফিকেট কোন রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আনিয়া দেখান না গেলে ঐ সরদারের সঙ্গে যে কোন মজুর উপস্থিত হয় তিনি তাহাকে রেজিষ্টরী করিবেন না।

চিকিৎসকের ফী লইতে পারিবার কথা।

৭১ ধারা। বাগানের সরদারের সর্টিফিকেটে যে আদেশ লেখা থাকে, তন্মধ্যে যদি কর্ত্তা এইরূপ আজ্ঞা করেন যে গবর্ণমেন্টের চাকরীকারী কোন চিকিৎসক ঐরূপ পরীক্ষা করিবেন, তবে উক্ত পরীক্ষাকারী চিকিৎসক স্থানীয় এজেন্টের বা সরদারের স্থানে উক্তরূপে পরীক্ষিত প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্দিষ্ট আট আনার অনধিক ফী লইতে পারিবেন।

বাগানের সরদার যে সময় মজুরকে মজুরী করিবার জিলায় চালান করিবে তাহার কথা।

৭২ ধারা। কোন মজুরকে ৬৬ ধারামতে রেজিষ্টরী করা না গেলে, কোন বাগানের সরদার তাহাকে মজুরী করিবার কোন জিলায় চালান করিবে না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা তাহাকে মজুরী করিবার কোন জিলায় যাইতে বা উক্ত সরদারের সর্টিফিকেটের নির্দ্দিষ্ট এলাকা ছাড়িয়া যাইতে প্রবৃত্তি দিবে না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা তাহাকে মজুরী করিবার কোন জিলায় যাইতে বা উক্তরূপ কোন এলাকা ছাড়িয়া যাইতে সাহায্য করিবে না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না।

বাগানের সরদারের মজুরদের সঙ্গে যাইবার বা তাহাদের সঙ্গে উপযুক্ত লোক পাঠাইবার কথা।

৭৩ ধারা। যে স্থানে মজুরী করিবার চুক্তি হয় সেই স্থান হইতে মজুরী করিবার জিলা পর্য্যন্ত সমস্ত পথ বাগানের সরদার যে মজুরদিগকে কর্ম্মে রবন্ধ করে তাহাদের সঙ্গে হয় আপনি যাইবে কিম্বা আপন কর্ত্তার স্থানীয় এজেন্টের সম্মতিক্রমে কিম্বা ঐ কর্ত্তার স্থানীয় এজেন্ট না থাকিলে যে কর্ত্তৃপক্ষ মজুরদিগকে রেজিষ্টরী করেন তাঁহার সম্মতিক্রমে ঐ বাগানের সরদার কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে পাঠাইবে।

উক্তরূপ মজুরী করিবার জিলায় যাহারা যাইতেছে পোষ্য ভিন্ন ঐরূপ মজুরদের সংখ্যা বিশ জনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক বিশ জনের জন্য কিম্বা বিশ জনের কম কোন মজুরদের জন্য, এক জন অতিরিক্ত বাগানের সরদার বা উক্তরূপে তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ঐরূপ বিদেশযাত্রা মজুরদের সঙ্গে যাইবে।

বাগানের সরদার যে মজুরদিগকে কর্ম্মে রবন্ধ করে, তাহাদের সংখ্যার সীমা না থাকিবার কথা।

৭৪ ধারা। কোন বাগানের সরদার আপন সর্টিফিকেটের নির্দ্দিষ্ট আদেশ মানিয়া যে কোন সংখ্যক মজুরকে কর্ম্মে রবন্ধ করিতে পারিবে, এবং ৭৩ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে যে কোন সংখ্যক মজুরদিগকে মজুরী করিবার জিলায় এককালে চালান করা যাইতে পারিবে।

যে মজুরদিগকে বাগানের সরদার আপনি করারবদ্ধ করে না, কোনং স্থলে তাহার তাহাদের সঙ্গে যাইতে নিযুক্ত হইতে পারিবার কথা।

৭৫ ধারা। কোন বাগানের সরদার যে কর্ত্তার স্থানে আপনার সর্টিফিকেট পায় সেই কর্ত্তার স্থানীয় এজেন্টের লিখিত সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, কিম্বা ঐ কর্ত্তার স্থানীয় এজেন্ট না থাকিলে উক্ত কর্ত্তার লিখিত সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, আপনার করারবদ্ধ মজুর ভিন্ন অন্য মজুরদের সঙ্গে যাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া ৭৩ ধারামতে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

পথের বিলের বিধানের কথা।

৭৬ ধারা। যে প্রত্যেক বাগানের সরদার বা উক্তরূপে তাহার নিযুক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি মজুরী করিবার জিলা পর্য্যন্ত মজুরদের সঙ্গে যায় সেই সরদার বা ব্যক্তি যে কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত মজুরদিগকে রেজিস্টরী করেন সেই কর্ত্তৃপক্ষকে পথের একখান বিল দিবে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যেরূপ আদেশ করেন ঐ বিল তদ্রূপ পাঠে লিখিত হইবে এবং উহাতে তদ্রূপ বিশেষ কথা ও আদেশ থাকিবে। ঐ সরদার বা ব্যক্তি ঐ পথের বিলের নির্দ্দেশমত সমুদয় স্থানে ও সমুদয় কর্ম্মচারিকে ঐ বিল দেখাইবে; এবং তাহার উপদেশার্থ উহাতে যে কোন আদেশ থাকে তদনুসারে চলিবে।

বাগানের সরদারের পথে মজুরদের ও পোষ্যদের আহার ও থাকিবার স্থান দিতে হইবার কথা।

৭৭ ধারা। যে প্রত্যেক বাগানের সরদার বা উক্তরূপ তাহার নিযুক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি মজুরদের সঙ্গে মজুরী করিবার জিলা পর্য্যন্ত যায়, সে উক্ত মজুরদিগকে ও তাহাদের পোষ্য থাকিলে ঐ পোষ্যদিগকে সমস্ত পথ যথোচিত ও যথেষ্ট আহার ও থাকিবার স্থান দিবে।

আহারাদি দেওয়া না গেলে, মাজিষ্ট্রেটের ক্ষতি পূরণ দিতে বা চুক্তি বাতিল করিতে পারিবার কথা।

৭৮ ধারা। পথিমধ্যে কোন স্থানে উক্তরূপ কোন মজুরের নালিশক্রমে কোন মাজিষ্ট্রেটের যদি এরূপ বোধ হয় যে উক্ত মজুরের প্রতি বা তাহার পোষ্য বলিয়া রেজিস্টরী করা কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ মজুরের সঙ্গী বাগানের সরদার বা তাহার নিযুক্ত ব্যক্তি পথিমধ্যে কুব্যবহার করিয়াছে, কিম্বা ঐ সরদার বা ব্যক্তি উক্ত মজুরকে বা তাহার কোন পোষ্যকে যথোচিত ও যথেষ্ট আহার ও থাকিবার স্থান দেয় নাই, কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ মজুরকে বা তাহার কোন পোষ্যকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ সরদারের প্রতি বা ঐরূপ তাহার নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ঐ মজুরকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যুক্তিমত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ মজুরের চুক্তি বাতিল করিয়া উহাকে যেস্থানে রেজিস্টরী করা যায় সেই স্থানে উহার ও উহার পোষ্য থাকিলে তাহাদের ফিরিয়া যাইতে যুক্তিমত যত টাকা আবশ্যক হয় ঐ সরদারের বা ব্যক্তির প্রতি ঐ মজুরকে তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

বাগানের সরদার আজ্ঞামত কার্য্য না করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭৯ ধারা। কোন বাগানের সরদার বা উক্তরূপে তাহার নিযুক্ত ব্যক্তি ৭৮ ধারামতে টাকা দিবার যে আজ্ঞা হয় তদনুসারে ২৪ ঘন্টাপর্য্যন্ত কার্য্য না করিলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত মজুরকে বা তাহার নিমিত্ত অন্য ব্যক্তিকে কোন ঐ টাকা দিতে পারিবেন।

ঐরূপে যে প্রত্যেক টাকা দেওয়া যায় তাহা যে কর্ত্তা ঐ বাগানের সরদারের সর্টিফিকেট দেন তাঁহার স্থানে কিম্বা তাঁহার স্থানীয় এজেন্টের স্থানে টাকা দিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা বার টাকা হিসাবে সুদসমেত আদায় করা যাইতে পারিবে।

এরূপ কোন মোকদ্দমা হইলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ বাগানের সরদারের বা ব্যক্তির প্রতি উক্ত টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এবং ঐ বাগানের সরদার বা ব্যক্তি ঐ আজ্ঞানুসারে চব্বিশ ঘন্টা পর্য্যন্ত কার্য্য করে নাই, কোন আদালতে ইহার অতিরিক্ত প্রমাণ আবশ্যক হইবে না।

পথিমধ্যে মজুরদের চিকিৎসকদ্বারা পরিদর্শন হইবার কথা।

৮০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট বা নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার কোন এজেন্ট আপনি চিকিৎসক হইলে, যে কোন মজুর কিম্বা তাহার পোষ্য মজুরী করিবার জিলায় যাইবার পথে তথায় যাইবার উপযুক্ত সুস্থাবস্থায় নাই বলিয়া দৃষ্ট হয় তাহাকে আপনি পরীক্ষা করিবেন, কিম্বা আপনি চিকিৎসক না হইলে কোন চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা হইবার নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন।

পথি মধ্যে মজুর গমন করিতে অশক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, তাহাকে আটক করিয়া রাখিবার ও ফিরাইয়া দিবার কথা।

৮১ ধারা। উক্তরূপ কোন মজুর বা পোষ্য যে জিলায় যাইতে চাহে সেই জিলায় যাইবার উপযুক্ত সুস্থাবস্থায় নাই, উক্তরূপ পরীক্ষায় এই কথা প্রকাশ হইলে, মাজিষ্ট্রেট বা নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেন্ট যাবৎ উক্ত মজুর বা পোষ্য গমন করিবার উপযুক্ত সুস্থশরীর না হয় তাবৎ তাহাকে যেখানে আটক করিয়া রাখা উচিত বোধ করেন সেই খানে আটক করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। তাহার শরীর সুস্থ হইলে তাহার সঙ্গী বাগানের সরদার বা ঐ সরদারের নিযুক্ত ব্যক্তি, কিম্বা ঐ সরদারের সর্টিফিকেটদায়ি কর্ত্তা কিম্বা তাঁহার স্থানীয় এজেন্ট যেরূপ আদেশ করেন, তদনুসারে তাহাকে হয় উক্ত জিলায় পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে, না হয় যে জিলায় তাহাকে রেজিস্টরী করা যায় সেই জিলায় ফিরাইয়া পাঠান যাইবে।

কোন মজুরকে বা পোষ্যকে উক্তরূপে আটক করিয়া রাখা গেলে, উক্ত মজুর কিম্বা ঐ পোষ্য যে মজুরের হয় সেই মজুর যে কর্ত্তার সহিত মজুরী করিবার চুক্তি করিয়াছে, সেই কর্ত্তার খরচে ঐ মজুর বা পোষ্য খাইবার, থাকিবার, পরিবার ও আবশ্যক হইলে চিকিৎসিত হইবার স্বত্ববান্ হইবে।

মজুরের পোষ্যদিগকে যে স্থলে খাদ্যাদি দিতে হইবে, তাহার কথা।

৮২ ধারা। কোন মজুর সম্বন্ধে ৮১ ধারামত আজ্ঞা করা গেলে, যে কোন ব্যক্তিকে তাহার পোষ্য বলিয়া রেজিস্টরী করা যায় সেই ব্যক্তির কিম্বা যে কোন মজুর তাহার স্ত্রী বা স্বামী হয় সেই মজুরের এইরূপ স্বত্ব থাকিবে যে

(ক) যাবৎ ঐ মজুর যাত্রা করিবার উপযুক্ত সুব্যবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ যে স্থানে ঐ মজুর আটক থাকে সেই স্থানে এবং যে কর্ত্তার সহিত ঐ মজুর মজুরী করিবার চুক্তি করিয়াছে তাহার খরচে সেও খাইতে, থাকিতে ও পরিতে পাইবে ও আবশ্যক হইলে চিকিৎসিত হইবে, এবং

(খ) যে স্থানে ঐ মজুরকে রেজিষ্টরী করা হইয়াছিল সেই স্থানে উহাকে ফিরিয়া পাঠান গেলে তাহাকে সেই স্থানে ফিরিয়া পাঠান যাইবে।

পোষ্য যে মজুরের সংসৃষ্ট হয়, তাহাকে যে স্থলে খাদ্যাদি দিতে হইবে, তাহার কথা।

কোন পোষ্য সম্বন্ধে ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, যাবৎ ঐ পোষ্য মজুরী করিবার জিলায় যাত্রা করিবার উপযুক্ত সুব্যবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ঐ পোষ্য যে মজুরের সংসৃষ্ট হয়, সেই মজুর ইচ্ছা করিলে ও সে ঐ পোষ্যের স্বামী, স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা হইলে, তাহার এইরূপ স্বত্ব থাকিবে যে যে স্থানে ঐ পোষ্য আটক থাকে সেই স্থানে এবং যে কর্ত্তার সহিত ঐ মজুর মজুরী করিবার চুক্তি করিয়াছে তাহার খরচে সেও খাইতে, থাকিতে ও পরিতে পাইবে ও আবশ্যক হইলে চিকিৎসিত হইবে, এবং যে স্থানে ঐ পোষ্যকে রেজিষ্টরী করা হইয়াছিল সেই স্থানে উহাকে ফিরিয়া পাঠান গেলে, সেই মজুর যদি ইচ্ছা করে ও সে যদি ঐ পোষ্যের স্বামী, স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা হয়, তবে সেই মজুরকেও সেই স্থানে ফিরিয়া পাঠান যাইবে।

উক্তরূপ মজুর স্বত্ববান্ হইয়া ঐরূপে খাইতে, থাকিতে, ও পরিতে পাইবার ও আবশ্যক হইলে চিকিৎসিত হইবার, কিম্বা ঐ রূপে ফিরিয়া পাঠান যাইবার, দাওয়া করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে তাহার পোষ্য বলিয়া রেজিষ্টরী করা যায় সেই ব্যক্তির এবং অন্য যে কোন মজুর তাহার স্ত্রী বা স্বামী হয় সেই মজুরের এইরূপ স্বত্ব থাকিবে যে,

(ক) যাবৎ ঐ পোষ্য মজুরী করিবার জিলায় যাত্রা করিবার উপযুক্ত সুব্যবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ যে স্থানে ঐ পোষ্য আটক থাকে সেই স্থানে উক্ত কর্ত্তার খরচে খাইতে, থাকিতে ও পরিতে পাইবে এবং আবশ্যক হইলে চিকিৎসিত হইবে, কিম্বা, স্থলবিশেষে,

(খ) যে স্থানে [illegible]কে রেজিষ্টরী করা হইয়াছিল সেই স্থানে ফিরিয়া পাঠান যাইবে।

[illegible] ফিরিয়া যাইবার ও মজুরের ফিরিয়া যাইবার খরচ দিবার কথা।

৮৩ ধারা। [illegible] সরদার বা তাহার নিযুক্ত যে ব্যক্তি মজুরের বা পোষ্যের সঙ্গে যায়, সে ঐ মজুরের বা পোষ্যের খোরাক, থাকিবার স্থান, পোষাক ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করিলে, কিম্বা তাহাকে ৮১ বা ৮২ ধারার আদেশমতে ফিরাইয়া না পাঠাইলে, মাজিষ্ট্রেট বা নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেন্ট ঐ সরদারের বা ব্যক্তির প্রতি উক্ত খোরাকের, থাকিবার স্থানের, পোষাকের ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে যত টাকা আবশ্যক হয় তত টাকা দিবার, কিম্বা যে স্থানে উক্ত মজুরকে বা স্থলবিশেষে পোষ্যকে রেজিষ্টরী করা যায় সেই স্থানে তাহার ফিরিয়া যাইবার খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং উক্ত সরদার বা ব্যক্তি চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ আজ্ঞামত কার্য্য না করিলে, ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট টাকা উক্ত মজুরকে বা পোষ্যকে বা তাহার নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে মাজিষ্ট্রেট বা নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেন্ট যে টাকা দেন, তাহার আদায় সম্বন্ধে আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহিত ৭৯ ধারার বিধান খাটিবে।

ফিরিয়া যাইবার খরচ দিলে কলিকাতার এজেন্টের মজুরী করিবার চুক্তি বাতিল করিবার আজ্ঞা সুপরিন্টেণ্ডেন্টের স্থানে পাইবার কথা।

৮৪ ধারা। বাগানের সরদার আপনার কর্ত্তার পক্ষে কোন মজুরের চুক্তিপত্রে সহী করিলে পর, ঐ মজুর যে জিলায় মজুরী করিবে বলিয়া চুক্তি করিয়াছে সেই জিলায় যাইবার পথে কলিকাতায় আনীত হইলে, ঐ কর্ত্তার এজেন্ট বা প্রতিনিধিস্বরূপ যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তিনি মজুরী করিবার ঐ চুক্তি বাতিল করিবার জন্য ঐ মজুরকে সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐ মজুরকে যে স্থানে রেজিষ্টরী করা হয় সেই স্থানে উহার ও উহার পোষ্য থাকিলে তাহাদের ফিরিয়া যাইতে যুক্তিমত যত টাকা আবশ্যক হয়, উহাকে আপনার সাক্ষাতে তত টাকা দেওয়া গেলে, সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব চুক্তিপত্র বাতিল হইল বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে চুক্তিপত্রের যে খণ্ড মজুরের নিকট থাকে তাহার পৃষ্ঠে ঐ মর্ম্মের কথা লিখিয়া তাহাতে সহী করিয়া সাক্ষী হইবেন।

তাহা হইলে জ্ঞাতি কুটুম্বের চুক্তি বাতিল হইবার কথা।

৮৫ ধারা। কোন মজুরের মজুরী করিবার চুক্তি বাতিল হইল বলিয়া সুপরিন্টেণ্ডেন্ট প্রকাশ করিলে, অন্য যে কোন মজুর ঐ মজুরের স্ত্রী, স্বামী, পিতা, মাতা, পুত্র বা কন্যা হইয়া একই স্থানে একই কর্ত্তার সহিত মজুরী করিবার চুক্তি করিয়াছে, সেই মজুর তাহার মজুরী করিবার চুক্তি বাতিল হয় বলিয়া সে দাওয়া করিতে পারে। ঐরূপ দাওয়া করা গেলে, সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব দাওয়াদারের মজুরী করিবার চুক্তি বাতিল হইল বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং দাওয়াদারকে যে স্থানে রেজিষ্টরী করা যায় সেই স্থানে ফিরিয়া যাইতে তাহার ও তদীয় পোষ্য থাকিলে তাহাদের যুক্তিমত যত টাকা আবশ্যক হয় দাওয়াদারকে তত টাকা দিবার আজ্ঞা ঐ দাওয়াদারের কর্ত্তার এজেন্টের বা প্রতিনিধির উপর করিতে পারিবেন।

ঐ এজেন্ট বা প্রতিনিধি চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আজ্ঞামত কার্য্য না করিলে, সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব দাওয়াদারকে বা তাহার নিমিত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট টাকা দিতে পারিবেন; এবং ঐরূপে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার আদায় সম্বন্ধে আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহিত ৭৯ ধারার বিধান খাটিবে।

---

৫ অধ্যায়।

নদীপথে চালান করিবার বিধি।

ক।—আরোহীর নৌকার কথা।

সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে চালান করিবার কথা।

৮৬ ধারা। চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশ নামক মজুরী করিবার জিলায় ভারতবর্ষজাত মজুরদিগকে সমুদ্রপথে চালান করিবার প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা খাটিবে না।

বিশ জনের অধিক আরোহী লইতে হইলে, নৌকার লাইসেন্স লইবার কথা।

৮৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে তদর্থে নিয়মিতরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেণ্ট আরোহীদিগকে লইয়া যাইবার লাইসেন্স না দিলে, কোন মাঝি মজুরী করিবার অভিপ্রায়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আপন নৌকায় বিশ জনের অধিক বা তদূর্দ্ধজাত আরোহী লইবে না।

কোন২ নৌকা লাইসেন্স হইতে মুক্ত করিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া কোন নৌকা বা বিশেষ শ্রেণীর নৌকা এই ধারার বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

লাইসেন্স পাইবার দরখাস্তের কথা।

৮৮ ধারা। কোন নৌকার মাঝি বা স্বামী তাহাতে আরোহী লইয়া যাইবার লাইসেন্স প্রাপণেচ্ছু হইলে, উক্তরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেণ্টের নিকট লাইসেন্স পাইবার লিখিত দরখাস্ত দিবে।

ঐ দরখাস্তে যাহা২ লিখিতে হইবে তাহার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া যে২ কথা নির্দ্দিষ্ট করেন ঐ নৌকাসম্বন্ধীয় সেই২ কথা ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবে।

লাইসেন্স দিবার কথা।

৮৯ ধারা। যদি নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার ঐ এজেণ্টের এমত বোধ হয় যে ঐ নৌকা নিরাপদভাবে তাবৎ-সংখ্যক আরোহীদিগকে মজুরী করিবার অভিপ্রায়ে লইয়া যাইবার উপযুক্ত, তিনি নৌকার মাঝিকে ঐ নৌকায় আরোহী লইয়া যাইবার লাইসেন্স দিবেন, এবং তদূর্দ্ধজাত যত আরোহী ঐ নৌকায় [illegible] লইতে পারিবে, লাইসেন্সপত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

লাইসেন্সের ফীর কথা।

৯০ ধারা। ঐ নৌকার আয়তন বিবেচনায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া যত ফী দিবার আদেশ করেন, উক্তরূপ প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত ষোল টাকার অনধিক তত ফী দিতে হইবে। উক্তরূপ কোন লাইসেন্স এক যাত্রার অধিক কাল প্রবল থাকিবে না।

অধিক লাইসেন্সের বিধানের কথা।

কিন্তু নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেণ্ট সময়ে২ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া যে ফী ও যে২ নিয়ম নির্দ্দেশ করেন একশত টাকার অনধিক সেই ফী দেওয়া গেলে সেই২ নিয়মাধীনে এক বৎসরের অনধিক কালের নিমিত্ত কোন নৌকার মাঝিকে লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

বিশেষ কোন যাত্রায় নৌকায় যত লোক লইতে হইবে, নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেণ্টের তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবার কথা।

৯১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে বিধি করেন তদনুসারে সময়ে২ লিখিত আজ্ঞা দিয়া নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেণ্ট এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে বিশেষ কোন যাত্রায় বা কোন যাত্রার অংশবিশেষে এই আইনমতে লাইসেন্স-প্রাপ্ত কোন মাঝি আপন নৌকায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আরোহীর অধিক তারতবর্ষজাত ব্যক্তিদিগকে লইবে না। ঐ মাঝিকে যে লাইসেন্স দেওয়া যায় তন্নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা ঐ সংখ্যা কম হইবে।

দশ বৎসরের কম বয়সের দুইজন শিশুকে এক জন বলিয়া গণিতে হইবার কথা।

৯২ ধারা। কোন নৌকায় কতজন লোক আছে গণিতে হইলে, দশ বৎসরের কম বয়সের দুইজন শিশুকে এই আইনের কার্য্যপক্ষে এক জন বলিয়া ধরিতে হইবে।

মাঝির রিটর্ন দিতে হইবার কথা।

৯৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া যেরূপ নির্ঘণ্টপত্র রাখিবার, যেরূপ রিটর্ন দিবার ও যেরূপ রিপোর্ট করিবার আদেশ করেন, এই আইনমতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রত্যেক জন মাঝি আপনার নৌকায় যে আরোহীদিগকে লইয়া যায় তাহাদের সম্বন্ধে সেইরূপ নির্ঘণ্টপত্র রাখিবে, সেইরূপ রিটর্ন দিবে ও সেইরূপ রিপোর্ট করিবে।

আহারীয় দ্রব্য, কাপড় চিকিৎসক পাচক প্রভৃতির কথা।

৯৪ ধারা। উক্তরূপ কোন মাঝি যে নৌকায় মজুরদিগকে ও তাহাদের পোষ্যদিগকে লইয়া যায়, সেই নৌকায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিধি পূর্ব্বক আদেশমত আহারীয় দ্রব্য, কাপড়, এবং, চিকিৎসক প্রভৃতি কর্ম্মচারী, পাচক ও চাকর যোগাইয়া রাখিবে।

চিকিৎসকের লাইসেন্সধারী হইবার কথা।

৯৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে কর্ত্তৃপক্ষকে নিযুক্ত করেন, তাঁহার দত্ত লাইসেন্সধারী না হইলে, কোন চিকিৎসককে এই আইনমতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন নৌকাদিতে নিযুক্ত করা যাইবে না; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে আদেশ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক আদেশ করিলে এরূপ লাইসেন্সধারী কোন চিকিৎসককে অবিলম্বে পদচ্যুত করা যাইবে।

খ।—আরোহীদের নৌকা খুলিয়া যাইবার ও পথিমধ্যে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

বিলম্ব হইলে নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেণ্টের নৌকাদি খুলিয়া যাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৯৬ ধারা। কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] আজ্ঞাক্রমে নৌকা খুলিয়া যাইবার যে তারিখ অবধারিত হইয়াছে কিম্বা সংবাদপত্রে যে তারিখের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে এই আইনমতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন নৌকা খুলিয়া যাইবার সম্বন্ধে সেই তারিখের পরেও অযথা বিলম্ব হইতেছে, নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার কোন এজেণ্টের এইরূপ বোধ হইলে, তিনি ঐ নৌকার মাঝিকে অবিলম্বে যাত্রা করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেণ্টের স্থানে মাঝির পথের বিল পাইবার কথা।

৯৭ ধারা। এই আইনমতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন মাঝি নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেণ্টের স্থানে নৌকাস্থ সমুদয় মজুর সম্বন্ধীয় পথের বিল না পাইলে মজুর সহিত নিজের নৌকা লইয়া যাত্রা করিবে না। নৌকাদিতে

চড়াইয়া দিবার এজেন্ট ও নৌকার মাঝি একত্রে আপনারা দেখিয়া স্থির করিবেন যে পথের বিলে মজুরের যে সংখ্যা লেখা থাকে নৌকাস্থ মজুরের সংখ্যার সহিত তাহার মিল আছে।

ঐ মজুরেরা মজুরী করিবার যে জিলায় যাইতেছে নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেন্ট সেই জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ পথের বিলের একখণ্ড নকল পাঠাইবেন।

পথের বিলের লিখিত স্থান ভিন্ন অন্যত্র মজুরদিগকে একেবারে নৌকাদি ত্যাগ করিতে না দিবার কথা।

৯৮ ধারা। পথের বিলে মজুরের গন্তব্য স্থান বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ থাকে সেই স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে কোন মাঝি কোন মজুরকে একেবারে আপনার নৌকা হইতে নামাইয়া দিতে বা নামিতে দিতে পারিবে না।

কিন্তু পথিমধ্যে কোন স্থানে কোন মজুর নামিতে চাহিলে, ঐ নামা শেষ নামা করিবার অভিপ্রায় কিম্বা শেষ নামা হইবার সম্ভাবনা জ্ঞান যদি না থাকে, তবে নৌকার মাঝির উক্ত মজুরদিগকে নামিতে অনুমতি দিবার যে কোন বাধা হইবে; কিম্বা দুর্ঘটনা বা অন্য কোন অনিবার্য্য প্রয়োজন বশতঃ ঐ মজুরদের একেবারে নামা বা পোষ্য সহিত অন্য নৌকাদিতে যাওয়া আবশ্যক হইলে, তাহার যে কোন বাধা হইবে, এই ধারার কোন কথায় একপ জ্ঞান করিতে হইবে না। মাঝি নৌকাতে চড়াইয়া দিবার যে এজেন্টের স্থানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয় সেই এজেন্টের নিকট, এবং যে জিলায় ঐ দুর্ঘটনা ঘটে বা প্রয়োজন উপস্থিত হয় সেই জিলার নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ মাঝি অবিলম্বে ঐ দুর্ঘটনার বা প্রয়োজনের কথা জানাইবে।

যেখানে কোন মাজিষ্ট্রেট আছেন, এরূপ কোন২ স্থানে মাঝির নৌকাদি থামাইবার কথা।

৯৯ ধারা। এই আইনমতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন মাঝি ভারতবর্ষজাত আরোহী নৌকায় লইয়া গেলে, যে স্থানে মাজিষ্ট্রেট থাকে সেই স্থানে নৌকা থামাইবে, এবং মাজিষ্ট্রেট অগ্রে যাইবার অনুমতি না দিলে ঐ স্থানে স্থানীয় গবর্নমেণ্টের আদেশমত কম ঘটার অনধিক কাল দিবা ভাগে থাকিবে। ঐ মাঝি উক্তমত কোন স্থানে পঁহুছিলে নৌকায় কত মজুর ও অন্য লোক আছে তাহাদের শারীরিক অবস্থার বিবরণ, এবং লোক যাহারা চড়িয়াছিল তন্মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইয়া থাকিলে যত জনের মৃত্যু হইয়াছে, এই ২ কথা অবিলম্বে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট জানাইবে।

মাজিষ্ট্রেটের যে কোন সময়ে নৌকাদি পরিদর্শন করিতে পারিবার কথা।

১০০ ধারা। এই আইনমতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন নৌকা কোন মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে থাকিতে২ তিনি নৌকায় উঠিয়া ঐ নৌকাস্থ নৌকাস্থ ভারতবর্ষজাত ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পারিবেন। মাঝি ও নৌকার অন্যান্য কর্ম্মচারী মাজিষ্ট্রেটকে ঐ রূপ দেখিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবে, এবং নৌকায় যে২ মজুর বা অন্য লোক থাকে তৎসম্বন্ধে,

মাঝির আবশ্যক সন্ধান দিতে হইবার কথা।

নৌকায় কাহারও মৃত্যু হইয়া থাকিলে যত জনের মৃত্যু হইয়াছে তৎসম্বন্ধে, ও অন্য যে ২ বিষয় লইয়া আরোহীদের স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে, ঐ মাজিষ্ট্রেট যুক্তিযুক্ত সন্ধান চাহিলে তাহাও তাঁহাকে জানাইবে।

মাজিষ্ট্রেটের নৌকাদি ও তাহার মধ্যে যাতায়াতের নিয়ম করিতে পারিবার কথা।

১০১ ধারা। উক্তরূপ কোন নৌকা কোন মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে থাকিবার যে কোন সময়ে তিনি নৌকা ও তাহার মধ্যে যাতায়াতের নিয়ম করিতে পারিবেন, এবং নৌকাস্থ ব্যক্তিদিগকে নৌকা ত্যাগ করিতে ও তাহার ব্যক্তিদিগকে নৌকায় যাইতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

পরিদর্শনার্থ ও রোগ নিবারণার্থ মাজিষ্ট্রেটের নৌকাদি ও পীড়িত দেশীয় আরোহীদিগকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

১০২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন নৌকায় ভারতবর্ষজাত যে আরোহীরা আছে তাহারা কোন ভয়ঙ্কর সংক্রামক বা ছোঁয়াছিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা, তবে তিনি উক্ত নৌকা আটক করিয়া ঐ জিলার সিবিল চিকিৎসককে বা অন্য কোন উপযুক্ত চিকিৎসককে ঐ আরোহীদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা দিবেন; উক্ত রোগ হরণ বা নিবারণ করিবার কোন উপায় থাকিলে কি ২ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ঐ রিপোর্টে ইহাও লিখিতে হইবে। ঐ রিপোর্ট পাইলে, মাজিষ্ট্রেট উক্ত রোগাক্রান্ত কোন আরোহীকে নৌকা হইতে নামাইয়া চিকিৎসা করণার্থ আটক করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। নৌকা পরিষ্কার করণের ও তাহার রোগসঞ্চারশক্তি বিনষ্ট করণের উপায় অবলম্বন না করিয়া নৌকা চলিয়া যাইতে দিলে, সমুদয় আরোহীদের স্বাস্থ্যহানি হইবার আশঙ্কা আছে, পরীক্ষাকারী চিকিৎসকের এইরূপ মত হইলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ ২ উপায় অবলম্বনার্থ আর তিন দিনের অনধিক কাল নৌকা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের পীড়িত মজুরদিগকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

১০৩ ধারা। চিকিৎসকের রিপোর্ট পাইয়া যদি মাজিষ্ট্রেট দেখেন যে, কোন মজুর বা মজুরের পোষ্য উক্তরূপ রোগাক্রান্ত না হইলেও সে মজুরী করিবার যে জিলায় মজুরী করিবার চুক্তি করিয়াছে সেই জিলায় যাইবার উপযুক্ত সুস্থাবস্থায় নাই, তবে তিনি উক্ত মজুরকে বা পোষ্যকে আটক করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং ঐরূপে যে মজুরকে বা পোষ্যকে আটক করিয়া রাখা যায়, তাহার থাকিবার স্থানের,

ও তাহাদের থাকিবার স্থানের ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবার কথা।

ভরণপোষণের ও চিকিৎসার সমুদয় আবশ্যক বন্দোবস্ত করাইবেন।

খরচ যে প্রকারে আদায় করিয়া লইতে হইবে তাহার কথা।

১০৪ ধারা। ঐরূপে আটক করিয়া রাখা কোন মজুরের বা পোষ্যের সম্বন্ধে কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৩ ধারামতে যে সকল খরচ করেন, তৎসমুদয় বৎসর শতকরা ছয় টাকা হিসাবে সুদ সমেত ঐ মজুরের কর্ত্তার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

অধিক সংখ্যক দেশীয় আরোহী নৌকাদিতে দেখা গেলে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা।

১০৫ ধারা। এই আইনমতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন নৌকা পরিদর্শন করিয়া কোন মাজিষ্ট্রেট যদি দেখেন যে লাইসেন্সে যত লেখা আছে কিম্বা ৯১ ধারামতে নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেন্টের প্রদত্ত অ...য় যত নির্দ্দিষ্ট আছে, তদধিক ভারতবর্ষজাত আরোহী নৌকায় আছে, তবে অতিরিক্ত লোকদিগকে স্থানান্তর করিয়া যাবৎ গন্তব্য স্থানে পাঠাইবার অন্য সুযোগ না হয়, তাবৎ তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। যৎকালে আরোহীদিগকে ঐ রূপে আটক করিয়া রাখ যায় তৎকালে তাহাদের ভরণপোষণ করিবার ও পরে তাহাদিগকে গন্তব্য স্থানে পাঠাইবার আবশ্যক খরচ ঐ মাজিষ্ট্রেট দিবেন এবং ঐ নৌকার মাঝির বা স্বামির স্থানে তাহা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

আইন ও বিধির লঙ্ঘন হইলে, তাহা রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

১০৬ ধারা। এই আইনমতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন নৌকা পরিদর্শন করিয়া যদি কোন মাজিষ্ট্রেট দেখেন যে এই আইনের কিম্বা এই আ... মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত কোন বিধির বিধানমতে ঐ নৌকা সম্বন্ধে কার্য্য করা হয় নাই, তবে তিনি নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার যে এজেন্ট ঐ লাইসেন্স দেন তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন; এবং ঐ নৌকা আটক করিয়া রাখা আবশ্যক বোধ হইলে, যাহাতে অবশিষ্ট পথ নিরাপদে ও বিদেশগামিদের পক্ষে যুক্তিমত স্বচ্ছন্দে যাওয়া হয়

নৌকাদি আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

সেইরূপে ঐ২ বিধানমতে যত দিন কার্য্য না হয়, ততদিন সেই নৌকা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

নৌকাদি হইতে নামাইবার ও অন্যান্য বিষয়ের বিধান করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

১০৭ ধারা। (ক) মজুরদিগকে ও তাহাদের পোষ্যদিগকে নৌকাদি হইতে নামাইবার ও তাহারা গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলে তাহাদিগকে পরিদর্শন করিবার ও থাকিবার স্থান দিবার বিধান করণার্থ ও

(খ) নৌকাদি হইতে নামাইবার আড্ডায় ঐ মজুরদিগকে ও উহাদের পোষ্যদিগকে আটক করিয়া রাখিবার বিধান করণার্থ, ও

(গ) মজুরদিগকে গন্তব্য স্থানে পাঠাইবার ও কর্ত্তাদের পথের বিল শোধ করিয়া ফিরাইয়া দিবার বিধান করণার্থ,

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। ঐ বিধিমতে কোন মাজিষ্ট্রেট বা নৌকাদি হইতে নামাইবার কোন এজেন্ট যাহা কিছু খরচ করেন, তৎসমুদয় বৎসর শতকরা বার টাকা হিসাবে সুদ সমেত ঐ মজুরের কর্ত্তার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম কার্য্য মাজিষ্ট্রেটের অধীন মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবার কথা।

১০৮ ধারা। ৯৯ অবধি ১০৬ পর্য্যন্ত ধারায় মাজিষ্ট্রেটের প্রতি যে ক্ষমতা ও শক্তি ও যে২ কর্ম্মের ভার অর্পিত হইল, কোন জিলার বা জিলার কোন অংশের মাজিষ্ট্রেট সময়ে২ কোন অধীন মাজিষ্ট্রেটকে বা চিকিৎসককে বা সব-ইনস্পেক্টরের উচ্চপদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মচারিকে সেই২ ক্ষমতা ও শক্তিমতে সেই২ কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

---

৬ অধ্যায়।

মজুরী করিবার জিলা সংক্রান্ত বিধান।

ক।—কর্ত্তাদের দেয় বার্ষিক রেটের কথা।

কর্ত্তার যে বার্ষিক রেট দিতে হইবে তাহার কথা।

১০৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে রেট দিবার আদেশ করেন, প্রত্যেক জন কর্ত্তা প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে ও জুলাই মাসের প্রথম দিবসে আপনার নিকট কর্ম্মকারী প্রত্যেকজন মজুরের নিমিত্ত বার্ষিক এক টাকার অনধিক সেই রেট দিবেন।

রেটের টাকা যেরূপে আদায় করিতে হইবে তাহার কথা।

১১০ ধারা। পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কোন কর্ত্তার যে টাকা দেয় হয়, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে লেখা ও ঐ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে জারী করা নোটিস পাইবার পর এক মাসের মধ্যে সেই টাকা না দিলে, ঐ টাকা উক্ত কর্ত্তার স্থানে প্রাপ্য বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

খ।—মজুরী করিবার জিলায় চুক্তির কথা।

মজুরী করিবার জিলার মধ্যে মজুরী করিবার চুক্তি করিবার কথা।

১১১ ধারা। ইহার পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও মজুরী করিবার কোন জিলার মধ্যে কোন কর্ত্তা ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির সহিত মজুরী করিবার চুক্তি করিতে পারিবেন। কোন কর্ত্তা মজুরী করিবার কোন জিলার মধ্যে উক্তরূপ কোন ব্যক্তির সহিত মজুরী করিবার চুক্তি করিলে ঐ কর্ত্তার বাসস্থান যে ইনস্পেক্টরের এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাঁহার নিকট চুক্তি করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে ঐ চুক্তি পত্রের দুই প্রস্থ পাঠাইবেন। ঐরূপ প্রেরিত চুক্তিপত্র পাইলে ইনস্পেক্টর তদর্থে যে রেজিষ্টর রাখেন, তাহাতে উহার

ঐ চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

চুম্বক লিখিয়া চুক্তি পত্রের এক প্রস্থ মজুরকে ও অন্য প্রস্থ তাহার কর্ত্তাকে দিবেন।

যে স্থলে ঐ চুক্তিপত্র বাতিল করা যাইতে পারে তাহার কথা।

কোন মজুরের সহিত এইরূপ চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পর ইনস্পেক্টর যখন প্রথমবার ঐ মজুর যে ইষ্টেটে কর্ম্ম করে সেই ইষ্টেট দেখিতে যান, তখন কর্ত্তা ঐ মজুরকে ইনস্পেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন। তাহা হইলে ঐ মজুর চুক্তিপত্র বাতিল করিবার নিমিত্ত ইনস্পেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবে; এবং সে ইনস্পেক্টরের মতে বাতিল করণের উপযুক্ত কারণ দেখাইলে, ইনস্পেক্টর চুক্তিপত্র বাতিল করিতে পারিবেন। তাহা হইলে

মজুরের নিকট চুক্তিপত্রের যে গ্রন্থ থাকে তাহার পৃষ্ঠে কিম্বা ঐ চুক্তিপত্র না পাইলে ঐ মজুরকে উক্তরূপ বাতিল করণের সার্টিফিকেট দিবেন।

ইনস্পেক্টর বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে সহী করিবার কথা।

১১২ ধারা। কোন কর্ত্তা ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির সহিত মজুরী করিবার কোন জিলায় মজুরী করিবার চুক্তি করিতে চাহিলে ১১১ ধারামতে ঐ চুক্তি না করিয়া, ঐ কর্ত্তা যে ইনস্পেক্টরের বা মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে বাস করেন তাঁহার সম্মুখে ঐ ব্যক্তির সহিত স্বয়ং বা এজেন্টদ্বারা উপস্থিত হইতে পারিবেন

তাহা হইলে উক্ত ইনস্পেক্টর বা মাজিষ্ট্রেট ঐ ভারতবর্ষজাত ব্যক্তিকে মজুরী করিবার চুক্তির মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন এবং যদি তাঁহার এরূপ হৃদ্বোধ জন্মে যে ঐ ব্যক্তি চুক্তি করিতে সক্ষম ও তাহার মর্ম্ম বুঝে তবে তাহাকে এবং তাহার কর্ত্তাকে কিম্বা কর্ত্তার এজেন্টকে আপনার সাক্ষাতে ঐ চুক্তিপত্রে সহী করিতে বলিবেন এবং তাহারা উহাতে সহী করিলে আপনার স্বাক্ষর সংযোগ করিয়া ঐ রূপ সহী করিবার সাক্ষী হইবেন।

ইনস্পেক্টর বা মাজিষ্ট্রেট এক খান রেজিষ্টরী বহী রাখিবেন; তাহাতে ঐ মজুরী করিবার চুক্তির চুম্বক লেখা থাকিবে এবং ঐ চুম্বক ঐ রূপে লেখা গেলে পর ঐ চুক্তিপত্রের এক খণ্ড ঐ মজুরকে এবং আর এক খণ্ড তাহার কর্ত্তাকে বা কর্ত্তার এজেন্টকে দেওয়া যাইবে।

যে প্রত্যেক চুক্তির চুম্বক ১১১ বা এই ধারামতে রেজিষ্টরী করা যায় তৎসম্বন্ধে যে কর্ত্তা স্বয়ং বা এজেন্টদ্বারা, তাহাতে সহী করেন তিনি উক্ত ইনস্পেক্টরকে বা মাজিষ্ট্রেটকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত এক টাকার অনধিক ফী দিবেন।

গ।—কর্ত্তাদের রিটর্ণ দিবার এবং মাজিষ্ট্রেটদের পরিদর্শন করিবার কথা।

কর্ত্তাদের যে২ রেজিষ্টর রাখিতে ও যে২ রিটর্ণ পাঠাইতে হইবে তাহার কথা।

১১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া যে২ রেজিষ্টর, পাঠ ও সাময়িক রিটর্ণ নির্দ্দেশ করেন কোন কর্ত্তার জিম্মায় যে ইষ্টেট থাকে তিনি সেই ইষ্টেটে কর্ম্মকারী সমুদয় মজুরদের ও অন্য লোকের নিমিত্ত সেই২ পাঠে সেই২ রেজিষ্টর রাখিবেন এবং যে ইনস্পেক্টরের এলাকার মধ্যে ঐ ইষ্টেট থাকে তাঁহার নিকট লিখিয়া সেই২ সাময়িক রিটর্ণ পাঠাইবেন। ইনস্পেক্টর ঐ২ রেজিষ্টর দেখিয়া ও ঐ এলাকার মধ্যে কোন ইষ্টেটে কর্ম্মকারী সমুদয় মজুরদিগকে ও অন্য ব্যক্তিদিগকে জমা করিয়া ঐ২ রেজিষ্টরে কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট সাময়িক রিটর্ণে যে২ কথা লেখা থাকে তাহার শুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

মজুর প্রভৃতির ব্যবহৃত ভূমি প্রভৃতি ইনস্পেক্টরের ও মাজিষ্ট্রেটের যে কোন সময়ে পরিদর্শন করিতে পারিবার কথা।

১১৪ ধারা। মজুরদের দ্বারা বা তাহাদের নিমিত্ত কিম্বা মজুরী করিবার যে জিলায় কোন ইষ্টেট থাকে সেই জিলার অধিবাসী নহে ঐ ইষ্টেটে কর্ম্মকারী এরূপ অন্য কোন ভারতবর্ষজাত ব্যক্তিদিগের দ্বারা বা তাহাদের নিমিত্ত যে সকল ভূমি ও বাটী সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ ব্যবহৃত হয়, কোন ইনস্পেক্টর বা মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহাদের কাহারও নিকট লিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে সেই সকল ভূমিতে ও বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং কোন মজুরকে বা উক্তরূপ অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্মুখে আনা হয় এবং কোন মজুরের মজুরী করিবার চুক্তিপত্রের এক খণ্ড তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন ও কোন মজুরের বা উক্তরূপ অন্য কোন ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ বা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় তৎসম্বন্ধে যেরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন সেইরূপ অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

ঘ।—খাটনির বিধানের কথা।

কর্ম্মের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার কথা।

১১৫ ধারা। কোন কর্ত্তার জিম্মায় যে ইষ্টেট থাকে সেই ইষ্টেটে কর্ম্মকারী প্রত্যেক মজুরের প্রতিদিন যে কর্ম্ম করিতে হইবে ঐ কর্ত্তা তাহা লিখিয়া একটি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন এবং উক্তরূপে যে কোন ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন, সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এরূপ প্রত্যেক ফর্দ্দের একখণ্ড একখানি বহীতে লিখিয়া রাখিতে হইবে; ঐ বহী দেখিতে ইনস্পেক্টরের ক্ষমতা থাকিবে। ঐ ফর্দ্দের আর এক খণ্ড বাঙ্গলা ভাষায় লিখিয়া তাহা যে মজুরদের সম্পর্কীয় হয় তাহারা যেখানে দেখিতে পায় এরূপ কোন সুপ্রকাশ স্থানে লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

চলিত মাসে যে কয়েক দিন থাকে মজুরের মাসিক বেতন সেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হয় তাহার দৈনিক কর্ম্মের নিমিত্ত ন্যূনকল্পে তত টাকা দিতে হইবে।

কর্ম্মের নির্দ্ধারণের ও নিয়মের কথা।

১১৬ ধারা। কোন মজুর সপ্তাহে ছয় দিনের অধিক কিম্বা ক্রমাগত ছয় ঘণ্টার অধিক অথবা কোন দিন ৯ নয় ঘণ্টার অধিক কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে না। প্রত্যেক জন মজুর প্রতিসপ্তাহে একদিন কর্ম্ম করিতে বাধ্য না হইয়াও পূর্ণ কর্ম্ম করিলে যে বেতন পাইত, সেই বেতন পাইবে। কর্ত্তা প্রতি সপ্তাহে ছয় দিন প্রত্যেক মজুরকে এরূপ কর্ম্ম দিবেন যে ন্যূনকল্পে সে তাহার দৈনিক বেতন উপার্জ্জন করিতে পারে। উক্তরূপ কর্ম্মের বিধান করা না গেলে মজুর যদি দেখাইতে পারে যে সে কর্ম্ম করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক ছিল তবে সে ন্যূনকল্পে দৈনিক বেতনের দাওয়া করিতে পারিবে।

কমিটীতে আপীল করিবার নিয়মাধীনে ইনস্পেক্টরের ফর্দ্দ সংশোধনের বিধানের কথা।

১১৭ ধারা। দৈনিক কর্ম্মের কোন ফর্দ্দ বা তাহার কোন অংশ ইনস্পেক্টর যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া জ্ঞান করিলে লিখিত আজ্ঞা দিয়া ঐ আজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত কর্ম্ম কমাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। কর্ত্তা অবিলম্বে ঐ রূপে কর্ম্ম কমাইয়া দিবেন, কিন্তু ইনস্পেক্টরের আজ্ঞায় অসন্তুষ্ট হইলে লিখিত নোটিস দিয়া ঐ ফর্দ্দ বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত কমিটীর নিকট অর্পিত হয় বলিয়া ইনস্পেক্টরকে বলিতে পারিবেন।

(ক) ঐ ইনস্পেক্টর,

(খ) যে কর্ত্তার ফর্দ্দ বিবেচনা করিতে হইবে সেই কর্ত্তার মনোনীত কোন ব্যক্তি, এবং

(গ) সাধ্য হইলে একজন চিকিৎসক এই কয়জনকে লইয়া কমিটী হইবে।

ইনস্পেক্টর লিখিয়া আদেশ করিবার পর সাত দিনের মধ্যে ঐ কর্ত্তা কোন ব্যক্তিকে মনোনীত না করিলে ঐ ক্রটিকারী কর্ত্তার পরিবর্ত্তে ইনস্পেক্টর একজনকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

কমিটীতে কেবল ইনস্পেক্টর এবং উক্ত কর্ত্তার বা ইনস্পেক্টরের মনোনীত এক ব্যক্তি থাকিলে, ইনস্পেক্টরের মত প্রবল হইবে।

কমিটীর ফর্দ্দ সংশোধন করিবার কথা।

১১৮ ধারা। ঐ ফর্দ্দের নির্দ্দিষ্ট দৈনিক কর্ম্ম সকল বা তন্মধ্যে কোনটি যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া উক্ত কমিটীর বা তাঁহাদের অধিকাংশের মত হইলে তাঁহারা যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপে ঐ কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিবেন ও কমাইয়া দিবেন। তাহা হইলে ঐ কর্ত্তা আপনার ফর্দ্দ তদনুসারে পরিবর্ত্তন করিবেন এবং ঐ পরিবর্ত্তিত ফর্দ্দের এক২ খণ্ড ১১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে গাঁথিয়া রাখিবেন ও লটকাইয়া দিবেন এবং তাঁহার ও তৎসংক্রান্ত মজুরদের সম্বন্ধে ঐ ফর্দ্দ পূর্ব্ব ফর্দ্দের স্থানীয় হইবে।

দুর্ব্বল মজুরদের জন্য বিধানের কথা।

১১৯ ধারা। উক্তরূপ কোন ফর্দ্দে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও ইনস্পেক্টরের মতে বিশেষ কোন মজুর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত উক্ত ফর্দ্দানুসারে আপন কর্ম্ম দ্বারা প্রতিদিন দেড় আনা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইলে, তিনি এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে উক্তরূপ প্রকৃত উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তে তাহাকে দেড় আনা হারে ভাতা দেওয়া হয় অথবা ঐ ইনস্পেক্টরের অনুমোদিত হারে খোরাকী দেওয়া হয়। বাকী বেতনের ন্যায় ঐ ভাতা আদায় করা যাইতে পারিবে।

৬।—কর্ম্ম করিবার অক্ষমতার কথা।

কোন মজুর কিয়ৎকালের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলে ইনস্পেক্টরের চুক্তি স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

১২০ ধারা। কোন মজুর যে ইনস্পেক্টরের এলাকার মধ্যে কর্ম্ম করে তাঁহার বিবেচনায় সে যদি পীড়া বা অন্য উচিত কারণ বশতঃ আপনার মজুরী করিবার চুক্তিমতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে অক্ষম হয়, তবে তিনি যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল উক্ত মজুরকে ঐ কর্ম্ম করণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

ঐরূপ প্রত্যেক মুক্তির কথা মজুরী করিবার চুক্তিপত্রের পৃষ্ঠে ইনস্পেক্টর লিখিয়া দিবেন এবং যত কাল ঐ মজুর কর্ম্ম করিতে বাধ্য ঐ মুক্তি কাল তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে না। ইনস্পেক্টর যেরূপ ভাতা উপযুক্ত বিবেচনা করেন উক্তরূপ প্রত্যেক জন মজুর ঐ মুক্তি কালে আপনার কর্ত্তার স্থানে সেইরূপ ভাতা পাইবে।

পীড়া বশতঃ যে মজুর অনুপস্থিত থাকে তাহার কথা।

১২১ ধারা। কোন মজুর পীড়াবশতঃ আপন কর্ম্ম হইতে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইলে, যত দিন অনুপস্থিত থাকে তাহার প্রতিদিন আপন কর্ত্তার স্থানে দেড় আনা হারে ভাতা পাইবে কিম্বা হাঁস্পাতালে থাকিলে ইনস্পেক্টরের অনুমোদিত হারে পীড়াকালীন খোরাকী পাইবে।

যদি ঐ অনুপস্থিতি কাল কোন বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ দিনের অধিক হয় এবং ঐ সংখ্যার অধিক হইলেই যদি কর্ত্তা লিখিয়া ঐ মর্ম্মের নোটিস দেন, তবে উক্ত সংখ্যার অধিক অনুপস্থিতি কালের প্রত্যেক দিনের নিমিত্ত ঐ মজুর কর্ত্তাকে দেড় আনার হিসাবে টাকা ফেরত না দিলে মজুরী করিবার মিয়াদের সহিত ঐ প্রত্যেক দিন যোগ করা যাইবে। ইনস্পেক্টর সময়ে২ যখন বাগান দেখিতে যান তখন যেরূপ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ অনুসন্ধান লইয়া মজুরী করিবার চুক্তির মিয়াদের সহিত ঐরূপে যত দিন যোগ করা যায় মজুরের চুক্তিপত্রের পৃষ্ঠে তাহা লিখিয়া দিবেন।

স্থায়িরূপে অক্ষম হইলে মজুরকে বিদায় দিবার কথা।

১২২ ধারা। কোন মজুর স্বীয় মজুরী করিবার চুক্তিমতে বা তাহার প্রয়োজনীয় কোন অংশমতে কর্ম্ম করিতে স্থায়িরূপে অক্ষম হইয়াছে কোন ইনস্পেক্টরের এরূপ বোধ হইলে, তিনি সেই মর্ম্মের সার্টিফিকেট লিখিয়া ঐ মজুরের কর্ত্তাকে বা তাঁহার এজেন্টকে দিবেন এবং ঐ সার্টিফিকেটের তারিখ অবধি ঐ মজুরের মজুরী করিবার চুক্তি সম্পূর্ণরূপে শেষ হইবে। যে প্রত্যেক মজুরের মজুরী করিবার চুক্তি ঐরূপে শেষ হয় ইনস্পেক্টর তিন মাসের বেতনের অনধিক তাহার যত টাকা পাইবার আজ্ঞা করেন কর্ত্তার স্থানে তাহার তত টাকা পাইবার অধিকার থাকিবে।

ঐ টাকা এবং ১২০ ও ১২১ ধারার লিখিত ভাতা বাকী বেতনের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

৮।—মজুরদের থাকিবার স্থানের কথা।

থাকিবার ঘর দিতে ও জলের যোগান ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য থাকিবার কথা।

১২৩ ধারা। কোন কর্ত্তার জিম্মায় যে ইষ্টেট থাকে সেই ইষ্টেটে কর্ম্মকারী মজুরদিগের নিমিত্ত তিনি নিয়মমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে থাকিবার ঘর দিতে ও জলের যোগান ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইবেন।

কর্ত্তার আহারীয় শস্য দিবার কথা।

১২৪ ধারা। কোন শ্রেণীর মজুরেরা সামান্যতঃ যে আহারীয় শস্য ব্যবহার করে, যে ইষ্টেটে ঐ মজুরেরা কর্ম্ম করে তন্নিকটস্থ স্থানীয় বাজারে যুক্তিমত মূল্যে তাহারা ঐ শস্য পাইতে না পারিলে, উক্ত মজুরদের কর্ত্তা যুক্তমত মূল্যে ঐ শস্য তাহাদিগকে দিতে বাধ্য হইবেন। এই ধারার কার্য্য উপলক্ষে যুক্তিমত মূল্য বলিলে কিরূপ মূল্য ধরিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সামান্যতঃ বা প্রত্যেক জিলার নিমিত্ত বা জিলার অংশের নিমিত্ত ইহা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন।

১২৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন তাহার নিয়মাধীনে কোন ইনস্পেক্টর লিখিত আজ্ঞা দিয়া,

খাদ্য দ্রব্যের বিধানের কথা।

(ক) এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে তাঁহার এলাকার অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট কোন ইষ্টেটের সমুদয় মজুরদিগকে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন শ্রেণীর মজুরদিগকে তাহাদের কর্ত্তা ঐ আজ্ঞায় যেরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে, ঐ ইষ্টেটে তাহাদের উপস্থিত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের অনধিক তদ্রূপ কালের নিমিত্ত তদ্রূপ হারে রাঁধা বা আরাঁধা খাদ্য দ্রব্য দিবেন;

(খ) বিশেষ কোন মজুর পূর্ণবেতন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ ও যথোচিত ও যথেষ্ট খাদ্য আপনি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক ঐ ইনস্পেক্টরের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, উক্ত সাধারণ আজ্ঞার কার্য্য হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন;

(গ) কোন বিশেষ মজুরকে ছয় মাসের অনধিক কোন কালের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হয় এইরূপ আজ্ঞা করিতে এবং তদ্রূপ কালের নিমিত্ত ঐ আজ্ঞা নূতন করিয়া দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তদনুসারে প্রত্যেক জন মজুরকে যে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হয়, তাহার মূল্য ইনস্পেক্টরের নির্দ্ধারিত চলিত হারানুসারে ধরা যাইবে এবং যে সময়ে উক্ত আজ্ঞা প্রবল থাকে সেই সময়ে ঐ মজুর যে বেতন উপার্জ্জন করে তাহা হইতে ঐ মূল্য কাটিয়া লওয়া যাইবে।

১২৬ ধারা। কোন কর্ত্তার জিম্মায় যে কোন ইষ্টেট থাকে সেই ইষ্টেটে কর্ম্মকারী মজুরদের যাহা ব্যবহারে আসিতে পারে উপযুক্ত জায়গায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে যেরূপ আদেশ করেন, তদ্রূপ হাঁস্পাতালের বন্দোবস্ত অথবা ঐ মজুরদের চিকিৎসার তদ্রূপ বিধান ইনস্পেক্টরের বিবেচনায় যদি ঐ কর্ত্তা না করেন, তবে ঐ মজুরদের চিকিৎসার নিমিত্ত যে সদর হাঁস্পাতাল সংস্থাপন করা যায় তাহার ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য কিম্বা যে চিকিৎসককে নিযুক্ত করা যায় তাঁহার বেতনের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্তরূপ কর্ম্মকারী মজুরদের সংখ্যানুপাতে যত টাকা উচিত বোধ করেন উক্ত কর্ত্তাকে তত টাকা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

হাঁস্পাতালের ও চিকিৎসার বিধানের কথা।

১২৭ ধারা। কোন ইনস্পেক্টর বা আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর আপনি মাজিস্ট্রেট হইলে তাঁহার এলাকার অন্তর্গত কোন ইষ্টেট সম্বন্ধে, ঐ ইষ্টেট যাঁহার জিম্মায় আছে সেই কর্ত্তা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট বিধিমতে স্বীয় মজুরদের নিমিত্ত থাকিবার ঘর, জলের যোগান, স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত, আহারীয় শস্য ও খাদ্য দ্রব্য এসকল বিষয়ের বিধান করিয়াছেন কি না, তাহার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন। কোন ইনস্পেক্টরের বা আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টরের প্রার্থনায় কোন মাজিস্ট্রেটও তদ্রূপ অনুসন্ধান লইতে পারিবেন। ঐ অনুসন্ধান যে ইষ্টেট সম্পর্কীয় হয় সেই ইষ্টেটের কোন স্থানে কিম্বা তাহার দশ মাইল মধ্যে ঐ অনুসন্ধান লওয়া যাইবে এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে কোন মাজিস্ট্রেট অনুসন্ধান লইলে, তাহা যে প্রকারে লওয়া হইত এবং তদনুসারে যেরূপ কার্য্য হইত এই অনুসন্ধানও সেইরূপে লওয়া যাইবে ও এতৎক্রমে তদ্রূপ কার্য্য হইবে।

কর্ত্তা বিধিমত বন্দোবস্ত করিয়াছেন কি না ইহার অনুসন্ধান লইবার কথা।

ছ।—মজুরদের বাস করিবার অনুপযুক্ত স্থানের কথা।

১২৮ ধারা। কোন ইনস্পেক্টরের এলাকার মধ্যে যে কোন ইষ্টেট বা ইষ্টেটের যে কোন অংশ থাকে তাহা কোন সময়ে জলবায়ু, অবস্থান বা অবস্থা গুণে ঐ ইনস্পেক্টরের মতে মজুরদের বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মজুরদের বাসস্থানের অনুপযোগী হইলে তিনি লিখিয়া ঐ মতের নোটিস জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিবেন এবং ঐ মাজিস্ট্রেট তৎক্ষণাৎ লিখিত আজ্ঞা দিয়া ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত কমিটী সমন করিবেন।

ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট করিবার কথা।

মাজিস্ট্রেটের কমিটী সমন করিবার কথা।

ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব, উক্ত ইনস্পেক্টর, জিলার চিকিৎসক, ও মজুরদের কর্ত্তাদিগকে পাওয়া গেলে ঐরূপ এক বা অধিকজন কর্ত্তা, এই কএক জনকে লইয়া ঐ কমিটী হইবে।

মাজিস্ট্রেট সাহেব উক্ত কমিটীতে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত মজুরদের কোন কর্ত্তাকে না পাইলে, তিনি খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত কমিটীতে কর্ম্ম করিবার যোগ্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১২৯ ধারা। যে ইষ্টেটের বা ইষ্টেটের অংশের সম্বন্ধে কমিটী নিয়োগের আজ্ঞা হয় কমিটী যত শীঘ্র হইতে পারে সেই ইষ্টেট বা ইষ্টেটের অংশ স্বাস্থ্যকর কি না ইহার অনুসন্ধান লইবেন এবং ঐ ইষ্টেটের বা ইষ্টেটের অংশের স্বামী কিম্বা উহা যাহার জিম্মায় থাকে সেই কর্ত্তা বা ইনস্পেক্টর তদ্বিষয়ের যে সন্ধান ঐ কমিটীর সম্মুখে স্থাপন করিতে চাহেন তাঁহারা তাহা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

কমিটীর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ঐ ইষ্টেট বা অংশ কিম্বা ঐ ইষ্টেটের বা অংশের কোন স্থান মজুর সাধারণের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মজুরের বাসস্থানের অনুপযোগী উক্ত কমিটীর বা তাঁহাদের অধিকাংশের এরূপ মত হইলে তাঁহারা সেই মর্ম্মের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ করিবেন।

কমিটী ইষ্টেট অনুপযুক্ত বলিয়া নির্ণয় করিলে ঐ ইষ্টেট সম্বন্ধে মজুরী করিবার চুক্তিপত্র ব্যর্থ হইবার কথা।

উক্ত নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ করা গেলে কোন মজুর কিম্বা স্থল বিশেষে যে বিশেষ শ্রেণীর মজুরের সম্বন্ধে ঐ নির্ণয়পত্র হয় সেই শ্রেণীর কোন মজুর, যে ইষ্টেট বা অংশ কিম্বা, স্থল বিশেষে, উক্তরূপ ইষ্টেটের বা অংশের যে স্থান ঐ মজুরদের বাসস্থানের অনুপযোগী নির্ণীত হয় তথায় মজুরী করিবার চুক্তিমতে কর্ম্ম করিতে বাধ্য থাকিবে না।

ঘ।—মজুরী করিবার চুক্তি শেষ হইবার কথা।

মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে চুক্তি শেষ হইবার পৃষ্ঠলিপি করণের কথা।

১৪১ ধারা। কোন মজুরী করিবার চুক্তি শেষ হইলে চুক্তিপত্রের যে খণ্ড মজুরের নিকট থাকে কর্ত্তা তাহার পৃষ্ঠে ঐরূপ শেষ হইবার কথা লিখিয়া দিবেন কিম্বা তাহা পাওয়া না গেলে ঐরূপ শেষ হইবার সার্টিফিকেট ঐ মজুরকে দিবেন; এবং তিনি লিখিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে মজুরের প্রার্থনামতে ইনস্পেক্টর ঐ পৃষ্ঠলিপি করিতে বা সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন।

ঐরূপ চুক্তি শেষ হইবার তারিখ অবধি একমাস মধ্যে কর্ত্তা তাহার সম্বাদ লিখিয়া ইনস্পেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

মজুরী করিবার চুক্তি হইতে মুক্তি পাইতে পারিবার কথা।

১৪২ ধারা। কোন মজুরের অথবা তাহার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির মজুরী করিবার চুক্তির যত মিয়াদ বাকী থাকে তাহার তুল্য মূল্য দিয়া সে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক হইলে, সে যে ইনস্পেক্টরের এলাকার সীমার মধ্যে কর্ম্ম করে তাঁহার নিকটে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয় বা যাইতে দেওয়া যায় বলিবা আপনার কর্ত্তাকে বলিতে পারিবে; এবং সে ইনস্পেক্টরের নিকট ঐ টাকা গচ্ছিত করিলে ইনস্পেক্টর কর্ত্তাকে এই মর্ম্মের নোটিস দিবেন যে, যে মজুরের চুক্তির বাকী মিয়াদ হইতে তাহাকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব হয় সেই মজুরের চুক্তি হইতে মুক্তি না পাইবার কারণ থাকিলে তাহা তিনি এক সপ্তাহ মধ্যে দর্শান, মজুরের এই প্রার্থনা। উপযুক্ত কারণ দর্শান না হইলে চুক্তিপত্রের যে খণ্ড মজুরের কাছে থাকে ইনস্পেক্টর তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং তাহা উপস্থিত করা গেলে তৎপৃষ্ঠে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট লিখিবেন যে এই ধারামতে তাহাকে ঐ চুক্তিপত্র হইতে মুক্তি দেওয়া গিয়াছে কিম্বা চুক্তিপত্রের উক্ত খণ্ড পাওয়া না গেলে ঐ মজুরকে আপনার স্বাক্ষরিত সেই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দিবেন; এবং উভয় স্থলেই উক্তরূপে যে টাকা গচ্ছিত করা যায় তাহা ঐ মজুরের কর্ত্তার নামে জমা করিয়া রাখিবেন।

মজুরী করিবার চুক্তির বাকী মিয়াদের মূল্যের কথা।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে চুক্তির বাকী মিয়াদের মূল্য নিরূপণ করিবার নিয়ম এই। চুক্তির মূল মিয়াদের প্রথম বৎসরের বাকী সময়ের প্রতি মাসে এক টাকা, দ্বিতীয় বৎসরের প্রতিমাসে তিন টাকা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে প্রতিমাসে পাঁচ টাকা এই হিসাবে মোট যত টাকা হয় তাহাই ঐ মূল্য হইবে।

---

৭ অধ্যায়।

অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) এই আইনমতে ঐ গবর্ণমেন্ট যে ভিন্ন২ কর্ম্মচারিদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের ক্ষমতা ও কর্ম্ম নির্দ্ধারিত ও নিয়মিত করিবার নিমিত্ত;

(খ) ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন প্রদেশে ঐ সকল কর্ম্মচারিরা কিম্বা কোন কন্ট্রাক্টর বা স্থানীয় এজেন্ট এই আইনমতে যে সকল রিটর্ণ ও রিপোর্ট দিবেন ও যেহ পাঠে দিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত;

(গ) ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন প্রদেশ সম্পর্কে এই আইনমতে যে সকল রেজিষ্টর, লাইসেন্স, সার্টিফিকেট ও নোটিস আবশ্যক হয় তাহার পাঠ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত;

(ঘ) ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন কোন জিলায় রেজিষ্টরী করণের কোন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে মজুর বা পোষ্য স্বরূপ রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আনা যায় তৎ সম্বন্ধে যেহ বিশেষ কথা রেজিষ্টরী করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত;

(ঙ) ঐ গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী এই আইনমতে যে কোন লাইসেন্স দেন তজ্জন্য এবং ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন কোন জিলায় মজুরদিগকে বা পোষ্যদিগকে রেজিষ্টরী করিবার জন্য যে ফী দিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত;

(চ) যে নৌকাদিতে [illegible] যাওয়া যায় ঐ [illegible] কোন জিলায় আরোহীদিগকে [illegible] কর্ম্মচারী সেই নৌকাদির [illegible] গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী [illegible] দিতে পারেন তাহা [illegible] মাঝিদিগকে যেহ শর্ত্তে লাইসেন্স দিতে পারেন তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত; এবং যেহ নৌকাদিসম্বন্ধে [illegible] উক্তরূপ কোন কর্ম্মচারী এই আইনমতে লাইসেন্স [illegible] দেন সেই নৌকাদিতে বায়ু সঞ্চালনের, পরিচ্ছন্ন[illegible] [illegible]ভার ও জলযোগাদির বিধান করিবার [illegible] নিমিত্ত; ও [illegible] নৌকাদের মাঝিদের যেহ নির্ঘণ্টপত্র রিটর্ণ ও রিপোর্ট করিতে ও দিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত;

(ছ) ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন দেশের মধ্যে ঐ নৌকাদি যখন থাকে তখন আরোহীদিগকে লইয়া গেলে ঐ নৌকাদিতে যে প্রকারের, যত, ও যেরূপ গুণ বিশিষ্ট আহারীয় দ্রব্য, ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী লইতে হইবে এবং ঐ দেশের মধ্য দিয়া গমনকালে প্রত্যেক মজুরকে ও পোষ্যকে প্রতিদিন যত খোরাকী দিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত; ও ঐ নৌকাদিতে যত জন কর্ম্মচারী, পাচক, ও অন্য চাকর থাকিবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত; ও সাধারণতঃ ঐ নৌকাদিতে ঐ মজুরদের ও তাহাদের পোষ্যদের থাকিবার স্থানের বিধান করিবার নিমিত্ত;

(জ) ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন কোন জিলার মধ্যে কোন স্থানে পীড়া বশতঃ কোন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে যে সকল মজুরদিগকে ও পোষ্যদিগকে আটক করিয়া রাখা যায় তাহাদের থাকিবার স্থান, খোরাক, পোষাক ও চিকিৎসার বিধান করিবার নিমিত্ত;

(ঝ) ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন দেশের যেহ পথদিয়া মজুরেরা ও তাহাদের পোষ্যেরা মজুরী করিবার জিলায় যাইবে না তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত;

(ঞ) মজুরদের নিমিত্ত তাহাদের কর্ত্তাদের যে প্রকার থাকিবার ঘর দিতে ও জলের যোগান ও স্বাস্থ্যবি-

বিষয়ক বন্দোবস্ত করিতে এবং যে প্রকারের ও যে পরিমাণে খাদ্য যোগাইতে হইবে তাহা নির্দেশ করিবার নিমিত্ত; ও ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন মজুরী করিবার জিলায় এই আইনমতে মজুরদিগকে যে খাদ্য দ্রব্য দিতে হইবে তাহার বিধান করিবার নিমিত্ত;

(ঞ) মজুরী করিবার উক্ত জিলায় মজুরদের হাঁস্পাতালের ও চিকিৎসার বিধান করিবার নিমিত্ত এবং ঐ মজুরদিগকে যে প্রকারের যেরূপ গুণবিশিষ্ট যত ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী দিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত;

(ট) ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন প্রদেশের মধ্যে কণ্ট্রাক্টরদের যে সকল আড্ডা ও হাঁস্পাতালস্বরূপ যে সকল আড্ডা থাকে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ ও তত্ত্বাবধারণের বিধান ও ঐ সকল আড্ডা দিয়া যে মজুরেরা ও পোষ্যেরা যায় তাহাদের ভরণপোষণ ও চিকিৎসার বিধান করিবার নিমিত্ত;

(ঠ) ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন দেশের মধ্য দিয়া যৎকালে মজুরেরা ও উহাদের পোষ্যেরা মজুরী করিবার জিলায় যায় তৎকালে তাহাদিগকে যে কাপড় দিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত; এবং সাধারণতঃ

(ড) ঐ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন জিলায় এই আইনের বিধান বলবৎ করিবার নিমিত্ত।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের ও আসামের চীফ কমিশ্যনর সাহেবের বিশেষ ক্ষমতার কথা।

১৪৪ ধারা। আর বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ও আসামের চীফ কমিশ্যনর সাহেব যে নৌকাদি সম্বন্ধে এই আইনমতে লাইসেন্স দেওয়া যায় এবং ঐ নৌকাদিতে ভারতবর্ষজাত যে আরোহীদিগকে লইয়া যাওয়া হয়, তাঁহাদের শাসনাধীন দেশ দিয়া যাইবার সময় সেই নৌকাদি ও আরোহীদিগকে আটক করিয়া পরিদর্শন করিবার বিধান করিবার নিমিত্ত এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

দণ্ড বিধান করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই আইনমতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন তাহার লঙ্ঘনের দণ্ডস্বরূপ কিম্বা এই আইনের যে বিধান ভঙ্গকরণের স্পষ্ট দণ্ডের বিধান নাই তাহার লঙ্ঘনের দণ্ডস্বরূপ পাঁচশত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বিধিক্রমে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

বিধি প্রকাশ করণের কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই আইনমতে যে সকল বিধি প্রণয়ন করেন তাহা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং প্রকাশ করা গেলে আইনতুল্য বলবৎ হইবে।

৮ অধ্যায়।

দণ্ড ও কার্য্য প্রণালী বিষয়ক বিধি।

৫ ধারামত বিজ্ঞাপন লঙ্ঘন করিয়া এদেশীয় কোন ব্যক্তিকে বিদেশে যাইতে প্রবৃত্তি দিলে তাহার কথা।

১৪৬ ধারা। কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তিকে ৫ ধারামতে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপন লঙ্ঘন করিয়া বিদেশে যাইতে প্রবৃত্তি দিলে বা সাহায্য করিলে কিম্বা প্রবৃত্তি দিবার বা সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিলে, যে প্রত্যেক জন ঐরূপ ব্যক্তিকে সে ঐরূপে প্রবৃত্তি দেয় বা সাহায্য করে কিম্বা প্রবৃত্তি দিবার বা সাহায্য করিবার উদ্যোগ করে তজ্জন্য তাহার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

যে মজুরকে রেজিষ্টরী করা হয় নাই মজুর সংগ্রাহক তাহাকে স্থানান্তরিত করিলে তাহার কথা।

১৪৭ ধারা। কেহ মজুর সংগ্রাহক হইয়া কোন ব্যক্তির ৩২ ধারামতে রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে যদি তাহাকে কোন আড্ডায় লইয়া যায় বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে কিম্বা তাহাকে কোন আড্ডায় যাইতে প্রবৃত্তি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে কিম্বা যে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে ৩১ ধারামতে ঐ ব্যক্তিকে আনা উচিত তাঁহার এলাকা ত্যাগ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে যাইতে প্রবৃত্তি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে কিম্বা তাহাকে কোন আড্ডায় যাইতে বা উক্তরূপ কোন এলাকা ত্যাগ করিয়া যাইতে সাহায্য করে বা করিবার উদ্যোগ করে;

কিম্বা কোন ব্যক্তিকে ঐ রূপে রেজিষ্টরী করা গেলে উক্ত মজুর সংগ্রাহক যে কণ্ট্রাক্টরের পক্ষে লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার স্থাপিত আড্ডা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যদি ঐ ব্যক্তিকে যাইবার প্রবৃত্তি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে কিম্বা তাহাকে ঐ স্থানে লইয়া যায় বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে,

তবে উক্তরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে ঐ মজুরসংগ্রাহকের ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

মজুর সংগ্রাহক উপযুক্ত আহারাদি না দিলে তাহার কথা।

১৪৮ ধারা। কোন ব্যক্তি মজুরসংগ্রাহক কিম্বা আড্ডায় মজুরদিগের সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত মজুরসংগ্রাহকের প্রেরিত ব্যক্তি হইয়া যে কোন মজুরের বা পোষ্যের সঙ্গে আড্ডা পর্য্যন্ত যায় সেই মজুরকে বা পোষ্যকে পথি মধ্যে উপযুক্ত ও যথেষ্ট থাকিবার স্থান ও আহার না দিলে কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ মজুরের বা পোষ্যের প্রতি অত্যাচার করিলে, তাহার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া না গেলে এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

যে মজুরের সম্বন্ধে বা যাহার পোষ্যের সম্বন্ধে ঐরূপ ত্রুটি বা অত্যাচার হয় অপরাধ বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে আদায় করা অর্থদণ্ডের সমুদয় বা কোন অংশ ক্ষতি পূরণস্বরূপ সেই মজুরকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১৪৯ ধারা। কোন মজুর সংগ্রাহকদ্বারা করারবদ্ধ কোন মজুরকে ৬৬ ধারামতে রেজিষ্টরী করা গেলে ঐ মজুর যদি কোন আড্ডায় পঁহুছিবার পর ত্রিশ দিন মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা ঐ আড্ডায় থাকিতে২ রেজিষ্টরী করিবার সময়ে তাহাকে যে২ শর্ত্ত জানান হয় সেই২ শর্ত্তমত মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে সহী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে তাহাকে রেজিষ্টরী করিতে ও আড্ডায় লইয়া যাইতে ও তথায় ভরণ-পোষণ করিতে যত টাকা খরচ হইয়া থাকে তাহার তত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে এবং ঐ অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া না গেলে এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

মজুর যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা আড্ডায় চুক্তিপত্রে সহী করিতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

ঐরূপে যে কোন মজুর দণ্ডিত হয় তাহাকে অবিলম্বে আড্ডা হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে কন্ট্রাক্টর, সব-কন্ট্রাক্টর বা মজুরসংগ্রাহক ঐ খরচ করেন এই ধারামতে যে কোন অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

১৫০ ধারা। ৬৬ ধারামতে রেজিষ্টরী করা কোন মজুর রেজিষ্টরী করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে রেজিষ্টরী করিবার সময়ে তাহাকে যে২ শর্ত্ত জানান হয় তদনুসারে যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে সহী করিয়া দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, বিশ টাকা কিম্বা তাহাকে রেজিষ্টরী করাইতে বাগানের সরদারের যুক্তিমত যত টাকা খরচ পড়ে এই উভয়ের মধ্যে যেটি কম হয় তাহার তত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

মজুর বাগানের সরদারের সহিত চুক্তি করিতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

যে বাগানের সরদারের ঐরূপ খরচ করিতে হয়, এই ধারামতে আদায় করা অর্থদণ্ডের টাকা তাহাকে দেওয়া যাইবে।

১৫১ ধারা। কোন ব্যক্তি বাগানের সরদার হইয়া যে এলাকার মধ্যে মজুরদের সহিত চুক্তি করিতে ক্ষমতাপন্ন হয় সেই এলাকায় পঁহুছিবার পর চৌদ্দ দিন মধ্যে আপন সর্টিফিকেটে কোন স্থানীয় এজেন্টের উল্লেখ থাকিলে তাহার নিকট আপনার সম্বন্ধে যদি রিপোর্ট না করে, কিম্বা

বাগানের সরদার আপনার সম্বন্ধে রিপোর্ট না করিলে তাহার কথা।

৬৬ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তির রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে যদি তাহাকে মজুরী করিবার কোন জিলায় লইয়া যায় বা যাইবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

কোন ব্যক্তির ঐরূপ রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে তাহাকে মজুরী করিবার কোন জিলায় যাইতে কিম্বা ঐ সরদারের সর্টিফিকেটের লিখিত এলাকা ছাড়িয়া যাইতে যদি প্রবৃত্তি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে কিম্বা তাহার ঐরূপ রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে তাহাকে মজুরী করিবার কোন জিলায় যাইতে কিম্বা ঐরূপ কোন এলাকা ছাড়িয়া যাইতে সাহায্য করে বা করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

তাহার সর্টিফিকেটে যে সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে উপযুক্ত কারণ বিনা সেই সময়ের মধ্যে যদি আপনার কর্ত্তার নিকট ফিরিয়া না যায়, কিম্বা

মজুরদিগকে করারবদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহার কর্ত্তা তাহাকে যে অগ্রিম টাকা দিয়া থাকেন যদি সেই টাকার হিসাব না দেয়, এবং

কোন ব্যক্তি বাগানের সরদার কিম্বা মজুরী করিবার কোন জিলা পর্য্যন্ত মজুরদের সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত ৫০ বা ৭৩ ধারামতে নিযুক্ত ব্যক্তি হইয়া উক্ত জিলায় যাইবার সময় পথিমধ্যে যদি কোন মজুরকে বা তাহার পোষ্যকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ফেলিয়া যায়,

তবে ঐ ব্যক্তির এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

১৫২ ধারা। কোন বাগানের সরদার যে মজুরদিগকে করারবদ্ধ করে যদি তাহাদিগকে কোন কন্ট্রাক্টরকে, সব-কন্ট্রাক্টরকে অথবা মজুরসংগ্রাহককে দেয় কিম্বা যে কর্ত্তা তাহাকে সর্টিফিকেট দিয়াছেন সেই কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তার বাগানের সরদারকে বা স্থানীয় এজেন্টকে দেয়, কিম্বা

বাগানের সরদার কন্ট্রাক্টর প্রভৃতিকে মজুর দিলে তাহার কথা।

৫৭ ধারামতে যে থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করিয়াছে অন্য কোন কন্ট্রাক্টরের বা সব-কন্ট্রাক্টরের বা মজুরসংগ্রাহকের করারবদ্ধ কোন মজুরদিগকে যদি সেই স্থানে থাকিতে দেয়, কিম্বা

আপনার করারবদ্ধ কোন মজুরকে যদি কোন কন্ট্রাক্টরের আড্ডায় কিম্বা ২৭ ধারার বিধানমতে কোন মজুরসংগ্রাহকের নির্দ্দিষ্ট থাকিবার স্থানে রাখে,

তবে তাহার দশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে; এবং অপরাধনির্ণয়কারী মাজিষ্ট্রেট তাহার সর্টিফিকেট আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে কোন সর্টিফিকেট আটক করিয়া রাখিলে যে মাজিষ্ট্রেট উহাতে আড়সহী দেন তাঁহার নিকট বাতিল করণার্থ উহা পাঠাইয়া দিবেন।

১৫৩ ধারা। কোন বাগানের সরদার কিম্বা ৭৩ ধারার বিধানমতে তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তি মজুরী করিবার জিলা পর্য্যন্ত মজুরদের সঙ্গে গেলে যদি ৭৬ ধারার আদেশমতে পথের বিল উপস্থিত না করে বা ঐ পথের বিলে যে২ আদেশ লেখা থাকে তন্মধ্যে কোন একটি পালন না করে তবে তাহার বিশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

বাগানের সরদার পথের বিলের পৃষ্ঠলিপিমত উপদেশ অনুসারে না চলিলে তাহার কথা।

১৫৪ ধারা। কোন মাঝি ৮৯ ধারামতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইয়া যদি ৮৭ ধারার বিধান লঙ্ঘন পূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া আপন নৌকাদিতে বিশ জনের অধিক ভারতবর্ষজাত আরোহী লয়, এবং

মাঝি আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া নৌকায় দেশীয় আরোহীদিগকে লইলে তাহার কথা।

কোন মাঝি উক্তরূপ লাইসেন্স পাইয়া ঐ লাইসেন্সে কিম্বা ৯১ ধারামত নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেন্টের কোন আজ্ঞায় যত জনের উল্লেখ থাকে, জানিয়া

শুনিয়া যদি মজুরী করিবার কোন জিলায় যাওয়ার করিবার নিমিত্ত আপন নৌকার তদধিক ঐরূপ আরোহী লয়,

তবে উক্তরূপে যে প্রত্যেক জন আরোহীকে লওয়া যায় তাহার নিমিত্ত ঐ মাঝির ২০০৲ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৮৭ ধারার বিধানমতে কোন নৌকাদি মুক্ত হইলে তৎসম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

লাইসেন্স দিবার পর প্রতারণাপূর্ব্বক নৌকার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিলে তাহার কথা।

১৫৫ ধারা। ৮৯ ধারামতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন মাঝি প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে যদি এমন কোন কার্য্য বা বিষয় করে বা করিতে দেয় যদ্দ্বারা তাহার নৌকার অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত হয় যে তাহার লাইসেন্সে কিম্বা ৯১ ধারামত নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেন্টের কোন আজ্ঞায় যত জনের উল্লেখ থাকে ঐ নৌকায় তত জনের উপযুক্ত স্থান না হয় তবে তাহার ২০০৲ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

মাঝি ৯৪ ধারামতে কর্ম্ম না করিলে তাহার কথা।

১৫৬ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন মাঝি ৯৪ ধারার বিধানমতে কার্য্য না করিয়া মজুরদের সহিত আপনার নৌকা লইয়া যাত্রা করিলে, তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

মাঝি ৯৬ ধারার আদেশমতে কর্ম্ম না করিলে তাহার কথা।

১৫৭ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন মাঝি ৯৬ ধারামতে কৃত নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেন্টের কোন আজ্ঞামতে কার্য্য না করিলে সে যে তারিখে ঐ আজ্ঞা প্রাপ্ত হয় সেই তারিখ অবধি যত কাল তদনুসারে কার্য্য না করে তাহার দিন প্রতি দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

মাঝি ৯৮ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া মজুরকে নৌকা হইতে নামাইয়া দিলে তাহার কথা।

১৫৮ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন মাঝি ৯৮ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন মজুরকে একেবারে আপনার নৌকা হইতে নামাইয়া দিলে বা নামিতে দিলে ঐরূপে যে প্রত্যেক মজুর নৌকা হইতে নামিয়া [illegible] তাহার জন্য ঐ মাঝির দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

মাঝি বা কর্ম্মচারী কোনহ স্থানে ইচ্ছাপূর্ব্বক নৌকা না থামাইলে তাহার কথা।

১৫৯ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন মাঝি ইচ্ছাপূর্ব্বক ৯৯ ধারার বিধানমতে কর্ম্ম না করিলে তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

কোন ব্যক্তি নৌকা ও তীরের মধ্যে যাতায়াত বিষয়ীয় মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার কথা।

১৬০ ধারা। ১০১ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা করেন কোন ব্যক্তি তাহা না মান্য করিলে তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

মাঝি বা চিকিৎসক বিধিঅমান্য করিলে বা তাহা প্রবল করিতে উপেক্ষা করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

১৬১ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন মাঝি কিম্বা তাহার নৌকার চিকিৎসা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত কোন চিকিৎসক এই আইনের বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধির বিধান ঐ নৌকায় ইচ্ছাপূর্ব্বক মান্য বা প্রবল না করিলে বা করিতে উপেক্ষা করিলে, তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

রেজিষ্টরী করণের পর কোন মজুর পলায়নাদি করিলে তাহার কথা।

১৬২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মজুরকে ৩২ বা ৬৬ ধারামতে রেজিষ্টরী করিলে তাহাকে যে জিলায় ঐরূপে রেজিষ্টরী করা যায় সেই জিলা হইতে মজুরী করিবার জিলায় যাইবার সময়ে পথিমধ্যে যদি সে পলায়, কিম্বা যে জিলায় তাহাকে ঐরূপে রেজিষ্টরী করা যায় যুক্তিসঙ্গত কারণ বিনা তথা হইতে যাইতে কিম্বা নৌকাদিতে চড়াইয়া দিবার এজেন্ট আজ্ঞা করিলে কোন নৌকায় চড়িতে যদি অস্বীকার বা উপেক্ষা করে,

তবে তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

কর্ত্তা রেজিষ্টর প্রভৃতি না রাখিলে বা রাখিতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

১৬৩ ধারা। এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধি অনুসারে যেং রেজিষ্টর রাখিতে বা রিটর্ন পাঠাইতে হয় কোন কর্ত্তা সেইং রেজিষ্টর রাখিতে ও লিখিয়া ইনস্পেক্টরের নিকট সেইং সাময়িক রিটর্ন পাঠাইতে অস্বীকার করিলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই কার্য্য না করিলে কিম্বা জানিয়া শুনিয়া অশুদ্ধ রেজিষ্টর রাখিলে বা অশুদ্ধ রিটর্ন পাঠাইলে কিম্বা ১১৫ ধারার আদেশমত ফর্দ্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রস্তুত না করিলে অথবা গাঁথিয়া বা লটকাইয়া না রাখিলে, তাঁহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

কর্ত্তা বা অন্য ব্যক্তি ১১৪ ধারামত পরিদর্শনের প্রতিবন্ধকতা করিলে তাহার কথা।

১৬৪ ধারা। কোন কর্ত্তা কিম্বা তাঁহার আজ্ঞামতে বা তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ১১৪ ধারামত কোনরূপ প্রবেশের বা পরিদর্শনের বা অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধকতা করিলে, উক্তরূপ প্রত্যেক অপরাধ নিমিত্ত ঐ কর্ত্তার বা ব্যক্তির দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

কোন মজুর যে কার্য্য করিতে অক্ষম কর্ত্তা বা অন্য ব্যক্তি তাহাকে সেই কার্য্য করিতে বাধ্য করিলে তাহার কথা।

১৬৫ ধারা। কোন কর্ত্তা বা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে বা তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি কোন মজুর কোন কর্ম্ম করিবার অনুপযুক্ত জানিয়া তাহাকে তৎকালে ঐ কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিলে, ঐ কর্ত্তার বা ব্যক্তির দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

কেহ মজুরদের খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিলে তাহার কথা।

১৬৬ ধারা। ১২৫ ধারামতে কোন মজুরকে যে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া যায় যে কোন ব্যক্তি তাহা ক্রয় করে ও যে কোন মজুর ঐরূপ খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করে তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

১৬৭ ধারা। কোন কর্ত্তা এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধির বিধানানুসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক থাকিবার ঘরের, জল যোগানের, স্বাস্থ্যবিষয়ক বন্দোবস্তের, আহারীয় শস্যের বা খাদ্য দ্রব্যের বিধান না করিলে তাঁহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে; এবং অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিষ্ট্রেট আজ্ঞার লিখিত যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ২ বিধান অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কর্ত্তা থাকিবার ঘর প্রভৃতির বিধান না করিলে তাহার কথা।

ঐ কর্ত্তা উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম না করিলে যত দিন ঐ কর্ম্ম না করেন দিন প্রতি তাঁহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

ঐ কর্ত্তা শেষোক্ত অর্থদণ্ড না দিলে তিনি যে ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম করিতেছেন সেই ব্যক্তি ঐ অর্থদণ্ড দিবার দায়ী হইবেন।

১৬৮ ধারা। এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধিতে যেরূপ আদেশ থাকে কোন কর্ত্তা তদনুসারে হাঁস্পাতালের ও মজুরদের চিকিৎসার ও তৎসংক্রান্ত শুশ্রূষার বন্দোবস্ত না করিলে যত কাল ঐরূপ বন্দোবস্ত করা না হয় সপ্তাহ প্রতি তাঁহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

কর্ত্তা হাঁস্পাতালের বন্দোবস্ত না করিলে তাহার কথা।

১৬৯ ধারা। কোন ইষ্টেট বা তাহার অংশ কোন মজুরদের বা স্থলবিশেষে কোন শ্রেণীর মজুরদের বাসস্থানের অনুপযোগী বলিয়া ১২৯ ধারামতে নির্ণীত বা ১৩২ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট হইলে, যদি কোন কর্ত্তা ১৩৩ ধারামতে সর্টিফিকেট না দেওয়া গেলে ঐ মজুরদিগকে বা উক্ত শ্রেণীর মজুরদিগকে তথায় বাস করিতে বা কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন বা অনুমতি দেন, তবে তাঁহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

কর্ত্তা অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ইষ্টেটে মজুরদিগকে বাস করিতে বাধ্য করিলে তাহার কথা।

১৭০ ধারা। পূর্ব্ব মাসে যে সকল মজুরেরা বা যে কোন মজুর যুক্তিসঙ্গত কারণ বিনা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে অনুপস্থিত থাকে তাহাদের বা তাহার নাম লিখিয়া এবং ঐরূপ অনুপস্থিতির কাল নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক জন কর্ত্তা প্রত্যেক মাসের পনের তারিখে বা তৎপূর্ব্বে ইনস্পেক্টরের নিকট একখণ্ড বর্ণনাপত্র পাঠাইতে পারিবেন। কোন কর্ত্তা ঐরূপ বর্ণনাপত্র পাঠাইলে তিনি যে ঐরূপ করিয়াছেন ইহার সংবাদ সেই সময়েই তদ্বিষয়ে লিপ্ত প্রত্যেক মজুরকে দিবেন।

কার্য্য হইতে অবৈধ অনুপস্থিতির কথা।

কোন ইনস্পেক্টর উক্তরূপ কোন বর্ণনাপত্র পাইলে ঐ বর্ণনাপত্র যে মজুরদের সংক্রান্ত হয় সেই মজুরেরা যে ইষ্টেটে কর্ম্ম করে যখন তাহা দেখিতে যান তখন তদ্বিষয়ে লিপ্ত মজুরদের সাক্ষাতে ঐরূপ প্রত্যেক অনুপস্থিতির বিষয়ে অনুসন্ধান লইবেন এবং যদি তাঁহার এরূপ হৃদ্বোধ জন্মে যে ঐ মজুর যুক্তিসঙ্গত কারণ বিনা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুপস্থিত হইয়াছিল, তবে উক্তরূপ অনুপস্থিতিকালের নিমিত্তে ঐ মজুর কর্ত্তাকে দণ্ডস্বরূপ দিবার নিমিত্তে সম্মত না হইলে মজুরের মজুরী করিবার চুক্তিপত্রের পৃষ্ঠে ঐরূপ দিনগুলি লিখিয়া ঐ চুক্তির মিয়াদ সেই পরিমাণে বাড়াইয়া দিবেন।

১৭১ ধারা। কোন মজুর যুক্তিসঙ্গত কারণ বিনা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন কর্ম্ম হইতে ক্রমান্বয়ে সাত দিনের অধিক অথবা কোন এক মাসে সাত দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার ঐ অনুপস্থিতি কালের বেতন দণ্ড হইতে পারিবে এবং দিন প্রতি চারি আনার অধিক না হয় এইরূপ হিসাবে সে ঐ অনুপস্থিতি কালের নিমিত্ত তাহার কর্ত্তাকে টাকা দিবার দায়ী হইবে ও তাহার চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে; এবং ক্রমান্বয়ে দুই মাসে বিশ দিন পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিলে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

মজুর বিনা কারণে অনুপস্থিত হইলে তাহার কথা।

ব্যাখ্যা।—ঐ মজুরের কর্ত্তা তাহার প্রতি অত্যাচার করিলে কিম্বা ঐ কর্ত্তা মজুরী করিবার চুক্তিপত্রের যে কোন শর্ত্তদ্বারা বাধ্য সেই শর্ত্তমতে কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলে, ঐ অত্যাচার বা ত্রুটি ১৭০ ধারার ও এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী যুক্তিসঙ্গত কারণ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭২ ধারা। যদি কোন মজুর আপন কর্ত্তার চাকরী ছাড়িয়া পলায়, তবে ঐ কর্ত্তা বা তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি ঐ মজুরকে যেখানে পান, ওয়ারেণ্ট বিনা ও কোন পোলীস কর্ম্মচারীর সাহায্য বিনা তাহাকে ধরিতে পারিবেন; কিন্তু যেখানে মাজিষ্ট্রেট আছেন সেই স্থানের পাঁচ মাইলের মধ্যে কিম্বা অন্য প্রেরক কর্ত্তার কর্ম্মে ঐ মজুরকে পাওয়া গেলে তাহাকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরা যাইবে না।

পলাতক মজুরকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিতে পারিবার কথা।

উক্ত কর্ত্তা বা তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি আদেশ করিলে পোলীসের প্রত্যেক জন কর্ম্মচারী ঐ মজুরকে ধরিতে সাহায্য করিবেন।

যে কেহ এই ধারামতে কোন মজুরকে ধরেন তিনি অবিলম্বে তাহাকে ধরিবার স্থানের নিকটস্থ পোলীস থানায় লইয়া যাইবেন, এবং তিনি ঐরূপ না করিলে তাঁহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৭৩ ধারা। উক্ত থানার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত পোলীস কর্ম্মচারী উভয় পক্ষ উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি মজুরকে ধরিয়াছেন তাঁহার উক্তি লিখিয়া লইয়া অবিলম্বে ঐ মজুরকে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

পোলীস থানায় কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ঐ মাজিষ্ট্রেট আপনি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া মীমাংসা করিবেন কিম্বা যে কর্ত্তার চাকরী হইতে ঐ মজুর পলায়ন করে সেই কর্ত্তার ইষ্টেট ঐ মাজিষ্ট্রেটের এলাকার অন্তর্গত না হইলে উক্ত ইষ্টেট যে মাজিষ্ট্রেটের এলাকার অন্তর্গত হয় তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ মজুরকে পাঠাইয়া দেওয়া যায়, তিনি [illegible] করিবেন।

১৭৪ ধারা। যখন কোন কর্ত্তা কিম্বা তাহার পক্ষে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট এইরূপ নালিশ করেন যে কোন মজুর ঐ কর্ত্তার চাকরী ছাড়িয়া পলাইয়াছে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট বাদির এজাহার পূর্ব্বে না লইয়া উক্ত মজুরের উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন কিম্বা তাহাকে ধরিবার ওয়ারেন্ট দিতে এবং নালিশ শুনিবার দিন অবধারিত করিতে পারিবেন।

পলাইবার নালিশ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭৫ ধারা। যে কোন মজুর আপনার কর্ত্তার চাকরী ছাড়িয়া পলাইয়া যায় তাহার এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে। তদ্রূপ দ্বিতীয় অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার দুই মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে। তদ্রূপ তৃতীয় বা তৎপরিবর্ত্তী অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

পলাইবার দণ্ডের কথা।

১৭৬ ধারা। আপনার কর্ত্তার চাকরী হইতে পলাইয়াছে বলিয়া কোন মজুরের বিচার করণ কালে যদি মাজিষ্ট্রেটের এইরূপ বোধ হয় যে উপযুক্ত কারণ বিনা ঐ মজুরকে ধৃত করা হইয়াছে, তবে যে কর্ত্তা বা তৎপক্ষে কর্ম্মকারী যে ব্যক্তি ঐ মজুরকে ধৃত করেন কিম্বা যাহার প্রবর্ত্তনাক্রমে ঐ মজুরকে ধরা যায় ঐ মাজিষ্ট্রেট তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন। যে মজুরকে ঐরূপে ধৃত করা যায় তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঐ অর্থদণ্ডের সমুদয় বা কোন অংশ দেওয়া হয় মাজিষ্ট্রেট আপন দণ্ডাজ্ঞায় এরূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

অন্যায় পূর্ব্বক ধৃত করিলে ক্ষতিপূরণ দিবার কথা।

১৭৭ ধারা। আপনার কর্ত্তার চাকরী ছাড়িয়া পলায়ন অপরাধে কোন মজুর ভিন্ন২ যে২ মিয়াদে কারাদণ্ড প্রকৃত পক্ষে ভোগ করে তাহা সর্ব্বসুদ্ধ ছয় মাস হইলে, ইন্সপেক্টর ঐ মজুরের মজুরী করিবার চুক্তিপত্র বাতিল করিয়া ঐ মজুরের কাছে চুক্তিপত্রের যে খণ্ড থাকে তাহার পৃষ্ঠে উক্তরূপ বাতিল হইবার সর্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন, কিম্বা চুক্তিপত্রের উক্ত খণ্ড পাওয়া না গেলে তিনি ঐ মজুরকে উক্তরূপ বাতিল হইবার লিখিত সর্টিফিকেট দিবেন।

পলাইলে চুক্তিপত্র বাতিল হইবার কথা।

১৭৮ ধারা। কোন মজুর নিরন্ত মাতলামী করিলে কিম্বা ইনস্পেক্টরের অনুমোদিত ও ঐ মজুর যে ইষ্টেটে কর্ম্ম করে সেই ইষ্টেটের মজুরদের উপদেশার্থে নিয়মিতরূপে বিজ্ঞাপিত স্বাস্থ্যবিষয়ক কোন বিধি ইচ্ছাপূর্ব্বক অমান্য করিলে তাহার পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

মাতলামীর নিমিত্ত কিম্বা স্বাস্থ্যবিষয়ক বিধানের উপেক্ষার নিমিত্ত দণ্ডের কথা।

১৭৯ ধারা। এই আইনমত কোন অপরাধের নিমিত্ত কোন মজুরের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহার কর্ত্তা বা ঐ কর্ত্তার পক্ষে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি উক্ত দণ্ডাজ্ঞার মিয়াদ শেষ হইবার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে ঐ মজুরের মজুরী করিবার চুক্তিমত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাহাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হয়। ঐরূপ প্রার্থনা করা গেলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট যদি উচিত বোধ করেন তবে উক্ত মজুরকে তাহার কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিবার কিম্বা তাহাকে তাঁহার নিকট পাঠাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[illegible] রহিত হইতে পারিবার কথা।

তাহা হইলে ঐ মজুরের উপর যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে উক্ত মাজিষ্ট্রেট তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করিয়া ঐ মজুরের নিকট মজুরী করিবার চুক্তিপত্রের যে খণ্ড থাকে তাহার পৃষ্ঠে ঐরূপ রহিত হইবার সর্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন কিম্বা চুক্তিপত্রের ঐ খণ্ড পাওয়া না গেলে তাহাকে ঐরূপ রহিত হইবার লিখিত সর্টিফিকেট দিবেন।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ১৭৭ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৮০ ধারা। যে কর্ত্তা কোন মাজিষ্ট্রেটের স্থানে কোন মজুরকে সমর্পণ করিবার বা পাঠাইবার আজ্ঞা লন উক্তরূপে সমর্পণ করিতে বা পাঠাইতে যে কোন খরচ পড়ে তিনি সেই খরচ দিবার দায়ী হইবেন এবং ঐ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে ঐ মাজিষ্ট্রেটের মতে ঐ খরচের নিমিত্ত যে টাকা যথেষ্ট বোধ হয় ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তত টাকা গচ্ছিত করিবেন।

মজুরকে পাঠাইবার খরচ কর্ত্তার দিতে হইবার কথা।

১৮১ ধারা। এই আইনমত কোন অপরাধের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞার মিয়াদ ফুরাইলে মাজিষ্ট্রেট ১৭৭ ধারার বিধান মানিয়া মজুরের জিম্মা লইবার নিমিত্ত কর্ত্তার পক্ষে যে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তাহার নিকট ঐ মজুরকে সমর্পণ করিবেন এবং এই আইনমতে অপরাধের প্রমাণ হইলে ও প্রমাণক্রমে কারাদণ্ড হইলেও পূর্ব্বোক্ত স্থল ছাড়া কোন মজুরের মজুরী করিবার চুক্তিপত্রের শর্ত্ত হইতে ঐ মজুরের মুক্তিরূপ ফল হইবে না।

অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তাহাতে মুক্তিরূপ ফল না হইবার কথা।

ঐ মজুরের দণ্ডাজ্ঞার মিয়াদ ফুরাইবার সময়ে তাহার জিম্মা লইবার নিমিত্ত কর্ত্তার পক্ষে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে কর্ত্তার কর্ম্ম করিবার যে প্রধান স্থান থাকে, মাজিষ্ট্রেট ঐ মজুরকে সেই স্থানে পাঠাইবেন এবং ঐরূপ পাঠাইবার খরচ বাকী খাজনার ন্যায় ঐ কর্ত্তার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১৮২ ধারা। ১৭১ ধারামতে কোন মজুরের কর্ম্ম হইতে অনুপস্থিত থাকিবার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে কিম্বা এই আইনমতে কোন অপরাধের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে মাজিষ্ট্রেট ঐরূপে তাহার অপরাধ নির্ণয় করেন বা তাহার দণ্ডাজ্ঞা করেন তিনি, যতকাল ঐ মজুর কর্ম্ম হইতে অনুপস্থিত থাকে বলিয়া প্রমাণ হয় তাহা কিম্বা তাহার যতকালের কারাদণ্ড হয় তাহা অথবা স্থল বিশেষে উভয়ই কর্ত্তার নিকট মজুরী করিবার চুক্তি পত্রের যে খণ্ড থাকে তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া দিবেন।

অবৈধ অনুপস্থিতির বা কারাদণ্ডের কাল চুক্তির মিয়াদ মধ্যে না ধরিবার কথা।

ঐরূপে যে কালের পৃষ্ঠলিপি করা যায় তাহা ঐ মজুরের চাকরী করিবার চুক্তির মিয়াদের সহিত যোগ করা যাইবে এবং ঐরূপ পৃষ্ঠলিপি করা কালের অতিরিক্ত চুক্তিপত্রের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ পর্য্যন্ত কর্ম্ম না করিলে উক্ত মজুর স্বীয় মজুরী করিবার চুক্তিমতে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৮৩ ধারা। কোন মজুর কোন কর্ত্তার নিমিত্ত স্বীয় মজুরী করিবার চুক্তিপত্রক্রমে কর্ম্ম করিতে বাধ্য আছে ইহা জানিয়া কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ মজুরকে ঐ কর্ত্তার কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে লওয়াইলে বা লওয়াইবার উদ্যোগ করিলে কিম্বা যে কোন মজুর আপন মজুরী করিবার চুক্তিপত্রের শর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় কর্ত্তার কর্ম্ম ছাড়িয়াছে তাহাকে আশ্রয় বা কর্ম্ম দিলে, ঐ ব্যক্তির দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

মজুরী করিবার চুক্তির অধীন মজুরকে অন্য লোকে ফুসলাইয়া লইলে কিম্বা আশ্রয় বা কর্ম্ম দিলে তাহার কথা।

এই ধারামতে যে কোন অর্থদণ্ড আদায় হয় অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে তাহার সমুদয় বা কোন অংশ ঐ মজুরের যে কর্ত্তার সহিত চুক্তি হইয়াছে সেই কর্ত্তাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তি ১৩৪ ধারামতে কোন ইনস্পেক্টরের বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন মজুরকে পাঠাইতে বা কোন নালিশের নোটিস দিতে বাধ্য থাকিয়াও ঐ মজুরকে পাঠাইতে বা ঐ নোটিস দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে তাহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৩৪ ধারার বিধানমতে কর্ত্তা বা অন্য ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকট মজুরকে পাঠাইতে উপেক্ষা করিলে তাহার কথা।

১৮৫ ধারা। কোন কর্ত্তা মজুরের কাছে তাঁহার চুক্তিপত্রের যে খণ্ড থাকে ১৪১ ধারার আদেশমতে তাহার পৃষ্ঠলিপি করিতে অস্বীকার বা ইচ্ছাপূর্ব্বক উপেক্ষা করিলে, কিম্বা কোন মজুরের মজুরী করিবার চুক্তি শেষ হইবার পরেও ঐ মজুরকে আটক করিয়া রাখিলে, কিম্বা ঐরূপ চুক্তি শেষ হইবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে উহার নোটিস ইনস্পেক্টরকে না দিলে, তাঁহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৪১ ধারার আদেশমতে কর্ত্তা মজুরী করিবার চুক্তিপত্রে পৃষ্ঠলিপি প্রভৃতি করিতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

১৮৬ ধারা। কোন কর্ত্তা বা তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি [illegible] ধারামত কোন মজুরের প্রার্থনাক্রমে কর্ম্ম করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে ঐ কর্ত্তার বা ব্যক্তির দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

মজুর মিয়াদের অবশিষ্ট কাল হইতে মুক্ত হইতে চাহিলে কর্ত্তা বা অন্য ব্যক্তি তাহার প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিতে উপেক্ষা করিলে দণ্ডিয়রের কথা।

১৮৭ ধারা। কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের মর্ম্মানুসারে এই আইনের বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধির বিরুদ্ধ অপরাধের সহায়তা করিলে ঐ অপরাধ নিমিত্ত যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার সেই দণ্ড হইবে।

সহায়তার কথা।

১৮৮ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধির বিরুদ্ধ অপরাধ করিলে তাহাকে যে স্থানে পাওয়া যায় তথায় কিম্বা প্রচলিত কোন আইনক্রমে যে কোন স্থানে তাহার বিচার হইতে পারে সেই স্থানে উক্ত অপরাধ নিমিত্ত বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধের বিচার স্থানের কথা।

১৮৯ ধারা। যে কার্য্য বা ত্রুটি এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির বিরুদ্ধ অপরাধ হয় সেই কার্য্য বা ত্রুটি নিমিত্ত অন্য কোন আইনমতে কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইবার কিম্বা ঐ অপরাধের নিমিত্ত এই আইনে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট থাকে অন্য আইনমতে তদধিক দণ্ড হইবার যে কোন বাধা হইবে এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না; কিন্তু একই অপরাধের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির দুই বার দণ্ড হইবে না।

অন্য আইনমত অভিযোগ বাঁচাইবার কথা।

৯ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

১৯০ ধারা। কোন মজুরী করিবার চুক্তিপত্র যে মজুর সম্বন্ধীয় হয় সেই মজুর যে ইষ্টেটে কর্ম্ম করিতে করারবদ্ধ হয় উক্ত মজুরী করিবার চুক্তিপত্রক্রমে পাওনা সমুদয় বাকী বেতন সেই ইষ্টেটের উপর দায় স্বরূপ থাকিবে, কিম্বা একই কর্ত্তার কার্য্যাধ্যক্ষতাধীন কএক ইষ্টেটের কোন ইষ্টেটে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত উক্ত মজুরকে করারবদ্ধ করা গিয়া থাকিলে সে প্রকৃতপক্ষে তৎকালে যে ইষ্টেটে কর্ম্ম করে কেবল সেই ইষ্টেটের উপর দায়স্বরূপ থাকিবে।

মজুরী করিবার চুক্তিমতে পাওনা বেতন ইষ্টেটের উপর দায় স্বরূপ থাকিবার কথা।

১৯১ ধারা। যে ইষ্টেটে কোন মজুর এই আইনমতে কর্ম্ম করিবার চুক্তি করে সেই ইষ্টেট পক্ষদের বা আইনের কার্য্যক্রমে হস্তান্তরিত হইলে অথবা উত্তরাধিকারিত্বক্রমে ব্যক্ত্যন্তরে বর্ত্তিলে, উহা যে ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় বা যাহার প্রতি বর্ত্তে তিনি, যে ব্যক্তি দ্বারা উহা হস্তান্তরিত হয় বা যাহা হইতে উহা বর্ত্তে সেই ব্যক্তি

কোন ইষ্টেট সংক্রান্ত মজুরী করিবার চুক্তি সম্বন্ধে যৎকালে যিনি ইষ্টেটের স্বামী হন তাঁহার সমুদয় স্বত্ব ও প্রতিকার থাকিবার কথা।

ঐ মজুরের মজুরী করিবার চুক্তিনামা যেরূপে এবং যে পরিমাণে আবদ্ধ থাকিতেন, সেই রূপে ও সেই পরিমাণে আবদ্ধ থাকিবেন এবং ইষ্টেট হস্তান্তর করা না গেলে বা হস্তান্তরে না বর্তিলে চুক্তিক্রমে ঐ ব্যক্তির যে২ স্বত্ব ও প্রতিকার থাকিত তাঁহারও সেই ২ স্বত্ব ও প্রতিকার থাকিবে।

স্বামিত্ব শেষ হইলে দায় শেষ হইবার কথা।

যে ইষ্টেটে কোন মজুর এই আইনমতে কর্ম্ম করিবার চুক্তি করিয়াছে কোন ব্যক্তি সেই ইষ্টেটের স্বামী আর না থাকিলে তাঁহার স্বামিত্ব শেষ হইবার পর ঐ মজুরের মজুরী করিবার চুক্তিভঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার কোন দায় থাকিবে না।

দেশ মধ্যে মজুরদিগকে চালান করিবার তহবীলে অর্থদণ্ড, ফী ও রেটজমা দিবার কথা।

১৯২ ধারা। এই আইনের কিম্বা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনে অর্থ দণ্ডের সমুদয় টাকা বা তাহার কোন অংশ কোন বাদির বা অন্য ব্যক্তির ক্ষতিপূরণস্বরূপ বা উপকারার্থে দিবার যে ক্ষমতা কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পিত হইয়াছে তাহা প্রবল মানিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনমতে যত টাকা অর্থ দণ্ড, ফী ও রেট বলিয়া আদায় হয় বা পাওয়া যায়, তাহা দেশের মধ্যে মজুরদিগকে চালান করিবার তহবীল নামক তহবীলে জমা দিবেন এবং এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীদের ও আমলাদের বেতন ও বৃত্তি দিবার নিমিত্ত ও তাহাদের পেন্‌শ্যান্ ও ছুটী কালীন বৃত্তি দিবার নিমিত্ত ও সাধারণতঃ এই আইনের এবং এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধির উদ্দেশ্য সফল করিবার সমুদয় খরচ দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে ঐ তহবীল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে থাকিবে। ঐ তহবীলে বৎসর ২ যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা এই আইনমতে আদেয় বার্ষিক রেট বা রেজিষ্টরী করিবার ফী কম করিবার নিমিত্ত প্রয়োগ করা যাইবে; অন্য কোনরূপে তাহা প্রয়োগ করা যাইবে না।

পথসম্বন্ধে যে খরচ করা যায় তাহা আইনসিদ্ধ হইবার কথা।

১৯৩ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে সংস্থাপিত দেশের মধ্যে মজুরদিগকে চালান করিবার তহবীল হইতে এপর্য্যন্ত পথ প্রভৃতি নিমিত্ত যত টাকা খরচ করিয়াছেন তাহা আইনমতে খরচ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টরের কর্ত্তব্যের কথা।

১৯৪ ধারা। কোন আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর ইনস্পেক্টরের স্থানে যে২ কর্ম্ম করিবার ও যে২ ক্ষমতা চালাইবার ক্ষমতাপত্র প্রাপ্ত হন তিনি ইনস্পেক্টরের সেই২ কর্ম্ম করিবেন ও সেই২ ক্ষমতা চালাইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ও কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা অন্যে সময়ে২ ব্যবহার করিবার কথা।

১৯৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি কিম্বা কোন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কিম্বা পরিদর্শনকারী চিকিৎসকের কিম্বা বিদেশ গমনের এজেণ্টের কিম্বা অন্য কর্ম্মচারীর প্রতি এই আইনে যে২ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল প্রয়োজনানুসারে সময়ে২ সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করা যাইতে পারিবে।

তফসীল ।

(৯ ধারা দেখ)

মজুর ও কর্ত্তার মধ্যে মজুরী করিবার যে চুক্তিপত্র হয় তাহার পাঠ।

* কোন এজেণ্ট, স্থানীয় এজেণ্ট, বা বাগানের সরদার মধ্যবর্ত্তী না থাকিয়া চুক্তি করা গেলে বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ বাদ দিতে হইবে।

এতদ্দেশ মধ্যে মজুরদের গমন বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনমত এই চুক্তিপত্র এক পক্ষে (পরে মজুর বলিয়া অভিহিত) শ্রী——— ও অপর পক্ষে (পরে কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত) শ্রী (অমুকের পক্ষীয় এজেণ্ট বা স্থানীয় এজেণ্ট বা বাগানের সরদার শ্রী)*———, এই উভয়ের মধ্যে হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে উক্ত কর্ত্তা (বা কর্ত্তার পক্ষীয় এজেণ্ট, স্থানীয় এজেণ্ট বা বাগানের সরদার) শ্রী অমুক উক্ত মজুরের নিকট এই অঙ্গীকার করিতেছেন যে এই চুক্তিপত্রে সহী হইবার তারিখ অবধি ঐ মজুর যদি মজুরী করিবার অমুক জিলার উক্ত কর্ত্তার অমুক বা † অমুক২ ইষ্টেটে এত বৎসর থাকিয়া কর্ম্ম করে তবে উক্ত কর্ত্তা যে তারিখে ঐ মজুর অমুক বা অমুক২ ইষ্টেটে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে সেই তারিখ অবধি উক্ত মজুরকে উক্ত আইনের বিধানমত পূর্ণ দৈনিক কর্ম্মের নিমিত্ত এত টাকা হারে ‡ মাসিক বেতন দিবেন বা দেওয়াইবেন এবং ঐ কর্ম্ম সম্পূর্ণ না হইলে প্রকৃত পক্ষে যত কর্ম্ম করা হয় তদনুসারে ঐ হারানুসারে হিসাব করিয়া মাসিক বেতন দিবেন বা দেওয়াইবেন এবং ঐ সময়ে উক্ত কর্ত্তা ঐ মজুরকে মণ প্রতি এত টাকা মূল্যে চাউল যোগাইয়া দিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ উক্ত মজুরের থাকিবার স্থান ও চিকিৎসা ও তাহাকে আহারীয় শস্য বা খাদ্য দেওয়া সম্বন্ধে যে সকল বিধি প্রণয়ন করেন উক্ত কর্ত্তা উক্ত কালে সেই সকল বিধি অনুসারে ঠিক২ কার্য্য করিবেন; এবং এই চুক্তি পত্র দ্বারা ইহাও প্রকাশ করা যাইতেছে যে উক্ত মজুর পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার উপলক্ষে উক্ত কর্ত্তার নিমিত্ত ঐ রূপে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে সম্মত হইতেছে। ইহার সাক্ষিস্বরূপ উক্ত উভয় পক্ষ অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এই দলীলে আপন ২ সহী দিলেন।

† স্থল বিশেষে

‡ চুক্তির ভিন্ন২ মিয়াদের নিমিত্ত ভিন্ন২ হার লিখ।

মজুরের ও কর্ত্তার (কিম্বা তাঁহার এজেণ্টের, স্থানীয় এজেণ্টের বা বাগানের সরদারের) সহী।

মজুরের বর্ণনার পাঠ।

নাম।	পিতার নাম।	বয়স	পুরুষ কি স্ত্রী।	জাতি।	বাসস্থান।			শরীরের কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিলে তাহা।
					জিলা।	থানা।	গ্রাম।	

[রেজিষ্টরীকরণের যে কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে চুক্তিপত্রে সহী করা হয় তাঁহার যে পৃষ্ঠলিপি পুরণ করিতে হইবে তাহা।]

উক্ত শ্রী———এই চুক্তিপত্রে সহী করিবার পূর্ব্বে আমি নিজে ইহার সর্ত্ত তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি।

স্বাক্ষর———
রেজিষ্টরীকরণের কর্ত্তৃপক্ষ।

[মজুরের নিকট চুক্তিপত্রের যে খণ্ড থাকে তাহার পৃষ্ঠলিপি; যাবৎ চুক্তি শেষ না হয় তাবৎ এই পৃষ্ঠলিপি লিখিতে হইবে না।]

আমি এতদ্দ্বারা এই সর্টিফিকেট দিতেছি যে উক্ত চুক্তি মিয়াদ অতীত হওয়াতে (কিম্বা স্থলবিশেষে উভয়ের সম্মতিক্রমে কিম্বা অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানমতে) শেষ হইয়াছে।

সাং——— }
তাং——— }

———————
কর্ত্তার বা ইনস্পেক্টরের স্বাক্ষর।

আর, জে, ক্রস্থোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L.,
Bengali Translator.

B 407—4-4-82—740

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ৩ অক্টোবর।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ১৭ মার্চ্চ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ১৪ আইন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইন।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ।

মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।

১ প্রথম অধ্যায়।

আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনা-করণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

৭ সপ্তম অধ্যায়

উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফলবিষয়ক বিধি।

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়

খরচাবিষয়ক বিধি ।

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায় ।

ডিক্রী জারীকরণ বিষয়ক বিধি ।

ক ।—যে আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী করা যাইতে পারিবে ... তৎবিষয়ক বিধি ।

খ ।—ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা বিষয়ক বিধি ।

... র বিধি ।

ঘ ।—যে আদালত ডিক্রীজারী করিবেন তাঁহার বিবেচনীয় বিষয়ের বিধি ।

ঙ ।—ডিক্রী যে প্রকারে জারী করা যাইবে তদ্বিষয়ক বিধি ।

উপবিধি ।

ধারা

২০ বিংশ অধ্যায়।

ডিক্রীমত খাতক ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

ধারা।

দ্বিতীয় ভাগ।

নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

২১ একবিংশ অধ্যায়।

কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

তৃতীয় ভাগ।

বিশেষ২ স্থলের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৬ ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

পাপরদের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কর্ম্মকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় বা এতদ্দেশীয় সর্দারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩২ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

চতুর্থ ভাগ।

নৈমিত্তিক প্রতিকার বিষয়ক বিধি।

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

খ।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করণের কথা।

৪২ দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

আপীলী ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাপরদের আপীল বিষয়ক বিধি।

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর মহারাণী নিকট আপীল বিষয়ক বিধি।

সপ্তম ভাগ।

৪৬ ষট চত্বারিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নকরণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপনাম। আরম্ভ।

১ ধারা। "দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন" নামে এই আইনের উল্লেখ হইতে পারিবে। ইহা ১৮৮২ সালের জুন মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রচলিত হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

এই ধারা ও ৩ ধারা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে। অন্য সকল ধারা ১৮৭৪ সালের ১৪ আইনের নির্দ্দিষ্ট তফসীলের উল্লিখিত প্রদেশ ছাড়া, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে।

অর্থ করণের ধারা।

২ ধারা। বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিপরীত ভাব বোধ না হইলে, এই আইনে

"অধ্যায়।"

"অধ্যায়" শব্দে এই আইনের অধ্যায় বুঝাইবে।

"জিলা।"

মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার পক্ষে প্রধান দেওয়ানী আদালতের এলাকা যে সীমার মধ্যে ব্যাপ্ত হয় "জিলা" শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান বুঝাইবে।

"জিলার আদালত।"

এই আইনে ঐ আদালত "জিলার আদালত" নামে খ্যাত হইল। দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার পক্ষে হাই কোর্টের সাধারণ এলাকা যে সীমার মধ্যে ব্যাপ্ত হয় জিলা শব্দে তাহাও গণ্য। জিলার আদালত অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর প্রত্যেক আদালত ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালত এই আইনের কার্য্যপক্ষে হাই কোর্টের ও জিলার আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

"প্লীডর।"

আদালতে উপস্থিত হইয়া কোন ব্যক্তির পক্ষসমর্থন করিতে যাঁহার অধিকার থাকে "প্লীডর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে। ইহার মধ্যে হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল এবং আটর্ণিও গণ্য।

"গবর্ণমেণ্টের উকীল।"

এই আইনে গবর্ণমেণ্টের উকীলের প্রতি যে সকল কার্য্য স্পষ্টরূপে অর্পিত হইল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই সকল কি তন্মধ্যে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, "গবর্ণমেণ্টের উকীল" শব্দে তিনিও গণ্য।

"কালেক্টর।"

যে প্রত্যেক কার্য্যকারক ভূমির রাজস্বের কালেক্টরের কর্ম্ম করেন, "কালেক্টর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

"ডিক্রী।"

কোন দেওয়ানী আদালতে কোন স্বত্বের দাওয়া করা কি প্রতিবাদ উত্থাপন করা গেলে তদ্বিষয়ে যে মীমাংসা হয়, তদ্দ্বারা উক্ত মীমাংসা ব্যক্তকারি আদালত সম্বন্ধে মোকদ্দমার কি আপীলের নিষ্পত্তি হইলে, উক্ত মীমাংসার রীতিমত অভিব্যক্তিকে "ডিক্রী" বলে। আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা কিম্বা হিসাব লইবার আদেশসূচক আজ্ঞা কিম্বা ৫৮৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট নহে এরূপ ২৪৪ ধারার লিখিত কি উল্লিখিত কোন প্রশ্নের নির্ণয়সূচক আজ্ঞা এই লক্ষণের অন্তর্গত। ৫৮৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন আজ্ঞা এই লক্ষণের অন্তর্গত নহে।

"আজ্ঞা।"

উপরিনির্দ্দিষ্ট লক্ষণানুযায়ি ডিক্রী ব্যতীত দেওয়ানী আদালতের কোন নিষ্পত্তির রীতিমত অভিব্যক্তিকে আজ্ঞা বলে।

"বিচার।"

কোন ডিক্রীর কি আজ্ঞার মূল বলিয়া বিচারপতি যে কথা ব্যক্ত করেন "বিচার" শব্দে সেই কথা বুঝায়।

"বিচারপতি।"

"বিচারপতি" শব্দে আদালতের অধিপতি বুঝাইবে।

"ডিক্রীমত খাতক।"

যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায় "ডিক্রীমত খাতক" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

"ডিক্রীদার।"

ডিক্রী কিম্বা যে আজ্ঞা জারী করা যাইতে পারে এমত কোন আজ্ঞা যে ব্যক্তির সপক্ষে করা যায় "ডিক্রীদার" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে, ও সেই ডিক্রী কি আজ্ঞা হস্তান্তর করিয়া কোন ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে, তিনিও সেই শব্দে গণ্য।

"লিখিত।"

"লিখিত" শব্দে ছাপা ও লিথগ্রাফ করাও গণ্য, ও "লিখন" শব্দে ছাপা ও লিথগ্রাফ করা বিষয়ও গণ্য।

"স্বাক্ষরিত।"

কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না জানিয়া ঢেরা সহী করিলে "স্বাক্ষরিত" শব্দে সেই ঢেরা সহীও গণ্য। এই শব্দে উল্লিখিত ব্যক্তির নামের মোহরাঙ্কিত করাও বুঝায়।

"ভিন্নদেশীয় আদালত।"

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত যে আদালতের ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষমতা নাই ও যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের দ্বারা স্থাপিত না হয় "ভিন্নদেশীয় আদালত" শব্দে সেই আদালত বুঝাইবে।

"ভিন্নদেশীয় বিচার।"

"ভিন্নদেশীয় বিচার" শব্দে ভিন্নদেশীয় আদালতের বিচার বুঝাইবে।

নিম্নলিখিত বর্ণনার মধ্যে যে ব্যক্তি আইসেন, "রাজকীয় কার্য্যকারক।" "রাজকীয় কার্য্যকারক" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে, যথা,

প্রত্যেকজন বিচারপতি।

শ্রীশ্রীমতীর চিহ্নিত প্রত্যেক জন কার্য্যকারক।

শ্রীশ্রীমতীর সৈনিক কি নাবিকদলের মধ্যে সনদপ্রাপ্ত প্রত্যেক জন সেনাপতি যত দিন গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন তত দিন তিনি।

আদালতের কার্য্যকারকস্বরূপ যে২ ব্যক্তির আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ের তদন্ত লওয়া কি রিপোর্ট করা কিম্বা কোন দলীল করিয়া দেওয়া কি প্রামাণিক কি রক্ষা করা, কিম্বা কোন সম্পত্তি জিম্মা করিয়া লওয়া কি বিক্রয়াদি করা, কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা কোন শপথ করান, কিম্বা দোভাষির কর্ম্ম করা, কিম্বা আদালতে সুধারা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, আদালতের এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক, ও আদালতের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে বিশেষমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি।

যে পদে থাকার বলে কোন ব্যক্তি অন্যকে কারাবদ্ধ করিতে কি করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত পদধারি প্রত্যেক ব্যক্তি।

অপরাধ নিবারণ করা, কিম্বা অপরাধের সন্ধান জ্ঞাত করা কিম্বা অপরাধিদিগকে বিচারার্থে উপস্থিত করা, কিম্বা সাধারণের স্বাস্থ্য কি নির্ব্বিঘ্নতা কি স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকস্বরূপ যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্টের এমত প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক।

কার্য্যকারকস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন সম্পত্তি লওয়া কি গ্রহণ করা কি রাখা কি ব্যয় করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন জরীপ করা কি টাক্স ধার্য্য করা কি চুক্তি করা, কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ধনসম্পর্কীয় কোন লাভ কি ক্ষতি হয় এমত কোন বিষয়ের তদন্ত লওয়া কি রিপোর্ট করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভ সম্পর্কীয় কোন দলীল করিয়া দেওয়া কি প্রামাণিক করা কি রক্ষা করা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনসম্পর্কীয় স্বার্থ রক্ষা করণার্থ কোন আইনের লঙ্ঘন নিবারণ করা যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক, ও গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে নিযুক্ত কিম্বা বেতনভোগি কার্য্যকারক, কিম্বা যাঁহারা রাজকীয় কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে ফী কি কমিশ্যন দ্বারা পারিশ্রমিক পান এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক।

"গবর্ণমেণ্ট।" এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রচলিত হয় সেই স্থানে "গবর্ণমেণ্ট" শব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়ই গণ্য।

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা। ৩ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ২ আইন এতৎক্রমে তত দূর রহিত করা গেল।

পূর্ব্ব প্রকাশিত আইনে উল্লেখ হইবার কথা। কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার দিনের পূর্ব্বে যে আইন কি ব্যবস্থা কি জ্ঞাপনপত্র প্রচারিত কি প্রচলিত হইয়াছে তন্মধ্যে ৮৫৯ সালের ৮ আইন কিম্বা ১৮৬১ সালের ২৩ আইন কিম্বা "দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন" কিম্বা ১৮৭৭ সালের ১০ আইন কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা অন্য কোন আইনের উল্লেখ হইলে, যত দূর হইতে পারে তত দূর এই আইনের উল্লেখ কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন আইনের কথার অনুযায়ি এই আইনের কথার উল্লেখ হইল বলিয়া তাহা পাঠ করিতে হইবে।

১৮৮২ সালের জুন মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী প্রবল রাখিবার কথা। ৯৯ক ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা কি আপীল উপস্থিত করা যায় তৎসম্পর্কে ডিক্রীর পূর্ব্বে যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইয়া থাকে কিম্বা ডিক্রীর পরে যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরব্ধ হইয়া উক্ত তারিখে চলিতেছিল, এই আইনের কোন কথার দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

১৮৭৯ সালের ২৯ জুলাই তারিখে যে২ আপীল চলিতেছিল, তাহার কথা। ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ২৯ তারিখে যে কোন আপীল চলিতেছিল, তাহা উপস্থিত করিবার তারিখে এই আইন প্রচলিত থাকিলে যদি তাহা উপস্থিত করা যাইত, তবে উক্ত তারিখে এই আইন প্রচলিত থাকিবার ন্যায় ঐ আপীল শুনিয়া নিষ্পত্তি করা যাইবে; আর উক্ত তারিখের পূর্ব্বে ৩২০ ধারামতে কালেক্টর সাহেবকে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, এবং উক্ত তারিখের পূর্ব্বে প্রকাশিত যে প্রত্যেক জ্ঞাপনপত্র ৩৬০ ধারামতে প্রচারিত বলিয়া প্রকাশ থাকে, তাহা যথাক্রমে আইনমতে করা ও প্রচার করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

মধ্যপ্রদেশ ও ব্রহ্মদেশ ও পাঞ্জাব ও অযোধ্যা সম্পর্কীয় কোন২ আইন প্রবল রাখিবার কথা। ৪ ধারা। ৩ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন, এই আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত আইনের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না, অর্থাৎ

মধ্য প্রদেশের আদালতবিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন।

ব্রহ্মদেশের আদালত বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন।

পঞ্জাবের আদালত বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন।

অযোধ্যার দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন।

কিম্বা ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে ভূত কি ভবিষ্যৎকালে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর কি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত যে২ আইনে ভূম্যধিকারিদের ও তাঁহাদের প্রজা কি কর্ম্মকারকদের মধ্যে মোকদ্দমার বিশেষ কার্য্যপ্রণালীর বিধান আছে সেই২ আইন।

কিম্বা ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভাবিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে ভূত কি ভবিষ্যৎকালে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর কি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত স্থাবর সম্পত্তি বণ্টনবিষয়ক বিধান করণার্থ কোন আইন।

আর উক্ত কোন আইনক্রমে যদি কমিশ্যনর সাহেবের ও ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার সমতুল্য বিচারাধিপত্য প্রদান করা গিয়া থাকে, তবে এই

আইনের কার্য্যপক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে জিলার আদালত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা নির্ণয় করিবেন।

মফঃসলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি যে২ ধারা খাটে তাহার কথা।

৫ ধারা। দ্বিতীয় তফসীলে এই আইনের যে২ অধ্যায়ের ও ধারার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা যত দূর বর্ত্তিতে পারে ১৮৬৫ সালের ১১ আইনমতে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি ও (কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত ভিন্ন) অন্য যে সকল আদালত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন তৎসমুদয়েরও প্রতি তত দূর বর্ত্তিবে। এই আইনের অন্য সকল অধ্যায় ও ধারা সেই২ আদালতে বর্ত্তে না।

বিচারাধিপত্য ও কার্য্যপ্রণালী রক্ষার কথা।

৬ ধারা। এই আইনের কোন কথার দ্বারা নিম্নলিখিত আদালত প্রভৃতির বিচারাধিপত্যের কি কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিক্রম হইবে না, অর্থাৎ,

(ক) সৈনিক রিকেণ্ট কোর্টের।

(ক) সৈনিক রিকেণ্ট কোর্টের, ও

(খ) বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত সৈনিকদের।

(খ) বোম্বাই দেশের সৈন্যেরা যে সেনানিবেশ স্থানে ও মোকামে বাস করেন, তথাকার সৈনিক বাজারে ঐ দেশের যে২ কার্য্যকারক একক ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করণার্থে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত হন তাঁহার।

(গ) মান্দ্রাজের গ্রামের মুন্সেফদের ও গ্রামের পঞ্চায়তদের।

(গ) মান্দ্রাজ দেশীয় আইনের বিধানমতে গ্রাম্য মুন্সেফদের কিম্বা গ্রামের পঞ্চায়তদের।

(ঘ) রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেব গোত্রহীনদের আদালতস্বরূপ অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার।

(ঘ) রাঙ্গুনে কি মৌলমেনে কি আকাবে কি বাসীনে গোত্রহীনদের আদালতস্বরূপ অধিষ্ঠিত রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেবের।

ও যত টাকার বা যত টাকা মূল্যের মোকদ্দমায় যে আদালতের সাধারণ বিচারাধিপত্য আছে এই আইনের কোন কথার দ্বারা উক্ত কোন আদালতের প্রতি তদধিক টাকার কি তদধিক মূল্যের মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য প্রদানরূপ ফল হইবে না।

৭ ধারা। এই ধারার নির্দ্দিষ্ট বা উল্লিখিত আইনের কোন বিশেষ বিধানের সঙ্গে এই আইনের নির্দ্ধারিত বিধি অসঙ্গত না হইলে,

বোম্বাইয়ের কোন আইন প্রবল রাখিবার কথা।

(ক) বোম্বাইয়ের ১৮৩০ সালের ১১ আইনের ও ১৮৪০ সালের ৫ আইনের উল্লিখিত মোকদ্দমায় ঐ২ আইনের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন২ জায়গীরদারেরা ও অন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া থাকেন তৎসম্পর্কে এবং

(খ) এই আইনের তৃতীয় তফসীলের উল্লিখিত আইনে যে২ প্রকারের মোকদ্দমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসম্পর্কে,

ঐ২ মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী, এবং ঐ২ আইন অনুসারে দেওয়ানী আদালতে যে২ আপীল করিবার অনুমতি হয় তৎসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী এই আইনের নির্দ্ধারিত বিধিমতে হইবে।

রাজধানীর ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের কথা।

৮ ধারা। ৩, ২১, ৮৬, ২২৩, ২২৫, ও ৩৮৬ ধারার ও ৩৯ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন, এই আইন কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই নগরে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতে কোন মোকদ্দমার কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রতি বর্ত্তিবে না।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্ত কোন আদালতে, আপীল ও বিচারের পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি ছাড়া, এই আইন কি ইহার কোন অংশ প্রচলিত করিতে পারিবেন।

আইনের ভাগের কথা।

৯ ধারা। এই আইন নিম্নলিখিত দশ ভাগে বিভক্ত হইল,

প্রথম ভাগ।—মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।
দ্বিতীয় ভাগ।—নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।
তৃতীয় ভাগ।—বিশেষ স্থলের মোকদ্দমার বিধি।
চতুর্থ ভাগ।—অল্পকালীন প্রতিকারের বিধি।
পঞ্চম ভাগ।—বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।
ষষ্ঠ ভাগ।—আপীল বিষয়ক বিধি।
সপ্তম ভাগ।—হাই কোর্টের নিকট প্রশ্ন ও হাই কোর্টের পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি।
অষ্টম ভাগ।—বিচারের পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি।
নবম ভাগ।—চার্টর প্রাপ্ত হাই কোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি।
দশম ভাগ।—বিবিধ কোন২ বিষয়ের বিধি।

প্রথম ভাগ।

মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।

১ প্রথম অধ্যায়।

আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন ব্যক্তির আদালতের এলাকার বহির্ভূত না হইবার কথা।

১০ ধারা।—দেওয়ানী মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যপক্ষে কোন ব্যক্তি বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন আদালতের বিচারাধিপত্য হইতে মুক্ত হইবেন না।

বিশেষমতে নিবারিত না হইলে আদালতের দ্বারা সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।

১১ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন আদালতের কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার বাধা না হইলে, এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া দেওয়ানী ভাবের সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদালতের আধিপত্য থাকিবে।

ব্যাখ্যা ।—কোন মোকদ্দমায় সম্পত্তির কিম্বা কোন পদের স্বত্ববিষয়ক বিবাদ হইলে, যদিও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান কি ক্রিয়াকাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর ঐ স্বত্বের সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে, তথাপি তাহা দেওয়ানী ভাবের মোকদ্দমা ।

যেই মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার কথা ।

১২ ধারা । কোন মোকদ্দমায় যেবিষয় লইয়া বিবাদ হয়, যদি স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে সেই বিষয় লইয়া সেই উপকার প্রাপ্ত্যর্থে সেই ব্যক্তিদের মধ্যে, কিম্বা সেই ব্যক্তিরা কি তাঁহাদের কোন জন যাঁহাদের অধীনে দাওয়া করেন তাঁহাদের মধ্যে, অন্য মোকদ্দমা পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া তৎকালে কোন আদালতে, কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সেই উপকার করিবার ক্ষমতাপন্ন নিম্নতর কি উচ্চতর শ্রেণীর অন্য কোন আদালতে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের দ্বারা স্থাপিত ও তত্তুল্য বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট কোন আদালতে, কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর সম্মুখে উপস্থিত থাকে, তবে ২০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা স্থগিত না থাকিলে, ঐ আদালত সেই বিষয়ের সেই মোকদ্দমার বিচার করিবেন না ।

ব্যাখ্যা ।—ভিন্নদেশীয় আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলেও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতে নালিশের সেই হেতুমূলক মোকদ্দমার বিচার হইবার নিষেধ নাই ।

পূর্ব্বনিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা ।

১৩ ধারা । কোন মোকদ্দমায় কি বিবাদীয় বিষয়ে স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে যে বিষয়ের ইস্ হয়, উক্ত মোকদ্দমার কিম্বা যে মোকদ্দমায় উক্ত বিবাদীয় বিষয় উত্থিত হয় সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে সেই স্বত্বক্রমে বিবাদি সেই পক্ষদের কিম্বা তাহারা কি তন্মধ্যে কেহ যাঁহাদের অধীন দাওয়াদার সেই ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্ব্বে মোকদ্দমা হইয়া উক্ত আদালত কর্ত্তৃক সেই বিষয় শুনা গিয়া তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে, কোন আদালত ঐ মোকদ্দমার কি বিবাদীয় বিষয়ের বিচার করিবেন না ।

প্রথম ব্যাখ্যা ।—উক্ত যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, পূর্ব্ব মোকদ্দমায় এক পক্ষের সেই বিষয় ব্যক্ত করা, ও অন্য পক্ষের স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ সেই বিষয় অপহ্নব কিম্বা গ্রাহ্য করা আবশ্যক ।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্ব মোকদ্দমায় প্রতিবাদের বা অভিযোগের হেতু বলিয়া যে বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারিত কি করা উচিত ছিল, তাহা স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

তৃতীয় ব্যাখ্যা ।—আবেদনপত্রে যে উপকারের দাওয়া হয়, তাহা ডিক্রীক্রমে স্পষ্টরূপে না দেওয়া গেলে এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অস্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

চতুর্থ ব্যাখ্যা ।—আদালত আপনার নিষ্পত্তি (পুনর লোচনা না করিয়া) কোন পক্ষের প্রার্থনামতে পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা আপনার প্রবৃত্তিমতে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে না পারেন, এমত নিষ্পত্তি এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হয় । যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারে তাহাও আপীল না হওন পর্য্যন্ত এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হইতে পারে ।

পঞ্চম ব্যাখ্যা ।—কোন ব্যক্তিরা সাধারণভাবে আপনাদের ও অন্যদের পক্ষে স্বকীয় কোন স্বত্বের দাওয়া করিয়া সরল ভাবে বিবাদী হইলে ঐ স্বত্বে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে, তাঁহাদিগকেও এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ বিবাদিদের অধীন দাওয়াদার বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা ।—যদি ভিন্নদেশীয় বিচারের উপর নির্ভর হইয়া থাকে তবে সেই আদালতের এলাকা নাই ইহা কাগজপত্রদ্বারা দৃষ্ট না হইলে, নিয়মিতরূপে প্রমাণীকৃত সেই বিচারপত্র উপস্থিত করাই সেই আদালতের উপযুক্ত ক্ষমতার আনুমানিক প্রমাণ হইবে । কিন্তু এলাকা না থাকার প্রমাণ করা গেলে সেই অনুমানের নিরাকরণ হইতে পারিবে ।

যে স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচার ব্রিটিষ ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধক হইবে না তাহার কথা ।

১৪ ধারা । নিম্নলিখিত স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচারপ্রযুক্ত ব্রিটিষ ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না,

(ক) যদি ঐ বিচার মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনায় ব্যক্ত করা না যায়,

(খ) ভিন্ন২ দেশের মধ্যে পরস্পর যে ব্যবস্থা স্বীকৃত আছে সেই ব্যবস্থার, কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের, ভ্রমাত্মক মর্ম্ম ধরিয়া বিচার হইয়াছে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য দেখিলেই যদি ইহা বোধ হয়,

(গ) যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচারপত্র উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের জ্ঞানে যদি সেই বিচার স্বাভাবিক ন্যায়ের বিপরীত হইয়া থাকে,

(ঘ) যদি প্রতারণাক্রমে পাওয়া গিয়া থাকে,

(ঙ) যদি সেই বিচারে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের উল্লঙ্ঘনমূলক দাওয়ার প্রতিপোষণ হইয়া থাকে ।

---

২ দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি ।

যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে তাহার কথা ।

১৫ ধারা । অতি নিম্ন শ্রেণীর যে আদালত যে মোকদ্দমা বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদালতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে ।

বিবাদীয় বিষয় যে স্থানে থাকে সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা ।

১৬ ধারা । কোন আইনে টাকার কি অন্য বিষয়ের যে সীমা নির্দ্ধারিত থাকে তাহা প্রবল মানিয়া,

(ক) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার,

(খ) স্থাবর সম্পত্তি বণ্টন করিবার,

(গ) স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গেলে তাহা বিক্রয় কি উদ্ধার করিবার;

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তিতে অন্য কোন স্বত্ব কি স্বার্থ নির্ণয় করিবার,

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্য হেতুক হানিপূরণ পাইবার,

(চ) অস্থাবর সম্পত্তি আটক কি ক্রোক করা গেলে তাহা ফিরিয়া পাইবার,

মোকদ্দমা সম্পত্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে।

পরন্তু প্রতিবাদির দ্বারা কিম্বা তৎপক্ষে যে স্থাবর সম্পত্তি ভোগ হইতেছে তৎসম্পর্কীয় উপকার, কিম্বা ঐ সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় হওয়াতে হানিপূরণ, প্রার্থনা হইলে, যদি প্রতিবাদী আত্মামতে কর্ম্ম করিলেই প্রার্থিত উপকার সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইতে পারে, তবে ঐ সম্পত্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে হয় সেই আদালতে, না হয় প্রতিবাদী যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে যথার্থই ও স্বেচ্ছাক্রমে বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কিম্বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন সেই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "সম্পত্তি" শব্দে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সম্পত্তি বুঝাইবে।

প্রতিবাদিরা যে স্থানে বাস করেন কিম্বা নালিশ করিবার হেতু যে স্থানে উৎপন্ন হয় সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

১৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত সীমা প্রবল মানিয়া অন্য সকল মোকদ্দমা এমন কোন আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে যাহার এলাকার সীমার মধ্যে,

(ক) নালিশের হেতু উৎপন্ন হয়, অথবা

(খ) মোকদ্দমার আরম্ভ সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, অথবা

(গ) প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমার আরম্ভ সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন। কিন্তু এমত স্থলে আদালতের অনুমতি দেওয়া কিম্বা যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন কি ব্যবসায় না চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন তাঁহাদের ঐ রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ে সম্মত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথম ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তির এক স্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্তে বাসা থাকিলে, তাঁহার কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উৎপন্ন হইলে, তৎসম্পর্কে উভয় স্থানেই তাঁহার বাস হইতেছে এমত জ্ঞান হইবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—কোন সমবায়িত সমাজ কি কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত আপন একই কিম্বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে, কিম্বা অন্য স্থানে তাঁহাদের নিম্নতর কার্য্যালয় থাকিলেও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে, তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কলিকাতায় এক জন ব্যবসায়ী। বলরাম দিল্লীতে ব্যবসায় চালাইতেছেন। কলিকাতায় তাঁহার যে কর্ম্মকারক থাকেন বলরাম তাঁহার দ্বারা আনন্দের স্থানে মাল ক্রয় করিয়া তাঁহাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির হস্তে ঐ মাল অর্পণ করিতে বলেন। আনন্দ তদনুসারে কলিকাতায় ঐ মাল অর্পণ করেন। আনন্দ সেই দ্রব্যের মূল্য পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে নালিশ করিতে চাহিলে, কলিকাতায় নালিশের হেতু হওয়াতে কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে বলরাম ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া দিল্লীতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ সিমলায়, বলরাম কলিকাতায় ও চন্দ্র দিল্লীতে বাস করেন। বারাণসীতে তিন জনেরই পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। খৎ দেখাইলেই যাহার টাকা দেওয়া যাইবে বলরাম ও চন্দ্র যোড়ায় এমত এক খানি খত লিখিয়া আনন্দকে দেন। বারাণসীতে নালিশের হেতু ঘটিয়াছিল বলিয়া আনন্দ সেই স্থানে বলরামের ও চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন; আরও বলরাম কলিকাতায় ও চন্দ্র দিল্লীতে বাস করেন বলিয়া কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে নালিশ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহার প্রত্যেক স্থলে যে বাদী যে স্থানে বাস না করেন তিনি আপত্তি করিলে, আদালতের অনুমতি বিনা ঐ মোকদ্দমা সেই স্থানে চলিতে পারিবে না।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির উপর অন্যায় কার্য্য হওয়াতে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা হইলে, সেই অন্যায় কার্য্য যদি এক আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানে হইয়া থাকে ও প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানে বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কি লভ্যার্থে স্বয়ং কর্ম্ম করেন, তবে বাদী উক্ত যে আদালতে চাহেন সেই আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

ব্যক্তির কি অস্থাবর সম্পত্তির উপর অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ দিল্লীতে বাস করেন ও কলিকাতায় আসিয়া বলরামকে প্রহার করেন। বলরাম কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ দিল্লীতে বাস করিয়া কলিকাতায় বলরামের অপবাদজনক কথা প্রকাশ করেন। বলরাম কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারেন।

(গ) যে রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান কার্য্যালয় হাবড়ায় আছে আনন্দ সেই কোম্পানির রেলগাড়ীতে যাইতেছেন এমন সময়ে আলাহাবাদে পহুছিলে কোম্পানির শৈথিল্য হেতুক গাড়ী উলটিয়া পড়িলে তাঁহার হানি হইল, আনন্দ হাবড়ায় কিম্বা আলাহাবাদে কোম্পানির নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

১৯ ধারা। স্থাবর সম্পত্তি একই জিলার সীমার কিন্তু ভিন্ন২ আদালতের এলাকার মধ্যে থাকিলে, ঐ সম্পত্তির কোন অংশ যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য বিবেচনায় ঐ আদালতে সম্পূর্ণ দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারিলে, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় উপকার,

স্থাবরসম্পত্তি একই জিলার মধ্যে কিন্তু ভিন্ন২ আদালতের এলাকায় থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

কিম্বা তৎপক্ষে অন্যায় হওয়াতে হানিপূরণ প্রাপণার্থ মোকদ্দমা সেই আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলার মধ্যে থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

ঐ স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলার মধ্যে থাকিলে, সম্পত্তির কোন অংশ যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে তাহা প্রকারান্তরে মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে, সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

সকল প্রতিবাদী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। কোন মোকদ্দমা এক২ অধিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে, ও যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে প্রতিবাদী কি সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস না করেন কি কর্ম্ম না চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন এমত আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, প্রতিবাদী কিম্বা কোন প্রতিবাদী ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য ব্যক্তি দগের নামে লিখিয়া, আদালতে ঐ মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য স্থগিত করিতে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিলে পর তদনুসারে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

এবং উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরা কিছু বলিতে চাহিলে আদালত তাঁহাদের কথা শুনিলে পর, অন্য কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে ন্যায়বিচার হইবার অধিক সম্ভাবনা বোধ করিলে, একেবারে কিম্বা অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যক্তিদের কিম্বা তাঁহাদের মধ্য কোন২ ব্যক্তির যত খরচ হইয়াছে তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ স্থলে, বাদী নিবেদন করিলে আদালত আবেদনপত্রের পৃষ্ঠে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিবার আজ্ঞা লেখাইয়া তাহা ফিরাইয়া দিবেন।

প্রার্থনা যে সময়ে করিতে হইবে তাহার কথা।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক প্রার্থনা মোকদ্দমার প্রথম যোগে সাধ্যমতে ত্বরায়, ও সকলস্থলে ইস্যু নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে করিতে হইবে। কোন প্রতিবাদী তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ে সম্মত আছেন এমত জ্ঞান হইবে।

অন্য আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালতের ফী জমা হইবার কথা।

২১ ধারা। আদালত ২০ ধারামতে মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিলে, ও বাদী অন্য আদালতে মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করিলে, যদি পূর্ব্ব আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ সময়ে উপযুক্ত ফী আদায় হওয়া থাকে ও ঐ আদালত আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিয়া থাকেন, তবে ঐ অন্য আদালতে আবেদনপত্রের উপর আদালতের ফী লাগিবে না।

যেং আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহা একই আপীল আদালতের অধীন হইলে, কার্য্য প্রণালীর কথা।

২২ ধারা। মোকদ্দমা এক২ অধিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে ও সেই সকল আদালত একই আপীল আদালতের অধীন থাকিলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া, অন্য আদালতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্যে ঐ আপীল আদালতে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন; এবং মোকদ্দমার অন্য কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ের কোন কথা জানাইতে চাহিলে আপীল আদালত তাঁহাদের কথা শুনিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে ইহা নির্ণয় করিবেন।

তদ্রূপে অধীন না থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩ ধারা। সেই সকল আদালত ভিন্ন২ আপীল আদালতের, কিন্তু একই হাই কোর্টের অধীন হইলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য আদালতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্যে ঐ হাই কোর্টে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ঐ মোকদ্দমা জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে ও মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি উপস্থিত করিলে, উক্ত আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকে, সেই আদালতের দ্বারা সেই আপত্তির সহিত ঐ প্রার্থনাপত্র, হাই কোর্টে অর্পণ করা যাইবে। অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে, ঐ হাই কোর্ট সেই আপত্তি বিবেচনা করিবার পর, বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে ইহা নির্ণয় করিবেন।

ভিন্ন২ হাই কোর্টের অধীন থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪ ধারা। উক্ত সকল আদালত ভিন্ন২ হাই কোর্টের অধীন থাকিলে কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমাসংক্রান্ত অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া, মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা গেল তাহা যে হাই কোর্টের এলাকার মধ্যে থাকে, সেই হাই কোর্টে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা যদি জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকে, তবে অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে ঐ আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকে সেই আদালতের দ্বারা সেই আপত্তির সহিত ঐ প্রার্থনাপত্র অর্পণ করা যাইবে।

ও মোকদ্দমাসংক্রান্ত অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে, উক্ত হাই কোর্ট সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নানা আদালতের মধ্যে কোন্ আদালতে মোকদ্দমা চলিবে তাহা নির্ণয় করিবেন।

২৫ ধারা। মোকদ্দমা হাই কোর্টের কিম্বা জিলার আদালতের অধীন প্রথমস্থলীয় কোন আদালতে কিম্বা আপীল আদালতের উপস্থিত করা গেলে, ঐ হাই কোর্ট কিম্বা স্থল বিশেষে জিলার আদালত মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনাপত্র পাইলে উভয় পক্ষের ব্যক্তিদিগকে নোটিস দিয়া, উঁহাদের কোন ব্যক্তির আর কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা শুনিলে পর কিম্বা নোটিস না দিয়া আপনার প্রবৃত্তিমতে, ঐ মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিয়া আপনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমার ভার ও বিবাদীয় যত টাকা কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের যে মূল্য হয় তাহা বিবেচনা করিয়া অন্য যে অধীন আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদালতে বিচার হইবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা পাঠাইতে পারিবেন।

এক আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া অন্য আদালতে পাঠাইবার কথা।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে, আডিশ্যনল ও আসিস্টাণ্ট জজদের আদালত জিলার আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারামতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া গেলে, যে আদালত তাহার বিচার করেন, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে সেই আদালতও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

উভয় পক্ষ ও উঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনাকরণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

২৬ ধারা। যে উপকারের দাওয়া হয়, নালিশের একই হেতু ধরিয়া সেই উপকার প্রাপণার্থে যে সকল ব্যক্তির প্রতি এক যোগে কি পৃথকরূপে কি অনুকল্পে স্বত্ব বর্ত্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহারা সকলেই বাদিস্বরূপ সংযুক্ত হইতে পারিবেন। ও তদ্রূপ বাদিদের মধ্যে যে এক কি কএক জনকে ঐ উপকার প্রাপণের স্বত্ববান বলিয়া দেখা যায়, তিনি কি তাঁহারা যে উপকারের স্বত্ববান হন, সংশোধন না করিয়া তাঁহার কি তাঁহাদের পক্ষে সেই উপকার পাইবার ডিক্রী হইতে পারিবে। কিন্তু উপকার পাইবার স্বত্ববান নহেন বলিয়া যাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহাকে বাদিস্বরূপ সংযোগ করা প্রযুক্ত প্রতিবাদির যে খরচা লাগে, আদালত মোকদ্দমার খরচা নিষ্পত্তি করণসময়ে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, প্রতিবাদী পরাজিত হইলেও সেই খরচা ফিরিয়া পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

যে ব্যক্তিদিগকে বাদীস্বরূপ সংযুক্ত করা যাইতে পারে তাঁহাদের কথা।

২৭ ধারা। যিনি প্রকৃত বাদী নহেন তাঁহার নাম ধরিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, কিম্বা প্রকৃত বাদির নাম ধরিয়া উপস্থিত করা গেল কি না এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে, সরলভাবে ভ্রান্তি হইয়া মোকদ্দমা তদ্রূপে উপস্থিত করা গিয়াছে এবং বিবাদীয় প্রকৃত বিষয়টি নির্ণয় করিবার জন্যে বাদির কি বাদিদের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের নাম লেখা, কিম্বা বাদিস্বরূপ অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে সংযোগ করা আবশ্যক আদালত ইহা জ্ঞানমতে জানিলে, যে নিয়মে ন্যায্য বোধ করেন সেই নিয়মে তাহা করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি নালিশ করেন তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির নাম লেখাইতে কিম্বা তাঁহার সঙ্গে অন্য ব্যক্তিকে সংযোগ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২৮ ধারা। একই বিষয় ধরিয়া এক যোগে কি স্বতন্ত্র ভাবে কি অনুকল্পে যে ব্যক্তিদের বিপক্ষে কোন উপকার পাইবার স্বত্ব বর্ত্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহাদের সকলকেই প্রতিবাদী বলিয়া সংযোগ করা যাইতে পারিবে। এবং প্রতিবাদিদের মধ্যে যে এক কি কএক জনকে দায়ী বলিয়া দেখা যায়, সংশোধন না করিয়া প্রত্যেকের দায়ানুসারে তাঁহার কি তাঁহাদের বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারিবে।

যাঁহাদিগকে প্রতিবাদিস্বরূপ সংযোগ করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা।

২৯ ধারা। বিল অফ একসচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি খতের উভয় পক্ষস্থ যাঁহারা কোন এক চুক্তিক্রমে স্বতন্ত্র কিম্বা একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হন বাদী স্বেচ্ছামতে তাঁহাদের সকলকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তিদিগকে একই মোকদ্দমার এক পক্ষস্বরূপ সংযোগ করিতে পারিবেন।

একই চুক্তিতে যে ব্যক্তিরা দায়ী হন তাঁহাদিগকে সংযোগ করণের কথা।

৩০ ধারা। একই মোকদ্দমায় অনেক লোকের সমান স্বার্থ থাকিলে, আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের এক কি কএক জন তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত সকল ব্যক্তির পক্ষে নালিশ করিতে পারিবেন ও তাঁহার কি তাঁহাদের নামে নালিশ হইতে পারিবে ও তিনি কি তাঁহারা ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদ করিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ স্থলে আদালত বাদির খরচে উক্ত সকল ব্যক্তির উপর অর্থাৎ যে স্থলে যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদনুসারে প্রত্যেক জনের উপর নোটিস জারী করিয়া, কিম্বা অনেক লোক থাকা প্রযুক্ত কি অন্য কারণে তাহা করিতে না পারিলে, ইশতিহার প্রকাশ করিয়া, ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার নোটিস দিবেন।

সমান স্বার্থ বিশিষ্ট সকল ব্যক্তির পক্ষে একই ব্যক্তির বাদ কি প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতার কথা।

৩১ ধারা। কোন পক্ষের মধ্যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা ব্যর্থ হইবে না। আদালত প্রত্যেক মোকদ্দমায় আপনার সম্মুখে প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত ব্যক্তিদের স্বত্ব ও স্বার্থ লক্ষ করিয়া বিবাদীয় বিষয় সম্পর্কীয় কার্য্য করিতে পারিবেন।

অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা।

বাদিরা নালিশের ভিন্ন২ হেতু ধরিয়া যে একত্র হইতে পারেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

কোন পক্ষের কোন ব্যক্তিদিগকে আদালতের ছাড়িয়া দিতে কি সংযোগ করিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে, আদালত প্রথম শ্রবণের সময়ে না তৎপূর্ব্বে, ও যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া অনুপযুক্তমতে সংযোগ করা ব্যক্তির নাম উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন;

ও আদালত কোন সময়ে উক্ত প্রকারের প্রার্থনা পাইলে কি না পাইলেও, যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, কোন বাদিকে প্রতিবাদী কিম্বা কোন প্রতিবাদিকে বাদী করিবার ও বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম সংযোগ করা উচিত, কিম্বা মোকদ্দমার মধ্যে যে সকল বিষয় থাকে ফলোপযোগি ও সম্পূর্ণরূপে তাহার বিচার ও নির্ণয় করণার্থে যে ব্যক্তির আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাঁহার নাম সংযোগ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি সম্মত না হইলে বাদী কি আসমবন্ধু বলিয়া তাহার নাম সংযোগ করিতে না হইবার কথা।

কোন ব্যক্তি আপনি সম্মত না হইলে, বাদী কিম্বা বাদির আসম বন্ধু বলিয়া তাঁহার নাম সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে না।

৩০ ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা কি যাহার প্রতিবাদ করা যায় তাহার পক্ষের কথা।

৩০ ধারামতে কোন ব্যক্তির পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করা কি মোকদ্দমার প্রতিবাদ করা গেলে, তিনি আপনারেই ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ করণার্থে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

যে প্রতিবাদির নাম সংযোগ করা যায় তাঁহার নামে সমন দিতে হইবার কথা।

প্রতিবাদী বলিয়া যাঁহাদের নাম উক্ত প্রকারে সংযোগ করা যায়, তাঁহাদের নামে নিম্নলিখিত প্রকারে সমন দিতে হইবে, ও ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের ২২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া সেই সমন যে সময়ে জারী করা যায় কেবল সেই সময়াবধি তাঁহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য আরম্ভ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

মোকদ্দমা চালাইবার কথা।

আদালত যে বাদীকে উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রতি মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্য অর্পন করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদির নাম সংযোগ হইলে বাদির আবেদনপত্র সংশোধন করিতে হইবার কথা।

৩৩ ধারা। কোন প্রতিবাদিকে সংযোগ করা গেলে যদি আবেদনপত্র তৎপূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকে তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ঐ আবেদনপত্র আবশ্যকমতে সংশোধন করা যাইবে ও নূতন প্রতিবাদিকে ও প্রথম প্রতিবাদিদিগকে সমনের সংশোধিত নকল দিতে হইবে।

সংযোগ না করণ কিম্বা অনুপযুক্তমতে সংযোগকরণ বিষয়ে আপত্তি করণের সময়ের কথা।

৩৪ ধারা। সহবাদি কি সহপ্রতিবাদিস্বরূপ যাঁহাদিগকে সংযোগ করা উচিত তাঁহাদিগকে সংযোগ করা যায় নাই কিম্বা মোকদ্দমায় যাঁহাদের স্বার্থ নাই কিম্বা যাঁহাদিগকে সংযোগ করা উচিত নয় তাঁহাদিগকে সংযোগ করা হইয়াছে বলিয়া কোন আপত্তি থাকিলে, মোকদ্দমার প্রথম যোগে সাধ্যমতে ত্বরায় ও সর্ব্বস্থলে প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে তাহা জানাইতে হইবে। তৎকালে কোন আপত্তি করা না গেলে, প্রতিবাদী সেই আপত্তি উপেক্ষা করিলেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

অনেক বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে এক কি কয়েক জনের অন্যকে কি অন্যদিগকে আপনার পক্ষে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিবার কথা।

৩৫ ধারা। দুই কি তদধিক জন বাদী থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তি এই আইনমতে আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে আপনার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার বা উত্তর দিবার বা কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন। দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তি ও তদ্রূপে অন্য এক কি কএক জনকে আপনার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার বা উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উত্তর দিবার কি কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া ও স্বাক্ষর করা গেলে গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

ঐ ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও যে ব্যক্তি দেন তিনিই সেই ক্ষমতাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

স্বীকৃত মোক্তার ও উকীল বিষয়ক কথা।

নিজে কিম্বা স্বীকৃত মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত প্রভৃতি হইতে পারিবার কথা।

৩৬ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তৎক্রমে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, কোন আদালতে আইন অনুসারে মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের উপস্থিত হইবার কি প্রার্থনাপত্র দিবার কি কার্য্য করিবার আদেশ বা ক্ষমতা থাকিলে, ঐ পক্ষ আপনি কিম্বা আপনার স্বীকৃত মোক্তারদ্বারা কিম্বা আপনার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে নিয়মমতে নিযুক্ত উকীলদ্বারা উপস্থিত হইতে কি ঐ প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু আদালত আজ্ঞা করিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে।

স্বীকৃত মোক্তারদের কথা।

৩৭ ধারা। নিম্নলিখিত স্বীকৃত মোক্তারেরা কোন পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে ও কার্য্য করিতে পারিবেন। অর্থাৎ,

আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানবাসিদের মোক্তারনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

(ক) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহারা সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে তাঁহাদের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র

[illegible]
প্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

(খ) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে যেং মোক্তার নিয়মমতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া মোক্তারেরা আইনমতে যেং কার্য্য করিতে পারেন মওক্কেলদের পক্ষে সেইং কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক খাস মোক্তারনামা পান তাঁহারা।

সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত মোক্তার।

(গ) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে হইবে সেই সীমার মধ্যে বাস না করাতে তাঁহাদের নিমিত্ত অন্য কোন মোক্তার উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে ও কার্য্য করিতে স্পষ্ট ক্ষমতা না পাইলে, যে ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিমিত্ত ও তাঁহাদের নামে বাণিজ্য কি ব্যবসায়াদি করেন, কেবল সেই বাণিজ্য কি ব্যবসায় সম্পর্কীয় বিষয়ে সেই ব্যক্তিরা।

আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানবাসিদের নিমিত্ত যাঁহারা ব্যবসায়াদি চালান তাঁহারা।

এইক্ষণে যেং প্রদেশে কর্তৃত্বকার্য্য পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের এবং অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের শ্রীযুত প্রধান কমিশানর সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে এই ধারার উপরিভাগের বেক্ত কথা সেইং প্রদেশে বর্ত্তিবে না। সেইং প্রদেশে মোকদ্দমার কোন পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হওনের ও প্রার্থনা করণের ও অন্য কার্য্য করণের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তিদিগকে নিরূপণ করেন, তাঁহারাই ঐং কার্য্যপক্ষে ঐং পক্ষের স্বীকৃত মোক্তার হইবেন।

পঞ্জাব ও অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের স্বীকৃত মোক্তারদের কথা।

৩৮ ধারা। মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের স্বীকৃত মোক্তারের উপর পরওয়ানা জারী করা গেলে, আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে নিজ সেই পক্ষের উপর জারী করণের ন্যায় ফলবৎ হইবে।

স্বীকৃত মোক্তারের উপর পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

এই আইনে মোকদ্দমার কোন পক্ষের উপর পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ে যেং বিধান আছে, তাঁহার স্বীকৃত মোক্তারের উপর পরওয়ানা জারী করণের প্রতি সেইং বিধান বর্ত্তিবে।

৩৯ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিবার কি কার্য্য করিবার নিমিত্ত উকীল নিযুক্ত হইলে, সেই নিয়োগপত্র লিখিয়া দেওয়া ও আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

উকীল নিযুক্ত করিবার কথা।

তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে পর, যত দিন আদালতের অনুমতিক্রমে সেই মওক্কেলের স্বাক্ষরিত পত্রদ্বারা রহিত না করা যায়, ও সেই পত্রও আদালতে না গাঁথা যায়, কিম্বা যত দিন মওক্কেল কি উকীল না মরেন, কিম্বা মওক্কেলের পক্ষে মোকদ্দমাঘটিত সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত না হয়, তত দিন ঐং নিয়োগপত্র প্রবল আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রাজকীয় আজ্ঞা দ্বারা স্থাপিত কোন হাই কোর্টের আডবোকেটকে ঐ কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক কোন দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ দেওয়া যাইবে না।

৪০ ধারা। মোকদ্দমা কি আপীল সম্পর্কীয় পরওয়ানা কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিমিত্ত হউক বা নাই হউক, সেই পক্ষের উকীলের উপর জারী করা গেলে কিম্বা তাঁহার কার্য্যালয়ে কি নিয়ত বাসস্থানে রাখিয়া আসা গেলে, উকীল যে পক্ষের প্রতিনিধি হন ঐ পরওয়ানা নিয়মমতে যে তাঁহাকেই দেওয়া গেল ও জ্ঞাত করা গেল এমত অনুমান হইবে, ও আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, মোকদ্দমা কি আপীলসংক্রান্ত সকল কার্য্যপক্ষে ঐ পরওয়ানা নিজ সেই পক্ষকে দেওয়া গেলে কি তাঁহার উপর জারী হইলে যেরূপ ফলবৎ হইত সেইরূপ হইবে।

উকীলের উপর পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৪১ ধারা। ৩৭ ধারার যে স্বীকৃত মোক্তারের কথা আছে তদ্ভিন্ন আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানবাসি কোন ব্যক্তিকে পরওয়ানা গ্রহণ করিবার মোক্তারস্বরূপ নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে।

মোক্তারের পরওয়ানা গ্রহণ করিবার কথা।

সেই নিয়োগপত্র বিশেষ কি সাধারণ হইতে পারিবে ও লিখিত হইয়া মুখ্য ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষর করা যাইবে, ও সেই আসল নিয়োগপত্র, কিম্বা নিয়োগপত্র সাধারণ হইলে তাহার নিয়মিত সাক্ষ্যযুক্ত নকল, আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

তাঁহার নিয়োগপত্র লিখিত হইয়া আদালতে অর্পণ করিবার কথা।

---

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

৪২ ধারা। যত দূর হইতে পারে প্রত্যেক মোকদ্দমা এমত আকারে করিতে হইবে যেন তাহাতে বিবাদীয় সমুদয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার মূল থাকে, ও তদ্বিষয়ের আর বিবাদ হইতে না পারে।

মোকদ্দমা যে আকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৩ ধারা। নালিশের হেতু সম্পর্কে বাদির যে দাওয়া করিবার অধিকার থাকে, প্রত্যেক মোকদ্দমার মধ্যে সেই সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু বাদী কোন বিশেষ আদালতের এলাকার মধ্যে মোকদ্দমা আনাইবার জন্যে আপনার দাওয়ার কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমার মধ্যে সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিবার কথা।

বাদী আপনার দাওয়ার কোন অংশ পাইবার প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিলে, পশ্চাৎ সেই ছাড়া কি ত্যক্ত অংশের সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

দাওয়ার একাংশ ত্যাগের কথা।

কোন ব্যক্তি একই নালিশের হেতুর উপলক্ষে দুই কি তদধিক প্রকারের প্রতিকার পাইবার অধিকারী হইলে, সেই সকল কিম্বা তন্মধ্যে কোন২ প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবেন কিন্তু প্রথমবার শ্রবণ হইবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না লইয়া যদি পূর্ব্বোক্ত প্রতিকারের মধ্যে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করেন, তবে পশ্চাৎ সেই ত্যক্ত প্রতিকার প্রার্থনা করিবেন না।

অনেক প্রতিকারের মধ্যে একটি প্রার্থনা করিতে ত্রুটি হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে কোন নিয়ম ও তাহা পালন করিবার আনুষঙ্গিক প্রতিভূপত্র একই নালিশের হেতু বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে বৎসর ১২০০ টাকায় ঘর ভাড়া দেন। ১৮৮১ ও ১৮৮২ পূরা দুই সালের ভাড়া বাকী পড়িলেও দেওয়া যায় নাই। আনন্দ কেবল ১৮৮২ সালের ভাড়ার নিমিত্ত বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎ বলরামের নামে ১৮৮১ সালের ভাড়ার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

৪৪ ধারা। ক বিধি।—আদালতের অনুমতি না হইলে, স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার কিম্বা স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বনির্ণায়ক আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমার সহিত নিম্নলিখিত দাওয়া ভিন্ন নালিশের কোন হেতু সংযোগ করা যাইবে না।

ভূমি পাইবার মোকদ্দমার সহিত কোন২ দাওয়ামাত্র সংযোগ করিবার কথা।

(ক) ঐ দাওয়া করা সম্পত্তি সংক্রান্ত ওয়াসিলাতের কিম্বা বাকী খাজানার উপলক্ষে দাওয়া, ও

(খ) সেই সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ যে চুক্তিক্রমে ভোগ হইতেছে সেই চুক্তি ভঙ্গ হেতুক হানি পূরণের দাওয়া, ও

(গ) বন্ধকক্রমে বন্ধকগ্রহীতার প্রতিকারের মধ্যে কোন প্রতিকার প্রবল করণের দাওয়া।

খ বিধি।—অছি কিম্বা ধনাধ্যক্ষ কিম্বা উত্তরাধিকারিস্বরূপ কোন ব্যক্তি যে দাওয়া করেন, কিম্বা তাঁহার বিরুদ্ধে যে দাওয়া উপস্থিত করা যায়, তৎসহিত তাঁহার নিজের দাওয়ার কিম্বা নিজ তাঁহার বিরুদ্ধ দাওয়ার সংযোগ করা যাইবে না, কিন্তু যে সম্পত্তির উপলক্ষে বাদী কি প্রতিবাদী অছি কিম্বা ধনাধ্যক্ষ কিম্বা উত্তরাধিকারিস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিম্বা তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁহার নিজ দাওয়া কিম্বা নিজ তাঁহার বিরুদ্ধ দাওয়া উত্থিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইলে, কিম্বা তিনি যাহার স্থলাভিষিক্ত সেই মৃত ব্যক্তির সহিত সংস্পৃষ্টভাবে তাঁহার অধিকার কি দায় যাহাতে হয় এরূপ দাওয়া হইলে, সংযোগ হইতে পারিবে।

অছির বা ধনাধ্যক্ষের বা উত্তরাধিকারির বা তদ্বিরুদ্ধ দাওয়ার কথা।

৪৫ ধারা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ও ৪৪ ধারার বিধি প্রবল মানিয়া বাদী একই প্রতিবাদির বিরুদ্ধে কি একই প্রতিবাদিদের বিরুদ্ধে সংস্পৃষ্টভাবে একই মোকদ্দমায় নালিশের নানা হেতু সংযোগ করিতে পারিবেন, এবং বাদিদের যাহাতে সংস্পৃষ্টভাবে স্বার্থ আছে একই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কি একই প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে সংস্পৃষ্টভাবে বাদিদের নালিশের এরূপ নানা হেতু থাকিলে, তাঁহারা একই মোকদ্দমায় নালিশের সেই২ হেতু সংযোগ করিতে পারিবেন।

নালিশের নানা হেতু বাদির সংযোগ করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু নালিশের তদ্রূপ কোন২ হেতুর একত্র বিচার কি নিষ্পত্তি সুবিধামতে হইতে পারে না, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে কোন সময়ে আপনার প্রবৃত্তি কিম্বা কোন প্রতিবাদির প্রার্থনাক্রমে কিম্বা পক্ষেরা সম্মত হইলে পর মোকদ্দমা চলিবার অন্য কোন সময়ে, নালিশের তদ্রূপ কোন হেতুর স্বতন্ত্র বিচার করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার স্বতন্ত্র নিষ্পত্তি করিবার জন্যে যে আজ্ঞা আবশ্যক কি বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

আদালতের পৃথক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

নালিশের নানা হেতু সংযুক্ত হইলে, এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমতে আজ্ঞা করা গেলে বা না গেলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের তারিখে বিবাদীয় বিষয় সমগ্র যত টাকা কি যত মূল্যের হয় তদনুসারে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে আদালতের এলাকা নির্ণয় হইবে।

৪৬ ধারা। বাদী একই মোকদ্দমায় নালিশের যে নানা হেতু সংযোগ করেন একই মোকদ্দমায় সুবিধামতে তাহার নিষ্পত্তি হইতে পারিবে না, কোন প্রতিবাদী ইহা কহিয়া একই মোকদ্দমায় নালিশের যে২ হেতুর সুবিধামতে নিষ্পত্তি হইতে পারে কেবল সেই২ হেতুর মোকদ্দমা হওনার্থে, প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে, কিম্বা ইস্যু নিরূপণ হইয়া থাকিলে কোন সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমার সীমা সঙ্কোচার্থে প্রতিবাদির প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৪৭ ধারা। নালিশের সেই২ হেতুর ভাব বিবেচনায় একই মোকদ্দমায় সুবিধামতে সকল হেতুর নিষ্পত্তি হইতে পারে না, উক্ত প্রার্থনাপত্র শুনিয়া আদালতের এরূপ প্রতীতি হইলে, আদালত নালিশের উক্ত কোন হেতু ত্যাগ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও তদনুসারে আবেদনপত্র সংশোধন করিবার আদেশ করিয়া, খরচার বিষয়ে যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন।

প্রার্থনাপত্র শুনিয়া আদালতের কোন২ হেতু ত্যাগ করিয়া সংশোধন করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

এই ধারামতে যে সংশোধন করা যায় তাহাতে বিচারপতি সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন।

---

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৪৮ ধারা। আদালতে, কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে আদালত যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে, আবেদনপত্র দিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে।

আবেদনপত্র দ্বারা মোকদ্দমা হইবার কথা।

[illegible] আদালতের চলিত ভাষায় [illegible] করিয়া লিখিতে হইবে; কিন্তু ইঙ্গরেজি ভাষা আদালতের চলিত ভাষা না হইলে আদালতের অনুমতি লইয়া আবেদনপত্র ইঙ্গরেজি ভাষায় লেখা যাইতে পারিবে, পরন্তু তদ্রূপ স্থলে প্রতিবাদী প্রার্থনা করিলে, আবেদনপত্র আদালতের চলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আদালতে অর্পণ করা যাইবে।

আবেদনপত্র যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৫০ ধারা। আবেদনপত্রে এইং বৃত্তান্ত লেখা থাকিবে—

আবেদনপত্রে যেং বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

(ক) মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের নাম।

(খ) বাদির নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান।

(গ) প্রতিবাদির নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান যত দূর জানা যাইতে পারে তাহা।

(ঘ) যেং ঘটনা লইয়া নালিশের হেতু হয় তাহার স্পষ্ট ও সংক্ষেপ বর্ণনা ও যে সময়ে যে স্থানে হেতু ঘটিয়াছিল তাহা।

(ঙ) বাদী যে উপকারের দাওয়া করেন তাহার প্রার্থনা।

(চ) বাদী আপন দাওয়া হইতে প্রতিবাদির কোন দাওয়া বাদ দিবার অনুমতি দিলে, কিম্বা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে, যত টাকা বাদ দিলেন কি ত্যাগ করিলেন তাহা।

বাদী টাকা পাইবা প্রার্থনা করিলে ঠিক কত টাকা পাইবেন, বিষয় বিবেচনায় ইহা যত দূর জানাইতে পারা যায়, আবেদনপত্রে তত দূর জানাইতে হইবে।

টাকার নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমার কথা।

ওয়াসিলাত পাইবার মোকদ্দমায়, এবং বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি না হইয়া থাকিলে সেই হিসাব লইয়া বাদির যত টাকা পাওনা দেখা যায় তাহা পাইবার মোকদ্দমায়, যত টাকার প্রার্থনা হয় আবেদনপত্রে তাহা মোটামোটি ধরিলেই চলিবে।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ নালিশ করিলে বিবাদীয় বিষয়ে তাঁহার যথার্থই স্বার্থ আছে আবেদনপত্রে কেবল ইহাই প্রকাশ থাকিবে না, তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার পূর্ব্বে তাঁহার যেং কর্ম্ম করা আবশ্যক, তাহা করিয়াছেন ইহাও দেখাইতে হইবে।

বাদী স্থলাভিষিক্তস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের নিযুক্ত অছি বলিয়া আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ বলরামের উইলে, প্রমাণ যে করিয়াছেন আবেদনপত্রে ইহাও লিখিতে হইবে।

(খ) চন্দ্রের ধর্ম্মাধ্যক্ষস্বরূপ আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ চন্দ্রের ধর্ম্মাধ্যক্ষতাপত্র যে লইয়াছেন, আবেদনপত্রে এই কথাও লিখিতে হইবে।

(গ) [illegible] নাবালক মুসলমান ব্যক্তিদের অভিভাবক বলিয়া আনন্দ যে মকদ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু অন্য মুসলমানদের শরা ও আচারমতে তাহার অভিভাবক নহেন। অতএব তিনি বিশেষমতে দিওয়ানের অভিভাবকস্বরূপ যে নিযুক্ত হইয়াছেন আবেদনপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

বিবাদীয় বিষয়ে প্রতিবাদির স্বার্থ আছে কিম্বা তিনি স্বার্থের দাওয়া রাখেন, এবং বাদির দাওয়ার উত্তর দিবার জন্যে তাঁহার প্রতি আদেশ হইতে পারে, আবেদনপত্রে ইহা দেখাইতে হইবে।

প্রতিবাদির স্বার্থ ও দায় দেখাইতে হইবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে অছি নিযুক্ত করিয়া ও চন্দ্রকে আপনার উইল অনুসারে ধনের অধিকারী করিয়া, ও দিননাথকে খাতক রাখিয়া মরিলেন। চন্দ্র উইলক্রমে প্রাপ্য ধন পাইবার নিমিত্তে দিননাথের ঋণ শোধ করাইবার জন্যে তাঁহার নামে নালিশ করেন। বলরাম যে দিননাথের নামে নালিশ করিলেন না ইহার কারণ নাই, কিম্বা প্রতারণা করিয়া চন্দ্রের প্রাপ্য হরণের জন্য বলরাম ও দিননাথ যোগ করিয়াছেন, আবেদনপত্রে এই কথা, কিম্বা অন্য যে ঘটনা প্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট দিননাথ দায়ী হইলেন তাহা দেখাইতে হইবে।

কোন আইনদ্বারা সামান্যতঃ মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার যে মিয়াদ দেওয়া যায়, যদি নালিশের হেতু উৎপত্তি হওয়ার পর সেই মিয়াদ গত হইয়া থাকে, তবে যে কারণে ঐ আইনের বিধানহইতে মুক্তি পাইবার দাওয়া থাকে আবেদনপত্রে তাহা দেখাইতে হইবে।

মিয়াদের আইনহইতে মুক্ত হওয়ার হেতু দেখাইবার কথা।

৫১ ধারা। বাদী, ও তাঁহার উকীল থাকিলে তিনিও আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, এবং নিম্নভাগে বাদী, কিম্বা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অন্য যে ব্যক্তির সুবিদিত থাকার প্রমাণ আদালতের সন্তোষমতে করা যায় তিনি, সত্যপাঠ লিখিবেন।

আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠ লিখিবার কথা।

পরন্তু বাদী উপস্থিত না থাকায় কি অন্য বিশিষ্ট কারণে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিতে না পারিলে, তাঁহার স্থানে এতদর্থে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। সত্যপাঠের কথার মর্ম্ম এই, যে ব্যক্তি তাহা ব্যক্ত করেন তিনি আপন জ্ঞানানুসারে তাহা সত্য বলিয়া জানেন, ও অন্যের নিকট সন্ধান পাইয়া যাহা বিশ্বাস পূর্ব্বক ব্যক্ত করেন তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।

সত্যপাঠের মর্ম্মের কথা।

যে ব্যক্তি সত্যপাঠের কথা ব্যক্ত করেন তিনি ঐ কথায় স্বাক্ষর করিবেন।

সত্যপাঠের কথায় স্বাক্ষর করণের ও সাক্ষির স্বাক্ষর করণের কথা।

আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইতে কিম্বা সংশোধন করিবার জন্যে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে কিম্বা সংশোধন করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৫৩ ধারা। নিম্নলিখিত কোন স্থলে আদালতের বিবেচনামতে ও মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইতে পারিবে, কিম্বা আদালতের নিরূপিত কোন সময়ের মধ্যে সংশোধন করাইয়া দিবার জন্যে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিম্বা সংশোধন করিবার নিমিত্ত যে খরচ লাগিবে আদালত সেই খরচ দিবার যে নিয়ম বিহিত বোধ করেন সেই নিয়ম মানিয়া তাহা তৎকালে তৎস্থানেই সংশোধন করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে আবেদনপত্রের মধ্যে যে সকল বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া লেখা কর্ত্তব্য, তাহা শুদ্ধরূপে ও অতিরিক্ত কথা বিনা লেখা না গেলে, কিম্বা

(খ) তদ্রূপে যেং বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ থাকে তদ্ভিন্ন কোন বৃত্তান্ত লেখা থাকিলে, কিম্বা

(গ) পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে তাহাতে স্বাক্ষর করা না গেলে, ও সত্যপাঠের কথা লেখা না গেলে, কিম্বা

(ঘ) তন্মধ্যে নালিশের হেতু প্রকাশ না থাকিলে, কিম্বা

(ঙ) ৪২ ধারানুসারে লেখা না হইলে, কিম্বা

(চ) যাঁহাদিগকে পক্ষদের মধ্যে সংযোগ করা উচিত তাঁহাদিগকে সংযোগ না করাতে, বা যাঁহাদিগকে সংযোগ করা উচিত নয় তাঁহাদিগকে সংযোগ করাতে কিম্বা নালিশের যেং হেতু একই মোকদ্দমায় সংযোগ করা উচিত নয় বাদী এমত নালিশের হেতু সংযোগ করাতে, আবেদনপত্র উপযুক্তমতে লেখা না হইলে।

উপবিধি।

কিন্তু এক প্রকারের মোকদ্দমার পরিবর্ত্তে যাহাতে অন্য প্রকারের ও অসঙ্গত ভাবের মোকদ্দমা হইয়া উঠে আবেদনপত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে না।

সংশোধিত কথায় সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করণের কথা।

আবেদনপত্র সংশোধন করা গেলে বিচারপতি সংশোধিত কথায় সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন।

আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইবে তাহার কথা।

৫৪ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইবে,—

(ক) যে উপকার প্রার্থনা হয় তাহার ন্যূন মূল্য ধরা গেলে, এবং আদালত সময় নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ মূল্য শুদ্ধ করিয়া লিখিতে আদেশ করিলেও বাদী তাহা না করিলে।

(খ) যে উপকারের প্রার্থনা হয় তাহার উপযুক্ত মূল্য ধরা গেলেও আবেদনপত্র ন্যূনমূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা থাকিলে, এবং আদালত সময় নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজ দিতে আদেশ করিলেও বাদী তাহা না দিলে।

(গ) আইনের কোন স্পষ্ট বিধানক্রমে মোকদ্দমা করিবার বাধা আছে, আবেদনপত্রলিখিত বর্ণনাদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে।

(ঘ) আবেদনপত্র আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবার জন্যে ফিরাইয়া দেওয়া গেলে, সেই সময়ের মধ্যে সংশোধন করা না গেলে।

আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৫ ধারা। আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা গেলে, বিচারপতি আপন হাতে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা ও সেই আজ্ঞা করিবার কারণ লিখিয়া দিবেন।

যে স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা না থাকে তাহার কথা।

৫৬ ধারা। পূর্ব্বোল্লিখিত কোন কারণে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও কেবল তৎপ্রযুক্ত নালিশের সেই হেতু ধরিয়া, বাদির নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না।

উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার নিমিত্তে আবেদনপত্র যে স্থলে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে আবেদনপত্র উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার জন্যে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে,—

(ক) মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত থাকিতেও, কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে আইন দ্বারা ইহা স্বেচ্ছামতে মনোনীত করিবার অনুমতি না থাকিলে, যে আদালতের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে তদপেক্ষা নিম্ন কিম্বা উচ্চ শ্রেণীর আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে।

(খ) স্থাবর সম্পত্তির যে মোকদ্দমা ১৬ ধারার উপবিধির মধ্যে না আইসে, এরূপ মোকদ্দমায় আবেদনপত্র যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ নাই দৃষ্ট হইলে।

(গ) অন্য কোন স্থলে সেই এলাকার সীমার মধ্যে নালিশের হেতু ঘটে নাই, এবং প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তি তথায় বাস করেন না বা ব্যবসায় চালান না কিম্বা লভ্যের নিমিত্ত নিজে কর্ম্ম করেন না দৃষ্ট হইলে।

আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবার সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবার সময়ে, বিচারপতি ঐ পত্রের পৃষ্ঠে তাহা উপস্থিত করিবার ও ফিরাইয়া দিবার তারিখ, ও যে ব্যক্তি উপস্থিত করেন তাঁহার নাম, ও তাহা ফিরাইয়া দিবার কারণের সংক্ষেপ লিপি স্বহস্তে লিখিবেন।

আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৮ ধারা। বাদী আবেদনপত্রের সঙ্গে কোন দলীল উপস্থিত করাইলে ঐ আবেদনপত্রের পৃষ্ঠে সেই দলীলের স্মারকলিপি লেখাইবেন কিম্বা আবেদনপত্রের সঙ্গে তাহা সংযোগ করিয়া দিবেন; এবং আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে, যত জন প্রতিবাদী থাকেন সাদা কাগজে আবেদনপত্রের তত খানি নকল উপস্থিত করিবেন, কিন্তু আবেদনপত্র লম্বা হওয়াতে কিম্বা অনেক জন প্রতিবাদী থাকাতে কি অন্য উপযুক্ত কারণে, আদালত তাঁহাকে

সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের কথা।

দাওয়ার ভাবের কিম্বা মোকদ্দমায় যে উপকারের কি প্রতিকারের প্রার্থনা হয় তদ্বিষয়ের, তত খানি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবার অনুমতি দিলে, তিনি ঐ২ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, কিম্বা অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ প্রতিবাদির কিম্বা প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে পদোপলক্ষে বাদী মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিম্বা প্রতিবাদির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, ঐ বর্ণনাপত্রে সেই পদ ব্যক্ত থাকিবে।

তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র যেন আবেদনপত্রের অনুযায়ী হয়, বাদী আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা এরূপে সংশোধন করিতে পারিবেন।

আদালতের প্রধান আমলা উক্ত স্মারকলিপি ও নকল কি বর্ণনাপত্র পরীক্ষা করিয়া শুদ্ধ বলিয়া জানিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

মোকদ্দমার রেজিষ্টরের কথা।

আর দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর নামে যে বহী রাখিতে হইবে আদালত সেই বহীর মধ্যে ৫০ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্তও লেখাইবেন। আবেদনপত্র যে ক্রমে গ্রাহ্য হয় প্রতিবৎসর সেই ক্রমানুসারে ক্রমিক নম্বর দিয়া সেই বহীতে ঐ কথা লেখা যাইবে।

বাদী যে দলীল ধরিয়া নালিশ করেন তাহা দেখাইবার কথা।

দলীল কি তাহার নকল দিবার কথা।

৫৯ ধারা। বাদী নিজ অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন দলীল ধরিয়া নালিশ করিলে, যে সময়ে আবেদনপত্র দেন সেই সময়ে ঐ দলীলও উপস্থিত করিবেন, এবং আবেদনপত্রের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবার জন্যে ঐ দলীল কিম্বা তাহার নকল দিবেন।

অন্যং দলীলের নির্ঘণ্টপত্র দিবার কথা।

আপন দাওয়ার প্রতিপোষণার্থে অন্য কোন দলীলের প্রতি নির্ভর করিলে, সেই দলীল তাঁহার নিজ অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকুক বা নাই থাকুক তিনি সেইং দলীলের নির্ঘণ্টপত্র আবেদনপত্রের নিম্নভাগে লিখিয়া বা আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিবেন।

দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে বর্ণনার কথা।

৬০ ধারা। দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে, যাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে এই কথা জানাইতে পারিলে জানাইবেন।

ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য নিদর্শনপত্র হারাইলে তাহা ধরিয়া মোকদ্দমার কথা।

৬১ ধারা। ক্রয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রমূলক মোকদ্দমা হইলে, সেই নিদর্শনপত্র হারাইয়াছে যদি ইহার প্রমাণ হইয়া থাকে ও সেই নিদর্শনপত্রের উপর অন্য কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকিলে বাদী তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন, যদি আদালতের সন্তোষমতে এই মর্ম্মের ক্ষতিপত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাদী আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে সেই নিদর্শনপত্রও উপস্থিত করিলে ও আবেদনপত্রের সহিত গাঁথিয়া রাখিবার জন্যে ঐ নিদর্শনপত্রের নকল দিলে আদালত যদ্রূপে ডিক্রী করিতেন তদ্রূপে ডিক্রী করিতে পারিবেন।

দোকানীখাতা দেখাইবার কথা।

৬২ ধারা। বাদির অধিকারগত কি তাঁহার ক্ষমতাধীন দোকানী কি অন্য খাতায় যে কথা লেখা আছে বাদী সেই কথা দলীলস্বরূপ ধরিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে ঐ খাতাবহী ও তল্লিখিত যে কথার উপর নির্ভর করেন সেই কথার নকল আদালতে উপস্থিত করিবেন।

আসল কথায় চিহ্ন দিয়া খাতা ফিরাইয়া দিবার কথা।

ঐ দলীল পুনরায় চেনা যাইতে পারে এই নিমিত্ত আদালত, কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক, তৎক্ষণাৎ তাহাতে চিহ্ন দিবেন, এবং আসলের সঙ্গে নকল মিলাইয়া দেখিয়া তাহা ঠিক বলিয়া জানিলে পর স্বাক্ষর করিয়া বাদিকে ঐ খাতাবহী ফিরাইয়া দিয়া নকল গাঁথাইয়া রাখিবেন।

আবেদনপত্র দিবার সময়ে দলীল না দেওয়া গেলে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

৬৩ ধারা। আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে বাদির যে দলীল আদালতে উপস্থিত করা, কিম্বা আবেদনপত্রের সহিত লিখিত বা সংযুক্ত নির্ঘণ্টপত্রে লিখিয়া দেওয়া উচিত, তাহা তদনুসারে উপস্থিত করা কিম্বা লেখা না গেলে, মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে তাহা আদালতের অনুমতি বিনা বাদির সপক্ষ প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না।

প্রতিবাদির সপক্ষ সাক্ষিদের কূট পরীক্ষার জন্য কিম্বা প্রতিবাদির উপস্থিত কোন কথার উত্তর দিবার জন্য যে দলীল উপস্থিত করা যায় কিম্বা সাক্ষির কেবল স্মরণ করাইবার জন্যে যে দলীল তাঁহার হাতে দেওয়া যায়, সেইং দলীলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তে না।

---

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমন বাহির করণ ও জারী করণ বিষয়ক বিধি।

সমন বাহির করণ বিষয়ক বিধি।

সমনের কথা।

৬৪ ধারা। আবেদনপত্র রেজিষ্টরী করা গেলে ও ৫৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা গেলে পর, প্রত্যেক প্রতিবাদির নামে এই মর্ম্মের সমন বাহির হইবে যে, তিনি ঐ সমনের নির্দ্দিষ্ট তারিখে

(ক) স্বয়ং কিম্বা

(খ) উপযুক্তমতে শিক্ষিত ও মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমুদয় প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম উকীল দ্বারা কিম্বা

(গ) সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এমত কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে দিয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দাওয়ার উত্তর দেন।

বিচারপতি কিম্বা তিনি অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন সেই কার্য্যকারক সেই সমনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত হইবে।

কিন্তু আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে প্রতিবাদীও উপস্থিত হইয়া বাদির দাওয়া স্বীকার করিলে উক্ত সমন বাহির করা যাইবে না।

সমনের সঙ্গে নকল কি বর্ণনাপত্র সংযোগ করিয়া দিবার কথা।

৬৫ ধারা। উক্ত প্রত্যেক সমনের সঙ্গে ৫৮ ধারার উল্লিখিত একং খানি নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র দেওয়া যাইবে।

প্রতিবাদির কি বাদির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৬৬ ধারা। আদালত প্রতিবাদির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করণের কারণ দেখিলে, ঐ সমনপত্রে এই আজ্ঞা থাকিবে যে ঐ পক্ষের নির্দ্দিষ্ট তারিখে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হন।

আদালত সেই দিবসে বাদিরও স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করণের কারণ দেখিলে, তাঁহারও আদালতে আসিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি ৫০ মাইলের মধ্যে কিম্বা রেলওয়ে থাকিলে ২০০ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে না পারিবার কথা।

৬৭ ধারা। (ক) মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে আদালতের সাধারণ এলাকার যে সীমা থাকে কোন পক্ষ সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে কিম্বা

(খ) সেই সীমার বাহিরে ও আদালত ঘর হইতে ৫০ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে, কিম্বা তাঁহার বাসস্থান ও আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হইয়া থাকে এই দুই স্থানের মধ্যে রেলওয়ের দ্বারা ছয় অংশের পাঁচ অংশ পথ যাইতে পারিলে, আদালত ঘর হইতে ২০০ দুই শত মাইলের মধ্যে বাস না করিলে, তাঁহার প্রতি স্বয়ং আদালতে আসিতে আজ্ঞা হইবে না।

ইস্যু নিরূপণের কিংবা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন হইবার কথা।

৬৮ ধারা। কেবল ইস্যু নির্ণয় করিবার জন্যে বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন দেওয়া যাইবে, আদালত সমন দিবার সময়ে ইহা স্থির করিবেন, ও সমনের মধ্যে তদনুযায়ী আদেশ থাকিবে।

কিন্তু ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের শ্রুত প্রত্যেক মোকদ্দমায়, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার দিন নিরূপণের কথা।

৬৯ ধারা। আদালতে যে চলিত কর্ম্ম উপস্থিত আছে, ও প্রতিবাদী যে স্থানে বাস করেন, ও সমন জারী করিতে যত সময় লাগে, আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার দিন নিরূপণ করিবেন; ও প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে যেন উপযুক্ত অবকাশ পান, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ দিন নিরূপণ করা যাইবে।

"উপযুক্ত অবকাশ" কাহাকে বলে মোকদ্দমার আকার প্রকার লক্ষ করিয়া ইহা স্থির করিতে হইবে।

যেং দলীলে বাদির প্রয়োজন থাকে কিম্বা প্রতিবাদী যাহার উপর নির্ভর করেন সমনপত্রে প্রতিবাদির সেইং দলীল দেখাইবার আজ্ঞা হইবার কথা।

৭০ ধারা। যে দলীলে বাদির পক্ষে মোকদ্দমার দোষ গুণের প্রমাণ থাকে, কিম্বা প্রতিবাদী স্বপক্ষ মোকদ্দমার প্রতিপোষণার্থে যেং দলীলের উপর নির্ভর করেন, প্রতিবাদির অধিকারে কি তাঁহার ক্ষমতাধীনে এমত যে কোন দলীল থাকে, তাঁহার উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার সমনপত্রে সেই দলীলও আনিয়া দেখাইবার আজ্ঞা থাকিবে।

চূড়ান্তনিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, প্রতিবাদির সাক্ষিদিগকে আনিবার আজ্ঞা হইবার কথা।

৭১ ধারা। মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে সেই সমনপত্রে প্রতিবাদির প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে তিনি স্বপক্ষ মোকদ্দমার পোষকতার জন্যে যে সাক্ষিদের প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন, আপনার উপস্থিত হওয়ার নিরূপিত দিনে সেই সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করান।

সমন জারীকরণবিষয়ক বিধি।

সমন জারী করিবার জন্যে দিবার কথা।

৭২ ধারা। আদালতের উপযুক্ত কর্ম্মকারকের কিম্বা তাহার অধীন কোন আমলার দ্বারা জারী করিবার জন্যে ঐ সমনপত্র সেই কর্ম্মকারককে দেওয়া যাইবে।

যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা।

৭৩ ধারা। বিচারপতির কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত, ও আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত সমনপত্রের এক কেতা নকল কোন ব্যক্তিকে দিয়া কিম্বা লও বলিয়া দেখাইয়া, ঐ সমন জারী করা যাইবে।

অনেক প্রতিবাদী থাকিলে সমন দিবার কথা।

৭৪ ধারা। একের অধিক প্রতিবাদী থাকিলে প্রত্যেক জন প্রতিবাদির উপর সমন জারী করিতে হইবে।

কিন্তু যদি প্রতিবাদিরা অংশী হইয়া থাকেন, ও অংশিত ব্যবসায় সম্পর্কীয় কিম্বা যে অন্যায় হেতুক নালিশ হইতে পারে ও যাহার নিমিত্ত কুঠির স্থানে উপকারের দাওয়া হইতে পারে এমত অন্যায় সম্পর্কীয় মোকদ্দমা হইয়া থাকে, তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, (ক) কোন এক প্রতিবাদির উপর আপনার ও অন্য প্রতিবাদিদের নিমিত্তে ঐ সমন জারী হইতে পারিবে, কিম্বা (খ) দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণ পক্ষে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা ব্যাপ্ত হয় সেই সীমার অন্তর্গত ঐ ব্যবসায়ের প্রধান স্থানে যিনি ঐ অংশিত্ব কার্য্যের অধ্যক্ষ হন তাঁহার উপর সমন জারী হইতে পারিবে।

নিজ প্রতিবাদিকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার মোক্তারকে দিবার কথা।

৭৫ ধারা। নিজ প্রতিবাদিকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার সেই সমন গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার থাকিলে ঐ মোক্তারকে দিলেই যথেষ্ট হইবে।

৭৬ ধারা। যে আদালত হইতে সমন বাহির হয় সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করেন এমত ব্যক্তির নামে কোন ব্যবসায় কি কর্ম্মসম্পর্কীয় মোকদ্দমা হইলে, ঐ সমন জারী করণের সময়ে ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি কর্ম্মকারক স্বয়ং সেই সীমার মধ্যে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম চালান তাঁহাকে সমন দেওয়া গেলে তাহা উপযুক্তমতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

প্রতিবাদী যে কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য চালান তাঁহাকে সমন দিবার কথা।

এই ধারার কার্য্যার্থে, যিনি জাহাজের স্বামী তন্নিমিত্ত জাহাজ ভাড়া করিয়া লন জাহাজের কাপ্তান তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারক।

৭৭ ধারা। স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উপকার পাইবার কিম্বা ঐ সম্পত্তির প্রতি অন্যায় কার্য্য হওয়াতে তজ্জন্যে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা হইলে, নিজ প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া যাইতে না পারিলে ও প্রতিবাদির এ সমন গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোখ্‌তার না থাকিলে, প্রতিবাদির পক্ষে যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ সম্পত্তির অধ্যক্ষতা ভার থাকে এমত কোন কর্ম্মকারককেই সমন দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে কর্ম্মকারকের প্রতি অধ্যক্ষতাভার থাকে স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় তাহাকে সমন দিবার কথা।

৭৮ ধারা। কোন মোকদ্দমার প্রতিবাদিকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, ও তাঁহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে, প্রতিবাদির পরিবারস্থ বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ তাঁহার সঙ্গে বাস করেন, তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে স্থলে প্রতিবাদির পরিবারস্থ কোন পুরুষকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার মর্ম্মানুসারে চাকর পরিবারস্থ লোক নয়।

৭৯ ধারা। সমন জারীর আমলা নিজ প্রতিবাদিকে কিম্বা তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে সমনের নকল দিলে কি লওয়াইলে ঐ আসল সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে আদেশ করিবেন।

সমন যাহাকে দেওয়া যায় তাঁহার ঐ সমন পাওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

৮০ ধারা। প্রতিবাদী কি ঐ অন্য ব্যক্তি সমন জারী হওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে,

প্রতিবাদী সমন লইতে সম্মত না হইলে,

কিম্বা সমন জারীর আমলা প্রতিবাদিকে পাইতে না পারিলে ও তাঁহার সপক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে পারে এমত ব্যক্তি না থাকিলে,

কিম্বা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

সমন জারীর আমলা প্রতিবাদির নিয়ত বাসগৃহের বহির্দ্বারে সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া, সেই প্রকারে ঐ নকল যে লাগাইয়া দিলেন, ও যে অবস্থায় তাহা করিলেন এই কথা আসল সমনের পৃষ্ঠে লিখিয়া যে আদালত হইতে সমন বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরাইয়া দিবেন।

৮১ ধারা। ৭৯ ধারামতে সমন জারী করা গেলে, যে সময়ে ও প্রকারে জারী করা গিয়াছে সমন জারীর আমলা এই কথা আসল সমনের পৃষ্ঠে লিখিবেন বা লেখাইবেন অথবা তাহাতে সংযোগ করিবেন বা করাইবেন।

সমন যে সময়ে যে প্রকারে জারী করা গেল এই কথা সমনের পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।

৮২ ধারা। সমন ৮০ ধারামতে ফিরিয়া আসা গেলে আদালত ঐ সমন জারীর আমলাকে শপথ করাইয়া ঐ কার্য্য বিষয়ে তাঁহার পরীক্ষা লইবেন ও তদ্বিষয়ে অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন লইতে পারিবেন, ও সমন উপযুক্তমতে জারী হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করিবেন, কিম্বা অন্য যে প্রকারে জারী করা উচিত বোধ করেন তাহার আজ্ঞা করিবেন।

সমন জারীর আমলার পরীক্ষার কথা।

সমন জারী না হয় এই নিমিত্তে প্রতিবাদী লুকাইয়া আছেন এমত জ্ঞান করিবার কারণ আছে, কিম্বা অন্য কারণে সমন রীতিমতে জারী হইতে পারে না, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, আপনার আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে, ও প্রতিবাদী শেষ যে ঘরে বাস করিতেন বলিয়া জানা থাকে সেই ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে, সমন জারী করিতে আজ্ঞা করিবেন।

তৎপরিবর্ত্তে জারী করিবার আজ্ঞার কথা।

৮৩ ধারা। আদালতের আজ্ঞাক্রমে নিয়মমতে জারী করণের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকারে সমন জারী হইলে, তাহা নিজ প্রতিবাদিকে দেওয়ার ন্যায় সফল হইবে।

তদ্রূপে জারী করিবার ফলের কথা।

৮৪ ধারা। সমন রীতিমতে জারী করণের পরিবর্ত্তে আদালতের আজ্ঞাক্রমে অন্য প্রকারে জারী করা গেলে, আদালত মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার সময় নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

সমন অন্য প্রকারে জারী হইলে উপস্থিত হইবার সময় নিরূপণ করিবার কথা।

৮৫ ধারা। মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে, ও তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক প্রথমোক্ত আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করিলে, যদ্দ্বারা সমন সুবিধামতে জারী হইতে পারে প্রতিবাদির বাসস্থান যাহা কোর্ট ভিন্ন এমত যে আদালতের এলাকায় থাকে, উক্ত আদালত আপনার

প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে ও সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে ঐ সমন জারীর কথা।

কোন আমলার দ্বারা কিম্বা ডাকযোগে সেই অন্য আদালতের নিকট সমন পাঠাইবেন ও মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার সময় নিরূপণ করিবেন।

সমন যে আদালতের নিকটে পাঠান যায়, সেই আদালত তাহা পাইলে আপনার বাহির করা সমনের ন্যায় তাহা লইয়া কার্য্য করিয়া প্রথম যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরাইয়া পাঠাইবেন ও এই প্রকরণমতে কোন নথী করা গেলে তাহাও সঙ্গে পাঠাইবেন।

রাজধানীর ও রাঙ্গুণ নগরের মধ্যে মফঃস্বল আদালতের পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৮৬ ধারা। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও রাঙ্গুণ নগরের সীমার বহির্ভূত স্থানে স্থাপিত কোন আদালতের কোন পরওয়ানা ঐ২ নগরে জারী করিতে হইলে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করা যাইবে সেই আদালতে পাঠাইতে হইবে।

ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সেই আদালত হইতেই বাহির হইলে যে প্রকারে জারী করাইতেন সেই প্রকারে ঐ আদালত ঐ পরওয়ানা জারী করাইয়া,

যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরাইয়া পাঠাইবেন।

প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে তাঁহাকে সমন দিবার কথা।

৮৭ ধারা। প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে, তিনি যে জেলে বদ্ধ থাকেন সেই জেলের অধ্যক্ষতার ভার যাঁহার প্রতি থাকে তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইবে, ও তিনি প্রতিবাদিকে তাহা দেওয়াইবেন।

জেলের অধ্যক্ষ ও প্রতিবাদী সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওয়ার কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিলে, যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

ভিন্ন জিলায় জেল থাকিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৮৮ ধারা। মোকদ্দমা যে জিলায় উপস্থিত করা যায় প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন জিলার জেলে বদ্ধ থাকিলে, ঐ জেলের অধ্যক্ষের নিকট ডাকযোগে কি অন্য প্রকারে সমন পাঠান যাইতে পারিবে; এবং সেই অধ্যক্ষ প্রতিবাদিকে সমন দেওয়াইবেন, ও ৮৭ ধারার বিধানমতে সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওয়ার কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে সমন বাহির হয় তথায় তাহা ফিরাইয়া পাঠাইবেন।

প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে ও তাঁহার সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে সমন যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা।

৮৯ ধারা। প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে, ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে, শিরোনামায় প্রতিবাদির নাম ও বাসস্থান লিখিয়া, আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে ঐ স্থানে ডাকযোগে পত্র পঁহুছাইতে পারিলে, ডাকযোগে সমন পাঠান যাইবে।

ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট কিম্বা গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের দ্বারা সমন জারী করিবার কথা।

৯০ ধারা। প্রতিবাদী যে দেশে বাস করেন, সেই দেশে কি সেই দেশের পক্ষে ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট কিম্বা গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট থাকিলে, সমন প্রতিবাদিকে দিবার নিমিত্ত ডাকযোগে কি অন্য প্রকারে ঐ রেসিডেণ্ট কি এজেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠান যাইতে পারিবে; এবং প্রতিবাদির উপর পূর্ব্বোক্তমতে সমন জারী হইয়াছে, ঐ রেসিডেণ্ট কি এজেণ্ট সাহেব সমনের পৃষ্ঠলিখিত এই কথায় স্বাক্ষর করিয়া তাহা ফিরাইয়া পাঠাইলে, ঐ পৃষ্ঠলিপিই সমন জারী হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দিবার কথা।

৯১ ধারা। প্রতিবাদী মান্য প্রযুক্ত তাঁহার নামে সমন না দিয়া তাঁহার নিকট পত্র লেখা আদালতের মতে উচিত বোধ হইলে এই আইনের কোন কথায় ভাবান্তর থাকিলেও আদালত সমনের পরিবর্ত্তে বিচারপতির কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাঠাইতে পারিবেন।

সমনে যে সকল বিবরণ লিখিবার আদেশ আছে ঐ পত্রেও সেই বিবরণ লেখা থাকিবে, ও ৯২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, সমন লইয়া যদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে ঐ পত্র লইয়া সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে।

তদ্রূপ পত্র পাঠাইবার নিয়মের কথা।

৯২ ধারা। উক্ত প্রকারে সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দেওয়া গেলে, তাহা বাদির নিকট ডাকযোগে চালান হইতে কিম্বা আদালতের মনোনীত বিশেষ হরকরার দ্বারা কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে পাঠান যাইতে পারিবে। কিন্তু প্রতিবাদির নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক থাকিলে পত্রখানি ঐ কর্ম্মকারককে দেওয়া বা তাঁহার নিকট পাঠান যাইতে পারিবে।

পরওয়ানা জারী করণ বিষয়ক বিধি।

যাঁহার অনুরোধে পরওয়ানা বাহির হয় তাঁহার খরচে জারী করিবার কথা।

৯৩ ধারা। এই আইন মতে যে প্রত্যেক পরওয়ানা বাহির হয়, যে ব্যক্তির পক্ষে বাহির করা যায় আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তাঁহারই খরচে জারী করা যাইবে।

জারী করিবার খরচের কথা।

পরওয়ানা জারী করিবার নিমিত্ত আদালতের যে ফী আদায় হইতে পারে, পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে আদালত যে সময় ধার্য্য করেন সেই সময়ের মধ্যে তাহা আদায় করিতে হইবে।

নোটিস ও আজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়া যে প্রকারে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

৯৪ ধারা। এই আইনদ্বারা কোন ব্যক্তির নামে নোটিস ও আজ্ঞা দিবার বা জারী করিবার আদেশ থাকিলে তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও সমন জারী করিবার পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে জারী করা যাইবে।

ডাকমাস্থলের বিষয়ক বিধি।

ডাকমাস্থলের কথা।

৯৫ ধারা। কোন নোটিস কি সমন কি পত্র এই আইনমতে বাহির হইয়া ডাকযোগে পাঠাইতে হইলে, ঐ পত্রাদি পাঠাইবার পূর্ব্বে আদালত যে সময় ধার্য্য করেন সেই সময়ের মধ্যে তাহার দেও ডাকমাসুল ও তাহা রেজিষ্টরী করিবার ফী দিতে হইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ঐ ডাকমাসুল বা ফী বা উভয় ক্ষমা করিতে পারিবেন, কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে কোর্ট ফীর হার ধার্য্য করিতে পারিবেন।

---

৭ সপ্তম অধ্যায়।

উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফলবিষয়ক বিধি।

সমনে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ হয়, সেইদিনে উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার কথা।

৯৬ ধারা। সমনপত্রে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ থাকে, সেই দিনে উভয় পক্ষ নিজে কিম্বা আপনার উকীলের দ্বারা আদালত ঘরে উপস্থিত হইবেন, এবং আদালত মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া দিনান্তর নিরূপণ না করিলে, সেই দিনেই মোকদ্দমা শুনা যাইবে।

বাদী সমন জারী করিবার ফী না দেওয়াতে জারী না হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার কথা।

৯৭ ধারা। সমন জারী করাইবার জন্যে আদালতে যে ফী আদায় হইতে পারে বাদী তাহা না দেওয়াতে ঐ সমন জারী হয় নাই, প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে ইহা দেখা গেলে, আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া না গেলেও, যদি উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে তিনি নিজে উপস্থিত হন, কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি থাকিলে মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হন, তবে উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না।

কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে হইবার কথা।

৯৮ ধারা। প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিনে কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য দিন নিরূপণ করা গেলে সেই দিনে, যদি কোন পক্ষ উপস্থিত না থাকেন, তবে বিচারপতি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে। প্রকারান্তরের আজ্ঞা করিলে তাঁহার আজ্ঞার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিতে হইবে।

উক্ত স্থলে বাদির নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

৯৯ ধারা। ৯৭ বা ৯৮ ধারার বিধানমতে মোকদ্দমা ডিসমিস করা গেলে, বাদী মিয়াদের আইন প্রবল মানিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিম্বা সমন জারী করিবার নিমিত্ত আদালতে যে ফী দিবার প্রয়োজন নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা না দিবার

কিম্বা পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

কিম্বা স্থলবিশেষে উপস্থিত না হইবার বিশিষ্ট কারণ ছিল বাদী ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে আদালতের সবোধ জন্মাইতে পারিলে, আদালত ডিসমিস করিবার আজ্ঞা অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার দিন নিরূপণ করিবেন।

সমন জারী না হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর বাদী একবৎসর মধ্যে নূতন সমনের প্রার্থনা না করিলে, মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার কথা।

৯৯ক ধারা। ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে কি পরে প্রতিবাদিকে কি কএক জন প্রতিবাদির মধ্যে এক জনকে যে সমন দেওয়া যায় তাহা জারী না হইয়া ফিরিয়া আইলে উক্তরূপ ফিরিয়া আসিবার তারিখ অবধি একবৎসর মধ্যে যদি বাদী নূতন সমন বাহির হইবার প্রার্থনা না করেন ও আদালতের সবোধ না জন্মান যে, যে প্রতিবাদির উপর সমন জারী হয় নাই তাহার বাসস্থান আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন কিম্বা উক্ত প্রতিবাদী পরওয়ানা জারীকরণ এড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহা হইলে আদালত উক্ত প্রতিবাদির বিরুদ্ধ মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারিবেন।

এরূপ স্থলে বাদী মিয়াদের আইনের বিধান মানিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কেবল বাদী উপস্থিত হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

১০০ ধারা। বাদী উপস্থিত হইলে ও প্রতিবাদী উপস্থিত না হইলে কার্য্য এইরূপে চলিবে,

সমন নিয়মমতে দেওয়া গিয়া থাকিলে,

(ক) সমন নিয়মমতে জারী করা গিয়াছে, ইহার প্রমাণ হইলে আদালত এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

সমন নিয়মমতে দেওয়া না গেলে,

(খ) সমন নিয়মমতে যে জারী করা গিয়াছে ইহার প্রমাণ না হইলে আদালত প্রতিবাদির নামে দ্বিতীয় সমন বাহির করিয়া জারী করিবার আজ্ঞা করিবেন।

সমন জারী করা গেলেও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে জারী না হইলে, তদ্বিষয়ক কথা।

(গ) প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি যাহাতে সমনের নিরূপিত দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে পারেন এমত উপযুক্ত সময় থাকিতে তাঁহাকে দেওয়া যায় নাই, ইহার প্রমাণ হইলে আদালত অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা শ্রবণের কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ও প্রতিবাদিকে সেই দিনের নোটিস দিতে আজ্ঞা করিবেন।

যদি বাদিরই ক্রটি প্রযুক্ত সমন উপযুক্ত সময়ে জারী না হইয়া থাকে, তবে উক্ত প্রকারে অন্য দিন নিরূপণ নিমিত্তে যে খরচ হয় আদালত তাঁহাকেই সেই খরচ দিতে আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমা স্থগিত হইয়া যে দিন নিরূপণ হয় প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ জানাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০১ ধারা। একপক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিলে, ও প্রতিবাদী সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার বিশিষ্ট কারণ জানাইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির যে নিয়মের আজ্ঞা করেন সেই নিয়মাধীনে ঐ মোকদ্দমায় উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে উপস্থিত হওয়ার ন্যায় প্রতিবাদির উত্তর শুনা যাইবে।

কেবল প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০২ ধারা। প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে ও বাদী উপস্থিত না হইলে আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন। কিন্তু প্রতিবাদী বাদির দাওয়া কি তাহার একাংশ স্বীকার করিলে, আদালত সেই স্বীকার অনুসারে প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ডিক্রী করিবেন, ও দাওয়ার একাংশ মাত্র স্বীকার করা গেলে অবশিষ্ট অংশের সম্বন্ধে মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন।

ক্রটিপ্রযুক্ত বাদির বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধার কথা।

১০৩ ধারা। ১০২ ধারাক্রমে সম্পূর্ণ মোকদ্দমা কিম্বা একাংশ ডিসমিস করা গেলে বাদী নালিশের সেই হেতু ধরিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি সেই ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন ও শ্রবণের জন্যে মোকদ্দমা যে দিনে তলব করা যায়, বিশিষ্ট কোন কারণে তাঁহার সেই দিনে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল, ইহার প্রমাণ করা গেলে, আদালত খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া, সেই ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া, মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার দিন নিরূপণ করিবেন।

বাদী উক্তরূপে প্রার্থনা করিবার নোটিস লিখিয়া প্রতিবাদির উপর জারী না করাইলে, এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইবে না।

প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করাতে উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৪ ধারা। প্রতিবাদী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে, ও তাঁহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক না থাকিলে, যদি প্রতিবাদী মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিন হইতে স্থগিত হইয়া মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত অন্য দিনে উপস্থিত না হন, তবে বাদী আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, আদালত যে প্রকারে ও যে নিয়ম বিহিত বোধ করেন বাদিকে সেই প্রকারে ও সেই নিয়মানুসারে সেই মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অনুমতিদানরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অনেক জন বাদির মধ্যে এক কি কএক জন উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৫ ধারা। একের অধিক জন বাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের এক কি কএক জন উপস্থিত হইলে, ও অন্যেরা উপস্থিত না হইলে, যে বাদী কি বাদিরা উপস্থিত হন আদালত তাঁহাদের অনুরোধে সকল বাদির উপস্থিত হওয়ার ন্যায় মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হওয়ার অনুমতি দিতে, ও যেরূপ আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

অনেক জন প্রতিবাদির মধ্যে এক কি কএক জন উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৬ ধারা। একের অধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের এক কি কএক জন উপস্থিত হইলে, ও অন্য প্রতিবাদিরা উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা চলিবে, ও যে প্রতিবাদিগণ উপস্থিত হন নাই আদালত নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাঁহাদের বিষয়ে যে আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিবেন।

কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা থাকিলে ও উপযুক্ত কারণ না থাকিতে তিনি না আইলে তাহার ফলের কথা।

১০৭ ধারা। বাদির কি প্রতিবাদির প্রতি ৬৬ ধারার কিম্বা ৪৩৬ ধারার বিধানমতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইলে, ও তিনি নিজে না আইলে, কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধমতে আপনার না আসিবার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, অনুপস্থিত বাদিদের ও প্রতিবাদিদের প্রতি পূর্ব্বলিখিত ধারার যে সকল বিধান খাটে তাঁহার প্রতিও সেই সকল বিধান খাটিবে।

এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে যে ডিক্রী হয় তাহা অসিদ্ধ করণ বিষয়ক বিধি।

প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হয় তাহা অসিদ্ধ করিবার কথা।

১০৮ ধারা। কোন মোকদ্দমায় কেবল বাদী উপস্থিত থাকিতে প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া থাকিলে যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল, প্রতিবাদী সেই আদালতে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

সমন নিয়মিত রূপে জারী করা হয় নাই কিম্বা মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত যে সময়ে তলব করা যায় উপযুক্ত কোন কারণে প্রতিবাদির সেই সময়ে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল, প্রতিবাদী আদালতের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দিলে, আদালত খরচার বিষয় ও আদালতে টাকা দেওন প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম করা উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন ও মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার দিন নিরূপণ করিবেন।

বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস না দিলে ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে না হইবার কথা।

১০৯ ধারা। বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস লিখিয়া দেওয়া না গেলে, পূর্ব্বোক্ত কোন প্রার্থনামতে কোন ডিক্রী অসিদ্ধ করা যাইবে না।

৮ অষ্টম অধ্যায়।

বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

বর্ণনাপত্রের কথা।

১১০ ধারা। মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ কালে বা তৎপূর্ব্বে কোন সময়ে উভয় পক্ষ আপনং পক্ষের বর্ণনাপত্র দিতে পারিবেন, ও আদালত সেই বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করিয়া কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবেন।

এক দাওয়ার বিরুদ্ধে অন্য দাওয়া উপস্থিত করা গেলে বর্ণনাপত্রে তাহার বিবরণ লিখিবার কথা।

১১১ধারা। টাকা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমায় বাদী যে দাওয়া করেন প্রতিবাদীও বাদির সেই দাওয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার স্থানে আইনমতে আপনার প্রাপ্য নিশ্চিত কতক টাকার দাওয়া উপস্থিত করিলে, এবং বাদির মোকদ্দমার উভয় পক্ষের পরস্পর যদ্রূপ সম্বন্ধ থাকে বাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদির সেই দাওয়াসম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ থাকিলে, প্রতিবাদী মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে সেই দাওয়ার বিপরীত আপনার প্রাপ্য ঋণের বিবরণসূচক বর্ণনাপত্র দিতে পারিবেন, কিন্তু আদালতের অনুমতি না হইলে তৎপরে দিতে পারিবেন না।

অনুসন্ধান লইবার কথা।

তাহা হইলে আদালত সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন, এবং মোকদ্দমায় এই ধারার পূর্ব্ব স্থাগের সকল নিয়ম পূর্ণ হইয়াছে, ও যত টাকার বিপরীত দাওয়া হয় তাহা আদালতের টাকাসম্পর্কীয় বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত নয়, ইহা দেখিতেপাইলে, আদালত এক ঋণ হইতে অন্য ঋণ বাদ দিবেন।

বাদ দেওয়ার ফলের কথা।

এক দাওয়ার বিপরীত অন্য দাওয়া উপস্থিত করিবার ফল মুজাহেমী মোকদ্দমার আবেদনপত্রের ফলের ন্যায় হইবে, তাহাতে আদালত একই মোকদ্দমায় আসল ও বিপরীত দাওয়ার চূড়ান্ত বিচার ব্যক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু ডিক্রীমতে কোন উকীলের যে খরচ প্রাপ্য হয়, ডিক্রী করা টাকার উপর তাঁহার সেই দাওয়ার বিঘ্ন হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ উইল লিখিয়া বলরামের পক্ষে ২০০০৲ টাকা নিরূপণ করিয়া চন্দ্রকে অছি ও অবশিষ্ট ধনের অধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান। বলরাম মরিলে, দিননাথ তাঁহার ধনাধ্যক্ষতা পত্র লন। চন্দ্র ঐ দিননাথের জামিনস্বরূপ ১০০০৲ টাকা দেন। পরে আনন্দের দত্ত ঐ ২০০০৲ টাকা পাইবার জন্যে দিননাথ চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই স্থলে চন্দ্র জামিনস্বরূপ যে ১০০০৲ টাকা দিলেন ঐ ২০০০৲ টাকা হইতে তাহা বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কারণ ঐ ১০০০ টাকা দেওনসম্পর্কে চন্দ্রের ও দিননাথের পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল আনন্দের দত্ত ২০০০ টাকা সম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ ছিল না।

(খ) আনন্দ বলরামের টাকা ধারে ও উইল না লিখিয়া মরে। চন্দ্র আনন্দের ধনাধ্যক্ষতা পত্র লন, ও চন্দ্রের স্থানে বলরাম সেই বিষয়ের একাংশক্রয় করেন। পরে চন্দ্র সেই ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পাইবার জন্যে বলরামের নামে নালিশ করেন। এই স্থলে বলরাম আনন্দের স্থানে টাকা পাইবেন বলিয়া ঐ দ্রব্যের মূল্য হইতে ঐ ঋণ বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কারণ চন্দ্রের দুই প্রকারের সম্বন্ধ আছে, বলরামের নিকট তাঁহার বিক্রেতার সম্বন্ধ হেতুক বলরামের নামে নালিশ করেন, ও আনন্দের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ তাঁহার অন্য সম্বন্ধ।

(গ) আনন্দ কোন হুণ্ডীর উপর বলরামের নামে নালিশ করেন, তাহাতে বলরাম কহেন যে আনন্দ আমার মালের উপর বিমাপত্র লইয়া অন্যায়মতে তাচ্ছল্য করিয়াছেন, ইহার হানিপূরণার্থে আমার নিকট দায়ী আছেন, তাঁহার দাওয়ার বিপরীত ঐ হানিপূরণার্থ টাকার দাওয়া রাখিলাম। এই স্থলে কত টাকা দাওয়া করেন, ইহা নিশ্চয় না হওয়াতে তাহা বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে না।

(ঘ) আনন্দ ৫০০ টাকার হুণ্ডীর উপর বলরামের নামে নালিশ করেন। বলরামের নিকট আনন্দের বিরুদ্ধে ১০০০ টাকার ডিক্রী আছে। এই স্থলে উভয়ের দাওয়ার টাকা নিশ্চিত হওয়াপ্রযুক্ত এক দাওয়ার বিপরীত অন্য দাওয়া উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) বলরাম অনধিকার প্রবেশ করাতে আনন্দ তাহার নামে হানিপূরণের নালিশ করেন। বলরামের নিকট আনন্দের ১০০০ টাকার খত আছে, তাহাতে বলরাম কহেন যে আনন্দ এই মোকদ্দমায় যত টাকা পাইতে পারেন, সেই হাজার টাকা হইতে তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করি। তাহা করিতেও পারেন, কারণ আনন্দের পক্ষে ঐ হানিপূরণের আজ্ঞা হইলেই উভয় পক্ষের দাওয়ার টাকা নিশ্চিত হয়।

(চ) আনন্দ ও বলরাম ১০০০ টাকা পাইবার নিমিত্ত চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। চন্দ্র কেবল আনন্দের স্থানে যে ঋণ পাইবেন তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

(ছ) আনন্দ ১০০০ টাকা পাইবার নিমিত্তে বলরামের ও চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দের স্থানে একা বলরামের যে টাকা পাওনা হয় বলরাম তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

(জ) বলরাম ও চন্দ্র অংশিরূপে কর্ম্ম করেন, আনন্দ ঐ ব্যবসায় সম্পর্কে তাহাদের ১০০০ টাকা ধারেন। বলরাম মরিলে চন্দ্র বর্ত্তমান রহিলেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্যভিন্ন নিজ চন্দ্রের নামে আনন্দ ১৫০০ টাকা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। চন্দ্র ঐ ব্যবসায়ের পক্ষে প্রাপ্য ১০০০ টাকা বাদ দিতে পারিবেন।

প্রথম শ্রবণের পর বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইতে না পারিবার কথা।

১১২ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের পরে, বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

উপবিধি।

কিন্তু আদালত কোন সময়েই কোন পক্ষের বর্ণনাপত্র কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণনাপত্র দিবার আজ্ঞা করিতে, ও সেই পত্র উপস্থিত করিবার সময় নিরূপণ করিতে পারিবেন।

পরন্তু তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র দিবার আদেশ হইলে ও উপস্থিত করা গেলে, তাহার উত্তর দিবার জন্যে আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ণনাপত্র কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণনাপত্র কোন সময়েই গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

কোন পক্ষ আদালতের আদেশমত বর্ণনাপত্র না দিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা। উক্ত প্রকারে কোন পক্ষের প্রতি বর্ণনাপত্র দিবার আদেশ হইলেও সেই পক্ষ আদালতের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পত্র উপস্থিত না করিলে, আদালত তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী করিতে কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন।

বর্ণনাপত্র যেরূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১১৪ ধারা। মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ঐ বর্ণনাপত্র যত সংক্ষেপে লেখা যাইতে পারে লেখা যাইবে। তাহা তর্কবিতর্ক স্থানাপন্ন হইবে না কিন্তু যে পক্ষ ঐ বর্ণনাপত্র লিখেন, কিম্বা যাঁহার পক্ষে তাহা লেখা যায়

তিনি মোকদ্দমার যে২ বৃত্তান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন ও যাহা স্বীকার করুন বা যাহার প্রমাণ করিতে আপনাকে সক্ষম জানেন, সাধ্যমত কেবল সেই২ বৃত্তান্ত সহজ বর্ণনার ভাবে লেখা যাইবে।

তদ্রূপ প্রত্যেক বর্ণনাপত্র দফা২ করিয়া ভাগ করা যাইবে ও প্রত্যেক দফার ক্রমিক নম্বর দেওয়া যাইবে, ও সাধ্যমতে প্রত্যেক দফায় স্বতন্ত্র উক্তি থাকিবে।

বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সত্য পাঠ লিখিতে হইবার কথা।

১১৫ ধারা। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্য পাঠ লিখিবার যে২ বিধান পূর্ব্বে হইয়াছে, বর্ণনাপত্রেও সেই২ বিধানমতে স্বাক্ষর করিতে ও সত্য পাঠ লিখিতে হইবে। তদ্রূপে স্বাক্ষর করা ও সত্য পাঠ লেখা না গেলে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

বর্ণনাপত্রে তর্কবিতর্ক কিম্বা অতি বিস্তারিত কি অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে তৎসম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১১৬ ধারা। বর্ণনাপত্র আদালতের আজ্ঞামতে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া যাউক আদালতের বিবেচনামতে সেই পত্র তর্ক বিতর্কের ভাবাপন্ন কিম্বা অতিবিস্তৃত হইলে, কিম্বা তন্মধ্যে মোকদ্দমার অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে, আদালত তৎকালে তৎস্থানেই তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন, কিম্বা পৃষ্ঠে আজ্ঞা লিখিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে, কিম্বা খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম ধার্য্য করিয়া, যে ব্যক্তি লিখিয়া দেন তাঁহার দ্বারা আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

সংশোধনের সাক্ষির কথা।

এই ধারামতে সংশোধন করা গেলে বিচারপতি সাক্ষিস্বরূপ ঐ সংশোধিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন।

অগ্রাহ্য করণের ফলের কথা।

এই ধারামতে বর্ণনাপত্র অগ্রাহ্য হইলে, যে ব্যক্তি তাহা লিখিয়া দেন আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা কি অনুমতি না থাকিলে তিনি অন্য বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন না।

৯ নবম অধ্যায়।

আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা গ্রহণ বিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্রে ও লিখিত বর্ণনাপত্রে যে উক্তি হইয়াছে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার হইল, ইহা জ্ঞাত হইবার কথা।

১১৭ ধারা। আবেদনপত্রে বৃত্তান্তের যে উক্তি হইয়াছে প্রতিবাদী তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করেন, আদালত মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ কালে প্রতিবাদির কিম্বা তাঁহার উকীলের নিকট এই কথা জানিয়া লইবেন, এবং বিপক্ষ পক্ষের কোন বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিলে, তন্মধ্যে যে বৃত্তান্তের উক্তি যে পক্ষের বিপক্ষে করা যায় সেই পক্ষ স্পষ্টই কি কথার আবশ্যক ভাবানুসারে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার না করিয়া থাকিলে ঐ পক্ষ সেই উক্তি স্বীকার বা অস্বীকার করেন আদালত তাঁহার কিম্বা তদীয় উকীলের নিকট ইহা জানিয়া লইবেন; ও সেই স্বীকার বা অস্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

এক পক্ষের কিম্বা সঙ্গি ব্যক্তির কি উকীলের বাচনিক পরীক্ষার কথা।

১১৮ ধারা। মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ শুনিবার অন্য কোন সময়ে, কোন পক্ষ আদালতে স্বয়ং আইলে কিম্বা তথায় উপস্থিত থাকিলে আদালত তাঁহার কিম্বা যিনি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ঐ পক্ষের কি তাঁহার উকীলের সঙ্গী এমত অন্য ব্যক্তির বাচনিক পরীক্ষা লইতে পারিবেন; এবং আদালত ঐ সাক্ষ্য গ্রহণ সময়ে উচিত বোধ করিলে কোন পক্ষের প্রস্তাবিত প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

পরীক্ষার ফলের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবার কথা।

১১৯ ধারা। বিচারপতি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

উকীল উত্তর না দিলে কি দিতে না পারিলে তাহার ফলের কথা।

১২০ ধারা। কোন পক্ষ উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে, ও আদালতের বিবেচনামতে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সেই পক্ষের উচিত ও নিজ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা গেলে দিতে পারিতেন, ঐ উকীল এমত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা দিতে না পারিলে, আদালত মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে ঐ পক্ষকে নিজে আসিতে আজ্ঞা দিবেন।

সেই পক্ষ বৈধ কারণ না থাকিলেও সেই নিরূপিত দিনে আপনি না আইলে, আদালত তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী করিতে, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন।

১০ দশম অধ্যায়।

দলীলের সন্ধান লওন ও তাহা গ্রাহ্য ও দৃষ্টি ও উপস্থিত করণ ও আটক রাখণ ও ফিরাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

প্রশ্ন লিখিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১২১ ধারা। কোন পক্ষ আদালতের অনুমতি পাইয়া কোন সময়েই আদালতের দ্বারা বিপক্ষ পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে, কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে একের অধিক জন থাকিলে তাঁহাদের কোন এক কি কএক জনকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে, প্রশ্ন লিখিয়া দিতে পারিবেন, ও যে ব্যক্তির যে২ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, ঐ প্রশ্নপত্রের তলভাগে ইহার নোট লিখিবেন।

কিন্তু আদালতের অনুমতি না হইলে কোন পক্ষ একই ব্যক্তিকে এক প্রশ্ন প্রশ্নের অধিক দিবেন না; এবং প্রতিবাদী যদি লিখিত বর্ণনাপত্র না দিয়া থাকেন ও সেই বর্ণনাপত্র গৃহীত হইয়া যদি নথীর মধ্যে না রাখা হইয়া থাকে, তবে ঐ প্রতিবাদী বাদিকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রশ্ন দিতে পারিবেন না।

প্রশ্নপত্র দিবার কথা।

১২২ ধারা। যে পক্ষের নিকট প্রশ্ন করা যাইবে তাঁহার উকীল থাকিলে, ১২১ ধারামতে যে প্রশ্নপত্র উপস্থিত করা যায় তাহা ঐ উকীলকে দেওয়া যাইবে, কিম্বা সমন

জারী করিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে জারী করা যাইবে, ও শেষোক্ত স্থলে ৭৯ ও ৮০ ও ৮১ ও ৮২ ধারার বিধান যত দূর বর্ত্তিতে পারে বর্ত্তিবে।

প্রশ্ন দিবার ঔচিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান লইবার কথা।

১২৩ ধারা। মোকদ্দমার খরচা ধার্য্য করণ সময়ে আদালত কোন পক্ষের অনুরোধে ঐ প্রশ্ন দিবার ঔচিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান লইবেন বা লওয়াইবেন, ও সেই প্রশ্ন অসঙ্গত কিম্বা ক্লেশজনক কিম্বা অত্যন্ত দীর্ঘভাবে লেখা বোধ করিলে, ঐ প্রশ্ন ও তদুত্তর হেতুক যে খরচ লাগে তাহা দোষি ব্যক্তির দিতে হইবে।

সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির কর্ম্মকারকের নামে প্রশ্নপত্র দিবার কথা।

১২৪ ধারা। সমবায়িত সমাজ, কিম্বা সমবায়িত হইলে বা না হইলেও জাইন্ট ষ্টক কোম্পানি, কিম্বা সমাজবদ্ধ অন্য যে ব্যক্তিরা আইনমতে আপনাদের সাধারণ নামে কিম্বা কোন কর্ম্মকারকের কি অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কিম্বা সেই প্রকারে যাঁহাদের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত ব্যক্তিরা মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, বিপক্ষ পক্ষের কোন ব্যক্তি ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির কি সমাজবদ্ধ ব্যক্তিদের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কি কার্য্যকারকের নামে প্রশ্ন লিখিয়া দিবার অনুমতি পাইবার আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও তদনুসারে আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

অপ্রাসঙ্গিক প্রভৃতি বলিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিবার ক্ষমতার কথা।

১২৫ ধারা। কোন পক্ষের প্রতি কিম্বা উক্ত কোন ব্যক্তির কি কার্য্যকারকের দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিবার আদেশ থাকিলেও তিনি উত্তরে কোন প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক কিম্বা প্রকৃত প্রস্তাবে মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে করা যায় নাই কিম্বা যে বিষয়ের প্রশ্ন হইতেছে মোকদ্দমার তাৎকালিক অবস্থায় তাহা যথোপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় নয় এই কিম্বা এইরূপ অন্য কোন কারণে, ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

উত্তরস্বরূপ আফিডেবিট অর্পণ করিবার সময়ের কথা।

১২৬ ধারা। প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত হইবার তারিখ অবধি দশ দিনের মধ্যে, কিম্বা বিচারপতি আর যত দিনের অনুমতি দেন তত দিনের মধ্যে, আফিডেবিট দ্বারা প্রশ্নের উত্তর আদালতে অর্পণ করা যাইবে।

কোন পক্ষ প্রচুরমতে উত্তর না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১২৭ ধারা। যাঁহার নিকট প্রশ্ন করা যায় তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর না দিলে, কিম্বা দিব না বলিলে, কিম্বা অপ্রচুররূপে উত্তর দিলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ঐ উত্তর দিবার কিম্বা স্থলবিশেষে আরো উত্তর দিবার আজ্ঞার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন; এবং আফিডেবিট দ্বারা কিম্বা বিচারপতি আদেশ করিলে বাচনিক পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রতি উত্তর দিবার কি আরো উত্তর দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে। কিন্তু ১২৫ ধারামতে কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই বিচারপতি এমত জ্ঞান করিলে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করণের দাওয়া করিতে পারিবার কথা।

১২৮ ধারা। মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্বে দশদিনের অনূ্যন যুক্তিসঙ্গত কোন সময়ে কোন এক পক্ষ আদালতের দ্বারা অন্য পক্ষের নামে নোটিস দিয়া (প্রমাণস্বরূপ কোন দলীল গ্রাহ্য হইবার সকল ন্যায্য আপত্তি মানিয়া) মোকদ্দমার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন দলীল প্রকৃত বলিয়া ঐ পক্ষ দ্বারা স্বীকার করাইয়া লইবার দাওয়া করিতে পারিবেন।

দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করার কথা লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও অন্য পক্ষ কি তাঁহার উকীল তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতে অর্পণ করা যাইবে।

যদি উক্ত প্রকারের নোটিস না দেওয়া যায়, তবে বিচারপতি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ঐ দলীল প্রমাণ করিবার কোন খরচার অনুমতি হইবে না।

সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর, চারি দিনের মধ্যে তদনুযায়ী কার্য্য না করা গেলে, ও বিচারপতি দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলে, মোকদ্দমার যে ফল হউক, যে পক্ষ অসম্মত হইলেন ঐ দলীল প্রমাণ করিবার খরচ তাঁহারই দিতে হইবে।

দলীলের সন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার কথা।

১২৯ ধারা। মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন বিষয় সম্পর্কীয় যে দলীল মোকদ্দমার কোন পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে বা ছিল, আদালত ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার কোন সময়ে তাঁহার প্রতি আফিডেবিট দ্বারা সেই সকল দলীল নির্দ্দেশ করিয়া জানাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কোন পক্ষ, শ্রবণ শ্রবণের পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালতে তদ্রূপ আজ্ঞা হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ আজ্ঞার উত্তরস্বরূপ আফিডেবিটের কথা।

যে ব্যক্তি ঐ নির্দ্দেশসূচক শপথ করেন তাঁহার ঐ আফিডেবিটের উল্লিখিত দলীলের মধ্যে কোন দলীল উপস্থিত করিবার আপত্তি থাকিলে তিনি কোন২ দলীলের বিষয়ে সেই আপত্তি করেন এই ধারামত প্রত্যেক আফিডেবিটে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া ঐ আপত্তির হেতু লিখিবেন।

মোকদ্দমার চলন সময়ে দলীল উপস্থিত করণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩০ ধারা। কোন মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার কোন সময়ে আদালত ঐ মোকদ্দমা কি আনুষ্ঠানিক কার্য্য সংক্রান্ত কোন বিষয়ে, কোন পক্ষের অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন যেং দলীল উপস্থিত করা উচিত বোধ করেন, ঐ পক্ষের প্রতি তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহা লইয়া যদ্রূপ ন্যায্য জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন।

আবেদনপত্রাদিতে যে দলীলের উল্লেখ হয় তাহা দেখিবার জন্য উপস্থিত করিবার নোটিসের কথা।

১৩১ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমা শ্রবণ হইবার পূর্ব্বে কি শ্রবণকালীন কোন সময়ে আদালতের দ্বারা অন্য কোন পক্ষকে এই নোটিস দিতে পারিবেন যে, ঐ নোটিসদাতার কি তাঁহার উকীলের দেখিবার নিমিত্তে কোন নির্দ্দিষ্ট দলীল উপস্থিত করেন, ও তাঁহাকে কি তাঁহার উকীলকে ঐ দলীল নকল করিয়া লইবার অনুমতি দেন।

ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার ফলের কথা।

কোন পক্ষ যদি উক্ত নোটিস অনুসারে কার্য্য না করেন, তবে ঐ দলীল কেবল আপনার স্বত্ব সম্পর্কীয় দলীল কিম্বা ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার অন্য ও উপযুক্ত কারণ ছিল, আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথা না জানাইলে, তিনি পশ্চাৎ ঐ মোকদ্দমায় আপনার সপক্ষ প্রমাণস্বরূপ ঐ দলীল উপস্থিত করিতে পাইবেন না।

কোন পক্ষ উক্ত নোটিস পাইলে ঐ দলীল যেখানে যে সময়ে দেখা যাইতে পারে তাহার নোটিস তাঁহার দিতে হইবার কথা।

১৩২ ধারা। যে পক্ষকে উক্ত নোটিস দেওয়া যায় তিনি তাহা পাইলে পর দশ দিনের মধ্যে আদালতের দ্বারা ঐ নোটিসদাতাকে এই মর্ম্মের নোটিস দিবেন যে, এই নোটিস দেওয়া গেলে পর তিন দিনের মধ্যে ঐ দলীল, কিম্বা তাঁহার যে২ দলীল দেখাইবার আপত্তি নাই তাহা, আপন উকীলের আফিসে কিম্বা সুবিধাজনক অন্য স্থানে দেখা যাইতে পারিবে; ও কোন দলীল দেখাইতে আপত্তি করিলে সেই দলীল নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার আপত্তির কারণ জানাইবেন।

দেখাইতে আজ্ঞা হইবার প্রার্থনার কথা।

১৩৩ ধারা। যে পক্ষের প্রতি ১৩১ ধারামতে নোটিস দেওয়া যায় তিনি ১৩২ ধারামতে দলীল দেখিবার সময়ের নোটিস না দিলে কিম্বা দেখাইবার আপত্তি করিলে, কিম্বা দেখিবার অসুবিধার স্থান জানাইলে, যে পক্ষ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি আদালতের নিকট তাহা দেখিতে পাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনা আফিডেবিট মূলক হইবার কথা।

১৩৪ ধারা। যাঁহার বিপক্ষে উক্ত প্রার্থনা করা যায় তাঁহার আবেদনপত্রের কি বর্ণনাপত্রের কি আফিডেবিটের উল্লিখিত দলীলভিন্ন, কিম্বা তাঁহার দলীলের আফিডেবিটে যে২ দলীলের কথা প্রকাশ হইয়াছে তদ্ভিন্ন, কোন দলীল সম্পর্কীয় উক্ত প্রার্থনাপত্র আফিডেবিট মূলক হইবে, তন্মধ্যে (ক) যে২ দলীল দেখিতে প্রার্থনা হয় ও (খ) প্রার্থকের সেই দলীল দেখিবার অধিকার আছে, ও (গ) যে পক্ষের বিপক্ষে ঐ প্রার্থনা করা যায় দলীল তাঁহার অধিকারে কিম্বা ক্ষমতাধীনে আছে, এই২ কথা ব্যক্ত থাকিবে।

কোন ইস্যুর কি বিবাদীয় বিষয়ের উপর দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্বের নির্ভর থাকিলে তাহা প্রথমে নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩৫ ধারা। যে পক্ষের নিকট কোন প্রকারের দলীলের সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার চেষ্টা হয়, তিনি তদ্বিষয়ে কিম্বা তাহার কোন অংশ বিষয়ে আপত্তি করিলে, এবং মোকদ্দমার কোন ইস্যু কি বিবাদীয় কোন বিষয়ের নির্ণয়ের উপর ঐ সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্ব নির্ভর করে কিম্বা অন্য কোন কারণে সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্ব নির্ণয়ের পূর্ব্বে উক্ত কোন ইস্যু কি বিবাদীয় বিষয় নির্ণয় করা বিহিত, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, প্রথমে ঐ ইস্যু কি বিবাদীয় বিষয় নির্ণয় করিবার ও পশ্চাৎ সন্ধান জানিবার কি দলীল দেখিয়া লইবার কথা নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উত্তর না দিবার কি দলীল না দেখাইবার ফলের কথা।

১৩৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে প্রশ্নের উত্তর দিবার কিম্বা দলীলের সন্ধান জানাইবার কিম্বা দলীল উপস্থিত করাইবার কি দেখাইবার যে আজ্ঞা করা যায়, এই আজ্ঞাপত্র নিয়মমতে দেওয়া গেলেও, যদি কোন পক্ষ সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করেন, তবে বাদী হইলে মোকদ্দমা চালাইবার ত্রুটি প্রযুক্ত তাঁহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারিবে, প্রতিবাদী হইলে তাঁহার উত্তর দেওয়া গিয়া থাকিলেও তাহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে ও তাঁহার উপস্থিত হইয়া উত্তর না দেওয়ার তুল্য অবস্থা হইবে।

ও যে পক্ষ প্রশ্ন করেন কি সন্ধান জানিতে কি দলীল উপস্থিত করাইতে কি দেখিতে চেষ্টা করেন, তিনি আদালতের নিকট সেই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আদালত তদনুসারে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মতে প্রশ্নের উত্তর দিবার কিম্বা দলীলের সন্ধান জানাইবার কি দলীল উপস্থিত করাইবার কি দেখাইবার আজ্ঞাপত্র নিজে কোন পক্ষকে দেওয়া গেলেও, যদি তিনি সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করেন, তবে তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারামতেও অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

আপনার কিম্বা অন্য আদালতের কাগজপত্র হইতে কাগজপত্র আনাইতে পারিবার কথা।

১৩৭ ধারা। আদালত স্বীয় প্রবৃত্তিমতে, এবং মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে স্বীয় বিবেচনামতে আপনার কাগজপত্রের মধ্য হইতে কিম্বা অন্য কোন আদালত হইতে অন্য কোন মোকদ্দমার কি মোকদ্দমাঘটিত ব্যাপারের কাগজপত্র আনাইয়া দেখিতে পারিবেন।

আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে, যে মোকদ্দমার সম্পর্কে ঐ প্রার্থনা করা যায় সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে ঐ কাগজপত্র যে কারণে প্রয়োজনীয় হয়, ও যে কাগজপত্রে কিম্বা তাহার যে অংশে প্রার্থকের প্রয়োজন থাকে তাহা ব্যক্ত [illegible] বিবরণ না হইলে তিনি নিয়মমতে প্রমাণীকৃত সেই পত্রের নকল পাইতে পারেন

না, কিম্বা ন্যায়বিচারহেতুক আসল দলীল উপস্থিত করা আবশ্যক ইহা দেখাইবার জন্যে, এই ধারামত প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় প্রার্থকের কিম্বা তাঁহার উকীলের আফিডেবিটও দিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনমতে যে দলীল মোকদ্দমায় গ্রাহ্য হইতে পারে না, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালত যে সেই দলীল প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন এমত জ্ঞান হইবে না।

প্রথম শ্রবণের সময়ে দলিলিত প্রমাণ প্রস্তুত রাখিবার কথা।

১৩৮ ধারা। পূর্ব্বে যে দলীল আদালতে অর্পণ করা যায় নাই এইরূপ নানা প্রকারের যে সকল দলীল উভয় পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকে ও যাহার উপর তাঁহারা নির্ভর করিতে কল্পনা করেন, এবং আদালত মোকদ্দমা গ্রহণের পূর্ব্বে কোন সময়ে যে সকল দলীল উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করেন, ঐ উভয় পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের উকীলেরা মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ সময়ে তাহা সঙ্গে করিয়া আনিবেন ও প্রস্তুত রাখিয়া আদালতের আদেশ হইলেই দেখাইবেন।

দলীল উপস্থিত না করিবার ফলের কথা।

১৩৯ ধারা। কোন পক্ষের অধিকারগত কিম্বা ক্ষমতাধীন যে দলীল ১৩৮ ধারার আদেশমতে উপস্থিত করা উচিত ছিল তাহা উপস্থিত না করা গেলে, ও তাহা উপস্থিত না করিবার বিশিষ্ট কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে দর্শান না গেলে, তৎপরে ঐ মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। বিচারপতি তদ্রূপ কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করিলে, তাহা গ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

আদালতের দলীল গ্রাহ্য করিবার কথা।

১৪০ ধারা। উভয় পক্ষ প্রথম শ্রবণের সময়ে যে সকল দলীল উপস্থিত করেন আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু একং পক্ষ যে সকল দলীল উপস্থিত করেন তাহার সঙ্গে ঐ সকল দলীলের পর্ শুদ্ধ নির্ঘণ্টপত্রও দিতে হইবে। হাই কোর্ট সময়েং যে পাঠ নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ নির্ঘণ্টপত্র সেই পাঠে প্রস্তুত করা যাইবে।

অপ্রাসঙ্গিক কি অনুপযুক্ত দলীল অগ্রাহ্য করিবার কথা।

আদালত কোন দলীল অপ্রাসঙ্গিক কিম্বা অন্য কারণে গ্রাহ্য হওয়ার অনুপযুক্ত জ্ঞান করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া, মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

দলীলের প্রমাণ না হইলে নথীর মধ্যে রাখিতে না হইবার কথা।

দলীলের প্রমাণ হইলে, চিহ্ন দিয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

১৪১ ধারা। সাক্ষ্যবিষয়ক যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে কোন দলীল তদনুসারে প্রমাণীকৃত কিম্বা স্বীকৃত না হইলে, নথীর মধ্যে রাখা যাইবে না। তদ্রূপে প্রমাণীকৃত কি স্বীকৃত হইলে, ঐ প্রত্যেক দলীলের পৃষ্ঠভাগে মোকদ্দমার নম্বর ও নাম ও যে ব্যক্তি দলীল উপস্থিত করিলেন তাঁহার নাম, ও তাহা উপস্থিত করিবার তারিখ লেখা যাইবে। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ দলীল ব্যবহার হয়, তাঁহারই বিরুদ্ধে তাহার প্রমাণ করা গেল কিম্বা স্থলবিশেষে তিনি তাহা স্বীকার করিলেন দলীলের পৃষ্ঠে বিচারপতি স্বহস্তে এই বর্ণনা লিখিবেন। পরে সেই দলীল নথীর একাংশ বলিয়া গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

দোকানের খাতার লিখিত কথা।

কিন্তু দোকানের খাতার কি অন্য বহীর লিখিত কথা লইয়া ঐ দলীল হইলে, যে পক্ষের সপক্ষে ঐ খাতাদি উপস্থিত করা যায় তিনি ঐ কথার নকল দিতে পারিবেন, সেই নকল খানির পৃষ্ঠে পূর্ব্বোক্ত কথা লেখা যাইতে পারিবে, ও তাহা নথীর একাংশ বলিয়া গাঁথিয়া রাখা যাইবে, ও আদালত খাতার ঐ কথায় চিহ্ন দিবেন, ও যে ব্যক্তি বহী উপস্থিত করেন তাহাকে ফেরত দিবেন।

প্রথম শ্রবণের সময়ে কোন দলীল উপস্থিত করা গেলে ও উক্ত প্রকারে তাহা প্রমাণ কি স্বীকার না করা গেলে, যে পক্ষ উপস্থিত করিলেন তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইবে।

দলীল অগ্রাহ্য হইলে তাহাতে চিহ্ন দিবার কথা।

১৪২ ধারা। কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য বলিয়া পূর্ব্বোক্তমতে প্রমাণীকৃত বা স্বীকৃত কোন দলীলের উপর নির্ভর করিলে, কিন্তু আদালত তাহা অগ্রাহ্য জ্ঞান করিলে, পূর্ব্বোক্ত পৃষ্ঠলিপির মধ্যে "অগ্রাহ্য হইল" এই কথাও লেখা যাইবে ও বিচারপতি ঐ পৃষ্ঠলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন।

এবং তাহা ফেরত দিবার কথা।

যে ব্যক্তি দলীল আনেন সেই পক্ষ তাঁহাকে উহা ফেরত দেওয়া যাইবে।

কোন দলীল আটক করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৪৩ ধারা। কোন মোকদ্দমায় যে দলীল কি বহী আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় ৬২ ও ১৪১ ও ১৪২ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, আদালত উপযুক্ত কারণ দেখিলে তাহা আটক করিয়া, যতদিন ও যে নিয়মাধীনে উচিত বোধ করেন তত দিনও সেই নিয়মানুসারে, আদালতের কোন আমলার জিম্মায় রাখিতে পারিবেন।

প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয়, কখন তাহা ফেরত দেওয়া যাইবে, ইহার কথা।

১৪৪ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল করিবার অনুমতি নাই, সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, ও যে মোকদ্দমায় আপীল করিবার অনুমতি আছে, সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল করিবার মিয়াদ গত হইলে পর, কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে সেই আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করেন ও যাহা নথীর মধ্যে রাখা যায়, ফেরত চাহিলে, ১৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাহা তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

পরন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত

কখন নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে দলীল ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

কোন ঘটনার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারককে আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের সংসিক্ত নকল দিলে, দলীল খানি তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে।

কোনং দলীল ফেরত দিতে না হইবার কথা।

আরো ডিক্রীর বলে কোন দলীল ব্যর্থ কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে, সেই দলীল ফেরত দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ বহী রাখা যাইবে.

দলীল ফেরত দেওয়া গেলে রসীদ লইবার কথা।

প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফেরত দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন।

১৫৫ ধারা। এই আইনগত দলীল বিষয়ক সকল বিধান, প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা অন্য সকল দ্রব্যেরও প্রতি যত দূর খাটিতে পারে, খাটিবে।

দলীল বিষয়ক বিধান অন্যং পদার্থের ও প্রতি খাটিবার কথা।

---

১১ একাদশ অধ্যায়।

ইস্যু নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি।

১৫৬ ধারা। এক পক্ষ বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ করিলে, ও অপর পক্ষ তাহা অস্বীকার করিলে ইস্যুর উত্থাপন হয়।

ইস্যু নিরূপণের কথা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণের স্বত্ব দেখাইবার জন্যে বাদির আইন বা বৃত্তান্ত ঘটিত যে প্রসঙ্গ ব্যক্ত করা আবশ্যক তাহাই প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ।

এক পক্ষ যাহা ব্যক্ত করেন ও অন্য পক্ষ যাহা অস্বীকার করেন এমত প্রত্যেক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ হইতে একটিং ইস্যু হইবে।

ইস্যু দুই প্রকারের, (১) বৃত্তান্তঘটিত, (২) আইনঘটিত।

মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে আদালত আবেদনপত্র, এবং বর্ণনাপত্র থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া, ও উভয় পক্ষের যেরূপ পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইয়া, বৃত্তান্ত কিম্বা আইনঘটিত যেং প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ ধরিয়া উভয় পক্ষের অনৈক্য হয় ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবেন, ও যেং ইস্যুর উপর স্বীয় বিবেচনানুসারে মোকদ্দমার ন্যায্য নিষ্পত্তির নির্ভর থাকে, সেইং ইস্যু ধার্য্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

একই মোকদ্দমায় আইন এবং বৃত্তান্ত ঘটিত ইস্যু উত্থাপিত হইলে, কেবল আইনঘটিত ইস্যু ধরিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে আদালতের এই বিবেচনা হইলে, প্রথমে সেই ইস্যুর বিচার করিবেন ও তন্নিমিত্তক উচিত বোধ করিলে আইনঘটিত ইস্যু যত কাল নির্ণয় না হয় তত কাল বৃত্তান্তঘটিত ইস্যু স্থির করিতে বিলম্ব করিবেন।

প্রতিবাদী মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে উত্তর না দিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের প্রতি ইস্যু ধার্য্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ নাই।

১৫৭ ধারা। আদালত নিম্নলিখিত সকল কি কোন বিষয় ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য করিতে পারিবেন;—

কেং বাক্য ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য হইতে পারে তাহার কথা।

(ক) উভয় পক্ষ, কিম্বা তাঁহাদের সপক্ষে উপস্থিত কোন ব্যক্তিরা শপথ করিয়া কিম্বা ঐ ২ পক্ষের কি ব্যক্তিদের উকীলেরা যে উক্তি করেন তাহা।

(খ) মোকদ্দমার আবেদনপত্রে, কিম্বা লিখিত বর্ণনাপত্র দেওয়া গেলে সেই পত্রে কিম্বা মোকদ্দমায় যে প্রশ্নপত্র দেওয়া যায় তাহার উত্তরপত্রে যে উক্তি থাকে তাহা।

(গ) কোন পক্ষ যে দলীল উপস্থিত করেন তাহার মর্ম্ম।

১৫৮ ধারা। আদালতের সম্মুখে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির পরীক্ষা না লইলে, কিম্বা মোকদ্দমায় যাহা উপস্থিত করা যায় নাই এমত দলীল না দেখিলে ইস্যু শুদ্ধরূপে ধার্য্য করা যাইতে পারে না আদালত এইরূপ বিবেচনা করিলে, অন্য দিন নিরূপণ করিয়া, সেই দিনপর্য্যন্ত ইস্যু ধার্য্য করিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের বিধি প্রবল মানিয়া, সমন কিম্বা অন্য পরওয়ানা দিয়া বলপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইতে, কিম্বা দলীল যাঁহার হাতে থাকে তাঁহার দ্বারা তাহা আনাইতে পারিবেন।

ইস্যু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সাক্ষিগণকে কি দলীল আদালতের পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।

১৪৯ ধারা। আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই নিয়ম করিয়া, ইস্যু সংশোধন করিতে কিম্বা অপর কোন ইস্যু ধার্য্য করিতে পারিবেন; ও উভয় পক্ষের বিবাদ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত উক্তরূপ যে সকল ইস্যু সংশোধন করা কি নূতন ইস্যু ধার্য্য করা আবশ্যক, তাহাও উক্ত প্রকারে করা কি ধার্য্য করা যাইতে পারিবে।

ইস্যু সংশোধন করিবার ও অপর ইস্যু লিখিবার ও ইস্যু উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

আরও কোন ইস্যু অন্যায়মতে ধার্য্য কি উপস্থিত করা গিয়াছে, আদালত এমত বোধ করিলে, ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

১৫০ ধারা। উভয় পক্ষের মধ্যে বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত অমুকং বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবে বলিয়া উভয়ে একমত হইলে, তাঁহারা ইস্যুস্বরূপ তাহা ব্যক্ত করিয়া এই মর্ম্মে নিয়মপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন যে,

উভয় পক্ষের সম্মতি হইলে বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত বিবাদের বিষয় ইস্যুর ন্যায় লেখা যাইতে পারিবার কথা।

(ক) আদালত ঐ ইস্যুর সপক্ষে বা বিপক্ষে নির্ণয় করিলে আমাদের এক পক্ষ তদনুসারে অন্য পক্ষকে এই নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট এত টাকা, কিম্বা আদালত যত টাকা নির্ণয় করেন তত টাকা, কিম্বা আদালত যেরূপ আজ্ঞা করেন সেইরূপে নির্ণীত টাকা দিব, অথবা

আদালতের কোন এক পক্ষকে নিয়মপত্রের নির্দিষ্ট কোন স্বত্বে স্বত্ববান, কিম্বা কোন দায়ের অধীন বলিয়া নির্ণয় করা যাইবে, অথবা

(খ) মোকদ্দমার যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় উক্ত প্রকারে যাহা নির্ণয় করা যায় তদনুসারে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কিম্বা ঐ অন্য পক্ষের আদেশমতে ঐ নিয়মপত্রের নির্দিষ্ট সেই সম্পত্তি দিবেন, অথবা

(গ) নিয়মপত্রে বিবাদীয় বিষয়সংক্রান্ত যে বিশেষ কার্য্য নির্দিষ্ট থাকে, উক্ত প্রকারে যাহা নির্ণয় হয় তদনুসারে এক পক্ষ কি একাধিক পক্ষ সেই কার্য্য করিবেন কিম্বা সেই কার্য্য করিতে নিরস্ত হইবেন।

ঐ নিয়ম পত্র সরল ভাবে সম্পাদন করা গেল আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে বিচার জানাইবার কথা।

১৫১ ধারা। আদালত যে প্রকারের অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইয়া

(ক) উভয় পক্ষ নিয়মমতে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিলেন ও

(খ) উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তিতে তাঁহাদের বিশিষ্ট স্বার্থ আছে, ও

(গ) সেই বিবাদ বিচার ও নিষ্পত্তি করণের উপযুক্ত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে,

সেই ইস্যু লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন, ও আদালতেরই দ্বারা ইস্যু ধার্য্য হইলে যে প্রকারে করিতেন সেই প্রকারে আপনার নির্ণয় কি মত জানাইবেন।

এবং সেই ইস্যু ধরিয়া যাহা নির্ণয় কি নিষ্পত্তি করেন তদনুসারে ঐ নিয়মপত্রের নিয়মক্রমে বিচার জানাইতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে বিচার জ্ঞাত করা যায় তদনুসারে ডিক্রী হইবে, ও মোকদ্দমায় বাদ প্রতিবাদ হইয়া সেই বিচার প্রচার হইলে ডিক্রী যদ্রূপে জারী করা যাইত, তদ্রূপে জারী করা যাইবে।

---

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম শ্রবণের সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ না হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

১৫২ ধারা। উভয় পক্ষের মধ্যে আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ নাই মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে ইহা দৃষ্ট হইলে, আদালত একেবারে বিচার জানাইতে পারিবেন।

অনেক জন প্রতিবাদী থাকিলে যদি বাদির সঙ্গে তাহাদের এক জনের বিবাদ না হয়, তবে সেই স্থলের কথা।

১৫৩ ধারা। দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে এবং বাদির সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে এক জনের আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ না থাকিলে, আদালত একেবারে সেই প্রতিবাদির সপক্ষ কি বিপক্ষ বিচার জানাইতে পারিবেন, ও কেবল অন্য প্রতিবাদিদের বিপক্ষে মোকদ্দমা চলিবে।

আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে,

১৫৪ ধারা। আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ হইলে, এবং পূর্ব্ব বিধানমতে আদালত কর্ত্তৃক ইস্যু ধার্য্য করা গেলে, ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত যেই ইস্যু প্রচুর হয় তৎসম্পর্কে উভয় পক্ষ তৎকালেই যে তর্ক কি প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন তদ্ভিন্ন কোন তর্কের কি প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ও তৎকালেই মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হইলে কোন অন্যায়জনক ফলের সম্ভাবনা নাই, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঐ ইস্যু স্থির করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন,।

আদালতের ইস্যু স্থির করিবার

ও বিচার জানাইবার কথা।

ও কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন হউক, ঐ ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় হয় তাহা নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রচুর হইলে, তদনুসারে বিচার জানাইতে পারিবেন।

কিন্তু কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার জন্যে সমন বাহির হইয়া থাকিলে, প্রয়োজন যে উভয় পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের উকীলেরা উপস্থিত হন ও তাঁহাদের মধ্যে কেহ আপত্তি না করেন।

তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় তদ্দ্বারাই নিষ্পত্তি হইতে না পারিলে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে আরও প্রমাণ উপস্থিত করিবার কিম্বা আরও তর্ক করিবার জন্যে দিন নিরূপণ করিবেন।

কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে আদালতের বিচার জানাইতে অথবা দিনান্তর নিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

১৫৫ ধারা। মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন বাহির হইয়া থাকিলে, ও কোন পক্ষ যে প্রমাণের উপর নির্ভর করেন উপযুক্ত কারণ না থাকিতেও তাহা উপস্থিত না করিলে, আদালত তৎকালেই বিচার জানাইতে পারিবেন;

অথবা যদি উচিত বোধ করেন তবে, ১৪৬ ধারামতে ইস্যু ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করিলে পর, সেই২ ইস্যু ধরিয়া নিষ্পত্তি করিবার জন্যে যে প্রমাণ আবশ্যক, তাহা উপস্থিত করাইবার জন্যে অন্য দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

---

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

আদালতের অবকাশ দিবার কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৫৬ ধারা। মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে আদালত উভয় পক্ষকে কিম্বা তাঁহাদের কোন পক্ষকে অবকাশ দিতে, ও সময়ে২ মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ সকল স্থলে আদালত মোকদ্দমার আরং শুধা শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন ও দিনান্তর নিরূপণ করা প্রযুক্ত যে খরচা হয় তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

দিনান্তর নিরূপণের খরচার কথা।

পরন্তু প্রমাণ শুনিতে একবার আরম্ভ হইলেই, আদালত কোন কারণে শ্রবণের কার্য্য দিনান্তর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে, উপস্থিত সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য যত কাল না লওয়া যায় তত কাল মোকদ্দমার দিনং শ্রবণ হইতে থাকিবে। স্থগিত রাখা আবশ্যক বোধ করিলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

১৫৭ ধারা। মোকদ্দমা শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ করা গেলে, যদি উভয় পক্ষ কি তাঁহাদের মধ্যে কোন পক্ষ সেই দিনে উপস্থিত না হন, তবে সেই স্থলের উপলক্ষে ৭সপ্তম অধ্যায়ে যেং প্রথার আজ্ঞা হইল আদালত তাহার কোন এক প্রথামতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন কিম্বা অন্য যে আজ্ঞা করা বিহিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন।

উভয় পক্ষ নিরূপিত দিনে না আইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১৫৮ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষকে অবকাশ দেওয়া গেলেও যদি তিনি আপনার প্রমাণ উপস্থিত করিতে, কিম্বা আপন সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইতে কিম্বা মোকদ্দমা চালাইবার আবশ্যক অন্য যে কর্ম্মের নিমিত্ত অবকাশ দেওয়া গেল সেই কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করেন, তবে ঐ ত্রুটি হইলেও আদালত অগোণে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন।

কোন এক পক্ষ প্রমাণ প্রভৃতি উপস্থিত না করিলেও আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবার কথা।

---

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫৯ ধারা। কেবল ইস্যু স্থির করিবার কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাউক, প্রতিবাদির উপর জারী করিবার জন্য সমন দেওয়া গেলে পর, ইস্যুধার্য্য করিবার কিম্বা স্থল বিশেষে নিষ্পত্তি করিবার নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে উভয় পক্ষ আদালতে কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে প্রার্থনা করিয়া, সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে যে ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাঁহাদের নামে সমন বাহির করাইতে পারিবেন।

সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার সমনের কথা।

১৬০ ধারা। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় তাঁহার যে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, পথ প্রভৃতির খরচ বলিয়া তাঁহার সেই আদালতে আসিতে ও তথাহইতে ফিরিয়া যাইতে ও একদিন উপস্থিত থাকিতে আদালত যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন যে পক্ষ সমন প্রার্থনা করেন তিনি সমন বাহির হইবার পূর্ব্বে আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাঁহার তত টাকা আদালতে দিতে হইবে।

সমন প্রার্থনা করিবার সময়ে সাক্ষিদের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা।

আদালত হাই কোর্টের অধীন হইলে, খরচের হার নিরূপণ করিতে গেলে তদ্বিষয়ের যে বিধি উপযুক্ত ক্ষমতাক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে সেই বিধি মানিয়া ঐ খরচ ধার্য্য করিবেন।

খরচার কর্দ্দের কথা।

১৬১ ধারা। যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, নিজ তাঁহাকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে যে টাকা উক্ত প্রকারে আদালতে দেওয়া যায়, সমন দিবার সময়ে তাঁহাকে সেই টাকা দিবার প্রস্তাব করা যাইবে।

সাক্ষিদিগকে খরচ দিবার প্রস্তাবের কথা।

১৬২ ধারা। যে টাকা আদালতে দেওয়া গেল তাহাতে উক্ত খরচ কুলায় না, আদালত কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক এমত বোধ করিলে, তদতিরিক্ত আর যত টাকা আবশ্যক বোধ হয় আদালত সমন করা ব্যক্তির হস্তে আর তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; সেই টাকা না দেওয়া গেলে, যে পক্ষ সমন বাহির করিলেন আদালত তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা সমন করা ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ না করিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন; কিম্বা ঐ টাকা তদ্রূপে আদায় করিবার ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বিদায়ও করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যত টাকা দেওয়া গেল তাহাতে না কুলাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় তাঁহাকে এক দিনের অধিক রাখিবার আবশ্যক হইলে, তাঁহার সেই অধিককাল আটক থাকাতে যত টাকার খরচ কুলায়, যাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে সমন করা যায় আদালত সেই পক্ষের প্রতি সময়েং আদালতে তত টাকা দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই টাকা আমানৎ করা না গেলে, সেই পক্ষের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা আদালত ঐ সমন করা ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ না করিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ টাকা তদ্রূপে আদায় করিবার ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বিদায়ও করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাক্ষির এক দিনের অধিক থাকিতে হইলে তাহার খরচের কথা।

১৬৩ ধারা। সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার জন্যে কোন ব্যক্তির উপস্থিত হওনের যে সমন দেওয়া যায়, যে সময়ে যে স্থানে ও যে কারণে, অর্থাৎ সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার জন্য কি উভয় কারণে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, সেই সমনে এইং কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে; ও যাঁহার নামে সমন দেওয়া

যে সময়ে যে স্থানে যে কারণে উপস্থিত হইতে হইবে সমনে এইং কথা বিশেষ করিয়া লিখিবার কথা।

যায়, তাঁহার প্রতি বিশেষ কোন দলীল দেখাইতে আজ্ঞা হইলে সমনে সেই দলীলের যুক্তিসঙ্গত ঠিক বর্ণনা করা যাইবে।

দলীল উপস্থিত করিবার সমনের কথা।

১৬৪ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন না হইয়া দলীল দেখাইবার জন্যে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে। আর কোন ব্যক্তির নামে কেবল দলীল দেখাইবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে, তিনি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া অন্য দ্বারা দলীল উপস্থিত করাইলে সমনমতে কার্য্য করিলেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আদালতে উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার আদেশ হইতে পারিবার কথা।

১৬৫ ধারা। আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তির প্রতি আদালত সাক্ষ্য দিবার ও তৎকালে তৎস্থানে তাঁহার নিকট কি তাঁহার অধিকারগত দলীল দেখাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

সমন যে প্রকারে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

১৬৬ ধারা। এই আইনের পূর্ব্ব ভাগে প্রতিবাদির উপর সমন জারী করিবার যে বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দিবার কি দ-ীল দেখাইবার সমন যত দূর হইতে পারে সেই বিধিমতে জারী করা যাইবে ও ৬ ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমন জারী হওয়ার প্রমাণ বিষয়ক যে বিধি আছে, তাহা এই ধারামতে জারী করা সকল সমনের প্রতি খাটিবে।

সমন জারী করিবার সময়ের কথা।

১৬৭ ধারা। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সমনে তাঁহার উপস্থিত হইবার যে সময় নির্দ্ধারিত হয় তৎপূর্ব্বে এমত সময় থাকিতে সমন জারী করিতে হইবে যেন তিনি প্রস্তুত হইয়া উপস্থিত হইবার নির্দ্ধারিত স্থানে যাইবার যুক্তিসঙ্গত অবকাশ পান।

সাক্ষী পলাইলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

১৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে উপস্থিত হওনের যে সমন দেওয়া যায়, তাহা জারী হইতে পারিল না, সমন জারীর আমলা আদালতে এই কথা সংসিদ্ধমতে জানাইলে আদালত সমন জারী না হওন বিষয়ে শপথপূর্ব্বক ঐ আমলার সাক্ষ্য লইবেন।

এবং সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য কিম্বা সেই দলীল উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ও যে ব্যক্তির নামে উপস্থিত হইবার সমন দেওয়া গেল তাঁহার উপর সমন জারী হইতে না পারে এই কারণে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছেন কিম্বা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া তাঁহার প্রতি সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্য সেই পত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং তিনি সচরাচর যে ঘরে বাস করেন সেই ঘরের বহির্দ্বারে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

তিনি ঐ ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত না হইলে, তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে যত খরচা লাগে এবং ১৭০ ধারার বিধানমতে তাঁহার যত অর্থদণ্ড হইতে পারে, যে পক্ষের প্রার্থনানুসারে সমন বাহির হইল তাঁহার অনুরোধে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ইহার অনধিক যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির তত টাকার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কিন্তু ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিবেন না।

সাক্ষী উপস্থিত হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

১৬৯ ধারা। ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে যদি তিনি উপস্থিত হন এবং তাঁহার উপর সমন জারী হইতে না পারে এই উদ্দেশে তিনি পলায়ন করেন নাই কি নিরুদ্দেশ হন নাই, এবং যাহাতে ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন এমত সময় থাকিতে ঐ ঘোষণাপত্রের নোটিস পান নাই, এই সকল বিষয়ে যদি আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দেন, তবে আদালত তাঁহার সম্পত্তির উপর ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিয়া, ক্রোকের খরচার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন।

সাক্ষী উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭০ ধারা। সেই ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, কিম্বা হইলেও তাঁহার উপর সমন জারী হইতে না পারে এই কারণে পলায়ন করেন নাই, কিম্বা নিরুদ্দেশ হন নাই, ও যাহাতে ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন এমত সময় থাকিতে ঐ ঘোষণাপত্রের নোটিস পান নাই, এইং বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, আদালত ঐ ব্যক্তির সাংসারিক অবস্থা ও মোকদ্দমার সকল ভাবগতিক বিবেচনায় পাঁচ শত টাকার অনধিক যত টাকা বিহিত বোধ করেন তাঁহার তত টাকা দণ্ড ধার্য্য করিতে পারিবেন, এবং ঐ ক্রোক করা প্রযুক্ত যত টাকা খরচ হয় তাহা এবং অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করিবার জন্যে, তাঁহার ঐ ক্রোকী সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা হয়, তিনি উক্ত খরচের ও দণ্ডের টাকা আদালতে দিলে আদালত তাঁহার সম্পত্তির উপর ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমার নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদিগকে সাক্ষিরূপে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা।

১৭১ ধারা। যে ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষের অন্তর্গত নহেন, ও মোকদ্দমার কোন পক্ষ সাক্ষী বলিয়া যাঁহার নাম দেন নাই, আদালত কোন সময়ে এমত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলে, সাক্ষিদের আগমন ও উপস্থিত হওন বিষয়ক এই আইনের বিধি এবং তাহার তদর্থীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের বিধান প্রবল মানিয়া, আপনার প্রবৃত্তিমতে দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে সাক্ষ্য

দিবার জন্যে ও তাঁহার অধিকারগত দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে তাঁহার নামে সাক্ষিস্বরূপ সমন দেওয়াইতে পারিবেন, ও সাক্ষী বলিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে কিম্বা তাঁহাকে সেই দলীল দেখাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার বা দলীল আনিবার জন্যে সমন করা গেলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

১৭২ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধান প্রবল মানিয়া কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে, সমনে যে সময় ও স্থান লেখা থাকে, তাঁহার সেই সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, ও দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সেই সময়ে ও স্থানে তাঁহার সেই দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে স্বয়ং আসিতে হইবে কিম্বা দলীল উপস্থিত করাইতে হইবে।

যে সময়ে চলিয়া যাইতে পারিবেন তাহার কথা।

১৭৩ ধারা। যে ব্যক্তির নামে তদ্রূপে সমন দেওয়া যায়, তিনি উপস্থিত হইলে (ক) তাঁহার সাক্ষ্য না লওয়া গেলে বা তিনি দলীল উপস্থিত না করিলে ও আদালতের অধিবেশন ভঙ্গ না হইলে কিম্বা (খ) আদালতের স্থানে চলিয়া যাইবার অনুমতি না পাইলে, তিনি চলিয়া যাইবেন না।

সমনমত কার্য্য না হওয়ার ফলের কথা।

১৭৪ ধারা। সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে কোন ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া গেলে পর, যদি তিনি সমনমতে কার্য্য না করেন, কিম্বা যাঁহার নামে তদ্রূপ সমন দেওয়া যায় তিনি উপস্থিত হইয়া যদি ১৭৩ ধারার বিধান না মানিয়া চলিয়া যান, তবে আদালত তাঁহাকে ধরিয়া সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে ত্রুটি করেন, তাঁহার সেই ত্রুটির বৈধ কারণ ছিল আদালতের এই রূপ জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না।

কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, তাঁহার সমন অনুযায়ী কার্য্য না করিবার বৈধ কারণ ছিল এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, আদালত তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—১৬০ ধারার উল্লিলিত খরচ শোধ করিবার উপযুক্ত টাকা না দেওয়া বা দিবার প্রস্তাব না করা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী বৈধ কারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ধৃত সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে না পারিলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে ধরিয়া আদালতের সম্মুখে আনা গেলে পর, তাঁহার নামে যে সাক্ষ্য দিবার কি যে দলীল উপস্থিত করিবার সমন দেওয়া গেল উভয় কিম্বা কোন পক্ষের উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত যদি তিনি ঐ সাক্ষ্য দিতে কি ঐ দলীল উপস্থিত করিতে না পারেন, তবে আদালত যে সময় ও স্থান [illegible] করেন তদনুসারে [illegible] তাঁহার উপস্থিত হওয়ার হাজিরজামিন বা অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই হাজির জামিন বা প্রতিভূ দিলে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

সাক্ষী পলায়ন করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭৫ ধারা। কোন ব্যক্তি উক্ত প্রকারের সমন অনুযায়ী কার্য্য না করিয়া পলায়ন করাতে কি নিরুদ্দেশ হওয়াতে যদি তাঁহাকে ধরিয়া আদালতের সম্মুখে আনা যাইতে না পারে, তবে ১৬৮, ১৬৯ ও ১৭০ ধারার বিধান সমূহের প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিলে উক্ত স্থলে ঐ২ বিধান বর্ত্তিবে।

কোন২ ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার কথা।

১৭৬ ধারা। (ক) মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণ-পক্ষে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা যে সীমাপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় কোন ব্যক্তি সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে,

কিম্বা (খ) সেই সীমার বহির্ভূত স্থানে কিন্তু আদালত ঘর হইতে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে, কিম্বা আদালত যে স্থানে থাকে সেই স্থানের ও তাঁহার বাসস্থানের মধ্যে রেলপথদ্বারা ছয় অংশের পাঁচ অংশ পথ যাইতে পারিলে ঐ আদালত ঘর হইতে দুই শত মাইলের মধ্যে বাস না করিলে,

তিনি সেই আদালতে প্রমাণ কি সাক্ষ্য দিবার জন্যে স্বয়ং যাইতে বাধ্য হইবেন না।

আদালতের আজ্ঞা হইলেও কোন পক্ষের সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওয়ার ফলের কথা।

১৭৭ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আদালতে উপস্থিত থাকিলে, ও আদালত তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে কিম্বা তৎকালে তাঁহার অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন দলীল দেখাইতে আদেশ করিলেও, তিনি বৈধ কোন কারণ বিনা সম্মত না হইলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সমন করা গেলে সাক্ষি বিষয়ক বিধি খাটিবার কথা।

১৭৮ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সাক্ষ্য দিতে কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করা গেলে, এই আইনে সাক্ষিদের বিষয়ে যে বিধি আছে তাহা যত দূর খাটিতে পারে ততদূর ঐ পক্ষের প্রতিও খাটিবে।

---

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন-বিষয়ক বিধি।

যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তাঁহার বর্ণনাপত্র ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা।

১৭৯ ধারা। মোকদ্দমা শুনিবার নির্দ্ধারিত দিনে কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তিনি স্বপক্ষীয় বাক্য জানাইবেন ও তাঁহার যেং ইস্যুর প্রমাণ করিতে হইবে তাহার পোষকতার্থ প্রমাণ উপস্থিত করিবেন।

১৯১ ধারা। বিচারপতি এই অধ্যায়মতে কোন সাক্ষ্য লিখিয়া লইলে কিম্বা মর্ম্মাত্মকপত্র লেখাইয়া লইলে পর, মোকদ্দমার কার্য্য সমাপ্ত না হইতে২ মরিলে, কিম্বা আদালত হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে, তাঁহার উত্তরপদধারী উচিত বোধ করিলে, আপনি যেন সেই সাক্ষ্য কি মর্ম্মাত্মকপত্র লিখিয়া কি লেখাইয়া লইয়াছেন তাহা লইয়া এরূপে কার্য্য করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমার সমাপ্তির পূর্ব্বে বিচারপতি স্থানান্তরে গেলে ঐ সাক্ষ্য লইয়া যাহা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৯২ ধারা। সাক্ষী আদালতের এলাকাহইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, কিম্বা আদালতের হুকুমমতে তাঁহার সাক্ষ্য অগৌণেই লইবার বিশিষ্ট অন্য কারণ দর্শান গেলে, আদালত মোকদ্দমার কোন এক পক্ষের কিম্বা ঐ সাক্ষির প্রার্থনামতে, মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর কোন সময়ে, পূর্ব্ব লিখিত বিধানমতে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

অগৌণেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবার কথা।

ঐ সাক্ষ্য অগৌণেই ও উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ লওয়া না গেলে, আদালত ঐ সাক্ষ্য লইবার নিরূপিত দিনের যে নোটিস প্রচুর জ্ঞান করেন উভয় পক্ষকে এমত নোটিস দেওয়া যাইবে।

সাক্ষ্য তদ্রূপে লইয়া লেখা গেলে পর সাক্ষির নিকট পাঠ করা যাইবে, ও তিনি তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পরে মোকদ্দমা শ্রবণের কোন সময়ে তাহা পাঠ করা যাইতে পারিবে।

১৯৩ ধারা। কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর তিনি ১৭৩ ধারার বিধানমতে চলিয়া না গেলে, আদালত মোকদ্দমা চলনের কোন সময়েই তাঁহাকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া (ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের বিধান প্রবল মানিয়া) তাঁহার নিকট যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

সাক্ষিকে পুনরায় ডাকিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

---

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

১৯৪ ধারা। প্রথম স্থলের কোন আদালত ও কোন আপীল আদালত বিশিষ্ট কারণ থাকিলে কোন সময়ে আপনার বিবেচনানুযায়ী যুক্তিসঙ্গত নিয়ম করিয়া, আফিডেবিট দ্বারা বিশেষ কোন এক কি ২এক বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার, কিম্বা শ্রবণের সময়ে কোন সাক্ষির আফিডেবিট পাঠ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আফিডেবিটদ্বারা কোন বিষয়ের প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু কোন পক্ষ সরলভাবে কোন সাক্ষির কূট পরীক্ষা হইবার জন্যে তাঁহাকে উপস্থিত করাইতে ইচ্ছুক আছেন, এবং সেই সাক্ষিকে উপস্থিত করান যাইতে পারে, আদালতের এরূপ প্রতীতি জন্মিলে, আফিডেবিটদ্বারা ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য দেওনের অনুমতির আজ্ঞা করা যাইবে না।

১৯৫ ধারা। প্রার্থনা হইলেই আফিডেবিটদ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি আফিডেবিট করিলেন আদালত কোন পক্ষের অনুরোধে তাঁহার কূট পরীক্ষা হইবার জন্যে উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কূট পরীক্ষার জন্য আফিডেবিটকারির উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তিনি এই আইনমতে স্বয়ং আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত না থাকিলে, কিম্বা আদালত অন্যরূপ আজ্ঞা না করিলে, ঐ ব্যক্তির আদালতে উপস্থিত হইবে।

১৯৬ ধারা। যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তিনি নিজ জ্ঞানে যেং বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পারেন তাঁহার আফিডেবিটে কেবল সেই২ বৃত্তান্ত লেখা যাইবে। কিন্তু মোকদ্দমা চলনসময়ে প্রার্থনা হইলে, তিনি যাহা বিশ্বাস করেন তদ্বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রকাশ হইলে তাঁহার সেই বিশ্বাসমত কথাও গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

আফিডেবিটে যেং বিষয় মাত্রের কথা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

কোন আফিডেবিটের মধ্যে যদি শ্রুত কথা কিম্বা তর্কবিতর্ক কিম্বা দলীলের প্রতিলিপি কি দলীলহইতে উদ্ধৃত কথা অনাবশ্যকমতে ব্যক্ত থাকে, তবে আদালত অন্য প্রকারের আজ্ঞা না করিলে, যে ব্যক্তি আফিডেবিট উপস্থিত করেন তাঁহারই সেই আফিডেবিটের খরচ দিতে হইবে।

১৯৭ ধারা। এই আইনমতে কোন আফিডেবিট হইলে, যিনি আফিডেবিট করেন,

যে ব্যক্তিআফিডেবিট করেন তাঁহাকে যিনি শপথ করাইবেন তাঁহার কথা।

(ক) কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা

(খ) হাই কোর্ট এই কার্য্যপক্ষে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, কিম্বা

(গ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎকার্য্যপক্ষে অন্য আদালতের নিযুক্ত যে কার্য্যকারককে সাধারণ কি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন তিনি তাঁহাকে শপথ করাইতে পারিবেন।

---

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

১৯৮ ধারা। সাক্ষ্য নিয়মমতে লওয়া গেলে ও উভয় পক্ষের নিজ২ কথা, কি আপন২ উকীলদের বা স্বীকৃত মোক্তারদের দ্বারা তাঁহাদের কথা শুনা গেলে পর, আদালত তৎকালেই কিম্বা তৎ পশ্চাৎ কোন দিনে মুক্তদ্বার আদালতে আপনার বিচার জানাইবেন। উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে ঐ দিনের যথাযোগ্য নোটিস দিতে হইবে।

বিচার যে সময়ে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কথা।

১৯৯ ধারা। বিচাপতির পূর্ব্বপদধারী যদি বিচার লিখিয়া প্রকাশ না করিয়া থাকেন, তবে বিচারপতি তাহাই প্রচার করিতে পারিবেন।

বিচারপতির পূর্ব্বপদধারির বিচার প্রকাশ করিবার ক্ষমতার কথা।

বিচার লিখিবার ভাষার কথা।

২০০ ধারা। আদালতের চলিত ভাষায় কিম্বা ইংরেজী কি বিচারপতির মাতৃভাষায় বিচার লিখিতে হইবে।

বিচারের অনুবাদের কথা।

২০১ ধারা। আদালতের চলিত ভাষাভিন্ন কোন ভাষায় বিচার লেখা গেলে, কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, আদালতের চলিত ভাষায় ঐ বিচার অনুবাদ করা যাইবে, ও বিচারপতি কিম্বা তিনি এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারকে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ অনুবাদে স্বাক্ষরও করিবেন।

বিচারপত্রে তারিখ লিখিতে ও স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

২০২ ধারা। বিচারপতি যে সময়ে বিচার প্রকাশ করেন সেই সময়ে মুক্তদ্বার আদালতে ঐ বিচারপত্রে তারিখ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, ও কোন শব্দের ভ্রম শোধন কিম্বা যে দোষদ্বারা মোকদ্দমার কোন প্রয়োজনীয় অংশের বিঘ্ন না হয় আকস্মিক এমত কোন দোষ খণ্ডন ভিন্ন কিম্বা পুনরালোচনার সময়ে যে সংশোধন করা যায় তদ্ভিন্ন, তাহা পরিবর্ত্তন করা যাইবে না ও তাহাতে কোন কথা সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে না।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারের কথা।

২০৩ ধারা। যেং বিষয় নির্ণয় করা প্রয়োজন ও তাহার উপর যেং নিষ্পত্তি হয় ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারপত্রে তদ্ভিন্ন কোন কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই।

অন্যং আদালতের বিচারের কথা।

অন্য সকল আদালতের বিচারপত্রে মোকদ্দমার সংক্ষেপ বর্ণনা, ও নির্ণয় করিবার বিষয়, ও তাহার উপর যে নিষ্পত্তি হয় তাহা, ও ঐ নিষ্পত্তির হেতু লিখিতে হইবে।

প্রত্যেক ইস্যুর বিষয়ে আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২০৪ ধারা। মোকদ্দমায় ইস্যু ধার্য্য করা গেলে, কোন এক কি কএক ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় হয় কেবল তাহাই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রচুর না হইলে, আদালত একং স্বতন্ত্র ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় বা নিষ্পত্তি করেন হেতু সহিত তাহা লিখিবেন।

ডিক্রীর তারিখের কথা।

২০৫ ধারা। যে দিনে বিচার প্রচার করা যায়, ডিক্রীতে সেই দিনের তারিখ লিখিতে হইবে; এবং বিচারপত্রানুসারে ডিক্রী লেখা হইয়াছে বিচারপতি ইহা বোধমতে জানিলে ঐ ডিক্রীতে স্বাক্ষর করিবেন।

ডিক্রীর মর্ম্মের কথা।

২০৬ ধারা। ডিক্রী বিচারের সঙ্গে মিলিবে। মোকদ্দমার রেজিস্টরী বহীতে মোকদ্দমার যে নম্বর ও উভয়পক্ষের যেং নাম ও বর্ণনা ও দাওয়ার যে বিশেষ কথা লেখা থাকে ডিক্রীতে তাহা লিখিতে হইবে, ও যে প্রকারের উপকার করা গেল কিম্বা মোকদ্দমার অন্য যে প্রকার নিষ্পত্তি হইল তাহাও স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইবে। আরও মোকদ্দমার যত খরচা লাগিল ও যে পক্ষের ঐ খরচার যে অংশ দিতে হইবে, ডিক্রীতে তাহাও লেখা যাইবে।

ডিক্রী সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

বিচারের সঙ্গে ডিক্রীর ঐক্য নাই দেখা গেলে, কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে কোন অক্ষরের কি অঙ্কের ভুল দেখা গেলে, যাহাতে বিচারের সঙ্গে ঐক্য হয় কিম্বা ঐ ভ্রম সংশোধন করা যায়, আদালত আপন প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন এক পক্ষের প্রার্থনানুসারে ডিক্রী এমন করিয়া সংশোধন করিতে পারিবেন। কিন্তু উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে প্রস্তাবিতমতে সংশোধন করিবার উপযুক্ত নোটিস দিতে হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার ডিক্রীর কথা।

২০৭ ধারা। স্থাবর সম্পত্তি মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় হইলে, এবং বন্দোবস্তী কি জরীপী কাগজপত্রে সীমা কি নম্বর দিয়া ঐ সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, ডিক্রীতে সেই সীমা ও নম্বর বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তি দিবার ডিক্রীর কথা।

২০৮ ধারা। অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইয়া যদি ঐ সম্পত্তি দিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইতে না পারিলে তৎপরিবর্ত্তে যত টাকা দিতে হইবে, ইহাও ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে আসল যত টাকার আজ্ঞা হয় ডিক্রীতে তাহার উপর সুদ দিবার আজ্ঞা থাকিতে পারিবার কথা।

২০৯ ধারা। বাকির পাওনা টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্ব্ব কোন সময়ের নিমিত্ত আসল টাকার উপর যে সুদের আজ্ঞা হয় আদালত তদতিরিক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ঐ ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত যে হার যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন, আসল যত টাকার ডিক্রী করেন ঐ ডিক্রীতে তত টাকার উপর সেই হারানুসারে সুদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকার ডিক্রী হয় ডিক্রীর তারিখ অবধি টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত, কিম্বা আদালত তৎপূর্ব্বের যে তারিখ উচিত বোধ করেন এমত তারিখ পর্য্যন্ত, মোটে তত টাকার উপর যে হারে যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন সেই হারে সুদের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ডিক্রীতে কিস্তি করিয়া টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২১০ ধারা। টাকা দিবার সকল ডিক্রীতে আদালত বিশিষ্ট কোন কারণে সুদ সমেত কি সুদ ছাড়া কিস্তি করিয়া ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ডিক্রীর পর যে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা দিবার আজ্ঞা হইতে পারে তাহার কথা।

ও তদ্রূপ কোন ডিক্রী করা গেলে পর, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে ও ডিক্রীদারের সম্মতিক্রমে আদালত সুদ দেওন, বা প্রতিবাদির সম্পত্তি ক্রোক করণ, কিম্বা তাঁহার স্থানে জামিন লওন প্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, তদনুসারে কিস্তিবন্দী করিয়া ঐ ডিক্রীর টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারার ও ২০৬ ধারার বিধানের স্থলছাড়া, কোন পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রী পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

ভূমির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, সুদসমেত ওয়াসিলাৎ দিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২১১ ধারা। যে স্থাবর সম্পত্তি হইতে খাজানা কি অন্য লভ্য পাওয়া যায় তাহার অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, যাঁহার পক্ষে ডিক্রী করা যায় আদালত ঐ ডিক্রীর মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি সম্পত্তি তাঁহার অধিকার করিয়া না দেওন, কিম্বা ডিক্রীর তারিখ অবধি তিনবৎসরের অবসান না হওন, ইহার মধ্যে যেটি প্রথম হয় তৎকাল পর্য্যন্ত, ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াসিলাৎ কি খাজানা দিবার ও যে হার উচিত বোধ করেন সেই হারে সুদ দিবার বিধান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—সম্পত্তি অন্যায়মতে যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তিনি সেই সম্পত্তি হইতে যে লভ্য পাইলেন, কিম্বা সাধারণমতে যত্ন করিলে যে লভ্য পাইতে পারিতেন, সম্পত্তির "ওয়াসিলাৎ" শব্দে সুদসমেত সেই লভ্য বুঝাইবে।

আদালতের মোকদ্দমার পূর্ব্বের ওয়াসিলাতের টাকা নির্ণয় করিবার কিম্বা পশ্চাৎ তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

২১২ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ব কোন সময়ের ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াসিলাতের নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, এবং ঐ ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয় তদ্বিষয়ের বিবাদ হইলে, আদালত ঐ ডিক্রীতেই সেই টাকা নির্ণয় করিতে পারিবেন; কিম্বা সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রী করিয়া, ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয় ইহার অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা করিয়া অন্য আজ্ঞাক্রমে তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

ধনাধ্যক্ষতা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কথা।

২১৩ ধারা। কোন সম্পত্তির হিসাব পাইবার ও আদালতের ডিক্রী অনুসারে সম্পত্তির নিয়মিত অধ্যক্ষতা করণবিষয়ে মোকদ্দমা হইলে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে যে হিসাব ও অনুসন্ধান লওয়ার ও অন্য যে বিষয়ের আদেশ করা উচিত বোধ করেন তাহার আজ্ঞা করিবেন।

এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন ব্যক্তি মরিলে ও আদালত তাঁহার সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতার বিধান করিলে যদি তাঁহার সম্পূর্ণ ঋণ ও দায় শোধ করণার্থে ঐ সম্পত্তিতে অকুলান হয়, তবে যাঁহাদিগকে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণয় করা যায় তাঁহাদের সম্পত্তি বিষয়ে যেই বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে, ঐ মৃত ব্যক্তির প্রাপ্তিভুক্তক্রমে রক্ষিত ও অরক্ষিত মহাজনদের নিজ২ স্বত্ব বিষয়ে, ও যে ঋণের ও দায়ের প্রমাণ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে, ও বার্ষিক বৃত্তির ও সম্ভাবিত ও নৈমিত্তিক দায়ের মূল্য নিরূপণ বিষয়ে, সেই২ বিধিমতে কার্য্য করা যাইবে।

ও তদ্রূপ কোন স্থলে সেই সম্পত্তি হইতে যাঁহাদের ঋণের শোধ পাইবার স্বত্ব থাকে, তাঁহারা ঐ সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করণ বিষয়ক ডিক্রীর অধীন হইয়া এই আইনের বলে যে দাওয়া করিতে স্বত্ববান হন, ঐ সম্পত্তির উপর সেই দাওয়া করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৬৫ ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, তাহা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী মোকদ্দমা বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ক্রয় করিবার অঙ্গীকার প্রবল করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৪ ধারা। সম্পত্তির বিশেষ বিক্রয় স্থলে, যদি ক্রয় করিবার অঙ্গীকার প্রবল করণার্থ মোকদ্দমা হয়, ও আদালত বাদির পক্ষে নির্ণয় করেন, তবে ক্রয়ের টাকা আদালতে না দেওয়া গেলে, যে দিনে বা যে দিনের পূর্ব্বে ঐ টাকা দিতে হইবে ডিক্রীর মধ্যে এমত দিন নির্দ্ধারিত হইবে ও তন্মধ্যে এই আজ্ঞা থাকিবে যে বাদির বিপক্ষে খরচারও ডিক্রী হইলে সেই খরচা যুক্ত ঐ ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে বাদী ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবেন কিন্তু সেই টাকা ও খরচা না দেওয়া গেলে, মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিসমিস হইবে।

অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৫ ধারা। অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকদ্দমা হইলে, যে দিন অবধি ঐ অংশিত্ব লোপ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে এমত দিন নিরূপণের আজ্ঞা করিয়া, হিসাব লইবার ও অন্য যে কার্য্য করা উচিত বোধ করেন সেই কার্য্য করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

হিসাব পাইবার নিমিত্ত মুখ্য ব্যক্তি ও কর্ম্মকারকের মধ্যে মোকদ্দমার কথা।

২১৫ ক ধারা। কোন মুখ্য ব্যক্তি ও তাহার কর্ম্মকারকের মধ্যে যে অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্য চলে তাহার হিসাব পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, এবং পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিধান করা যায় নাই, সেই সকল মোকদ্দমায় কোন পক্ষের পাওনা কি দেনা টাকার পরিমাণ নির্ণয় করণার্থে হিসাব লইবার প্রয়োজন হইলে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে, যেরূপ হিসাব লওয়া উচিত বোধ করেন, সেইরূপ হিসাব লইবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিবেন।

বিপরীত দাওয়ার অনুমতি হইলে ডিক্রীর কথা।

২১৬ ধারা। প্রতিবাদী বাদির দাওয়ার বিপক্ষে কোন ঋণের দাওয়া করিলে, ও সেই দাওয়া গ্রাহ্য হইলে, বাদির কত টাকা পাওনা ও প্রতিবাদির কিছু পাওনা থাকিলে তাঁহারই কত পাওনা আছে, ডিক্রীর মধ্যে এই কথা লেখা যাইবে, ও কোন এক পক্ষের যত টাকা পাওনা বলিয়া দৃষ্ট হয় তত টাকা আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রী হইবে।

প্রতিবাদিকে যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তৎসম্বন্ধে ডিক্রীর ফলের কথা।

প্রতিবাদী বাদির নামে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা করিয়া সেই টাকার দাওয়া করিলে ঐ ডিক্রীর যে ফল হইত ও আপীল প্রভৃতি বিষয়ে যে বিধি বর্ত্তিত আদালত উক্ত স্থলে প্রতিবাদির কোন টাকা পাইবার যে ডিক্রী করেন তাহারও সেই ফল হইবে, ও আপীল প্রভৃতি বিষয়ে সেই বিধি বর্ত্তিবে।

২১৭ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষ আদালতের নিকটে প্রার্থনা করিলে, তাঁহার খরচে বিচারপত্রের ও ডিক্রীপত্রের সহীমোহরের নকল তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

ডিক্রীর ও বিচারের সহী মোহরের নকল দিতে হইবার কথা।

---

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

খরচাবিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। আদালত এই আইনমতে কোন প্রার্থনাপত্রের নিষ্পত্তি করণ-সময়ে কোন এক পক্ষের ঐ প্রার্থনাপত্রের খরচ দেওয়াইতে পারিবেন, কিম্বা তৎপরে অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহা করিবার সময়ে ঐ খরচার কথা বিবেচনা করিতে পরিবেন।

প্রার্থনাপত্রের খরচের কথা।

২১৯ ধারা। একং পক্ষের খরচা কাহার দিতে হইবে, অর্থাৎ আপনি কি মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষ দিবেন, এবং সমুদয় কিম্বা অংশমাত্র, কি যে অনুপাতে যাঁহার দিতে হইবে, বিচারপত্রে এইং বিষয়ের আজ্ঞা থাকিবে।

খরচ কোন্ পক্ষের দিতে হইবে বিচারপত্রে ইহার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

২২০ ধারা। আদালত যে কোন প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের ও মোকদ্দমার খরচা দেওয়াইতে ও অংশাংশমতে নিরূপণ করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমাপন্ন হন; এবং আদালত মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলেও তাঁহার উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার বাধা নাই।

খরচার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা।

কিন্তু কোন প্রার্থনাপত্রের কি মোকদ্দমার যে খরচা লাগে তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রের কি মোকদ্দমার ফলের অনুগত হইবে না, আদালত এমত আজ্ঞা করিলে তাহার কারণ লিখিয়া জানাইবেন।

এই আইনমতে খরচা সম্বন্ধে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর অঙ্গস্বরূপ না হইলে টাকার ডিক্রীর ন্যায় জারী করা যাইতে পারিবে।

২২১ ধারা। এক পক্ষের খরচা অন্য পক্ষের দিতে হইলে, যদি ঐ এক পক্ষ ঐ অন্য পক্ষের টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকার করেন, কিম্বা মোকদ্দমায় তাহা পাওনা বলিয়া জানা যায়, তবে আদালত সেই টাকা হইতে ঐ খরচা বাদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকার হইলে কি জানিতে পাওয়া গেলে তাহা হইতে খরচা বাদ দিতে পারিবার কথা।

২২২ ধারা। আদালত খরচার উপর বৎসর শতকরা ছয় টাকার অনধিক হারে সুদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং সুদ সহিত বা সুদ বিনা ঐ খরচা মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় হইতে দেওয়া কি লওয়া যায় এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

খরচার উপর সুদের কথা।

বিবাদের বিষয় হইতে খরচা দিবার কথা।

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়।

ডিক্রী জারীকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ক বিধি।।

২২৩ ধারা। যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহারই দ্বারা কিম্বা নিম্নলিখিত বিধানমতে জারী করাইবার জন্যে অন্য যে আদালতে পাঠান যায়, তাঁহার দ্বারা, ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে।

যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক কথা।

যে আদালত ডিক্রী করিলেন, সেই আদালত নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে সেই ডিক্রী জারী করাইবার জন্যে অন্য আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

(ক) যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী হয় তিনি যথার্থই ও স্বেচ্ছামতে ঐ অন্য আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করিলে কি ব্যবসায় করিলে কিম্বা লাভের আশায় নিজে কর্ম্ম করিলে, কিম্বা

(খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ ডিক্রীমত কার্য্যসাধন করণার্থ ঐ ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি না থাকিলে ও ঐ অন্য আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে সম্পত্তি থাকিলে, কিম্বা

(গ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন ডিক্রীর মধ্যে সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কিম্বা

(ঘ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত অন্য কোন কারণে ঐ অন্য আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী হওয়া উচিত বোধ করিলে। এই স্থলে তাঁহার সেই কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

যে আদালত ডিক্রী করিলেন, আপন প্রবৃত্তিমতে আপনার অধীন কোন আদালতে তাহা জারী করিবার নিমিত্তে পাঠাইতে পারিবেন।

এই ধারামতে ডিক্রী জারী করাইবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালত, অন্য যে আদালত ডিক্রী করেন তাঁহার নামে সর্টিফিকেট লিখিয়া ঐ ডিক্রী জারী করাইবার কথা, কিম্বা জারী করিতে না পারিলে না পারিবার সকল ভাবগতিক জানাইবেন।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে, ও যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত কলিকাতায় কি মান্দ্রাজে কি বোম্বাইয়ে কি রাঙ্গুণে ঐ ডিক্রী জারী করাইতে চাহিলে, কলিকাতার কি স্থলবিশেষে মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের কি রাঙ্গুণের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে ২২৪ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের উল্লিখিত নকল ও সর্টিফিকেট পাঠাইবেন। তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত আপনার কৃত ডিক্রীর ন্যায় ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন।

যে আদালত ডিক্রী করিলেন ও ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায় উভয়ই একই জিলার মধ্যে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত আদালত শেষোক্ত আদালতে তাহা একেবারে পাঠাইবেন। কিন্তু ডিক্রী

জারী করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায় তাহা ভিন্ন জিলায় থাকিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত যে জিলার মধ্যে তাহা জারী করাইবেন তথাকার জিলার আদালতে ডিক্রী পাঠাইবেন।

কোন আদালত আপনার ডিক্রী অন্য আদালতের দ্বারা জারী করাইতে ইচ্ছা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৪ ধারা। কোন আদালত ২২৩ ধারামতে ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে এই২ পত্রাদি পাঠাইবেন,—

(ক) ডিক্রীর নকল;

(খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতের এলাকার মধ্যে ডিক্রী জারী করণ দ্বারা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন হয় নাই এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট কিম্বা ডিক্রীর অংশমাত্র সাধন হইলে, যত দূর সাধন হইয়াছে ও ডিক্রীর যে অংশটি সাধন না হইয়া রহিয়াছে তদ্বিষয়ের সর্টিফিকেট; এবং

(গ) ডিক্রী জারী করিবার কোন আজ্ঞা হইয়া থাকিলে সেই আজ্ঞার নকল, ও তদ্রূপ আজ্ঞা না হইয়া থাকিলে সেই মর্ম্মের সর্টিফিকেট।

আদালত ডিক্রীর নকল প্রভৃতি পাইলে প্রমাণ না লইয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

২২৫ ধারা। যে আদালতে তদ্রূপে ডিক্রী পাঠান যায় সেই আদালত বিশেষ কোন কারণে ঐ ডিক্রীর, কিম্বা জারী করণের আজ্ঞার কিম্বা তাহার নকলের কিম্বা যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহার বিচারাধিপত্যের প্রমাণ চাহিলে, বিচারপতি ঐ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন; নতুবা কোন প্রমাণ না লইয়া ঐ২ নকল ও সর্টিফিকেট গাঁথাইয়া রাখিবেন।

ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায় তৎকর্ত্তৃক জারী হওয়ার কথা।

২২৬ ধারা। ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায় তাহা জিলার আদালত হইলে, পূর্ব্বোক্ত নকল তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে পর, ঐ আদালত আপনি তাহা জারী করিতে পারিবেন, কিম্বা অধীন যে আদালতের প্রতি আজ্ঞা করেন সেই আদালত জারী করিতে পারিবেন।

অন্য আদালতের প্রেরিত ডিক্রী হাই কোর্টের দ্বারা জারী করিবার কথা।

২২৭ ধারা। ডিক্রীজারী করিবার জন্যে হাই কোর্টে পাঠান গেলে ঐ কোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণপক্ষে সাধারণ ক্ষমতাধীনে কার্য্য করিয়া আপনি ডিক্রী করিলে যে প্রকারে জারী করিতেন, সেই প্রকারে ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন।

প্রেরিত ডিক্রীজারী সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার ও এরূপ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

২২৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে ডিক্রী জারী করিবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায়, সেই আদালত আপনার ডিক্রীজারী করণার্থে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন ঐ ডিক্রীজারী করণার্থেও সেই ক্ষমতাপন্ন হইবেন। কোনব্যক্তি সেই ক্রীজারী সম্পর্কীয় আজ্ঞা না মানিলে কিম্বা জারী করণের বাধা জন্মাইলে, ঐ আদালত আপনি ঐ ডিক্রী করিলে যেরূপে ঐ ব্যক্তির দণ্ড করিতে পারিতেন সেইরূপ করিতে পারিবেন। এবং ঐ ডিক্রীজারী করণ সম্পর্কে ঐ আদালত যে২ আজ্ঞা করেন, আপনি ঐ ডিক্রী করিলে ঐ২ আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক যে বিধি বর্ত্তিত সেই বিধি বর্ত্তিবে।

এতদ্দেশীয় রাজ্যাধিকারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত আদালতের ডিক্রীর কথা;

২২৯ ধারা। ভিন্ন দেশীয় কোন রাজার দেশে কি রাজ্যাধিকারে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে যে আদালত স্থাপিত হয়, সেই আদালতের ডিক্রী ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করা যাইতে না পারিলে এই আইনের বিধানমতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করা যাইতে পারিবে।

খ।—ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা বিষয়ক বিধি।

ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার কথা।

২৩০ ধারা। ডিক্রীদার ডিক্রী প্রবল করিতে চাহিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি সেই আদালতে, কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে কোন কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া থাকিলে তাঁহার নিকটে, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে অন্য আদালতে প্রেরণ করা গেলে সেই আদালতে, কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে প্রার্থনা করিবেন।

আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ডিক্রীমত খাতকের ও তাঁহার সম্পত্তির উপর একই সময়ে ডিক্রী জারী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

এই ধারাক্রমে টাকা দেওনের কিম্বা অন্য সম্পত্তি সমর্পণ করণের ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা করা গেলে, ও সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে, তৎপশ্চাৎ সেই ডিক্রী জারী করিবার জন্য প্রার্থনা নিম্নলিখিত কোন তারিখ অবধি দ্বাদশ বৎসর গত হইলে পর গ্রাহ্য হইবে না,—

(ক) যে ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয় তাহার, কিম্বা আপীল হইয়া সেই ডিক্রী প্রবল রাখিবার ডিক্রী হইলে তাহার তারিখ অবধি, কিম্বা

(খ) ডিক্রীদ্বারা কিম্বা পশ্চাৎ অন্য আজ্ঞাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট তারিখে কোন টাকা দিবার কি কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে, প্রার্থক যে টাকা কি সম্পত্তি লক্ষ্য করিয়া ডিক্রী প্রবল করাইতে চেষ্টা করেন, সেই টাকা দিবার কি সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ত্রুটি যে তারিখে হয় সেই তারিখ অবধি।

ঐ প্রার্থনাপত্রের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ব দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ডিক্রীমত খাতক প্রতারণাদ্বারা কিম্বা বলক্রমে ঐ ডিক্রী জারী হইবার বাধা দিয়া থাকিলে, বার বৎসরের ঐ মিয়াদ গত হইলেও, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের ঐ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধা নাই।

এই আইন প্রচলিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে আইন প্রবল ছিল তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত ছিল, এই আইন প্রচলিত হওয়ার পর তিন বৎসর অবসান হওনের পূর্ব্বে ঐ মিয়াদ গত ন

হইলে, এই ধারার ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, উক্ত তিন বৎসরের মধ্যে কোন ডিক্রী প্রবল করিবার কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে।

অনেক ডিক্রীদার থাকিলে কোন এক জনের ঐ প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩১ ধারা। দুই কি ততধিক ব্যক্তির সপক্ষে সাধারণ ডিক্রী হইলে, তাঁহাদের কোন এক কি অধিক ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার কি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সকলের হিতার্থে, কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে উত্তরজীবী অন্য ব্যক্তিদের ও মৃত ব্যক্তির স্বার্থসম্বন্ধীয় স্থলাভিষিক্তের হিতার্থে, সম্পূর্ণ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে প্রার্থনা করা যায় আদালত সেই প্রার্থনানুসারে ডিক্রী জারী করিবার অনুমতি দেওয়ার উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাইলে, অন্য যে ব্যক্তিরা সেই প্রার্থনায় সংযুক্ত না ছিলেন তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে যে আজ্ঞা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিবেন।

ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার প্রার্থনার কথা।

২৩২ ধারা। লিখিত নিরূপণপত্রক্রমে কিম্বা আইনের কার্য্যবলে সেই ডিক্রী ডিক্রীদারের হস্তহইতে অন্য কোন ব্যক্তির হস্তগত হইলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন ঐ ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আদালতে ঐ ডিক্রী জারীর প্রার্থনা করিতে পারিবেন; এবং ডিক্রীদার আপনি ঐ প্রার্থনা করিলে যে প্রকারে ও যে নিয়মাধীনে তাহা জারী করা যাইত আদালত বিহিত বোধ করিলে, ঐ ডিক্রী সেই প্রকারে ও সেই নিয়মাধীনে জারী করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু (ক) নিরূপণপত্রক্রমে সেই ডিক্রী অন্যের হস্তগত হইলে, উক্ত প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া হস্তান্তরকারিকে ও ডিক্রীমত খাতককে দেওয়া যাইবে, ও তাঁহারা ঐ ডিক্রী জারী করণ বিষয়ে আপত্তি করিলে, আদালত তাঁহাদের ঐ আপত্তি না শুনিলে, ঐ ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(খ) অনেক ব্যক্তির বিপক্ষে টাকার ডিক্রী হইয়া তাঁহাদের কোন ব্যক্তির হস্তগত হইলে, অন্যদের বিপক্ষে তাহা জারী করা যাইতে পারিবে না।

ঐ ডিক্রী যাহার হস্তগত হয় আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে যে ন্যায্য দাওয়া প্রবল হইতে পারে তাহা মানিয়া তাঁহার ঐ ডিক্রী রাখিবার কথা।

২৩৩ ধারা। আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে ডিক্রীমত খাতকের ন্যায্য দাওয়া থাকিলে ও খাতক ঐ দাওয়া প্রবল করিতে পারিলে, ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায় তিনিও সেই দাওয়া তদবৎ মানিয়া ঐ ডিক্রী রাখিবেন।

ডিক্রীমত খাতক ঐ ডিক্রীজারী হওনের পূর্ব্বে মরিলে, তাহার স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা হইতে পারিবার কথা।

২৩৪ ধারা। ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী হওনের পূর্ব্বে ডিক্রীমত খাতক মরিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন ডিক্রীদার সেই আদালতের নিকট মৃত খাতকের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মৃত ব্যক্তির যত সম্পত্তি ঐ স্থলাভিষিক্তের হস্তগত হইয়া নিয়মমতে হস্তান্তর করা যায় নাই, ঐ স্থলাভিষিক্ত কেবল তত সম্পত্তি সম্বন্ধে দায়ী হইবেন; ও যে আদালত ডিক্রী জারী করাইবেন সেই আদালত ঐ দায় নিশ্চয়রূপে স্থির করিবার নিমিত্তে যে২ হিসাব দেখা উচিত বোধ করেন, স্বীয় প্রবৃত্তিমতে কিম্বা ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে ঐ স্থলাভিষিক্তের দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই২ হিসাব উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

২৩৫ ধারা। ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও প্রার্থকের, কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত আছেন আদালতের হৃদ্বোধমতে এরূপ প্রমাণ দেওয়া গেলে আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ অন্য ব্যক্তির ঐ প্রার্থনাপত্রে সত্যপাঠের কথা লিখিতে হইবে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত টেবিলের পাঠে লেখা থাকিবে,—

(ক) মোকদ্দমার নম্বর।

(খ) উভয় পক্ষের নাম।

(গ) ডিক্রীর তারিখ।

(ঘ) ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা গিয়াছে কি না।

(ঙ) ডিক্রী হওয়ার পর উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদীয় বিষয়ের কোনরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না ও যেরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে।

(চ) ইহার পূর্ব্বে ঐ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়াছে কি না ও কি২ প্রার্থনা হইয়াছে ও তাহার কি ফল।

(ছ) ডিক্রীমতে ঋণের কি হানিপূরণের যত টাকা ও সুদের আজ্ঞা হইলে যত টাকা সুদ কি তদ্ভিন্ন অন্য যে উপকারের আজ্ঞা হইল তাহা।

(জ) খরচার আজ্ঞা হইলে যত টাকা খরচা।

(ঝ) যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয় তাঁহার নাম। ও

(ঞ) আদালতের নিকট যদ্রূপ সাহায্যের প্রার্থনা হয়, অর্থাৎ যে সম্পত্তির স্পষ্ট ডিক্রী হইল সেই সম্পত্তি দেওয়ান, কিম্বা প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত ব্যক্তিকে ধরিয়া কারাবদ্ধকরণ, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণ, কিম্বা প্রার্থিত উপকারের স্বভাব বিবেচনায় অন্য যে কার্য্যের প্রার্থনা হয় তাহা।

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সহিত নির্ঘণ্টপত্র দিতে হইবার কথা।

২৩৬ ধারা। ডিক্রীমত খাতকের যে অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে নাই, এমত সম্পত্তি ক্রোক করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, ডিক্রীদার ঐ প্রার্থনাপত্রের সহিত ঐ সম্পত্তির যুক্তিসঙ্গতরূপ যথার্থ বর্ণনাযুক্ত এক নির্ঘণ্টপত্র সংযোগ করিয়া দিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে আর২ যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৭ ধারা। ডিক্রীমত খাতকের কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, সেই সম্পত্তি যাহাতে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে প্রার্থনাপত্রের নিম্নভাগে তাহার এমত বর্ণনা লিখিতে হইবে, এবং প্রার্থকের বিশ্বাসমতে কিম্বা তিনি যত দূর নিশ্চয়রূপে জানিয়া লইতে পারিলেন তত দূর সেই সম্পত্তিতে ডিক্রীমত খাতকের যে অংশ কি স্বার্থ থাকে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে।

আবেদনপত্রে সত্যপাঠের কথা লিখিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানানুসারে উক্ত বর্ণনাপত্রে ও নির্দ্দেশ বাক্যে সত্যপাঠের কথা লিখিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে যে স্থলে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টর হইতে উদ্ধৃত কথা দিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৮ ধারা। সেই সম্পত্তি যদি কালেক্টরী কাচারিতে রেজিষ্টরী করা ভূসম্পত্তি হয়, তবে ঐ ভূমির অধিকারী বলিয়া কিম্বা যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যাইতে পারে ঐ ভূমিতে কি তদুৎপন্ন রাজস্বে এমত স্বার্থপ্রাপ্ত কিম্বা ঐ ভূমির রাজস্বের দায়ী বলিয়া যে ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টরী করা যায়, তাঁহাদের নাম ও রেজিষ্টরী করা ভূম্যধিকারিদের নানা অংশ যাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকে ঐ কাছারীর রেজিষ্টর হইতে উদ্ধৃত ও স্বাক্ষর ক্রমে প্রমাণিত এমত পত্র ঐ ভূমি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে দিতে হইবে।

গ।—ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবার বিধি।

যে স্থলে আদালত ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারেন তাহার কথা।

২৩৯ ধারা। যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতে, কিম্বা ঐ ডিক্রী কি তাহার জারী করণবিষয়ক আপীল যে আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা হওয়ার নিমিত্ত, কিম্বা ঐ প্রথমস্থলীয় আদালত কি আপীল আদালত ডিক্রী জারীর আজ্ঞা দিয়া থাকিলে কিম্বা তাঁহার নিকট ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া থাকিলে ঐ ডিক্রীর কিম্বা তাহা জারী করণের বিষয়ে অন্য যে আজ্ঞা করিতে পারিতেন এমত কোন আজ্ঞা হওয়ার নিমিত্ত, ডিক্রীমত খাতক যেন প্রার্থনা করিতে অবকাশ পান এই অভিপ্রায়ে, এই অধ্যায়মতে জারী করিবার জন্যে ডিক্রী যে আদালতে প্রেরণ করা যায়, উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, সেই আদালত যুক্তিসঙ্গত কালের নিমিত্ত ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবেন।

ও ডিক্রী জারীক্রমে ডিক্রীমত খাতকের সম্পত্তি কিম্বা তাঁহাকেই ধৃত করা গিয়া থাকিলে, যে আদালত ঐ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত, উক্ত আজ্ঞার নিমিত্ত প্রার্থনার ফলের অপেক্ষায়, ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতকের স্থানে জামিন লইতে কিম্বা তাঁহাকে নিয়মবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

২৪০ ধারা। ২৩৯ ধারামতে ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবার কিম্বা সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে, আদালত ডিক্রীমত খাতকের স্থানে যে জামিন লওয়া উচিত বোধ করেন লইতে পারিবেন, কিম্বা তৎপক্ষে যে নিয়ম ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করা গেলে পুনরায় ধরা যাইতে পারিবার কথা।

২৪১ ধারা। ডিক্রীমত খাতককে কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ২৩৯ ধারামতে মুক্ত করা গেলেও, জারী করিবার নিমিত্ত যে ডিক্রী পাঠান যায় তাহা জারী করণ ক্রমে তাঁহার কিম্বা তাঁহার সম্পত্তির পুনরায় ধৃত হইবার বাধা নাই।

যে আদালতে প্রার্থনা করা যায় ডিক্রীকারী কিম্বা আপীল আদালতের আজ্ঞা সেই আদালতের মানিতে হইবার কথা।

২৪২ ধারা। যে আদালতে ডিক্রী করা যায় সেই আদালত, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত আপীল আদালত ঐ ডিক্রী জারী করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন, ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালতের ঐ আজ্ঞা মানিতেই হইবে।

ডিক্রীদারের ও ডিক্রীমত খাতকের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ডিক্রী জারী স্থগিত থাকার কথা।

২৪৩ ধারা। কোন আদালতের ডিক্রী যে ব্যক্তির বিপক্ষে হইয়াছে, ডিক্রীদারের নামে সেই আদালতে সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে, আদালত উচিত জ্ঞান করিলে, ঐ উপস্থিত মোকদ্দমার যত দিন নিষ্পত্তি না হয় তত দিন নিয়ম ব্যতিরেকে, কিম্বা যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়মানুসারে, ঐ ডিক্রী জারী স্থগীত রাখিতে পারিবেন।

ঘ।—যে আদালত ডিক্রী জারী করিবেন তাঁহার বিবেচনীয় বিষয়ের বিধি।

যে আদালত ডিক্রী জারী করেন তাঁহার যেং বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা।

২৪৪ ধারা। যে আদালত ডিক্রীজারী করেন স্বতন্ত্র মোকদ্দমা না হইয়া সেই আদালতের আজ্ঞাক্রমে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকল নির্ণয় করা যাইবে।

(ক) ডিক্রীতে যে ওয়াসিলাতের বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা থাকে তাহার যত টাকা ধরিতে হইবে এই বিষয়ের প্রশ্ন।

(খ) ডিক্রী অনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ডিক্রী জারী করণের তারিখ পর্য্যন্ত, কিম্বা ডিক্রীর তারিখ হইতে তিন বৎসর অবসান হওন পর্য্যন্ত বিবাদীয় বিষয়ের উপর ওয়াসিলাৎ কি সুদ দিবার আজ্ঞা থাকিলে, যত টাকা ওয়াসিলাৎ কি সুদ ধরিতে হইবে এই বিষয়ের প্রশ্ন।

(গ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা যায় সেই মোকদ্দমার উভয় পক্ষের কিম্বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তদের মধ্যে ডিক্রী জারী করণ কি ডিক্রী হইতে মুক্ত করণ কি ডিক্রীমতে কার্য্য করণ সম্পর্কীয় অন্যান্য যে প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহা।

প্রথম মোকদ্দমা উপস্থিত করণ ও ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণ সময়ের মধ্যে যে ওয়াসিলাৎ বর্ত্তে, ঐ ডিক্রীতে তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করা না গেলে, এই ধারার কোন কথায় সেই ওয়াসিলাতের নিমিত্ত স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা নাই।

৩।—ডিক্রী যে প্রকারে জারী করা যাইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৫ ধারা। আদালত ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে, ২৩৫ ও ২৩৬ ও ২৩৭ ও ২৩৮ ধারার যেং আদেশ ঐ মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তে সেইং আদেশ পালন হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন, এবং ঐং আদেশ পালন করা না হইয়া থাকিলে আদালত প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিতে কিম্বা তৎকালে ও তৎস্থানেই কিম্বা আদালত যে সময় ধার্য্য করেন সেই সময় মধ্যে সংশোধন করিয়া দিবার অনুমতি করিতে পারিবেন। প্রার্থনাপত্র ঐরূপে সংশোধন করা না গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করা যাইবে।

এই ধারামতে যেং কথা সংশোধন করা যায় তাহাতে বিচারপতির স্বাক্ষর করিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে, আদালত মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে ঐ প্রার্থনা করণের কথা, ও যে তারিখে করা যায় তাহা লিখিয়া, ঐ প্রার্থনাপত্রের ভাবানুসারে ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, যত টাকার ডিক্রী হয়, সাধ্যমতে তাহার অধিক কি ন্যূন মূল্যের সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে না।

পরস্পরের বিপক্ষ ডিক্রীর কথা।

২৪৬ ধারা। আদালতে টাকার নিমিত্ত দুই পক্ষের পরস্পর বিপক্ষ ডিক্রী উপস্থিত করা গেলে, যিনি অধিক টাকার ডিক্রীদার তিনিই অন্য ডিক্রীর অল্পতর টাকা বাদে কেবল অবশিষ্ট টাকার নিমিত্ত ডিক্রীজারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন এবং অধিক টাকার ডিক্রীর উপর ঐ অল্প টাকা শোধ হওয়ার ও অল্প টাকার ডিক্রীর উপর ঐ টাকা শোধ পাইবার কথা লেখা যাইবে।

সমান টাকার দুই ডিক্রী হইলে, উভয় ডিক্রীর উপর টাকা শোধ হওয়ার কথা লেখা যাইবে।

প্রথম ব্যাখ্যা।—যেং ডিক্রী একই সময়ে ও একই আদালত দ্বারা জারী করা যাইতে পারে সেইং ডিক্রী এই ধারার লক্ষ্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—কোন এক পক্ষ নিরূপণক্রমে উক্ত কোন এক ডিক্রী প্রাপ্ত হইলেও এই ধারা খাটে এবং নিরূপণক্রমে প্রাপ্ত ব্যক্তির ডিক্রীমত ঋণের ও অন্য নিরূপণকারির ডিক্রীমত ঋণের প্রতি সমানরূপে খাটে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা।—এই ধারা নিম্নলিখিত স্থলে খাটে না;

যেং মোকদ্দমায় ঐং ডিক্রী করা গেল তন্মধ্যে কোন এক মোকদ্দমার ডিক্রীদার যদি অন্য মোকদ্দমার ডিক্রীমত খাতক না হন, ও উভয় মোকদ্দমায় প্রত্যেক জনের একইরূপ সম্বন্ধ না থাকে, এবং

দুই ডিক্রীমতে যে টাকা পাওনা হয় তাহা যদি নিশ্চিত না থাকে।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের বিপক্ষে আমানের ১০০০৲ টাকার ডিক্রী আছে। আমন ডাবি কোন দিয়ে বলরামকে তমুকং দ্রব্য না দিল ঐ আমানের বিপক্ষে বলরামেরও ১০০০৲ টাকা পাইবার ডিক্রী হইয়াছে। বলরাম এই ধারামতে আপনার ডিক্রী বিপক্ষ ডিক্রী বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

(খ) আমন ও বলরাম একই মোকদ্দমায় সহবাদী হইয়া চন্দ্রের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী পান, চন্দ্রও কেবল বলরামের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার অন্য ডিক্রী পান। চন্দ্র এই ধারামতে আপনার ডিক্রী অন্য ডিক্রীর বিপক্ষ বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

(গ) আমন বলরামের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী পান। চন্দ্র বলরামের সপক্ষ ন্যাসধারী হইয়া বলরামের পক্ষে আমানের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী পান। বলরাম এই ধারামতে চন্দ্রের ডিক্রী বিপক্ষ ডিক্রী বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

একই ডিক্রীমতে পরস্পর বিপক্ষ দাওয়ার কথা।

২৪৭ ধারা। দুই পক্ষ একই ডিক্রীমতে পরস্পরের স্থানে ন্যূনাধিক টাকা পাইবার স্বত্ববান হইলে, যে ব্যক্তি অন্য অপেক্ষা অল্প টাকার স্বত্ববান তিনি ঐ অন্যের বিপক্ষে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন না, কিন্তু ডিক্রীর উপর অল্প টাকা শোধ পাওয়ার কথা লেখা যাইবে।

উভয় পক্ষের সমান টাকা প্রাপ্য হইলে, কোন পক্ষ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন না, কিন্তু উভয়ের সেই টাকা শোধ হওয়ার কথা সেই ডিক্রীর উপর লেখা যাইবে।

ডিক্রী জারী করিতে না হওয়ার কারণ দেখাইবার নোটিস দিবার কথা।

২৪৮ ধারা। (ক) ডিক্রীর তারিখের ও তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের তারিখের মধ্যে এক বৎসরের অধিক কাল গত হইলে, কিম্বা

(খ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা গেল, সেই মোকদ্দমার এক পক্ষের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রী প্রবল করিবার প্রার্থনা হইলে,

যাহার বিপক্ষে ডিক্রীজারী করিতে প্রার্থনা করা যায় আদালত মিয়াদ নিরূপণ করিয়া তাঁহার নামে নোটিস দিয়া, যেং হেতুতে তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রীজারী করা উচিত না হয়, সেই মিয়াদের মধ্যে এমত হেতু দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা করিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু এইং স্থলে তদ্রূপ নোটিস দেওনের প্রয়োজন নাই,

ডিক্রীর তারিখ ও ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্রের তারিখের মধ্যে এক বৎসরের অধিক কাল গত হইলে যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, তাহার উপর আপীল হইয়া যে ডিক্রী করা যায় যদি সেই ডিক্রীর তারিখ অবধি, কিম্বা যাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করা যায় তৎপূর্ব্বে ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া তাঁহার বিপক্ষে শেষ যে আজ্ঞা করা যায় যদি ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে প্রার্থনা হইয়া থাকে, কিম্বা

ডিক্রীমত খাতকের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে প্রার্থনা হইলেও যদি তৎপূর্ব্বে সেই ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া আদালত তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার "আদালত" শব্দে যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত বুঝিতে হইবে। কিন্তু ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত অন্য আদালতে পাঠান গিয়া থাকিলে ঐ শব্দে সেই অন্য আদালত বুঝিতে হইবে।

নোটিস জারী হইবার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৯ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে কোন ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া গেলেও তিনি উপস্থিত না হইলে, কিম্বা যে হেতুতে ডিক্রী জারী করা উচিত নয় আদালতের হৃদ্বোধমতে এমত হেতু না দেখাইলে, আদালত সেই ডিক্রী জারী করিতে আজ্ঞা করিবেন।

তিনি ঐ ডিক্রী প্রবল করিবার কোন আপত্তি জানাইলে, আদালত সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া যে আজ্ঞা বিহিত জ্ঞান করেন করিবেন।

পরওয়ানা যে সময়ে বাহির হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৫০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে প্রথমস্থলীয় যে কার্য্যের প্রয়োজন হয় তাহা করা গেলে পর আদালত অন্যরূপ কার্য্য করিবার কারণ না দেখিলে, ডিক্রী জারী করিবার পরওয়ানা দিবেন।

তাহাতে তারিখ দিয়া ও স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিবার কথা।

২৫১ ধারা। ঐ পরওয়ানা যে দিনে বাহির হয় সেই দিনের তারিখ তাহাতে দেওয়া যাইবে, ও বিচারপতি কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। তাহাতে আদালতের মোহর ও মুদ্রিত হইবে ও তাহা জারী করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মকারকের হস্তে দেওয়া যাইবে।

ও যে দিনে বা যে দিনের পূর্ব্বে ঐ পরওয়ানা জারী করিতে হইবে উহাতে এমত দিন নির্দ্ধারিত থাকিবে, ও যে দিনে যে প্রকারে জারী করা গেল উপযুক্ত কর্ম্মকারক পরওয়ানার পৃষ্ঠে তাহা লিখিয়া, কিম্বা জারী করা না গেলে জারী না হওয়ার কারণ লিখিয়া, যে আদালত হইতে বাহির হইল তথায় সেই পৃষ্ঠলিপি সহিত ঐ পরওয়ানা ফেরত পাঠাইবেন।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে তাঁহার স্থলাভিষিক্তের টাকা দিবার ডিক্রীর কথা।

২৫২ ধারা। মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্তস্বরূপ কোন পক্ষের বিপক্ষে ডিক্রী জারী হইলে এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে টাকা দিবার ঐ ডিক্রী হইলে, উক্ত কোন সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ ডিক্রীজারী হইতে পারিবে।

তদ্রূপ কোন সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে না থাকিলে, ও মৃত ব্যক্তির যে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারগত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করা যায় তিনি ঐ সম্পত্তি নিয়মমতে যে প্রয়োগ করিয়াছেন এই কথা আদালতের হৃদ্বোধমতে জানাইতে না পারিলে, সম্পত্তির যে অংশ তাঁহা দ্বারা নিয়মমতে প্রয়োগ হয় নাই সেই অংশপর্য্যন্ত, নিজ তাঁহারই বিপক্ষে ডিক্রী হওয়ার ন্যায়, ডিক্রীমত খাতকের বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবে।

জামিনের বিপক্ষে ডিক্রীর কথা।

২৫৩ ধারা। প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমার ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ঐ ডিক্রীমতে কিম্বা তাহার একাংশমতে কার্য্য হইবার প্রতিভূস্বরূপ দায়ী হইলে, প্রতিবাদির বিপক্ষে যেরূপে ডিক্রী জারী হইতে পারে, ঐ ব্যক্তি আপনাকে যত দূর দায়ী করিলেন তত দূর তাঁহার বিপক্ষে সেই রূপে ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবে।

কিন্তু আদালত প্রত্যেক স্থলে যে প্রকারের নোটিস প্রচুর জ্ঞান করেন প্রতিভূকে এমত নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে।

টাকার নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৫৪ ধারা। যে ডিক্রী কি আজ্ঞা দ্বারা কোন পক্ষের প্রতি হানিপূরণ কি খরচাস্বরূপ, কিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞানুযায়ি অন্য কোন উপকারের পরিবর্ত্তে, কি অন্য প্রকারে, টাকা দেওয়ার আদেশ থাকে, ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করণ কিম্বা নিম্নলিখিত বিধানমতে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ দ্বারা কিম্বা ঐ উভয় প্রকারে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা প্রবল করা যাইতে পারিবে।

ওয়াসিলাতের কিম্বা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ক ডিক্রীর কথা।

২৫৫ ধারা। ওয়াসিলাতের কিম্বা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ টাকাতে নির্ণয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ের ডিক্রী হইলে, ডিক্রীমত খাতকের স্থানে ডিক্রীক্রমে যত টাকা পাওনা হয় তাহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে, টাকার সাধারণ ডিক্রী হওয়ার ন্যায় তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারিবে।

১০০০৲ টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে অগৌণেই তাহা জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৫৬ ধারা। কেবল টাকার ডিক্রী হইলে, ও এক সহস্রের অধিক টাকার ডিক্রী না হইলে, ও ডিক্রীমত খাতক আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকিলে, আদালত ঐ ডিক্রী করণ সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে খাতককেই ধরিবার কিম্বা সেই সীমার অন্তর্গত তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরওয়ানা দিয়া, অগৌণেই ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত টাকা যেং রূপে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৫৭ ধারা। ডিক্রীমতে যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা এই২ প্রকারে দেওয়া যাইবে,

(ক) সেই ডিক্রীজারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য সেই আদালতে, কিম্বা

(খ) আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে, কিম্বা

(গ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত অন্য যদ্রূপে আজ্ঞা করেন, তদ্রূপে।

ডিক্রীমত খাতককে সময় দিবার চুক্তির কথা।

২৫৭ক ধারা। প্রবৃত্তি না থাকিলে ও যে আদালত ডিক্রী দেন তাঁহার অনুমতি না হইলে ও উক্ত আদালত ঐ প্রবৃত্তি ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান না করিলে, ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থে সময় দিবার যে প্রত্যেক চুক্তি করা যায়, তাহা অসিদ্ধ হইবে।

ডিক্রীমতে যত টাকা পাওনা থাকে কি হয় ডিক্রীমত

ডিক্রীমত ঋণপরিশোধার্থ চুক্তির কথা।

ঋণ পরিশোধার্থে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে তদতিরিক্ত টাকা দিবার প্রত্যেক চুক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমতি না লইয়া করা গেলে অসিদ্ধ হইবে।

এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন টাকা দেওয়া গেলে, ডিক্রীমত ঋণ পরিশোধার্থে তাহা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উদ্বর্ত্ত থাকিলে, ডিক্রীমত খাতক তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

২৫৮ ধারা। ডিক্রীমতে দেয় কোন টাকা আদালতের বাহিরে দেওয়া গিয়া থাকিলে কিম্বা ডিক্রীদারের হৃদ্বোধমতে ডিক্রী সম্পূর্ণরূপ কি অংশতঃ অন্য প্রকারে মিটাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ২৫৭ ক ধারার লিখিত প্রকারের চুক্তিতে কোন টাকা দেওয়া গেলে, ঐ ডিক্রী জারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য ডিক্রীদার সেই আদালতে ঐ টাকা দেওয়ার কি মিটাইয়া দেওয়ার সর্টিফিকেট দিবেন।

ডিক্রীদারকে টাকা দিবার কথা।

ডিক্রীমত খাতকও তদ্রূপ দেওয়ার কি মিটাইয়া দেওয়ার সংবাদ আদালতে দিয়া ডিক্রীদারের প্রতি এই মর্ম্মের নোটিস জারী হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে সর্টিফিকেট পাওয়া গেল বলিয়া উক্ত দেওয়া কি মিটাইয়া দেওয়া কেন লিপিবদ্ধ করা যাইবে না আদালত যে দিন অবধারিত করেন, সেই দিনে ডিক্রীদার ইহার কারণ দেখান; এবং উক্ত নোটিস নিয়মিতরূপে জারী করা গেলে ডিক্রীদার যদি অবধারিত দিনে উপস্থিত না হন, কিম্বা সর্টিফিকেট পাওয়া গেল বলিয়া উক্ত দেওয়া কি মিটাইয়া দেওয়া কেন লিপিবদ্ধ করা যাইবে না, উপস্থিত হইয়াও যদি ইহার কারণ দেখাইতে না পারেন, তবে আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

পূর্ব্বোক্তরূপে সর্টিফিকেট দেওয়া না গেলে, তদ্রূপ দেওয়া কি মিটাইয়া দেওয়া কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

২৫৯ ধারা। যদি বিশেষ কোন অস্থাবর দ্রব্য কিম্বা অস্থাবর দ্রব্যের কোন অংশ প্রাপণের কিম্বা স্ত্রী পুনঃ প্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রী হয়, তবে ঐ দ্রব্য কি অংশ ধৃত করিয়া লইতে পারিলে তাহা ধৃত করিয়া যাঁহার পক্ষে ডিক্রী হইল তাঁহার প্রতি, কিম্বা তিনি আপনার পক্ষ হইয়া ঐ দ্রব্য গ্রহণার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিয়া, কিম্বা ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করিয়া, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া, কিম্বা আবশ্যক হইলে তাঁহাকে কারাবদ্ধ ও তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে।

বিশেষ অস্থাবর দ্রব্যের কিম্বা স্ত্রী পুনঃ প্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

এই ধারামত ক্রোক ছয় মাস প্রবল থাকিলেও যদি ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীর আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন ও ডিক্রীদার ঐ ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ার্থে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তবে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, এবং তদুৎপন্ন টাকা হইতে আদালত ডিক্রীদারকে ২০৮ ধারামতে টাকা ধার্য্য হইয়া থাকিলে ঐ টাকা ও স্থলান্তরে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকা দেওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিতে পারিবেন, এবং উদ্বৃত্ত থাকিলে ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাহা তাঁহাকে দিবেন।

যদি ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন ও ডিক্রী জারীর যে সকল খরচা দিতে বাধ্য ছিলেন তৎসমুদয় দিয়া থাকেন কিম্বা ক্রোক করণের তারিখ অবধি ছয় মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রার্থনা না করা গিয়া থাকে, কিম্বা প্রার্থনা হইলে, তাহা গ্রাহ্য না হইয়া থাকে, তবে ক্রোক শেষ হইয়া যাইবে।

২৬০ ধারা। কোন ব্যক্তির বিপক্ষে চুক্তিতে কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার কিম্বা দাম্পত্যস্বত্ব পুনঃ প্রদান করিবার, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ ক্রিয়া করিবার কিম্বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ডিক্রী হইলে, তাঁহার সেই ডিক্রী কি আজ্ঞামতে কার্য্য করিবার সুযোগ থাকিলেও যদি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা মানিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করণ কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণদ্বারা কিম্বা ঐ উভয় কার্য্যদ্বারা ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে।

বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করণার্থ কিম্বা দাম্পত্যস্বত্ব পুনপ্রাপণার্থ ডিক্রী হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

এই ধারামত ক্রোক এক বৎসর প্রবল থাকিলেও যদি ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীর আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন ও ডিক্রীদার ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে এবং তদুৎপন্ন টাকা হইতে আদালত ডিক্রীদারকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকা দেওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিতে পারিবেন এবং উদ্বৃত্ত থাকিলে ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাহা তাঁহাকে দিতে পারিবেন।

যদি ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন ও যে সকল খরচা দিতে বাধ্য ছিলেন তৎসমুদয় দিয়া থাকেন কিম্বা ক্রোক করণের তারিখ অবধি এক বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রার্থনা করা গিয়া তাহা গ্রাহ্য হইয়া না থাকে তবে ক্রোক শেষ হইয়া যাইবে।

২৬১ ধারা। হস্তান্তর করণপত্রে স্বাক্ষর করিবার কিম্বা ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, ও ডিক্রীমত খাতক সেই ডিক্রীমতে কার্য্য করিতে অবহেলা কি অস্বীকার করিলে, ডিক্রীদার ডিক্রীর নিয়মানুসারে হস্তান্তরকরণপত্রের কি পৃষ্ঠলিপির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আদালতে দিতে পারিবেন।

হস্তান্তরকরণপত্র সম্পাদন করিবার কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে লিখিবার ডিক্রীর কথা।

তাহা হইলে আদালত, সমন জারী করিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে, ডিক্রীমত খাতকের নামে সেই পাণ্ডুলিপি ও তৎসহিত এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া জারী করাইবেন যে, তদ্বিষয়ে তাঁহার আপত্তি থাকিলে তিনি এতৎপক্ষে আদালতের নিরূপিত অমুক সময়ের মধ্যে জানান।

আইনমতে সেই পাণ্ডুলিপিতে ইষ্টাম্প লাগিলে ডিক্রীদার উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখাইবার নিমিত্ত ঐ পাণ্ডুলিপির অন্য এক প্রতিলিপি আদালতে দিতে পারিবেন।

ডিক্রীমতে খাতককে ঐ পাণ্ডুলিপি দেওয়ার প্রমাণ হইলে, আদালত কিম্বা এতৎপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক তদ্রূপে দেওয়া দ্বিতীয় প্রতিলিপিতে কিম্বা আবশ্যক হইলে ঐ প্রতিলিপি যাহাতে ডিক্রীর নিয়মানুযায়ী হয় এমতে পরিবর্ত্তন করিয়া সেই পরিবর্ত্তিত প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্তমতে যে পাণ্ডুলিপি জারী করা যায় কোন পক্ষ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে, পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ আপত্তি লিখিয়া দেওয়া ও আদালতের সম্মুখে তদ্বিষয়ের তর্কবিতর্ক করা যাইবে তাহা হইলে আদালত যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া, তদনুসারে ঐ পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন কিম্বা পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

২৬২ ধারা। ইহার পূর্ব্বধারামতে হস্তান্তরকরণপত্রে আদালতের যে স্বাক্ষর করিতে কিম্বা ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের যে পৃষ্ঠলিপি লিখিতে হইবে, তাহা এই পাঠানুসারে লেখা যাইবে, "আনন্দের নামে ঈশানের মোকদ্দমায় আনন্দের পক্ষে অমুক আদালতের জজ শ্রীঅমুক (কিম্বা স্থল বিশেষে যেরূপ হয়)।" কিম্বা হাই কোর্ট সময়ে২ অন্য কোন পাঠে লিখিতে আজ্ঞা করিলে সেই পাঠে লেখা যাইবে; ও যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিতে কিম্বা ঐ পৃষ্ঠলিপি করিতে আজ্ঞা হয় তিনিই তাহা করিলে যে ফল হইত, আদালতকর্ত্তৃক সেই হস্তান্তরকরণপত্রে স্বাক্ষর করিবার কিম্বা সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিবার সেই ফল হইবে।

হস্তান্তর করণ পত্রে আদালতের যেরূপে স্বাক্ষর করিতে হইবে ও তাহার যে ফল হইবে তাহার কথা।

২৬৩ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ডিক্রী হইলে, যাঁহার সপক্ষে ডিক্রী হইল তাঁহার কিম্বা তিনি আপনার পক্ষে তাহা গ্রহণার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাহার অধিকারে দেওয়া যাইবে; এবং ডিক্রীক্রমে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়া যাইবে।

স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৬৪ ধারা। প্রজার কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির অধিকার করিবার স্বত্ব আছে ও যিনি ডিক্রীক্রমে উক্ত অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন তাঁহার অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ডিক্রী হইলে, আদালত ঐ সম্পত্তির কোন প্রকাশ স্থানে পরওয়ানার এক কেতা নকল লাগাইয়া দিয়া, এবং উপযুক্ত কোন স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা রীতিমতে অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে দখীলকারের নিকট ঐ সম্পত্তি বিষয়ক ডিক্রীর মর্ম্ম ঘোষণা করাইয়া ঐ সম্পত্তি সমর্পণ করাইতে আজ্ঞা করিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি প্রজার অধিকারে থাকিলে তাহা দেওয়াইবার কথা।

কিন্তু দখীলকারের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিলে তাঁহারই নামে সেই মর্ম্মের নোটিস জারী করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই।

২৬৫ ধারা। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী কোন মহাল বণ্টন করিবার কিম্বা অবিভক্ত মহালের একাংশের স্বতন্ত্র অধিকার পাইবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, উক্ত মহাল বণ্টন করিবার কিম্বা মহালের ভিন্ন২ অংশের স্বতন্ত্র অধিকার দিবার সম্বন্ধে তৎকালে যে বিধি বলবৎ থাকে সেই বিধিমতে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা মহাল বণ্টন কিম্বা অংশ পৃথক করা যাইবে।

মহাল বিভাগ কি অংশ পৃথক করিবার কথা।

চ।—সম্পত্তির ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

২৬৬ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে নিম্নলিখিত প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবে, অর্থাৎ ভূমি, বাসগৃহ কি অন্যান্য ঘর, মাল, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক নোট, চ্যাক, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, হুণ্ডী, প্রমিসরিনোট গবর্ণমেণ্ট সিক্যুরিটী, খৎ কিম্বা টাকার জন্য প্রতিভূপত্র, ঋণ, কোন রেলওয়ের কি ব্যাঙ্কের কিম্বা প্রকাশ্য অন্য কোম্পানির কি সমবায়িত সমাজের মূলধনের কি সংযুক্ত ধনের শ্যার, এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ভিন্ন ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর কি অস্থাবর অন্য যে সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে, কিম্বা যে সম্পত্তির উপর কিম্বা যাহার উপস্বত্বের উপর খাতকের নিজ হিতার্থে বিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা নিজ তাঁহারই নামে ভোগ হইলে কিম্বা তাঁহার নিমিত্ত কি তাঁহার পক্ষে অন্যের দ্বারা ন্যস্তস্বরূপে ভোগ হইলেও, সেই সম্পত্তি।

ডিক্রী জারীক্রমে যেং প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে তাহার কথা।

কিন্তু নিম্নলিখিত দ্রব্য তদ্রূপে ক্রোক কি নীলাম হইতে পারিবে না, যথা,

(ক) ডিক্রীমত খাতকের ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি।

(খ) কারিগরদের কাত্তিয়ার ও ডিক্রীমত খাতক কৃষাণ হইলে, কৃষিকার্য্যসংক্রান্ত যন্ত্র কৃষাণস্বরূপে জীবিকা চালাইবার নিমিত্ত আদালতের বিবেচনায় তাঁহার যে গবাদি আবশ্যক তাহা।

(গ) কৃষিকারীদের অধিকারের তাঁহাদের যে গৃহাদি থাকে সেই গৃহাদির সরঞ্জাম।

(ঘ) হিসাবের খাতাবহী।

(ঙ) হানিপূরণ পাইবার জন্যে নালিশ করিবার স্বত্বমাত্র।

(চ) নিজে সেবা করিবার কোন স্বত্ব।

(ছ) সৈনিক ও সিবিল সরবিসের যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্ট হইতে পেনশ্যন পান তাঁহাদের ঐ বৃত্তি, ও রাজনীতিসংক্রান্ত পেনশ্যন।

(জ) রাজকীয় কার্য্যকারকের কিম্বা কোন রেলওয়ের কর্ম্মকারকের বেতন মাসে বিশ টাকার অধিক না হইলে ঐ বেতন, এবং ঐরূপ কোন কার্য্যকারকের বা কর্ম্মকারকের বেতন ঐ টাকার অধিক হইলে অর্দ্ধ বেতন।

(ঝ) সিপাহীদের যুদ্ধসংক্রান্ত আইন যে ব্যক্তিদের প্রতি বর্ত্তে তাঁহাদের বেতন ও উপরি টাকা।

(ঞ) মজুরদের ও ঘরের চাকরদের বেতন।

(ট) অন্যের মরণান্তে জীবিত থাকিলে উত্তরাধিকারিত্বের প্রত্যাশা, কিম্বা কেবল কোন ঘটনাধীন কি অভাবিত অন্য স্বত্ব কি স্বার্থ।

(ঠ) উত্তরকালীন ভরণপোষণের অধিকার।

ব্যাখ্যা।—(ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) এই কএকটি প্রকরণে যেং বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে তাহা প্রাপ্য হওয়ার পূর্ব্বে বা পরেও ক্রোক ও বিক্রয় হইতে মুক্ত।

পরন্তু (ক) খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী জারীক্রমে বাসগৃহ ও অন্যান্য ঘরের সরঞ্জাম ক্রোক কি বিক্রয় হইতে যে মুক্ত হইল, কিম্বা

(খ) সৈন্যসংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইন কিম্বা তদ্রূপ যে ব্যবস্থা যৎকালে প্রচলিত থাকে, তাহার যে ব্যতিক্রম হইল,

এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

২৬৭ ধারা। আদালত আপন প্রবৃত্তিমতে কিম্বা ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে যাঁহাকে আবশ্যক বোধ করেন তাঁহাকে সমন করিয়া, ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিবার জন্যে যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, ও সেই সম্পত্তি বিষয়ক যে দলীল তাঁহার নিকটে কি অধিকারে থাকে তাহা দেখাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও আপনার প্রবৃত্তিমতে সমন জারী করিবার পূর্ব্বে, যাঁহার পক্ষে সমন বাহির করেন তাঁহার নাম প্রচার করিবেন।

ঋণ ও শ্যার ও অন্য যে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে নাই তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৬৮ ধারা। ঐ সম্পত্তি (ক) ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের দ্বারা অরক্ষিত ঋণ কিম্বা (খ) কোন প্রকাশ্য কোম্পানির কি সমবায়িত সমাজের মূলধনের কোন শ্যার হইলে কিম্বা (গ) কোন আদালতে গচ্ছিত কি রক্ষিত সম্পত্তিভিন্ন অন্য যে অস্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে না থাকে সেই সম্পত্তি হইলে, নিম্নলিখিত প্রকারের নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞাদ্বারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে, যথা,

(ক) ঋণ হইলে, আদালত হইতে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত মহাজন ঐ ঋণ আদায় না করেন ও খাতক কাহাকেও সেই ঋণের টাকা না দেন,

(খ) শ্যার হইলে, ঐ শ্যার যাঁহার নামে থাকে তিনি অন্যের নিকট তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন কিম্বা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড না লন,

(গ) পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তিভিন্ন অন্য প্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, তাহা যে ব্যক্তির অধিকারে আছে তিনি ডিক্রীমত খাতককে তাহা না দেন।

সেই নিষেধসূচক আজ্ঞার এক কেতা আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ও ঋণ হইলে, ঐ আজ্ঞাপত্রের অন্য এক কেতা খাতকের নিকট, কিম্বা শ্যার হইলে, কোম্পানির কিম্বা সমবায়িত সমাজের উপযুক্ত কর্ম্মকারকের নিকট, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তিভিন্ন অন্য অস্থাবর হইলে, তাহা যাঁহার অধিকারে থাকে তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে।

এই ধারার (ক) প্রকরণমতে খাতকের প্রতি নিষেধ হইলে, তিনি আদালতে ঐ ঋণের টাকা দিতে পারিবেন। তাহা দিলে যে পক্ষের ঐ টাকা পাইবার স্বত্ব আছে তাঁহাকে দেওয়ার ন্যায় খাতকের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হইবে।

রাজকীয় কর্ম্মচারী কি কোন রেলওয়ে কোম্পানির চাকর হইলে, যে কার্য্যকারক বেতন দেন তাঁহাকে লিখিত আজ্ঞা দিয়া ক্রোক কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ঐ আজ্ঞা দ্বারা আদালত বেতনের যে অংশ রাখিতে বলেন, যাবৎ আদালতের অন্য আজ্ঞা না হয়, মাসেং সেই অংশ রাখিতে হইবে।

উক্তরূপ প্রত্যেক আজ্ঞার এক কেতা সকল আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে এবং যে কার্য্যকারককে উক্ত আজ্ঞা দেওয়া যায় তাঁহার উপরও জারী করা যাইবে।

তদ্রূপ কার্য্যকারক উক্তরূপে যে কোন অংশ রাখেন তাহা সময়েং আদালতে দিতে পারিবেন, ও তদ্রূপে দিলে গবর্ণমেণ্ট কি স্থলবিশেষে রেলওয়ে কোম্পানি ডিক্রীমত খাতককে দিলে যেরূপ ফলবৎরূপে মুক্ত হইতেন সেইরূপ মুক্ত হইবেন।

ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৬৯ ধারা। ২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির উল্লিখিত সম্পত্তি ভিন্ন ঐ সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারস্থ অন্য অস্থাবর হইলে, ঐ দ্রব্যই ধৃত করিয়া ক্রোক করা যাইবে। ক্রোককারি কার্য্যকারক আপনার কিম্বা আপন অধীন কোন একজন কর্ম্মকারকের জিম্মায় ঐ সম্পত্তি রাখিবেন, ও তাহা উপযুক্তমতে রক্ষা করণ বিষয়ে তিনিই দায়ী হইবেন।

উপবিধি।

কিন্তু ক্রোক করা সম্পত্তি স্বভাবতঃ অতি শীঘ্র ক্ষয় পায় এমত দ্রব্য হইলে, কিম্বা সেই দ্রব্য রক্ষা করিবার খরচ ঐ দ্রব্যের মূল্য হইতেও অধিক হইলে, উপযুক্ত কর্ম্মকারক তৎকালেই তাহা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

পশ্বাদি ক্রোক করা গেলে তাহার আহারাদির বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

পশুপক্ষ্যাদি ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি যত দিন ক্রোকী অবস্থায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং তাহার তত দিন আহারাদি পাইবার ও রক্ষণাবেক্ষণের বিধি করিতে পারিবেন, এবং যে কার্য্যকারক এই ধারামতে সম্পত্তি ক্রোক করেন, এই ধারার পূর্ব্বভাগে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, তিনি ঐ বিধিমতে কার্য্য করিবেন।

ক্রয়বিক্রয়ের নিদর্শনপত্র ক্রোক করিবার কথা।

২৭০ ধারা। ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্র লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ও তাহা আদালতে কিম্বা রাজকীয় কোন কর্ম্মচারির নিকট গচ্ছিত না থাকিলে, সেই নিদর্শনপত্র ধৃত করিয়া ক্রোক করা যাইবে, ও সেই পত্র আদালতে আনা যাইবে, ও আদালতের অন্যরূপ আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত আটক রাখা যাইবে।

ঘরের মধ্যে দ্রব্য ধৃত করণ বিষয়ক কথা।

২৭১ ধারা। এই আইনমত কোন পরওয়ানায় অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা কি অনুমতি থাকিলে, যে ব্যক্তি সেই পরওয়ানা জারী করেন, তিনি সূর্য্যাস্তের পর ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করিবেন না কিম্বা কোন বাসগৃহের বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিবেন না। কিন্তু তদ্রূপ কোন ব্যক্তি নিয়মিতরূপে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করিতে পারিলে, ঐ গৃহের কোন ঘরের মধ্যে তদ্রূপ কোন সম্পত্তি আছে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি ঐ ঘরের দ্বার বন্ধন মুক্ত করিয়া খুলিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরে দ্রব্য ধৃতকরণ বিষয়ক কথা।

কিন্তু তৎকালে যদি ঐ ঘরে এমন কোন স্ত্রীলোক থাকেন যিনি দেশাচারমতে প্রকাশ স্থানে যাইতে না পারেন, তবে যে ব্যক্তি পরওয়ানা জারী করেন তিনি ঐ স্ত্রীলোককে চলিয়া যাইবার অনুমতির নোটিস দিবেন, ও ঐ স্ত্রীলোকের চলিয়া যাইবার উপযুক্ত সময় দিয়া তাঁহার চলিয়া যাইবার যুক্তিসঙ্গত সুবিধা করাইলে পর তিনি ঐ দ্রব্য ধৃত করিবার জন্য ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন; ইতিমধ্যে ঐ দ্রব্য যেন গোপনে স্থানান্তর করা না যায় এই নিমিত্ত এই বিধানের সঙ্গত সদুপায় করিবেন।

সম্পত্তি আদালতে কি গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকারকের নিকট গচ্ছিত থাকিলে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৭২ ধারা। কোন আদালতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের হস্তে ঐ সম্পত্তি আমানৎ কি গচ্ছিত থাকিলে, তাহা ক্রোক করিবার নিয়ম এই; আদালতের কি কার্য্যকারকের নামে এই মর্ম্মের নোটিস দেওয়া যাইবে যে উক্ত নোটিস যে আদালত হইতে বাহির হয় সেই আদালতের অন্য আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত উক্ত আদালত কি কার্য্যকারক ঐ দ্রব্য, ও তাহার উপর সুদ কি ডিবিডেণ্ড পাওনা থাকিলে তাহা, আপন হস্তে রাখেন।

উপবিধি।

পরন্তু সেই দ্রব্য কোন আদালতে আমানত কি গচ্ছিত থাকিলে, ও কোন নিরূপণপত্রক্রমে কিম্বা ক্রোক করণের কি অন্য কার্য্যের বলে, ডিক্রীমত খাতকভিন্ন, ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থের অন্য দাওয়াদারের ও ডিক্রীদারের মধ্যে স্বত্ব কি অগ্রগণ্যতা বিষয়ক কোন বিবাদ হইলে, সেই আদালত ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন।

টাকার ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা।

২৭৩ ধারা। যে ডিক্রীজারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীকারী আদালতের অন্য টাকার ডিক্রী লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, শেষ ডিক্রীর টাকা শোধ করিবার জন্যে যেন পূর্ব্ব ডিক্রীর উৎপন্ন টাকা প্রয়োগ হয়, আদালতের এই মর্ম্মের আজ্ঞা দ্বারা ঐ ডিক্রী ক্রোক করা যাইবে।

যদি অন্য আদালতের টাকার ডিক্রী লইয়া সম্পত্তি হয়, তবে যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা থাকে সেই ডিক্রীকারী আদালতের বিচারপতি আপন স্বাক্ষরক্রমে ঐ অন্য আদালতের নামে নোটিস লিখিয়া দিয়া, যে আদালত হইতে নোটিস পাঠান গেল তাঁহার দ্বারা ঐ নোটিস রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত আপন ডিক্রীজারীর কার্য্য স্থগিত করিতে আদেশ করিবেন। তাহা হইলে

(ক) যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রীকারী আদালত যত দিন ঐ নোটিস রহিত না করেন, কিম্বা

(খ) যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীদার ঐ নোটিসপ্রাপ্ত আদালতে আপন ডিক্রী জারী করিতে যত দিন প্রার্থনা না করেন, ঐ নোটিসপ্রাপ্ত আদালত তত দিন ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবেন।

আদালত উক্ত প্রকারের প্রার্থনাপত্র পাইলে, ঐ ডিক্রী জারী করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় তাহার পরিশোধে উক্ত ডিক্রীর উৎপন্ন টাকা প্রয়োগ করিবেন।

অন্য ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা।

অন্য কোন প্রকারের ডিক্রী হইলে, ক্রোক করিবার নিয়ম এই। যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীকারি আদালতের বিচারপতি, যে ডিক্রী ক্রোক করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীদারের নামে স্বীয় স্বাক্ষরিত নোটিস লিখিয়া তাঁহাকে কোন প্রকারেই সেই ডিক্রী হস্তান্তর করিতে কি তাহার উপর কোন দায় বর্ত্তাইতে নিষেধ করিবেন; এবং অন্য আদালতের ঐ ডিক্রী হইলে, সেই আদালতের নামেও সেই প্রকারের নোটিস লিখিয়া পাঠাইয়া, যে আদালত হইতে পাঠান যায় সেই আদালত ঐ নোটিস রহিত না করিলে, যে ডিক্রী ক্রোক করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রী জারী না করিতে আদেশ করিবেন। কোন আদালত সেই প্রকারের নোটিস পাইলে, যত দিন ঐ নোটিস রহিত না করা যায় তত দিন তাহা প্রবল করাইবেন।

ডিক্রীদারের সন্ধান জানাইতে হইবার কথা।

এই ধারামতে কোন ডিক্রী ক্রোক করা গেলে সেই ডিক্রীদার ঐ ডিক্রী জারীকারি আদালতকে যুক্তিমত আদেশানুযায়ী সন্ধান জানাইতে ও সাহায্য করিতে বাধ্য হইবেন।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

২৭৪ ধারা। সম্পত্তি স্থাবর হইলে, ডিক্রীমত খাতক কোন প্রকারে তাহা যেন হস্তান্তর না করেন বা তাহার উপর কোন দায় না বর্ত্তান, এবং কোন ব্যক্তি যেন তাঁহার স্থানে ক্রয় কি দানক্রমে

কি অন্য প্রকারে তাহা গ্রহণ না করেন, এ মর্ম্মের নিষেধসূচক আজ্ঞা দ্বারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

ঐ সম্পত্তি যে স্থানে থাকে সেই স্থানে কি তাহার নিকটে ঢেঁড়রা দিয়া কি সচরাচর অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে ঐ আজ্ঞা ঘোষণা করা যাইবে, ও ঐ সম্পত্তির এবং আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ আজ্ঞাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতেও ঐ আজ্ঞাপত্রের নকল লাগাইয়া দিতে হইবে।

২৭৫ ধারা। যত টাকার ডিক্রী হইল, খরচাসুদ্ধ এবং কোন সম্পত্তি ক্রোক করণ প্রযুক্ত সকল খরচ খরচাসুদ্ধ সেই সমুদয় টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, কিম্বা আদালতের দ্বারা ডিক্রীমত কার্য্য অন্য কোন প্রকারে সাধন করা গেলে, কিম্বা ডিক্রী অসিদ্ধ কি ব্যর্থ করা গেলে, ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থ বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করা যাইবে।

ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন হইলে পর ক্রোক উঠাইয়া লইবার আজ্ঞার কথা।

২৭৬ ধারা। সম্পত্তি ধৃত করণদ্বারা কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিত আজ্ঞা নিয়মিতরূপে জ্ঞাত ও প্রচার করণ দ্বারা ক্রোক করা গেলে পর, যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গোপনে বিক্রয় কি দান কি বন্ধকক্রমে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করা যায়, ও ক্রোক থাকিতে২ যদি ডিক্রীমত খাতককে ঋণের কি ডিবিডেণ্ডের টাকা কি শেয়ার দেওয়া যায়, তবে ক্রোকের বলে যে সকল দাওয়া প্রবল করা যাইতে পারে তৎপক্ষে ঐ হস্তান্তর করণ কি ঐ টাকা প্রভৃতি দেওন ব্যর্থ হইবে।

ক্রোক হইবার পর সম্পত্তি গোপনে হস্তান্তর করা গেলে তাহা ব্যর্থ হইবার কথা।

২৭৭ ধারা। যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহা মুদ্রা কি নোট হইলে ডিক্রীমতে যে পক্ষের তাহা পাইবার স্বত্ব থাকে আদালত ঐ ক্রোক প্রবল থাকিতে২ কোন সময়ে ঐ পক্ষকেই সেই মুদ্রা কি নোট, কিম্বা তাহার উপযুক্ত যে অংশদ্বারা ডিক্রীমত কার্য্যসাধন হইতে পারে সেই অংশ দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

মুদ্রা কি নোট ক্রোক করা গেলে তাহা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৭৮ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে, তাহা ক্রোক হওয়ার যোগ্য নয় বলিয়া সেই সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া, কিম্বা তাহার ক্রোক হওয়ার কোন আপত্তি উপস্থিত করা গেলে, আদালত সেই দাওয়ার কি আপত্তির অনুসন্ধান লইতে প্রবর্ত্ত হইবেন। সেই দাওয়াদার কি আপত্তিকারক মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে আদালতের যে ক্ষমতা থাকিত, তাঁহার সাক্ষ্য লওনবিষয়ে ও অন্য সকলবিষয়ে সেই ক্ষমতা থাকিবে।

ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়ার ও ক্রোক করিবার আপত্তির অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা অনাবশ্যকমতে সেই দাওয়া কি আপত্তি করিতে বিলম্ব করা হইয়াছে, আদালতের এমত বোধ হইলে তদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া যাইবে না। যে সম্পত্তির উপর ঐ দাওয়া কি আপত্তি করা যায় তাহার নীলাম হইবার ইশতিহার হইয়া থাকিলে, নীলামের আজ্ঞাকারক আদালত ঐ দাওয়ার কি আপত্তির অনুসন্ধান লওনের অপেক্ষায় ঐ নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

নীলাম স্থগিত রাখিবার কথা।

২৭৯ ধারা। সম্পত্তি যে তারিখে ক্রোক করা যায় সেই তারিখে সেই ক্রোকী সম্পত্তিতে দাওয়াদারের কি আপত্তিকারকের কোন স্বার্থ ছিল কিম্বা সেই সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে ছিল, তাঁহার ইহা দেখাইবার প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে।

দাওয়াদারের যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

২৮০ ধারা। ঐ দাওয়া কি আপত্তিপত্রের উল্লিখিত কারণে সেই সম্পত্তি ক্রোক করণ সময়ে ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে, কিম্বা তাঁহার পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ অন্য ব্যক্তির অধিকারে, কিম্বা তাঁহাকে যে প্রজা কি অন্য ব্যক্তি খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহার অধিকারে ছিল না, কিম্বা সেই সময়ে ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে থাকিলেও তাঁহার নিজের নিমিত্ত কিম্বা নিজ সম্পত্তি বলিয়া নয় অন্যের নিমিত্ত কিম্বা অন্যের পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ, কিম্বা অংশতঃ নিজের ও অংশতঃ অন্যের পক্ষে তাঁহার অধিকারে ছিল, আদালত পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান লইয়া ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ক্রোক হইতে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা যত দূর উচিত বোধ করেন তত দূর ঐ সম্পত্তি মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন।

ক্রোক হইতে সম্পত্তি মুক্ত করিবার কথা।

২৮১ ধারা। ঐ সম্পত্তি ক্রোক করণ সময়ে অন্য কাহারো নিমিত্ত না হইয়া ডিক্রীমত খাতকের নিজ সম্পত্তি বলিয়া তাঁহার অধিকারে, কিম্বা তাঁহার পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ অন্য ব্যক্তির অধিকারে ছিল কিম্বা তাঁহাকে যে প্রজা কি অন্য ব্যক্তি খাজানা দিয়া থাকেন তাঁহার অধিকারে ছিল, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে ঐ দাওয়া অগ্রাহ্য করিবেন।

ক্রোক করা সম্পত্তির মুক্ত হওয়ার দাওয়া অগ্রাহ্য করিবার কথা।

২৮২ ধারা। ঐ সম্পত্তি যাঁহার অধিকারে নাই এমত কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধক কি দায়গ্রস্ত আছে আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ও ক্রোক প্রবল রাখা উচিত বোধ করিলে, ঐ বন্ধক কি দায় প্রবল রাখিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রোক অবস্থায় রাখিবেন।

অন্য ব্যক্তির দাওয়ার অধীনে সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখিবার কথা।

২৮৩ ধারা। ২৮০ কি ২৮১ কি ২৮২ ধারামতে কোন আজ্ঞা যাঁহার বিপক্ষে করা যায়, তিনি বিবাদীয় সম্পত্তির উপর যে স্বত্বের দাওয়া রাখেন, তাহা স্থাপনার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ মোকদ্দমার যে ফল হয় তাহা প্রবল মানিয়া উক্ত আজ্ঞা সিদ্ধান্ত হইবে।

ক্রোকী সম্পত্তির উপর স্বত্ব স্থাপন করিবার মোকদ্দমা হইতে পারিবার কথা।

ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বত্ববান ব্যক্তিদিগকে টাকা দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

২৮৪ ধারা। যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে কোন আদালত ঐ সম্পত্তি, কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিবার জন্যে তাহার যে অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক সেই অংশ বিক্রয় করিবার, ও তদুৎপন্ন টাকা কিম্বা তাহার উপযুক্ত অংশ ডিক্রীমতে পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নানা আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

২৮৫ ধারা। একের অধিক আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে ও সেই সম্পত্তি কোন আদালতে আটক না থাকিলে, ঐ২ আদালতের মধ্যে যেটি উচ্চতম শ্রেণীর, সেই আদালত, কিম্বা ঐ২ আদালতের শ্রেণীর ইতরবিশেষ না থাকিলে, যে আদালতের ডিক্রীমতে সম্পত্তি প্রথম ক্রোক করা যায় সেই আদালত ঐ সম্পত্তি গ্রহণ বা আদায় করিবেন, ও তৎপক্ষে কোন দাওয়া ও ক্রোক করণবিষয়ক কোন আপত্তি নির্ণয় করিবেন।

ছ।—সম্পত্তি বিক্রয় ও অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

(ক)—সাধারণ বিধি।

যাহার দ্বারা যেরূপে বিক্রয় হইবে তাহার কথা।

২৮৬ ধারা। আদালতের কোন এক জন কার্য্যকারকের দ্বারা, কিম্বা আদালত অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় হইবে, এবং ২৯৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন নিম্নলিখিতমতে প্রকাশ্য নীলাম করিয়া বিক্রয় করা যাইবে।

নীলাম দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণার কথা।

২৮৭ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি প্রকাশ্যরূপে নীলাম করিবার আজ্ঞা হইলে, আদালত নিজ আদালতের চলিত ভাষায় ঐ প্রস্তাবিত নীলামের কথা ঘোষণা করাইবেন। যে সময়ে ও যে স্থানে নীলাম হইবে ঘোষণাপত্রের মধ্যে তাহা ব্যক্ত থাকিবে ও নিম্নলিখিত কথা সাধ্যানুসারে স্পষ্ট ও শুদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইবে।

(ক) যে সম্পত্তি নীলাম হইবে তাহা।

(খ) যে সম্পত্তি নীলাম করা যাইবে তাহা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ি মহালগত কিম্বা মহালের একাংশগত স্বার্থ হইলে, ঐ মহালের কিম্বা সেই অংশের যত রাজস্ব ধার্য্য আছে তাহা।

(গ) ঐ সম্পত্তির উপর কোন দায় থাকিলে তাহা।

(ঘ) যত টাকা আদায়ের জন্যে নীলামের আজ্ঞা হয় তাহা। ও

(ঙ) সম্পত্তির ভাব ও মূল্য বুঝিয়া লইবার জন্যে আদালতের বিবেচনায় ক্রেতার আর২ যে২ কথা জানা প্রয়োজন তাহা।

উক্ত যে২ বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে তাহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবার জন্যে, আদালত যাঁহাকে আবশ্যক বোধ করেন তাঁহার নামে সমন দিয়া উক্ত কোন বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে, ও সেই বিষয় সম্পর্কীয় যে কোন দলীল তাঁহার নিকটে কিম্বা অধিকারে থাকে, তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের বিধি করিবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার পর হাই কোর্ট সাধ্যমতে ত্বরায় এই ধারামতে নানা আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্যের পদ্ধতি দর্শাইবার বিধি করিবেন। তদ্রূপে যে২ বিধি করা যায় হাই কোর্ট সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। উক্ত সকল বিধি স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। করা গেলে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ হইবে। এই প্রকরণের তাৎপর্য্যক্রমে রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেবকে আপনার আদালতের ও রাঙ্গুনের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের পক্ষে "হাই কোর্ট" বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

কোন মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিবার কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

বিচারপতি প্রভৃতির নিষ্কৃতি পাইবার কথা।

২৮৮ ধারা। ২৮৭ ধারামতে ঘোষণাপত্রের মধ্যে কোন ভ্রম কি অযথা বর্ণনা কি চুক থাকিলেও, তাহা কুটিলভাবে করা না গেলে, তজ্জন্যে কোন বিচারপতি কি রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক দায়ী হইবেন না।

ঘোষণা যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা।

২৮৯ ধারা। সম্পত্তি যে স্থানে ক্রোক করা যায়, সেই স্থানে ২৭৪ ধারার বিধানমতে ঘোষণা করা যাইবে ও তাহার এককেতা নকল আদালত ঘরে ও, গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি হইলে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতেও লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

আদালত আজ্ঞা করিলে, স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে এবং স্থানীয় কোন সম্বাদপত্রে ও সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে, ও তাহা প্রকাশ করিবার খরচ নীলামের খরচ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

নীলাম হইবার সময়ের কথা।

২৯০ ধারা। ২৬৯ ধারার উপবিধিতে যে সম্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের দ্রব্য, স্থাবর সম্পত্তি হইলে, যে বিচারপতি নীলাম করিতে আজ্ঞা করেন তাঁহার আদালত ঘরে ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দিবার তারিখ অবধি অন্যূন ত্রিশ দিন গত না হইলে, ও অস্থাবর সম্পত্তি হইলে অন্যূন পঞ্চদশ দিন গত না হইলে, ডিক্রীমত খাতকের লিখিত অনুমতি বিনা এই অধ্যায়মতে নীলাম করা যাইবে না।

নীলামের নিষ্পত্তির বিলম্বন করিবার কথা।

২৯১ ধারা। আদালত আপন বিবেচনামতে এই অধ্যায়মত কালেক্টর সাহেবের নীলাম ভিন্ন কোন নীলাম নির্দ্দিষ্ট তারিখ ও ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন, এবং যে কার্য্যকারক তদ্রূপ কোন নীলামের কার্য্য চালান তিনি আপনার বিবেচনামতে অন্য দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন ও তাহার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু আদালত-ঘরে কি আদালত বাড়ীর সীমার মধ্যে নীলাম হইলে, আদালতের অনুমতি বিনা অন্য দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত করা যাইবে না। এই ধারামতে সাত দিনের অধিক কাল নীলাম স্থগিত রাখা গেলে, ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে হইবে; কিন্তু ডিক্রীমত খাতক সম্মত হইলে এরূপ করিতে হইবে না। লাট বিক্রয় হওনসূচক ঘা মারিবার পূর্ব্বে ঐ কার্য্যকারকের নিকট ঋণ ও (নীলামের খরচা সুদ্ধ) খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে,

ঋণ ও খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে বা দেওয়ার প্রমাণ হইলে নীলাম স্থগিত করণের কথা।

কিম্বা যে আদালত নীলামের আজ্ঞা করেন সেই আদালতে ঐ ঋণের ও খরচার টাকা দেওয়া গিয়াছে তিনি ইহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ পাইলে উক্ত নীলাম স্থগিত হইবে।

ডিক্রী জারীক্রমে নীলামে যে কার্য্যকারকদের সম্পর্ক থাকে বিক্রীত সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাদের না ডাকিবার ও তাহা ক্রয় না করিবার কথা।

২৯২ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম সম্পর্কে যে কার্য্যকারকের কোন কর্ম্ম করিতে হয়, তিনি ঐ নীলামে বিক্রীত কোন সম্পত্তিগত কোন স্বার্থের নিমিত্ত স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে ডাকিবেন না, ও কোন স্বার্থপ্রাপ্ত হইবেন না ও প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবেন না।

পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া কম মূল্য পাওয়া গেলে ক্রটিকারি ক্রেতার দায়ী হইবার কথা।

২৯৩ ধারা। ক্রয়ের টাকা দিতে ক্রেতার ক্রটিহেতুক এই আইনমতে সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন মূল্য পাওয়া গেলে, যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি আদালতে মূল্যের ন্যূনতা ও পুনশ্চ বিক্রয়ের সমস্ত খরচ শংসিতমতে জানাইবেন।

এবং এই অধ্যায়ে টাকার ডিক্রীজারী করিবার যে বিধি আছে, ডিক্রীমত মহাজনের কিম্বা ডিক্রীমত খাতকের অনুরোধে, ন্যূনতাঘটিত টাকা ও খরচা সেই বিধিমতে ক্রটিকারির স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

ডিক্রীদার অনুমতি না পাইলে সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিতে কি সম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

২৯৪ ধারা। যে ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়, সেই ডিক্রীদার আদালতের স্পষ্ট অনুমতি না পাইলে, ঐ সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিবেন না বা ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিবেন না।

ডিক্রীদার ক্রয় করিলে মূল্য পরিশোধে ডিক্রীর টাকা লওয়ার কথা।

ডিক্রীদার যদি সেই অনুমতি পাইয়া ক্রয় করেন তবে তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে, ক্রয়ের টাকা ও ডিক্রীমত তাঁহার পাওনা টাকা এই উভয়ের এক হইতে এক বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে, ও যে আদালত ডিক্রী জারী করেন সেই আদালত তদনুসারে ডিক্রীর সমুদয় টাকা কি তাহার একাংশ শোধ হওয়ার কথা লিখিয়া দিবেন।

তদ্রূপে অনুমতি ব্যতিরেকে ডিক্রীদার স্বয়ং কি অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা ক্রয় করিলে, আদালত উচিত বোধ করিলে ডিক্রীমত খাতকের কিম্বা ঐ বিক্রয়ে যাঁহার স্বার্থ থাকে এরূপ অন্য কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে আজ্ঞা দিয়া বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন; ও তদ্রূপ প্রার্থনার ও আজ্ঞার খরচা ও পুনর্ব্বিক্রয়ে মূল্যের যে ন্যূনতা ঘটে তাহা ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় ব্যয়ের টাকা ডিক্রীদারের দিতে হইবে।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হারাহারিমতে ডিক্রীদারদের মধ্যে বাঁটিয়া দিবার কথা।

২৯৫ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে টাকা আদায় হইলে এবং যে আদালতের নিকট ঐ ধন থাকে ঐ টাকা আদায় হইবার পূর্ব্বে একের অধিক ব্যক্তি সেই আদালতে ডিক্রীমত একই খাতকের বিপক্ষে টাকার ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনা করিয়া থাকিলে, ও আপনাদের প্রাপ্ত সেই ডিক্রীর শোধ পাইতে না পারিলে, সেই ধন আদায় করিবার খরচ বাদ দিয়া যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা হারাহারিমত ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া যাইবে।

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তদ্বিষয়ক উপবিধি।

পরন্তু (ক) কোন সম্পত্তি বন্ধকের কি অন্য প্রকারের দায় যুক্ত হইয়া বিক্রয় হইলে, বন্ধক গ্রহীতা কিম্বা ঐ দায়ক্রমে লভ্য প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ বন্ধক গ্রহীতা কি ঐ ব্যক্তিস্বরূপ ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকার উদ্বর্ত্তের কোন অংশ পাইবার স্বত্ববান হইবেন না।

(খ) ডিক্রীজারীক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার যোগ্য তাহার উপর বন্ধকের কি অন্য প্রকারের দায় থাকিলে, আদালত বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা দায়ক্রমে লভ্য প্রাপ্তার অনুমতিক্রমে, ঐ সম্পত্তি বন্ধক ও দায় হইতে মুক্তভাবে বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিয়া বিক্রীত সম্পত্তির উপর বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা দায়ক্রমে লভ্য প্রাপ্তার যে স্বত্ব ছিল, নীলাম দ্বারা উৎপন্ন টাকার উপর তাঁহার সেই স্বত্ব প্রদান করিবেন।

উপবিধি।

(গ) কোন দায় পরিশোধার্থ বিক্রয়ের আজ্ঞাসূচক ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, বিক্রয়োৎপন্ন টাকা পশ্চাল্লিখিতরূপে প্রয়োগ করা যাইবে;

প্রথমতঃ বিক্রয়ের খরচা দিতে হইবে;

দ্বিতীয়তঃ উক্ত দায়ের সুদ ও আসল যত দেনা হয় তাহা পরিশোধ করিতে হইবে;

তৃতীয়তঃ পরবর্ত্তি কোন দায় থাকিলে তৎক্রমে দেয় সুদ ও আসল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে ; ও

চতুর্থতঃ ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রী পাইয়া যে সকল ডিক্রীদার উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে তদ্রূপ বিক্রয়ের আজ্ঞাসূচক ডিক্রী যে আদালত দেন সেই আদালতে আপনং ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনা করিয়া ডিক্রীর টাকা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে হারহারিমতে ঐ টাকা ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

ঐ উৎপন্ন টাকা পাইতে যাঁহার স্বত্ব নাই এমত ব্যক্তিকে তৎসমুদয় কি তাহার কোন অংশ দেওয়া গিয়া থাকিলে পূর্ব্বোক্তমতে যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে তিনি ঐ টাকা ফিরিয়া দেওয়াইবার জন্যে সেই অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

এই ধারার কোন কথাক্রমে গবর্ণমেণ্টের কোন স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না।

(খ)।—অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্র ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যারের বিধি।

২৯৬ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে তাহা ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির কি সমবায়িত সমাজের শ্যার হইলে আদালত প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিতে আজ্ঞা না দিয়া দালালের দ্বারা বাজার দরে ঐ নিদর্শনপত্র কি শ্যার বিক্রয় করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার টাকা দিবার কথা।

২৯৭ ধারা। অন্য প্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, বিক্রয় হইবার সময়েই কিম্বা যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি তাহার পর যত শীঘ্র আজ্ঞা করেন তৎকালেই একং লাটের মূল্য দেওয়া যাইবে। না দেওয়া গেলে সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরিয়া বিক্রয় করা যাইবে।

ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলেই, যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি ঐ টাকার রসীদ দিবেন ও বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়কালে দাঁড়ার দোষ হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ না হইবার কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ করিতে পারিবার কথা।

২৯৮ ধারা। অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইবার ইশতিহার দেওনে কি বিক্রয় করণে দাঁড়ার কোন ব্যতিক্রম হইলেও বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু দাঁড়ার সেই ব্যতিক্রমপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তি অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাঁহার নামে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা, কিম্বা সেই ব্যক্তি ক্রেতা হইলে ঐ বিশেষ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার ও না পাওয়া গেলে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত হইলে তাহা দিবার কথা।

২৯৯ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, ও তাহা ধৃত করিয়া লওয়া গিয়া থাকিলে, ক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইবে।

ডিক্রীমত খাতক অন্যের দাওয়ার অধীনে যে অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ববান হন তাহা দিবার কথা।

৩০০ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা অস্থাবর হইলে, ও অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারের পর ডিক্রীমত খাতকের অধিকার পাইবার স্বত্ব থাকিলে, ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তিনি ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে যেন ঐ সম্পত্তির অধিকার না দেন তাঁহার নামে এই মর্ম্মের নোটিস দিয়া ক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইবে।

ঋণ ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যার দেওয়াইবার কথা।

৩০১ ধারা। ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্রস্বরূপ প্রতিভূক্রমে যে ঋণ রক্ষিত না হয় এমত ঋণ কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির শ্যার লইয়া ঐ বিক্রীত সম্পত্তি হইলে, মহাজন ঐ ঋণ কি তাহার উপর কোন সুদ যেন গ্রহণ না করেন ও খাতক ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে ঐ ঋণ শোধ করিয়া না দেন অথবা ঐ শ্যার যে ব্যক্তির নামে থাকে তিনি ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তির নামে তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন, কিম্বা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড কি সুদ গ্রহণ না করেন, ও ঐ কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কি উপযুক্ত অন্য কর্ম্মকারক ক্রেতাভিন্ন কাহাকেও তাহা হস্তান্তর করিতে না দেন ও পূর্ব্বোক্ত কোন টাকা না দেন, আদালত এই মর্ম্মের নিষেধসূচক আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া ক্রেতাকে ঐ ঋণ কি শ্যার দেওয়াইবেন।

ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র ও শ্যার হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

৩০২ ধারা। ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির শ্যার যে ব্যক্তির নামে থাকে, হস্তান্তর করিবার জন্যে ঐ ব্যক্তির সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি কিম্বা হস্তান্তর করণপত্র লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইলে বিচারপতি সেই নিদর্শনপত্রের কিম্বা শ্যারের সর্টিফিকেটের পৃষ্ঠলিপি লিখিতে, কিম্বা অন্য যে দলীল করা আবশ্যক তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

সেই পৃষ্ঠলিপি কি সেই স্বাক্ষর এই পাঠে কি ইহার মর্ম্মানুসারে করা যাইবে, যথা, "আনন্দের নামে ঈশানের মোকদ্দমায় অমুক আদালতের জজ (কিম্বা স্থলবিশেষে যেরূপ হয়) শ্রী অমুকের দ্বারা শ্রীআনন্দ।"

সেই নিদর্শনপত্র কি শ্যার যত দিন হস্তান্তর করিয়া না দেওয়া যায়, তাহার উপর যে সুদ কি ডিবিডেণ্ড পাওনা হয় আদালত আজ্ঞা করিয়া তত দিনের নিমিত্ত ঐ সুদ কি ডিবিডেণ্ড লইবার ও তাহার রসীদে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ও উক্ত প্রকারে যে পৃষ্ঠলিপি করা যায় কিম্বা দলীলে যে দস্তখৎ করা যায় কিম্বা রসীদে যে স্বাক্ষর করা যায় তাহা সকল কার্য্যপক্ষে নিজ ঐ পক্ষের দ্বারা লেখার কি দস্তখৎ করার কি স্বাক্ষর করার ন্যায় সিদ্ধ ও সফল হইবে।

অন্য সম্পত্তির অর্পণকারণসূচক আজ্ঞার কথা।

৩০৩ ধারা। ইহার পূর্ব্বে যে অবস্থার সম্পত্তির কোন বিধান হয় নাই এমত সম্পত্তি হইলে আদালত ক্রেতার প্রতি কিম্বা ক্রেতা যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে, সেই সম্পত্তি বর্ত্তিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও তদনুসারে সেই সম্পত্তি বর্ত্তিবে।

(গ)।—স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

কোন্ ২ আদালত ভূমি বিক্রয়ের আজ্ঞা করিতে পারেন, ইহার কথা।

৩০৪ ধারা। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত ভিন্ন কোন আদালত ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদী যেন ডিক্রীর টাকা তুলিতে পারেন এই কারণে বিলম্বে ভূমি বিক্রয়ের কথা।

৩০৫ ধারা। যখন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করা যায় ঐ সম্পত্তি কি তাহার একাংশ কিম্বা ডিক্রীমত খাতকের অন্য স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক কিম্বা পাট্টা করিয়া দিলে কিম্বা আপোষে বিক্রয় করিলে ডিক্রীর টাকা তুলিতে পারা যাইবে, ডিক্রীমত খাতক এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, তিনি যেন সেই টাকা তুলিতে পারেন এই কারণে তাঁহার প্রার্থনামতে আদালত যত দিন উচিত বোধ করেন তত দিন ঐ নীলামের আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত সম্পত্তির বিক্রয় বিলম্ব করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতককে সর্টিফিকেট দিবার কথা।

তদ্রূপ স্থলে আদালত ডিক্রীমত খাতককে সর্টিফিকেট দিয়া, তাঁহাকে ঐ সর্টিফিকেটের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৭৬ ধারালিখিত অন্য প্রকারের বিধান সত্ত্বেও প্রস্তাবিতমতে ঐ ভূমি বন্ধক কিম্বা পাট্টা করিয়া দিতে কি বিক্রয় করিতে অনুমতি দিবেন। কিন্তু ঐ বন্ধক কি পাট্টা কি বিক্রয়ক্রমে যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা আদালতে দিতে হইবে, ডিক্রীমত খাতককে নয়।

কিন্তু আদালতকর্ত্তৃক দৃঢ় করা না গেলে, এই ধারামতে কোন বন্ধক কি পাট্টা কি বিক্রয় একেবারে সিদ্ধ হইবে না।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রেতার আমানতের কথা।

৩০৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা গেলে, কোন ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা গেলেই তিনি, যে কার্য্যকারক নীলাম করিতেছেন তাঁহার নিকট ক্রয়ের টাকার শতকরা পঁচিশ টাকা আমানত করিবেন। ঐ টাকা আমানত না করিলে ঐ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় করা যাইবে।

সমুদয় টাকা দিবার সময়ের কথা।

৩০৭ ধারা। সম্পত্তি বিক্রয় হইবার দিন ছাড়া পঞ্চদশ দিনে, ও সেই পঞ্চদশ দিন রবিবার কিম্বা অন্য বন্দের দিন হইলে ঐ পঞ্চদশ দিনের পর যে দিনে প্রথম কাছারী খোলা থাকে সেই দিনে ক্রেতা কাছারী বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিবেন।

টাকা দেওয়া না গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০৮ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকা না দেওয়া গেলে, আমানতী টাকা হইতে নীলামের খরচ বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা গবর্ণমেণ্টে অর্শ হইবে, ও ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করা যাইবে, ও ঐ সম্পত্তির উপর কিম্বা পশ্চাৎ তাহা যত টাকাতে বিক্রয় তাহার কোন অংশের উপর ত্রুটিকারী ক্রেতার কোন দাওয়া থাকিবে না।

স্থাবর সম্পত্তি পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে হইলে জ্ঞাপনপত্রের কথা।

৩০৯ ধারা। ক্রয়ের টাকা দিবার মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকা না দেওয়াতে স্থাবর সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করিতে হইলে, পূর্ব্ব বিধানমতে নীলামের জ্ঞাপনপত্র যে প্রকারে ও যত দিন প্রকাশ করা যায় সেই প্রকারে ও তত দিন নূতন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার পর ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করা যাইবে।

ডিক্রী জারীক্রমে অবিভক্ত মহালের একাংশ বিক্রয় হইলে মূল্য ডাক করণে সহঅংশির অগ্রগণ্য হওয়ার কথা।

৩১০ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির একাংশ বিক্রীত হইলে, ও নীলামে ডাক দেওনের সময়ে যদি দুই কি ততধিক জন একই মূল্য ডাকেন ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ঐ সম্পত্তির সহ-অংশী হন, তবে সেই ডাকটি ঐ সহ-অংশির ডাক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বেদাঁড়া প্রযুক্ত ভূমি বিক্রয় অসিদ্ধ হওয়ার প্রার্থনার কথা।

৩১১ ধারা। ডিক্রীদার কিম্বা এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হয় তিনি, সেই নীলামের কথা প্রকাশ করণে কিম্বা নীলামের কার্য্য চালাওনে গুরুতর বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

কিন্তু সেই বেদাঁড়াপ্রযুক্ত প্রার্থকের যে গুরুতর হানি হইয়াছে, তিনি আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করিতে না পারিলে, বেদাঁড়া প্রযুক্ত নীলাম অসিদ্ধ হইবে না।

আপত্তি অগ্রাহ্য কিম্বা গ্রাহ্য হওয়ার ফলের কথা।

৩১২ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত কোন প্রার্থনা করা না গেলে কিম্বা করা গেলেও আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে, আদালত মোকদ্দমার উভয় পক্ষ ও ক্রেতা সম্পর্কে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে ও আপত্তি গ্রাহ্য হইলে, আদালত ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন।

এই ধারামতে যে পক্ষের বিপক্ষে যে আজ্ঞা করা যায়, তিনি সেই আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বেদাঁড়ার হেতু ধরিয়া কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

ডিক্রীমত খাতকের বিক্রেয় স্বার্থ ছিল না বলিয়া বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৩১৩ ধারা। তদ্রূপ কোন নীলামে যে ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই সম্পত্তিতে তাঁহার বিক্রেয় স্বার্থ ছিল না বলিয়া ক্রেতা আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং আদালত যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। কিন্তু বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞার বিরুদ্ধে ডিক্রীমত খাতকের ও ডিক্রীদারের কথা শুনিবার সুযোগ না হইলে, ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

বিক্রয় দৃঢ় করণের কথা।

৩১৪ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তির নীলাম আদালত কর্তৃক দৃঢ় করা না গেলে একেবারে সিদ্ধ হইবে না।

বিক্রয় অসিদ্ধ হইলে ক্রেতাকে মূল্য ফিরিয়া দিবার কথা।

৩১৫ ধারা। ৩১২ বা ৩১৩ ধারামতে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ করা গেলে,

কিম্বা যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহাতে ডিক্রীমত খাতকের বিক্রেয় স্বার্থ না থাকাতে ক্রেতা তাহাতে বঞ্চিত হইলেন ইহা দৃষ্ট হইলে,

ক্রয়ের টাকা যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল তাহার স্থানে ক্রেতা আদালতের আজ্ঞানুসারে সুদ সহিত কি সুদ বিনা ঐ ক্রয়ের টাকা ফিরিয়া পাইতে স্বত্ববান হইবেন।

এই আইনে টাকার ডিক্রী জারী করিবার যে২ বিধি আছে, ক্রয়ের টাকা ফিরিয়া দেওয়ার এবং আদালত সুদের অনুমতি দিলে সেই সুদ দেওয়ার আজ্ঞা সেই২ বিধিমতে ঐ ব্যক্তির উপর প্রবল করা যাইতে পারিবে।

স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে সর্টিফিকেট দিবার কথা।

৩১৬ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় পূর্ব্বোক্তমতে সিদ্ধ করা গেলে আদালত সর্টিফিকেট দিবেন; তাহাতে বিক্রীত সম্পত্তির বর্ণনা ও নীলামের সময়ে যে ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা যায় তাঁহার নাম লেখা থাকিবে। বিক্রয় যে তারিখে দৃঢ় করা যায় ঐ সর্টিফিকেটে সেই তারিখ লেখা যাইবে; এবং মোকদ্দমার উভয় পক্ষের ও তাঁহাদের অধীন দাওয়াদারের সহিত যত দূর সম্পর্ক থাকে বিক্রীত সম্পত্তির স্বত্ব ক্রেতার প্রতি উক্ত সর্টিফিকেটের তারিখ অবধি বর্ত্তিবে, তৎপূর্ব্বে নহে। কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে, যে ডিক্রীক্রমে নীলাম হয়, তাহা উক্ত তারিখে বলবৎ থাকে।

বেনামী খরিদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা না হইতে পারিবার কথা।

৩১৭ ধারা। অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত কিম্বা ঐ অন্য ব্যক্তি যাঁহার দ্বারা দাওয়া রাখেন তাহারই নিমিত্ত ক্রয় করা গেল বলিয়া সর্টিফিকেট প্রাপ্ত ক্রেতার বিপক্ষে কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

সর্টিফিকেটপ্রাপ্ত ক্রেতার নাম প্রতারণাক্রমে কিম্বা প্রকৃত ক্রেতার অনুমতি বিনা যে লেখা গিয়াছে, এই ধারাক্রমে এই কথা নির্ণয় করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা নাই।

ডিক্রীমত খাতকের অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি দিবার কথা।

৩১৮ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা ডিক্রীমত খাতকের কিম্বা তৎপক্ষ অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, কিম্বা ডিক্রীমত খাতকসম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পরে যে স্বত্ব সৃষ্ট করেন সেই স্বত্বক্রমে কোন দাওয়াদারের অধিকারে থাকিলে, ও ৩১৬ ধারামতে তদ্বিষয়ের সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, আদালত ক্রেতার প্রার্থনামতে ক্রেতাকে, কিম্বা তিনি আপনার পক্ষে অধিকার লওনের জন্যে অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইয়া ও কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে সম্মত না হইলে প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া, ঐ সম্পত্তি ক্রেতার হস্তগত করিতে আজ্ঞা দিবেন।

প্রজার অধিকারস্থ স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।

৩১৯ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা প্রজার, কিম্বা অধিকার করিবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, ও ৩১৬ ধারামতে তদ্বিষয়ের সর্টিফিকেট দেওয়া গিয়া থাকিলে, ঐ সম্পত্তির কোন প্রকাশ স্থানে নীলামের সর্টিফিকেটের নকল লাগাইয়া, এবং ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা সচরাচর অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে উপযুক্ত কোন স্থানে, খাতকের সম্পর্ক ক্রেতার প্রতি হস্তান্তর করা গিয়াছে, এই কথা প্রজার নিকট ঘোষণা করাইয়া আদালত ঐ সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত করিবার আজ্ঞা করিবেন।

ডিক্রীজারী ক্রমে বিক্রয়ের কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করিবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

৩২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন স্থানের সীমার মধ্যে কোন আদালত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার যে ডিক্রী করেন, কিম্বা তদ্রূপ ডিক্রীর মধ্যে কোন বিশেষ প্রকারের যে ডিক্রী করেন, কিম্বা কোন বিশেষ প্রকারের স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থ বিক্রয় করণের যে ডিক্রী করেন, সেই২ ডিক্রীজারীকরণকার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করা যাইবে; এবং তদ্রূপ কোন নির্দ্দেশবাক্য রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতেও পারিবেন।

ডিক্রী পাঠাইবার ও জারী করিবার ও ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

আরো ইতিপূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ আদালত হইতে কালেক্টর সাহেবের নিকট ডিক্রী পাঠাইবার, ও ঐ ডিক্রীজারী করণে কালেক্টর সাহেবের ও তাঁহার অধীন কর্ম্মকারকদের কার্য্যপ্রণালীর বিধান করিবার, ও কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে আদালতে ডিক্রী ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারী করণকার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩২১ ধারা। ডিক্রীজারী করণকার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে কালেক্টর সাহেব,

(ক) আদালত ৩০৫ ধারামতে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেন সেই প্রণালীতে কার্য্য করিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ পণ গ্রহণ পূর্ব্বক, চিরকালের কি নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের নিমিত্ত পাট্টা করিয়া দিয়া, কিম্বা বন্ধক রাখিয়া, টাকা তুলিতে পারিবেন; কিম্বা

(গ) যে সম্পত্তি বিক্রয়ের আজ্ঞা হয়, সেই সম্পত্তি কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক হয় বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৩২২ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রতি নির্দিষ্ট যে চুক্তি হইয়াছে তদনুসারে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করণের আজ্ঞাসূচক ডিক্রী না হইয়া, টাকার ডিক্রী হইলে, ও সেই ডিক্রী সাধন করিবার জন্যে আদালত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিলে, যদি সেই ডিক্রী জারীর কার্য্য উক্ত প্রকারে হস্তান্তর করা যায়; তবে ডিক্রীমত খাতকের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় না করিলেও তাহার ডিক্রীমত ঋণ শোধ হইতে পারে, কালেক্টর সাহেব যেরূপ তদন্ত লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তদ্রূপ তদন্ত লইয়া এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, পশ্চাল্লিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারীকার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে, কালেক্টর সাহেবের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২২ ক ধারা। ৩২২ ধারার লিখিতস্থলে কালেক্টর সাহেব নোটিস প্রচার করিয়া আদেশ দিবেন যে,

ডিক্রীদারদিগকে ও সম্পত্তির উপর দাওয়াদারদিগকে নোটিস দিবার কথা।

(ক) ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা যে ডিক্রী সাধন হইতে পারে তদ্ভিন্ন এরূপ টাকার ডিক্রী যে ব্যক্তির আছে তদ্রূপে সেই ডিক্রীসাধন করিবার ইচ্ছা করিলে সেই ডিক্রীদার এবং যে টাকার ডিক্রীর সাধন নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত থাকে সেই ডিক্রীদার, ডিক্রীর নকল ও যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন কি তাহা সাধন করিতেছেন তৎক্রমে প্রাপ্য টাকার নির্দেশক সেই আদালতের সর্টিফিকেট কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করেন;

(খ) যে প্রত্যেক ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তির উপর দাওয়া আছে, তিনি উক্ত দাওয়ার বর্ণনাপত্র কালেক্টর সাহেবকে দেন ও তাহার প্রমাণস্বরূপ কোন দলীল থাকিলে তাহা উপস্থিত করেন।

উক্ত নোটিস জিলার চলিত ভাষায় লেখা যাইবে এবং তাহা প্রচার হইবার তারিখ অবধি ষাইট দিনের মধ্যে তদনুসারে কার্য্য হইবার সময় দেওয়া যাইবে। যে আদালত ৩০৪ ধারামতে মূল আজ্ঞা করেন, ঐ নোটিস সেই আদালত ঘরে ও কালেক্টর সাহেব অন্য২ স্থান উপযুক্ত বোধ করিলে, সেই২ স্থানে, লাগাইয়া, প্রচার করা যাইবে। তদ্রূপ কোন ডিক্রীদারের কি দাওয়াদারের ঠিকানা জানা থাকিলে, নোটিসের এককেতা নকল ডাকযোগে কি প্রকারান্তরে তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবে।

৩২২ খ ধারা। উক্ত সময় গত হইলে, ডিক্রীমত খাতক ও ডিক্রীদার কি দাওয়াদার থাকিলে তাঁহারা যেং কথা বলিতে চাহেন তাহা শুনিবার নিমিত্ত, এবং উক্ত ডিক্রীর ও দাওয়ার ভাব ও পরিমাণ ও ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তির বিষয় অবগত হওনার্থে যে তদন্ত লওয়া আবশ্যক জ্ঞান হয় সেই তদন্ত লইবার নিমিত্ত, কালেক্টর সাহেব দিন ধার্য্য করিবেন ও সময়ে২ ঐ শ্রবণ কি তদন্ত কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

টাকার ডিক্রীর পরিমাণ নির্ণয় করিবার ও তৎপরিশোধার্থে যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার কথা।

কালেক্টর সাহেব যে সকল ডিক্রীর কি দাওয়ার কথা অবগত হন ডিক্রীমত খাতকের তৎসম্পর্কীয় দায়ের সত্তা কি পরিমাণ সম্বন্ধে, কিম্বা ঐ২ ডিক্রীর কি দাওয়ার আপেক্ষিক অগ্রগণ্যতা সম্বন্ধে কিম্বা ঐ২ ডিক্রী কি দাওয়া পরিশোধার্থে তদ্রূপ কোন সম্পত্তির দায় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না থাকিলে, কালেক্টর সাহেব এক খণ্ড বিবরণপত্র প্রস্তুত করিবেন; তাহাতে ঐ২ ডিক্রী পরিশোধার্থে যত টাকা দিতে হইবে, যে ক্রমে ঐ২ ডিক্রী ও দাওয়া পরিশোধ করিতে হইবে, ও তদর্থে যে স্থাবর সম্পত্তি আছে, এই২ কথা লেখা থাকিবে।

তদ্রূপে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে, যে আদালত ৩০৪ ধারামতে মূল আজ্ঞা করেন কালেক্টর সাহেব সেই আদালতে উক্ত বিবাদ অর্পণ করিবেন ও তৎসঙ্গে তাহার বর্ণনা ও আপনার মত দিবেন ও অর্পণ করণানন্তর তদ্বিষয় সম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন। ঐ বিষয় আপন বিচারাধিপত্যের অন্তর্গত হইলে, উক্ত আদালত বিবাদের মীমাংসা করিবেন, নতুবা মীমাংসা নিমিত্ত উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কালেক্টর সাহেবকে জানান যাইবে। তাহা হইলে, কালেক্টর সাহেব উক্ত নিষ্পত্তি অনুসারে উপরি নির্দ্দিষ্ট বিবরণপত্র প্রস্তুত করিবেন।

৩২২গ ধারা। কালেক্টর সাহেব, নিজে ৩২২ক ও ৩২২খ ধারার আদেশমতে নোটিস না দিয়া ও তদন্ত না লইয়া, ডিক্রীমত খাতকের ও তাহার স্থাবর সম্পত্তির অবস্থা কালেক্টর সাহেবের যতদূর জানা থাকে অথবা তাঁহার আফিসের কাগজপত্র দৃষ্টে যেরূপ বোধ হয় তন্নির্দ্দেশসূচক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা জিলার আদালতে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত আদালত ৩২২ক ও ৩২২খ ধারার আদেশমত নোটিস দিবেন ও তদন্ত লইবেন ও বিবরণপত্র প্রস্তুত করিবেন ও উক্ত বিবরণপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

জিলার আদালত কখন নোটিস দিবেন ও তদন্ত লইবেন, তাহার কথা।

৩২২ঘ ধারা। ৩২২খ কি ৩২২গ ধারামতে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা বিবাদের উভয় পক্ষ সম্বন্ধে ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও আপীলযোগ্য হইবে।

৩২২খ কি ৩২২ গ ধারামতে বিবাদ উত্থিত হইলে, আদালতের নিষ্পত্তির ফলের কথা।

৩২৩ ধারা। যে টাকা আদায় করিতে হইবে ও যে সম্পত্তি প্রয়োগযোগ্য থাকে ৩২২ খ কি ৩২২ গ ধারার বিধানমতে তাহা নির্ণয় করা গেলে, কালেক্টর সাহেব

টাকার ডিক্রী পরিশোধার্থ কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(১) যদি দেখেন যে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যায় না তবে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; অথবা যদি দেখেন যে ঐ টাকা ও ডিক্রীমত সুদ থাকিলে ঐ সুদ কিম্বা ডিক্রীমত সুদ না থাকিলে, তিনি যে হার যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন সেই হারে সুদ, তদ্রূপ বিক্রয় না করিয়া, আদায় করা যাইতে পারে, তবে

(২) ৩০৪ ধারামত প্রকারান্তরের আজ্ঞা থাকিলেও এইং প্রকারে সুদসহ ঐ টাকা তুলিতে পারিবেন; অর্থাৎ

(ক) ঐ সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ পণ গ্রহণপূর্ব্বক চিরকালের কি নির্দিষ্ট মিয়াদের নিমিত্ত পাট্টা করিয়া দিয়া, কিম্বা

(খ) ঐ সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বন্ধক রাখিয়া, কিম্বা

(গ) ঐ সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় করিয়া, কিম্বা

(ঘ) বিক্রয় করিবার হুকুমের তারিখ অবধি বিশ বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ ইজারা দিয়া, কিম্বা আপনি কি অন্যের দ্বারা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়া, কিম্বা

(ঙ) অংশতঃ এরূপ কোন এক প্রকারে ও অংশতঃ এরূপ অন্য কি অন্যং প্রকারে।

(৩) এই ধারামতে ঐ সমস্ত সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থে কালেক্টর সাহেব ঐ সম্পত্তির স্বামির সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

(৪) প্রয়োগাযোগ্য সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, কিম্বা তাহা ইজারা দেওন কার্য্যের কি কার্য্যাধ্যক্ষতার অধিকতর উপযোগী করিবার নিমিত্ত, কিম্বা কোন দায় শোধার্থ বিক্রয় হইতে তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত, কালেক্টর সাহেব কোন দায়প্রাপ্তার দাওয়া পরিশোধনীয় হইলে তাহা পরিশোধ করিতে পারিবেন, কিম্বা পরিশোধনীয় হউক কি না হউক তাহার রফা করিতে পারিবেন, এবং তদ্রূপ পরিশোধ কি রফা করণার্থে ধন সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তির যে কোন অংশ উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা বন্ধক রাখিতে কি ইজারা দিতে কি বিক্রয় করিতে পারিবেন। এই প্রকরণমতে কালেক্টর সাহেব যে দায় লইয়া কার্য্য করিবার প্রস্তাব করেন, তৎক্রমে প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি, হয় নিজ নামে না হয় ডিক্রীমত খাতকের নামে নিকাশ পাইবার প্রার্থনা করিয়া, উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, অথবা তিনি দুই পক্ষের মনোনীত দুইজন সালীস দ্বারা কিম্বা সালীসদের নির্ব্বাচিত একজন মধ্যস্থ দ্বারা নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত ঐ বিবাদ অর্পণ করিতে সম্মত হইতে পারিবেন।

রাজস্ব বিষয়ক প্রধান তত্ত্বাবধারক কর্ত্তৃপক্ষ এতদর্থে সময়েং এই আইনসঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করেন কালেক্টর সাহেব এই ধারার (২) ও (৩) ও (৪) প্রকরণমতে কার্য্যকরণ কালে সেই বিধি মানিয়া চলিবেন।

৩২৪ ধারা। ৩২৩ ধারামত ইজারা দেওনের কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের মিয়াদ অতীত হইলেও যে টাকা আদায় করিতে হইবে তাহা পাওয়া না গেলে, কালেক্টর সাহেব ডিক্রীমত খাতকের কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত স্থলাভিষিক্তের নামে লিখিয়া তাঁহাকে সেই কথার নোটিস দিয়া, সেই সময়ে ইহাও জানাইবেন যে ঐ টাকা পূর্ণ করণার্থ বাকী যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা ঐ নোটিসের তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে কালেক্টর সাহেবকে না দেওয়া গেলে তিনি উক্ত সম্পত্তি কি তাহার যে অংশ প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই ছয় সপ্তাহ গত হইলেও ঐ বাকী টাকা না দেওয়া গেলে, কালেক্টর সাহেব তদনুসারে ঐ সম্পত্তি কি তাহার অংশ বিক্রয় করিবেন।

ইজারা দেওনের কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের পর কোন টাকা বাকী থাকিলে তাহা আদায় করিবার কথা।

৩২৪ক ধারা। যে আদালত ৩০৩ ধারামত মূল আজ্ঞা করেন, কালেক্টর সাহেবের হাতে যত টাকা আসে ও এই অধ্যায়ের বিধানমতে তাঁহার প্রতি যেং ক্ষমতা প্রদত্ত ও যেং কর্ত্তব্য ভার অর্পিত হইল সেইং ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে ও সেইং কর্ত্তব্য পালন করিতে তাঁহার যেং খরচ হয়, তাহার হিসাব সময়েং তিনি সেই আদালতে দিবেন, ও বাকী টাকা উক্ত আদালতের আজ্ঞাধীন রাখিবেন।

কালেক্টর সাহেবের দেওয়ানী আদালতে হিসাব দিবার কথা।

উক্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে সময়েং গবর্ণমেণ্টে যে স্থানের ও দায়ের টাকা দেয় হয়, ও উক্ত সম্পত্তি কি তাহার অংশ সম্বন্ধে সময়েং উপরিস্থ পাট্টাদারকে যদি কিছু খাজনা দিতে হয়, ও কালেক্টর সাহেব যে সাক্ষিদের সমন দেন (তিনি আদেশ করিলে) তাহাদের যে খরচা দিতে হয়, তৎসমুদয় পূর্ব্বোক্ত খরচের অন্তর্গত হইবে।

বাকী টাকা আদালত নিম্নলিখিতমতে প্রয়োগ করিবেন।

বাকী টাকা প্রয়োগের কথা।

প্রথমতঃ—ডিক্রীমত খাতকের পরিবারের কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী হইলে তদ্রূপ প্রত্যেকের নিমিত্ত আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন তাহার ভরণপোষণার্থে তত টাকা দিবেন; ও

দ্বিতীয়তঃ—কালেক্টর সাহেব ৩২১ ধারামতে কার্য্য করিয়া থাকিলে, যে মূল ডিক্রী জারীক্রমে আদালত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের আজ্ঞা দেন সেই ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবেন, কিম্বা ২৯১ ধারামতে আদালত যেরূপ আদেশ করেন তদ্রূপ কার্য্য করিবেন; কিম্বা

তৃতীয়তঃ—কালেক্টর সাহেব ৩২২ ধারামতে কার্য্য করিয়া থাকিলে, সম্পত্তির উপর যে দায় থাকে তাহার সুদ বৃদ্ধি হইতে দিবেন না, ও ডিক্রীমত খাতকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত অন্য উপায় না থাকিলে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহার্থে আদালত যত টাকা দেওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিবেন; ও মূল ডিক্রীদারের দাওয়ার টাকা ও অন্য যে ডিক্রীদারেরা পূর্ব্বোক্ত নোটিসের নিয়ম পালন করাতে তাঁহাদের দাওয়া আদেশ টাকার অন্তর্গত করিবার আজ্ঞা হইয়াছিল তাঁহাদের দাওয়ার টাকা যথাহারমতে পরিশোধ করিবেন;

ও যে সকল ডিক্রীদার তদ্রূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হন যাবৎ তাঁহাদের টাকা পরিশোধ না হয়, অন্য কোন টাকার ডিক্রীদার উক্ত সম্পত্তি কি বাকী টাকা হইতে কিছুই পাইবার স্বত্ববান হইবেন না;

ও যদি কিছু উদ্বর্ত্ত থাকে, তাহা ডিক্রীমত খাতককে কিম্বা আদালত অন্য কোন ব্যক্তিকে দিবার আদেশ করিলে তাহাকে দেওয়া যাইবে।

৩২৪ ধারা। কালেক্টর সাহেব যখন এই অধ্যায়মতে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করেন, আপনার যেমন উচিত বোধ হয় তদনুসারে তাহা এক কি একাধিক লাটে প্রকাশ্য নীলামে ধরাইবেন, ও

বিক্রয় যে প্রকারে করিতে হইবে, তাহার কথা।

(ক) প্রত্যেক লাটের যুক্তিমত নির্দ্দিষ্ট মূল্য ধার্য্য করিতে পারিবেন;

(খ) সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য পাইবার নিমিত্ত বিক্রয় স্থগিত রাখা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ স্থগিত রাখিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যুক্তিমত সময়ের নিমিত্ত বিক্রয় স্থগিত রাখিতে পারিবেন;

(গ) বিক্রয়ার্থে যে সম্পত্তি উপস্থিত করা যায় তাহা ক্রয় করিতে পারিবেন, ও যে রূপে উচিত বোধ করেন, হয় প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা না হয় কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তিক্রমে, তাহা পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৩২৫ক ধারা। ৩২২ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারার কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত কি যেং কর্ত্তব্য ভার অর্পিত হইয়াছে, যতকাল ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব তদন্তর্গত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে কি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে ডিক্রীমত খাতক কি তাঁহার স্বার্থগত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি কি তাহার অংশ বন্ধক রাখিতে পারিবেন না কিম্বা তাহার উপর কোন দায় বর্ত্তাইতে, কি তাহার পাট্টা দিতে কি তাহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এবং টাকার ডিক্রী জারীক্রমে কোন দেওয়ানী আদালত উক্ত সম্পত্তি কি তাহার অংশের উপর কোন পরওয়ানা দিবেন না।

ডিক্রীমত খাতকের কি তাহার স্থলাভিষিক্তের হস্তান্তর করণ সম্বন্ধে বাধার ও ডিক্রীদারের প্রতিকারপ্রাপ্তির কথা।

যে ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব ৩২৩ ধারামতে বিধান করিয়াছেন, সেই ডিক্রী সম্বন্ধে সেই সময়ে কোন দেওয়ানী আদালত ডিক্রীমত খাতকের কি তাহার সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করিবার কোন পরওয়ানা দিবেন না।

এই ধারার বিধানমতে ডিক্রীদার কোন ডিক্রীজারী সম্বন্ধে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কোন প্রতিকার পাইতে না পারিলে, উক্ত ডিক্রীজারী করিবার মিয়াদকালের হিসাব ধরিতে গেলে, সেই সময় বাদ দিতে হইবে।

৩২৫খ ধারা। যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হয় সেই সম্পত্তি একাধিক জিলায় থাকিলে, ৩২১ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারার কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত ও যেং কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইয়াছে, সাধারণ বিধি কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা ঐং জিলার কালেক্টর সাহেবদের মধ্যে যাঁহার প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করেন তিনি সময়েং সেইং ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন ও সেইং কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

সম্পত্তি কএক জিলায় থাকিলে বিধানের কথা।

৩২৫গ ধারা। ৩২২ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারার কালেক্টর সাহেবের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করণ সময়ে পক্ষদিগকে ও সাক্ষীদিগকে ও দলীল সমূহ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত তাঁহার দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকিবে।

পক্ষদিগকে ও সাক্ষীদিগকে ও দলীল সমূহ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩২৬ ধারা। কোন স্থানের সীমার মধ্যে ৩২০ ধারামত নির্দ্দেশবাক্য প্রবল না থাকিলে, যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি ভূমি কি ভূমির একাংশ হয়, এবং ঐ ভূমি কি তাহার ঐ অংশ নীলাম করিবার আপত্তি আছে ও কিয়ৎকালের নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করা গেলে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐ ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন হইতে পারিবে, কালেক্টর সাহেব যদি আদালতে ইহা দেখাইয়া দেন, তবে আদালত ঐ ভূমি কি ঐ অংশ নীলাম না করিয়া কালেক্টর সাহেবকে আপনার পরামর্শানুসারে ডিক্রীমত কার্য্য সাধনের বিধান করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। এমত স্থলে ৩২০ ধারার দ্বিতীয় পদ অবধি ৩২৫গ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান, যতদূর বর্ত্তিতে পারে বর্ত্তিবে।

আদালত যে স্থলে কালেক্টর সাহেবকে ভূমির নীলাম স্থগিত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩২৭ ধারা। কোন সীমান্তর্গত স্থানের ভূমিগত কোন স্বার্থ অনিশ্চিত বা অনির্ণীত থাকাতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বিবেচনায় তাহার মূল্য নিরূপণ করা অসাধ্য হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে সেই স্থানের নিমিত্ত বিশেষ বিধি করিয়া, টাকার ডিক্রী জারীক্রমে ভূমিগত কোন শ্রেণীর স্বার্থ বিক্রয় করণের নিয়ম ধার্য্য করিতে পারিবেন।

টাকার ডিক্রীজারী ক্রমে ভূমি বিক্রয়ের স্থানীয় বিধির কথা।

এই আইন কোন সীমান্তর্গত স্থানের মধ্যে প্রচলিত হইবার সময়ে যদি তন্মধ্যে ডিক্রীজারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের কোন বিশেষ বিধি প্রবল থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই বিধি প্রবল রাখিতে পারিবেন, কিম্বা সময়েং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে সকল বিধি করা যায় কি প্রবল রাখা যায় তাহা ও ঐং বিধি পরিবর্ত্তনের কথা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, তাহা হইলে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

জ।—ডিক্রী জারী করার প্রতিকূলাচরণ বিষয়ক বিধি।

৩২৮ ধারা। সম্পত্তির অধিকার পাইবার ডিক্রী জারীকরণ সময়ে কোন ব্যক্তি পরওয়ানা জারীর কার্য্যকারকের প্রতিকূলাচরণ করিলে কি বাধা দিলে, ডিক্রীদার সেই প্রতিকূলাচরণের কি বাধকতা হওনের সময়াবধি এক মাসের মধ্যে কোন সময়ে আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

ডিক্রী জারী করিবার বাধা দেওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

যাহাকে বেদখল করা গেল তিনি নালিশ করিলে, আদালত সেই প্রতিকূলাচরণের কিম্বা, স্থলবিশেষে, সেই প্রতিবন্ধকতার কি বেদখল করণের বিষয়ে অনুসন্ধান লইয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

যে ব্যক্তির বিপক্ষে সেই আজ্ঞা করা যায়, তিনি ঐ সম্পত্তিতে বর্ত্তমান অধিকারের স্বত্বের দাওয়া স্থাপন করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ মোকদ্দমার যে ফল হয় তাহা প্রবল মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

ঝ।—ধৃত ও কারাবদ্ধ করণ বিষয়ক বিধি।

ডিক্রীমত খাতক যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৩৩৬ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত খাতককে কোন দিনের কোন সময়ে ধরা যাইতে পারিবে, ও তাঁহাকে সাধ্যমতে ত্বরায় আদালতের সম্মুখে আনা যাইবে, ও যে আদালত তাঁহার কারাবদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যে জিলার অন্তর্গত সেই জিলার দেওয়ানী জেলে তাঁহাকে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে। সেই জেলে তাঁহার থাকিবার উপযুক্ত স্থান না থাকিলে, জিলার আদালত কোন ব্যক্তির কারাবদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কারাবদ্ধ হওয়ার জন্য যে স্থান নিরূপণ করেন, তাঁহাকে সেই স্থানে বদ্ধ করা যাইবে।

পরন্তু (ক) এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত, সূর্য্যাস্তের পর কিম্বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করা যাইবে না, কিম্বা কোন বাসগৃহের বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া খোলা যাইবে না। কিন্তু ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক নিয়মমতে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করিতে পাইলে, ডিক্রীমত খাতক যে ঘরে আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তিনি সেই ঘরের দ্বার বন্ধন মুক্ত করিয়া খুলিতে পারিবেন; পরন্তু যিনি ডিক্রীমত খাতক নহেন ও দেশাচারমতে প্রকাশ্যস্থলে উপস্থিত হন না, উক্ত ঘরে প্রকৃত পক্ষে এরূপ স্ত্রীলোক থাকিলে তাঁহার চলিয়া যাইবার অনুমতি আছে, ঐ কার্য্যকারক তাঁহাকে এই সম্বাদ দিবেন এবং তাঁহার চলিয়া যাইবার যুক্তিসিদ্ধ সময় দিয়া ও সর্ব্ব প্রকার যুক্তিসিদ্ধ সদুপায় করিয়া দিয়া তদ্রূপ ধৃত করণার্থে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

(খ) আরো ডিক্রীমত খাতককে যে ডিক্রী জারীক্রমে ধরা যায় তাহা টাকার ডিক্রী হইলে ও যে কার্য্যকারক তাঁহাকে ধরেন ঐ ডিক্রীমত খাতক তাঁহাকে ঐ ডিক্রীর টাকা ও ধৃত করণের খরচা দিলে, ঐ কার্য্যকারক তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে টাকার ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত খাতককে ধরিয়া এই ধারামতে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, আদালত তাঁহাকে এই কথা জানাইবেন যে, ২০ বিংশ অধ্যায়-তে তিনি আপনাকে ঋণশোধকরণাক্ষম বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আপনার সেই প্রার্থনার বিষয় লইয়া তিনি কুটিলভাবে কোন কর্ম্ম করিয়া না থাকিলে ও আদালতের নিযুক্ত গ্রাহকের হস্তে আপনার সকল সম্পত্তি সমর্পণ করিলে তাঁহাকে মুক্ত করা যাইবে।

সেই জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেলে পর, ডিক্রীমত খাতক তদ্রূপ প্রার্থনা করিবার মানস জানাইলে, ও কোন সময়ে আহ্বান করা গেলেই উপস্থিত হইবেন ও ৩৪৪ ধারামতে ঋণ শোধ করিবার অক্ষম বলিয়া নির্ণয় হওয়ার নিমিত্ত এক মাসের মধ্যে প্রার্থনা করিবেন ইহার উপযুক্ত জামিন দিলে, আদালত তাঁহাকে আবেদ্ধ হইতে মুক্ত করিবেন।

কিন্তু তিনি তদ্রূপে প্রার্থনা না করিলে, আদালত সেই জামিনের টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে তাঁহাকে জেলে পাঠাইতে পারিবেন।

ধরিয়া আনিবার পরওয়ানায় ডিক্রীমত খাতককে আনিবার আজ্ঞা থাকার কথা।

৩৩৭ ধারা। ডিক্রীমত খাতককে ধরিবার প্রত্যেক পরওয়ানায় ঐ পরওয়ানা জারীর কার্য্যকারকের প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে ডিক্রীমত খাতকের যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল তিনি সুদ সুদ্ধ, ও খরচার দাবী হইলে খরচা সুদ্ধ সেই টাকা না দিলে, তাঁহাকে সুবিধামতে ত্বরায় আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করেন।

যে হারে খোরাকী পাওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩৩৮ ধারা। ডিক্রীমত খাতকদের শ্রেণী ও বংশ ও জাতি বিবেচনায় মাসে২ তাঁহাদের খোরাকী যে হারে দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ইহার ফর্দ্দ নিরূপণ করিবেন।

ডিক্রীমত খাতকের খোরাকীর কথা।

৩৩৯ ধারা। ডিক্রীমত খাতককে ধৃত করণের সময়াবধি যত দিন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, বিচারপতি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ফর্দ্দ অনুসারে তাঁহার ততদিনের খোরাকীর যত টাকা প্রচুর বোধ করেন, ডিক্রীদার আদালতে তত টাকা না দিলে, যত কাল না দেন তত কাল ডিক্রীমত খাতককে ডিক্রীজারীক্রমে ধরা যাইবে না।

ডিক্রীমত খাতককে ডিক্রীজারীক্রমে কারাবদ্ধ করা গেলে, পূর্ব্বোক্ত ফর্দ্দ অনুসারে মাসে২ তাঁহার যত খোরাকী পাইবার অধিকার থাকে আদালত ইহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন, কিম্বা তদ্রূপ ফর্দ্দ নির্দ্ধারিত না থাকিলে ঐ ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোক হন তদ্বিবেচনায় আদালত যত টাকা প্রচুর বোধ করেন তাঁহার মাসিক তত টাকা খোরাকী ধার্য্য করিবেন।

যে পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রী জারী করা যায় তিনি প্রতি মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে আদালতের নির্দ্ধারিতমতে ঐ মাসের খোরাকী অগ্রিম দিবেন।

চলিত মাসের যত দিন বাকী থাকে, প্রথমবার তত দিনের খোরাকী ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের হস্তে দিতে হইবে এবং পরে খোরাকী দিতে হইলে তাহা কারাগারের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের হস্তে দিতে হবে।

খোরাকীর টাকা মোকদ্দমার খরচা বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩৪০ ধারা। কারাবদ্ধ ডিক্রীমত খাতকের খোরাকীর জন্য ডিক্রীদার যত টাকা দেন, তাহা মোকদ্দমার খরচা বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্ত খোরাকীর টাকার নিমিত্ত ডিক্রীমত খাতককে কারাগারে আটক রাখা কি ধৃত করা যাইবে না।

ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩৪১ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রীমত খাতককে কারাহইতে মুক্ত করা যাইবে,

(ক) কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টে যে টাকা লিখিত থাকে, জেলের অধ্যক্ষকে সেই টাকা দেওয়া গেলে, কিম্বা

(খ) প্রকারান্তরে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে শোধ হইলে, কিম্বা

(গ) যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা গেল তাঁহার প্রার্থনামতে, কিম্বা

(ঘ) ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞানুসারে খোরাকী দিতে ত্রুটি করিলে, কিম্বা

(ঙ) পশ্চাল্লিখিত বিধানানুসারে ডিক্রীমত খাতককে ঋণশোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেলে, কিম্বা

(চ) ৩৪২ ধারামতে তাঁহার কারাবদ্ধ থাকার নিরূপিত মিয়াদ পূর্ণ হইলে।

পরন্তু এই ধারার উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও পঞ্চম স্থলে, আদালতের আজ্ঞা না হইলে ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করা যাইবে না।

ডিক্রীমত খাতককে এই ধারামতে মুক্ত করা গেলেও তিনি তদ্ধেতুক ঋণহইতে মুক্ত হন না, কিন্তু যে ডিক্রীজারীক্রমে কারাবদ্ধ করা গেল তাঁহাকে সেই ডিক্রীক্রমে আবার ধরা যাইতে পারিবে না।

ছয় মাসের অধিককাল কারাবদ্ধ না থাকার কথা।

৩৪২ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তি ছয় মাসের অধিককাল কারাবদ্ধ হইবেন না;

যে স্থলে ছয় সপ্তাহের অধিককাল কারাবদ্ধ না থাকিবেন তাহার কথা।

ও ৫০ পঞ্চাশের অনধিক টাকার ডিক্রী হইলে ছয় সপ্তাহের অধিককাল কারাবদ্ধ হইবেন না।

পরওয়ানার পৃষ্ঠলিপির কথা।

৩৪৩ ধারা। পরওয়ানা জারী করিতে যে কার্য্যকারককে দেওয়া যায়, তিনি যে দিনে ও যে প্রকারে তাহা জারী করিলেন, পরওয়ানার পৃষ্ঠে এইং কথা, এবং পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নির্দ্ধারিত শেষ দিন অতীত হইয়া থাকিলে বিলম্বের কারণ, কিম্বা জারী না হইয়া থাকিলে জারী না হওয়ার কারণ লিখিয়া, সেই পৃষ্ঠলিপি সহিত ঐ পরওয়ানা আদালতে ফিরাইয়া দিবেন।

উক্ত কার্য্যকারক পরওয়ানা জারী করিতে পারিলেন না এই মর্ম্মে পৃষ্ঠলিপি থাকিলে, আদালত তাঁহাকে শপথ করাইয়া তাঁহার সেই কার্য্যে অক্ষমতার বিষয়ে পরীক্ষা লইবেন, ও উচিত বোধ করিলে সেই অক্ষমতা বিষয়ক সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, ও ফল যাহা হয় লিপিবদ্ধ করিবেন।

২০ বিংশ অধ্যায়।

ডিক্রীমত খাতক ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার প্রার্থনা করণের ক্ষমতার কথা।

৩৪৪ ধারা। টাকার ডিক্রী জারীক্রমে ডিক্রীমত খাতককে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা গেলে, কিম্বা তদ্রূপ ডিক্রীজারীক্রমে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হইলে তিনি ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতককে ঋণশোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, টাকার ডিক্রীদার এরূপ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন।

যে জিলার আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ডিক্রীমত খাতক বাস করেন কি আবদ্ধ থাকেন, সেই আদালতে তদ্রূপ প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র দিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

৩৪৫ ধারা। ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনাপত্র হইলে, তাহাতে এইং কথা লেখা থাকিবে,

(ক) ঐ ব্যক্তিকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা গিয়াছে কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গিয়াছে ও যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা যায় কিম্বা যদ্দ্বারা ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা যায়, ও ধৃত কি কারাবদ্ধ হইলে, তিনি যে স্থানে আবদ্ধ আছেন, এইং কথা।

(খ) তাঁহার যত ও যেং প্রকারের সম্পত্তি আছে তাহার বিশেষ কথা, ও টাকা ভিন্ন তদ্রূপ কোন সম্পত্তির মূল্য।

(গ) যে বা যেং স্থানে ঐ সম্পত্তি পাওয়া যাইবে এই কথা।

(ঘ) তাঁহার সেই সম্পত্তি আদালতের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ার কথা।

(ঙ) তাঁহার উপর যে সকল টাকার দাওয়া থাকে, তাহা সর্ব্বশুদ্ধ সবিশেষ কত টাকা এই কথা।

(চ) তাঁহার মহাজনদের নাম ও বাসস্থান যত দূর জানেন কি জানিয়া লইতে পারেন ততদূর ঐ কথা।

টাকার ডিক্রীদারের প্রার্থনাপত্র হইলে, তাহাতে ডিক্রীর তারিখ, যে আদালত ডিক্রী দেন, তৎক্রমে যত টাকা পাওনা থাকে, ও যে স্থানে ডিক্রীমত খাতক বাস করেন কি আবদ্ধ থাকেন, এইং কথা লেখা থাকিবে।

প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করণের ও সত্যপাঠ লিখনের কথা।

৩৪৬ ধারা। পূর্ব্ব বিধানে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠের কথা লিখিবার যেং আজ্ঞা আছে, প্রার্থক তদনুসারে ঐ প্রার্থনাপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া সত্যপাঠের কথা লিখিবেন।

৩৪৭ ধারা। আদালত ঐ প্রার্থনা শুনিবার দিন নিরূপণ করিয়া, ঐ প্রার্থনাপত্রের নকল ও তাহা যে সময়ে ও স্থানে শুনা যাইবে ইহার লিখিত নোটিস আদালতঘরে লাগাইয়া দিবেন ও প্রার্থকের খরচে,

প্রার্থনাপত্রের নকল ও নোটিস দিবার কথা।

ডিক্রীমত খাতক প্রার্থক হইলে, যে ডিক্রীজারীক্রমে তাঁহাকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা যায় কিম্বা সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, সেই ডিক্রীদারের কিম্বা তাঁহার উকীলের উপর ও প্রার্থনাপত্রে অন্য কোন মহাজনদের নাম লেখা থাকিলে তাঁহাদের উপর, জারী করাইবেন;

ডিক্রীদার প্রার্থক হইলে, ডিক্রীমত খাতকের কি তাঁহার উকীলের উপর জারী করাইবেন।

আদালত বিহিত বোধ করিলে, যে রাজকীয় গেজেটে ও প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে উচিত বোধ করেন, প্রার্থকের খরচে তাহাতে ঐ প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করাইতে পারিবেন।

প্রার্থক ডিক্রীমত খাতক হইলে, তিনি টাকা দিতে অক্ষম বলিয়া যদি আদালতের হৃদ্বোধ জন্মে তবে আদালত তাঁহাকে এই ধারামতে টাকা দিবার দায় হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

৩৪৮ ধারা। আরো অন্য কোন ব্যক্তি আপনাকে প্রার্থকের মহাজন বলিয়া জানাইলে, ও প্রার্থনাপত্রের বিষয়ে আপনার কথা শুনা যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহারও উপর উক্ত প্রকারের নকল ও নোটিস জারী করাইতে পারিবেন।

অন্য মহাজনদিগকে নোটিস প্রভৃতি দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪৯ ধারা। ডিক্রীমত খাতককে আটক রাখা গেলে, আদালত ৩৫০ ধারামত শ্রবণের অপেক্ষায় তাঁহাকে তৎকালেই কারাগারে রাখিবার আজ্ঞা দিতে, কিম্বা পরওয়ানা জারী করিবার ভার যে কার্য্যকারককে দেওয়া গিয়াছিল তাঁহারই হেপাজতে থাকিতে দিতে পারিবেন কিম্বা তাঁহাকে আদেশ করিলেই উপস্থিত হইবেন ইহার যথোপযুক্ত জামিন লইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

অসিদ্ধ প্রার্থকের বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩৫০ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে ঐ নোটিস দেওয়া যায়, আদালত সেই নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ ঐ বিষয় শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিলে সেই দিনে, তাঁহাদের কি তাঁহাদের উকীলদের সাক্ষাৎ ডিক্রীমত খাতকের তৎকালীন অবস্থার বিষয়ে ও ভাবিকালে টাকা শোধ করিবার সম্ভাবনা বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন, ও উক্ত ডিক্রীদার ও প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত অন্য মহাজনেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা আপনাদিগকে মহাজন বলিয়া জানান তাঁহারা ডিক্রীমত খাতকের মুক্ত হওয়ার বিপক্ষে যাহা বলিতে চাহেন তাহাও শুনিবেন, এবং ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া ডিক্রীমত খাতকের বিদায় হওয়ার কোন অধিকার নাই উক্ত ডিক্রীদার ও অন্য মহাজনেরা কি ব্যক্তিরা ইহা দেখাইবার প্রমাণ যেন উপস্থিত করেন, এই নিমিত্ত আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহাদিগকে অবকাশ দিতে পারিবেন।

শ্রবণের সময়ে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৫১ ধারা। (ক) প্রার্থনাপত্রের লিখিত সকল কথা বাস্তবে সত্য,

ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা প্রকাশ করণের ও গ্রাহক নিযুক্ত করিবার কথা।

(খ) যে ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত খাতককে ধরা কি কারাবদ্ধ করা যায় কিম্বা ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা যায় ঐ ডিক্রী যে মোকদ্দমায় করা গেল, সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে বা তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে তিনি মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার কল্পনায় আপনার সম্পত্তির কোন অংশ লুকাইয়া রাখেন নাই কি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করেন নাই,

(গ) আপনাকে সমস্ত ঋণশোধ করিতে অক্ষম জানিয়া দুঃসাহসে ঋণ গ্রহণ করেন নাই, কিম্বা মহাজনদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে টাকা দিয়া কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া অন্যায়মতে এক মহাজন অপেক্ষা অন্যকে অগ্রগণ্য করেন নাই,

(ঘ) ও প্রার্থনাপত্রের বিষয় লইয়া কুটিলভাবের অন্য কোন কর্ম্ম করেন নাই,

আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, তাঁহাকে ঋণশোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন, ও উচিত বোধ করিলে তাঁহার সম্পত্তি গ্রাহক নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন, কিম্বা সম্পত্তি গ্রাহক নিযুক্ত না করিলে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

আদালতের ঐরূপ হৃদ্বোধ না জন্মিলে, আদালত উক্ত প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিবেন।

৩৫২ ধারা। পরে প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত মহাজনেরা এবং অন্য ব্যক্তিরা ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাদিগকে জানাইলে তাঁহারা, ঐ ব্যক্তির উপর যত টাকার দাওয়া রাখেন তাহার ও আপন আপন দাওয়ার সবিশেষ কথার প্রমাণ উপস্থিত করিবেন; এবং যাঁহারা ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাদিগকে ও আপনার প্রাপ্য সপ্রমাণ করেন, আদালত আজ্ঞাক্রমে তাহা নির্ণয় করিবেন ও তাঁহাদিগের নামের ও ঋণের তফসীল প্রস্তুত করিবেন, ও ৩৫১ ধারামতে যে নির্ণয় করা যায়, উক্ত প্রত্যেক মহাজনের উক্ত ঋণ সম্পর্কে ঐ নির্ণয়টি ঐ মহাজনদের সপক্ষ ডিক্রী বলিয়া জ্ঞান হইবে।

মহাজনদের প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে হইবার ও তফসীল করিবার কথা।

উক্ত প্রত্যেক তফসীলের নকল আদালত ঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

কুঠী ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ কুঠীর কোন অংশী, কিম্বা ঋণ শোধ করণের অক্ষমতার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, ঐ কুঠীর মহাজনদের প্রতিযোগী হইয়া স্বীয় প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে অনুবদ্ধ হইবেন না।

৩৫৩ ধারা। ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির কোন মহাজনের নাম ঐ তকসীলে লেখা না থাকিলে, তিনি ঐ ব্যক্তির স্থানে আপনার যত টাকার দাওয়া থাকে তাহার ও ঐ দাওয়ার বিশেষ কথার প্রমাণ উপস্থিত করণার্থে, ও ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাকে প্রমাণ করিলে সেই প্রমাণীকৃত ঋণের উপলক্ষে মহাজন বলিয়া ঐ তকসীলে আপনার নাম লেখাইবার আজ্ঞা হওনার্থে, আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তকসীল ছাড়া মহাজনের প্রার্থনাপত্রের কথা।

ঐ তকসীলে যে কোন মহাজনের নাম লেখা থাকে, তিনি আপনার প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা কিম্বা ঋণের ভাব কি বৃত্তান্ত ধরিয়া যে কথা লেখা গেল তদ্বিষয়ে ঐ তকসীল পরিবর্ত্তন করণার্থে, কিম্বা অন্য মহাজনের নাম উঠাইয়া দেওনার্থে কিম্বা অন্য মহাজনের প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা কিম্বা ঐ ঋণের ভাব কি বৃত্তান্ত ধরিয়া যে কথা লেখা গেল তদ্বিষয়ে ঐ তকসীল পরিবর্ত্তন করণার্থে আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন প্রার্থনা করা গেলে, আদালত ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির ও অন্য মহাজনদের নামে যেং নোটিস জারী করা উচিত বোধ করেন প্রার্থকের খরচে তাহা জারী করিয়া, ও তাঁহারা আপত্তি করিলে সেই আপত্তি শুনিয়া, ঐ প্রার্থনামতে কার্য্য করিবেন কিম্বা তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

৩৫৪ ধারা। ৩৫১ ধারামতে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, ও তাহার এই ফল হইবে যে (২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যভিন্ন) ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি, তাঁহার প্রার্থনাপত্রের মধ্যে ধরা গেলে বা না গেলেও, ঐ গ্রাহকের প্রতি বর্ত্তিবে।

গ্রাহক নিযুক্ত করিবার আজ্ঞার ফলের কথা।

৩৫৫ ধারা। তদ্রূপে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন তিনি আদালতের আদেশানুসারে জামিন দিয়া, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যভিন্ন ঐ সকল সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইবেন।

গ্রাহকের জামিন দিয়া স্থিত আদায় করিবার কথা।

ও ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তি তাঁহার অধিকারে ঐ সকল সম্পত্তি দিয়াছেন, কিম্বা তৎপক্ষে যাহা২ করিতে পারেন তাহাই করিয়াছেন, গ্রাহক এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট লিখিয়া দিলে, আদালত কোন নিয়ম করা উচিত বোধ করিলে সেই নিয়মে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন।

ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মুক্ত হওয়ার কথা।

৩৫৬ ধারা। গ্রাহক আদালতের আদেশানুসারে,

গ্রাহকের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

(ক) সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিবেন।

(খ) গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তির ঋণ ও অর্থদণ্ড ও দণ্ড দেয় হইলে, ঐ টাকাহইতে তাহা শোধ করিবেন।

(গ) উক্ত ডিক্রীদারের খরচা দিবেন।

(ঘ) যেং ঋণের প্রতিভূস্বরূপ ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি বন্ধক থাকে, সেইং ঋণের অগ্রগণ্যতানুসারে যথাক্রমে তৎসমুদয় পরিশোধ করিবেন।

(ঙ) তকসীলে যেং ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে তাঁহাদের এক জনকে অন্যের অগ্রগণ্য না করিয়া প্রত্যেক জনের প্রাপ্য অনুসারে হারহারীমতে অবশিষ্ট টাকা বিলি করিবেন।

যে অবশিষ্ট টাকা তদ্রূপে বিলি করা যায় তাহার উপর আদালত শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক যত নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ গ্রাহক উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার আপন পারিশ্রমিক বলিয়া তত টাকা কমিশ্যন লইতে পারিবেন, (ও যে কমিশ্যন লন তাহাও ঐ বিলি করা টাকা বলিয়া জ্ঞান হইবে) ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে ঋণশোধকরণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্তকে দিবেন।

তাঁহার পারিশ্রমিক পাইবার স্বত্বের কথা।

উদ্বর্ত্ত দেওনের কথা।

পরন্তু যে কোন স্থানীয় সীমার মধ্যে ৩২০ ধারামত নির্দ্দেশপত্র করা গিয়া তাহা বলবৎ থাকে, গ্রাহক গবর্ণমেণ্টে রাজস্বদায়ী কিম্বা কৃষিকার্য্যার্থে ভোগ করা কি ইজারা বিলি করা তন্মধ্যস্থ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন না; কিন্তু তিনি ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিলে পর, (ক) যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা বাদ দিলে তকসীলের লিখিত মহাজনদের দাওয়ার টাকা পরিশোধার্থ যত টাকা আবশ্যক, ও (খ) ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির যে স্থাবর সম্পত্তি অবিক্রীত আছে, ও (গ) তাহার উপর যদি কোন দায় থাকে, এইং কথা নির্ণয় করিয়া আদালত উক্ত বিশেষ বৃত্তান্তসহ বিবরণপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন; তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি ৩২২ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারায় যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেং ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা উচিত বোধ করেন তদনুসারে কার্য্য করিয়া এবং ঐ২ ধারার বিধান যতদূর বর্ত্তিতে পারে উক্ত বিধান মানিয়া, তিনি তদ্রূপ আবশ্যক টাকা তুলিতে প্রবৃত্ত হইবেন; এবং উক্তরূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিলে, তাঁহার হাতে যে টাকা আইসে, তাহা তিনি আদালতের আজ্ঞাধীন রাখিবেন।

৩৫৭ ধারা। ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তিকে ৩৫১ কিম্বা ৩৫৫ ধারামতে মুক্ত করা গেলে, ঐ তকসীলের উল্লিখিত কোন ঋণহেতুক তাঁহাকে ধরা কি কারাবদ্ধ করা যাইবে না। কিন্তু যাবৎ তকসীলের লিখিত মহাজনদের প্রাপ্য ঋণের টাকার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পরিশোধ করা না যায়, অথবা যাবৎ ৩৫১ কি ৩৫৫ ধারামত মুক্ত করিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি দ্বাদশ বৎসর গত না হয়, ৩৫৮ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, ২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির নির্দ্দিষ্ট বিশেষ দ্রব্য ও গ্রাহকের হস্তগত দ্রব্যভিন্ন, তিনি তৎপূর্ব্বে বা তৎপশ্চাৎ যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহা আদালতের আজ্ঞাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইবার যোগ্য থাকিবে।

মুক্ত হওয়ার ফলের কথা।

৩৫৮ ধারা। তকসীলের লিখিত ঋণ মোটে ২০০৲ দুই শত টাকা কি তাহার কম হইলে, ঋণশোধ করণাক্ষম যে ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে মুক্ত করা যায়, আদালত তাঁহাকে সেই সকল ঋণের উপলক্ষে অন্য দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন

ঋণশোধকরণাক্ষম ব্যক্তিকে দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবার কথা।

এবং তফসীলের লিখিত ঋণের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পরিশোধ হইলে পর, কিম্বা মুক্ত করিবার আজ্ঞা করণাবধি দ্বাদশ বৎসর গত হইলে পর, অন্য দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিবেন।

প্রার্থকের কুটিলাচরণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৫৯ ধারা। ৩৫০ ধারানুযায়ী শ্রবণ সময়ে প্রার্থক,

(ক) প্রার্থনাপত্রে আপনার ঋণের, কিম্বা অধিকৃত কি সম্ভাবিত কিম্বা আপনার পক্ষে অন্যের নিকট ন্যস্ত সম্পত্তির কোন কথা গোপন রাখিয়া কিম্বা সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া কোন মিথ্যা কথা কহিয়া অপরাধী হইয়াছেন, কিম্বা

(খ) প্রতারণা করিয়া কোন সম্পত্তিগোপন রাখিয়াছেন কি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

(গ) প্রার্থনাপত্রের বিষয় সম্পর্কে কুটিলভাবে অন্য কোন কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ হইলে,

তাঁহার কোন মহাজনের অনুরোধে আদালত আজ্ঞাপত্র লিখিয়া কারাগার দেওনের তারিখ অবধি তাঁহার এক বৎসরের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

কিম্বা আদালত উচিত বোধ করিলে, তাঁহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হওয়ার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

অন্যান্য আদালতের প্রতি জিলার আদালতের ক্ষমতা প্রদান করিবার ও মোকদ্দমা স্থানান্তর করিয়া দিবার কথা।

৩৬০ ধারা। ৩৪৪ অবধি ৩১৯ পর্য্যন্ত সকল ধারাক্রমে জিলার নানা আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া জিলার আদালত ভিন্ন অন্য কোন আদালতের প্রতিও সেই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও ৩৪৪ ধারা মতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় জিলার জজ সাহেব আপনার জিলার অন্তর্গত সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন আদালতে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন।

তদ্রূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে ধৃত কোন ব্যক্তি ৩৪৪ ধারামত কোন প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিলে, ঐ আদালত প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতকের সম্পত্তির মূল্য ২,৫০০৲ দুই হাজার পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, কিম্বা তাঁহার বিরুদ্ধে মোট পাওনার টাকা ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হইলে, কিম্বা উক্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশের বাহিরে থাকিলে, রাঙ্গুণ ও মৌলমেন ও আক্যাব ও বেসিন নগরের বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত কোন আদালতের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

দ্বিতীয় ভাগ।

নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

---

২১ একবিংশ অধ্যায়।

কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে, তদ্বিষয়ক বিধি।

এক পক্ষের মৃত্যু হইলেও নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকিলে, মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা।

৩৬১ ধারা। বাদির কি প্রতিবাদির মৃত্যু হইলেও যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকে, তবে মোকদ্দমা রহিত হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্রের নিকট এই নিয়ম করেন যে, চন্দ্র যত দিন বাঁচিয়া থাকেন তত দিন বলরামকে বার্ষিক বৃত্তি দিব। আনন্দের স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত বলরাম ও চন্দ্র তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন; ডিক্রীর পূর্ব্বে বলরামের মৃত্যু হয়। এমত স্থলে চন্দ্রের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকে ও মোকদ্দমা রহিত হইবে না।

(খ) উক্ত উদাহরণের স্থলে, ডিক্রীর পূর্ব্বে উভয় পক্ষের সকল ব্যক্তি মরিলেও বলরাম ও চন্দ্রের উত্তরজীবির স্থলাভিষিক্তের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল আছে, ও তিনি আনন্দের স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষেঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন।

(গ) আনন্দ অপবাদকরণ হেতুক বলরামের নামে নালিশ করিলেন। আনন্দ মরিলে নালিশ করণের হেতু প্রবল থাকে না, ও মোকদ্দমা রহিত হইবে।

(ঘ) মিতাক্ষরার ব্যবস্থামতে সাধারণ হিন্দু পরিবারের অন্তর্গত আনন্দ নামক এক ব্যক্তি পরিবারীয় সম্পত্তি বণ্টন করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ উত্তরাধিকারীস্বরূপ বলরাম নামক অপ্রাপ্তব্যবহার সন্তানকে রাখিয়া মরিলে, বলরামের পক্ষে নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকে ও মোকদ্দমা রহিত হইবে না।

অনেক জন বাদির কি প্রতিবাদির মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলেও নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬২ ধারা। দুই কি তদধিক জন বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ও যদি কেবল অবশিষ্ট বাদী কি বাদিদের পক্ষে, কিম্বা কেবল অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার কাগজ পত্রের মধ্যে সেই মর্ম্মের কথা লেখাইবেন, এবং অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের পক্ষে কিম্বা অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের নামে মোকদ্দমা চলিবে।

অনেক বাদির মধ্যে এক জন মরিলে ও উত্তরজীবিদের এবং মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬৩ ধারা। দুই কি তদধিক জন বাদী থাকিলে ও তাঁহাদের একজন মরিলে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব কেবল উত্তরজীবী বাদির কি বাদিদের পক্ষে প্রবল না হইয়া মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্তের সংযোগে ঐ বাদির কি বাদিদের পক্ষে প্রবল থাকে, তবে আদালত ঐ আইনমত স্থলাভিষিক্তের প্রার্থনামতে মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ মৃত বাদির স্থানে ঐ স্থলাভি-

ষিক্তের নাম লিখিতে পারিবেন, এবং অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের ও ঐ আইনমত স্থলাভিষিক্তের যত্নে মোকদ্দমা চলিবে।

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬৪ ধারা। মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন দাওয়াদার আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে প্রার্থনা না করিলে অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের যত্নে মোকদ্দমা চলিবে।

ও মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত থাকিলে তাঁহাকেও এক পক্ষ করা যাইবে, ও মোকদ্দমায় যে ডিক্রী করা যায় সেই ডিক্রীতে তাঁহার এমত স্বার্থ থাকিবে ও তিনি এমতে আবদ্ধ হইবেন যেন উত্তরজীবী বাদির কি বাদিদের সঙ্গে২ তাঁহারও যত্নে মোকদ্দমা চলিল।

একই বাদির কিম্বা অবশিষ্ট একই বাদির মৃত্যু হইলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬৫ ধারা। একই বাদির কিম্বা অবশিষ্ট একই বাদির মৃত্যু হইলে ও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে, আদালত সেই মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্তের প্রার্থনামতে মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ বাদির স্থানে তাঁহার নাম লেখাইতে পারিবেন, তাহা হইলে মোকদ্দমা চলিবে।

মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে, মোকদ্দমা রহিত হইবার কথা।

৩৬৬ ধারা। মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন দাওয়াদার আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে, আদালত মোকদ্দমা রহিত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া প্রতিবাদির প্রার্থনামতে মোকদ্দমার উত্তর দেওনে প্রতিবাদির যত খরচ হইল, উক্ত মৃত বাদির সম্পদ হইতে তাঁহার ঐ খরচ আদায় করিবার আজ্ঞা করিবেন।

কিম্বা প্রতিবাদির প্রার্থনামতে আদালত বিহিত বোধ করিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া, উক্ত মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে আনাইবার, কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমা চালাইবার, কি ঐ দুই কার্য্যপক্ষে অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বের সর্টিফিকেট কিম্বা ঋণ আদায় করিবার সর্টিফিকেট পাইলেও, কেবল তৎক্রমে মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত হন না। কিন্তু উক্ত কোন সর্টিফিকেটধারি ব্যক্তি তদ্দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে, ঐ সম্পত্তির উপলক্ষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাধ্য হইতে পারিবে।

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্তে এই বিষয়ে বিবাদ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৬৭ ধারা। কে মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত এই বিষয় লইয়া কোন বিবাদ হইলে, অন্য মোকদ্দমায় সেই বিষয় নির্ণয় না হওন পর্য্যন্ত আদালত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারিবেন, অথবা মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কাহাকে গ্রাহ্য করা যাইবে মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে কি তৎপূর্ব্বে ইহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

অনেক প্রতিবাদির মধ্যে এক জনের কিম্বা একই কিম্বা অবশিষ্ট একই প্রতিবাদির মৃত্যু হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৬৮ ধারা। দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ডিক্রীর পূর্ব্বে মরিলে ও কেবল অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রবল না থাকিলে,

এবং একই কিম্বা অবশিষ্ট একই প্রতিবাদির মৃত্যু হইলেও মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে,

বাদী যাঁহাকে ঐ মৃত প্রতিবাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কহেন ও যাঁহাকে মৃত প্রতিবাদির পরিবর্ত্তে প্রতিবাদী করিতে চাহেন, তাঁহার নাম ও বর্ণনা ও নিবাস নির্দ্দেশ করিয়া আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে, আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ প্রতিবাদির স্থানে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নাম লিখিয়া,

মোকদ্দমার উত্তর দিবার জন্য সমনের লিখিত দিনে উপস্থিত হওনার্থে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নামে সমন দিবেন।

তাহা হইলে, ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি প্রথমেই এক জন প্রতিবাদী হইলে ও তৎপূর্ব্বে মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষ হইলে মোকদ্দমা যদ্রূপে চলিত, তদ্রূপেই চলিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তিকে তদ্রূপে প্রতিবাদী করা যায়, তিনি মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত নহেন বলিয়া আপত্তি করিতে অথবা উক্ত প্রকারের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া যদ্রূপ উত্তর দেওয়া উচিত তদ্রূপ উত্তর দিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা করিবার যে সময় নির্দ্দেশ আছে বাদী সেই সময়মধ্যে প্রার্থনা না করিলে, এবং সেই সময় মধ্যে প্রার্থনা না করিবার উপযুক্ত কারণ ছিল এবিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, মোকদ্দমা উঠিয়া যাইবে।

এক পক্ষ স্ত্রীলোক হইলে তাহার বিবাহহেতুক মোকদ্দমা রহিত না হওয়ার কথা।

৩৬৯ ধারা। বাদিনীর কি প্রতিবাদিনীর বিবাহ প্রযুক্ত মোকদ্দমা রহিত হইবে না। বিবাহ হইলেও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত চালান যাইতে পারিবে; ও প্রতিবাদিনীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে কেবল তাঁহারই বি[illegible] ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে।

যে মোকদ্দমায় স্বামী আইনমতে স্ত্রীর ঋণের দায়ী হন এমত মোকদ্দমা হইলে, আদালতের অনুমতি লইয়া ঐ ডিক্রী স্বামির বিপক্ষেও জারী করা যাইতে পারিবে। স্ত্রীর সপক্ষ ডিক্রী হইলে, ও যে বিষয়ের ডিক্রী হয় আইনমতে স্বামির সেই বিষয় পাইবার অধিকার থাকিলে, আদালতের অনুমতি লইয়া স্বামির প্রার্থনামতে ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে মোকদ্দমা করিবার বাধা হওয়ার কথা।

৩৭০ ধারা। কোন মোকদ্দমার বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলেও তাঁহার আসৈনী কিম্বা ৩৫১ ধারামতে নিযুক্ত গ্রাহক যদি মহাজনদের হিতার্থে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারেন, তবে সেই মোকদ্দমা চালাইতে ও আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে মোকদ্দমার খরচার জামিন দিতে উক্ত আসৈনী বা গ্রাহক অসম্মত না হইলে, ঐ মোকদ্দমা চলিবার বাধা নাই।

আসৈনী মোকদ্দমা চালাইতে কি জামিন দিতে ত্রুটি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আসৈনী কি গ্রাহক ঐ মোকদ্দমা চালাইতে ও আজ্ঞার নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ জামিন দিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, বাদির দেউলিয়া কি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হওয়া প্রযুক্ত প্রতিবাদী মোকদ্দমা ডিসমিস হওবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন; এবং আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারিবেন ও মোকদ্দমার উত্তর দেওয়াতে প্রতিবাদীর যত খরচ লাগিল তাঁহার সেই খরচ পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। বাদির সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঋণস্বরূপ ঐ খরচের প্রমাণ করিতে হইবে।

মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস হইলে যে ফল হয় তাহার কথা।

৩৭১ ধারা। এই অধ্যায়মতে মোকদ্দমা রহিত হইলে কি ডিসমিস করা গেলে নালিশের সেই হেতু মূলক নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত কিম্বা দেউলিয়া কি ঋণ শোধ করণাক্ষম বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া দাওয়া রাখেন, তিনি মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন; ও বিশিষ্ট কোন কারণে তাঁহার মোকদ্দমা চালাইতে বাধা হইয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস হওয়ার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে সম্পত্তি নিরূপণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭২ ধারা। অন্য কোন স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে২ কোন স্বার্থ নিরূপণ [illegible] কি উত্তরাধিকারির হস্তগত করা গেলে, সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে কিম্বা তাঁহাদের নামে নোটিস লিখিয় দিলে পর, ও আপত্তি থাকিলে তাঁহাদের আপত্তি শুনিলে পর, আদালত অনুমতি দিলে, ঐ স্বার্থ যাঁহার হস্ত হইতে হস্তান্তর করা যায়, মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকেও লইয়া কিম্বা তাঁহার পরিবর্ত্তে ঐ স্বার্থপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা তাঁহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালান যাইতে পারিবে।

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

বাদির প্রতি নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭৩ ধারা। (ক) দাঁড়ামত কোন কার্য্যের দোষ হেতুক, মোকদ্দমা অবশ্যই হারা যাইবে, কিম্বা (খ) বাদিকে সেই মোকদ্দমা হইতে অবসর হইবার কিম্বা দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিবার অনুমতি দিয় বিবাদীয় বিষয়ের কিম্বা আপনার সেই ত্যক্ত অংশের সম্পর্কে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দেওযার প্রচুর কারণ আছে, আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পর কোন সময়ে বাদির প্রার্থনাক্রমে ইহা যথোধমতে জানিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ অনুমতি দিতে পারিবেন।

বাদী সেই অনুমতি না পাইয়াও মোকদ্দমা হইতে অবসর হইলে কিম্বা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে, আদালত যে খরচার আজ্ঞা করেন তিনি সেই খরচার দায়ী হইবেন, ও সেই বিষয়ের কিম্বা সেই ত্যক্ত অংশের সম্পর্কে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

অনেক জন বাদী থাকিলে, আদালত অন্যান্যের সম্মতি বিনা এক ব্যক্তিকে মোকদ্দমা হইতে অবসর হইবার অনুমতি দিতে যে সক্ষম, এই ধারার কোন কথার এমত ভাব জানিতে হইবে না।

প্রথম মোকদ্দমা হেতুক মিয়াদের আইনের ব্যাঘাত না হইবার কথা।

৩৭৪ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে অনুমতি পাইয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, বাদী পূর্ব্ব মোকদ্দমা উপস্থিত না হওয়ার ন্যায় মিয়াদের আইনদ্বারা বদ্ধ থাকিবেন।

আপোসে মোকদ্দমা মিটাইয়া দিবার কথা।

৩৭৫ ধারা। আইনমত একরার কি রাজীনামা করিয়া সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ মোকদ্দমা মিটাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা প্রতিবাদী মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ বাদীর তৃপ্তি জন্মাইলে, সেই একরার কি রাজীনামা কি তৃপ্তিজনক কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও ঐ মোকদ্দমার সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক থাকে আদালত ততদূর তদনুসারে ডিক্রী করিবেন, ও উক্ত একরারে কি রাজীনামায় কি তৃপ্তিজনক কথায় মোকদ্দমার যে বিষয় লইয়া কার্য্য হয় তৎসম্পর্কে সেই ডিক্রী চূড়ান্ত হইবে।

---

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি।

দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া প্রতিবাদির টাকা আমানত করিবার কথা।

৩৭৬ ধারা। ঋণ কি হানিপূরণ আদায় করিবার কোন মোকদ্দমার প্রতিবাদী দাওয়ার সম্পূর্ণ পরিশোধ বলিয়া যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে আদালতে তত টাকা আমানৎ করিতে পারিবেন।

আমানত করিবার নোটিসের কথা।

৩৭৭ ধারা। প্রতিবাদী বাদিকে ঐ টাকা আমানৎ হইবার লিখিত নোটিস আদালতদ্বারা দিবেন; ও আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে বাদির প্রার্থনামতে তাঁহাকে আমানতী টাকা দেওয়া যাইবে।

নোটিস পাইলে পর সেই আমানতী টাকার উপর বাদির সুদ না পাইবার কথা।

৩৭৮ ধারা। প্রতিবাদী যত টাকা আমানৎ করেন তাহাতে সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ হইলে কিম্বা নূ্যন পড়িলেও, ঐ নোটিস পাইবার তারিখ অবধি বাদির সেই টাকার উপর সুদ পাইবার অনুমতি হইবে না।

বাদী আপন দাওয়ার একাংশের শোধে ঐ আমানৎ গ্রাহ্য করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা। বাদী আপন দাওয়ার অংশমাত্রের পরিশোধে ঐ আমানতের টাকা গ্রাহ্য করিলে, বাকী টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন; এবং প্রতিবাদী যে টাকা আমানৎ করিলেন আদালত সেই টাকা বাদির সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া নিষ্পত্তি করিলে, ঐ টাকা আমানৎ হওয়ার পর মোকদ্দমার যত খরচা হয়, এবং আমানৎ হওয়ার পূর্ব্বেও বাদির দাওয়ার আধিক্য প্রযুক্ত যত খরচ হইল তাহাও বাদির দিতে হইবে।

সেই আমানতের টাকা সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া গ্রাহ্য করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

বাদী আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে সেই টাকা গ্রাহ্য করিলে, আদালতে সেই মর্ম্মের বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন, ও সেই বর্ণনাপত্র গাঁথিয়া রাখা যাইবে ও আদালত তদনুসারে বিচার জানাইবেন। ও যাঁহার যত টাকা খরচা দিতে হইবে ইহার আজ্ঞা করিতে গেলে, ঐ বিবাদ উপস্থিত করণে কোন্ পক্ষের দোষ অধিক আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ আজ্ঞা করিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের ১০০ টাকা ধারেন। বলরাম তাঁহার স্থানে সেই টাকা না চাহিয়া, ও চাহিলে যে বিলম্ব হইতে পারে তদ্দ্বারা তাঁহার হানি যে হইবে এমত বোধ করিবার কোন কারণ না জানিয়া, আনন্দের নামে সেই টাকা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আবেদনপত্র দেওয়া গেলেই আনন্দ আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করিলেন ও বলরাম আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ টাকা গ্রাহ্য করেন। কিন্তু তাঁহার খরচা পাইবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য নয়, যেহেতুক তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন কারণ ছিল না, ইহার অনুমান হইতে পারে।

(খ)। (ক) উদাহরণের উল্লিখিত ভাবগতিকে বলরাম আনন্দের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে আনন্দ প্রথমে সেই দাওয়ার প্রতিবাদ করিয়া, পরে আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করেন। বলরাম ও আপন সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ ঐ টাকা লন। এই স্থলে বলরামের মোকদ্দমার খরচাও পাইবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য, যেহেতুক আনন্দের আচরণদ্বারা সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করা আবশ্যক বলিয়া দেখা গেল।

(গ) আনন্দ বলরামের ১০০ টাকা ধারেন ও মোকদ্দমা বিনা তাঁহাকে সেই টাকা দিতে সম্মত হন। বলরাম ১৫০ টাকার দাওয়া করিয়া তজ্জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, আনন্দ আদালতে ১০০ টাকা গচ্ছিত করিয়া বাকী ৫০ টাকার দায়ী নই বলিয়া প্রতিবাদ করেন। পরে বলরাম সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ ১০০ টাকা গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতি আনন্দের খরচাও দিবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য।

---

২৪ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে বাদির স্থানে খরচার জামিন যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৮০ ধারা। এক জন বাদী হইলে তিনি, কিম্বা একাধিক জন বাদী থাকিলে তাঁহারা সকলে, ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করেন, ও মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লিপ্ত আছে তদ্ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ বাদির, কি বাদিদের কোন ব্যক্তির, প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি নাই, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে কিম্বা পশ্চাৎ মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে আদালত ইহা জানিতে পাইলে, আপন প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন প্রতিবাদির প্রার্থনামতে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে কোন প্রতিবাদির যত টাকা খরচা হইয়াছে ও আর যত হইবার সম্ভাবনা, বাদী কি বাদিরা ঐ আজ্ঞাপত্রের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তত টাকা খরচা শোধের জামিন দেন।

জামিন না দিবার ফলের কথা।

৩৮১ ধারা। ঐ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই জামিন না দেওয়া গেলে, এবং ৩৭৪ ধারার বিধানমতে ঐ বাদী কি বাদিরা মোকদ্দমাহইতে অবসর হইবার অনুমতি না পাইলে, আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করার অর্থের কথা।

৩৮২ ধারা। কোন ব্যক্তি ব্রিটিষ ভারতবর্ষহইতে যে ভাবগতিকে চলিয়া যান তদ্বিবেচনায় খরচা দিবার আজ্ঞা হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারিবে না, যুক্তিমতে এমত সম্ভাবনা থাকিলে, ৩৮০ ধারার মর্ম্মানুসারে তাঁহাকে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থান বাসী বলিয়া জ্ঞান করা হইবে।

---

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

ক।—সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

যে স্থলে আদালত সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারেন তাহার কথা।

৩৮৩ ধারা। কোন আদালতের এলাকার সীমার মধ্যবাসী যে ব্যক্তিরা এই আইনমতে আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত হন, কিম্বা পীড়া কি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আদালতে যাইতে না পারেন, আদালত কোন মোকদ্দমায় প্রশ্নক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে তাঁহাদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

ক্ষমতাপত্র দিবার আজ্ঞার কথা।

৩৮৪ ধারা। আদালত আপনার প্রবৃত্তিমতে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের কিম্বা যে ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে হইবে তাঁহার, আফিডেবিটক্রমে কি অন্যরূপে প্রতিপোষিত প্রার্থনামতে, ঐ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৮৫ ধারা। যে আদালত হইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হয় সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যবাসী কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার জন্যে দেওয়া গেলে, আদালত ঐ ক্ষমতাপত্র অনুযায়ী কার্য্য করণার্থে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, ঐ পত্র তাঁহার নামে দেওয়া যাইতে পারিবে।

সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৮৬ ধারা। কোন আদালত কোন মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন,—

যে ব্যক্তিদের সাক্ষ্য লইবার জন্য ক্ষমতাপত্র দেওয়া যাইতে পারিবে, তদ্বিষয়ক কথা।

(ক) ঐ আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানবাসী কোন ব্যক্তির,

(খ) আদালতে যে তারিখে সাক্ষ্য দিবার আদেশ থাকে, সেই তারিখের পূর্ব্বে যে ব্যক্তিরা উক্ত সীমার বাহিরে যাইতে উদ্যত হন তাঁহাদের, ও

(গ) বিচারপতির বিবেচনামতে গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানী ও সৈনিক যে কার্য্যকারকেরা রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মাইয়া আদালতে উপস্থিত হইতে না পারেন তাঁহাদের।

হাই কোর্ট কি রাঙ্গুনের রিকার্ডরের কোর্ট ভিন্ন অন্য যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উক্ত ব্যক্তি বাস করেন, ঐ পত্র সেই আদালতের প্রতি, কিম্বা পত্রদায়ী আদালত যাহকে নিয়োগ করা উচিত বোধ করেন এরূপ হাই কোর্টের কোন উকীলের প্রতি দেওয়া যাইবে।

আদালত এই ধারামতে কোন ক্ষমতাপত্র দিলে আপনার নিকট কিম্বা অধীন কোন আদালতের নিকট ঐ ক্ষমতাপত্র ফিরিয়া আনিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞা করিবেন।

৩৮৭। যে ব্যক্তি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে বাস না করেন কোন আদালতের নিকট এমত ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিবার প্রার্থনা হইলে সেই আদালত ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক বলিয়া স্ববোধমতে জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

সাক্ষী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকিলে তাহার সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৮৮ ধারা। কোন আদালত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত ক্ষমতাপত্র পাইলে, তদনুসারে তাহার সাক্ষ্য লইবেন।

ক্ষমতাপত্রানুসারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য আদালতের লইতে হইবার কথা।

৩৮৯ ধারা। ক্ষমতাপত্রানুসারে নিয়মমতে কার্য্য করা গেলে পর, ক্ষমতাপত্র যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল, সেই আদালতে সাক্ষিদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠান যাইবে, কিন্তু ক্ষমতাপত্র দিবার আজ্ঞাপত্রে অন্য প্রকারের আদেশ থাকিলে ঐ আজ্ঞার মর্ম্মানুসারে ঐ ক্ষমতাপত্র ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে; এবং সেই ক্ষমতাপত্র ও তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ও তদনুসারে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সকলই (পশ্চাৎ লিখিত ধারার বিধানাধীনে) মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

ক্ষমতাপত্র যে আদালত হইতে বাহির হইল তথায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৩৯০ ধারা। ক্ষমতাপত্রমতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা যে পক্ষের প্রতিকূলে দেওয়া যায় তাঁহার অনুমতি বিনা মোকদ্দমার প্রমাণ বলিয়া পাঠ করা যাইবে না।

ঐ সাক্ষ্য যে স্থলে প্রমাণ স্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

(ক) কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ সাক্ষ্য দিলেন তিনি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে, কিম্বা মৃত হইলে কিম্বা পীড়িত কি দুর্ব্বল হওয়া প্রযুক্ত স্বয়ং সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত হইতে না পারিলে, কিম্বা আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত থাকিলে, অথবা

(খ) আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ইহার পূর্ব্ব প্রকরণের উল্লিখিত কোন অবগতিকের প্রমাণ লওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপে পাঠ করিবার অনুমতি দিলে, পাঠ করিবার সময়ে ক্ষমতাপত্র দ্বারা সেই সাক্ষ্য লওয়ার কারণ না থাকার প্রমাণ হইলেও তাহা পাঠ করা যাইবে।

৩৯১ ধারা। ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্যকরণ ও তাহা ফিরিয়া দেওন বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত সকল বিধান এই২ আদালতের প্রচারিত ক্ষমতাপত্রের প্রতিও খাটিবে,—

ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করণের ও তাহা ফিরিয়া দিবার বিধান ভিন্নদেশীয় আদালতের ক্ষমতাপত্রের প্রতিও খাটিবার কথা।

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত স্থানে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত আদালতের, কিম্বা

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষ ভিন্ন ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের কোন অংশে স্থাপিত আদালতের, কিম্বা

(গ) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সঙ্গে যৎকালে যে ভিন্নদেশ সন্ধিবদ্ধ থাকে সেই দেশের কোন আদালতের।

খ।—স্থানীয় অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

৩৯২ ধারা। কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে আদালত কোন বিবাদীয় বিষয় স্পষ্ট করিবার জন্যে কিম্বা কোন সম্পত্তির বাজার দর কিম্বা ওয়াসিলাৎ কি ক্ষতিপূরণ কিম্বা বৎসরের নিট লভ্য যত টাকা ধরিতে হইবে ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লওয়ার নিমিত্ত স্থানবিশেষে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক কি উচিত জ্ঞান করিলে, ও বিচারপতি সুবিধামতে স্বয়ং ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য চালাইতে না পারিলে, আদালত যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাকে ক্ষমতাপত্র দিয়া ঐ অনুসন্ধান লইয়া আদালতে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

স্থান বিশেষে অনুসন্ধান লওয়ার্থ ক্ষমতাপত্রের কথা।

কিন্তু তদ্রূপ ক্ষমতাপত্র যে ব্যক্তিদের নামে দিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎপক্ষে কোন বিধি করিয়া থাকিলে, আদালত সেই বিধিতে বদ্ধ থাকিবেন।

আমীনের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৯৩ ধারা। ঐ আমীন স্থান বিশেষে যতদূর নিরীক্ষণ করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিয়া আপনি যে সাক্ষ্য লইয়াছেন তাহা লিখিয়া, ঐ সাক্ষ্য ও আপনার রিপোর্ট লিখিয়া তাহাতে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া আদালতে পাঠাইবেন।

মোকদ্দমায় ঐ রিপোর্ট ও সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ হওয়ার কথা।

আমীনের রিপোর্ট ও তাঁহার গৃহীত সাক্ষ্য মোকদ্দমার প্রমাণের মধ্যে ধরিয়া কাগজপত্রের একাংশ হইবে (কিন্তু রিপোর্ট বিনা ঐ সাক্ষ্যমাত্র তদ্রূপে গ্রাহ্য হইবে না।)

আমীনের সাক্ষ্য লওয়ার কথা।

আমীনের বিবেচনার্থে যে২ বিষয় অর্পণ করা যায়, কিম্বা তাঁহার রিপোর্টের মধ্যে যে২ কথা লেখা থাকে কিম্বা তিনি ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য যে প্রকারে চালাইয়াছেন এই২ বিষয়ে আদালত কিম্বা আদালতের অনুমতি লইয়া মোকদ্দমার কোন পক্ষ, মুক্তদ্বার আদালতে নিজে সেই আমীনের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

গ।—হিসাব দেখিয়া লইবার ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

হিসাব দেখিবার বা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯৪ ধারা। কোন মোকদ্দমায় হিসাব দেখিয়া লওয়ার কি নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন হইলে, আদালত যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বলিয়া বোধ করেন তাঁহাকে ঐ হিসাব দেখিয়া লইবার কি নিষ্পত্তি করিবার আজ্ঞাসূচক ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

আমীনকে আদালতের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার কথা।

৩৯৫ ধারা। রুবকারির যে অংশ ও বিস্তারিত যে উপদেশ আমীনকে দেওয়া প্রয়োজন বোধ হয়, আদালত তাহা দিবেন;

এবং আমীন সেই অনুসন্ধান লওন সম্পর্কে যে রুবকারী করেন কেবল তাহাই পাঠাইবেন, না তাঁহার অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে যে বিষয় অর্পিত হইল সেই বিষয়ে আপনার মতেরও রিপোর্ট করিবেন, ঐ উপদেশ পত্রে এই কথা স্পষ্ট লেখা থাকিবে।

আদালতের আমীনের রুবকারী প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিতে পারিবার বা আরও অনুসন্ধান লওয়ার ক্ষমতার কথা।

আমীনের রুবকারী মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তাহাতে আদালতের সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণ থাকিলে, অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক তাহা লইবার আজ্ঞা করিবেন।

ঘ।—বণ্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

যে স্থাবর সম্পত্তি রাজস্বদায়ী নয় আমীনের তাহা বণ্টন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৯৬ ধারা। যে স্থাবর সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে রাজস্বদায়ী নয়, কোন মোকদ্দমায় তাহা বণ্টন করা আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক হইলে, ঐ সম্পত্তিতে যে২ ব্যক্তির স্বার্থ আছে ও যাঁহার যে স্বত্ব থাকে আদালত ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইয়া যে২ ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাদের নামে সেই২ স্বত্বানুসারে সম্পত্তি বণ্টন করণের ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

আমীনদের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আমীনেরা ঐ সম্পত্তি নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরীক্ষণ করিবেন, ও যে আজ্ঞাপত্রক্রমে ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায় তদনুযায়ী যত ভাগ করিবার আদেশ থাকে তত ভাগ করিয়া ঐ ব্যক্তিদের প্রতি আপন২ ভাগ নিরূপণ করিয়া দিবেন এবং ঐ আজ্ঞাক্রমে অনুমতি পাইয়া থাকিলে ঐ ২ ভাগের মূল্য সমান করিবার জন্যে যাঁহার যত টাকা দিতে হইবে তাহারও মীমাংসা করিবেন।

পরে আমীনেরা রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন কিম্বা একবাক্য হইতে না পারিলে, স্বতন্ত্র২ রিপোর্ট লিখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ নিরূপণ করিবেন, ও উক্ত আজ্ঞাপত্রে আদেশ থাকিলে, এক২ ভাগের পরিমাণ ও চতুঃসীমা নির্ণয় করিবেন। ঐ বা ঐ২ রিপোর্ট ক্ষমতাপত্রের সহিত সংযোগ করিয়া আদালতে পাঠান যাইবে। পরে কোন পক্ষ উক্ত এক বা কএক রিপোর্টের বিষয়ে যে আপত্তি করেন, আদালত তাহা শুনিয়া হয় সেই কার্য্য ব্যর্থ করিয়া নূতন ক্ষমতাপত্র দিবেন, কিম্বা আমীনেরা একবাক্য হইয়া রিপোর্ট লিখিলে, তদনুসারে ডিক্রী করিবেন।

ঙ।—সাধারণ বিধান।

আমীনের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা।

৩৯৭ ধারা। যে পক্ষের অনুরোধে কিম্বা যাঁহার হিতার্থে উক্ত ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায়, আদালত তৎসম্পর্কীয় খরচা ধরিলে, যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, এই অধ্যায়মতে ক্ষমতাপত্র দেওনের পূর্ব্বে আদালত যে সময় ধার্য্য করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ পক্ষের তত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আমীনদের ক্ষমতার কথা।

৩৯৮ ধারা। নিযুক্ত করণের আজ্ঞাপত্রক্রমে অন্যরূপ আদেশ না থাকিলে, এই অধ্যায়মতে নিযুক্ত কোন আমীন

(ক) উভয় পক্ষের সাক্ষ্য, ও তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি যে সাক্ষিকে উপস্থিত করেন তাঁহার সাক্ষ্য, এবং আমীন আপনার প্রতি অর্পিত বিষয়ে অন্য যাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে আদেশ করা উচিত বোধ করেন তাঁহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

(খ) দলীল, এবং অনুসন্ধান লইবার বিষয়সংক্রান্ত অন্য কোন দ্রব্য আনাইয়া দেখিতে পারিবেন, ও

(গ) যুক্তিসঙ্গত কোন সময়ে ঐ আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত কোন ভূমিতে কি বাটীতে যাইতে বা প্রবেশ করিতে পারিবেন।

আমীনের সম্মুখে সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও দণ্ডের কথা।

৩৯৯ ধারা। এই আইনের মধ্যে সাক্ষিদের নামে সমন দেওনের ও তাঁহাদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও পারিশ্রমিক পাইবার এবং তাঁহাদের উপর যে দণ্ড ধার্য্য হইতে পারে তদ্বিষয়ের যে২ বিধান আছে, এই অধ্যায়মতে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল আনিয়া দেখাইবার আদিষ্ট ব্যক্তিদেরও প্রতি সেই২ বিধান খাটিবে, ও যে ক্ষমতাপত্রানুসারে

তাঁহাদের প্রতি সেইং কার্য্য করিতে আদেশ হয় তাহা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার অন্তর্গত বা বহির্ভূত স্থানে স্থাপিত আদালত হইতে বাহির হইলেও, ঐ বিধান খাটিবে।

উভয় পক্ষ আমীনের সুখে উপস্থিত হইবে আদালতের আদেশ করিবার কথা।

৪০০ ধারা। এই অধ্যায়মতে ক্ষমতাপত্র দেওয়া গেলে, আদালত মোকদ্দমার উভয় পক্ষের নিজে কিম্বা আপনং মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা আমীনের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা দিবেন।

এক পক্ষের উপস্থিত হওনমতে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

উভয়পক্ষ তদ্রূপে উপস্থিত না হইলে, আমীন একপক্ষের উপস্থিত হওনমতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

তৃতীয় ভাগ।

বিশেষং স্থলের মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

২৬। ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

পাপরদের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

৪০১ ধারা। পাপর নিম্নলিখিত বিধি মানিয়া কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—আইনমতে মোকদ্দমার আবেদনপত্রের যে ফী নির্দ্ধারিত আছে কোন ব্যক্তির সেই ফী দিবার উপযুক্ত সঙ্গতি না থাকিলে, কিম্বা তদ্রূপ ফী ধার্য্য না থাকিলে, গাত্রের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় ভিন্ন যাঁহার এক শত টাকা মূল্যের সম্পত্তির স্বত্ব নাই, তিনি "পাপর"।

যেং প্রকারের মোকদ্দমা বর্জ্জিত হইবে তাহার কথা।

৪০২ ধারা। জাতিভ্রষ্টহওন কি অপবাদ কি অখ্যাতি কি গ্লানি কি আক্রমণ করণ দ্বারা যে হানি হয়, পাপর সেই হানি পূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবার কথা।

৪০৩ ধারা। পাপরের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, ও ৫০ ধারামতে মোকদ্দমার আবেদনপত্রে যেং বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে ঐ প্রার্থনাপত্রে সেইং বৃত্তান্ত থাকিবে। প্রার্থকের স্থাবর কি অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি থাকে ও তাহার অনুমান যত মূল্য হয় ইহার তফসীল ঐ প্রার্থনাপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে হইবে; এবং

প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠের কথা লিখিবার যে নিয়ম পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ প্রার্থনাপত্রেও সেইরূপে স্বাক্ষর করা ও সত্যপাঠের কথা লেখা যাইবে।

প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার কথা।

৪০৪ ধারা। ৩৬ ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও প্রার্থক আপনি আদালতে গিয়া প্রার্থনাপত্র দিবেন। কিন্তু ৬৪০ বা ৬৪১ ধারামতে আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত থাকিলে, নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে মোক্তার ঐ প্রার্থনাসম্পর্কীয় সকল প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এবং তিনি যে পক্ষের প্রতিনিধি হন সেই পক্ষ নিজেই উপস্থিত হইলে তাঁহার সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইতে পারিত সেইরূপে যাঁহার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে, এমত মোক্তারের দ্বারা ঐ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণের কথা।

৪০৫ ধারা। প্রার্থনাপত্র ৪০৩ ও ৪০৪ ধারার নির্দ্ধারিতমতে লেখা না গেলে কি উপস্থিত করা না গেলে, আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

প্রার্থকের পরীক্ষা লওয়ার কথা।

৪০৬ ধারা। প্রার্থনাপত্র যথামতে লেখা গেলে ও নিয়মমতে উপস্থিত করা গেলে, বিচারপতি বিহিত বোধ করিলে প্রার্থকের দাওয়ার দোষগুণের ও সম্পত্তির বিষয়ে প্রার্থকের, কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইলে মোক্তারের, পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

প্রার্থনাপত্র মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে, এই আইনের বিধানমতে অনুপস্থিত সাক্ষির পরীক্ষা যেরূপে লওয়া যাইতে পারে আদালত বিহিত বোধ করিলে সেইরূপে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের কথা।

৪০৭ ধারা।

(ক) প্রার্থক পাপর নহেন, কিম্বা

(খ) তিনি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করণের পূর্ব্ব দুই মাসের মধ্যে প্রতারণাক্রমে কিম্বা এই অধ্যায়মতে উপকার পাইবার আশায় কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

(গ) তাঁহার কথার দ্বারা ঐ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব দেখা যায় না, কিম্বা

(ঘ) প্রস্তাবিত মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে অন্য ব্যক্তি যাহাতে স্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাদী সেই বিষয়সম্পর্কীয় এমত কোন নিয়ম করিয়াছেন, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন।

প্রার্থকের দীনতার প্রমাণ লওনের দিনের নোটিসের কথা।

৪০৮ ধারা। আদালত ৪০৭ ধারার লিখিত কোন হেতুতে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ না দেখিলে, প্রার্থক আপনার দৈন্যদশার যে প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন তাহা লইবার ও তাঁহার দৈন্যদশার অপ্রমাণ করিতে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহ

শুনিবার নিমিত্ত, আদালত দিন নিরূপণ করিয়া ন্যূনকল্পে দশ দিন থাকিতে বিপক্ষ পক্ষকে ও গবর্ণমেণ্টের উকীলকে ঐ দিনের নোটিস দিবেন।

শুনিবার সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪০৯ ধারা। সেই নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহার পর সুবিধামতে ত্বরায় কোন পক্ষ সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করিলে, আদালত তাঁহাদের পরীক্ষা, ও প্রার্থকের বা তাঁহার মোখ্তারের কূটপরীক্ষা লইয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যের মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া লইবেন।

আরো ৪০৭ ধারায় বাধাজনক যে২ কথা নির্দ্দিষ্ট হইল, প্রার্থনাপত্র দৃষ্টে ও আদালত এই ধারামতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, সেই সাক্ষ্য দ্বারা, তন্মধ্যে কোন কথা প্রার্থকের প্রতি বর্ত্তে কি না, এই বিষয়ে উভয় পক্ষ যে তর্কবিতর্ক করিতে চাহেন, আদালত তাহা শুনিবেন। পরে প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি দিবেন বা না-ই দিবেন।

প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১০ ধারা। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে, তাহাতে নম্বর দেওয়া যাইবে ও তাহা রেজিষ্টরী করা যাইবে, ও মোকদ্দমার আবেদনপত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে এবং অন্য সকল বিষয়ে ৫ পঞ্চম অধ্যায়মতে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় তাহার কার্য্য চলিবে। কেবল বিশেষ এই যে, পরওয়ানা জারী করিবার ফী ছাড়া, কোন দরখাস্ত কি উকীল নিযুক্তকরণ কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য কার্য্য বিষয়ে, বাদির আদালতের কোন ফী লাগিবে না।

পাপর জিতিলে খরচার কথা।

৪১১ ধারা। ঐ মোকদ্দমায় বাদী জিতিলে, পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না হইলে, আদালতে তাঁহার যত রসুম দিতে হইত, আদালত তাহার হিসাব করিবেন, ও সেই

আদালতের ফী আদায় করিবার কথা।

টাকা মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ের উপর প্রথম দায় হইবে, ও ডিক্রীক্রমে যে পক্ষের সেই ফী দিতে আজ্ঞা হয়, এই আইন অনুসারে মোকদ্দমার খরচা যেরূপে আদায় হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট সেইরূপে ঐ পক্ষের স্থানে ঐ ফী আদায় করিতে পারিবেন।

পাপর না জিতিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১২ ধারা। বাদী যদি ঐ মোকদ্দমায় না জিতেন, কিম্বা পাপর স্বরূপ তাঁহার মোকদ্দমা করিবার অনুমতি যদি রহিত করা যায়, কিম্বা যদি ৯৭ কি ৯৮ ধারামতে মোকদ্দমা ডিস্মিস করা যায়, তবে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না হইলে আদালতের যে রসুম তাঁহার দিতে হইত, আদালত তাঁহাকে কিম্বা ৩২ ধারামতে যাঁহাকে মোকদ্দমার সহবাদী করা যায় তাঁহাকে সেই রসুম দিবার আজ্ঞা করিবেন।

ও আদালত সেই মোকদ্দমা তুচ্ছ বা ক্লেশজনকমাত্র জ্ঞান করিলে, বাদির এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড করিতে পারিবেন।

প্রার্থকের পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না দেওয়াতে পশ্চাৎ তাহার সেইরূপ প্রার্থনা করিবার বাধা হওয়ার কথা।

৪১৩ ধারা। প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থে ৪০৯ ধারামতে অনুমতি না দিবার আজ্ঞা হইলে তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সেই স্বত্ব সম্পর্কে আর সেই প্রকারের প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। কিন্তু পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্রের প্রতিবাদ করণে গবর্ণমেণ্টের কোন খরচা লাগিলে, প্রার্থক প্রথমে সেই খরচা দিয়া, সেই স্বত্ব-সম্পর্কে রীতিমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করণের কথা।

৪১৪ ধারা। প্রতিবাদী কিম্বা গবর্ণমেণ্টের উকীল এক সপ্তাহ থাকিতে বাদির নামে নোটিস লিখিয়া দিয়া আদালতে অনুরোধ করিলে, আদালত নিম্নলিখিত স্থলে ঐ বাদির পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) মোকদ্দমার চলন সময়ে বাদী বিরক্তিজনক কি অনুচিত আচরণ করিলে, কিম্বা

(খ) তাঁহার যে সঙ্গতি আছে তদ্বিবেচনায় তাঁহার পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা চালান আর উচিত না হইলে, কিম্বা

(গ) মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তি যাহাতে স্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাদী সেই বিষয় সম্পর্কীয় এমত কোন নিয়ম করিয়া থাকিলে।

খরচার কথা।

৪১৫ ধারা। পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের অনুমতি প্রার্থনা করিবার ও দৈন্যদশার অনুসন্ধান লইবার খরচ মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরা যাইবে।

---

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কি তাঁহার নামে মোকদ্দমা বিষয়ক কথা।

৪১৬ ধারা। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের নামে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কিম্বা স্থল বিশেষে তাঁহারই নামে উপস্থিত করা যাইবে।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ম্ম করিতে সক্ষম তাঁহাদের কথা।

৪১৭ ধারা। যে ব্যক্তিরা স্ব২ পদোপলক্ষে কিম্বা প্রকারান্তরে আদালতের কোন কার্য্যসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাদিগকে এই আইনমতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত হইবার ও কার্য্য করিবারও প্রার্থনাপত্র দিবার স্বীকৃত কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মোকদ্দমার আবেদনপত্রের কথা।

৪১৮ ধারা। ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আবেদনপত্রে বাদির নাম ও বর্ণনা ও নিবাস না লিখিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত সেক্রেটরী সাহেব এই মাত্র লিখিলেই চলিবে।

গবর্ণমেন্টের সপক্ষ কর্ম্মকারকের পরওয়ানা গ্রহণ করিবার কথা।

৪১৯ ধারা। কোন আদালত হইতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামে পরওয়ানা বাহির হইলে, সেই আদালতের গবর্ণমেন্টের উকীল ঐ পরওয়ানা লইবার জন্যে গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্ম্মকারক হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের উপস্থিত হওনের ও উত্তর দেওনের কথা।

৪২০ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব যে দিনে আবেদনপত্রের উত্তর দিবেন, আদালত সেই দিন নিরূপণ করিতে গেলে উপযুক্ত প্রণালীমতে গবর্ণমেন্টের সঙ্গে প্রয়োজনীয় লিখনপঠন করণের এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা গবর্ণমেন্টের পক্ষে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার জন্য গবর্ণমেন্টের উকীলের প্রতি উপদেশ দেওনের উপযুক্ত সময় ধরিয়া ঐ দিন নিরূপণ করিবেন, এবং আপনার বিবেচনামতে সেই সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

গবর্ণমেন্টের বিপক্ষ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার কথা।

৪২১ ধারা। আর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট-সেক্রেটরী সাহেবের সপক্ষে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের উকীলের সঙ্গে না থাকিলে, আদালত তদ্রূপ ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রাজকীয় কর্ম্মকারকদের নামে সমন জারী করিবার কথা।

৪২২ ধারা। প্রতিবাদী রাজকীয় কার্য্যকারক হইলে, তিনি যে আফিসে কর্ম্ম করেন, সেই আফিসের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমন পাঠাইলে তাহা সুবিধামতে জারী হইতে পারিবে আদালতের এমত বোধ হইলে, আদালত প্রতিবাদীকে দিবার জন্য ঐ প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমনের নকল পাঠাইবেন।

কার্য্যকারক গবর্ণমেন্টের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এই নিমিত্ত সময় বাড়াইয়া দিবার কথা।

৪২৩ ধারা। ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক সমন পাইলে পর, আবেদনপত্রের উত্তর দেওনের পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করিলে, উপযুক্ত প্রণালীমতে জিজ্ঞাসা করিবার ও তদ্বিষয়ে আজ্ঞা পাইবার জন্যে যত দিন আবশ্যক, সমনের নির্দ্ধারিত সময় তত দিন বাড়াইয়া দিতে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে, আদালত যত দিন আবশ্যক বোধ করেন তত দিন ঐ সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে নোটিস দেওয়ার কথা।

৪২৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে দুই মাস থাকিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কোন সেক্রেটরী সাহেবকে কিম্বা জিলার কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তাঁহার আফিসে ঐ নালিশের হেতুর ও প্রস্তাবিত বাদির নামের ও বাসস্থানের নোটিস, এবং রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদ সম্পর্কে কোন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার আফিসে সেই মর্ম্মের নোটিস দিতে বা রাখিয়া আসিতে হইবে। নতুবা মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না; ও ঐ নোটিস যে দেওয়া বা রাখিয়া আসা গিয়াছে আবেদন পত্রে এই কথা থাকিবে।

তদ্রূপ মোকদ্দমায় ধৃত করিবার কথা।

৪২৫ ধারা। তদ্রূপ মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব অনুমতি লিখিয়া না দিলে, ধৃত করিবার কোন পরওয়ানা বাহির হইবে না।

গবর্ণমেন্ট উত্তর দিতে স্বীকার করিলে প্রার্থনার কথা।

৪২৬ ধারা। গবর্ণমেন্ট রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে উপস্থিত মোকদ্দমার উত্তর দিতে স্থির করিলে, গবর্ণমেন্টের উকীল উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্রের উত্তর দিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে আদালতে প্রার্থনা করিবেন। তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে আদালত রেজিষ্টরের মধ্যে তাঁহার সেই ক্ষমতার সংক্ষেপ কথা লেখাইয়া রাখিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

বিচার হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিবাদির ধৃত হইতে না পারিবার কথা।

৪২৭ ধারা। নোটিসে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্রের উত্তর দিবার যে দিন ধার্য্য হয়, গবর্ণমেন্টের উকীল সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে উক্ত প্রকারের প্রার্থনা না করিলে, সামান্য দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা চলিবে, কেবল বিশেষ এই যে ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে প্রতিবাদিকে ধৃত কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারিবে না।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের নিজে উপস্থিত না হওবার অনুমতির কথা।

৪২৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কার্য্য হেতুক রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, তিনি স্বীয় কর্ম্মে না গেলে রাজকীয় কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে আদালতের জ্ঞানবোধমতে ইহা জানাইলে, আদালত তাঁহার স্বয়ং না আসিবার অনুমতি দিবেন।

গবর্ণমেন্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২৯ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কার্য্য হেতুক রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রীমত কার্য্য যে সময়ের মধ্যে সাধন করিতে হইবে ডিক্রীর মধ্যে এমত সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে

ও সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ ডিক্রীমত কার্য্যসাধন না হইলে আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্যে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

সেই রিপোর্টের তারিখ অবধি যদি তিন মাস পর্য্যন্ত ডিক্রীমত কার্য্যসাধন না হইয়া থাকে, তবে সেই ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবে, নতুবা নয়।

---

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিরা যে স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৩০ ধারা। ভিন্ন জাতীয় শত্রুগণ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে বাস করিলে তাঁহারা এবং ভিন্ন জাতীয় মিত্রগণ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজার ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ভিন্নজাতীয় কোন শত্রু উক্ত অনুমতি বিনা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবাসী হইলে, কিম্বা ভিন্ন দেশে বাস করিলে, উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

ব্যাখ্যা।—যে ভিন্নদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রেট ব্রিটন ও আয়রলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন সেই ভিন্নদেশবাসী কোন ব্যক্তি, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন এক জন সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটরী সাহেবের স্বাক্ষরক্রমে ঐ রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়াদি করিবার লাইসেন্স না পাইয়া ব্যবসায়াদি করিলে, এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের কার্য্যপক্ষে তাঁহাকে ভিন্নদেশবাসী ভিন্নজাতীয় শত্রু বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকার যে স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৩১ ধারা। ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকার এইং স্থলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,

(ক) শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজ্যাধিকার বলিয়া ঐ রাজ্যাধিকার স্বীকার করিলে, ও

(খ) ভিন্নদেশীয় সেই রাজ্যাধিকারের সরদারের কি প্রজাদের স্বকীয় স্বত্ব প্রবল করা ঐ মোকদ্দমার উদ্দেশ্য হইলে।

ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকার শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কর্ত্তৃক কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলে, আদালত বিচারকালে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিবেন।

রাজার কি সরদারের মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বিশেষমতে নিযুক্ত ব্যক্তির নালিশ করিবার ও উত্তর দিবার কথা।

৪৩২ ধারা। স্বাধীন রাজা কি সরদার অধীনতা মানিয়া কি প্রকারান্তরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইলে, ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত বা বহির্ভূত স্থানেও বাস করিলে, তাঁহার প্রার্থনামতে যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে তৎপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত কি মোকদ্দমার প্রতিবাদ করণার্থে বিশেষমতে নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে এই আইনমতে সেই রাজার কি সরদারের পক্ষে উপস্থিত হওনের ও কার্য্য করণের ও প্রার্থনাপত্র দেওনের নিমিত্ত স্বীকৃত কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

স্বাধীন রাজগণ প্রভৃতির নামে মোকদ্দমার কথা।

৪৩৩ ধারা। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের মধ্যে একজনের স্বাক্ষরিত সর্টিফিকেটক্রমে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিলে জিলার আদালতের অনধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে উক্ত কোন রাজার কি সরদারের ও ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকারের কোন দূতের কি রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি বিনা করা যাইতে পারিবে না।

নিম্নলিখিত স্থলভিন্ন ঐ অনুমতি দেওয়া যাইবে না,

(ক) যে ব্যক্তি ঐ রাজার কি সরদারের কি রাজদূতের কি রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহেন, যদি সেই ব্যক্তির নামে ঐ রাজাপ্রভৃতি সেই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া থাকেন কিম্বা

(খ) যদি ঐ রাজা কি সরদার কি রাজদূত কি রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং কি অন্যের দ্বারা ঐ আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাণিজ্যাদি করিয়া থাকেন, কিম্বা

(গ) যদি সেই সীমার অন্তর্গত ও উক্ত রাজার কি সরদারের কি রাজদূতের কি রাজপ্রতিনিধির অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি সেই মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় হয়।

স্বাধীন রাজগণ প্রভৃতিকে ধৃত করিতে না পারিবার কথা।

তাঁহাদের সম্পত্তি যে স্থলে ক্রোক হইতে পারে তাহার কথা।

উক্ত কোন রাজা কি সরদার কি রাজদূত কি রাজপ্রতিনিধিকে এই আইনমতে ধৃত করা যাইবে না; এবং পূর্ব্বোক্তরূপ সর্টিফিকেটের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না হইলে, উক্ত কোন রাজার কি সরদারের কি রাজদূতের কি রাজপ্রতিনিধির সম্পত্তির উপর কোন ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে এদেশীয় রাজ্যাধিকারের আদালতের ডিক্রীজারী করিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া,

(ক) এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কোন এদেশীয় রাজার কি রাজ্যাধিকারের শাসিত দেশের অন্তর্গত যে দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত হয়

নাই, সেই আদালতের ডিক্রী ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষে জারী করা যাইতে পারে, এবং

(খ) তদ্রূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞা যত দিন প্রবল থাকে তত দিন উক্ত ডিক্রী তদনুসারে জারী করা যাইতে পারিবে।

---

২৯ ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যপাঠ লিখিবার কথা।

৪৩৫ ধারা। সমবায়িত সমাজের মোকদ্দমায়, কিম্বা কোন কোম্পানির পক্ষে কোন কর্ম্মকারক কি ট্রষ্টী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে কিম্বা তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি থাকিলে সেই মোকদ্দমায় যে আবেদনপত্র দেওয়া যায়, ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কি অন্য প্রধান কার্য্যকারক মোকদ্দমার সকল বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হন, তিনিই ঐ সমাজের কি কোম্পানির সপক্ষে ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে পারিবেন।

সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির নামে সমন দিবার কথা।

৪৩৬ ধারা। সমবায়িত সমাজের নামে, কিম্বা যে কোম্পানির পক্ষে কোন কার্য্যকারক কি ট্রষ্টী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কি তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত কোম্পানির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে,

(ক) ঐ সমাজের কি কোম্পানির রেজিষ্টরী করা আফিস থাকিলে, সেই আফিসে সমন রাখিয়া গিয়া, কিম্বা

(খ) পত্রে বদ্ধ করিয়া ঐ সমাজের কি কোম্পানির আফিসে (কিম্বা দুই কি তদধিক আফিস থাকিলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রধান আফিসে) ঐ কর্ত্তৃপক্ষের কি ট্রষ্টীর নামে শিরোনামা লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া, কিম্বা

(গ) ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির কোন কার্য্যাধ্যক্ষকে কি সেক্রেটরীকে কিম্বা প্রধান অন্য কার্য্যকারককে দিয়া সমন জারী করা যাইতে পারিবে,

এবং ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কিম্বা প্রধান অন্য যে কার্য্যকারক মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, আদালত তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

ট্রষ্টীদের ও অছি ও ধনাধ্যক্ষদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ট্রষ্টী প্রভৃতির নিকট যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে তদ্বিষয়ক মোকদ্দমায় স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধির কথা।

৪৩৭ ধারা। ট্রষ্টীর কি অছির কিম্বা ধনাধ্যক্ষের হস্তে যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে তৎসম্পর্কীয় সকল মোকদ্দমায় ঐ সম্পত্তিগত লাভজনক স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত তৃতীয় ব্যক্তির বিবাদ হইলে, ঐ ট্রষ্টী কি অছি কি ধনাধ্যক্ষ তদ্রূপ স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন, ও ঐ ব্যক্তিদিগকে সচরাচর মোকদ্দমায় এক পক্ষ করা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু আদালত বিহিত বোধ করিলে, ঐ ব্যক্তিদিগকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিদিগকে এক পক্ষ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অছিদের ও ধনাধ্যক্ষদের সংযোগের কথা।

৪৩৮ ধারা। অছি বা ধনাধ্যক্ষ অনেকজন থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে তাঁহাদের সকলকে ঐ মোকদ্দমায় এক পক্ষ করা যাইবে।

কিন্তু যে অছিরা চরমপত্রলেখকের উইলের প্রমাণ করেন নাই তাঁহাদিগকে ও আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানের অছিদিগকে ও ধনাধ্যক্ষদিগকে এক পক্ষ করণের প্রয়োজন নাই।

বিবাহিতা স্ত্রী অছি হইলে, তাঁহার সঙ্গে স্বামিকে সংযোগ না করিবার কথা।

৪৩৯ ধারা। ধনাধ্যক্ষ বা অছিস্বরূপ যে বিবাহিতা স্ত্রীলোক যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন কিম্বা তাঁহার নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, আদালতের আজ্ঞা না হইলে, তাঁহার স্বামী ঐ মোকদ্দমায় এক পক্ষ হইবেন না।

---

৩১ একত্রিংশ অধ্যায়।

নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

আসন্ন বন্ধুদ্বারা নাবালগের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা।

খরচার কথা।

৪৪০ ধারা। নাবালগের প্রত্যেক মোকদ্দমা তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে। সেই মোকদ্দমায় ঐ ব্যক্তিকে নাবালগের আসন্ন বন্ধু বলা যাইবে; ও বাদী হওয়ার ন্যায় তাঁহার প্রতি মোকদ্দমার কোন খরচা দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

আসন্ন বন্ধুর কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের প্রার্থনাপত্র দিতে হইবার কথা।

৪৪১ ধারা। আদালতে নাবালগের পক্ষে (৪৪৯ ধারামত প্রার্থনাপত্রভিন্ন) যেং প্রার্থনা করা যায়, তাঁহার আসন্ন বন্ধুর কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের সেইং প্রার্থনা করিতে হইবে।

আসন্ন বন্ধু ছাড়া আবেদনপত্র উপস্থিত করা গেলে নথী হইতে উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৪২ ধারা। আসন্নবন্ধু বিনা নাবালগের দ্বারা কি তাঁহার পক্ষে আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, প্রতিবাদী সেই আবেদনপত্র নথী হইতে উঠাইয়া দিবার এবং উকীলের কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ আবেদনপত্র উপস্থিত করেন তাঁহারই প্রতি খরচা দিবার আজ্ঞা হওনের প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

খরচার কথা।

প্রতিবাদী ঐ ব্যক্তিকে সেই প্রার্থনাপত্রের নোটিস দিবেন, ও তিনি আপত্তি করিলে আদালত তাঁহার আপত্তি শুনিয়া তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবককে আদালতের নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৪৩ ধারা। মোকদ্দমার প্রতিবাদী নাবালগ হইলে, আদালত তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়ার কথা হৃদ্বোধমতে জানিলে তাঁহার পক্ষে উত্তর দেওনার্থে, ও সাধারণতঃ মোকদ্দমার কার্য্য চলনে তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে, ঐ মোকদ্দমার উপলক্ষে ঐ নাবালগের অভিভাবকস্বরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

মোকদ্দমার উপলক্ষে যিনি অভিভাবক, তিনি ভারতবর্ষীয় বয়ঃপ্রাপ্তিবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ৩ ধারার মর্ম্মানুসারে ব্যক্তির কি সম্পত্তির অভিভাবক নহেন।

আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবক বিনা আজ্ঞা পাওয়া গেলে তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবার কথা।

৪৪৪ ধারা। আদালতের সম্মুখে যে মোকদ্দমায় কি যে কোন প্রার্থনাপত্রে নাবালগের কোন প্রকারের সম্পর্ক থাকে কিম্বা তাঁহার লাভালাভ হয়, আসন্ন বন্ধু কিম্বা স্থলবিশেষে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক ঐ নাবালগের স্থলাভিষিক্ত না হইলে, ঐ মোকদ্দমায় কি ঐ প্রার্থনাপত্রমতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে;

খরচার কথা।

ও যে পক্ষের অনুরোধে ঐ আজ্ঞা পাওয়া যায় তাঁহার উকীল ঐ ব্যক্তিকে নাবালগ বলিয়া জানিলে কিম্বা যুক্তিমতে জানিতে পারিলে খরচা ঐ উকীলের দিতে হইবে।

কিরূপ ব্যক্তি আসন্ন বন্ধু হইতে পারে ইহার কথা।

৪৪৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সুস্থমনা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নাবালগের আসন্ন বন্ধু হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু এরূপস্থলে প্রয়োজন যে তাঁহার নিজ স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ না হয়, ও তিনি মোকদ্দমার প্রতিবাদী না হন।

আসন্ন বন্ধুকে অবসর করিবার কথা।

৪৪৬ ধারা। নাবালগের আসন্ন বন্ধুর স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ হইলে, অথবা যে প্রতিবাদীর স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ আছে তাঁহার সঙ্গে ঐ বন্ধুর যদ্রূপ সম্পর্ক থাকে তদ্ধেতুক তাঁহারই দ্বারা ঐ নাবালগের স্বার্থ উপযুক্তমতে রক্ষা হওয়া অসম্ভব হইলে, কিম্বা তিনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিতে গেলে, এই২ কারণে কিম্বা বিশিষ্ট অন্য কোন কারণে ঐ নাবালগের সপক্ষে কিম্বা প্রতিবাদীর দ্বারা ঐ বন্ধুকে অবসর করণের প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে; ও যে কারণ ব্যক্ত হয় আদালত তাহা হৃদ্বোধমতে প্রচুর জ্ঞান করিলে তদনুসারে আসন্ন বন্ধুর অবসর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আসন্ন বন্ধুর কর্ম্ম ত্যাগ করণের কথা।

৪৪৭ ধারা। আদালত অন্য আজ্ঞা না করিলে, আসন্নবন্ধু আপনার স্থানে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে না রাখিয়া ও মোকদ্দমায় তৎপূর্ব্বে যত টাকা খরচ লাগিয়াছে তাহার জামিন না দিয়া, আপনার প্রার্থনামতে কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না।

নূতন আসন্ন বন্ধুকে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনার কথা।

নূতন আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা হইলে, যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয় তিনি উপযুক্ত ও নাবালগের বিপক্ষ তাঁহার কোন স্বার্থ নাই, এই মর্ম্মের আফিডেবিট দ্বারা ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতিপোষণ করিতে হইবে।

আসন্ন বন্ধু মরিলে কি অবসর হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত থাকার কথা।

৪৪৮ ধারা। নাবালগের আসন্ন বন্ধুর মৃত্যু হইলে কিম্বা তাঁহাকে অবসর করা গেলে তাঁহার স্থানে আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত না হওন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কার্য্য স্থগিত থাকিবে।

নূতন আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিবার কথা।

৪৪৯ ধারা। ঐ নাবালগের উকীল যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে নূতন আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত করাইতে উদ্যোগ না করিলে, নাবালগের পক্ষে কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ে যাঁহার স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আদালতে বন্ধুরনিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আদালত যাঁহাকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বাদী কিম্বা প্রার্থক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫০ ধারা। অপ্রাপ্তব্যবহার বাদী, কিম্বা মোকদ্দমার এক পক্ষ নহেন এমত যে নাবালগের পক্ষে প্রার্থনাপত্র উপস্থিত থাকে তিনি, সেই মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র ঘটিত কার্য্য চালাইবেন কি না বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার এই কথা স্থির করিতে হইবে।

চালাইতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা।

৪৫১ ধারা। চালাইতে স্থির করিলে, তিনি আসন্ন বন্ধুকে মুক্ত করিবার ও আপনার নামে কার্য্য চালাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন।

তদ্রূপ স্থলে মোকদ্দমার কি প্রার্থনাপত্রের নাম এপ্রকারে সংশোধন করা যাইবে যেন সেই অবধি এইরূপ পাঠ করা যায়, ।

"আসন্ন বন্ধু শ্রীঅমুকের দ্বারা ভূতপূর্ব্ব নাবালগ কিন্তু এইক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রী অমুক।"

ত্যাগ করিতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা।

খরচার কথা।

৪৫২ ধারা। মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র ত্যাগ করিতে স্থির করিলে তিনি একক বাদী কিম্বা একাই প্রার্থক হইলে, প্রতিবাদির কি রিস্পাণ্ডেণ্টের যত খরচ হইয়াছে কিম্বা তাঁহার আসন্ন বন্ধু যত টাকা খরচা করিয়াছেন তাহা ফিরিয়া দিলে, মোকদ্দমা কি প্রার্থনা ডিসমিস হইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন।

৪৫১ বা ৪৫২ ধারামত প্রার্থনাপত্র করণ ও প্রমাণ করণের কথা।

৪৫৩ ধারা। ৪৫১ বা ৪৫২ ধারামত ঐ প্রার্থনা এক-পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে করা যাইতে পারিবে, ও যিনি নাবালগ ছিলেন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন আফিডেবিট-ক্রমে ইহার প্রমাণ করিতে হইবে।

নাবালগ সহবাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মোকদ্দমা প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৫৪ ধারা। নাবালগ সহবাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই মোকদ্দমা প্রত্যাখান করিতে ইচ্ছুক হইলে, সহবাদী বলিয়া আপনার নাম উঠাইয়া দেওনার্থে তাঁহার প্রার্থনা করিতে হইবে, ও আদালত সেই ব্যক্তির এক পক্ষ হইয়া থাকা আবশ্যক নাই নির্ণয় করিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, তাঁহাকে মোকদ্দমা হইতে অবসর করিবেন।

যেমন প্রতিবাদির নামে, তেমনি আসন্ন বন্ধুর ও নামে ঐ প্রার্থনাপত্রের নোটিস দেওয়া যাইবে, এবং যিনি নাবালগ ছিলেন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন আফিডেবিটের দ্বারা ইহার প্রমাণ করিতে হইবে।

খরচের কথা।

আদালত ঐ প্রার্থনাপত্র সম্পার্কীয় সকল পক্ষের খরচ এবং সেই কাল পর্য্যন্ত উক্ত মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক সকল কি কোন কার্য্যের খরচ যাঁহাদের দিবার আজ্ঞা তাঁহাদের দিতে হইবে।

ঐ মোকদ্দমার ভূতপূর্ব্ব নাবালগের এক পক্ষ হইয়া থাকা আবশ্যক হইলে, আদালত তাহাকে প্রতিবাদী করার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৫৫ ধারা। আসন্নবন্ধু নাবালগের নাম ধরিয়া যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহা অসঙ্গত কি অনুচিত ঐ নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করিতে পারিলে, তিনি একা বাদী হইলে সেই মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা সম্পার্কীয় সকল ব্যক্তির নামে ঐ প্রার্থনা হওয়ার নোটিস দেওয়া যাইবে; এবং আদালত ঐ মোকদ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত বলিয়া হৃদ্বোধমতে জানিলে, সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া আসন্ন বন্ধুর

খরচের কথা।

প্রতি সেই প্রার্থনাপত্র সম্পার্কীয় সকল পক্ষের খরচ ও মোকদ্দমার যে কোন কার্য্য করা যায় তাহার খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমাসম্পার্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবার দরখাস্তের কথা।

৪৫৬ ধারা। নাবালগের নামে কি পক্ষে কিম্বা বাদী প্রার্থনাপত্র দিলে মোকদ্দমা সম্পার্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা পাওয়া যাইতে পারিবে। সেই মোকদ্দমায় যে২ বিষয়ের সম্পর্ক থাকে সেই২ বিষয়ে নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষে প্রস্তাবিত অভিভাবকের কোন স্বার্থ নাই, ও তিনি তৎপদে নিযুক্ত হওনের উপযুক্ত ব্যক্তি এই কথা সত্যাকরণার্থে ঐ প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় আফিডেবিট দিতে হইবে।

মোকদ্দমা সম্পার্কীয় অভিভাবকরূপে কার্য্য করিতে অভিলাষী এরূপ অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি না থাকিলে, আদালত আপনার কোন কার্য্যকারককে তদ্রূপ অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে ঐ কার্য্যকারকের উক্ত নাবালগের বিরুদ্ধে কোন স্বার্থ না থাকে।

মোকদ্দমাসম্পার্কীয় অভিভাবক কে হইতে পারেন ইহার কথা।

৪৫৭ ধারা। সহপ্রতিবাদী সুস্থমনা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ও নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষে তাঁহার কোন স্বার্থ না থাকিলে তিনি মোকদ্দমাসম্পার্কীয় অভিভাবক বলিয়া নিযুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু বাদী কিম্বা কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

অভিভাবক কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবার কথা।

৪৫৮ ধারা। অপ্রাপ্তব্যবহার প্রতিবাদির মোকদ্দমা-সম্পার্কীয় অভিভাবক আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা অন্য বিশিষ্ট কারণ প্রকাশ করা গেলে, আদালত তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবেন, ও তাঁহার

খরচার কথা।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণদ্বারা কোন পক্ষের যত খরচা লাগে তাঁহার ঐ খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে অভিভাবক মরিলে নূতন অভিভাবক নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৫৯ ধারা। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে মোকদ্দমা-সম্পার্কীয় অভিভাবক মরিলে, কিম্বা আদালতের দ্বারা অবসর করা গেলে, আদালত তাঁহার স্থানে নূতন অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন।

মৃত খাতকের নাবালগ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মোকদ্দমাসম্পার্কীয় অভিভাবকের কথা।

৪৬০ ধারা। মৃত এক খাতকের অপ্রাপ্তব্যবহার উত্তরাধিকারির কিম্বা স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রী প্রবল করিবার প্রার্থনা হইলে, আদালত ঐ নাবালগের মোকদ্দমা-সম্পার্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন, ও ডিক্রীদার ঐ অভিভাবকের নামে সেই প্রার্থনা হওয়ার নোটিস জারী করিবেন।

ডিক্রীর পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি বিনা ও জামিন না দিয়া আসন্ন বন্ধুর কি মোকদ্দমা সম্পার্কীয় অভিভাবকের টাকা গ্রহণ না করিবার কথা।

৪৬১ ধারা। যিনি কোন সময়ে আসন্ন বন্ধু কিম্বা মোকদ্দমাসম্পার্কীয় অভিভাবক হন, ডিক্রী কি আজ্ঞা হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালতের অনুমতি না পাইলে ও তাঁহার হাতে যে টাকা কি অন্য দ্রব্য দেওয়া যায় আদালতের হৃদ্বোধমতে ঐ নাবালগকে তাহার উপযুক্ত হিসাব দিবার ও ঐ নাবালগের হিতার্থে তাহা রাখিবার জামিন না দিলে, তিনি নাবালগের পক্ষে কোন টাকা কি অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না বা লইবেন না।

৪৬২ ধারা। আসন্ন বন্ধু কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক যে মোকদ্দমার আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবক-স্বরূপ কর্ম্ম করেন, আদালতের অনুমতি না পাইলে তিনি নাবালগের সপক্ষে সেই মোকদ্দমা লক্ষ করিয়া কোন একরারনামা কি রাজীনামা করিবেন না।

আদালতের অনুমতি বিনা আসন্ন বন্ধুর কি মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের রাজীনামা না করিবার কথা।

আদালতের অনুমতি বিনা উক্ত প্রকারের কোন একরারনামা কি রাজীনামা করা গেলেও, নাবালগ ভিন্ন অন্য সকল পক্ষের বিরুদ্ধে তাহা ব্যর্থ হইতে পারিবে।

অনুমতি না পাইলে রাজীনামা ব্যর্থ হওয়ার কথা।

৪৬৩ ধারা। ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে যাঁহাদিগকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া নির্ণয় করা যায়, ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত সকল ধারার প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহাদের প্রতি সেই২ ধারার বিধান খাটিবে।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের প্রতি ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারা খাটাইবার কথা।

৪৬৪ ধারা। স্থানীয় কোন আইনক্রমে কোর্টঅব ওয়ার্ডসের দ্বারা কিম্বা দেওয়ানী আদালতের দ্বারা যে নাবালগের কিম্বা ক্ষিপ্তমনা যে ব্যক্তির কি যাঁহার সম্পত্তির অভিভাবক কি কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা যায়, তাঁহার প্রতি ৪৪২ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারার কোন কথা খাটে না।

কোর্টের ওয়ার্ডের কথা।

---

৩২ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৪৬৫ ধারা। গবর্ণমেন্টের সৈনিক পদে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মকারী কোন সেনাপতি কি সৈনিক মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, ও আপনি মোকদ্দমার বাদ প্রতিবাদ করিবার জন্যে অবকাশ পাইতে না পারিলে, আপনার পক্ষে বাদ কি প্রতিবাদ করণার্থে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

সেনাপতিরা কি সৈনিকেরা ছুটি পাইতে না পারিলে আপনাদের নিমিত্ত বাদ প্রতিবাদ করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া যাইবে; এবং ঐ সেনাপতি কি সৈনিক (ক) সৈন্যাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ, কিম্বা সেই অধ্যক্ষই বাদী কি প্রতিবাদী হইলে তাঁহার অব্যবহিত অধীন সেনাপতির সাক্ষাৎ কিম্বা (খ) ঐ সেনাপতি কি সৈনিক সৈন্যসংক্রান্ত ষ্টাফ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে যে আফিসে কর্ম্ম করেন তাহার প্রধান কিম্বা উপরিস্থ অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ, ঐ ক্ষমতাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ কিম্বা অন্য কার্য্যকারক ঐ ক্ষমতাপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে। তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে, ঐ ক্ষমতাপত্র উপযুক্ত মতে সম্পাদন হইয়াছে, এবং যে সেনাপতি কি সৈনিক তাহা দিলেন তিনি আপনি ঐ মোকদ্দমার বাদ কি প্রতিবাদ করিবার জন্যে অবকাশ পাইতে পারিলেন না, ঐ ক্রোড় স্বাক্ষরই ইহার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

ব্যাখ্যা।—উক্ত সেনাপতি কি সৈনিক যে পল্টনে কি দলে কি ডিটাচমেণ্টে কি ডিপোতে থাকেন, যে সেনাপতি যৎকালে প্রকৃতরূপে সেই পল্টন প্রভৃতির অধ্যক্ষতা করেন, এই অধ্যায়ে "সৈন্যাধ্যক্ষ" শব্দে সেই সেনাপতিকে জানিতে হইবে।

৪৬৬ ধারা। সেনাপতি কি সৈনিক যে ব্যক্তিকে আপনার পরিবর্ত্তে মোকদ্দমার বাদ কি প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন, ঐ সেনাপতি কি সৈনিক আপনি উপস্থিত হইলে যে প্রকারে করিতে পারিতেন ঐ ব্যক্তিও সেই প্রকারে মোকদ্দমায় স্বয়ং বাদ কি প্রতিবাদ করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ সেনাপতির কি সৈনিকের পক্ষে মোকদ্দমার বাদ কি প্রতিবাদ করিবার জন্যে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

৪৬৭ ধারা। কোন ব্যক্তি ৪৬৫ ধারামতে কোন সেনাপতির কি সৈনিকের স্থানে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে কিম্বা ঐ সেনাপতির কি সৈনিকের নিমিত্ত কি তৎপক্ষে ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত মতে নিযুক্ত কোন উকীলকে যে পরওয়ানা দেওয়া যায়, তাহা নিজ সেই পক্ষকে কিম্বা তাঁহার উকীলকে দেওয়ার ন্যায় সফল হইবে।

তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির কি তাঁহার উকীলের উপর পরওয়ানা প্রভৃতি জারী হইলে উপযুক্তমতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৪৬৮ ধারা। সেনাপতি কি সৈনিক প্রতিবাদী হইলে, আদালত তাঁহার নামে জারী করিবার জন্যে তাঁহার দলের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট সমনের নকল পাঠাইবেন।

সেনাপতি ও সৈনিকদিগকে পরওয়ানা দিবার কথা।

যে সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট নকল পাঠান যায় তিনি, যাঁহার নামে সমন লেখা গেল সাধ্যমতে তাঁহাকে দেওয়াইয়া, সেই ব্যক্তি যে তাহা পাইয়াছেন ঐ নকলের পৃষ্ঠে সেই ব্যক্তির লিখিত এই কথা সহিত ঐ নকলখানি আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন।

কোন কারণে ঐ নকল তদ্রূপে দেওয়া যাইতে না পারিলে, যে কারণে দেওয়া যাইতে পারিল না সেই কারণের এক লিপি সমেত, ঐ সমন যে আদালত হইতে বাহির হইল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবে।

৪৬৯ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে কোন সেনানিবেশ স্থানের কি গড়ের কি সৈনিক মোকামের কি সৈনিক বাজারের সীমার মধ্যে ধৃত করিবার কিম্বা অন্য পরওয়ানা জারী করিতে হইলে, সেই পরওয়ানা জারী করণার্থ যে কর্ম্মকারককে দেওয়া যায় তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবকে ঐ পরওয়ানা দিবেন।

সেনানিবেশ স্থান প্রভৃতিতে ধৃত করণের পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিবেন, ও ধৃত করিবার ওয়ারেন্ট হইলে পরওয়ানার যাঁহার নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি তাঁহার কর্তৃত্বাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে তিনি তাঁহাকে ধরাইয়া ঐ পরওয়ানা জারী করিবার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

---

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা যেস্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৭০ ধারা। ধনে কি সম্পত্তিতে পণধারীস্বরূপ স্বার্থভিন্ন যে ব্যক্তির অন্য স্বার্থ না থাকে, তিনি প্রকৃত স্বামিকে তাহা দিতে চেষ্টা করিলেও, যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি তাঁহার স্থানে ঐ ধন কি সম্পত্তি পাইবার পরস্পর বিপরীত দাওয়া রাখেন, তবে সেই ধন কি সম্পত্তি কাহাকে দিতে হইবে ইহা নিষ্পত্তি করিবার ও আপনার পক্ষে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত ঐ পণধারী সকল দাওয়াদারের নামে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু সকল পক্ষের স্বত্ব যাহাতে উপযুক্তমতে নির্ণয় হইতে পারে এমত মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে, ঐ পণধারী বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

তদ্রূপ মোকদ্দমার আবেদনপত্রের কথা।

৪৭১ ধারা। আবেদনপত্রে অন্য যে২ বর্ণনা লেখা আবশ্যক তদতিরিক্ত উক্ত বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে এই২ কথাও লিখিতে হইবে,—

(ক) যে বিষয়ের দাওয়া হইতেছে সেই বিষয়ের পণধারীস্বরূপ বাদির যে স্বার্থ থাকে তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য স্বার্থ নাই এই কথা।

(খ) প্রতিবাদিরা পৃথক২ যে দাওয়া করেন তাহা।

(গ) এই বিষয়ে বাদির ও প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তির মধ্যে যোগ নাই।

যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহা আদালতে দিবার কথা।

৪৭২ ধারা। যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে তাহা আদালতে দেওয়া যাইতে কিম্বা আদালতের সংরক্ষণে রাখা যাইতে পারিলে, বাদী সেই বিষয় আদালতে না দিলে বা অর্পণ না করিলে ঐ মোকদ্দমায় কোন আজ্ঞা পাইবার স্বত্ববান হইবেন না।

প্রথম শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৩ ধারা। প্রথম শ্রবণের সময়ে,

(ক) যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে তৎসম্পর্কে প্রতিবাদিদের নিকট বাদিকে সকল দায়হইতে মুক্ত করা গেল, আদালত ইহা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার খরচ পাইবার আজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে মোকদ্দমা হইতে অবসর করিতে পারিবেন,

অথবা ন্যায় বিচারের কি সুবিধার জন্যে প্রয়োজন জ্ঞান করিলে,

(খ) মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত সকল পক্ষকে রাখিতে পারিবেন;

এবং উভয় পক্ষের স্বীকারদ্বারা কিম্বা অন্য প্রমাণক্রমে করিতে পারেন দৃষ্টি করিলে,

(গ) যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহার উপর স্বত্ব নির্ণয় করিবেন, অথবা

(ঘ) প্রতিবাদিরা যেন আদালতের সম্মুখে আপন২ দাওয়া উপস্থিত করেন এই নিমিত্ত বর্ণনাপত্র অর্পণ করিয়া ও প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে পরস্পর বাদপ্রতিবাদ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও উক্ত দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবেন।

কর্ম্মকারক ও প্রজা যে স্থলে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৭৪ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথার বলে, মুখ্য ব্যক্তিদের কি ভূম্যধিকারিদের অধীন দাওয়াদারভিন্ন কোন ব্যক্তিদের সহিত বাদপ্রতিবাদ করাইবার জন্যে ঐ মুখ্য ব্যক্তিদের পক্ষ কর্ম্মকারকেরা তাঁহাদের নামে, কিম্বা প্রজারা ভূম্যধিকারিদের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ আপনার পক্ষ কর্ম্মকারক বলিয়া বলরামের নিকট অলঙ্কারের বাক্স রাখেন। আনন্দ অন্যায়মতে আমার নিকট হইতে ঐ আভরণ লইয়াছেন বলিয়া চন্দ্র বলরামের নামে সেই আভরণের দাওয়া করেন। বলরাম ঐ আনন্দের ও চন্দ্রের নামে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ আপনার পক্ষ কর্ম্মকারক বলিয়া বলরামের নিকট অলঙ্কারের বাক্স রাখেন। চন্দ্রের নিকট আনন্দের টাকা দেনা হওয়াতে তিনি চন্দ্রের নিকট ঐ ঋণের জামিনস্বরূপ অলঙ্কার রাখিবার কথা লিখিলেন। পরে চন্দ্রের নিকট ঋণ শোধ হইয়াছে আনন্দ এই কথা কহিলে চন্দ্র তাহা স্বীকার করিলেন না ও দুই জনে বলরামের নামে ঐ অলঙ্কারের দাওয়া করেন। এইস্থলে বলরাম আনন্দের ও চন্দ্রের নামে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

বাদির খরচা পাইবার কথা।

৪৭৫ ধারা। মোকদ্দমা উপযুক্তরূপে উপস্থিত করা গেলে, যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে আদালত সেই বিষয় বাদির স্বত্বাধীনে রাখিয়া কিম্বা ফলজনক অন্য কোন উপায়ে, তাঁহার খরচ পাইবার বিধান করিবেন।

প্রতিবাদী ঐ পণধারির নামে নালিশ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৬ ধারা। বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমার প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি তৎকালেই সেই মোকদ্দমার বিষয় লইয়া ঐ পণধারির নামে মোকদ্দমা করিয়া থাকেন, তবে ঐ পণধারির নামে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালত, ঐ বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমায় পণধারির সপক্ষে যে আদালত ডিক্রী করেন সেই আদালত হইতে ঐ ডিক্রী হওয়ার কথা নিয়মমতে জানিতে পাইলে, তাঁহার বিপক্ষে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবেন; ও ঐ স্থগিত করা মোকদ্দমায় তাঁহার যে খরচা হইয়াছে, ঐ মোকদ্দমার সেই খরচার বিধান করা

খরচার কথা।

যাইতে পারিবে, কিন্তু সেই মোকদ্দমার ঐ খরচার বিধান না হইলে যতদূর না হয় ততদূর সেই খরচা বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমায় তাঁহার খরচার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে।

চতুর্থ ভাগ।

নৈমিত্তিক প্রতিকার বিষয়ক বিধি।

---

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

ক।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

বাদী যে স্থলে জামিন লওয়ার প্রার্থনা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৭৭ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার মোকদ্দমা ভিন্ন কোন মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে

প্রতিবাদী বাদিকে দেখা না দিবার কিম্বা তাঁহার বিলম্ব জন্মাইবার জন্যে কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা এড়াইবার জন্যে, কিম্বা তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাহা জারী হইবার বাধা কি বিলম্ব জন্মাইবার জন্যে

(ক) পলায়ন করিয়াছেন কিম্বা আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, কিম্বা

(খ) পলায়ন করিতে কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন, কিম্বা

(গ) আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়াছেন কিম্বা আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থান হইতে স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

প্রতিবাদী ব্রিটিশ ভারতবর্ষহইতে যে ভাবগতিকে চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন তদ্দৃষ্টে, মোকদ্দমায় ঐ প্রতিবাদির বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী জারী করণে বাদির বাধা কি বিলম্ব হইবে কি হইতে পারে ইহার যুক্তিমত সম্ভাবনা আছে,

বাদী আফিডেবিট করিয়া কি অন্যরূপে এই২ বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলেই, মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে তাহার কার্য্যসাধন করিবার জন্যে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার জামিন লইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

জামিন না দিবার কারণ দর্শাইবার জন্য প্রতিবাদিকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞার কথা।

৪৭৮ ধারা। আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ও অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাহা হইলে পর,

প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত কোন অভিপ্রায়ে,

(ক) পলায়ন করিয়াছেন কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, কিম্বা

(খ) পলায়ন করিতে কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন, কিম্বা

(গ) আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর কি আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থান হইতে স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

শেষোক্ত ভাবগতিকে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন,

ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার জামিন না দেওনের কারণ দর্শাইবার জন্যে, তাঁহাকে ধৃত করিয়া আদালতের সম্মুখে আনিবার পরওয়ানা প্রচার করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদী কারণ দর্শাইতে না পারিলে তাঁহাকে টাকা গচ্ছিত করিতে কি জামিন দিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭৯ ধারা। প্রতিবাদী তদ্রূপ কারণ দর্শাইতে না পারিলে, তাঁহার বিপক্ষে যে দাওয়া উপস্থিত করা গিয়াছে আদালত তাঁহাকে সেই দাওয়ার পরিশোধের উপযুক্ত টাকা কি অন্য সম্পত্তি আদালতে গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা করিবেন, কিম্বা মোকদ্দমা যত কাল উপস্থিত থাকে, ও মোকদ্দমায় তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে যত কাল সেই ডিক্রী জারী কিম্বা তদনুসারে কার্য্য সাধন না হয়, তত কাল তাঁহাকে কোন সময়ে আহ্বান করা গেলেই তিনি উপস্থিত হইবেন, ইহার প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমায় প্রতিবাদির যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইতে পারে তিনি উক্ত প্রকারে উপস্থিত না হইলে, প্রতিভূ তত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ হইবেন।

প্রতিভূ মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮০ ধারা। প্রতিবাদির উপস্থিত হওনের প্রতিভূ যে আদালতে প্রতিভূ হইলেন, কোন সময়েই সেই আদালতে আপনার সেই প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে, আদালত প্রতিবাদির নামে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন, কিম্বা উচিত বোধ করিলে প্রথমেই তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার পরওয়ানা দিবেন।

প্রতিবাদী ঐ সমন কি পরওয়ানামতে উপস্থিত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে সমার্পণ করিলে, আদালত প্রতিভূর প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইবার আজ্ঞা দিয়া প্রতিবাদিকে নূতন প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন।

প্রতিবাদী প্রতিভূ না দিলে কি নূতন প্রতিভূ পাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮১ ধারা। প্রতিবাদী ৪৭৯ বা ৪৮০ ধারামত কোন আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম না করিলে, আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত, কিম্বা প্রতিবাদির বিপক্ষে বিচার হইলে ডিক্রী জারী না হওন পর্য্যন্ত, প্রতিবাদিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কোন ব্যক্তির কোন স্থলেই ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ড, ও যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় তাহা পঞ্চাশ টাকার কি পঞ্চাশ টাকা মূল্যের অধিক না হইলে ছয় সপ্তাহের অধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে না।

কিন্তু কোন ব্যক্তি তদ্রূপ আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলে পর তাঁহাকে এই ধারামতে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে না।

প্রতিবাদিকে ধৃত করা গেলে তাঁহার খোরাকীর কথা।

৪৮২ ধারা। ডিক্রীমত খাতকের খোরাকী দেওনবিষয়ে ৩৩৯ ধারার বিধান এই অধ্যায়মতে ধৃত সকল প্রতিবাদির প্রতি খাটিবে।

ঘ।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করণের কথা।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে প্রতিবাদির ডিক্রীমত কার্য্যসাধনের জামিন দিতে ও জামিন না দিলে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে প্রার্থনার কথা।

৪৮৩ ধারা। প্রতিবাদির বিপক্ষে যে ডিক্রী হইতে পারে তিনি সেই ডিক্রীজারীর বাধা কিম্বা বিলম্ব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে

(ক) আপন সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়াছেন, কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছেন, কিম্বা

(খ) আদালতের এলাকার মধ্যে আপনার কোন সম্পত্তি রাখিয়া সেই এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন,

মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে বাদী আফিডেবিট করিয়া কি অন্যরূপে এই২ বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে যে ডিক্রী হইতে পারে তিনি সেই ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন করিবার জামিন দেন, ও জামিন না দিলে যত দিন আদালতের অন্য আজ্ঞা না হয় তত দিন আদালতের এলাকার অন্তর্গত তাঁহার ঐ সম্পত্তির কোন অংশ ক্রোক করা যায়, বাদী আদালতে এমত আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনার মর্ম্মের কথা।

আদালত অন্য প্রকারের আজ্ঞা না করিলে, সেই প্রার্থনাপত্রে যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হয়, তাহা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে, ও তাহার আনুমানিক মূল্যও লিখিতে হইবে।

প্রতিবাদিকে আদালতের জামিন দিবার কি কারণ দর্শাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৮৪ ধারা। মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে যে ডিক্রী হইতে পারে সেই ডিক্রীজারীর বাধা কি বিলম্ব ঘটাইবার জন্যে তিনি আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছেন কিম্বা আদালতের এলাকার মধ্যে আপনার কিছু সম্পত্তি রাখিয়া উক্ত অভিপ্রায়ে আপনি ঐ এলাকা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ও আর যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইলে পর, ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, সময় নিরূপণ করিয়া প্রতিবাদির প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, ঐ আজ্ঞাপত্রে যত টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে তিনি সেই সময়ের মধ্যে তত টাকা জামিন দেন, কিম্বা আদেশ করা গেলেই আপনার উক্ত সম্পত্তি কি তাহার মূল্য, কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্যসাধন করিবার জন্যে ঐ সম্পত্তির যে অংশ প্রচুর হয় সেই অংশ উপস্থিত করিয়া আদালতের আজ্ঞাধীনে রাখেন কিম্বা উপস্থিত হইয়া জামিন না দেওনের কারণ দর্শান।

আরো আদালত ঐ আজ্ঞাপত্রের মধ্যে প্রার্থনাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ নিয়মাধীনে ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কারণ দর্শান না গেলে কিম্বা জামিন দেওয়া না গেলে ক্রোক করিবার কথা।

৪৮৫ ধারা। প্রতিবাদী জামিন না দেওনের কারণ দর্শাইতে না পারিলে, কিম্বা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে আদেশমত জামিন না দিলে, প্রার্থনাপত্রে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় আদালত সেই সম্পত্তি, কিম্বা মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইতে পারে সেই ডিক্রীমত কার্য্যসাধন করিবার জন্যে ঐ সম্পত্তির যে অংশ প্রচুর বোধ হয় সেই অংশ ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

যদি প্রতিবাদী উক্ত কারণ দর্শান কিম্বা আদেশমত জামিন দেন, তবে প্রার্থনাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করা গিয়া থাকিলে আদালত ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

যে প্রকারে ক্রোক করা যাইবে তাহার কথা।

৪৮৬ ধারা। এই আইনে টাকার ডিক্রীজারী করিয়া সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে বিধান আছে, ঐ সম্পত্তি সেই বিধানমতে ক্রোক করা যাইবে।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়া হইলে অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

৪৮৭ ধারা। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর কোন দাওয়া উপস্থিত করা গেলে, এই আইনে টাকার ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তাহার উপর দাওয়ার অনুসন্ধান লইবার যে বিধান হইয়াছে, সেই বিধানমতে উক্ত দাওয়ারও অনুসন্ধান লওয়া যাইবে।

জামিন দেওয়া গেলে কিম্বা মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৮৮ ধারা। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যদি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে প্রতিবাদী আদেশমত জামিন ও ক্রোক করিবার খরচার জামিন দিলেই, কিম্বা মোকদ্দমা ডিসমিস হইলেই, যে আদালত ঐ আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবেন।

ক্রোক হইলে বিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের স্বত্বের হানি না হইবার ও নীলাম হওনার্থে ডিক্রীদারের প্রার্থনা করিবার বাধা না হওয়ার কথা।

৪৮৯ ধারা। নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করা গেলেও যাঁহারা মোকদ্দমার কোন পক্ষের মধ্যে নহেন, ক্রোক হওয়ার পূর্ব্বে এমত ব্যক্তিদের যে স্বত্ব ছিল তাহার হানি হইবে না, ও কোন ব্যক্তি প্রতিবাদির বিপক্ষ ডিক্রীদার হইলে তাঁহার ঐ ডিক্রীজারীক্রমে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি নীলাম হইবার প্রার্থনা করিতে বাধা নাই।

এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তি ডিক্রী জারী ক্রমে পুনশ্চ ক্রোক করিতে না হইবার কথা।

৪৯০ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানের বলে সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকিলে, ও বাদির সপক্ষে ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রীজারীক্রমে ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ ক্রোক করিবার আবশ্যকতা নাই।

গ।—অনুপযুক্ত কারণে ধৃত কি ক্রোক হইলে ক্ষতিপূরণ বিষয়ক বিধি।

বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও ধৃত কি ক্রোক করিবার আজ্ঞা পাওয়া গেলে ক্ষতিপূরণের কথা।

৪৯১ ধারা। কোন মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তবে বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও ঐ ধৃত কি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইয়াছিল, আদালত এমত জ্ঞান করিলে,

কিম্বা বাদী মোকদ্দমায় হারিলে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন সম্ভব কারণ ছিল না আদালত এমত জ্ঞান করিলে,

ধৃত কি ক্রোক করণদ্বারা প্রতিবাদির যে খরচ কি হানি হইয়াছে, আদালত প্রতিবাদির প্রার্থনামতে তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক সহস্র টাকার অনধিক যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, বাদির বিপক্ষ ডিক্রীর মধ্যে প্রতিবাদির তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় ঐ আদালত যত টাকা ডিক্রী করিতে পারিতেন, এই ধারামতে তদধিক টাকার আজ্ঞা করিবেন না।

এই ধারামতে আজ্ঞা হইলে পর, উক্ত ধৃত কি ক্রোক করণ প্রযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

---

৩৫ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধ বিষয়ক ও মোকদ্দমা-চলনকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

ক।—কিয়ৎকালীন নিষেধ বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধের আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৯২ ধারা। (ক) মোকদ্দমার যে সম্পত্তির বিষয়ে বিবাদ হইতেছে, মোকদ্দমার কোন পক্ষেরদ্বারা তাহার অপচয় কি হানি হওয়ার কিম্বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়ার কিম্বা কোন ডিক্রী জারীক্রমে অন্যায়মতে নীলাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিম্বা

(খ) মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী আপনার সম্পত্তি স্থানান্তর কি হস্তান্তর করিব বলিয়া ভয় দেখান কিম্বা তাহা করিতে উদ্যত আছেন,

কোন মোকদ্দমায় আফিডেবিটক্রমে কি অন্য প্রকারে ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত আজ্ঞাপত্রদ্বারা সেই কার্য্য নিবারণ করিবার কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা সম্পত্তির অপচয় কি হানি কি হস্তান্তর কি বিক্রয় কি স্থানান্তর কি পরহস্তগত করা স্থগিত ও নিবারণ করণার্থে অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন, অথবা সেই নিষেধসূচক বা অন্য আজ্ঞা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

চুক্তিভঙ্গ পুনশ্চ কি আর না করিবার নিষেধের কথা।

৪৯৩ ধারা। প্রতিবাদির চুক্তিভঙ্গ কি অন্য অপকার নিবারণার্থে মোকদ্দমায় ক্ষতিপূরণের দাওয়া হইলে বা না হইলেও, যে চুক্তিভঙ্গের কি অপকারের নালিশ হয়, বাদী মোকদ্দমার আরম্ভের পর কোন সময়েই ও নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বা পরেও, প্রতিবাদির সেই চুক্তিভঙ্গ বা অপকার নিবারণার্থে কিম্বা সেই চুক্তি হইতে কি সেই সম্পত্তি কি স্বত্বসম্বন্ধে সেই প্রকারের যে কোন চুক্তিভঙ্গ বা অপকার জন্মে তাহা বারণ করণার্থে, আদালতে কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

সেই নিষেধ যত দিন প্রবল থাকিবে তদ্বিষয়ের কিম্বা হিসাব রাখিবার কি জামিন দিবার কিম্বা অন্য বিষয়ের যে নিয়ম করা আদালত উচিত বোধ করেন সেই নিয়ম করিয়া আজ্ঞাপত্রদ্বারা ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিম্বা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

এই ধারা কিম্বা ৪৯০ ধারামতে নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, প্রতিবাদী সেই আজ্ঞা না মানিলে, তাঁহাকে ছয় মাসের অনধিক কাল কারাবদ্ধ করণ কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোককরণ দ্বারা কি ঐ উভয় কার্য্যদ্বারা সেই আজ্ঞা প্রবল করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে যে ক্রোক করা যায় তাহা এক বৎসরের অধিক কাল প্রবল থাকিবে না। সেই সময়ের অবসানে যদি প্রতিবাদী সেই আদেশমত কার্য্য না করিয়া থাকেন তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, ও আদালত তদুৎপন্ন টাকা হইতে বাদির ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকা পাওয়া উচিত বোধ করেন দিতে পারিবেন, ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে প্রতিবাদিকে দিতে পারিবেন।

নিষেধসূচক আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে নোটিস দিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার কথা।

৪৯৪ ধারা। আদালত সর্ব্বদাই নিষেধসূচক আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা হওনার নোটিস দিতে আজ্ঞা করিবেন, কিন্তু বিলম্ব হইলে ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দেওনের অভিপ্রায় নিষ্ফল হইবে এমত বোধ করিলে ঐ নোটিস দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

সমবায়িত সমাজের প্রতি নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা ঐ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের ও কার্য্যকারকদের উপর প্রবল হওয়ার কথা।

৪৯৫ ধারা। সমবায়িত সমাজের কি প্রকাশ্য কোম্পানির প্রতি নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা কেবল ঐ সমাজ কি কোম্পানি আবদ্ধ হইবেন তাহা নয়, কিন্তু ঐ সমাজ কি কোম্পানিগত যে সকল ব্যক্তির ও কর্ম্মকারকদের কার্য্য বারণ করিতে চেষ্টা হয়, তাঁহারাও আবদ্ধ হইবেন।

নিষেধসূচক আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তিত কি অসিদ্ধ করিবার কথা।

৪৯৬ ধারা। নিষেধসূচক যে আজ্ঞা করা যায় কোন পক্ষ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আদালতে প্রার্থনা করিলে, আদালত তাহা রহিত কি পরিবর্ত্তিত কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

বিশিষ্ট কারণ বিনা নিষেধসূচক আজ্ঞা হইলে প্রতিবাদির ক্ষতিপূরণের কথা।

৪৯৭ ধারা। আদালত যে নিষেধসূচক আজ্ঞা দিলেন অপ্রচুর কারণে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করা হইয়াছিল আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, কিম্বা

নিষেধসূচক আজ্ঞা দাহির হইলে পর মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে, কিম্বা ক্রটি প্রযুক্ত কি অন্য কারণে বাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, ও মোকদ্দমা উপস্থিত

করিবার কোন সঙ্গত হেতু ছিল না আদালত ইহা দেখিতে পাইলে,

ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞার দ্বারা প্রতিবাদির যে খরচ কি হানি হইয়াছে আদালত প্রতিবাদির প্রার্থনামতে তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক সহস্র টাকার অনধিক যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, বাদির বিপক্ষ ডিক্রীর মধ্যে প্রতিবাদির তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় ঐ আদালত যত টাকা ডিক্রী করিতে পারিতেন, এই ধারামতে তদধিক টাকার আজ্ঞা করিবেন না।

এই ধারামতে আজ্ঞা হইলে পর, ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা হওনোপলক্ষে ক্ষতিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

খ।—মোকদ্দমার চলনকালীন আজ্ঞা।

কাঁচা দ্রব্য বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৮ ধারা। অস্থাবর যে দ্রব্য স্বভাবতঃ ত্বরায় নষ্ট পায় এমত দ্রব্য লইয়া বিবাদ হইলে, ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, আদালত যে প্রণালী ও যেং নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই প্রণালীতে ও সেইং নিয়মে আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

বিবাদীয় বিষয় আটক প্রভৃতি করিবার আজ্ঞা ও প্রবেশ করণের ও নমুনা লওনের ও পরীক্ষা করণের অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৯ ধারা। মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়মে,

(ক) ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় কোন সম্পত্তি আটক রাখিবার কিম্বা রক্ষা করিবার কি দেখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন;

(খ) এবং পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন অভিপ্রায়ে ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষের অধিকারগত কোন ভূমিতে কি ঘরে কোন ব্যক্তির যাইবার কি প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন; ও

(গ) পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ সন্ধান কি প্রমাণ পাইবার জন্য যে নমুনা লওয়া কিম্বা যেং বিষয়ের সমালোচনা করা কি পরীক্ষা করা আবশ্যক বা বিহিত বোধ হয় তাহা লওয়ার কি করার অনুমতি দিতে পারিবেন।

এই আইনের পূর্ব্বভাগে পরওয়ানা জারী করিবার যেং বিধান আছে, তাহার প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিলে, সেইং বিধান এই ধারামতে প্রবেশ করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি খাটিবে।

নোটিস দেওয়ার পর তদ্রূপ আজ্ঞাপ্রার্থনা করা যাইবার কথা।

৫০০ ধারা। সমন জারী হওয়ার পর কোন সময়ে প্রতিবাদির নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর, বাদী ৪৯৮ বা ৪৯৯ ধারামত আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

বাদির নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর ও প্রার্থকের উপস্থিত হওয়ার পর কোন সময়েও প্রতিবাদী সেই প্রকারের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

যে স্থলে অগৌণেই কোন পক্ষকে বিবাদীয় ভূমির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫০১ ধারা। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি কিম্বা যে তালুকাদি বিক্রয় হইতে পারে তাহা লইয়া মোকদ্দমা হইলে, সেই ভূমি কি তালুকাদি যাঁহার অধিকারে থাকে তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব কিম্বা স্থল বিশেষে ঐ তালুকাদির ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজানা দিতে তাচ্ছল্য করেন, ও যদি তৎপ্রযুক্ত ঐ ভূমি কি তালুকাদি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমার অন্য যে কোন পক্ষ ঐ ভূমিতে কি তালুকাদিতে স্বার্থের দাওয়া রাখেন তিনি (আদালতের বিবেচনামতে জামিন দিয়া বা না দিয়া ও) বিক্রয়ের পূর্ব্বের বাকী রাজস্ব কি খাজানা দিলে, তাঁহাকে অগৌণেই ঐ ভূমির কি তালুকাদির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে;

এবং আদালত যে হিসাবে সুদ ধরা উচিত বোধ করেন, আপন ডিক্রীতে বাকীদায়ের বিপক্ষে সেই হিসাবমতে সুদসুদ্ধ তদ্রূপ দত্ত টাকার ডিক্রী দিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমায় যে ডিক্রী করা যায় তন্মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার আদেশ থাকিলে তাহাতে আদালত যে হারে আজ্ঞা করেন সেই হারে সুদ সহিত তদ্রূপ দত্ত টাকা ধরিতে পারিবেন।

আদালতে টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত করিবার কথা।

৫০২ ধারা। যদি টাকা কিম্বা অন্য যে বিষয় অর্পণ করা যাইতে পারে তাহা লইয়া মোকদ্দমা হইয়া থাকে, ও মোকদ্দমার কোন পক্ষ অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত ন্যাসধারিস্বরূপে ঐ টাকা কি অন্য বিষয় রাখিতেছেন কিম্বা তাহা অন্য ব্যক্তির কি অন্যের প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে আদালত জামিন লইয়া বা না লইয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা হওয়ার অপেক্ষায় ঐ টাকা কি বিষয় আদালতে গচ্ছিত করিবার কিম্বা শেষোক্ত ব্যক্তিকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

---

৩৬ ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি।

গ্রাহকদিগকে আদালতের নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০৩ ধারা। স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হয় কিম্বা যাহা ক্রোক করা যায় সেই সম্পত্তি আদায় বা রক্ষা করণের কিম্বা তাহার উত্তমরূপ সংরক্ষণের বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের জন্যে আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক হইলে, ঐ আদালত,—

(ক) ঐ সম্পত্তির গ্রাহক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে,

(খ) ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে কি সংরক্ষণে থাকে তাঁহাকে ঐ সম্পত্তির অধিকার কি কি সংরক্ষণ হইতে অবসর করিবেন, ও

(গ) উক্ত গ্রাহকের সংরক্ষণে কি অধ্যক্ষতায় ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিতে পারিবেন, ও

(ঘ) তাঁহার পারিশ্রমিক বলিয়া ঐ সম্পত্তির খাজানার ও উপস্বত্বের উপর যত টাকা কী কি কমিশ্যন উচিত বোধ করেন ঐ গ্রাহককে তাহা, এবং মোক-

জন্য উপস্থিত ও তাহার প্রতিবাদ করণার্থে, ও সম্পত্তির আদায় ও কার্য্যাধ্যক্ষতা ও সুরক্ষণ ও সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করণার্থে ও তাহার খাজানা ও উপস্বত্ব আদায় করণার্থে, ও সেই খাজানা ও উপস্বত্ব প্রয়োগ ও বন্দোবস্ত করণার্থে, এবং লিখিত নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করণার্থে, স্বামির নিজের যে ক্ষমতা থাকে ঐ গ্রাহককে সেই সকল, কিম্বা আদালত তন্মধ্যে যেং ক্ষমতা উচিত বোধ করেন তাহা প্রদান করিতে পারিবেন।

গ্রাহকের দায়ের কথা।

তদ্রূপে যে প্রত্যেক জন গ্রাহক নিযুক্ত হন,

(ঙ) তিনি সেই সম্পত্তি সম্পর্কে যাহা প্রাপ্ত হইবেন তাহার হিসাব নিয়মিতরূপে দেওনের জামিন দিতে হইলে, আদালত যে জামিন উচিত বোধ করেন তিনি তাহা দিবেন,

(চ) ও আদালত যেং সময়ে ও যে পাঠে হিসাব দেখাইবার আজ্ঞা করেন সেইং সময়ে ও সেই পাঠে দেখাইবেন,

(ছ) ও তদনুসারে তাঁহার স্থানে যে উদ্বর্ত্ত টাকা পাওনা থাকে তাহা আদালতের আজ্ঞামতে দিবেন,

(জ) ও তাঁহার ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি কিম্বা ঘোরতর তাচ্ছল্য দ্বারা সম্পত্তির হানি হইলে তিনি তাহার দায়ী হইবেন।

ক্রোক করা সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে বা রক্ষণে থাকে তাঁহাকে অবসর করিতে মোকদ্দমার সকল পক্ষের কি তাঁহাদের মধ্যে কোনং জনের কি এক জনের বর্ত্তমান স্বত্ব না থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই সম্পত্তির অধিকার কি রক্ষণ হইতে তাঁহাকে অবসর করিতে আদালতের ক্ষমতা নাই।

কালেক্টর সাহেব যে স্থলে গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন তাহার কথা।

৫০৪ ধারা। গবর্ণমেণ্টে যে ভূমির রাজস্ব দেন, কিম্বা যাহার রাজস্ব নিরূপিত কি পরিক্রীত হইয়াছে এমত ভূমি লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ও কালেক্টর সাহেবের অধ্যক্ষতায় থাকিলে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের স্বার্থসাধন হইবে আদালত এমত বোধ করিলে, কালেক্টর সাহেবকে ঐ ভূমির গ্রাহকতা পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মতে যেং আদালতের ক্ষমতা থাকে তদ্বিষয়ের কথা।

৫০৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে যেং ক্ষমতা প্রদান করা গেল, কেবল হাই কোর্ট ও জিলার আদালত সেইং ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন কিন্তু জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতের বিচারপতি আপনার সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমার গ্রাহকের নিযুক্ত হওয়া বিহিত বোধ করিলে, তিনি যাঁহাকে সেই পদের যোগ্য জ্ঞান করেন এমত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া, তাঁহাকে মনোনীত করিবার কারণ সহিত তাঁহার নাম জিলার আদালতে পাঠাইবেন, ও জিলার আদালত সেই বিচারপতির প্রতি ঐ মনোনীত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিবেন, কিম্বা তদ্বিষয়ের জন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন।

পঞ্চম ভাগ।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ক বিধি।

---

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সালীসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমার উভয় পক্ষের অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৫০৬ ধারা। মোকদ্দমাসংক্রান্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যেং বিষয় লইয়া অনৈক্য হয় সকলেই তাহা সালীসীতে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহারা বিচার প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালতে স্বয়ং কিম্বা এই কার্য্যার্থে লিখনক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আপনং উকীলদের দ্বারা মোকদ্দমা সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও বিশেষ যে বিষয় অর্পণ করিতে চেষ্টা হয় তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রে ব্যক্ত থাকিবে।

সালীস মনোনীত করিবার কথা।

৫০৭ ধারা। উভয় পক্ষ একবাক্য হইয়া যে প্রকারে স্থির করেন, তাঁহাদেরই দ্বারা সেই প্রকারে সালীস মনোনীত করা যাইবে।

যে স্থলে আদালত সালীসকে মনোনীত করিবেন তাহার কথা।

সালীস বলিয়া কাহাকে মনোনীত করা যাইবে এই বিষয়ে উভয় পক্ষের ঐক্য হইতে না পারিলে, কিম্বা যাঁহাকে মনোনীত করেন তিনি ঐ সালীসের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে, ও আদালতের দ্বারা সালীস মনোনীত করা যায় উভয় পক্ষের এই ইচ্ছা থাকিলে, আদালত সালীস মনোনীত করিবেন।

অর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

৫০৮ ধারা। বিবাদীয় যে বিষয় সালীসের নির্ণয় করিতে হইবে আদালত আজ্ঞাপত্রক্রমে তাঁহার প্রতি সেই বিষয় অর্পণ করিয়া মীমাংসা জানাইবার যে সময় যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন এমত সময় নিরূপণ করিবেন ও আজ্ঞাপত্রে সেই সময় নির্দ্দেশ করিবেন।

কোন বিষয় একবার সালীসীতে অর্পণ করা গেলে পশ্চাল্লিখিত বিধানের মতভিন্ন আদালত সেই বিষয় লইয়া সেই মোকদ্দমার কার্য্য করিবেন না।

দুই কি তদধিক জন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে, মতের অনৈক্যের সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহার বিধান করিবার কথা।

৫০৯ ধারা। দুই কি তদধিক জন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইতে পারে বলিয়া ঐ আজ্ঞাপত্রে এইং বিধান করা যাইবে,—

(ক) প্রধানপুরুষ নিযুক্ত করা যাইবে, কিম্বা

(খ) সালীসের অধিকাংশ ব্যক্তি একবাক্য হইলে সেই অধিকাংশের নিষ্পত্তি প্রবল হওয়ার আজ্ঞা করা যাইবে, কিম্বা

(গ) সালীসদের প্রতি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে, কিম্বা

(ঘ) উভয় পক্ষ একবাক্য হইয়া অন্য যেরূপ বিধান করেন সেইরূপ করা যাইবে ; অথবা তাঁহারা একবাক্য হইতে না পারিলে আদালত যেরূপ নির্দ্ধার্য করেন সেইরূপ করা যাইবে।

প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইলে যদি তাঁহার কার্য্য করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে আদালত তাঁহার মীমাংসা জানাইবার যে সময় যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন এমত সময় নির্দ্ধার্য করিবেন।

সালীসদের কি প্রমাণপুরুষের মৃত্যু কি অক্ষমতা প্রভৃতি হইলে ঐবিষয়ের কথা।

৫১০ ধারা। সালীস, কিম্বা এক জনের অধিক সালীস থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ, কিম্বা প্রমাণপুরুষ মরিলে, কিম্বা কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, কি তাচ্ছল্য করিলে, কিম্বা অশক্ত হইলে, কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষহইতে চলিয়া গেলে, ও যে তারিখে গমন করেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা না থাকিলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে সেই মৃত বা অসম্মত বা তাচ্ছল্যকারী বা কার্য্য করিতে অশক্ত কি ব্রিটিষ ভারতবর্ষহইতে বহির্গত ব্যক্তির স্থানে নূতন সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ সালীসী কার্য্য নিরস্ত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত হইবেন।

আদালতের দ্বারা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হওয়ার কথা।

৫১১ ধারা। সালীসীতে অর্পণ করণের আজ্ঞানুসারে সালীসেরা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া তাহা না করিলে, মোকদ্দমার কোন পক্ষ সালীসদের নামে লিখিয়া প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার নোটিস দিতে পারিবেন। সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর সাত দিনের মধ্যে, কিম্বা আদালত প্রত্যেক স্থলে আর যত সময় দেন সেই সময়ের মধ্যে, প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করা না গেলে, যে পক্ষ পূর্ব্বোক্ত নোটিস দিলেন তিনি প্রার্থনা করিলে আদালত প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৫০৯ কি ৫১০ কি ৫১১ ধারামতে যে সালীস নিযুক্ত হন তাঁহার ক্ষমতার কথা।

৫১২ ধারা। ৫০৯ কি ৫১০ কি ৫১১ ধারামতে যে সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হন সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্রে তাঁহার নাম লেখা থাকিলে তাঁহার যদ্রূপ ক্ষমতা থাকিত তদ্রূপ ক্ষমতা থাকিবে।

সাক্ষিদিগকে তলব করিবার কথা।

৫১৩ ধারা। আদালত আপনার সম্মুখে বিচার করা মোকদ্দমায় যেং পরওয়ানা দিতে পারেন, সালীসেরা কি প্রমাণপুরুষ যে পক্ষদের ও যে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইতে চাহেন তাঁহাদের নামেও সেই প্রকারের পরওয়ানা দিবেন।

ত্রুটি প্রভৃতি হেতুক দণ্ডের কথা।

কোন ব্যক্তিরা সেই পরওয়ানামতে উপস্থিত না হইলে কিম্বা অন্য প্রকারে ত্রুটি করিলে, কিম্বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিলে, কিম্বা সালীসদের প্রতি অর্পিত বিষয়ের তদন্ত লওন সময়ে কোন প্রকারে সালীসের কি প্রমাণ পুরুষের অবজ্ঞা করণের অপরাধী হইলে, আদালতের সম্মুখে বিচার করা মোকদ্দমায় তদ্রূপ অপরাধ করিলে তাঁহাদের যে অনিষ্ট ও অর্থদণ্ড ও দণ্ড হইত, সালীসের কি প্রমাণ পুরুষের আবেদনক্রমে আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহাদের সেই অনিষ্ট ও অর্থদণ্ড ও দণ্ড হইতে পারিবে।

মীমাংসা করিবার সময় বৃদ্ধির কথা।

৫১৪ ধারা। আবশ্যকমত প্রমাণের কি সন্ধানের অভাবে কি অন্য কারণে সালীসেরা আজ্ঞাপত্রের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মীমাংসা শেষ করিতে না পারিলে, আদালত উচিত বোধ করিলে মীমাংসা জানাইবার আর সময় দিতে ও সময়েং সেই সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিম্বা সালীসীকার্য্য নিরস্ত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া ঐ মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন।

সালীসী কার্য্য নিরস্ত হওয়ার কথা।

সালীসদের পরিবর্ত্তে প্রধান পুরুষের সালীসী করিতে পারিবার কথা।

৫১৫ ধারা। প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইলে, তিনি নিম্নলিখিত স্থলে সালীসদের পরিবর্ত্তে সেই অর্পিত বিষয়ের বিচারে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন,

(ক) সালীসেরা মীমাংসা না করিয়া নিরূপিত সময় অতীত হইতে দিলে, কিম্বা

(খ) তাঁহারা একবাক্য হইতে পারেন না, আদালতে কিম্বা প্রমাণ পুরুষের নিকট এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া দিলে

মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবার কথা।

৫১৬ ধারা। মোকদ্দমার মীমাংসা করা গেলে যে ব্যক্তিরা তাহা করিলেন তাঁহারা মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া আপনাদের সম্মুখে যে সাক্ষ্য লওয়া গেল ও যে দলীলের প্রমাণ হইল তৎসহিত ঐ মীমাংসাপত্র আদালতে অর্পণ করাইবেন। মীমাংসাপত্র অর্পণ হওয়ার নোটিস উভয় পক্ষকে দেওয়া যাইবে।

সালীসদের কি প্রধান পুরুষের বিশেষ বিষয় ব্যক্ত করিতে পারিবার কথা।

৫১৭ ধারা। আদালতের আজ্ঞাক্রমে কোন বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা গেলে সালীসেরা কিম্বা প্রমাণপুরুষ সেই সম্পূর্ণ বিষয়ে কি তাহার একাংশে যে মীমাংসা করিলেন, আদালতের অনুমতি লইয়া আদালতের মত জানিবার নিমিত্ত বিশেষ বিষয়স্বরূপ সেই মীমাংসা জানাইতে পারিবেন, ও আদালত তদ্বিষয়ে আপনার মত জানাইবেন, ও সেই মত মীমাংসার সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার একাংশ হইবে।

কোনং স্থলে প্রার্থনামতে আদালতের মীমাংসা পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করিতে পারিবার কথা।

৫১৮ ধারা। আদালত আজ্ঞা করিয়া নিম্নলিখিত স্থলে মীমাংসা পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করিতে পারিবেন,

(ক) যে বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা যায় নাই মীমাংসার একাংশ এমত বিষয় ধরিয়া হইয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে, কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে সেই অংশ অন্য অংশ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে ও তদ্দারা সেই অর্পিত বিষয়ের নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম না হয়, কিম্বা

(খ) মীমাংসা লিখিবার পাঠ অশুদ্ধ হইলে, কিম্বা তন্মধ্যে কোন স্পষ্ট ভ্রম থাকিলে ও নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম না করিয়া ঐ ভ্রম সংশোধন করা যাইতে পারিলে।

সালীসীতে অর্পণ করণের খরচ বিষয়ক আজ্ঞার কথা।

৫১৯ ধারা। সালীসীতে অর্পণ করণের খরচার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, ও মীমাংসাপত্রে তদ্বিষয়ের প্রচুর বিধান না থাকিলে, আদালত ঐ খরচ বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

মীমাংসা কি সালীসীতে অর্পিত বিষয় যে স্থলে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫২০ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে সেই সালীসদের কি প্রমাণপুরুষের পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্ত মীমাংসা কিম্বা সালীসীতে অর্পিত কোন বিষয় ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন,—

(ক) সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয় মীমাংসাপত্রে অনির্ণীত থাকিলে, কিম্বা সালীসীতে যাহা অর্পিত হয় নাই এমত বিষয় নির্ণীত হইলে,

(খ) মীমাংসা অনিশ্চিত হওয়াতে তদনুসারে কার্য্য সাধন হইতে না পারিলে,

(গ) মীমাংসার মুখেই তাহা আইনসিদ্ধ নয় বলিয়া ~~আপত্তি দৃষ্ট হইলে।~~

মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার হেতুর কথা।

৫২১ ধারা। ৫২০ ধারামতে মীমাংসাপত্র ফিরিয়া দেওয়া গেলে, যদি সালীসেরা কি প্রমাণপুরুষ তাহা পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অস্বীকার করেন, তবে তাহা ব্যর্থ হইবে। কিন্তু নিম্নলিখিত কোন এক হেতু বিনা মীমাংসাপত্র অসিদ্ধ হইবে না, অর্থাৎ

(ক) সালীসের কি প্রমাণপুরুষের উৎকোচ গ্রহণ কি অসদাচরণ;

(খ) কোন পক্ষের যেহ বিষয় প্রকাশ করা উচিত এমত কোন বিষয় প্রতারণাক্রমে গোপনে রাখন কিম্বা ইচ্ছা করিয়া সালীসকে কি প্রমাণপুরুষকে ভুলাওন কি বঞ্চনা করণ;

(গ) আদালত সালীসী কার্য্য নিরস্ত করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার আজ্ঞা প্রচার করিলে পর মীমাংসা হওন;

আর আদালত যে সময়ের অনুমতি দেন মীমাংসা সেই সময়ের মধ্যে করা না গেলে সিদ্ধ হইবে না।

মীমাংসানুসারে বিচার হইবার কথা।

৫২২ ধারা। আদালত পূর্ব্বোক্তমতে মীমাংসা কিম্বা সালীসীতে অর্পিত কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্ত ফিরিয়া দিবার কোন হেতু দেখিতে না পাইলে, এবং মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা না হইলে, কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিলে,

সেই প্রার্থনা করিবার সময় অতীত হইলে পর আদালত মীমাংসা অনুসারে বিচার জানাইতে প্রবর্ত্ত হইবেন; কিম্বা বিশেষ বিষয়স্বরূপ সেই মীমাংসা আদালতে অর্পণ করা গিয়া থাকিলে, সেই বিষয়ে আপনার মতানুসারে বিচার জানাইতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

পরে ডিক্রী হইবার কথা।

তদ্রূপে যে বিচার জ্ঞাত করা যায় তদনুযায়ী ডিক্রী হইবে, ও এই আইনে ডিক্রীজারী করিবার যে বিধান আছে তদনুসারে ঐ ডিক্রী জারী করা যাইবে। ঐ ডিক্রী যতদূরে মীমাংসার অতিরিক্ত হয় কিম্বা তদনুযায়ী না হয় কেবল ততদূর তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে, নতুবা ঐ ডিক্রীর উপর আপীল নাই।

সালীসীতে অর্পণ করণের সম্মতিপত্র আদালতে অর্পণ করা যাইতে পারিবার কথা।

৫২৩ ধারা। কোন ব্যক্তিরা নিয়মপত্র লিখিয়া আপনাদের মধ্যে কোন বিবাদ ঐ নিয়মপত্রের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির, কিম্বা নিয়মপত্র যে বিষয়সম্পর্কীয় হয় সেই বিষয়ের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সালীসীতে অর্পণ করিতে সম্মত হইলে, সেই নিয়মপত্রের উভয় কি কোন পক্ষ ঐ আদালতে ঐ পত্র অর্পণ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্রে নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, ও উভয় পক্ষের সকল ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত করা গেলে, স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কি স্বার্থবিশিষ্ট বলিয়া দাওয়াদারদের এক কি কএক ব্যক্তিকে বাদী ও অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া, কিম্বা সকলে ঐ প্রার্থনা উপস্থিত না করিলে প্রার্থককে বাদী ও অন্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিবাদী বলিয়া, তাহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া ঐ প্রার্থনাপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে।

আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দেখাইবার নোটিসের কথা।

উক্তরূপ প্রার্থনা করা গেলে, আদালত প্রার্থকভিন্ন ঐ নিয়মপত্রের অন্য সকল ব্যক্তিদের নামে তদ্বিষয়ের নোটিস দিবার আদেশ করিয়া, ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দর্শাইতে আদেশ করিবেন।

বিশিষ্ট কারণ দর্শান না গেলে, ~~আদালত ঐ নিয়মপত্র~~ গাঁথাইয়া রাখিবেন ও তদনুসারে সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিবেন, ও তন্মধ্যে সালীসের নাম না থাকিলে ও যাঁহাকে সালীস বলিয়া নিযুক্ত করিতে হইবে এই বিষয়ে উভয় পক্ষ একবাক্য হইতে না পারিলে, আদালত সালীসকেও মনোনীত করিবেন।

সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞানুসারে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবার কথা।

৫২৪ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধান উক্ত প্রকারের অর্পিত নিয়মপত্রের পক্ষে যতদূর সঙ্গত হয়, তৎপক্ষে সালীসীতে আদালতের অর্পণ করিবার আজ্ঞানুযায়ী সকল কার্য্যের প্রতি ও সালীসের মীমাংসার প্রবল করণের প্রতি ও তন্মূলক ডিক্রী প্রতি ততদূর খাটিতে পারিবে।

৫২৫ ধারা। যদি আদালতের হস্তক্ষেপকরণ বিনা কোন বিষয় সালীসীতে অর্পিত করা যায় ও অর্পিয়ের মীমাংসা হয়, তবে যে বিষয় সম্পর্কীয় মীমাংসা হইল সেই বিষয়ে বিচারার্থে আদালতের বিচারাধিপত্য থাকে, ঐ মীমাংসায় স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি সেই আদালতে মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া রাখিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

আদালতের হস্তক্ষেপকরণ বিনা সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা অর্পণ করিবার কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে এবং প্রার্থককে বাদী ও অন্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া সেই প্রার্থনাপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে।

প্রার্থনাপত্রে নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা।

আদালত প্রার্থকভিন্ন সালীসীর অন্য ব্যক্তিদের নামে নোটিস দেওয়াইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া না রাখিবার কারণ দেখাইতে আদেশ করিবেন।

সালীসীর পক্ষদিগকে নোটিস দিবার কথা।

৫২৬ ধারা। মীমাংসার বিরুদ্ধে ৫২০ কি ৫২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বা উল্লিখিত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া রাখিতে আজ্ঞা করিবেন; তাহা হইলে এই অধ্যায়ের বিধানমত মীমাংসার ন্যায় ঐ মীমাংসা বলবৎ হইবে।

ঐ মীমাংসা অর্পণ ও প্রবল করণের কথা।

---

৩৮ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৫২৭ ধারা। কোন ব্যক্তিরা বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন বিষয়ের নিষ্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত বলিয়া দাওয়া রাখিলে, তাঁহারা নিয়মপত্র লিখিয়া আদালতের মত জানিবার জন্যে বিশেষ বিষয় বলিয়া সেই কথা ব্যক্ত করিয়া, এই মর্ম্মের নিয়ম করিতে পারিবেন যে, আদালত সেই বিষয়ে যাহা নির্ণয় করেন তদনুসারে,

আদালতের মত জাত হওয়ার জন্যে বর্ণনা করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) তাঁহাদের একপক্ষ অন্য পক্ষকে উভয়ের নির্দ্ধারিত কি আদালতের নির্ণীত কতক টাকা দিবেন, কিম্বা

(খ) নিয়মপত্রে স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে তাহা দিবেন, কিম্বা

(গ) নিয়মপত্রে বিশেষ যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহাদের এক কি কএক ব্যক্তি তাহা করিবেন কিম্বা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন।

এই ধারামতে যে বিষয়ের বর্ণনা করা যায় তাহা ক্রমিক অঙ্কযুক্ত দফা দফায় বিভক্ত হইবে, ও তদ্দ্বারা যে বিবাদ উপস্থিত হয় আদালতের তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবার নিমিত্তে যে বৃত্তান্তের ও দলীলের প্রয়োজন থাকে তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত হইবে।

৫২৮ ধারা। কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিবার, কিম্বা বিশেষ কোন কার্য্য করিবার কি করিতে ক্ষান্ত থাকিবার নিমিত্ত ঐ নিয়মপত্র হইয়া থাকিলে, যে সম্পত্তি সমর্পণ করিতে হইবে, কিম্বা যে সম্পত্তির সঙ্গে উক্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সম্পর্ক থাকে, নিয়মপত্রে তাহার আনুমানিক মূল্য লিখিতে হইবে।

যে স্থলে বিষয়ের মূল্য ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।

৫২৯ ধারা। নিয়মপত্র পূর্ব্বলিখিত বিধি অনুসারে লেখা গেলে পর, নিয়মপত্রের উল্লিখিত বিষয় যত টাকার বা যত মূল্যের হয় তত টাকার বা তত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, ঐ নিয়মপত্র সেই আদালতে দাখিল করা যাইতে পারিবে।

নিয়মপত্র মোকদ্দমার ন্যায় অর্পণ করিবার ও তাহার নম্বর দিবার কথা।

দাখিল করা গেলে, স্বার্থবিশিষ্ট বলিয়া দাওয়াদার এক কি কএক ব্যক্তিকে বাদী ও অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া ঐ নিয়মপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে; ও যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তাহা উপস্থিত করিলেন তাঁহাদের ছাড়া নিয়মপত্রের ভাগী সকল ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া যাইবে।

৫৩০ ধারা। ঐ নিয়মপত্র দাখিল করা গেলে পর তৎপক্ষীয় ব্যক্তিরা আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন থাকিবেন ও নিয়মপত্রের লিখিত কথাক্রমে বদ্ধ থাকিবেন।

উভয় পক্ষের আদালতের অধীন থাকার কথা।

৫৩১ ধারা। সেই বিষয় ৫ পঞ্চম অধ্যায়মতে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় শুনিবার জন্যে লেখা যাইবে, ও সেই অধ্যায়ের বিধান সেই মোকদ্দমার প্রতি যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

ঐ বিষয় শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

আদালত উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইয়া কিম্বা যে প্রমাণ লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইয়া,

(ক) ঐ নিয়মপত্র তাঁহাদের দ্বারা যথোচিতরূপে সম্পাদন করা হইয়াছে, ও

(খ) তন্মধ্যে যে বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে সেই বিষয়ে তাঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে স্বার্থ আছে, ও

(গ) তাহা নিষ্পত্তি করিবার যোগ্য,

এইং কথা সন্তোষমতে জানিলে, সাধারণ মোকদ্দমায় যেরূপ করিয়া থাকেন সেইরূপে ঐ বিষয়ে বিচার জানাইতে প্রবৃত্ত হইবেন, ও তদ্রূপে যে বিচার জানান তদনুসারে ডিক্রী হইবে, ও এই আইনে ডিক্রী জারী করিবার যে বিধান আছে সেই বিধানমতে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইবে।

৩৯ ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের উপর সরাসরী কার্য্য-প্রণালীর কথা।

বিলঅফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির উপর সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

৫৩২ ধারা। বাদী এই অধ্যায়মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে চাহিলে, এই ধারা যে কোন আদালতের প্রতি বর্ত্তে এই আইনের নির্দ্ধারিত পাঠে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়া সেই আদালতে বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু এই আইনের চতুর্থ তফসীলে ১৭২ নম্বরের যে পাঠ আছে সমন সেই পাঠে, কিম্বা হাই কোর্ট সময়েং অন্য যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে, লেখা যাইবে।

আবেদনপত্র ও সমনপত্র সেইং পাঠে লেখা গেলে, প্রতিবাদী নিম্নলিখিতমতে বিচারপতির নিকটে উপস্থিত হওনের ও উত্তর দেওনের অনুমতি না পাইলে, উপস্থিত হইবেন না ও মোকদ্দমার উত্তর দিবেন না।

ও সেই অনুমতি না পাইলে, কিম্বা পাইয়াও তদনুসারে উপস্থিত হইয়া উত্তর না দিলে, বাদী সমনপত্রের উল্লিখিত টাকার অনধিকের ডিক্রী ও সুদের হার নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ঐ ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত সেই হারে সুদের ও হাই কোর্টের নিয়মমতে নির্দ্ধারিত খরচের ডিক্রী পাইতে স্বত্ত্ববান হইবেন; কিন্তু বাদী ঐ নির্দ্ধারিত টাকার অধিক দাওয়া করিলে, খরচা নিয়মমতে নিরূপণ করা যাইবে, ও ঐ ডিক্রী অগৌণেই প্রবল করা যাইতে পারিবে।

সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে দিবার কথা।

প্রতিবাদীর উত্তর আপাততঃ প্রামাণ্য নহে আদালত এমত বোধ না করিলে, কিম্বা ঐ উত্তরের সরলতা বিষয়ে যুক্তিমত সন্দেহ না করিলে প্রতিবাদির প্রতি সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিতে কিম্বা তজ্জন্যে জামিন দিতে আজ্ঞা হইবে না।

ব্যাখ্যা।—যে বিলের কি হুণ্ডীর কি খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, কেবল মিয়াদ অতীত হওয়ার সংযোগে সেই বিল প্রভৃতির দ্বারাই যে স্থলে আপাততঃ টাকা পাইবার স্বত্ব স্থাপন হইতে পারে, এই ধারা কেবল সেই স্থলের প্রতি খাটে এমত হয়।

প্রতিবাদী দোষগুণমূলক উত্তর দেখাইলে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবার কথা।

৫৩৩ ধারা। প্রতিবাদী প্রার্থনা করিলে, ও সমনে যত টাকা উল্লেখ হইল তাহা আদালতে দিলে, কিম্বা যে আফিডেবিটক্রমে প্রতিবাদ প্রকাশ হয়, বা যাহাতে নিদর্শনপত্রধারির বিনিময় প্রাপ্যের প্রমাণ করা আবশ্যক এমত বৃত্তান্ত, কিম্বা ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতিপোষণার্থে আদালত অন্য যে বৃত্তান্ত প্রচুর বলিয়া জ্ঞান করেন এমত বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় আদালতের হৃদ্বোধজনক এমত আফিডেবিট দিলে, আদালত জামিন দেওন ও টস্যু নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয়ক যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার উত্তর দিবার অনুমতি দিবেন।

ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৪ ধারা। ডিক্রী হইলে পর, আদালত গতিক বিশেষে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে ও আবশ্যক হইলে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং উত্তর দিবার অনুমতি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলে, যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে সমনমতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার উত্তর দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

আদালতের কার্য্যকারকের হস্তে বিল রাখিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৫ ধারা। মোকদ্দমা যে বিল কি হুণ্ডী কি খৎমূলক হয়, আদালত এই অধ্যায়মতে কোন কার্য্যানুষ্ঠান কালে আদালতের কোন কার্য্যকারকের হস্তে সেই বিল প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা দিয়া, বাদী যত দিন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের খরচার জামিন না দেন তত দিন ঐ সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবারও আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

বিল বা খৎ অমান্য হইলে অগ্রাহ্য হওয়ার কথা লেখাইবার খরচা আদায়ের কথা।

৫৩৬ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি খৎ অমান্য করা যায়, তাহা যে ব্যক্তির হাতে থাকে এই অধ্যায়মতে তাহার সেই বিলের কি খতের টাকা আদায় করিবার যে উপায় আছে, উক্ত প্রকারে অমান্য হওয়া প্রযুক্ত তাহা অগ্রাহ্য হওয়ার কথা কি আদায়ের টাকা দেওয়া গেল না এই কি অন্য কথা লেখাইতে যে খরচ লাগে, তাহাও ফিরিয়া পাইবার জন্য তাহার সেই উপায় থাকিবে।

এই অধ্যায়মত মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৩৭ ধারা। ৫৩২ অবধি ৫৩৬ পর্য্যন্ত সকল ধারায় যেং স্থলের বিধান হইয়াছে সেইং স্থল ভিন্ন এই অধ্যায়মত মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী ৫ পঞ্চম অধ্যায়মতে উপস্থিত করা মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর ন্যায় হইবে।

এই অধ্যায়ের বিধান বর্দ্ধিবার কথা।

৫৩৮ ধারা। ৫৩২ অবধি ৫৩৭ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান কেবল এইং আদালতের প্রতি বর্ত্তে,—

(ক) কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাই কোর্ট;

(খ) রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেবের আদালত।

(গ) কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত।

(ঘ) করাচির জজ সাহেবের আদালত। ও

(ঙ) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ ক্ষমতা পুনঃ অন্য যে আদালতের প্রতি বর্ত্তান সেই আদালত।

তদ্রূপে বর্ত্তান গেলে, সেইং বিধানসংক্রান্ত ক্ষমতার ও কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে যে ব্যক্তি যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ইহারও আজ্ঞা করিতে, ও তদ্রূপে যেং বিধান বর্ত্তান যায় তাহা প্রবল করণার্থে যেং বিধি আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহাও প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

উক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হওনের পর এক মাসের মধ্যে ঐ২ বিধান তদনুসারে বর্ত্তিবে, ও পূর্ব্বোক্তমতে প্রণীত বিধি আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বোক্ত কোন জ্ঞাপনপত্র সময়ে২ পরিবর্ত্তন কি রহিত করিতে পারিবেন।

---

৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাধারণের হিতার্থে দত্তধন বিষয়ক মোকদ্দমার বিধি।

সাধারণের হিতার্থে দত্তধন বিষয়ক মোকদ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা।

৫৩৯ ধারা। সাধারণের হিতজনক বা ধর্ম্মার্থ কার্য্যের নিমিত্ত স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ বিশ্বাসপূর্ব্বক ধনন্যাস হইলে, সেই বিশ্বাসভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া কথিত হইলে কিম্বা তদ্রূপ ন্যস্ত কোন ধন সম্পর্কীয় কার্য্য নিরূপণার্থে আদালতের আদেশ থাকা আবশ্যক বোধ হইলে, আডবোকেট জেনরল সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে কিম্বা ঐ ন্যস্ত ধনে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত দুই কি তদধিক ব্যক্তি আডবোকেট জেনরল সাহেবের লিখিত অনুমতি পাইয়া, হাই কোর্টে, কিম্বা উক্ত ন্যস্ত সমুদয় বিষয় কি তাহার কোন অংশ যে জিলার আদালতের দেওয়ানী এলাকার সীমার মধ্যে থাকে সেই আদালতে নিম্নলিখিত ডিক্রী পাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন,—

(ক) ঐ হিতজনক কার্য্যের নিমিত্ত দত্তধনের নূতন ন্যাসধারী নিযুক্ত করণার্থ,

(খ) ঐ দত্তধনের ন্যাসধারিদের প্রতি কোন সম্পত্তি বর্ত্তাইবার নিমিত্ত,

(গ) ধন যেং কার্য্যার্থে দত্ত হইল তন্মধ্যে যাহার প্রতি যে অংশ নিরূপণ হইবে ইহার নির্ণয় করণার্থ,

(ঘ) ঐ দত্ত সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ পাট্টা কি ভাড়া করিয়া দিবার কি বিক্রয় করিবার কি বন্ধক রাখিবার কি বিনিময় করিবার অনুমতি দানার্থ,

(ঙ) ঐ দত্ত সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতার নিয়ম নিরূপণার্থ,

কিম্বা বিষয় বিবেচনায় আরবা অন্য যে উপকার আবশ্যক তাহা দানার্থ ডিক্রী।

এই ধারায় আডবোকেট জেনরল সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল, রাজধানী নগরের বাহিরে কালেক্টর সাহেব কিম্বা এতদর্থ কার্য্যাপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

১৮৪০ সালের ১০ আইনের ২ ধারা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

ষষ্ঠ ভাগ।

আপীল বিষয়ক বিধি।

---

৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়।

মূল ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ না হইলে মূল সকল ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবার কথা।

৫৪০ ধারা। এই আইনে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনে ভাবান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রীর উপর কিম্বা ডিক্রীর কোন অংশের উপর ঐ২ আদালতের নিষ্পত্তির আপীল শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতে আপীল করা যাইতে পারিবে।

আপীল লিখিবার পাঠের কথা।

মর্ম্মাত্মকপত্রের সঙ্গে যাহা দিতে হইবে তাহার কথা।

৫৪১ ধারা। আপীল মর্ম্মাত্মকপত্রের ন্যায় লিখিত হইয়া আপেলান্টের দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে, ও যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার নকল ও ডিক্রী যে বিচারমূলক হয় (আপীল আদালত তাহার নকল বিনা কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অনুমতি না দিলে) তাহারও নকল আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের সহিত দিতে হইবে।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের কথা।

আপীলের ঐ মর্ম্মাত্মকপত্রে বাদানুবাদ কি বৃত্তান্ত না লিখিয়া, যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তদ্বিষয়ের আপত্তির হেতুমাত্র সংক্ষেপে ও ভিন্ন২ দফা করিয়া লিখিতে হইবে, ও প্রত্যেক হেতুর ক্রমিক নম্বর দেওয়া যাইবে।

যেং হেতু ব্যক্ত থাকে আপেলান্টের কেবল সেইং হেতু ধরিতে পারিবার কথা।

৫৪২ ধারা। আপেলান্ট আদালতের অনুমতি না পাইলে আপত্তির অন্য কোন হেতু ব্যক্ত করিতে পারিবেন না ও অন্য হেতুর প্রতিপোষণে তাঁহার কথা শুনা যাইবে না। কিন্তু আপীলের নিষ্পত্তি করণে আদালত আপেলান্টের প্রকাশিত কেবল সেইং হেতু ধরিতে আবদ্ধ নহেন।

পরন্তু আপেলান্ট যে হেতু ব্যক্ত না করেন, রিস্পাণ্ডেন্ট এমত হেতু ধরিয়া মোকদ্দমার উত্তর দিবার প্রচুর সুযোগ না পাইলে, আদালত সেই হেতুর প্রতি নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন না।

মর্ম্মাত্মকপত্র অগ্রাহ্য হইবার বা সংশোধন করিবার কথা।

৫৪৩ ধারা। আপীলের মর্ম্মাত্মপত্র পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টমতে লেখা না গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইতে, কিম্বা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিয়া দিবার জন্যে আপেলান্টকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে, কিম্বা তৎকালে তৎস্থানেই সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

আদালত এই ধারামতে কোন মর্ম্মাত্মকপত্র অগ্রাহ্য করিলে, অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

এই ধারা মতে আপীলের মর্ম্মাজ্ঞকপত্র সংশোধন করা গেলে, বিচারপতি, কিম্বা তিনি এতৎ কার্য্যপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, সাক্ষিস্বরূপ ঐ সংশোধিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন।

৫৪৪ ধারা। মোকদ্দমায় একের অধিক জন বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে যে হেতু ধরিয়া ডিক্রীর উপর আপীল হয় সকল বাদির কি সকল প্রতিবাদির সেই হেতুতে সাধারণ সম্পর্ক থাকিলে, বাদিদের কিম্বা প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ ডিক্রীর বিপক্ষে আপীল করিতে পারিবেন, তাহা হইলে আপীল আদালত সকল বাদির কিম্বা স্থল বিশেষে সকল প্রতিবাদির সপক্ষে ঐ ডিক্রী অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

অনেক বাদির কি প্রতিবাদির সাধারণ হেতুমূলক ডিক্রী হইলে এক জনের সম্পূর্ণ ডিক্রী অন্যথা করাইতে পারিবার কথা।

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তাহা স্থগিত ও জারী করণ বিষয়ক বিধি।

৫৪৫ ধারা। ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা গিয়াছে, কেবল এই কারণে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবে না। কিন্তু বিশিষ্ট কারণ থাকিলে, আপীল আদালত ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কেবল আপীল হওয়া প্রযুক্ত ডিক্রীজারী স্থগিত না হওয়ার কথা।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারে, আপীল করিবার মিয়াদ অতীত হওয়ার পূর্ব্বে সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা হইলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত বিশিষ্ট কারণে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারে, আপীল করিবার সময় গত হওয়ার পূর্ব্বে সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার কথা।

কিন্তু যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন সেই আদালত এই২ বিষয় ছন্দোবমতে না জানিলে, এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না, যথা,

(ক) যে পক্ষ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন, ঐ আজ্ঞা না হইলে, তাঁহার গুরুতর হানি হইতে পারে, ও

(খ) অসঙ্গত বিলম্ব না করিয়া ঐ প্রার্থনা করা গিয়াছে, ও

(গ) প্রার্থক শেষে যে ডিক্রী কি আজ্ঞামতে আবদ্ধ হইবেন তাহা নিয়মমতে সাধন করিবার জামিন দিয়াছেন।

৫৪৬ ধারা। যে ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত থাকে এমত ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আপেলান্ট বিশিষ্ট কারণ দেখাইলে যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি লওয়া গেলে তাহা ফিরিয়া দেওনের, কিম্বা ঐ সম্পত্তির মূল্য দেওনের, ও আপীল আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা নিয়মমতে সাধন করণের জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা জারী করিবার আজ্ঞা হইলে জামিন লওয়ার কথা।

কিম্বা যে আদালত ঐ ডিক্রী করিলেন, আপীল আদালত উক্ত কারণে সেই আদালতের প্রতি ঐ জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এবং টাকার ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করা গেলে যদি সেই ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত থাকে, তবে ডিক্রীমত খাতক প্রার্থনা করিলে যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতের বিবেচনায় জামিন দেওন প্রভৃতি বিষয়ক যে নিয়ম উচিত হয় তদনুসারে আপীলের নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় স্থগিত করা যাইবে।

৫৪৭ ধারা। ৫৪৫ ও ৫৪৬ ধারায় যে জামিনের কথা আছে, ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে তাহা লওয়া যাইবে না কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদসংক্রান্ত কোন কার্য্য করেন বলিয়া সেই কার্য্যহেতুক তাঁহার নামে নালিশ হইলে, যদি গবর্ণমেণ্ট ঐ মোকদ্দমার উত্তর দিতে স্থির করেন তবে ঐ কার্য্যকারকের স্থানে সেই জামিন লওয়া যাইবে না।

গবর্ণমেণ্টের কি রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে ঐরূপ জামিন লইতে না হইবার কথা।

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৪৮ ধারা। আপীল রেজিষ্টরী করিবার একখানি বহী রাখিতে হইবে আপীলের মর্ম্মাজ্ঞকপত্র গ্রাহ্য হইলে আপীল আদালত, কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারক ঐ পত্রের পৃষ্ঠে তাহা উপস্থিত করার তারিখ লিখিয়া ঐ বহীতে রেজিষ্টরী করিবেন।

আপীলের মর্ম্মাজ্ঞকপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

ঐ বহী আপীলের রেজিষ্টরী বহী নামে জানা যাইবে।

আপীলের রেজিষ্টরের কথা।

৫৪৯ ধারা। আপীল আদালত স্বীয় বিবেচনানুসারে, রিস্পাণ্ডেণ্টের প্রতি উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার আজ্ঞা হওয়ার পূর্ব্বে, কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্টের প্রার্থনামতে তৎপরে, আপেলাণ্টের স্থানে আপীলের কি মূল মোকদ্দমার কি উভয়ের খরচার জামিনের দাওয়া করিতে পারিবেন।

আপেলাণ্টকে খরচার জামিন দিতে আপীল আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু আপেলাণ্ট ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করিলে ও (সম্পত্তি সম্পর্কীয় আপীল হইলে) তাঁহার সেই সম্পত্তি ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি না থাকিলে ঐ আদালত এমত সকল স্থলে ঐ জামিনের দাওয়া করিবেন।

আপেলাণ্ট ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

আদালত যে সময়ের আজ্ঞা করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ জামিন দেওয়া না গেলে, আদালত আপীল অগ্রাহ্য করিবেন।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে আপীল আদালতে নোটিস দিবার কথা।

৫৫০ ধারা। আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র রেজিষ্টরী করা গেলে পর, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, আপীল আদালত সেই আদালতে আপীলের নোটিস পাঠাইবেন।

আপীল আদালতে কাগজপত্র পাঠাইবার কথা।

যে আদালতের কাগজপত্র আপীল আদালতে গচ্ছিত না হইয়া থাকে, এমত আদালত হইতে আপীল হইলে, যে আদালত উক্ত নোটিস পান সেই আদালত সাধ্যমতে ত্বরায় মোকদ্দমার প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র কিম্বা আপীল আদালত বিশেষ যেং কাগজপত্র পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাহা পাঠাইবেন।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে দস্তাবেজের নকলের কথা।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় কোন পক্ষ সেই আদালতে প্রার্থনাপত্র লিখিয়া সেই আদালতে গচ্ছিত যেং কাগজপত্রের নকল করাইতে চাহেন, তাহা বিশেষ করিয়া জানাইতে পারিবেন ঐ প্রার্থকের খরচে সেই সকল কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করাইয়া তদনুসারে গচ্ছিত করা যাইবে।

নিম্নতর আদালতে নোটিস না পাঠাইয়া নিষ্পত্তি দৃঢ় করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫১ ধারা। আপীল আদালত বিহিত বোধ করিলে আপেলান্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার সময় নিরূপণ করিলে পর ও তিনি সেই সময়ে উপস্থিত হইলে তাঁহার কথা শুনিয়া, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সেই আদালতে ঐ আপীলের নোটিস না পাঠাইয়া, ও রিস্পাণ্ডেণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের নামে নোটিস জারী না করিয়া, সেই আদালতের নিষ্পত্তি স্থির রাখিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ স্থলে ঐ নিষ্পত্তি স্থির রাখিবার নোটিস ঐ আদালতে দেওয়া যাইবে।

আপীল শুনিবার দিনের কথা।

৫৫২ ধারা। আপীল আদালত ৫৫১ ধারামতে নিম্ন-আদালতের নিষ্পত্তি স্থির না রাখিলে, আপীল শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন।

আদালতের চলিত কার্য্য ও রিস্পাণ্ডেণ্টের বাসস্থান, ও আপীলের নোটিস জারী করিবার আবশ্যক সময় লক্ষ করিয়া ঐ দিন এরূপে নিরূপণ করিতে হইবে, যেন রিস্পাণ্ডেণ্টের সেই দিনে উপস্থিত হইয়া আপীলের উত্তর দিবার প্রচুর অবকাশ থাকে।

আপীল শুনিবার দিনের নোটিস প্রকাশ ও জারী করিবার কথা।

৫৫৩ ধারা। তদ্রূপে নির্দ্ধারিত দিনের নোটিস আপীল আদালত ঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় আপীল আদালত সেই আদালতেও সেই প্রকারের নোটিস পাঠাইবেন, এবং ৬ ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিবাদির উপর উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার সমন যেরূপে জারী করিবার বিধান আছে ঐ নোটিস সেই প্রকারে আপীল আদালতে রিস্পাণ্ডেণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের উপর জারী করা যাইবে ও সেই সমনের প্রতি ও সমন জারী করণ সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের প্রতি যেং বিধি খাটে, ঐ নোটিস জারী করণের পক্ষেও সেইং বিধি খাটিবে।

আপীল আদালতের নিজে ঐ নোটিস জারী করাইতে পারিবার কথা।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় আপীল আদালত সেই আদালতে ঐ নোটিস না পাঠাইয়া আপনি পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে রিস্পাণ্ডেণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের উপর ঐ নোটিস জারী করাইতে পারিবেন।

নোটিসের মর্ম্মের কথা।

৫৫৪ ধারা। রিস্পাণ্ডেণ্টকে যে নোটিস দেওয়া যায় তন্মধ্যে এই কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে যে, তিনি পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে আপীল আদালতে উপস্থিত না হইলে, কেবল অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিতে সেই আপীল শুনা যাইবে।

শ্রবণকালীন কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আরম্ভ করিবার স্বত্বের কথা।

৫৫৫ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে, কিম্বা শ্রবণ করিবার দিনান্তর নিরূপিত হইলে সেই দিনে, আপীলের পোষকতায় আপেলান্টের কথা শুনা যাইবে। আদালত যদি তখন একবারে আপীল ডিসমিস না করেন, তাহা হইলে আপীলের বিরুদ্ধে রিস্পাণ্ডেণ্টের কথা শুনিবেন, এবং তদ্রূপ স্থলে আপেলান্টের প্রত্যুত্তর দিবার স্বত্ব থাকিবে।

আপেলান্টের ত্রুটি প্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইবার কথা।

৫৫৬ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে, কিম্বা আপীল শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, আপেলান্ট স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা উপস্থিত না হইলে ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিসমিস করা যাইবে।

এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনিবার কথা।

আপেলান্ট উপস্থিত হইলে ও রিস্পাণ্ডেণ্ট উপস্থিত না হইলে, তাঁহার অনুপস্থানে কেবল অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনা যাইবে।

আপেলান্ট নোটিসের খরচা না দেওয়াতে নোটিস জারী না হইলে আপীল ডিসমিস করিবার কথা।

৫৫৭ ধারা। নোটিস জারীর খরচ বলিয়া যত টাকা প্রয়োজন আপেলান্ট আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ টাকা আমানৎ না করাতে রিস্পাণ্ডেণ্টের উপর নোটিস জারী করা যায় নাই পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে কিম্বা আপীল শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে ইহা জানিতে পাওয়া গেলে, আদালত আপীল ডিসমিস হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু রিস্পাণ্ডেণ্টের উপর নোটিসজারী করা না গেলেও, যদি আপীল শুনিবার নির্দ্ধারিত দিনে তিনি আপনি কিম্বা উকীলেরদ্বারা কিম্বা নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা করা যাইবে না।

উপবিধি।

৫৫৮ ধারা। ৫৫৬ কি ৫৫৭ ধারামতে আপীল ডিসমিস করা গেলে পর আপেলাণ্ট আপীল আদালতে আপীল পুনশ্চ গ্রাহ্য হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন; ও আপীল শুনিবার জন্য যে সময়ে তলব করা যায় আপেলাণ্ট বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে কিম্বা প্রয়োজনমত পূর্ব্বোক্ত টাকা গচ্ছিত করিতে পারেন নাই, এই কথার প্রমাণ হইলে, আদালত তাঁহার উপর খরচা প্রভৃতি ধার্য্য করণের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়মানুসারে আপীল পুনরায় গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

ত্রুটি প্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইলে পর পুনশ্চ গ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৫৫৯ ধারা। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, কোন ব্যক্তি তথায় মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলেও তাঁহাকে আপীলের এক পক্ষ করা যায় নাই, কিন্তু আপীলের ফলে তাঁহার স্বার্থ আছে, আদালত আপীল শুনিবার সময়ে ইহা দেখিতে পাইলে, আপীল শুনিবার জন্যে দিনান্তর নিরূপণ করিয়া ঐ ব্যক্তিকেও রিস্পাণ্ডেণ্ট করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ করণের ও যাঁহাদিগকে স্বার্থী বলিয়া জ্ঞান হয় তাঁহাদিগকে রিস্পাণ্ডেণ্টদের মধ্যে আনিতে আদেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৬০ ধারা। রিস্পাণ্ডেণ্টের অনুপস্থানে কেবল অন্য অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনা গিয়া রিস্পাণ্ডেণ্টের বিপক্ষে বিচার হইলে তিনি আপীল আদালতে আপীল পুনরায় শুনিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন; ও নোটিস নিয়মিতরূপে জারী করা হয় নাই কিম্বা আপীল শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব করা যায় রিস্পাণ্ডেণ্ট বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তিনি আদালতের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দিলে, আদালত রিস্পাণ্ডেণ্টের উপর খরচা প্রভৃতি ধার্য্য করণের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে আপীল পুনরায় শুনিতে পারিবেন।

এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে রিস্পাণ্ডেণ্টের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাঁহার প্রার্থনামতে পুনশ্চ শুনিবার কথা।

৫৬১ ধারা। কোন রিস্পাণ্ডেণ্ট ডিক্রীর কোন অংশের উপর আপীল না করিলেও নিম্ন আদালতে তাঁহার বিপক্ষে যেং হেতুতে নিষ্পত্তি হয় আপীল শ্রবণ সময়ে এমত কোন হেতু ধরিয়া কেবল ডিক্রীর প্রতিপোষণ করিতে পারিবেন এমন নয়, কিন্তু আপীলক্রমে ডিক্রীর বিষয়ে যে আপত্তি করিতে পারিতেন এমত আপত্তিও করিতে পারিবেন। কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে আপীল শুনিবার অবধারিত দিনের অন্যূন সাত দিন পূর্ব্বে তিনি সেই আপত্তির নোটিস দাখিল করেন।

শুনিবার সময়ে স্বতন্ত্র আপীল উপস্থিত করণের ন্যায় ডিক্রীর বিষয়ে রিস্পাণ্ডেণ্টের আপত্তি করিতে পারিবার কথা।

সেই আপত্তির নোটিস মর্ম্মাত্মকপত্রের পাঠে লেখা যাইবে. এবং ৫৪১ ধারার বিধান আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের পাঠের ও মর্ম্মের বিষয়ে যত দূর বর্ত্তে, ঐ নোটিসেরও প্রতি তত দূর বর্ত্তিবে।

নোটিস লিখিবার পাঠ ও তৎপ্রতি যেং বিধান খাটে তাহার কথা।

৫৬২ ধারা। উভয় পক্ষের স্বত্ব নির্ণয় করণার্থে বৃত্তান্তের যে প্রমাণ গ্রহণ করা আপীল আদালতের বিবেচনায় অত্যাবশ্যক, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত, ঐ প্রমাণ যাহাতে পরিত্যক্ত হয়, প্রথমমন্ডলীয় এমত কোন বিষয় ধরিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকিলে, এবং প্রথমমন্ডলীয় সেই বিষয়ে যে ডিক্রী করিলেন তাহা আপীলক্রমে অন্যথা করা গেলে, আপীল আদালত উচিত বোধ করিলে আজ্ঞা করিয়া সেই আদালতে আপীলমতে করা ঐ আজ্ঞাপত্রের নকলের সঙ্গে মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠাইয়া, রেজেষ্টরী বহীর আসল নম্বরমতে ঐ মোকদ্দমা পুনরায় গ্রাহ্য করিয়া দোষগুণক্রমে মোকদ্দমার তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আপীল আদালতের মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

যে মোকদ্দমা তদ্রূপে ফিরাইয়া পাঠান যায় তন্মধ্যে যে বা যেং ইস্যু বিচার হইবে, আপীল আদালত উচিত বোধ করিলে ইহারও আদেশ করিতে পারিবেন।

৫৬৩ ধারা। উক্ত প্রকারের ত্যক্ত প্রমাণ লইবার আদেশ সহিত মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠান গেলে, যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠান যায় সেই আদালত, পূর্ব্বোক্তমতে গৃহীত প্রমাণ খণ্ডন করিবার যে প্রমাণ উপস্থিত করা যায় তদ্ভিন্ন, ঐ মোকদ্দমায় অন্য প্রমাণ লইবেন না।

যে স্থলে অন্য প্রমাণ লইবার বাধা হয় তাহার কথা।

৫৬৪ ধারা। ৫৬২ ধারার বিধানমতে না হইলে আপীল আদালত দ্বিতীয়বার নিষ্পত্তি করিবার জন্যে মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠাইবেন না।

ফিরাইয়া পাঠাইবার সীমার কথা।

৫৬৫ ধারা। কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে আপীল আদালতের নিষ্পত্তি করিতে পারিবার জন্যে তাহা প্রচুর হইলে, ঐ আপীল আদালত আবশ্যক হইলে পুনরায় ইস্যু নিরূপণ করিবেন, ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত যে হেতু ধরিয়া বিচার করেন আপীল আদালত সম্পূর্ণরূপে তদ্ভিন্ন অন্য হেতু ধরিয়া বিচার করিলেও সেই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে তাহা প্রচুর হইলে আপীল আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার কথা।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, আপীল আদালত যে স্থলে ইস্যু নিরূপণ করিয়া সেই আদালতের বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৫৬৬ ধারা। আপীল আদালত পোষকতানুসারে মোকদ্দমার ন্যায্যমতে নিষ্পত্তি করণার্থে যে ইস্যু কি বৃত্তান্ত ঘটিত যে কথা অত্যাবশ্যক জ্ঞান করেন, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত যদি উক্ত কোন ইস্যু ধার্য্য কি বিচার করিতে কিম্বা বৃত্তান্ত ঘটিত উক্ত কথা নির্ণয় করিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, ও কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে আপীল আদালতের সেই ইস্যু কি সেই কথা নির্ণয় করিতে পারিবার নিমিত্ত তাহা প্রচুর না হয়, তবে আপীল আদালত বিচার করণার্থে ইস্যু ধার্য্য করিয়া, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালতের বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ স্থলে আর যে প্রমাণের প্রয়োজন থাকে ঐ আদালতের প্রতি তাহা লইবার আজ্ঞা করিবেন।

ও ঐ আদালত সেই ইস্যুর বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন ও তদ্বিষয়ের প্রমাণের সহিত আপনার নির্ণয়পত্র আপীল আদালতে পাঠাইয়া দিবেন।

ঐ নির্ণয়পত্র ও প্রমাণ কাগজপত্রেরমধ্যে থাকিবার কথা।

নির্ণয়ের উপর আপত্তির কথা।

৫৬৭ ধারা। নির্ণয়পত্র ও প্রমাণপত্র মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে ও কোন পক্ষ আপীল আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ নির্ণয়ের উপর আপত্তির মর্ম্মাত্মকপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন।

আপীল নিষ্পত্তির কথা।

ঐ মর্ম্মাত্মকপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে পর আপীল আদালত আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

আপীল আদালতে অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার কথা।

৫৬৮ ধারা। আপীল আদালতে আপীলের কোন পক্ষের বাচনিক কি লিখিত অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার অধিকার নাই। কিন্তু

(ক) যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত যে প্রমাণ গ্রাহ্য করা উচিত তাহা যদি গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন, কিম্বা

(খ) আপীল আদালত বিচার জানাইতে পারিবার জন্যে কিম্বা অন্য বিশিষ্ট কারণে যদি কোন দলীল আনাইবার কিম্বা কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার আদেশ করেন,

তবে আপীল আদালত সেই প্রমাণ উপস্থিত করিবার কিম্বা সেই দলীল গ্রহণ করিবার কিম্বা সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

আপীল আদালত অন্য প্রমাণ গ্রাহ্য করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্যপত্রে সেই প্রমাণ গ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

অন্য প্রমাণ লইবার নিয়মের কথা।

৫৬৯ ধারা। অন্য প্রমাণ লইবার অনুমতি হইলে আপীল আদালত সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, অথবা যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালতের কিম্বা অধীন অন্য কোন আদালতের প্রতি ঐ প্রমাণ লইয়া আপীল আদালতে পাঠাইতে আদেশ করিতে পারিবেন।

বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

৫৭০ ধারা। যেং স্থলে অন্য প্রমাণ লইবার আদেশ বা অনুমতি দেওয়া যায়, সেইং স্থলে যেং বিষয়মাত্রের প্রমাণ লওয়া যাইবে আপীল আদালত তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যপত্রের মধ্যে সেইং নির্দ্দিষ্ট বিষয় লিপিবদ্ধ করিবেন।

আপীলের বিচার বিষয়ক বিধি।

যে সময়ে ও স্থানে বিচার প্রচার করা যাইবে তাহার কথা।

৫৭১ ধারা। আপীল আদালত উভয় পক্ষের কি তাঁহাদের উকীলের কথা শুনিলে পর, ও আপীলক্রমে কিম্বা যে আদালতের ডিক্রীর উপর ঐ আপীল করা যায় সেই আদালতে যে কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছে তাহার কোন অংশ দৃষ্টি করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাহা দৃষ্টি করিলে পর, হয় তৎকালেই, না হয় উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে অন্য দিনের নোটিস দিয়া সেই দিনে, মুক্তদ্বার আদালতে বিচার প্রচার করিবেন।

বিচার যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।

৫৭২ ধারা। বিচারপত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিতে হইবে। কিন্তু ইঙ্গরেজী ভাষা বিচারপতির মাতৃভাষা না হইলে ও ইঙ্গরেজী ভাষায় বোধগম্যরূপে বিচারপত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার মাতৃভাষায় কিম্বা আদালতের চলিত ভাষায় সেই বিচারপত্র লিখিতে হইবে।

বিচারপত্র অনুবাদ করিবার কথা।

৫৭৩ ধারা। বিচারপত্র আদালতের চলিত ভাষায় লেখা না গেলে ও কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে, ঐ বিচারপত্র সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইবে, ও সেই অনুবাদ ঠিক হইয়াছে ইহা নিশ্চয়মতে জানা গেলে পর, বিচারপতি কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারক সেই অনুবাদে স্বাক্ষর করিবেন।

বিচারপত্রের মর্ম্মের কথা।

৫৭৪ ধারা। আপীল আদালতের বিচারপত্রে এইং কথা ব্যক্ত থাকিবে,—

(ক) নির্ণয় করিবার নানা বিষয়,
(খ) তাহার উপর নিষ্পত্তি;
(গ) ঐ নিষ্পত্তির হেতু; ও
(ঘ) যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় তাহা অন্যথা বা পরিবর্ত্তন করা গিয়া থাকিলে, আপেলাণ্টের উপকার পাইবার স্বত্ববান হন তাহা;

তারিখে, ও স্বাক্ষরের কথা।

ও বিচারপতি, কিম্বা যেং বিচারপতি তাহাতে সম্মত হন তাঁহারা, বিচার প্রচার করিবার সময়ে তাহাতে তারিখ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

দুই বা তদধিক জন বিচারপতি আপীল শুনিলে নিষ্পত্তির কথা।

৫৭৫ ধারা। দুই কি তদধিক জন বিচারপতি একত্র বসিয়া আপীল শুনিলে, সেই বিচারপতিদের, কিম্বা অধিকাংশের একমত হইলে সেই অধিকাংশের মতানুসারে আপীল নিষ্পত্তি করা যাইবে।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করণের নিষ্পত্তিতে অধিকাংশ বিচারপতিরা সম্মত না হইলে, ঐ ডিক্রী স্থির থাকিবে।

কিন্তু দুইয়ের অধিক জন বিচারপতি লইয়া যে আদালত গঠিত সেই আদালতের দুই জন বিচারপতি একত্র বসিয়া আপীল শুনিলে, এবং আইনঘটিত কোন বিষয়ে ঐ দুই জনের মতের অনৈক্য হইলে, সেই আদালতের অন্য এক কি কএক জন বিচারপতির প্রতি ঐ আপীল অর্পণ করা যাইতে পারিবে, ও যে বিচারপতিরা প্রথমে আপীল শ্রবণ করেন তাঁহাদিগকেও লইয়া যত জন আপীল শুনিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির একমত হইলে তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি হইবে।

যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় তাহা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করণের নিষ্পত্তিতে অধিকাংশ বিচারপতিরা সম্মত না হইলে, ঐ ডিক্রী স্থির থাকিবে।

হাই কোর্ট এই ধারামতে আপীল অর্পণ করণের বিধান করণার্থ সময়েং এই আইন সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

অসম্মতি লিখিতে হইবার কথা।

৫৭৬ ধারা। একের অধিক জন বিচারপতি আপীল শুনিলে, আদালতের বিচার-বিষয়ে কোন বিচারপতির মতের অনৈক্য হইলে, তাঁহার বিবেচনায় আপীলের উপর যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হওয়া উচিত ছিল তাহা লিখিবেন ও সেই নিষ্পত্তির কারণও লিখিয়া জানাইতে পারিবেন।

বিচারপত্রে যেরূপ আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫৭৭ ধারা। আদালতের যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই ডিক্রী স্থির রাখিবার, কিম্বা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিবার বিচারপত্র হইতে পারিবে। অথবা আপীলক্রমে যে ডিক্রী হয় তাহা যে আকারে করা যাইবে কিম্বা আপীলে যে আজ্ঞা করা যাইবে, তদ্বিষয়ে আপীলের উভয়পক্ষ একবাক্য হইলে, আপীল আদালত তদনুসারে ডিক্রী কি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ভ্রম কি বেদাঁড়া প্রভৃতি দোষ গুণের কি বিচারাধিপত্যের বিঘ্ন না ঘটিলে ডিক্রী অন্যথা কি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা।

৫৭৮ ধারা। মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি কিম্বা যে কোন আজ্ঞা করা যায় তন্মধ্যে কি অন্য বিষয়ে ভ্রম কি ত্রুটি কি বেদাঁড়া হইলেও, যদি তদ্দ্বারা মোকদ্দমার দোষ গুণের কিম্বা আদালতের বিচারাধিপত্যের কোন ব্যতিক্রম না হয়, তবে তৎপ্রযুক্ত আপীলক্রমে ডিক্রী অন্যথা করা কিম্বা গুরুতররূপে পরিবর্ত্তন করা যাইবে না, ও ফিরাইয়া পাঠান যাইবে না।

আপীলে ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

ডিক্রীর তারিখের ও মর্ম্মের কথা।

৫৭৯ ধারা। বিচার যে দিনে প্রচার করা যায় আপীল আদালতের ডিক্রীতে সেই দিনের তারিখ দিতে হইবে।

ঐ ডিক্রীর মধ্যে আপীলের নম্বর ও আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র ও আপেলাণ্টের ও রিস্পাণ্ডেণ্টের নাম ও বর্ণনা লেখা থাকিবে, ও যে উপকার করা যায় কিম্বা আপীলের অন্য যেরূপ নির্ণয় হয় তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

আরো আপীলের যত টাকা খরচা লাগে তাহা এবং ঐ খরচা ও মোকদ্দমার খরচা যেং পক্ষের যেং অংশমতে দিতে হইবে তাহাও ডিক্রীতে ব্যক্ত থাকিবে।

যে বা যেং বিচারপতি ডিক্রী করেন তিনি বা তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া তারিখ লিখিবেন।

বিচারে কোন বিচারপতি অসম্মত হইলে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার অপ্রয়োজনের কথা।

কিন্তু একের অধিক জন বিচারপতি থাকিলে, ও তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইলে, আদালতের বিচারসম্বন্ধে যে বিচারপতির মতের অনৈক্য হয়, ডিক্রীতে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার প্রয়োজন নাই।

বিচারপত্রের ও ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষকে দিবার কথা।

৫৮০ ধারা। আদালতে উভয় পক্ষের প্রার্থনামতে ও তাঁহাদের খরচে, বিচারপত্রের ও ডিক্রীর সর্টিফিকেটযুক্ত নকল তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে ডিক্রীর সর্টিফিকেটযুক্ত নকল পাঠাইবার কথা।

৫৮১ ধারা। বিচারের ও ডিক্রীর নকল আপীল আদালতের, কিম্বা এই কার্য্যার্থে ঐ আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারকের সর্টিফিকেটযুক্ত হইয়া, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালতে পাঠান যাইবে, ও তাহা মোকদ্দমার মূল আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নথীর শামীল করা যাইবে, ও আপীল আদালতের বিচার দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবে।

আপীল আদালতের ক্ষমতা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ন্যায় হইবার কথা।

৫৮২ ধারা। পঞ্চম অধ্যায়মতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তদ্বিষয়ে এই আইনক্রমে মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রতি যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত ও কর্ত্তব্য তার অর্পিত হইয়াছে, এই অধ্যায়মত আপীলী মোকদ্দমায় আপীল আদালতের সেই সেই ক্ষমতা থাকিবে ও যতদূর সম্ভব সেইং সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে; এবং ২১ অধ্যায়ে যতদূর হইতে পারে আপীলের পক্ষদের মৃত্যু, বিবাহ বা ঋণশোধ করণের অক্ষমতাহেতুক যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহাতে "বাদী" "প্রতিবাদী" ও "মোকদ্দমা" শব্দে যথাক্রমে আপেলাণ্ট রিস্পাণ্ডেণ্ট, আপীল ও বুঝায় বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

পূর্ব্বলিখিত সকল বিধান এই অধ্যায়মত আপীলের প্রতি যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

আপীল আদালতের ডিক্রী জারী করিবার কথা।

৫৮৩ ধারা। এই অধ্যায়মত আপীলক্রমে যে ডিক্রী করা যায় তদনুসারে সম্পত্তি ফিরিয়া পাওন প্রভৃতিরূপ কোন হিত প্রাপণের অনুরোধে কোন পক্ষ সেই ডিক্রী জারী করাইতে চাহিলে, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা যায় সেই আদালতে প্রার্থনা করিবেন; ও পূর্ব্বভাগে মোকদ্দমার ডিক্রীজারী করিবার নির্দ্ধারিত বিধিমতে সেই আদালত আপীলমুখে করা ঐ ডিক্রীজারী করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

---

৪২ দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

আপীলী ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

হাই কোর্টে দ্বিতীয় আপীলের কথা।

৫৮৪ ধারা। এই আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, হাই কোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল হইয়া যে সকল ডিক্রী করা যায়, তাহার উপর নিম্নলিখিত কোন হেতুতে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে, যথা,

দ্বিতীয় আপীলের হেতুর কথা।

(ক) নিষ্পত্তি বিশেষ কোন আইনের কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারের বিপরীত হওয়া হেতু,

(খ) নিষ্পত্তিতে আইন কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারসম্পর্কীয় কোন গুরুতর ইস্যু নির্ণীত না হওয়া হেতু,

(গ) এই আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালীতে গুরুতর ভ্রম কিম্বা দোষ হওয়াপ্রযুক্ত দোষ গুণানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণে ভ্রম কি দোষ হওয়া সম্ভব হেতু।

অন্য হেতুতে দ্বিতীয় আপীল হইতে না পারিবার কথা।

৫৮৫ ধারা। ৫৮৪ ধারার উল্লিখিত হেতুভিন্ন কোন হেতুতে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না।

কোন২ মোকদ্দমায় দ্বিতীয় আপীল হইতে না পারিবার কথা।

৫৮৬ ধারা। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার ভাবাপন্ন মূল মোকদ্দমায় যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয় তাহার পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক না হইলে, সেই মোকদ্দমায় দ্বিতীয় আপীল নাই।

দ্বিতীয় আপীল বিষয়ক বিধান।

৫৮৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে আপীলের প্রতি ও ঐ আপীলক্রমে যে ডিক্রী করা যায় তাহা জারী করণের প্রতি ৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়ের বিধান যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

---

৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

যেং আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারে তাহার কথা।

৫৮৮ ধারা। এই আইনমত এইং আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে, তদ্রূপ অন্য আজ্ঞার উপর নয়—

(১) মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করণার্থ ২০ ধারামত আজ্ঞা।

(২) বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া কোন ব্যক্তির নাম উঠাইয়া দেওন বা সংযোগকরণ বিষয়ক ৩২ ধারামত আজ্ঞা।

(৩) কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার আদেশসূচক ৬৬ কি ৬৯ ধারামত আজ্ঞা।

(৪) নালিশের কোন হেতু সংযোগ করণার্থ ৪৪ ধারামত আজ্ঞা।

(৫) নালিশের কোন হেতু উঠাইয়া দেওনার্থ ৪৭ ধারামত আজ্ঞা।

(৬) সংশোধনার্থ কিম্বা উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করণার্থ আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবার আজ্ঞা।

(৭) এক ঋণ হইতে অন্য ঋণ বাদ দিবার কিম্বা বাদ দিতে অস্বীকার করিবার ১১১ ধারামত আজ্ঞা।

(৮) যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে, তদ্রূপ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করণার্থ ১০৩ ধারামত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের আজ্ঞা।

(৯) ১০৮ ধারামত প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণের বা কেবল একপক্ষ উপস্থিত থাকিতে যে ডিক্রী করা যায় তাহা অসিদ্ধ করণের আজ্ঞা।

(১০) ১১৩ ও ১২০, ১৭৭ ধারামত আজ্ঞা।

(১১) বর্ণনাপত্র কিম্বা ডিক্রীজারীর প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার কিম্বা সংশোধনার্থে ফিরাইয়া দিবার ৫৩ কি ২৪৫ ধারামত আজ্ঞা।

(১২) কোন দ্রব্য আটক করিয়া রাখিবার আদেশসূচক ১৪৩ ও ১৪৫ ধারামত আজ্ঞা।

(১৩) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণার্থ ১৬২ ধারামত আজ্ঞা।

(১৪) সম্পত্তি ক্রোক করণার্থ ১৬৮ ধারামত আজ্ঞা ও ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করণার্থ ১৭০ ধারামত আজ্ঞা।

(১৫) হস্তান্তরকরণপত্রের কি পৃষ্ঠলিপির পাণ্ডুলিপি লিখিবার আপত্তি বিষয়ক ২৬১ ধারামত আজ্ঞা।

(১৬) স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দৃঢ় করিবার কি অসিদ্ধ করিবার কি অসিদ্ধ করিতে অস্বীকার করিবার ২৯৩ ধারামত কি ৩১২ ধারার প্রথম পদমত কি ৩১৩ ধারামত আজ্ঞা।

(১৭) ঋণশোধ করণের অক্ষমতা স্থলে ৩৫০ কি ৩৫২ কি ৩৫৩ কি ৩৫৭ ধারামত আজ্ঞা।

(১৮) ৩৬৬ ধারার দ্বিতীয় পদমত কিম্বা ৩৬৭ কি ৩৬৮ ধারামত আজ্ঞা।

(১৯) মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ৩৭০ ধারামত প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণার্থ আজ্ঞা।

(২০) মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস হওয়া অসিদ্ধ করিবার অস্বীকারসূচক ৩৭১ ধারামত আজ্ঞা।

(২১) আপত্তি অগ্রাহ্য করণার্থ ৩৭২ ধারামত আজ্ঞা।

(২২) মোকদ্দমা নিমিত্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক আসন্ন বন্ধুর কি অভিভাবকের প্রতি খরচা দিবার আদেশ সূচক ৪৫৪ কি ৪৫৫ কি ৪৫৮ ধারামত আজ্ঞা।

(২৩) বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমায় ৪৭৩ ধারার (ক) কি (খ) কি (ঘ) প্রকরণমত কিম্বা ৪৭৫ কি ৪৭৬ ধারামত আজ্ঞা।

(২৪) ৪৭৯ কি ৪৮০ কি ৪৮৫ কি ৪৮৯ কি ৪৯৩ কি ৪৯৬ কি ৪৯৭ কি ৫০২ কি ৫০৩ ধারামত আজ্ঞা।

(২৫) সালিসীতে অর্পণ কার্য্য নিরস্ত করণার্থ ৫২৪ ধারামত আজ্ঞা।

(২৬) মীমাংসা পরিবর্ত্তনার্থ ৫২৮ ধারামত আজ্ঞা।

(২৭) ৫৫৮ ধারামতে আপীল পুনঃ গ্রাহ্য করিতে বা ৫৬০ ধারামতে পুনঃশ্রবণ করিতে অস্বীকার করণের আজ্ঞা।

(২৮) ৫৬২ ধারামতে মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠাইবার আজ্ঞা।

(২৯) এই আইনের কোন বিধানানুসারে অর্থদণ্ড ধার্য্য করণের কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে কারাবদ্ধন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করণের যে আজ্ঞা হয় তাহা।

এই ধারামত আপীলক্রমে যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবে।

যে আদালত আপীল শুনিবেন তাহার কথা।

৫৮৯ ধারা। ৫৮৮ ধারার (২২) ও (২৬) ও (২৭) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট আজ্ঞার উপর হাই কোর্টে আপীল হবে।

এই অধ্যায়ক্রমে অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল করিবার অনুমতি থাকিলে, ঐ আজ্ঞা যে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় হয় সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে, কিম্বা হাই কোর্ট ভিন্ন কোন আদালত আপীলী মোকদ্দমার বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিয়া ঐ আজ্ঞা করিলে, হাই কোর্টে ঐ আপীল হইতে পারিবে।

আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৯০ ধারা। এই আইনমত আজ্ঞার উপর, কিম্বা বিশেষ কি স্থানীয় কোন আইনে অন্যরূপ কার্য্য প্রণালীর বিধান না থাকিলে সেইং আইনমত আজ্ঞার উপর যে আপীল হয়, তাহার প্রতি ৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

আজ্ঞার উপর অন্য কোনরূপ আপীল হইতে না পারিবার বিষয় আপীলের মর্ম্মাত্মক লিপিতে ভ্রম প্রকাশ করা যাইতে পারিবার কথা।

৫৯১ ধারা। এই অধ্যায়ে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, কোন আদালত আদৌ উপস্থিত বা আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে না। কিন্তু কোন ডিক্রীর উপর আপীল করা গেলে, উক্তরূপ কোন আজ্ঞার অন্তর্গত যে ভ্রম কি দোষ কি বেদাঁড়ার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিঘ্ন ঘটায়, আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রে তাহাও আপত্তির এক হেতু বলিয়া ব্যক্ত হইতে পারিবে।

---

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাপরদের আপীলবিষয়ক বিধি।

পাপ স্বরূপ যাঁহারা আপীল করিতে পারিবেন তাঁহাদের কথা।

৫৯২ ধারা। এই কিম্বা অন্য কোন আইনমতে কোন ব্যক্তির আপীল করিবার অধিকার থাকিলেও, তিনি আপীলের দরখাস্তের প্রয়োজনমত ফী দিতে অক্ষম হইলে, আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের সহিত প্রার্থনাপত্র অর্পণ করিয়া, ২৬ ও ৪৭ ও ৩২ ও ৩৩ অধ্যায়ের বিধান যতদূর খাটিতে পারে ততদূর সেই বিধান মানিয়া, পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতি পাইতে পারিবেন।

আপীল গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কিন্তু আদালত প্রার্থনাপত্র, এবং যে বিচারের ও ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা পাঠ করিলে পর, সেই ডিক্রী আইনের বিপরীত কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন আচারের বিপরীত, কিম্বা প্রকারান্তরে ভ্রমাত্মক কি অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ না দেখিলে, সেই প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবেন।

দীনতার অনুসন্ধান লওন বিষয়ক কথা।

৫৯৩ ধারা। হয় আপীল আদালত, না হয় যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল করা যায়, আপীল আদালতের আদেশানুসারে সেই আদালত প্রার্থকের দৈন্য দশার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় প্রার্থক যদি সেই আদালতে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা কি আপীল করিতে অনুমতি পাইয়া থাকেন, তবে আপীল আদালত তাঁহার দীনতার বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার বিশেষ কারণ না জানিলে, তদ্বিষয়ে আর অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক হইবে না।

---

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল বিষয়ক বিধি।

"ডিক্রী" শব্দের অর্থ নির্ণয়ের কথা।

৫৯৪ ধারা। এই অধ্যায়ে বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে, "ডিক্রী" শব্দের মধ্যে বিচার ও আজ্ঞা ও ধরিতে হইবে।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যেং স্থলে আপীল হইতে পারিবে তাহার কথা।

৫৯৫ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সময়েং ব্রিটিষ ভারতবর্ষের নানা আদালত হইতে আপীল বিষয়ক যেং বিধি প্রণয়ন করেন সেইং বিধি ও নিম্নলিখিত বিধান মানিয়া

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট এইং ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবে,

(ক) হাই কোর্ট কিম্বা শেষ আপীল বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য আদালত আপীলক্রমে শেষ যে ডিক্রী করেন তাহার উপর,

(খ) হাই কোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া যে শেষ ডিক্রী করেন তাহার উপর, ও

(গ) নিম্নলিখিত বিধানমতে কোন মোকদ্দমা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হইবার উপযুক্ত বলিয়া সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, কোন ডিক্রীর উপর।

বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যের কথা।

৫৯৬ ধারা। ৫৯৫ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত প্রত্যেক স্থলে,

মোকদ্দমা প্রথম যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতে বিবাদীয় বিষয় বা তাহার মূল্য দশ সহস্র টাকা কি তাহার অধিক হওয়া আবশ্যক, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যে আপীল করা যায় তন্মধ্যে বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য ততই কি তাহার অধিক হওয়া আবশ্যক।

কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে তত টাকার কিম্বা তত মূল্যের সম্পত্তির কি তৎসম্পর্কে কোন দাওয়া কি বিবাদ থাকা আবশ্যক,

ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালত অব্যবহিত নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্থির করিয়া যে ডিক্রী করেন তাহার উপর ঐ আপীল হইলে আপীলী মোকদ্দমার মধ্যে আইনঘটিত কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকা আবশ্যক।

কোনং আপীল হওয়ার বাধার কথা।

৫৯৭ ধারা। ৫৯৫ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও,

মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ক্রমে স্থাপিত হাই কোর্টের এক জন জজের, কিম্বা ডিবিজন কোর্টের এক জন জজের, কিম্বা জজদের মধ্যে যত জনের এক মত হয় তত জনের বিপক্ষ মত থাকিলে ও তাঁহারা হাই কোর্টের তৎকালীন সমুদয় জজের অধিকাংশ না হইলে ঐ হাই কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের, কিম্বা ঐ হাই কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজ লইয়া যে ডিবিজন কোর্ট হয় সেই কোর্টের, নিষ্পত্তির উপর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হইতে পারিবে না।

ও ৫৮৬ ধারামতে যে ডিক্রী চূড়ান্ত হয় তাহার উপর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল নাই।

যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় সেই আদালতের নিকট প্রার্থনার কথা।

৫৯৮ ধারা। কোন ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল করিতে চাহিলে, যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় সেই আদালতে তাঁহার প্রার্থনা করিতে হইবে।

যে সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৯৯ ধারা। সচরাচর ঐ ডিক্রীর তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐ প্রার্থনা করিতে হইবে।

কিন্তু আদালত বন্ধ থাকিবার কোন দিনে ঐ মিয়াদ ফুরাইলে, যে দিনে পুনরায় খোলা যায় সেই দিনে প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে।

মূল্যের কি যোগ্যতার সর্টিফিকেটের কথা।

৬০০ ধারা। ৫৯৮ ধারামত প্রত্যেক দরখাস্তে আপীলের হেতু লিখিতে হইবে, এবং যত টাকার কি যে মূল্যের সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় তাহা ও মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে মোকদ্দমা ৫৯৬ ধারার বিধান অনুযায়ী, কিম্বা কারণান্তরে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হওয়ার যোগ্য, এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট প্রার্থনা করিতে হইবে।

আদালত ঐ দরখাস্ত পাইলে, ঐ সর্টিফিকেট না দেওনের কারণ দর্শাইবার জন্যে বিপক্ষ পক্ষের নামে নোটিস জারী করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

সর্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করণের ফলের কথা।

৬০১ ধারা। সেই সর্টিফিকেট দিতে অস্বীকার হইলে দরখাস্ত ডিসমিস হইবে।

পরন্তু যে ডিক্রীর উপর নালিশ হয় তাহা যদি হাই কোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের শেষ ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ আদালত যে হাই কোর্টের অধীন হয় ঐ সর্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করণের আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই হাই কোর্টে ঐ আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে।

সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে জামিনের ও টাকা আমানতের কথা।

৬০২ ধারা। সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, যে ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় তাহার তারিখ অবধি ছয়মাস কিম্বা সর্টিফিকেট দেওনের তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ ইহার মধ্যে যেটি শেষে পড়ে, প্রার্থক সেই সময়ের মধ্যে

(ক) রিস্পাণ্ডেণ্টের খরচার জামিন দিবেন, ও

(খ) নিম্নলিখিত কএকখানি পত্রছাড়া মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র অনুবাদ করিবার ও তাহার পরিশুদ্ধ প্রতিলিপি ও সূচীপত্র করিয়া ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিবার যত টাকা খরচ লাগে তাহা আমানৎ করিবেন,—বর্জিত পত্র এইং,

(১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে আজ্ঞা যৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে কেবল দাড়ামত যে দলীল ত্যাগ করিবার আদেশ থাকে তাহা।

(২) উভয় পক্ষ একবাক্য হইয়া যেং পত্রাদি ত্যাগ করেন তাহা।

(৩) এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক যেং হিসাব কি হিসাবের যেং অংশ অনাবশ্যক জ্ঞান করেন ও উভয় পক্ষ যাহা ধরিবার জন্যে বিশেষমতে প্রার্থনা করেন নাই তাহা।

(৪) হাই কোর্ট অন্য যেং দলীল ত্যাগ করিবার আদেশ করেন তাহা।

আরো প্রার্থক পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্রভিন্ন অন্য সকল কাগজপত্রের নকল ভারতবর্ষে ছাপাইতে ইচ্ছা করিলে, ঐ সকল ছাপাইবার জন্যে যত টাকা খরচ লাগে তিনি এই ধারার প্রথম প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই টাকাও গচ্ছিত করিবেন।

আপীল গ্রাহ্য হওনের ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬০৩ ধারা। আদালতের হুকুমমতে উক্ত জামিন সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে ও টাকা গচ্ছিত করা গেলে, আদালত

(ক) আপীল গ্রাহ্য হইল বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন, ও

(খ) রিস্পাণ্ডেণ্টকে তাহার নোটিস দিতে পারিবেন, তৎপরে

(গ) পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্রছাড়া অন্য সকল কাগজপত্রের পরিশুদ্ধ প্রতিলিপি আদালতের মোহরে অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিবেন, ও

(ঘ) কোন পক্ষ মোকদ্দমার অন্তর্গত কোন কাগজপত্রের এক কি কএকখানি প্রামাণিক প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে ও তাহা প্রস্তুত করিবার যুক্তিমত খরচ দিলে, তাঁহাকে দিবেন।

জামিন গ্রাহ্য হওয়া নিরাকরণ করিবার কথা।

৬০৪ ধারা। আপীল গ্রাহ্য হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে, কারণ দর্শান গেলে, আদালত উক্ত কোন জামিন গ্রাহ্য হওয়া নিরাকরণ করিয়া তদ্বিষয়ের অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অন্য জামিন কি টাকা দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৬০৫ ধারা। আপীল গ্রাহ্য হওয়ার পর ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্র ভিন্ন অন্য কাগজপত্রের প্রতিলিপি প্রেরণের পূর্ব্বে কোন সময়ে, উক্ত জামিন প্রচুর নয় বলিয়া বোধ হইলে,

কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্রভিন্ন অন্য কাগজপত্র অনুবাদ করিবার ও তাহার প্রতিলিপি করিবার ও ছাপাইবার ও সূচীপত্র করিবার ও তাহা প্রেরণ করিবার জন্যে আর টাকা প্রয়োজন হইলে,

আদালত আপেলাণ্টের প্রতি ঐ আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য ও প্রচুর জামিন দিবার, কিম্বা সেই সময়ের মধ্যে আদেশমত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৬০৬ ধারা। আপেলাণ্ট সেই আজ্ঞামতে কার্য্য না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করা যাইবে,

আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিবার ফলের কথা।

ও এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা না হইলে আপীলী কার্য্য চলিবে না,

ইতিমধ্যে যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল সেই ডিক্রীজারী স্থগিত করা যাইবে না।

আমানতের উদ্বর্ত্ত টাকা ফিরাইয়া দিবার কথা।

৬০৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্রভিন্ন অন্য কাগজপত্রের প্রতিলিপি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করা গেলে পর, আপেলাণ্ট ৬০২ ধারামতে যে টাকা আমানৎ করেন তাহার মধ্যে কিছু উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

আপীল উপস্থিত থাকিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৬০৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন আপীল গ্রাহ্য হইলেও, যে আদালত আপীল গ্রাহ্য করিলেন সেই আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল তাহা নিয়ম ব্যতিরেকে প্রবল করা যাইবে।

কিন্তু মোকদ্দমায় স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন কারণ দেখাইলে, কিম্বা আদালত কোন কারণ জানিয়া উচিত বোধ করিলে,

(ক) বিবাদীর কোন অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ আটক রাখিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপীল মুখে যে আজ্ঞা করেন, আদালত সেই আজ্ঞা যথোচিতরূপে সাধন হইবার যে জামিন বিহিত বোধ করেন রিস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে এমত জামিন লইয়া, যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় তাহা প্রবল হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন, কিম্বা

(গ) যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল তদনুসারে, কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপীল মুখে যে আজ্ঞা করেন আদালত সেই আজ্ঞানুসারে, যথোচিতরূপে কার্য্যসাধন হইবার যে জামিন বিহিত বোধ করেন আপেলাণ্টের স্থানে সেই জামিন লইয়া, যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন, কিম্বা

(ঘ) আদালতের সাহায্যপ্রার্থক কোন পক্ষের প্রতি যে২ নিয়ম বর্ত্তান উচিত বোধ করেন তাহা বর্ত্তাইতে পারিবেন কিম্বা যে বিষয় লইয়া আপীল হয় তদ্বিষয়ের অন্য যে আদেশ করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

জামিন প্রচুর নয় দেখা গেলে তাহা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৬০৯ ধারা। কোন পক্ষ যে জামিন দিলেন, আপীল উপস্থিত থাকিবার কোন সময়ে সেই জামিন প্রচুর নয় বোধ হইলে আদালত অন্য পক্ষের প্রার্থনামতে অন্য জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যদি আদালতের আদেশানুসারে ঐ অধিক জামিন দেওয়া না যায়, তবে প্রথমোক্ত জামিন আপেলাণ্টের দ্বারা দেওয়া গিয়া থাকিলে, যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, আদালত রিস্পাণ্ডেণ্টের প্রার্থনাক্রমে আপেলাণ্টের সেই জামিন না দেওনের ন্যায় সেই ডিক্রীজারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ও প্রথমোক্ত জামিন রিস্পাণ্ডেণ্টের দ্বারা দেওয়া গেলে, আদালত যতদূর পারেন ডিক্রীজারীর অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, যে জামিন অপ্রচুর বলিয়া দৃষ্ট হইল তাহা দেওন সময়ে উভয় পক্ষের যে২ অবস্থা ছিল তাঁহাদিগকে পুনরায় সেই২ অবস্থায় রাখিবেন, কিম্বা আপীলের বিষয়সম্পর্কে যে আদেশ উচিত বোধ করেন করিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬১০ ধারা। কোন ব্যক্তি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল কি জারী করাইতে চাহিলে, যে আদালত হইতে শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল করা যায় তিনি সেই আদালতে দরখাস্ত দিবেন, ও আপীলক্রমে যে ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায় ও যাহা প্রবল কি জারী করাইতে চেষ্টা করেন, দরখাস্তের সঙ্গে সেই ডিক্রীর কি আজ্ঞার সর্টিফিকেটযুক্ত নকলও দিবেন।

ঐ আদালত, প্রথম যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই ডিক্রীকারী আদালতে, অথবা শ্রীশ্রীমতীর আজ্ঞাপত্রে অন্য আদালতে পাঠাইবার আদেশ থাকিলে সেই আদালতে, শ্রীশ্রীমতীর ঐ আজ্ঞা প্রেরণ করিবেন ও কোন এক পক্ষের প্রার্থনামতে ঐ আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করাইবার প্রয়োজনমত উপদেশ দিবেন; ও ঐ আজ্ঞা উক্ত প্রকারে যে আদালতে প্রেরণ

করা যায়, সেই আদালত ঐ উপদেশ মানিয়া, আপনার মূল ডিক্রীজারী করিবার নিয়মমতে, ও তৎপ্রতি যে২ বিধি খাটে তদনুসারে, সেই আজ্ঞাও প্রবল কি সাধন করাইবেন।

উক্ত আজ্ঞাক্রমে ভারতবর্ষে টাকা দিতে হইলে ও ব্রিটনদেশের চলিত মুদ্রার নাম উল্লেখ করিয়া তাহা ব্যক্ত থাকিলে, রাজকীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে অর্থসম্পর্কীয় ব্যাপার নিষ্পত্তি করণ কার্য্যে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অর্থকোষের লার্ড কমিশ্যনর সাহেবদের সম্মতিক্রমে যৎকালে মুদ্রাবিনিময়ের যে নিয়ম ধার্য্য করেন, উক্ত টাকা সেই নিয়মানুসারে দেওয়া যাইবে।

ডিক্রীজারী করণ সম্পর্কীয় আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৬১১ ধারা। যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করান, সেই আদালত আপনার ডিক্রী প্রবল কি সাধন সম্পর্কীয় কোন আজ্ঞা করিলে তাহার উপর যে প্রকারে ও যে২ বিধিমতে আপীল হইতে পারে, শ্রীশ্রীমতীর ঐ আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করণ সম্পর্কীয় কোন আজ্ঞা করিলে তাহার উপর সেই প্রকারে ও সেই২ বিধিমতে আপীল হইতে পারিবে।

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬১২ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে২ নিম্নলিখিত কার্য্যের বিধান করণার্থে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন, যথা,

(ক) ৬০০ ধারামতে নোটিস জারী করিবার বিধান।

(খ) হাই কোর্টের অধীন যে আদালতের শেষ আপীল সংক্রান্ত বিচারাধিপত্য থাকে, ৬০১ ও ৬০২ ধারামতে সেই আদালতের সর্টিফিকেট দেওন কি দিতে অস্বীকার করণ বিষয়ক বিধান।

(গ) ৬০২ ও ৬০৫ ও ৬০৯ ধারামতে যত টাকার ও যে প্রকারের জামিন দিতে হইবে তাহার বিধান।

(ঘ) ঐ জামিনের পরীক্ষা লওনের বিধান।

(ঙ) কাগজপত্র নকল করিবার খরচের অনুমান করণের বিধান।

(চ) ঐ নকল প্রস্তুত ও পরীক্ষা করণের ও তাহাতে সর্টিফিকেট লিখনের বিধান।

(ছ) অনুবাদ পুনরালোচন ও প্রামাণিক করণের বিধান।

(জ) কাগজপত্রের প্রতিলিপির সূচীপত্র, ও তন্মধ্যে যে২ পত্র ধরা যায় নাই তাহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করণের বিধান।

(ঝ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল সংক্রান্ত যে খরচ লাগে তাহা আদায় করিবার বিধান।

ও এই অধ্যায়ের বিধি প্রবল করণসংক্রান্ত অন্যা২ বিষয়ের বিধান।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

উক্ত সকল বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং প্রকাশ করা গেলে হাই কোর্টে ও উাহার অধীন শেষ আপীলের বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট আদালতে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

এক্ষণে যে বিধি আছে তাহা আইনসিদ্ধ করিবার কথা।

৬১৩ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল সম্বন্ধীয় যে সকল বিধি ইতিপূর্ব্বে কোন হাই কোর্ট কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়া এই আইন প্রচলিত হওনের প্রাক্কালে বলবৎ ছিল, তাহা এই আইনের সঙ্গে যত দূর সঙ্গত হয়, তত দূর এই আইনমতে প্রণীত ও প্রকাশিত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবের কথা।

৬১৪ ধারা। ৫৯৫ ও ৬১২ ধারার "হাই কোর্ট" শব্দের মধ্যে রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবও গণ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার প্রতি আপনার আদালত ভিন্ন অন্য আদালতের মাননীয় বিধি করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল না।

বঙ্গীয় ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণের অর্থের কথা।

৬১৫ ধারা। ১৮২৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণে যে২ বিধির ও নিষেধের উল্লেখ আছে, তাহা এই আইনমতে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের নিষ্পত্তির উপর আপীলের প্রতি বর্ত্তনীয় বিধি ও নিষেধ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

শ্রীশ্রী মতীর ইচ্ছা রক্ষার কথা।

৬১৬ ধারা। (ক) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর স্বেচ্ছামতে আপীল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণের কি অন্য কোন আজ্ঞা করণের যে সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ ক্ষমতা আছে তাহার যে বাধকতা হইল, কিম্বা

ও জুডিশ্যাল কমিটীর সম্মুখে কার্য্য চলনের বিধি রক্ষার কথা।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল উপস্থিত করণ বিষয়ে কিম্বা প্রিবিকৌন্সিলের জুডিশ্যাল কমিটীর সম্মুখে আপীলী মোকদ্দমা চালাইবার বিষয়ে ঐ জুডিশ্যাল কমিটীর প্রণীত যে বিধি যে সময়ে প্রচলিত থাকে তৎপ্রতি যে হস্তক্ষেপ করা গেল,

এই আইনের কোন কথার এমত ভাব বুঝিতে হইবে না।

আরও অপরাধের কিম্বা অ্যাডমিরলটীর কি বৈসআডমিরলটীর (অর্থাৎ সমুদ্রপথে কৃত কোন অপরাধের) বিচারাধিপত্যের প্রতি কিম্বা প্রাইজ কোর্টের আজ্ঞার ও ডিক্রীর উপর আপীলের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তে না।

সপ্তম ভাগ।

---

৪৬ ষটচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্ন করণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

৬১৭ ধারা। যে মোকদ্দমায় কি আপীলে ডিক্রী চূড়ান্ত হয় তাহা শ্রবণের পূর্ব্বে কি শ্রবণ সময়ে, কিম্বা উক্ত কোন ডিক্রীজারী করণ সময়ে আইন ঘটিত কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারঘটিত কোন প্রশ্ন, কিম্বা যে দলীলের অর্থানুসারে মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্পর্কীয় ফল দর্শে সেই দলীলের অর্থঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, ও যে আদালত মোকদ্দমার কি আপীলের বিচার বা ডিক্রীজারী করিতেছেন সেই আদালতের তদ্বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকিলে, ঐ আদালত আপনার প্রবৃত্তিক্রমে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে ঐ মোকদ্দমার বৃত্তান্তের ও সন্দিগ্ধ বিষয়ের বর্ণনাপত্র লিখিয়া ঐ বিষয়ে আপনার মতসহিত ঐ বর্ণনাপত্র হাই কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টে প্রশ্ন করণ বিষয়ক কথা।

৬১৮ ধারা। আদালত মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত করিতে, কিম্বা হাই কোর্টে প্রশ্ন উপস্থিত করা গেলেও কার্য্য চালাইতে পারিবেন, ও জিজ্ঞাসিত বিষয়ে হাই কোর্টের যে মত হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া ডিক্রী বা আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের মতের অপেক্ষায় আদালতের ডিক্রী করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু হাই কোর্টে প্রশ্ন উপস্থিত করা গেলে, তদ্বিষয়ে ঐ কোর্টের বিচারের নকল না প্রাপণ পর্য্যন্ত কোন স্থলেই ডিক্রীজারী কি সম্পত্তি বিক্রয় কি ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে হইবে না।

৬১৯ ধারা। যে মোকদ্দমা সম্পর্কে ঐ প্রশ্ন করা যায়, হাই কোর্ট তাহার উভয় পক্ষের কি তাঁহাদের উকীলদের কথা শ্রবণ করিয়া, উক্ত অর্পিত বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন ও আপনার বিচারপত্রের প্রতিলিপিতে রেজিষ্ট্রার স্বাক্ষর করিলে, যে আদালত হইতে প্রশ্ন অর্পণ করা যায় ঐ প্রতিলিপি সেই আদালতে পাঠাইবেন, তাহা পাইলে সেই আদালত হাই কোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

হাই কোর্টের বিচারপত্র পাঠাইবার ও তদনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৬২০ ধারা। হাই কোর্টের মত জানিবার জন্যে প্রশ্ন উপস্থিত করাতে খরচ লাগিলে, তাহা মোকদ্দমার খরচা বলিয়া ধরা যাইবে।

হাই কোর্টে অর্পণ করিবার খরচের কথা।

৬২১ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন বিষয় হাই কোর্টে অর্পণ করা গেলে, হাই কোর্ট সেই বিষয় সংশোধন করিবার জন্যে ফিরাইয়া পাঠাইতে পারিবেন, ও যে মোকদ্দমায় ঐ প্রশ্ন উত্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় যে আদালত প্রশ্ন অর্পণ করেন, সেই আদালত যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলেন হাই কোর্ট তাহা পরিবর্ত্তন কি রহিত কি অসিদ্ধ করিয়া, তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

যে আদালত প্রশ্ন করেন তাহার ডিক্রী পরিবর্ত্তনাদি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬২২ ধারা। কোন আদালত যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন, সেই নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে আপীল হইতে না পারিলেও, সেই আদালত আইনমতে আপনার প্রতি অর্পিত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তদ্রূপ অর্পিত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন কিম্বা স্বীয় ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া অবৈধমতে কি গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্য্য করিয়াছেন দৃষ্ট হইলে, হাই কোর্ট সেই মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইয়া, মোকদ্দমায় যে আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে না সেই মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

অষ্টম ভাগ।

---

৪৭ সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিচারের সমালোচন বিষয়ক বিধি।

৬২৩ ধারা। (ক) যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর এতৎক্রমে আপীল হইবার অনুমতি থাকিলেও আপীল উপস্থিত করা যায় নাই, তদ্দ্বারা, কিম্বা

বিচারের সমালোচন হইবার প্রার্থনার কথা।

(খ) যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর এতৎক্রমে আপীল করিবার অনুমতি নাই তদ্দ্বারা, কিম্বা

(গ) ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত হইতে প্রশ্ন অর্পিত হইয়া যে বিচার করা যায় তদ্দ্বারা, কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করিলে,

ও ঐ ডিক্রী করণ কিম্বা ঐ আজ্ঞা করণ সময়ে উপযুক্তরূপে যত্ন করিলেও যে বিষয়ের কি প্রমাণের কথা জ্ঞাত ছিলেন না, কিম্বা যাহা উপস্থিত করিতে পারিতেন না, এমত নূতন ও গুরুতর বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়াতে, কিম্বা কাগজপত্রের মুখেই যে ভুল কি ভ্রম দৃষ্ট হয় তৎপ্রযুক্ত, কিম্বা বিশিষ্ট অন্য কোন কারণে, তিনি আপনার বিপক্ষ ডিক্রীর কি আজ্ঞার সমালোচন হওয়ার ইচ্ছুক হইলে,

যে আদালত ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা করেন সেই আদালতে, কিম্বা উক্ত আদালতের কার্য্য অন্য আদালতে অর্পণ করা গিয়া থাকিলে সেই আদালতে বিচারের সমালোচন হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমাসংক্রান্ত কোন ব্যক্তি ডিক্রীর উপর আপীল না করিলে, অন্য ব্যক্তির আপীল উপস্থিত থাকিতেও তিনি ঐ বিচারের সমালোচন প্রার্থনা করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রার্থক ও আপেলাণ্ট এই উভয়ের পক্ষে আপীলের হেতু সাধারণ হইলে, কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্ট হওয়াতে যে বিষয়ের সমালোচন প্রার্থনা করেন তাহা আপীল আদালতে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলে, ঐ সমালোচন প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

যাঁহার নিকট সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা হইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা।

৬২৪ ধারা। যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত নূতন ও গুরুতর বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যায়, কিম্বা ডিক্রীর মুখেই একাদিক্র কোন ভ্রম স্পষ্ট থাকে এমত স্থলভিন্ন, তাই কোর্টের বিচার ছাড়া অন্য বিচারের সমালোচন প্রার্থনা হইলে, যে বিচারপতি বিচার প্রচার কারন তদ্ভিন্ন কোন বিচারপতির নিকট সেই প্রার্থনা হইতে পারিবে না।

সমালোচন হওয়ার প্রার্থনাপত্র লিখিবার পাঠের কথা।

৬২৫ ধারা। আপীল করিবার পাঠের যে বিধি পূর্ব্বভাগে লেখা গেল প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিলে সেই বিধি সমালোচনের প্রার্থনাপত্রেরও প্রতি খাটে।

প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণবিষয়ক কথা।

৬২৬ ধারা। সমালোচন করিবার প্রচুর কারণ নাই আদালত ইহা দেখিতে পাইলে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন।

প্রার্থনা গ্রাহ্য করণ বিষয়ক কথা।

সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত, আদালতের এই মত হইলে, তাহার অনুমতি দিবেন, ও বিচারপতি স্বহস্তে সেই মতের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

উপবিধি।

পরন্তু (ক) যে ডিক্রীর সমালোচন প্রার্থনা করা যায়, বিপক্ষ পক্ষ যেন উপস্থিত হইয়া সেই ডিক্রীর প্রতিপোষক কথা শুনাইতে পারেন এই নিমিত্ত তাঁহাকে নোটিস দেওয়া না গেলে তদ্রূপ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না; এবং

(খ) প্রার্থক নিজ কথনমতে যাহা জানিতেন না কিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞা হওন সময়ে যাহা উপস্থিত করিতে পারিতেন না এমত নূতন বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়া প্রযুক্ত সমালোচনের প্রার্থনা হইলে, তাঁহার সেই উক্তির অতি দৃঢ় প্রমাণ না হইলে ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না।

আদালতে দুই কি তদধিক জন জজ থাকিলে সমালোচনের প্রার্থনাপত্রের কথা।

৬২৭ ধারা। যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার সমালোচনের প্রার্থনা করা যায় তাহা যে বা যেহ বিচারপতি করিলেন, তিনি কি তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ঐ সমালোচনের প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করণ সময়ে ঐ আদালতে নিযুক্ত থাকিলে, ও প্রার্থনা হওযার অব্যবহিত পর ছয় মাস পর্য্যন্ত অনুপস্থান হেতুক কি অন্য কারণে ঐ প্রার্থনার উল্লিখিত ডিক্রী কি আজ্ঞা বিবেচনা করিতে তাঁহার কি তাঁহাদের বাধা না থাকিলে, ঐ বিচারপতি কি বিচারপতিগণ কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ঐ প্রার্থনা শুনিবেন, ও ঐ আদালতের অন্য বিচারপতি কি বিচারপতিরা ঐ প্রার্থনা শুনিবেন না।

প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৬২৮ ধারা। একের অধিক জন বিচারপতি সমালোচনের প্রার্থনা শ্রবণ করিলে, ও তাঁহাদের যত জনের একমত হয় তত জনের বিপরীত মত হইলে, প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে।

অধিকাংশ ব্যক্তির একমত হইলে অধিকাংশের সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি হইবে।

অগ্রাহ্য করণের আজ্ঞা চূড়ান্ত হওয়ার কথা।

গ্রাহ্য হইতে আপত্তির কথা।

৬২৯ ধারা। আদালত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু গ্রাহ্য হইলে, নিম্নলিখিত কোন হেতুতে সেই গ্রাহ্য হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করা যাইতে পারিবে,—

(ক) ঐ গ্রাহ্য করণের আজ্ঞা ৬২৪ ধারার বিধানের বিরুদ্ধ, কিম্বা

(খ) ৬২৬ ধারার বিধানের বিরুদ্ধ, কিম্বা

(গ) প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলে পর ও বিশিষ্ট কারণ না থাকিতেও উহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

ঐ প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য করণের আজ্ঞার উপর ঐ আপত্তি তৎক্ষণাৎ আপীলক্রমে করা যাইতে পারিবে, কিম্বা মোকদ্দমার শেষ ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর কোন আপীল হইলে ঐ আপত্তি করা যাইতে পারিবে।

প্রার্থকের উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে, তিনি সেই অগ্রাহ্য হওয়া প্রার্থনাপত্র পুনরায় নথীর শামিল করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও সেই প্রার্থনাপত্র শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব করা যায়, প্রার্থক বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই আদালতের সন্তোষমতে ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ প্রার্থনাপত্র পুনরায় নথীর শামিল করিতে আজ্ঞা করিয়া, তাহা শুনিবার দিন ধার্য্য করিবেন।

প্রার্থক বিপক্ষপক্ষকে শেষোক্ত প্রার্থনা হওয়ার নোটিস লিখিয়া না দিলে এই ধারামত কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

সমালোচন করিয়া, কিম্বা সমালোচনের প্রার্থনাক্রমে, যে আজ্ঞা করা যায় সেই আজ্ঞার সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে রেজিষ্টরী করিবার ও পুনঃ শ্রবণের আজ্ঞার কথা।

৬৩০ ধারা। সমালোচনের প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে রেজিষ্টরী বহীতে সেই কথা সংক্ষেপে লেখা যাইবে, ও আদালত তৎকালেই মোকদ্দমা পুনঃ শ্রবণ করিতে, কিম্বা পুনঃশ্রবণের বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

নবম ভাগ.

---

৪৮ অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

চার্টর প্রাপ্ত হাই কোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি।

কেবল কোনং হাই কোর্টের প্রতি এই অধ্যায় খাটিবার কথা।

৬৩১ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে হাই কোর্ট স্থাপন করণার্থ আইন নামক মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যেং হাই কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে বা পশ্চাৎ হইবে, এই অধ্যায় কেবল সেই হাই কোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

হাই কোর্টের প্রতি এই আইন খাটিবার কথা।

৬৩২ ধারা। এই অধ্যায়ে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, এই আইনের বিধান পূর্ব্বোক্ত হাই কোর্টের প্রতি খাটিবে।

স্বীয় বিধিমতে হাই কোর্টের বিচার লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

৬৩৩ ধারা। হাই কোর্ট সময়েং কোন বিধি করিয়া যেরূপে আদেশ করেন সেই-রূপে প্রামণ লইবেন ও বিচার ও আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

খরচা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিবার ও পশ্চাৎ খরচ সম্পর্কে জারী করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৩৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে হাই কোর্টের সাধা-রণ ক্ষমতাক্রমে যে ডিক্রী করা যায়, সেই মোকদ্দমায় যত খরচা লাগে টাক্স করণের দ্বারা ইহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে সেই ডিক্রী প্রবল করা উচিত, হাই কোর্ট এমত বোধ করিলে, ডিক্রীর যে অংশে খরচ সম্পর্কীয় কথা আছে তদ্ভিন্ন ঐ ডিক্রীর অন্য অংশ অগৌণেই জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন,

ও ঐ ডিক্রীর যে অংশে খরচসম্পর্কীয় কথা আছে, যত খরচ লাগিবে টাক্স করণ দ্বারা ইহা নির্ণয় করা গেলেই, সেই অংশ সম্পর্কে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অনুমতি না পাইলে কোর্টে কোন ব্যক্তির বক্তৃতা করিতে না পারি-বার কথা।

৬৩৫ ধারা। কোর্টের প্রতি চার্টরক্রমে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে কোর্ট তদনু-সারে কার্য্য করিয়া, অনুমতি না দিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতামতে কার্য্যকারি কোর্টে কোন ব্যক্তির পক্ষ হইয়া অন্য ব্যক্তির বক্তৃতা করিবার কি সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার কিম্বা আডবোকেট ও উকীল ও আটর্ণি বিষয়ে হাই কোর্টের বিধি করণের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা যে দেওয়া গেল, এই আইনের কোন কথাতে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

যাহার দ্বারা হাই কোর্টের পরওয়ানা জারী হইতে পারিবে ইহার কথা।

৬৩৬ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণ পক্ষে হাই কোর্টের সাধারণ কিম্বা সাধারণাতীত ক্ষমতামতে এবং বিবাহ ও উইল বিষয়ক বিচার ও যাঁহারা উইল না লিখিয়া মরেন তাঁহাদের বিষয় বিচার করিবার ক্ষমতামতে কার্য্য হওনক্রমে, ৬৪ ধারা-মতে প্রতিবাদিদের নামে প্রচারিত সমন ভিন্ন ও ডিক্রী জারীর পরওয়ানা ও ৫৫৩ ধারামত নোটিস ভিন্ন, দলীল আনিয়া দেখাইবার যে নোটিস, ও সাক্ষিদের নামে যে সমন, ও আদালত সম্পর্কীয় অন্য যে পরওয়ানা বাহির হয়, তাহা মোকদ্দমার আটর্ণিদের দ্বারা, কিম্বা তাঁহা-দের নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা, কিম্বা হাই কোর্ট সময়েং কোন বিধি কি আজ্ঞাক্রমে অন্য যে ব্যক্তিদের দ্বারা জারী করিবার আদেশ করেন তাঁহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে।

যে কার্য্য বিচারসম্প-র্কীয় নয় রেজিষ্ট্রারের দ্বারা সেই কার্য্য হইতে পারিবার কথা।

৬৩৭ ধারা। বিচার কার্য্য নয় কিম্বা বিচার কার্য্যের ভাবাপন্ন বলিয়া যে কার্য্য এই আইনমতে বিচারপতির দ্বারা করা যাইবার আদেশ থাকে তাহা, এবং ৩৯৪ ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করণার্থে নিযুক্ত আমীনের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে, তাহা কোর্টের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা, কিম্বা কোর্টের অন্য যে কার্য্যকারককে ঐ কোর্ট সেই কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যে কার্য্য, বিচারকার্য্য নয়, ও যাহা বিচারকার্য্যের ভাবাপন্ন বলিয়া জানা যাইবে হাই কোর্ট সময়েং বিধি করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের ক্ষমতা পক্ষে হাই কোর্টের প্রতি যেং ধারা না খাটে তাহার কথা।

৬৩৮ ধারা। হাই কোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণপক্ষে সাধারণ বা সাধারণাতীত ক্ষমতামতে কার্য্য করিলে, ঐ কোর্টের প্রতি এই আইনের এইং অংশ বর্ত্তিবে না, যথা ১৬ ও ১৭ ও ১৯ ধারা ও ৫৪ ধারার (ক) ও (খ) প্রক-রণ ও ৫৭ ও ১১৯ ও ১৬০ ও ১৮২ অবধি ১৮৫ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ১৮৭ ও ১৮৯ ও ১৯০ ও ১৯১ ও সাক্ষ্য লওনের নিয়ম বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ১৯২ ধারা ও ১৯৮ অবধি ২০৬ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও মর্ম্মাত্মকপত্র লিখন বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ৪০৯ ধারা,

এবং আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতাপক্ষে কার্য্য করণ কালে ৫৭৯ ধারা হাই কোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে না।

ঋণ শোধে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যের প্রতি এই আইন না বর্ত্তি-বার কথা।

[illegible] বিচারার্থ আদালতস্বরূপ কোন হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করণ সম্পর্কে এই আই-নের কোন কথা বিস্তৃত হইবে না বা বর্ত্তিবে না।

পাঠ নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৩৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়েং আপনার আনুষ্ঠা-নিক কোন কার্য্যের বিবরণ লিখিবার পাঠের বিধান, ও আমলাগণের যেং বহী রাখিতে ও তন্মধ্যে যেং কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে তাহার বিধি করিতে সক্ষম হইবেন।

দশম ভাগ।

---

৪৯ উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

কোনং স্ত্রীলোকদের আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকার কথা।

৬৪০ ধারা। দেশের আচার ও রীত্যনুসারে যে স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্ব্বক প্রকাশ্য স্থানে আনা উচিত নয় তাঁহারা স্বয়ং আদালতে প্রবে-শন হইতে মুক্ত থাকিবেন।

কিন্তু দেওয়ানী পরওয়ানা জারীকরণক্রমে ঐ প্রকা-রের স্ত্রীলোককে যে ধরা যাইতে পারে না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

কোনহ ব্যক্তিকে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

৬৪১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তির শ্রেণী বিবেচনায় তাঁহাকে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকার অনুমতি দান করিলে, রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অবধি আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই অনুমতি রহিতও করিতে পারিবেন।

যাঁহাদিগকে মুক্ত করা যায় আদালতে তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্ট রাখিবার কথা।

যাঁহাদিগকে তদ্রূপে মুক্ত করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েহ হাই কোর্টে তাঁহাদের নাম ও নিবাস জানাইবেন, ও তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্ট সেই কোর্টে রাখা যাইবে, ও তদ্রূপ যে ব্যক্তিরা হাই কোর্টের অধীন যেহ আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করেন তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্ট সেইহ অধীন আদালতে রাখিতে হইবে।

সেই অনুগ্রহের ব্যবস্থা হইলে আমীন নিযুক্ত করার প্রয়োজন হওয়াতে খরচের কথা।

তদ্রূপে মুক্ত করা কোন ব্যক্তি সেই মুক্তিরূপ অধিকারের দাওয়া করাতে যদি তাঁহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে আমীন নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, তবে যিনি তাঁহার সাক্ষ্য চাহেন তিনি সেই আমীনের খরচা না দিলে ঐ ব্যক্তির নিজেই ঐ খরচ দিতে হইবে।

যাঁহারা আদেশ হইতে মুক্ত তাঁহাদের কথা।

৬৪২ ধারা। কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট কি অন্য বিচারপতি যে সময়ে আপন আদালতে যাইতেছেন কি অধিবেশন করেন কি তথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন সেই সময়ে তাঁহাকে ধৃত করা যাইতে পারিবে না।

এ ২৫৬ ও ৬৪৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন যে বিষয়ে যে আদালত বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন কিম্বা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া সরলভাবে বিশ্বাস করেন, সেই আদালতে সেই বিষয় উপস্থিত থাকিলে, উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উকীল ও মোক্তার ও রেবিনিউ এজেণ্ট ও স্বীকৃত কর্ম্মকারক ও সমনক্রমে কার্য্যকারি তাঁহাদের সাক্ষিগণ, ঐ বিষয় উপলক্ষে যে সময়ে ঐ আদালতে যাইতেছেন কি উপস্থিত থাকেন ও যে সময়ে ঐ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে দেওয়ানী পরওয়ানামতে ধৃত করা যাইবে না।

কোনহ অপরাধের স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৪৩ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় অন্য কোন মোকদ্দমা কি মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্য চলন সময়ে কিম্বা মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা যায় তৎসম্পর্কে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ৪৬৩, ৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬ কি ৪৭৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট যে কোন অপরাধের অভিযোগ হইতে পারে তাহা মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত সমর্পণ করিবার প্রচুর কারণ আছে, আদালত এরূপ জ্ঞান করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতের উঠিয়া না যাওনের সময় পর্য্যন্ত আটক রাখিয়া, গ্রহরির জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার হাজির জামিন লইতে পারিবেন।

আদালত মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগসংক্রান্ত প্রমাণ ও দলীল পাঠাইবেন, ও কোন ব্যক্তিকে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট সেই অভিযোগ গ্রহণ করিয়া তৎসম্পর্কে আইন অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

চতুর্থ তফসীলের পাঠের ব্যবহারের কথা।

৬৪৪ ধারা। ৬৩৯ ধারার ও মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারায় হাইকোর্টের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে তাহা প্রবল মানিয়া, এই আইনের চতুর্থ তফসীলের উল্লিখিত নানা পাঠের কথা প্রত্যেক স্থলের ভাবগতিকের প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিয়া, ঐহ পাঠের উল্লিখিত কার্য্যপক্ষে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে।

অধীন আদালতের ভাষার কথা।

৬৪৫ ধারা। এই আইন প্রচলিত হওনসময়ে হাই কোর্টের অধীন কোন আদালতে যে ভাষা চলিত আছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত সেই অধীন আদালতে সেই ভাষা চলিত থাকিবে।

কিন্তু যে ভাষাটি উক্ত কোন আদালতের চলিত ভাষা হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা সময়েহ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

জব্যাদি রক্ষা করিবার পুরস্কারাদির মোকদ্দমায় আসেসরদের কথা।

৬৪৫ ক ধারা। জব্যাদি রক্ষা করিবার বা জাহাজাদি টানিয়া লইয়া যাইবার বা জাহাজেহ ধাক্কা লাগিবার কোন আডমিরল্টীর বা বৈস আডমিরল্টীর মোকদ্দমায় আদালত প্রথমস্থলীয় বিচারাধিপত্যক্রমে বা আপীলী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবার সময়ে, উচিত বোধ করিলে, সময়েহ আজ্ঞা করিয়া যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে আপনার সাহায্যার্থে দুইজন উপযুক্ত আসেসর সমন করিতে পারিবেন, এবং ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে অবশ্যহ সমন করিবেন; এবং তদনুসারে উক্ত আসেসরেরা উপস্থিত হইয়া সাহায্য করিবেন।

আদালত আজ্ঞা করিয়া যে ফী নির্দ্দিষ্ট করেন, উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উক্তরূপ প্রত্যেক জন আসেসর সেই ফী পাইবেন। প্রত্যেক স্থলে আদালত যাঁহাদের প্রতি আদেশ করেন, মোকদ্দমাকারী সেই ব্যক্তির ঐ ফী দিবেন।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রারদের মোকদ্দমার বর্ণনা করিবার কথা।

৬৪৬ ধারা। আইনঘটিত কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারঘটিত বিষয়ে, কিম্বা দলীলের যে অর্থ দ্বারা নিষ্পত্তির দোষগুণের পক্ষে ফল দর্শিতে পারে সেই অর্থবিষয়ে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রারের কোন সন্দেহ থাকিলে, তিনি বিচারপতির

মত জানিবার নিমিত্ত সেই বিষয়ের বর্ণনা করিতে পারিবেন ; এবং এই আইনে বিচারপতির কোন বিষয় বর্ণনাকরণ সম্পর্কে যে২ বিধান আছে, প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিলে সেই২ বিধান রেজিষ্ট্রারের উক্ত বিষয় বর্ণনা করণের প্রতি বর্ত্তিবে।

মোকদ্দমাঘটিত বিবিধ কার্য্যের কথা।

৬৪৭ ধারা। এই আইনের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী যত দূর খাটিতে পারে, মোকদ্দমা ও আপীল ভিন্ন, দেওয়ানী কোন আদালতে মোকদ্দমাঘটিত সকল কার্য্যে তত দূর খাটইতে হইবে।

আফিডেবিট প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য করিবার কথা।

কোন আফিডেবিট যে বিষয় সম্পর্কীয় হয় উক্ত প্রকারের মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে হাই কোর্ট সময়ে২ সেই২ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ সেই আফিডেবিট গ্রাহ্য হইবার বিধি করিতে পারিবেন ; ও সেই২ বিধি স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রচার করা গেলে, আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

যে ব্যক্তিকে ধৃত বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা জিলার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৪৮ ধারা। ডিক্রীজারী সম্পর্কে না হইয়া এই আইনের কোন বিধানক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিতে কিম্বা কোন সম্পত্তি ক্রোক করিতে কোন আদালতের ইচ্ছা হইলে এবং ঐ আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে উক্ত ব্যক্তির বাস হইলে কি ঐ সম্পত্তি থাকিলে, আদালত আপন বিবেচনামতে ধৃত করিবার পরওয়ানা কিম্বা ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যে জিলার আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ ব্যক্তি বাস করে বা ঐ সম্পত্তি থাকে সেই আদালতে আপন পরওয়ানার আজ্ঞার নকল ও ব্যক্তিকে ধৃত বা সম্পত্তি ক্রোক করিতে অনুমান যত খরচ লাগিবে তাহাও পাঠাইবেন।

ঐ জিলার আদালত সেই নকল ও টাকা পাইলে আপনার আমলাগণের কিম্বা আপনার অধীন কোন আদালতের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে ধৃত বা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করাইবেন, ও যে আদালত ঐ পরওয়ানা বা আজ্ঞা দিলেন বা করিলেন, সেই আদালতে ঐ ধৃত বা ক্রোক হওয়ার কথা জ্ঞাত করিবেন।

এই ধারামতে কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ধৃত করণের পরওয়ানা যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে ধৃত ব্যক্তিকে পাঠাইবেন, কিন্তু যদি ধৃত ব্যক্তি আদালতে আপনার উপস্থিত হইবার কিম্বা (৩৪ অধ্যায়মত মোকদ্দমা হইলে) তদ্বিরুদ্ধে ঐ আদালতে যে ডিক্রী হইতে পারে সেই ডিক্রীমত কার্য্য করিবার যথোপযুক্ত জামিন দেন, তবে যে আদালত ধৃত করিয়াছেন সেই আদালত তাঁহাকে মুক্ত করিবেন।

ধৃত বা বিক্রয় করণার্থে কি টাকা দেওনার্থে নকল দেওয়ানী পরওয়ানার প্রতি যে বিধি খাটিবে তাহার কথা।

৬৪৯ ধারা। কোন দেওয়ানী আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে ব্যক্তিকে ধৃত বা সম্পত্তি বিক্রয় কি টাকা আদায় করণার্থে আদালতের যে কোন পরওয়ানা জারী করিতে চাহেন কি আজ্ঞা করেন, সেই পরওয়ানা জারী করণের প্রতি ১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়ের লিখিত বিধি খাটিবে।

পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ না পাইলে, উক্ত অধ্যায়ের "যে আদালত ডিক্রী করেন" কি তদ্ভাবের কথার যে ডিক্রী জারী করিতে হইবে তাহা আপীলক্রমে ডিক্রী হইলে, যে আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করা যায় সেই আদালতকেও বুঝাইবে, এবং যে ডিক্রী জারী করিতে হইবে তাহা যে আদালতের ডিক্রী সেই আদালত উঠিয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা সেই ডিক্রী জারী করিবার ক্ষমতাপন্ন না থাকিলে, যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছিল ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করিবার সময়ে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে যে আদালতের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিত, সেই আদালতকেও বুঝাইবে।

সাক্ষিবিষয়ক বিধি খাটিবার কথা।

৬৫০ ধারা। এই আইনমতে মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে যে সকল ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার আদেশ থাকে, তাঁহাদের সকলের প্রতি সাক্ষীদের বিষয়ক ১৪ চতুর্দ্দশ ও ১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিধান খাটিবে।

ভিন্নদেশীয় সমন জারী করিবার কথা।

৬৫০ক ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানের কোন দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত যে সমন বাহির করেন তাহা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের আদালতে পাঠান যাইতে পারিবে ও শেষোক্ত আদালতের সমনের ন্যায় জারী করা যাইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ স্থলে প্রয়োজন যে, যে আদালত ঐ সমন বাহির করেন সেই আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ক্ষমতাক্রমে সংস্থাপিত, হইয়াছে কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেট জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সেই আদালতের প্রতি এই ধারার বিধান বর্ত্তিবার আদেশ করিয়াছেন।

এই ধারামতে যে কোন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ঐ রূপ জ্ঞাপনপত্রক্রমে তাহা রহিত করিতে পারিবেন, কিন্তু রহিত করণের পূর্ব্বে যে সমন জারী হইয়াছে তাহার জারী হওয়া অসিদ্ধ হইবে না।

এই আইনমত কিম্বা দেওয়ানী পরওয়ানামত ধৃত হওনের বাধা দিলে বা হেফাজত হইতে পলায়ন করিলে দণ্ডের কথা।

৬৫১ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনমতে কিম্বা কোন দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানাক্রমে আপনার বৈধরূপে ধৃত হওনের প্রতিরোধ করেন কিম্বা বেআইনীমতে বাধা দেন, কিম্বা এই আইনমতে কি উক্ত পরওয়ানামতে বৈধরূপে আটক রাখা গেলে যদি কোন হেফাজত হইতে পলায়ন করেন কি করিতে উদ্যোগ করেন, তবে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ প্রমাণ হইলে, তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড কি এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

৬৫২ ধারা। হাই কোর্ট সময়েং আপনার কার্য্য-[illegible] প্রণালী কিম্বা আপনার অধীন কার্য্যপ্রণালীর [illegible] [illegible] এই আইনের [illegible] [illegible] [illegible] কার্য্যপ্রণালী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ের বিধান করিবার [illegible] [illegible] বিধি করিতে পারিবেন। [illegible] [illegible] [illegible] গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। ও [illegible] [illegible] আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

প্রথম তফসীল।

(৩ ধারা দেখ।)

যেং আইন রহিত হইল।

সাল ও নম্বর।	বিষয় কি নাম।	যত দূর রহিত করা গেল।
১৮৭৭ সাং ১০ আইন।	দেওয়ানী আদালতের কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইন।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭৯ সাং ১২ আইন।	১৮৭৭ সালের ১০ আইন প্রভৃতি সংশোধনার্থ।	১অবধি ১০৩ পর্য্যন্ত সকল ধারা।
১৮৮০ সাং ৭ আইন।	সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক।	৮৫ ধারা।

দ্বিতীয় তফসীল।

(৫ ধারা দেখ।)

এই আইনের যেং অধ্যায় ও ধারা মফঃসলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে প্রচলিত হইবে তাহার নির্ঘণ্টপত্র।

উপক্রমণিকা—১,২,৩ ও ৫ ধারা।

১ অধ্যায়।—আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা, ১১ ধারা ভিন্ন।

২ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি, ২০ ধারার ৪ প্রকরণ ও ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারাভিন্ন।

৩ অধ্যায়।—উভয়পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনাকরণ ও ক্রিয়াবিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।—মোকদ্দমার আকারবিষয়ক বিধি, ৪২ ধারা ও ৪৪ ধারার (ক) বিধি ভিন্ন।

৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়।—সমন বাহিরকরণ ও জারীকরণ বিষয়ক বিধি, ৭৭ ধারাভিন্ন।

৭ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।—১১১ ধারা, দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।—আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা গ্রহণ বিষয়ক বিধি, ১১৯ ধারাভিন্ন।

১০ অধ্যায়।—দলীলের সন্ধান লওন ও তাহা গ্রাহ্য প্রভৃতি করণ বিষয়ক বিধি।

১২ অধ্যায়।—১৫৫ ধারার ১ প্রকরণ। কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে বিচারের কথা।

১৩ অধ্যায়।—মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

১৪ অধ্যায়।—সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি, ১৮২ অবধি ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারাভিন্ন।

১৭ অধ্যায়।—বিচার ও ডিক্রীবিষয়ক বিধি, ২০৪ ২০৭, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ও ২১৫ ধারাভিন্ন।

১৮ অধ্যায়।—খরচা বিষয়ক বিধির ২২০, ২২১ ও ২২২ ধারা।

১৯ অধ্যায়।—ডিক্রীজারীকরণ বিষয়ক বিধির ২২৩ অবধি ২৩৮ পর্য্যন্ত ও ২৩৯ অবধি ২৫৮ পর্য্যন্ত ধারা ও স্ত্রী পুনঃপ্রাপণ বিষয়ক কথা ছাড়া ২৫৯ ধারা ও স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কথাভিন্ন ২৬৬ ধারা ও ২৬৭ অবধি ২৭২ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ২৭৩ ধারা ও ২৭৫ অবধি ২৮০ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ২৮৩ ধারা ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ২৮৪ ধারা ও ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১ ২৯২ ধারা ও (২৯৭ ধারামত পুনঃ বিক্রয় করণ বিষয়ক কথা সম্পর্কে) ২৯৩ ধারা ও ২৯৪ অবধি ৩০৩ পর্য্যন্ত ও অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ৩২৮ অবধি ৩৩১ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ৩৩৬ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত সকল ধারা।

২০ অধ্যায়।—৩৬০ ধারা।—কোনং আদালতকে ঋণ শোধকরণাক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্য প্রদানের কথা।

২১ অধ্যায়।—কোন পক্ষের মৃত্যু [illegible] কি ঋণ শোধকরণের অক্ষমতা [illegible] তদ্বিষয়ক বিধি।

২২ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোষে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

২৩ অধ্যায়।—আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি।

২৪ অধ্যায়।—খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

২৫ অধ্যায়।—ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

২৬ অধ্যায়।—পাপরদের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৭ অধ্যায়।—গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৮ অধ্যায়।—ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় বা এতদ্দেশীয় রাজাদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি, ৪০৩ ধারার প্রথম পদ ছাড়া।

২৯ অধ্যায়।—সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩০ অধ্যায়।—ট্রষ্টীদের ও অছি ও এক্সিকিউটরদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩১ অধ্যায়।—নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩২ অধ্যায়।—সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৩ অধ্যায়।—স্বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৪ অধ্যায়।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোকরণ বিষয়ক বিধি, স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কথা ভিন্ন।

৩৬ অধ্যায়।—গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি।

৩৭ অধ্যায়।—সালিসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধির ৫০৬ অবধি ৫২৬ পর্য্যন্ত সকল ধারা।

৩৮ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৬ অধ্যায়।—হাই কোর্টে প্রশ্ন করণ ও পুনরালোচনা-করণ বিষয়ক বিধি।

৪৭ অধ্যায়।—বিচারের সমালোচন বিষয়ক বিধি।

৪৯ অধ্যায়।—বিবিধ বিধির ৬৪০ অবধি ৬৪৭ পর্য্যন্ত সকল ধারা, ও ৬৪৯ অবধি ৬৫২ পর্য্যন্ত সকল ধারা।

তৃতীয় তফসীল।

(৭ ধারা দেখ।)

বোম্বাইয়ের আইন।

বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সালের ২৯ আইন।

ঐ ১৮৩০ সালের ৭ আইন।

ঐ ১৮৩১ সালের ১ আইন।

ঐ ১৮৩১ সালের ১৬ আইন।

১৮৩৫ সালের ১৯ আইন।

১৮৫২ সালের ১৩ আইন।

চতুর্থ তফসীল।

(৫৮ ধারা দেখ।)

বাদানুবাদ ও ডিক্রী লিপির [illegible]

ক—প্রথম ভাগ।—আবেদনপত্র।

---

১ নম্বর।

ঋণ আদায়ের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ নিম্নলিখিত বর্ণনা করিতেছেন,

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীকে এই নিয়মে এত টাকা ঋণ দেন যে, দাওয়া হইলে (কিম্বা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে) ঐ টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দেন, তদ্ভিন্ন ঐ ঋণ শোধ করেন নাই।

[বাদী ময়াদ বিষয়ক আইনহইতে মুক্তি পাইবার দাওয়া করিলে এই মর্ম্মের কথাও লিখিবেন।]

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত নাবালগ, কিম্বা ক্ষিপ্তমনা, ছিলেন।

৪। বাদির প্রার্থনা এই যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ এত টাকার ডিক্রী পান।

[মন্তব্য।—ঋণ শোধ করিবার নির্দ্ধারিত তারিখ লিখিবার এইমাত্র অভিপ্রায় যে সুদ চলনের তারিখ স্থির করা যায়। অতএব সুদের দাওয়া না হইলে ঐ কথা ত্যাগ করা যাইতে পারিবে।]

---

২ নম্বর।

বাদির ব্যয়ের জন্যে প্রাপ্ত টাকার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ ও শ্রীগগন এই বর্ণনা করিতেছেন,

১। বাদিদের ব্যয়ের নিমিত্তে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে শ্রী ঈশানের নিকট এত টাকা, কিম্বা, অমুক ব্যাঙ্কের নামে এত টাকার চ্যাক" পান।

২। প্রতিবাদী তদনুসারে ঐ টাকা দেন নাই।

৩। বাদির প্রার্থনা এই যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি শতকরা এত টাকার [illegible] হিসাবে [illegible] টাকার ডিক্রী হয়।

[illegible] নম্বর।

বণিকের প্রতিনিধি যে মাল বিক্রয় করেন তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী ও ঈশান প্রতিবাদিকে কমিশানমতে বিক্রয় করিবার জন্যে [একহাজার পিপা ময়দা, কিম্বা স্থলবিশেষে পাঁচ অঙ্কণ চাউল প্রভৃত] দেন, উক্ত ঈশান পশ্চাৎ মরেন।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে [কিম্বা, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে বাদির অজ্ঞাত কোন দিনে] এত টাকায় উক্ত মাল বিক্রয় করেন।

৩। ঐ টাকার উপর প্রতিবাদির কমিশ্যন ও খরচ এত টাকা।

৪। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ প্রতিবাদির নিকটে ঐ মালের উৎপন্ন টাকা চাহেন।

৫। প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৪ নম্বর।

বৃত্তান্ত সম্পর্কে বাদির ভ্রমহেতুক প্রতিবাদী টাকা পাওয়াতে সেই টাকার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খাঁটি রূপার তোলা প্রতি এত টাকা দরে প্রতিবাদির নিকট এত বাট রূপা ক্রয় করিতে ও প্রতিবাদী তাহা বিক্রয় করিতে নিয়ম করেন।

২। বাদী ঈশান নামক ব্যক্তির দ্বারা সেই রূপা পরখাই করান। প্রতিবাদী সেই পরখাই কার্য্যের খরচ দেন। প্রত্যেক বাটে খাঁটি ১৫০০ তোলা রূপা আছে উক্ত ঈশান ইহা বলাতে বাদী তদনুসারে প্রতিবাদিকে এত টাকা এত আনা দেন।

৩। উক্ত প্রত্যেক বাটে কেবল ১২০০ তোলা খাঁটি রূপা ছিল।

৪। বাদী উক্ত প্রকারে যে অতিরিক্ত টাকা দিয়াছিলেন প্রতিবাদী তাহা ফিরাইয়া দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

[মন্তব্য।—[illegible] ফিরিয়া পাইবার দাওয়া না হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু দাওয়া না করিলে সুদের কি খরচার পক্ষে কিছু বাধা হইতে পারে।]

৫ নম্বর।

প্রতিবাদির আদেশমতে অন্য ব্যক্তিকে টাকা দেওয়া গেলে তাহার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির আদেশমতে [বা তাঁহার অনুমতিক্রমে] ঈশান নামক কোন ব্যক্তিকে এত টাকা দেন।

২। তজ্জেতুক প্রতিবাদী বাদির দাওয়ামতে [কিম্বা অন্য প্রকারে] সেই টাকা ফিরিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন [কিম্বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।]

৩। [অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদির স্থানে ঐ টাকা চাহিলেও] প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

[মন্তব্য।—আদেশ কি অনুমতি কেবল ভাবদ্বারা জানা গেলে, যেং বৃত্তান্তক্রমে ঐ ভাব বোধ হয় আবেদনপত্রে তাহা লিখিতে হইবে।]

---

৬ নম্বর।

নির্দ্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া দেওয়া গেলে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক স্থানবাসি মৃত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে (এক শত পিপা ময়দা কিম্বা, নিম্নলিখিত তফসীলের উল্লিখিত মাল কিম্বা, নানা প্রকারের দ্রব্য) প্রতিবাদির নিকট বিক্রয় করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

২। সেই মাল প্রভৃতি দেওয়া গেলেই [কিম্বা আবেদনপত্র অর্পণ করিবার পূর্ব্বে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে] প্রতিবাদী তাহার জন্যে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

৩। তিনি সেই টাকা দেন নাই।

৪। উক্ত ঈশান জীবিতাবস্থায় উইল লিখিয়া বাদিকে তাহাতে অছি বলিয়া নিযুক্ত করেন।

৫। উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরেন।

৬। বাদী অমুক আদালতের স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত উইলের প্রোবেট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৭। বাদী পূর্ব্বোক্তরূপ অছি বলিয়া [ডিক্রী প্রার্থনা করেন।]

[মন্তব্য।—টাকা দিবার দিননিরূপণ হইয়া থাকিলে সেই দিনাবধি সুদের হিসাব ধরা যাইতে পারিবে বলিয়া ঐ দিনও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত।]

৭ নম্বর।

মাল যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেওয়া গেলে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন।—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদির নিকট [ঘরের নানা প্রকার আসবাব] বিক্রয় করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন, কিন্তু তাহার জন্যে যে মূল্য দিতে হইবে তাহার কোন স্পষ্ট নিয়ম হয় নাই।

২। ঐ২ দ্রব্যের যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

[মন্তব্য।—দ্রব্যের যে মূল্য যুক্তিসঙ্গত, আইনে ততই দিবার প্রতিজ্ঞা ভাবত বোধ হয়।]

৮ নম্বর।

প্রতিবাদির আদেশমতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের মাল অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নিকট [একশত পিপামধদা] বিক্রয় করেন ও প্রতিবাদির আদেশমতে ঈশান নামক এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করেন।

২। প্রতিবাদী তজ্জন্যে বাদিকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন।

৩। তিনি সেই টাকা দেন নাই।

ডিক্রীর প্রার্থনা।]

৯ নম্বর।

প্রতিবাদিনীর সপক্ষ উইলকারকের স্পষ্ট আদেশ বিনা তাঁহার পরিবারকে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে আবশ্যক দ্রব্য দেওয়াতে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে মৃত জানকীনাথের স্ত্রী শ্রীমতী বামার আদেশমতে তাঁহার [আহারীয় ও বস্ত্রাদি] নানা প্রকারের দ্রব্য দেন, কিন্তু মূল্যের কোন স্পষ্ট নিয়ম করা যায় নাই।

২। সেই২ দ্রব্য উক্ত স্ত্রীর পক্ষে আবশ্যক ছিল।

৩। ঐ২ দ্রব্যের যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৪। উক্ত জানকীনাথ সেই মূল্য দিতে সম্মত হন নাই।

৫। প্রতিবাদিনী উক্ত জানকীনাথের শেষ উইল ক্রমে তাঁহার নিরূপিত আছি।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

১০ নম্বর।

নির্দ্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রয় হওয়াতে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে মৃত ঈশানের নিকট [আপনার অমুক স্থানের ক্ষেত্রস্থ সমুদয় ফসল] বিক্রয় করেন।

২। উক্ত ঈশান তজ্জন্যে বাদীকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন।

৩। তিনি ঐ টাকা দেন নাই।

৪। প্রতিবাদী উক্ত ঈশানের সম্পত্তির হবাধ্যক্ষ।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

১১ নম্বর।

যুক্তিসঙ্গত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় হওয়াতে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক স্থানবাসি শ্রীঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদিকে [আপনার অমুক স্থানের বাগানের সমস্ত ফল] বিক্রয় করেন কিন্তু মূল্যের কোন স্পষ্ট নিয়ম করা যায় নাই।

২। তাহার যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দেন নাই।

৪। কোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্ট অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত ঈশানকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া, বাদিকে তাঁহার সম্পত্তির কমিটীস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া রীতিমতে ঐ সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন।

৫। পূর্ব্বোক্ত কমিটীস্বরূপ বাদী [ডিক্রী প্রার্থনা করিতেছেন।]

[মন্তব্য।—ক্ষিপ্তমনার সম্পত্তি হাই কোর্টের আদৌ বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতাধীনে না থাকিলে, উক্ত ৪ও৫ দফার পরিবর্ত্তে এই২ দফা লিখিতে হইবে।]

৪। অমুক স্থানের দেওয়ানী আদালত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত শ্রীঈশানকে ক্ষিপ্তমনা ও আপনার বিষয় ব্যাপারের অধ্যক্ষতা করিবার অক্ষম বলিয়া বাদিকে তাহার সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন।

৫। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ বাদী [ডিক্রী প্রার্থনা করিতেছেন।]

১২ নম্বর।

প্রতিবাদির আদেশমতে দ্রব্য প্রস্তুত করা গেলে পর অগ্রাহ্য হওয়াতে তাহার মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক স্থানবাসি শ্রীঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদির সঙ্গে এই করার করেন যে, বাদী তাঁহার জন্যে [৬ খানি মেজ ও পঞ্চাশ খানি চৌকী] প্রস্তুত করিয়া ঈশানকে দিলে ঈশান তাহার এত টাকা মূল্য দিবেন।

২। বাদী উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঈশানকে দিতে চাহেন ও সেই অবধি তাহা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। উক্ত ঈশান তাহা গ্রাহ্য করেন নাই ও তাহার মূল্য দেন নাই।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্ট নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত [illegible]নকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া প্রতিবাদিকে তাঁহার সম্পত্তির কমিটীস্বরূপ নিযুক্ত করেন।

৫। অতএব প্রতিবাদির হস্তে ঈশানের যে সম্পত্তি আছে তাহা হইতে বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি বৎসর শত করা এত টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করিতেছেন।

---

১৩ নম্বর।

মাল নীলামে বিক্রয় হইলে তাহার মূল্য না পাওয়াতে পুনশ্চ নীলাম হইয়া কম মূল্যে বিক্রয় হইলে বাকী টাকা পাইবার আবেদনপত্র।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে [নানা প্রকারের বণিক দ্রব্য] এইনিয়মে নীলাম করেন যে, কোন দ্রব্যের ক্রেতা নীলামের পর (দশ দিনের) মধ্যে আপনার ক্রীত দ্রব্যের মূল্য দিয়া ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিয়া না লইলে, সেই দ্রব্য পুনর্বার ক্রেতার ঝুঁকিতে নীলাম হইবে প্রতিবাদিকে ও নিয়মে জ্ঞাত করা গিয়াছিল।

২। প্রতিবাদী সেই নীলামে (এক ঝুড়ি বাসনাদি) এতটাকা মূল্যে ক্রয় করেন।

৩। বাদী সেই দিনে ও তাহার পর [দশ দিন পর্য্যন্ত] প্রতিবাদিকে সেই দ্রব্য দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন; ও প্রতিবাদী ইহার নোটিস পাইয়াছিলেন।

৪। প্রতিবাদী উক্ত যে দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন নীলামের পর দশ দিনের মধ্যে ও তাহার পরেও সেই দ্রব্য লইয়া যান নাই, তাহার মূল্যও দেন নাই।

৫। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদির ঝুঁকিতে সেই (এক ঝুড়ি বাসনাদি) এত টাকায় পুনরায় নীলাম করেন।

৬। তদ্রূপ পুনর্ব্বার নীলাম করিবার খরচ এত টাকা লাগে।

৭। ইহাতে যে এত টাকা কম পড়িল প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

[৪ দফা বিষয়ক মন্তব্য।—বিক্রেতা ক্রেতার ঘরে দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিবার নিয়ম না করিলে, ক্রেতার তাহা লইয়া যাইতে হইবে।—১৮৭২ সালের ৯ আইনের ৯৩ ধারা দেখ।]

---

১৪ নম্বর।

হস্তান্তরীকৃত ভূমিরক্রয়ের টাকা পাইবার আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন।—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নিকট [অমুক নগরের অন্তর্গত অমুক নম্বরের বাটী ও ভূমি, কিম্বা, অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামক এক জমা, কিম্বা, অমুক স্থানের অন্তর্গত এক খণ্ড ভূমি] বিক্রয় [ও হস্তান্তর] করিয়া দেন।

২। প্রতিবাদী উক্ত [বাটী ও ভূমির, কি জমার কি ভূমির] নিমিত্ত বাদিকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন।

৩। তিনি ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

[মন্তব্য।—হস্তান্তরকরণ না হইয়া থাকিলে, ১ দফায় এই কথা লিখিতে হইবে, "প্রতিবাদির নিকট গৃহাদি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে অধিকার দেওয়ান যায়।"]

---

১৫ নম্বর।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার চুক্তি হইলে ও হস্তান্তর করিয়া না দেওয়া গেলে ক্রয়ের টাকা পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে অমুক স্থানে আপোষে এই নিয়ম হইয়াছিল যে বাদী প্রতিবাদির নিকট [অমুক নগরের অমুক নং বাটী কিম্বা, ইষ্টইণ্ডিয়া রেলরোডে ও বাদির অন্য ২ ভূমিতে সীমাবদ্ধ অমুক স্থানের অন্তর্গত এক শত বিঘা ভূমি] এত টাকায় বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী তাহা ক্রয় করিবেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী উক্ত টাকা পাইবার নিয়মে প্রতিবাদিকে সেই সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র দিতে চাহিয়াছিলেন [কিম্বা সেই পত্রে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও প্রস্তাব করিয়াছিলেন]; এখনও তাহাতে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

১৬ নম্বর।

নির্দ্ধারিত বেতনে কর্ম্ম করাতে বেতন পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদি শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদিকে বৎসর এত টাকা বেতন দিবার নিয়মে কেরাণীর কর্ম্ম দেন।

২। বাদী [উক্ত দিবসাবধি] অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত প্রতিবাদির নিকট [কেরাণীর কর্ম্ম করেন।]

৩। প্রতিবাদী ঐ বেতন দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

১৭ নম্বর।

যুক্তিসঙ্গত বেতনে কর্ম্ম করিবার নিয়মে বেতনের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদির আদেশমতে তাঁহার নিমিত্ত নানা প্রকারের চিত্র ও নকুশা প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। কিন্তু ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত যত বেতন দেওয়া যাইবে ইহার কোন স্পষ্ট নিয়ম হয় নাই।

২। উক্ত কর্ম্মের যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

১৮ নম্বর।

কর্ম্মের ও সরঞ্জামের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়াতে ঐ মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্তবাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির আদেশমতে তাঁহার নিমিত্ত অমুক নামক পুস্তক ছাপাইবার কাগজ দিয়া এক সহস্র খানি পুস্তক ছাপাইয়া তাঁহাকে দেন।

২। তজ্জন্যে প্রতিবাদী এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন।

৩। ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

১৯ নম্বর।

যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কর্ম্ম ও সরঞ্জাম দিবার নিয়ম হওয়াতে ঐ মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির আদেশমতে তাঁহারই নিমিত্ত [অমুক স্থানের অমুক নং] বাটী নির্ম্মাণ করেন ও নির্ম্মাণার্থ সকল দ্রব্য ও সরঞ্জাম যোগাইয়া দেন, কিন্তু সেই কর্ম্মের ও সরঞ্জামের নিমিত্ত কি মূল্য দিতে হইবে ইহার কোন স্পষ্ট নিয়ম হয় নাই।

২। উক্ত কর্ম্মের ও সরঞ্জামের যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

২০ নম্বর।

পাট্টার নির্দ্ধারিত ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদির সঙ্গে নিয়ম করিয়া ঐ নিয়মপত্রে দুই জনে স্বাক্ষর করেন। তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[কিম্বা, নিয়মপত্রের মর্ম্ম লেখা যাইতে পারিবে।]

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত [এক মাসের] এত টাকা ভাড়া দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

অন্য পাঠ।

১। বাদী প্রতিবাদিকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি সাত বৎসর পর্য্যন্ত বৎসর২ এত টাকা ভাড়ার নিয়মে চৌরঙ্গী রাস্তার ২৭ নং বাটী ভোগ করিতে দেন। তিন২ মাসের কিস্তি করিয়া ঐ ভাড়া দিবার নিয়ম হইয়াছিল।

২। ঐ ভাড়ার এত কিস্তি দেনা হইলেও দেওয়া যায় নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

২১ নম্বর।

নির্দ্ধারিত ভাড়া দিয়া ভোগ দখলের নিয়ম হওয়াতে ঐ ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক২ মাসের প্রথম দিনে এত টাকা ভাড়া দিবার নিয়মে অমুক স্থানে বাদীর নিকট [অমুক পথের অমুক নং বাটী] ভাড়া করিয়া লন।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক সালের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত ঐ বাটী দখল করেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের প্রথম দিনে উক্ত ভাড়ার একাংশ এত টাকা পাওনা হইলেও প্রতিবাদী দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

২২ নম্বর।

যুক্তিসঙ্গত ভাড়া দিয়া ভোগদখল করিবার নিয়ম হওয়াতে ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

মৃত জানকীনাথের উইলক্রমে নিরূপিত অছি উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। উক্ত জানকীনাথের অনুমতিক্রমে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত [অমুক পথের অমুক নম্বরের বাটী] দখল করেন, কিন্তু উক্ত বাটীর ভোগের নিমিত্ত কত টাকা দিতে হইবে ইহার কোন নিয়ম হয় নাই।

২। উক্ত কালের নিমিত্ত উক্ত ভোগের যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দেন নাই।

৪। উইলক্রমে নিরূপিত উক্ত অছিস্বরূপ বাদী এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

---

২৩ নম্বর।

আহারের ও বাসার খরচ পাইবার নিমিত্ত আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদীর অনুমতিক্রমে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত [অমুক পথের অমুক নং বাটীর অন্তর্গত] কোন২ ঘরে থাকিতেন, ও তাঁহার আদেশমতে বাদী তাঁহাকে আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য ও চাকর ও প্রয়োজনীয় অন্য২ দ্রব্য দিতেন।

২। তদ্বিবেচনায় প্রতিবাদী তাঁহাকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন [কিম্বা, আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যের ও চাকরের ও আবশ্যক অন্য২ দ্রব্যের নিমিত্ত যত টাকা দেওয়া যাইবে ইহার কোন নিয়ম করা যায় নাই কিন্তু তাহার যুক্তিসঙ্গত মূল্য এত টাকা।]

৩। প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

২৪ নম্বর।

বোঝাই মালের ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদির আদেশমতে বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে [আপনার মালের নৌকায় কি অন্য প্রকারে] অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে [এক হাজার পিপা ময়দা কি নানা প্রকারের মাল] চালান করেন।

২। প্রতিবাদী [পিপা প্রতি এক টাকার হিসাবে] ঐ মাল বোঝাইয়ের ভাড়া বাদিকে দিতে অঙ্গীকার করেন। [কিম্বা, ঐ মাল চালানের নিমিত্ত কত টাকা ভাড়া দেওয়া যাইবে ইহার কোন নিয়ম হয় নাই কিন্তু তাহার যুক্তিসঙ্গত ভাড়া এত টাকা।]

৩। প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

২৫ নম্বর।

নৌকাদির ভাড়ার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির আদেশমতে [আপনার অমুক নামক জাহাজে] তাঁহাকে অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে পঁহুছাইয়া দেন।

২। প্রতিবাদী তজ্জন্যে বাদিকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন [কিম্বা, উক্ত যাত্রার ভাড়ার বিষয়ে কোন নিয়ম করা যায় নাই কিন্তু তাহার যুক্তিসঙ্গত ভাড়া এত টাকা।]

৩। প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

২৬ নম্বর।

মীমাংসার উপলক্ষে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। [বাদী ১০ পিপা তৈলের মূল্য চাহিলে, প্রতিবাদী তাহা দিতে সম্মত না হওয়াতে] বাদীর ও প্রতিবাদির মধ্যে বিবাদ হইলে তাঁহারা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে একবাক্য হইয়া ঈশানকে ও গগনকে সালীস মানিয়া তাঁহাদের মীমাংসার নিমিত্ত সেই বিবাদ অর্পণ করেন [কিম্বা নিয়মপত্র লিখিয়া দেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে।]

২। উক্ত সালীসেরা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে এই মীমাংসা করেন, যে প্রতিবাদী [বাদিকে এত টাকা দিবেন।]

৩। প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

[মন্তব্য।—সালীসীতে অর্পণ করিবার নিয়মপত্র আদালতে গাঁথিয়া রাখা না গেলে এই পাঠ খাটিবে।]

---

২৭ নম্বর।

ভিন্নদেশীয় বিচারের উপলক্ষে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক দেশের (বা রাজ্যের) অন্তর্গত অমুক স্থানে বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে কোন মোকদ্দমা সেই দেশে

(বা রাজ্যের) অমুক আদালতে উপস্থিত থাকাতে ঐ আদালত বিচার করিয়া নির্ণয় করেন যে প্রতিবাদী উক্ত তারিখ অবধি সুদসমেত বাদিকে এত টাকা দিবেন।

২। প্রতিবাদী ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

কেবল টাকা দিবার নিদর্শনপত্রের উপর আবেদন-পত্রের পাঠ।

---

২৮ নম্বর।

বার্ষিক বৃত্তি দিবার খতের উপর।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদিকে এত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা-ক্রমে একখানি নিবন্ধপত্রদ্বারা এই নিয়মানুসারে আবদ্ধ হন, যে বাদী যত দিন জীবৎ থাকেন তত দিন প্রতিবাদী তাঁহাকে প্রতি বৎসর ছয়২ মাসে অর্থাৎ অমুক মাসের অমুক তারিখে ও অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দিলে ঐ নিবন্ধপত্র ব্যর্থ হইবে।

২। তৎপরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, বাদির ঐ বার্ষিক বৃত্তির উক্ত ষাণ্মাসিক টাকার মধ্যে অমুক২ ছয় মাসের এত টাকা পাওনা হইলেও তাহা এখনও দেওয়া যায় নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

২৯ নম্বর।

অঙ্গীকারপত্র লেখকের নামে টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া এই অঙ্গীকার করেন যে উক্ত তারিখ অবধি এত [দিন] গত হইলে পর বাদির এত টাকা দিবেন। সেই খতের মিয়াদ অতীত হইয়াছে।

২। প্রতিবাদি [অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দেন তদ্ভিন্ন আর] টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

[মন্তব্য।—নোটিস পাইবার পর খতের টাকা দিবার নিয়ম থাকিলে, ১ ও ২ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে।]

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া এই অঙ্গীকার করেন যে নোটিস পাইলে পর এত মাস গত হইলে বাদীকে এত টাকা দিবেন।

২। তৎপরে বাদী প্রতিবাদিকে এই মর্ম্মের নোটিস দেন যে ঐ নোটিস পাইলে পর এত মাস গত হইলে ব দিকে এত টাকা দিবেন।

৩। ঐ টাকা দিবার মিয়াদ গত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিবাদী সেই টাকা দেন নাই।

[বিশেষ স্থানে খতের টাকা দিতে হইলে, এইরূপে লেখা যাইবে।]

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া অঙ্গীকার করেন যে ঐ তারিখের পর এত মাস গত হইলে আগ্রাজের এ কোম্পানির বাটীতে বাদিকে এত টাকা দিবেন। ঐ খতের মিয়াদ অতীত হইয়াছে।

২। সেই টাকা পাইবার নিমিত্ত ঐ খত নিয়মিত-রূপে পূর্ব্বোক্ত এ কোম্পানির বাটীতে উপস্থিত করা গিয়াছিল কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই।

প্রতিবাদির লিখিত বর্ণনাপত্র।

অমুক আদালতে।

পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। যে খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়াছে, প্রতিবাদী নিম্নলিখিত ভাবগতিকে সেই খৎ লিখিয়া দেন,—বাদী ও প্রতিবাদী কএক বৎসরাবধি নীলকরস্বরূপ অংশিতা র কর্ম্ম করিতেন, পরে তাঁহাদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছিল যে, তাঁহাদের ঐ অংশিত্ব লোপ করা যায় ও বাদী ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অবসৃত হইবেন, ও প্রতিবাদী ঐ অংশিত্ব ব্যবসায়ের সমস্ত স্থিত ও দায় গ্রহণ করিয়া সেই দায়ের টাকা দিলে পর স্থিতে বাদির যে অংশ থাকে তাঁহাকে তাহার মূল্য দিবেন।

২। তাহা হইলে বাদী ঐ অংশিত্ব ব্যবসায়ের খাতা-বহী দৃষ্টি করিতে ও অংশিত্ব সম্পর্কীয় স্থিতের ও দায়ের অবস্থার অনুসন্ধান লইতে স্থির করিয়া, উক্ত খাতাবহী দেখিয়া ও উক্ত অনুসন্ধান লইয়া প্রতিবাদিকে কহিলেন যে, কুঠীর স্থিত লক্ষ টাকার অধিক ও দায় ৩০,০০০ টাকার কম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ব্যবসায়ের স্থিত ৫০,০০০ টাকার কম ছিল ও ব্যবসায়ের স্থিত হইতে দায় অতি অধিক।

৩। উক্ত যে খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়াছে, প্রতিবাদী ঐ দ্বিতীয় দফার উল্লিখিত ভ্রান্তি-জনক কথা সত্য বোধ করিয়া ঐ খৎ লিখিয়া দেন ও সেই খৎ লিখিয়া দিবার অন্যরূপ প্রবৃত্তি ছিল না।

---

৩০ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা খতের টাকা প্রথম যে ব্যক্তির পাওনা হয় ঐ পত্রলেখকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে] ঈশানের আদেশমতে [কিম্বা ঈশানকে কি তাঁহার আদেশমতে] এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই পত্রের মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। উক্ত ঈশান ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে সেই খৎ দেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ খতের টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

৩১ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা তৎপশ্চাৎ অন্য ব্যক্তির টাকা পাওনা হইলে পত্রলেখকের নামে তাঁহার আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। [পূর্ব্বোক্ত পাঠের ন্যায়।]

২। উক্ত ঈশানের এবং গগনের [illegible] (কিম্বা, এ অন্য ব্যক্তিগণের) পৃষ্ঠলিপি দ্বারা ঐ পত্র হস্তান্তর করিয়া বাদিকে দেওয়া যায়।

৩। প্রতিবাদী ঐ খতের টাকা দেন নাই।

[দ্বিতীয় প্রার্থনা।]

---

৩২ নম্বর।

পৃষ্ঠলিপিকারী প্রথম যাঁহার টাকা পাওনা হইল, প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া ঐ তারিখের পর এত মাস গত হইলে প্রতিবাদিকে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন, সেই খতের মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। প্রতিবাদী ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদীকে দেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা পাইবার জন্যে ঐ খৎ নিয়মিতরূপে উপস্থিত করা গিয়াছিল কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই।

(কিম্বা উপস্থিত না করিবার কারণ থাকিলে তাহার বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে।)

৪। প্রতিবাদী তাহার নোটিস পাইয়াছেন।

৫। তিনি ঐ টাকা দেন নাই।

[দ্বিতীয় প্রার্থনা।]

---

৩৩ নম্বর।

বিশেষ পৃষ্ঠলিপি করা গেলে, পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ লিপি করা যায় প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। গগন নামক কোন ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [কিম্বা তাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া] ঐ পত্রক্রমে এই অঙ্গীকার করেন যে প্রতিবাদির আদেশমতে এই পত্রের এত টাকা দিব [ও ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে ঐ টাকা দেনা হইবে।] সেই পত্রের মিয়াদ গত হইয়াছে। বাদী ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা ঈশানকে দেন।

২। উক্ত ঈশান [এবং অন্য ব্যক্তিরা] ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দেন। [কিম্বা, উক্ত ঈশান পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দেন।]

৩, ৪ ও ৫ দফা [ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৩, ৪, ৫ দফার ন্যায়।]

[দ্বিতীয় প্রার্থনা।]

---

৩৪ নম্বর।

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি করা যায় তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ঈশান নামক কোন ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া (কিম্বা তাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া ঐ পত্র ক্রমে) এই অঙ্গীকার করেন যে, গগন নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিব (ও ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে ঐ টাকা দেনা হইবে)। সেই খতের মিয়াদ গত হইয়াছে। উক্ত গগন ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদিকে দেন ও প্রতিবাদী পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দেন।

২ও ৩ ও ৪ দফা (৩১ নং পাঠের ঐ দফার ন্যায়।)

[দ্বিতীয় প্রার্থনা।]

---

৩৫ নম্বর।

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি লেখা যায় মধ্যবর্ত্তি পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকস্থানে খৎ লিখিয়া (কিম্বা তাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া) ঐ পত্রক্রমে এই অঙ্গীকার করেন যে গগন নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে ঐ খতের এত টাকা দিব, [ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে সেই টাকা দেনা হইবে।] সেই খতের মিয়াদ গত হইয়াছে। উক্ত গগন ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদিকে দেন, প্রতিবাদী [ও অন্যে] পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদির প্রতি ঐ খৎ হস্তান্তর করিয়া দেন।

২, ৩, ও ৪ দফা [৩৩ নং পাঠের ঐ২ দফার ন্যায়।

[দ্বিতীয় প্রার্থনা।]

---

৩৬ নম্বর।

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি করা যায় পত্রলেখকের ও প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে,—

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র, ও

অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশান, ও

অমুক স্থানবাসী শ্রীগগন প্রতিবাদী।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [ঐ তারিখের পর এত মাস গত হইলে] প্রতিবাদী শ্রীঈশানের আদেশমতে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই খতের মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। উক্ত ঈশান ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদী শ্রীগগনকে দেন, তিনি ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ খৎ উক্ত চন্দ্রের নিকট উপস্থিত করা যায় [কিম্বা উপস্থিত না করিবার কারণসূচক বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে] কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই।

৪। উক্ত ঈশান ও গগন তাহার নোটিস পাইয়াছেন।

৫। তাঁহারা ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৩৭ নম্বর।

হুণ্ডী স্বীকারকারির নামে হুণ্ডী লেখকের আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নামে হুণ্ডী লিখিয়া (ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে কিম্বা হুণ্ডী পাঠলেই) বাদিকে এত টাকা দিতে আদেশ করেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন (যদি হুণ্ডী দেখাইবার পর কতকদিন মিয়াদ গত হইলে টাকা দিবার আদেশ থাকে, তবে স্বীকার-করিবার তারিখ লিখিতে হইবে, মিয়াদ না থাকিলে তারিখ লিখিবার প্রয়োজন নাই।)

৩। প্রতিবাদী টাকা দেন নাই।

৪। তৎপ্রযুক্ত হুণ্ডী উপস্থিত করণ ও টাকা না দেওনের কথা লিখন ও ঐ হুণ্ডী অগ্রাহ্য করণ সম্পর্কে বাদির আর২ খরচ লাগিয়াছে।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

(মন্তব্য।—হুণ্ডীর টাকা বাদিভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রাপ্য হইলে, ১, ২, ৩ দফার পরিবর্ত্তে এই২ দফা লিখিতে হইবে,)

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নামে হুণ্ডী লিখিয়া ঐ হুণ্ডীর তারিখ অবধি এত মাস গত হইলে ঈশানকে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করেন, সেই মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশানকে ঐ হুণ্ডী দেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন কিন্তু টাকা না দেওয়াতে বাদিকে হুণ্ডী ফিরাইয়া দেওয়া যায়।

---

৩৮ নম্বর।

যে ব্যক্তি টাকা পাইবেন স্বীকারকারীর নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নামে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা তাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া তৎক্রমে ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে বাদিকে এত টাকা দিতে আদেশ করেন; ও প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন; সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। প্রতিবাদী টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৩৯ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা প্রথমে যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় স্বীকারকারির নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদীর নামে হুণ্ডী লিখিয়া [কিম্বা তাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া] তৎক্রমে ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে গগন নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করেন, ও প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন। হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। উক্ত গগন হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া আর বাদিকে দেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৪০ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা পশ্চাৎ যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় স্বীকারকারির নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। [ইহার পূর্ব্ব পাঠের ১ দফার শেষ পর্য্যন্ত ঐ পাঠের ন্যায়।]

২। উক্ত শ্রী গগন [ও অন্যেরা] ঐ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে তাহা হস্তান্তর করিয়া দেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডীর টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৪১ নম্বর।

হুণ্ডী অগ্রাহ্য হওয়াতে হুণ্ডীলেখকের নামে টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ঈশানের নামে হুণ্ডী লিখিয়া (ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে) বাদীকে এত টাকা দিতে আদেশ করেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য ঐ হুণ্ডী ঈশানকে নিয়মমতে দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন।

৩। প্রতিবাদিকে নিয়মমতে ইহার নোটিস দেওয়া-হয়।

৪। তিনি ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৪২ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা প্রথম যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে শ্রীগগনের নামে হুণ্ডী লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া] তৎক্রমে উক্ত গগনকে ঐ হুণ্ডী দেখান গেলে পর [এতদিন গত হইলে কিম্বা হুণ্ডীর তারিখের পর এত দিনে, কিম্বা হুণ্ডী দেখান গেলেই,] প্রতিবাদির আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করেন। [ও উক্ত গগন অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহা স্বীকার করেন] ও প্রতিবাদী হুণ্ডী পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দেন; সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ হুণ্ডী গগনকে দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন।

৩। প্রতিবাদিকে নিয়মমতে ইহার নোটিস দেওয়া হয়।

৪। তিনি ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৪৩ নম্বর।

হুণ্ডীর পৃষ্ঠলিপি বিশেষ হওয়াতে পৃষ্ঠলিখন দ্বারা পশ্চাৎ যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন.—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে গগন নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া) তৎক্রমে জানকীনাথের প্রতি ঐ হুণ্ডী লিখিবার পর এত দিন গত হইলে (কিম্বা প্রকারান্তরে) প্রতিবাদির আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করেন, ও উক্ত জানকীনাথ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন। [না করিলে এই পদ ত্যাগ করা যাইতে পারিবে।] প্রতিবাদী হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া ঈশানকে দেন। সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। উক্ত ঈশান [ও অন্য ব্যক্তিরা] হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে উক্ত জানকীনাথের নিকট হুণ্ডী উপস্থিত করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

৪। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পাইয়াছিলেন।

৫। তিনি হুণ্ডীর টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৪৪ নম্বর।

পশ্চাৎ পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে গগনের নামে হুণ্ডী লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া] তৎক্রমে তাঁহাকে এই আদেশ করেন যে, ঐ হুণ্ডী দেখিবার পর এত দিন গত হইলে [কিম্বা প্রকারান্তরে] তিনি জানকীনাথের আদেশমতে এত টাকা দিবেন। [উক্ত গগন তাহা স্বীকার করেন]। উক্ত জানকীনাথ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা প্রতিবাদিকে দেন, প্রতিবাদী পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের নিমিত্ত উক্ত গগনের নিকট হুণ্ডী উপস্থিত করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য হয়।

৩। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পান।

৪। তিনি টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৪৫ নম্বর।

পশ্চাৎ পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় মধ্যবর্ত্তি পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া) তৎক্রমে গগন নামক কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ হুণ্ডী দেখিলে পর এত দিন গত হইলে (কি প্রকারান্তরে) জানকীনাথ নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিবার আদেশ করেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে। (উক্ত গগন তাহা স্বীকার করেন) এবং উক্ত জানকীনাথ পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদিকে ঐ হুণ্ডী দেন, পরে প্রতিবাদী [ও অন্যেরা] পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে উক্ত গগনকে হুণ্ডী দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন।

৩। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পান।

৪। তিনি ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৪৬ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, হুণ্ডীলেখকের ও স্বীকারকারির ও পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র ও

অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশান ও

অমুক স্থানবাসী শ্রীগগন প্রতিবাদী।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদি ঈশানের নামে হুণ্ডী লিখিয়া উক্ত ঈশানকে আজ্ঞা করেন যে [ঐ হুণ্ডী দেখিলে পর এত দিন গত হইলে] প্রতিবাদী গগনের আদেশমতে এত টাকা দেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঈশান ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন।

৩। উক্ত গগন পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদীকে সেই হুণ্ডী দেন।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ হুণ্ডী শ্রীঈশানকে দেখান গেলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন।

৫। অন্য প্রতিবাদিগণ ইহার উপযুক্ত নোটিস পান।

৬। তাঁহারা ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৪৭ নম্বর।

ভিন্নদেশীয় হুণ্ডীর টাকা যে ব্যক্তির প্রাপ্য হয়, হুণ্ডী স্বীকার না হওয়া প্রযুক্ত হুণ্ডীলেখকের নামে তাঁহার আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদী অমুক স্থানে ঈশান নামক এক ব্যক্তির নামে কলিকাতায় হুণ্ডী লিখিয়া তাঁহাকে এই আদেশ করেন যে হুণ্ডী দেখিলে পর [বাইট দিন] গত হইলে তিনি লণ্ডন নগরে বাদীকে এত পৌণ্ড দেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করাইয়া লইবার জন্যে উক্ত ঈশানকে দেখান গেলে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন, ও নিয়মমতে তাহার প্রোটেষ্ট হয় [অর্থাৎ টাকা পাওয়া যায় নাই এই কথা উকীলের দ্বারা হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লেখাইয়া হুণ্ডীলেখকের নামে পাঠান যায়।]

৩। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পান।

৪। তিনি ঐ হুণ্ডীর টাকা দেন নাই।

৫। প্রতিবাদীকে যে সময়ে প্রোটেষ্টের নোটিস দেওয়া যায় সেই সময়ে এত পৌণ্ডের এত টাকা এক আনা মূল্য ছিল।

অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি [শতকরা দশ টাকার হিসাবে] ক্ষতিপূরণ ও সুদসুদ্ধ প্রতিবাদির বিপক্ষে এত টাকার ডিক্রী পান।

---

৪৮ নম্বর।

যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় স্বীকারকারীর নামে তাঁহার আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তি প্রতিবাদির নামে হুণ্ডী লিখিয়া তাঁহার প্রতি এই আদেশ করেন যে ঐ হুণ্ডীর তারিখের পর [কিম্বা হুণ্ডী দেখিলে পর] এত দিন গত হইলে তিনি বাদীকে এত টাকা দেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইয়াছে।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করেন।

৩। তিনি ঐ হুণ্ডির টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৪৯ নম্বর।

সমুদ্রগত বিপত্তি দ্বারা জাহাজ মারা পড়িলে অনির্দ্দিষ্ট টাকার সামুদ্রিক বিমাপত্র ধরিয়া আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক নামক জাহাজ নিম্নলিখিতমতে যে সময়ে নষ্ট হইয়াছিল সেই সময়ে বাদী [সেই জাহাজের স্বামী ছিলেন] কিম্বা সেই জাহাজে তাঁহার স্বার্থ ছিল।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদিদিগকে এত টাকা দেওয়া গেলে [কিম্বা বাদী তৎকালে এত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলে প্রতিবাদিরা তাঁহার পক্ষে ঐ জাহাজের উপর বিমাপত্র করিয়া দেন; তাহার প্রতিলিপি এই পত্রের সঙ্গে দেওয়া গেল [কিম্বা তৎক্রমে তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করেন যে অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে ঐ জাহাজের এই যাত্রা-কালে সমুদ্র জন্য সঙ্কট দ্বারা কি অগ্নিদ্বারা কিম্বা ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত অন্য কারণে জাহাজ নষ্ট হইলে বা তাহার হানি হইলে, তৎপ্রযুক্ত বাদির যত হানি ও ক্ষতি হয় বাদির হানির ও স্বার্থের প্রমাণ হইলে পর এত দিনের মধ্যে, তাঁহারা এত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার সকল ক্ষতি ও হানি পূরণ করিয়া দিবেন।]

৩। উক্ত জাহাজ ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রার গমন কালে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে সমুদ্র জন্য সঙ্কট দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে।

৪। ইহাতে বাদির এত টাকা হানি হইয়াছে।

৫। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদিদিগকে আপনার হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দেন ও উক্ত বিমাপত্রের নিয়মানুসারে আপনার কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম উচিতমতে করেন।

৬। প্রতিবাদিরা সেই হানির টাকা পরিশোধ করেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৫০ নম্বর।

অগ্নিদ্বারা বোঝাই মাল নষ্ট হইলে, নির্দ্দিষ্ট টাকার বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক নামক জাহাজ নিম্নলিখিতমতে যে সময়ে নষ্ট হইয়াছিল সেই সময়ে বাদী ঐ জাহাজগত [একশত গাঁইট তুলার] স্বামী ছিলেন [কিম্বা, ঐ তুলাতে তাঁহার স্বার্থ ছিল]।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদিকে এত টাকা দিলে (কি দিবার অঙ্গীকার করিলে) প্রতিবাদী তাঁহার নামে ঐ মালের উপর বিমাপত্র করিয়া দেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল [কিম্বা, তৎক্রমে এই প্রতিজ্ঞা হয় যে, অমুক স্থানে ঐ মাল জাহাজ হইতে নামাইয়া দিবার পূর্ব্বে অগ্নিদ্বারা কি উল্লিখিত অন্য কারণে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলে প্রতিবাদী বাদিকে এত টাকা দিবেন, কিম্বা, মালের একাংশ নষ্ট হইলে তদ্দ্বারা, বাদির যত হানি হয় ঐ মালের সম্পূর্ণ মূল্যের উপর শতকরা এত টাকা পর্য্যন্ত সেই হানিপূরণ করিয়া দিবেন]।

৩। উক্ত বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমন সময়ে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ মাল অগ্নিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। (কিম্বা, যেরূপ ঘটিয়া থাকে, লিখ)।

৪ ও ৫ দফা। [ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৫ ও ৬ দফার ন্যায়]

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

৫১ নম্বর।

মালের ভাড়া সম্পর্কীয় নির্দ্দিষ্ট টাকার বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক নামক জাহাজের অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে যাত্রা কালে তাহার বোঝাই মালের যত ভাড়া পাওয়া যাইত, নিম্নলিখিত প্রকারে ঐ জাহাজের নষ্ট হওন সময়ে ঐ ভাড়ায় বাদির স্বার্থ ছিল ও তৎকালে ভাড়া দিবার নিয়মে অনেক মাল জাহাজে তুলিয়া লওয়া গিয়াছিল।

২। বাদী বিমাপত্রের নিমিত্ত এত টাকা দেওয়াতে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ঐ ভাড়ার উপর বাদীকে বিমাপত্র দেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে [কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাহার মর্ম্ম এই।]

৩। উক্ত বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রার গমন কালে সমুদ্র জন্য সঙ্কটদ্বারা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ জাহাজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে।

৪। বাদী উক্ত জাহাজের ঐ বোঝাই মালের ভাড়ার কোন অংশ পান নাই ও পূর্ব্বোক্তমতে নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত ঐ যাত্রায় ভাড়া উপার্জ্জন হয় নাই।

৫ ও ৬ দফা। [৪৯ নং পাঠের ন্যায়]

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৫২ নম্বর।

জাহাজ রক্ষা করিবার জন্যে মাল প্রভৃতি জলে ফেলিয়া দেওয়া গেলে অন্য মালের স্বামিরা হানি পূরণার্থে যে টাকা দেন তন্নিমিত্ত আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক নামক জাহাজের অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে যাইবার কালে ঐ জাহাজ পশ্চাৎ লিখিতমতে যে সময়ে নষ্ট হইয়াছিল বাদী সেই সময়ে সেই জাহাজগত [এক শত গাঁইট তুলার] স্বামী ছিলেন [কিম্বা ঐ তুলাতে বাদির স্বার্থ ছিল।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে এত টাকা [দিবার অঙ্গীকার করিলে] প্রতিবাদী তাহার উক্ত মালের উপর বাদীকে বিমাপত্র করিয়া দেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল [কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাহার মর্ম্ম এই।]

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমনকালে, সমুদ্রজন্য সঙ্কট দ্বারা ঐ জাহাজের নষ্ট হইবার আশু আশঙ্কা থাকাতে, রসী কাচী প্রভৃতি সরঞ্জামের অনেকাংশ কাপ্তানের ও খালাসিদের জলে ফেলিয়া দিতে হয় ও তাঁহারা জলে ফেলিয়া দেন।

৪। তৎপ্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ বাদির এত টাকা দিতে হওয়ায় তিনি তাহা দেন।

৫। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট আপনার হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দেন ও বিমাপত্রের নিয়মানুসারে তাঁহার যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহাও উচিতমতে করেন।

৬। প্রতিবাদী ঐ হানিপূরণের টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৫৩ নম্বর।

বিশেষ হানি হওয়াতে সেই হানিপূরণের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১ ও ২ [পূর্ব্ব পাঠের ন্যায়।]

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মহ সাগরে গমনকালে উক্ত জাহাজে তরঙ্গ লাগিয়া উক্ত [তুলার] এত টাকা পর্য্যন্ত হানি হয়।

৪ ও ৫। [ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৫ ও ৬ দফার ন্যায়।]

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৫৪ নম্বর

অগ্নিজন্য ক্ষতি নিষ্কৃতির বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। [অমুক নগরের অমুক রাস্তার অমুক নম্বরের বসতবাটী] যে সময়ে নিম্নলিখিত প্রকারে অগ্নিদ্বারা নষ্ট হইয়াছিল [কিম্বা ঐ বাটীর হানি হইয়াছিল] সেই সময়ে বাদী ঐ বাটীর স্বামী ছিলেন [কিম্বা ঐ বাটীতে বাদির স্বার্থ ছিল।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দেওয়াতে প্রতিবাদীরা উক্ত বাটীর উপর বাদিকে বিমাপত্র দেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল, [কিম্বা ঐ বিমাপত্রের মর্ম্ম এই]।

৩। অমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে অগ্নিদ্বারা উক্ত [বসত বাটী] সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় [কিম্বা তাহার অত্যন্ত হানি হয়]।

৪। তৎপ্রযুক্ত বাদির এত টাকা হানি হয়।

৫। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদির নিকট আপনার উক্ত হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দেন ও উক্ত বিমাপত্রের নিয়মানুসারে আপনার কর্ত্তব্য অন্য সকল কর্ম্ম উচিতমত সম্পাদন করেন।

৬। প্রতিবাদী উক্ত হানিপূরণার্থ টাকা দেন নাই

ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৫৫ নম্বর।

ভাড়ার টাকা দিবার প্রতিভূর নামে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির নিকট [অমুক রাস্তার অমুক নং বাটী] বৎসর এত টাকা ভাড়া দিবার ও (মাসেং) ঐ ভাড়া দিবার নিয়মে এত বৎসর মিয়াদে ভাড়া করিয়া লন।

২। উক্ত বাটী উক্ত ঈশানকে ভাড়া করিয়া দিলে প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে ঐ ঘরের ভাড়া নিয়মিতরূপে দেওনের প্রতিভূ বলিয়া নিয়ম করেন।

৩। ১৮ সালের অমুক মাসের এত টাকা ভাড়া দেওয়া যায় নাই।

[নিয়মপত্রের নিয়মানুসারে প্রতিভূকে নোটিস দিবার প্রয়োজন হইলে, এই কথাও লিখিতে হইবে।]

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী ঐ প্রতিবাদিকে উক্ত ভাড়া না দেওয়ার নোটিস দিয়া সেই ভাড়া চাহেন।

৫। তিনি ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

খ।—চুক্তি ভঙ্গহেতুক হানিপূরণ পাইবার আবেদনপত্র।

৫৬ নম্বর।

ভূমি হস্তান্তর করিবার নিয়মভঙ্গ হেতু আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন।

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনাদের স্বাক্ষরক্রমে নিয়মপত্র লিখিয়া দেন. তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে।

অথবা, প্রতিবাদী অমুক স্থান পভৃতিতে বাদির সঙ্গে এই নিয়ম করেন যে বাদী তৎকালে এত টাকা আমানৎ করিলেও পশ্চাল্লিখিতমতে আর দশহাজার টাকা দিলে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদির নামে অমুক নগরের অন্তর্গত অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর দায় ব্যতীত উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দিবেন ও বাদী সেই হস্তান্তরকরণপত্র পাইলে দশ হাজার টাকা দিতে সম্মত হন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদির স্থানে সম্পত্তির হস্তান্তরকরণপত্র চাহিয়া ঐ প্রতিবাদিকে এত টাকা দিতে চাহেন। [অথবা প্রতিবাদির দ্বারা যাহাতে বাদির সেই নিয়মপত্রানুযায়ি কার্য্য করাইবার অধিকার জন্মে এমত আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে ও সকল সময় গত হইয়াছে।]

৩। প্রতিবাদী বাদির নামে ঐ সম্পত্তির কোন হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দেন নাই। [অথবা, শ্রীঅমুক এত টাকার নিমিত্ত শ্রীঅমুকের নিকট ঐ সম্পত্তি বন্ধক দেন ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক আফিসে ঐ বন্ধকীপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে ও এখনও উক্ত বন্ধকের টাকা শোধ করা যায় নাই। কিম্বা অধিকারের আরং দোষ আছে।]

৪। তৎপ্রযুক্ত বাদী পূর্ব্বোক্ত যত টাকা আমানত রাখিয়াছেন তাহা এবং উক্ত ক্রয় কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যে আর২ যে টাকা দিয়াছেন তাহাও এত দিন বদ্ধ থাকাতে ব্যবহার করিতে পারেন নাই ; এবং প্রতিবাদির অধিকারের অনুসন্ধান লওনার্থে ও নিয়মপত্রানুসারে আপনার যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহার উদ্যোগ করাতে আর২ খরচে হানি হইয়াছে, এবং ঐ নিয়মপত্রানুসারে প্রতিবাদির যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাঁহার দ্বারা সেই২ কর্ম্ম করাইবার চেষ্টায় আর২ খরচ হইয়াছে।

অতএব বাদী হানিপূরণ বলিয়া এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করিতেছেন।

---

৫৭ নম্বর।

ভূমি ক্রয় করিবার নিয়মভঙ্গহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করেন যে বাদী অমুক গ্রামের অন্তর্গত চল্লিশ বিঘা ভূমি প্রতিবাদির নিকট বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী এত টাকা দিয়া বাদির স্থানে ঐ ভূমি ক্রয় করিবেন।]

২। বাদী সম্যক প্রকারে ঐ সম্পত্তির স্বামী হইয়া [ও ঐ সম্পত্তির উপর কোন দায়ের ভার নাই প্রতিবাদিকে ইহা দেখাইয়া,] অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির উক্ত টাকা দেওনমতে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র দিতে চাহেন, (অথবা উপযুক্ত নিদর্শনপত্রক্রমে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও তাহা দিতে প্রস্তাব করেন।)

৩। প্রতিবাদী টাকা দেন নাই।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

---

৫৮ নম্বর।

অন্য পাঠ।

স্থাবর সম্পত্তির ক্রয় সম্পন্ন না করাতে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের নিয়মপত্রানুসারে বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছিল যে বাদী নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্ত্তমতে প্রতিবাদির নিকট এত টাকা মূল্যে একটা ঘর ও ভূমি বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী বাদির স্থানে সেই মূল্যে তাহা ক্রয় করিবেন,—নিয়ম প্রভৃতি এই,

(ক) উক্ত নিয়মপত্রে স্বাক্ষরকরণ সময়ে প্রতিবাদী ঐ ক্রয়ের টাকার একাংশ এত টাকা বাদিকে দিবেন, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অবশিষ্ট টাকা দিবেন, সেই তারিখে ঐ বিক্রয় কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে।

(খ) বাদী ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে ঐ বাটীতে বিশিষ্ট অধিকার স্থির করিয়া দেখাইবেন, ও পূর্ব্বোক্ত মূল্যের উক্ত অবশিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে প্রতিবাদির খরচে ঐ বাটীর উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র প্রস্তুত করিয়া প্রতিবাদিকে দিবেন।

২। প্রতিবাদির দ্বারা যাহাতে বাদির ঐ নিয়মপত্রানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করাইবার অধিকার জন্মে এমত আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে ও সকল সময় গত হইয়াছে তথাপি প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত ক্রয়ের টাকার অবশিষ্ট অংশ বাদিকে দেন নাই।

৩। ইহাতে ঐ নিয়ম পত্রানুযায়ী আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার উদ্যোগ করণে বাদির খরচের হানি হইয়াছে ও প্রতিবাদির দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করাইবার জন্যে উদ্যোগ করণে তাঁহার আরও খরচ হইয়াছে।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৫৯ নম্বর।

বিক্রীত মাল না দেওনহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করেন যে প্রতিবাদী ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে [এক শত পিপা মদ্য] দিলে বাদী তাহা পাইলে পর তজ্জন্যে এত টাকা দিবেন।

২। প্রতিবাদী সেই দিনে উক্ত দ্রব্য দিলে বাদী তাঁহাকে ঐ টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও দিতে প্রস্তাব করেন।

৩। প্রতিবাদী সেই দ্রব্য দেন নাই, তৎপ্রযুক্ত সেই দ্রব্য দিলে বাদির যে লভ্য হইত তিনি তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৬০ নম্বর।

কর্ম্ম দিবার চুক্তি ভঙ্গহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করেন যে বাদী [হিসাব নবীস কিম্বা, দোকানের প্রধান কর্ম্মকারক প্রভৃতি] স্বরূপ প্রতিবাদির নিকট চাকরী করিবেন, ও প্রতিবাদী (এক বৎসরের নিমিত্ত) বাদিকে সেই কর্ম্মে রাখিয়া তাঁহাকে (মাসে২) এক টাকা বেতন দিবেন।

২। বাদী ১৮ সালের অমুক মাসে অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট উপরোক্ত চাকরী করিতে আরম্ভ করেন, ও তদবধি এখনও বৎসরের অবশিষ্ট কাল সেই চাকরীতে থাকিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন ও প্রতিবাদিকে সর্ব্বদাই এই কথার নোটিস দেওয়া গিয়াছে।

৩। প্রতিবাদী ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অন্যায়মতে বাদীকে কর্ম্মচ্যুত করেন ও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তমতে কর্ম্ম করিতে দিতে অথবা তাঁহার কর্ম্মের বেতন দিতে চাহেন না।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৬১ নম্বর।

কর্ম্ম দিবার চুক্তি হইয়া কর্ম্ম না দেওয়া গেলে ঐ চুক্তিভঙ্গহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। (ইহার পূর্ব্ব পাঠের ন্যায়।)

২। বাদী ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নিকট চাকরী করিতে উদ্যত ছিলেন ও অদ্যাপি করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। প্রতিবাদী বাদিকে সেই কার্য্য করিতে দিতে অথবা সেই কার্য্যের বেতন দিতে চাহেন না।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৬২ নম্বর।

চাকরী করিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করেন যে, বাদী বৎসর এত টাকা বেতন দিয়া প্রতিবাদিকে কর্ম্ম দিবেন ও প্রতিবাদী এক বৎসর পর্য্যন্ত (চিত্রকর) স্বরূপ বাদির নিকট কর্ম্ম করিবেন।

২। ঐ নিয়মানুসারে বাদির যাহা কর্ত্তব্য ছিল তিনি তাহা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন [ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহা করিতে উদ্যত ছিলেন।]

৩। প্রতিবাদী উপরোক্ত তারিখে বাদির নিকট কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু তৎপরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি পূর্ব্বোক্তমতে বাদির নিকট কর্ম্ম করিতে অসম্মত হন।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৬৩ নম্বর।

উপযুক্তমতে কর্ম্ম না করণ প্রযুক্ত গৃহনির্ম্মাতার নামে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই নিয়মপত্রের নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, চুক্তির মর্ম্ম এই।]

২। [উক্ত নিয়মপত্রক্রমে বাদির যে সকল নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ছিল তাহা উপযুক্তমতে পালন করেন।]

৩। প্রতিবাদী উক্ত নিয়ম পত্রের উল্লিখিত ঘর কদর্য্যরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও কারিগরের উপযুক্ত রীতিতে করেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

৬৪ নম্বর।

কর্ম্মশিক্ষার্থির পিতার কি অভিভাবকের নামে কর্ত্তার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বীয় স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত * নিয়মপত্র করেন. তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, ঐ নিয়মপত্রের মর্ম্ম লিখিতে হইবে।]

২। ঐ নিয়মপত্র করা গেলে পর বাদী পূর্ব্বোক্ত কালের নিমিত্ত উক্ত শিক্ষার্থিস্বরূপ উক্ত [শিক্ষার্থিকে] আপন কর্ম্মে গ্রহণ করেন ও উক্ত নিয়মপত্রানুসারে আপনার কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম সর্ব্বদাই করিয়াছেন ও করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত [শিক্ষার্থী] ইচ্ছাপূর্ব্বক বাদির কর্ম্মে অনুপস্থিত ছিলেন ও তদবধি অনুপস্থিত আছেন।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৬৫ নম্বর।

কর্ত্তার নামে কর্ম্মশিক্ষার্থির আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির ও তদীয় পিতা শ্রীঈশানের সঙ্গে আপনাদের স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত নিয়মপত্র করেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

২। ঐ নিয়মপত্র করা গেলে পর বাদী ঐ নিয়মপত্রের উল্লিখিত মিয়াদের নিমিত্ত শিক্ষার্থিস্বরূপ কর্ম্ম করিবার জন্যে প্রতিবাদির নিকট কর্ম্ম করিতে গেলেন ও ঐ নিয়মপত্রানুসারে আপনার যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহা সর্ব্বদাই করিয়াছেন।

৩। প্রতিবাদী বাদিকে অমুক কর্ম্মের শিক্ষা দেন নাই [কিম্বা, তাহার প্রতি নির্দ্দয়াচার করিয়াছেন কি উপযুক্ত আহারাদি দেন নাই, কিম্বা অন্য যে অত্যাচারক্রমে নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে তাহা লিখিতে হইবে।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৬৬ নম্বর।

কেরাণীর বিশ্বস্ততা বিষয়ক প্রতিজ্ঞা পত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক স্থানে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তিকে কেরাণীর কর্ম্ম দেন।

---

*১৮৫০ সালের ১৯ আইনে নিয়মপত্র লিখিবার যে পাঠ দেওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পিতার কি অভিভাবকের মোহর দিবার আদেশ আছে।

২। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির নিকট এক নিয়ম করিয়াছিলেন যে, উক্ত ঈশান বাদির কেরাণী হইয়া বিশ্বস্তমতে কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা বাদির নিমিত্ত যে সকল টাকা কি ঋণের প্রমাণপত্র কি অন্য সম্পত্তি পান তাহার হিসাব না দিলে, তজ্জন্যে বাদির যে হানি হয় প্রতিবাদী এত টাকা পর্য্যন্ত সেই হানি পূরণ করিবেন।

[অথবা, ২। প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে আপনার স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে বাদিকে দণ্ডস্বরূপ এত টাকা দিতে এই নিয়মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, উক্ত ঈশান বাদির কেরাণী ও খাজাঞ্চী হইয়া বিশ্বস্তমতে কর্ম্ম করিলে, ও বাদির পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ যে সময়ে যে সকল টাকা ও ঋণের প্রমাণপত্র কি অন্য সম্পত্তি তাঁহার হাতে থাকে বাদিকে তাহার যথার্থ হিসাব দিলে, এই প্রতিজ্ঞাপত্র নিষ্ফল হইবে, প্রকারান্তরে নয়।]

[অথবা, ২। প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে বাদির নিকট প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।]

৩। উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বাদির নিমিত্ত নগদ এত টাকা ও এত টাকা মূল্যের সম্পত্তি পাইলেও তাহার কোন হিসাব দেন নাই ও সেই টাকা অদ্যাপি পাওনা আছে ও বাদিকে দেওয়া যায় নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৬৭ নম্বর।

ভূম্যধিকারির নামে বিশেষ হানি ধরিয়া প্রজার আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিদর্শন পত্র লিখিয়া বাদির নিকট এত বৎসর মিয়াদে অমুক রাস্তার অমুক নং বাটী ভাড়া দিয়া বাদির সঙ্গে এই নিয়ম করেন যে বাদী ও তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্তগণ উক্ত মিয়াদের নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে ঐ বাটী ভোগ দখল করিবেন।

২। বাদির যাহাতে এই মোকদ্দমা করিবার অধিকার জন্মে এমত আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে।

৩। উক্ত মিয়াদ চলন সময়ে ঐ ঘরের বৈধ স্বামী ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আইনমতে বাদিকে ঐ ঘর হইতে উঠাইয়া দেন ও অদ্যাপি তাঁহাকে আর অধিকার করিতে দেন নাই।

৪। এই কারণে বাদী আর [সেই স্থানে দরজীর কর্ম্ম চালাইতে পারিলেন না ও তথাহইতে উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহার এত টাকা খরচ করিতে হইল ও উঠিয়া যাওয়াতে গগনের ও জানকীনাথের স্থানে আর কর্ম্ম পাইতে পারিলেন না।]

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

৬৮ নম্বর।

অস্থাবর দ্রব্যের নির্দ্দোষিতাসূচক বাক্য লঙ্ঘন-হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাষ্পীয় কল উত্তমরূপে চলিবে বলিয়া নিশ্চিত বাক্য কহাতে, তাঁহার স্থানে সেই কল ক্রয় করিয়া তজ্জন্যে এত টাকা দিতে বাদির প্রবৃত্তি জন্মান।

২। উক্ত কল তৎসময়ে উত্তমরূপে চলিবার উপযুক্ত ছিল না, তদ্ধেতুক তাহার মেরামত করণে বাদির খরচ হইয়াছে ও কলদ্বারা তাঁহার যে লভ্য হইতে পারিত মেরামত করিবার সময়ে বাদী সেই লভ্যে বঞ্চিত হইয়াছেন।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৬৯ নম্বর।

নিষ্কৃতিসূচক নিয়মপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী আনন্দ চন্দ্র কোম্পানির নামে কোন ব্যবসায়ের অংশী হইয়া, অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অংশিত্ব লোপ করিয়া, পরস্পর এই নিয়ম করেন যে, অংশিত্ব সম্পর্কীয় যত সম্পত্তি আছে প্রতিবাদী তাহা লইয়া রাখিবেন, ও কোম্পানির যত ঋণ আছে প্রতিবাদী তাহা শোধ করিবেন, ও ঐ কোম্পানির কোন ঋণহেতুক বাদির উপর যে দাওয়া হইতে পারে, প্রতিবাদী তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষ্কৃতি দিবেন।

২। ঐ নিয়মপত্রের যে সকল নিয়ম বাদির পালন করা কর্ত্তব্য ছিল তিনি তাহা উপযুক্তমতে পালন করিয়াছেন।

৩। [ঐ কোম্পানির স্থানে ঈশান নামক এক ব্যক্তির ঋণ পাওনা থাকিলে ঈশান অমুক স্থানের হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির ও প্রতিবাদির নামে ডিক্রী পান ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে] বাদী সেই ডিক্রী শোধার্থে এত টাকা দেন।

৪। প্রতিবাদী বাদিকে ঐ টাকা দেন নাই।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৭০ নম্বর।

মাল বোঝাই না দেওনের নিমিত্ত জাহাজে মাল তোলকের নামে স্বামির আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মপত্র করেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, ১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে চার্টরপার্টি নামক নিয়মপত্রদ্বারা এই নিয়ম করেন যে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদির অমুক নামক জাহাজে পাঁচশত টন সওদাগরী মাল দিবেন ও মাল বোঝাইর ভাড়া দেওয়া গেলে ঐ জাহাজে সেই মাল অমুক স্থানে পঁহুছাইয়া দেওয়া যাইবে, ও প্রতিবাদী জাহাজে মাল তুলাইবার জন্য এত দিন ও মাল নামাইবার এত দিন ও প্রয়োজন হইলে গছেরির নিমিত্ত এত দিন পাইবেন ও দিনপ্রতি এত টাকা দিবেন।।

২। উক্ত নিয়মপত্রের নির্দ্ধারিত সময়ে বাদী প্রতিবাদির স্থানে সেই [সওদাগরী মাল, কিম্বা ঐ নিয়মপত্রের নির্দ্ধারিত উল্লিখিত সওদাগরী মাল] গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও প্রস্তাব করেন।

৩। জাহাজে মাল তুলিবার ও গছেরির মিয়াদ গত হইলেও প্রতিবাদী উক্ত জাহাজে ঐ সওদাগরী মাল দেন নাই।

অতএব বাদী গছেরী বলিয়া এত টাকারও হানিপূরণ বলিয়া আর এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

গ।—অন্যায়হেতুক হানিপূরণ পাইবার আবেদনপত্র।

৭১ নম্বর।

ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির অমুক নামে খ্যাত ভূমিখণ্ডে প্রবেশ করিয়া [গবাদি চরাণ ও ঘাস দলান ও বাহাতুরি-কাষ্ঠ ছেদন করেন ও অন্যান্য প্রকারে ভূমির হানি করেন।]

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৭২ নম্বর।

বসতবাটীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী বাদির অমুক নামক বসৎবাটীতে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ শোরগোল ও গোলযোগ করিয়া বসতবাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ঐ বাটী সংলগ্ন দ্রব্য নামাইয়া তাহাসুদ্ধ বাদির মাল হরণ করিয়া লইয়া, নিজ প্রতিবাদির ব্যবহারার্থে বিক্রয়াদি করিয়া বাদিকে সপরিবারে ঐ বাটীহইতে বেদখল করিয়া বাহির করিয়া দেন ও তাঁহাদিগকে অনেকক্ষণ সেইরূপে বাহিরে রাখেন।

২। তৎপ্রযুক্ত বাদির স্বীয় কার্য্য চালাইতে বাধা হইয়াছিল ও আপনার ও পরিবারের বাস করিবার জন্য অন্য ঘর করিয়া লইতে খরচ হইয়াছে।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

৭৩ নম্বর।

অস্থাবর দ্রব্যের উপর অনধিকার প্রবেশহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির রম শরাবের দশ পিপা ভাঙ্গিয়া সেই শরাব পথে গড়িয়া পড়িতে দেন [কিম্বা, বাদির মাল অর্থাৎ লৌহ ও চাউল ও ঘরের লওয়াজিমা বা আর যাহা হউক কাড়িয়া লইয়া] স্থানান্তর করিয়া আপনার ব্যবহারার্থে বিক্রয়াদি করেন;

কিম্বা, বাদির গোরু ও বলদ কাড়িয়া লইয়া খোঁয়াড়ে আনাইয়া অনেকক্ষণ বদ্ধ করিয়া রাখেন।

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী তৎকালে সেই গোরু ও বলদদ্বারা যে উপকার পাইতেন তাহাতে বঞ্চিত হন ও তাহাদের আহার দেওনে ও মুক্ত করিয়া লওনে তাঁহার খরচ লাগে। আর অমুক হাটে তাঁহার সেই গবাদি বিক্রয় করিবার কল্পনা ছিল তাহাও করিতে পারেন নাই, ও বাদির পক্ষে সেই গোরুর ও বলদের মূল্য ন্যূন হইয়া পড়িয়াছে (ইত্যাদি বৃত্তান্তানুসারে আর যেহ হানি হয় তাহা লিখিতে হইবে।)

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

---

৭৪ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তির অবৈধ ব্যবহার বরণবিষয়ক আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিম্নলিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মাল [কিম্বা, এক হাজার পিপা ময়দা] বাদির অধিকারে ছিল।

২। প্রতিবাদী সেই দিনে অমুক স্থানে সেই দ্রব্য লইয়া নিজ কার্য্যে ব্যবহার করেন ও সেই দ্রব্যের ব্যবহার ও অধিকার করণে বাদিকে অন্যায়মতে বঞ্চিত করেন।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

তফসীল।

---

৭৫ নম্বর।

মাল দিতে সম্মত না হওয়াতে আড়ৎদারের নামে আবেদনপত্র।)

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী এত টাকা পাইবার (কিম্বা মাসের কি অন্য সময়ান্তরে পিপা প্রতি এত টাকা পাইবার) নিয়মে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার গুদামে [এক শত পিপা ময়দা] রাখিতে ও সেই টাকা পাইলে বাদিকে ঐ দ্রব্য ফিরিয়া দিতে কবার করেন।

২। তাহাতে বাদী প্রতিবাদির নিকট সেই [এক-শত পিপা ময়দা] গচ্ছিত করিয়া রাখেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী সেই মাল ফিরিয়া দিতে বলিয়া প্রতিবাদীকে এত টাকা দিতে [কিম্বা, আড়তে মাল রাখিবার যত ভাড়া পাওনা ছিল তাহা দিতে] চাহেন, কিন্তু প্রতিবাদী তাহা ফিরিয়া দিতে সম্মত হন না।

৪। তৎপ্রযুক্ত শ্রী ঈশানের নিকট বাদী ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলেন না, ও তাহা বাদির পক্ষে হারাণ গেল।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

---

৭৬ নম্বর।

প্রতারণাদ্বারা সম্পত্তি লওন হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন।—

১। বাদী যেন প্রতিবাদির নিকট কতক দ্রব্য বিক্রয় করেন এই প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির এমত জ্ঞান জন্মাইয়া দেন যে, প্রতিবাদী ঋণ শোধ করিতে সক্ষম ও সর্ব্বল ঋণ শোধ হইলে পর তাঁহার এত টাকা থাকিবে।

২। তদ্দ্বারা বাদী প্রবৃত্তি পাইয়া প্রতিবাদির নিকট এত টাকা মূল্যের (ধান্যাদি) বিক্রয় (করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ) করেন।

৩। প্রতিবাদির উক্ত কথা মিথ্যা [বা, যাহা মিথ্যা কহিয়াছিল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] ও প্রতিবাদী তৎকালে তাহা মিথ্যা জানিতেন।

৪। প্রতিবাদী সেই দ্রব্যের মূল্য দেন নাই। [কিম্বা ঐ দ্রব্য প্রতিবাদির হস্তে সমর্পণ করিয়া না দেওয়া গেলে উক্ত মাল প্রস্তুত করিয়া জাহাজে তুলিতে ও তাহা ফিরিয়া পাইবার উদ্যোগ করিতে বাদির এত টাকা খরচ লাগিয়াছে।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

---

৭৭ নম্বর।

পশ্চাৎ মূল্য পাইবার অপেক্ষায় অন্য ব্যক্তিকে দ্রব্য দিবার প্রবৃত্তি প্রতারণা ভাবে জন্মাওন-হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণন করিতেছেন,।—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে জানান যে ঈশান ঋণ শোধ করিতে সক্ষম ও উত্তম বিশ্বাসপাত্র ও সমস্ত ঋণ ছাড়া তাঁহার এত টাকা আছে। [অথবা, ঈশান তৎ-কাল ভারি পদে নিযুক্ত আছেন ও তাঁহার অবস্থা উত্তম, ও ধার দিলে তাঁহার প্রতি নিরুদ্বেগে বিশ্বাস হইতে পারে।]

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী প্রবৃত্তি পাইয়া উক্ত ঈশানকে এত মাসের জন্যে হাওলাৎ হিসাবে এত টাকা মূল্যের [ধান্য] দেন।

৩। প্রতিবাদির উক্ত সকল কথা মিথ্যা ও তিনি তৎকালে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন, ও বাদিকে বঞ্চনা ও প্রতারণা করিবার [কিম্বা বাদিকে বঞ্চনা করিয়া অপকার করিবার] অভিপ্রায়ে ঐ কথা কহা হয়।

৪। হাওলাতের পূর্ব্বোক্ত মিয়াদ গত হইলেও [উক্ত ঈশান ঐ দ্রব্যের মূল্য দিলেন না কিম্বা,] ধান্যের মূল্য দেন নাই ও পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহা বাদির পক্ষে একেবারে হারাণ হইয়াছে।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৭৮ নম্বর।

বাদির ভূমির নিম্নভাগের জল ঘোলা করণ হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামে খ্যাত কতক ভূমি ও তদন্তর্গত কূপ ও কূপের অন্তর্গত জল বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল, ও সেই কূপের ও তদন্তর্গত জলের ব্যবহার করণে ও তজ্জন্য উপকার প্রাপণে তাঁহার অধিকার ছিল, ও যে উনুই ও স্রোত হইতে সেই কূপের জল সম্পোষা হয় তাহা ঘোলা কি ময়লা না হইয়া কূপে গিয়া পড়ে তাঁহার এমত অধিকার ছিল।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অন্যায়মতে উক্ত কূপ ও তদন্তর্গত জল, ও যে উনুইর ও স্রোতের জল ঐ কূপে গিয়া পড়ে তাহাও ঘোলা ও ময়লা করেন।

৩। পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে উক্ত কূপের অন্তর্গত উক্ত জল অপরিষ্কার ও গৃহ কার্য্যের ও আবশ্যক অন্যান্য কার্য্যের অনুপযুক্ত হয় ও বাদী ও তাঁহার পরি-বারীয় লোক সেই কূপের ও জলের ব্যবহারে ও তজ্জন্য উপকারে বঞ্চিত হইয়াছেন।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৭৯ নম্বর।

অস্বাস্থ্যজনক ব্যবসায় করণ বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামে খ্যাত ভূমি বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল।

২। প্রতিবাদী খনির লৌহ গলাইবার কর্ম্ম চালাই-তেছেন, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অন্যায়মতে আপনার সেই কারখানা হইতে

দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যজনক ধূম ও অন্যান্য প্রকারের বাষ্প ও পীড়াজনক দ্রব্য উত্থাপিত করাইলে তাহা উক্ত ভূমির ঊর্দ্ধ ভাগে ও তদুপরে ব্যাপক হইয়া বায়ু মলিন করে ও ঐ ভূমির উপরিভাগে সেই সকল দ্রব্য পড়িয়া থাকে।

৩। উক্ত ভূমিতে বাদির যেং বৃক্ষ ও বেড়াছিল ও যে শাকশবজী ও ফসল হইতেছিল তাহার হানি হইয়াছে ও তাহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে ও উক্ত ভূমিতে বাদির যে গবাদি ও অন্য যে পশ্বাদি ছিল তাহাও অসুস্থ হইয়াছে ও অনেকগুলি ঐ কারণে মরিয়া গিয়াছে।

৪ বাদী সেই ভূমিতে গবাদি চরাইতেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণেই আর চরাইতে পারিলেন না ও গোমেষাদি যত পশুপক্ষী পালিতেন তাহাও তাঁহার স্থানান্তর করিয়া দিতে হইল, ও ঐ ভূমির ব্যবহার ও ভোগ করণে যত লাভ ও উপকার হইত তাহাও হইতে পারিল না।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৮০ নম্বর।

পথাবরোধ করণ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। [অমুক গ্রামের অন্তর্গত বাটী] বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল।

২। তিনি ও তাঁহার চাকরেরা সেই বাটী হইতে [গাড়ী করিয়া কিম্বা হাঁটিয়া] বৎসরের সকল সময়ে বিশেষ এক ক্ষেত্রের উপর দিয়া রাজপথে যাইতে ও উক্ত রাজপথ হইতে উক্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া উক্ত বাটীতে ফিরিয়া যাইতে স্বত্ববান্ ছিলেন।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ পথ এমন করিয়া অবরোধ করেন যে বাদী [গাড়িতে কি হাটিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে,] ঐ পথ দিয়া যাইতে পারেন না, [ও তদবধি সেই পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে।]

৪। [ইহাতে বিশেষ হানি ঘটিলে তাহা ও লিখিত হইবে]

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

অন্য পাঠ।

১। অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানপর্য্যন্ত যে রাজপথ যায় প্রতিবাদী অন্যায়মতে সেই পথে গর্ত্ত খুড়িয়া মাটির ও পাতরের এমন ঢিবি করিয়া রাখেন যে পথ অবরুদ্ধ হয়।

২। তৎপ্রযুক্ত বৈধমতে সেই পথ দিয়া গমন কালে বাদির ঐ মাটির ও পাতরের ঢিবিতে পড়িয়া [কিম্বা, ঐ গর্ত্তে পড়িয়া] হাত ভাঙ্গে ও অত্যন্ত বেদনা হওয়াতে অনেক দিন তিনি আপন কর্ম্মে যাইতে পারেন না ও ডাক্তরের খরচ ও তাঁহার দিতে হয়।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

৮১ নম্বর।

জলপ্রণালী অন্য মুখ করণ প্রযুক্ত আবেদন পত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্তবাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক জিলার অমুক মৌজার অন্তর্গত অমুক নামক [জল স্রোতের] ধারে একটি কল বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল।

২। তদ্রূপ অধিকার থাকাপ্রযুক্ত ঐ কল চালাইবার নিমিত্ত ঐ জলের ব্যবহার করণে বাদির স্বত্ব ছিল।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ নদীর পাড় কাটিয়া অন্যায়মতে স্রোত অন্যমুখ করেন, তাহাতে বাদির কলে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প জল আসিতে থাকে।

৪। তৎপ্রযুক্ত বাদী যাঁতায় দিন এত বস্তার অধিক গোম পিষিতে পারেন না, কিন্তু উক্ত স্রোত অন্যমুখ করিবার পূর্ব্বে দিন এত গোম পিষিতে পারিতেন।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

---

৮২ নম্বর।

সেঁচিবার নিমিত্তে জলের ব্যবহার করিবার স্বত্ব অবরোধ হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক জিলা প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমি বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল; ও সেই ভূমিতে সেঁচিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ কোন জলস্রোতের জলের একাংশ লইয়া ব্যবহার করিবার স্বত্ব ছিল।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ স্রোতের জল অন্যায়মতে অবরোধ ও অন্য মুখ করিয়া বাদির উক্ত জলের সেই অংশ লইয়া ব্যবহার করিবার বাধা দেন।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

---

৮৩ নম্বর।

পাট্টাদারের দ্বারা অপকার প্রযুক্ত আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত বৎসর মিয়াদে অমুক পথের অমুক নং বাটী বাদির স্থানে ভাড়া করিয়া লন।

২। প্রতিবাদী তদ্রূপে ভাড়া করিয়া ঐ বাটী অধিকার করেন।

৩। তদ্রূপ অধিকারকরণ সময়ে, প্রতিবাদী ঐ বাটীর অত্যন্ত অপকার করেন [ঘরের দেয়াল বিকৃত করেন, মেজ্যা খুঁড়িয়া ফেলেন, দ্বার ভাঙ্গিয়া দেন ইত্যাদি যেং হানি করেন তাহা সাধ্যমতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।]

অতএব বাদী হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

৩। ঐ আঘাতে ও পতনে ও ঘোড়ার পায়ের চাপনে বাদির বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল ও পার্শ্ব ও পিঠে এবং শরীরের অন্তর্ভাগেও ক্ষত বিক্ষত ও হানি হইল; তৎপ্রযুক্ত বাদী বেদনাযুক্ত হইয়া চারি মাস পীড়িত ছিল ও আপন কর্ম্মে যাইতে পারে নাই ও ঔষধের ও চিকিৎসাদির জন্যে তাঁহার অনেক খরচ ও ব্যবসায়ের ও লভ্যের অনেক হানি হইয়াছে।

বাদী হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার দাওয়া করে।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

প্রতিবাদির লিখিত বর্ণনাপত্র।

১। প্রতিবাদী কহেন যে আবেদনপত্রের উল্লিখিত গাড়ী তাঁহার নিজের নয় ও প্রতিবাদির চাকরদের জিম্মায় কি তত্ত্বাধীনে ছিল না। ঐ গাড়ী কলিকাতার অমুক রাস্তার আড়গাড়ীওয়ালা শ্রীঅমুকের গাড়ী, প্রতিবাদী তাঁহার স্থানে গাড়ী ও ঘোড়া ভাড়া করিয়া লন। ঐ গাড়ী যাহার জিম্মায় ও তত্ত্বাধীনে ছিল সে উক্ত শ্রীঅমুকের চাকর।

২। প্রতিবাদী আরো কহেন যে ফারিংটন ষ্ট্রীট হইতে বাহির হওন সময়ে ঐ গাড়ী অমনোযোগে চালান হয় নাই ও হঠাৎ কি সাবধানতা না জন্মাইয়া কি অতিবেগে কি সঙ্কটজনকরূপে চালান যায় নাই।

৩। প্রতিবাদী আরো কহেন যে বাদী যুক্তিসঙ্গতমতে সতর্ক থাকিয়া মনোযোগ করিলে অবশ্যই ঐ গাড়ী আসিতে দেখিত, তাহা হইলে গাড়ী চাপা পড়িত না।

৪। প্রতিবাদী আবেদনপত্রের তৃতীয় দফায় উল্লিখিত বর্ণনা গ্রাহ্য করেন না।

---

৮৯ নম্বর

কথাই অপবাদজনক হওয়াতে লিখিত অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক নামক সম্বাদপত্রে [কিম্বা শ্রীঈশানের নামে পত্র লিখিয়া] বাদির বিষয়ে এইং কথা প্রচার করেন,—

[ঐ সকল কথা ঠিক লিখিতে হইবে।]

২। উক্ত প্রচারিত কথা মিথ্যা ও দ্বেষজনিত।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

মন্তব্য।—আদালতে যে ভাষা চলিত থাকে অপবাদ তদ্ভিন্ন কোন ভাষায় প্রচারিত হইলে, যে ভাষায় প্রচার করা যায় সেই ভাষায় ঐ অপবাদজনক প্রত্যেক কথা লিখিয়া, তাহার পর এই কথা লিখিতে হইবে, "উক্ত সকল কথা অমুক ভাষায় অনুবাদিত হইলে তাহার ভাব ও মর্ম্ম এই ও যাঁহাদের নিকট প্রচার করা গিয়াছিল তাঁহারাও সেই ভাব ও মর্ম্ম বুঝাইয়াছিলেন, অর্থাৎ [এইস্থলে আদালতের চলিত ভাষায় ঐ অপবাদজনক প্রত্যেক কথার অনুবাদ করিয়া লিখিতে হইবে।]

৯০ নম্বর।

কথাই অপবাদজনক না হইলে লিখিত অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ও তৎপূর্ব্বে অমুক নগরের মধ্যে সওদাগর [আছেন ও ছিলেন।]

২। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক নামক সম্বাদপত্রে [কিম্বা, শ্রী ঈশানের নামে পত্র লিখিয়া, কিম্বা অন্য যে প্রকারে প্রচার করা গেল তাহা লিখিতে হইবে] বাদির বিষয়ে নিম্নলিখিত কথা প্রচার করেন,

"এই নগরনিবাসী শ্রী আনন্দ বিনা আড়ম্বরে ভিন্নদেশে গমন করিয়াছেন।"

"লোকে বলে যে তাঁহার এত টাকা পর্য্যন্তের উত্তমর্ণের উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার ঠিকানা জানিতে চেষ্টা করিতেছে।"

৩। প্রতিবাদির কথার তাৎপর্য্য এই, যে [বাদী আপন উত্তমর্ণের নিকট হইতে গুপ্ত থাকিবার ও প্রতারণাপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাপ্য না দিবার অভিপ্রায়ে পলায়ন করিয়াছেন]

৪। উক্ত প্রচারিত কথা মিথ্যা ও দ্বেষজনিত।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৯১ নম্বর।

কথাই নালিশের যোগ্য হইলে বাচনিক অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রী ঈশানের [কিম্বা নানা লোকের] শ্রুতিগোচরে বাদির বিষয়ে মিথ্যা ও দ্বেষজনিত এই কথা কহেন ("সে চোর")।

২। উক্ত কথা প্রযুক্ত শ্রীঅমুকের নিকট বাদির অমুক যে কর্ম্ম ছিল সেই কর্ম্ম গেল।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

---

৯২ নম্বর।

কথা নালিশের যোগ্য না হইলে বাচনিক অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঈশানকে বাদির বিষয়ে মিথ্যা ও দ্বেষভাবে এই কথা কহিয়াছিল "সেই যুবার ধর্ম্মজ্ঞানের নমনীয় শক্তিচমৎকার।"

২। বাদী তৎকালে কেরাণীস্বরূপ কর্ম্ম পাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং প্রতিবাদির সেই কথার তাৎপর্য্য এই যে বাদী কেরাণীস্বরূপ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৩। ঐ কথাপ্রযুক্ত উক্ত শ্রীঈশান বাদিকে কেরাণীর কর্ম্ম দিতে অসম্মত হন।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

---

৯৩ নম্বর।

দ্বেষপূর্ব্বক অভিযোগহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক অপরাধের অভিযোগ করিয়া সেই শহরের মাজিষ্ট্রেট (কিম্বা অন্য কর্তৃপক্ষ, শ্রীঅমুক সাহেবের স্থানে গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বাহির করাতে, বাদিকে তদনুসারে গ্রেফ্তার করা হয়, ও (এত দিন বা এত ঘণ্টা) কারাবদ্ধ করা হয় ও বাদী মুক্তি পাইবার জন্যে এত টাকা হাজিরজামিন দেন।

২। প্রতিবাদী দ্বেষপূর্ব্বক, যুক্তিসঙ্গত কি সম্ভব কারণ না থাকিতেও, উক্ত কার্য্য করেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদির নালিশ ডিসমিস করিয়া বাদিকে নির্দ্দোষ করেন।

৪। বাদী যাঁহাদের নাম জানেন না এমত অনেক ব্যক্তি তাঁহার উক্ত প্রকারে গ্রেফ্তার হওয়ার কথা শুনিয়া ও বাদিকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সঙ্গে আর কারবার করেন না। কিম্বা উক্ত প্রকারে গ্রেফ্তার হওয়া প্রযুক্ত শ্রীঈশানের নিকট বাদির কেরাণীগিরি কর্ম্ম গিয়াছে। কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যহেতুক বাদির শারীরিক ও মানসিক অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল ও স্বীয় কর্ম্ম চালাইতে পারিলেন না ও তাঁহার মানের হানি হইয়াছে এবং কারাবন্ধনহইতে মুক্তি পাইবার ও ঐ অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে তাঁহার খরচ লাগিয়াছে।

(ডিক্রীর প্রার্থনা।)

ঘ।—বিশেষ সম্পত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমার আবেদনপত্র।

---

৯৪ নম্বর।

স্থাবর সম্পত্তির অধিকার প্রাপনার্থ একক স্বামির আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন।

১। যদুনাথ [অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক নামক মহালের কিম্বা মহালের একাংশের একক স্বামী ঐ মহালের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব এত টাকা ও মূল্য অনুমান এত টাকা ; কিম্বা কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর] এককস্বামী [ঐ বাটীর মূল্য অনুমান টাকা।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে জানকীনাথ বেআইনীমতে ঐ মহাল [কি অংশ কি বাটী] হইতে উক্ত যদুনাথকে বেদখল করেন।

৩। তৎপরে উক্ত যদুনাথ উইল না লিখিয়া উক্ত বাদি আনন্দকে আপনার উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরিয়াছেন।

৪। প্রতিবাদী বাদিকে ঐ মহালের [কি অংশের কি বাটীর] অধিকার দেন না।

অতএব বাদী

(১) ঐ বাড়ীর অধিকার পাইবার,

(২) অধিকার করিতে না দেওনপ্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা পাইবার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

অন্য পাঠ।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিদর্শনপত্র লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি মাসে ৩০০৲ টাকা ভাড়া পাইবার নিয়মে পাঁচ বৎসর মিয়াদে প্রতিবাদিকে অমুক স্থানে রসেল স্ট্রীটের ৫২ নম্বরের ঘর ও বাটী ভাড়া দেন।

২। উক্ত নিদর্শন পত্রক্রমে প্রতিবাদী ঐ ঘর ও বাড়ী উত্তম অবস্থায় ও প্রজা যাহাতে থাকিতে পারে এমতে মেরামত করিয়া রাখিবার নিয়ম করেন।

৩। উক্ত নিদর্শনপত্রে ঐ ঘর ফিরিয়া লইবার এই মর্ম্মের এক প্রকরণ ছিল যে, ঐ নিদর্শনপত্রক্রমে যত টাকা ভাড়া দিবার নিয়ম হইয়াছে সেই টাকার দাওয়া হউক বা না হউক একুশ দিন পর্য্যন্ত বাকী থাকিলে, কিম্বা প্রতিবাদী যে কর্ম্ম করিবার নিয়ম করেন তাহার কোন অংশে ত্রুটি করিলে, বাদির ঐ ঘর ও বাড়ী ফিরিয়া লইবার স্বত্ব থাকিবে।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এক মাসের ভাড়া বাকী ছিল, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আর এক মাসের ভাড়া বাকী পড়ে, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ দুই মাসের ভাড়া একুশদিন পাওনা ছিল এবং এখনও বাকী আছে।

৫। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঘর ও বাড়ী সদবস্থায় ছিল না, ও প্রজা যাহাতে বাস করিতে পারে এমতে মেরামত করিয়া রাখা যায় নাই, ও যাহাতে সেই সদবস্থা হয় ও প্রজার থাকিবার উপযুক্ত করা যায় এমতে মেরামত করিতে অনেক টাকা লাগিবে, ও বাদির ঐ ঘর ফিরিয়া লইবার যে স্বত্ব তাহার মূল্য অতিশয় হ্রাস হইয়াছে। অতএব বাদির এই [illegible]া,

১। ঐ ঘর ও বাড়ীর অধিকার ফি[illegible]া পান।

২। বাকী ভাড়া এত টাকা পান।

৩। প্রতিবাদির মেরামত না করাতে তাঁহার নিয়মভঙ্গের হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা পান।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি ঐ ঘরের অধিকার ফিরিয়া পাইবার তারিখ পর্য্যন্ত ঐ ঘর ও বাড়ী দখল করা প্রযুক্ত এত টাকা পান।

৯৫ নম্বর।

পূজার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। শ্রী ঈশান নামক এক ব্যক্তি [কলিকাতা নগরের অমুক স্থানবর্ত্তি অমুক চতুঃসীমাবদ্ধ এক খণ্ড ভূমির] একক স্বামী, তাহার মুল্য অনুমান এত টাকা।

২। উক্ত শ্রী ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি এত বৎসর মিয়াদে উক্ত ভূমি পাট্টা করিয়া দেন।

৩। প্রতিবাদী বাদিকে সেই ভূমি অধিকার করিতে দেন না।

[ডিক্রীর প্রার্থনা।]

---

৯৬ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়মতে হরণ হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির একশত পিপা ময়দা ছিল (কিম্বা, তাঁহার অধিকারে ছিল), তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা।

২। প্রতিবাদী সেই দিনে অমুক স্থানে সেই দ্রব্য হরণ করিয়া লইয়াছেন।

অতএব বাদির প্রার্থনা এই যে, —

(১) উক্ত মালের অধিকার, কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে এত টাকার,

(২) ও তাহা আটক রাখন প্রযুক্ত হানিপূরণ-স্বরূপ এত টাকার ডিক্রী পান।

---

৯৭ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়মতে আটক রাখন-হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী নিম্নলিখিত তফসালের উল্লিখিত মালের [কিম্বা অমুক২ দ্রব্যের] স্বামী ছিলেন (কিম্বা অধিকারিত্ব স্বত্বের প্রমাণসূচক অন্য বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে।), তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা।

২। সেই তারিখ অবধি এই মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের সময় পর্য্যন্ত প্রতিবাদী বাদির ঐ দ্রব্য আটক করিয়া রাখিয়াছেন।

৩। এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদির নিকট সেই দ্রব্য চাহেন, কিন্তু তিনি দিতে অস্বীকার করেন।

অতএব বাদির প্রার্থনা এই যে,

(১) উক্ত দ্রব্যের অধিকার পাইবার কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে এত টাকার,

(২) ও ঐ দ্রব্য আটক রাখা প্রযুক্ত হানিপূরণ-স্বরূপ এত টাকার ডিক্রী পান।

তফসীল।

---

৯৮ নম্বর।

কোন ব্যক্তি প্রতারণাপূর্ব্বক দ্রব্য ক্রয় করিয়া নোটিসপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিলে তাঁহাদের নামে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। চন্দ্র নামক প্রতিবাদির নিকট বাদী কোন২ দ্রব্য বিক্রয় করিতে যেন প্রবৃত্তি পান এই কারণে প্রতিবাদী [যে স্বীয় ঋণ শোধ করিতে সক্ষম ও সকল দায় শোধ হইলে পর যে তাঁহার এত টাকা থাকিবে] অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে এই কথা জানান।

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী উক্ত চন্দ্রের নিকট (এক শত বাক্স চা) বিক্রয় করিয়া দিতে প্রবৃত্তি পান। ঐ দ্রব্যের মুল্য অনুমান এত টাকা।

৩। প্রতিবাদির পূর্ব্বোক্ত কথা মিথ্যা, ও উক্ত চন্দ্র তৎকালে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন [কিম্বা, উক্ত কথা কহনসময়ে উক্ত চন্দ্র ঋণ শোধ করিতে অক্ষম ছিলেন ও আপনাকে অক্ষম বলিয়া জানিতেন।]

৪। পশ্চাৎ উক্ত চন্দ্র মূল্য না লইয়া [কিম্বা তাহার কথা যে মিথ্যা ঈশান ইহার নোটিস পাইলেও] ঐ দ্রব্য ঈশান নামক প্রতিবাদির হস্তগত করিয়া দেন।

অতএব বাদির প্রার্থনা এই, যে

(১) উক্ত দ্রব্যের অধিকার পাইবার কিম্বা, অধিকার পাইতে না পারিলে, এত টাকার,

(২) ও উক্ত দ্রব্য আটক রাখা প্রযুক্ত হানিপূরণ-স্বরূপ এত টাকার ডিক্রী পান।

ঙ।—বিশেষ উপকার প্রাপণার্থ মোকদ্দমার আবেদনপত্র।

---

৯৯ নম্বর।

ভুলপ্রযুক্ত চুক্তি অসিদ্ধ করিবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে কহেন যে অমুক স্থানে ঐ প্রতিবাদির [দশ বিঘা] পরিমাণ এক খণ্ড ভূমি আছে।

২। বাদী সেই কথা সত্য বোধ করিয়া এত টাকা মূল্যে সেই ভূমি ক্রয় করিতে প্রবৃত্তি পাইয়া এক খানি নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে ঐ ভূমির হস্তান্তর করণপত্র করিয়া দেওয়া যায় নাই।

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদিকে ঐ ক্রয়ের টাকার একাংশ এত টাকা দিয়াছেন।

৪। বস্তুতঃ উক্ত ভূমির পাঁচ বিঘা মাত্র পরিমাণ।

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে,

(১) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি সুদসুদ্ধ এত টাকা পান,

(২) ও ক্রয় করিবার উক্ত নিয়মপত্র ফিরিয়া দেওয়া ও অসিদ্ধ করা যায়।

১০০ নম্বর।

অপচয় নিবারণার্থ আজ্ঞা পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী অমুক সম্পত্তির (সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে) একক স্বামী।

২। প্রতিবাদী বাদির স্থানে পাট্টা পাইয়া ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন।

৩। প্রতিবাদী বাদির অনুমতি বিনা [অনেক বহুমূল্য বৃক্ষ ছেদন করিয়াছেন ও বিক্রয় করিবার জন্যে আর কএকটা বৃক্ষ ছেদন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন।]

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে উক্ত বাটীর মধ্যে প্রতিবাদী আর কোন অপচয় না করেন কি অন্যকে করিতে না দেন তাঁহার প্রতি এমত নিষেধসূচক আজ্ঞা করা যায়।

[হানিপূরণ স্বরূপ টাকার প্রার্থনাও হইতে পারিবে।]

---

১০১ নম্বর।

অনিষ্টজনক বিঘ্ন নিবারণার্থ আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী (কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর) একক স্বামী আছেন ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে ছিলেন।

২। প্রতিবাদী (সেই রাস্তার ধারে এক খণ্ড ভূমির) একক স্বামি আছেন ও পূর্ব্বোক্ত সকল সময়ে ছিলেন।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার উক্ত ভূমিখণ্ডে গবাদি জবাই করিবার স্থান স্থাপন করিয়া অদ্যাপি তাহা রাখিতেছেন, ও সেই দিনাবধি অদ্যপর্য্যন্ত সর্ব্বদাই গবাদি আনাইয়া তথায় জবাই করিতেছেন। [এবং বাদির উক্ত বাটীর সম্মুখপথে রক্ত ও নাড়ীভুঁড়ী ফেলাইতেছেন।]

৪। [পূর্ব্বোক্ত কারণে বাদির সেই বাটী হইতে উঠিয়া যাইতে হইয়াছে ও তাহা ভাড়া দিতে পারেন নাই।]

অতএব সেই অনিষ্টজনক কার্য্য নিবারণ করা যায় বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

---

১০২ নম্বর।

জলপ্রণালী অন্যমুখ করিবার নিষেধার্থ আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

[৮১ নং পাঠের ন্যায়।]

অতএব প্রতিবাদির প্রতি পূর্ব্বোক্তমতে জল অন্যমুখ করিবার নিষেধসূচক আজ্ঞা করা যায়, বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

১০৩ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট হইবার ভয় দেখান যাওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার ও নিষেধ আজ্ঞার জন্যে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। বাদী (স্বীয় পিতামহের প্রতিমূর্ত্তির) স্বামী আছেন ও নিম্নলিখিত সকল সময়েই ছিলেন, (সেই প্রতিমূর্ত্তি অতি প্রসিদ্ধ চিত্রকর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল,) ও তাহার দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি আর নাই (কিম্বা অর্থদ্বারা ঐ দ্রব্যের হানির প্রতিকার হইতে পারে না এই মর্ম্মাত্মক কোন বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে।)

২। বাদী নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট তাহা রাখেন।

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির স্থানে তাহা ফেরত চাহেন ও তাহা রক্ষা করণের সকল খরচ দিতে প্রস্তাব করেন।

৪। প্রতিবাদী বাদিকে তাহা ফিরিয়া দিতে সম্মত নহেন, ও তাঁহার প্রতি তাহা ফিরিয়া দিবার আদেশ করা গেলে তাহা লুকাইয়া রাখিবেন কি স্থানান্তর করিবেন কি কাটিবেন কি তাহার অপকার করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন।

৫। (উক্ত প্রতিমূর্ত্তির) হানি হইলে যত টাকা হউক তদ্দারা বাদির উপযুক্ত হানিপূরণ হইতে পারে না।

অতএব বাদী এই প্রার্থনা করেন যে,

(১) নিষেধ আজ্ঞা দ্বারা প্রতিবাদিকে ঐ (প্রতিমূর্ত্তি) স্থানান্তর করিতে কি তাহার অপকার করিতে কি তাহা লুকাইয়া রাখিতে নিবারণ করা যায়,

(২) ও তিনি বাদিকে তাহা ফিরিয়া দেন।

---

১০৪ নম্বর।

স্বত্বপ্রতিবাদাথক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। নিম্নলিখিত দাওয়ার তারিখের পূর্ব্বে গগন নামক এক ব্যক্তি [নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্যে] বাদির নিকট অমুক সম্পত্তি [সম্পত্তির বর্ণনা করিতে হইবে] গচ্ছিত রাখেন।

২। [উক্ত গগন প্রতিবাদি চন্দ্রের নামে নিরূপণপত্র করিয়া তাঁহার প্রতি ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া] উক্ত প্রতিবাদী দাওয়া করিতেছেন।

৩। [উক্ত গগন ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া আমাকে দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া] প্রতিবাদী শ্রী ঈশানও তাহা দাওয়া করিতেছেন।

৪। বাদী ঐ২ প্রতিবাদিদের স্বত্বের মর্ম্ম অবগত নহেন।

৫। ঐ সম্পত্তির উপর বাদির কোন দাওয়া নাই ও আদালত যাঁহাকে আজ্ঞা করেন তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৬। বাদিদের কোন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগ করিয়া এ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় নাই।

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন,

(১) প্রতিবাদিগণের প্রতি নিষেধ আজ্ঞা করণদ্বারা ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে বাদির নামে মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য চালাইতে নিবারণ করা যায়।

(২) ঐ সম্পত্তির উপর তাঁহাদের দাওয়া বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি পরস্পর বাদপ্রতিবাদ করিতে আদেশ করা যায়।

(৩) তাঁহাদের সেই মোকদ্দমা উপস্থিত থাকনসময়ে কোন ব্যক্তির প্রতি সেই সম্পত্তি লইয়া রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়।

(৪) সেই [ব্যক্তির] প্রতি ঐ সম্পত্তি দেওয়া গেলে পর তৎসম্পর্কে উক্ত কোন প্রতিবাদির নিকট বাদিকে দায় হইতে মুক্ত করা যায়।

---

১০৫ নম্বর।

উত্তমর্ণদ্বারা ধনাধ্যক্ষতাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। অমুক স্থানবাসি মৃত ঈশান মরণকালে বাদির নিকট এত টাকা ঋণী ছিলেন ও তাঁহার সম্পত্তির উপর এখনও ঐ ঋণের দায় আছে [এই স্থলে ঋণের ভাব, ও নিদর্শনপত্র থাকিলে তাহারও, বর্ণনা করিতে হইবে।]

২। ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উইল লিখিয়া চন্দ্রকে আপন উইল অনুযায়ী অছির পদে নিযুক্ত করিয়া যান [কিম্বা আপনার সম্পত্তি অমুকের প্রতি ন্যস্ত করিয়া কিম্বা স্থল বিশেষে উইল না লিখিয়া মরেন।]

৩। উক্ত চন্দ্র ঐ উইল প্রমাণীকৃত করেন, [কিম্বা মৃত ব্যক্তির ধনাধ্যক্ষতাপত্র অমুককে দেওয়া যায়।]

৪। প্রতিবাদী উক্ত ঈশানের অস্থাবর [ও স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা স্থাবর সম্পত্তির উৎপন্ন টাকা] অধিকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু বাদির উক্ত ঋণ শোধ করেন নাই।

৫। উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে মরিয়াছেন।

৬। বাদির প্রার্থনা এই যে, উক্ত মৃত ঈশানের অস্থাবর [ও স্থাবর] সম্পত্তির হিসাব লওয়া যায়, ও আদালতের ডিক্রী অনুসারে তাহার ধনাধ্যক্ষতা করা যায়।

---

১০৬ নম্বর।

উইলক্রমে নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের দ্বারা ধনাধ্যক্ষতাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

[১০৫ নং পাঠ এই প্রকারে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।]

[১ দফা ত্যাগ করিয়া ২ দফা এইরূপে আরম্ভ করিতে হইবে] অমুক স্থানবাসি মৃত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে আপনার উইল লিখিয়া শ্রীচন্দ্রকে ঐ উইল অনুযায়ি অছির পদে নিযুক্ত করেন, ও সেই উইলক্রমে বাদিকে [যাহা প্রদান করা গেল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] দিয়া যান।

৪ দফার পরিবর্ত্তে এই কথা—

উক্ত ঈশানের অস্থাবর সম্পত্তি ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত [যাহা প্রদান করা গেল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] প্রতিবাদির অধিকারে আছে।

৬ দফার প্রথম কথার পরিবর্ত্তে এই মর্ম্মের কথা লিখিতে হইবে,—বাদির প্রার্থনা এই যে, প্রতিবাদির প্রতি উক্ত [যাহা প্রদান করা গেল বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] বাদিকে দিতে আজ্ঞা করা যায় অথবা যে প্রভৃতি।

---

১০৭ নম্বর।

উইলক্রমে ধন প্রাপণীয় ব্যক্তিদের দ্বারা ধনাধ্যক্ষতাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

[১০৫ নং পাঠ এই প্রকারে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।]

[১ দফা ত্যাগ করিয়া ২ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে।]

অমুক স্থানবাসি মৃত ঈশান, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে আপনার শেষ উইল লিখিয়া শ্রীচন্দ্রকে ঐ উইল অনুযায়ি অছির পদে নিযুক্ত করেন; ও সেই উইলক্রমে বাদিকে এত টাকা দিয়া যান।

৪ দফায় "ঋণ" শব্দের পরিবর্ত্তে "প্রাপ্য ধন" শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

অন্য পাঠ।

শ্রীঈশান ... ... বাদী।

শ্রীগগন ... ... প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত বাদী শ্রীঈশান এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। কৃষ্ণনগর নিবাসি শ্রীআনন্দ (১৮৭৩ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিনে) নিয়মমতে আপনার উইল লিখিয়া প্রতিবাদিকে ও শ্রীমনোমোহনকে অছির পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট আপন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই নিয়মে ন্যস্তস্বরূপ রাখিয়া যান যে, বাদির যাবজ্জীবন ঐ সম্পত্তির ভাড়া ও আয় তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে, বাদির মরণকালে যদি তাঁহার একুশ বৎসর বয়স্ক সন্তান না থাকেন, কিম্বা একুশ বৎসর বয়স্কা কি বিবাহিতা কন্যা না থাকেন, তবে বাদির মরণকালে ও তাঁহার উক্ত প্রকার সন্তান সন্ততি অভাবে উক্ত আনন্দ উইল না লিখিয়া মরিলে যিনি আইনমতে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতেন, তাঁহারই নিমিত্ত আপনার স্থাবর সম্পত্তি, ও যাঁহারা অন্তরঙ্গ হইতেন তাঁহাদের নিমিত্ত আপনার অস্থাবর সম্পত্তি ন্যস্তস্বরূপ রাখিবেন। উইলকারকের বর্ত্তমানে (উক্ত মনোমোহন মরেন।)

২। উইলকারক (১৮৭৮ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে, মরিলে প্রতিবাদী (১৮৭৮ সালের অক্টোবর মাসের চতুর্থ দিবসে) ঐ উইল সপ্রমাণ করিয়া লন। বাদির বিবাহ হয় নাই।

৩। উইলকারকের মরণসময়ে তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব ছিল, প্রতিবাদী স্থাবর সম্পত্তির খাজানা ও ভাড়া আদায় করিতে লাগিলেন ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিলেন ও স্থাবর সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় করিয়াছেন।

বাদির প্রার্থনা এই যে,

(১) এই আদালতে উক্ত আনন্দের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতা কার্য্য করা যায় ও তদ্ধেতুক যে আদেশ করা ও যে হিসাব লওয়া উচিত তাহা করা ও লওয়া যায়।

(২) মোকদ্দমার ন্যায় বিবেচনায় আর কি অন্য যে উপকার প্রয়োজন তাহা করা যায়।

শ্রীঈশান ... ... বাদী।

শ্রীগগন ... ... প্রতিবাদী।

প্রতিবাদির লিখিত বর্ণনাপত্র।

১। আনন্দের উইলে তাঁহার ঋণশোধ করিবার আদেশ ছিল, ও তিনি ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইয়া মরেন। মরণকালে কোন স্থাবরসম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব ছিল। প্রতিবাদী তাহা বিক্রয় করিলে তদ্দ্বারা খরচ বাদে নিট এত টাকা উৎপন্ন হয়। উইলকারকের অস্থাবর কতক দ্রব্য ও ছিল, প্রতিবাদী তাহা আদায় করেন ও তদ্দ্বারা নিট এত টাকা উৎপন্ন হয়।

২। প্রতিবাদী উক্ত সকল টাকা ও স্থাবর সম্পত্তির খাজানা ও ভাড়া বলিয়া যে এত টাকা পান, উইলকারকের সমাধিকার্য্যে ও উইলসংক্রান্ত খরচে ও উইলকারকের কোনং ঋণ শোধে সেই সমস্ত টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

৩। প্রতিবাদী সকল হিসাব লিখিয়া [১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসের দশম দিবসে] বাদির নিকট তাহার এক কিতা নকল পাঠাইয়া, ঐ হিসাব সপ্রমাণ করণার্থে বাদিকে স্বচ্ছন্দে সকল বৌচর দেখাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বাদী প্রতিবাদির প্রস্তাবমতে কার্য্য করিলেন না।

৪। প্রতিবাদির নিবেদন এই যে, এই মোকদ্দমার সকল খরচ বাদির দেওয়া উচিত।

---

১০৮ নম্বর।

ন্যাস সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনবিষয়ক আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

উপকার প্রাপণীয় বা উপকার প্রাপণীয়দের মধ্যে এক জন অমুক স্থানবাসী শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদির পিতা ও মাতা শ্রীঈশানের ও শ্রীমতী হরমনির বিবাহ কালে, বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব বা পশ্চাৎ তারিখের যৌতুক ধন নিরূপণপত্রের [অথবা, শ্রীচন্দ্র নামক প্রতিবাদির এবং ঈশানের অন্যং উত্তমর্ণদের উপকারার্থে ঈশানের সম্পত্তি ও বিষয় নিরূপনপত্রের] ন্যাসধারিদের মধ্যে এক জন ছিলেন।

২। উক্ত শ্রীআনন্দ আপনার উপর উক্ত ন্যাসের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ও উপরোক্ত নিরূপণপত্রক্রমে স্থাবর ও অস্থাবর যে সম্পত্তি হস্তান্তর [বা নিরূপণ] করা গেল তাহা [কিম্বা তাহার উৎপন্ন টাকা] ঐ বাদির অধিকারে আছে।

৩। উক্ত শ্রীচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত পত্রক্রমে উপকারজনক স্বার্থের অধিকারী বলিয়া দাওয়া করিতেছেন।

৪। বাদী উক্ত স্থাবর সম্পত্তির যে সকল খাজানা ও লভ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন [ও উক্ত স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি কি তাহার একাংশ বিক্রয় করিয়া যে টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিম্বা উক্ত অস্থাবর সম্পত্তি কি তাহার একাংশ বিক্রয় করিয়া যে টাকা কিম্বা, উক্ত ন্যাসধারী স্বরূপ ঐ ন্যাস সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনে যে লভ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন] তাহার হিসাব দিতে ইচ্ছুক আছেন, এবং তাঁহার প্রার্থনা এই যে, আদালত উক্ত ন্যাসসংক্রান্ত কার্য্যের হিসাব লন, ও উক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের ও তদ্রূপ ধনাধ্যক্ষতায় অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহাদের উপকারার্থে, উক্ত শ্রীচন্দ্রের ও আদালত তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত অন্য যে ব্যক্তিদিগকে আদেশ করেন তাঁহাদের সাক্ষাৎ আদালতেই উক্ত সম্পত্তির ন্যাসসংক্রান্ত সমুদয় ধনাধ্যক্ষতা কার্য্য করা যায়, অথবা উক্ত শ্রীচন্দ্র তদ্বিপরীত উপযুক্ত কারণ দর্শান।

[মন্তব্য।—উপকারপ্রাপণীয় ব্যক্তির দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, উইলক্রমে ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্রের প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিয়া সেই পাঠের ন্যায় আবেদনপত্র লেখা যাইতে পারিবে।]

---

১০৯ নম্বর।

বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয়করণ বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। প্রতিবাদী এত টাকা ঋণ লইয়া বৎসর শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদ দিবার নিয়মে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে ঐ আসল টাকার ও সুদের জামিনস্বরূপ বন্ধকী পত্র লিখিয়া বাদির ও তাঁহার উত্তরাধিকারিদের [কিম্বা অছিদের কি ধনাধ্যক্ষদের] ও আদেশদের প্রতি এই আদালতের এলাকার অন্তর্গত বাগান ও বাহিরঘর প্রভৃতি সহিত এক বাটী হস্তান্তর (কি নিরূপণ) করিয়া দেন, ও উক্ত প্রতিবাদী যে দিনে উক্ত আসল টাকা ও সুদ দিয়া ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার নিয়ম করেন সেই দিন বহুকাল গত হইয়াছে।

২। উক্ত বন্ধকের উপর উক্ত প্রতিবাদির স্থানে বাদির আসল ও সুদ এত টাকা এখন প্রাপ্য আছে।

৩। বাদির প্রার্থনা এইং (ক) আদালত প্রতিবাদির প্রতি আদালতের নির্দ্ধারিত কোন দিনে উক্ত এত টাকা ও এই আবেদন পত্র উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ঐ টাকা না দেওন পর্য্যন্ত আর যত সুদ পাওনা হইবে তাহা ও এই মোকদ্দমার খরচা দিতে আজ্ঞা করেন, আর তিনি ঐ টাকা না দিলে উক্ত বন্ধকী বাড়ীর উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা যায় ও সেই বাড়ী বাদির অধিকার করিয়া দেওয়া যায়। অথবা (খ) বাড়ী বিক্রীত হইয়া তদুৎপন্ন টাকাহইতে উক্ত আসল টাকা ও সুদ ও খরচা দেওয়া যায়। ও (গ) সেই উৎপন্ন টাকাতে ঐ সমুদয় টাকা শোধ করিতে না কুলাইলে, প্রতিবাদী অবশিষ্ট টাকা শোধ না করণ পর্য্যন্ত বৎসর শতকরা ছয় টাকার হিসাবে সুদ সুদ্ধ বাদিকে ঐ টাকা দেন ও (ঘ) তদর্থে আদালত প্রয়োজনীয় সকল আজ্ঞা করেন ও হিসাব লন,

১১০ নম্বর।

বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণবিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

(১০৯ নং পাঠ এইরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।)

১ দফার উল্লিখিত বৃত্তান্ত এবং ব্যক্তিদের নাম একের স্থানে অন্যটি পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিতে হইবে—

২ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে।—

২। এইক্ষণে ঐ বন্ধকের উপর বাদির স্থানে প্রতিবাদির আসল ও সুদসমুদ্ধ এত টাকা পাওনা আছে। বাদী প্রতিবাদিকে সেই টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন, এবং এই আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে প্রতিবাদী ইহার নোটিস পাইয়াছেন।

৩ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে,—

৩। বাদির প্রার্থনা এই যে তিনি উক্ত বাড়ী বন্ধক-হইতে উদ্ধার করিতে পান, এবং আদালত যে দিন নিরূপণ করেন সেই দিনে সুদসমুদ্ধ উক্ত এত টাকা ও আদালতের খরচার আজ্ঞা করিলে যত টাকা আজ্ঞা করেন ততই দেওয়া গেলে আদালত প্রতিবাদির প্রতি সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া বাদির হস্তে ফিরিয়া দিতে আদেশ করেন, এবং সেই হস্তান্তরকরণ পত্র প্রস্তুত করিয়া সম্পাদন করণার্থে এবং অন্য যে ক্রিয়া করা গেলে বাদী বন্ধকহইতে মুক্তভাবে সেই সম্পত্তির অধিকার পাইতে পারেন আদালত সেই সকল কার্য্য করণার্থে উপযুক্ত সকল আদেশ করেন।

---

১১১ নম্বর।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনার্থ আবেদনপত্র (১ নং)

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। উপরোক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের স্বাক্ষরিত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের নিয়মপত্রক্রমে উক্ত শ্রীচন্দ্র এত টাকা দিয়া বাদির স্থানে ঐ নিয়মপত্রের বর্ণিত ও উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে [বা এত টাকা লইয়া বাদির নিকট বিক্রয় করিতে] চুক্তি করেন।

২। উক্ত নিয়মপত্রমতে উক্ত চন্দ্রের যেং কার্য্য কর্ত্তব্য, বাদী তাঁহাকে সেইং কার্য্য নির্দ্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে বলিলেও প্রতিবাদী তাহা করেন নাই।

৩। ঐ নিয়মপত্রমতে বাদী শ্রীআনন্দের পক্ষে যাহাং কর্ত্তব্য তিনি তাহা নির্দ্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন, এখনও আছেন, ও উক্ত শ্রীচন্দ্র ইহার নোটিস পাইয়াছেন।

৪। অতএব বাদী এই প্রার্থনা করেন যে, উক্ত নিয়মপত্রমতে শ্রীচন্দ্রের যাহাং কর্ত্তব্য হয়, আদালত তাঁহার প্রতি সেইং কর্ম্ম নির্দ্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে এবং উক্ত শ্রীআনন্দ যাহাতে ঐ সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন এমত সকল কার্য্য করিতে [কিম্বা উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর করণপত্র ও অধিকার গ্রহণ করিতে] ও মোকদ্দমার খরচা দিতে আজ্ঞা করেন।

[মন্তব্য।—কোন নিয়মপত্র ব্যর্থ করিবার জন্যে সমর্পণ করণার্থে মোকদ্দমা হইলে, ২ ও ৩ দফা ত্যাগ করিয়া, ঐ নিয়মপত্র ব্যর্থ করিবার জন্যে সমর্পণ করিবার প্রার্থনা যেং কারণে করা যায় অর্থাৎ বাদী ভুল-ক্রমে কিম্বা তাড়িত হইয়া কিম্বা প্রতিবাদির প্রতারণা-হেতুক তাহাতে স্বাক্ষর করেন, ইত্যাদি কারণের বর্ণনাসূচক এক দফা লিখিয়া যেং উপকার পাইবার চেষ্টা হয় তদনুসারে প্রার্থনা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।]

---

১১২ নম্বর।

নির্দ্দিষ্টকার্য্য সাধনার্থ আবেদনপত্র (২ নং)

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। ইহার সঙ্গে যে নিয়মপত্র দেওয়া গেল অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, সেই নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তিতে প্রতিবাদির সম্যক প্রকারে অধিকার ছিল।

২। সেই দিনে বাদী ও প্রতিবাদী নিয়মপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদিকে এত টাকা দিতে উদ্যত হইয়া ঐ সম্পত্তির হস্তান্তরকরণপত্র চাহেন।

৪। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পুনরায় হস্তান্তর করণপত্র চাহেন। [কিম্বা, প্রতিবাদী বাদিকে সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে অস্বীকার করেন।

৫। প্রতিবাদী সেই হস্তান্তর করণপত্র করিয়া দেন নাই।

৬। বাদী এখনও প্রতিবাদিকে সেই সম্পত্তির ক্রয়ের টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে,

(১) প্রতিবাদী (সেই নিয়মপত্রের নিয়মানুসারে) বাদিকে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দেন।

(২) ও এত দিন তাহা না দেওন প্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা দেন।

---

১১৩ নম্বর।

অংশিত্ব বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিতেছেন,—

১। তিনি ও উক্ত প্রতিবাদী চন্দ্র আপনাদের লিখিত ও স্বাক্ষরিত অংশিত্বপত্রক্রমে, [কিম্বা, আপনাদের মোহরাঙ্কিত ও সম্পাদিত কোন দলীলক্রমে, কিম্বা উক্ত বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে বাচনিক নিয়মক্রমে,] গত এত বৎসর [কি মাস] অবধি এই আদালতের এলাকার অন্তর্গত অমুক স্থানে একত্র ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন।

২। পূর্ব্বোক্ত অংশিস্বরূপ ঐ বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে নানা প্রকারের বিবাদ ও অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত অংশিদের লভ্যজনকরূপে অংশিত্বভাবে উক্ত ব্যবসায় চালান অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

৩। বাদী উক্ত অংশিত্ব লোপ করিতে ইচ্ছুক আছেন, ও উক্ত অংশিত্বপত্রের [কিম্বা দলীলের কি নিয়মপত্রের] নিয়মানুসারে ঐ অংশিত্ব সম্পর্কীয় ঋণের ও দায়ের যে অংশ তাঁহার প্রতি বর্ত্তে তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন

৪। বাদী এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, আদালত ঐ অংশিত্ব লোপ হওয়ার ডিক্রী করেন, ও অংশিত্ব-ভাবসংক্রান্ত উক্ত ব্যবসায়ের হিসাব আদালতের দ্বারা লওয়া যায়, ও তাহার স্থিত আদায় করা যায়, ও সেই অংশিত্বের হিসাবমতে যে পক্ষের বক্র টাকা বাকী দেখা থাকে তাহা আদালতে তাঁহার দিতে আজ্ঞা হয়, ও ঐ অংশিত্বের ঋণ ও দায় শোধ করিয়া দেওয়া যায়, ও অংশিত্বের স্থিতহইতে মোকদ্দমার খরচ দেওয়া যায়, ও সেই ঋণ ও দায় শোধ করা ও ঐ খরচা দেওয়া গেলে পর ঐ স্থিতের উদ্বর্ত্ত থাকিলে, তাহা উক্ত অংশিত্বপত্রের [কি দলীলের কি নিয়মপত্রের] নিয়মানুসারে বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়, কিম্বা উক্ত স্থিতে না কুলাইলে, উক্ত ঋণ ও দায় ও খরচা শোধ করিবার তহবীল করিতে উক্ত বাদির ও প্রতিবাদির যাঁহার যত টাকা ঐ তহবীলে দেওয়া ন্যায্য তাঁহার তত টাকা দিবার আজ্ঞা হয় ও আদালত অন্য যে উপকার করা বিহিত জ্ঞান করেন তাহাই করুন।

অমুক স্থানবাসি বাদির অমুক উকীলদ্বারা কিম্বা অমুকের দ্বারা এই আবেদনপত্র অর্পণ করা গেল।

[মন্তব্য।—কোন অংশিত্বের কার্য্য নিষ্পন্ন করণার্থ মোকদ্দমায়, অংশিত্ব লোপ করিবার প্রার্থনা ত্যাগ করিতে হইবে, তৎপরিবর্তে অংশিত্ব [illegible] হইয়াছে এই বৃত্তান্তসূচক নূতন দফা লিখিতে হইবে।]

১১৪ নম্বর

বর্ণনাপত্র সংক্ষেপে লিখিবার পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৮ ধারা।

ঋণের দাওয়া।	বাদী [illegible] টাকা ও সুদ বলিয়া [illegible] টাকার দাওয়া করেন।
বিবিধ প্রকারের দাওয়া।	বাদীর এত টাকার দাওয়া, ইহার মধ্যে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য এত টাকা, ও ঋণের [illegible] টাকা ও সুদ এত টাকা।
ভাড়ার (কি খাজানার) দাওয়া।	বাদী বাকী ভাড়া (কি খাজানা) বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।
বেতনাদির দাওয়া।	বাদী কেরাণী [illegible] অন্য কর্ম্মকারকস্বরূপ বাকী বেতন বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।
সুদের দাওয়া।	বাদী যে টাকা ঋণ দেন তাহার উপর সুদ বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।
জাহাজদ্বারা হানিপূরণার্থ টাকার দাওয়া।	জাহাজদ্বারা হানিপূরণার্থে অংশাংশমতে যে টাকা পাওয়া যাইতে পারে তাহা বলিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া।
মালের ভাড়ার দাওয়া।	বাদী মালের ভাড়া ও গচ্ছেরী বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।
ব্যাঙ্কের হাতে গচ্ছিত টাকার দাওয়া।	ব্যাঙ্করস্বরূপ প্রতিবাদির নিকট বাদী এত টাকা গচ্ছিত রাখেন বলিয়া তাহা পাইবার দাওয়া করেন।
উকীলস্বরূপ রসুমাদির দাওয়া।	বাদী উকীলস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া রসুম বলিয়া এত টাকার ও অন্যং খরচ বলিয়া এত টাকা দাওয়া করেন।
কমিশ্যনের দাওয়া।	বাদী (নীলামদার কি তুলার দালাল প্রভৃতি যে কর্ম্ম করিলেন তদ্দ্বারা প্রাপ্য) কমিশ্যন বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।
চিকিৎসা প্রভৃতির নিমিত্ত দাওয়া।	চিকিৎসকস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া।
বিমাপত্রের নিমিত্ত দেওয়া টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।	বাদী বিমাপত্রের নিমিত্ত এত টাকা দিয়া তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন
মাল গুদামজাত [illegible] দাওয়া	মাল গুদামজাৎ করাতে বাদির এত টাকার দাওয়া।
মাল বহনের ভাড়ার দাওয়া।	রেলওয়েদ্বারা মাল বহন প্রযুক্ত বাদির এত টাকার দাওয়া।
ঘরের ভোগাধিকার প্রযুক্ত দাওয়া।	ঘরের ভোগাধিকার হেতুক বাদির এত টাকার দাওয়া।
মালের ভাড়ার দাওয়া।	(লওয়াজিমার) ভাড়া বলিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া।
কর্ম্মের নিমিত্ত দাওয়া।	(সরবেষর প্রভৃতিস্বরূপ) কর্ম্ম করাতে বাদির এত টাকার দাওয়া।
[illegible] দাওয়া।	আহারাদি ও বাসা হেতুক বাদির এত টাকার দাওয়া।
স্কুলের [illegible] দাওয়া	অমুক [illegible] বালককে (আহারাদি ও বাসস্থান ও) শিক্ষা দেওনহেতুক বাদির এত টাকার দাওয়া।
যে টাকা পাওয়া গেল তাহার দাওয়া	প্রতিবাদী বাদির উকীল (বা কর্ম্মকারক বা তহশীলদার প্রভৃতি) স্বরূপ যে টাকা পান বাদির সেই এত টাকার দাওয়া।
পদের ফী পাইবার দাওয়া।	প্রতিবাদী অমুক পদের কর্ম্ম করার ছলে যে ফী পান ঐ ফী বলিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া।
অতিরিক্ত টাকার দাওয়া।	বাদী রেলওয়ে দ্বারা মাল চালান করিলে ভাড়া বলিয়া তাঁহার স্থানে অতিরিক্ত টাকা লওয়া যায়, ইহাতে বাদির এত টাকা পাইবার দাওয়া।

	প্রতিবাদী অমুক কর্ম্ম করিয়া অতিরিক্ত কী লওয়াতে বাদির এত টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।
পণধারির স্থানে টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।	পণধারিস্বরূপ প্রতিবাদির নিকট এত টাকা গচ্ছিত থাকাতে বাদির সেই টাকা পাইবার দাওয়া।
পণধারির স্থানে টাকা পাইবার দাওয়া।	পণধারিস্বরূপ প্রতিবাদির নিকট এত টাকা গচ্ছিত হওয়াতে ও সেই টাকা বাদির প্রাপ্য হওয়াতে বাদির তাহা পাইবার দাওয়া।
কর্ম্মকারকের হাতে ন্যস্ত টাকার দাওয়া।	বাদির কর্ম্মকারকস্বরূপ প্রতিবাদির হাতে এত টাকা ন্যস্ত থাকাতে বাদির ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।
প্রতারণাদ্বারা প্রাপ্ত টাকার দাওয়া।	বাদির স্থানে প্রতারণাদ্বারা এত টাকা হরণ করা যাওয়াতে বাদির সেই টাকা পাইবার দাওয়া।
ভুলক্রমে দেওয়া টাকার দাওয়া।	বাদী ভুলক্রমে প্রতিবাদিকে এত টাকা দেওয়াতে বাদির সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।
কোন কার্য্য হেতুক টাকা দেওয়া গেলে সেই কার্য্যসাধন না হওয়া প্রযুক্ত ঐ টাকার দাওয়া।	(কোন কার্য্য করিবার নিমিত্ত কিম্বা না করা প্রযুক্ত কিম্বা হুণ্ডীর টাকা দেওনার্থে কি হুণ্ডীর টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত) প্রতিবাদিকে এত টাকা দেওয়া গিয়াছিল, বাদির সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।
	কএকখানি শ্যার নিরূপণ করিবার কথা হওয়াতে বাদী এত টাকা গচ্ছিত করিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।
প্রতিবাদির নিমিত্ত প্রতিভূর দত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।	বাদী প্রতিবাদির প্রতিভূস্বরূপ তাহার নিমিত্ত এত টাকা দেওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।
খাজানা দেওয়া গেলে তাহার দাওয়া।	প্রতিবাদির স্থানে এত টাকা খাজানা পাওনা থাকাতে বাদী তাহা দিলে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।
উপকারার্থ হুণ্ডীর উপর দত্ত টাকা পাইবার দাওয়া।	যে হুণ্ডী স্বীকার করা গিয়াছে (কি যাহার পৃষ্ঠলিপি লেখা গিয়াছে) তাহার উপর বাদী প্রতিবাদির উপকারার্থে এত টাকা দেওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

ভাগিদের টাকার দাওয়া।	বাদী প্রতিভূস্বরূপ টাকার এক অংশ দেওয়াতে তাঁহার সেই এত টাকা পাইবার দাওয়া।
সহখাতকের দত্ত টাকার দাওয়া।	বাদির ও প্রতিবাদির একত্র যে ঋণ ছিল, বাদী তাহা শোধ করাতে, প্রতিবাদির স্থানে তাহার এক অংশে এত টাকার দাওয়া করেন।
শ্যারের উপর যে টাকার দাওয়া হয় তাহা দেওয়াতে ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।	প্রতিবাদির শ্যারের উপর টাকার দাওয়া হওয়াতে বাদী তাহা দিলে প্রতিবাদী তাঁহার ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে আবদ্ধ হওয়াতে বাদির এত টাকার দাওয়া।
মীমাংসাক্রমে দেয় টাকার দাওয়া।	মীমাংসাক্রমে দেয় বাদির এত টাকার দাওয়া।
জীবনের নিমিত্ত বিমাপত্র হেতু দাওয়া।	মৃত গুণমণির জীবনের উপর এত টাকার যে বিমাপত্র ছিল বাদির সেই টাকা পাইবার দাওয়া।
খতের টাকার দাওয়া	আসল ও সুদ এত টাকার খতের উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।
ভিন্নদেশীয় ডিক্রীর উপর দাওয়া।	কণীয়া রাজ্যের অন্তর্গত অমুক আদালতের নিষ্পত্তির উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।
হুণ্ডীপ্রভৃতির উপর দাওয়া।	প্রতিবাদী যে চ্যাক দেন তাহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।
	প্রতিবাদী যে হুণ্ডী স্বীকার করেন (বা যাহা লিখেন বা যাহার পৃষ্ঠলিপি লিখেন) তাহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।
	প্রতিবাদী যে খৎ লিখেন (বা যাহার পৃষ্ঠলিপি লিখেন) তাহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।
	প্রতিবাদী শ্রীআনন্দ হুণ্ডী স্বীকার করিলে ও প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র ঐ হুণ্ডী লিখিলে (কি তাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিলে) তাঁহাদের নামে বাদির এত টাকার দাওয়া।
প্রতিভূর উপর দাওয়া।	প্রতিবাদী বিক্রীত কোন দ্রব্যের জামিন হওয়াতে তাঁহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।
	বিক্রীত কোন দ্রব্যের মূল্য নিমিত্ত [কিম্বা বাকী খাজানা কিম্বা ঋণ বলিয়া কিম্বা বাদীর নিমিত্ত কর্ম্মকারকস্বরূপ প্রতি-

বাদী শ্রীআমুক যে টাকা পান, [illegible] অন্য প্রকারে] প্রতিবাদী শ্রীআমুক [illegible] প্রতিবাদী [illegible] প্রভৃতি হও- য়াতে তাঁহাদের উপর বাদির [illegible] দাওয়া।

[illegible] দাওয়া। [illegible] উপর দাওয়াস্বরূপ বাদির এত টাকার দাওয়া।

[illegible] বিষয়ক পৃষ্ঠলিপি।

(উপরোক্ত পাঠের কথার সঙ্গেং এইং কথাও লিখিতে হইবে) ও খরচার নিমিত্ত এত টাকা এবং যত টাকার দাওয়া হয় তাহা এই আবেদনপত্র জারীহওয়ার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে [কিম্বা আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিতে হইলে আজ্ঞাপত্রে উপ- স্থিত হইবার যে মিয়াদ থাকে সেই মিয়াদ উল্লেখ করিয়া এত দিনের মধ্যে] বাদিকে কি তাঁহার উকীলকে দেওয়া গেলে এই মোকদ্দমা ঘটিত আর সকল কার্য্য স্থগিত হইবে।

[illegible] / [illegible]ন্য

হানিপূরণ পাইবার ও অন্য ২ দাওয়ার কথা।

কর্ম্মকারক প্রভৃতি- স্বরূপ। বাদিকে নিয়োগীস্বরূপ কর্ম্ম দিবার চুক্তি ভঙ্গ হেতুক বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

বাদী নিয়োগীস্বরূপ প্রতি বাদির নিকট কর্ম্ম করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহাকে অন্যায়- মতে কর্ম্মহইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে বাদির হানিপূর- ণের ও [বাকী বেতন বলিয় এত টাকার] দাওয়া।

প্রতিবাদী বাদির কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়া অন্যায়মতে কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে বাদির হানি- পূরণস্বরূপ এত টাকার দাওয়া।

বাদির নিকট প্রতিবাদী কর্ম্মকারক [প্রভৃতি] হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করাতে বাদির হানিপূরণ পাইবার (ও প্রতি- বাদী কর্ম্মকারক প্রভৃতিস্বরূপ এত টাকা পাইয়াছিলেন বলিয়া সেই টাকা পাইবার) দাওয়া।

কর্ম্ম [illegible] দা- ওয়া। প্রতিবাদির (কি বাদির) নিকট শ্রীঅমুকের কর্ম্ম প্রার্থী হওয়ার নিদর্শনপত্রের নিয়ম- ভঙ্গহেতুক বাদির হানিপূরণ পাইবার দাওয়া।

[illegible]তে অর্পণ বিষয়ক দাওয়া। শ্রীঅমুকের মীমাংসা অনু- সারে কার্য্য না হওয়াতে বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

আক্রমণ প্রভৃতি হে- তুক দাওয়া। আক্রমণ করণ (ও অন্যায়- মতে আটক রাখণ ও ঈর্ষ্যাপূ- র্ব্বক অভিযোগ করণ হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

স্বামীর ও স্ত্রীর দাওয়া। বাদির প্রতি আক্রমণ (ও তাঁহাকে অন্যায়মতে আটক রাখণ হেতুক) বাদির হানি- পূরণের দাওয়া।

স্বামীর ও স্ত্রীর বিপ- রীত দাওয়া। প্রতিবাদী শ্রীঅমুক আক্র- মণ করাতে বাদির হানিপূর- ণের দাওয়া।

উকীল সংক্রান্ত দাওয়া। প্রতিবাদী বাদির পক্ষ উকীল হইয়া তাচ্ছল্য দ্বারা যে হানি জন্মায় বাদির সেই হানি- পূরণের দাওয়া।

নিক্ষেপণ বিষয়ক দা- ওয়া। মাল রক্ষা করিবার তাচ্ছল্য হেতুক [ও অন্যায়মতে আটক রাখণ হেতুক] বাদির হানি পূরণের দাওয়া।

পণ দেওন বিষয়ক দাওয়া। পণ দেওয়া দ্রব্য রাখিবার তাচ্ছল্য হেতুক (ও অন্যায়মতে আটক রাখণ হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

ভাড়ার নিমিত্ত দাওয়া। লওয়াজিমা (কি গাড়ী) ভাড়া দেওয়াতে তাহা রক্ষা করিবার তাচ্ছল্য হেতুক [ও অন্যায়মতে প্রভৃতি] বাদির হানি পূরণের দাওয়া।

ব্যাঙ্করের উপর দাওয়া। বাদির চ্যাকের টাকা দিতে অন্যায়মতে তাচ্ছল্য করণ- হেতুক (কিম্বা না দেওন হেতুক) বাদির হানি পূরণের দাওয়া।

হুণ্ডীবিষয়ক দাওয়া। বাদির হুণ্ডী স্বীকার করিবার চুক্তি ভঙ্গ হেতুক বাদির হানি- পূরণের দাওয়া।

নিবন্ধপত্র হেতুক দা- ওয়া। অমুক ব্যাবসায় না করিবার নিয়মে যে নিবন্ধপত্র লেখা যায় তাহার উপর বাদির দাওয়া।

বাহকের উপর দাওয়া। রেলওয়ের দ্বারা বাদির মাল চালান করিবার অসম্মতি হেতুক বাদির হানি পূরণের দাওয়া।

রেলওয়ের দ্বারা বাদিকে লইয়া যাইবার অসম্মতি হেতুক বাদির হানি পূরণের দাওয়া।

রেলওয়ের দ্বারা কয়লা চালান করিয়া পঁহুছাইয়া দেওন

সম্পর্কে যাহা কর্ত্তব্য ছিল সেই কর্ত্তব্য কার্য্য লঙ্ঘন হেতুক বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

সমুদ্রপথে জল চালান ক্রিয়া পঁহুছাইয়া দেওনসম্পর্কে যাহা কর্ত্তব্য ছিল সেই কর্ত্তব্য কার্য্য লঙ্ঘন হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

চার্টর পার্টি বিষয়ক দাওয়া।

(মেরি) নামক জাহাজের ভাড়া দিবার নিয়মলঙ্ঘনহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

মাল ফিরিয়া পাইবার ও হানিপূরণের দাওয়া।

বাদী ঘরের লওয়াজিমা (প্রভৃতি) ফিরিয়া পাইবার কি তাহার মূল্য পাইবার ও তাহা আটক রাখা হেতুক হানিপূরণ পাইবার দাওয়া করেন।

বঞ্চিত করা প্রযুক্ত হানিপূরণের দাওয়া।

মাল ও ঘরের লওয়াজিমা প্রভৃতি হইতে বাদিকে অন্যায় মতে বঞ্চিত করণপ্রযুক্ত বাদির দাওয়া।

অপবাদ হেতুক দাওয়া।

লিখিত অপবাদহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাচনিক অপবাদ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

অন্যায়মতে ক্রোককরণ প্রযুক্ত দাওয়া।

অন্যায়মতে ক্রোক করণ-প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

[যে ক্রোকের নালিশ হয় তাহা অন্যায়, কি অতিরিক্ত ভাবের কি অনিয়মিত হইলে এই পাঠ চলিতে পারিবে।]

বেদখল করণ হেতুক দাওয়া।

বাদী অমুক রাস্তার অমুক নম্বরের ঘরের কিম্বা অমুক জিলার অমুক পরগনার অন্তর্গত অমুক মৌজার অধিকার ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

স্বত্ব স্থাপন ও খাজানা আদায় করণার্থ দাওয়া।

বাদী অমুক সম্পত্তিতে এই স্থলে সম্পত্তির বর্ণনা লিখিবে আপনার স্বত্বস্থাপন ও তাহার খাজানা আদায় করিবার দাওয়া রাখেন।

[পূর্ব্বের দুইপাঠ একত্র ভাবে লেখা যাইতে পারিবে।]

জলকর বিষয়ক দাওয়া।

বাদির মৎস্য ধরিবার স্বত্ব লঙ্ঘন হওয়াতে তিনি হানি পূরণের দাওয়া করেন।

প্রতারণাহেতুক দাওয়া।

ঘোড়া (কি ব্যবসায় কি শ্যার প্রভৃতি) বিক্রয় করণ সময়ে প্রতারণা পূর্ব্বক মিথ্যা বর্ণনা করাতে বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

অমুকের বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে প্রতারণাপূর্ব্বক মিথ্যা বর্ণনা করাতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হেতুক দাওয়া।

অমুকের বিবাহের প্রতিজ্ঞার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদী দ্রব্য ক্রোক করার্থে প্রতিবাদির সম্বন্ধ কর্ম্মকারক হওয়াতে বাদিকে ক্ষতিহইতে নিষ্কৃতি দিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

বিমাপত্র সম্পর্কীয়দাওয়া।

[রয়াল চার্টর] নামক জাহাজের উপর যে বিমাপত্র দেওয়া যায় তৎসম্পর্কীয় হানিহেতুক ও তদ্গত মালের ভাড়ার উপর (কিম্বা বিমাপত্রের নিমিত্ত দত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত) বাদির দাওয়া।

[যে হানি হেতুক দাওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণ কি অংশ মাত্র হইলেও এই পাঠ চলিতে পারিবে।]

অগ্নিজন্য ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পত্র সম্পর্কীয় দাওয়া।

ঘরের ও লওয়াজিমাতের হানি-হেতুক অগ্নিজন্য ক্ষতিহইতে নিষ্কৃতিসূচক বিমাপত্রের উপর বাদী দাওয়া করেন।

ঘরের উপর বিমাপত্র দিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ঘর মেরামত করিয়া রাখিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত দাওয়া।

ইজারার পাট্টার উল্লিখিত নিয়মভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

চিকিৎসক সম্পর্কীয় দাওয়া।

প্রতিবাদী চিকিৎসক হইয়া তাঁহার তাচ্ছল্য হেতুক বাদির যে হানি হয় তৎপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

হানিজনক পশ্বাদি বিষয়ক দাওয়া।

প্রতিবাদির কুক্কুর দ্বারা হানি হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

তাচ্ছল্য ঘটিত দাওয়া।

প্রতিবাদী কি তাঁহার চাকরেরা অমনোযোগে গাড়ী চালাইবাতে হানি হওয়া প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রতিবাদির রেলওয়ে গাড়িতে বাদী আরোহী হইয়া যাইতেছেন এমন সময়ে প্রতিবাদি চাকরদের তাচ্ছল্যহেতুক বাদির হানি হওয়াতে তিনি সেই হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদী [illegible] রেলওয়ে [illegible] [illegible] বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

আইন ক্রমে [illegible] [illegible]।

অমুক প্রতিবাদির রেলওয়ের গাড়ীতে চড়নদার হইয়া যাইতে ছিলেন এমন সময়ে প্রতিবাদির চাকরদের তাচ্ছল্যহেতুক উক্ত অমুকের অত্যন্ত আঘাত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে, বাদী তাঁহার উইলক্রমে নিরূপিত অছিস্বরূপ তাঁহার মৃত্যু জন্য হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাগ্দান সম্পর্কীয় দাওয়া।

বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনহেতুক বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

মালবিক্রয় সম্পর্কীয় দাওয়া।

কোনদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য দেওনের চুক্তি ভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

তুলা (প্রভৃতি) না দেওয়া প্রযুক্ত, (কিম্বা অপেক্ষাকৃত [illegible] দিয়া কিম্বা অল্প গুণের) তুলা প্রভৃতি দিয়া কিম্বা বিক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গের অন্য কারণে) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ঘোড়ার বিষয়ে যে নিশ্চিত কথা বলা যায় তাহা সত্য না হওয়াতে বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

ভূমি বিক্রয় সম্পর্কীয় দাওয়া।

ভূমি বিক্রয় (কি ক্রয়) করিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ঘর ভাড়া দিবার (কি ভাড়া করিয়া লইবার) চুক্তি ভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

সাধারণের অমুষ্ঠানকার্য্য ও ঘরের সংলগ্ন দ্রব্য ও ব্যবসায়ের স্বত্ব সহিত সাধারণের আমোদার্থ-গৃহের পাট্টা বিক্রয় (কি ক্রয়) করিবার চুক্তি ভঙ্গহেতুক বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

ভূমির হস্তান্তর করণপাত্র স্বত্বের (কিম্বা নিষ্কণ্টকে ভোগ করণ প্রভৃতির) যে নিয়ম থাকে সেই নিয়ম ভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ [illegible] দাওয়া।

প্রতিবাদী বাদির ভূমিতে অন্যায়মতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কুপ হইতে জল তোলন প্রযুক্ত (কিম্বা ঘাসকাটা, কিম্বা বৃক্ষচ্ছেদন, কি বেড়া [illegible] উঠাইয়া লওন, কি [illegible] করণ কি ক্ষেত্র দিয়া গমন, কি তথায় বালি ফেলন, কি খাদহইতে কাঁকর তুলিয়া লওন, কিম্বা নদীহইতে পাতর তুলিয়া লওন প্রযুক্ত) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

রক্ষা করণার্থ উপায় বিষয়ক দাওয়া।

বাদির ভূমি (কি ঘর, কি খনি) রক্ষা করণার্থ ভরাদি অন্যায়মতে হরণ হওয়াতে বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

পথ সম্পর্কীয় দাওয়া।

পথ (কি রাজপথ কি মফঃসল পথ) অন্যায়মতে রুদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

জলপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ক দাওয়া।

জলপ্রণালী অন্যায়মতে অন্যামুখ করা প্রযুক্ত (বা অবরোধ বা মলিন করা বা তাহার জল বহন নিবারণ করা প্রযুক্ত) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদির ভূমির উপর (বা বাদির খনির মধ্যে) অন্যায়মতে জল পড়িতে দেওনহেতুক বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

বাদির কূপের জল ব্যবহার করিতে অন্যায়মতে বাধা দেওয়া প্রযুক্ত বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

চরাণ ভূমি সম্পর্কীয় দাওয়া।

বাদির গো মেষাদি চরাইবার স্বত্ব লঙ্ঘন হেতুক বাদী হানি পূরণের দাওয়া করেন।

[পশু চরাইবার যে প্রকারের স্বত্ব হউক এই পাঠ চলিতে পারিবে।]

আলো বিষয়ক দাওয়া।

বাদির ঘরে আলো প্রবেশের বাধা দেওনপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

পেটেণ্ট বিষয়ক দাওয়া।

বাদী যে পেটেণ্ট পাইয়াছেন তাহার লঙ্ঘন প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ক দাওয়া।

বাদির গ্রন্থস্বত্বের অপলাপ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ব্যবসায়ির চিহ্নসম্পর্কীয় দাওয়া।

বাদির ব্যবসায়ির চিহ্ন অন্যায়মতে ব্যবহার হওয়া (বা, তদনুরূপ চিহ্ন করা প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন

কর্ম্মবিষয়ক দাওয়া।

জাহাজ নির্ম্মাণ (কি গৃহাদি মেরামৎ প্রভৃতি) করিবার চুক্তি ভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

জাহাজ নির্ম্মাণাদি করিবার জন্যে বাদিকে কর্ম্ম দিবার চুক্তি ভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

অনিষ্টজনক কর্ম্ম হেতুক দাওয়া।

প্রতিবাদির কুঠী প্রভৃতিহইতে হানিজনক বাষ্প উঠিয়া বাদির ঘরের ও বৃক্ষের ও ফসলাদির হানি হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রতি বাদির কারখানাতে (কি আস্তাবল প্রভৃতিতে) অনেক গোল হওয়াতে অনিষ্টজনক কর্ম্মপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

নিষেধসূচক আজ্ঞা সম্পর্কীয় দাওয়া।

[পৃষ্ঠলিপিতে এই কথা সংযোগ করিতে হইবে] ও নিষেধ সূচক আজ্ঞা হওয়ার

[ভূমি পাইবার কিম্বা ভূমিতে স্বত্ব স্থাপন করিবার কি উভয়ের দাওয়া হইলে পৃষ্ঠলিপিতে এই২ কথা সংযোগ করিতে হইবে।]

ওয়াসিলাৎ।

ও ওয়াসিলাতের।

বাকী খাজানা।

ও খাজানার হিসাব পাইবার কিম্বা বাকী খাজানার।

নিয়মভঙ্গ হওন।

ও (মেরামৎ প্রভৃতি) করিবার নিয়মভঙ্গ প্রযুক্ত।

১। মৃত ব্যক্তির ধনাধ্যক্ষতা করাইয়া লওনার্থে মহাজনের দাওয়া।

অমুক স্থানবাসি মৃত অমুকের মহাজনস্বরূপ বাদী উক্ত অমুকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতা করাইয়া লইবার দাওয়া করেন। উক্ত অমুকের ধনাধ্যক্ষস্বরূপ প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের নামে [ও আইনমতে তাঁহার সহাধিকারিস্বরূপ প্রতিবাদী শ্রীঈশানের ও শ্রীগগনের নামে] মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল।

২। মৃত ব্যক্তির ধনাধ্যক্ষতা করাইয়া লওনার্থে তাঁহার উইলক্রমে ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তির দাওয়া।

মৃত অমুক ব্যক্তির অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের উইলক্রমে, বাদী ধন প্রাপণীয় হইয়া উক্ত অমুকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতা করাইয়া লইবার দাওয়া করেন। উক্ত অমুকের উইলক্রমে নিরূপিত অছিঅলিয়া প্রতিবাদি শ্রীচন্দ্রের নামে [ও উইলক্রমে স্থাবর সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিস্বরূপ প্রতিবাদি শ্রীঈশানের ও শ্রীগগনের নামে] মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল।

৩। অংশিত্ব বিষয়ক দাওয়া।

(অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের অংশিত্ব পত্রক্রমে) বাদির ও প্রতিবাদির যে অংশিত্ব ব্যবসায় আছে বাদী সেই ব্যবসায়ের হিসাব লইয়া ঐ অংশিত্ব সম্পর্কীয় ব্যাপার বন্দ করাইবার দাওয়া করেন।

৪। বন্ধক গ্রহীতার দাওয়া।

(উভ [illegible] পক্ষের মধ্যে) (কিম্বা অধিক [illegible] লওয়াদলিতের [illegible] গচ্ছিত করিয়া [illegible] সালের অমুক মাসের [illegible] তারিখের বন্ধকীপত্রক্রমে বাদির আসল ও সুদ ও খরচা সুদ্ধ যত টাকা পাওনা আছে বাদী তাহার হিসাব লইবার ও বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার বা ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার দাওয়া করেন।

৫। বন্ধকদাতার দাওয়া।

অমুক তারিখের যে বন্ধকীপত্র অমুক২ (পক্ষের) মধ্যে করা যায় তদনুসারে বাদির কিছু দেনা থাকিলে কত টাকা দেনা আছে বাদী ইহার হিসাব লইবার ও ঐ পত্রলিখিত সম্পত্তি উদ্ধার করিবার দাওয়া করেন।

৬। অংশ বৃদ্ধি করণ বিষয়ক দাওয়া।

অমুক তারিখের ধন নিরূপণপত্রক্রমে অমুকের কনিষ্ঠ সন্তানাদির অংশ বলিয়া এত টাকা নিরূপণ হওয়াতে বাদী তাঁহাদের সেই অংশ বৃদ্ধি করিবার দাওয়া করেন।

৭। ন্যাসধর্ম্ম বিষয়ক দাওয়া।

অমুক২ (উভয় পক্ষের) মধ্যে অমুক তারিখের পত্রক্রমে

যে ন্যাস নিরূপণ হয় বাদী সেই ন্যাস নিরূপণের পত্রানুযায়ি কার্য্য সাধন হইবার দাওয়া করেন।

। নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন হইবার দাওয়া।

অমুক২ (উত্তর পক্ষের) মধ্যে অমুক তারিখের যে নিদর্শনপত্র করা যায় বাদী তাহা অসিদ্ধ বা সংশুদ্ধ হইবার দাওয়া করেন।

৯। নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনার্থ দাওয়া।

বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট অমুক স্থানের অন্তর্গত কএক খণ্ড (নিষ্কর) ভূমি বিক্রয় করিবার যে নিয়ম করেন, বাদী সেই নিয়মের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন হইবার দাওয়া করেন।

---

১২৫ নম্বর।

প্রবেট।

১। উইলক্রমে নিরূপিত অছি কি ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ ভাবে উইল উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ক দাওয়া।

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক অমুক সালের অমুকমাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের চরম উইলক্রমে নিরূপিত অছি বলিয়া সেই উইল প্রবল করিবার দাওয়া করেন। তুমি উক্ত মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গদের (কিম্বা অন্য কুটুম্বাদির) মধ্যে এক জন বলিয়া তোমার নামে এই সমন দেওয়া গেল।

২। সামান্যভাবে যে প্রবেট দেওয়া যায় তাহা অসিদ্ধ করণের চেষ্টায় মৃত ব্যক্তির পূর্ব্বোল্লিখিত উইলক্রমে নিরূপিত অছির কি ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তির কি অন্তরঙ্গ প্রভৃতির দাওয়া।

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের চরম উইলক্রমে নিরূপিত অছি বলিয়া উক্ত মৃত ব্যক্তির অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের কল্পিত উইলের প্রবেট অসিদ্ধ করাইবার দাওয়া করেন। তুমি উক্ত কল্পিত উইলক্রমে নিরূপিত অছি (কিম্বা অন্য যাহা হয়) বলিয়া তোমার নামে এই সমন দেওয়া গেল।

৩। কোন ব্যক্তি উইল না লিখিয়া মরিয়াছে বলিয়া তাঁহার ধনাধ্যক্ষতাপত্র দেওয়া গেলে পর উইলক্রমে নিরূপিত অছির কি ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তির দাওয়া।

অমুক স্থানবাসি অমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের উইলক্রমে নিরূপিত অছি বলিয়া দাওয়া করেন।

তুমি উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতা করিবার যে পত্র পাইয়াছ উক্ত বাদী তাহা অসিদ্ধ হইবার ও ঐ উইলের প্রবেট পাইবার দাওয়া করেন।

৪। কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বলিয়া তাঁহার ধনাধ্যক্ষতাপত্র পাইবার দাওয়া না থাকিলে ও অন্তরঙ্গস্বরূপ তাঁহার স্বার্থ বিষয়ে বিবাদ হইলে তাঁহার দাওয়া।

অমুক স্থানবাসি অমুক উইল না লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী আপনাকে তাঁহার ভ্রাতা ও একক অন্তরঙ্গ বলিয়া দাওয়া রাখিয়া ঐ অন্তরঙ্গস্বরূপ তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তির ধনাধ্যক্ষতা পত্রপ্রাপ্ত হইবার দাওয়া করেন। তুমি এই বিষয়ে সতর্ক থাকা পত্র অর্পণ করিয়া আপনাকেই উক্ত মৃত ব্যক্তির একক অন্তরঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছ (প্রভৃতি কারণে) তোমার নামে এইপরওয়ানা দেওয়া গেল

চ।—বিবিধ আবেদনপত্র।

১১৬ নম্বর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারা।

অমুক স্থানে অধিবিষ্ট অমুক স্থানের অমুক আদালত।

অমুক সালের দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর।

আরজিপত্র উপস্থিত করিবার তারিখ।	মোকদ্দমার নম্বর।	বাদী।			প্রতিবাদী।			দাওয়া।			উপস্থিত হওন।			ডিক্রী।			আপীল।		ডিক্রীজারী।					ডিক্রী জারী নির্ণয়।		
		নাম।	বর্ণনা।	বাসস্থান।	নাম।	বর্ণনা।	বাসস্থান।	বিশেষ কথা।	যত টাকার বা যত মূল্যের।	নালিশের হেতু যে সময়ে উৎপন্ন হয়।	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ।	বাদী।	প্রতিবাদী।	তারিখ।	কাহার পক্ষে।	যে বিষয়ের বা যত টাকার।	আপীলের তারিখ।	আপীলের ডিক্রী।	প্রার্থনাপত্রের তারিখ।	আজ্ঞার তারিখ।	কাহার বিপক্ষে।	যে বিষয়ের ও টাকার ডিক্রী হইলে যত টাকার।	যত টাকা খরচা।	আদালতে যত টাকা দেওয়া গেল।	মুক্ত করা গেল।	ডিক্রীমতে টাকা দেওন বা [illegible] ডিক্রীতে মুক্ত করণ [illegible] নির্ণয় হইবার তারিখ ও প্রত্যেক নির্ণয়ের তারিখ।

১১৭ নম্বর।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থ সমনের পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষক আইনের ৬৪ ও ৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

অমুক স্থানবাসি শ্রী অমুক সমীপেষু।

শ্রীঅমুক তোমার নামে অমুক বিষয়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে উক্ত বাদির উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অমুক বারে বেলা অমুক ঘন্টার সময়ে তোমাকে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের নিয়মিতরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে উকীল উপযুক্তমতে শিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এমত উকীলের দ্বারা কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া, এই আদালতে উপস্থিত হওনার্থে তোমাকে এতৎক্রমে সমন (আহ্বান) করা গেল। তোমার উপস্থিত হইবার যে দিন নিরূপণ হইল তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার নির্দ্ধারিত দিন হওয়াতে, সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে হইবে। আরো তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তুমি পূর্ব্বোক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে তোমার অনুপস্থানে মোকদ্দমা শ্রবণ ও নির্ণয় করা যাইবে। আর বাদী অমুক২ যে২ দলীল দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা এবং তুমি নিজ উত্তরের পোষকতায় যে২ দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর তাহাও সঙ্গে আনিবা কিম্বা তোমার উকীলের দ্বারা পাঠাইবা।

১ নোটিস।—তোমার সাক্ষিরা স্বেচ্ছাধতে আসিবে না এমত অনুভব হইলে তুমি বিচারের পূর্ব্ব কোন সময়ে তাঁহাদের প্রয়োজনমত খোরাকী আমানৎ করিয়া প্রার্থনা করিলে, কোন সাক্ষিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ও ঐ সাক্ষির প্রতি কোন দলীল দেখাইতে তোমার আদেশ করিবার বত থাকিলে সেই দলীলও আনাইবার নিমিত্ত তুমি এই আদালতের সমন পাইতে পারিবা।

২ নোটিস।—যদি বাদির দাওয়া স্বীকার কর তবে তোমার কিম্বা তোমার সম্পত্তির বা আবশ্যকমতে উভয়ের উপর সরাসরীমতে ডিক্রী জারী না হয় এই কারণে মোকদ্দমার খরচাসুদ্ধ তোমার ঐ টাকা আদালতে দেওয়া উচিত।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

মন্তব্য।—লিখিত বর্ণনাপত্রও দেওয়ার প্রয়োজন হইলে, এই কথা লিখিত হইবে,—তোমার প্রতি [কিম্বা, স্থল বিশেষে অমুক পক্ষের প্রতি] অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বর্ণনাপত্র দিতে আদেশ করা গেল।

১১৮ নম্বর।

ইস্যু নিরূপণ করণার্থ সমনের পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৬৪ ও ৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

অমুক স্থান বাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

শ্রীঅমুক তোমার নামে অমুক বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে উক্ত বাদির উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক বারে বেলা অমুক ঘন্টার সময়ে তোমাকে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে উকীল উপযুক্তমতে শিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এমত উকীলের দ্বারা কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া এই আদালতে উপস্থিত হওনার্থে তোমাকে এতৎক্রমে সমন করা গেল। আরো তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে তোমার অনুপস্থানে ইস্যু নিরূপণ করা যাইবে। আরও বাদী অমুক২ যে দলীল দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা, এবং তুমি নিজ উত্তরের পোষকতায় যে২ দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর তাহাও সঙ্গে আনিবা, কিম্বা আপন উকীলের দ্বারা পাঠাইবা।

১ নোটিস।—তোমার সাক্ষিরা স্বেচ্ছাধতে আসিবে না এমত অনুভব হইলে তুমি বিচারের পূর্ব্ব কোন সময়ে তাঁহাদের প্রয়োজনমত খোরাকী আমানৎ করিয়া প্রার্থনা করিলে, কোন সাক্ষিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ও ঐ সাক্ষির প্রতি কোন দলীল দেখাইতে তোমার আদেশ করিবার বত থাকিলে সেই দলীলও আনাইবার নিমিত্ত তুমি এই আদালতের সমন পাইতে পারিবা।

২ নোটিস।—যদি বাদির দাওয়া স্বীকার কর তবে, তোমার কিম্বা তোমার সম্পত্তির বা আবশ্যকমতে উভয়ের উপর সরাসরীমতে ডিক্রী জারী না হয় এই কারণে মোকদ্দমার খরচাসুদ্ধ তোমার ঐ টাকা আদালতে দেওয়া উচিত।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

মন্তব্য।—লিখিত বর্ণনাপত্রও দেওয়ার প্রয়োজন হইলে এই কথা লিখিত হইবে,—তোমার প্রতি [কিম্বা স্থল বিশেষে অমুক পক্ষের প্রতি] অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বর্ণনাপত্র দিতে আদেশ করা গেল।

১১৯ নম্বর।

উপস্থিত হইবার সমনের পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৮ ধারা।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

বাদী।

প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা] সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক [বাদির নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিতে হইবে] এই আদালতে তোমার নামে [রেজিষ্টরের লিখনমতে দাওয়া বিশেষ করিয়া লিখিয়া] এই দাওয়াঘটিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন ; অতএব উক্ত বাদির উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা অমুক ঘন্টার সময়ে তোমাকে [স্বয়ং উপস্থিত হইবার বিশেষ আদেশ না থাকিলে, এইরূপে লিখিতে হইবে " স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের যে উকীল উপযুক্তমতে শিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এমত উকীলের দ্বারা কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া "] এই আদালতে উপস্থিত হইবার জন্যে সমন করা গেল। [মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন হইলে এই স্থলে এই আদেশও লিখিতে হইবে, " তোমার উপস্থিত হইবার যে দিন নিরূপণ হইল, তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নির্দ্ধারিত দিন, অতএব সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করাইতে হইবে। "] আর তোমা [illegible] কে এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে, তোমার অনুপস্থানে মোকদ্দমা শ্রবণ ও নির্ণয় করা যাইবে। আরো বাদী অমুক২ যে দলীল [বাদী যে২ দলীল আনাইবার প্রার্থনা করিলেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে] দেখিতে বাঞ্ছা করেন তাহা, এবং তুমি আপনার উত্তরের পোষকতায় যে২ দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর তাহাও সঙ্গে করিয়া আনিবা [কিম্বা আপন মোক্তারের দ্বারা পাঠাইবা।]

---

১২০ নম্বর।

অন্য আদালতের এলাকায় জারী করিবার অন্য সমন পাঠাইবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

উক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র এইক্ষণে অমুক স্থানে বাস করিতেছেন, কিন্তু মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব এই আদালতের এলাকার মধ্যে উত্থিত হইয়াছে, আবেদনপত্রে এই কথা ব্যক্ত থাকাতে, এই রুবকারির নকল সহিত উক্ত প্রতিবাদির নামে জারী করিবার সমন অমুক আদালতে পাঠাইবার, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ সমন ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করা গেল।

বিচারপতি।

---

১২১ নম্বর।

অন্য আদালতের সমন ফিরিয়া পাঠান গেলে তাহার সঙ্গে এই মর্ম্মের লিপি থাকিবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক আদালতের নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় শ্রীঅমুকের নামে জারী করিবার জন্য (সমনের সঙ্গে) অমুক আদালতের রুবকারী পাঠ করা গেল।

পরওয়ানার পৃষ্ঠে বেলিফের লিখিত অমুক২ কথা পাঠ করা গেলে, ও অমুককে ও শ্রীঅমুককে নিয়মমত (শপথ) কিম্বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া আমাদ্বারা উক্ত কথার প্রমাণ গ্রহণ করা গেলে এই রুবকারির নকলের সঙ্গে ঐ (সমন) অমুক আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবার আজ্ঞা হইল।

বিচারপতি।

মন্তব্য।—সমনভিন্ন অন্য পরওয়ানা পূর্ব্বোক্তমতে জারী করিতে হইলে এই পাঠের ব্যবহার হইতে পারিবে।

---

১২২ নম্বর।

প্রতিবাদির বর্ণনাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ১১০ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

নিম্নলিখিত প্রতিবাদী (কিম্বা প্রতিবাদীদের এক জন) আমি উক্ত আবেদনপত্রের উল্লিখিত মৃত ঈশানের উইলক্রমে (কিম্বা আবেদনপত্রে উল্লিখিত ঈশানের আইনমত উত্তরাধিকারী, কি অমুক কি অমুকদের মধ্যে এক জন বলিয়া) সকল স্বার্থ অস্বীকার করিতেছি।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রতিবাদী আমি ইহা কহিতেছি, যে আমি (আবেদনপত্রের যে২ কথা স্বীকার করা বা অস্বীকার না করা যায় আবেদনপত্রের কথা ধরিয়া তাহা লিখিতে হইবে) স্বীকার করি (বা স্বীকার করি না)।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রতিবাদী আমি ইহা কহিতেছি যে, আইনমতে যাহা প্রবল করা যাইতে পারে, আবেদনপত্রের উল্লিখিত প্রস্তাবদ্বারা এমত কোন নিয়ম দুষ্ট হয় না। [অথবা, উক্ত আবেদনপত্রদ্বারা দুষ্ট হইতেছে যে আমি ঈশান নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে একত্র দায়ী আছি, কিন্তু তিনি মোকদ্দমার এক পক্ষ নহেন ও আবেদনপত্রের কথানুসারে যেমন বোধ হইতে পারে আমি তেমন স্বতন্ত্র দায়ী নহি। অথবা, উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত আনন্দের সঙ্গে গগনকেও বাদিস্বরূপ একত্র করা উচিত ইহা আবেদনপত্রদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, ইত্যাদি স্থল বিশেষে যাহা লেখা উচিত লেখা যাইবে]

অথবা, উক্ত বন্ধকীপত্রে বাদির যে স্বার্থ ছিল তিনি জানকীনাথ নামক এক ব্যক্তির প্রতি তাহা (বা বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করণের স্বত্ব) হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন। (অথবা মোকদ্দমাক্রমে যে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিতে চেষ্টা হইতেছে, আমি এত টাকা পাইবার নিমিত্ত অন্য দায়স্বরূপ হরনাথের প্রতি সেই বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব হস্তান্তর কি নিরূপণ করিয়া দিয়াছি।)

অথবা, অংশিত্ব লোপ হইলে পর বাদী এক খানি নিদর্শন পত্র লিখিয়া তদ্দ্বারা অংশিত্বের সকল ঋণ ও ও দায় শোধ করিবার ও ঐ অংশিত্ব ভাবে যে ব্যবসায় হইতেছিল তৎসম্পর্কে আমার উপর আপনার ও অন্যদের দাওয়া ও দায়হইতে আমাকে সাধারণমতে মুক্ত করিবার নিয়ম করিয়াছেন। [কিম্বা স্থল বিশেষে যাহা লিখিতব্য তাহা লিখিতে হইবে।]

শ্রীচন্দ্র, প্রতিবাদী।

---

১২৩ নম্বর।

প্রশ্ন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যাপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নং মোকদ্দমা।

শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীচন্দ্র ও শ্রীঈশান ও শ্রীগগন প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীআনন্দের [বা শ্রীচন্দ্রের] সপক্ষে পূর্ব্বোক্ত [শ্রীঈশানের ও শ্রীগগনের বা শ্রীআনন্দের] নিকট এই২ প্রশ্ন করিতে হইবে।

১।

২।

প্রতিবাদি শ্রীঈশানের অমুক২ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

প্রতিবাদি শ্রীগগনের অমুক২ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

---

১২৪ নম্বর।

দলীল উপস্থিত করণার্থ নোটিস লিখিবার পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৬১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নং মোকদ্দমা।

শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

তোমার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আবেদনপত্রে [কি লিখিত বর্ণনাপত্রে কি আফিডেবিটে] নিম্নলিখিত যেং দলীলের উল্লেখ হইয়াছে, বাদী [কি প্রতিবাদী] তাহা দেখিবার জন্যে তোমার প্রতি সে ই২ দলীল উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন ইহা জানিবা।

(যেং দলীল দেখিবার প্রয়োজন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে)

বাদির [কিম্বা প্রতিবাদির] পক্ষে উকীল শ্রীঅমুক

প্রতিবাদির [কি বাদির] উকীল

শ্রীঅমুক সমীপেষু

---

১২৫ নম্বর।

উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার সমন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৫৯ ও ১৬৩ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

উপরোক্ত মোকদ্দমার অমুক ব্যক্তির সম্বন্ধে [অমুক কার্য্য] করণার্থে তোমার উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, অতএব অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা অমুক ঘণ্টার সময়ে এই আদালতে [স্বয়ং উপস্থিত হও] ও অমুক২ দলীল আপনার সঙ্গে আনিও কিম্বা পাঠাইও তোমার প্রতি এতৎক্রমে এই আদেশ করা গেল।

তোমার পাথেয় প্রভৃতি জমা২ খরচের ও এক দিনের খোরাকীর নিমিত্তে এত টাকা ইহার সহিত পাঠান যাইতেছে। এই আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৭০ ধারায় উপস্থিত না হওয়ার যে ফল নির্দ্দেশ হইয়াছে তোমার পক্ষে সেই ফল বর্ত্তিবে।

নোটিস (১)—যদি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত না হইয়া কেবল দলীল দেখাইবার নিমিত্ত তোমার নামে সমন দেওয়া যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত দিনে ও ঘণ্টায় এই আদালতে ঐ দলীল উপস্থিত করাইলে, তুমি সমন অনুসারে কার্য্য করিয়াছ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২)—উক্ত এক দিনের অধিক তোমার থাকিতে হইলে, সেই দিনের পর যত দিন উপস্থিত থাকিতে হইবে তাহার প্রতিদিনের নিমিত্তে তোমাকে এ টাকা দেওয়া যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১২৬ নম্বর।

অন্য পাঠ।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

বাদী।

প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক [নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিতে হইবে,]

সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় বাদির [কি প্রতিবাদির] সপক্ষে সাক্ষ্য দিবার এবং দলীল [যেং দলীল আনিবার আদেশ থাকে সাধ্যমতে নিশ্চিত ভাবে তাহার বর্ণনা লিখিতে হইবে। কেবল সাক্ষ্য দিবার, কিম্বা কেবল দলীল দেখাইবার জন্যে সমন হইলে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে] দেখাইবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ এত ঘন্টার সময়ে এই আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিমিত্তে তোমাকে সমন করা গেল ও যত কাল তোমার সাক্ষ্য না লওয়া যায়, [কিম্বা তুমি যত কাল দলীল উপস্থিত না কর] ও আদালত ভঙ্গ না হয়, কিম্বা আদালতের অনুমতি না পাও, ততকাল তোমার তথাহইতে চলিয়া যাইতে হইবে না।

ডিক্রী লিখিবার পাঠ।

১২৭ নম্বর।

টাকার সামান্য ডিক্রী।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

এত টাকার দাওয়া,—

এই মোকদ্দমা শেষ নিষ্পত্তি করিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির পক্ষে শ্রী অমুকের ও প্রতিবাদির পক্ষে শ্রী অমুকের সাক্ষাৎ শ্রী অমুকের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, এই আজ্ঞা হইল যে, শ্রী অমুক শ্রী অমুককে এত টাকা দেন, ও তাহার উপর অমুক তারিখ অবধি টাকা না দেওন পর্য্যন্ত [বৎসর] শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদও দেন, এবং এই আদালতের আমলাদ্বারা এই মোকদ্দমার যত খরচা ধার্য্য হয়, ধার্য্য হওয়ার তারিখ অবধি তাহা না দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত অমুককে উক্ত হারে সুদসুদ্ধ ঐ খরচা দেন।

মো[illegible]বার খরচা।

বাদী	টাকা	প্রতিবাদী	টাকা।
১। আবেদনপত্রের ইষ্টাম্প		মোক্তারনামার ইষ্টাম্প	
২। মোক্তারনামার ঐ ...		দরখাস্তের ঐ	
৩। দস্তাবেজের ঐ ...		উকীলের রসুম ...	
৪। এত টাকার উপর উকীলের রসুম, ...		সাক্ষিদের খোরাকী	
৫। অনুবাদ কারকের কী ...		পরওয়ানা জারী...	
৬। সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়ার খোরাকী ...		অনুবাদ করণের কী	
৭। আমীনের কী ...		আমীনের কী ...	
৮। পরওয়ানা জারী ...			
৯। ইত্যাদি ...			
মোট ...		মোট ...	

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১২৮ নম্বর।

বন্ধক গ্রহীতার কিম্বা দ্রব্য রাখিবার স্বত্ববান ব্যক্তির মোকদ্দমায় বিক্রয় করিবার ডিক্রী।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

আবেদনপত্রের উল্লিখিত বন্ধকীপত্রক্রমে [কিম্বা টাকা না প্রাপণ পর্য্যন্ত দ্রব্য রাখিবার স্বত্বক্রমে] বাদির আসল ও সুদসুদ্ধ যত টাকা পাওনা আছে তাহার হিসাব লইবার ও বাদির এই মোকদ্দমার খরচা ধার্য্য করিবার জন্যে এই বিষয় রেজিষ্ট্রারের [কিম্বা টাকসিং আফিসরের] প্রতি অর্পণ করিতে আজ্ঞা হইল, ও রেজিষ্ট্রার [কিম্বা টাকসিং আফিসর] পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ ও খরচা যত টাকা পাওনা বলিয়া নির্ণয় করেন তাহা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আদালতে নির্দ্দেশ করেন এই আজ্ঞা করা গেল। আর এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ বলিয়া বাদির পাওনা যত টাকার সর্টিফিকেট দেওয়া যায়, ঐ পাওনা টাকা আদালতে নির্দ্দেশ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে, প্রতিবাদী ঐ টাকা ও উক্ত খরচা আদালতে দিলে, বাদী স্বকৃত বা আপনার দ্বারা কি আপনাহইতে কি আপনার অধীন দাওদারের কৃত সমস্ত দায় হইতে পরিষ্কার ও মুক্ত করিয়া সেই বন্ধকী সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফিরিয়া দেন, ও তৎসম্পর্কীয় যে সকল দলীল তাঁহার জিম্মায় কি অধিকারে থাকে তাহা প্রতিবাদির প্রতি বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করেন ও সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফিরিয়া দেওয়া গেলে ও সেই দলীল অর্পণ করা গেলে পর, আসল ও সুদ ও খরচা বলিয়া পূর্ব্বোক্তমতে যে টাকা দেওয়া গেল, রেজিষ্ট্রার [কিম্বা টাকসিং আফিসর] বাদিকে সেই টাকা দেন। কিন্তু প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে আদালতে সেই আসল টাকা ও সুদ ও খরচা না দিয়া থাকেন, তবে এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ বন্ধকী বাড়ী, [কিম্বা ঋণ না দেওন পর্য্যন্ত অধিকারে রাখিবার স্বত্বাধীন ঐ বাড়ী] রেজিষ্ট্রারের [বা টাকসিং আফিসরের] অনুমতিক্রমে বিক্রয় করা যায়। আরো এই আজ্ঞা হইল, যে পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ ও খরচা যত টাকা বাদির পাওনা বলিয়া নির্ণয় হইল, তাহা নিয়মমতে তাঁহাকে দেওনার্থে ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে প্রতিবাদিকে কিম্বা তাহা পাইবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তিকে দেওনার্থে, ঐ বিক্রয় দ্বারা উৎপন্ন টাকা বিক্রয়ের খরচ দিবার পর আদালতে অর্পণ করা যায়।

১২৯ নম্বর।

বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার শেষ ডিক্রী।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আবেদনপত্রের উল্লিখিত বন্ধকক্রমে বাদির পাওনা বলিয়া আসল ও সুদ ও খরচা যত টাকা আদালতে নির্দ্দেশ করা যায়

প্রতিবাদী এই মোকদ্দমার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আজ্ঞানুসারে ঐ একাকা আদালতে দেন নাই, ও উক্ত অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি ক্রয় দাম দিবার দায় হইয়াছে, আদালত ইহা দেখিতে পাইয়াছেন।

এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ বন্ধকী বাড়ী উদ্ধার করিতে প্রতিবাদির যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত ও নিঃশেষিত হয়।

---

১৩০ নম্বর।

ধনাধ্যক্ষতাপত্র বিষয়ক মোকদ্দমায়,—প্রথম স্থলীয় আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

নিম্নলিখিত হিসাব ও অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা হইল,—যথা,

উত্তমর্ণের মোকদ্দমায়,—

১। বাদির, এবং মৃত ব্যক্তির অন্য সকল উত্তমর্ণের যত টাকা পাওনা থাকে তাহার হিসাব লওয়া যায়।

উইলক্রমে সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের মোকদ্দমায়,—

২। মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে যত ধনাদি নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার হিসাব লওয়া যায়।

অন্তরঙ্গের মোকদ্দমায়,—

যিনি উইল না লিখিয়া মরিয়াছেন, বাদী তাঁহার অন্তরঙ্গ [কিম্বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন] বলিয়া যে বিষয় কি বিষয়ের যে অংশ পাইতে স্বত্ববান হন ইহার অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়া যায়।

[প্রথম দফার পরে, আবশ্যক হইলে, উত্তমর্ণের মোকদ্দমায় ঐ আজ্ঞাপত্রে উইলক্রমে সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের ও আইনমত উত্তরাধিকারিদের ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের পক্ষে অনুসন্ধান ও হিসাব লইবার আজ্ঞা থাকিবে। উত্তমর্ণভিন্ন অন্য দাওয়াদারের মোকদ্দমায়, প্রথম দফার পরে উত্তমর্ণদের অনুসন্ধান লইয়া হিসাব লওয়ার আজ্ঞা সর্ব্বদা লেখা যাইবে ও অন্যদের অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার আবশ্যক হইলে, দাঁড়ামত প্রথম কথা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদেরও অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার আজ্ঞা থাকিবে। উত্তমর্ণের মোকদ্দমার ন্যায় এই পাঠের অন্য সকল কথা চলিবে]।

৩। সমাধিকরণ ও উইল সম্পর্কীয় খরচের হিসাব।

৪। মৃত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি প্রতিবাদির হস্তগত, কিম্বা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কি তাঁহার ব্যবহারার্থে অন্য ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে তাহার হিসাব।

৫। মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ এখনও আদায় ও প্রয়োগ না হইয়া থাকিলে, কোন্ অংশ তদ্রূপে আদায় ও প্রয়োগ করা যায় নাই ইহার অনুসন্ধান লওয়া যাইবে।

৬। আরও এই আজ্ঞা করা গেল যে যত টাকা প্রতিবাদির হস্তগত হইয়াছে কিম্বা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কি তাঁহার ব্যবহারার্থে অন্য ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়, প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে সেই সকল টাকা আদালতে দেন।

৭। এই মোকদ্দমার অভিপ্রায় সকল করিবার জন্যে রেজিষ্ট্রার মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাহা তদনুসারে বিক্রয় করা ও তদুৎপন্ন টাকা আদালতে দেওয়া যায়।

৮। আর এই মোকদ্দমায় [কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে] শ্যাম বাবু সম্পত্তি গ্রাহক হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য সকল ধন ও তাঁহার অস্থাবর যে সম্পত্তি অন্যদের হস্তে থাকে তাহা গ্রহণ ও আদায় করিয়া রেজিষ্ট্রারের হাতে দেন [এবং আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ করিবার প্রতিভূস্বরূপ এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেন।]

৯। আরো এই আজ্ঞা হইল যে মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তিতে মোকদ্দমার অভিপ্রায় সকল করণার্থে অকুলান হয় দৃষ্ট হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়েরও অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়া যায়, অর্থাৎ

(ক) মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে স্থাবর যেং সম্পত্তি তাঁহার অধিকারগত ছিল কিম্বা ঐরূপ যেং সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব ছিল, ইহার অনুসন্ধান;

(খ) মৃত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তির উপর কিম্বা তাহার কোন অংশের উপর কোন দায় বর্ত্তিলে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান;

(গ) ঐ দায়ক্রমে যে ব্যক্তির যত পাওনা আছে সাধ্যমতে ইহার হিসাব লওয়া যায় ও টাকা প্রাপণীয়দের মধ্যে যাঁহারা নিম্নলিখিত আজ্ঞামতে সম্পত্তি বিক্রয় হওন বিষয়ে সম্মত হন তাঁহাদের ক্রমিক অগ্রগণ্যতার বর্ণনাপত্রও তৎসঙ্গে দেওয়া যায়।

১০। ও মৃতব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা মোকদ্দমার অভিপ্রায় সকল করণার্থে আদালতে অর্পিত তহবীল পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির যে অংশ বিক্রয় করা প্রয়োজন, তাহা উক্ত দায়ক্রমে টাকা প্রাপণীয় যে ব্যক্তিরা ঐ বিক্রয় করণে সম্মত হন তাঁহাদের পক্ষে সকল দায় ব্যতীত, ও যাঁহারা সম্মত নহেন তাহাদের পক্ষে দায় বলবৎ রাখিয়া, বিচারপতির অনুমোদনক্রমে বিক্রয় করা যায়।

১১। আরো এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কার্য্যের ভার গগন বাবুর প্রতি অর্পিত হয়, ও তিনি রেজিষ্ট্রারের অনুমোদনের অপেক্ষায় বিক্রয়ের নিয়ম ও চুক্তি প্রস্তুত করিবেন, ও কোন সন্দেহ কি সঙ্কট উত্থিত হইলে, নিষ্পত্তিকরিবার জন্যে বিচারপতির সম্মুখে তদ্বিষয়ের কাগজপত্র অর্পণ করা যাইবে।

১২। আরো এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোল্লিখিত অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে রেজিষ্ট্রার আদালতের রীত্যনুসারে সম্বাদপত্রে ইশতিহার দেন, কিম্বা ঐ অনুসন্ধান লওয়ার কার্য্য ফলোপযোগিমতে সুপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে অনুসন্ধান লন।

১৩। আরো এই আজ্ঞা হইল যে উক্ত অনুসন্ধান ও হিসাব লইবার ও অন্য যে সকল কার্য্য করিবার আজ্ঞা করা গেল তাহা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে লওয়া যায় ও সম্পাদন করা যায়, এবং রেজিষ্ট্রার ঐ অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার ফলের সর্টিফিকেট ও অন্য যে সকল কার্য্য করিবার আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা সমাপ্ত হওয়ার সর্টিফিকেট লিখিয়া, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উভয় পক্ষের দৃষ্টির জন্যে আপনার তদ্বিষয়ক সর্টিফিকেট প্রস্তুত রাখেন।

১৪। শেষে এই আজ্ঞাও হইল যে, চূড়ান্ত ডিক্রী করিবার জন্যে এই মোকদ্দমা কি বিষয় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

[মোকদ্দমা বিশেষের প্রতি এই আজ্ঞার যে অংশ খাটে কেবল সেই অংশের ব্যবহার করিতে হইবে।]

১৩১ নম্বর।

উইলক্রমে ধনাদি প্রাপণীয় ব্যক্তি ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

১। উইলকারক শ্রীঅমুকের সম্পত্তির জন্যে উক্ত সর্টিফিকেট অনুসারে প্রতিবাদির নিকটে এত টাকা বাকী পাওনা দৃষ্ট হওয়াতে, প্রতিবাদির প্রতি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে সেই টাকা, এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত বৎসর শতকরা এত টাকার হিসাবে এত টাকা সুদ, সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা হইল।

২। উক্ত আদালতের রেজিষ্ট্রার (কিম্বা টাক্সিং আফিসর) এই মোকদ্দমার বাদির ও প্রতিবাদির খরচা ধার্য্য করুন ও তদ্রূপে ধার্য্য করা গেলে পর, পূর্ব্বোক্ত-মতে যে এত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিবার আজ্ঞা হইল তাহাহইতে উক্ত খরচার টাকা নিম্নলিখিতমতে দেওয়া যাউক,—

(ক) বাদির মোক্তার কি উকীল শ্রীঅমুককে বাদির খরচা, ও প্রতিবাদির মোক্তার কি উকীল শ্রীঅমুককে প্রতিবাদির খরচা দেওয়া যাউক।

(খ) এবং (কোন ঋণ দেনা থাকিলে) পূর্ব্বোক্ত-মতে বাদির ও প্রতিবাদির খরচা দেওয়া গেলে পর উক্ত এত টাকার মধ্যে যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহাহইতে রেজিষ্ট্রারের সর্টিফিকেট সংযুক্ত অমুক তফসীলের উল্লিখিত উত্তমর্ণদের যাঁহার যত টাকা পাওনা থাকে তাঁহাকে তত টাকা এবং কোন ঋণের উপর সুদ চলিলে তৎপশ্চাৎ যত সুদ পাওনা হয় তাহাও দেওয়া যাউক; ও সেই টাকা দেওয়া গেলে পর, অমুক তফসীলের উল্লিখিত উইলক্রমে ধনপ্রাপণীয় নানা ব্যক্তিদের যে২ টাকা পাওনা থাকে তাহা ও ঐ টাকার উপর (তৎ-পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণীকৃত) যে সুদ পাওনা হয় তাহাও তাঁহাদিগকে দেওয়া যাউক।

৩। তৎপরে কিছু টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিলে উইলক্রমে উদ্বর্ত্ত ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তিকে সেই উদ্বর্ত্ত দেওয়া যাউক।

উইলক্রমে নিরূপিত অঙ্ক উইলক্রমে নরাপত ধন দেওন-কারের স্বয়ং দায়ী হইলে, ধন প্রাপণীয় ব্যক্তি ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

১। উইলক্রমে বাদির পক্ষে এত টাকা নিরূপণ হওয়াতে প্রতিবাদী স্বয়ং ঐ টাকার দায়ী আছেন, ইহা নির্দ্দেশ করা গেল।

২। ও উক্ত নিরূপিত ধনের উপলক্ষে আসল ও সুদ যতটাকা পাওনা আছে তাহার হিসাব লইবার আজ্ঞা হইল।

৩। এবং রেজিষ্ট্রার আসল ও সুদ বত টাকা পাওনা বলিয়া সর্টিফিকেট দেন, রেজিষ্ট্রারের সেই সর্টিফিকে-টের তারিখ অবধি এক সপ্তাহের মধ্যে বাদিকে প্রতি-বাদির তত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল।

৪। আরো বাদির মোকদ্দমার খরচা প্রতিবাদির দিবার আজ্ঞা হইল, তদ্বিষয়ে বিবাদ হইলে রেজিষ্ট্রা-রের দ্বারা তাহা ধার্য্য হইবে।

অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

১। ঈশান উইল না লিখিয়া মরিলে, উক্ত সর্টি-ফিকেট অনুসারে ঐ ঈশানের অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত উক্ত প্রতিবাদিনীর নিকট এত টাকা বাকী পাওনা দৃষ্ট হওয়াতে, উক্ত আদালতের রেজিষ্ট্রার এই মোকদ্দমার বাদির ও প্রতিবাদিনীর খরচা ধার্য্য করুন, ও উক্ত রেজিষ্ট্রারের দ্বারা ঐ খরচা ধার্য্য হইলে পর এক সপ্তা-হের মধ্যে প্রতিবাদিনী ঐ টাকা হইতে বাদির ঐ খরচার টাকা বাদিকে দিউন, ও খরচা ধার্য্য হইলে পর প্রতিবাদিনী ঐ টাকা হইতে আপনার খরচা লউন।

২। পূর্ব্বোক্তমতে বাদির ও প্রতিবাদিনীর খরচা দেওয়া গেলে পর ঐ এত টাকার মধ্যে যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে প্রতিবাদিনীর প্রতি নিম্নলিখিত মতে সেই টাকা দিবার ও প্রয়োগ করিবার আজ্ঞা হইল,-

(ক) রেজিষ্ট্রারের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতে খরচা ধার্য্য করা গেলে পর প্রতিবাদিনী এক সপ্তাহের মধ্যে বাদী আনন্দকে ও উইল বিনা মৃত ঈশানের অন্তরঙ্গদের মধ্যগত ভগিনী বলিয়া আনন্দের স্ত্রী চন্দ্রমণির স্বত্বহেতুক তাঁহাকে ঐ উদ্বর্ত্ত টাকার তিন অংশের এক অংশ দিউন।

(খ) প্রতিবাদিনী উক্ত মৃত ঈশানের মাতা ও অন্ত-রঙ্গদের অন্য জন হওয়াতে, ঐ উদ্বর্ত্ত টাকার তিন অংশের এক অংশ আপনার নিমিত্ত রাখিবেন।

(গ) ও রেজিষ্ট্রারের দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে খরচা ধার্য্য হইলে পর এক সপ্তাহের মধ্যে, প্রতি-বাদিনী উক্ত মৃত ঈশানের ভ্রাতা ও অন্য অন্তরঙ্গ বলিয়া গগনকে ঐ উদ্বর্ত্ত টাকার তিন অংশের অবশিষ্ট এক অংশ দিউন।

১৩২ নম্বর।

অংশিত্ব লোপকরণ বিষয়ক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৫ ধারা।

(প্রারম্ভিক শীর্ষক।)

বাদির ও প্রতিবাদীর মধ্যে আবেদনপত্রের উল্লিখিত অংশিত্ব অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি লুপ্ত বলিয়া জ্ঞান করা উচিত ইহা নির্দ্দেশ করা গেল, ও সেই দিনাবধি ঐ অংশিত্ব লোপ হওয়ার কথা (গেজেট প্রভৃতিতে) প্রকাশ করিবার আজ্ঞা হইল।

ও এই মোকদ্দমায় ঐ অংশিত্ব সম্পর্কীয় যে সম্পদ ও বিষয় আছে শ্রীঅমুকের প্রতি তাহার গ্রাহক হইয়া খাতাবহী মতে বাকী পাওনা ঋণ ও অংশিত্ব সম্পর্কীয় দাওয়া আদায় করিতে আজ্ঞা হইল।

আরো নিম্নলিখিত হিসাব লইবার আজ্ঞা হইল,—

১। উক্ত অংশিত্বসম্পর্কে এই সময়ে যে টাকা প্রাপ-নীয় হয় তাহার ও সম্পদের ও বিষয়ের হিসাব।

২। উক্ত অংশিত্ব সম্পর্কীয় ঋণের ও দায়ের হিসাব।

B 856—3-10-82—740

৩। এই মোকদ্দমার বাদী ও প্রতিবাদির [illegible] কা। A চিহ্নের [illegible] ও তৎপশ্চাৎ [illegible] করিয়া, বাদির ও প্রতিবাদির [illegible] ব্যাপারের হিসাব।

আরও [illegible] নিয়মানুসারে বাদী ও প্রতিবাদী যে ব্যবসায় করিতেন সেই ব্যবসায়সহকারে ক্রেতা বিক্রেতাদের অনুগ্রহকারী ও ব্যবসায়সংক্রান্ত সম্পত্তি ঐ ব্যবসায়ের বাটীতে নীলাম করিবার আজ্ঞা হইল, এবং অন্যতরপক্ষের প্রার্থনামতে রেজিষ্ট্রার ঐ নীলামে সকল বা কোনং লাটের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া তাহার কম মূল্যে বিক্রয় করিবেন না, ও সেই নীলামে উক্ত কোন পক্ষেরও ডাকিবার অনুমতি থাকিবে।

আরো অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে উক্ত হিসাব লইবার ও অন্য যে সকল কর্ম্ম করিতে আদেশ হইল তাহাও সম্পাদন করিবার আজ্ঞা হইল, এবং রেজিষ্ট্রারের প্রতি সকল হিসাবের ফলের ও অন্য সকল কার্য্য সম্পাদন হওয়ার সর্টিফিকেট লিখিয়া, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উভয় পক্ষের দৃষ্টির জন্য প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা হইল।

শেষে এই আজ্ঞা হইল যে, চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার জন্যে এই মোকদ্দমা অমুক সালের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

---

১৩৩ নম্বর।

অংশিত্ব বিষয়ক শেষ ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী   নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এইক্ষণে এত টাকার যে তহবীল আদালতে আছে তাহার টাকা নিম্নলিখিতমতে প্রয়োগ করিবার আজ্ঞা হইল।

১। রেজিষ্ট্রারের সর্টিফিকেট অনুসারে অংশিত্ব সম্পর্কে সর্ব্বশুদ্ধ এত টাকা যে ঋণ আছে তাহা শোধ করা যাইবে।

২। এই মোকদ্দমার সকল ব্যক্তির খরচা সর্ব্বশুদ্ধ এত টাকা দেওয়া যাইবে। [ডিক্রী লিখিবার পূর্ব্বে ঐ খরচা নিয়মমতে জানিয়া লইতে হইবে।]

৩। অংশিত্বসম্পর্কীয় স্থিতের এত টাকা বাদির অংশ বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া যাইবে, ও আদালতে এইক্ষণে যে এত টাকা আছে অংশিত্বসম্পর্কীয় স্থিতের প্রতিবাদির অংশ বলিয়া তাহার উদ্বর্ত্ত এত টাকা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

[অথবা, অংশিত্বের হিসাবের উপলক্ষে বাদির (কি প্রতিবাদির) নিকট এত টাকা প্রাপ্য বলিয়া সর্টিফিকেট দেওয়া গেল, [illegible] তাহার এতাংশের পরিশোধে উক্ত এত টাকার মধ্যে [illegible] টাকা ঐ বাদিকে [কি প্রতিবাদিকে] দেওয়া যাইবে।

তাহা হইলে পর বাদির (কি প্রতিবাদির) বাকী যে এত টাকা [illegible] তাঁহার প্রাপ্য থাকে, প্রতিবাদী (কি বাদী) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি [illegible] পূর্ব্বে তাঁহাকে সেই টাকা দিবেন।

---

১৩৪ নম্বর।

ডিক্রী জারী হইতে না পারিবার সার্টিফিকেট।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২২৪ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী   নং মোকদ্দমা।

শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমার এই আদালতের যে ডিক্রী হইয়াছিল ও যাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে, এই আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করিয়া সেই ডিক্রী শোধ করিবার কোন টাকা পাওয়া যায় নাই [কিম্বা স্থল বিশেষে সেই ডিক্রীর অংশমাত্র শোধ করিবার টাকা পাওয়া গিয়াছে; ও অংশমাত্র হইলে যত দূর শোধ হইল তাহা লিখিতে হইবে।]

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১৩৫ নম্বর।

ডিক্রীজারী করিতে না হইবার কারণ দেখাইবার নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৪৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী   নং মোকদ্দমা।

অমুক সালের বিবিধ প্রকারের   নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইয়াছিল অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক এই আদালতে সেই ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব ঐ ডিক্রী জারী করিতে না হইবার কোন কারণ থাকিলে সেই কারণ জানাইবার নিমিত্ত তোমার প্রতি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের উকীলের দ্বারা কিম্বা উপযুক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত মোক্তারের দ্বারা এই আদালতে উপস্থিত হইবার নোটিস এতৎক্রমে দেওয়া গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১৩৬ নম্বর।

টাকার ডিক্রীজারী করণার্থে প্রতিবাদির অধিকারগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৫৪ ধারা।
(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

আদালতের নেজির সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে শ্রী অমুকের প্রতি পার্শ্বলিখিত হিসাবমতে বাদিকে এত টাকা দিতে আজ্ঞা হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত এত টাকা দেওয়া যায় নাই।

ডিক্রী	
আসল ...	টাকা
সুদ ...	
খরচা ...	
ডিক্রীর খরচা	
তাহার উপর সুদ ...	
ক্রোকের মোট	
সর্ব্বসুদ্ধ	

অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল,—এতৎ সংযুক্ত তফসীলে উক্ত শ্রীঅমুকের যে অস্থাবর সম্পত্তি লেখা আছে, বা উক্ত শ্রীঅমুক তোমাকে যে সম্পত্তি দেখাইয়া দেন, তাহা ক্রোক কর, আর উক্ত শ্রীঅমুক তোমাকে উক্ত এত টাকাও এই ক্রোক করিবার খরচ আর এত টাকা না দিলে, তুমি এই আদালত হইতে অন্য আজ্ঞা না পাওনপর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি রাখ।

তোমার প্রতি আরও এই আজ্ঞা হইল এই পরওয়ানা যে তারিখে ও যে প্রকারে জারী করা যায় তাহার কথা কিম্বা জারী করিতে না পারিলে তাহার কারণ এই পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ফিরাইয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

তফসীল।

বিচারপতি।

---

১৩৭ নম্বর।

বেলিকের নামে ভূমি প্রভৃতির অধিকার দেওয়াইবার পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৬৩ ধারা।
পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।

আদালতের নেজির সমীপেষু।

অমুক স্থানবর্ত্তি যে অমুক ভূমি এইক্ষণে শ্রী অমুকের অধিকারে আছে এই মোকদ্দমার বাদী শ্রীঅমুকের পক্ষে ঐ ভূমির অধিকার পাইবার ডিক্রী হইয়াছে, এই হেতুক তোমার প্রতি উক্ত শ্রী অমুককে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইতে আজ্ঞা করা গেল, ও কোন ব্যক্তি তথাহইতে উঠিয়া যাইতে সম্মত না হইলে তোমার প্রতি এতৎক্রমে তাঁহাকে উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর।

বিচারপতি।

---

১৩৮ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

অন্য ব্যক্তির আধুনিক অধিকারে রাখিবার স্বত্বাধীনে প্রতিবাদির যে অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার অধিকার থাকে এমত সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬৮ ধারা।
পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।

অমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ও শ্রী অমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল শ্রী অমুক সেই ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করিতে ক্রটি করিয়াছেন, অতএব শ্রী অমুকের দাওয়ার অধীনে উক্ত শ্রী অমুকের অধিকারগত নিম্নলিখিত যে সম্পত্তি অর্থাৎ অমুক২ যে দ্রব্য প্রতিবাদির পাইবার স্বত্ব থাকে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উক্ত শ্রী অমুকের স্থানে প্রতিবাদিকে সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার এবং উক্ত শ্রী অমুকের প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে ঐ সম্পত্তি সমর্পণ করিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তদ্রূপে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহর ক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

মোহর।

বিচারপতি।

---

১৩৯ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রক্রমে অরক্ষিত ঋণ লইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬৮ধারা।
(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রী অমুকের বিপক্ষে ও শ্রী অমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, শ্রীঅমুক সেই ডিক্রী অনুযায়

কার্য্য করিতে [illegible] তোমার [illegible] টাকা [illegible] আজ্ঞা [illegible] অর্পণ করিতে [illegible] ও নিষেধ অনুসারে ও তোমার প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত [illegible] ঐ ধন কি তাহার কোন অংশ দিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতদনুক্রমে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১৪০ নম্বর।

ডিক্রীজারি ক্রমে ক্রোকবিষয়ক আজ্ঞা।

প্রকাশ্য কোম্পানি প্রভৃতির শ্যার লইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

প্রতিবাদী শ্রী অমুক ও অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রী অমুক সমীপেষু।—

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক তারিখে শ্রী অমুকের বিপক্ষে ও শ্রী অমুকের সপক্ষে এত টাকার ডিক্রী হইয়াছিল, শ্রী অমুক সেই ডিক্রী অনুযায়ি কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, অতএব এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানির অমুক২ শ্যার কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে কিম্বা তাহার কোন ডিবিডেণ্ড গ্রহণ করিতে, প্রতিবাদী তোমার প্রতি নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও তদনুসারে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে, এবং তদ্রূপ হস্তান্তর করণকার্য্য হইবার অনুমতি দিতে কিম্বা উক্ত কোন টাকা দিতে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ শ্রী অমুক তোমাকে নিবারণ ও নিষেধ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১৪১ নম্বর।

ডিক্রীজারিক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

অন্যের [illegible] সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৭৩ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

প্রতিবাদী শ্রী অমুক সমীপেষু।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তোমার বিপক্ষে ও শ্রী অমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, তুমি সেই ডিক্রী অনুযায়ি কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছ, অতএব নিম্নলিখিত তফসীলের যে সম্পত্তি লিখিত হইল আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য কোন প্রকারে সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে অমুক ব্যক্তি তোমার প্রতি নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও তদনুক্রমে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে, ও সকল ব্যক্তিকে ক্রয় করণ কি দানক্রমে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতদনুক্রমে নিষেধ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

তফসীল।

বিচারপতি।

---

১৪২ নম্বর।

ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

আদালতের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত ধন কি কোন নিদর্শনপত্র লইয়া সম্পত্তি হইলে, নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭২ ও ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক অদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী   নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

বাদী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে তোমার হস্তগত কতক ধন [এই পত্র যাঁহার নামে লেখা যায় ঐ ধন তাঁহার হস্তগত বলিয়া জ্ঞান করিবার হেতু ও কি কারণে তাঁহার হস্তগত আছে ইত্যাদি কথা এই স্থলে লিখিতে হইবে] ক্রোক করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না প্রাপণ পর্য্যন্ত তোমার প্রতি সেই ধন স্বীয় অধিকারে রাখিতে আদেশ করা গেল।

তব আজ্ঞাকারী।

বিচারপতি।

তাং

১৪৩ নম্বর।

বাদি প্রভৃতিকে অন্য ব্যক্তির হস্তগত ধনাদি দিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৭৭ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।
বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকদ্দমা।
অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ ও শ্রী অমুক সমীপেষু।—

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রী অমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল সেই ডিক্রীজারী ক্রমে নিম্নলিখিত সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে। অতএব এই আজ্ঞা হইল যে, তুমি শ্রী অমুক উক্ত ক্রোক করা সম্পত্তি অর্থাৎ এত টাকা নগদ ও এত টাকার ব্যাঙ্কনোট, কিম্বা তাহার যে অংশে ঐ ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন করিতে কুলাইবে সেই অংশ শ্রী অমুককে দিবা ও এই আদালতের বেলিফ তুমি ঐ ডিক্রী সাধন করিবার জন্যে যত দূর আবশ্যক তত দূর ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করিবার নির্দ্ধারিত নিয়মমতে ঐ সম্পত্তি নীলাম করিবা, ও নীলাম করিয়া যত টাকা আদায় হয় তাহা, কিম্বা তাহার যে অংশে ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিতে কুলাইবে সেই অংশ উক্ত শ্রী অমুককে দেও, ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা উক্ত শ্রী অমুক তোমাকে দেওয়া যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১৪৪ নম্বর।

ক্রোককারি উত্তমর্ণের নামে নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।
বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকদ্দমা।
অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে তোমার অনুরোধে অমুক অমুক যে দ্রব্য ক্রোক করা গিয়াছে, শ্রী অমুক এই আদালতে সেই ক্রোক উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব ক্রোককারি উত্তমর্ণস্বরূপ তোমার দাওয়ার পোষকতা করিবার জন্য অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অমুক বারে এই আদালতে তোমার স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের উপযুক্তমতে শিক্ষিত উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার এই নোটিস তোমাকে দেওয়া গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১৪৫ নম্বর।

টাকার ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি নীলাম করিবার পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।
বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকদ্দমা।
অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

এই পত্রক্রমে তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল, অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় শ্রী অমুকের সপক্ষে ডিক্রী হইয়া সেই ডিক্রীজারীক্রমে এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পরওয়ানামতে যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, তুমি এত দিন থাকিতে এই আদালত ঘরে নোটিস লটকাইয়া প্রচার করিয়া ও উপযুক্তমতে ঘোষণা * করাইয়া ঐ ক্রোক করা অমুক ২ সম্পত্তি কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় করিলে ঐ ডিক্রীর ও খরচের বাকী অমুক অংশ বলিয়া এত টাকা আদায় হইতে পারে তাহা বিক্রয় কর।

আরো তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল, এই পরওয়ানা যে প্রকারে জারী করা যায় তাহার কিম্বা জারী হইতে না পারিলে তৎকারণের সর্টিফিকেট, এই পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এই পরওয়ানা ফিরাইয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

* যে সম্পত্তি যে সময়ে ও যে স্থানে নীলাম করা যাইবে ও গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি হইলে যত টাকা রাজস্ব ধার্য্য আছে ও যত টাকা আদায়ের নিমিত্ত নীলাম করিবার আজ্ঞা হইল ও ২৮৭ ধারায় অন্য যে২ বিশেষ বিবরণ নির্দ্দিষ্ট করিবার আদেশ আছে তাহা যত দূর ন্যায্য ও শুদ্ধরূপে হইতে পারে ঘোষণাপত্রে এই সকল কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।

১৪৬ নম্বর ।

ডিক্রিজারীক্রমে বিক্রীত অস্থাবর সম্পত্তি যাঁহার অধিকারে থাকে তাঁহার নামে নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩০১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

অমুক যে সম্পত্তি এইক্ষণে তোমার অধিকারগত আছে, পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম দ্বারা বিক্রয় করা গেলে শ্রী অমুক তাহা ক্রয় করিয়াছেন, অতএব উক্ত শ্রী অমুক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট সেই অমুক সম্পত্তি সমর্পণ করিতে তোমার প্রতি নিষেধ হইল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া

বিচারপতি।

১৪৭ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে ঋণ বিক্রয় হইলে, ক্রেতাভিন্ন কোন ব্যক্তিকে ঐ ঋণের টাকা না দিবার নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক ও

শ্রী অমুক সমীপেষু।

শ্রী অমুক তোমার স্থানে শ্রী অমুক তোমার যে এত টাকা ঋণ পাওনা আছে পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইয়া শ্রী অমুক ঐ প্রাপ্য ঋণ ক্রয় করিয়াছেন, অতএব শ্রীঅমুক তোমার প্রতি এই নিষেধ হইল যে তুমি ঐ ঋণের টাকা গ্রহণ না কর, ও শ্রীঅমুক তোমার প্রতি নিষেধ হইল যে তুমি উক্ত শ্রী অমুক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে ঐ ঋণের টাকা না দেও।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১৪৮ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে শ্যার বিক্রয় হইলে তাহা হস্তান্তর না করিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক ও

অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ অমুক সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রীজারীক্রমে যে নীলাম হইয়াছিল, শ্রী অমুক সেই নীলামে উক্ত কোম্পানির এতখানি শ্যার অর্থাৎ শ্রী অমুক তোমার নামের অমুক২ শ্যার ক্রয় করিলেন, অতএব এই আজ্ঞা হইল যে শ্রী অমুক তোমার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা শ্রী অমুক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে শ্যার হস্তান্তর করিয়া দিতে ও তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড গ্রহণ করিতে নিষেধ করা যায় ও এতৎক্রমে নিষেধ করা যাইতেছে, এবং উক্ত কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রী অমুক তোমার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা উক্ত শ্রী অমুক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উক্ত শ্যার হস্তান্তর করিবার অনুমতি দিতে ও তদ্রূপ কোন টাকা দিতে নিষেধ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১৪৯ নম্বর।

ভূমি প্রভৃতির নীলাম সিদ্ধ করণের আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১২ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এই মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে এই আদালতের সেরিফ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিম্নলিখিত ভূমি [কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি] বিক্রয় করিয়াছিলেন, ও তৎপরে এত দিন গত হইলেও ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন প্রার্থনা করা যায় নাই [কিম্বা, আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই], অতএব উক্ত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে সিদ্ধ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহর ক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

তফসীল।

বিচারপতি।

---

১৫০ নম্বর

ভূমি বিক্রয়ের সার্টিফিকেট।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এই মোকদ্দমার ডিক্রীজারী ক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক সম্পত্তি নীলাম দ্বারা বিক্রয় হইলে, শ্রীঅমুককে তাহার ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা গেল, ও এই আদালত কর্ত্তৃক ঐ বিক্রয় নিয়মমতে সিদ্ধ করা গেল ইহার সার্টিফিকেট এই।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহর ক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল

বিচারপতি।

---

১৫১ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রীত ভূমি সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ক্রেতাকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা।

ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রীত ভূমি সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ক্রেতাকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে অমুক ভূমি বিক্রয় করা গেলে শ্রী অমুক ঐ ভূমির সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ক্রেতা হইয়াছেন, ও উক্ত ভূমি শ্রী অমুকের অধিকারে আছে, অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল, তুমি পূর্ব্বোক্তমতে সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি উক্ত অমুক ভূমির অধিকার দেও ও কোন ব্যক্তি উঠিয়া যাইতে অসম্মত হইলে প্রয়োজনমতে তাহাকে উঠাইয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১৫২ নম্বর।

কালেক্টর সাহেবের প্রতি ভূমির প্রকাশ্য নীলাম স্থগিত রাখিবার ক্ষমতাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩২৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক জিলার কালেক্টর শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিয়া আপনকার জিলার অন্তর্গত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী অমুক ভূমি নীলাম করিবার আপত্তি আছে, এই মর্ম্মসূচক আপনার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের অমুক নম্বরের পত্রের উত্তরে আমি সবিনয়ে এই কথা জানাইতেছি উক্ত মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইয়াছিল উক্ত ভূমি নীলাম না করিয়া আপনার প্রস্তাবিত নিয়মমতে সেই ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্যসাধন হইবার বিধান করিতে আপনার প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল।

তব আজ্ঞাকারী,

বিচারপতি

---

১৫৩ নম্বর।

ভূমিবিষয়ক ডিক্রী জারী হওয়ার বাধকতা প্রভৃতি করণ হেতুক কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩২৯ ধারা (পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

অমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমায় শ্রীঅমুকের বিপক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী হইয়াছিল তৎক্রমে শ্রীঅমুকের কর্ত্তৃক ভূমি কি স্থাবর সম্পত্তি পাইবার আজ্ঞা হইয়াছিল

কিন্তু শ্রীঅমুক ন্যায্য কারণ বিনা আদালতের সেই ডিক্রী জারিহওয়ার বাধক [কি প্রতিকূলাচরণ] করিয়াছেন, আদালত ইহা দেখিয়া পাওয়াতে উক্ত শ্রীঅমুককে এত দিন পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিতে আজ্ঞা হইল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১২৪ নং।

ডিক্রী জারিক্রমে ধৃত করণের পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৩৭ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক সালের বিবিধ প্রকারের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় আদালতের,

আসল	... ..	০০	টাকা।
সুদ	... ...	০০	,,
খরচা	. ...	০০	,,
ডিক্রীজারীর খরচ		০০	,,
মোট		০০	,,

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে বাদিকে পার্শ্ব লিখিতমতে এত টাকা দিতে শ্রীঅমুকের প্রতি আজ্ঞা হইয়াছিল, সেই ডিক্রী সাধনক্রমে উক্ত এত টাকা উক্ত বাদিকে দেওয়া যায় নাই, অতএব এতৎক্রমে তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল, তুমি উক্ত প্রতিবাদিকে ধৃত কর ও তিনি তোমাকে উক্ত এত টাকা ও এই পরওয়ানা জারী করিবার এত টাকা খরচ না দিলে, তুমি উক্ত প্রতিবাদিকে সাধ্যমতে ত্বরায় এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত কর। তোমার প্রতি আরো এই আজ্ঞা হইল, এই পরওয়ানা যে দিনে যে প্রকারে জারী করিবা, পৃষ্ঠে ইহার সর্টিফিকেট, কিম্বা জারী করিতে না পারিলে তাহার কারণ লিখিয়া, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এই আদালতে এই পরওয়ানা ফিরাইয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১৫৫ নম্বর।

আদালতে টাকা দেওনের নোটিশ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৭ ধারা।

অমুক আদালতে

B নং ১৮

শ্রী আনন্দ বনামে শ্রীচন্দ্র

প্রতিবাদী আদালতে এত টাকা দিয়া কহিলেন যে, বাদির [কিম্বা অমুকের নিমিত্ত বাদির] দাওয়ার পরিশোধার্থে ঐ টাকাই প্রচুর।

বাদির উকীল শ্রী অমুক সমীপেষু।

প্রতিবাদির উকীল শ্রী অমুক।

---

১৫৬ নম্বর।

অনুপস্থিত ব্যক্তি দর সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় [বাদির বা প্রতিবাদির পক্ষে] শ্রী অমুকের সাক্ষ্য লওয়া প্রয়োজন ও লিখিত প্রশ্ন অনুসারে কিম্বা ঐ সাক্ষিদের বাচনিক সাক্ষ্য লইতে শ্রী অমুক তোমার প্রতি আদেশ হইল, তদর্থে তোমাকে এতৎক্রমে আমীন বলিয়া নিযুক্ত করা গেল, ও সেই সাক্ষ্য লওয়া গেলেই তাহা পাঠাইতে তোমার প্রতি আদেশ হইল। [সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রার্থনা করিলেই এই আদালত হইতে দেওয়া যাইবে।]*

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রী

বিচারপতি।

---

১৫৭ নম্বর।

স্থানবিশেষে অনুসন্ধান লইবার কিম্বা হিসাবের তদন্ত লইবার ক্ষমতাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৯৯ ও ২২৪ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে অমুক২ কারণে ক্ষমতা পত্র দেওয়া আবশ্যক বোধ হওয়াতে, তোমাকে এতৎ-

---

* অন্য আদালতে ক্ষমতাপত্র পাঠান গেলে [ ] এই দুই চিহ্নের মধ্যের কথার প্রয়োজন নাই।

ক্রমে অমুক২ কার্য্যের নিমিত্ত আমীনের পদে নিযুক্ত করা গেল। [কোন সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য লইবার ও কোন দলীল দেখিবার প্রয়োজন হইলে, তোমার প্রার্থনামতে সাক্ষিদিগকে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার ও ঐ দলীল আনাইবার পরওয়ানা এই আদালত হইতে দেওয়া যাইবে।]

উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত তোমার এত টাকা ফী ইহার সঙ্গে পাঠান যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১৫৮ নম্বর।

ডিক্রীর পূর্ব্বে ধৃত করণের পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৭৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।—

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী শ্রীঅমুক [অমুক কার্য্য করিতে] উদ্যত আছেন, বাদী শ্রীঅমুক এমত জ্ঞান করিবার সম্ভাবিত কারণ আদালতের হলফ দ্বারা প্রমাণ করাতে, এতদ্দারা তোমার প্রতি ঐ প্রতিবাদি শ্রীঅমুককে ধরিয়া আটক রাখিতে এবং যত দিন উক্ত মোকদ্দমা সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি না হয় ও মোকদ্দমার [অমুকের] বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী যত দিন জারী না করা যায় ও তদনুযায়ি কার্য্যসাধন না হয়, ততদিন উক্ত প্রতিবাদির স্বয় আদালতে উপস্থিত হইবার এত টাকা জামিন দিবার আজ্ঞা না হওয়ার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এই আদালতে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১৫৯ নম্বর।

কারাগারে দিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমারকার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুকসমীপেষু।

এই মোকদ্দমার [প্রতিবাদির] বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে তাহার উত্তর দিবার জন্যে প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের উপস্থিত থাকার জামিন লওয়া যায়, এই মোকদ্দমার বাদী শ্রীঅমুকের এই মর্ম্মের প্রার্থনা হওয়াতে আদালত প্রতিবাদি শ্রীঅমুককে উক্ত জামিন দিতে কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্ত টাকা আমানৎ করিতে আজ্ঞা করিলেও উক্ত শ্রীঅমুক তাহা দেন ও করেন নাই, এই কারণে আজ্ঞা হইল যে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত কিম্বা শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে ডিক্রীজারী না হওন পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবাদী শ্রীঅমুককে কারাগারে রাখা যায়।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১৬০ নম্বর।

ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিবার ও ডিক্রী অনুযায়ি কার্য্যসাধান হইবার জামিন লওয়ার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী [অমুক২ কার্য্য করিতে উদ্যত] শ্রী অমুক আদালতের হলফোধনতে ইহার প্রমাণ করাতে, এই পত্রদ্বারা তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল যে প্রতিবাদী শ্রী অমুকের বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া আদালতের আদেশ হইবামাত্র তিনি অমুক২ সম্পত্তি কি তাহার মূল্য, কিম্বা ঐ মূল্যের য অংশদ্বারা ঐ ডিক্রী অনুযায়ি কার্য্যসাধন হইতে পারিবে সেই অংশ আদালতে উপস্থিত করিয়া আদালতের আজ্ঞাধীনে অর্পণ করিবেন এই কারণে, তুমি উক্ত প্রতিবাদিকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এত টাকা জামিন দিতে কিম্বা উপস্থিত হইয়া সেই জামিন না দিবার কারণ দর্শাইতে আজ্ঞা কর। আরো তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে উক্ত [সম্পত্তি] ক্রোক করিয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা না পাওনপর্য্যন্ত তাহা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে রক্ষা কর, ও এই পরওয়ানা জারী করিলে পর, যে প্রকারে জারী করিয়াছ তাহা আগামী এই আদালতে জ্ঞাত কর ও তৎকালে এই পরওয়ানা এই স্থানে আন।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১৬১ নম্বর।

জামিন না দেওয়ার প্রমাণ হইলে ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৪ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইবে পারে বলিয়া তাঁহার স্থানে সেই ডিক্রী অনুযায়ি কার্য্য-সাধনের জামিন লওয়া যায়, এই মোকদ্দমার বাদী শ্রী অমুক এই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রার্থনা করাতে আদালত উক্ত শ্রী অমুকের প্রতি ঐ জামিন দিতে আজ্ঞা করেন, কিন্তু উক্ত শ্রী অমুক তাহা দেন নাই। অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইলে যে তুমি উক্ত শ্রী অমুকের অমুক সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে রক্ষা কর, ও এই পরওয়ানা জারী করিলে পর যে প্রকারে জারী করিয়াছ ইহা অগৌণেই এই আদালতে জ্ঞাত কর ও তৎকালে এই পরওয়ানা এই স্থানে আন।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর।

বিচারপতি।

---

১৬২ নম্বর।

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক।

অন্য ব্যক্তিদের আটক বা খনার কি অধীনে অধিকার করিবার অব্যবধানে অস্থাবর যে সম্পত্তিতে প্রতিবাদির স্বত্ব বর্ত্তে, সেই সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা,

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

প্রতিবাদী শ্রী অমুক সমীপেষু।

শ্রী অমুকের কোন দাওয়ার অধীনে উক্ত শ্রী অমুকের অধিকারগত, নিম্নলিখিত অর্থাৎ অমুক২ যে সম্পত্তিতে প্রতিবাদির স্বত্ব আছে এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত প্রতিবাদি শ্রী অমুক তোমার প্রতি উক্ত শ্রী অমুকের স্থানে সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎ ক্রমে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে, এবং উক্ত শ্রী অমুকের প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকেই উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া দিতে এতৎ ক্রমে নিষেধ ও বারণ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১৬৩ নম্বর।

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক।

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

প্রতিবাদী শ্রী অমুক সমীপেষু।

শ্রী অমুক তোমার প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত বিক্রয় কি দানক্রমে বা অন্য কোন প্রকারে নিম্নলিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তোমাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে, এবং সকল ব্যক্তির প্রতি ক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য কোন প্রকারে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে বারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎ ক্রমে তাঁহাদিগকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

তফসীল।

বিচারপতি।

---

১৬৪ নম্বর।

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক।

অন্য ব্যক্তিদের হস্তগত ধন লইয়া কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ভিন্ন ঋণ লইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধ সূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

শ্রী অমুকের হস্তে উক্ত প্রতিবাদির যে [ধন কি ঋণাদি যা হা আছে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হই

নে] এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রী অমুকের প্রতি সেই ধনাদি গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তাঁহাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে, এবং এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না প্রাপণ পর্য্যন্ত উক্ত শ্রী অমুকের প্রতি সেই [ধনাদি] কি তাহার কোন অংশ কোন ব্যক্তিকেই দিবার নিষেধ ও বারণ করিতে আজ্ঞা হইল ও এতৎ ক্রমে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে ।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয় গেল ।

(মোহর ।)

বিচারপতি ।

---

১৬৫ নম্বর ।

ডিক্রী হওযার পূর্ব্বে ক্রোক ।

প্রকাশ্য কোম্পানি প্রভৃতির শ্যার লওয়া সম্পত্তি হইলে, নিষেধেস্চক আজ্ঞ ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা ।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে ।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা ।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী ।

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী ।

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক ও

অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু ।

উক্ত অমুক কোম্পানিতে প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের যে অমুক২ শ্যার আছে, এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি উক্ত শ্যার হস্তান্তর করিতে কিম্বা উক্ত শ্যারের ডিভিডেণ্ড গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল এবং এতৎক্রমে তাঁহাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে, ও উক্ত কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ তোমার প্রতি ঐ শ্যার হস্তান্তর করিবার অনুমতি দিতে ও ঐ ডিবিডেণ্ড দিতে নিষেধ ও বারণ করা গেল ।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওযা গেল ।

(মোহর ।)

ত ।

বিচারপতি

---

১৬৬ নম্বর ।

কিয়ৎকালীন নিষেধসূচক আজ্ঞাপত্র ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৯২ ধারা ।

বাদী শ্রীআনন্দের উকীল (কি তৎপক্ষ কৌনসেল) শ্রীঅমুক এই আদালতে অনুরোধ করিলে, এবং উক্ত বাদী এই বিষয় (জন্য) যে দরখাস্ত অর্পণ করিলেন তাহা, [কিম্বা, এই মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে আবেদনপত্র অর্পণ করা যায় তাহা, কিম্বা, উক্ত বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে বর্ণনাপত্র অর্পণ করিলেন তাহা] পাঠ করিলে, ও তৎপ্রতিপোষণার্থে শ্রীঅমুকের সাক্ষ্য শ্রবণ করিলে [নোটিস দেওয়া গেলেও প্রতিবাদী উপস্থিত না হইলে, এই কথাও লিখিতে লইবে, এবং এই অনুরোধপত্র হওয়ার নোটিস প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রকে যে দেওয়া গিয়াছে এই বিষয়ে শ্রীঅমুকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে] এই আদালত এই আজ্ঞা করিলেন যে, এই মোকদ্দমায় বাদির আবেদনপত্রে (কিম্বা, লিখিত বর্ণনাপত্র, কিম্বা বাদির দরখাস্তে ও এই অনুরোধপত্র শ্রবণ সময়ে যে সাক্ষ্য শুনা গেল তন্মধ্যে) অমুক তালুকের অন্তর্গত হিন্দুপুরস্থ কলুদের রাস্তার ৯ নং বাটী বলিয়া যে বাটীর উল্লেখ হইয়াছে, এই মোকদ্দমার শ্রবণ না হওন কিম্বা আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের কি তাঁহার চাকরদের কি মিস্ত্রীদের কি কর্ম্মকারকদের দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কি ফেলিবার অনুমতি দিতে নিবারণ করণার্থে এবং ঐ বাটীর মাল মশলা বিক্রয় করিতে নিবারণার্থে নিষেধসূচক আজ্ঞা করা যায় ।

সাল তাং ।

দেওয়ানী বিচারপতি

(হুণ্ডী কি নোট বিক্রয় করা নিবারণার্থে নিষেধসূচক আজ্ঞার প্রার্থনা হইলে ঐ আজ্ঞাপত্রের লিখিত আজ্ঞা এই প্রকারে লেখা যাইতে পারিবে যথা,) বাদির আবেদন পত্রে (কি দরখাস্তে) ও এই অনুরোধপত্র শ্রবণ সময়ে যে সাক্ষ্য শুনা গেল তন্মধ্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের কি পরের যে প্রমিসরি নোটের (কি হুণ্ডীর) উল্লেখ হইয়াছে, এই মোকদ্দমার শ্রবণ না হওয়া কিম্বা এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওযা পর্য্যন্ত, প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের ও শ্রী অমুকের কিম্বা তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তির প্রতি ঐ পত্র কি তন্মধ্যে কোন পত্র আপনাদের হস্তহইতে হস্তান্তর করা কিম্বা পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া অন্যের প্রতি নিরূপণ কি বিক্রয় করা নিবারণার্থে নিষেধসূচক আজ্ঞা করা গেল ।

(গ্রন্থস্বত্বের মোকদ্দমায়) অমুক সময়পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীঅমুকের কিম্বা তাঁহার চাকরদের কি প্রতিনিধিদের কি কর্ম্মকারদের অমুক নামক পুস্তক কি তাহার কোন অংশ মুদ্রিত কি প্রকাশ কি বিক্রয় করা নিবারণার্থে প্রভৃতি ।

(পুস্তকের অংশমাত্র নিবারণার্থে চেষ্টা হইলে) আবেদন পত্রে (কি দরখাস্তে ও সাক্ষিদের প্রমাণ প্রভৃতিতে) পুস্তকের যে২ অংশ প্রতিবাদির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, অমুক সময়পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রী অমুকের কি তাহার চাকরদের কি প্রতিনিধিদের কি কর্ম্মকারদের ঐ পুস্তকের নিম্নলিখিত সেই২ অংশ অর্থাৎ ঐ পুস্তকের যে অংশের অমুক শীর্ষক ... আছে সেই অংশ এই পুস্তকের যে অংশের অমুক (কিম্বা অমুক পৃষ্ঠাঅবধি অমুক পৃষ্ঠাপর্য্যন্ত ঐ পুস্তকের কোন অংশ) মুদ্রিত কি প্রকাশ কি বিক্রয় কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা নিবারণার্থে প্রভৃতি ।

[পেটেন্টপত্রের মোকদ্দমায়] বাদির আবেদনপত্রে (কি দরখাস্তপ্রভৃতিতে, কি লিখিত বর্ণনাপত্রাদিতে) বাদিদের কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তির সূক্ষ্ম কারিগরির যে নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে বাদির আবেদনপত্র প্রভৃতির উল্লিখিত পেটেন্ট পত্রের নিয়ম প্রবল থাকার অব শিষ্ট কালের অবসান না হওনপর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রে ।

কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধিদের কি চাকরদের কি কর্ম্মকারকদের সেই নিয়ম অনুসারে চিহ্নযুক্ত ইষ্টক (কি অন্য অন্য বিষয়) প্রস্তুত কি বিক্রয় করা নিবারণার্থে ও মোকদ্দমা প্রভৃতির শ্রবণ শেষ না হওনপর্য্যন্ত সেই কারিগরি কি তন্মধ্যে কোন সূক্ষ্ম কারিগরি জাল কি নকল করা কি তাহার মতমকরা কি তাহাতে কোন বিষয় যোগ করা কি তাহাহইতে কোন বিষয় হরণ করা নিবার নার্থে প্রভৃতি।

[ব্যবসায়ির চিহ্ন বিষয়ক মোকদ্দমায়] বাদী শ্রী আনন্দ কালী প্রস্তুত করিয়া বোতলে পুরিয়া বাদির আবেদনপত্রের [কি দরখাস্ত প্রভৃতির উল্লিখিত যে টিকিট ঐ বোতলে বসাইয়া থাকেন, প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র কিম্বা তাঁহার চাকরেরা কি প্রতিনিধিরা কি কর্ম্মকারেরা যেন সেই প্রকারের টিকিট বসাইয়া, কিম্বা প্রতিবাদির বিক্রীত কালী বাদির প্রস্তুত ও বিক্রীত কালীর মত দেখাইবার জন্যে ঐ টিকিটের অনুরূপ কি প্রকারান্তরে টিকিট প্রস্তুত করিয়া কি তাহাতে উক্ত কথা ছাপাইয়া যেন বাদির প্রস্তুত কালী বলিয়া কি তাহার আভাস দেখাইয়া বিক্রয় না করেন কি বিক্রয়ার্থে প্রকাশ না করেন কি অন্যের দ্বারা বিক্রয় না করান, কিম্বা প্রতিবাদী যে কালী বিক্রয় করেন কি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করেন তাহ যাহাতে বাদির প্রস্তুত কি বিক্রীত কালী বলিয়া বোধ হয় এমত কোন ব্যবসায়ির টিকিট প্রস্তুত করিয়া কিম্বা এমত কোন কথা তাহাতে ছাপাইয়া ব্যবহার না করেন এই নিমিত্ত অমুক সময় পর্য্যন্ত নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রভৃতি।

[ব্যবসায়ে অংশির কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ করা নিবারণার্থে।]

প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র ও তাঁহার প্রতিনিধিরা ও চাকরেরা যেন বলরাম কোম্পানির নামে খ্যাত অংশিত্ব ব্যবসায়ের নামে কোন চুক্তি না করেন ও কোন হুণ্ডী কি খত কি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বীকার না করেন কি লিখিয়া না দেন কি পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া না দেন কি ক্রয়বিক্রয় না করুন, ও উক্ত বলরাম কোম্পানির অংশিত্ব ব্যবসায়ের নামে কি ঐ কুঠীর বিশ্বাসযোগ্যতার বলে কোন ঋণ গ্রহণ না করেন ও কোন মাল ক্রয় বা বিক্রয় না করেন, ও লিখিত কি বাচনিক কোন অঙ্গীকার কি নিয়ম কি প্রতিজ্ঞা না করেন, কিম্বা যে কোন ক্রিয়াদ্বারা উক্ত অংশিত্ব ব্যবসায়িরা কোন প্রকারে কোন টাকা শোধ করিবার কিম্বা কোন চুক্তি কি অঙ্গীকার কি প্রতিজ্ঞামতে কার্য্যসাধন করিবার দায়ী হন, কি তাঁহাদিগকে দায়ী করা যাইতে পারে, এমত কর্ম্ম না করেন, কি অন্যদ্বারা না করান, এই নিমিত্ত অমুক সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রভৃতি।

---

১৬৭ নম্বর।

নিষেধসূচক আজ্ঞার নিমিত্তে প্রার্থনার নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

যে চুক্তিমত কার্য্যসাধন করিবার জন্যে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই চুক্তি ভঙ্গহেতুক ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবার জন্যে শ্রীচন্দ্র অমুক আদালতে আমার নামে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে উক্ত আদালতের অধিবেশন হইলে, তাঁহার প্রতি সেই মোকদ্দমা চালাইতে নিষেধ করা যায়, [কিম্বা আমাদের মধ্যে যে অংশিত্ব কার্য্য বন্ধ করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছিল তাঁহাকে সেই অংশিত্ব সম্পর্কীয় কোন ঋণ গ্রহণ করিতে কি তাহার মুক্তিপত্র দিতে, কিম্বা স্থলবিশেষে, যে নিয়ম পত্রানুযায়ি কার্য্য সম্পাদন করাইবার নিমিত্ত এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছিল তদনুসারে তিনি আমার নিকট যে ভূমি বিক্রয় করিতে অঙ্গীকার করেন তাহার ঘাসের চাপড়া তুলিয়া লইতে তাঁহাকে বারণ করা যায়] আমি শ্রী আনন্দ এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে কল্পনা করিলাম ইহার নোটিস লও।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে।

শ্রী আনন্দ।

শ্রীচন্দ্র সমীপেষু।

[মন্তব্য কথা।—মোকদ্দমায় উপস্থিত করা কোন ব্যবহারির মধ্যে যাঁহার নাম ও নিবাসাদি লেখা যায় নাই এমত ব্যক্তির নামে সেই নিষেধ আজ্ঞা দিবার প্রার্থনা হইলে, উপযুক্ত কার্য্যকারক যেন নোটিস জারী করিতে পারেন এই কারণে তাঁহার সম্পূর্ণ নামাদি লিখিতে হইবে।]

---

১৬৮ নম্বর।

গ্রাহকের নিয়োগপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রী অমুকের সপক্ষ ডিক্রী জারীক্রমে অমুক সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, অতএব (রেজিষ্ট্রারের হুকুমমতে জামিন দিলে) তোমাকে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারামতে ঐ সম্পত্তির গ্রাহক পদে নিযুক্ত করা গেল ও সেই ধারার বিধানমতে তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে।

উক্ত সম্পত্তির উপলক্ষে তোমার যত টাকা আয় ও ব্যয় হয়, তোমার প্রতি অমুক দিনে তাহার উপযুক্ত ও সমুচিত হিসাব দিতে আদেশ করা গেল। এই নিয়োগপত্রের বলে তোমার যত টাকা আয় হয়, তাহার উপর শতকরা এত টাকা হিসাবে তোমার পারিশ্রমিক পাইবার স্বত্ব থাকিবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১৬৯ নম্বর।

প্রাপকের নিবন্ধপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুকস্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতি বাদী।

এই পত্রদ্বারা সকলেই অবগত হউন যে অমুকস্থানবাসি শ্রী ইন্দ্র ও অমুক স্থানবাসি শ্রী যোগেন্দ্র ও অমুক স্থনবাসি শ্রী মহেন্দ্র আমরা অমুক আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীগগনকে, কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে কি উইলক্রমে নিরূপিত অছিদিগকে, ধনাধ্যক্ষদিগকে কি আসৈনদিগকে একত্র ও স্বতন্ত্র এত টাকা দিতে বদ্ধ হইলাম। আর সেই টাকা দেওনার্থে আমরা এই পত্রদ্বারা আপনাদিগকে সাকলে ও আপনাদের প্রত্যেক জনকে ও প্রত্যেক জনের উত্তরাধিকারিদিগকে ও উইলক্রমে নিরূপিত অছিদিগকে ও ধনাধ্যক্ষদিগকে একত্র ও স্বতন্ত্ররূপে বদ্ধ করিলাম।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

আরো শ্রীআনন্দ এই আদালতে অমুক অভিপ্রায়ে (এই স্থলে মোকদ্দমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইবে) শ্রীচন্দ্রের নামে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছেন।

আরো পূর্ব্বোক্ত আদালতের আজ্ঞাক্রমে উক্ত আবেদনপত্রের উল্লিখিত উইলকারক উপেন্দ্রর স্থাবর সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব আদায় করণার্থ ও তাঁহার প্রাপ্য অস্থাবর সম্পত্তি আদায় করণার্থ উক্ত শ্রী ইন্দ্রকে নিযুক্ত করা গিয়াছে।

এইক্ষণে এই নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে উক্ত প্রকারে বদ্ধ শ্রীইন্দ্র উক্ত শ্রীউপেন্দ্রের স্থাবর সম্পত্তির খাজানা ও ও উপস্বত্ব বলিয়া ও তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত যত টাকা (কিম্বা স্থলবিশেষে যাহা) প্রাপ্ত হন, উক্ত আবেদনপত্রের নিরূপিত সময়ে ২ সেই সকল টাকার উপযুক্ত হিসাব দিলে ও সময়ে২ তাঁহার স্থানে পাওনা বলিয়া যত টাকার সর্টিফিকেট দেওয়া যায়, আদালত যে আদেশ করিয়াছেন কি পশ্চাৎ করিবেন তদনুসারে সেই টাকা উপযুক্তমতে দিলে, এই নিবন্ধপত্র ব্যর্থ হইবে, নতুবা সম্পূর্ণরূপে প্রবল থাকিবে।

শ্রীইন্দ্র
শ্রীযোগেন্দ্র
শ্রীমহেন্দ্র

অমুকের সাক্ষাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা স্বাক্ষর করিয়া দেওয়া গেল।

মন্তব্য।—টাকা আমানৎ হইয়া থাকিলে, উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়মসূচক কথার পরে ঐ আমানতী টাকার স্মারকলিপিও লিখিতে হইবে।

---

১৭০ নম্বর।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫০৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

শ্রী অমুক সমীপেষু।

উক্ত মোকদ্দমার পূর্ব্বোক্ত বাদী ও প্রতিবাদী যে বিষয় লইয়া বিবাদ করিতেছেন তাহা একবাক্য হইয়া তোমার বিবেচনার ও মীমাংসার নিমিত্ত অর্পণ করিতে স্থির করিয়াছে, তদনুসারে উক্ত উভয় পক্ষের বিবাদীয় সকল বিষয় নির্ণয় করণার্থে তোমাকে [সালীস স্বরূপ] নিযুক্ত করা গেল ও সালীসীতে অর্পণ করণের খরচ যে পক্ষের দিতে হইবে উত্তরপক্ষের সম্মতিক্রমে ইহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া গেল।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তৎপূর্ব্বে কিম্বা এই আদালত অন্য যে দিন নিরূপণ করেন সেই দিনে এই আদালতে তোমার লিখিত মীমাংসা অর্পণ করিতে আদেশ হইল।

কোন সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওয়ার কি দলীল দেখিবার প্রয়োজন হইলে, এই আদালতে প্রার্থনা করিলে ঐ সাক্ষিদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার কিম্বা দলীল আনাইবার পরওয়ানা এই আদালত হইতে দেওয়া যাইবে, ও তুমি ঐ সাক্ষিদিগকে শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন আছ।

উক্ত মোকদ্দমায় তোমার এত টাকা ফী ইহার সঙ্গে পাঠান যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১৭১ নম্বর।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালত কর্ত্তৃক সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫০৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

বাদী অদ্য যে দরখাস্ত দাখিল করিলেন তাহা পাঠ করণানন্তর প্রতিবাদির পক্ষে শ্রী অমুকের সম্মতিক্রমে এবং বাদির পক্ষে শ্রী অমুকের ও প্রতিবাদির পক্ষে শ্রীঅমুকের কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সম্মতিক্রমে, উভয় পক্ষের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির কার্য্যব্যাপার ও লেনাদেনা সমেত এই মোকদ্দমার বিবাদীয় সকল বিষয় শ্রীঅমুকের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইল। তিনি আপন মীমাংসা লিখিয়া এই পত্রের তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে মোকদ্দমা সংক্রান্ত সকল রূবকারী ও সাক্ষ্য ও দস্তাবেজ সহিত আদালতে অর্পণ করিবেন। আরো পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ও সম্মতিসহিত এই আজ্ঞাও হইল যে, উক্ত সালীস শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে উভয় পক্ষের ও তাঁহাদের সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনক্রমে সালীসদের প্রতি যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা অর্পিত হইল, উক্ত সালীসের সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবে, তন্মধ্যে কোন হিসাব খাতা আমার আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাহাও তাঁহার আনাইবার ক্ষমতা আছে। আরো উক্ত ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ও সম্মতি সহিত এই আজ্ঞাও হইল, যে এই মোকদ্দমার খরচা, এবং উক্ত সালীসের মীমাংসা করণ পর্য্যন্ত ঐ মীমাংসাসুদ্ধ সালীসিতে অর্পণ করিবার ও মীমাংসা প্রবল করিবার

সমস্ত খরচা, ঐ সালীসের নির্ণয়ানুসারে নির্দ্ধারিত হইবে। উক্ত ব্যক্তিদের নূর্দ্দিতক্রমে ও সম্মতি সহিত আরো এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোক্তমতে অর্পিত বিষয়ের অনুসন্ধান করণকার্য্যে উক্ত সালীস আপনার সাহায্যের জন্যে উপযুক্ত হিসাবনবিসকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ও সেই হিসাবনবিসের পারিশ্রমিক ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য খরচ উক্ত সালীসের বিবেচনামতে স্থির করা যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর।

বিচারপতি।

১৭২ নম্বর।

ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমায় সমন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৩২ ধারা।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে। বাদী।

প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক [এই স্থানে প্রতিবাদির নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিতে হইবে]

সমীপেষু।

শ্রীঅমুক (বাদির নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা এই স্থানে লিখিতে হইবে) বিল অফ এক্সচেঞ্জের (কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরি নোটের) টাকা প্রাপণীয় (কিম্বা পৃষ্ঠলিপি ক্রমে টাকা প্রাপণীয়) বলিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৯ ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়মতে এই আদালতে তোমার নামে আসল ও সুদ এত টাকা (কিম্বা আসলের বাকী ও সুদ এত টাকা) পাইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ হুণ্ডী প্রভৃতির নকল নিম্নভাগে দেওয়া যাইতেছে। অতএব এই সমন পাইবার দিন ধরিয়া সেই দিনাবধি দশ দিনের মধ্যে তোমার উপস্থিত হইয়া সেই মোকদ্দমার উত্তর দিবার জন্যে ও সেই সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার জন্যে এই আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতে তোমার নামে এতৎক্রমে সমন দেওয়া গেল। ইহাতে ত্রুটি হইলে, ঐ দশ দিন গত হইলে পর কোন সময়ে বাদির এত টাকার (যত টাকা দাওয়া করেন তাহা লিখিতে হইবে) অনধিক ও খরচা বলিয়া এত টাকা পাইবার অধিকার থাকিবে।

আদালতে প্রার্থনা করিয়া, দোষগুণ বিবেচনায় মোকদ্দমার উত্তর দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা মোকদ্দমায় তোমাকে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ, এই মর্ম্মের আফিডেবিট কি নির্দ্দেশ থাকা ঐ প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় অর্পণ করিলে, তুমি উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইতে পারিবা।

[বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরি নোটের ও তাহার পৃষ্ঠলিখিত সকল কথার নকল এস্থানে করিতে হইবে।]

১৭৩ নম্বর।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪১ ধারা।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র।

(রেজিষ্টরের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) বাদী—আপেলাণ্ট।

(রেজিষ্টরের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) প্রতিবাদী—রিস্পাণ্ডেণ্ট।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী হইয়াছিল, তাহার উপর উক্ত [আপেলাণ্টের নাম] বাদী [কি প্রতিবাদী] নিম্নলিখিত হেতুতে অমুক স্থানের হাই কোর্টে [কিম্বা স্থলবিশেষ অমুক জিলার আদালত] আপীল করিতেছে। [আপত্তির হেতু সকল এই স্থানে লিখিতে হইবে।]

১৭৪ নম্বর।

আপীলের রেজিষ্টর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৮ ধারা।

অমুক স্থানের আদালত (কি হাইকোর্ট)।

অমুক সালের ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

মর্ম্মাত্মকপত্রের তারিখ	আপীলের নম্বর	আপেলাণ্ট			রিস্পাণ্ডেণ্ট			যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল				উপস্থিত হওয়ার কথা			বিচার।		
		নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমার নম্বর	তারিখ	কত টাকার বা মূল্যের	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	আপেলাণ্ট	রিস্পাণ্ডেণ্ট	তারিখ	স্থির বা অন্যথা বা পরিবর্ত্তন করা গেল	খরচা বা কত টাকা

১৭৫ নম্বর।

রিস্পাণ্ডেণ্টের নামে আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনের নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৫৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

শ্রী অমুক আপেলাণ্ট। শ্রী অমুক রিস্পাণ্ডেণ্ট।

অমুক আদালতের অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখের

[ডিক্রীর] উপর আপীল।

রিস্পাণ্ডেণ্ট শ্রী অমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমায় অমুক আদালতের যে ডিক্রী হইয়াছিল, তাহার উপর শ্রী অমুক আপীল উপস্থিত করিয়াছেন। সেই আপীল এই আদালতে রেজিষ্টরী করা গেল, ও এই আদালত ঐ আপীল শুনিবার নিমিত্ত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ নির্দ্ধার্য্য করিলেন এই কথা জানিও।

তুমি কিম্বা তোমার উকীল, কিম্বা এই আপীলসম্পর্কে তোমার পক্ষে আইনমতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, তোমার অনুপস্থানে তাহা শ্রুত হইয়া নিষ্পত্তি করা যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

(মোহর।)

বিচারপতি।

[মন্তব্য।—ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে এই স্থলে লিখিতে হইবে। সেই কথাও জানাইতে হইবে।]

---

১৭৬ নম্বর।

আপীলক্রমে ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৭৯ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

শ্রী অমুক আপেলাণ্ট। শ্রী অমুক রিস্পাণ্ডেণ্ট।

অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের

[ডিক্রীর] উপর আপীল।

আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্র।

বাদী।

প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় শ্রী অমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী করেন তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত বাদী [কি প্রতিবাদী] অমুক আদালতে এইং কারণে আপীল করিলেন, যথা,—

[কারণ সকল এই স্থলে লিখিতে হইবে।]

এই আপীল শ্রী অমুকের সম্মুখে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপেলাণ্টের পক্ষে শ্রী অমুকের সাক্ষাৎ ও রিস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে শ্রী অমুকের সাক্ষাৎ শুনা গিয়া, এই আজ্ঞা হইল যে,

[যে উপকার করা গেল তাহা এই স্থলে লিখিতে হইবে]

এই আপীলের এত টাকা খরচা শ্রী অমুকের দিতে হইবে।

আসল মোকদ্দমার খরচা শ্রী অমুকের দিতে হইবে।

আমার স্বাক্ষরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

---

১৭৭ নম্বর।

আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮৭ ধারা।

অমুক স্থানের হাই কোর্টে।

আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর আপীলের রেজিষ্টর।

দর্খাস্তকালের তারিখ	আপীলের নম্বর।	আপেলাণ্ট			রিস্পাণ্ডেণ্ট			যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা				উপস্থিত হওয়ার কথা			বিচার।		
		নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমার ও আপীলের নম্বর	তারিখ	যত টাকার কি যত টাকা মূল্যের	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	আপেলাণ্ট	রিস্পাণ্ডেণ্ট	তারিখ	স্থির কি অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করা গেল	যে জন্য না যত টাকার।

১৭৮ নম্বর।

সমালোচন করিবার অনুমতি না দেওনের
কারণ জানাইবার নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৬২৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক বাদী। অমুক প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

এই আদালত পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে বিচার করেন শ্রী অমুক এই আদালতে তাহা সমালোচন করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। এই মোকদ্দমায় এই আদালত আপন বিচার সমালোচন করিবার অনুমতি না দেন তোমার এমত কারণ দর্শাইবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ নির্দ্ধারিত হইল।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

বিচারপতি।

১৭৯ নম্বর।

উকীল পরিবর্ত্তন হওয়ার নোটিস।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের রেজিষ্ট্রার সমীপেষু।

আমি শ্রী আনন্দ [বা শ্রী চন্দ্র [পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক স্থানবাসি শ্রী অমুককে আপন উকীল স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তিনি আর আমার উকীল নহেন, এইক্ষণে অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক আমার উকীল এই কথা জানিবেন।

শ্রীআনন্দ [বা শ্রীচন্দ্র।]

---

১৮০ নম্বর।

আদালতের প্রত্যেক সমনের ও নোটিসের ও ডিক্রীর ও আজ্ঞাপত্রের ও আদালতের অন্য কোন পরওয়ানার নিম্নভাগে এই স্মারকলিপি থাকিবে।

[অমুক স্থানের] রেজিষ্ট্রারের আফিস প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা অবধি ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে, কিন্তু [আফিস বন্দ হইবার অমুক দিনে] ১ টার সময়ে বন্দ হইবে।

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১২ ডিসেম্বর।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের মার্চ্চ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ১০ আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।

সূচীপত্র।

হেতুবাদ।

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

১ প্রথম অধ্যায়।

অপীলক্রমে
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্র
অমুক স্থানের অ
শ্রী অমুক আপেলাণ্ট।
অমুক আদালতের

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

---

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

৭ সপ্তম অধ্যায়।

ধারা।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বল পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

৯৪। দলীল অন্য কি দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।

৯৫। পত্র ও তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

খ।—তলাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

৯৬। তলাশী পরওয়ানা যে স্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

৯৭। পরওয়ানায় স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৯৮। যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।

৯৯। এলাকার বাহিরে তলাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা।

গ।—অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।

১০০। অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা।

ঘ।—তলাশ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

১০১। তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রভৃতির কথা।

১০২। বদ্ধস্থান যে ব্যক্তির [illegible] থাকিলে এই [illegible]

[illegible]

অপীল [illegible]
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্র[illegible]

[illegible] ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষা[illegible] কথা।

চতুর্থ খণ্ড

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক

৮ অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের কথা।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তি ভঙ্গ [illegible] জামিনের বিধি।

১০৬।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকার কথা।

ধারা।

খ।—অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

১০৭। অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা।

১০৮। ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে মাজিস্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৯। ভ্রমণকারি ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

১১০। পাপী বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

১১১। ইউরোপীয় বেটুগাদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা।

১১২। যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা।

১১৩। যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৪। তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার কথা।

১১৫। ১১২ ধারামত আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারেণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা।

১১৬। স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

১১৭। সম্বাদের সত্যতা অনুসন্ধানের কথা।

১১৮। জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।

১১৯। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

১২০। যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয়, তাহার আরম্ভের কথা।

২১। নিবন্ধপত্রে যাহা থাকিবে তাহার কথা।

২২। জামিন অগ্রাহ্য করিবার কথা।

২৩। জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা।

কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যাহারা কারাবদ্ধ হয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিবার কথা।

শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধপত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

৬। জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৯ নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতাবিষয়ক বিধি।

১২৭। মাজিস্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা।

১২৮। জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সামান্য বল প্রয়োগের কথা।

১০ দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

১১ একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎ কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

পঞ্চম খণ্ড

পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।

১৯ উনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

২০ বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২১ একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারন্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

(খ):—কার্য্যারম্ভের বিধি।

২৪ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

২৬ ষড়্বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থ দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ধারা।

৪৭৪। ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবারযোগ্য প্রমাণ হইলে তাহার কথা।

৪৭৫। আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা।

৩৫ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন২ অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৭৬। ১৯৫ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৭। সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৮। অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হাই কোর্ট কি সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৯। তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

৪৮০। কোন২ স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা

৪৮১। এইরূপ মোকদ্দমার নথীর কথা।

৪৮২। ৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করণ উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮৩। রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান যে স্থলে হইবে তাহার কথা।

৪৮৪। অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।

৪৮৫। উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা।

৪৮৬। অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় [illegible] তাহার উপর আপীলের [illegible] কথা।

৪৮৭। ১৯৫ ধারার উল্লিখিত কোন২ অপরাধ জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে তাহাদের সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

৩৬ ষটত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮। স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের কথা।
সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।
উপবিধি।

৪৮৯। বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

৪৯০। ভরণ পোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

ধারা।

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস তাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

৪৯১। হাবিয়াস কর্পস বাচক পরওয়ানার তাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

৩৮ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৯২। রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৩। যে২ মোকদ্দমা চালাইবার ভারপ্রাপ্ত হন সেই২ মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকর্মী অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা।

সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীনে থাকিবার কথা।

৪৯৪। অভিযোগ উঠাইয়া নিলে তাহার ফলের কথা।

৪৯৫। অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা।

৩৯ ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজিরজামিন বিষয়ক বিধি।

৪৯৬। যেস্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাহা লইতে হইবার কথা।

৪৯৭। হাজিরজামিন লইবার অযোগ্য যেস্থলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৯৮। হাজিরজামিন লইবার কি কমাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৯। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা।

৫০০। হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা।

৫০১। প্রথমে যে হাজিরজামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০২। প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা।

৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশ্যন বিষয়ক বিধি।

৫০৩। যেস্থলে সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।
কমিশ্যন দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫০৪। সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশ্যনের কথা।

৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

৪২ দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

৪৩ ত্রয়চত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হওনের বিধি

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

ধারা।

৬ষষ্ঠচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ আইন।

হেতুবাদ।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষেপ নামের কথা। আরম্ভের কথা।

১ ধারা। এই আইন "ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রবল হইবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু বিপরীত ভাবের বিশেষ বিধান না থাকিলে এই আইনের কোন কথায় এক্ষণে যে বিশেষ কি স্থানীয় আইন প্রচলিত আছে তাহার কিম্বা অন্য প্রচলিত আইনের বলে যে বিশেষ বিচারাধিপত্য কি ক্ষমতা প্রদত্ত কিম্বা যে বিশেষ প্রকারের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না, কিম্বা ইহার কোন কথা

(ক) কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি ; কি

(খ) মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত যে২ কান্টনমেন্টে ও ষ্টেশনে সৈন্য থাকে, তথাকার সৈনিক বাজারের সামান্য অপরাধের বিচার করিবার নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকের প্রতি ; কি

(গ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গ্রামপতিদের প্রতি ; কি

(ঘ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারিদের প্রতি বর্ত্তিবে না।

(ঙ) আর ১৭৪, ১৭৫ ও ১৭৬ ধারার কোন কথা মান্দ্রাজ নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তিবে না।

যেং বিধান রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হইয়াছে সেই তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি সেই২ আইন তত দূর রহিত করা যাইবে, কিন্তু তৎকালে যে বিচারাধিপত্য কি যে প্রকারের কার্য্যপ্রণালী না থাকে কি না অবলম্বিত হয়, এই রাহিত্য বলে তাহা পুনর্জ্জীবিত হইবে না, কিম্বা তৎকালে যে কারাদণ্ড বৈধ থাকে এই রাহিত্যক্রমে তাহা অবৈধ হইবে না।

রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞাপনাদির কথা।

এতৎক্রমে রহিত করা, কি এতদ্দ্বারা রহিত করা আইন ক্রমে রহিত করা কোন আইন ক্রমে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত, ঘোষণাপত্র প্রচারিত, ক্ষমতা প্রদত্ত, পাঠ নিরূপিত, স্থানীয় সীমা নির্দ্দিষ্ট, দণ্ডাজ্ঞা দত্ত ও আজ্ঞা ও বিধি ও নিয়োগ কৃত হইয়া ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত থাকে, তৎসমুদয় এই আইনের তত্তৎ বিষয়ক ধারাক্রমে প্রকাশিত, প্রচারিত, প্রদত্ত, নিরূপিত, নির্দ্দিষ্ট, দত্ত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ও অন্য রহিত করা আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা।

৩ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের কিম্বা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের কি তাহার কোন অধ্যায়ের কি ধারার কিম্বা এই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনের উল্লেখ হইয়া থাকিলে, এই আইনের, কিম্বা তত্তৎবিষয়ক এই আইনের অধ্যায়ের কি ধারার উল্লেখ হইয়াছে যথাসাধ্য এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

পূর্ব্ব আইনে উল্লেখ হইবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে "মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা কি পূর্ণ ক্ষমতাযুক্ত কর্ম্মকারী কার্য্যকারক" ও "অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" এই২ কথা থাকিলে, তদ্দ্বারা যথাক্রমে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট "প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" বুঝিতে হইবে ; "জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "মহকুমার মাজিষ্ট্রেট" বুঝাইবে ; "জিলার মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "জিলার মাজিষ্ট্রেট", এবং "পোলীসের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট" বুঝাইবে।

অর্থ করণের ধারা।

৪ ধারা। এই ধারায় এই আইনগত নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের যে অর্থ করা যাইতেছে, বিষয়ের কিম্বা পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার ও শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

"নালিশ।"

(ক) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন, এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট বাচনিক বা লিখিত এরূপ বর্ণনা করা গেলে, "নালিশ" শব্দে তাহা বুঝাইবে। কিন্তু কোন পোলীস কর্ম্মচারীর রিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নয়।

"অনুসন্ধান"।

(খ) এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্যে পোলীসের দ্বারা কিম্বা এতদর্থে পক্ষে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত (মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কর্ম্মচারী ছাড়া) কোন ব্যক্তিদ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে "অনুসন্ধান" শব্দে তাহাও বাচ্য।

"তদন্ত।"

(গ) এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কর্ত্তৃক তদন্ত লইবার যে কার্য্য করা যায় "তদন্ত" শব্দে তাহাও বাচ্য।

"বিচারঘটিত কার্য্য।"

(ঘ) যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে আইনমতে সাক্ষ্য লওয়া যায় বা লওয়া যাইতে পারে "বিচারঘটিত কার্য্য" শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে।

"লেখা" ও "লিখিত।"

(ঙ) "লেখা" ও "লিখিত" শব্দে ছাপা ও লিথগ্রাফ ও ফটগ্রাফ করা ও ক্ষোদিত ও অন্য যে কোন প্রকারে শব্দ বা অঙ্ক কাগজের বা কোন দ্রব্যের উপর ব্যক্ত করা যাইতে পারে তাহাও বুঝাইবে।

"উপবিভাগ।"

(চ) "উপবিভাগ" শব্দে এই আইনমতে কৃত জিলার উপবিভাগ বুঝাইবে।

"প্রদেশ।"

(ছ) যে দেশ যৎকালে কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকে "প্রদেশ" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

"রাজধানী।"

(জ) কলিকাতার কি মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের হাই কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ গ্রাহ্য করিবার সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় "রাজধানী" শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান বুঝাইবে।

"হাই কোর্ট।"

(ঝ) ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের নামে কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তৎসম্পর্কে "হাই কোর্ট" শব্দে কলিকাতা ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাই কোর্ট ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ও রাঙ্গুনের রিকর্ডার বুঝাইবে।

অন্যস্থলে "হাই কোর্ট" শব্দে কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ উচ্চতম আদালত বুঝাইবে; কিম্বা প্রচলিত আইনক্রমে তদ্রূপ কোন আদালত সংস্থাপন করা না গেলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ এতদর্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, "হাই কোর্ট" শব্দে তাহাকেও বুঝাইবে।

"চীফজষ্টিস।"

(ঞ) "চীফ জষ্টিস" শব্দে চীফ কোর্টের পদজ্যেষ্ঠ জজ সাহেবও বাচ্য।

"আডবোকেট জেনরল।"

(ট) "আডবোকেট জেনরল" এই শব্দে গবর্ণমেণ্ট আডবোকেটক, অথবা যেখানে আডবোকেট জেনরল কি গবর্ণমেণ্ট আডবোকেট নাই তৎকার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন।"

(ঠ) এই আইনের দ্বারা ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে চীফ জষ্টিস সাহেব সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যে কার্য্যকারককে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন, "ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"রাজকীয় অভিযোক্তা।"

(ড) "রাজকীয় অভিযোক্তা" শব্দে ৪৯২ ধারামতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকেও রাজকীয় অভিযোক্তার আদেশক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে ও কোন হাই কোর্টে আদৌ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকালে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

"উকীল।"

(ঢ) কোন আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে উকীল শব্দ ব্যবহৃত হইলে প্রচলিত আইনক্রমে উক্ত আদালতে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বুঝায় এবং (১) তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল ও আটর্ণি ও (২) আদালতের অনুমতিক্রমে তৎকার্য্যানুষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দে বাচ্য।

"পোলীস থানা।"
"পোলীস থানার অধ্যক্ষ।"

(ণ) যে স্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণমতে বা বিশেষমতে পোলীস থানা বলিয়া প্রকাশ করেন "পোলীস থানা" শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে স্থানীয় চক্র নির্দ্দেশ করেন তাহাও বুঝাইবে; এবং পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা পীড়া বশতঃ আপন কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইলে তৎপরবর্ত্তী নিম্নপদের যে কর্ম্মচারী কনষ্টেবলের ঊর্দ্ধতন পদস্থ হইয়া পোলীস থানায় উপস্থিত থাকেন, "পোলীস থানার অধ্যক্ষ" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, অন্য যে পোলীস কর্ম্মচারী তদ্রূপে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"অপরাধ।"

(ত) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে যে কোন কার্য্য বা ত্রুটি দণ্ডনীয় হয় তাহাই "অপরাধ" শব্দে বাচ্য।

"ধর্ত্তব্য অপরাধ ও ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।"

(থ) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুসারে কিম্বা যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে পোলীসের কর্ম্মকারক রাজধানী নগরের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক যে অপরাধের নিমিত্ত ও যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন, "ধর্ত্তব্য অপরাধ ও ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"অধর্ত্তব্য অপরাধ ও অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।"

যে অপরাধ হইলে ও যে মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে না পারেন, "অধর্ত্তব্য অপরাধ ও অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ।" "জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ।"

(ম) দ্বিতীয় তফসীলমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে "জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ" শব্দে সেই অপরাধ বুঝাইবে। "জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ" শব্দে অন্যান্য অপরাধ বুঝাইবে।

"ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা",

(ধ) মৃত্যু কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস যে অপরাধের দণ্ড "ওয়ারাণ্টের মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"সমনের মোকদ্দমা।"

(ন) যে অপরাধে উক্তরূপ দণ্ড হয় না, "সমনের মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা।"

(প) "ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা" শব্দে ইহাদিগকে বুঝাইবে,

(১) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে কোন প্রজা গ্রেটব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কি অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশে কি অধিকৃত দেশে কি নবজীলণ্ড উপনিবেশে কি উত্তমাশা অন্তরীপ কি নেটাল উপনিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন কি প্রজাধিকার প্রাপ্ত হন কি চিরবাসী হন, তিনি ও

(২) তাঁহার ঔরস পুত্র কন্যা কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র দৌহিত্রী।

"অধ্যায়।" "তফসীল।"

(ফ) "অধ্যায়" শব্দে এই আইনের অধ্যায় বুঝাইবে ও "তফসীল" শব্দে এতৎসংযুক্ত তফসীল বুঝাইবে।

"স্থান।"

(ব) "স্থান" শব্দে বাটী ও ইমারত ও তাঁবু ও নৌকাও বুঝাইবে।

যেং কথায় কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহার কথা।

যেং কথায় কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় অবৈধ ত্রুটির প্রতিও বর্ত্তিবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কোন শব্দের যে অর্থ আছে, সেই অর্থ থাকিবার কথা।

এই আইনে যেং শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে তাহার অর্থ করা হইয়া থাকিলে ও ইহাতে ইতিপূর্ব্বে না হইয়া থাকিলে ঐ দণ্ড বিধির আইনে সেইং শব্দের ও পদের যেং অর্থ আছে সেইং অর্থে ব্যবহার হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে।

দণ্ড বিধিমত অপরাধের বিচারের কথা।

৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত সমুদয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার ইহার পর প্রদত্ত বিধান অনুসারে হইবে; এবং অন্য আইনমত অপরাধের তদন্ত ও বিচার

অন্য আইন লঙ্ঘনজন্য অপরাধের বিচারের কথা।

ঐ বিধান অনুসারেই হইবে, কিন্তু সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান নিরূপক কোন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মানিতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

---

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা।

৬ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষে হাই কোর্ট ভিন্ন এবং এই আইন ব্যতীত অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে সংস্থাপিত আদালত ভিন্ন পাঁচ শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকিবে; যথা,

১। সেশন আদালত।

২। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

৫। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

খ।—দেশীক বিভাগের বিধি।

সেশন খণ্ডের কথা।

৭ ধারা। রাজধানী ব্যতিরিক্ত প্রত্যেক প্রদেশ একটি সেশন খণ্ড হইবে কিম্বা নানা সেশন খণ্ডের সমষ্টি হইবে।

জিলার কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক সেশন খণ্ড একটী জিলা কি নানা জিলার সমষ্টি হইবে।

খণ্ড ও জিলা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং ঐং খণ্ডের ও জিলার সীমা কিম্বা, মন্ত্রিগণাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

যাবৎ পরিবর্ত্তন না হয় বর্ত্তমান সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যেং সেশন খণ্ড ও জিলা থাকে, পূর্ব্বোক্তমতে পরিবর্ত্তন করা না গেলে যত কাল পরিবর্ত্তন করা না যায় ততকাল তৎসমুদয় সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবে।

রাজধানী গুলি জিলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক রাজধানী এক একটী জিলা বলিয়া গণ্য হইবে।

জিলা উপবিভাগে বিভক্ত করিবার কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন জিলা উপবিভাগে বিভক্ত কিম্বা উক্ত জিলার কোন অংশ উপবিভাগে পরিণত করিতে পারিবেন ও সেইং উপবিভাগের সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এইক্ষণকার উপবিভাগ থাকিবার কথা।

জিলার বর্ত্তমান যে সকল উপবিভাগ সচরাচর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাধীন রাখা গিয়া থাকে তৎসমুদয় এই আইনক্রমে কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।

সেশন আদালতের কথা।

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক সেশন খণ্ডে এক একটী সেশন আদালত সংস্থাপন করিবেন, এবং তদ্রূপ আদালতে এক এক জন জজ নিযুক্ত করিবেন।

তদ্রূপ এক কি একাধিক আদালতে বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আডিশ্যানাল সেশন জজ ও জাইণ্ট সেশন জজ ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল সেশন আদালত থাকে, তৎসমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১০ ধারা। রাজধানীর বহিঃস্থ প্রত্যেক জিলায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক এক জন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবেন, তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদশূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার কথা।

১১ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়া প্রযুক্ত যে কর্ম্মকারক কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ জিলার ফৌজদারী ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় এই আইনক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেটের যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন ও সেই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন তাঁহাদিগকে রাজধানীর বহিঃস্থ জিলার প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে স্থানীয় চক্র মধ্যে এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় বা কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে জিলার মাজিষ্ট্রেট সময়ে২ তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

তদ্রূপে নির্ণয় করিয়া না দিলে তাঁহারা উক্ত জিলার সর্ব্বস্থলে উক্ত বিচারাধিপত্য ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার দিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে জিলার কোন উপবিভাগের অধ্যক্ষতা ভার দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনমতে ঐ অধ্যক্ষতা ভার হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

সেই মাজিষ্ট্রেট মহকুমার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার এই ধারামত ক্ষমতা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

১৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানীয় চক্রে বিশেষ মোকদ্দমাসম্পর্কে কিম্বা বিশেষ এক প্রকারের কিম্বা বিশেষ২ নানা প্রকারের মোকদ্দমা সম্পর্কে কি সাধারণতঃ সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সকল কি অন্যতর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

সেই২ মাজিষ্ট্রেট বিশেষ মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদ্রূপ নিয়ম বিহিত বোধ করেন, তদ্রূপ নিয়মে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন কোন কর্ম্মচারির প্রতি এই ধারার প্রথম পদক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিম্ন শ্রেণীস্থ কোন পোলীস কর্ম্মচারির প্রতি এই ধারামতে কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না, এবং শান্তি রক্ষার্থ ও অপরাধ নিবারণার্থ ও অপরাধিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনিবার জন্য তাহাদের অপরাধ আবিষ্কারপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ ও আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এবং প্রচলিত আইনক্রমে ঐ কর্ম্মচারির যে কর্ম্ম করিতে হয় সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আবশ্যক না হইলে ঐরূপ কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা।

১৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন দুই কি তদধিক জন মাজিষ্ট্রেটকে রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানে বিচারকার্য্যে বেঞ্চস্বরূপ বসিতে আদেশ করিতে পারিবেন ও সেই বেঞ্চের প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমার মধ্যগত স্থানে তাঁহাদের দ্বারা যে২ মোকদ্দমার বা যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সেই সীমার মধ্যে ঐ ক্ষমতাক্রমে সেই২ মোকদ্দমার বিচার করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চ যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

এই ধারামত আজ্ঞার অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটেরা অধিবিষ্ট হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের অন্যতম ব্যক্তি উচ্চতম যে শ্রেণীভুক্ত হন ঐ বেঞ্চ এই আইনক্রমে প্রদত্ত সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে যত দূর সম্ভব সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৬ ধারা। [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] মাজি- [illegible] যেরূপ [illegible] কর্ম্মভার [illegible] করিবার [illegible] [illegible] প্রণয়ন করিতে [illegible] সেই বিধি এই আইন সম্মত [illegible] বিধান থাকিবে।

(ক) [illegible] মোকদ্দমার বিচার হইবে।

(খ) [illegible] সকল ও স্থান।

(গ) [illegible] চালাইবার জন্যে কেহ অধিবিষ্ট হইবেন।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে যেরূপে [illegible] নিষ্পত্তি করা যাইবে।

১৭ ধারা। [illegible] ১৩ ও ১৪ ধারামতে নিযুক্ত সমুদয় মাজিষ্ট্রেট ও ১৫ ধারামতে সংস্থাপিত সমুদয় বেঞ্চ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন হইবেন, ও তিনি উক্ত মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়ে২ এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন; এবং

মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চের জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা।

মফস্বলের মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন জিলার উপবিভাগের মধ্যে যত মাজিষ্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্রমে কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইবেন। কিন্তু এই বিষয়ে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণ কর্তৃত্ব থাকিবে।

মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।

যে সেশন জজের আদালতে তাঁহারা বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন, অাসিষ্টেণ্ট সেশন জজেরা তাঁহার অধীন হইবেন ও তিনি উক্ত আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়ে২ এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের সেশন জজের অধীন থাকিবার কথা।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারামতে নিযুক্ত কি সংস্থাপিত মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ ইহার পর [illegible] যত দূর ও যদ্রূপ বিধান হইয়াছে তদতিরিক্ত [illegible] সেশন জজ সাহেবের অধীন হইবেন না।

খ।—প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি।

১৮ ধারা। প্রত্যেক রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট হইবার নিমিত্ত যত ব্যক্তির প্রয়োজন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা ইহার পর প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন, এবং প্রত্যেক রাজধানীতে তন্মধ্যে এক জন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা।

[illegible] প্রধান মাজিষ্ট্রেট [illegible] পূর্ব্বোক্ত দুই কিম্বা অধিক ব্যক্তি সেই [illegible] একত্র বসিতে পারিবেন।

১৯ ধারা। [illegible] প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট রাজধানীর সীমার অন্তর্গত সকল [illegible] এবং বন্দর ও [illegible] বিষয়ক যে আইন এক্ষণে প্রবল থাকে তদনুসারে ঐ নগরের বন্দরের

তাঁহাদের [illegible] স্থানের [illegible] কথা।

ও পোতাশ্রয় কোন নদীর কিম্বা বন্দরে পঁহুছিবার জলপথের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সীমার মধ্যে বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

২০ ধারা। ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসের ১ তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত কোন আইনমতে পেটি সেশন আদালতের যে বিচারাধিপত্য ছিল, বোম্বাইনগরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সেই সমুদয় বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা।

কিন্তু বোম্বাই মুনিসিপালিটী সম্বন্ধে তৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদ্ক্রমে আপীল কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইবে।

২১ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বলবৎ যে কোন আইন কি বিধিমতে কোন সীমার বা প্রধান মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার আদেশ থাকে প্রধান মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের যে বিধি এই আইনের বিধান সঙ্গত হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে২ এমত বিধি করিতে পারিবেন, যথা,

প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথা।

(ক) নগরের অন্তর্গত মাজিষ্ট্রেটদের আদালতে কার্য্য নির্ব্বাহ ও বিলি করিবার ও রীতি নিদ্দেশ করিবার বিধি।

(খ) মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যেং সময়ে ও স্থানে অধিবিষ্ট হইবেন তাহার বিধি।

(গ) যাঁহাদিগকে লইয়া ঐ বেঞ্চ হইবে তদ্বিষয়ের বিধি।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে তাহার বিধি।

গ।—শান্তিকার্য্য জষ্টিসদিগের বিষয়ে বিধি।

২২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদয় কি কোন স্থান সম্পর্কে,

মফস্বলের শান্তিকার্য্য জষ্টিসদের কথা।

এবং প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত রাজধানী ভিন্ন স্বীয় শাসনাধীন দেশ সম্পর্কে,

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণপূর্ব্বক যে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদিগকে জ্ঞাপনপত্রলিখিত স্থানের শান্তিকার্য্য জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৩ ধারা। কলিকাতা রাজধানী সম্পর্কে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব [illegible]

রাজধানীর শান্তিকার্য্য জষ্টিসদের কথা।

এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগর সম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট,

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণপূর্ব্বক, [illegible] ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাসি যে কোন ব্যক্তিদিগকে শান্তিকার্য্য জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞাপনপত্রে লিখিত নগরের মধ্যে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বর্তমান শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২৪ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন হাই কোর্টের প্রচারিত কোন কমিশ্যন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানের মধ্যে ও অন্যে তদ্বলে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিতেছেন, তিনি ২২ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি তদ্রূপ কোন কমিশ্যন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত কোন নগরের সীমার মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করেন, তিনি ২৩ ধারামতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২৫ ধারা। স্বস্বপদের বলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার নিয়মিত সভ্যগণ ও হাই কোর্টের সমুদয় জজ ও রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেব ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটেরা যে রাজধানী নগরের মাজিষ্ট্রেট হন সেই নগরের মধ্যে তথাকার শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসও হইয়া থাকেন।

চ।—স্থগিত ও অবরুদ্ধ হইবার বিধি।

জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অবরুদ্ধ হইবার কথা।

২৬ ধারা। রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের সকল জজ ও সকল মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি অবরুদ্ধ হইতে পারিবেন।

কিন্তু এইক্ষণে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কেবল যে জজ ও মাজিষ্ট্রেটদিগকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি অবরুদ্ধ করিতে পারেন অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে স্থগিত কি অবরুদ্ধ করিবেন না।

শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের স্থগিত ও অবরুদ্ধ হইবার কথা।

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে তিনি স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই গবর্ণমেণ্ট স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

ক।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।

[illegible]

দণ্ডবিধিমত অপরাধের কথা।

ধারে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনমত কোন অপরাধ হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের কি অন্য যে আদালতের বিচার্য্য বলিয়া দ্বিতীয় তফসীলের অষ্টম ঘরে দেখা যায় সেই আদালত উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন।

অন্য আইনমত অপরাধের কথা।

২৯ ধারা। অন্য আইনমত অপরাধ হইলে, যদি ঐ আইনে কোন আদালতের উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের বিচার করিবেন।

যদি কোন আদালতের উল্লেখ না থাকে, তবে হাই কোর্ট কি এই আইনমতে সংস্থাপিত কোন আদালত তাহার বিচার করিবেন।

কিন্তু (ক) যে অপরাধে সাত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না;

(খ) যে অপরাধে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না; এবং

(গ) যে অপরাধে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা।

৩০ ধারা। পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে এবং অযোধ্যার ও মধ্যপ্রদেশের ও ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশের ও কুর্গের ও আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবদের শাসিত দেশে এবং অন্য২ প্রদেশের যে২ স্থানে ডেপুটী কমিশ্যনরেরা কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরেরা থাকেন সেই২ স্থানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ২৯ ধারার ভাবান্তরের কথা থাকিলেও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন সমুদয় অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

খ।—নানা শ্রেণীর আদালত যেং দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি।

৩১ ধারা। হাই কোর্ট আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

হাই কোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

সেশন জজ কি আডিশ্যনল সেশন জজ কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেব আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন; কিন্তু তদ্রূপ কোন জজ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাহা হাই কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ প্রাণদণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক মিয়াদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ভিন্ন আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু আসিষ্টাণ্ট সেশন [illegible] আজ্ঞা করিলে, তাহা সেশন জজ সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

মাজিষ্ট্রেটেরা যেং দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের আদালত নিম্নলিখিত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যথা,

(ক) প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটদের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের আদালত	আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত দুই বৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড; এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড; কশাঘাত দণ্ড।
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের আদালত	আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত ছয় মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড; দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড; কশাঘাত দণ্ড।
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের আদালত।	এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড; পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড।

কোন মাজিস্ট্রেটের আদালত আইনমত যেং দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন তন্মধ্যে একাধিক যে কোন দণ্ড একত্র করিয়া সংযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে, তাঁহার আদালত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে মাজিস্ট্রেটদের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৩ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আইনমতে যত কালের কারাদণ্ড হইতে পারে মাজিস্ট্রেটের আদালত এরূপ ত্রুটি ঘটিলে তত কালের কারাদণ্ড দিতে পারিবেন; কিন্তু ততকালের কারাদণ্ড যেন এই আইনমত মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

কোনং স্থল সম্বন্ধে উপবিধি।

কিন্তু মাজিস্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যদি মূলদণ্ডের একাংশ বলিয়া কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যে কারাদণ্ড হয় তদ্ভিন্ন তিনি ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে যত কালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত তাহার চতুর্থাংশের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন না।

৩২ ধারামতে মাজিস্ট্রেট অত্যধিক যত কালের মূল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন, এই ধারামত কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইতে পারিবে।

কোনং জিলার মাজিস্ট্রেটদের উচ্চতর ক্ষমতার কথা।

৩৪ ধারা। ৩০ ধারামতে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালত আইনে নির্জ্জনে সঙ্করণরূপ দণ্ডের অনুমতি থাকিলে তৎসহিত সাত বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের কিম্বা অর্থদণ্ডের কিম্বা কশাঘাতের আজ্ঞা করিতে ও আইনে উক্ত কোন দুই দণ্ড সংযোগ করিবার অনুমতি থাকিলে তাহার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পরন্তু উক্ত রূপ কোন আদালত তিন বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেশন জজের দ্বারা ঐ দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হওয়া আবশ্যক।

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা।

৩৫ ধারা। একই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দুই কি তদধিক স্বতন্ত্র অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যেং অপরাধের প্রমাণ হয় ঐ আদালত সেইং অপরাধের যে যে দণ্ড করিতে সক্ষম হন সেইং দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কারাদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালত যে ক্রমের আদেশ করেন সেইক্রমে এক দণ্ড ভোগ হইলে পর অন্য দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

ঐ আদালত একই অপরাধের নিমিত্তে যত দূর দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ড সমষ্টি তদতিরিক্ত বলিয়া অপরাধিকে উপরিস্থ আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না।

অত্যধিক যত কাল দণ্ড হইবে তাহার কথা।

কিন্তু (ক) কোন স্থলে সেই ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

(খ) আরো ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারি মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিস্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে, তিনি স্বীয় নিয়মিত ক্ষমতাক্রমে যৎপরিমাণ দণ্ড করিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত দণ্ড সমুদয় তাহার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে, এই ধারামত সংযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কি আপীলের সময়ে একই আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

মাজিস্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা। জিলার মাজিস্ট্রেট ও মহকুমার মাজিস্ট্রেট ও প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের প্রতি নিম্নে যথাক্রমে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয় তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সেইং ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ক্ষমতাকে তাঁহাদের "নিয়মিত ক্ষমতা" বলে।

মাজিস্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যে শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দিতে পারেন বলিয়া চতুর্থ তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মহকুমার মাজিস্ট্রেটকে কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] গবর্ণমেণ্ট কি, স্থল বিশেষে, জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যে ক্ষমতা দিতে পারেন, তাহার নিয়মনের কথা।

৩৮ ধারা। ৩৭ ধারামতে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

ঘ।—ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি।

ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা।

৩৯ ধারা। এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে বিশেষ ব্যক্তিদের নাম করিয়া বা পদোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কিম্বা সকল শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের পদসংক্রান্ত খ্যাতি ধরিয়া সেই কর্ম্মকারকদিগকে ঐ২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

উক্তরূপ প্রত্যেক আজ্ঞা যে তারিখে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে।

কর্ম্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা।

৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মসংক্রান্ত কোন পদ পাইয়া কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে এই আইনক্রমে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যদি একই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন তদ্রূপ স্থানীয় চক্রে তত্তুল্য প্রকারের সমান কি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে কি না করিয়া থাকিলে তিনি যে স্থানীয় চক্রে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানীয় চক্রে সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে থাকিবেন।

ক্ষমতা রহিত হইতে পারিবার কথা।

৪১ ধারা। এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বা তদধীন কোন কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদান করেন, উক্ত গবর্ণমেণ্টের তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

---

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও ধৃতকরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

কোনং স্থলে সকল লোকের মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

৪২ ধারা। (ক) মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে,

(খ) কিম্বা শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে, কি রেলওয়ে কি খাল কি টেলিগ্রাফ কি রাজকীয় সম্পত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থে, কিম্বা

(গ) দাঙ্গা কি হাঙ্গামা দমন করণার্থে, মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক যে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত [illegible] চাহেন, ঐ ধানার ভিতরেই হউক কি বাহিরেই

পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন ওয়ারণ্ট সাধনকারি ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা।

৪৩ ধারা। পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি নিকটে থাকিয়া ওয়ারণ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট সাধন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

কোনং অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা।

৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি থানার ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৩৫৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের বা অন্য কোন ব্যক্তির করিবার কল্পনার কথা জানিতে পাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের যে কর্ম্মকারক নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগোণে জানাইবেন। যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে, তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে।

গ্রামের মণ্ডল ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোনং বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

৪৫ ধারা। প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল কি গ্রামের চৌকীদার কি গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারী কি ভূমির অধিকারী কি দখিলকার ও সেই অধিকারির কি দখিলকারের গোমস্তা, এবং গবর্ণমেণ্টের কি কোর্ট অব্‌ওয়ার্ড্‌সের পক্ষে যে প্রত্যেক আমলা ভূমির রাজস্ব কি খাজানা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তিনি নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে পাইলে যে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা যে পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগোণে তাঁহার সেই সন্ধান জানাইতে হইবে।

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল কি চৌকীদার কি পোলীস কর্ম্মচারী হন, কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি দখিলকার হন, কিম্বা গোমস্তা থাকেন কিম্বা যে গ্রামের রাজস্ব কি খাজানা আদায় করেন, সেই গ্রামের মধ্যে চোরা দ্রব্য গ্রাহক কি বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির নিয়ত বা কিয়ৎকালীন বাস করিবার কথা।

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ কি দস্যু কি পলায়িত কয়দি কি ঘোষিত অপরাধী বলিয়া তাঁহার জানা আছে কিম্বা যাহার বিষয়ে যুক্তিমতে তাহার এমত সংশয় থাকে সেই ব্যক্তির নিত্য সেই গ্রামের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার বা তাহার মধ্য দিয়া যাইবার কথা।

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ করণের কি করণাভিপ্রায়ের কথা।

(ঘ) সেই গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ বা অপঘাত মৃত্যুর কিম্বা সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যুর কথা।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার "গ্রাম" শব্দে গ্রামের অন্তর্গত ভূমিও গণ্য।

---

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণতঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৬ ধারা। ধৃত করণ সময়ে পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করেন তিনি যাহাকে ধরিবেন তাহার গাত্র স্পর্শ করিবেন কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদি

সেই ব্যক্তি কথা কি কর্ম্মদ্বারা আটক থাকিবার সম্মতি দেখায় তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই।

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।

তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে যদি সেই ব্যক্তি বলক্রমে বাধা দেয় কিম্বা ধৃত হওয়া এড়াইতে চেষ্টা করে, তবে পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে যাহা আবশ্যক তাহাই করিবেন।

যে অপরাধে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় না সেই অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি হইলে এই ধারার কোন কথায় তাহার প্রাণহানি করিবার অধিকার জন্মে না।

যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা।

৪৭ ধারা। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে, ধৃত করিবার ওয়ারান্টক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির কিম্বা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কার্য্যকারকের এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে, তিনি ঐ স্থানবাসির কি রক্ষকে অনুমতি চাহিলে, তাঁহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যকারী ঐ অন্য ব্যক্তিকে কি পোলীসের সেই কর্ম্মকারককে অবাধে প্রবেশ করিতে দেন ও সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিমত সাহায্য করেন।

প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮ ধারা। যদি ৪৭ ধারামতে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, ওয়ারান্টক্রমে কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কোন স্থলে, এবং যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তাহাকে পলাইবার সুযোগ না দিয়া যে স্থলে ওয়ারান্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই স্থলে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিতে পারিবেন, ও আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্তমতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে পর, যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তথায় প্রবেশ করিবার জন্যে যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে সেই ব্যক্তির কি অন্য যাহার হউক ঘরের কি স্থানের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

কিন্তু যদি উক্ত স্থান যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের অধিকৃত অন্তঃপুর হয় ও সেই স্ত্রীলোক যদি স্বজাতীয় আচারমতে প্রকাশ স্থানে না যায়, উক্ত ব্যক্তি কি পোলীসের কর্ম্মকারক তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া, ও সর্ব্বপ্রকারে তাহার স্থানান্তরে যাইবার যুক্তিমতে সাহায্য করিয়া ঐ অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

মুক্তির উদ্দেশে দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা।

৪৯ ধারা। ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি আইনমতে ধৃত করিবার নিমিত্ত কোন গৃহে বা স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় আবদ্ধ হইলে আপনাকে কি অন্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সেই গৃহের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন।

অনাবশ্যক মতে বদ্ধ না করিবার কথা।

৫০ ধারা। ধৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্য যত দূর আবশ্যক হয়, তাহাকে তদধিক কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবে না।

ধৃত ব্যক্তির গা তলাশের কথা।

৫১ ধারা। যে ওয়ারন্টে হাজির জামিন লইবার বিধান না থাকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক এমত ওয়ারন্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে কিম্বা ওয়ারন্টে হাজির জামিন লইবার বিধান থাকিতেও ধৃত ব্যক্তি তাহা দিতে না পারিলে,

এবং কোন ব্যক্তিকে ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করা গেলে কিম্বা ওয়ারন্টক্রমে সামান্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত করা গেলে ও আইনমতে তাহার হাজির জামিন লইতে না পারা গেলে কিম্বা সে দিতে না পারিলে,

যে কর্ম্মকারক তাহাকে ধৃত করিলেন কিম্বা তাহাকে কোন সামান্য ব্যক্তি ধৃত করিলে উক্ত সামান্য ব্যক্তি সেই ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের যে কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে ঐ ব্যক্তির গা তলাশী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি ভিন্ন তাহার নিকট অন্য যত দ্রব্য পান তাহা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখেন।

যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গা তলাশী করিতে হইবে তাহার কথা।

৫২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের গা তলাশী করা আবশ্যক হইলে, লজ্জাশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অন্য একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা ঐ কার্য্য করিতে হইবে।

সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৫৩ ধারা। যে কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি এই আইনমতে কাহাকে ধৃত করেন ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিলে তিনি তাহা লইতে পারিবেন এবং তদ্রূপে যে যে অস্ত্র লন, এই আইনের আদেশমতে ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের কি কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে সেই আদালতের কি কার্য্যকারকের নিকট সেই অস্ত্র সমর্পণ করিবেন।

খ।—ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।

যে স্থলে পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা।

৫৪ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারন্ট না পাইয়াও এই ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন, অর্থাৎ

প্রথম।—যে কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বা যুক্তিসিদ্ধমতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত থাকার নালিশ করা যায়, কিম্বা যাহার প্রতি যুক্তিমতে তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় বা যুক্তিমত সংশয় হয় তাহাকে।

দ্বিতীয়।—গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার কোন যন্ত্র আইনসিদ্ধ কারণ বিনা কোন ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহাকে। আইনসিদ্ধ কারণ থাকিবার প্রমাণের ভার ঐ ব্যক্তির উপর বর্ত্তিবে।

তৃতীয়।—এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে।

চতুর্থ।—চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে এবং ঐ দ্রব্য সম্বন্ধে সে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ থাকিলে তাহাকে।

পঞ্চম।—কোন ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণ সময়ে তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইনমত হেফাজত হইতে পলাইলে কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে, তাহাকে।

ষষ্ঠ।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনহইতে কিম্বা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

ভ্রমণকারি ব্যক্তি ও রীতিমত দস্যু প্রভৃতিকে ধৃত করিবার কথা।

৫৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐরূপে এইং ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরাইতে পারিবেন।

(ক) যদি উক্ত থানার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আত্ম গোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায় যাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে সে ধর্ত্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তদ্রূপ যত্ন করিতেছে; কিম্বা

(খ) উক্ত থানার সীমার মধ্যে যে ব্যক্তির দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি সন্তোষজনকমতে আপনার বৃত্তান্ত জানাইতে না পারে; কিম্বা

(গ) যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকারি কি চোর হয়, কিম্বা চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে, কিম্বা যে ব্যক্তি নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে কিম্বা অপহরণ অভিপ্রায়ে নিয়ত হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৫৬ ধারা। আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ আপনার অনুপস্থানে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিবার জন্যে আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে আজ্ঞা করিলে, তাঁহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন। যে অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে আজ্ঞাপত্রে এইং কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

নাম ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। যে অপরাধ অধর্ত্তব্য কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ পোলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে করিলে কি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি পোলীস কর্ম্মকারকের আদেশমতে আপনার নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করিলে, কিম্বা যে নাম ও বাসস্থান জানায় তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতরূপে জানিবার নিমিত্তে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানা না গেলে তাহাকে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। নাম ও বাসস্থান জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

অপরাধিকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা।

৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে ধৃত করিবার অনুগামী হইয়া কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিবার নিমিত্তে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎং ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন।

সামান্য ব্যক্তির দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা।

৫৯ ধারা। ধর্ত্তব্য যে অপরাধের নিমিত্ত জামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন সামান্য ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে কিম্বা অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হইয়াছে তাহাকে ধরিতে পারিবেন;

ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

এবং অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তদ্রূপ ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের কর্ম্মকারকের হাতে সমর্পণ করিবেন। পোলীসের কর্ম্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকটস্থ পোলীস থানায় লইয়া যাইবেন।

ঐ ব্যক্তি ৫৪ ধারামত বিধানের মধ্যে আইসে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীস কর্ম্মকারক তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিবেন।

ঐ ব্যক্তি অধর্ত্তব্য অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, এবং পোলীস কর্ম্মকারকের আদেশমতে সে নাম ও ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা যে নাম ও ধাম জানায় উক্ত কর্ম্মকারক তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ৫৭ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন। সে কোন অপরাধ করে নাই এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাহাকে অগৌণে মুক্ত করিতে হইবে।

ধৃতব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা।

৬০ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমার যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এবং জামিন বিষয়ে এই আইনের বিধান মানিয়া তাঁহার নিকটে কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন কি পাঠাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

৬১ ধারা। মোকদ্দমার অবস্থাপার বিবেচনায় ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত ব্যক্তিকে যুক্তিমতে যত কাল আটক করিয়া রাখা উচিত পোলীসের কোন কর্ম্মকারক তাহাকে তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না; এবং ১৬৭ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহাকে

চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না; তাহাকে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা গেল সেই স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পহুঁছিতে যত সময় লাগে ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

ধৃতকরণ বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

৬২ ধারা। পোলীস থানার কোন অধ্যক্ষের কর্ত্তাধীন থানার কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরা গেলে ও তাহার হাজিরজামিন দিবার অনুমতি হইলে কি না হইলেও ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ কথার রিপোর্ট করিবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৩ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে নিজে মুচলকা কি জামিন না দিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা।

৬৪ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন অপরাধ করা গেলে তিনি আপনি অপরাধিকে ধরিতে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধিকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে, এবং জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে প্রহরির জিম্মায় সমর্পণ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা।

৬৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যৎকালে যে অবস্থায় যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, কোন সময়ে তিনি আপনার সাক্ষাতে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে বা ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

পলাইলে পশ্চাৎ২ যাইয়া পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা।

৬৬ ধারা। আইনমত হেফাজত হইতে কোন ব্যক্তি পলাইলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির হেফাজত হইতে সে পলায় কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ২ যাইয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবেন।

৬৬ ধারামত ধৃতকরণের প্রতি ৪৭।৪৮।৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি ৬৬ ধারামতে ধৃত করেন তিনি ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্য না করিলেও ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পোলীস কর্ম্মচারী না হইলেও, ঐ ধৃত করণ কার্য্যের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

সমনের পাঠের কথা।

৬৮ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে সমন দেন তাহা দুই কেতা করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও, তাহাতে উক্ত আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষের কিম্বা হাই কোর্ট সময়েং বিধিক্রমে যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ অন্য কার্য্যকারকের স্বাক্ষর ও মোহর থাকিবে।

সমন যে জারী করিবে তাহার কথা।

পোলীসের কর্ম্মকারক দ্বারা সমন জারী হইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে এই আইনের মুতাবক যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধির নিয়মাধীনে, যে আদালত সমন দেন সেই আদালতের কর্ম্মচারিদ্বারা সমন জারী করা যাইবে।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তিবে।

সমন কিরূপে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

৬৯ ধারা। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সাধ্য হইলে ঐ সমনের এক কেতা নিজ তাঁহাকে দিয়া কি দিতে চাহিয়া তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

সমনের রসীদে স্বাক্ষর করিবার কথা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তদ্রূপে সমন জারী করা যায়, জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, তিনি তাহার রসীদ অন্য কেতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

সমন যাঁহার নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা।

৭০ ধারা। যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া না গেলে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ কিম্বা রাজধানীনগরীর হইলে যে চাকর তাঁহার সঙ্গে বাস করে তাহার নিকট ঐ সমনের এক কেতা রাখিয়া দিয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে; এবং তদ্রূপ যে ব্যক্তির নিকটে ঐ সমন রাখিয়া দেওয়া যায় জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, সেই ব্যক্তি অন্য কেতার পৃষ্ঠে উহার রসীদ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

রসীদ না পাওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭১ ধারা। যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও ৬৯ ও ৭০ ধারার উল্লিখিত স্বাক্ষর পাওয়া না গেলে, যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় তিনি সচরাচর যে গৃহে বা বাটীতে বাস করেন সেই গৃহের বা বাটীর কোন প্রকাশ স্থানে জারীকারক কর্ম্মচারী সমনের এক কেতা লাগাইয়া দিবেন; এবং তাহা করিলে, ঐ সমন যথাযোগ্যরূপে জারী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারকের উপর সমন জারী করিবার কথা।

৭২ ধারা। যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির চলিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তবে যে কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন, ঐ সমন প্রচারক আদালত সামান্যতঃ সেই কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারকের নিকট ঐ সমনের দুই কেতা পাঠাইবেন। তাহা হইলে যাঁহার নামে সমন হইয়াছে ঐ প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার উপর তাহা ৬৯ ধারার বিহিত প্রকারে জারী করাইবেন এবং ঐ ধারার আদেশমত পৃষ্ঠলিপি সহিত তাহা আদালতে ফিরাইয়া দিবেন।

স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা।

৭৩ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন তাহা তাঁহার বিচারধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে জারী করিতে অভিলাষী হইলে, যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে কিম্বা থাকে আদালত তথায় তাহার উপর* জারী করিবার নিমিত্ত সামান্যতঃ ঐ স্থানের মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐ সমনের দোকর লিপি পাঠাইবেন।

তদ্রূপ স্থলেও যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা।

৭৪ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন তাহা সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে ও যে ব্যক্তি ঐ সমন জারী করেন তিনি নালিশ শুনিবার সময়ে উপস্থিত না হইলে, এমত স্থলে, ঐ সমন জারী হইয়াছে এই মর্ম্মের আফিডেবিট কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে করা গিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে তাহা এবং যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি দিতে চাহা যায়, কিম্বা যাহার নিকট তাহা রাখিয়া আসা যায় ৬৯ বা ৭০ ধারার বিধানমতে তাহার পৃষ্ঠলিপি সংযুক্ত বলিয়া ঐ সমনের দোকর লিপি প্রমাণ মধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে; এবং যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহাতে যাহা লিখিত থাকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই প্রকরণের উল্লিখিত আফিডেবিট ঐ সমনপত্রের দোকর লিপি সংযুক্ত করিয়া আদালতের নিকট ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

খ।—ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট বিষয়ক বিধি।

ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট লিখিবার পাঠের কথা।

৭৫ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে ওয়ারেণ্ট দেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে ঐ আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চ হইলে ঐ বেঞ্চের কোন মেম্বর স্বাক্ষর করিবেন এবং তাহাতে আদালতের মোহর দেওয়া যাইবে।

ওয়ারেণ্ট প্রবল থাকিবার কথা।

তদ্রূপ যে ওয়ারেণ্ট বাহির হয় তাহা যে আদালত দেন সেই আদালত যতদিন রহিত না করেন, কিম্বা তদনুসারে যতদিন কার্য্যসাধন না হয়, ততদিন তাহা প্রবল থাকিবে।

আদালত যেস্থলে হাজিরজামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

৭৬ ধারা। কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিলে, যে কার্য্যকারককে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহার প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে এই আদেশ করিতে পারিবেন।

*যে উক্ত ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তৎপরে আদালতের ভিন্নরূপ আজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন সহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে সেই জামিন লইয়া ঐ ব্যক্তিকে হেফাজত হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

(ক) যত জন জামিন দিতে হইবে, (খ) তাহারা ও যাহাকে ধরিবার জন্য ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যত টাকা তাইনে বদ্ধ হইবে ও (গ) আদালতের সম্মুখে যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এই সকল কথা ঐ পৃষ্ঠলিপিতে লেখা যাইবে।

নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা।

এই ধারামতে জামিন লওয়া গেলে, যে কর্ম্মকারককে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত আদালতের নিকট ঐ নিবন্ধপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

যাহাদের নামে ওয়ারেণ্ট দিতে হইবে তাহার কথা।

৭৭ ধারা। ওয়ারেণ্ট সচরাচর এক কি একাধিক পোলীসের কর্ম্মকারকের নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বাহির করিলে, তাহা সর্ব্বদাই তদ্রূপে দেওয়া যাইবে। কিন্তু ত্বরায় জারী করা আবশ্যক হইলে ও তৎকালে পোলীসের কর্ম্মকারককে পাঠান যাইতে না পারিলে অন্য যে আদালত তাহা প্রচার করেন সেই আদালত অন্য কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাহা সাধন করিবেন।

অনেক লোককে ওয়ারেণ্ট দিবার কথা।

ওয়ারেণ্ট অনেক কর্ম্মকারকের কি ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে, তাঁহাদের সকলের কি তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের দ্বারা ঐ ওয়ারেণ্ট জারী হইতে পারিবে।

ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিবার কথা।

৭৮ ধারা। কোন পলাতক বন্দীকে কিম্বা যে অপরাধির বিষয়ে ঘোষণাপত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহাকে ধরিবার নানা উদ্যোগ হইলে ও ধরা যাইতে না পারিলে, জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট আপন জিলার বা মহকুমার অন্তর্গত কোন ভূম্যধিকারির কি ভূমির ইজারদারের কি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে তাহাকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ঐ ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি কার্য্যাধ্যক্ষ সেই ওয়ারেণ্ট পাইবার রসীদ লিখিয়া দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহা বাহির হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার মহালে কি ইজারায় কি তাঁহার তত্ত্বাধীন ভূমিতে থাকিলে কি আইলে সেই ওয়ারেণ্ট জারী করিবেন।

ঐ ওয়ারেণ্ট যে ব্যক্তির নামে বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারেণ্ট সহিত তাহাকে পোলীসের নিকটস্থ কর্ম্মকারকের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে। আর ৭৬ ধারামতে হাজিরজামিন লওয়া না গেলে পোলীসের সেই কর্ম্মকারক মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তিকে চালান করিবেন।

পোলীসের কর্ম্মকারককে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া হয় তাহার কথা।

৭৯ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহাকে দেওয়া গেলে সেই কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে পোলীসের অন্য কর্ম্মকারকের নাম লিখিয়া দিলে তাঁহার দ্বারা ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করা যাইতে পারিবে।

ওয়ারেণ্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।

৮০ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট জারী করেন, যাহাকে ধরিতে হইবে তাহার নিকটে তিনি ঐ ওয়ারেণ্টের মর্ম্ম জানাইবেন, ও সে ঐ ওয়ারণ্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা।

৮১ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারণ্ট জারী করেন আইনের আদেশমতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে আদালতের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত করাইতে হইবে জামিন সম্বন্ধে ৭৬ ধারার বিধান মানিয়া অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনিবেন।

ওয়ারণ্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তাহার কথা।

৮২ ধারা। ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে জারী করা যাইতে পারিবে।

বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারণ্ট পাঠাইবার কথা।

৮৩ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিতে হইলে, উক্ত আদালত ঐ ওয়ারণ্ট পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে না দিয়া যে মাজিষ্ট্রেটের কি পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবের বিচারাধীন স্থানে তাহা জারী করিতে হইবে তাঁহার নিকটে ডাকযোগে কি অন্যরূপে তাহা পাঠাইয়া দিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট উক্ত ওয়ারণ্ট তদ্রূপে পাঠান যায়, তিনি তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিয়া সাধ্য হইলে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহা জারী করাইবেন।

এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ পোলীসের কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

৮৪ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে তাহা দেওয়া গেলে, যাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মকারক সামান্যতঃ সেই মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের অন্যূন পদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নিকট তাহা লইয়া যাইবেন।

ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিবেন, তাহা হইলে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ঐ ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাঁহার পক্ষে ঐ পৃষ্ঠলিপিই সেই সীমার মধ্যে ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিবার প্রভূত ক্ষমতা হইবে, ও আবশ্যক হইলে ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণকার্য্যে তৎস্থানের পোলীস ঐ কর্ম্মকারকের সহকারিতা করিতে বদ্ধ হইবেন।

ওয়ারণ্ট যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারকের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে তাঁহার পৃষ্ঠলিপি করাইতে হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা হেতুক ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারা যাইবে না, এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত প্রকারের পৃষ্ঠলিপি ব্যতীত যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিতে পারিবেন।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

যাহার নামে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পরে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৮৫ ধারা। ধরিবার ওয়ারণ্ট যে জিলায় বাহির হয় সেই জিলার বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে, যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালত ধরিবার স্থানের বিশ মাইলের মধ্যে না থাকিলে কিম্বা যাঁহার বিচারাধীন স্থানে ধৃত করা গেল সেই মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব অপেক্ষা নিকটে না থাকিলে কিম্বা ৭৬ ধারামতে হাজির জামিন না লওয়া গেলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট ধৃত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে।

ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

৮৬ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন ঐ ধৃত ব্যক্তি সেই আদালতের লক্ষিত বোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেব তাহাকে পেয়াদার জিম্মায় দিয়া উক্ত আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিবেন। কিন্তু ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও ধৃত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেট বা কমিশ্যনর সাহেবের হুকুমমতে জামিন দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, কিম্বা ৭৬ ধারামতে ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে আদেশ লেখা গেলে ও ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশমতে প্রতিভূ দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেব জামিন বা মুচলিকাসমেত প্রতিভূ লইয়া সেই জামিনী বা প্রতিভূপত্র যে আদালত ওয়ারণ্ট দিয়াছেন সেই আদালতে পাঠাইয়া দিবেন।

পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ৭৬ ধারামতে যে প্রতিভূ লইতে পারেন, এই ধারার কোন কথা ক্রমে তাহার কোন বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা।

৮৭ ধারা। সাক্ষ্য লইয়াই হউক বা না লইয়াই হউক, যে ব্যক্তির নামে কোন আদালত ওয়ারণ্ট বাহির করিয়াছেন, তাহার উপর ওয়ারণ্ট জারী না হয় এই নিমিত্ত সে পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে উক্ত আদালত এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও ঘোষণাপত্র প্রচারের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অন্যূন নিরূপিত কোন দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

ঐ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিতমতে প্রচার করা যাইবে।

(ক) উক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশরূপে পাঠ করা যাইবে,

(খ) সে ব্যক্তি সচরাচর যে গৃহে বা বসতবাটীতে থাকে তাহার কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও

(গ) সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নিয়মিতরূপে ঘোষণা করা গিয়াছে ঘোষণাপত্র প্রচারকারী আদালতের এই মর্ম্মের উক্তি এই ধারার আদেশ পালন হইবার ও নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

৮৮ ধারা। আদালত ৮৮ ধারামত ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার পর উক্ত ঘোষিত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

যে জিলায় উক্ত আজ্ঞা করা যায় সেই জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে ; এবং ঐ জিলার বহির্ভূত যে জিলায় ঐ সম্পত্তি থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞাপত্রে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তিও ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে।

যদি ঋণ বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, তবে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ক) আটক করণ দ্বারা, কিম্বা

(খ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(ঘ) উপরিলিখিত সমুদয় বা কোন দুইটি উপায় দ্বারা,

এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে।

যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী ভূমি হইলে যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ঙ) দখল করণ দ্বারা, কিম্বা

(চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(জ) এই২ উপায়ের মধ্যে সমুদয় কি কোন দুইটী দ্বারা, ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

এই ধারামতে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও দায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৬ অধ্যায়মতে নিযুক্ত গ্রাহকের ক্ষমতাদির তুল্য হইবে।

যে ব্যক্তির নামে ঘোষণাপত্র হয় সেই ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে, কিন্তু ক্রোক করিবার তারিখ অবধি ৬ মাস না গেলে বিক্রয় করা যাইবে না। পরন্তু ঐ সম্পত্তি স্বভাবতঃ আশু ক্ষয়শীল হইলে কিম্বা বিক্রয় করা গেলে স্বামীর লাভ হইবার সম্ভাবনা আদালতের এমত বিবেচনা হইলে যখন উচিত বোধ করেন তখনই বিক্রয় করাইতে পারিবেন।

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা।

৮৯ ধারা। ৮৮ ধারার শেষ পদমতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে আইসে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে কিম্বা যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছিল ধৃত হইয়া সেই আদালতের সম্মুখে আনীত হইলে, ওয়ারণ্টজারী এড়াইবার জন্যে সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই এবং ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে ঘোষণাপত্র প্রচারের এরূপ নোটিস পায় নাই সেই আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথার প্রমাণ করিলে, ঐসম্পত্তি কিম্বা যদি পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া থাকে তবে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা কিম্বা সম্পত্তির অংশমাত্র বিক্রয় হইয়া থাকিলে, বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা ও অবশিষ্ট সম্পত্তি ক্রোকজনিত সমুদয় খরচ তাহা হইতে পরিশোধ করিয়া লইবার পর তাহাকে দেওয়া যাইবে।

ঘ।—পরওয়ানাসংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

সমনের পরিবর্ত্তে কি তদতিরিক্ত ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

৯০ ধারা। কোন আদালত জুরর বা আদেসর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই আইনক্রমে সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন,

(ক) যদি সমন দিবার পূর্ব্বে কিম্বা সমন দিবার পর কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, আদালত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে সে পলায়ন করিয়াছে কিম্বা সমন মান্য করিবে না ; কিম্বা

(খ) যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয় এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন যে সময় নিয়মিতরূপে জারী করা হয় তাহাতে সে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ দর্শান না যায়।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৯১ ধারা। কোন আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার কি ধরিবার নিমিত্ত সমন কি ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই ব্যক্তি উক্ত আদালতে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে জামিনসহ কি জামিন বিনা উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে, ধৃত করণের কথা।

৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমত নিবন্ধপত্রক্রমে কোন আদালতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হইয়া তৎক্রমে উপস্থিত না হইলে, উক্ত আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া ওয়ারণ্ট বাহির করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়ের বিধান গুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৯৩ ধারা। এই অধ্যায়ে সমন ও ওয়ারণ্ট ও সমনের ও ওয়ারণ্টের বাহির করণ ও জারীকরণ ও সাধন সম্বন্ধে যে২ বিধান আছে তৎসমুদয়, যত দূর সম্ভব, এই আইনমত প্রত্যেক সমনের ও প্রত্যেক ধৃত করিবার ওয়ারণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

---

৭ সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বল পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।– উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।

৯৪ ধারা। কোন আদালত কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের সীমার বহিঃস্থ কোন স্থানে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তদ্দ্বারা কি তৎসম্মুখে এই আইনমত অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার নিমিত্ত কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক কি বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে, ঐ দলীল কি দ্রব্য যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকা বিশ্বাস হয় ঐ আদালত তাহার নামে সমন দিয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারক লিখিত আজ্ঞা দিয়া তাহাকে ঐ সমনের বা আজ্ঞার লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া বা না হইয়া ঐ দলীল কি দ্রব্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন।

এই ধারামতে যে ব্যক্তির প্রতি কেবল দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয়, তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া ঐ দলীল বা দ্রব্য উপস্থিত করাইলেই আদেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইল বলিয়া, কিম্বা ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে পত্র কি পোষ্টকার্ড কি তাড়িত বার্ত্তা কি অন্য দলীল থাকে, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

পত্র ও তাড়িত বার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৯৫ ধারা। ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে দলীল থাকে, জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি হাই কোর্ট কি সেশন আদালতের মতে এই আইনমত কোন অনুসন্ধান কিম্বা তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত দলীল ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালতের আদেশমত ব্যক্তিকে দিবার জন্য উক্ত বিভাগের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ কোন কার্য্যের জন্যে তদ্রূপ কোন দলীলের প্রয়োজন আছে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন পোলীসের কমিশ্যনর কিম্বা পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এরূপ মত হইলে, তিনি ডাক বা স্থলবিশেষে, টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রতি উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদালতের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় ঐ দলীলের সন্ধান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

খ।—তলাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

তলাশী পরওয়ানা যে স্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

৯৬ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি ৯৪ ধারামতে সমন কি আজ্ঞাপত্র কি ৯৫ ধারার প্রথম পদমতে আদেশ দেওয়া গিয়াছে কি দেওয়া যাইতে পারিত সে ঐ সমন প্রভৃতির আদেশমতে দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখাইবে না কি দেখাইত না কোন আদালতের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে,

কিম্বা উক্ত দলীল কি অন্য দ্রব্য কাহার অধিকারে আছে, ঐ আদালতের জানা না থাকিলে,

কিম্বা সাধারণমতে অন্বেষণ করিলে কিম্বা দেখিলে এই আইনমত তদন্তের কি বিচারের কি অন্য কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, ঐ আদালত এরূপ বিবেচনা করিলে,

তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন; এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদনুসারে ও পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে অন্বেষণ করিতে বা দেখিয়া লইতে পারিবেন।

যে দলীল ডাকঘরের কি টেলিগ্রাফের কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মায় থাকে, জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারার কোন কথার বলে সেই দলীলের তলাশী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

পরওয়ানার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৯৭ ধারা।—যে স্থান কিম্বা তাহার যে অংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুজিয়া কি দেখিয়া লইতে হইবে না, আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পরওয়ানায় সেই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুজিবেন কি দেখিবেন না।

যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।

৯৮ ধারা। কোন স্থান চোরা দ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান,

কিম্বা জাল করা দলীল, কিম্বা কৃত্রিম মোহর, কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প বা মুদ্রা, কিম্বা মুদ্রা বা ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম রাখিবার কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে,

কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম মোহর কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি কৃত্রিম মুদ্রা, কিম্বা মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম, কোন স্থানে রাখা গিয়া কি গচ্ছিত হইয়া থাকে,

জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সন্ধান পাইয়া ও যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে,

তিনি পোলীসের কনষ্টাবলের উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দিয়া,

(ক) তাঁহাকে প্রয়োজনমত সহকারি লোক লইয়া উক্ত কোন স্থানে প্রবেশ করিবার, এবং

(খ) পরওয়ানার নির্দ্দিষ্টমতে তন্মধ্যে অন্বেষণ করিবার, ও

(গ) যে দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়, যুক্তি সিদ্ধমতে তাহা চোরা কি অন্যায়মতে প্রাপ্ত কি জাল কি কৃত্রিম কি কূট জ্ঞান করিলে তাহা, এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্বীয় অধিকারে লইবার, ও

(ঘ) ঐ দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্রাদি কি সরঞ্জাম কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিম্বা অপরাধিকে যতকাল কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায় ততকাল ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যাদির উপর চৌকী রাখিবার কিম্বা তাহা লইয়া কোন নির্বিঘ্ন স্থানে রাখিবার, এবং

(ঙ) ঐ দ্রব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায়মতে পাওয়া গিয়াছে, কিম্বা উক্ত দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম জাল করা কি কূট করা কি কৃত্রিম, কিম্বা মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার জন্যে ঐ যন্ত্রের কি দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে বা ব্যবহার করিবার কল্পনা আছে, যে ব্যক্তি ইহা জানে কিম্বা যাহার এমত জানিবার যুক্তসঙ্গত কারণ থাকে, ও যাহাকে উক্ত কোন দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম গচ্ছিত করিয়া রাখিবার কি বিক্রয় করিবার কি গড়াইবার কি রাখিবার সহভাগী বলিয়া বোধ হয়, এমত যেং ব্যক্তিকে সেই স্থানে পান সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

এলাকার বাহিরে তলাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা।

৯৯ ধারা। যে আদালত তলাশী পরওয়ানা দেন সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিবার সময়ে, যেং দ্রব্যের অন্বেষণ হয় তন্মধ্যে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে, ঐ সকল দ্রব্য ও পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্যের ফর্দ্দ ওয়ারান্ট—দাতা আদালতের নিকটে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে; কিন্তু উক্ত আদালত অপেক্ষা ঐ স্থান যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তিনি নিকটে থাকিলে, ঐ দ্রব্য ও ফর্দ্দ তাঁহার কাছে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে; ও বিপরীত আজ্ঞা করিবার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের নিকটে ঐ দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন।

গ।—অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।

অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা।

১০০ ধারা। যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে যাহাতে অপরাধ হয় এমত অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তবে তিনি তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন এবং যাঁহার নামে ঐ পরওয়ানা দেওয়া যায় তিনি ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে পারিবেন এবং ঐ পরওয়ানা অনুসারে অন্বেষণ করা যাইবে, ও ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে অগৌণে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইতে হইবে এবং তিনি অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিবেন।

ঘ।—তলাশসংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রভৃতির কথা।

১০১ ধারা। ৯৬ ও ৯৮ ও ১০০ ধারামতে যত তলাশী পরওয়ানা দেওয়া যায়, তৎপ্রতি যত দূর সম্ভব ৪৩ ও ৭৫ ও ৭৭ ও ৭৯ ও ৮২ ও ৮৩ ও ৮৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

বদ্ধস্থান যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তাহার তলাশ করিবার অনুমতি দিতে হইবার কথা।

১০২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে স্থান তলাশ করিবার কি দেখিয়া লইবার যোগ্য তাহা বন্ধ থাকিলে, যে কার্য্যকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবেন তাঁহার চাওয়া হইলে, ও ওয়ারেণ্ট দেখান গেলে ঐ স্থানবাসী ব্যক্তি কিম্বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তিনি ঐ কার্য্যকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন, ও তথায় তলাশ করিবার যুক্তিমত সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করাইয়া দিবেন।

যদি সেই স্থানে তদ্রূপে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, যে কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানাজারী করিতেছেন তিনি ৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সাক্ষিদের সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা।

১০৩ ধারা। যে কার্য্যকারক কিম্বা অন্য ব্যক্তি তলাশ করিবেন, তিনি এই অধ্যায়মতে তলাশ করিবার পূর্ব্বে ঐ স্থানবাসি দুই কি তদধিক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ তলাশী কার্য্যের সাক্ষী হইবার নিমিত্তে আহ্বান করিবেন।

তাঁহাদের সম্মুখে তলাশ করা যাইবে এবং তলাশ কালে যে সকল দ্রব্য ধৃত হয় ও যে স্থানে যে দ্রব্য পাওয়া যায় ঐ কার্য্যকারক বা অন্য ব্যক্তি তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ সাক্ষিরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কিন্তু যাঁহারা এই ধারামত তলাশের সাক্ষী থাকেন আদালত তাঁহাদের নামে বিশেষমতে সমন না দিলে, আদালতে তাঁহাদের সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই।

যে স্থানের তলাশ হয় সেই স্থানবাসির উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

যে স্থানের তলাশ হয়, তথায় তলাশ করিবার সময়ে সেই স্থানবাসির কিম্বা তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির সর্ব্বস্থলেই উপস্থিত থাকিবার অনুমতি হইবে; এবং এই ধারামতে যে ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায়, উক্ত সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত সেই ফর্দ্দের নকল ঐ স্থানবাসির বা ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

ঙ।—বিবিধ বিধি।

দলীলাদি উপস্থিত করা গেলে তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১০৪ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে এই আইনমতে কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখান গেলে, ঐ আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন স্থানে আপনার সাক্ষাতে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

৮ অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

১০৬ ধারা। হঙ্গমা, কি আক্রমণ করণ, কি অন্য প্রকারে শান্তিভঙ্গন, কিম্বা তাহাতে সহায়তা করণ কিম্বা তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ কি বেআইনী অন্য কার্য্য করণাপরাধে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, কিম্বা কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির হানি করিবে অপরাধজনকরূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে,

অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকার কথা।

ও উক্ত আদালত সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে,

ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা করিবার সময়ে তাহার সঙ্গতি অনুসারে অর্থদণ্ডের নিয়মে তিন বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্ত তাহাকে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আপীলে বা প্রকারান্তরে ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ হইলে, ঐ রূপে যে নিবন্ধপত্র লিখিত হয় তাহা ব্যর্থ হইবে।

খ।—অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

১০৭ ধারা। কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে স্বীয় এলাকার মধ্যে এমত কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা, কিম্বা উক্ত এলাকার মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যৎকর্ত্তৃক ঐ এলাকার বাহিরে শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্যায়কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মের সম্বাদ পাইলেই উক্ত মাজিষ্ট্রেট এক বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্ত শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা।

১০৮ ধারা। যে কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন তিনি কিম্বা সেশন আদালত কিম্বা হাই কোর্ট, যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গ হইবার অথবা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমন কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা ও উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে না রাখিলে অন্য কোনরূপে শান্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না, তবে তাহাকে ধরিয়া হাজতে না রাখা গিয়া থাকিলে কিম্বা সে আদালতের সম্মুখে না থাকিলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত তাহাকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে এবং ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালীর কথা।

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই ধারাক্রমে কোন ব্যক্তিকে পাঠান যায়, তিনি যাবৎ পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট অনুসন্ধান শেষ না হয় উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিবেচনামতে হাজতে রাখিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে,

ভ্রমণকারি ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

(ক) তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতেছে ও কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যে তদ্রূপ যত্ন করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, কিম্বা

(খ) যাহার দিনপাতের কোন প্রকাশ উপায় নাই কিম্বা যে আপনার সন্তোষজনক বিবরণ জানাইতে পারে না উক্ত এলাকার মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি আছে,

উক্ত মাজিষ্ট্রেট পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ছয় মাসের অনধিক যত কাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

১১০ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা জিলার মাজিষ্ট্রেট বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে এতদর্থে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি রীতিমত দস্যু কি দোমভাবে পরগৃহে প্রবেশকারী কি চোর, কি চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া রীতিমত গ্রহণকারী, কিম্বা সে নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, কিম্বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত লোকদিগকে হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে,

পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট, পশ্চাল্লিখিত প্রকারে, তিন বৎসরের অনধিক যতকাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় বেট্রয়াদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা।

১১১ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি ইউরোপীয় বেট্রয়াদের বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনমতে কার্য্য হইতে পারিলে, তাহাদের প্রতি ১০৯ ও ১১০ ধারার বিধান খাটে না।

যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা।

১১২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৭ কি ১০৯ কি ১১০ ধারামতে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে সেই ধারাক্রমে কারণ দর্শাইবার আদেশ করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তিনি লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন। তাহাতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম, যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহার টাকার পরিমাণ, যত কাল তাহা বলবৎ থাকিবে সেই কাল, ও জামিন দিবার আদেশ হইলে জামিনের সংখ্যা, প্রকৃতি ও শ্রেণী এই২ কথা লেখা থাকিবে।

যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদ্রূপ আজ্ঞা করা যায় সেই ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত আজ্ঞা তাহাকে পড়িয়া শুনান যাইবে কিম্বা তাহার ইচ্ছাক্রমে ঐ আজ্ঞার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

তদ্রূপ কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার কথা।

১১৪ ধারা। উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে উপস্থিত হইবার আদেশ করিয়া সমন দিবেন, কিম্বা উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকিলে, যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে, সেই কার্য্যকারকের প্রতি ওয়ারেণ্ট দিয়া তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু শান্তিভঙ্গ হইবে এমত আশঙ্কা থাকার কারণ আছে, ও তৎকালেই উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া না রাখা গেলে তাহার নিবারণ হইতে পারিবে না, ঐ মাজিষ্ট্রেট পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদক্রমে ইহা জানিতে পারিলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন। উক্ত রিপোর্টের বা সংবাদের মর্ম্ম মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া রাখিবেন।

১১২ ধারামত আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারেণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা।

১১৫ ধারা। ১১২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার এক কেতা নকল ১১৪ ধারামত সমন কি ওয়ারেণ্টের সঙ্গে দিতে হইবে, এবং যে কার্য্যকারক সমন জারী করেন কি ওয়ারেণ্ট সম্পন্ন করেন, তিনি যে ব্যক্তির উপর সমন জারী করেন কিম্বা যাহাকে ওয়ারেণ্টক্রমে ধরেন তাহাকে ঐ নকল দিবেন।

স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

১১৬ ধারা। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয়, মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত হেতু দেখিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার ও উকীল দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

সম্বাদের সত্যতা অনুসন্ধানের কথা।

১১৭ ধারা। ১১২ ধারামত আজ্ঞা ১১৩ ধারামতে আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে শুনান গেলে কি বুঝাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ১১৪ ধারামত সমন কি ওয়ারেণ্ট জারীক্রমে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কি আনীত হইলে, মাজিষ্ট্রেট যে সম্বাদ অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তাহার সত্যতার অনুসন্ধান এবং আর যে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহা লইতে প্রবৃত্ত হইবেন।

ইহার পর সমনের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত অনুসন্ধান, যতদূর সম্ভব, সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে; এবং ইহার পর ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে, উক্ত অনুসন্ধান, যতদূর সম্ভব, সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে, বিভেদ এই যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে কোন ব্যক্তি যে পাকা বদমাস ইহা সাধারণ প্রসিদ্ধির সাক্ষ্যদ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।

১১৮ ধারা। যদি তদ্রূপ অনুসন্ধান লইয়া প্রমাণ হয় যে শান্তি ভঙ্গ না হইবার কিম্বা, স্থল বিশেষে, সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য যে ব্যক্তির সম্পর্কে অনুসন্ধান লওয়া যায় তাহার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক, তবে মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু প্রথমতঃ—১১২ ধারামত আদেশে যাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তদ্ভিন্ন প্রকারের, কি তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার, কি তাহা অপেক্ষা অধিক কালের, জামিন দিতে কোন ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ-যে নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া যায়, মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া সেই নিবন্ধপত্রের টাকার পরিমাণ ধার্য্য করিতে হইবে। উহা অত্যধিক হইবে না।

তৃতীয়তঃ—যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই ব্যক্তি নাবালগ হইলে, কেবল তাঁহার জামিনেরা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১১৯ ধারা। ১১৭ ধারামত অনুসন্ধান লইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে শান্তি ভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থলবিশেষে সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা প্রয়োজন এরূপ প্রমাণ না হইলে মাজিষ্ট্রেট নথীতে এই মর্ম্মের

কথা লিখিবেন, এবং কেবল এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে রাখা গিয়া থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন, অথবা ঐ ব্যক্তি হাজতে না থাকিলে তাহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করিবেন।

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা।

১২০ ধারা। যে ব্যক্তি সম্পর্কে ১০৬ ধারা কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিবার আজ্ঞা করা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা করিবার সময়ে কারাদণ্ডের আজ্ঞা পাইলে কিম্বা কারাদণ্ডাধীন থাকিলে, উক্তদণ্ডাজ্ঞার মিয়াদ ফুরাইলে উক্ত জামিন দিবার সময়ের আরম্ভ হইবে।

স্থলান্তরে ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি উক্ত সময়ের আরম্ভ হইবে।

নিবন্ধপত্রে যাহা২ থাকিবে তাহার কথা।

১২১ ধারা। উক্ত ব্যক্তির যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, তাহাতে শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিবে; এবং শেষোক্ত স্থলে যে কোন স্থানে যে অপরাধ হউক না কেন, করা গেলে কি করিবার উদ্যোগ হইলে কি সহায়তা হইলে, ঐ নিবন্ধ ভঙ্গ করা হয়।

জামিন অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১২২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে জামিন দিবার প্রস্তাব হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। অনুপযুক্ত বলিবার হেতু মাজিষ্ট্রেট লিপিবদ্ধ করিবেন।

জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা।

১২৩ ধারা। কোন ব্যক্তি ১০৬ কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত জামিন দিবার সময়ারম্ভ হইবার তারিখে কি তৎপূর্ব্বে জামিন না দিলে, পশ্চাল্লিখিত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে, কিম্বা সে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয় কিম্বা যে আদালত বা মাজিষ্ট্রেট জামিন দিবার আজ্ঞা করেন সেই আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলে থাকে সেই জেলের অধ্যক্ষতাভার প্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট ঐ সময় মধ্যে সে জামিন না দেয়, তাবৎ তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে, তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে, যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন না দেয়, তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাই কোর্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিবার ওয়ারন্ট দিবেন, এবং তদ্বিষয়ের কাগজপত্র সুবিধামতে ত্বরায় উক্ত আদালতের কি কোর্টের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

ঐ আদালত কি কোর্ট তাহা দৃষ্টি করিলে ও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা গ্রহণ করিলে পর যদ্রূপ উচিত বোধ করেন সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি জামিন না দিলে যত (যদি কোন) কালের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয়, তাহা তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

শান্তি ভঙ্গ না করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয় তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে।

সদাচরণ করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কঠোর কি সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যাহারা কারাবদ্ধ হয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিবার কথা।

১২৪ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বপদধারার কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে এই অধ্যায়মত সদাচরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলেও সাধারণ লোকেদের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন আপদ সম্ভাবনা নাই, জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মত জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের আজ্ঞামতে কারাবদ্ধ করা গেলে এবং সেই ব্যক্তির স্থানে তদ্রূপ জামিন না লইয়াও তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করা যাইতে পারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ সেশন আদালতের কিম্বা স্থল বিশেষে হাই কোর্টের আজ্ঞা পাইবার জন্যে অগৌণে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন; এবং উক্ত আদালত বা কোর্ট উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

১২৫ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখিলে তাহা লিখিয়া আপন আদালতের উচ্চতর নহে জিলার এরূপ কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই অধ্যায়মতে শান্তিভঙ্গ না করিবার যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবেন।

জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১২৬ ধারা। কোন ব্যক্তির শান্ত থাকার কি সদাচরণের জামিন কোন সময়েই কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে এই অধ্যায়মতে সম্পাদিত কোন নিবন্ধপত্র রহিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

করিলে যে ব্যক্তির নিমিত্ত ঐ জামিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন ঐ মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে তাহার উপস্থিত হইবার কিম্বা তাহাকে আপনার নিকট আনাইবার আজ্ঞাসূচক সমন কি ওয়ারন্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে নিবন্ধপত্রের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত মূল জামিন সদৃশ অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ১২১ ও ১২২ ও ১২৩ ও ১২৪ ধারার কার্য্যপক্ষে ১০৬ ধারামত কিম্বা স্থল বিশেষে ১০৮ ধারামত আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

৯ নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতাবিষয়ক বিধি।

১২৭ ধারা। বেআইনীমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি যোটহওয়াতে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদনুসারে ঐ জনতার লোকেদের পৃথক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

১২৮ ধারা। উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায় কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও এরূপে কার্য্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এপ্রকার সঙ্কল্প দেখায়, তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যেই হউক আর বাহিরেই হউক বলপূর্ব্বক ঐ জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। তদর্থে এবং আবশ্যক হইলে, জনতা ভঙ্গ করিবার কি তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত জনতার অন্তর্গত লোকদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের অধ্যক্ষ কি সৈনিক কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়রবিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নাম লিখান বলন্টিয়র ভিন্ন কোন পুরুষকে সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সামান্য বল প্রয়োগের কথা।

১২৯ ধারা। তদ্রূপ জনতাভঙ্গ করিয়া তদন্তর্গত লোকদিগকে অন্য প্রকারে পৃথক করা যাইতে না পারিলে ও সাধারণের নিরাপদের জন্যে ঐ জনতা ভঙ্গ করা আবশ্যক হইলে, অতি উচ্চ শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তিনি সৈন্যদলের দ্বারা ঐ জনতা ভঙ্গ করাইতে পারিবেন।

সৈন্যদলব্যবহারের কথা।

১৩০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সৈন্যদল দ্বারা জনতা ভঙ্গ করিতে স্থির করিলে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের সনন্দ প্রাপ্ত বা সনন্দ অপ্রাপ্ত কোন অধ্যক্ষকে কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নামলিখান বলন্টিয়র দলের কোন অধ্যক্ষকে সেই জনতা সৈন্যদল দ্বারা ভঙ্গ করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন, কিম্বা তদন্তর্গত যে সকল ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দেন কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য কি তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য যাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

সেনাপতির কর্ত্তব্য যে আপনার বিবেচনামতে যদ্রূপে করা উচিত তদ্রূপে উক্ত প্রত্যেক আদেশ পালন করেন; কিন্তু জনতা ভঙ্গ করিবার এবং উক্ত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্যে যত অল্প বল প্রয়োগ ও ব্যক্তির কি সম্পত্তির যত অল্প হানি করা সঙ্গত হয় তদধিক করিবেন না।

১৩১ ধারা। উক্তরূপ কোন জনতা দ্বারা স্পষ্টই সাধারণের নিরাপদের বিঘ্ন জন্মিলে ও কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি হইতে না পারিলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনন্দপ্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেব সৈন্যদের বল দ্বারা তদ্রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন; কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য অথবা তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য তদন্তর্গত যে কোন ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি করিতে পারিলে করিবেন; এবং উক্ত কর্ম্ম করিতে থাকিবেন কি না এবিষয়ে তদবধি ঐ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালন করিবেন।

জনতা ভঙ্গ করণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সনন্দপ্রাপ্ত সেনাপতিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি সেনাপতি কি পোলীসের কর্ম্মকারক কি সিপাহী কি বলন্টীয়র এই অধ্যায়মতে যে কর্ম্ম করেন তজ্জন্য মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি বিনা তাঁহাদের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না; এবং

এই অধ্যায়মতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা।

(ক) কোন মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে সরলমনে কার্য্য করিলে, ও

(খ) কোন কর্ম্মকারক ১৩১ ধারামতে সরলমনে কার্য্য করিলে, ও

(গ) কোন ব্যক্তি ১২৮ কি ১৩০ ধারামত আদেশ পালন করিতে গিয়া সরলমনে কোন কার্য্য করিলে ও

(ঘ) কোন অধস্তন কর্ম্মচারী কি সামান্য সৈনিক কি বলন্টিয়র সৈন্যসংক্রান্ত আইন অনুসারে যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য সেই আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া কোন কার্য্য করিলে,

তাহাতে যে তাঁহার কোন অপরাধ করা হইল এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

১০দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

১৩৩ ধারা। সাধারণে যাহা আইনমতে ব্যবহার করিতে পারে এমন কোন পথ কি নদী কি খাল হইতে কিম্বা সাধারণের কোন স্থান হইতে অবৈধ বাধা কি অনিষ্টজনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা, কিম্বা কোন ব্যবসায় কি কর্ম্ম কিম্বা কোন মাল কি

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়মাধীন আজ্ঞা করিবার কথা।

বাণিজ্য দ্রব্য রাখা স্থানীয়দের স্বাস্থ্যের কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক হওয়াপ্রযুক্ত রহিত কি স্থানান্তর কি নিয়মবদ্ধ করা, [illegible]

কিম্বা কোন গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা কোন দ্রব্য লইয়া কোন কার্য্য করা যায় তদ্দ্বারা গৃহাদির দাহ কি দাহ করিয়া জ্বলিয়া উঠার সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা নিবারণ কি বন্ধ করা উচিত,

কিম্বা কোন গৃহাদির জীর্ণতা প্রযুক্ত পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ও তাহাতে নিকটে যাহারা বাস করে বা কর্ম্ম করে তাহাদের কি নিকট গমনশীল লোকদের হানি হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা স্থানান্তর বা মেরামত বা সংরক্ষণ করা আবশ্যক,

কিম্বা পূর্ব্বোক্তপথের কি সাধারণের স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত দ্বারা সাধারণের সঙ্কট নিবারণার্থে তাহা উপযুক্তমতে বেড়িয়া রাখা উচিত, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদ পাইয়া ও তদ্রূপ (যদি কোন) সাক্ষ্য লওয়া উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সাক্ষ্য লইয়া এমত বোধ করিলে,

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম করে কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য রাখে, কিম্বা ঐ ঘর কি দ্রব্য কি পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত যে ব্যক্তির হয় কি যাহার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বে থাকে, তাহার নামে তিনি নিয়মাধীন আজ্ঞা লিখিয়া সেই আজ্ঞাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে

ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা স্থল বিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম রহিত কি স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ মাল বা বাণিজ্যদ্রব্য স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ গৃহাদি নির্ম্মাণ নিবারণ কি বন্ধ করিতে,

কি তাহা স্থানান্তর কি মেরামত কি সংরক্ষণ করিতে,

কি দ্রব্যের নিয়মান্তর করিতে,

কি ঐ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত বেড়িয়া দিতে,

অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে আপনার কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রার্থনা করিতে হইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিয়মিতরূপে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা কোন দেওয়ানী আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।—"সাধারণের স্থান" এই শব্দে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা চাউনী করিবার জমী না আহোর কিম্বা আমোদের জন্যে যে ভূমি খালি রাখা যায় এমত ভূমিও বুঝাইবে।

১৩৪ ধারা। উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে লেখা যায় যে প্রকারে এই আইনে সমন জারী করিবার বিধান আছে সেই প্রকারে তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে।

আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞাপনপত্র বিধান কথা।

উক্ত আজ্ঞা তদ্রূপে জারী করা অসাধ্য দেখা গেলে ঘোষণা করিয়া সেই আজ্ঞার নোটিস দেওয়া যাইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও সেই ব্যক্তির ঐ আজ্ঞার কথা জানিতে পাইবার যাহাতে সুবিধা হয় এই মত কোন এক কি অধিক স্থানে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৩৫ ধারা। যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় (ক) ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সেই আজ্ঞামত কার্য্য করিতে হইবে,

(খ) অথবা ঐ আজ্ঞামতে উপস্থিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইতে হইবে অথবা সেই আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না এই কথার বিচার করণার্থে জুরি (অর্থাৎ পঞ্চায়ত) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা হয় ঐ ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবে।

যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার; কিম্বা কারণ দর্শাইবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার চাওয়ার কথা।

১৩৬ ধারা। উক্ত ব্যক্তি ১৩৫ ধারার আদেশমত ঐ কার্য্য না করিলে কিম্বা উপস্থিত হইয়া কারণ না দর্শাইলে অথবা পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা না করিলে, ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারার অভিপ্রায়ের যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে; এবং ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

তদ্রূপ না করিবার ফলের কথা।

১৩৭ ধারা। ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইলে মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য লইবেন।

কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

ঐ আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত নহে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ হৃদবোধ জন্মিলে, তদ্বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তদ্রূপ হৃদবোধ না জন্মিলে, ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করা যাইবে।

১৩৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেট ১৩৫ ধারামতে পঞ্চায়ত নিয়োগের প্রার্থনা পাইলে,

(ক) অগৌণে পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবেন। সেই পঞ্চায়তে পাঁচের অন্যূন বিষম-সংখ্যক ব্যক্তি থাকিবে। মাজিষ্ট্রেট ঐ পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও অবশিষ্ট লোকের অর্দ্ধাংশ মনোনীত করিবেন, অন্য অর্দ্ধাংশ প্রার্থক মনোনীত করিবেন।

পঞ্চায়তের দাওয়া করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(খ) যে স্থানে ও যে সময়ে উচিত বোধ করেন মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রধান ব্যক্তিকে ও পঞ্চায়তের মেম্বরদিগকে সেই স্থানে ও সেই সময়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন করিবেন, ও

(গ) যে সময় মধ্যে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতে হইবে সেই সময় ধার্য্য করিবেন।

কোর্টের প্রাপের, সাহেব বা অমূলকাৰীয় হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাঙ্গা কি হুজ্জত হওয়ার সম্ভাবনা হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উক্তরূপ গেজেটে আপন অনুমতি জ্ঞাপন করিয়া দিলে, এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহা আজ্ঞার তারিখ অবধি দুই মাসের অধিককালবলবৎ থাকিবে না।

---

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪৫। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন ইজারা গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার সীমা লইয়া বিবাদ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গ হওয় ও সম্ভব, পোলীসের রিপোর্ট কি অন্য সংবাদ পাইয়া ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, আপন হৃদ্বোধমতে উক্তরূপ জ্ঞান থাকার হেতুর কৈফিয়ৎ লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে আপনার আদালতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূম্যাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপনাদের দাওয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

দখলে থাকিবার অনুসন্ধানের কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট দখল করিবার স্বত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার দোষ গুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উভয়ের অর্পিত বৃত্তান্ত পড়িয়া দেখিবেন, উভয় পক্ষের কথা শুনিবেন, তাঁহারা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিবেন, ঐ সাক্ষ্যের বলাবলবিবেচনা করিবেন, আর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক বোধ হইলে তাহা লইবেন ও সম্ভবমত বিবাদীয় বিষয় কোন পক্ষের দখলে আছে কি না ও থাকিলে কাহার দখলে আছে এই কথার নিষ্পত্তি করিবেন।

যে পর্য্যন্ত আইনমতে বেদখল না হয় তাবৎ দখলে থাকিবার কথা।

বিবাদীয় সম্পত্তি এক পক্ষের দখলে আছে, ঐ মাজিষ্ট্রেট এরূপ নিষ্পত্তি করিলে, আইনের নিয়মিত ধারামতে সেই ব্যক্তিকে যতকাল বেদখল না করা যায়, ততকাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও ততকাল তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন।

যে কোন পক্ষের প্রতি উক্তরূপে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হয়, এই ধারার কোন কথায় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিবাদ নাই বা ছিল না ইহা দেখাইবার বাধা হইবে না; এবং এরূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিয়া তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিবেন।

বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৬ ধারা। বিবাদীয় বিষয় তৎকালে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই ঐ মাজিষ্ট্রেট ইহা নিষ্পত্তি করিলে কিম্বা কাহার দখলে আছে সেই কথা যথোচিতমতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যতকাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না করা যায় ততকাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

পথাদ্যা ভোগদখল প্রভৃতি বিষয়ের বিবাদের কথা।

১৪৭ ধারা। কোন ইজারা গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কি উপরে কোন কার্য্য করিবার কি তাহা বারণ করিবার স্বত্ব লইয়া স্বীয় বিচারাধীন স্থানে বিবাদ আছে ও তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, এরূপ কোন মাজিষ্ট্রেট হৃদ্বোধমতে এই কথা জানিলে, ইহার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি সেই কার্য্যে আপত্তি করে অথবা তাহা করিবার দাওয়া করে, সে সেই কার্য্য নিবারণ করিতে কিম্বা স্থল বিশেষে, তাহা করিতে স্বত্ববান উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের এইরূপ নিষ্পত্তি যতকাল না হয় ততকাল ঐ স্বত্ব কাহারও আছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বোধ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত কার্য্য করিতে অনুমতি দিতে কিম্বা স্থলবিশেষে তাহা না করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যদি তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকারমতে বারমাসই কার্য্য হইতে পারে, তবে সেই অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎসরের কালবিশেষে অধিকারমতে কার্য্য হইয়া থাকে তবে নালিশ হইবার পূর্ব্ব সেই কালে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইলে, মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন কার্য্য করিবার অনুমতিসূচক কোন আজ্ঞা করিবেন না।

স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা।

১৪৮ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্য পক্ষে স্থানীয় তদন্ত লওয়া আবশ্যক হইলে, কোন জিলার কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্যে পাঠাইতে পারিবেন, ও তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার জন্যে যৎকালীন প্রচলিত যে আইনমতে যে উপদেশ সঙ্গত হয় তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবেন ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তিকে এরূপে পাঠান যায়, তাঁহার রিপোর্ট মোকদ্দমার সাক্ষ্যস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে।

খরচা বিষয়ে আজ্ঞার কথা।

এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে কোন পক্ষ সাক্ষির বা উকীলের ফী বা ঐ উক্ত বলিয়া কোন খরচ করিলে, যে মাজিষ্ট্রেট ১৪৫, ১৪৬ বা ১৪৭ ধারামতে নিষ্পত্তি করেন, তিনি কে ঐ খরচ দিবে, উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানের ঐ পক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ, এবং সমস্ত বা কি অংশ বা পরিমাণ দিবে, এই বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐরূপ যে খরচ দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

---

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

হস্তব্য অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

১৪৯ ধারা। পোলীসের প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক হস্তব্য অপরাধ নিবারণ করণার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং যথাসাধ্য তাহা নিবারণ করিবেন।

১৫০ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার কল্পনার কথা অবগত হইলে, তিনি পোলীসের যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকেন তাঁহাকে ও অন্য যে কর্ম্মকারকের তদ্রূপ অপরাধ নিবারণ কিম্বা তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন।

ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সম্বাদ পাইলে জ্ঞাপনার কথা।

১৫১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য কোন অপরাধের কল্পনার কথা অবগত হইলে যদি সেই কল্পনাকারি ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারেণ্ট বিনা ঐ কল্পনাকারি ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবেন।

ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা।

১৫২ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকের দৃষ্টি গোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি করিবার উদ্যোগ করা গেলে, ঐ কর্ম্মকারক তাহা নিবারণার্থে, কিম্বা রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন কি বয়া কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে, স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন।

রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা।

১৫৩ ধারা। কোন স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি আছে পোলীস থানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি বিনা পরওয়ানার আপন থানার এলাকার অন্তর্গত ঐ স্থানে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কিম্বা অন্বেষণ করিবার জন্যে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

বাটখারা ও মাপিবার দ্রব্যাদি দৃষ্টি করিবার কথা।

সেই স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য থাকে তাঁহাকে অগৌণে আপনার ঐ দ্রব্য ধরিবার সম্বাদ দিবেন।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

---

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৫৪ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ধর্ত্তব্য অপরাধ হইবার যে সংবাদ বাচনিক দেওয়া যায় তাহা তৎকর্ত্তৃক বা তাঁহার আদেশমতে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও সংবাদদাতাকে পড়িয়া শুনান যাইবে; ও ঐ সংবাদ লিখিয়াই দেওয়া হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিয়াই লওয়া হউক যে ব্যক্তি সংবাদ দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের নিকট এক খান বহী থাকিবে, তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে ঐ সংবাদের মর্ম্ম লেখা যাইবে।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

১৫৫ ধারা। যে অপরাধ পোলীসের ধর্ত্তব্য নয় পোলীস থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ দেওয়া গেলে তিনি পূর্ব্বোক্তমতে যে বহী রাখা যায় তাহাতে সংবাদের মর্ম্ম লিখিবেন ও সংবাদদাতাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবেন না।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার যেং ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা ভিন্ন পোলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লইবার সেইং ক্ষমতা থাকিবে।

১৫৬ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও পোলীসের ধর্ত্তব্য এমন কোন মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন যৎসম্পর্কে উক্ত থানার এলাকার উপর বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত কোন আদালত ১৫ অধ্যায়ের তদন্তের কি বিচারের স্থান বিষয়ক বিধানমতে তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।

তাঁহার উক্তপ্রকারের কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারক এই ধারামতে ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে পারেন না বলিয়া সেই কার্য্যের বিষয়ে আপত্তি করা যাইতে পারিবে না।

১৫৭ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ ১৫৬ ধারামতে যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারেন কোন সংবাদ পাইয়া কি প্রকারান্তরে তাঁহার এমত অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে, তিনি পোলীস রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ অপরাধের সম্বাদ অবিলম্বে পাঠাইয়া সেই বিষয়ের বৃত্তান্তের ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত এবং অপরাধির সন্ধান লইবার ও তাহাকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্ত আপনি সরেজমীনে যাইবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে পাঠাইবেন।

ধর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

পরন্তু (ক) কোন ব্যক্তির নামে অপরাধ করিবার সম্বাদ দেওয়া গেলে যদি গুরুতর ভাবের অপরাধ না হইয়া থাকে, তবে অনুসন্ধান লইবার জন্যে পোলীস থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাইবার কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

স্থানীয় অনুসন্ধান না লইবার স্থলের কথা।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার কথা।

(খ) অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এমত বোধ করিলে তিনি অনুসন্ধান লইবেন না।

(ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারার প্রথম পদের আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিবার হেতু আপনার ঐ রিপোর্টে লিখিবেন।

১৫৭ ধারামত রিপোর্ট কিরূপে পাঠাইতে হইবে তাহার কথা।

১৫৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা করিয়া এই কার্য্যের নিমিত্ত পোলীসের উচ্চপদস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, ১৫৭ ধারামতে যে প্রত্যেক রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তাঁহারই দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারক পোলীস থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

তদন্ত বা প্রথম স্বকীয় অনুসন্ধানের ক্ষমতার কথা।

১৫৯ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ সম্বাদ পাইলে আপনার উচিত বোধ হইলে, অগোণে তাহার তদন্ত বা প্রথম স্বকীয় অনুসন্ধান লইবার জন্যে কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া অন্য যে কর্ম্ম করা উচিত এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা করিবার জন্য আপনি যাইতে পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন।

সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের কর্ম্মকারকের ক্ষমতার কথা।

১৬০ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন তিনি যে ব্যাপারের অনুসন্ধান লইতেছেন আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা অবগত আছে, প্রাপ্ত সংবাদক্রমে কি প্রকারান্তরে এমত বোধ করিলে, তিনি অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন; ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে।

পোলীসের দ্বারা সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

১৬১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমার এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইতেছেন, কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে এমত অনুমান হইলে তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, ও সেইরূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন।

যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে কি তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে তদ্ভিন্ন উক্ত কার্য্যকারক সেই ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন তাহার সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

পোলীসের নিকটে যে উক্তি করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে না ও তাহা সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না।

১৬২ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালীন উক্তি ছাড়া যে উক্তি করে যদি তাহা লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর করাতে হইবে না কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবে না।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সনের আইনের ২৭ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

১৬৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি আপনি বা অপর কাহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৪ ধারার উল্লিখিত কোন প্রবৃত্তি দিবেন না কি ভয় দেখাইবেন না কি অঙ্গীকার করিবেন না।

কিন্তু এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিবেন না।

উক্তি ও স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৪ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কিম্বা তদন্ত বা বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন মাজিষ্ট্রেট পোলীসের কর্ম্মকারক না হইলে কোন উক্তি বা স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যেং প্রকারের বিধান পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ উক্তি মোকদ্দমার অবস্থা ধরিয়া তন্মধ্যে যাহা তাঁহার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হয় সেই প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। তদ্রূপ স্বীকার বাক্য ৩৬৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইবে ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবেন তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল মাজিষ্ট্রেট তদন্ত লইয়া এমত জানিবার কারণ না পাইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন না, ও তিনি কোন স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিলে ঐ লিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।—

"এই স্বীকার বাক্য স্বেচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আমার এই বিশ্বাস। ইহা আমার সাক্ষাতে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে ইহা পড়াইয়া শুনান যায় এবং সে উহা ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য করে এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক,
মাজিষ্ট্রেট।"

পোলীস কর্ম্মকারকের দ্বারা তল্লাশের কথা।

১৬৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লইতেছেন তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহার অনুসন্ধানার্থে কোন দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে, এবং

৯৪ ধারামতে যে ব্যক্তির নামে সমন বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া গিয়াছে বা দেওয়া যাইতে পারে সেই ব্যক্তি সমনের বা আজ্ঞাপত্রের আদেশমতে ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, কিম্বা ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে, তিনি যে থানার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মকারক পারিলে আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারকের প্রতি দ্রব্য অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই কর্ম্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিবেন; ঐ অধীন কর্ম্মকারক তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

এই আইনে তলাশী পরওয়ানা সম্বন্ধে যেং বিধান আছে তাহা এই ধারামত অন্বেষণের কার্য্যের প্রতি, যত দূর সম্ভব, বর্ত্তিবে।

যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তলাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৬৬ ধারা। কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই স্থলে আপনি কি অন্য জিলার অন্য পোলীস থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মকারক তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও ঐ দ্রব্য পাইলে যে কার্য্যকারকের আদেশমতে তলাশ করিলেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬৭ ধারা। ৬১ ধারার নির্দ্দিষ্ট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারিবে না দৃষ্ট হইলে এবং অভিযোগ সমূলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পশ্চাল্লিখিত বিধানমত মোকদ্দমাসংক্রান্ত রোজনামার লিখিত কথার নকল অবিলম্বে পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারামতে পাঠান যায়, তাঁহার উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি সময়েং যেরূপ হেফাজতে উচিত বোধ করেন সেইরূপে হেফাজতে মোটে পনর দিনের অনধিক কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। যদি তাঁহার বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে পোলীসের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যেং কারণে সেই অনুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিষ্ট্রেটের অব্যবহিত অধীন তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতুপত্রসহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

অধীনস্থ পোলীস কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা।

১৬৮ ধারা। পোলীসের অধঃস্থ কোন কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ঐ অনুসন্ধানের ফল বিষয়ক রিপোর্ট দিবেন।

প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

১৬৯ ধারা। যে প্রমাণ কি যদ্রূপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে এমত উপযুক্ত প্রমাণ নাই কি সংশয় করিবার যুক্তিমত হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া এরূপ বোধ করিলে, যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে তাহার নিকট জামিনসহ কি জামিন বিনা যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন যে যদি ও যখন আদেশ হয়, পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাঁহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৭০ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া পোলীস থানার অধ্যক্ষের যদি এরূপ বোধ হয়, যে পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত প্রমাণ কি যুক্তিমত হেতু আছে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কিম্বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, অথবা যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্ত জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও যতকাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয় ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন।

যখন পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যেংঅস্ত্র কি অন্য দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করেন তাহাও তৎকালে পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে সে ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহারা ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিষয়ে নালিশ চালাইবে কি, স্থল বিশেষে, সাক্ষ্য দিবে তাহাদের স্থানে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইবেন।

নিবন্ধপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করেন উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালতও গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ বাদিকে কি সাক্ষিদিগকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লওয়া গেলে তাহার যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে সেই দিন কিম্বা প্রহরির জিম্মায় তাহাকে চালান করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পঁহুছিবার সম্ভাবনা সেই দিন এই ধারামতে নিরূপিত দিন হইবে।

ঐ নিবন্ধপত্র যে কর্ম্মকারকের সম্মুখে লেখা যায় তিনি তৎসম্পাদনকারি এক জনকে তাহার নকল দিবেন, ও পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূলপত্র পাঠাইবেন।

বাদির কি সাক্ষিদের পোলীসের কর্ম্মকারকের সঙ্গে যাইতে হইবার কথা।

১৭১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাদির কি সাক্ষিদের যাইবার সময়ে, পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না;

বাদিদিগকে ও সাক্ষিদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

কিম্বা কোন বাদিকে কি সাক্ষিকে অনাবশ্যক আটক করিয়া রাখা কি ক্লেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিজ্ঞামত নিবন্ধ ভিন্ন তাহাদের উপস্থিত হইবার জন্য জামিন দিতে আদেশ হইবে না।

বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে. প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।

কিন্তু কোন বাদী কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ১৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তাহাকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে যত কাল ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই মোকদ্দমার শ্রবণকার্য্য যত কাল সমাপ্ত না হয় মাজিষ্ট্রেট ততকাল ঐ বাদীকে কি সাক্ষীকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান কার্য্যের রোজনামচার কথা।

১৭২ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিনং যে কার্য্য করেন তাহার বৃত্তান্ত রোজনামচায় লিখিবেন, অর্থাৎ অপরাধের সম্বাদ যে সময়ে তাঁহার নিকটে পঁহুছে ও তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যেং স্থানে যান, ও অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহার বিবরণ লিখিবেন।

ফৌজদারী কোন আদালতে মোকদ্দমার তদন্ত লওন কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত পোলীসের সেই মোকদ্দমা বিষয়ক রোজনামচা আনাইয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন, সাক্ষ্যস্বরূপ নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা তাহার পক্ষ মোক্তারদের তাহা আনাইবার অধিকার নাই; এবং আদালত ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিয়াছেন এই মাত্র কারণে তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পোলীসের যে কর্ম্মকারক তাহা লিখিলেন তিনি যদি স্মরণ শক্তির উপকারার্থে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের কথা খণ্ডাইবার জন্য তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৬১ ধারার বা স্থল বিশেষ ১৪৫ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্ত্তিবে।

পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা।

১৭৩ ধারা। অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। সমাপ্ত হইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত যে কার্য্যকারক ঐ অনুসন্ধান লন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। উভয় পক্ষের নাম, ও যে সংবাদ পান তাহার ভাব ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা থাকিবে ও তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠান গিয়াছে, কিম্বা তাহার স্থানে জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে এই কথাও লিখিতে হইবে।

১৫৮ ধারামতে উচ্চ পদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইলে, ঐ রিপোর্ট তাঁহার হস্ত দিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষায় আরো অনুসন্ধানের নিমিত্ত পোলীস থানার অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে রিপোর্ট পাঠান যায় তাহা হইতে যদি দৃষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া মুক্ত হইয়াছে, তবে মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিবার বা প্রকারান্তরের যে আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

১৭৪ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ,

(ক) কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে কিম্বা, জন্তু দ্বারা বা কলে পড়িয়া বা অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, কি

(গ) কোন ব্যক্তির এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে যে অন্য কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ হয় এই সম্বাদ পাইলে

তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে প্রকারান্তরের আদেশপ্রাপ্ত না হইলে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসি দুই

কি তদধিক সম্ভ্রান্ত লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া ঐ মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের রিপোর্ট করিবেন ও শরীরে যে ক্ষত কি অস্থিভঙ্গ কি আঘাত কি অন্য কোনের চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র কি যন্ত্র দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে তাহাও লিখিবেন।

পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ও অন্য ব্যক্তিরা কিম্বা তাঁহাদের যত জন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। সেই রিপোর্ট অগৌণে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে।

মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পোলীসের কর্ম্মকারক বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিলে কাল ও স্থানের দূরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা বিনা নিকটস্থ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে চিকিৎসককে তৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে, পোলীসের কর্ম্মকারক এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে ঐ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে গ্রামের মণ্ডল এই ধারামতে অনুসন্ধান লইয়া অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

এই২ মাজিষ্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন, যথা, কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট।

ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যের জন্যে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া পূর্ব্বোক্তমত দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে এবং যাহারা ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানে বলিয়া বোধ হয় এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমন করা গেলে তাহার উপস্থিত হইতে হইবে, এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন তাহার সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

ধর্ত্তব্য যে অপরাধের প্রতি ১৭০ ধারা খাটে বৃত্তান্ত দৃষ্টে যদি তদ্রূপ অপরাধ প্রকাশ না হয়, তবে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা।

১৭৬ ধারা। পোলীসের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লওয়ার পরিবর্ত্তে কিম্বা তাহার পরেও অতি নিকট মাজিষ্ট্রেট অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হইলে উক্ত মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবেন; এবং ১৭৪ ধারার (ক), (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত অন্য কোনস্থলে উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ তদন্ত লইতে পারিবেন; এবং লইলে, কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে তাঁহার যে২ ক্ষমতা থাকিত সেই২ ক্ষমতানুসারে কার্য্য চালাইবেন। মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ তদন্ত লইলে তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য লন ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা।

কোন ব্যক্তির মৃতদেহ প্রোথিত করা গেলে পর উক্ত মাজিষ্ট্রেট মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ দেহ উঠাইয়া পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

---

৬ ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

---

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।

ক।—তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৭৭ ধারা। অপরাধ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, সাধারণতঃ সেই আদালত দ্বারা তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও তাহার বিচার হইবে।

ভিন্ন সেশন খণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১৭৮ ধারা। ১৭৭ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন মোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা যে কোন জিলায় বিচারার্থে সমর্পণ করা যাউক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেশনের কোন খণ্ডে তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে উক্ত আজ্ঞা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের ১০৪ অধ্যায়ের আইনের ১৩ ধারামতে কিম্বা এই আইনের ৫২৬ ধারামতে পূর্ব্বে প্রদত্ত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধ না হয়।

যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা।

১৭৯ ধারা। কোন কার্য্য করণ প্রযুক্ত ও তাহার যে ফল হইল তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে যে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত কার্য্য করা যায় বা তাহার ফল প্রকাশ হয় ইহার অন্যতর আদালতদ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের আঘাত হইলে গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। আনন্দের অপরাধঘটিত হত্যাকরণ অপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আহত হইয়া দশদিন খ আদালতের বিচারাধীন স্থানে ও আর দশদিন গ

আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকেন, ও আপনার সাংসারিক কর্ম চালাইতে পারেন না। আমন্দকে গুরুতর পীড়া দেওনাপরাধের তদন্ত ও বিচার ক, খ বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(গ) কোনব্যক্তি ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আমন্দের হানি করিবার জন্য সর্প হইলে খ আদালতের বিচারাধীন স্থানে সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আমন্দকে ভয় দর্শাইয়া তাঁহার দ্রব্য গ্রহণাপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা খ আদালতে হইতে পারিবে।

১৮০ ধারা। অপরাধসূচক অন্য ক্রিয়ার সহিত অথবা কর্তা অপরাধ করিতে সক্ষম হইলে যাহা অপরাধ হইত এরূপ অন্য ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদুভয়ের একতর ক্রিয়া করা যায়, সেই আদালত দ্বারা পূর্বোক্ত অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা।

উদাহরণ।

(ক) সহায়তাকরণের অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে সহায়তা করা গেল সেই আদালতে কিম্বা যে অপরাধের সহায়তা করা যায় তাহা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে করা গেল সেই আদালতে, ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে দ্রব্য চুরি করা গেল কিম্বা উক্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কোন সময়ে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে কুটিল ভাবে গ্রহণ করা কি রাখা গেল সেই আদালতে ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(গ) মনুষ্য চুরি হইয়াছে জানা গেলে সেই মনুষ্যকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহাকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখা গেল কিম্বা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে চুরি করা গেল উভয়ের মধ্যে কোন আদালতে সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

১৮১ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইবার কি ঠগ হইয়া হত্যা করিবার কি ডাকাইতী করিবার কিম্বা হত্যা সহিত ডাকাইতী করিবার কিম্বা ডাকাইতদলের লোক হইবার কিম্বা হাজত হইতে পলাইবার অভিযোগ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে সেই আদালত দ্বারা তাহার সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেকাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা।

অপরাধভাবে দ্রব্য লইয়া অবিহিত ব্যবহার করণের কিম্বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অপরাধ বিষয়ক দ্রব্যের কোন অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় কি অপরাধ করা যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহারের ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের কথা।

যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন দ্রব্য চুরী করা যায় কিম্বা চোরের অধিকারে থাকে কিম্বা তাহা চোরা জানিয়াও কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াও কোন ব্যক্তি লয় কি রাখে, সেই আদালত দ্বারা উক্ত দ্রব্য চুরি করণের অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

চুরী করণের কথা।

১৮২ ধারা। অনেক স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানে অপরাধ করা গেল ইহা নিশ্চয় না হইলে,

কিম্বা অপরাধের এক অংশ এক স্থানে অন্য অংশ অন্য স্থানে করা গেলে,

কিম্বা অপরাধ ক্রমিক হইলে ও দুই কি ততোধিক স্থানে করা গিয়া থাকিলে,

কিম্বা ভিন্ন২ স্থানে কৃত নানা অপরাধ লইয়া অপরাধ হইলে,

যে আদালতের উক্তরূপ কোন স্থানের উপর বিচারাধিকার আছে সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা। অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে,
কিম্বা কেবল এক স্থানে না করা গেলে,
কিম্বা অপরাধ স্থিতিযুক্ত করা গেলে,
কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে,

১৮৩ ধারা। স্থলপথে কি জলপথে যাত্রা ক্রমে কোন অপরাধ করা গেলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্য দিয়া অপরাধী যায় কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি যে দ্রব্যের সম্বন্ধে ঐ অপরাধ করা যায় সেই ব্যক্তি কি সেই দ্রব্য উক্ত যাত্রাক্রমে যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

যাত্রাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা।

১৮৪ ধারা। রেলওয়ে কি টেলিগ্রাফ কি ডাকঘর কি অস্ত্র ও বারুদাদিবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তাহার বিধানের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করা যায় তাহা রাজধানী নগরের মধ্যে করা গিয়াছে বলিয়া উক্ত হউক কি না হউক, তথায় তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।—কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে অপরাধীকে ও মোকদ্দমার আবশ্যক সমস্ত সাক্ষিদিগকে উক্ত নগর মধ্যে পাওয়া যায়।

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও অস্ত্র বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।

১৮৫ ধারা। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পূর্ববর্ত্তি বিধানক্রমে কোন্ আদালত দ্বারা অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে এবিষয়ে সন্দেহ হইলে যে হাইকোর্টের ফৌজদারী আপীলী বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থানে অপরাধ প্রকৃত পক্ষে থাকুক কোন্ আদালত দ্বারা উক্ত অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে। সেই হাইকোর্ট নির্ণয় করিবেন।

কোন্ জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে এবিষয়ে সন্দেহ হইলে হাইকোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা।

ব্রিটিস ব্রহ্মদেশে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজা হইলে, রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেব ও অন্যান্য স্থলে জুডিশ্যাল কমিশ্যনর সাহেব এই ধারার মর্ম্ম পক্ষে হাইকোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৬ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের বাহিরে (ব্রিটিষ ভারতবর্ষের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক) কোন অপরাধ করিয়াছে ও ১৭৭ ধারা অবধি ১৮৪ ধারা পর্য্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে কি অন্য যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে না, কিন্তু প্রচলিত কোন আইনক্রমে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে, তবে স্বীয় বিচারাধীন স্থান মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন তদন্ত লইতে পারিতেন তদ্রূপ তদন্ত লইতে ও ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে তৎক্রমে তাহাকে বলপূর্ব্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিষ্ট্রেটের থাকে তাহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে পারিবেন অথবা

ধরিলে পর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

উক্ত অপরাধ জামিন লইবার যোগ্য হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহা উপস্থিত হইবার নিমিত্ত জামিন সহিত বা জামিন ব্যতীত নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন।

উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন একাধিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে এবং কাহার নিকটে কি সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট ও আবদ্ধ করা ত হইবে, এই ধারাক্রমে কার্য্যকারী মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে কিছু স্থির করিতে না পারিলে, হাই কোর্টের আজ্ঞা জন্য মোকদ্দমার রিপোর্ট করিবেন।

অধীন মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

১৮৭ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ১৮৬ ধারামতে যে ওয়ারেণ্ট দেন তৎক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট যাঁহার অধীন হন ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের ঐ অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধারণার ওয়ারেণ্ট দিলে, পোলীসের যে কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করেন, তাঁহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট দিলেন তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে।

যে অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত ব্যক্তির নামে নালিশ হয় কি তাহার প্রতি সন্দেহ থাকে যদি ১৮৬ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ছাড়া সেই জিলার অন্য কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা তাহার তদন্ত ও বিচার হইতে পারে, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত আদালতে ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইবেন।

ব্রিটিষ প্রজারা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের দায়ের কথা।

১৮৮ ধারা। যদি কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ ভারতবর্ষীয় কোন রাজার কি রাজ্যের অধিকারে অপরাধ করে; কিম্বা

যদি শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় কোন দেশীয় প্রজা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে অপরাধ করে; তবে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের তাহার সেই অপরাধ হেতুক বিচারাধীন হইতে পারিবে।

অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল এজেণ্টের সর্টিফিকেট দিবার কথা।

পরন্তু যে দেশে সেই অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হয় সেই দেশের পলিটিকাল এজেণ্ট সাহেব থাকিলে তিনি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সেই অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত বলিয়া আপন অভিমতের সার্টিফিকেট না দিলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে উক্ত কোন অপরাধ বিষয়ক অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইবে না।

আরো এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে পর, ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সেই অপরাধ করা গেলে যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে না পারে, তবে এই ধারামতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সেই অপরাধের উপলক্ষে তাহার বিপক্ষে ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক ও অপরাধিদিগকে স্বদেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না।

সাক্ষের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৯ ধারা। ১৮৮ ধারায় যে প্রকারের অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে তাহার তদন্ত লওয়া যাইতেছে কি বিচার হইতেছে এমত সময়ে যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া কথিত হয় তথায় পলিটিকাল এজেণ্ট সাহেবের কিম্বা বিচারপতির সম্মুখে যে জবানবন্দি লওয়া কি যে দলীল উপস্থিত করা গেল তদন্তকারি কি বিচারকারি আদালত যে কোন মোকদ্দমায় সেই জবানবন্দির কি দলীলের লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্য লইবার জন্যে কমিশন দিতে পারিতেন সেই মোকদ্দমায় সেই আদালত ঐ জবানবন্দি ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিহিত বোধ করিলে এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

"পলিটিকল এজেণ্ট" শব্দের অর্থ।

১৯০ ধারা। ১৮৮ ও ১৮৯ ধারায় "পলিটিকাল এজেণ্ট" শব্দে নিম্নলিখিত ব্যক্তি দিগকে বুঝাইবে ও তাঁহারা ঐ শব্দে গণ্য হইবেন;—

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশে প্রধান যে কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ হন তিনি।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কিম্বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর সাহেব ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধিদিগকে স্বং দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের একাংশ ভিন্ন কোন দেশের পলিটিকাল এজেন্টের সকল কি কোন ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করণার্থে ব্রিটিষ ভারতবর্ষস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি।

খ।—কার্য্যারম্ভে আবশ্যক নিয়ম বিষয়ক বিধি।

মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৯১ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিধানের স্থলভিন্ন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট,

(ক) কোন অপরাধাত্মক ঘটনার অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা

(খ) উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পোলীসের রিপোর্ট পাইলে, কিম্বা

(গ) পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলে, অথবা উক্ত অপরাধ যে করা গিয়াছে এতদ্বিষয়ে তাঁহার স্বীয় জ্ঞান কি সন্দেহ থাকিলে ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্নমেন্ট কি স্থানীয় গবর্নমেন্টের সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব (ক) ও (খ) প্রকরণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্নমেন্ট (গ) প্রকরণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা।

১৯২ ধারা। কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন, তাহার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার নিমিত্ত তিনি তাহা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া থাকিলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে এই আইনমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ জিলার অন্য কোন বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন; এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৯৩ ধারা। এই আইনে কিম্বা তৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তাহাতে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, তদর্থে নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি সমর্পিত না হইলে, কোন সেশন আদালত প্রথমবস্থায় বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট আদালতস্বরূপ কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন না।

আডিশ্যনল ও জাইন্ট সেশন জজ দ্বারা ও

স্থানীয় গবর্নমেন্ট সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা তাঁহাদিগকে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদেশ দেন, কিম্বা সেই খণ্ডের সেশন জজ সাহেব যে সকল মোকদ্দমা তাঁহাদিগের নিকট বিচারার্থে অর্পণ করেন, আডিশ্যনল সেশন জজ কি জাইন্ট সেশন জজ কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

আসিষ্টান্ট সেশন জজদেরদ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।

খণ্ডের সেশন জজ সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা আসিষ্টান্ট সেশন জজদের হস্তে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাঁহারা কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

হাই কোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা।

১৯৪ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কোন অপরাধ হাই কোর্টে সমর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে পেটেন্ট পত্র প্রদত্ত হয়, এই ধারার কোন কথায় তাহার বিধানের কোন বিঘ্ন যে হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণহেতুক অভিযোগের কথা।

১৯৫ ধারা। (ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭২ অবধি ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারামতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সম্বন্ধে হইয়া থাকে তাঁহার কিম্বা তিনি যাঁহার অধীন সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

সাধারণের ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে কোন২ অপরাধহেতুক অভিযোগের কথা।

(খ) উক্ত আইনের ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, কি ২২৮ ধারামতে যে২ অপরাধ দণ্ডনীয় তাহা কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বা তৎসম্বন্ধে করা গেলে ঐ আদালতের কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তদীয় অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

(গ) উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারায় যে কোন অপরাধের বর্ণনা আছে কিম্বা ৪৭১, ৪৭৫, কি ৪৭৬ ধারামতে যে২ অপরাধের দণ্ড হইতে পারে কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন পক্ষ সেই অপরাধ করিলে ঐ আদালত কিম্বা ঐ আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তদীয় অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে কোন আদালত অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না।

যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা।

এই ধারায় যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে তাহা সাধারণ কথায় ব্যক্ত হইতে পারিবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে আদালতে কি অন্যস্থানে ও যে সূত্রে অপরাধ করা যায় যথাসাধ্য তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অনুমতি প্রদত্ত হইলে, বৃত্তান্ত দৃষ্টে অন্যতর অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া যদি প্রকাশ হয় তবে যে আদালত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন উল্লিখিত অন্য অপরাধ ধরিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করণার্থে সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবে।

এই ধারামতে যে অনুমতি দেওয়া যায় বা অস্বীকার করা যায় অনুমতি দাতা বা অস্বীকারকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে কর্ত্তৃপক্ষের অধীন সেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহা রহিত করিতে পারিবেন। সেই অনুমতি দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না।

ছোট আদালত ভিন্ন প্রত্যেক আদালত হইতে সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হয়, এই ধারার কার্য্যপক্ষে প্রথমোক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

রাজধানী নগরের ছোট আদালত হাইকোর্টের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং প্রত্যেক ছোট আদালত যে সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে সেই খণ্ডের সেশন আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা

১৯৬ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২৭ ধারাভিন্ন ৬ অধ্যায়মতে দণ্ডনীয় কিম্বা উক্ত আইনের ২৯৪ক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের নালিশ হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কিম্বা দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ নালিশ উপস্থিত করা না গেলে কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

বিচারকর্ত্তাদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা।

১৯৭ ধারা। বিচারকর্ত্তাস্বরূপ কোন বিচারকর্ত্তার নামে কিম্বা রাজকীয় অন্য যে কার্য্যকারক ভারতবর্ষীয় কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা অবস্থত হইতে না পারেন এমত কার্য্যকারকস্বরূপ তাঁহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবস্থত করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন সেই গবর্ণমেণ্ট কিম্বা উক্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের অনুমতি ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্ত্তা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক যে আদালতের কিম্বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের অধীন থাকেন উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তদ্রূপ অভিযোগ করিবার অনুমতি করিবার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া না থাকিলে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ঐ অভিযোগ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

অভিযোগ-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ও যে প্রকারে উক্ত বিচারকর্ত্তা কি রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বন্ধীয় অভিযোগ চালাইতে হইবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিতে পারিবেন, এবং যে আদালতের সম্মুখে বিচার হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

চুক্তিভঙ্গ ও অপবাদ ও বিবাহসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯ কি ২১ অধ্যায়ের মধ্যে কি ৪৯৩ অবধি ৪৯৬ পর্য্যন্ত ধারার মধ্যে যেং অপরাধ পড়ে ঐ অপরাধক্রমে ক্ষতিগ্রস্থ কোন ব্যক্তির দ্বারা নালিশ না হইলে কোন আদালতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

পরদার সংক্রান্ত কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুসলাইয়া লওন বিষয়ক অভিযোগের কথা।

১৯৯ ধারা। স্ত্রীলোকের স্বামী কি তাহার অনুপস্থানে যে সময়ে অপরাধ হয় সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে ঐ স্ত্রীলোকের যিনি রক্ষক থাকেন তিনি নালিশ না করিলে, কোন আদালতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭ কি ৪৯৮ ধারামত অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

---

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

বাদির পরীক্ষা লইবার কথা।

২০০ ধারা। নালিশ হইলে যে মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তিনি শপথ করাইয়া বাদির পরীক্ষা লইবেন, ও সেই পরীক্ষার মর্ম্ম লিখিয়া রাখা যাইবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন।

কিন্তু (ক) লিখিয়া নালিশ করা গেলে, ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের যে বাদির পরীক্ষা লইতে হইবে, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান হইবে না।

(খ) উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি শপথ করাইয়া কিম্বা না করাইয়া ঐ পরীক্ষা করিতে পারিবেন, এবং তাহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন নাই কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে নালিশের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(গ) ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট তাহা হস্তান্তর করেন তিনি বাদির পরীক্ষা লইয়া থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় তিনি বাদিকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন না।

মাজিষ্ট্রেট নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০১ ধারা। লিখিয়া নালিশ করা গিয়া থাকিলে এবং মাজিষ্ট্রেট ঐ নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে উপযুক্ত আদালতে দিবার নিমিত্ত সেই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি সহিত নালিশ ফিরাইয়া দিবেন।

২০২ ধারা। প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে সময়েহ ক্ষমতা দেন তিনি বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে বাদির পরীক্ষা লইবার পর নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাহার নামে নালিশ হইল তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করিয়া নালিশের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য আপনি নালিশের তদন্ত লইতে পারিবেন কিম্বা প্রথমে আপনার অধীন কোন কর্ম্মচারির কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের দ্বারা কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তিদ্বারা বিহিত বোধ করেন সেই ব্যক্তি দ্বারা ঐ নালিশের স্থানীয় অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা।

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ অনুসন্ধান লওয়া যায়, তবে এই আইনক্রমে থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা গেল ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, কেবল তাঁহার ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

২০৩ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করা বা উঠাইয়া দেওয়া যায় তিনি বাদির পরীক্ষা করিলে এবং ২০২ ধারামতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে তাহার ফল বিবেচনা করিয়া সেই বিষয়ে আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই বিবেচনা করিলে ঐ নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবেন।

নালিশ ডিসমিস করিবার কথা।

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

২০৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তাঁহার মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ থাকিলে দ্বিতীয় তফসীলের চতুর্থ ঘর দেখিয়া যদি প্রথমে সেই মোকদ্দমায় সমন দেওয়া উচিত বোধ হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন দিবেন। উক্ত ঘর দেখিয়া প্রথমে যদি ওয়ারেণ্ট দেওয়া উচিত বোধ হয় তবে তিনি আপনার কিম্বা সেই বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আনাইবার বা উপস্থিত করাইবার জন্যে ওয়ারেণ্ট দিতে অথবা উচিত বোধ করিলে সমন দিতে পারিবেন।

পরওয়ানা দিবার কথা।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ৯০ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

২০৫ ধারা। যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সমন দেন, উপযুক্ত কারণ জানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষের উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে তদন্তকারী বা বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনা মতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব প্রকৃত বিধানমতে তাহাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।

২০৬ ধারা। কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের কিম্বা হাই কোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হেতুক কোন ব্যক্তিকে ঐ আদালতে কি কোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে না।

২০৭ ধারা। সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমায় কি মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, সেই মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে যে তদন্ত লওয়া যায় তাহাতে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে।

সমর্পণার্থে প্রথম তদন্ত লইবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

২০৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট কেহ বাদী থাকিলে তাহার বক্তব্য গ্রহণ করিবেন ও অভিযোগের পক্ষে কি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় বা যাহা মাজিষ্ট্রেট তলব করেন তাহা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিবেন।

উপস্থিত সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

কোন সাক্ষীকে কি কোন দলীল কি অন্য বস্তু উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত বাদী কিম্বা যে কার্য্যকারক অভিযোগ চালান তিনি কি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন কিন্তু তদ্রূপ পরওয়ানা দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া, পরওয়ানা দিবেন না।

অন্য সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে আপনার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২০৯ ধারা। ২০৮ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় পদের উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ব্যাপার দেখা যায় তাহাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া

যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আপনার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এরূপ বোধ হইলে তিনি তদনুযায়ি কার্য্য করিবেন।

অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে, হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া, মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্বে কোন অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা।

২১০ ধারা। তদ্রূপ সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর এবং তদ্রূপ পরীক্ষা যদি করা যায় তাহা করা গেলে পর যদি মাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষরযুক্ত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার প্রতিলিপি বিনা খরচায় তাহাকে দেওয়া যাইবে।

বিচারকালে প্রতিবাদির পক্ষ সাক্ষিদের নাম নির্দ্দেশের কথা।

২১১ ধারা। বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য কাহাকে সমন করাইতে চাহিলে যাহাদিগকে সমন করাইতে চাহে, তৎক্ষণেই তাহাদিগের নাম মাজিষ্ট্রেটকে জানাইতে কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইবে।

অন্য নামনির্দ্দেশের কথা।

মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষিদের নামের আর এক ফর্দ্দ দিবার অনুমতি দিতে পারেন; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাই কোর্টের সম্মুখে সমর্পণ করা গেলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকালে সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য ব্যক্তিদের নামে সমন দেওয়াইতে বাঞ্ছা করিলে, বিচার হইবার পূর্ব্বে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহেবকে তাহাদের নামের নির্ঘণ্ট দিবার কোন বাধা আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত বোধ হইবে না।

মাজিষ্ট্রেটের তদ্রূপ সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১২ ধারা। ২১১ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটকে যে সাক্ষিদের নামের ফর্দ্দ দেওয়া যায় স্বীয় বিবেচনামতে তিনি তন্মধ্যে কোন সাক্ষিকে সমন দিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

২১৩ ধারা। ২১১ ধারামতে ফর্দ্দ দিবার আদেশ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি হইলেও সে তাহা না দিলে অথবা সে তদ্রূপ ফর্দ্দ দিলেও, মাজিষ্ট্রেট যাহাদের পরীক্ষা লইতে চাহেন তন্মধ্যে এমন সাক্ষী যদি থাকে তাহাদিগকে ২১২ ধারামতে সমন করিয়া পরীক্ষা করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট হাই কোর্টে কি, স্থলাবশেষে, সেশন আদালতে বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে ঐ আজ্ঞাতে তদ্রূপ সমর্পণ করিবার হেতু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত রাজধানী নগরের বাহিরে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা।

২১৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হলে যদি তাহার নামে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই অভিযোগ হয় যে, যে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা একই ব্যাপার মূলক তদ্রূপ অভিযোগে হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইবে কিম্বা হাই কোর্টে যাহার বিচার হইবে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সে অপরাধ করিয়াছে, ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বোধ করেন, তবে তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন, সেশন আদালতে নয়।

২১৩ কি ২১৪ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা।

২১৫ ধারা। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে একবার বিচারার্থে সমর্পণ করিলে কেবল হাই কোর্ট তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহাও কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে প্রতিবাদির সাক্ষিদিগকে সমন দিবার কথা।

২১৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ২১১ ধারামতে সাক্ষিদের নামের নির্ঘণ্টপত্র দিলে ও তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ ফর্দ্দের লিখিত যে সাক্ষিদিগকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করান নাই যে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে সমর্পিত হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সেই আদালতে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে সমর্পণ করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের জন্য উক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিবার কার্য্য রাখিয়া দিতে পারিবেন; এবং তদনুসারে উক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করা যাইতে পারিবে।

অনাবশ্যক সাক্ষির খরচা আমানৎ না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

পরন্তু কেবল কষ্ট দিবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিবার জন্য সাক্ষিদের নাম নির্ঘণ্টে কোন ব্যক্তির নাম লেখা গিয়াছে মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এমত জ্ঞান জন্মাইবার উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ না জন্মাইলে তিনি ঐ সাক্ষিদিগকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার হেতু লিখিয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে যত খরচ আবশ্যক জ্ঞান করেন তিনি ঐ সাক্ষিকে সমন করিবার পূর্ব্বে তত টাকা আমানত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

২১৭ ধারা। সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে যে বাদিদের ও অভিযোগের ও প্রতিবাদের সম্পর্ক যে সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাহারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে, সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার কিম্বা স্থলবিশেষ সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা গেলেই তাহারা উপস্থিত হইবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে।

বাদিদের ও সাক্ষিদের নিবন্ধপত্রের কথা।

কোন বাদী কি সাক্ষী সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে উপস্থিত হইতে, কিম্বা পূর্ব্ব আজ্ঞামত নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলে, যত কাল ঐ পত্র লিখিয়া না দেয় কিম্বা সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে তাহার যতকাল উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন না হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে তত কাল হেফাজতে রাখিতে পারিবেন। ঐরূপ প্রয়োজন হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে প্রহরির জিম্মায় সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন।

উপস্থিত হইতে কি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে রাখিবার কথা।

২১৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে কার্য্যকারক এতৎ পক্ষে নিযুক্ত হন তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্র দিয়া ঐ সমর্পণ হইবার কথা জানাইয়া অভিযোগপত্রের পাঠানুসারে অপরাধজ্ঞাপকপত্র দিবেন। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রত্যয় জন্মে যে উক্ত কার্য্যকারক সমর্পণ হইবার ও অভিযোগপত্রের পাঠ অবগত আছেন, তবে তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্রাদি দিবেন না।

মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে জ্ঞাত করিবার কথা।

এবং যে অভিযোগপত্র ও তদন্তের কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র কি অন্য দ্রব্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা আবশ্যক হয় তাহা ঐ মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কিম্বা (হাই কোর্টে সমর্পণ হইয়া থাকিলে) ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহেবের বা এতৎপক্ষে হাই কোর্টের নিযুক্ত অন্য কর্ম্মকারকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাই কোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা।

যখন হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায়, নথীর অংশবিশেষ যদি ইংরাজী ভাষায় লিখিত না হয়, তবে নথীর সঙ্গে ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইতে হইবে।

ইংরাজী অনুবাদ হাই কোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা।

২১৯ ধারা। সমর্পণ হইবার পর ও বিচারকার্য্যের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট অতিরিক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা করিতে পারিবেন, ও পূর্ব্বোক্ত রীত প্রকারে তাহাদিগকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

হইতে পারিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে ঐ পরীক্ষা লওয়া যাইবে ও মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চাহে তাহাকে বিনাখরচে ঐ সাক্ষিদের জবানবন্দীর নকল দেওয়া যাইবে।

২২০ ধারা। বিচারের অপেক্ষায় ও বিচারকালে মাজিষ্ট্রেট হাজির জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা হেফাজতে সমর্পণ করিবেন।

বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখিবার কথা।

---

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

২২১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় এই আইনমত অভিযোগপত্রে তাহা ব্যক্ত থাকিবে।

অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম থাকিলে, অভিযোগপত্রে কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

অপরাধের বিশেষ নামই বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে প্রতিবাদির নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহা যেন সে জানিতে পায় এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দ্দেশকরণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে তাহার কথা।

যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায়, অভিযোগপত্রে সেই আইনের সেই ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইনসংক্রান্ত যে২ নিয়ম না থাকিলে আইনমতে ঐ অভিযোগের অপরাধ হয় না, সেই স্থলে ঐ২ নিয়ম যে পূর্ণ হইলে ঐ অভিযোগই ইহার বর্ণনার তুল্য।

অভিযোগপত্রে যে অনুমান হইবে তাহার কথা।

রাজধানী নগর সমূহে অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইবে; অন্যত্র অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় লেখা যাইবে।

অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।

পূর্ব্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাহার বৃদ্ধি কি হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে যদি পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধ প্রমাণ করিবার কল্পনা থাকে, তবে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা ও যে তারিখে ও স্থানে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে। প্রথমে যদি না লেখা গিয়া থাকে তবে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা আদালত অভিযোগপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আমজের নামে বলরামকে বধকরণাভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উক্ত অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে সেই অর্থের মধ্যে আমজের কর্ম আইসে ও দণ্ড বিধির আইনের সাধারণ বর্জিত কথার মধ্যে আইসে না, ও ৩০০ ধারায় যে পাঁচটি বর্জিত কথা আছে তাহার কোন কথার মধ্যে আইসে না কিম্বা প্রথম বর্জিত কথার মধ্যে যদিও আইসে তথাপি ঐ বর্জিত কথার তিন উপবিধির মধ্যে অন্যতর উপবিধি ঐ অভিযোগের প্রতি খাটে, উক্ত অভিযোগই ঐ সকল কথার বর্ণনার তুল্য।

(খ) আমজ গুলিছুড়িবার যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হয়। এই স্থলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের বিধান হয় নাই ও সাধারণ বর্জিত কথা ঐ অপরাধের প্রতি বর্ত্তে না, উক্ত অভিযোগই এমত বর্ণনা তুল্য।

(গ) আমজের নামে বধ বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদারগমন বা অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে ঐ২ অপরাধের যে২ অর্থনির্ণয় হইয়াছে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ না হইয়া আমজ বধ করিয়াছে বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদার গমন করিয়াছে বা অপরাধঘটিত ভয় দর্শাইয়াছে বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এই২ বর্ণনা থাকিতে পারে; কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারামতে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করাতে উদ্যত হইলে আমজ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয়ের বাধা দিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৪ ধারাক্রমে আমজের নামে অভিযোগ হয়। তদ্রূপ কথা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কিরূপ অভিযোগ হইল এই কথা তাহার যুক্তিসিদ্ধ রূপ বিশিষ্টমতে জানিবার জন্যে কথিত অপরাধ হইবার সময়ের ও স্থানের ও কোন ব্যক্তির বিপক্ষে হইলে যে ব্যক্তির বিপক্ষে বা কোন দ্রব্য সম্বন্ধে হইলে যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে তাহার নামাদির বৃত্তান্ত যত দূর লেখা প্রয়োজন অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে।

সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা।

২২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয় যদি মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ২২১ ও ২২২ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তি সেই কথা বিশিষ্টমতে জানিতে না পারে, তবে কথিত অপরাধ যে প্রকারে করা গিয়াছিল ইহার বিশেষ যে কথা লিখিলে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সফল হয় তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা যে স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আমজের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক দ্রব্য চুরি করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে চুরি হইয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া আমজের নামে অভিযোগ হইলে আমজ যে প্রকারে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

(গ) আমজের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইলে আমজের সাক্ষ্যের যে অংশ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইল অভিযোগপত্রে সেই অংশ লিখিতে হইবে।

(ঘ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমন সময়ে আমজ অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল বলিয়া আমজের নামে অভিযোগ হইলে বলরামের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ সময়ে আমজ কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) আমজ অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার নাম অভিযোগ হইলে, আমজ কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(চ) বলরামের দণ্ড না হয় এই উদ্দেশে আমজ আইনের কোন আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। যে কার্য্য দ্বারা আজ্ঞার অমান্যতা হইয়াছে ও যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

২২৪ ধারা। প্রত্যেক অভিযোগপত্রে কোন অপরাধ বর্ণনা করিতে যে২ শব্দের ব্যবহার হয় ঐ অপরাধ যে আইনমতে দণ্ডনীয় সেই আইনে সেই২ শব্দের যে২ অর্থ আছে অভিযোগপত্রে সেই২ অর্থে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবার কথা।

২২৫ ধারা। অপরাধ যে প্রকারে লেখা যায় কিম্বা অভিযোগপত্রে যে বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ হইল তাহা লিখিতে কোন ভ্রম হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা ঐ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হইলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুতঃ ভ্রম না হইয়া থাকে তবে মোকদ্দমার বিচার করণের কোন কালে ঐ ভ্রম কি ত্রুটি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

ভ্রমের ফলের কথা।

উদাহরণ।

(ক) আমজের নিকট কৃত্রিম মুদ্রা ছিল ও আমজ যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল। কিন্তু অভিযোগপত্রে "প্রতারণাভাবে" কথা লেখা যায় নাই। সেই শব্দ না লেখাতে আমজের বস্তুতঃ ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(খ) আমজের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয় কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল এই কথা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই কিম্বা অশুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে। আমজ প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষিদিগকে ডাকিল ও আপনার মনোগত সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানাইল। আদালত ইহা দেখিয়া সেই বঞ্চনা কার্য্য যে প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা না লেখা গুরুতরনয় বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(গ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করা করিয়াছিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দের ও বলরামের মধ্যে অনেক ব্যাপার চলিত, অতএব কোন্ ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল আনন্দ তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এই স্থলে বঞ্চনা কি প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঘ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে খোদাবক্সকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। হত ব্যক্তির প্রকৃত নাম হায়দরবক্স ও ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে তাহাকে বধ করা যায়। কিন্তু আনন্দের নামে সেই একটী বধাপরাধ ভিন্ন অন্য বধাপরাধের অভিযোগ হয় নাই, ও কেবল হায়দরবক্সের বধের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত লওয়া গেলে আনন্দ উপস্থিত হইয়াও তাহা শুনিল। এই বৃত্তান্ত দৃষ্টে আনন্দের ভ্রম হয় নাই ও অভিযোগপত্রে যে ভুল ছিল তাহা গুরুতর নয় আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঙ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে হায়দরবক্সকে বধ করে ও খোদাবক্স তাহাকে ধরিতে গেলে ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে তাহাকেও বধ করে, আনন্দের নামে এই অভিযোগ হইল। হায়দরবক্সকে বধ করিবার অভিযোগে খোদাবক্সকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহার বিচার হয়। তাহার সপক্ষে যে সাক্ষিরা উপস্থিত ছিল তাহারাও হায়দরবক্সের বধের মোকদ্দমার সাক্ষী। ইহাতে আনন্দের ভ্রম হইয়াছে ও গুরুতর ভুল হইয়াছে আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

২২৬ ধারা। অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিজনক অভিযোগপত্র সহিত বিচারার্থে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে আদালত বা হাই কোর্ট হইলে ক্লার্ক অফদি ক্রোন এই আইনে অভিযোগপত্র লিখিবার পাঠের বিষয়ে যে২ বিধি আছে সেই২ বিধিতে মনোযোগ করিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে বা স্থল বিশেষে তাহা পরিবর্দ্ধিত বা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৭ ধারা। কোন আদালতের নিষ্পত্তি প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, কিম্বা সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে মোকদ্দমার বিচার হইলে জুরির মীমাংসা জানাইবার কিম্বা আসেসরদের মত ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ আদালত কোন অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

পরিবর্ত্তিত কথা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

২২৮ ধারা। ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে অভিযোগপত্র যেরূপে প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ করিবার বা অভিযোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই, যদি আদালতের এমত বিবেচনা হয়, তবে ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে ঐ অভিযোগপত্র প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তিত হইলে পর সেই নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র প্রথম অভিযোগপত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন।

যে২ স্থলে পরিবর্ত্তন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা।

২২৯ ধারা। যদি নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র এরূপ হয় যে তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলে পূর্ব্বোক্তমত অভিযুক্ত ব্যক্তির বা অভিযোক্তার কার্য্যের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আদালত এমত বিবেচনা করেন, নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা যত কাল আবশ্যক তত কাল বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

যে স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৩০ ধারা। নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রে যে অপরাধ ব্যক্ত হয় তদ্ধেতুক প্রথমে অনুমতি পাওয়া আবশ্যক হইলে, যতকাল ঐ অনুমতি পাওয়া না যায় ততকাল মোকদ্দমার কার্য্য চলিবে না; কিন্তু পরিবর্ত্তিত অভিযোগ যে বৃত্তান্ত মূলক হয় সেই বৃত্তান্ত মতে অভিযোগ করিবার অনুমতি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে মোকদ্দমা চলিতে পারিবে।

পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক অনুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা।

২৩১ ধারা। বিচারারম্ভ হইবার পর অভিযোগপত্রের পরিবর্ত্তন হইলে পূর্ব্বে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া বা সমন করিয়া সেই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার অনুমতি পাইবেন।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা।

২৩২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে বস্তুতঃ অভিযোগপত্র না থাকাতে বা অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকাতে তাহার প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে আপীল আদালতের কিম্বা সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কিম্বা ২৭ অধ্যায়মত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করত হাই কোর্টের এমত মত হইলে, ঐ২ আদালত সেই অভিযোগপত্র যদ্রূপে প্রস্তুত করা উচিত বোধ করেন তদ্রূপে প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন।

গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইল তদনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রকৃত অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না ঐ আদালতের এই মত হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৬ ধারামতে আনন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, কিন্তু সে দুষ্টভাবে সত্য কি প্রকৃত বলিয়া যে প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছে কি করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই প্রমাণটি সে মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিত ইহা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দ সেই কথা জানিত কিন্তু অভিযোগপত্রে তাহার সেই জ্ঞানের কথা লেখা না থাকাতে তাহার প্রতিবাদ করণের ভ্রম হইয়াছে আদালত এই অনুভব করিলে সংশোধিত অভিযোগপত্রানুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিক কার্য্য দ্বারা আনন্দের সেই কথা জ্ঞাত না থাকা অনুমান হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা।

ভিন্ন২ অপরাধে ভিন্ন২ অভিযোগ হইবার কথা।

২৩৩ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে যেং স্বতন্ত্র অপরাধের নালিশ হয় তাহার ভিন্ন২ অভিযোগ থাকিবে এবং ২৩৪ ও ২৩৫ ও ২৩৬ ও ২৩৯ ধারার উল্লিখিত স্থলভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ এক সময়ে চুরি করিয়াছে ও অন্য সময়ে গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার নামে চুরি করণের ও গুরুতর পীড়া জন্মাওনের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

এক বৎসরের মধ্যে একই প্রকারের অপরাধ তিনবার করিবার অভিযোগ একত্র হইতে পারিবার কথা।

২৩৪ ধারা। কোন ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত একই প্রকারের একাধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে তিন বারের অনধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একই সময়ে হইতে পারিবে।

যেং অপরাধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কিম্বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের একই ধারামতে একই পরিমাণের দণ্ড হইতে পারে সেই২ অপরাধ একই প্রকারের অপরাধ।

১। দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা।

২৩৫ ধারা। ১ প্রকরণ। কএক ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই ব্যাপার হইলে ও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়া ঘটিত দুই কি তদধিক অপরাধ করা গেলে, সেই ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে।

২। একই অপরাধ দুইসংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা।

২ প্রকরণ। যৎকালের প্রচলিত যে আইনমতে অপরাধের অর্থনির্ণয় ও দণ্ড হয় এমন কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একই ক্রিয়া আইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচার কালে বিচার হইতে পারিবে।

৩। নানা ক্রিয়ার দ্বারা এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে তাহার কথা।

৩ প্রকরণ। অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কএক ক্রিয়া স্বতই অপরাধ হইলে ও সেই ক্রিয়া সমষ্টিতে বিভিন্ন এক অপরাধ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত ক্রিয়া সমষ্টিতে যে অপরাধ হয় সেই অপরাধের কিম্বা উক্ত এক কি কএক ক্রিয়ায় যে কোন অপরাধ হয় সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচার কালে বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭১ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

প্রথম প্রকরণের।

(ক) বলরাম আইনমত হেফাজতে ছিল, আনন্দ তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং বলরাম চন্দ্র নামক যে কনষ্টবলের হেফাজতে ছিল তাহার গুরুতর পীড়া জন্মাইল। এমত স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের অভিযোগ হইয়া বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে দিনমানে পরগৃহ প্রবেশ করিয়া সেই গৃহ প্রবিষ্ট হইলে বলরামের স্ত্রীতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(গ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে চন্দ্রের স্ত্রী বামাকে ফুসলাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঘ) আনন্দের নিকট অনেক কৃত্রিম মোহর আছে। আনন্দ সে গুলি কৃত্রিম বলিয়া জানে ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ভিন্ন২ জাল কার্য্যের নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করিতে তাহার ইচ্ছা আছে। এই স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৭৩ ধারামতে তাহার নিকট থাকা এক২ মোহরের নিমিত্ত তাহার নামে পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার পৃথক২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ঙ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরো বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহারনামে মিথ্যা অভিযোগ করে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে আনন্দের নামে পৃথকরূপে দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(চ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ বলরামের হানি করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। বিচারকালে আনন্দ বলরামের প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে বলরামের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ও ১৯৪ ধারামতে পৃথক২ অপরাধের অভিযোগ ও সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ অন্য ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া হাঙ্গামা করণ ও গুরুতর পীড়া জন্মাওন অপরাধ এবং রাজকীয় কার্য্যকারক ঐ হাঙ্গামা নিবৃত্ত করিবারউদ্যোগ করিলে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৪৭ ও ৩২৫ ও ১৫২ ধারামত অপরাধের পৃথক অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(জ) আনন্দ একই সময়ে বলরামকে ও চন্দ্রকে ও দীননাথকে ভীত করিবারনিমিত্ত তাহাদের শারীরিক হানির ভয় দর্শাইল। উক্ত তিন ব্যক্তির বিপক্ষে যে তিনটি অপরাধ হইল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারামতে তাহার নামে তদন্তর্গত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও প্রত্যেক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ক) অবধি (জ) পর্য্যন্ত উদাহরণে যে স্বতন্ত্র২ অভিযোগের উল্লেখ হইল তাহার এক কালে বিচার হইতে পারিবে।

২ প্রকরণের।

(ঝ) আনন্দ অন্যায়মতে বলরামকে বেত্রাঘাত করে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২ ও ৩২৩ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঞ) কএক বস্তা শস্য চুরি হইয়া আনন্দকে ও বলরামকে লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেওয়া যায়। তাহারা ও সেই শস্য চোরা দ্রব্য জানিয়া নরাইর নকল চাউলের নীচে লুকা. ইয়া রাখিবার কার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পর সাহায্য করিল। আনন্দের ও বলরামের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আই-নের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহাদের সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ট) অন্নদা তাহার সন্তান ফেলাইয়া যায় ও জানে যে তাহাতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ঐরূপে ফেলাইয়া যাওয়াতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হয়। অন্নদার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩১৭ ও ৩০৪ ধারামত অপ-রাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঠ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারকের ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৬৭ ধারামত অপরাধ নির্ণয় হয় এই নিমিত্ত আনন্দ দুষ্টভাবে প্রমাণস্বরূপ জালকরা দলীল উপস্থিত করিল। ঐ আইনের ৪৭১ ধারার সহিত ৪৬৬ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে ৪৭১ ও ১৯৬ ধারামত অপরাধের পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার পৃথক২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

৩ প্রকরণের।

(ড) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করে ও সেই কার্য্য-করণে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পীড়া জন্মায়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ও ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

২৩৬ ধারা। একই ক্রিয়ার কিম্বা ক্রিয়াসংযোগের ভাবদৃষ্টে যে২ বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহাতে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন্ অপরাধটি হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহার সমুদয় কি অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পা-রিবে ও সেই২ অভিযোগের মধ্যে একই সময়ে তাহার কোন সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে।

কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা।

উদাহরণ।

যে ক্রিয়া চৌর্য্য হইতে পারে বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা অপ-রাধভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করণ বা বঞ্চনা অপরাধও হইতে পারে আনন্দের নামে এমত ক্রিয়ার অভিযোগ হয়। তাহার নামে চৌর্য্য ও চোরা দ্রব্য গ্রহণ ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাত-কতা ও বঞ্চনা করণ অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য্য কি চোরা দ্রব্য গ্রহণ কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘা-তকতাকরণ কিম্বা বঞ্চনা করণ ইহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে।

২৩৭ ধারা। ২৩৬ ধারার লিখিত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং ঐ ধারার বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত সে ঐ অন্য অপরাধ করিয়াছে প্রমাণদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভি-যোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয় কিন্তু সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিম্বা চোরাদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে তাহার নামে ঐ২ অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা স্থলবিশেষে চোরাদ্রব্য গ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৩৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধ অনেক ক্রিয়ার সমষ্টি সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া অভিযোগের এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে অংশের প্রমাণ হয় তাহাই অন্য ক্ষুদ্রতর অপরা-ধের তুল্য হইলে, তাহার যে ক্ষুদ্রতর অপরাধ প্রমাণ হইল তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হই-লেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা।

কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যদি তিনি এরূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে পারেন যাহাতে উক্ত ক্ষুদ্রতর অপরাধে পরিণত হয় তাহার নামে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

১৯৮ বা ১৯৯ ধারার আদেশমত নালিশ করা না গেলে, উক্ত ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় করি-বার ক্ষমতা দেওয়া গেল, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মুটিয়া বলিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক কোন দ্রব্য দেওয়া গেলে সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৭ ধারামতে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া ৪০৬ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিন্তু মুটিয়া বলিয়া ঐ দ্রব্য বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে দেওয়া যায় নাই ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ গুরুতর পীড়া জন্মাইছেন বলিয়া তাহার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামত অভিযোগ হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে অকস্মাৎ অত্যন্ত রাগজনক ব্যাপার ঘটাতে তিনি ঐ কার্য্য করেন। দণ্ডবিধি আইনের ৩৩৫ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৩৯ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তির নামে একই অপরাধের কিম্বা একই ব্যাপা-রে ভিন্ন২ অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা কিঁ অপরাধ করি-বার উদ্যোগ করণের অভিযোগ হইলে, আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদের নামে একত্র বা স্বতন্ত্র অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বভাগের বিধান থাটিবে।

যে২ ব্যক্তিদের অভি-যোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহাদের কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে একই বধাপরাধের নালিশ হয়। উভয়ের নামে একই অভিযোগপত্র হইতে পারে ও উভয়ের এককালে বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আমন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে দস্যুতার নালিশ হয়। সেই দস্যুতা করণ সময়ে আমন্দ কোন ব্যক্তিকে বধ করে, তাহাতে বলরামের সম্পর্ক ছিলনা। এমন স্থলে দস্যুতা করণের অভিযোগে আমন্দ ও বলরামের একত্র বিচার হইতে এবং বধাপরাধের নিমিত্ত কেবল আমন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আমন্দ ও বলরাম একই চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া দুই জনের নামে নালিশ হয়; ও সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। যে নালিশমতে আমন্দ ও বলরাম দুই জনের চৌর্য্যাপরাধ করিবার অভিযোগ হইল সেই অভিযোগে দুই জনের একত্র বিচার এবং অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধে কেবল বলরামের বিচার হইতে পারিবে।

২৪০ ধারা। একই ব্যক্তির নামে দুই কি ততধিক অভিযোগ হইয়া তন্মধ্যে এক কি অধিক অভিযোগমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে বাদী কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকারক অভিযোগের কার্য্য চালান তিনি আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট এক কি অধিক অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন কিম্বা আদালত আপন ইচ্ছামতে ঐ অভিযোগের তদন্ত লওন কি বিচারকার্য্যে নিরস্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপ উঠাইয়া লওয়া গেলে সেই কিম্বা সেই২ অভিযোগে মুক্ত হইবার ন্যায় ফল হইবে।

অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা।

কিন্তু যদি অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে যে আদালত তাহা অসিদ্ধ করেন সেই আদালতের আজ্ঞাধীনে উক্ত আদালত ঐরূপে উঠাইয়া লওয়া এক কি অধিক অভিযোগের তদন্ত লওন বা বিচারকার্য্য চালাইতে পারিবেন।

২০ বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২৪১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় এই প্রণালীমতে কর্ম্ম করিবেন।

সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে আনা গেলে তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে ও তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পার কি না। কিন্তু রীতিমত অভিযোগপত্র লেখা আবশ্যক হইবে না।

অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা।

২৪৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে যত দূর সম্ভব তাহার ব্যবহৃত শব্দে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না যাইবে সে ইহার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে অপরাধনির্ণয়ের কথা।

২৪৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাঁহার কথা ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহাও শুনিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে প্রতিবাদের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে তাহাও শুনিবেন।

তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট, বাদির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে, উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

বিচারের কার্য্য পক্ষে সাক্ষির উপস্থিত হইবার যে খরচ যুক্তিমতে লাগিতে পারে, মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থনামতে সমন দিবার পূর্ব্বে আদালতে ঐ খরচ আমানৎ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৪৫ ধারা। ২৪৪ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং অন্য যে সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছামতে উপস্থিত করান তাহা লইয়া ও বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইয়া মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

মুক্তকরণের কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

দণ্ডাজ্ঞার কথা।

২৪৬ ধারা। নালিশের কি সমনের ভাব যেরূপ হউক না কেন, স্বীকৃত কি প্রামাণীকৃত বৃত্তান্ত দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়, মাজিষ্ট্রেট ২৪৩ কি ২৪৫ ধারামতে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা।

২৪৭ ধারা। নালিশক্রমে সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে মোকদ্দমার শুনানী হয় সেই দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে, মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে তারিখান্তরের কথা থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন। কিন্তু তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

২৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবার উপযুক্ত হেতু আছে এই বিষয়ে বাদী মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে তিনি ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন।

নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৪৯ ধারা। নালিশ [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] উপস্থিত করা গেলে, [illegible] কোন [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট আদেশের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট হেতু লিপিবদ্ধ করত স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করণের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন সময়ে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

২৫০ ধারা। নালিশ ক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, যদি মাজিষ্ট্রেট ২৪৫ কি ২৪৭ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করেন, ও বিবেচনা করেন যে অভিযোগ তুচ্ছ কি দুঃখদায়ক মাত্র, তিনি স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের হানি পুরণের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা ন্যায্য বোধ করেন ঐ বাদির প্রতি তত টাকা দিবার আজ্ঞাও করিতে পারিবেন।

তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগের কথা।

তদ্রূপে যে টাকা দিবার আজ্ঞা করা যায়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে; কিন্তু তদ্রূপ আদায় করা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে বাদির ত্রিশ দিনের অনধিক সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে।

ঐ হানি পুরণের টাকা আদায় করিবার কথা।

পরে সেই বিষয় সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে হানিপূরণ দিবার সময়ে, এই ধারামতে হানিপূরণস্বরূপ কোন টাকা দেওয়া বা আদায় করা গিয়া থাকিলে আদালত তাহা বিবেচনাধীনে লইবেন।

---

২১ একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারেন্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

২৫১ ধারা। যে মোকদ্দমায় ওয়ারেন্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটেরা সেই মোকদ্দমার বিচার কালে এই প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারেন্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৫২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি, উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে, মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহার কথা শুনিবেন, ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিবেন।

অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্যের কথা।

[illegible] মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানে ও অভিযোগের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট বাদির স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়া তাহাদের যত জনকে আবশ্যক বোধ করেন তত জনকে আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করিবেন।

২৫৩ ধারা। ২৫২ ধারার উল্লিখিত সমুদয় সাক্ষ্য গ্রহণ হইলে পর, এবং মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক তাহা লওয়া গেলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তিসম্বন্ধে এমন কিছু প্রমাণ হয় নাই যাহার বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে হয় মাজিষ্ট্রেট ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে, তাহার হেতু লিখিয়া মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্বে কোন সময়ে অপরাধিকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

২৫৪ ধারা। উক্ত সাক্ষ্য ও পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ গ্রহণ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার সমুচিত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

অপরাধের প্রমাণ আছে দেখা গেলে অভিযোগপত্র লিখিবার কথা।

২৫৫ ধারা। পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই অপরাধে অপরাধী, না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ।

উত্তরের কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেট সেই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনামতে, তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

২৫৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অপরাধী স্বীকার না করিলে অথবা বিচারের দাওয়া করিলে, তাহা প্রতিবাদির প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ও তাহার সপক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে ও প্রতিবাদ করিবার যে কোন সময়ে তাহার প্রতি আদালতে কিম্বা আদালতের সীমা সম্বন্ধে মধ্যে উপস্থিত অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদিগকে পুনরায় ডাকিয়া কূটপরীক্ষা করিতে অনুমতি হইবে।

প্রতিবাদের কথা।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে, তবে মাজিষ্ট্রেট তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন।

২৫৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমায় যাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমন কোন সাক্ষিকে পরীক্ষা বা কূট পরীক্ষার্থ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কোন পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনাপত্র কষ্ট দিবার বা বিলম্ব ঘটাইবার বা সুবিচারের উদ্দেশ্য

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

বিফল করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা গিয়াছে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত এরূপ বিবেচনা করিলে, তিনি এই হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

তদ্রূপ প্রার্থনামতে কোন সাক্ষিকে সমন দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত বিচারের নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত থাকিতে তাহার যে যুক্তিমত খরচা পড়ে তাহা আদালতে আমানত করা যায়।

মুক্ত করণের কথা।

২৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমার অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা গেলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করণের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

দোষী নির্ণয় করণের কথা।

ঐরূপ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা।

২৫৯ ধারা। নালিশক্রমে কার্য্যানুষ্ঠান হইলে মোকদ্দমা শুনিবার কোন নিরূপিত দিনে বাদী উপস্থিত না হইলেও আইনমতে অপরাধের রফা হইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে, পূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

---

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

২৬০ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও

(১) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং

(২) এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট এবং

(৩) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষম[illegible] প্রাপ্ত ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের কোন বেঞ্চ নিম্নলিখিত সমুদয় কি অন্যতর অপরাধের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন।

(ক) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাদণ্ড না হয় সেই অপরাধ।

(খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৬৪ ও ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে ওজন ও পরিমাপণ যন্ত্রবিষয়ক অপরাধ।

(গ) উক্ত আইনের ৩২৩ ধারামতে পীড়া জন্মাওন।

(ঘ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৩৭৯ বা ৩৮০ বা ৩৮১ ধারামতে চৌর্য্য।

(ঙ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১১ ধারামতে চোরাদ্রব্য গ্রহণ বা রাখা।

(চ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১৪ ধারামতে ঐ দ্রব্য গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণের সাহায্য করণ।

(ছ) উক্ত আইনের ৪২৭ ধারামতে অপকার করণ।

(জ) উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ।

(ঝ) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারামতে শান্তিভঙ্গ করাইবার উদ্দেশে অপমান করণ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।

(ঞ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ।

(ট) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

কিন্তু যে মোকদ্দমায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৩৭ ধারামতে অর্পিত বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন, সেই মোকদ্দমার সরাসরী বিচার হইবে না।

ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

২৬১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি নিম্নলিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(ক) যে সকল অপরাধ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭৭ ও ২৭৮ ও ২৭৯ ও ২৮৫ ও ২৮৬ ও ২৮৯ ও ২৯০ ও ২৯২ ও ২৯৩ ও ২৯৪ ও ৩২৩ ও ৩৩৪ ও ৩৩৬ ও ৩৪১ ও ৩৫২ ও ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারার বিরুদ্ধে হয়।

(খ) মুনিসিপাল আইনের বিপক্ষে ও পোলীস আইনের অন্তর্গত নগরপরিপাটীকরণসূচক ধারার বিপক্ষে যে২ অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারে সেই২ অপরাধ।

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তাকরণ।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

যে২ মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারান্ট দেওয়া যাইতে পারে সেই২ মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা।

২৬২ ধারা। এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে পশ্চাল্লিখিত যে২ মোকদ্দমা বর্জিত হইল তদ্ভিন্ন সমনের মোকদ্দমায় সমনের মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী চলিবে ও ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় ওয়ারন্টের মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী চলিবে।

কারাদণ্ডের মিয়াদের কথা।

এই অধ্যায়মতে অপরাধ নির্ণয় হইলে তিন মাসের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

যে মোকদ্দমায় আপীল নাই, সেই মোকদ্দমায় রিকার্ডের কথা।

২৬৩ ধারা। যে২ মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই২ মোকদ্দমায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই এবং রীতিমত অভিযোগপত্র ও লিখিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু তিনি কি তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে পাঠের আদেশ করেন সেই পাঠে এই২কথা লিখিবেন।

(ক) ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) যে তারিখে রিপোর্ট কি নালিশ করা যায় তাহা।

(ঘ) বাদী থাকিলে বাদির নাম।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(চ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা এবং ২৬০ ধারার (খ), (ঙ) বা (চ) প্রকরণের অন্তর্গত মোকদ্দমা হইলে যে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ করা হইয়াছে তাহার মূল্য।

(ছ) প্রতিবাদির উত্তর ও তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা।

(ঞ) দণ্ডের আজ্ঞা বা অন্য চূড়ান্ত আজ্ঞা, ও

(ট) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয় তাহা।

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

২৬৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেটের কি বেঞ্চের সরাসরীমতে বিচারিত কোন মোকদ্দমার উপর আপীল থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ যে সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিলেন দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সেই সাক্ষ্যের মর্ম্ম এবং ২৬৩ ধারার উল্লিখিত বিবরণ সহিত নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

এই ধারার মধ্যে যেং মোকদ্দমা আইসে তাহার সেই নিষ্পত্তি ভিন্ন অন্য রিকার্ড থাকিবে না।

রিকার্ড ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৬৫ ধারা। ২৬৩ ধারামতে যে রিকার্ড লেখা যায় ও ২৬৫ ধারামতে যে নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যায় হয় ইঙ্গরেজী ভাষায়, না হয় আদালতের ভাষায় অথবা বিচারপতি অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন সেই আদালতের আদেশ হইলে ঐ বিচারপতির স্বদেশীয় ভাষায় সেই রিকার্ড ও নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে।

বেঞ্চের কেরাণী রাখিতে পারিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটদের যে বেঞ্চ সরাসরীমতে অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, স্থানীয় গবর্নমেণ্ট ঐ বেঞ্চ অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন তাঁহাদিগকে সেই আদালতের নিযুক্ত এক জন আমলা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রিকার্ড কি নিষ্পত্তি লেখাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। রিকার্ড কি নিষ্পত্তি তদ্রূপে লিখিয়া দেওয়া গেলে ঐ বেঞ্চের যত জন উপস্থিত হইয়া ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালান তাঁহারা প্রত্যেকে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

---

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

"হাই কোর্ট" শব্দের অর্থের কথা।

২৬৬ ধারা। মহারাণী বিক্টরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে সকল হাই কোর্ট স্থাপন হইয়াছে কি হইবে, ৩০৭ ধারা ছাড়া এই অধ্যায়ে "হাই কোর্ট" শব্দে সেই সকল হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্য যে সকল আদালত এই অধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী হাই কোর্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সকল আদালত বুঝাইবে।

হাই কোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

২৬৭ ধারা। এই আইনমতে কোন হাই কোর্টে যত মোকদ্দমার বিচার হয়, সকলই জুরির সহযোগে হইবে;

এবং এই আইনমতে, কিম্বা মহারাণী বিক্টরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ক্রমে যে হাই কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে তাহার পেটেণ্টপত্রমতে, যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা হাই কোর্টের প্রতি অর্পিত হয়, এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, ঐ হাই কোর্ট আদেশ করিলে, জুরির সহযোগে সেই সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা।

২৬৮ ধারা। সেশন আদালতে যে বিচার হয়, তাহা জুরির দ্বারা অথবা দুই কি তদধিক জন আসেসরের সহকারিতায় করা যাইবে।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্নমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৬৯ ধারা। কোন জিলার সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ কোনং শ্রেণীর অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্নমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আদেশ প্রচার দ্বারা এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

কোন কোনটী জুরির বিচার্য্য ও কোন কোনটী নহে, এরূপ ভিন্নং অপরাধের নিমিত্ত এককালে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইলে জুরির দ্বারা তাহার প্রত্যেক অপরাধের বিচার হইবে।

সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা দ্বারা বিচারের কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা।

২৭০ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচার কালে রাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগের কার্য্য চালাইবেন।

(খ)।—কার্য্যারম্ভের বিধি।

বিচার আরম্ভ করণের কথা।

২৭১ ধারা। আদালত বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে অথবা তাহাকে সম্মুখে আনা যাইবে; ও তাহার নিকট অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই পত্রে লিখিত অপরাধের অপরাধী, না বিচার হইবার দাওয়া রাখ।

অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৭২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কি অপরাধী স্বীকার না করিলে কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করিলে, আদালত পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জুরি কিম্বা আসেসরদিগকে মনোনীত করিয়া বিচারের কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবেন।

অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত আপত্তি করিবার অধিকার মানিয়া আদালত জুরি কি আসেসরদিগকে পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের সহকারিতায় অভিযুক্ত যত জনের বিচার করা বিহিত জ্ঞান করেন ক্রমশঃ তত জনের বিচার করিতে পারিবেন।

জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্ত না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধির বিচার হইতে পারিবার কথা।

২৭৩ ধারা। হাই কোর্টের সম্মুখে বিচার হইলে, অভিযোগের কিম্বা তাহার কোন অংশের প্রতিপোষণ হইবার আইনমত প্রমাণ নাই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে হাই কোর্টের এরূপ বোধ হইলে, বিচারপতি অভিযোগপত্রের উপর সেই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দিতে পারিবেন।

অভিযোগের প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে তাহার কথা।

ঐ কথা লেখা গেলে ঐ অভিযোগপত্রের কিম্বা স্থল বিশেষে তাহার ঐ অংশের উপর কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত হইবে।

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা।

গ।—জুরি নির্ব্বাচনের বিধি।

২৭৪ ধারা। হাই কোর্টে বিচার হইলে নয় জন ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন জিলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জিলার মধ্যে বিশেষ কোন শ্রেণীর অপরাধ সম্পর্কে কোন আজ্ঞা করিলে, তদনুসারে তিন জনের ন্যূন ও নয় জনের অনধিক বিষম সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে।

কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা।

২৭৫ ধারা। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিচার হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিলে জুরির অধিকাংশ ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া হইবে।

সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

২৭৬ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে জুরির কর্ম্ম করিতে সমন করা যায় হাই কোর্ট সময়২ বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে গুটি বাঁট করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে।

গুটিবাঁট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।

উপবিধি। (১) কিন্তু এইক্ষণে কোন জুরি মনোনীত করিবার বিষয়ে যে রীতি কোন আদালতে প্রচলিত আছে, যত দিন উক্ত আদালতের নিমিত্ত এই ধারামত বিধি প্রচার না হয় তত দিন সেই রীতি চলিবে।

বর্ত্তমান রীতি চলিবার কথা।

(২) জুরিতে যত জন লোকের প্রয়োজন যাঁহাদিগকে সমন করা গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে তত জন না থাকিলে, অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন আদালতের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক মনোনীত করিয়া, সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারিবে।

যাঁহাদিগকে সমন দেওয়া যায় নাই তাঁহাদিগকে কখন্ গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার কথা।

(৩) কোন রাজধানীতে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে

(ক) যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে তাহার নাবে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে, কিম্বা

বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা।

(খ) অন্য কোন স্থলে হাই কোর্টের এক জন জজ আদেশ করিলে, পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট বিশেষ জুরির ফর্দ্দ হইতে জুররদিগকে মনোনীত করা যাইবে।

২৭৭ ধারা। জুরির এক২ ব্যক্তি মনোনীত হইলে, তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকা যাইবে; ও উপস্থিত হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হইবার কোন আপত্তি আছে কি না।

জুরির নাম ডাকিবার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্তা জুরির ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন, ও তাঁহার সেই আপত্তির কারণ জানাইতে হইবে।

জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা।

কিন্তু হাই কোর্টে মহারাণীর পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে, ও অভিযুক্ত একই কি সকল ব্যক্তির পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার অনুমতি থাকিবে।

কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার কথা।

২৭৮ ধারা। পশ্চাল্লিখিত কোন কারণে জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে আপত্তি করা যায় তাহা আদালতের হৃদ্বোধজনক হইলে গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ,

আপত্তির কারণের কথা।

(ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অনুমান কিম্বা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যে আপত্তি।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের বিষয়ে আপত্তি, যথা তিনি ভিন্নদেশীয় লোক, কিম্বা প্রচলিত কোন আইনমতে কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন বিধিমতে যেই গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার এমত কোন গুণের অভাব আছে, কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৬০ বৎসরের অধিক, বলিয়া যে আপত্তি।

(গ) তিনি আচারক্রমে কিম্বা ধর্ম্মসংক্রান্ত মানত করিয়া সাংসারিক সমস্ত বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন।

(ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতের কি তাহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন।

(ঙ) তিনি পোলীস সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার প্রতি পোলীস সংক্রান্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

(চ) যে অপরাধ হেতুক তিনি আদালতের বিবেচনামতে জুরির কর্ম্ম করিতে অযোগ্য হন, তাঁহার এমত কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে।

(ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা দোভাষী যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

(জ) আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে গতিক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুরের কর্ম্ম করা অনুচিত হয় এমত কোন গতিক থাকার হেতু।

আপত্তি, নিষ্পত্তির কথা।

২৭৯ ধারা। কোন জুরর সম্বন্ধে যে আপত্তি করা যায় সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না, এই বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন, ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও চূড়ান্ত হইবে।

যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয় তাহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা।

আপত্তি গ্রাহ্য হইলে জুরিকে ডাকিবার সমনমতে অন্য যে ব্যক্তির উপস্থিত থাকেন ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। ২৭৬ ধারার বিধানমতে তাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে। অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরির ফর্দ্দে যাঁহার নাম লেখা আছে এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য যাঁহাকে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই ব্যক্তির বিষয়ে ২৭৮ ধারামত কোন আপত্তি না হয়, হইলেও গ্রাহ্য না হয়।

জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।

২৮০ ধারা। জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনাদের এক জনকে অধিপতি বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

ঐ অধিপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম [illegible]। জুরি কোন বিষয়ে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বসিলে তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন, ও আদালতে জুরির নিষ্পত্তি জ্ঞাত করিবেন এবং জুরি বা কোন জুরর আদালতের নিকট কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

ঐ জুরির অধিপতিপদে কে নিযুক্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ে জজ যে সময় যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেই সময় মধ্যে যদি তাঁহাদের অধিকাংশের এক মত না হয়, তবে আদালত ঐ অধিপতিকে মনোনীত করিবেন।

জুররদিগকে শপথ দিবার কথা।

২৮১ ধারা। জুরির অধিপতি নিযুক্ত হইলে, ভারতবর্ষীয় শপথ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনমতে জুররদিগকে শপথ দেওয়া যাইবে।

জুরর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৮২ ধারা। জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচার কার্য্য চলিতেছে এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ জুরির কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কোন কারণে ঐ বিচারের তাবৎকাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন, কিম্বা জুরির অন্যতর ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলেও যদি তাঁহাকে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, কিম্বা যদি দেখা যায় যে জুরের কোন ব্যক্তি যে ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া হয় সেই ভাষ বুঝিতে পারেন না, কিম্বা ঐ সাক্ষ্য দোভাষির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া গেলে যে ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না, তবে একজন নূতন জুরর গ্রহণ করা যাইবে, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে ও নূতন জুরি মনোনীত হইবেন।

ঐ রূপ প্রত্যেক স্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনশ্চ বিচার হইবে।

আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা।

২৮৩ ধারা। আসামী পীড়াপ্রযুক্ত আদালতের সম্মুখে থাকিতে না পারিলে জজ সাহেব জুরিকে বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন।

ঘ।—আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি।

আসেসরদিগকে যেরূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা।

২৮৪ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় বিচার কার্য্যতে হইলে আসেসরদের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা যায় জজ সাহেব যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদের মধ্য হইতে দুই কিম্বা তদধিক আসেসর মনোনীত করা যাইবে।

আসেসর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৮৫ ধারা। আসেসরদের সাহায্যে কোন মোকদ্দমার বিচার হইতেছে এমন সময়ে নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন আসেসর উপযুক্ত কোন কারণে বিচারের শেষ না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে, অথবা অনুপস্থিত হইলে ও তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে, অন্য এক কি অধিক জন আসেসরের সাহায্যে ঐ বিচার কার্য্য চলিবে।

বিচারকরণ সময়ে সকল আসেসরেরই উপস্থিত হইবার বাধা হইলে কিম্বা তাঁহারা আপনারাই অনুপস্থিত হইলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত হইবে ও অন্য আসেসরদিগের সহকারিতায় মোকদ্দমার নূতন বিচার হইবে।

ঙ।—অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি।

অভিযোগের মোকদ্দমা সূচনার কথা।

২৮৬ ধারা। জুরর ও আসেসরদিগকে মনোনীত করা গেলে, যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অভিযোক্তা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি কিম্বা অন্য আইন হইতে সেই অপরাধের বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং যে সাক্ষ্যদ্বারা তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন সংক্ষেপে তাহা বলিয়া স্বীয় মোকদ্দমার সূচনা করিবেন।

সাক্ষ্যদের পরীক্ষা লইবার কথা।

তদনন্তর তিনি আপনার সাক্ষ্যদের পরীক্ষা লইবেন।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৭ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করেন তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা হইয়া যথাবিধি লিপিবদ্ধ করা গেলে তাহা অভিযোক্তা প্রমাণস্বরূপ দিবেন ও তাহা প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইবে।

প্রথমস্থলীয় তদন্ত লইবার সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৮ ধারা। যে সাক্ষিকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করা যায় সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল তাহা যদি নিয়মিতরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে লওয়া গিয়া থাকে, তবে আধিপত্যকারি জজের বিবেচনামতে তাহা মোকদ্দমার প্রমাণমধ্যে ধরা যাইতে পারিবে।

অভিযোগের সাক্ষিদের পরীক্ষার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৮৯ ধারা। অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদের পরীক্ষা ও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যায় তাহা সমাপ্ত হইলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

সে যদি না বলে তবে অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিবেন। তাহাহইলে পর যদি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে "নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, এবং যদি আদালত বিবেচনা করেন যে, সেই ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে, কিম্বা সে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি না বলিলে, যদি অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করেন ও আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে এরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিবেন।

প্রতিবাদের কথা।

২৯০ ধারা। অনন্তর অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার সপক্ষ উকীল যে বৃত্তান্ত কি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে চাহেন ও তাঁহার বিবেচনায় অভিযোগের সাক্ষ্য বিষয়ে যে কথা বলা আবশ্যক হয় তাহা বলিয়া স্বীয় প্রতিবাদ সূচনা করিবেন। তৎপরে তাঁহার সপক্ষ সাক্ষী থাকিলে তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও তাহাদের কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা করা গেলে তাহার পর আপনার মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

সাক্ষিদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।

২৯১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে সাক্ষির নাম দেন মাত্র এমত সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে সে তাহার পরীক্ষা লইতে অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করেন তাঁহাকে সাক্ষিদের যে নাম নির্দ্দিষ্ট দেওয়া যায় সেই নির্দ্দিষ্টপত্রে যে সাক্ষিদের নাম লেখা থাকে ২১১ ও ২৩১ ধারার বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে সেই২ ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না।

অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা।

২৯২ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ, ২৮৯ ধারামতে জিজ্ঞাসিত হইলে, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে।

জুরির কি আসেসরের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা।

২৯৩ ধারা। অমুক স্থানে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ হয় অথবা মোকদ্দমার অনুসন্ধান পক্ষে গুরুতর ব্যাপার যে স্থানে ঘটিয়াছে জুরির কি আসেসরদের সেই স্থান দৃষ্টি করা বিহিত আদালত এমত বোধ করিলে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে আদালতের কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ জুরির কি আসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে একত্র সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে; ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিবেন।

আদালতের ঐ কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য যে অপর কোন ব্যক্তিকে আদালতের অনুমতি না হইলে ঐ জুরির কি আসেসরদের কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতে না দেয় এবং আদালত অন্যরূপ আদেশ না দিলে সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আদালতে পুনর্ব্বার আনা যাইবে।

জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

২৯৪ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তি কিম্বা আসেসর নিজে কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবকে তাঁহার সেই কথা জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে অন্য কোন সাক্ষির ন্যায় তাঁহার পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে।

অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।

২৯৫ ধারা। যদি বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়া ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের অন্য দিন নিরূপণ করা যায়, তবে সেই অন্য দিনে এবং বিচারকার্য্যের সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত তৎপশ্চাৎ প্রত্যেক অধিবেশন কালে জুরির বা আসেসরদের উপস্থিত হইতে হইবে।

জুরিকে বদ্ধ রাখিবার কথা।

২৯৬ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে এক দিনের অধিক লাগিলে, হাই-কোর্ট সময়ে২ জুরির ব্যক্তিদের একত্র থাকিবার বিধি করিতে পারিবেন, ও জুরির ব্যক্তিদিগকে কোর্টের কোন কর্ম্মকারকের জিম্মায় একত্র রাখিতে হইবে কি না, অথবা আলাদা রাখা যাইবে, কিম্বা তাঁহারা স্ব২ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন, এই বিষয়ে আধিপত্যকারী জজ উক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

চ।—জুরির বিচারিত মোকদ্দমার বিচার সমাপ্তির বিধি।

জুরির প্রতি উপদেশের কথা।

২৯৭ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদের সপক্ষ কার্য্য সমাপ্ত হইলে এবং অভিযোক্তা প্রত্যুত্তর করিলে সেই প্রত্যুত্তর সমাপ্ত হইলে পর আদালত অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্যের সার ব্যক্ত করিয়া ও যে আইনমতে জুরির বিচার করিতে হইবে সেই আইন ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৯৮ ধারা। তদ্রূপ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই২।—

(ক) তিনি বিচারকালে উত্থিত আইনঘটিত সমস্ত বিবাদ, বিশেষতঃ যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন; ও যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কি না ও উভয় পক্ষ দ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে যে প্রশ্ন করা হয় তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অন্যতর পক্ষ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনামতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন।

(খ) বিচারকালে যে দলীল প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় তাহার অর্থ ও ভাব নির্ণয় করিবেন।

(গ) বিষয় বিশেষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৃত্তান্তঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে তাহা আপনার বিবেচ্য না জুরির বিবেচ্য তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় দ্বারা জুরি বদ্ধ হইবে।

জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক ব্যতীত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ে কিম্বা আইন ও বৃত্তান্ত এই দুইয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপে ডাকা না গেলেও তিনি অমুক উক্তি করিলেন এবং কোন ভাবগতিকে তাহার উক্তির প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়াতে তাহার সেই উক্তির প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

এই স্থলে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য, জুরির কর্ত্তব্য নয়।

(খ) আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের গৌণ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৯৯ ধারা। জুরির কর্ত্তব্য এই২।—

(ক) বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন এবং জজ সাহেবের আদেশমত তাঁহাদের সেই ভাবানুসারে যে মীমাংসা করা উচিত তাহা করিবেন।

(খ) আইনের কথা ছাড়া পারিভাষিক কথা ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব ধরিয়া যাহার ব্যবহার হয় এমত কথা কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন।

(গ) আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্তঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয় সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) সাধারণ ও অনির্দ্দিষ্ট অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে খাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু সেই কথা আইন অনুযায়ি কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে, কিম্বা আইনে সেই কথার অর্থ নির্দ্ধারিত থাকিলে, এমত একতর স্থলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয়। বধ ও অপরাধঘটিত মনুষ্যহত্যা এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ থাকে জুরির নিকট তাহা ব্যক্ত করা এবং বৃত্তান্তের কিরূপ ভাব দৃষ্টে আসামীকে বধাপরাধী বলিয়া কিম্বা অপরাধঘটিত মনুষ্যহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে ও কিরূপ ভাব দৃষ্টে তাহাকে নির্দ্দোষ করিতে হইবে এই সকল কথা ব্যক্ত করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি যথার্থ ইহা নির্ণয় করা এবং জজ সাহেব যে উপদেশ দেন তাহা ঠিক হউক কি নাই হউক ও জুরি তাহাতে সম্মত হইলে কি না হইলেও সেই উপদেশানুসারে মীমাংসা করা জুরির কর্ত্তব্য।

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত প্রতীতি ছিল কি না। কোন কর্ম্ম যুক্তিমত কৌশলক্রমে কিম্বা উপযুক্ত যত্নক্রমে করা গিয়াছে কি না।

এই২ প্রশ্ন জুরির বিবেচ্য।

বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে যাইবার কথা।

৩০০ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় জজ সাহেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে কিরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তাঁহারা বিরলে যাইতে পারিবেন।

আদালতের অনুমতি বিনা জুরির ভিন্ন অন্য কেহ সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতে কিম্বা তাঁহাকে পত্রাদি দিতে কিম্বা ইঙ্গিতাদি করিতে পারিবেন না।

মীমাংসা জানাইবার কথা।

৩০১ ধারা। জুরি মীমাংসা বিবেচনা করিলে পর তাঁহাদের অধিপতি সেই মীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ ব্যক্তির মীমাংসা আদালতে জানাইবেন।

৩০২ ধারা। জুরির ঐকবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাঁহাদিগকে আরো বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। পরে জজ সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত সময় গত হইলে পর জুরি একমত না হইলেও, তাঁহারা মীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

জুরির ঐকবাক্য না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০৩ ধারা। আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে যেং অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় জুরি সেইং অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা জানাইবেন; ও তাঁহাদের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যেং প্রশ্ন করা আবশ্যক জজ সাহেব তাঁহাদের নিকট সেইং প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা।

জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা।

সেইং প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা।

৩০৪ ধারা। ঘটনা বা ভ্রান্তিক্রমে অন্যায় মীমাংসা জানান গেলে তাহা লিখিত হইবার পূর্ব্বে কি অব্যবহিত পরে জুরি ঐ মীমাংসা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং শেষে যদ্রূপ সংশোধন করা যায় তাহা তদ্রূপই থাকিবে।

মীমাংসা সংশোধনের কথা।

৩০৫ ধারা। হাইকোর্টে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি আপনাদের মত সম্পর্কে একবাক্য হইলে, কিম্বা তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য ও জজ সাহেব তাঁহাদের মতে সম্মত হইলে, জজ সাহেব উক্ত মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

হাইকোর্টে মীমাংসা যে সময়ে গ্রাহ্য হইবে তাহার কথা।

তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি একবাক্য হইবেন না, তাঁহারা ইহা স্বচ্ছন্দমতে জানিলে, কিন্তু ছয় জন একবাক্য হইলে, তাঁহাদের মুখ্য ব্যক্তি জজ সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন।

সেই অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতে জজ সাহেব সম্মত না হইলে, তিনি জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

অন্যান্যরূপে জুরিকে বিদায় দিবার কথা।

তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য না হইলে, জজ সাহেব যত কাল যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করেন তত কাল অপেক্ষা করিয়া জুরিকে বিদায় করিয়া দেবেন।

৩০৬ ধারা। সেশন আদালতে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয় জজ সাহেব তদ্ভিন্ন মত প্রকাশ করা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

মীমাংসা সেশন আদালতে যে সময়ে গ্রাহ্য হইবে তাহার কথা।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যায় তবে জজ সাহেব তাহার নির্দ্দোষ হওনের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে জজ সাহেব আইনানুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

৩০৭ ধারা। তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তৎসমুদয়ের কিম্বা তন্মধ্যে কোনটার সম্বন্ধে জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের যদি এত অনৈক্য হয় যে ন্যায়বিচারের পক্ষে তিনি হাইকোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আপন মতের হেতু লিখিয়া, ও জুরিদের মীমাংসা নির্দ্দোষ নির্ণয়ের হইলে, তাঁহার বিবেচনায় যে অপরাধ করা হইয়াছে তাহা লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন।

জুরির মীমাংসার সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

যখন জজ সাহেব এই ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করেন, যেং অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তন্মধ্যে কোনটার সম্বন্ধে তিনি নির্দ্দোষ নির্ণয়ের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন না, কিন্তু তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় হেফাজতে রাখিবার কি তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

হাইকোর্ট আপীল হইলে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমা লইয়া তন্মধ্যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন; কিন্তু যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া তৎসম্মুখে উপস্থিত করা যায় তাহা লইয়া জুরি যদ্রূপে পারিতেন তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দ্দোষ নির্ণয় কি অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন। অপরাধ নির্ণয় করিলে, সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ছ।—জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি।

৩০৮ ধারা। জুরিকে বিদায় করিয়া দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে কিম্বা তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে ও অন্য জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইবে। কিন্তু তাহার পুনশ্চ বিচার হওয়া অনুচিত এই জজ সাহেবের এই বিবেচনা হইলে, তিনি অভিযোগপত্রে সেই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের তুল্য সেই কথার ফল হইবে।

জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ বিচার হইবার কথা।

জ।—আসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সমাপ্তির বিধি।

৩০৯ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে, প্রতিবাদের পর ও অভিযোক্তা উত্তর দিলে তাহার পর আদালত অভিযোগ ও প্রতিবাদের পক্ষে যে সাক্ষ্য থাকে তাহার সার বলিয়া প্রত্যেক জন আসেসরকে মুখক্রমে আপনার মত জানাইতে আদেশ করিবেন ও ঐ মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

আসেসরদের মত দিবার কথা।

তদনন্তর জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তি দিবেন। কিন্তু তিনি আসেসরদের মতানুসারে চলিতে বাধ্য হইবেন না।

নিষ্পত্তির কথা।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হওয়ার পর তাহার নামে অপরাধের অভিযোগ করা হয় [illegible] পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক বিধি।

৩১০ ধারা। জুরিদ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্যে বিচার হইলে, যদি পূর্ব্বে কোন অপরাধ নির্ণয় হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন অপরাধ করিবার অভিযোগ হয়, তবে ২৭১, ২৮৬, ৩০২, ৩০৬, ও ৩০৭ ধারায় যে কার্য্য প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার না করিলে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় না হইলে, যতদিন স্বীকার বা অপরাধ নির্ণয় না হয় ততদিন অভিযোগপত্রের যে অংশে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয়ের কথা লেখা থাকে, সেই অংশ আদালতে পাঠ করা যাইবে না, এবং অভিযোগপত্রের উক্তিমতে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইবে না।

(খ) যদি সে পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে অভিযোগপত্রের উক্তিমত পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না, ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

(গ) ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে এরূপ উত্তর দিলে, বিচারপতি তদনুসারে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; কিন্তু যদি পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে ইহা অস্বীকার করিলে, কিম্বা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে বা না দিলে, জুরি কিম্বা স্থল বিশেষে আদালত ও আসেসরেরা উক্ত পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইবেন, এবং এরূপ স্থলে জুরিদ্বারা বিচার হইলে জুরির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আবার শপথ দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

ঙ।—হাই কোর্টের জুররদের ফর্দ্দের ও উক্ত কোর্টের জুররদিগকে ডাকিবার বিধি।

৩১১ ধারা। প্রত্যেক রাজধানী নগরে এই আইন যে বৎসরে প্রচলিত করা যায় সেই বৎসরের জুরির বহীতে যাবৎ ব্যক্তিদের নামের যে ফর্দ্দ থাকে, তাহা এই অধ্যায়মতে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের ঠিক ফর্দ্দ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

জুরির বহীর কথা।

সেই বহীতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে তাঁহাদিগকে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও যে বৎসরের নিমিত্ত ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায় সেই বৎসরে তাঁহারা এই অধ্যায়মতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বিশেষ জুরির মুক্ত নাম [illegible] কথা।

৩১২ ধারা। বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দে এককালে দুই শতের অধিক ব্যক্তির নাম লেখা যাইবে না।

বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা।

৩১৩ ধারা। হাই কোর্ট সময়েং যেই বিধি নির্দ্দেশ করেন, ক্লার্ক অব দি ক্রৌন প্রতিবৎসর আপ্রিল মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে সেইং বিধিমতে,

সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের কথা।

(ক) সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত সকল ব্যক্তির নামের ফর্দ্দ, ও

(খ) যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য তাঁহাদেরও নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন।

শেষোক্ত ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে যেন তিনি ঐ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও সদাচার ও বিদ্যাবত্তা লক্ষ করিয়া নাম লিখিবেন।

পূর্ব্ব কোন বৎসরের বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের মধ্যে নাম লেখা গিয়াছে, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষ জুরির নামের মধ্যে আপনার নাম লিখাইবার দাওয়া রাখিতে পারিবেন না।

কলিকাতার হাই কোর্ট হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল সাহেব এবং অন্য কোন হাই কোর্ট হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় বেতনভোগি কোন কার্য্যকারককে জুরির কর্ম্ম করণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

ক্লার্ক অব দি ক্রৌন পূর্ব্বোক্ত বিধি থাকিলে স্বীয় বিবেচনামতে যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপে ঐ২ ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইবেন। তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই, পুনরালোচনাও নাই।

যে কর্ম্মকারক ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাঁহার স্ববিবেচনামতে কর্ম্ম করিবার কথা।

৩১৪ ধারা। যে কর্ম্মকারক সাধারণ জুরির এবং বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন, তিনি সেই ফর্দ্দের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া, তাহা প্রস্তুত করিবার পর আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করিবেন।

প্রাথমিক ও সংশোধিত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

সাধারণ জুরির ও বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের সংশোধিত ফর্দ্দ পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর, যে মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করা যাইবে।

উক্ত ফর্দ্দের নকল কোর্ট হৌসের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

৩১৫ ধারা। উক্ত সংশোধিত ফর্দ্দে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে প্রত্যেক রাজধানী নগরে প্রত্যেক সেশন সময়ে তাহাদের মধ্যে হইতে যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন সাতাইশ জনকে ও যাঁহারা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন চৌয়াল্লিশ জনকে সমন করা যাইবে।

রাজধানী নগরে জুরির কর্ম্ম করিতে যত জনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা।

কোন ব্যক্তিকে একবার সমন করা গেলে পর, যদি তাঁহাকে না লইয়া জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে আবার সমন করিতে হইবে না।

অতিরিক্ত সমনের কথা।

সেই ব্যক্তিদিগকে সমন করা গেল সেশনের কার্য্য চলন সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর নয় জানা গেলে অন্য যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে জুরির কর্ম্ম করিতে যোগ্য হন তাঁহাদের মধ্য হইতে আর যত জনের প্রয়োজন থাকে তত জনকে ঐ সেশনের নিমিত্ত সমন করা যাইতে পারিবে।

রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা।

৩১৬ ধারা। কোন হাই কোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজধানী নগর ভিন্ন কোন স্থানে অধিবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে পর যে কোন আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তৎস্থানের সেশন আদালত সেই আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, সেশন আদালতে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করণার্থে পরে যে প্রকারের বিধান করা গেল সেই প্রকারে ঐ জুরির কর্ম্ম হইতে যত জন জুররের প্রয়োজন তাহাদিগকে সমন দিবেন।

সৈনিক জুরির কথা।

৩১৭ ধারা। উক্ত সেশন আদালত জুরির ব্যক্তি বলিয়া যত জনকে সমন করিলেন, পূর্ব্বোক্ত হাই কোর্টের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহাদের বিচারের জন্যে ঐ২ ব্যক্তি ছাড়া আর যত জনকে লইয়া জুরি হইবে, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, কোর্ট যে স্থানে অধিবেশন করিবেন তথা হইতে দশ মাইলের মধ্যবাসি প্রধান সেনাপতি সাহেবের মঙ্গে লিখন পাঠন করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনদ প্রাপ্ত ও সনদ অপ্রাপ্ত যত জন কর্ম্মচারিকে সমন করাইবেন।

যত জন কর্ম্মচারিকে তদ্রূপে সমন করা যায়, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, তাঁহারা জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারির সৈন্যসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক কার্য্য থাকাতে কিম্বা সৈন্যসংক্রান্ত অন্য বিশেষ কারণে, প্রধান সেনাপতি সাহেব জুরির কর্ম্ম হইতে তাঁহার মুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে সমন করা যাইবে না।

জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

৩১৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৩১৫ কি ৩১৬ কি ৩১৭ ধারামতে সমন করা গেলে তিনি বৈধ কারণ না থাকিলেও সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা উপস্থিত হইলেও জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া গেলে, কিম্বা আদালতের কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য সময়ে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইলেও সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, তাঁহাকে অবজ্ঞা করণের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও জজ সাহেব যত টাকা দণ্ড উচিত বোধ করেন তাঁহার আজ্ঞামতে ঐ ব্যক্তির তত টাকা দণ্ড হইতে পারিবে, ও সেই দণ্ডের টাকা না দিলে, যত দিন না দেন তত দিন তাঁহার দেওয়ানী জেলে কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

[illegible] সেশন [illegible] বিষয়ে [illegible] নিয়ম [illegible]

জুরর ও আসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবার কথা।

৩১৯ ধারা। কোন জিলার [illegible] একবিংশ [illegible] বৎসরের [illegible] পুরুষ বাস করেন, ঐ জিলায় যে কোন বিচার হয় তাহাতে তাঁহাদের জুরির ও আসেসরদের কর্ম্ম করিতে হইবে।

বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা।

৩২০ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম হইতে মুক্ত, অর্থাৎ,

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেটের ঊর্দ্ধ শ্রেণীর [illegible] কর্ম্মকারক সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা।

(খ) [illegible]।

(গ) রাজস্বের কি কষ্টমের কমিশ্যনর ও কালেক্টর সাহেবেরা।

(ঘ) কষ্টম ডিপার্টমেন্টে মাসুল [illegible] কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঙ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্ম [illegible] মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাঁহারা।

(চ) যাঁহারা আপন২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় পৌরহিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা।

(ছ) সৈন্যসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত [illegible] ব্যক্তিরা কিন্তু তৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে [illegible] ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য [illegible] গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

(জ) চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা নিয়ত প্রকাশ্যরূপে চিকিৎসাকর্ম্ম করেন তাঁহারা।

(ঝ) ডাকঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঞ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪০ ও ৬৪১ ধারার বিধানমতে যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া যায় তাঁহারা।

(ট) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিদিগকে জুরির বা আসেসরের কর্ম্ম করিবার দায় হইতে মুক্ত করেন তাঁহারা।

জুরির ও আসেসরদের তালিকা প্রস্তুত করণের কথা।

৩২১ ধারা। জুরর বা আসেসরস্বরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য যে ব্যক্তিরা সেশন জজ ও জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] সময়ে অন্য যে কার্য্যকারককে এতদর্থে নিযুক্ত করেন তাঁহার বিবেচনায় জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার যোগ্য হন, এবং ২৭ ধারার (খ) অবধি (ঘ) পর্য্যন্ত প্রকরণক্রমে যাঁহাদের নিকটে [illegible] হইবার সম্ভাবনা নাই উক্ত সেশন জজ কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কর্ম্মকারক বর্ণাবলীক্রমে তাঁহাদের নামের এক ফিরিস্তি লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

৩৩১ ধারা। সেশন আদালতের যে অধিবেশনকালে যাঁহারা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করেন আদালত সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট দেখাইবেন।

জুরির যে ব্যক্তিরা কি যে আসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

৩২৪ ধারামতে জুররদের ও আসেসরদের নামের যে সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহার সঙ্গে উক্ত নির্ঘণ্টপত্র রাখিতে হইবে।

এই ধারামতে প্রস্তুত নির্ঘণ্টে যাঁহাদের নাম লেখা যায় উক্ত সংশোধিত পত্রের এক পার্শ্বে তাঁহাদের নামের উল্লেখ থাকিবে।

৩৩২ ধারা। কোন ব্যক্তিকে জুরর কি আসেসর-স্বরূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে, যদি না যথা কোন কারণ না থাকিলেও তিনি ঐ সময়ের আদেশমতে উপস্থিত না হন, কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি আদালতের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যান, কিম্বা বিচার কার্য্য স্থগিত হইয়া দিনান্তের নিরূপণ হইলে সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত না হন, তবে সেশন আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।

যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ জুররের কি ঐ আসেসরের অস্থাবর দ্রব্য থাকে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহা ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন।

ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে না পারিলে, সেশন আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ জুররকে কি আসেসরকে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কারাবদ্ধ করা যাইতে পারিবে ইতিমধ্যে ঐ টাকা দেওয়া গেলেই মুক্ত করা যাইবে।

ঠ।—হাই কোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

৩৩৩ ধারা। এই আইনমতে কোন হাই কোর্টে বিচার কার্য্য চলন কালে আডভোকেট জেনরল সাহেব মীমাংসা জানাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে বিহিত বোধ করিলে, শ্রীশ্রীমতীর পক্ষে কোর্টে এই কথা জানাইতে পারিবেন যে আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ হইয়াছে তৎক্রমে আমি এই মোকদ্দমা আর চালাইব না, তাহা হইলে আসামীর বিপক্ষে সেই অভিযোগ ক্রমে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইবে না ও তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু বিচারপতি প্রাণদণ্ডের আদেশ না করিলে তাহার তদ্রূপ মুক্ত করণ নির্দ্দোষী নির্ণয়ের তুল্য হইবে না।

আডভোকেট জেনরলের অভিযোগ না চালাইবার ক্ষমতার কথা।

৩৩৪ ধারা। প্রত্যেক হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস সাহেব সময়েং যেং দিন, ও সুবিধামতে যত কাল ব্যবধানে অধিবেশন করিতে নিরূপণ করেন, সেইং দিনে ও তত কালান্তরে ফৌজদারী মোকদ্দমা অদৌ বিচার করিবার জন্যে কোর্টের অধিবেশন হইবে।

অধিবেশনের সময়ের কথা।

৩৩৫ ধারা। [illegible] অধিবেশন করিবার [illegible] স্থানে [illegible] শ্রীযুক্ত গবর্নর [illegible] কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের [illegible] গবর্ণমেণ্ট অন্যং হাই কোর্টের [illegible] স্থানে অধিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে, সেই স্থানে অধিবেশন করিবেন।

অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।

কিন্তু সময়েং কোর্ট উইলিয়মের হাই কোর্ট শ্রীশ্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি লইয়া ও অন্যং স্থানের হাই কোর্ট তত্তৎস্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া, আপীলী মোকদ্দমার পক্ষে ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্য যে সীমার মধ্যে প্রবল থাকে, সেই সীমার অন্তর্গত অন্যং যেং স্থান নিরূপণ করেন, সেইং স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করণার্থ হাই কোর্টের যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার জন্যে অধিবেশন করিবার আবশ্যক থাকিলে, চীফ জষ্টিস সাহেব যে কার্য্যকারকের প্রতি আদেশ করেন তিনি ঐ অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে তদ্বিষয়ের নোটিস প্রচার করিবেন।

অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা।

৩৩৬ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদিগকেও ২১৪ ধারামতে হাই কোর্টে যাহাদের বিচার হইতে পারে সেই ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট কোনং জিলায় কিম্বা বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কোনং সময়ে হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ কোর্ট আপনার নিয়ত অধিবেশনের স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা।

অথবা নির্দ্দিষ্ট অন্য স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

---

২৪ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

৩৩৭ ধারা। কেবল সেশন আদালতের বা হাই কোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হইলে তদধীন অপরাধে যাহার সাক্ষীরূপে কি [illegible] সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, তাহার সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ও ঐ অপরাধ করণে [illegible] মুখ্যভাবে বা সহায় স্বরূপ লিপ্ত থাকে তাহাদের নাম প্রকাশ করিবে এই নিয়মে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি ঐ মোকদ্দমার তদন্তকারি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেটের অনুমতিক্রমে অন্য কোন মাজিস্ট্রেট তাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

সহায়ের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।

কোন ব্যক্তি এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে ঐ মোকদ্দমার সাক্ষির ন্যায় ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

সেই ব্যক্তি যদি অঙ্গীকারজামিন দিয়া মুক্ত না থাকে তবে সেশন আদালতে বা হাই কোর্টে ঐ মোকদ্দমার বিচার সংপূর্ণ না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে হেফাজতে রাখা যাইবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন যে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব করেন, তিনি তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন. এবং কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে তদ্রূপ প্রস্তাব করিয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায় তাহার পরীক্ষা লইলে, আপনি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও, পারিবেন না।

ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা।

৩৩৮ ধারা। তদ্রূপ কোন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, যে আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার কালে উক্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন কিম্বা সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটকে বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমার প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে [illegible]র কথা।

৩৩৯ ধারা। ৩৩৭ কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর, কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেও আবশ্যক কোন কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবের নিয়ম অনুযায়ি কার্য্য যদি না [illegible]র, তবে যে অপরাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয় সম্বন্ধে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে ক্ষমা পাইবার আশয়ে ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল তাহা তাহার বিপক্ষ প্রমাণ মধ্যে উল্লেখ হইতে পারিবে।

ঐ কথা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধের অভিযোগ হাই কোর্টের অনুমতি বিনা গ্রাহ্য হইবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা।

৩৪০ ধারা। ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, উকীলের দ্বারা সেই ব্যক্তির পক্ষসমর্থন হইবার অধিকার থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৪১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিপুণমনা না হইলেও তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে না পারিলে আদালত তদন্ত লওয়ার কি বিচারের কার্য্য চালাইতে পারিবেন; ও হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে হইলে তদন্ত লইয়া যদি তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় কিম্বা বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ নির্ণয় হন, তবে ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত সহিত ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র হাই কোর্টে পাঠান যাইবে। হাই কোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।

৩৪২ ধারা। সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন বিষয় দেখা যায় সে যাহাতে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে তদন্ত লওনের কার্য্যচলনের কোন সময়ে আদালত সময়েং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না জানাইয়া তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবিশ্যক বোধ করেন করিতে পারিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে অভিযোগের সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর ও তাহাকে প্রতিবাদের নিমিত্ত আদেশ করিবার পূর্ব্বে মোকদ্দমা সম্বন্ধে সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও, কিম্বা তাহার উত্তরে মিথ্যা কথা কহিলেও তৎপ্রযুক্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে না। কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াতে কি মিথ্যা উত্তর দেওয়াতে আদালত ও জুরি থাকিলে জুরি তদ্বিষয়ের যে অনুমান ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর প্রদান করে তাহা উক্ত তদন্ত ও বিচার কার্য্যে বিবেচিত হইতে পারিবে ও ঐ উত্তর হইতে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় সেই অপরাধের তদন্তে ও বিচার কার্য্যেও তাহার সপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করাইতে হইবে না।

কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

৩৪৩ ধারা। ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়া কি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার জানা কোন কোন কথা প্রকাশ করিবার কি গুপ্ত রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে হইবে না।

আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা। হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা।

৩৪৪ ধারা। কোন সাক্ষীর অনুপস্থান প্রযুক্ত কিম্বা যুক্তিমত অন্য কারণে কোন তদন্তের কি বিচার কার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করা আবশ্যক কি উপযুক্ত হইলে, আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া সময়েং যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে যত কাল যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন তত কালের নিমিত্ত সেইং কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিয়া ওয়ারন্ট দিয়া তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট একেবারে পঞ্চদশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন না।

হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে এই ধারামত আজ্ঞা করিলে, উক্ত আজ্ঞা লেখা যাইবে, ও অধিপত্যকারী জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ব্যাখ্যা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে এমত সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে, ও তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে আরো প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাই তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ হয়।

ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা।

৩৪৫ ধারা। নিম্নলিখিত টেবিলের প্রথম দুই ঘরে বর্ণিত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কএক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে এই টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত ব্যক্তিরা রফা করিতে পারিবেন।

অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিবার কথা।

অপরাধ।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যেং ধারা খাটিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবেন।
ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে ইচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখ দিবার জন্যে কোন কথা প্রভৃতি কহা।	২৯৮	ধর্ম্ম সম্পর্কে যে ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে, সেই ব্যক্তি।
পীড়া জন্মান ...	৩২৩, ৩৩৪	যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায়, সেই ব্যক্তি।
কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরোধ বা বদ্ধ করণ	৩৪১, ৩৪২	যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ বা বদ্ধ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ...	৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৮	যে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান ...	৩৭৪	যে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান যায়, সেই ব্যক্তি।
কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি নোকসান হইলে অপকার করণ।	৪২৬, ৪২৭	যে ব্যক্তির ক্ষতি কি নোকসান হয়, সেই ব্যক্তি।
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণ ...	৪৪৭	যে সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ ঘটে, সেই সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে, সেই ব্যক্তি।
পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ ...	৪৪৮	
অপরাধভাবে চাকরির চুক্তি ভঙ্গ করণ ...	৪৯০, ৪৯১, ৪৯২	যে ব্যক্তির সহিত অপরাধী চুক্তি করিয়াছে, সেই ব্যক্তি।
পরস্ত্রী গমন ..	৪৯৭	স্ত্রীলোকের স্বামী।
অপরাধভাবে অন্যের পত্নীকে ফুসলাইয়া লওয়া কি হরণ করা কি আটক করিয়া রাখা।	৪৯৮	
অপবাদ করণ	৫০০	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যাহা অপবাদজনক জ্ঞান হয় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি ক্ষোদিত করণ।	৫০১	
যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমন মুদ্রিত কি ক্ষোদিত বস্তু জানিয়া বিক্রয় করণ	৫০২	
শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞান পূর্ব্বক অপমান করণ	৫০৪	যে ব্যক্তির অপমান করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যে অপরাধে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন অপরাধভাবে ভয় দর্শান।	৫০৬	যে ব্যক্তিকে ভয় দর্শান যায়, সেই ব্যক্তি।

•ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৪, ৩৩১, ৩৩৭, বা ৩৩৮ ধারামতে যথা ক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বকপীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান, যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা পীড়া জন্মান কিম্বা যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মান অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের অনুমতি পাইলে, যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি তাহার রফা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা হইতে পারিলে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকরণ কিম্বা (যে স্থলে অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয় সেই স্থলে) উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগকরণ ঐরূপ রফাযোগ্য হইবে।

কোন ব্যক্তির এই ধারামতে রফা করিবার ক্ষমতাসম্বন্ধে অন্য কোন বাধা না থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি নাবালগ বা জড় বা উন্মাদগ্রস্ত হয়, যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে পারেন তিনি ঐ অপরাধের রফা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের ন্যায় ফল হইবে।

এই ধারার যে কোন অপরাধের উল্লেখ নাই, তাহার রফা হইতে পারিবে না।

৩৪৬ ধারা। রাজধানী নগরের বহির্ভূত কোন জিলার মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্তের কি বিচারের কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে এমন সময়ে যদি প্রমাণদৃষ্টে তাঁহার বোধহয় যে উক্ত জিলার অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের ঐ মোকদ্দমার বিচার করা কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিয়া আপনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকটে কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন, ও তৎসঙ্গে ঐ মোকদ্দমার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপ রিপোর্ট দিবেন।

মোকদ্দমা মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তিনি ক্ষমতাপন্ন হইলে আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন অথবা তাহা আপনার অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৪৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন তদন্ত কালে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচার কালে নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এমন জ্ঞান হইলে এবং তিনি বিচারার্থে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলে, তিনি আর সকল কার্য্য রহিত করিবেন এবং ইহার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবেন।

মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত তদন্ত বা বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবার পরে মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৩৪৬ ধারামতে কার্য্য করিবেন।

৩৪৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২ অধ্যায় কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিন বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি তাহার নামে উক্ত অন্যতর অধ্যায়মতে তিন বৎসর কি তদধিক কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অন্য অপরাধের অভিযোগ হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে নিয়ত অপরাধী জ্ঞান করিলে সামান্যতঃ তাহাকে সেশন আদালতে কি, স্থলবিশেষ, হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে; কিম্বা কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ৩০ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান করা গেলে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

পূর্ব্বে মুদ্রা বা ইষ্টাম্প আইন বা সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা।

৩৪৯ ধারা। বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের অভিযোগের সাক্ষ্য ও অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিন্তু আপনি যে প্রকারের কি যে পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তদপেক্ষা কঠিনদণ্ড হওয়া উচিত কিম্বা তাহার প্রতি ১০৬ ধারামতে নিয়ম পত্র লিখিয়া দিবার আদেশ হওয়া উচিত এই মত হইলে তিনি সেই মত লিখিয়া রাখিতে ও আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র সহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি জিলার কি মহকুমার যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকট পাঠাতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট উচিতমত কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অর্পণ করা যায় তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষিরা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাদিগকে পুনরায় ডাকাইয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আরও সাক্ষ্য তলব করিয়া লইতে পারিবেন ও সেই মোকদ্দমার আইন অনুযায়ি যদ্রূপ নিষ্পত্তি কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তদ্রূপ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু তিনি এই আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারামতে যে দণ্ড দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড দিবেন না।

৩৫০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কোন তদন্তে কি বিচার কার্য্যে সাক্ষ্যের সমুদয় কি এক অংশ শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলে পর সেই মোকদ্দমায় তাঁহার বিচারাধিপত্য রহিত হইলে ও তৎপশ্চাৎ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট অন্য মাজিষ্ট্রেট সেই বিচারাধিপত্যক্রমে কর্ম্ম করিলে, শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট আপন পূর্ব্বপদধারির কিম্বা অংশতঃ আপন পূর্ব্বপদধারির ও অংশতঃ আপনার লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন; অথবা সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি তদন্ত কি বিচারকার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা।

কিন্তু (ক) দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেই সাক্ষিদিগকে বা কোন সাক্ষিকে পুনরায় সমন করাইয়া তাহাদের বা তাহার কথা শুনা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিচারকালে ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন।

(খ) যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইল তিনি নিজে যে সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই তৎক্রমে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে, হাই কোর্টের কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ মত হইলে, উক্ত কোর্ট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট আপীল হইলে বা না হইলেও অপরাধ নির্ণয় করণসূচক সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নূতন তদন্ত কি বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যেং স্থলে ৩৪৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা গিয়াছে সেইং স্থলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

অপরাধিরা আদালতে আইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।

৩৫১ ধারা। কোন ব্যক্তি ধৃত না হইয়া কি সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে, এবং ঐ আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারেন প্রমাণক্রমে সে তদ্রূপ কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে, আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যায় তাহার বিপক্ষে কার্য্য হইতে পারিবে।

১৮ অধ্যায়মতে তদন্ত লইবার সময়ে কিম্বা বিচার আরম্ভ হইলে পর যদি সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যায়, তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য নূতন আরম্ভ হইবে ও সাক্ষিদের কথা পুনশ্চ শুনা যাইবে।

আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।

৩৫২ ধারা। কোন অপরাধের তদন্ত কি বিচার হইবার নিমিত্তে কোন ফৌজদারী আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয় সেই স্থানই মুক্তদ্বার বিচারালয় জ্ঞান হইবে। তথায় সর্ব্বসাধারণ যত লোক সুবিধামতে ধরিতে পারে, তাহাদের যাইবার বাধা নাই।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সময়ে কোন বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন, সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সর্ব্বসাধারণ লোক কি কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবহৃত ঐ ঘরের কি অট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায়।

---

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য লইবার [illegible] অপমান করা

৩৫৩ ধারা। প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, ১৮ ও ২০ ও ২১ ও ২২ ও ২৩ অধ্যায়মতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা সে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে সেই উকীলের সম্মুখে সেই সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

রাজধানী নগরের বাহিরে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

৩৫৪ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের কৃত কি সম্মুখস্থ সংক্ষিপ্ত মোকদ্দমার বিচার ভিন্ন এই আইনমত সকল তদন্ত ও বিচার কার্য্যে নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোনং অপরাধের বিচারকালে নথীর কথা।

৩৫৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত যে মোকদ্দমায় সামান্যতঃ সমন বাহির হইয়া থাকে এবং ২৬০ ধারার (খ) অবধি (ট) পর্য্যন্ত প্রকরণের লিখিত অপরাধের মোকদ্দমায় প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইলে সেই মোকদ্দমার একং জন সাক্ষির পরীক্ষা লওন কার্য্য যেমন চলিতেছে মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম তেমনি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিষ্ট্রেট আপন হাতে ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

উক্ত আদেশমতে মাজিষ্ট্রেটের মর্ম্মাত্মকলিপি করিবার বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিখিতে পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে অন্যদ্বারা ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

রাজধানী নগরের বাহিরে অন্য সকল মোকদ্দমায় নথীর কথা।

৩৫৬ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল বিচার কার্য্যে এবং ১২ ও ১৮ অধ্যায়মত সমুদয় তদন্তে আদালতের ভাষায় প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের দ্বারা কি তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা।

সাক্ষী ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিলে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব ঐ ভাষায় স্বহস্তে সেই সাক্ষ্য লিখিতে পারিবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল না জানিলে কিম্বা আদালতের ভাষা ইংরাজী না হইলে আদালতের ভাষায় ঐ সাক্ষ্য অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

মাজিষ্ট্রেটের কি জজের দ্বারা সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাত্মকলিপির কথা।

যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিয়া না লন সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন। মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ মর্ম্ম লিখিতে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার কথা।

৩৫৭ ধারা। কোন জিলায় কি জিলার কোন খণ্ডে কিম্বা কোন সেশন আদালতের কি কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান হইলে ৩৫৬ ধারার উল্লিখিত স্থলে ঐ সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে প্রত্যেক সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিন্তু সেই সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কোন

কারণে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিতে না পারিলে তাঁহার অপারকতার কারণ লিখিয়া মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কিন্তু ইংরাজী ভাষা কিম্বা আদালতের ভাষা সেশন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষা না হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫৫ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছার কথা।

৩৫৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন; কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ৩৫৭ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন তবে উক্ত ধারার বিধানমতে সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন।

৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৫৯ ধারা। ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সামান্যতঃ প্রশ্নোত্তরভাবে লেখা যাইবে না, কিন্তু বৃত্তান্তভাবে লেখা যাইবে।

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন সাহেব আপন বিবেচনামতে বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতে কি লেখাইতে পারিবেন।

সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৬০ ধারা। ৩৫৬ বা ৩৫৭ ধারাতে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সাক্ষাতে কিম্বা সে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ উকীলের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষ্য সাক্ষির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যক হইলে সংশোধন করা যাইবে।

সাক্ষির নিকট পাঠ করিবার সময়ে যদি সে সাক্ষ্যের কোন অংশ অশুদ্ধ কহে, তবে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিবেন, ও তাহাতে আপনার যে মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যক বোধ করেন লিখিবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী তাহা বুঝিতে না পারিলে যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষায় দেওয়া যায় সেই ভাষায় কিম্বা সাক্ষী অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারেন এমত ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার উকীলের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা।

৩৬১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলে ও সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তাহা বুঝিতে না পারিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা মুক্তদ্বার আদালতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালতের ভাষাভিন্ন অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া গেলে ও উকীল ঐ ভাষা না বুঝিলে, ঐ সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া উকীলের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

রীতিমত প্রমাণস্বরূপ দলীল উপস্থিত করা গেলে আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ করিয়া দেওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৬২ ধারা। যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি সাক্ষিদের সাক্ষ্য স্বহস্তে লিখিয়া লইবেন, কিম্বা মুক্তদ্বার আদালতে আপন কথনমতে লেখাইয়া লইবেন। তদ্রূপে যে সকল সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহা সচরাচর বৃত্তান্তের মত লেখা যাইবে, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে কোন বিশেষ প্রশ্ন কি উত্তর লিখিয়া বা লেখাইয়া লইতে পারিবেন।

৩৫ ধারামতে একই কালে যে২ দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎসমুদয় এই ধারার কার্য্য পক্ষে একই দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সাক্ষির আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা।

৩৬৩ ধারা। যে স্থলে সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাক্ষির সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন সাক্ষ্য দেওন সময়ে সাক্ষি যদ্রূপ আচরণ করে তদ্বিষয়ে তিনি যে কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

৩৬৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কিম্বা রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ভিন্ন কোন আদালত কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে, তাহার নিকট যে২ প্রশ্ন হয় ও সে যে উত্তর দেয় তাহা যে ভাষায় তাহার পরীক্ষা হয় সেই ভাষায় কিম্বা উহা অসাধ্য হইলে আদালতের ভাষায় বা ইংরাজী ভাষায় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইতে হইবে, ও সেই লিখিত কথা তাহাকে দেখান যাইবে কিম্বা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে ও কিম্বা উহা যে ভাষায় লেখা হয় সে তাহা না বুঝিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতে হইবে, সে আপনার কোন উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে।

সে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে সমুদয় কথা সেইরূপে লেখা গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ও মাজিষ্ট্রেট কিম্বা উক্ত আদালতের জজ সাহেব ঐ লিখিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি জজ সাহেব ঐ পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা কহিল এই লিখিত কথায় তৎসমুদয়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ বর্ণনা আছে স্বহস্তে এই সর্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওন সময়ে আদালতের ভাষায় কিম্বা ইংরাজী ভাষায় তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ভাষায় ঐ উত্তরের মর্ম্মাত্মক কথা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে তাঁহার লিখিতেই হইবে। মাজিষ্ট্রেট কি জজ আপন হাতেই ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের শামিল করা যাইবে। মাজিষ্ট্রেট কি জজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার না পারিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৬৩ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা যে বর্ত্তিবে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

হাই কোর্টে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩৬৫ ধারা। কোর্টের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে, রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত প্রত্যেক হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট সময়ে২ ইহার সাধারণ বিধি করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ কোন বিধি করা গেলে, ঐ কোর্টের জজেরা সেই বিধিমতে সাক্ষ্য কি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লেখাইয়া লইবেন।

---

২৬ ষড়্বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬৬ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট কোন ফৌজদারী আদালতে প্রত্যেক বিচারের নিষ্পত্তি মুক্তদ্বার আদালতে অবিলম্বে কিম্বা উভয় পক্ষকে কি তাহাদের উকীলদিগকে উপযুক্ত নোটিস দিয়া পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রকাশ করা যাইবে; এবং নিষ্পত্তি প্রদান শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে আনা যাইবে কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে তাহার উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে। কিন্তু বিচার কালে তাহাকে উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া গিয়া থাকিলে এবং কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহার উকীলের সম্মুখে নিষ্পত্তি প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬৭ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আদালতের কর্ত্তৃপক্ষ আদালতের ভাষায় কি ইংরাজী ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবেন; ও যে বিষয় কি যেই বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিত করা যায় ও তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় ও সেই নির্ণয়ের হেতু এই সকল কথা নিষ্পত্তিপত্রে লেখা যাইবে এবং বিচারপতি মুক্তদ্বার আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অন্য আইনের যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হয় এবং কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় নিষ্পত্তিপত্রে তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে।

একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধ দুই ধারার মধ্যে কোন্ ধারার অন্তর্গত কিম্বা একই ধারার দুই ভাগের মধ্যে কোন্ ভাগের অন্তর্গত এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালত তাহা স্পষ্ট জানাইয়া উক্ত এক কিম্বা অন্য ধারা কি ভাগক্রমে নিষ্পত্তি করিবেন।

যদি নির্দ্দোষ করণরূপ নিষ্পত্তি হয় তবে ঐ পত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধ সম্বন্ধে নির্দ্দোষী করা গেল তাহা লিখিয়া ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলেও আদালত প্রাণদণ্ডে আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, আদালত যে বিবেচনায় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন।

কিন্তু জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তি লিখিবার আবশ্যকতা নাই কিন্তু সেশন আদালত জুরির নিকট উপদেশ বাক্যের মূল কথা লিখিবেন।

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।

৩৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে যাবৎ না মরে তাবৎ তাহার গলদেশে উদ্বন্ধন থাকিবে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে।

দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞার কথা।

যে ব্যক্তির উপর দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই ব্যক্তিকে কোন্ স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় ইহার নির্দ্দেশ থাকিবে না।

আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা।

৩৬৯ ধারা। নিষ্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর করা গেলে পর ৩৯৫ ধারার বিধানমতে বা লিখিবার ভুল সংশোধন করিবার নিমিত্ত না হইলে হাই কোর্ট ভিন্ন যে আদালত ঐ নিষ্পত্তি করিলেন সেই আদালতের দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন কি পুনর্বিবেচনা হইতে পারিবে না।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা।

৩৭০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে নিষ্পত্তি না লিখিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ক) মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) বাদী থাকিলে তাহার নাম।

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(ঙ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা।

(চ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে ঐ পরীক্ষা।

(ছ) শেষ আজ্ঞা।

(জ) ঐ আজ্ঞার তারিখ।

(ঝ) ও মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারাদণ্ডের কিম্বা ২০০ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, অপরাধ নির্ণয় করিবার হেতুর সংক্ষেপ কথা।

৩৭১ ধারা। সেই নিষ্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝা-ইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার প্রার্থনামতে নিষ্পত্তির প্রতিলিপি অথবা, সে ইচ্ছা করিলে সাধ্যমতে তাহার নিজ ভাষায়, কিম্বা আদালতের ভাষায়, তাহার অনুবাদ অগৌণে তাহাকে দেওয়া যাইবে। সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় ঐ প্রতিলিপি বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইবা ও নকল দেওয়া যাইবার কথা।

সেশন আদালতে জুরি দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহার দফা সমূহের প্রতিলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে তাহাকে অগৌণে বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

সেশন জজ কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ইচ্ছা করিলে যে সময় মধ্যে সে আপীল করিতে পাইবে উক্ত জজ সাহেব ইহাও তাহাকে জানাইবেন।

যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা।

৩৭২ ধারা। আসল নিষ্পত্তি মোকদ্দমাঘটিত কাগজপত্রের মধ্যেতে দেওয়া যাইবে ও সেই আসল নিষ্পত্তি আদালতের ভাষায় লিখিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

নিষ্পত্তি যে স্থলে অনুবাদ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৭৩ ধারা। সেশন আদালতের বিচার হইলে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার হয় ঐ আদালত আপনার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা থাকিলে তাহার প্রতিলিপি সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবে।

সেশন আদালতের নিষ্পত্তিপত্রের ও দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবার কথা।

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

৩৭৪ ধারা। সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমার কাগজপত্র হাই কোর্টে অর্পণ করা যাইবে ও হাই কোর্টে দ্বারা দৃঢ় করা না গেলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে না।

সেশন আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা।

৩৭৫ ধারা। মোকদ্দমার কাগজপত্র তদ্রূপে অর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দোষিতার প্রতিপোষক কোন বিষয়ের আরও তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া উচিৎ জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ স্বয়ং লইতে পারিবেন কিম্বা সেশন আদালত দ্বারা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আরো তদন্ত বা অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া যাইবে না ও হাই কোর্ট প্রকারান্তরে আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইল প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই।

তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয় হাই কোর্ট না লইলে তদন্ত লওয়ার ফল ও প্রমাণ হাই কোর্টে সর্টিফিকেট দ্বারা হইয়া করা যাইবে।

৩৭৬ ধারা। ৩৭৪ ধারামতে তদ্রূপে অর্পিত মোকদ্দমার বিচার আসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইয়া থাকুক হাই কোর্ট

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা আইন অনুযায়ি অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাই কোর্টের ক্ষমতার কথা।

(খ) অথবা অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া সেশন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(গ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ করিতে পারিবেন।

কিন্তু যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদের গত না হয়, কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীল করা গেলে, ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ এই ধারামত দৃঢ় করণের আজ্ঞা করা যাইবে না।

৩৭৭ ধারা। তদ্রূপ প্রত্যেক অর্পিত মোকদ্দমায় যদি দুই কি অধিক জন জজের অধিবেশনে ঐ হাই কোর্ট হয় তবে ঐ কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করেন কিম্বা নূতন যে দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন, ঐ কোর্টের ন্যূনকল্পে দুই জন জজ ঐ আজ্ঞা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুইজন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা।

মতভেদ হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

৩৭৮ ধারা। জজদের বেঞ্চের সম্মুখে তদ্রূপ মোকদ্দমার শুনানী হইলে এবং উক্ত জজেরা সমসংখ্যাক্রমে ভিন্নমত হইলে, উক্ত মোকদ্দমা তাঁহাদের মত সহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে, এবং উক্ত জজ যদ্রূপে পরীক্ষা গ্রহণ ও শ্রবণ বিহিত বোধ করেন তাহা করিয়া আপন মত দিবেন, এবং নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা সেই মতানুযায়ী হইবে।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাই কোর্টে অর্পিত হইলে ; কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা। সেশন আদালত হাই কোর্টের দ্বারা প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য মোকদ্দমা অর্পণ করিলে, হাই কোর্ট বর্ত্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ় করা গেলে কিম্বা অন্য আজ্ঞা করা গেলে পর, ঐ কোর্টের উপযুক্ত কর্ম্মকারক অযোগে ঐ হাই কোর্টের মোহরাঙ্কিত ও আপনার পদসম্পর্কীয় স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ আজ্ঞার প্রতিলিপি সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের ও ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা।

৩৮০ ধারা। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কি ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী জিলার মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য সেশন জজের নিকটে অর্পিত হইলে, উক্ত সেশন জজ—

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে পারিবেন, কিম্বা নিম্ন আদালত অন্য যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া নিম্ন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন;

(ঘ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কি নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের অধিকতর তদন্ত কি আরো প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলে, আপনি তদ্রূপ তদন্ত কি প্রমাণ লইতে পারিবেন কিম্বা তদ্রূপ তদন্ত লইবার কি প্রমাণ গ্রহণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

সেশন আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় উক্ত তদন্ত কি প্রমাণ লওন কালে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই, এবং আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ কর্ত্তৃক দণ্ডাজ্ঞা অর্পিত হইলে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সম্মুখে লওয়া যাইবে না।

তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয়, সেশন আদালত না লইলে, ঐ তদন্তের ফল ও প্রমাণ সর্টিফেকট দ্বারা উক্ত আদালতে জ্ঞাত করিতে হইবে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

৩৭৬ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করাইবার কথা।

৩৮১ ধারা। সেশন আদালতের কৃত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাই কোর্টে অর্পিত হইলে উক্ত সেশন আদালত তদুপরি হাই কোর্টের দৃঢ় করণের বা অন্য আজ্ঞা পাইলে, ওয়ারণ্ট দিয়া বা, অন্য যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা।

৩৮২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যদি তাহাকে অন্তর্বত্নী বলিয়া জানা যায় তবে হাই কোর্ট গৌণে সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা করিবেন এবং দণ্ড পরিবর্ত্তন করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অন্যস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা।

৩৮৩ ধারা। ৩৮১ ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, যে জেলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা করেন সেই আদালত তৎক্ষণাৎ সেই জেলে ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই জেলে আবদ্ধ না থাকিলে, ওয়ারণ্টের সঙ্গে তাহাকেও উক্ত জেলে পাঠাইবেন।

সাধনার্থে ওয়ারণ্টের শিরোনামার কথা।

৩৮৪ ধারা। বন্দী যে জেলে কি অন্য স্থানে আবদ্ধ আছে কি থাকিবে, সেই জেলের কি অন্য স্থানের অধ্যক্ষের নামে কারাদণ্ড সাধন করিবার প্রত্যেক ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইবে।

ওয়ারণ্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮৫ ধারা। বন্দীকে যদি জেলে আবদ্ধ রাখিতে হয় কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্ট জেলরের হাতে দেওয়া যাইবে।

অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারণ্টের কথা।

৩৮৬ ধারা। অপরাধির অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধির কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা হইলেও, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে অপরাধির অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার ওয়ারণ্ট প্রচার করিতে পারিবেন।

ঐ ওয়ারণ্টের ফলের কথা।

৩৮৭ ধারা। যে আদালত ঐ ওয়ারণ্ট প্রচার করেন তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদনুযায়ি কার্য্য করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধির কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে থাকিলে সেই স্থান

যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তিনি ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহার সেই সম্পত্তির ও ক্রোক ও বিক্রয় হয় ঐ ওয়ারন্টে এই অনুমতি থাকিবে।

কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিবার কথা।

৩৮৮ ধারা। অপরাধির প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে এবং আদালত ৩৮৬ ধারামতে পরওয়ানা বাহির করিলে ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আসিবার নিরূপিত দিনে অপরাধী উক্ত আদালতের সম্মুখে যে উপস্থিত হইবে আদালতের বিবেচনা মত জামিন সহিত কি জামিন বিনা এই নিয়মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে, কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিয়া অপরাধিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। নিবন্ধপত্র লিখিয়াদিবার সময়াবধি ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আসিবার পনের দিনের অধিক সময় নিরূপণ হইবেনা। অর্থদণ্ড আদায় না হইলে আদালত অবিলম্বে কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কে ওয়ারন্ট দিতে পারেন তাঁহার কথা।

৩৮৯ ধারা। যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা করেন তিনি অথবা তাঁহার উক্ত পদধারী দণ্ডাজ্ঞা সাধনের ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন।

কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কার্য্য হইবার কথা।

৩৯০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, আদালতের আদেশমত স্থানে ও সময়ে উক্ত দণ্ডাজ্ঞানুযায়ি কার্য্য হইবে।

কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে কশাঘাত করিবার কথা।

৩৯১ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে এমত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপিল আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে কশাঘাত করিতে হইবে না; কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কশাঘাতদণ্ড হইবে কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালতের সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণসূচক আজ্ঞা পাইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে দণ্ড হইবে।

জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সম্মুখে দণ্ড দিবার আজ্ঞা না করিলে, জেলের অধ্যক্ষের সম্মুখে কশাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইবে।

ঐ দণ্ড যে রূপে সাধন হইবে তাহার কথা।

৩৯২ ধারা। ১৬ বৎসরের কি তাহার ঊর্দ্ধবয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে অনূর্দ্ধ আধ ইঞ্চি মোটা পাতলা বেত দ্বারা স্থানীয় গবর্নমেন্ট যেরূপে ও শরীরের যে স্থানে কশাঘাত করিবার আদেশ করেন তদনুসারে ঐ দণ্ড হইবে। অপরাধী ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায় লঘুবেত্রে প্রহার হইবে।

আঘাতের ঊর্দ্ধসংখ্যার কথা।

কোন স্থলে উক্ত দণ্ড ৩০ ঘার অধিক হইবে না।

ভাগং করিয়া না মারিবার কথা।

মুক্ত থাকার কথা।

৩৯৩ ধারা। কশাঘাত দণ্ড ভাগং করিয়া সাধন করিতে হইবে না; এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাহারও কশাঘাত দণ্ড হইবে না যথা,

(ক) স্ত্রীলোকদের,

(খ) যে পুরুষদের প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা দণ্ডরূপ পরিশ্রম বা পাঁচ বৎসরের অধিককালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহাদের;

(গ) যে পুরুষদিগকে আদালত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক বিবেচনা করেন সেই পুরুষদের।

অপরাধির শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা।

৩৯৪ ধারা। শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে পারে চিকিৎসক বর্ত্তমান থাকিলে উহার সর্টিফিকেট দিলে কিম্বা চিকিৎসক না থাকিলে তৎস্থানে উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক এইরূপ বোধ করিলে ঐ কশাঘাত দণ্ডসাধন হইবে, নতুবা নয়।

দণ্ডসাধন স্থগিত হইবার কথা।

কশাঘাত করা যাইতেছে এমন সময়ে অপরাধির শরীর গতিক বিবেচনায় তাহার আর প্রহার সহ্য হয় না চিকিৎসক ইহা সংসিদ্ধরূপে কহিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক উপস্থিত থাকেন তিনি এমত বোধ করিলে দণ্ড একবারে স্থগিত করা যাইবে।

৩৯৪ ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৯৫ ধারা। ৩৯৪ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার একাংশ হইবার বাধা হইলে, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালত যত কাল ঐ দণ্ডাজ্ঞা সংশোধন না করেন ততকাল অপরাধিকে হেফাজতে রাখিতে হইবে; ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা কশাঘাত দণ্ডের পরিবর্ত্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই তৎপরিবর্ত্তে তাহার বার মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এমন স্থলে সেই অপরাধের নিমিত্তে কশাঘাত ভিন্ন অপরাধির অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনমতে যত কালের কারাদণ্ডের যোগ্য কিম্বা কোন আদালত যত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে সক্ষম এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি তদধিক কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

পলাতক বন্দিদের উপর দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা।

৩৯৬ ধারা। পলাতক বন্দির প্রতি এই আইনমতে প্রাণদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পূর্ব্বলিখিত বিধানের নিয়মাধীনে তৎক্ষণাৎ ঐ দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে, এবং কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে কার্য্য হইবে।

পলাতক বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে, তাহার তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তৎক্ষণাৎ ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে।

বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে নূতন দণ্ডের আজ্ঞা তদপেক্ষা কঠিন না হইলে পলায়ন সময়ে তাহার সেই পূর্ব্বে কারাদণ্ড কিম্বা স্থল বিশেষে দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগের যত কাল বাকি ছিল আর তত কাল ঐ দণ্ডভোগের পরে ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার কার্য্যপক্ষে—

(ক) কারাদণ্ডের আজ্ঞা অপেক্ষা দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে।

(খ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা বিনা যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তদপেক্ষা নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনসহিত সেই প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে; ও

(গ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা সহিত কি তদ্বিনা সামান্য কারাদণ্ড অপেক্ষা কঠোর কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে।

এক অপরাধের দণ্ডভোগী অপরাধির উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা।

৩৯৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে, এমনসময়ে যদি আবার দণ্ডাজ্ঞা হইয়া তাহার কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে পূর্ব্ব আজ্ঞা মতে কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপপরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের মিয়াদফুরাইলেই ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ডের [illegible] কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের [illegible] আরম্ভ হইবে।

কিন্তু যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে তৎকালে তাহার অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই দণ্ডভোগ অগৌণেই অথবা পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর ঐ অন্য দণ্ডের মিয়াদ আরম্ভ হইবে, কোর্ট স্বীয় বিবেচনা মতে ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারা সম্বন্ধে সংরক্ষণের কথা।

৩৯৮ ধারা। পূর্ব্ব কি পশ্চাৎকৃত অপরাধ নির্ণয় ক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয়, ৩৯৬ কি ৩৯৭ ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

অল্পবয়স্ক অপরাধিদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।

৩৯৯ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক ষোলবৎসরের ন্যূন বয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তাহাকে অপরাধিদের কারাগারে বদ্ধ না করাইয়া চরিত্র সংশোধনার্থ যে আলয়ে উপযুক্তমত শাসন করিবার ও উপকারজনক কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার সদুপায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত যে সংশোধনালয় বালকদের বদ্ধ থাকার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন, অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্ত্তা তথাকার বদ্ধ ব্যক্তিদের শাসন ও পালনাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধিমতে কার্য্য করিতে সম্মত হন, ঐ আদালত উক্ত অপরাধি বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয়, তাহারা তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবে।

দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারণ্ট ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

৪০০ ধারা। দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করা গেলে পর, যে কার্য্যকারক তাহা সাধন করিলেন তিনি তাহা যেরূপে সাধন করা গিয়াছে ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে ওয়ারণ্ট বাহির হয় সেই আদালতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন।

---

২৯ উনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০১ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে নিয়ম ব্যতিরেকে কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রাহ্য করে এমত নিয়ম করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত করিতে কি তৎপ্রতি যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, যে আদালতের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হয়, কিম্বা যে আদালত কর্ত্তৃক ঐ অপরাধ নির্ণয় দৃঢ় করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কি, স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আদালতের কর্ত্তৃপক্ষকে উক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত কি না এই বিষয়ে [illegible] মত ও ঐ মতের যে হেতু থাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তির অনুকূলে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করা গেলে, সে যদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন না করে, তবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই স্থগিত করণ কি ক্ষমা রহিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি সে মুক্ত থাকে কোন পোলীস কর্ম্মকারক তাহাকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিতে পারিবেন এবং দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ক্ষমা করিবার কি দণ্ড গৌণ কি স্থগিত করিবার কিম্বা দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০২ ধারা। কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ ব্যক্তির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া কোন দণ্ডের পরিবর্ত্তে তৎপশ্চাদুল্লিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, দণ্ডরূপ, পরিশ্রম ঐ ব্যক্তির যত কারাদণ্ড হইতে পারিত তাহার অনধিক কালের কঠোর কারাদণ্ড, ঐ রূপ কালের নিমিত্ত সামান্য কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড।

---

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণবিষয়ক বিধি।

যে ব্যক্তি একবার নির্দ্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপরাধে পুনরায় বিচার না হইবার কথা।

৪০৩ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে, যত কাল সেই অপরাধ নির্ণয়ের কিম্বা নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকে, তত কাল সেই অপরাধহেতুক, কিম্বা ২৩৬ ধারামতে তাহার নামে সেই বৃত্তান্তমূলক অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত কিম্বা ২৩৭ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত, এমত অন্য কোন অপরাধহেতুক তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে পর, যদি সেই বিচারকালে ২৩৫ ধারার ১ প্রকরণমতে তাহার নামে কোন অপরাধহেতুক স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত, তবে পশ্চাৎ সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয় কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে, সেই ক্রিয়া হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় যদি ঐ ক্রিয়া সহযোগে সেই ফলটি ঐ অপরাধ হইতে ভিন্ন অপরাধ হয়, তবে যে সময়ে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল সেই সময়ে সে ফল না হইয়া থাকিলে, কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে, শেষোক্ত অপরাধহেতুক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে।

কোন ক্রিয়ামূলক কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি সেই ক্রিয়ামূলক ঐ ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকেও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন তবে পূর্ব্বে নির্দ্দোষী করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতুক পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ ও তাহার বিচার হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা ২৪৯ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ২৭৩ ধারামতে অভিযোগপত্রে কোন কথা লেখা গেলে, তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ি নির্দ্দোষ করণ হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তাহা হইলে ঐ নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আমন্দের নামে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া চাকরস্বরূপ চুরি করিবার কি কেবল চুরি করিবার কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য অভিযোগ হইতে পারিবে না।

(খ) বধকরণাভিযোগে আমন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তৎকালে দস্যুতার অভিযোগ হয় নাই কিন্তু যে সময়ে বধ করা হয় সেই সময়ে আমন্দ দস্যুতাও করিয়াছিল বৃত্তান্তদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তৎপশ্চাৎ তাহার নামে দস্যুতা করণাপরাধের অভিযোগ ও সেই অভিযোগমতে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(গ) গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিযোগে আমন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল। যে ব্যক্তি পীড়া পায় পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইল। অপরাধঘটিত নরহত্যার নালিশে আমন্দের আবার বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) বলরামকে দোষঘটিত নরহত্যা করণাপরাধে আমন্দের নামে সেশন আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধ নির্ণয় হইল। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া বলরামকে বধ করণাভিযোগে তাহার বিচার হইতে পারিবে না।

(ঙ) আমন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া এই ধারার ৩ প্রকরণানুযায়ি মোকদ্দমা না হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে আমন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আমন্দ বলরামের গাত্র হইতে দ্রব্য চুরি করে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আমন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতা করণের অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(ছ) আমন্দ বলরাম ও চন্দ্র নিমরাথের উপর দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহাদের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আমন্দের ও বলরামের ও চন্দ্রের নামে ডাকাইতী করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

---

৩১ একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

প্রকাশ্য রাজ্যের বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা।

৪০৪ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে চলিত থাকে সেই আইনমতে আপীল করিবার বিধান না থাকিলে, ফৌজদারী আদালতের কোন নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

৪০৫ ধারা। সম্পত্তি বা তাহার বিক্রয়োপন্ন টাকা পাইবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির ৮৯ ধারামত প্রার্থনাপত্র কোন আদালত অগ্রাহ্য করিলে, ঐ আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হয় ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

ক্রোকক্কত সম্পত্তি ফির বা পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ১১৮ ধারামতে সদাচরণ করিবার জামিন দিতে আজ্ঞা করিলে সে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা।

৪০৭ ধারা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের বিচারক্রমে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা ৩৪৯ ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মফস্বল মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

জিলার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন আপীল কি কোন শ্রেণীর আপীল আপনার অধীন যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তদ্রূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই মাজিষ্ট্রেট শুনিবেন বলিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত আপীল বা উক্ত শ্রেণীর আপীল ঐ অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, উক্ত অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ রূপে যে কোন আপীল বা যে কোন শ্রেণীর আপীল উপস্থিত করা বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদ্রূপ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

৪০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ৩৪৯ ধারামতে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

কিন্তু (ক) কোন মোকদ্দমায় আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা সেশন আদালতের দৃঢ় করণ সাপেক্ষ থাকিলে ঐ রূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আপীল হাই কোর্টে হইবে; কিন্তু যাবৎ সেশন আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করেন তাবৎ উপস্থিত করা যাইবে না।

(খ) তদ্রূপে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন।

৪০৯ ধারা। সেশন আদালতে কিম্বা সেশন জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল করা যায়, তাহা সেশন জজ সাহেব কি আডিশানল কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেব শুনিবেন।

সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা যাইবে তাহার কথা।

৪১০ ধারা। সেশন জজ সাহেবের কিম্বা আডিশানল কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১১ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারমতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ ব্যক্তি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১২ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজদোষ স্বীকার করে ও তদনুসারে সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট তাহার অপরাধ নির্ণয় করেন, সেই স্থলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইনসিদ্ধ কি না এইং বিষয় লইয়া আপীল হইতে পারিবে, নতুবা আপীল নাই।

অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোনং স্থলে আপীল না হইবার কথা।

৪১৩ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, সেশন আদালত কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমায় কেবল এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কি কেবল কশাঘাতদণ্ডের আজ্ঞা করেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই।

ক্ষুদ্রং মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।

ব্যাখ্যা।—মূলদণ্ডের মধ্যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া যদি উক্ত আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে তাহার উপর আপীল নাই।

৪১৪ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, কোন মাজিষ্ট্রেট ২৬০ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সরাসরীমতে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া কেবল তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোনং স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪১৩ ও ৪১৪ ধারার উপবিধির কথা।

৪১৫ ধারা। ৪১৩ কি ৪১৪ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা দ্বারা ঐ২ ধারার উল্লিখিত কোন দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করা গেলে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে; কিন্তু যে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে আপীল হইতে পারিত না, যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহার প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা।—অর্থদণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করিবার দণ্ডাজ্ঞা নহে।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জিত হইবার কথা।

৪১৬ ধারা। ৩৩ অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার প্রতি ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার কোন বিধান খাটিবে না।

নির্দ্দোষকরণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা।

৪১৭ ধারা। হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের আদিম কি আপীলী আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি ঐ আজ্ঞার উপর হাই কোর্টে আপীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

কোন্ বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে, তাহার কথা।

৪১৮ ধারা। আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া যেমন আপীল হইতে পারে, বৃত্তান্তঘটিত বিষয় ধরিয়াও তেমনই আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু জুরির সহযোগে বিচার হইলে কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া আপীলগ্রাহ্য হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—দণ্ডাজ্ঞার কঠোরতার কথা এই ধারার কার্য্যপক্ষে আইনঘটিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

আপীলের দরখাস্তের কথা।

৪১৯ ধারা। লিখিত দরখাস্ত দিয়া আপেলান্ট বা তাঁহার উকীল আপীল উপস্থিত করিবেন, এবং যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তদ্রূপ আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায়, যে নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকল ও জুরির বিচারিত মোকদ্দমা হইলে ৩৬৭ ধারামত উপদেশ বাক্যের যে মূল কথা লেখা যায় তাহার নকলও সেই দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

আপেলান্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২০ ধারা। আপেলান্ট কারাবদ্ধ থাকিলে, সে আপীলের দরখাস্ত, ও তাহার সহিত যে২ নকল দিতে হয় সেই২ নকল জেলের অধ্যক্ষকে দিতে পারিবে। তিনি তাহা পাইলে উপযুক্ত আপীল আদালতে সেই দরখাস্ত ও নকল পাঠাইবেন।

আপীল সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা।

৪২১ ধারা। আপীল আদালত ৪১৯ কি ৪২০ ধারামত দরখাস্ত ও নকল পাইলে পর তাহা পাঠ করিয়া, হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই জ্ঞান করিলে সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু আপীলের পোষকতায় আপেলাণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়া ৪১৯ ধারামতে উপস্থিত করা কোন আপীল ডিসমিস করা যাইবে না।

এই ধারামতে আপীল অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইতে পারিবেন কিন্তু আনাইতেই যে হইবে এমত নয়।

আপীল শুনিবার নোটিসের কথা।

৪২২ ধারা। আপীল আদালত সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য না করিলে আপেলাণ্টকে বা তাঁহার উকীলকে ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই আপীল শুনিবার দিনের ও স্থানের নোটিস দেওয়াইবেন ও ঐ কার্য্যকারকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে আপীলের হেতুবাদের এক কেতা নকল দিবেন।

৪১৭ ধারামত আপীল হইলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও তদ্রূপ নোটিস দেওয়াইবেন।

আপীল লইয়া আপীল আদালত কি করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪২৩ ধারা। ঐ মোকদ্দমা ঘটিত কাগজপত্র আপীল আদালতে না থাকিলে ঐ আদালত তাহা আনাইয়া পাঠ করিলে পর, ও আপেলান্ট কি তাহার উকীল উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর, ও রাজকীয় অভিযোক্তাও উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর, এবং ৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই এরূপ বিবেচনা করিলে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিম্বা

(ক) নির্দ্দোষ নির্ণয়ের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে উক্ত আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আরো তদন্তের কিম্বা স্থল বিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচার কি বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ করিতে পারিবেন অথবা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর আইনমত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের আপীল হইলে, (১) উক্ত অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করিতে বা ছাড়িয়া দিতে অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা তাহার পুনর্ব্বিচার বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা (২) দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা কম করিতে পারিবেন, অথবা (৩) তদ্রূপ কম করিয়া কি না করিয়া ও নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহার ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন কিন্তু এরূপে করিতে হইবে যেন তাহার বৃদ্ধি না হয়।

(গ) অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, ঐ আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

(ঘ) জজ সাহেবের উপদেশের দোষে কিম্বা তিনি যে ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন জুরি তাহা বুঝিতে না পারায় জুরির মীমাংসায় ভুল হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা না করিলে, উক্ত আদালত যে জুরির মীমাংসা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন এই ধারার কোন কথায় ঐ আদালতের প্রতি এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে না।

নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা।

৪২৪ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ২৬ অধ্যায়ে যেং বিধি আছে তাহা যত দূর হইতে পারে হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আপীল আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

কিন্তু আপীল আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, যে নিষ্পত্তি প্রচার করা যায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আনা বা উপস্থিত হইবার আদেশ করা যাইবে না।

হাইকোর্টে আপীলক্রমে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা অধঃস্থ আদালতে জ্ঞাত করা হইবার কথা।

৪২৫ ধারা। আপীল হওয়াতে হাই কোর্ট এই অধ্যায় মতে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে, যাহার বিরুদ্ধে আপীল হয় সেই নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা যে আদালতে লেখা বা করা গিয়াছিল ঐ হাই কোর্ট সেই আদালতে সর্টিফিকেট দ্বারা আপন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন। যদি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ঐ নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা লেখা বা করা যায়, জিলার মাজিষ্ট্রেট দ্বারা ঐ সর্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে।

হাই কোর্ট সর্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের নিকট আপন নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা জ্ঞাত করেন সেই আদালত হাই কোর্টের নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার অনুযায়ী আজ্ঞা করিবেন। আবশ্যক হইলে কাগজপত্রও তদনুসারে সংশোধন করা যাইবে।

আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

হাজিরজামিন দিলে আপেলাণ্টকে মুক্ত করিবার কথা।

৪২৬ ধারা। যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞার উপর সে আপীল করিলে সেই আপীল যত দিন উপস্থিত থাকে আপীল আদালত তত দিন হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া সেই আজ্ঞা অনুযায়ি কার্য্য না হইবার আদেশ করিতে পারিবেন; ও আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে হাজির জামিন বা নিজ তাহার নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই ধারার আপীল আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, অপরাধনির্ণয় হইলে কোন ব্যক্তি হাই কোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল করিলে হাই কোর্টও সেই ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

শেষে আপেলাণ্টের কারাদণ্ডের, দণ্ডরূপ পরিশ্রমের বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সে উক্ত প্রকারে যত দিন মুক্ত ছিল দণ্ডের নিয়াদ নিরূপণ কালে সেই সকল দিন ধরিতে হইবে না।

নির্দ্দোষ করণের উপর আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথা।

৪২৭ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীল উপস্থিত করা গেলে, হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার বা অন্য কোন অধীন আদালতের সম্মুখে আনাইবার ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন, ও যে আদালতের সম্মুখে তাহাকে আনা যায় সেই আদালত আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে অর্পণ করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অধিক প্রমাণ লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪২৮ ধারা। এই অধ্যায়মত আপীল সংক্রান্ত কার্য্য করণ সময়ে, আপীল আদালত অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে, আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অথবা আপীল আদালত হাই কোর্ট হইলে কোন সেশন আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাহা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উক্ত সেশন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সেই অধিক প্রমাণ লইলে, আপীল আদালতের নিকট সর্টিফিকেট সহিত সেই প্রমাণ পাঠাইবেন, ও উক্ত আদালত তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

আপীল আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে ঐ অধিক প্রমাণ লওনের সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা [illegible] উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু তদ্রূপ প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে না।

এই ধারামতে প্রমাণ লওয়া ২৫ অধ্যায়ের কার্য্য পক্ষে তদন্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

আপীল আদালতের জজদের মত জনের এক মত হয় তত জনের ভিন্ন মত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২৯ ধারা। যে জজ সাহেবেরা আপীল আদালত স্বরূপ অধিবিষ্ট হন, তাঁহাদের যত জনের একমত হয় তত জনের ভিন্ন মত হইলে, ঐ মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ ঐ আদালতের অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। তিনি যদ্রূপে (যদি কোন) পরীক্ষা লওয়া ও শুনা উচিত বোধ করেন তদ্রূপে পরীক্ষা লইয়া ও শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন ও সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে।

আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৪৩০ ধারা। ৪১৭ ধারার ও ৩২ অধ্যায়ের বিধানের স্থলভিন্ন অন্য সকল স্থলে আপীল আদালত আপীলক্রমে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

আপীল উঠিয়া যাইবার কথা।

৪৩১ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীলের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এবং এই অধ্যায়মত অন্য আপীলে আপেলাণ্টের মৃত্যু হইলে আপীল একবারে উঠিয়া যাইবে।

[illegible] দেওয়া প্রযুক্ত [illegible]

৩২ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৪৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমা শ্রবণ কালে আইন ঘটিত কোন প্রশ্ন উঠিলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করিলে হাই কোর্টের মত জানিবার জন্যে ঐ প্রশ্ন হাই কোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই প্রশ্ন বিষয়ে হাই কোর্টের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সেই বিষয়ে আপনার বিচার জানাইতে পারিবেন, ও হাই কোর্টের সেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা তাহাকে

ডাকা গেলে সে বিচার জানিবার জন্যেউপস্থিত হইবে এই নিয়মে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের নিষ্পত্তি-অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪৩৩ ধারা। কোন প্রশ্ন পূর্ব্বোক্তমতে অর্পণ করা গেলে হাই কোর্টে তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রশ্ন অর্পণ করেন সেই নিষ্পত্তির নকল তাঁহার নিকটে প্রেরণ করাইবেন ও তিনি সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

খরচাবিষয়ক আজ্ঞার কথা।

সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবারখরচ কাহার দিতে হইবে হাই কোর্ট এই বিষয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের আদৌ বিচারাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত তাহা রাখিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করণকালে, যে হাই কোর্টে একাধিক জজ আছেন সেই হাই কোর্টের কোন জজের সম্মুখে কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, যদি তাহার বিচার কালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে ও সেই প্রশ্নের যক্রূপ নির্ণয় হয় তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ফলাফলের সম্ভাবনা হয়, তবে সেই জজ সাহেব বিহিত বোধ করিলে হাই কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ প্রশ্ন অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

উক্ত জজ সাহেব তক্রূপ কোন প্রশ্ন পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্তে রাখিলে, যে ব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ হইল ঐ প্রশ্ন নিষ্পত্তি হইবার অপেক্ষায় তাহাকে পুনশ্চ জেলে পাঠান যাইবে, কিম্বা জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহার হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে,

এবং হাই কোর্ট সেই মোকদ্দমা, কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে ও সেই প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদৌ যে আদালতের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে সেই আদালতের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে ও হাই কোর্ট যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

অধস্তন আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৫ ধারা। স্বীয় বিচারাধীন স্থানের কোন অধস্তন ফৌজদারী আদালত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়া যে নির্ণয় কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা লিখেন কি করেন তাহা যথার্থ ও আইন অনুযায়ি ও উপযুক্ত কি না ও সেই অধস্তন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিধিমতে চলিতেছে কি না, হাই কোর্টে কি কোন সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ইহা স্ববোধমতে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে, উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

অন্যান্য মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কার্য্য করিবার সময়ে যদি বিবেচনা করেন যে ঐরূপ কোন নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা আইনবিরুদ্ধ বা অনুচিত হইয়াছে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিয়মমত হয় নাই, তবে তিনি যে মন্তব্য লেখা উচিত জ্ঞান করেন তৎসহিত নথী জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

১৪৩ ও ১৪৪ ধারামতে যেং আজ্ঞা করা যায় তাহা এবং ১৭৬ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য নহে।

সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৪৩৬ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া যদি সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত জ্ঞান হয় যে উক্ত মোকদ্দমা কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য ও অধস্তন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেই সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরাইয়া নূতন তদন্ত লইবার আদেশ না দিয়া যে বিষয় ধরিয়া সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয় ধরিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) এরূপস্থলে আবশ্যক যে সমর্পণ করা কেন যাইবে না উক্ত আদালতকে কি মাজিষ্ট্রেটকে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হইবে।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে ঐ আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ইহা প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হইলে, ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অধস্তন আদালতের প্রতি সেই অপরাধের তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৩৭ ধারা। ২০৩ ধারামতে কোন নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি নিজে কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই বিষয়ের অধিক তদন্ত লইবার আদেশ করিতে পারিবেন; এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি সেই তদন্ত লইতে কিম্বা অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা।

৪৩৮ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে হাই কোর্টের আজ্ঞার জন্যে তক্রূপ দেখিবারফল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং ঐ রিপোর্টে দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিবার অনুরোধ থাকিলে, ঐ দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্যস্থগিত রাখিবারওঅভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে হাজিরজামিন কিম্বা তাহারই নিরন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৯ ধারা। হাই কোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইলে, কিম্বা আজ্ঞার জন্যে তাহার রিপোর্ট পাইলে কিম্বা অন্যরূপে তদ্বিষয়ক কথা অবগত হইলে, ১৯৫ ও ৪২৩ ও ৪২৬ ও ৪২৭ ও ৪২৮

ধারামতে আপীল আদালতের প্রতি কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে কোন আদালতের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে হাই কোর্ট আপন ইচ্ছাক্রমে তন্মধ্যস্থ যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, এবং সংশোধন করিবার আদালতস্বরূপ জজদের যত জনের একমত ততজনের ভিন্নমত হইলে ৪২৯ ধারার বিধানমতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন পক্ষ সমর্থনার্থ স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা যাহা বলিতে চাহেন তাহা শুনিবার সুযোগ দেওয়া না গেলে, তাঁহার বিরুদ্ধে এই ধারামত কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

এই ধারার যে দণ্ডাজ্ঞার কথা আছে, কোন মাজিষ্ট্রেট ৩৪ ধারামতে কার্য্য না করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা করিলে, উক্ত কোর্টের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে, সেই অপরাধ হেতুক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট যত দণ্ড করিতে পারিতেন, ঐ কোর্ট তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

২৭৩ ধারামতে যাহা কিছু লেখা যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না, কিম্বা হাই কোর্ট নির্দ্দোষিতা নির্ণয় বদলাইয়া যে অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা পাইলেন এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৪৪০ ধারা। কোন আদালতের সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণ কালে কোন পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা শ্রুত হইবার অধিকার নাই। কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে নিজ কোন পক্ষের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন। এই ধারার কোন কথাক্রমে ৪৩ ধারার দ্বিতীয় পদের বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

আদালতের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা।

৪৪১ ধারা। হাই কোর্ট ৪৩৫ ধারামতে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইলে, মাজিষ্টেট যেং হেতু ধরিয়া নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করেন, ও নিষ্পত্তি উপলক্ষে তিনি যে বৃত্তান্ত গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করেন মোকদ্দমার কাগজপত্রের সঙ্গে সেইং হেতুর ও বৃত্তান্তের বর্ণনাপত্রও অর্পণ করিতে পারিবেন। হাই কোর্ট ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা ব্যর্থকি অসিদ্ধ করণের পূর্ব্বে সেইং হেতু ও বৃত্তান্ত বিবেচনা করিবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যেং হেতু জানান হাই কোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা।

৪৪২ ধারা। এই অধ্যায়মতে হাই কোর্ট কর্ত্তৃক কোন মোকদ্দমার সংশোধন হইলে ঐ হাই কোর্ট যে নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা সংশোধিত হয় তাহা যে আদালত লিখেন বা করেন সেই আদালতে সর্টিফিকেট দ্বারা আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন। সর্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এরূপে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করা হয় সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ নিষ্পত্তি অনুসারে আজ্ঞা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে, তদনুসারে বহী সংশোধন করা যাইবে।

হাই কোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অধঃস্থ আদালতে বা মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৪৪৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস না হইলে, এবং যদি তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে, ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগের তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে সক্ষম হইবেন না।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজারা অপরাধ করিলে যে মাজিষ্ট্রেটেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তদ্বিষয়ের কথা।

৪৪৪ ধারা। আধিপত্যকারী জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে কোন সেশন আদালতে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না; এবং আধিপত্যকারী জজ আসিষ্টান্ট সেশন জজ হইলে যদি তিনি আসিষ্টান্ট সেশন জজের কর্ম্ম অন্যূন তিন বৎসর না করিয়া থাকেন এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন, তবে তিনি অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না।

সেশন জজের ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হইবার কথা।

আসিষ্টান্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।

৪৪৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যেস্থলে অন্য ব্যক্তিদের যদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন সেই স্থলে ৪৪৩ কি ৪৪৪ ধারার কোন কথায় ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের তদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে তাঁহার বাধা হইবে না।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা অপরাধ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন ঐ পরওয়ানামতে তাঁহারই সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে হইবে।

৪৪৬ ধারা। ৩২ কি ৩৪ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার উপর তিন মাসের অনধিক কারাবাস কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

মফঃসল মাজিষ্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৭ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে অপরাধের নালিশ হয় সেই মাজিষ্ট্রেটের সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই ও সেই অপরাধ প্রাণ দণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয় তাঁহার এমত বিবেচনা হইলে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন, তাহাকে সেশন আদালতে, কিম্বা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাইকোর্টে সমর্পণ করিবেন।

যে স্থলে সেশন আদালতে ও যে স্থলে হাইকোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

যে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণ দণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে।

৪৪৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে ৪৭ ধারামতে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যায়, তাহার নামে অনেক অপরাধের অভিযোগ হইলে, ও তন্মধ্যে এক অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের লঘু দণ্ড হইতে পারিলে, যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে ঐ হাইকোর্ট সেই অপরাধ ধরিয়া তাঁহার বিচার করা উচিত বোধ না করিলেও অন্য অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা।

৪৪৯ ধারা। ৩১ ধারার প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন সেশন আদালত ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার এক বৎসরের অনধিককাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিম্বা উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।

যে অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না, সমর্পণ হইবার পর ও নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আধিপত্যকারী জজ সাহেবের এমত জ্ঞান হইলে তিনি আপনার সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া হাইকোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। উক্ত জজ সাহেব আপনি বাদির ও সাক্ষিদের স্থানে হাইকোর্টে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তাঁহাকে তদ্রূপ পত্র লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫০ ধারা। যে সেশন এলাকার মধ্যে সাধারণতঃ ঐ অপরাধের বিচার হইতে পারে যদি সেই এলাকার সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তিনি ঐ এলাকা যে প্রদেশের অন্তর্গত তথাকার ফৌজদারী আপীল শুনিবার উচ্চতম আদালতের আজ্ঞার জন্য ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশে রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবের আদালত এই ধারার কার্য্যপক্ষে ফৌজদারী আপীল শুনিবার উচ্চতম আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪৫১ ধারা। হাইকোর্ট কি সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইলে, প্রথম জুরের ডাক হইয়া গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে অথবা স্থল বিশেষে, প্রথম আসেসর নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রজা মিশ্র জুরি কি মিশ্র আসেসরদল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে, জুররদের কি আসেসরদের অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় হইবে।

মিশ্র জুরির দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইবার কথা।

৪৫২ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে, কোন স্থলে তাহারই সঙ্গে ২ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজারও নামে অভিযোগ হইলে, ও হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্তে ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে সমর্পণ করা গেলে, ঐ দুই ব্যক্তির একত্র বিচার হইতে পারিবে, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার স্বতন্ত্র বিচার হইলে যে প্রণালীমতে কার্য্য চলিত, সেই প্রণালীমতে চলিবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ৪৫১ ধারামতে মিশ্রজুরি দ্বারা বা মিশ্র আসেসর দল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে এবং উক্ত যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে সে স্বতন্ত্র বিচারের দাওয়া করিলে, ২৩ অধ্যায়ের বিধানমতে শেষোক্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার হইবে।

এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

৪৫৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় কোন ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য হয় তাঁহার এমন দাওয় হইলে তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তিনি সেই দাওয়ার হেতু জানাইবেন। তাহা হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ উক্তির সত্যতানুসন্ধান করিবেন, এবং ঐ ব্যক্তিকে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার যুক্তিসঙ্গত সময় দিবেন, ও তদনন্তর তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে ও ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে মাজিষ্ট্রেটের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাস্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় তৎসম্বন্ধে কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে, উক্ত আদালত যদি আরো তদন্ত করা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত আদালত তাঁহার অপরাধ নির্ণয় করিলে ও তিনি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে, আদালতের সেই নিষ্পত্তি যে অযথার্থ ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

যে আদালতে কোন ব্যক্তির বিচার হয় তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহেন, সেই আদালতের এই নিষ্পত্তি হইলে, বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হয় উক্ত নিষ্পত্তি তাহার উপর আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে।

৪৫৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হয় কিম্বা যৎকর্ত্তৃক তাঁহাকে সমর্পণ করা যায়, ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় তাঁহার পক্ষে কার্য্য হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহারই নিকট ইহার দাওয়া না করিলে, কিম্বা সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদ্রূপ দাওয়া করা গিয়া অগ্রাহ্য হইলেও তাঁহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা যায় তথায় তিনি উক্ত দাওয়া পুনশ্চ না করিলে, ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাস্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন, এমত জ্ঞান হইবে, এবং সেই মোকদ্দমা চলনের তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ দাওয়া করিতে পারিবেন না।

উক্ত অবস্থায় দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গণ্য জ্ঞান হইবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখালে, তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

৪৫৫ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে তাহাকে লইয়া এই অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় কার্য্য হইলেও যদি সে আপত্তি না করে, তবে তদ্রূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তদন্ত কি, স্থল বিশেষে, সমর্পণ কি বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইয়া কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা।

৪৫৬। কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে কোন ব্যক্তি অবৈধমতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি যে স্থানে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় সেই স্থানে কোন অপরাধ করিলে তাহার উপর যে হাইকোর্টের বিচারাধিপত্য থাকিত কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়সূচক আজ্ঞার উপর তিনি যে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিতেন সেই হাইকোর্টের নিকট এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে আমাকে যে ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাঁহার নিকট উক্ত হাইকোর্টের এই আজ্ঞা হয় যে আমার বিষয়ে উক্ত কোর্ট আর যে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার অপেক্ষায় থাকিবার জন্যে আমাকে সেই হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায়।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে হাই কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা।

৪৫৭ ধারা। হাইকোর্ট বিহিত বোধ করিলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে আফিডেবিট ক্রমে কি প্রকারান্তরে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কারণের অনুসন্ধান লইয়া সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন; অথবা প্রথমেই সেই আজ্ঞা দিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আবশ্যকমতে তদন্ত লইয়া সেই বিষয়ের অন্য যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫৮ ধারা। যে ২ দেশে হাইকোর্টের ফৌজদারী আপীল শুনিবার বিচারাধিপত্য থাকে সেই ২ দেশে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব অন্য যে স্থানের অনুমতি দেন সেই সকল স্থানে হাইকোর্টের সেই প্রকারে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

হাইকোর্ট যে ২ স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৫৯ ধারা। পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না পাইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব পূর্ব্বে যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন ও পরে যাহা করিবেন, তৎক্রমে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, তাহা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি খাটিবে; তাহাতে তাঁহাদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, খাটিবে।

যে২ আইনে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, তাহা খাটিবার কথা।

কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে কোন আদালত যে পরিমাণে দণ্ড দিতে পারিবেন বলিয়া এই অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি যে তৎসীমা অতিক্রম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, অথবা শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহেন রাজধানীর বহিঃস্থ এমন কোন মাজিষ্ট্রেটের বা সেশন জজের প্রতি যে বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইতেছে, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৪৬০ ধারা। জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ভিন্ন ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক হয়, তবে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় কি আমেরিক দেশীয় হন ইউ

ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

রোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় উক্ত ব্যক্তি এমত দাওয়া করিলে ও তদ্রূপ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা দেশীয় লোক হইবেন।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা।

৪৬১ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ কোন মোকদ্দমায় ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় নহে এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় লোকের নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকদিগকে লইয়া যে জুরির ন্যূন কল্পে অর্দ্ধাংশ হইবে যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ব্যক্তি এমন জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে ৪৬০ ধারামতে বিচার হইবার দাওয়া করাতে ঐ রূপে তাহার বিচার হয়, তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে।

৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৬২ ধারা। সেশন আদালতে যাহার বিচার হইবে এমন কোন মোকদ্দমায় ৪৫১ কি ৪৬০ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত জুরির দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনের বিচার হইবার অধিকার থাকিলে, সেই বিচারের নিমিত্ত জুরিস্বরূপ ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় যত জনের প্রয়োজন হয় উক্ত আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে পূর্ব্ব লিখিত বিধিমতে তাঁহাদিগকে সমন করাইবেন।

সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রে অন্য যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে আদালত সেই সময়ে সেই প্রকারে তাঁহাদের মধ্য হইতেও তত্তুল্যসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে সমন করাইবেন। কিন্তু যদি সেই সেশনে জুরির দ্বারা বিচারের নিমিত্ত ঐ অন্য প্রকারের তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বে সমন করা গিয়া থাকে তবে করাইবেন না।

তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে যে২ ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি হইবে ২৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে গুলিবাঁট করিয়া তাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও যাবৎ ইউরোপীয় এবং আমেরিকা দেশীয় উপযুক্ত সংখ্যার লোক কিম্বা সাধ্যমতে প্রায়ই সেই সংখ্যার লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাবৎ মনোনীত করণ কার্য্য চলিবে।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় উপযুক্ত সংখ্যক ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক প্রকারান্তরে পাওয়া যাইতে না পারিলে, আদালত আপন বিবেচনামতে জুরির সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে ৩২০ ধারামতে মুক্ত বলিয়া জুরির ফর্দ্দ হইতে বর্জ্জিত কোন ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালাইবার কথা।

৪৬৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের ও ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ভিন্ন ইউরোপীয়দের ও আমেরিকাদেশীয়দের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য সেশন আদালতে ও হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায় তাহা প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই আইনের বিধানমতে চালান যাইবে।

---

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট তদন্ত কি বিচার করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম সেই মাজিষ্ট্রেট এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ঐ ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্য নিশ্চয় করণার্থে তদন্ত লইয়া জিলার সিবিল চিকিৎসক সাহেবের দ্বারা কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করাইবেন এবং সাক্ষীস্বরূপ ঐ সিবিলচিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে, সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইলে ও তাহার বিচারকালে আদালত তাহাকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম বোধ করিলে, জুরি অথবা আসেসরদের সাহায্য প্রাপ্ত আদালত প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের ও অক্ষমতার বিচার করিবেন ও সেই বিষয় হৃদ্বোধমতে জানিতে পারিলে, তদনুযায়ি নিষ্পত্তি করিবেন। তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার গৌণ হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্যের ও তাহার অক্ষমতার যে বিচার করা যায় তাহাও আদালতের সম্মুখে তাহার বিচারের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

অনুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

৪৬৬ ধারা। কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জানা গেলে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয় যদি সেই অপরাধ হেতুক হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্বাবধান করা যাইবে ও সে আপনার কি অন্য কাহার হানি করিতে পাইবে না ও আজ্ঞা হইলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি আদালত এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে এই২ নিয়মে উপযুক্ত জামিন দেওয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

তাহার বদ্ধের কথা।

যদি সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে, কিম্বা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা নি-

র্ব্বিঘ্নে আটক করিয়া রাখিবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবেন।

তদন্ত কি বিচারকার্য্যে পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইবার কথা।

৪৬৭ ধারা। ৪৬৪ কি ৪৬৫ ধারামতে গৌণে মোকদ্দমার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত কোন সময়ে ঐ তদন্ত কি বিচারের কার্য্যে পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন, ও উক্ত মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কি তাহাকে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৬৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা গেলে ও এতদর্থে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার জামিন তাহাকে উপস্থিত করিলে সেই কর্ম্মকারক যদি সর্টিফিকেট দেন, যে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, উক্ত সর্টিফিকেট প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৪৬৮ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি স্থলবিশেষে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপস্থিত করা গেলে, সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত ভাবাপন্ন হইয়াছে ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা ঐ আদালতের এমত বোধ হইলে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত কিম্বা বিচার কার্য্য চলিবে।

তৎকালেও মাজিষ্ট্রেট কি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালত পুনশ্চ ৪৬৪ কি, স্থল বিশেষে, ৪৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা।

৪৬৯ধারা। তদন্ত কি বিচার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুস্থমনা দেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য্য করিলে তাহা অপরাধ হইত কিন্তু যে সময়ে ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল সেই সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে পারে নাই, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা তাঁহার এমন জ্ঞান করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা বিহিত হইলে বিচারার্থে সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত নিরপরাধী নির্ণয়ের কথা।

৪৭০ ধারা। যে সময়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত সে ঐ অভিযোগের ক্রিয়ার অপরাধস্বরূপ ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানে নাই, এই হেতু তাহাকে নিরপরাধী করা গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না নির্ণয়পত্রে এই কথা বিশেষমতে লিখিতে হইবে।

উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আটক রাখিবার কথা।

৪৭১ ধারা। ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমত ক্রিয়া করিয়াছে নির্ণয়পত্রে ইহা ব্যক্ত হইলে ও তাহার উক্ত অক্ষমতা না হইলে যদি অভিযোগমত ঐ ক্রিয়া অপরাধের তুল্য হইত, তবে যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয় সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত যে স্থানে ও যেরূপে উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই রূপে ঐ ব্যক্তিকে নির্ব্বিঘ্নে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্যে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে ক্ষিপ্তব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা কারাগারে কিম্বা সুরক্ষা হইবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ক্ষিপ্তব্যক্তিকে ইনস্পেক্টর জেনরলের দৃষ্টি করিবার কথা।

৪৭২ ধারা। ৪৬৬ কিম্বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ করা গেলে সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে জেলের ইনস্পেক্টর জেনেরল সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে বদ্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয়বাটীর সন্দর্শকেরা কিম্বা তাঁহাদের কোন দুই জন ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ও সেই ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুই জন সন্দর্শক ছয়২ মাসান্তর ন্যূনকল্পে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন।

বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

৪৭৩ ধারা। ঐ ব্যক্তি ৪৬৬ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা সন্দর্শকেরা এই সর্টিফিকেট দিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থল বিশেষ আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে; ও সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত সেই ব্যক্তির প্রতি ৩৬৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও সেই ইনস্পেক্টর জেনরলের কি সন্দর্শকদের পূর্ব্বোক্ত সর্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা।

৭৪ ধারা। সেই ব্যক্তি ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে এবং তাহাকে মুক্ত করা গেলে সে আপনার কি অন্য কাহার হানি যে করিবে আমার কি আমাদের বিবেচনায় এমত শঙ্কা হয় না উক্ত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা এই কর্ম্মের সর্টিফিকেট দিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মুক্ত হইবার অথবা তাহাকে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিতে

পারিবেন অথবা পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রয়বাটীতে প্রেরিত না হইলে তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং তথায় পাঠাইবার আজ্ঞা দিলে কোন এক জন বিচারকর্ত্তাকে ও দুই জন চিকিৎসকসাহেবকে কমিশ্যনস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ঐ কমিশ্যন আবশ্যকমত প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিতরূপে তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহার আটক থাকিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা।

৪৭৫ ধারা। ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি আটক থাকিলে যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বন্ধু তাহাকে আপনাদের রক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে লইতে ইচ্ছা করে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্বাবধান হইবে ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পারিবে না এ গবর্ণমেণ্টের হৃদ্বোধনার্থে ইহার প্রতিভূ দিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের কি বন্ধুর নিকট সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

তাহাকে সেই প্রকারে সমর্পণ করা গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত সময়েং ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিতে পাইবেন এই নিয়মে তাহাকে অর্পণ করা যাইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করা যায় তাহাদের প্রতি আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ ৪৭২ ও ৪৭৪ ধারার বিধান খাটিবে, ও এই ধারামতে দৃষ্টি করণার্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায় তাহার সর্টিফিকেট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

---

৩৫ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোনং অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

১৯৫ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৬ ধারা। ১৯৫ ধারার উল্লিখিত বিচারকার্য্য ক্রমে তৎসম্মুখে কৃত কি আনীত কোন অপরাধের তদন্ত লইবার হেতু আছে, কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত এমত বোধ করিলে সেই আদালত প্রথমস্থলীয় আবশ্যক তদন্ত করিলে পর নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত ও বিচার হইবার জন্যে সেই মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠাইতে কিম্বা তাহার স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কি তদন্ত হইবার সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন ও তিনি ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উক্ত তদন্ত বা বিচার কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৭ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ১৯৫ ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ হইলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞান গোচরে আনা গেলে, সেই আদালত ৪৪৪ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার কৃত অভিযোগপত্র ক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

ঐ আদালত মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত বিচার কালে সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৮ ধারা। কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে এমত অপরাধ করা গেলে কিম্বা বিচারকার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে, অপরাধের বিচার যদি কেবল সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে হইতে পারে, কিম্বা যদি উক্ত দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত বিবেচনা করেন যে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে উহার বিচার হওয়া উচিত, তবে সেই দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৭৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত লইবার জন্যে মোকদ্দমা প্রেরণ না করিয়া আপনি সেই তদন্ত লওনের কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন, ও হাইকোর্টে কিম্বা স্থলবিশেষে, সেশন আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কম্ব বিচার হইবার নিমিত্তে হাজিরজামিন হইতে পারিবেন।

এই ধারামতে তদন্ত লইবার জন্যে দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৪৩ ধারার নিয়মাধীনে মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামত কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত লইবার সময়ে আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য যতদূর সম্ভব ১৮ অধ্যায়ের বিধানমতে হইবে ও তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা করা গেল এমত জ্ঞান হইবে।

তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

৪৭৯ ধারা। দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত কর্ত্তৃক অপরাধিকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা গেলে, ঐ আদালত সমর্পণ করিবার আজ্ঞার ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত অভিযোগপত্র প্রোসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদির ও প্রতিবাদির সাক্ষিদিগকে হাইকোর্টের কিম্বা স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন।

৪৮০ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি ২২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হউক কি না হউক ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ও সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে, উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধের দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

কোন২ স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৪৩ ও ৪৪৪ ধারার কোন কথা এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি বর্ত্তে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৪৮১ ধারা। উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ হয় ও অপরাধী সেই বিষয়ে কোন উত্তর দিলে যে উত্তর দেয় ও যে নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা হয় আদালত এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

এইরূপ মোকদ্দমায় নথীর কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে ঐ আদালত বিচার ঘটিত যে কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও কার্য্য কত দূর চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকতা করা যায় তাহা ও সেই অপমানের কি প্রতিবন্ধকতার ভাব ঐ কাগজপত্রে দেখাইতে হইবে।

৪৮২ ধারা। ৪৮০ ধারার উল্লিখিত ও আপনার দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড করা উচিত আদালত এমত বোধ করিলে, কিম্বা ৪৮০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করা উচিত নয় আদালত অন্য কোন কারণে এরূপ বিবেচনা করিলে যে কার্য্যাদি দ্বারা ঐ অপরাধ হয় ও পূর্ব্ব লিখিত বিধিমত অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় ঐ আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পর ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহার জামিন লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমাইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যায় ইতিপূর্ব্বে যে বিধান করা গিয়াছে সেই বিধানমতে তিনি তাহার নামে নালিশ শুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৪৮৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে নিযুক্ত কোন রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ি দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রেজিষ্টার বা সব-রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান যে স্থলে হইবে তাহার কথা।

৪৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা কিম্বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৮০ ধারামতে কোন অপরাধির দণ্ড নিরূপণ করিলে, যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে স্বীকার করে কিম্বা আদালতের সন্তোষমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।

৪৮৫ ধারা। ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে সাক্ষিকে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত কি ক্ষমতাভুক্ত যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, ও অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না জানাইলে, ঐ আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে, কিম্বা তাহাকে অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের বা জজের স্বাক্ষরিত ওয়ারণ্টক্রমে তত কাল আদালতের কোন কার্য্যকারকের হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে সাক্ষ্য ও উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহার প্রতি এই আইনের ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে এবং রাজকীয় সনন্দ বলে স্থাপিত আদালত হইলে তাহাকে অবজ্ঞা করণাপরাধী জ্ঞান করা যাইবে।

উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা।

৪৮৬ ধারা। কোন আদালত কর্ত্তৃক ৪৮০ কি ৪৮৫ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, উক্ত আদালতের ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হইতে পারে সে ইতিপূর্ব্বে প্রকার সত্ত্বের কথা সত্ত্বেও সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

অবজ্ঞায় মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।

এই ধারামতে আপীলের প্রতি ৩১ অধ্যায়ের বিধান যত দূর খাটিতে পারে বর্ত্তিবে ও যে নির্ণয়ের কি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হয় আপীল আদালত সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে কিম্বা সেই দণ্ডাজ্ঞা কম কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

রাজধানী নগরের ছোট আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় হইলে, হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে, এবং অন্য ছোট আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ আদালত যে সেশন আদালতের সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে সেই আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্টার স্বরূপ কোন কার্য্যকারক তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে উক্ত কার্য্যকারক যদি কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিও হউন, তবে ঐ কার্য্যকারক উক্ত বিচারপতি স্বরূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে এই ধারার পূর্ব্বাংশমতে যে আদালতে আপীল হইতে পারিত সেই আদালতে আপীল হইবে; ও স্থলান্তরে জিলার জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা রাজধানী নগরে হাই কোর্টে আপীল হইবে।

৪৮২ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোন২ জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে, তাহাদের সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

৪৮৭ ধারা। ৪৭৭ ও ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ব্যতিরেকে হাই কোর্টের জজ ও রেঙ্গুনের রিকার্ডর ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন ফৌজদারী আদালতের জজ কি মাজিষ্ট্রেট ১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ তৎসম্মুখে কিম্বা তাহার ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া করা গেলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে ঐ জজ বা মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ তাহার জ্ঞান গোচরে আনা গেলে ঐ অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।

যে মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তিনি যে উক্ত আদালতে কি কোর্টে কোন মোকদ্দমা আপনি সমর্পণ করিতে পারিবেন না কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদন্ত জন্য না পাঠাইয়া কোন মোকদ্দমা লইয়া আপনি কার্য্য করিতে পারিবেন না, ৪৭৬ কি ৪৮০ ধারার কোন কথা দ্বারা এরূপ বিধান হইবার জ্ঞান হইবে না।

---

৩৬ ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণ পোষণের আজ্ঞার কথা।

৪৮৮ ধারা। কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি থাকিতে ও সে আপন স্ত্রীর কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরস কি জারজ সন্তানের ভরণপোষণ করিতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণ পোষণের নিমিত্তে মাসে২ সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সময়ে২ যে ব্যক্তির নিকটে দিবার আদেশ করেন, সেই টাকা সেই ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে।

ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে।

সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

যদি ঐরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উপেক্ষা করে, তবে যত বার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় তত বার ঐ মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে ঐ দেয় টাকা আদায় করিবার ও ওয়ারেণ্ট জারী হইলেও কোন মাসের টাকার সমুদয় বা কোন অংশ অদত্ত থাকিলে ঐ ব্যক্তির এক মাস কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে, স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস করিলে আমি তাহার ভরণ পোষণ করিতে প্রস্তুত আছি, ও স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে, তবে ঐ স্ত্রী অস্বীকার করিবার যে কারণ জানায় ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন; ও সেই পুরুষ উপপত্নী রাখে কি আপন স্ত্রীর প্রতি নিরন্তর নির্দ্দয়াচার করিয়াছে ইহা যদি হুজ্জতমতে জানিতে পান, তবে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিলেও মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্ত্রী যদি উপপতির সঙ্গে বাস করে, কিম্বা যদি অনুপযুক্ত কারণে আপন স্বামির সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা যদি উভয়ে পরস্পর সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে এই ধারামতে স্বামির স্থানে ঐ স্ত্রীর বৃত্তি পাইবার অধিকার নাই।

কোন স্ত্রীর অনুকূলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে যদি প্রমাণ হয় যে, সে উপপতির সঙ্গে বাস করিতেছে, কিম্বা উপযুক্ত কারণ বিনা আপন স্বামির সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিবেন।

এই ধারামত সমুদয় সাক্ষ্য স্বামির কি স্থলবিশেষে পিতার সাক্ষাতে লওয়া যাইবে, কিম্বা তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত না হইবার আজ্ঞা দেওয়া গেলে তাঁহার উকীলের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে, এবং সমনের মোকদ্দমায় যেরূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যায় তাহা সেইরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

৪৮৯ ধারা। ৪৮৮ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক বৃত্তি পায় কি ঐ ধারামতে যাহার প্রতি স্বীয় স্ত্রীকে কি সন্তানকে মাসিক বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হয়, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির সঙ্গতি পরিবর্ত্তন হওয়া প্রমাণ হইলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত বৃত্তি যদ্রূপে পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন, কিন্তু মাসে মোট পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৪৯০ ধারা। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের নিমিত্ত ঐ আজ্ঞা করা যায় তাহাকে কিম্বা তাহার অভিভাবক থাকিলে উক্ত অভিভাবককে কিম্বা যে ব্যক্তিকে বৃত্তি দেওয়া যাইবে সেই ব্যক্তিকে বিনা খরচে ঐ আজ্ঞার নকল দেওয়া যাইবে; ও যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে থাকুক

সেই স্থানের কোন মাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের অনন্যতা ও যে টকা দেওয়া হয় তাহা দেওয়া যায় নাই এই বিষয় হৃদ্বাধমতে জানলে ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন।

---

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

৪৯১ ধারা। কোর্টউলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্ট যেসময়ে উচিত বোধ করেন সেই সময়ে এইং আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনবার ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে, তাহাকে লইওয়া আইনমতে কার্য্য হয়, এই নিমিত্ত তাহাকে কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(খ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেআইনীমতে কি অনুচিতমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কি সামান্য কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা।

(গ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে আসামী বদ্ধ থাকে, উক্ত কোর্টে উপস্থিত কোন বিষয়ে কিম্বা যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে সেই বিষয়ে সাক্ষীস্বরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে তাহাকে ঐ কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঘ) কোর্ট মার্শালের সম্মুখে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল সাহেবের কোন কমিশ্যনের বলে কম্মকারী কোন কমিশনরদের সম্মুখে বিচার হইবার জন্যে কিম্বা উক্ত কোর্ট মার্শালের কি কমিশ্যনরদের সম্মুখে উপস্থিত কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্যে পূর্ব্বোক্তমত বদ্ধ কোন আসামীকে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীর বিচার হইবার জন্যে তাহার বদ্ধ থাকার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার আজ্ঞা।

(চ) ধৃত করিবার পরওয়ানা জারী করিয়া শরিফ সাহেব নীপাই কর্পস (অর্থাৎ ব্যক্তিকে পাইয়াছি) বলিয়া যে রিটর্ণ দেন তদনুসারে উক্ত স্থানের মধ্যের কোন আসামীকে আনিবার আজ্ঞা।

এই ধারামতে যে প্রণালীক্রমে কার্য্য করা যাইবে উক্ত প্রত্যেক হাইকোর্ট সময়েং সেই প্রণালী বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইন, মান্দ্রাজের ১৮১৯ সালের ২ আইন, কিম্বা বোম্বাইর ১৮২৭ সালের ২৫ আইনমতে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ১৮৫০ সালের ৩৪ আইন বা ১৮১৮ সালের ৩ আইনমতে যে ব্যক্তিদিগকে আটক করিয়া রাখা যায়, তাহাদের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটে না।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

৩৮ অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৯২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে সাধারণতঃ কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা কোন বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমায় রাজকীয় অভিযোক্তা নামক এক বা একাধিক কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

সেশন আদালতের বিচারার্থে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায়, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তাঁহার কর্তৃত্বাধীন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, রাজকীয় অভিযোক্তা অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোক্তার কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৪৯৩ ধারা। যে আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি সমর্পিত মোকদ্দমার তদন্ত লওয়া যায় কি বিচার কি আপীল হয় তিনি লিখিত অনুমতিপত্র বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন; ও ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় যদি সামান্য কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন উকীলকে আদেশ করেন, তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি বর্ত্তিবে ও আদেশপ্রাপ্ত উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিবেন।

যেং মোকদ্দমা চালাইবার ভারপ্রাপ্ত হন সেইং মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা।

সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।

৪৯৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন রাজকীয় অভিযোক্তা জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে, তাঁহাদের মীমাংসা দিবার পূর্ব্বে ও অন্য স্থলে, নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, আদালতের অনুমতি লইয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন। ঐরূপে যদি অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে

অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা।

(ক) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

(খ) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পর, কিম্বা যে স্থলে এই আইনমতে অভিযোগপত্রের প্রয়োজন নাই, সেই স্থলে, ঐরূপ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যাইবে।

৪৯৫ ধারা। কোন ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার তজবিজ
অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা। লইলে কি বিচার করিলে পোলীসের ইন্সপেক্টরের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে অভিযোক্তাস্বরূপ প্রকাশ্য চালাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি না পাইলে আড্‌ভোকেট জেনরল কি ষ্ট্যাণ্ডিং কোন্সেল কি গবর্নমেন্ট সলিসিটর কি রাজকীয় অভিযোক্তা কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে সাধারণ বা বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তির সেই কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

কোন ব্যক্তি অভিযোগ কার্য্য চালাইলে আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা তাহা চালাইতে পারিবেন।

---

৩৯ ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজির জামিন বিষয়ক বিধি।

৪৯৬ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন
যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাহা লইতে হইবার কথা। লওয়া যাইতে পারে না এমত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কর্তৃক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত কিম্বা আটক করা গেলে, কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে সে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে, ও সে উক্ত পোলীসের কর্ম্মকারকের হেফাজতে থাকবার কি উক্ত আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য চলিবার কোন সময়ে হাজির জামিন দিতে প্রস্তুত থাকিলে, তাহার স্থানে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। পরন্তু পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ঐ ব্যক্তি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে উক্ত কর্ম্মকারক কি আদালত উচিত বোধ করিলে তাহার স্থানে হাজির জামিন না লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

৪৯৭ ধারা। যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লওয়া
হাজিরজামিন লইবার অযোগ্য যেস্থলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা। যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে তাহাকে কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিলে কিম্বা আটক করিয়া রাখিলে কিম্বা সে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে তাহাকে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল সে ঐ অপরাধে অপরাধী এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

ঐ ব্যক্তি যে উক্ত অপরাধ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস
যে স্থলে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা। করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার অপরাধের আরো তদন্ত লইবার বিশিষ্ট হেতু আছে, অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচারকার্য্য চলিবার কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারকের কি আদালতের এইরূপ বিবেচনা হইলে, ঐ তদন্ত না লওন পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হাজিরজামিন লইয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারকের বা আদালতের বিবেচনামতে পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে জামিন বিনা উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র তাহার স্থানে লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

পশ্চাৎ এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইবার কোন সময়েই কোন আদালত এই ধারামতে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪৯৮ ধারা। এই ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লেখা-
হাজিরজামিন লইবার কি কমাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমার অবস্থার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহার টাকা ধার্য্য করা যাইবে এবং ঐ টাকা অত্যধিক হইবে না, এবং কোন ব্যক্তির হাজির জামিন দিবার অনুমতি দেওয়া যায়, কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট যত টাকার জামিন চাহেন তাহা কমাইয়া দেওয়া যায়, অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হউক কি না হউক, হাইকোর্ট কি সেশন আদালত যে কোন স্থলেই এমত আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৯৯ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন
অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা। কি তাহার নিজের নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে পোলীসের কর্ম্মকারক কি স্থলবিশেষে আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাহাকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, এক কি অধিক জন বিশিষ্ট প্রতিভূ তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে। নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে, ঐ ব্যক্তি ঐ নিবন্ধপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবে, ও পোলীসের কর্ম্মকারকের কি স্থলবিশেষে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে থাকিবে।

যদি মোকদ্দমায় প্রয়োজন হয়, উক্ত নিবন্ধপত্রে এই নিয়মও থাকিবে যে, যে ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে আহূত হইলে হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে কি অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে।

৫০০ ধারা। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর
হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা। যাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উহা লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে। যদি সে কারাগারে থাকে, তবে যে আদালত তাহার হাজিরজামিন লন সেই আদালত জেলের অধ্যক্ষের নামে তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন। উক্ত আজ্ঞা পাইলে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে মুক্ত করিবেন।

যে বিষয় সম্বন্ধে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তদ্ভিন্ন কোন বিষয়ের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিলে, এই ধারার কিম্বা ৪৯৬ বা ৪৯৭ ধারার কোন কথাক্রমে তাহাকে যে মুক্ত করিবার আদেশ হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৫০১ ধারা। ভ্রান্তি কি প্রতারণাক্রমে বা প্রকারান্তরে অল্প টাকার জামিন লওয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা হাজির-জামিন পশ্চাৎ অপ্রচুর হইলে আদালত ধৃত করিবার ওয়ারন্ট বাহির করিয়া হাজির জামিন ক্রমে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিয়া উপযুক্ত হাজির জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, না দিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

প্রথমে যে হাজির-জামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, তাহার উপস্থিত হওয়ার ও উপস্থিত থাকার সমুদয় কি কোন২ প্রতিভূ কোন সময়েই মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আপন২ নিবন্ধপত্র হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে মাজিষ্ট্রেট উক্তরূপে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারন্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ওয়ারন্টক্রমে উপস্থিত হইলে, কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রতিভূদের নিবন্ধপত্র সম্পূর্ণরূপে কিম্বা প্রার্থকদের সম্বন্ধে রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন। তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

---

৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশন বিষয়ক বিধি।

৫০৩ ধারা। সদ্বিচারার্থে কোন সাক্ষির পরীক্ষা প্রয়োজনীয় ও যে বিলম্ব কি খরচ কি কষ্ট না হইলে উক্ত সাক্ষিকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না তাহা বিষয়ের আবশ্যিক বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ নহে এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের এরূপ বোধ হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কি কোর্ট সেই সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও উক্ত সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত যে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে সাক্ষী থাকে তাঁহার নামে কমিশ্যন লিখিয়া দিতে পারিবেন।

যে স্থলে সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

কমিশ্যন দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ যে রাজার বা রাজ্যাধিকারের দেশে ব্রিটিষ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি কার্য্যকারক আছে, সাক্ষী সেই দেশে বাস করিলে কমিশ্যন ঐ কার্য্যকারকের নামে দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে মাজিষ্ট্রেটকে কি কার্য্যকারককে কমিশ্যন দেওয়া যায় তিনি স্বয়ং কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট হইলে তিনি বা প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে নিযুক্ত করেন সেই মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী যে স্থানে থাকে সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা ঐ সাক্ষীকে আপনার নিকট সমন করিবেন; এবং এই আইনমতে ওয়ারন্টের মোকদ্দমার বিচারকালে যে প্রকারে সাক্ষ্য লওয়া যায় ও যে২ ক্ষমতামতে কার্য্য হয় সেই প্রকারে ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও তদর্থে সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৫০৪ ধারা। সাক্ষী কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কমিশ্যন লিখিয়া দেন সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত ঐ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নামে কমিশ্যন দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই মোকদ্দমার সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাহাদের সাক্ষ্য লইবার তাঁহার যে ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতামতে তিনি সেই সাক্ষিকে উপস্থিত করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশ্যনের কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের ৪৬ অধ্যায়ের আইনের ৩ ধারামতে হাইকোর্টের যে কমিশ্যন লিখিয়া দিবার ক্ষমতা আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৫০৫ ধারা। এই আইনমত যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কমিশ্যন বাহির হয়, তাহার উভয় পক্ষ যে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কমিশ্যনের আদেশ করেন সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যাহা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন এমন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেটের কি কার্য্যকারকের নামে কমিশ্যন দেওয়া যায় তিনি ঐ প্রশ্ন ধরিয়া উক্ত সাক্ষির পরীক্ষা লইবেন।

সাক্ষীর পরীক্ষা লইতে পক্ষদের ক্ষমতার কথা।

যে মাজিষ্ট্রেটের বা কার্য্যকারকের নামে কমিশ্যন লিখিয়া দেওয়া যায় উক্ত পক্ষেরা উকীলের দ্বারা কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং উক্ত সাক্ষিকে পরীক্ষা করিতে ও স্থল বিশেষে কূট পরীক্ষা কি পুনঃ পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৫০৬ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই আইনমত কোন তদন্ত বা বিচার বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যকালে সদ্বিচারার্থে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক তাহার পরীক্ষা লইবার জন্যে কমিশ্যন দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে, এবং ঐ সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে হইলে যত বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা ঘটিবে তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হইলে, সেই মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট কারণ জানাইয়া কমিশ্যন প্রার্থনা করিবেন;

অধস্তন মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের কমিশ্যন দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

ও সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে কমিশ্যন দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কমিশ্যন ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৫০৭ ধারা। ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কোন কমি- শ্যন দেওয়া গেলে তদনুসারে নিয়মিতরূপে কার্য্য হইলে পর যে আদালত হইতে কমিশ্যন বাহির হইয়াছিল, ঐ কমিশ্যনমতে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গেল তাঁহার ঐ সাক্ষ্য সহিত ঐ কমিশ্যন সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে; ও সেই কমি- শ্যন ও তাহার প্রত্যর্পণ ও ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য যুক্তিমত সকল সময়ে পক্ষেরা দেখিতে পাইবেন, ও ন্যায়ানুগত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন তাহা কোন পক্ষ কর্ত্তৃক মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

তদন্ত কি বিচার কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৫০৮ ধারা। কোন স্থলে ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কমিশ্যন দেওয়া গেলে, তদনু- সারে কার্য্য হইয়া কমিশ্যন যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারে যুক্তিমত এরূপ যথোচিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

---

৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

চিকিৎসক সাক্ষির সাক্ষ্যের কথা।

৫০৯ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সিবিল চিকিৎসকের কিম্বা চিকিৎসাকর্ম্মকারী অন্য সাক্ষির পরীক্ষা লওয়া গেলে ও তাঁহার সাক্ষ্য স্বাক্ষরিত হইলে, সেই পর কিন্তু ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ ডাকা না গেলেও এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কার্য্যে কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার সেই সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

চিকিৎসা কর্ম্মকারী সাক্ষিকে সমন করিতে পারিবার কথা।

আদালত উচিত বোধ করিলে ঐপ্রকার সাক্ষিকে সমন করিতে পারিবেন ও তাঁহার সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

রাসায়নিক দ্রব্যপরীক্ষকের রিপোর্টের কথা।

৫১০ ধারা। এই আইনমত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষককে কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্যের সহকারি পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূলাংশ পৃথক করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে দলীল থাকে তাহাতে ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকিলে তাহা এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনু- ষ্ঠানিক কার্য্যে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা।

৫১১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা তাহাকে পূর্ব্বে নির্দ্দোষ করা গিয়াছে ইহার প্রমাণ এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রচলিত আইনে অন্য যে কোন প্রকারের বিধান থাকে তদতিরিক্ত নিম্ন- লিখিত প্রকারে করা যাইবে;—

(ক) যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দ্দোষ করা যায় সেই আদালতের যে কার্য্যকারকের জিম্মায় কাগজপত্র থাকে তিনি ঐ কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত কথা দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার নকল বলিয়া সর্টিফিকেট লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত কথা দ্বারা, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের কথা হইলে, যে জেলে দণ্ড কি তাহার কোন অংশ দেওয়া যায় সেই জেলের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দ্বারা, কিম্বা সমর্পণ করিবার যে ওয়ারেন্টক্রমে দণ্ডভোগ হয় সেই ওয়ারেন্ট উপস্থিত করণ দ্বারা,

এবং ঐরূপে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় বা যাহাকে নির্দ্দোষী করা যায়, ঐ রূপ প্রত্যেক স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার অনন্যতা বিষয়ে প্রমাণ দ্বারা।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থানে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা।

৫১২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে ও তাহাকে শীঘ্র ধরা যাইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ প্রমাণ হইলে, তাহার নামে যে অপ- রাধের নালিশ হয় সেই অপ- রাধহেতুক তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহার অনুপস্থানে অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করা গেলে তাহাদের সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি সাক্ষী মরিয়া থাকে বা সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হইয়া থাকে, কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করাইতে হইলে যে বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা হয় তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, তবে ঐ ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচার কালে ঐ সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

---

৪২ দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

মুচলকার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার কথা।

৫১৩ ধারা। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে কোন আদালত কিম্বা কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে জামিন সহিত কিম্বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিলে ঐ আদালত কি কর্ম্মকারক ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার

পরিবর্ত্তে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা তত টাকার গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট আমানত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫১৪ ধারা এই আইনমতে যে আদালত কর্ত্তৃক নিবন্ধপত্র গৃহীত হয় সেই আদালতের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালতের হুকুমমতে;

কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র হইলে, ঐ আদালতের হুকুমমতে,

যদি প্রমাণ হয় যে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে ঐ আদালত উক্ত প্রমাণের হেতু লিখিবেন, ও যে কোন ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধপত্র দ্বারা বদ্ধ থাকেন তাহাকে অর্থদণ্ডের টাকা দিবার কিম্বা না দেওনের কারণ দর্শাইবার আদেশ দিবেন।

ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত উক্ত ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারেণ্ট দিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারেণ্টমতে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, ও তন্মধ্যে এই অনুমতি থাকিবে যে ঐ সীমার বহির্ভূত যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির কোন অস্থাবর দ্রব্য থাকে, সেই স্থান যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন তিনি ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্যও ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে।

সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও উক্ত প্রকারে ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা আদায় হইতে না পারিলে, যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন, সেই আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাস পর্য্যন্ত বদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

আদালত আপনার বিবেচনামতে উল্লিখিত অর্থদণ্ডের একাংশ ক্ষমা করিয়া অংশ মাত্র আদায় করণ প্রবল করিতে পারিবেন।

৫১৪ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা।

৫১৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ৫১৪ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিম্বা আপীল না হইলেও তাঁহার দ্বারা ঐ আজ্ঞা সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

কোন২ নিবন্ধপত্রক্রমে আদেয় অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৫১৬ ধারা। হাই কোর্টের কিম্বা সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাজির থাকিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, হাই কোর্ট কিম্বা সেশন আদালত কোন মাজিষ্ট্রেটকে সেই পত্রক্রমে পাওনা টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৩ ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।

৫১৭ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে তদন্ত কি বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইলে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যে দলীল কি অন্য দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দেখা যায় কিম্বা অপরাধ করণার্থে যাহার ব্যবহার হইয়াছে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে আদালত এই বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

হাই কোর্ট কি সেশনআদালত তদ্রূপ আজ্ঞা করিলে ও যে ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য পাইবার স্বত্ববান তাহাকে স্বীয় কার্য্যকারকদ্বারা ঐ দ্রব্য দিবার সুবিধা না হইলে, উক্ত কোর্ট কি আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবার আদেশ দিবেন।

যে মোকদ্দমায় আপীল আছে, সেই মোকদ্দমায় এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে, পশুপক্ষ্যাদি বা স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল দ্রব্য না হইলে আপীল করিবার অবধি যাবৎ গত না হয়, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে আপীল করা গেলে, যাবৎ ঐ আপীল নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দৃষ্ট হয় সেই দ্রব্য হইলে, এই ধারায় "দ্রব্য" যে শব্দ আছে তাহাতে যে দ্রব্য প্রথমে কোন পক্ষের অধিকারে কি তত্ত্বাধীনে ছিল সেই দ্রব্যমাত্র বুঝাইবে না, কিন্তু সেই দ্রব্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কোন দ্রব্য হয় কিম্বা সেই দ্রব্যের বিনিময়ে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাও বুঝাইবে, এবং ঐরূপ পরিবর্ত্তন কি বিনিময় করণদ্বারা অব্যবহিতভাবে কি প্রকারান্তরে যাহা কিছু লব্ধ হয় তাহাও বুঝাইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণ সূচক আজ্ঞা হইবার কথা।

৫১৮ ধারা। ৫১৭ ধারাক্রমে আজ্ঞা না দিয়া কোন আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পোলীসের দ্বারা ধৃত হইয়া পশ্চাল্লিখিতমতে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করা গেলে তিনি যদ্রূপে করিতেন ঐ দ্রব্য লইয়া তদ্রূপেই কার্য্য করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দোষী ক্রেতাকে দিবার কথা।

৫১৯ ধারা। যাহা চৌর্য্য বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ অপরাধ হয় বা যাহার মধ্যে ঐ অপরাধ পড়ে কোন ব্যক্তির যদি এরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় এবং ইহার প্রমাণ হয় যে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্য চোরা না জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে, এবং যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহাকেও ধরা গেলে তাহার নিকট হইতে কোন টাকা লওয়া হইয়াছে, তবে ক্রেতা প্রার্থনা করিলে ও অধিকার

পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে ঐ চোরা দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ টাকা হইতে ক্রেতার প্রদত্ত মূল্যের অনধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যায়।

৫২০ ধারা। যে আদালতে আপীল কি দৃঢ়ীকরণ কি বিবারার্পণ কি নিপত্তির সংশোধন হইতে পারে সেই আদালত আপনার অধীন আদালতের কৃত ৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত কোন আজ্ঞা স্বীয় বিবেচনার অপেক্ষায় স্থগিত রাখিতে এবং সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত আজ্ঞা স্থগিত রাখিবার কথা।

৫২১ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১ কি ৫০২ ধারা মতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার যত খণ্ড আদালতের হেফাজতে কিম্বা নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকে আদালত তৎসমুদয় বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অপবাদ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭২ কি ২৭৩ কি ২৭৪ কি ২৭৫ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে যে খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধ কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, আদালত তদ্রূপে তাহা বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৫২২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ সহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, ও সেই বলপ্রকাশদ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্থাবর দ্রব্যের অধিকার চ্যুত করা গিয়াছে উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে যদি উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির পুনরায় তদধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

কোন ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সেই স্থাবর দ্রব্যে আপনার স্বত্ব বা স্বার্থ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ স্বত্বের বা স্বার্থের বিঘ্ন হইবে না।

৫২৩ ধারা। যে দ্রব্য ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যাহা চোরা বলিয়া অভিযোগ কি সন্দেহ হয় কিম্বা যাহা এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে তৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে, সেই দ্রব্য পোলীস কর্ম্মকারক দ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে, তদ্বিষয়ে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অবিলম্বে রিপোর্ট করা যাইবে, ও তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট যে রূপে উচিত বোধ করেন সেই রূপে ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন। কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়মতে জানা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ দ্রব্য রাখিবার ও উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন।

৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা চোরা দ্রব্য পোলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে জানা থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট যে রূপ (যদি কোন) নিয়মে উচিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে ঐ সম্পত্তি তাহাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যক্তিকে জানা না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে২ দ্রব্য আছে ঘোষণা পত্রে সেই২ দ্রব্যের বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশ করণপূর্ব্বক সেই দ্রব্যের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাঁহাকে ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার দাওয়া প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবেন।

দ্রব্যের স্বামী অজ্ঞাত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৫২৪ ধারা। ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের উপর আপন দাওয়া সপ্রমাণ না করিলে ও সেই দ্রব্য যাহার নিকটে পাওয়া যায় সে ন্যায়মতে তাহা পাইয়াছিল ইহা দেখাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন, ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা সবডিবিজন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

এই ধারাতে আজ্ঞা করা গেলে তদ্রূপ আজ্ঞাকারক আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে আপীল হইবার অনুমতি থাকিবে।

৫২৫ ধারা। ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তি অজ্ঞাত কি অনুপস্থিত থাকিলে ও উক্ত দ্রব্য স্বভাবত আশুক্ষয়শীল হইলে কিম্বা তাহা বিক্রয় করাতে স্বামির লাভ আছে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ দ্রব্য ধরিবার রিপোর্ট হয় তিনি এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কোন সময়ে তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, এবং উক্ত বিক্রয়ের নিট উৎপন্ন সম্বন্ধে, যত দূর সম্ভব, ৫২৩ ও ৫২৪ ধারার বিধান খাটিবে।

আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

---

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

৫২৬ ধারা। যখন হাই কোর্টকে দেখান যায় যে (ক) তদধীন কোন ফৌজদারী আদালতে ন্যায়সঙ্গত ও অপক্ষপাত তদন্ত কি বিচার পাওয়া যাইতে পারিবে না, বা

হাইকোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

(খ) অসাধারণ কাঠিন্যযুক্ত আইনঘটিত প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনা, বা

(গ) যে স্থানে কি যে স্থানের নিকটে অপরাধ করা যায় তদ্রূপ তদন্ত কি বিচারার্থে সেই স্থান দেখা আবশ্যক, বা

(ঘ) এই ধারামতে আজ্ঞা দিলে পক্ষদের ও সাক্ষিদের সাধারণতঃ সুবিধা হইবে,

তখন উক্ত কোর্ট নিম্নলিখিতরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(১) যে অধ্যায়ক্রমে ১৭৭ হইতে ১৮৪ পর্য্যন্ত ধারাক্রমে কোন অপরাধের তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নহেন, কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তৎকার্য্যক্ষম, সেই আদালত কর্ত্তৃক উক্ত অপরাধের তদন্ত কি বিচার হয়, কিম্বা

(২) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল কি বিশেষ শ্রেণীর তদ্রূপ মোকদ্দমা কি আপীল. স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন এক ফৌজদারী আদালত হইতে সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন তদ্রূপ অন্য কোন ফৌজদারী আদালতে প্রেরিত হয়, কিম্বা

(৩) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল আপনার নিকটে প্রেরিত হইয়া বিচার হয়।

হাই কোর্ট প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদালতভিন্ন অন্য আদালত হইতে আপনার সম্মুখে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিলে, ২৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন যে আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আনা যায় তদ্রূপে উঠাইয়া আনা না গেলে সেই আদালতে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইত সেই মোকদ্দমার বিচারে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।

এই ধারাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য হইবার প্রার্থনা প্রস্তাবনাক্রমে করা যাইবে ও প্রার্থক আডবোকেট জেনরল না হইলে আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাহার পোষকতা করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে প্রার্থনা করিলে, হাই কোর্ট তাঁহার প্রতি এই নিয়মে জামিন সহিত বা বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন যে অপরাধ নির্ণয় হইলে সে অভিযোক্তার খরচা দিবে।

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে রাজকীয় অভিযোক্তার নামে ঐ প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া যে২ হেতুতে প্রার্থনা করা গেল সেই২ হেতুপত্রের নকল ঐ নোটিসের সঙ্গে দিবে, এবং সেই নোটিস দেওয়ার ও প্রার্থনাপত্র শুনিবার সময়ের মধ্যে ন্যূনকল্পে চব্বিশ ঘন্টা না গেলে ঐ প্রার্থনাপত্রের দোষগুণানুসারে কোন আজ্ঞা করা ঘটিবে না।

১৯৭ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায়, এই ধারার কোন কথা ক্রমে তাঁহার ব্যতিক্রম হইবে না।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৭ ধারা। বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল এক হাই কোর্ট হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাই কোর্টে অর্পণ করিলে, কিম্বা এক হাই কোর্টের অধীন কোন ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাই কোর্টের অধীন সমান কি অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিলে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয়, কিম্বা উভয় পক্ষের কি সাক্ষিদের সুবিধা হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের এমত বোধ হইলে, তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে আজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া সেই মোকদ্দমার কি আপীলের তদ্রূপ হস্তান্তর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে আদালতে সেই মোকদ্দমা কি আপীল অর্পণ করা যায় সেই আদালতেই প্রথম উপস্থিত করা গেলে ঐ আদালত সেই মোকদ্দমা কি আপীল লইয়া যেরূপে কার্য্য করিতেন তদ্রূপে কার্য্য করিবেন।

মোকদ্দমা জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৮ ধারা। জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট আপন অধীন কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া অথবা তাঁহাকে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া আপনি তাহার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্ত লইয়া বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনার অধীন অন্য কোন মাজিস্ট্রেটের প্রতি তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীন মাজিস্ট্রেটদের নিকট হইতে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া বিহিত বোধ করেন তাহা উঠাইয়া লন কিম্বা বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

---

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

অনিয়মিতক্রিয়াহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।

৫২৯ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিবার, অর্থাৎ,

(ক) ৯৮ ধারামতে তালাশী পরওয়ানা দিবার,

(খ) ১৫৫ ধারামতে পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার,

(গ) ১৭৬ ধারামতে মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার,

(ঘ) কোন ব্যক্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে ১৮৬ ধারামতে নিজ বিচারাধীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার,

(ঙ) ১৯১ ধারার (ক) কিম্বা (খ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার,

(চ) ১৯২ ধারামতে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার,

(ছ) ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার,

(জ) ৫২৪ বা ৫২৫ ধারামতে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার,

(ঝ) ৫২৮ ধারামতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি ভ্রান্তিক্রমে সরলমনে ঐ কার্য্য করেন, তবে ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অন্যথা করা যাইবে না।

অনিয়মিত যে কার্য্য-দ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।

৫৩০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও যদি সেইং কার্য্য করেন অর্থাৎ,

(ক) যদি ৮৮ ধারামতে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করেন,

(খ) যদি ডাকঘরে পত্রের কিম্বা টেলিগ্রাফ বিভাগে তারের খবরের তল্লাশী পরওয়ানা দেন,

(গ) যদি শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঘ) যদি সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঙ) কোন ব্যক্তি আইনমতে সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ হইলে যদি তাহাকে মুক্ত করেন,

(চ) যদি শান্তিরক্ষার মুচলকা রহিত করেন,

(ছ) স্থান বিশেষের অনিষ্ট কার্য্য সম্বন্ধে যদি ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন,

(জ) সাধারণের অনিষ্টকার্য্য না চলনার্থে না পুনশ্চ না হওনার্থে যদি ১৪৩ ধারামতে তন্নিবারণের আজ্ঞা করেন,

(ঝ) যদি ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করেন,

(ঞ) ১২ অধ্যায়মতে যদি আজ্ঞা করেন,

(ট) ১৯১ ধারার (গ) প্রকরণমতে যদি অপরাধ গ্রাহ্য করেন,

(ঠ) অন্য মাজিষ্ট্রেটের লিখিত রুবকারী অনুসারে যদি ৩৪৯ ধারামতে দণ্ডের আজ্ঞা করেন,

(ড) ৪৩৫ ধারামতে যদি কাগজ পত্র আনান,

(ঢ) যদি ভরণপোষণের আজ্ঞা করেন,

(ণ) যদি ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা ৫১৫ ধারামতে সংশোধন করেন,

(ত) যদি অপরাধির বিচার করেন,

(থ) যদি সরাসরীমতে অপরাধীর বিচার করেন, কিম্বা

(দ) যদি আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন,

তবে তাঁহার অনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে।

অনুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার কথা।

৫৩১ ধারা। তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য অনুপযুক্ত সেশন খণ্ডে কি জিলায় কি মহকুমায় কি অন্য স্থানে হইয়াছে বলিয়া, কেবল সেই কারণে কোন ফৌজদারী আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না; কিন্তু সেই ভুল হেতুক সদ্বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ হইতে পারে তাহার কথা।

৫৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি অন্য কর্তৃপক্ষ আইনমতে নিয়মিতরূপে ক্ষমতা ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে যেন বিবেচনায় তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি সেশন আদালতের বা হাই কোর্টের বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন, তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ করা যায় সেই আদালত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হয় নাই বিবেচনা করিলে, এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা হওনের পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযোক্তার পক্ষ হইতে সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের কি অন্য কর্ত্তৃপক্ষের বিচারাধিপত্য বিষয়ে আপত্তি না থাকিলে ঐ আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হইয়াছে উক্ত আদালতের যদি এইরূপ বিবেচনা হয় কিম্বা তদ্রূপ আপত্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নূতন তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১৬৪ বা ৩৬৪ ধারার বিধান না পালন করিবার কথা।

৫৩৩ ধারা। ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ করা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বাক্য বা অন্য উক্তি যে আদালতের সম্মুখে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হয়, সেই আদালত যদি দেখেন যে ঐ উক্তি লিপিবদ্ধকারী মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারার বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করেন নাই, তবে প্রতিবাদী নিয়মতরূপে ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে কহিয়াছিল ইহার প্রমাণ লইবেন, এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৯১ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যদি সেই ভ্রমদ্বারা মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদ কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি না হইয়া থাকে তবে ঐ উক্তি গ্রাহ্য হইবে।

৪৫৪ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি হইবার কথা।

৫৩৪ ধারা। যে মোকদ্দমার প্রতি ৪৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ খাটে সেই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তিকে, "তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ত্রুটি হইলে, তাহাতে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার ফলের কথা।

৫৩৫ ধারা। অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করা গেলেও ন্যায় বিচারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃ দৃষ্টি করিবার আদালতের এমত জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃদৃষ্টি করিবার আদালতের এমত বোধ হইলে, অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার ও মোকদ্দমার বিচারকালীন যে সময়ে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা উচিত

ছিল তদবধি বিচার কার্য্যের পুনরারম্ভ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

আসেসরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

জুরির বিচার্য্য মোকদ্দমা আসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা।

৫৩৬ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় যে অপরাধ বিচার্য্য হয় জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইলে কেবল তৎপ্রযুক্ত সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

জুরির দ্বারা বিচার্য্য অপরাধের বিচার আসেসরদের সহকারিতায় করা গেলে যদি আদালতের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপত্তি না করা যায় তবে কেবল আসেসরদের সহকারিতায় হওয়াপ্রযুক্ত বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগ পত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কিপ্রমাদ প্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি হুকুম অন্যথা হইবার কথা।

৫৩৭ ধারা। পূর্ব্ব প্রদত্ত বিধান ছলভিন্ন সমনে কি ওয়ারেণ্টে কি অভিযোগপত্রে কি নিষ্পত্তিপত্রে কিম্বা বিচার করণসময়ের বা তৎপূর্ব্বের অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কিম্বা এই আইনমত কোন তদন্তে বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ভ্রম কি ত্রুটি কি অনিয়ম হইলে,

কিম্বা ১৯৫ ধারার আদেশমত কোন অনুমতির অভাব হইলে,

কিম্বা ৩২৪ ধারা অনুসারে জুরির বা আসেসরদের কোন ফর্দ্দ সংশোধন করিতে ত্রুটি হইলে,

কিম্বা জুরির প্রতি উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন অন্যায় কথা থাকিলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি কি অনিয়ম কি অভাব কি অন্যায় কথা দ্বারা ন্যায়বিচারের ত্রুটি না না হইয়া থাকে, তবে ৩১ অধ্যায়মতে কার্য্য হইলে কিম্বা সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে কিম্বা তাহা পুনঃ দৃষ্টি করণার্থে উপস্থিত হইলে ঐ ভ্রম প্রভৃতি হেতুক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি হুকুম কি আজ্ঞা অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রীতির দোষ থাকাতে ক্রোক বেআইনী না হইবার ও ক্রোককারি ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা।

৫৩৮ ধারা। এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায়, সমনে কি অপরাধ নির্ণয়পত্রে কি ক্রোকী পরওয়ানায় কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে রীতিগত কোন দোষ কি অভাব প্রযুক্ত, তাহা বেআইনী বলিয়া জ্ঞান হইবে না, ও যে ব্যক্তি ক্রোক করে তাহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

---

৪৬ ষষ্ঠ চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

যেং কোর্টের ও যেং ব্যক্তিদের সম্মুখে আফিডেবিট করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা।

৫৩৯ ধারা। কোন হাই কোর্টের, কিম্বা ঐ কোর্টের কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে যে আফিডেবিটের ও প্রতিজ্ঞাপত্রের ব্যবহার করিতে হইবে, সেই আফিডেবিট ও প্রতিজ্ঞাপত্র সেই কোর্টের কিম্বা ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের, কিম্বা তৎকার্য্যাপক্ষে নিযুক্ত কোন কমিশনরের কি অন্য ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন রিকার্ড কোর্টে আফিডেবিট গ্রহণের কোন জজ কি কমিশনর সাহেবের সম্মুখে কিম্বা ইংলণ্ডের কি ঐরলণ্ডের চান্সরি কোর্টে শপথ করাইবার কোন কমিশনরের সম্মুখে, কিম্বা স্কটলণ্ড দেশে যে কোন ব্যক্তিকে আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক করা যাইতে পারিবে।

গুরুতর সাক্ষিকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা।

৫৪০ ধারা। এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য করিবার কোনসময়ে কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষি স্বরূপ সমন করিতে পারিবেন, ও সমন না হইয়া যে ব্যক্তি আদালতে সাক্ষস্বরূপ তাহারও সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, এবং যাহারপরীক্ষা পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছে, এমন কোন ব্যক্তিকে আবার ডাকাইয়া পুনর্ব্বার তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন; এবং ন্যায়মতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে তদ্রূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক বোধ হইলে ঐ আদালত তাহাকে ডাকাইয়া তাহার পরীক্ষা লইবেন কিম্বা তাহাকে আবার ডাকাইয়া তাহার পুনঃ পরীক্ষা লইবেন।

কারাদণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪১ ধারা। প্রচলিত আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে তাহাকে যে স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার আদেশ করিতে পারিবেন।

কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্যে তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিতে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

৫৪২ ধারা। বন্দিদের সাক্ষ্য গ্রহণ বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনে তদ্বিপরীত বিধান থাকিলেও কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষী কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া আপন এলাকার সীমার অন্তর্গত জেলখানায় বদ্ধ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে চাহিলে, ঐ জেলের অধ্যক্ষের নামে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের লিখিত সময়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রহরির জিম্মায় আপনার নিকট আনাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জেলের অধ্যক্ষ সেই আজ্ঞা পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ বন্দী যত ক্ষণ জেলখানায় ফিরিয়া না আইসে ততক্ষণ তাহার নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার বিধান করিবেন।

দোভাষির যথার্থ অর্থ করিতে হইবার কথা।

৫৪৩ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্যে দোভাষির প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষী সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ অর্থ করিতে আবদ্ধ হইবেন।

৫৪৪ ধারা। যে বাদিরা কি সাক্ষিরা এই আইন অনুসারে কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নিমিত্তে উপস্থিত হন, কোন ফৌজদারী আদালত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের উপযুক্ত খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন সেই বিধি মানিয়া উক্ত আজ্ঞা করা যাইবে।

বাদিদের ও সাক্ষিদের খরচের কথা।

৫৪৫ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে কিম্বা আপীলক্রমে কিম্বা সংশোধন করণক্রমে. বা প্রকারান্তরে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিম্বা অর্থদণ্ড যে আজ্ঞার একাংশ হয় সেই আজ্ঞা দৃঢ় করিলে, ঐ আদালত নিষ্পত্তি কালে ঐ অর্থদণ্ডের আদায় হওয়া সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ

অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

(ক) মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয় তাহার পরিশোধে,

(খ) যে অপরাধ হয় তজ্জনিত ক্ষতি প্রযুক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাইতে পারে আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণার্থে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করা গেলে উক্ত যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদ গত না হওন পর্য্যন্ত কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না।

৫৪৬ ধারা। পরে সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়ে ৫৪৫ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় হয়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

পরবর্ত্তি মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা।

৫৪৭ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকা এই আইনমত কোন আজ্ঞাক্রমে দেয় হইলে অর্থদণ্ড হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা।

৫৪৮। কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তিতে কি অন্য আজ্ঞাতে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে সেই ব্যক্তি জুরির নিকট জজ সাহেবের উপদেশের নকল কিম্বা কোন আজ্ঞার কি সাক্ষ্যের কি নথীর অন্যাংশের নকল পাইবার অভিলাষী হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা তাহাকে দেওয়া যাইবে। কিন্তু আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা খরচে সেই নকল দেওন, উচিত বোধ না করিলে তাঁহারই সেই নকল করিবার খরচ দিতে হইবে।

নথীর নকল দিবার কথা।

৫৪৯ ধারা। যে ২ স্থলে সৈনিক আইনের অধীন ব্যক্তিগণের বিচার যে আদালতের প্রতি এই আইন বর্ত্তে সেই আদালতের দ্বারা বা কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা হইবে, এই বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনের ও সৈন্য সংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইনের কিম্বা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনের সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন; কোন ব্যক্তির যে অপরাধে সৈন্য সংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইনের ৪১ ধারামতে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইতে পারে সেই অপরাধের অভিযোগসহ তাহাকে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্বিবরণ সহিত তাহাকে সে যে পল্টনের কি সৈন্যদলের কি সেনাভাগের লোক সেই পল্টনাদির সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কিম্বা নিকটস্থ সেনানিবেশের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন।

কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা যাহাদের বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা।

তদ্রূপ কোন স্থানে অবস্থিত কি নিযুক্ত সৈনিকদলের অধ্যক্ষের তৎকার্য্য পক্ষে প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট যাহার নামে উক্তরূপ অপরাধের অভিযোগ আছে তাদৃশ কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।

৫৫০ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষেরা আপন ২ থানার সীমার মধ্যে যে ২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন পোলীসের যে কর্ম্মকারকেরা পোলীস থানার অধ্যক্ষের উচ্চ পদস্থ হন তাঁহারা যে স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তন্মধ্যে সেই ২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা।

৫৫১ ধারা। কোন স্ত্রীলোককে কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাকে অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত ফুসলাইয়া হরণ করা কি বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গিয়াছে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথ পূর্ব্বক এই নালিশ করা গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা ঐ বালিকাকে আপন স্বামির কি পিতার কি মাতার কি অভিভাবকের কিম্বা বৈধমতে ঐ বালিকার রক্ষণের ভার প্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যেরূপ বলপ্রয়োগ আবশ্যক হয় সেইরূপ বলপ্রকাশ করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

অপহৃত স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেওনের ক্ষমতার কথা।

রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়া যায় তাহার হানিপূরণের কথা।

৫৫২ ধারা। রাজধানী নগরে কোন ব্যক্তি পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ধৃত করাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা শুনেন তাঁহার বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলে, যে ব্যক্তিকে ধরা যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার সময় হরণের কি খরচের জন্য হানিপূরণ স্বরূপ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা পাওয়া উচিত জ্ঞান করেন যে ব্যক্তি তাহাকে তদ্রূপে ধৃত করায় তাহাকে সেই ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উক্ত স্থলে দুই কি তদধিক জনকে ধৃত করা গেলে কে তাহাদের নামে নালিশ করা গেল, মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারে তাহাদের এক ২ জনের পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উচিত জ্ঞান করেন ততই পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে হানিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে, ও তাহা তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না পারিলে, যে ব্যক্তির ঐ টাকা দেয় তাহার প্রতি মাজিষ্ট্রেটের আদেশমত ত্রিশদিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা যাইবে। কিন্তু ঐ টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি সনন্দ প্রাপ্ত হাইকোর্টের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

৫৫৩ ধারা। কলিকাতার হাইকোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এবং রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত অন্য কোন হাইকোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে ২ অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্যান্য হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

যে হাইকোর্ট রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই হাইকোর্ট সময়ে ২

(ক) স্বীয় অধীন সকল ফৌজদারী আদালতে যে ২ বহী রাখিতে হইবে ও তন্মধ্যে যে ২ কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে ও সেই২ আদালতের যে রিটর্ণ কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কাম কার্য্য লিখিবার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে সেই পাঠ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(গ) স্বীয় রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ও আপনার অধীন সকল ফৌজদারী আদালতের রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধানার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(ঘ) অর্থদণ্ড আদায় করিবার জন্য এই আইনমতে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায়, তাহা যে প্রকারে জারী করিতে হইবে তাহার বিধানার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণীত ও পাঠ নিরূপিত হয় তাহা এই আইনের কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের অসঙ্গত না হয়।

এই ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করা গেলে তাহা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

পাঠের কথা।

৫৫৪ ধারা। ৫৩ ধারামতে ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা মান্য করিয়া এতৎসংযুক্ত পঞ্চম তফসীলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইল সেই পাঠ প্রত্যেক স্থলে অবস্থাভেদে যেরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া তদুল্লিখিত কার্য্যে ব্যবহার করা যাইবে।

যে স্থলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট আপনি স্বার্থযুক্ত থাকেন তাহার কথা।

৫৫৫ ধারা। কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার একপক্ষ হইলে, কিম্বা আপনি তাহাতে স্বার্থযুক্ত থাকিলে তাঁহার আদালত হইতে যে আদালতে আপীল হয়, সেই আদালতের অনুমতি না লইয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিবেন না এবং কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট নিজে যে নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল শুনিবেন না।

ব্যাখ্যা।—কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট মুনিসিপাল কমিশনর আছেন বলিয়া এই ধারার মর্ম্মানুসারে কোন মোকদ্দমার একপক্ষ বা তাহাতে আপনি স্বার্থযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা।

৫৫৬ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন প্রদেশে রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের ভাষা বলিয়া এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন্ ভাষা গণ্য হইবে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে ২ কার্য্য হইবার কথা।

৫৫৭ ধারা। এই আইনক্রমে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইল প্রয়োজনমতে সময়ে২ তদনুসারে কার্য্য হইতে পারিবে।

চলিত মোকদ্দমার কথা।

৫৫৮ ধারা। এই আইন যৎকালে প্রবল হয় তৎকালে কোন ফৌজদারী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে তাহাতে যত দূর সম্ভব এই আইনের বিধানসমূহ বর্ত্তিবে।

প্রথম তফসীল।

যেং আইন রহিত হইল ত.হার কথা।

(ক) রাজব্যবস্থা।

বৎসর ও রাজত্ব ও অধ্যায়	নাম	যে পরিমাণ রহিত হইল।
তৃতীয় জর্জের ১৩ বৎসরের ৬৩ অধ্যায়ের আইন।	ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের উৎকৃষ্টতর কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত কোনং নিয়ম সংস্থাপনার্থ আইন।	৩৮ ধারা।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৪০ সা. ২১ আ.	পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬০ সা. ৪৫ আ	দণ্ড বিধি বিষয়ক ..	২১৪ ধারার উদাহরণগুলি।
১৮৬১ সা. ৫ আ.	পোলীস বিষয়ক ..	৬ ধারা ও ২৪ ধারার শেষ চৌদ্দটি শব্দ। ৩৫ ধারা, প্রথমাবধি "কিন্তু" শব্দ পর্য্যন্ত।
১৮৬২ সা. ১৮ আ	সুপ্রীমকোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬৪ সা ৬ আ.	বেত্রাঘাত বিষয়ক	৭ ধারা।
১৮৬৯ সা. ২ আ.	শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭০ সা. ২২ আ	সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদানের আইন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি বর্ত্তাওন বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭২ সা. ৪ আ.	পঞ্জাবের ব্যবস্থা বিষয়ক ...	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭২ সা. ১০ আ.	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭৪ সা. ১১ আ.	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধন বিষয়ক।	সমুদয়।
১৮৭৪ সা. ১৫ আ.	আইনের স্থানীয় ব্যাপ্তি বিষয়ক।	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৫ সা. ১০ আ	হাই কোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক	১৪৪ ধারা ভিন্ন ও ১৪৬ ধারার সন্তান সম্পর্কীয় অংশ ভিন্ন সমুদয় আইন।
১৮৭৫ সা. ২০ আ.	মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক .	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৬ সা ১৮ আ	অযোধ্যার ব্যবস্থা বিষয়ক ..	ঐ
১৮৭৭ সা. ৪ আ	প্রেসিডেন্সীমাজিষ্ট্রেট বিষয়ক	৫৭ ধারা ছাড়া সমুদয়।
১৮৭৯ সা. ২১ আ.	অপরাধিদিগকে স্বদেশে প্রেরণ বিষয়ক।	তৃতীয় অধ্যায়।
১৮৮১ সা. ১০ আ.	কয়েদর বিষয়ক।	৮ ও ৯ ধারা।

(গ) ব্যবস্থা।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
বঙ্গদেশের ১৮৩৪ সা ২০ আ.	কোর্ট মার্শালের বিচারাধিপত্য বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭২ সা. ৩ আ	সাঁওতাল পরগনার বন্দোবস্ত বিষয়ক।	১৮৭২ সালের ১০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৪ সা ৯ আ.	আরাকানের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক।	১৮৬১ সালের ২ আইনের ও ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ও ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৭ সা. ৩ আ.	আজমীরের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।

(ঘ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৫৭ সা ৮ আ	পোলীস বিষয়ক।	৯ ধারা।

দ্বিতীয় তফসীল।

অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা।—এই তফসীলের ২ ও ৭ ঘরে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত "অপরাধের" ও "দণ্ডের" ঘরে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ভিন্ন২ ধারার লিখিত অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ করা, কিম্বা ঐ২ ধারার চুম্বক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া গেল সেই ধারার লিখিত কথার উল্লেখ করা অভিপ্রায়।

এই তফসীলের তৃতীয় ঘর কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি খাটে।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।—অপরাধের সহায়তার কথা।

ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃপ্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহায়তা হওয়া প্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সেই সহায়তা।	সাহায্যকরা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট কিম্বা সমন, যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তারও তেমনি।	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	অপরাধের যে দণ্ড সহায়তারও সেই দণ্ড …	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১০	যে ব্যক্তির সাহায্য হয় সে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করিলে অপরাধের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১১	উপবিধিদৃষ্টে এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ
১১৩	যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় মত ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড।	ঐ
১১৪	অপরাধ হইবার সময়ে সহায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১১৫	প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা। ঐ সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না করা গেলে	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্টবিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি, নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধহেতুক ওয়ারেণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ঐ সহায়তা প্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া করা গেলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১১৬	যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে, তাহার সহায়তা। ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতেপারিলে সহায়ের হাজিরজামিনলওয়া যাইবে নতুবা নয়	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড ঐ কি দুইদণ্ড	ঐ
১১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধিকের কৃত কোন অপরাধের সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
১১৮	যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১১৯	রাজকীয় যে কার্য্যকারক যে অপরাধ নিবারণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবার কল্পনা তাঁহার গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইতে নতুবা নয়	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট-বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যেআদালতের বিচার্য।
	ঐ অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সই বিধি, নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধহেতুক ওয়ারণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্য হইবে	হাঁ যদি জামিন লওয়া যাইবে না	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ	দশবৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
	অপরাধ না করা গেলে ...	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যাধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১২০	যে অপরাধের নিমিত্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্তরাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ		ঐ	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যাধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অষ্টমাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়। রাজবিদ্রোহ অপরাধের বিধি।

১২১	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	সেশন আদালত
১২১ক	রাজদ্রোহ সূচক কোন ২ অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কি তাহার ন্যূনকাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দশবৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ

১২২	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশবৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসরপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১২৪	আইনমত ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর্‌জেনরল সাহেবের কি গবর্ণরসাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১২৪ক	রাজ্যের প্রতি অভক্তির উৎসাহ দেওন কিম্বা দিবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড, কিম্বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড	ঐ
১২৫	আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি ঐ যুদ্ধের সাহায্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড, কিম্বা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড	ঐ
১২৬	মহারাণীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, ও কোন২ প্রকারের সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১২৭	১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিতমতে যুদ্ধ কি উপদ্রব দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১২৮	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধহৃত কয়েদী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১২৯	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধহৃত বন্দী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিতে তাহাকে অনবধানে পলাইতে দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩০	উক্তরূপ বন্দির পলায় নে সাহায্য বা তাহাকে রক্ষা করণ কি আশ্রয় দেওন কিম্বা পুনরায় ধৃত করণের বাধা করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

৭ সপ্তম অধ্যায়।—সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলিস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৩১	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তা কি তাহাকে রাজবাধ্যতা হইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
১৩২	রাজদ্রোহের সহায়তা প্রযুক্ত রাজদ্রোহ হইলে সেই সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১৩৩	উপস্থিত কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি সেনাপতি কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩৪	উক্ত আক্রমণ হইলে তাহার সহায়তা। ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
১৩৫	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৩৬	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৭	বাণিজ্য জাহাজের স্বামির কিম্বা অধ্যক্ষের অমনোযোগে ঐ জাহাজে পলাতকের লুকাইয়া থাকা।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন।	ঐ	ঐ	৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড। ...	ঐ

১৩৮	সেনাপতির কি হাবিলদারের কি সিপাহীর কি না বিকের অবাধ্য ভাবের কোন ক্রিয়ার সহায়তা। তৎপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুইদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে সিপাহীর পোশাক পরিধান কি কোন চিহ্ন ধারণ করণ।	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

৮ অষ্টম অধ্যায়।—সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঙ্গনাপরাধের বিধি।

১৪৩	বেআইনীমত জনতাতে মিলিত হওন ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনীমত জনতার সহিত মিলিত হওন।	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৪৫	বেআইনীমত জনতার লোকদিগকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন কি তন্মধ্যে থাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৭	হুজ্জৎ করণ ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৮	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হুজ্জৎ করণ ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৪৯	বেআইনীমত জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে ঐ জনতার অন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারেন্ট ক্রমে কিম্বা ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে তদনুসারে	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ধৃত করিবার ওয়ারেন্ট কি সমন, ইহার মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহা	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ড সেই দণ্ড ..	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৫০	বেআইনীমত জনতায় মিলিত হইবার জন্য কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখন কি তাহাদের সঙ্গে করার করণ কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঠিকা রাখা কি করার করা কি নিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করে তাহার নিমিত্তে সমন বা ওয়ারেন্ট যাহা হইতে পারে	ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	রফা করা যাইতে পারে না	ঐ জনতার লোক হওয়ার দণ্ডের তুল্য, ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
১৫১	পাঁচ কি তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতায় মিলিত হওন কি থাকন	ঐ	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৫২	রাজকীয় কার্য্যকারক হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণ কি তাঁহার বাধা দেওন	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৫৩	হাঙ্গামা করিবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাওন, হাঙ্গামা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	হাঙ্গামা না হইলে ...	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৫৪	হাঙ্গামা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামীর কি দখলকারের না দেওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড ...	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৫৫	যাহার উপকারার্থে কি সপক্ষে হাঙ্গামা হয় তাহার ঐ হাঙ্গামা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ যাক্তির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
১৬৫	রাজকীয় কার্য্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহার সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনা মূলে মূল দান বস্তু গ্রহণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	জামিনে জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা ৪ র্থম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে আইনের বিধি রাজকীয় কার্য্যকারকের না মানন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্ম্মকারকের অশুদ্ধ দলীল করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনীমতে বাণিজ্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করণ কি নীলামে ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড এবং সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে ঐ সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্ম্মকারকের পোশাক কি চিহ্ন পরিধান কি ধারণ	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১৭২	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্যে পলায়ন করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	সমনে কি নোটিসে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৩	কোন সমন কি নোটিস দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ কিম্বা লটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবারণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	ঐ সমন প্রভৃতিতে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৪	স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আজ্ঞা অমান্য করণ, কিম্বা অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
	আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতির ঐ আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৫	আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধান মতে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
	সেই জমীন আদালতে উপস্থিত কি অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে কি না	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়েরবিধানানুসারে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৭৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে নোটিস কি সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	সেই নোটিস কি সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতি করণবিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৭	রাজকীয় কার্য্যকারককে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	প্রয়োজনীয় সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতিকরণ বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১৭৮	রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মিতরূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানে সেই আদালত কিম্বা আদালতে অপরাধ না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৭৯	সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮০	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮১	রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে শপথ করিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক সত্য বলিয়া মিথ্যাকথা কহন।	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮২	রাজকীয় কার্য্যকারক তাঁহার ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তির হানি করেন কি তাঁহাকে ক্লেশ দেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে মিথ্যা সম্বাদ দেওন।	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮৩	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাঁহার বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট না সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের বাধা দেওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম হওনকালে আইনক্রমে অক্ষম ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার মূল্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা সকল করিবার মানস বিনা ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয় পদের কর্ম্ম করণকালে তাঁহাকে বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৭	রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে আবদ্ধ হইয়া তাহা না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	পরওয়ানামতে কার্য্য করণার্থে কি অপরাধ প্রভৃতি নিবারণার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সাহায্য না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৮	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অমান্য করণ, সেই অমান্যে ন্যায্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত ব্যক্তির বাধা কি ক্লেশ কি হানি হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড।	ঐ
	সেই অমান্যে মনুষ্যের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদ প্রভৃতির আশঙ্কা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের পদসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিবার কি না করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাঁহার, কিম্বা যে ব্যক্তির লাভালাভে তাঁহার সম্পর্ক থাকে তাঁহার হানি করিবার ভয় দর্শাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১৯০	কোন ব্যক্তি হানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে আইনমতে দরখাস্ত না করে এই কারণে তাহাকে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	১১ একাদশ অধ্যায় ।—মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান ।						
১৯৩	মোকদ্দমাপ্রভৃতি কার্য্যেতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট ।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ।
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
	তদ্দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
১৯৫	যাবজ্জীবনদ্বীপান্তর প্রেরণেরকি সাত বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের যে দণ্ড সেই	ঐ
১৯৬	প্রমাণ মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐপ্রমাণ দেওনাপরাধের জন্যে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে ।	ঐ	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের কি প্রস্তুত করণের যে দণ্ড সেই	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৯৭	যে বৃত্তান্ত বিষয়ে আইনমতে সার্টিফিকেট প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় জ্ঞানপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্তের মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওন কি তাহাতে স্বাক্ষর করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের যে দণ্ড সেই	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৯৮	কোন সার্টিফিকেট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
১৯৯	যে নির্দ্দেশ বাক্য আইনমতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হয় তন্মধ্যে মিথ্যা উক্তি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
২০০	সেইরূপ নির্দ্দেশ বাক্য মিথ্যা জানিয়া সত্য বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
২০১	অপরাধিকে রক্ষা করণার্থে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্যকরণ কিম্বা তাহার মিথ্যা সন্ধান দেওন। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
	দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের জন্য অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হয় তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

২০২	যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সম্বাদ দিতে আবদ্ধ তাহার জ্ঞানপূর্ব্বক সম্বাদ না দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২০৩	যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	ওয়ারেণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২০৪	কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২০৫	কোন মোকদ্দমায় কি ফৌজদারী নালিশে কোন কর্ম্মের কি আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের কিম্বা হাজিরজামিন কি প্রতিভূ হইবার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২০৬	দণ্ড স্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রতারণাভাবে স্থানান্তর কি গোপন করণ ইত্যাদি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২০৭	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয়, এই নিমিত্তে স্বত্ব না থাকিলেও সেই সম্পত্তির দাওয় করণ কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কোন স্বত্ববিষয়ে প্রতারণার কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী হইতে দেওন কিম্বা ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেলে পর তাহা জারী হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
২০৯	আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
২১০	যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলিস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২১১	হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভি-	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	অপরাধের অভিযোগ হইল তদর্থে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা ৭ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২১২	অপরাধিকে আশ্রয় দেওন, প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৩	অপরাধিকে দণ্ড হইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

	১০ বৎসর ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নির্দিষ্ট অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট। কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৪	অপরাধির রক্ষা হয় এই জন্যে সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি দান করিবার প্রস্তাব করণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেসন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেসন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৫	অপরাধদ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে অপরাধিকে ধৃত না করাইয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থে দান গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২১৬	অপরাধী কয়েদহইতে পলাইলে কি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা বাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেসন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৭	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আইনের আজ্ঞা অমান্য করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৮	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারকের অশুদ্ধ রিকার্ড কি লিপি করণ	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
২১৯	মোকদ্দমা পূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের [illegible] আজ্ঞা কি রিপোর্ট কি রুয়দাদ কি [illegible] আইনবিরুদ্ধ জানিয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	[illegible]
২২০	কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করা [illegible] বিরুদ্ধ জানিয়া কর্ত্তাপদস্থ ব্যক্তির সেই কার্য্যকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২২৪	আইনমতে ধৃত না হওনের জন্যে কোন ব্যক্তির বল পূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৫	আইনমতে অন্য ব্যক্তির ধৃত না হওনের জন্যে বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন কিম্বা তাহাকে আইনমত আবদ্ধ হইতে ছাড়াইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত। কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর কি তদধিক কাল দ্বীপান্তরে প্রেরণ কি তদ্রূপ পরিশ্রম করণ দণ্ডের কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২২৫ক	সদাচারের প্রতিভূ না দেওয়ার প্রযুক্ত আবদ্ধ হইতে পলায়ন করণ কিম্বা পলাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত অমুক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২২৬	দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়া বেআইনীমতে প্রত্যাগমন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও তৎপূর্ব্বে অর্থদণ্ড ও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড	সেশন আদালত।
২২৭	দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন ঐ	ঐ	ঐ	প্রথম আজ্ঞাবদ্ধ দণ্ড। তাহার কিঞ্চিৎ ভোগ হইয়া থাকিলে অবশিষ্ট কাল ভোগ	প্রথম অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২২৮	মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে জ্ঞানপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের অপমান করণ কি বাধা দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৬ মাসপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ১,০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	এই আইনের যে অধ্যায়ের বিধানাধীনে যে আদালতে অপরাধ হয় সেই আদালত।
২২৯	আপনাকে জুরর কি আসেসর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।—মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৩২	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৩৪	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্তে যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	রফা করা যাইতে পারে কি না	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার জন্য কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
	মহারাণীর মুদ্রা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৩৬	ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে তদ্রূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তার যে দণ্ড সেই দণ্ড	ঐ
২৩৭	মুদ্রা কৃত্রিম জানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
২৩৮	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
২৩৯	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জানে তাহা নিকটে রাখণ ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২৪০	মহারাণীর মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৪১	মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট

২৪২	কৃত্রিম মুদ্রা প্রাপ্তি কালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২৪৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তি কালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৪৪	মুদ্রা যে ওজনের ও যে ধাতুর মত দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে তদন্যথায় টাকশালে কর্ম্মকারী ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	সেশন আদালত।
২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশাল হইতে বেআইনমতে বাহির করিয়া লওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	
২৪৬	মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর মত থাকা উচিত তাহা শঠতাক্রমে নূ্যন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২৪৭	মহারাণীর মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর মত থাকিতে হয় তাহা শঠতাক্রমে নূ্যন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৪৮	কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	ঐ	ঐ		ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৪৯	মহারাণীর মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫১	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৫৪	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপান্তর করা না জানিয়া, পরে অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৫৫	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৫৬	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৫৭	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৮	গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প বিক্রয় করণ। ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৯	গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প নিকটে রাখণ। ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬০	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম-রূপে ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৬১	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প যাহাতে [illegible] থাকে এমত পত্রাদি হইতে কোন লিখন [illegible] গেল গবর্ণমেন্টের দলীলে যে ইষ্টাম্প দেওয়া [illegible] তাহা উঠাইয়া লওন ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৬২	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প [illegible] করণ। জানিয়া তাহা ব্যবহার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২৬৩	ইষ্টাম্প ব্যবহারহইলে ইহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	…ন আদালত কি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়—ওজন ও পরিমাণ সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ	ঐ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৬	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৭	প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্তে অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়। সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি সচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।

২৬৯	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম্ম করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২৭০	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্মকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৭১	কারান্টাইন বিধি জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৭২	মনুষ্যের আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থে হয় তাহাতে দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অস্বাস্থ্যজনক করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৭৩	আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থে বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব্যের গুণ খর্ব্ব করণার্থে কি তাহার ফল পরিবর্ত্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইয়াছে জানিয়া এমন কোন বণিজ দ্রব্য কি প্রস্তুত করা ঔষধ, ঔষধালয় হইতে বিক্রয়ার্থে দেওন কি বাহির হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৬	কোন বণিজ কি ঔষধ দ্রব্য জানপূর্ব্বক অন্য বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব স্বরূপে ঔষধালয় হইতে বিক্রয় করণ কি বাহির হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৭	সাধারণের ব্যবহার্য্য উহুইর কি জলাশয়ের জল ময়লা করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন [illegible]
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ
২৭৯	রাজপথে মনুষ্যের প্রাণ [illegible] আশঙ্কাজনকরূপে অতিবেগে কি অমনোযোগে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি চালাওন	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন প্রকারের এক কারাদণ্ড কি ৫০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

২৮০	মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে দ্রুতোহণে কি অমনোযোগে নৌকাদি চালাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২৮১	মিথ্যা আলো কি চিহ্ন কি রয়া দেখান ...	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
২৮২	নৌকাদির অবস্থা কি বোঝাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলেও ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২৮৩	রাজপথে কি নৌকাপথে সঙ্কট কি বাধা কি হানিজনক কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড ...	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
২৮৪	বিষাল দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৮৫	অগ্নি কি আশুজ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্ম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন ম্যাজিষ্ট্রেট।
২৮৬	যাহা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমন দ্রব্যে তদ্রূপ কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৭	কোন কলেতে তদ্রূপ কার্য্য করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২৮৮	কোন ঘর ভাঙ্গিতে কি সারাইয়া দিতে যাহার অধিকার থাকে তাঁহার ঐ ঘর পতনে মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা সম্ভাবনা নিবারণের কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থে ঐ জন্তুকে উপযুক্ত মতে না রাখণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন ম্যাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমেই ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করণ …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে কি না।	২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড …	যে মাজিষ্ট্রেট।
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবৃত্ত করিবার আজ্ঞা হইলেও নিবৃত্ত না করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯২	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	ঐ
২৯৩	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় করণ কি দর্শাওনার্থে নিকটে রাখন	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত গীত গান করণ …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪ক	শর্ত্তি খেলিবার কার্য্যালয় রাখণ …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	ছয় মাস পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	শর্ত্তি খেলা সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করণ …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড …	ঐ

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।—ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমেই ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৯৫	কোন জাতীয় লোকদের ধর্ম্মে অবহেলা করণাভিপ্রায়ে ভজনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

২৯৭	কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্মে অবহেলা করিবার কিম্বা শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য ভজনালয়ে কি সমাধিস্থানে প্রবেশ করণ ও সমাধিক্রিয়ার বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮	ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্য তাহার শ্রুতিগোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গি করণ কি কোন দ্রব্য রাখণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ

ষোড়শ অধ্যায়।—মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

প্রাণের হানিজনক অপরাধ।

৩০২	জ্ঞানকৃত বধ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃতবধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড	ঐ
৩০৪	জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা। যে কার্য্যদ্বারা মৃত্যু হয় তাহা প্রাণনাশাদির অভিপ্রায়ে করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	প্রাণনাশাদির সম্ভাবনা জানিয়া কিন্তু তদভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩০৪ক	দুঃসাহসে কিম্বা অনবধানতাতে কোন কার্য্য করিয়া মৃত্যুর কারণ হওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে	ঐ	দুই বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট, কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩০৫	বালকের কি ক্ষিপ্তচিত্ত কি বিকৃতমনা কি জড় কি উন্মত্তব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩০৭	বধ করিবার উদ্যোগ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
	যাবজ্জীবন বন্দী বধ করিবার উদ্যোগে পীড়া জন্মাইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড বা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
৩০৮	অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগ ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	
৩০৯	আত্মঘাতের উদ্যোগ ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩১০	ঠগ হওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত

গর্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশুপরিত্যাগ করণ ও জন্ম গুপ্ত রাখণের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩১২	গর্ভপাত করণ ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
	গর্ভে জীবসঞ্চার হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩১৩	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করাওন ...	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

৩১৪	গর্ভপাত করণ অভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় তদ্দারা মৃত্যু হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	গর্ব্বিণীর অনুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কার্য্য দ্বারা জীব সঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে তাহাকে পিতামাতার কি রক্ষকের ফেলিয়া যাওন	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩১৮	শিশুর মৃত দেহ গুপ্ত করণ দ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	পীড়ার কথা।						
৩২৩	ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন …	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩২৪	শঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন …	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৫	ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন …	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতে বিচার্য্য
৩২৬	শঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৭	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কি বেআইনীমত কার্য্য কি যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩২৮	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে অচেতনকারক বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩২৯	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কিম্বা বেআইনীমত কার্য্য কি যে কার্য্য দ্বারা অপরাধকরা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩০	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩১	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩২	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণের জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৩৩৩	রাজকায় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৩৪	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তিদ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৫	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে।	ঐ	ঐ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে।	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৬	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অন্যদের নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারেনা	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৭	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৮	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

অন্যায়মতে অবরোধের ও অন্যায়মতে বদ্ধ করণের কথা।

৩৪১	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করণ ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃপ্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন।	হা জরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৪৩	তিন কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৪৪	দশ কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...		ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৪৫	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্যে পরওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামত কারাদণ্ড।	ঐ
৩৪৬	গোপনে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ..	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪৭	কোন দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম প্রভৃতি করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৪৮	অপরাধ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্যে কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের ও আক্রমণের কথা।

৩৫২	গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫৫	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশকরণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ
৩৫৬	কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিত দ্রব্য চুরী করণের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৫৮	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	রফা করা যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

মনুষ্য চুরী ও বল পূর্ব্বক হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

৩৬৩	মনুষ্য চুরী করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ প্রথমেই সামান্যতঃ ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৬৪	বধ করণার্থে মনুষ্য চুরী কি হরণ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৬৬	কোন স্ত্রীর বিবাহ দেওন কি পুরুষের সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ করান প্রভৃতির জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬৮	চুরী করা ব্যক্তিকে গুপ্ত কি বদ্ধ করিয়া রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চুরী কি হরণ করণের দণ্ড	ঐ
৩৬৯	বালকের গাত্র হইতে দ্রব্য হরণ করণার্থে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাসস্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৭২	ব্যভিচারের জন্যে বালিকাকে বিক্রয় করণ কি ভাড়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৭৩	সেই কার্য্যের নিমিত্তে বালিকাকে ক্রয় করণ কি প্রাপ্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭৪	বে আইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওন ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।

বলাৎকারের কথা।

৩৭৬	বলাৎকার করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

অস্বাভাবিক অভিগমনের কথা।

৩৭৭	অস্বাভাবিক অভিগমন	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত

১৭ অধ্যায়।—সম্পত্তি উপর অপরাধের বিধি।—চৌর্য্যের কথা।

৩৭৯	চৌর্য্য ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৮০	গৃহে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৮১	করাণী কি চাকরদ্বারা কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তির চৌর্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৮২	চুরী করণার্থে কিম্বা তাহা করিবার পরে পলায়নার্থে কিম্বা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্য প্রাণনাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কিম্বা প্রাণ নাশের কি পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্যোগ করণপূর্ব্বক চৌর্য্য	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	অপহরণের কথা।						
৩৮৪	অপহরণ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৮৬	প্রাণ নাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৩৮৭	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

৩৮৮	প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দর্শাইয়া	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	যে অপরাধের ভয় দেখান হয় তাহা অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড	ঐ
৩৮৯	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড	ঐ

দস্যুতা ও ডাকাইতীর কথা।

৩৯২	দস্যুতা ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সূর্য্যাস্ত হওনাবধি উদয় হওন পর্য্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজপথে দস্যুতা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৩	দস্যুতা করণের উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৪	দস্যুতা করণে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তিকর্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন কিম্বা সেই দস্যুতার কার্য্যে সাধারণমতে অন্য ব্যক্তির লিপ্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৫	ডাকাইতী ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত।
৩৯৬	ডাকাইতী করণ সময়ে জ্ঞানকৃত বধ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারা দণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ যে সামান্যতঃ ওয়ারন্ট বা সমন জারি হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতী	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসরের অন্যূন কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড	সেশন আদালত
৩৯৮	সাংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯৯	ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ	ঐ		ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪০০	নিয়ত ডাকাইতীকরণার্থ দলবদ্ধ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪০১	নিয়ত চুরী করনার্থ দলবদ্ধভ্রমণকারি ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪০২	ডাকাইতী করণার্থ পাঁচ কি তিনধিক জনের দলের মধ্যে থাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপরাধভাবে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার করণের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪০৩	অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় বর্ম্মে ব্যবহার করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফাকরা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
৪০৪	কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইনমতে যে ব্যক্তি পাইবে তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাভাবে অবিহিতরূপে ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	মৃত ব্যক্তিকর্তৃক নিযুক্ত কেরাণী কি চাকর দ্বারা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

৪০৬	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফাকরা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৭	বাহক কি ঘাটরক্ষক প্রভৃতিকর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৮	কেরানী কি চাকরকর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৯	রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক কি বাণিজ্য ব্যবসায়ি কি গোমস্তা প্রভৃতিকর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।

৪১১	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফাকরা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪১২	চোরা দ্রব্য ডাকাইতীদ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	রফাকরা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪১৩	চোরা দ্রব্য লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪১৪	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গোপন কি হস্তান্তর করণে সাহায্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

বঞ্চনা করণের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪১৭	বঞ্চনা করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৮	অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তিক্রমে যাহার স্বত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধ তাহাকে বঞ্চনা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরি জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য ;
৪২৭	অপকার করিয়া ৫০ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করা গেলে রফা করা যাইতে পারে রফা করা যাইতে পারে।)	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২৮	১০ টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ		ঐ	ঐ
৪২৯	হস্তীর কি উটের কি ঘোড়াপ্রভৃতির যে মূল্য হউক তাহাকে কি ৫০ টাকা কি তদধিক মূল্যের অন্য জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩০	কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির জলহ্রাস করণদ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩১	রাজপথ কি সাঁকো কি নদী কি নৌকাদির গমনোপযুক্ত জলপথের হানি করিয়া তাহা নিরাপদে বিপদে যাইবার কি দ্রব্যাদি চালাইবার অসাধ্য কি ব্যাঘাত করণ দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৪৩২	অপচয় সহিত বন্যা কি রাজকীয় নরদমা অবরোধ করাইয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩৩	দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর কি পূর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
৪৩৪	রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তরাদি করিয়া অপকার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড কি অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩৫	অগ্নির দ্বারা কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত কিম্বা কৃষিজাত দ্রব্য হইলে ১০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৩৬	ঘর প্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৭	তুতকযুক্ত কি ২০ টন বোঝাইপরি নৌকাদি নষ্ট কি বিঘ্নজনক করিবার অভিপ্রায়ে অপ-কার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৮	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা পূর্ব্ব ধারার লিখিত অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৪০	প্রাণনাশের কি পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

*১৮৭৪ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা দেখ।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথ, মে ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কথা।						
৪৪৭	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ …	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৪৪৮	পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ …	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৪৪৯	প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্য পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৪৫০	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৫১	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
	চুরী করণার্থে হইলে …	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫২	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৪৫৩	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৪	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	চুরী করণার্থে হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৭	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	চুরী করণার্থে হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়াইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
৪৫৮	পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদ করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট।	হাজির জামিন লওয়া যায় না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৯	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণকালে গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ		ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৬০	রাত্রিযোগে গৃহভেদকরণ প্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কর্ত্তৃক প্রাণনাশ কি গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬১	বদ্ধ বাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৬২	বদ্ধ বাক্স প্রভৃতি কোন ব্যক্তির জিম্মায় রথা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া তৎকর্ত্তৃক তাহা প্রতারণাক্রমে খুলন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।—দলীল সম্পর্কীয় ও শিল্পব্যবসায়ির কি স্বামিত্বসূচক চিহ্ন বিষয়ক অপরাধের বিধি।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৬৫	কৃত্রিম করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত

৪৬৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রিকার্ড কিম্বা জন্মপ্রভৃতির রেজিষ্টার কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৬৭	কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল কিম্বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র প্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকা গ্রহণের ক্ষমতাপত্র কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	সেই মূল্যবান নিদর্শনপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬৮	বঞ্চনা করণার্থে কৃত্রিম করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৬৯	কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করণার্থে কিম্বা তদভিপ্রায়ে ব্যবহার হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭১	কৃত্রিম দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কৃত্রিম করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড	ঐ
	ঐ কৃত্রিমপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণাপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্ট প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিমকরণ কিম্বা কোন মোহর কি পট্ট কৃত্রিম জানে সেই মানসে নিকটে রাখন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারাভিন্ন অন্য ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণাপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্ট প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ, কি তদ্রূপ মানসে তদ্রূপ কোন মোহর প্রভৃতি নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৪	কোন পত্র কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃতের ন্যায় ব্যবহার করণার্থে নিকটে রাখন। ঐ পত্র ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	ঐ দলীল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৭৫	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল সিদ্ধ করণার্থে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীলভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ, কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৭	উইল প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া নষ্ট কি বিকৃত করণ, কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্যোগ করণ কি গোপন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ব্যবসায় ও স্বামিত্বের চিহ্ন।						
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাঁহার হানিকরণার্থে ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৩	অপচয় কি হানি করিবার মানসে অন্যের ব্যবহৃত ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

৪৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান গুণাদি জানাইবার জন্যে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা কৃত্রিম করণ।	ঐ	সমন।	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থে কোন ছেনি কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৭	যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৮	ঐ রূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৯০	জলপথে কি স্থলপথে গমন সময়ে কি কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি কোন ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৯১	অল্পবয়স্ক কি বিকৃতমনা কি রোগপ্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৯২	চুক্তি ক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কতক কালের নিমিত্তে চাকরি করণার্থে নিয়োগকর্ত্তার ব্যয়ে দূরদেশে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরি পরিত্যাগ করণ কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করণ।	ঐ	ঐ		ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা যত টাকা ব্যয় হইল তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

২০ বিংশ অধ্যায়।—বিবাহসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

ধারা	অপরাধ	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ বঞ্চনা দ্বারা বৈধ বিবাহ হইয়াছে স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহার সহবাস করাওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট।	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেসন আদালত।
৪৯৪	স্বামির কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

৪৯৫	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকট পূর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	
৪৯৬	বিধিপূর্ব্বক বিবাহের নাই জানিয়াও প্রতারণাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	
৪৯৭	পরস্ত্রী গমন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৪৯৮	বিবাহিতা স্ত্রীলোককে অপরাধভাবে ভুলাইয়া লওন কি হরণ করণ কি আটক করিয়া রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

২১ একবিংশ অধ্যায়।—অপবাদের কথা।

৫০০	অপবাদ করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি খোদিত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫০২	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্যে অপবাদজনক বিষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃতকরিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।						
৫০৪	শান্তিভঙ্গ করাওনাভিপ্রায়ে অপমান করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শান্তিভঙ্গন অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরব রাষ্ট্র করণ	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৬	অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ
	যদি মৃত্যু কি গুরুতর পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শান যায়	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৭	অনামক পত্রাদি দ্বারা কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতাপূর্ব্বক অপ্রকাশ রাখিয়া অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	পূর্ব্ব ধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
৫০৮	ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইবে কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য করাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৫০৯	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অঙ্গভঙ্গী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫১০	মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

৫১১	দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের বা কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে কি না করিতে পারিলে তদনুসারে	অপরাধের জন্যে সামান্যতঃ সমন কিম্বা ওয়ারণ্ট যাহা বাহির হইতে পারে তাহা	অপরাধির কল্পিত অপরাধের জন্য হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	যে অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহার রফা করা যাইতে পারিলে, রফা করা যাইতে পারে।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহা যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

অন্যান্য আইনবিরুদ্ধ অপরাধ।

	প্রাণদণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কিম্বা সাত বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না		এই আইনের ২৯ ধারার বিধান মতে
	তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ঐ	ঐ	কিন্তু ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারামত মোকদ্দমায় হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে।	ঐ		
	তিন বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ		
	কেবল অর্থদণ্ডের যোগ্য হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		

তৃতীয় তফসীল।

মফঃসল মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

১। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৬৫ ধারা)

(২) ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারণ্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে স্থানান্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৮৩ ও ৮৪ ও ৮৬ ধারা)

(৩) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (৮৭ ধারা)

(৪) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৮৮ ধারা)

(৫) ক্রোকী সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা (৮৯ ধারা)

(৬) তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)

(৭) তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৯৯ ধারা)

(৮) পোলীসের অনুসন্ধান কালে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১৬৪ ধারা)

(৯) পোলীসের অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১৬৭ ধারা)

(১০) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (৩৫১)

(১১) সন্দিগ্ধভাবের অস্থাবর দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৫ ধারা)

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(২) মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে, পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৫৫ ধারা)

৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(২) তদন্ত লওনের কার্য্যক্রমে না হইয়া স্থলান্তরে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৮ ধারা)

(৩) অন্যায়রূপে যে ব্যক্তিদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাদের সন্ধান লওনার্থে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১০০ ধারা)

(৪) শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৭ ধারা)

(৫) সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৯ ধারা)

(৬) দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৪৫ ও ১৪৬ ও ১৪৭ ধারা)

(৭) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)

(৮) বাদী উপস্থিত না থাকলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতা (২৪৯ ধারা)

(৯) ভরণপোষণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৪৮৮ ও ৪৮৯ ধারা)

৪। মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(২) ভূম্যধিকারির নামে ওয়ারণ্ট দিবার ক্ষমতা (৭৮ ধারা)

(৩) স্থান বিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা)

(৪) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (১৪৩) ধারা)

(৫) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।

(৬) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)

(৭) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৮৬ ধারা)

(৮) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

(৯) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)

(১০) নালিশ না হইতে ও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

(১১) অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

(১২) অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য লিপিবদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩৪৯ ধারা)

(১৩) চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)

(১৪) আপীল ভিন্ন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৫২৮ ধারা)

৫। জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

(২) ডাকঘরে বা টেলিগ্রাফ বিভাগে কোন দলীলের নিমিত্ত তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)

(৩) যে ব্যক্তি শান্তিরক্ষা বা সদাচারণ করিতে নিবদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (১২৪ ধারা)

(৪) শান্তিরক্ষার নিবন্ধ পত্র রহিত করিবার ক্ষমতা (১২৫ ধারা।)

(৫) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা)

(৬) কোনং স্থলে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা (৩৫০ ধারা)

(৭) সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা)

(৮) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার উপর আপীল হইলে তাহা শুনিবার কি অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা)

(৯) কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)

(১০) ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা সংশোধন করিবার ক্ষমতা, ৫১৫ ধারা।

চতুর্থ তফসীল।

মফঃসলের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

<table>
<tr><td rowspan="2">প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যেই ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।</td><td>স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।</td><td>(১) সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতা (১১০)
(২) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে আজ্ঞাপ্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা)
(৩) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)
(৪) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা
(৫) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)
(৬) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতা (১৮৬ ধারা)
(৭) নালিশ ক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
(৮) পোলিসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
(৯) সন্ধান ক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
(১০) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা)
(১১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা)
(১২) চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)</td></tr>
<tr><td>জিলার মাজিষ্ট্রেট ও হেব এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।</td><td>(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)
(২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা
(৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)
(৪) নালিশ ক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
(৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
(৬) মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)</td></tr>
</table>

মাজিষ্ট্রেট	ক্ষমতা প্রদানকারী	ক্ষমতা
দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩২ ধারা) (২) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (৩) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৪) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) (৫) নালিশ ক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৬) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৭) সন্ধান ক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৮) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)
	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) (৪) নালিশ ক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৬) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)
	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) (৪) নালিশ ক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করণের ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
মহকুমার মাজিষ্ট্রেটকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই ক্ষমতা প্রদান করিবেন।	নথী আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)

পঞ্চম তফসীল।

পাঠ বিষয়ক।

১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন দিবার পাঠ।

(৬৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থান নিবাসি শ্রী অমুক সমীপেষু।

তোমার নামে অমুক ২ (যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই স্থলে লিখিতে হইবে) অপরাধের নালিশ হওয়াতে তাহার উত্তর দিবার জন্যে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল তুমি অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি (কিম্বা স্থল বিশেষে উকীলের দ্বারা) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

১৮ সাল তাং।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২। গ্রেফতারী ওয়ারেণ্ট লিখিবার পাঠ।

(৭৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই ওয়ারেণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও পদ প্রভৃতি লিখিতে হইবে।)

অমুক স্থাননিবাসী অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অতএব উক্ত অমুককে ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর তোমার প্রতি এই আদেশ হইতেছে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর।)

(মোহর)

(৭৬ ধারা দেখ।)

এই ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে।

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার এবং আমার প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবার জামিন অর্থাৎ আপনি এত টাকার ও একজন প্রতিভূ এত টাকার (অথবা দুই জন প্রতিভূ প্রত্যেকে এত টাকার) জামিন দেয় তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর।)

৩। ওয়ারণ্টক্রমে ধরিবার পর নিবন্ধপত্র ও জামিনী নিবন্ধ পত্র লিখিবার পাঠ।

(৮৬ ধারা দেখ।)

অমুক অপরাধের অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে আমাকে উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্টক্রমে অমুক জিলার (কিম্বা স্থলবিশেষে, অমুক) মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হওয়াতে অমুক স্থানবাসি আমি শ্রী অমুক এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইব, এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিব। ইহাতে আমার ত্রুটী হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর।)

যে অভিযোগে শ্রী অমুককে উক্তরূপ নিবন্ধে বদ্ধ হইতে হইয়াছে সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে এতদ্বিষয়ে আমি অমুক স্থানবাসি উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম এবং তাহার ত্রুটী হইলে, আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর।)

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

(৮৭ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তাহাকে ধরিবার জন্য যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে, এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে),

এনিমিত্ত আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে অমুক স্থানবাসি অদ্যাবধি এত দিনের মধ্যে উক্ত নালিশের প্রতিবাদ করিতে এই আদালতে (অথবা আমার সম্মুখে) উপস্থিত হয়, এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তাং

মোহর (স্বাক্ষর।)

৫। সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

(৮৭ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম বর্ণন ও ঠিকানা লিখিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত নালিশের বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য লইবার জন্য অমুককে (সাক্ষির নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে।) এই আদালতে উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্ট দেওয়া যায়, এবং উক্ত অমুকের (সাক্ষির নাম দিবে) উপর জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে)

এনিমিত্ত এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আগামি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হয় এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর।)

৬। সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকের আজ্ঞার পাঠ।
(৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ শ্রী অমুক সমীপেষু।

এই আদালতে উপস্থিত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত অমুককে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) উপস্থিত করাইবার ওয়ারেন্ট দেওয়া যায়, এবং সেই ওয়ারেন্ট জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা ফেরত আসিয়াছে; এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা ওয়ারেন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে); এবং তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক তদুল্লিখিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেয় এবং সে উপস্থিত হয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে এত টাকা মূল্য পরিমিত সেই সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে, এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখিবে এবং এই ওয়ারেন্ট যে প্রকারে জারী হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেন্ট ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর।)

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকী আজ্ঞার পাঠ।
(৮৮ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে (অমুক নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়,) এবং তদনুসারে যে ওয়ারেন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারেন্ট ফেরত আসিয়াছে, এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারেন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে,) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিন মধ্যে উপস্থিত হয়; এবং অমুক জিলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) গবর্ণমেণ্টে রাজস্বপ্রদায়ি ভূমি ভিন্ন উক্ত অমুকের পশ্চাল্লিখিত সম্পত্তি আছে ও তাহা ক্রোক করিবার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে, ও যে প্রকারে এই ওয়ারেন্ট জারী করা যায় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া ইহা ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর।)

কালেক্টরস্বরূপ ডেপুটী কমিশানরের দ্বারা ক্রোক করিবার অনুমতি সূচক আজ্ঞার পাঠ।
(৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার ডেপুটী কমিশানর সাহেব সমীপেষু।

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়), ও তদনুসারে যে ওয়ারেন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারেন্ট ফেরত আসিয়াছে; ও আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে, (অথবা উক্ত ওয়ারেন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে,) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, কিন্তু সে উপস্থিত হয় নাই; ও অমুক জিলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) উক্ত অমুকের গবর্ণমেণ্টে রাজস্বপ্রদায়ি কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি আছে।

এজন্য তোমাকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত ভূমি ক্রোক করাইবে ও এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে, ও এই আজ্ঞানুসারে তুমি যাহা কর অবিলম্বে তাহার সর্টিফিকেট পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর।)

৭। ওয়ারেন্টক্রমে প্রথমেই সাক্ষিকে আনিতে হইলে, ঐ ওয়ারেন্টের পাঠ।
(৯০ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারেন্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসি অমুক এই অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও অমুক (সাক্ষির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) উক্ত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে এরূপ প্রতীতি হয় এবং এরূপ বিশ্বাস করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই যে বলপূর্ব্বক না আনাইলে উক্ত নালিশের শ্রবণ সময় সে সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবে না;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুককে (নাম দিবে) ধৃত করিবে, এবং অমুক মাসের অমুক তারিখে নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৮। কোন বিশেষ অপরাধের সংবাদ পাওয়া গেলে পর, তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

(৯৬ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারান্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে।)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে (কি নালিশ হইয়াছে) যে অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) কৃত হইয়াছে (কি কৃত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত অপরাধের (কি সন্দিগ্ধ অপরাধের) যে তদন্ত লওয়া যাইতেছে (কি যাইবে) তৎপক্ষে অমুক দ্রব্য (স্পষ্ট করিয়া ঐ দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ইহা আমাকে দেখান গিয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত দ্রব্য (দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) অমুক স্থানে (যে বাটী কি স্থান কি তাহার অংশ তলাশ করিতে হইবে, তাহার বর্ণনা করিবে) অন্বেষণ করিবে, ও পাওয়া গেলে তাহা অবিলম্বে এই আদালতে উপস্থিত করিবে। ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৯। গচ্ছিত রাখিবার সন্দিগ্ধ স্থানের তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

(৯৮ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (কনষ্টবলের উচ্চপদস্থ পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে ও যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে অমুক বাটী (বাটীর কি অন্য স্থানের বর্ণনা লিখিবে) চোরা দ্রব্য গচ্ছিত রাখিবার (কি তাহা বিক্রয় করিবার) স্থানরূপে (কিম্বা উক্ত ধারানির্দ্দিষ্ট অন্যতর কার্য্য জন্য ব্যবহৃত হইলে, উক্ত ধারার কথায় তাহা লিখিবে) ব্যবহৃত হয়;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া তুমি উক্ত বাটীতে (কি স্থানে) প্রবেশ করিবে ও আবশ্যক হইলে তদর্থে যুক্তিমত বল প্রয়োগ করিবে ও উক্ত বাটীর (কি অন্য স্থানের কিম্বা অংশ বিশেষ অন্বেষণ করিতে হইলে, তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিবে) সর্ব্বাংশ খানাতল্লাশী করিবে ও কোন সম্পত্তি (কি দলীল, কি, স্থল বিশেষে ইষ্টাম্প কি মোহর কি মুদ্রা) [এবং আবশ্যক হইলে এইং কথাও যোগ করিবে, ও যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য যুক্তিমতে তোমার বিবেচনায় জাল দলীল কি স্থল বিশেষে কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি মোহর কি মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রাখা যায়, তাহা] আটক করিয়া দখল করিবে।—এবং উক্ত যে দ্রব্য তদ্রূপে দখল করা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ এই আদালতে আনিবে ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১০। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০৬ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক আমার প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে; এই হেতুক আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

১১। সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০৯ ও ১১০ ধারা দেখ)

অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে; অতএব আমি উক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব; ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

(নিবন্ধপত্র জামিন সহিত লিখিয়া দিতে হইলে, এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) আমরা উপরিলিখিত অমুকের জামিন হইয়া জানাইতেছি যে তিনি উক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিবেন; এবং তাহাতে তাঁহার ত্রুটি হইলে আমরা একত্র ও স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

১২। শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে, সমন লিখিবার পাঠ।

(১১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে (এইস্থানে সম্বাদের মর্ম্ম লিখিবে) এবং তোমার দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার (কি যদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে তদ্রূপ কার্য্য হইবার) সম্ভাবনা; এজন্য তোমাকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি স্বয়ং (কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা) ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই বিষয়ে কেন তোমার প্রতি এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার, (জামিন আবশ্যক হইলে এই কথা গুলি যোগ করিতে হইবে) ও একজন (কিম্বা স্থল বিশেষে দুই জন) প্রতিভূর (কিম্বা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের, এত টাকার নিবন্ধপত্র দ্বারা জামিন দিবার আদেশ হইবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৩।—শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিতে না পারিলে সমর্পণের ওয়ারন্টের পাঠ।

(১২৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসি অমুক এতমাস শান্তিভঙ্গ করিবে না বলিয়া একজন প্রতিভূসহ (অথবা প্রত্যেকে এত টাকার দুইজন প্রতিভূসহ) এত টাকার নিবন্ধপত্র কেন লিখিয়া দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে সমন দ্বারা তাহাকে আদেশ করা যায় সেই সমনক্রমে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তৎকালে আজ্ঞা হয় যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই প্রকার জামিন দেয় (যে জামিনের আজ্ঞা করা যায় সমন লিখিত জামিনের সহিত তাহার প্রভেদ থাকিলে তাহা এইস্থলে লিখিতে হইবে) ও সে উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও উক্ত জেলে এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে নির্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু উক্ত কালমধ্যে যদি স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে; ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৪। সদাচরণের জামিনদা দিলে সমর্পণ করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(১২৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু,

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক জিলার মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে, ও তাহার জীবনধারণের দৃশ্য সঙ্গতি নাই (অথবা সে আপনার কোন সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারে না);

কিম্বা

অমুকের (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে সে রীতিমত দস্যু (অথবা স্থলবিশেষে গৃহ ভেদ কারী, ইত্যাদি);

এবং উহা উল্লেখ করিয়া আজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আদেশ করা গিয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) একজন (অথবা স্থল বিশেষে দুই কি তদধিকজন) প্রতিভূসহ আপনি এত টাকার ও উক্ত প্রতিভূ (কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক প্রতিভূ) এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার জামিন দিবে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই, ও না করাতে ইতিমধ্যে জামিন না দিলে তাহার প্রতি এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তাহাকে এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) নিরাপদে উক্ত জেলে রাখিবে, কিন্তু তন্মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যেরূপে এই ওয়ারেন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকিট লিখিয়া এই ওয়ারেন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৫। জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(১২৩ ও ১২৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে ঐ ব্যক্তি আছে সেই কার্য্যকারক) সমীপেষু।

অমুককে (বন্দির নাম বর্ণনা দিবে) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারেন্টক্রমে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায়, ও সে পরে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে নিয়মিতরূপে জামিন দিয়াছে,

কিম্বা

জন সমাজের শঙ্কা বিনা তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট হেতু দৃষ্ট হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে যদি অন্য কোন কারণে আটক থাকার প্রয়োজন না হয়, তবে তাহাকে তোমার হেফাজত হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৬। অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞার পাঠ।

[১২৩ধারা দেখ।]

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক (পথ কি অন্য সাধারণের স্থানে) এইরূপে (যে রূপে বাধা কি অনিষ্টজনক কার্য্য হয় তাহার উল্লেখ করিবে) উক্ত রাজপথ (কি অন্য সাধারণের

স্থান) ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধাজনক (কি অনিষ্টজনক) কার্য্য করিয়াছ, ও উক্ত বাধা (কি অনিষ্ট) অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি স্বামী কি কার্য্যধ্যক্ষস্বরূপ অমুক ব্যবসায় কি কার্য্য (যে বিশেষ ব্যবসায় কি কার্য্য যে স্থানে চালান যায় তাহার উল্লেখ করিবে) চালাইতেছ এবং এই কারণে (যে রূপে তদ্দ্বারা হানি হয় এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিবে) তাহা সাধারণের স্বাস্থ্যের [কি স্বাচ্ছন্দ্যের] হানিজনক ও তাহার লোপসাধন করা কি তাহা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত ;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক রাজপথের (পথের বর্ণনা লিখিবে) নিকটবর্ত্তি অমুক পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তের) স্বামী (কি তাহা তোমার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে) ও উক্ত পুষ্করিণী (কি কূপের কি গর্ত্তের) বেড়া না থাকাতে (কিম্বা শঙ্কানিবারক বেড়া না থাকাতে) সাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

কিম্বা

(স্থলবিশেষে) আমার নিকটে ইত্যাদি ;

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) অমুক কার্য্য করিবে (অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যাহা করিতে হইবে তাহা লিখিবে) কিম্বা আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া এই আজ্ঞা কেন প্রবল করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উক্ত স্থানে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য চালান বন্ধ করিবে, ও তাহা আর সেই স্থানে চালাইবে না, কিম্বা উক্ত স্থান হইতে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য উঠাইয়া লইয়া যাইবে, কিম্বা আগামি অমুক মাসের ইত্যাদি ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উপযুক্ত বেড়া দিবে (যে প্রকারের বেড়া দিতে হইবে ও যে ভাগে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবে) কিম্বা আগামি অমুক মাসের ইত্যাদি।

কিম্বা।

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে ইত্যাদি (যথা যেমন)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৭। পঞ্চায়ৎ নিয়োগ বিষয়ক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৩৮ ধারা দেখ)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকের (নাম দিবে) প্রতি এই আদেশ করিয়া (আজ্ঞা কিরূপ ফলাত্মক লিখিবে) আজ্ঞা দেওয়া যায়, এবং উক্ত আজ্ঞা, যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করণার্থ পঞ্চায়ৎ নিয়োগ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত উক্ত অমুক (নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের দরখাস্তের দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছে. এজন্য উক্ত প্রশ্নের বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে আমি অমুক ব্যক্তি দিগকে (পঞ্চায়তের পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তির নাম এই স্থানে লিখিবে) পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতেছি, ও আদেশ দিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়ৎ এই আজ্ঞার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে অমুক স্থানে আমার আফিসে তাঁহাদের নিষ্পত্তি পাঠাইবেন।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৮। পঞ্চায়তের নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেটের নোটিসের ও চূড়ান্ত আজ্ঞার পাঠ।

(১৪০ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)

আমি এতদ্দ্বারা তোমাকে নোটিস দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক তারিখের তোমার প্রদত্ত দরখাস্ত ক্রমে নিয়মমতে যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা যায় তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে অমুক তারিখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া (আদেশের মর্ম্ম লিখিবে) যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত, এজন্য উক্ত আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেল ও আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) তুমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিবে, নতুবা উক্ত আজ্ঞা পালন না করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

১৯। পঞ্চায়তের তদন্ত হইবার অপেক্ষায় আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে আজ্ঞার পাঠ।

(১৪২ ধারা দেখ)।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি যে আজ্ঞা করি, তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত পঞ্চায়তের তদন্ত কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে, ও আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে উক্ত আজ্ঞার লিখিত অনিষ্টজনক বিষয় সম্পর্কে সাধারণের এরূপ আসন্ন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা যে উক্ত বিপদ নিবারণার্থে অবিলম্বে উপায় করা আবশ্যক, এজন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৪২ ধারার বিধানমতে তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া এতদ্দ্বারা আদেশ করিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়তের স্থানীয় তদন্তের ফলাপেক্ষায় তুমি অবিলম্বে (কিয়ৎকালীন সংরক্ষণ নিমিত্ত যে কার্য্যের আদেশ হয় স্পষ্ট করিয়া তাহার উল্লেখ করিবে)।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

২০। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না করণ প্রভৃতির নিষেধ সূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৩ ধারা দেখ)।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে (১৬ বা স্থলবিশেষে ২১ পাঠ দেখিয়া যথাযোগ্য কথাগুলি লিখিবে), এজন্য আমি এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি বিশেষরূপ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে আর উক্ত দ্রব্য রাখিয়া কি (স্থল বিশেষ) রাখিতে দিয়া ইত্যাদি, তুমি উক্ত অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ করিবে না।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

২১। বাধা জন্মাওন, হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণার্থে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে।)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তোমার অধিকারে (কি কর্তৃত্বাধীনে) অমুক (স্পষ্ট করিয়া ভূমির বর্ণনা করিবে) আছে, ও তুমি উক্ত ভূমিতে নর্দ্দমা কাটিয়া তাহার মাটি ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছে, ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা,

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি ও অন্য কতকগুলি লোক (যে শ্রেণীর লোক তাহার উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথ (কি স্থল বিশেষ, অমুক স্থান) দিয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত লোকযাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছে ও উক্ত লোকযাত্রায় দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা;

কিম্বা

আমার নিকটে ইত্যাদি;

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিতেছি যে তুমি তোমার ভূমি হইতে তোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না; কিম্বা

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোক জনের গমন একদ্বারা নিষেধ করিতেছি, ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ঐ লোকযাত্রায় মিশিবে না (অথবা অন্য যেরূপ আজ্ঞা আবশ্যক হয় দিবে) ।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

২২। বিবাদীয় ভূমি প্রভৃতি অধিকারে রাখিবার স্বত্ববানপক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৫ ধারা দেখ) ।

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপ লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয় পক্ষের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রাম্যদলের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এইরূপ প্রতীত হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) প্রকৃতরূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপনং দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করা যায় ও তৎক্রমে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দখল করিবার স্বত্ববান্ এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া, আমার বোধ জন্মিয়াছে যে উক্ত অমুকের (নাম কি নামসমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃত পক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ,

এজন্য আমি নিষ্পত্তি করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকের (কি অমুকদের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালীক্রমে যাবৎ ভ্রষ্ট না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তিরা) তাহা দখল রাখিবার স্বত্ববান, এবং ইতিমধ্যে তাহার (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

২৩। ভূমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে ক্রোক করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(১৪৬ ধারা দেখ ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের কালেক্টর সমীপেষু।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (পক্ষদের নাম ও বাসস্থান, কিম্বা গ্রাম্যদলের মধ্যে বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ও প্রকৃত পক্ষে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়ের) দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপনং দাওয়ার বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিতে উক্ত উভয় পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায়, ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত লইয়া আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) নাই কিম্বা ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ যে পূর্ব্বোক্তমতে দখলিকার ছিলেন তদ্বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) দখলে লইয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে, ও যাবৎ পক্ষদের স্বত্ব কিম্বা দখল করিবার দাওয়া, নির্ণয় সূচক উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা না হয় উহা (ক্রোক) করিয়া রাখিবে, ও যে রূপে এই ওয়ারন্ট সাধন্ন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরৎ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

২৪। স্থলে কি জলে কোন কার্য্য করিবার নিষেধ সূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৭ ধারা দেখ ।)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী অমুক ভূমি (কি জল) (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) কেবল (অমুক ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ) দখলের দাওয়া করেন বলিয়া তাহার ব্যবহার করণের স্বত্ব সম্পর্কে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে উক্ত

ভূমি (কি জল) সাধারণের তদ্রূপ ব্যবহার যোগ্য (কিম্বা কোন্ ব্যক্তির কি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তির হইলে, তাহার কি তাহাদের বর্ণনা লিখিবে), ও (যদি বৎসরের সমুদয় সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে) উক্ত অনুষ্ঠান করিবার তিন মাস মধ্যে (কিম্বা যদি বৎসরের কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে " বৎসরের যে কাল বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে শেষ বারের সেই কালে") উক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে ;

এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত (দখলের দাওয়াদার কি দাওয়াদারেরা) কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে কেহ, যাবৎ উপযুক্ত আদালতের এই মর্ম্মের ডিক্রী কি আজ্ঞা না পান যে তিনি (কি তাঁহারা) কেবল উক্ত ভূমি (কি জল) দখল করিবার স্বত্ববান্, তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিবার স্বত্বভোগ বর্জ্জিত উক্ত ভূমি (কি জলের) দখল লইবেন না (কি রাখিবেন না) ।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তরিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইলে ।

(মোহর) (স্বাক্ষর) .

---

২৫ ।—পুলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে প্রথমস্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ ।

(১৬৯ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক (নাম দিবে) আমার নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে ও তদন্তের পর অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ হওয়াতে কিম্বা তদন্তের পর আদেশ হইলেই অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার নিজে মুচলকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হওয়াতে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের ভাবো প্রতিবাদ করিতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘন্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে । ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে, আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম ।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

শ্রীঅমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘন্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে ও তাহার নামে যে অভিযোগ আছে তাহার আরো প্রতিবাদ করিবে, এই বিষয়ে আমি (কিম্বা আমরা সংসৃষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে সকলে ও প্রত্যেকে) উপরোক্ত অমুকের জামিন স্বীকার করিতেছি, ও তাহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম ।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

---

২৬ । মোকদ্দমা করিবার বা সাক্ষ্য দিবার নিবন্ধপত্রের পাঠ ।

(১৭০ ধারা দেখ ।)

অমুকের নামে অপরাধের যে অভিযোগ হইয়াছে তদ্বিষয়ে অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক আমি আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘন্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা স্থল বিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ও সাক্ষ্য দিব অথবা সাক্ষ্য দিব) এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি ; ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম ।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

---

২৭ । গবর্ণমেন্টের উকীলকে মাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক সমর্পণের নোটিস দিবার পাঠ ।

(২১৮ ধারা দেখ ।)

অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেট এতদ্দ্বারা নোটিস দিতেছেন যে তিনি অমুককে আগামি সেশনে বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছেন ; ও উক্ত মাজিস্ট্রেট এতদ্দ্বারা আদেশ দিতেছেন যে গবর্ণমেন্টের উকীল উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগ চালান ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইয়াছে যে (অভিযোগপত্রে অপরাধের যেরূপ উল্লেখ আছে এই স্থলে তদ্রূপ উল্লেখ করিবে)

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

২৮। অভিযোগের পাঠ।

(২২১ ও ২২২ ও ২২৩ ধারা দেখ।)

(১)—অভিযোগপত্রে একমাত্র দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি শ্রী অমুক আমি শ্রী অমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ। (প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিলে সেশন আদালতের পরিবর্ত্তে হাই কোর্ট লিখিতে হইবে।)

দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারা।

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগপত্রে তোমার বিচার হয় এই আদেশ করিলাম।

(মাজিস্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।)

(ঘ) চিহ্নিত কথার পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে।

(২) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার সভা মান্যবর অমুক সাহেব উক্ত সভ্য স্বরূপে বৈধ ক্ষমতামতে কার্য্য না করেন এই নিমিত্তে তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, ঐ সভ্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১২৪ ধারা।

(৩) তুমি অমুক কর্ম্মবিভাগের রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া স্বীয় পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম না করিবার প্রবৃত্তিস্বরূপে আপনার আইনমত বেতনভিন্ন অমুক [নামক] ব্যক্তির নিমিত্তে অমুক (নামক) ব্যক্তির স্থানে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬১ ধারা।

(৪) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুক কর্ম্ম করিয়াছিলে [কিম্বা স্থল বিশেষ অমুক কর্ম্ম কর নাই] ও তাহা অমুক সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানের বিপক্ষে অমুকের বিঘ্নজনক ছিল ইহা জানিতে; ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬৬ ধারা।

(৫) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রী অমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিল যে "

১৯৩ ধারা।

" আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিয়াছিলে, ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৬) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছ, ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩০৪ ধারা।

(৭) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আনন্দ মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০৬ ধারা।

(৮) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ইচ্ছাপূর্ব্বক অমুকের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩২৫ ধারা।

(৯) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের উপর (নাম দিবে) দস্যুতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯২ ধারা।

(১০) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯৫ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে " সেশন আদালতের বিচার্য্য " এই কথা ত্যাগ করিয়া " আমার বিচার্য্য " এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে। (গ) প্রকরণে " উক্ত আদালতে " এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

(২) অভিযোগে দুই কি তদধিক দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমুক (নামক) ব্যক্তিকে দিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অমুকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয় আমার এই আদেশ।

(মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।)

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারে।

(২) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালে অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০২ ও ৩০৪ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৩) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

তৃতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করণের পর পলায়ন করিতে পারিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

চতুর্থ। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, চৌর্য্যক্রমে অপহৃত দ্রব্য রাখিতে পার এই নিমিত্তে কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছ; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৪) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক ব্যাপা পারের তদন্ত হওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে "

১৯৩ ধারামতে অমুকরূপে অভিযোগ।

" এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে "

" ইহার মধ্যে এক কথা তুমি মিথ্যা জানিতে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে, " সেশন আদালতের বিচার্য্য " এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য " এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং " উক্ত আদালতে " এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

---

(৩) পূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞা নির্ণয় হওয়ার পর চুরি করিবার অভিযোগ হইলে ;—

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।—

তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (অথবা স্থলবিশেষে হাই কোর্টের বা মাজিষ্ট্রেটের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

এবং তুমি উক্ত শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) উক্ত অপরাধ করিবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭ অধ্যায়মতে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অর্থাৎ রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ অপরাধে (যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় সেই ধারায় যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা অপরাধের বর্ণনা করিতে হইবে) অমুক আদালত কর্ত্তৃক (যে আদালত কর্ত্তৃক অপরাধী নির্ণীত হয় সেই আদালতের নাম দিবে) অপরাধী নির্ণীত হইয়াছিলে। উক্ত অপরাধনির্ণয় অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বলবৎ ও ফলবৎ আছে, এবং তুমি তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ ধারামতে অধিক দণ্ড পাইবার যোগ্য।

অতএব আমার আদেশ এই যে, উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয়।

২৯। কোন মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনুসারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

(২৪৫ ও ২৫৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম ও পদসূচক খ্যাতি দিবে) সম্মুখে ১৮ সালের দাঙ্গেওয়ারের এত নং মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অমুক আইনের এই (কি এইং) ধারামতে অমুক অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে (সম্পূর্ণ ভাবে ও স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে);

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারেণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩০। ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না হইলে কারাদণ্ডের ওয়ারণ্টের পাঠ।

(২৫০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে (নালিশের মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিবে) ও অনর্থক ও বিরক্তিকর বলিয়া তাহা ডিসমিস করা গিয়াছে, ও ডিসমিস করিবার আজ্ঞায় উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) প্রতি ক্ষতিপূরণস্বরূপ এত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে; ও উক্ত টাকা দেওয়া যায় নাই ও উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাহা আদায় করা যাইতে পারে না ও ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, তাহার এত দিনের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তাহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৬৯ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে এত কাল উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, তাহা পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিবে। যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩১। সাক্ষির নামে সমনের পাঠ।

(৬৮ ও ২৫২ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসি অমুক অমুক অপরাধ (সময় ও স্থান সহ সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও আমার বোধ হয় যে তুমি অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

এজন্য উক্ত নালিশের বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান তাহার সাক্ষ্য দিতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময়ে তুমি এই আদালতে উপস্থিত হইবে, ও আদালতের অনুমতি না লইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে না এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি এই সমন দেওয়া গেল, ও তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে তুমি ন্যায়ানুগত কারণ বিনা উক্ত তারিখে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করিলে, তোমাকে বল পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩২। জুরর ও আসেসরদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আদেশপত্রের পাঠ।

(৩২৬ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব সমীপেষু।

আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের আদালত ঘরে ফৌজদারী সেশন বসিবে, ও এই আদালতে জুরর ও আসেসরদের যে সংশোধিত ফর্দ্দ দেওয়া গিয়াছে তদ্যুক্ত নামের মধ্য হইতে নিয়মিতরূপে গুলিবাঁটক্রমে এতন্নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে, এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় উক্ত শেসন আদালতে উপস্থিত হইবার সমন উক্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে, ও এই আদেশ অনুসারে তুমি যে ইহা করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার সর্টিফিকেট পাঠাইবে।

(এই স্থলে জুরর ও আসেসরদের নাম দিবে।)

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আদেশপত্র প্রদত্ত হইল।

(স্বাক্ষর)

(মোহর)

৩৩। জুরর কি আসেসরকে সমন দিবার পাঠ।

(৩২৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আগামি ফৌজদারী সেশনে আসেসর (কি জুরর) স্বরূপ তোমার উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক অমুক স্থানের সেশন আদালতের আদেশপত্র আমার নিকটে প্রেরিত হওয়াতে তুমি আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবে, তোমাকে এতদ্দ্বারা এই সমন দেওয়া গেল।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৪। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৭৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে সেশন হয়, উক্ত সেশনে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামির নাম দিবে) দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে বধস্বরূপ অপরাধ জনক নরহত্যাপরাধ নিরবিতরূপে নির্ণীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে, ও অমুক স্থানের অমুক কোর্ট কর্তৃক উক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের অপেক্ষা আছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টসহ উক্ত অমুককে (আসামির নাম দিবে) উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও যাবৎ অমুক কোর্টের আজ্ঞা ফলবতী করণার্থে এই আদালতের অন্যতর ওয়ারন্ট কি আজ্ঞা না পাও, তাহাকে তথায় নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৫। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৮১ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যাহা হউক) আসামী অমুককে (আসামীর নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারন্ট ক্রমে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীনে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে, এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞার দৃঢ়ীকরণাত্মক অমুক কোর্টের আজ্ঞা এই আদালতে গৃহীত হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক] তদাজ্ঞাসাধন করিবার নিরূপিত সময়ে ও স্থানে যাবৎ উক্ত অমুক না মরে তাহার গলায় উদ্বন্ধনদ্বারা উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে, এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইয়াছে, পৃষ্ঠলিপিক্রমে ইহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট এই আদালতে ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৩৬। দণ্ড পরিবর্ত্তনের পর ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৮১ ও ৩৮২ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা হয় ও তদনুসারে তাহাকে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায়; এবং অমুক আদালতের আজ্ঞাদ্বারা (যে আজ্ঞার নোকল লিপি এতৎ সঙ্গে দেওয়া গেল) উক্ত দণ্ডাজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (কি অন্য যেরূপ হয়) দণ্ডের আদেশ হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) বাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করণার্থে উপযুক্ত কর্তৃত্বাধীনে ও হেফাজতে উক্ত অমুককে [নাম দিবে] সমর্পণ করিতে না পার, তাবৎ তাহাকে আইনের আদেশমতে নির্ব্বিঘ্নে উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে রাখিবে;

কিম্বা

দণ্ডযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা কারাদণ্ডের হইলে "যাবৎ" অবধি "তাবৎ" পর্য্যন্ত কথা না লিখিয়া" হেফাজতে রাখিবে" এই কথার পরে এই ২ কথা দিবে" ও উক্ত আজ্ঞামতে আইন অনুসারে তথায় কারাদণ্ড সাধন করিবে"।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল;

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৭। ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

(৩৮৬ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ওয়ারণ্ট সাধন করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে অমুকের (অপরাধির নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধির উল্লেখ করিবেক) নির্ণয় হইয়া এত টাকা অর্থ দণ্ড দিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি উক্ত অর্থ দণ্ড দিবার আদেশ হইলেও সে উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ দেয় নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে] যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও ঐরূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় লিখিবে) (কিম্বা অবিলম্বে) উক্ত টাকা না দেওয়া গেলে উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত অর্থ দণ্ডের টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে। এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৮। কোনং অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অর্থদণ্ড হইলে, কারারুদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

(৪৮০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অদ্য আমার সম্মুখে আদালতের অধিবেশনে অমুক (অপরাধির নাম ও বর্ণনা দিবে) আদালতের সম্মুখে (কি দৃষ্টিগোচরে) ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞাকরণাপরাধ করিয়াছে।

এবং এইরূপ অবজ্ঞা নিমিত্ত আদালত অমুকের (অপরাধির নাম দিবে) এত টাকা অর্থদণ্ডের, ও তাহা না দিলে এত টাকা (মাস কি দিনের সংখ্যা লিখিবে) কারাদণ্ড ভোগের আজ্ঞা করিয়াছেন;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (অপরাধির নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে উক্ত অর্থদণ্ড প্রদত্ত না হইলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে এবং উক্ত টাকা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিবে ও যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হইল পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৯। সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কারাবদ্ধ করিবার মাজিষ্ট্রেটের বা জজের ওয়ারেণ্টের পাঠ।

(৪৮৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (আদালতের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাক্ষিস্বরূপ সমন প্রাপ্ত হইয়া (কিম্বা এই আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়া) ও অপরাধের অভিযোগের তদন্তকালে অদ্য সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে যে (কি যে যে) প্রশ্ন তাহার প্রতি করা গিয়া নিয়মিতরূপে লেখা যায়, অস্বীকার করিবার ন্যায়ানুগত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, এবং উক্ত অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এতকাল (আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দ্দেশ করিবে) হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) হেফাজতে গ্রহণ করিবে, এবং ইতোমধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্মত না হইলে এত দিন তাহাকে তোমার হেফাজতে নিরাপদে রাখিবে, ও তাহার শেষ দিনে কিম্বা তদ্রূপ সম্মত হওয়া মাত্র তাহাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে, ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪০। ভরণপোষণের টাকা না দিলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

(৪৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট [কি রক্ষক] সমীপেষু।

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে অমুকের [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] যে সঙ্গতি আছে তাহাতে সে আপন স্ত্রীর [নাম দিবে) কি এই২ [কারণ কারণ উল্লেখ করিবে] বশতঃ আত্ম ভরণপোষণাক্ষম সন্তানের (নাম দিবে) ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎকার্য্য করিতে সে উপেক্ষা [কি অস্বীকার] করিয়াছে, ও তাহার স্ত্রীর [কি সন্তানের] ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের [নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক নাম দিবে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক [কি অমুক ২] মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই, এবং তজ্জন্য উক্ত জেলে তাহার এতকাল সামান্য [কি কঠোর] কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট [কি রক্ষক] উক্ত অমুককে [নাম দিবে) এই ওয়ারেণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তথায় আইনমতে উক্ত আজ্ঞা সাধন করিবে; ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮   সালে অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] (স্বাক্ষর)

৪১। ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা ভরণপোষণের টাকা আদায় প্রবল করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

(৪৮৮ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

(যে পোলীস কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারেণ্ট সাধন করিবে তাহার নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আপন স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে] স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক] মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে) (কিম্বা অবিলম্বে) উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪২। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রথমস্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।
(৪৯৬ ও ৪৯৯ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি আমি অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধের অভিযোগে অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইয়াছি, ও তাঁহার আদালতে ও আবশ্যক হইলে, সেশন আদালতে আমার উপস্থিত হইবার জামিন দিবার আদেশ পাইয়াছি, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন উক্ত মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইব, এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, আমার বিরুদ্ধ উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার আদেশ পাইলেই উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব, ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

উক্ত অমুকের (নাম দিবে) নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তাহার প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতি দিন অমুকের আদালতে সে উপস্থিত হইবে, ও উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, তাহার বিরুদ্ধ অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিবে আমি (কিম্বা আমরা সংযুক্ত ভাবে কিম্বা পৃথক্‌রূপে সকলে ও প্রত্যেক) এতদ্বিষয়ে অমুকের জামিন স্বীকার করিলাম, ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

৪৩। জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয়, তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।
(৫০০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) (কিম্বা অন্য যে কারাকারকের হেফাজতে উক্ত ব্যক্তি থাকে সেই কারানায়ক) সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারণ্টক্রমে অমুককে (বন্দির নাম ও বর্ণনা দিবে) তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে, ও তদনন্তর সে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯৯ ধারামতে জামিন কি জামিনদের সহ নিয়মিতরূপে নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত অমুক (নাম দিবে) অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত আটক থাকিবার যোগ্য না হইলে তাহাকে অবিলম্বে তোমার হেফাজত হইতে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৪। নিবন্ধপত্র প্রবল করণার্থে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।
(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) স্বীয় মুচলকা অনুসারে অমুক কার্য্যের উপলক্ষে (উপলক্ষের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হয় নাই, ও তদ্রূপ ত্রুটিপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে; এবং উক্ত অমুককে (নাম দিবে) নিয়মিতরূপে নোটিস দেওয়া গেলেও সে উক্ত টাকা দেয় নাই অথবা উক্ত টাকা তাহার নিকট কেন আদায় করা যাইবে না ইহার উপযুক্ত কারণ দেখায় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে, এবং তিন দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৫। নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে জামিনকে নোটিস দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানবাসি অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, এই বিষয়ে তুমি ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার জামিন হইয়া নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে যে ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই, ও উক্ত ত্রুটি প্রযুক্ত তোমার এত টাকা দণ্ড হইয়াছে;

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা, তোমার নিকটে কেন উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করা যাইবে না, এই তারিখ অবধি এত দিন মধ্যে তাহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

সদাচরণের নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস জামিনকে দিবার পাঠ।

(৫১০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসি অমুক (নাম দিবে) এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই বিষয়ে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া তুমি তাহার জামিন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে ইহাতে ত্রুটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে, এবং তুমি জামিন হইবারপর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া উক্ত অমুকের (নাম দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়াছে, ও তাহাতে তোমার জামিনী নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা উহা কেন দিবে না, এত দিন মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৭। জামিনের বিরুদ্ধে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১২ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের উপস্থিত হইবার (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবদ্ধ করিয়াছে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে, সুতরাং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকার) দায় হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও তিন দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে

তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট সাধন করিবার অব্যবহিত পরেই এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৮। যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির জামিন লওয়া গিয়াছে, তাহার জামিনকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (জামিনের নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হইবার জামিন স্বরূপ আপনাকে নিবদ্ধ করিয়াছে; ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর পাওনা হইয়াছে, এবং উক্ত অমুক (জামিনের নাম দিবে), যথাযোগ্য নোটিস পাইয়া, উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা তাহার নিকটে উহা কেন আদায় করা যাইবে না ইহার বিশিষ্ট কারণ দর্শায় নাই, ও ঐ টাকা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া আদায় করা যাইতে পারে না, ও তাহাকে এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দেয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, ও যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৯। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস মুখ্য ব্যক্তিকে দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

তুমি শান্তিভঙ্গ করিবে না (নিবন্ধপত্রে যেরূপ থাকে তদ্রূপ লিখিবে) বলিয়া ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে, এবং তোমার উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে,

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি এত টাকা অর্থদণ্ড দিবে, কিম্বা উক্ত টাকা কেন তোমার নিকটে আদায় করা যাইবে না, এত দিনের মধ্যে আমার সম্মুখে তাহার কারণ দর্শাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫০। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে মুখ্য ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ করিবে না (যেরূপ নিবন্ধপত্রে লেখা থাকে) ইত্যাদি নিয়মে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে, এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের প্রতি (নাম দিবে) নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছিল এবং সে কারণ দর্শায় নাই ও উক্ত টাকাও দেয় নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও এত টাকার মূল্য পরিমাণে তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায়

করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ন পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫১। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার নিকটে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ না করিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় তাহার নিয়মভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে; এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত টাকা দেয় নাই, কিম্বা উক্ত টাকা কেন দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপ আদেশ হইলেও কারণ দর্শায় নাই, ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারে না, ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে; ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫২। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি লিখিবে) সদাচরণের নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) যে অমুক অপরাধ করিয়াছে আমার সম্মুখে ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে, এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছে, ও সে তাহা করে নাই কিম্বা উক্ত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোক কৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ন পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫৩। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি দিবে) সদাচরণ নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল, এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত অমুক (নাম দিবে) শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে, এবং সে উক্ত টাকা দেয় নাই ও উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি নিয়মিতরূপে আদেশ করা গেলেও কারণ দর্শায় নাই, ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারে না, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে; যেরূপে এই ওয়ারেন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

আর, জে, ক্রস্থোয়েট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M.A. and B.L. *Bengali Translator.*

B. 1306—9-11-82—740.

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

বুধবার ১৮৮২ সাল ৭ জুন।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ৪ আইন।

সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।

ধারার নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম।
যে সময় অবধি প্রচলিত হইবে।
ব্যাপ্তি।

২। যে২ আইন রহিত হইবে তাহার কথা।
কোন২ আইন ও অনুষঙ্গ ও স্বত্ব ও দায় প্রভৃতি প্রবল রাখিবার কথা।

৩। অর্থকরণের ধারা।

৪। চুক্তি সংক্রান্ত বিধানগুলি ১৮৭২ সালের ৯ আইনের অংশ বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পক্ষদের কার্য্য দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি

(ক) অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

৫। "সম্পত্তি হস্তান্তর করণ" শব্দের অর্থ।

ধারা।

৬। যাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৭। যাঁহারা হস্তান্তর করিতে সক্ষম তাঁহাদের কথা।

৮। হস্তান্তর করণের ফলের কথা।

৯। বাচনিক হস্তান্তর করণের কথা।

১০। হস্তান্তর করণের বাধাজনক নিয়মের কথা।

১১। সৃষ্ট স্বার্থের বিরুদ্ধ নিয়মের কথা।

১২। দেউলিয়া হইলে, বা হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করিলে, স্বার্থ নষ্ট হওয়ার নিয়মের কথা।

১৩। যাহার জন্ম হয় নাই এমন কোন ব্যক্তির উপকারার্থে হস্তান্তর করিবার কথা।

১৪। চিরস্থায়িত্ব নিষেধক বিধি।

১৫। যে শ্রেণীর কোন২ ব্যক্তি ১৩শ ১৪ ধারার বিধানের অধীন, সেই শ্রেণীকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

১৬। পূর্ব্ব হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ হইলে, যে হস্তান্তর করণ নিষ্ফল হইবে তাহার কথা।

১৭। সাধারণের উপকারার্থ চিরকালের নিমিত্ত হস্তান্তর করিবার কথা।

১৮। জমা করিবার আদেশের কথা।

১৯। নির্দ্ধারিত স্বার্থের কথা।

২০। যে ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকে তাহার উপকারার্থ হস্তান্তরক্রমে যখন সে নির্দ্ধারিত স্বার্থ প্রাপ্ত হয় তাহার কথা।

২১। ঘটনাধীন স্বার্থের কথা।

২২। কোন শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যক্তিরা বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

২৩। অনিশ্চিত বিশেষ ঘটনাধীনে হস্তান্তর করণের কথা।

২৪। অনির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহাদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ক বিধি।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক ও দায় বিষয়ক বিধি।

পক্ষদের কার্য্যদ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ বিষয়ক ব্যবস্থা সংশোধন করণার্থ আইন।*

হেতুবাদ।

পক্ষদের কার্য্যদ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ব্যবস্থার কোন২ অংশ নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করা বিহিত; এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যে সময় অবধি প্রচলিত হইবে।

এই আইন ১৮৮২ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল হইবে।

ব্যাপ্তি।

ইহা প্রথমতঃ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের ও পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের ও ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশের শ্রীযুত চীফ কমিশ্যনর সাহেবের শাসনাধীন দেশ ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে।

কিন্তু উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদের মধ্যে কোন গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া আপন শাসনাধীন সমস্ত দেশে বা তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে এই আইন বর্ত্তাইতে পারিবেন।

কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে২ স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন দেশের সর্ব্বত্র বা কোন অংশে কোন জাতি, সম্প্রদায়, কুল বা শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে ভূতকালসম্পর্কে বা ভবিষ্যৎকালসম্পর্কে নিম্নলিখিত সমুদয় বা কোন বিধান হইতে, অর্থাৎ ৫১ ধারার, ৫৪ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের, এবং ৫৯, ৭৯, ১০৭ ও ১২৩ ধারার বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

যেং আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইন যৎকালে যে দেশে বর্ত্তে তৎকালে তথায় এই আইন সংযুক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সকল আইন ঐ তফসীলে যত দূর উল্লেখ হইয়াছে, তত দূর রহিত করা যাইবে। কিন্তু এই আইনের কোন কথা দ্বারা

কোন২ আইন ও অনুবন্ধ ও স্বত্ব ও দায় প্রভৃতি প্রবল রাখিবার কথা।

(ক) এতৎক্রমে যে আইন স্পষ্ট রহিত করা যায় নাই তাহার কোন বিধানের, কিম্বা

(খ) চুক্তিঘটিত বা সম্পত্তির স্থিতি সংক্রান্ত যে নিয়ম বা আনুবঙ্গ এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নয় ও প্রচলিত আইনসম্মত হয় তাহার, কিম্বা

(গ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে আইনমত যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তদুৎপন্ন কোন স্বত্বের বা দায়ের কিম্বা সেই স্বত্ব কি দায় সম্পর্কীয় কোন প্রতিকারের, কিম্বা

(ঘ) এই আইনের ৫৭ ধারার ও ৪ অধ্যায়ের বিধান স্থলভিন্ন আইনের কার্য্যক্রমে কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রী বা আজ্ঞাক্রমে বা তৎসাধনক্রমে যে হস্তান্তর করণ ঘটে, তাহার, যে নিবৃত্তি হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না; এবং এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে তাহাতে হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধদিগের ব্যবস্থার কোন বিধির যে বিঘ্ন হইবে এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না।

অর্থকরণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে বিষয় বিবেচনা কি পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,

"স্থাবর সম্পত্তি।"

ভূমিতে যে গুঁড়ি কাষ্ঠের গাছ থাকে কিম্বা যে শস্য বা ঘাস কাটা হয় নাই "স্থাবর সম্পত্তি" শব্দে তাহা গণ্য হইবে না।

"নিদর্শনপত্র।"

"নিদর্শনপত্র" শব্দে উইল ভিন্ন কোন নিদর্শনপত্র বুঝিতে হইবে।

"রেজিষ্টরী।"

দলীল রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে রেজিষ্টরী করা যায়, "রেজিষ্টরী" শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে।

"ভূসংলগ্ন।" "ভূসংলগ্ন" শব্দে—

(ক) তরু ও গুল্মের ন্যায় ভূমিতে মূলবদ্ধ, বা

(খ) ভিত্তির বা গৃহাদির ন্যায় ভূমিতে গ্রথিত, বা

(গ) তদ্রূপ গ্রথিত বস্তু স্থায়িরূপে ভাল করিয়া ভোগ করিবার উদ্দেশে তাহাতে সংলগ্ন বুঝিতে হইবে।

"সংবাদ।"

কোন ব্যক্তি যে বৃত্তান্ত প্রকৃত প্রস্তাবে জানেন কিম্বা তাঁহার যে অনুসন্ধান বা তলাশ লওয়া উচিত ছিল ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত না থাকিলে বা গুরুতর শৈথিল্য না করিলে তিনি যে বৃত্তান্ত জানিতে পাইতেন, কিম্বা ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক আইনের ২২৯ ধারার লিখিত অবস্থায় যে বৃত্তান্তের সংবাদ তাঁহার কর্ম্মকারককে দেওয়া যায় বা ঐ কর্ম্মকারক প্রাপ্ত হন, সেই ব্যক্তি সেই বৃত্তান্তের "সংবাদ" পাইয়াছেন বলা যায়।

চুক্তি সংক্রান্ত বিধান গুলি ১৮৭২ সালের ৯ আইনের অংশ বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪ ধারা। এই আইনের চুক্তিসংক্রান্ত অধ্যায় ও ধারা গুলি ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পক্ষদের কার্য্য দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

(ক) অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

"সম্পত্তি হস্তান্তর করণ" শব্দের অর্থ।

৫ ধারা। যে কার্য্য দ্বারা জীবিত এক ব্যক্তি অন্য জীবিত এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রতি অথবা আপনার ও অন্য জীবিত এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তমানে বা ভাবী কালে সম্পত্তি অর্পণ করে, নিম্নলিখিত ধারাসমূহে "সম্পত্তি হস্তান্তর করণ" শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে, এবং "সম্পত্তি হস্তান্তর করা" বলিতে উক্ত কার্য্যসাধন করা বুঝাইবে।

যাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৬ ধারা। এই আইনে কিম্বা প্রচলিত অন্য কোন আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, যে কোন প্রকারের সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে।

(ক) ভাবী উত্তরাধিকারির বিষয়াধিকারী হইবার সম্ভাবিত স্বত্ব কিম্বা কোন জ্ঞাতি বা কুটুম্বের মৃত্যু হইলে তদীয় উইলক্রমে কোন ব্যক্তির দ্রব্যাদি পাইবার সম্ভাবিত স্বত্ব, কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন সম্ভাবিত স্বত্ব-মাত্র, হস্তান্তর করা যাইতে পারে না। *

(খ) পরবর্ত্তী নিয়ম ভঙ্গ হইলে পুনঃ প্রবেশ করিবার স্বত্ব মাত্র তৎসংসৃষ্ট সম্পত্তির স্বামী ভিন্ন অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

(গ) স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব প্রধান সম্পত্তি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(ঘ) সম্পত্তিগত যে স্বার্থ কেবল স্বামিরই ভোগের নিমিত্ত আছে, তাহা তিনি হস্তান্তর করিতে পারেন না।

(ঙ) প্রবঞ্চনা বা অবৈধরূপে হানি করা গেলে, তন্নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব-মাত্র হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(চ) কোন রাজকীয় পদ হস্তান্তর করা যাইতে পারে না, এবং কোন রাজকীয় কর্ম্মচারির বেতন প্রাপ্য হইবার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(ছ) গবর্ণমেন্টের সামরিক ও সিবিল পেনশ্যান-ভোগী ব্যক্তিদের বৃত্তি ও রাজনীতিঘটিত পেনশ্যান হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(জ) (১) যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যায় তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলে, কিম্বা (২) অবৈধ কার্য্য নিমিত্ত, কিম্বা (৩) যে ব্যক্তি আইনমতে হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা হইতে পারে না তাহার অনুকূলে, হস্তান্তর করণ হইতে পারে না।

যাহারা হস্তান্তর করিতে সক্ষম তাহাদের কথা।

৭ ধারা। কোন ব্যক্তি চুক্তি করিতে সক্ষম ও হস্তান্তর করণীয় সম্পত্তির অধিকারী হইলে, অথবা আপনার নয় এরূপ হস্তান্তর করণীয় সম্পত্তি লইয়া কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে এবং নিয়ম বিনা বা নিয়মাধীন প্রচলিত আইনে যে অবস্থায়, যে পরিমাণে ও যে প্রকারে হস্তান্তর করিবার অনুমতি ও নির্দ্দেশ আছে, সেই অবস্থায়, সেই পরিমাণে ও সেই প্রকারে হস্তান্তর করিতে সক্ষম হইবেন।

হস্তান্তর করণের ফলের কথা।

৮ ধারা। ভিন্ন অভিপ্রায় স্পষ্ট ব্যক্ত না থাকিলে অথবা অবশ্যই না বুঝাইলে যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় হস্তান্তরকারী তদন্তর্গত ও তাহার আইনঘটিত অনুষঙ্গের অন্তর্গত যে সমুদয় স্বার্থ হস্তান্তর করিতে সক্ষম, হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় অর্পণ করা যাইবে।

এই অনুষঙ্গের মধ্যে এই২ বিষয় ধরা যাইবে;—উক্ত সম্পত্তি ভূমি হইলে, তৎসংলগ্ন স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব ও হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা ও উপস্বত্ব প্রাপ্য হয় তাহা ও ভূমিসংলগ্ন সকল দ্রব্য।

উক্ত সম্পত্তি ভূমিতে সংলগ্ন কল হইলে, সেই কলের যে২ অংশ সরাইয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা।

এবং উক্ত সম্পত্তি বাটী হইলে, তৎসংলগ্ন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব ও হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা পাওনা হয় তাহা ও কুলুপ, চাবি, হুড়কা, দ্বার, জানালা এবং চিরকাল ব্যবহার হইবার নিমিত্ত ঐ গৃহের সহিত যাহা কিছু সংযোগ করা যায় তাহা।

এবং উক্ত সম্পত্তি ঋণ বা নালিশযোগ্য অন্য দাওয়া হইলে, তাহার নিবন্ধপত্র, কিন্তু হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে যে সুদ বাকী পড়িয়া থাকে তাহা নহে; পরন্তু হস্তান্তর-ক্রমে গ্রহীতাকে অন্য যে ঋণ বা দাওয়া হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় নাই তাহারও জন্য ঐ নিবন্ধপত্র হইলে তৎসম্পর্কে এই নিয়ম খাটিবে না।

এবং উক্ত সম্পত্তি টাকা বা আয়োৎপাদনকারী অন্য সম্পত্তি হইলে, হস্তান্তর ফলবৎ হইলে পর যে সুদ বা উপস্বত্ব পাওনা হয় তাহা।

বাচনিক হস্তান্তর করণের কথা।

৯ ধারা। যে স্থলে আইনমতে লিখিয়া দিবার স্পষ্ট আদেশ না থাকে, সেই স্থলে না লিখিয়া হস্তান্তর করণ হইতে পারে।

হস্তান্তর করণের বাধা-জনক নিয়মের কথা।

১০ ধারা। হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা বা তাহার অধীন দাওয়াদার হস্তান্তরিত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় স্বীয় স্বার্থ কোনরূপে পরিত্যাগ বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এইরূপ নিয়ম বা নিবন্ধনের অধীনে সম্পত্তি হস্তান্তর হইলে, যে স্থলে পাট্টাদাতার কিম্বা তাঁহার অধীন দাওয়াদারদের উপকারার্থ এই নিয়ম করা যায়, সেইস্থল ছাড়া অন্যত্র উক্ত নিয়ম বা নিবন্ধন ব্যর্থ হইবে; কিন্তু যিনি হিন্দু বা মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিনী নহেন, এরূপ স্ত্রীলোককে বা তাঁহার উপকারার্থে সম্পত্তি এই নিয়মে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে যে সধবা থাকিতে তিনি ঐ সম্পত্তি বা তদন্তর্গত স্বীয় উপকারজনক স্বার্থ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না বা তাহার উপর দায় বর্ত্তাইতে পারিবেন না।

সৃষ্ট স্বার্থের বিরুদ্ধ নিয়মের কথা।

১১ ধারা। সম্পত্তি হস্তান্তর করণ ক্রমে যদি কোন ব্যক্তির অনুকূলে তাহাতে কোন স্বার্থ নিরুপচাররূপে সৃষ্ট করা যায় কিন্তু হস্তান্তর করণের নিয়মের মধ্যে এরূপ আদেশ থাকে যে ঐ স্বার্থ বিশেষ কোন প্রকারে প্রয়োগ বা ভোগ করিতে হইবে, তবে ঐ আদেশ না থাকিলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ ব্যক্তি ঐ স্বার্থ প্রাপ্ত হইতে ও তাহা লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।

এক খণ্ড স্থাবর সম্পত্তি উপকারজনকরূপে ভোগ করিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির আর এক খণ্ডের ভোগ সঙ্কুচিত করিবার কিম্বা ঐ সম্পত্তি বিশেষ কোন প্রকারে ভোগ করিতে বাধ্য করিবার যে স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার যে কোন বিঘ্ন হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

দেউলিয়া হইলে বা হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করিলে, স্বার্থ নষ্ট হইবার নিয়মের কথা।

১২ ধারা। যদি এই নিয়মের বা নিবন্ধনের অধীনে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় যে ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থ যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় বা যাহার উপকারার্থে রক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি দেউলিয়া হইলে বা ঐ স্বার্থ হস্তান্তর বা বিক্রয়াদি করিতে চেষ্টা করিলে, সেই স্বার্থ নষ্ট হইবে, তবে ঐ নিয়ম বা নিবন্ধন ব্যর্থ হইবে।

পাট্টাদাতার বা তাঁহার অধীন দাওয়াদারদের উপকারার্থে পাট্টায় যে কোন নিয়ম থাকে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

যাহার জন্ম হয় নাই এমন কোন ব্যক্তির উপকারার্থে হস্তান্তর করিবার কথা।

১৩ ধারা। হস্তান্তর করিবার সময়ে যাহার জন্ম হয় নাই, সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এমন কোন ব্যক্তির উপকারার্থে সেই হস্তান্তর কার্য্যদ্বারা সৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্বার্থের অধীনে যে স্বার্থ সৃষ্ট করা যায় তাহা সম্পত্তির হস্তান্তরকর্ত্তার অবশিষ্ট সমুদয় স্বার্থব্যাপী না হইলে ফলবৎ হইবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ কোন সম্পত্তির স্বামী হইয়া এই নিয়মে তাহা বলরামকে হস্তান্তর করিয়া দেন যে তিনি আনন্দের ও তাঁহার অভিপ্রেত স্ত্রীর জীবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের জন্য, তাঁহাদের মধ্যে উভয়ের মৃত্যু হইলে ঐ অভিপ্রেত বিবাহজাত জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ পুত্রের জন্য ও ঐ পুত্রের মৃত্যু হইলে আনন্দের দ্বিতীয় পুত্রের জন্য ঐ সম্পত্তি ন্যাসস্বরূপ রাখিবেন। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপকারার্থে যে স্বার্থ সৃষ্ট হয় তাহা ফলবৎ হয় না, কারণ ঐ স্বার্থ আনন্দের সম্পত্তিগত অবশিষ্ট সমুদয় স্বার্থ ব্যাপী নহে।

চিরস্থায়িত্ব নিষেধক বিধি।

১৪ ধারা। হস্তান্তর করিবার সময়ে যে এক বা একাধিক ব্যক্তি জীবিত থাকেন তাঁহাদের জীবৎকাল এবং সেই কালের অবসান হইবার সময়ে জীবিত যে ব্যক্তি প্রাপ্তব্যবহার হইলে সৃষ্ট স্বার্থ প্রাপ্ত হইবেন তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহার কাল গত হইবার পর যে স্বার্থ ফলবৎ হইবে, কোন সম্পত্তির হস্তান্তর করণক্রমে এরূপ স্বার্থ সৃষ্ট করা যাইতে পারিবে না।

যে শ্রেণীর কোন২ ব্যক্তি ১৩ ও ১৪ ধারার বিধানের অধীন, সেই শ্রেণীকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

১৫ ধারা। যদি সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপকারার্থে তাহাতে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হয়, এবং ১৩ ও ১৪ ধারার কোন বিধিতে ঐ শ্রেণীর কোন২ ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐ স্বার্থের লোপ হয়, তবে ঐ সমস্ত শ্রেণীর সম্বন্ধে উক্ত স্বার্থের লোপ হইবে।

পূর্ব্ব হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ হইলে, যে হস্তান্তর করণ ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

১৬ ধারা। ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারার কোন বিধি ক্রমে কোন স্বার্থের লোপ হইলে সেই কার্য্যক্রমে সৃষ্ট যে স্বার্থ উক্ত পূর্ব্ব স্বার্থের লোপ হইলে বা হইবার পর ফলবৎ হইবার অভিপ্রায় থাকে সেই স্বার্থেরও লোপ হইবে।

সাধারণের উপকারার্থ চিরকালের নিমিত্ত হস্তান্তর করিবার কথা।

১৭ ধারা। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, নির্বিঘ্নতা বা মানব জাতির হিতজনক অন্য কোন বিষয় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে সাধারণের উপকারার্থে যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় তৎপ্রতি ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ধারার অধিকার সঙ্কোচক বিধান বর্ত্তিবে না।

জমা করিবার আদেশের কথা।

১৮ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিয়মমধ্যে এরূপ আদেশ থাকে যে তদুৎপন্ন উপস্বত্ব জমা করিয়া রাখিতে হইবে, সেই স্থলে ঐ আদেশ ব্যর্থ হইবে, এবং জমা করিবার আদেশ না থাকিলে যেরূপে হইত সেইরূপে ঐ সম্পত্তি লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

বর্জ্জিত কথা।—স্থাবর সম্পত্তি হইলে কিম্বা হস্তান্তর করিবার তারিখ অবধি জমা করিবার আদেশ হইলে, হস্তান্তর করিবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে সেই সম্পত্তি হইতে যে উপস্বত্ব উৎপন্ন হয় কেবল তাহার সম্বন্ধে সেই আদেশ বলবৎ হইবে, এবং সেই বৎসর শেষ হইলে যে কালের নিমিত্ত জমা করিবার আদেশ করা গেল সেই সমুদয় কাল অতীত হইবার ন্যায় ঐ সম্পত্তি ও উপস্বত্ব লইয়া কার্য্য হইবে।

নির্দ্ধারিত স্বার্থের কথা।

১৯ ধারা। স্বার্থ কোন্ সময়ে ফলবৎ হইবে ইহা নির্দ্দেশ না করিয়া অথবা উহা তৎক্ষণাৎ অথবা যে ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে সেই ঘটনা ঘটিলে ফলবৎ হইবে বলিয়া এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তির অনুকূলে যদি তাহাতে স্বার্থ সৃষ্টি করা যায়, তবে হস্তান্তর করণের নিয়ম মধ্যে বিপরীত অভিপ্রায় দৃষ্ট না হইলে উক্ত স্বার্থকে নির্দ্ধারিত স্বার্থ বলে।

দখল পাইবার পূর্ব্বে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার মৃত্যু হইলে কোন নির্দ্ধারিত স্বার্থ বিলুপ্ত হয় না।

ব্যাখ্যা।—যে বিধানক্রমে ভোগের কাল বিলম্বে ঘটে, বা যৎক্রমে সেই সম্পত্তিগত পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত বা তন্নিমিত্ত রক্ষিত হয়, বা যৎক্রমে সম্পত্তিসমুৎপন্ন উপস্বত্ব ভোগ কাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত জমা করিয়া রাখিবার আদেশ থাকে, এইরূপ কোন বিধান থাকিলে, অথবা বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে এইরূপ বিধান থাকিলে, কেবল তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না যে স্বার্থ নির্দ্ধারিত না করিবার অভিপ্রায় ছিল।

যে ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকে তাহার উপকারার্থে হস্তান্তরক্রমে যখন সে নির্দ্ধারিত স্বার্থ প্রাপ্ত হয় তাহার কথা।

২০ ধারা। যে ব্যক্তি তৎকালে বিদ্যমান না থাকে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে সেই ব্যক্তির উপকারার্থে কোন স্বার্থ সৃষ্ট করা গেলে, যদি হস্তান্তর করণের নিয়ম মধ্যে বিপরীত ভাব দৃষ্ট না হয়, তবে ঐ ব্যক্তি জন্মিবা মাত্র স্বার্থভোগে অধিকারী না হইলেও জন্মকালেই নির্দ্ধারিত স্বার্থ প্রাপ্ত হন।

ঘটনাধীন স্বার্থের কথা।

২১ ধারা। অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলেই, কিম্বা অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে, ফলবৎ হইবে বলিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণ ক্রমে কোন ব্যক্তির অনুকূলে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ সম্পত্তিতে ঘটনাধীন স্বার্থ প্রাপ্ত হয়। প্রথমোক্ত স্থলে উক্ত ঘটনা ঘটিলে ও শেষোক্ত স্থলে উক্ত ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইলে, উক্ত স্বার্থ নির্দ্ধারিত স্বার্থ হয়।

বর্জ্জিত কথা।—যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তি বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সম্পত্তিগত কোন স্বার্থের অধিকারী হন, এবং হস্তান্তরকর্ত্তা তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ স্বার্থসমুৎপন্ন উপস্বত্ব নির্ব্যূঢ়রূপে দেন, কিম্বা তাঁহার উপকারার্থে সেই উপস্বত্ব বা তাহার প্রয়োজনীয় অংশ প্রয়োগ করিবার আদেশ করেন, সেই স্থলে ঐ স্বার্থ ঘটনাধীন বলিয়া গণ্য হয় না।

কোন শ্রেণীর মধ্যে, যে কা ক্তরা বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

২২ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে ব্যক্তিরা বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, কেবল তাহাদের অনুকূলে ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হয়, সেই স্থলে উক্ত শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তি ঐ বয়স প্রাপ্ত হয় নাই ঐ স্বার্থ তৎপ্রতি বর্ত্তে না।

অনিশ্চিত বিশেষ ঘটনাধীনে হস্তান্তর করণের কথা।

২৩ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এই নিয়ম করা যায় যে অনিশ্চিত বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিলে ঐ সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে, এবং ঐ ঘটনা ঘটিবার সময়ের কোন উল্লেখ না থাকে, সেই স্থলে মধ্যবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থ শেষ হইবার সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ঐ ঘটনা না ঘটিলে উক্ত স্বার্থ বিলুপ্ত হইবে।

অনির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহাদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

২৪ ধারা। যে সময় সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হয় নাই এইরূপ কোন সময়ে বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, সম্পত্তি হস্তান্তর করণ ক্রমে তাহাদের প্রতি যে স্থলে ঐ সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ বর্ত্তিবে, সেই স্থলে, হস্তান্তর করিবার নিয়ম মধ্যে বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ না পাইলে, মধ্যবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থ শেষ হইবার সময়ে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকে ঐ স্বার্থ তাহাদিগকে আশ্রয় করিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের জীবৎকালপর্য্যন্ত বলরামকে ও তাঁহার মৃত্যুর পর চন্দ্র ও দিননাথকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেন। চন্দ্র ও দিননাথ তাহা সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইতে পারিবেন, অথবা তাঁহাদের মধ্যে যিনি উত্তরজীবী হন তিনি ঐ সম্পত্তি পাইবেন। বলরামের জীবৎকালে চন্দ্রের মৃত্যু হয়। দিননাথ বলরামের উত্তরজীবী হন। বলরামের মৃত্যু হইলে সম্পত্তি দিননাথকে আশ্রয় করিবে।

নিয়মাধীনে হস্তান্তর করণের কথা।

২৫ ধারা। সম্পত্তি হস্তান্তরক্রমে নিয়মাধীনে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা গেলে, যদি ঐ নিয়ম পালন অসম্ভব হয়, বা আইনমতে নিষিদ্ধ হয়, কিম্বা এপ্রকারের হয়, যে উহা করিতে দিলে আইনের কোন বিধান নিষ্ফল হয়, কিম্বা যদি ঐ নিয়ম পালন করিতে গেলে, প্রবঞ্চনা বা অন্য কোন ব্যক্তির শরীরের বা সম্পত্তির কোন হানি হয়, অথবা যদি আদালত উহা নীতিবিরুদ্ধ বা রাজনীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা করেন, তবে ঐ স্বার্থের লোপ হইবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম ঘণ্টায় পদব্রজে একশত মাইল চলিবে এই নিয়মে আনন্দ বলরামকে ইজারা দেন। ঐ ইজারা অসিদ্ধ।

(খ) বলরাম আনন্দের কন্যা চন্দ্রমণিকে বিবাহ করিবে এই নিয়মে আনন্দ বলরামকে ৫০০৲ টাকা দেন। হস্তান্তর করণের সময়ে চন্দ্রমণির মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ।

(গ) বলরাম চন্দ্রকে বধ করিবে এই নিয়মে আনন্দ বলরামকে ৫০০৲ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। ঐ হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ।

(ঘ) চন্দ্রমণি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে তাহার পিতৃব্য আনন্দ তাহাকে এই নিয়মে ৫০০৲ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। ঐ হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ।

অগ্রে নিয়ম পালন করিবার কথা।

২৬ ধারা। অগ্রে কোন নিয়ম পালন না করিলে কোন ব্যক্তি সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হইবে না, সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথার মধ্যে এরূপ আদেশ থাকিলে, সেই নিয়ম সারতঃ পালন করা গেলে তাহা পালন করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম চন্দ্রের, দীননাথের ও ঈশানের সম্মতি লইয়া বিবাহ করিবে, আনন্দ এই নিয়মে বলরামকে ৫০০০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। ঈশানের মৃত্যু হয়। বলরাম চন্দ্রের ও দীননাথের সম্মতি লইয়া বিবাহ করে। বলরাম উক্ত নিয়ম পালন করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(খ) বলরাম চন্দ্রের, দিননাথের ও ঈশানের সম্মতি লইয়া বিবাহ করিবে, আনন্দ এই নিয়মে বলরামকে ৫০০০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। বলরাম চন্দ্রের, দীননাথের ও ঈশানের সম্মতি না লইয়া বিবাহ করে, কিন্তু বিবাহের পর তাঁহাদের সম্মতি প্রাপ্ত হয়। বলরাম উক্ত নিয়ম পালন করে নাই।

পূর্ব্ব বিনিয়োগ নিষ্ফল হইলে অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইবে, এই নিয়মে এক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

২৭ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণ ক্রমে এক ব্যক্তির অনুকূলে তাহাতে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হয়, এবং সেই কার্য্য দ্বারাই হস্তান্তর করণ মত পূর্ব্ব স্বার্থ ফলবৎ হইতে না পারিলে অন্য ব্যক্তির অনুকূলে পরে সেই স্বার্থের বিনিয়োগ হয়, সেই স্থলে পূর্ব্ব বিনিয়োগ নিষ্ফল হইলে পরবর্ত্তী বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে, যদি ও পূর্ব্ব বিনিয়োগ যেরূপে নিষ্ফল হইবার

সম্ভাবনা বলিয়া হস্তান্তরকর্ত্তা মনে করিয়াছিলেন তাহা সেইরূপ নিষ্ফল না হয়।

কিন্তু যে স্থলে হস্তান্তর কার্য্যের উভয় পক্ষের অভিপ্রায় এইরূপ থাকে যে পূর্ব্ব বিনিয়োগ বিশেষ কোন প্রকারে নিষ্ফল হইলেই পরবর্ত্তী বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে, সেই স্থলে পূর্ব্ব বিনিয়োগ সেই প্রকারে নিষ্ফল না হইলে, পরবর্ত্তী বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের মৃত্যুর পর তিন মাস মধ্যে বলরাম বিশেষ একখান পাট্টা লিখিয়া দিলে বলরামকে ও না লিখিয়া দিলে চন্দ্রকে আনন্দ ৫০০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। আনন্দের জীবৎ কালে বলরামের মৃত্যু হয়। চন্দ্রের প্রতি বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে।

(খ) আনন্দ এই নিয়মে তাঁহার স্ত্রীকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেন যে যদি আপনার জীবৎকালে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হয়, ঐ হস্তান্তরিত সম্পত্তি বলরামকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। একসঙ্গে এরূপ অবস্থায় আনন্দ ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, যে ঐ স্ত্রী যে আগে মরিয়াছে ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব। বলরামের প্রতি বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে না।

বিশেষ ঘটনা ঘটিবার বা না ঘটিবার নিয়মাধীনে পরে হস্তান্তর করণের কথা।

২৮ ধারা। সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ সৃষ্ট করিয়া তাহা এইরূপ নিয়মের অধীন করা যাইতে পারে যে অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে, কিম্বা অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে। প্রত্যেক স্থলে এইরূপ বিনিয়োগ ১০, ১২, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ও ২৭ ধারার অন্তর্গত বিধির অধীন হইবে।

পরবর্ত্তী নিয়ম পালনের কথা।

২৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত প্রকারের পরবর্ত্তী বিনিয়োগ, নিয়ম সম্পূর্ণরূপে পালিত না হইলে, ফলবৎ হইতে পারে না।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে এই নিয়মে ৫০০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন যে বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বা বিবাহ করিলে তাঁহাকে ঐ টাকা দেওয়া যাইবে। ইহার সহিত এই উপনিয়ম থাকে যে বলরাম নাবালগ অবস্থায় মরিলে কিম্বা চন্দ্রের সম্মতি বিনা বিবাহ করিলে ঐ ৫০০ টাকা দিননাথের প্রতি বর্ত্তিবে। বলরাম ১৭ বৎসর বয়সে চন্দ্রের সম্মতি বিনা বিবাহ করিল। দিননাথের প্রতি হস্তান্তর করণ ফলবৎ হইবে।

পরবর্ত্তী বিনিয়োগের অসিদ্ধতা হেতুক পূর্ব্ব বিনিয়োগের বিঘ্ন না হইবার কথা।

৩০ ধারা। পরবর্ত্তী বিনিয়োগ যদি সিদ্ধ না হয়, তাহাতে পূর্ব্ব বিনিয়োগের কোন বিঘ্ন হইবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ যাঁহার জীবৎকাল পর্য্যন্ত বামাকে ও বামা তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ না করিয়া গেলে চন্দ্রকে কোন ইজারার জমী হস্তান্তর করিয়া দেন। কোন নিয়ম সন্নিবেশ না করিলে যেরূপে হইত বামা সেইরূপে যাবজ্জীবন ঐ ইজারার জমীর অধিকারিণী হইবেন।

অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে বা না ঘটিলে হস্তান্তর করণ ফলবৎ না থাকিবার নিয়মের কথা।

৩১ ধারা। ১২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এই নিয়ম যোগে ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা যাইতে পারে যে, অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে কিম্বা অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে, ঐ স্বার্থ ফলবৎ থাকিবে না।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের জীবৎকালপর্য্যন্ত আনন্দ তাঁহাকে কোন ইজারার জমী এই নিয়মে হস্তান্তর করিয়া দেন যে বলরাম নির্দ্দিষ্ট কোন কাষ্ঠ কাটিলে, হস্তান্তর ফলবৎ থাকিবে না। বলরাম ঐ কাষ্ঠ কাটেন। তিনি ঐ ইজারার জমীতে আপনার যাবজ্জীব, স্বত্ব হারাইবেন।

(খ) আনন্দ বলরামকে কোন ইজারার জমী এই নিয়মে হস্তান্তর করিয়া দেন যে, বলরাম হস্তান্তর করণের তারিখের পর তিন বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে না গেলে, ঐ ইজারার জমীতে তাঁহার স্বার্থ থাকিবে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বলরাম ইংলণ্ডে গেলেন না। ঐ ইজারার জমীতে তাঁহার আর স্বার্থ থাকিবে না।

ঐ নিয়ম অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৩২ ধারা। কোন স্বার্থ ফলবৎ থাকিবে না এই নিয়ম যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ করিতে হইলে ইহা আবশ্যক যে তন্নির্দ্দিষ্ট ঘটনা আইনমতে কোন স্বার্থ সৃষ্টির নিয়ম হইতে পারে।

কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে ঐ কার্য্য সম্পাদনের নিয়মাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

৩৩ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এইরূপ নিয়মের অধীনে তাহাতে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা যায় যে ঐ স্বার্থ প্রাপক ব্যক্তি কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবেন কিন্তু ঐ কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকে, সেই স্থলে ঐ ব্যক্তি উক্ত নিয়ম পালন চিরকালের নিমিত্ত বা অলক্ষ কালপর্য্যন্ত অসম্ভব করিয়া তুলিলে ঐ নিয়মভঙ্গ হয়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পাদনের নিয়মাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

৩৪ ধারা। হস্তান্তর করণক্রমে সৃষ্ট কোন স্বার্থ ভোগ করিবার পূর্ব্বে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে, কিম্বা যে নিয়ম পালন না করিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে, সেই নিয়ম পালন স্বরূপ যদি কোন ব্যক্তির কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, এবং ঐ কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে ঐ নিয়ম পালন না হইলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে যাহার লাভ হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রবঞ্চনা হেতুক নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পাদন না হইলে উক্ত প্রবঞ্চনাজনিত বিলম্বের কাল পূরণার্থ যদ্রূপ আবশ্যক হয় তাহার বিকল্পে ঐ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তদ্রূপ অতিরিক্ত সময় দিতে হইবে। কিন্তু উক্ত উক্ত কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, যদি নিয়মপালন না হওয়াতে যাহার স্বার্থ থাকে এরূপ কোন ব্যক্তির প্রবঞ্চনাক্রমে ঐ কার্য্য সম্পাদন অসম্ভব হইয়া উঠে বা অলক্ষ্য কাল পর্য্যন্ত বিলম্বিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ নিয়ম পালন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মনোনীত করণ বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে মনোনীত করণ আবশ্যক তাহার কথা।

৩৫ ধারা। যে ব্যক্তির যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব নাই সেই ব্যক্তি সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহিলে এবং সেই কার্য্যক্রমে ঐ সম্পত্তির স্বামির কোন উপকার সাধন করিলে, ঐ স্বামী মনোনীত করিয়া হয় ঐ হস্তান্তর করণ দৃঢ় করিবেন, নয় হয় তাহাতে অসম্মত হইবেন। শেষোক্ত স্থলে ঐ রূপে যে উপকার সাধিত হয় তিনি তাহা পরিত্যাগ করিবেন, এবং ঐ পরিত্যক্ত উপকার সম্বন্ধে কোনরূপ বিনিয়োগ না ঘটিলে যেরূপ হইত সেইরূপ উহা হস্তান্তরকর্ত্তার ও তদীয় স্থলাভিষিক্তের প্রতি ফিরিয়া বর্ত্তিবে।

তথাপি যে স্থলে বিনামূল্যে হস্তান্তর করা যায় ও উক্ত মনোনীত করণের পূর্ব্বে হস্তান্তরকর্ত্তার মৃত্যু হয় কিম্বা তিনি প্রকারান্তরে নূতন হস্তান্তর করিতে অশক্ত হইয়া পড়েন,

এবং যে সকল স্থলে মূল্য লইয়া হস্তান্তর করা যায় সেই বা সেইসকল স্থলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে যে সম্পত্তি দিবার চেষ্টা হয় তাহার মূল্য বা টাকা সেই বঞ্চিত গ্রহীতাকে দিবার দায় ঐ উপকারে সংলগ্ন থাকিবে।

উদাহরণ।

সুলতানপুরের ইজারা চন্দ্রের সম্পত্তি ও তাহার মূল্য ৮০০৲ টাকা। আনন্দ দানপত্রক্রমেই উহা বলরামকে হস্তান্তর করিয়া দিতে চাহেন এবং সেই পত্রক্রমেই চন্দ্রকে ১০০০৲ টাকা দেন। চন্দ্র ইজারা রাখাই মনোনীত করিলেন। তিনি ১০০০ টাকার দাবে বঞ্চিত হইবেন।

ঐ উদাহরণের স্থলে, যদি উক্ত মনোনীত করণের পূর্ব্বে আনন্দের মৃত্যু হয়, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বলরামকে ঐ ১০০০ টাকার ৮০০ টাকা দিবেন।

হস্তান্তর কর্ত্তা যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে চাহেন, তিনি আপনাকে সেই সম্পত্তির স্বামী বলিয়া বিশ্বাস করুন, বা না করুন, উভয় স্থলেই এই ধারার প্রথম প্রকরণের বিধি বর্ত্তিবে।

কোন কার্য্যক্রমে যে ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার দর্শে না, কিন্তু পরোক্ষে উপকার দর্শে, সেই ব্যক্তির মনোনীত করিবার প্রয়োজন নাই।

যে ব্যক্তি এক পদোপলক্ষে কোন কার্য্যমত উপকার গ্রহণ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি অন্য পদোপলক্ষে তাহাকে অসম্মত হইতে পারে।

শেষ বিধি চতুষ্টয়ের বর্জ্জিত কথা।

হস্তান্তরকর্ত্তা যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহেন সেই সম্পত্তির বিনিময়ে সম্পত্তি স্বামির বিশেষ কোন উপকার করিবার কথা ব্যক্ত থাকিলে, ঐ স্বামী সম্পত্তি দাওয়া করিলে ঐ বিশেষ উপকার পরিত্যাগ করিবেন কিন্তু তৎকার্য্যক্রমে তাঁহার অন্য যে উপকার হয় তিনি তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন।

যে ব্যক্তির উপকার সাধন করা যায় সেই ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিলে, তিনি হস্তান্তর কার্য্য দৃঢ় করিতে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে, কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে তিনি মনোনীত করিবার নিজ স্বত্ব অবগত হইয়া কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেং বিষয় বিশেষ বুঝিয়া বিচার পূর্ব্বক মনোনীত করেন তাহা জানেন, অথবা সেই বিষয় বিশেষের অনুসন্ধান করিবার স্বত্ব ত্যাগ করেন।

যে ব্যক্তির উপকার সাধন করা যায়, সেই ব্যক্তি অসম্মতিসূচক কোন কার্য্য না করিয়া দুই বৎসর কাল ঐ উপকার ভোগ করিলে, বিপরীত প্রমাণাভাবে উক্তরূপ জ্ঞান বা স্বত্বত্যাগ অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

ঐ ব্যক্তি বিশেষ কোন কার্য্য না করিলে যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহা হয় সেই সম্পত্তির স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা হইত তাহাদিগকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করা যদ্দ্বারা অসাধ্য হয়, ঐ ব্যক্তি এরূপ কোন কার্য্য করিলে, উক্তরূপ জ্ঞান বা স্বত্বত্যাগ অনুমান করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

চন্দ্রের যাহাতে স্বত্ব আছে আনন্দ বলরামকে এইরূপ একটি মহাল হস্তান্তর করিয়া দেন, ও সেই কার্য্যের অংশ স্বরূপ চন্দ্রকে একটি পাতরিয়া কয়লার খনি দেন। চন্দ্র খনি দখল লইয়া তাহার কয়লা ফুরাইয়া ফেলেন। সেই কার্য্য দ্বারা তিনি বলরামকে মহাল হস্তান্তর করিয়া দেওয়া দৃঢ় করিলেন।

যদি হস্তান্তর করণের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে তিনি হস্তান্তর কর্ত্তাকে বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে ঐ হস্তান্তর করণ দৃঢ় করিবার বা তাহাতে অসম্মতি দিবার অভিপ্রায় না জানান, তবে উক্ত হস্তান্তর কর্ত্তা বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ ঐ সময় অতীত হইলে তাঁহাকে মনোনীত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন: এবং তিনি ঐ আদেশ পাইবার পর যুক্তি সঙ্গত সময় মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিলে, তিনি হস্তান্তর করণ দৃঢ় করিতে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

অক্ষমতার স্থলে যাবৎ উক্ত অক্ষমতা শেষ না হয় বা যাবৎ কোন উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ মনোনীত না করেন তাবৎ মনোনীত করণ স্থগিত থাকিবে।

বণ্টন বিষয়ক বিধি।

অধিকারির স্বার্থশেষ হইলে, নিয়মিত কালান্তরে দত্ত টাকা বণ্টন করিবার কথা।

৩৬ ধারা। বিপরীত ভাবের চুক্তি বা দেশাচার না থাকিলে, সমুদয় খাজানা, বার্ষিক বৃত্তি, পেনশান, ডিবিডেণ্ড ও উপস্বত্ব ভাবের নিয়মিত কালান্তরে দত্ত অন্য টাকা, ঐ টাকা পাইবার অধিকারী ব্যক্তির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর কর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা এই উভয়ের সম্বন্ধে দিন দিন পাওনা হয় বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, এবং তদনুসারে বণ্টন করা যাইতে পারিবে, কিন্তু টাকা দিবার যেং দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে সেইং দিনে দেয় হইবে।

বিভক্ত হইলে কর্ত্তব্য-জনিত উপকার বণ্টনের কথা।

৩৭ ধারা। হস্তান্তর করণ হেতুক সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া, কএক অংশে ভোগ করা গেলে এবং তন্নিমিত্ত ঐ সমস্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন কর্ত্তব্যজনিত উপকার এক স্বামী হইতে সম্পত্তির কএক স্বামীর প্রতি বর্ত্তিলে, তদনুযায়ী কর্ম্ম স্বামিদের মধ্যে বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে, ঐ সম্পত্তিতে যাঁহার যে অংশ থাকে তাহার ন্যায়ানুসারে প্রত্যেক স্বামীর সম্বন্ধে সম্পাদিত হইবে। কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে ঐ কর্ম্ম বিভাগ করা যাইতে পারে. এবং বিভাগকরণ দ্বারা কর্ত্তব্য তার প্রকৃত পক্ষে বর্দ্ধিত না হয়। পরন্তু ঐ কর্ম্ম বিভাগ করা যাইতে না পারিলে, কিম্বা বিভাগ করণ দ্বারা উক্ত

তার প্রকৃত পক্ষে বর্জ্জিত হইলে, ঐ স্বামীরা এতদর্থে একত্রে যাঁহার নাম নির্দ্দেশ করেন তাঁহাদের মধ্যে এরূপ একজনের উপকারার্থে কর্ম্ম সম্পাদন করা হইবে।

কিন্তু যে ব্যক্তির উপর কর্ত্তব্যভার থাকে, তিনি ঐরূপ কর্ম্ম বিভাগের যুক্তিসঙ্গত সংবাদ না পাইলে এই ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কর্ত্তব্য পালন করিতে যদি ত্রুটি করেন তজ্জন্য দায়ী হইবেন না।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া আদেশ না করিলে যত দিন না করেন তত দিন কৃষি কার্য্য নিমিত্ত পাট্টার প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

উদাহরণ।

(ক) কোন গ্রামের যে বাটী ঈশানকে এই নিয়মে পাট্টা করিয়া দেওয়া গিয়াছে যে তিনি বৎসর২ খাজানাস্বরূপ ৩০ টাকা ও একটি মোটা মেষ দিবেন, সেই বাটী আনন্দ বলরাম, চন্দ্র ও নিমধাবের নিকট বিক্রয় করিলেন। বলরাম ক্রয়ের টাকার অর্দ্ধেক এবং চন্দ্র ও নিমধাব প্রত্যেকে চতুর্থাংশ দিলেন। ঈশান ইহার সংবাদ পাইলে বলরামকে ১৫ টাকা এবং চন্দ্র ও নিমধাবকে ৭॥ টাকা করিয়া দিবেন; এবং বলরাম, চন্দ্র ও নিমধাব একত্রে যে আদেশ করেন তদনুসারে মেষটী দিবেন।

(খ) ঐ গ্রামের প্রত্যেক বাটীর লোকের প্রতিবৎসর জল প্লাবন নিবারণার্থে বাঁধে দশদিনের খাটনী খাটিতে হয়। ঈশান পাট্টার শর্ত্ত এইরূপ অবধারণের নিমিত্ত এই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বলরাম চন্দ্র ও নিমধাব আপন২ বাটী নিমিত্ত প্রত্যেকে স্বতন্ত্র২ ঈশানকে দশদিনের কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আদেশ করিলেন। বলরাম, চন্দ্র ও নিমধাব একত্র হইয়া যে আজ্ঞা করেন, তদনুসারে ঈশান সর্ব্বসাকুল্যে দশদিনের অধিক কর্ম্ম করিতে বাধ্য নহেন।

খ।—স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ বিষয়ক বিধি।

৩৮ ধারা। স্বভাবতঃ যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় সেই অবস্থা ঘটিলেই স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরাদি করিতে যে ব্যক্তির ক্ষমতা থাকে, সে ব্যক্তি ঐ অবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া মূল্য লইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ঐ অবস্থা ঘটিয়াছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যুক্তিমত যত্ন করিয়া সরল মনে কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে একপক্ষে হস্তান্তরকর্ত্তা ও অপর পক্ষে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ও হস্তান্তরকার্য্যে লিপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি থাকিলে তাঁহারা, এই উভয়পক্ষের সম্বন্ধে ঐ অবস্থা ঘটিয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অবস্থা বিশেষ ঘটিলেই হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি যে হস্তান্তর করেন তাহার কথা।

উদাহরণ।

অন্নদানাম্নী এক হিন্দু বিধবার স্বামী পুত্রাদি ভিন্ন উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোকগমন করিলে, ঐ বিধবা ঐ সম্পত্তি হইতে আপনার ভরণপোষণ হয় না বলিয়া আপনার ভোগকৃত সম্পত্তির অন্তর্গত একটি ক্ষেত্র বলরামের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হন, ধর্ম্ম বা দান করিবার উদ্দেশে ঐ কার্য্য করেন নাই। যুক্তিমত অনুসন্ধান লইয়া বলরামের প্রতীতি জন্মে যে ঐ সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে অন্নদার উপযুক্ত ভরণপোষণ হয় না, ঐ ক্ষেত্র বিক্রয় করা আবশ্যক, এবং সরল মনে কার্য্য করিয়া তিনি সেই ক্ষেত্র ক্রয় করেন। একপক্ষে বলরাম ও অপর পক্ষে অন্নদা ও পুত্রাদি ভিন্ন উত্তরাধিকারিগণ এই উভয় পক্ষের সম্বন্ধে বিক্রয়ের আবশ্যকতা ছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৩৯ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে তৃতীয় কোন ব্যক্তির ভরণ পোষণ পাইবার কিম্বা সংসারিক উন্নতির বা বিবাহের বিধানার্থে টাকা পাইবার স্বত্ব থাকিলে, এবং উক্ত স্বত্ব ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা যদি উক্ত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া থাকেন কিম্বা যদি বিনা মূল্যে হস্তান্তর করা যায়, তবে ঐ গ্রহীতার বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারিবে; কিন্তু মূল্য দিয়া ও উক্ত স্বত্বের কথা না জানিয়া যিনি হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা হন, তাঁহার বিরুদ্ধে বা তাঁহার হস্তগত ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব প্রবল করা যাইবে না।

তৃতীয় ব্যক্তি ভরণ পোষণ পাইবার অধিকারী হইলে, ভূমি হস্তান্তর করিবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ নামক এক জন হিন্দু বামাঃ নামী ভ্রাতৃজায়ার মৃত স্বামির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়াতে তাঁহার স্থানে বামার ভরণপোষণ পাইবার যে দাওয়া আছে, সেই দাওয়া শোধ স্বরূপ তিনি বামাকে সুলতানপুর হস্তান্তর করিয়া দিয়া তাঁহার সহিত এই নিয়ম করেন যে বামা সুলতানপুর হইতে বেদখল হইলে, আনন্দের দখলে নির্দ্দিষ্ট অন্য যে কএক গ্রাম থাকে তন্মধ্যে বামা যে গ্রাম পসন্দ করেন তথায় আনন্দ তাঁহাকে তুল্য পরিমাণে ভূমি হস্তান্তর করিয়া দিবেন। আনন্দ নির্দ্দিষ্ট গ্রাম গুলি চন্দ্রের নিকট বিক্রয় করেন। চন্দ্র উক্ত নিয়মপত্রের কথা না জানিয়া সরল মনে ক্রয় করেন। বামা সুলতানপুর হইতে বেদখল হইলেন। চন্দ্রকে যে গ্রাম হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় তাহার উপর বামার কোন দাওয়া নাই।

৪০ ধারা। যে স্থলে আপন স্থাবর সম্পত্তি অধিকতর উপকার সহকারে ভোগ করিবার নিমিত্ত তৃতীয় কোন ব্যক্তির অন্যের স্থাবর সম্পত্তিতে বা তদন্তর্গত কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বে কোন স্বার্থ ছাড়া, শেষোক্ত সম্পত্তির ভোগ সঙ্কোচ করিবার বা বিশেষ কোন প্রকারে তাহা ভোগ করিতে বাধ্য করিবার স্বত্ব থাকে, কিম্বা

ভূমির ভোগ সঙ্কোচ করিবার স্বত্বযুক্ত

চুক্তি সম্ভূত ও স্থাবর সম্পত্তির স্বামিত্ব সংযুক্ত যে কর্ত্তব্য তদন্তর্গত স্বার্থে বা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্বে পরিণত হয় না যে স্থলে তৃতীয় কোন ব্যক্তি সেই কর্ত্তব্যের উপকার পাইবার অধিকারী হন,

কিম্বা স্বার্থ বা স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব না হয়, এরূপ স্বামিত্ব সংযুক্ত কর্ত্তব্য ভারের কথা।

সেই স্থলে যে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা উক্ত স্বত্বের বা কর্ত্তব্যের কথা জানেন বা বিনা মূল্যে ঐ সম্পত্তি পান তাঁহার বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব বা কর্ত্তব্য প্রবল করা যাইতে পারিবে; কিন্তু মূল্য দিয়া ও ঐ স্বত্বের বা কর্ত্তব্যের কথা না জানিয়া যিনি হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা হন, তাঁহার বিরুদ্ধে ও তাঁহার হস্তগত ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ স্বত্ব বা কর্ত্তব্য প্রবল করা যাইতে পারিবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিকট সুলতানপুর বিক্রয় করিবে বলিয়া চুক্তি করে। ঐ চুক্তি প্রবল থাকিতেই সে চন্দ্রের নিকট তাহা বিক্রয় করে। চন্দ্র ঐ চুক্তির কথা জানিত বলরাম যে পরিমাণে আনন্দের বিরুদ্ধে ঐ চুক্তি প্রবল করিতে পারিতেন চন্দ্রের বিরুদ্ধেও সেই পরিমাণ পারিবেন।

প্রত্যক্ষ স্বামির দ্বারা হস্তান্তর হইবার কথা।

৪১ ধারা। স্থাবর সম্পত্তিতে যাঁহাদের স্বার্থ আছে স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ তাঁহাদের সম্মতিক্রমে কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির প্রত্যক্ষ স্বামিস্বরূপ থাকিয়া মূল্য লইয়া যদি তাহা হস্তান্তর করেন, তবে হস্তান্তরকর্ত্তার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া ঐ হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে হস্তান্তর কর্ত্তার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যুক্তিমত যত্ন করিয়া হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা সরলমনে কার্য্য করিয়াছেন।

পূর্ব্ব হস্তান্তর করণ অন্যথা করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তান্তর করিবার কথা।

৪২ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন স্থাবর সম্পত্তির কোন হস্তান্তর করণ অন্যথা করিবার ক্ষমতা রাখিয়া পরে মূল্য লইয়া যদি ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ব্যক্ত্যন্তরকে দেন, তবে ঐ ক্ষমতামতে কার্য্য হইবার নিয়মাধীনে ঐ হস্তান্তর করণ দ্বারা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার অনুকূলে উক্ত ক্ষমতানুযায়ী পরিমাণে পূর্ব্ব-হস্তান্তর করণ অন্যথা করা হয়।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে বাটী ভাড়া দিয়া বলরাম উহা যে প্রকারে ব্যবহার করে তাহাতে সর্ব্বেয়র বিশেষের মতে উহার মূল্য কমিবার সম্ভাবনা হইলে ভোগানুমতি অন্যথা করিবার ক্ষমতা রাখেন। পরে উহার ঐ প্রকার ব্যবহার হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দ উহা চন্দ্রকে ভাড়া দেন। বলরাম উহা যে প্রকারে ব্যবহার করে তাহাতে উহার মূল্য কমিবার সম্ভাবনা ছিল কি না উক্ত সর্ব্বেয়রের এতদ্বিষয়ক মতাধীনে এতদ্দ্বারা বলরামের ভোগানুমতি পত্র অন্যথা করা হইল।

যে ব্যক্তি পরে হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে স্বার্থ প্রাপ্ত হন ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া সেই ব্যক্তির হস্তান্তর করণের কথা।

৪৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি ভ্রান্তিক্রমে প্রকাশ করেন যে তিনি কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাপন্ন ও মূল্য লইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া বসেন, তবে যৎকালে ঐ হস্তান্তর করণ বিষয়ক চুক্তি বলবৎ থাকে তৎকালমধ্যে হস্তান্তরকর্ত্তা ঐ সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্বেচ্ছাক্রমে ঐ হস্তান্তর করণ ঐ স্বার্থ সম্বন্ধে প্রবল হইবে।

উক্তরূপ স্বেচ্ছা থাকিবার সংবাদ না পাইয়া মূল্য দিয়া সরলমনে যাঁহারা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হন, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহাদের স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ নামক একজন হিন্দু, তাঁহার পিতা বলরাম হইতে পৃথক হইয়া চন্দ্রের নিকট ক, খ, ও গ, নামক তিনটি ক্ষেত্র এই কথা বলিয়া বিক্রয় করেন যে তিনি সেগুলি বিক্রয় করিতে ক্ষমতাপন্ন। ইহার মধ্যে গ আনন্দের জমী নহে, উহা বাটওয়ারা হইবার সময়ে বলরাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বলরামের মৃত্যু হইলে আনন্দ উত্তরাধিকারী স্বরূপ গ ক্ষেত্রটি প্রাপ্ত হইলেন। চন্দ্র বিক্রয়ের চুক্তি অন্যথা না করায় গ ক্ষেত্র তাঁহাকে দিবার নিমিত্ত আনন্দের প্রতি আদেশ করিতে পারেন।

একজন সহাধিকারির হস্তান্তর করণের কথা।

৪৪ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির দুই বা তদধিক সহ-স্বামিদের মধ্যে একজন যদি তদর্থে ক্ষমতাপন্ন হইয়া ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার যে অংশ বা স্বার্থ থাকে তাহা হস্তান্তর করেন, তবে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ঐ অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে, ঐ হস্তান্তর করণ বলবৎ করিবার জন্য যত দূর আবশ্যক হয়, ঐ সম্পত্তি একত্রে দখল করিবার বা সাধারণ বা আংশিক ভাবে ভোগ করিবার ও তাহা বাটওয়ারা করাইবার যে স্বত্ব হস্তান্তরকর্ত্তার থাকে তাহা ঐ হস্তান্তরিত অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে হস্তান্তর করণ সময়ে যেং নিয়ম ও দায় থাকে তদধীনে প্রাপ্ত হইবেন।

কোন অবিভক্ত পরিবারের বাসগৃহের কোন অংশ যিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহণ করেন তিনি উক্ত পরিবারস্থ লোক না হইলে, ঐ গৃহ যে একত্র দখল করিতে বা অন্যরূপে সাধারণ ভাবে বা অংশিক ভাবে ভোগ করিতে পারিবেন এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

মূল্য লইয়া একযোগে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

৪৫ ধারা। যে স্থলে মূল্য লইয়া দুই বা তদধিক ব্যক্তিকে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় এবং তাঁহাদের সাধারণ তহবীল হইতে ঐ মূল্য প্রদত্ত হয়, সেই স্থলে বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে ঐ তহবীলে তাঁহাদের যাঁহার যে স্বার্থ থাকে যত দূর হইতে পারে তিনি ঐ সম্পত্তিতে সেই স্বার্থের অধিকারী হইবেন; এবং ঐ মূল্য তাঁহাদের স্বতন্ত্রং তহবীল হইতে দেওয়া গেলে যদি বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকে, তবে ঐ মূল্যের যিনি যে অংশ দেন তিনি ঐ সম্পত্তির সেই অংশমত স্বার্থের অধিকারী হইবেন।

ঐ তহবীলে যাঁহার যে স্বার্থ থাকে, কিম্বা মূল্যের যে অংশ যিনি দেন তদ্বিষয়ের প্রমাণ না থাকিলে, উক্তরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে সমান স্বার্থ আছে বলিয়া অনুমান হইবে।

যাঁহাদের স্বতন্ত্রং স্বার্থ থাকে, মূল্য লইয়া তাঁহাদের হস্তান্তর করিবার কথা।

৪৬ ধারা। স্থাবর সম্পত্তিতে যাঁহাদের স্বতন্ত্রং স্বার্থ তাঁহারা মূল্য লইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিলে, যদি বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকে, তবে হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে হস্তান্তর কর্ত্তাদের সমান মূল্যের স্বার্থ থাকিলে, তাঁহারা মূল্যের সমান অংশ পাইবার অধিকারী, এবং সম্পত্তিতে তাঁহাদের অসমান মূল্যের স্বার্থ থাকিলে, তাঁহারা আপনং স্বার্থের মূল্যের অনুযায়ী অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন।

উদাহরণ।

(ক) সুলতানপুর মৌজায় আনন্দের আট আনা ও বলরামের ও চন্দ্রের চারি আনা করিয়া অংশ থাকে। তাঁহারা ঐ মৌজার দুই আনা অংশের বিনিময়ে লালপুর মৌজার চারি আনা অংশ লইলেন। বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকাতে আনন্দ লালপুরের দুই আনা অংশ, এবং বলরাম ও চন্দ্র প্রত্যেকে ঐ মৌজার এক এক আনা অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন

(খ) মৌজা আক্রানীর যাবজ্জীবন স্বার্থের অধিকারিণী অন্নদা ও ভাবী উত্তরাধিকারী বলরাম ও চন্দ্র ঐ মৌজা ১০০০৲ টাকায় বিক্রয় করেন। অন্নদার যাবজ্জীবন স্বার্থের মূল্য ৬০০৲ টাকা, ও ভাবী উত্তরাধিকার স্বার্থের মূল্য ৪০০৲ টাকা বলিয়া নির্ণীত হয়। ক্রয়ের টাকা হইতে অন্নদা ৬০০৲ টাকা পাইবার এবং বলরাম ও চন্দ্র ৪০০৲ টকা পাইবার অধিকারী।

সাধারণ সম্পত্তিগত অংশ সহস্বামীদের হস্তান্তর করিবার কথা।

৪৭ ধারা। হস্তান্তরকর্ত্তাদের বিশেষ কোন অংশের বা অংশগুলির উপর হস্তান্তর করণ ফলবৎ হইবে ইহা নির্দ্দেশ না করিয়া, স্থাবর সম্পত্তির কএক জন সহস্বামী ঐ সম্পত্তিগত কোন অংশ হস্তান্তর করিলে, হস্তান্তর কর্ত্তাদের মধ্যে সমান ২ অংশ থাকিলে হস্তান্তর করণ ঐ সকল অংশের উপর সমানরূপে, এবং সমান অংশ না থাকিলে অংশের পরিমাণ অনুসারে, ফলবৎ হইবে।

উদাহরণ।

মৌজা সুলতানপুরের আট আনা অংশের স্বামী আনন্দ এবং চারি২ আনা অংশের স্বামী বলরাম ও চন্দ্র, তাঁহাদের কোন২ অংশ হইতে হস্তান্তর করা গেল ইহা নির্দ্দেশ না করিয়া, নিমাথকে ঐ মৌজার দুই আনা অংশ হস্তান্তর করিয়া দেন। ঐ হস্তান্তর করণ ফলবৎ করিবার নিমিত্ত আনন্দের অংশ হইতে এক আনা এবং বলরামের ও চন্দ্রের অংশ হইতে আধ আনা করিয়া লওয়া যাইবে।

হস্তান্তরক্রমে সৃষ্ট স্বত্বের অগ্রগণ্যতার কথা।

৪৮ ধারা। একই স্থাবর সম্পত্তিতে বা তাহার উপর কোন ব্যক্তি ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ স্বত্ব সৃষ্টি করিলে, এবং ঐ সকল স্বত্ব একত্র থাকিতে না পারিলে অথবা একত্র পূর্ণ পরিমাণে তদনুযায়ী কার্য্য হইতে না পারিলে, উত্তরকালে সৃষ্ট প্রত্যেক স্বত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতারা যদ্দ্বারা বাধ্য হন এরূপ বিশেষ চুক্তি বা নিয়ম না থাকিলে, পূর্ব্ব সৃষ্ট স্বত্বের নিয়মাধীন হইবে।

বিমাপত্রমতে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্বত্বের কথা।

৪৯ ধারা। যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তি মূল্য লইয়া হস্তান্তর করা যায়, এবং হস্তান্তর করণ সময়ে ঐ সম্পত্তির বা তাহার কোন অংশের অগ্নিজনিত ক্ষতি বা হানির বিমা করা থাকে, সেই স্থলে উক্তরূপ ক্ষতি বা হানি হইলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা, বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে, হস্তান্তর কর্ত্তা ঐ বিমাপত্রক্রমে বাস্তবিক যে টাকা পান তাহা কিম্বা ঐ টাকার যে অংশ আবশ্যক হয় তাহা উক্ত সম্পত্তির পুনঃ সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রয়োগ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

দোষযুক্ত স্বত্বক্রমে ভোগাধিকারিকে সরলমনে খাজানা দিবার কথা।

৫০ ধারা। কোন ব্যক্তি যাহার নিকট হইতে সরলমনে স্থাবর সম্পত্তি ভোগ করেন তাঁহাকে সরলমনে কোন খাজানা বা উপস্বত্ব নগদ বা দ্রব্য যোগে দিয়া থাকিলে, যদিও ইহা পরে দৃষ্ট হয় যে যাঁহাকে নগদ টাকা বা দ্রব্যাদি দেওয়া যায় তাঁহার উক্ত খাজানা বা উপস্বত্ব পাইবার স্বত্ব ছিল না, তথাপি ঐ ব্যক্তির উপর ঐ খাজানা বা উপস্বত্ব দিবার দায় বর্ত্তিবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ একটি ক্ষেত্র ৫০৲ টাকা খাজানায় বলরামকে ইজারা দিয়া পরে ঐ ক্ষেত্র চন্দ্রকে হস্তান্তর করিয়া দেন। বলরাম হস্তান্তর করণের সম্বাদ না পাইয়া সরলমনে আনন্দকে খাজানা দেন। উক্তরূপে যে খাজানা দেওয়া যায়, বলরামের উপর তাহার দায় বর্ত্তিবে না।

দোষযুক্ত স্বত্বক্রমে ভোগাধিকারিরা সরলমনে উৎকর্ষসাধন করিলে তাহার কথা।

৫১ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা উহাতে আপনার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে সরলমনে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া ঐ সম্পত্তির কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিলে যদি উৎকৃষ্টতর অধিকার বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি তাঁহাকে উহা হইতে উচ্ছেদ করে, তবে ঐ হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা উচ্ছেদকারী ব্যক্তিকে ঐ উৎকর্ষসাধনের মূল্য নিরূপণ করিয়া গ্রহীতাকে দিবার বা তদর্থে সুনিশ্চিত করিয়া রক্ষা করিবার অথবা উৎকর্ষসাধনের মূল্য ব্যতিরিক্ত ঐ সম্পত্তির বাজার দরে উক্ত সম্পত্তিগত স্বীয় স্বার্থ হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট বিক্রয় করিবার, আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে যত টাকা প্রদত্ত বা সুরক্ষিত হয়, তাহা উচ্ছেদ সময়ের মূল্যানুসারে নিরূপিত হইবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থায় হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা গেলে, যদি তিনি ঐ সম্পত্তির উপর শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকেন ও শস্য জন্মিয়া থাকে, তবে তিনি ঐ শস্য পাইবার অধিকারী ও কাটিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত তথায় অবাধে যাতায়াত করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি সম্বন্ধে মোকদ্দমা চলিবার সময় তাহা হস্তান্তর করিবার কথা।

৫২ ধারা। ব্রিটিষভারতবর্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কিম্বা ব্রিটিষভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্তৃক সংস্থাপিত, কোন আদালতে যৎকালে এরূপ বিবাদযুক্ত মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য চলিতেছে যাহাতে স্থাবর সম্পত্তিঘটিত কোন স্বত্ব লইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও বিশেষ রূপে বিবাদ হইতেছে, তৎকালে ঐ মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন পক্ষ মোকদ্দমায় যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয় তদনুযায়ী অন্য কোন পক্ষের স্বত্বের বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বা তাহা লইয়া প্রকারান্তরে কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু আদালতের অনুমতিক্রমে ও আদালত যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন সেই নিয়মে ঐ রূপ করিতে পারিবেন।

প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক হস্তান্তর করণের কথা।

৫৩ ধারা। মূল্য দিয়া পূর্ব্বে বা পরে যাঁহারা হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা হন তাঁহাদিগকে কিম্বা সহস্বামিদিগকে কিম্বা ঐ সম্পত্তিতে কোন রূপ স্বার্থ বিশিষ্ট অন্য ব্যক্তিদিগকে প্রবঞ্চনা করিবার কিম্বা হস্তান্তরকর্ত্তার মহাজনদিগকে ব্যর্থ করিবার বা বিলম্বে ফেলিবার অভিপ্রায়ে স্থাবর সম্পত্তির যে প্রত্যেক হস্তান্তর করা যায়, তাহা উক্তরূপে যে ব্যক্তিকে বঞ্চনা বা ব্যর্থ করা যায় বা বিলম্বে ফেলা যায় তাঁহার স্বেচ্ছামতে অন্যথা করা যাইতে পারিবে।

যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরক্রমে উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা বা ব্যর্থ করা না বিলম্বে ফেলা হয়, এবং বিনামূল্যে বা নিতান্ত অনুপযুক্তমূল্যে হস্তান্তর কার্য্য সাধিত হয়, সেই স্থলে পূর্ব্বোক্তরূপ অভিপ্রায়ে হস্তান্তর করা গিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারিবে।

সরলমনে মূল্য দিয়া যিনি হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা হন এই ধারার কোন কথা ক্রমে তাঁহার স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ক বিধি।

“বিক্রয়„ শব্দের অর্থ।

৫৪ ধারা। প্রদত্ত বা অঙ্গীকৃত অথবা কিয়ৎপরিমাণে প্রদত্ত ও কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্গীকৃত মূল্যের বিনিময়ে স্বামিত্ব হস্তান্তর করণকে "বিক্রয়" বলে।

যে রূপে বিক্রয় করা যায় তাহার কথা।

একশত টাকা ও তদধিক মূল্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি হইলে, কিম্বা ভাবি উত্তরাধিকার কিম্বা অন্য অতীন্দ্রিয় স্বত্ব হইলে, উক্তরূপ হস্তান্তরকরণ কেবল রেজিষ্টরী করা নিদর্শন পত্র দ্বারা হইতে পারে।

একশত টাকার কম মূল্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি হইলে, উক্ত হস্তান্তর করণ রেজিষ্টরী করা নিদর্শন-পত্র দ্বারা কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ দ্বারা হইতে পারে।

বিক্রেতা ক্রেতাকে বা তাঁহার আদেশমত ব্যক্তিকে সম্পত্তির দখল দিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তির সমর্পণ ঘটে।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তির কথা।

উভয় পক্ষের মধ্যে যে২ নিয়ম স্থিরীকৃত হয় সেই২ নিয়মে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইবে, এইরূপ চুক্তিকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তি বলে।

কেবল এতদ্দ্বারা ঐ সম্পত্তিতে বা তাহার উপর কোন স্বার্থ বা দায় বর্ত্তে না।

ক্রেতার ও বিক্রেতার স্বত্বের ও দায়ের কথা।

৫৫ ধারা। ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতা ও বিক্রেতা নিম্নলিখিত বিধির, কিম্বা তন্মধ্যে যে২ বিধি বিক্রীত সম্পত্তির প্রতি খাটে সেই২ বিধির, নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব প্রাপ্ত হন, ও তাঁহাদের প্রতি সেই২ বিধির নির্দ্দিষ্ট দায় বর্ত্তে।

(১) বিক্রেতার এই২ কার্য্য করিতে হইবে,

(ক) বিক্রেতার জ্ঞাত ও ক্রেতার অজ্ঞাত যে দোষ ক্রেতা সামান্য সতর্কতা দ্বারা জানিতে পারিতেন না ক্রেতার নিকটে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রেতার তৎসম্পত্তির সেই দোষ প্রকাশ করিতে হইবে।

(খ) ঐ সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কীয় যে সকল দলীল বিক্রেতার নিকটে বা অধিকারে থাকে তাহা ক্রেতার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যে তদীয় প্রার্থনা ক্রমে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে।

(গ) ক্রেতা ঐ সম্পত্তি কিম্বা তদ্গত অধিকার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক যে সকল প্রশ্ন করেন বিক্রেতার স্বীয় জ্ঞানানুসারে তাহার উত্তর দিতে হইবে।

(ঘ) মূল্যের টাকার যত দেনা থাকে ক্রেতা তাহা দিলে কি দিতে চাইলে, বিক্রেতার স্বাক্ষর করিবার জন্যে উপযুক্ত সময়ে ও স্থানে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তর-পত্র তাঁহার সম্মুখে অর্পণ করা গেলে বিক্রেতার তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(ঙ) যাঁহার সামান্য বিবেচনা আছে এরূপ সম্পত্তিস্বামী ঐ সম্পত্তির ও তৎসক্রান্ত দলীলের যেরূপ যত্নকরণ, বিক্রয়ের চুক্তির তারিখ অবধি সম্পত্তি সমর্পণের তারিখ পর্য্যন্ত বিক্রেতার ঐ সম্পত্তির ও তৎসংক্রান্ত অধিকারসূচক যে দলীল তাঁহার হস্তে থাকে তাহার সেইরূপ যত্ন লইতে হইবে।

(চ) সম্পত্তির ভাব বিবেচনায় যেরূপ দখল দেওয়া সম্ভব হয়, আদেশ পাইলে ক্রেতাকে বা তাঁহার আদেশমত ব্যক্তিকে বিক্রেতার সেইরূপ দখল দিতে হইবে।

(ছ) বিক্রয়ের তারিখ পর্য্যন্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল রাজকীয় প্রাপ্য ও খাজানা দেনা পড়ে, এবং ঐ তারিখে সম্পত্তির দায় ঘটিত যে সুদ দেয় হয়, বিক্রেতার তাহা দিতে হইবে এবং যে স্থলে সম্পত্তি দায়-যুক্ত থাকিয়া বিক্রীত হয় তদ্ভিন্ন স্থলে তৎকালে সম্পত্তির উপর যে সকল দায় থাকে তাহা হইতে বিক্রেতার ঐ সম্পত্তি মুক্ত করিতে হইবে।

(২) বিক্রেতা এইরূপ চুক্তি করিলেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে যে তিনি ক্রেতাকে যে স্বার্থ হস্তান্তর করিয়া দেন তাহা প্রবল আছে ও তাঁহার সেই স্বার্থ হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে।

কিন্তু ন্যাসধারিস্বরূপ কোন ব্যক্তির দ্বারা বিক্রয় হইলে সম্পত্তি যাহাতে দায়গ্রস্ত হয় কিম্বা যদ্দ্বারা বিক্রেতা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন না এমত কোন কার্য্য করেন নাই ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার এমত চুক্তি হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই প্রকরণে যে চুক্তির উল্লেখ হইল তাহার উপকার হস্তান্তরক্রমে গৃহীতার স্বার্থ সংযুক্ত হইবে ও তাহার সঙ্গে যাইবে এবং সময়ে২ ঐ স্বার্থের সমুদয় বা কোন অংশ যে ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে তিনি ঐ উপকার প্রবল করিতে পারিবেন।

(৩) ক্রয়ের সমুদয় টাকা বিক্রেতাকে দেওয়া গেলে সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কীয় যে সকল দলীল বিক্রেতার নিকটে বা তাঁহার অধিকারে থাকে ক্রেতাকে তৎ সমুদয়ও বিক্রেতার দিতে হইবে।

পরন্তু (ক) ঐ২ দলীলে যে সম্পত্তির উল্লেখ আছে বিক্রেতা সেই সম্পত্তির কোন অংশ স্বীয় অধিকারে রাখিলে, তাঁহার ঐ সকল দলীল স্বহস্তে রাখিবার স্বত্ব আছে ও (খ) ঐ দলীলের উল্লিখিত সমুদয় সম্পত্তি ভিন্ন২ ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করা গেলে, যিনি ঐ সম্পত্তির অধিক মূল্যের অংশ ক্রয় করেন তাঁহারই ঐ সকল দলীল রাখিবার স্বত্ব থাকিবে। কিন্তু ক্রেতা কিম্বা স্থলবিশেষে অন্য ক্রেতাদের মধ্যে কোন এক জন কিম্বা তাঁহার অধীন কোন দাওয়াদার যুক্তিমতে ঐ২ দলীল দেখিবার ও প্রয়োজনমত যথার্থ নকল পাইবার প্রার্থনা করিলে পূর্ব্বোক্ত (ক) চিহ্নিত স্থলে বিক্রেতা ও (খ) চিহ্নিত স্থলে অধিক মূল্যের অংশের ক্রেতা প্রার্থকের খরচে সেই দলীল দেখাইতেও

তাহার যতখানির নকল প্রার্থনা হয় তত খানির যথার্থ নকল দিতে বদ্ধ থাকিবেন। ইতি মধ্যে অগ্নি দ্বারা বা অন্য অনিবার্য্য বিপত্তির দ্বারা ঐ দলীলের হানি না হইলে ঐ বিক্রেতার বা স্থলবিশেষে ঐ সম্পত্তির অধিক মূল্যের অংশের ক্রেতার ঐ২ দলীল বাতিল কি বিকৃত না করিয়া নিরাপদে রাখিতে হইবে।

(৪) বিক্রেতার এই২ অধিকার থাকিবে,—

(ক) যাবৎ সপম্পত্তির স্বামিত্ব ক্রেতার প্রতি না বর্ত্তে বিক্রেতা তাহার খাজানা ও উপস্বত্বের অধিকারী থাকিবেন।

(খ) ক্রয়ের সমুদয় টাকা দিবার পুর্ব্বে ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে ঐ ক্রয়ের টাকার জন্যে কিম্বা তাহার যে অংশ প্রদত্ত হয় নাই তজ্জন্যে ও সেই টাকার কি সেই অংশের সুদের জন্যে ঐ সম্পত্তির উপর বিক্রেতার দাওয়া থাকিবে।

(৫) ক্রেতার এই২ কার্য্য করিতে হইবে।

(ক) ক্রেতার জ্ঞাত বিক্রেতার স্বার্থের প্রকৃতি ও পরিমাণ সূচক যে বৃত্তান্ত ক্রেতা বিক্রেতার অজ্ঞাত বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন ও যদ্দ্বারা বিশেষরূপে উক্ত স্বার্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় বিক্রেতার নিকট স্থাবর সম্পত্তি ক্রেতার সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইবে।

(খ) বিক্রয় কার্য্য সমাপ্ত করিবার সময়ে ও স্থানে ক্রেতার বিক্রেতাকে বা তাঁহার আদেশমত ব্যক্তিকে ক্রয়ের টাকা দিতে বা দিবার প্রস্তাব করিতে হইবে; কিন্তু দায়মুক্ত করিয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইলে হস্তান্তর করণের তারিখে ঐ সম্পত্তির উপর যে সকল দায় থাকে, তাহার টাকা ক্রেতা ক্রয়ের টাকা হইতে রাখিতে পারিবেন এবং ঐরূপ যে টাকা রাখা হয় তাহা পাইবার অধিকার যাঁহাদের থাকে তাহাদিগকে দিবেন।

(গ) ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে, উক্ত সম্পত্তির নাশ, হানি বা মূল্যহ্রাস নিবন্ধন যে ক্ষতি হয় তাহা বিক্রেতার কৃত না হইলে ক্রেতার বহন করিতে হইবে।

(ঘ) ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে, ক্রেতা ও বিক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ হয় তাহাতে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে যে রাজকীয় দাওয়া ব খাজানা দেনা হয় তাহা, এবং যে সকল দায়যুক্ত হইয়া সম্পত্তি বিক্রীত হয় তৎসমুদয়ের আসল টাকা ও পরে ঐ টাকার যে সুদ পাওনা হয় তাহা ক্রেতার দিতে হইবে।

(৬) ক্রেতার এই২ অধিকার হইবে।

(ক) ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে, ক্রেতা উক্ত সপম্পত্তির উন্নতি সাধনের বা মূল্য বৃদ্ধির লাভ ও তদুৎপন্ন খাজানা ও উপস্বত্ব পাইবার অধিকারী হইবেন।

(খ) ক্রেতা সম্পত্তি সমর্পণ গ্রাহ্য করিতে অনুচিতমতে অস্বীকার করিয়া না থাকিলে, ঐ সমর্পণের অপেক্ষায় উপযুক্ত মতে ক্রয়ের যে টাকা দেন তজ্জন্য ও সেই টাকার উপর সুদের জন্য, ঐ সম্পত্তিতে বিক্রেতার যত দূর স্বার্থ থাকে তত দূর বিক্রেতার ও টাকা দিবার নোটিস প্রাপ্ত তদধীন দাওয়াদারদের বিপক্ষে ঐ সম্পত্তির উপর ক্রেতার দাওয়া থাকিবে; এবং ক্রেতা ঐ সমর্পণ গ্রাহ্য করিতে উচিতমতে অস্বীকার করিলে তিনি বায়নার টাকা দিয়া থাকিলে তজ্জন্য ও চুক্তির নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্যসাধন করাইবার নিমিত্ত কিম্বা তাহা ব্যর্থ করিবার ডিক্রী পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, মোকদ্দমার খরচার জন্য ঐ সম্পত্তির উপর ক্রেতার দাওয়া থাকিবে।

এই ধারার (১) প্রকরণের (ক) দফায় এবং (৫) প্রকরণের (ক) দফায় যে২ কথা প্রকাশ করিবার উল্লেখ আছে, সেই২ কথা প্রকাশ করিবার ত্রুটি প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া গণ্য হইবে।

দুই সম্পত্তির উপর একই সাধারণ দায় থাকিলে এক সম্পত্তির বিক্রয়ের কথা।

৫৬ ধারা। দুই সম্পত্তির উপর একই সাধারণ দায় বর্ত্তিলে যদি তন্মধ্যে একটি সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়, তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে, সেই দায়ের শোধ অন্য সম্পত্তি হইতে যত দূর হইতে পারে তত দূর যেন হয়, বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্রেতার এমত স্বত্ব থাকিবে।

বিক্রয় হইলে দায় শোধ হইবার বিধি।

দায়ের নিমিত্ত আদালতের বিধান করিবার ও তাহা হইতে মুক্ত করিয়া বিক্রয় করিবার কথা।

৫৭ ধারা। (ক) কোন দায় অবিলম্বে শোধ করিতে হউক বা না হউক, তদধীন স্থাবর সম্পত্তি আদালত দ্বারা বা ডিক্রিজারীক্রমে বা আদালতের বাহিরে বিক্রয় করা গেলে, আদালত উচিত বোধ করিলে বিক্রয়ের কোন পক্ষের প্রার্থনামতে,

(১) ঐ সম্পত্তির উপর কোন বার্ষিক বা মাসিক টাকার দায় থাকিলে, কিম্বা ঐ সম্পত্তিগত কোন মিয়াদী স্বার্থের উপর মূলধনের দায় থাকিলে, আদালতে এরূপ পরিমাণের টাকা দিবার আজ্ঞা বা অনুমতি করিতে পারিবেন, যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিবন্ধপত্রে আবদ্ধ করা গেলে আদালতের বিবেচনায় তদুৎপন্ন সুদ হইতে ঐ দায় কমাইয়া ফেলা বা প্রকারান্তরে তাহার অন্য বিধান করা যাইতে পারে, এবং

(২) ঐ সম্পত্তির উপর মূলধনের দায় বর্ত্তিবার অন্য কোন স্থল হইলে, এরূপ পরিমাণের টাকা দিবার আজ্ঞা বা অনুমতি করিতে পারিবেন, যাহাতে ঐ দায় ও তাহার পাওনা সুদ শোধ হইতে পারে।

কিন্তু এরূপ কোন স্থলে আর যে খরচ খরচা ও সুদ হইবার সম্ভাবনা তাহা শোধ করণার্থে আদালত অতিরিক্ত যত টাকা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং আবদ্ধ টাকার মূল্যের ন্যূনতা ঘটন ভিন্ন দেয় মূল টাকার দশম অংশের অনধিক অন্য যে টাকা লাগিবার সম্ভাবনা, তাহাও আদালতে দেওয়া যাইবে। কিন্তু বিশেষ কারণে উচিত বোধ করিলে আদালত তাহা লিখিয়া অধিকতর অতিরিক্ত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) তাহা হইলে আদালত উচিত বোধ করিলে এবং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া দায় কর্ত্তাকে নোটিস না দেওয়া বিহিত জ্ঞান না করিলে তাঁহাকে নোটিস দিয়া ঐ সম্পত্তি উক্ত দায় হইতে মুক্ত বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারিবেন, এবং বিক্রয় ফলবৎ করণার্থে উপযুক্ত হস্তান্তর করণের আজ্ঞা বা সম্পত্তি বর্ত্তিবার আজ্ঞা করিতে ও আদালতে যে টাকা থাকে তাহা রাখিয়া আবদ্ধ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(গ) আদালতে যে টাকা বা কণ্ড থাকে তাহাতে যাঁহাদের স্বার্থ বা স্বত্ব আছে এরূপ ব্যক্তিদের উপর নোটিস জারী করিবার পর আদালত যাঁহারা ঐ টাকা প্রভৃতি লইতে বা তাহার শোধ হইবার রসীদ দিতে পারেন তাঁহাদিগকে ঐ টাকা প্রভৃতি দিবার বা হস্তান্তর করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে এবং সাধারণতঃ তাহার মূলধন বা উপস্বত্ব প্রয়োগ বা বণ্টন করিবার সম্বন্ধে আদেশ দিতে পারিবেন।

(ঘ) এই ধারামতে যে কোন কথা ব্যক্ত করা যায় কিম্বা য আজ্ঞা বা আদেশ করা যায়, তাহা ডিক্রী হইলে যেরূপে হইত, সেই রূপে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে।

(ঙ) এই ধারার "আদালত" শব্দ (১) নিয়মিত বা অতিরিক্ত আদৌ দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে কর্ম্মকারী কোন হাই কোর্ট, (২) উক্ত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ যাঁহার বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের আদালত, (৩) এই ধারামতে যে বিচারাধিপত্য অর্পিত হইল তদনুসারের কার্য্য করিতে সক্ষম বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া অন্য যে কোন আদালতের উল্লেখ করেন সেই আদালত বুঝাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক ও দায় বিষয়ক বিধি।

বন্ধক, বন্ধকদাতা, বন্ধক গ্রহীতা, এই২ শব্দের অর্থের কথা।

৫৮ ধারা (ক) যে টাকা ঋণস্বরূপ অগ্রিম দেওয়া যায় বা দেওয়া যাইবে তাহার কিম্বা বর্ত্তমান কি ভাবিঋণের শোধ কিম্বা যাহাতে অর্থসংক্রান্ত দায় উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ অঙ্গীকারের পালন সুনিশ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ স্থাবর সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে সেই হস্তান্তরকার্য্যকে বন্ধক বলা যায়।

হস্তান্তরকারি ব্যক্তিকে বন্ধকদাতা ও যাঁহার প্রতি হস্তান্তর করা যায় তাঁহাকে বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়; যে আসল টাকার ও সুদের শোধ তৎকালে সুনিশ্চিত করা যায় তাহা বন্ধকী ঋণ, ও নিদর্শনপত্র থাকিলে যে নিদর্শনপত্রদ্বারা সেই হস্তান্তর কার্য্য সম্পাদন করা যায় তাহা বন্ধকী পত্র বলিয়া অভিহিত হয়।

সামান্য বন্ধকের কথা।

(খ) যে স্থলে বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি সমর্পণ না করিয়া বন্ধকী ঋণ শোধ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন ও স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে, যদি তিনি চুক্তি মতে ঋণ শোধ করিতে না পারেন, তবে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া যত দূর আবশ্যক হয় বিক্রয়োৎপন্ন টাকা বন্ধকী ঋণ শোধ নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে পারিবেন, সেই স্থলে এই ব্যাপারটিকে সামান্য বন্ধক ও বন্ধকগ্রহীতাকে সামান্য বন্ধকগ্রহীতা বলা যায়।

কট কবালার বন্ধকের কথা।

(গ) যে স্থলে বন্ধকগ্রহীতা নিম্নলিখিত কোন নিয়মে বন্ধকী সম্পত্তি প্রকাশ্যতঃ বিক্রয় করেন, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করা না গেলে ঐ বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে, কিম্বা

ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে কিম্বা

ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে, ক্রেতা বিক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবেন,

সেই স্থলে এই ব্যাপারটিকে কট কবালার বন্ধক ও বন্ধক গ্রহীতাকে কট কবালার বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়।

উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক বিষয়ক কথা।

(ঘ) বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া তাহাকে বন্ধকী ঋণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তি স্বীয় অধিকারে রাখিয়া ঐ সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব লইতে ও বন্ধকী ঋণের সুদের পরিবর্ত্তে বা ঐ ঋণ শোধার্থে অথবা অংশতঃ সুদের পরিবর্ত্তে ও অংশতঃ বন্ধকী ঋণ শোধার্থে উক্ত খাজানা ও উপস্বত্ব প্রয়োগ করিতে অনুমতি দিলে; সেই ব্যাপারটিকে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক ও বন্ধক গ্রহীতাকে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়।

ইংলণ্ডীয় বন্ধকের কথা।

(ঙ) যে স্থলে বন্ধক গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করিবার অঙ্গীকারে আপনাকে বদ্ধ করিয়া বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তি একেবারে হস্তান্তর করিয়া দেন কিন্তু এইরূপ নিয়ম থাকে যে অঙ্গীকার মতে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করিলে বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবেন, সেই স্থলে যে ব্যাপার হয় তাহা ইংলণ্ডীয় বন্ধক নামে বলা যায়।

নিবন্ধপত্র ক্রমে বন্ধক হইবার কথা।

৫৯ ধারা। যে আসল টাকা সুনিশ্চিত করা যায়, তাহা একশত বা তদধিক হইলে বন্ধকদাতার ও অন্যূন দুই জন সাক্ষির স্বাক্ষরিত রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্র না থাকিলে বন্ধক হইতে পারিবে না।

যে আসল টাকা সুনিশ্চিত করা যায়, তাহা এক শত টাকার কম হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপে স্বাক্ষরিত নিদর্শনপত্র দ্বারা বা সামান্য বন্ধক না হইলে সম্পত্তি সমর্পণ দ্বারা বন্ধকদান কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারিবে।

স্থাবর সম্পত্তির প্রতিভূ সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার অধিকার সংক্রান্ত দলীল মহাজনকে বা তাঁহার কর্ম্মকারককে দিয়া কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, করাচী ও রেঙ্গুণ নগরে যে বন্ধক দেওয়া হয় এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহা যে অসিদ্ধ হইল এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্বের কথা ।

৬০ ধারা । আসল টাকা যে সময়ে দেনা পড়ে সেই সময়ের পর, বন্ধকদাতা উপযুক্ত সময়ে ও স্থানে বন্ধকী ঋণ শোধ করিয়া বা করিতে প্রস্তাব করিয়া, বন্ধক গ্রহীতার প্রতি আপনার হস্তে (ক) বন্ধকপত্র অর্পণ করিবার ও (খ) বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি থাকিলে ঐ সম্পত্তির অধিকার বন্ধকদাতাকে অর্পণ করিবার এবং (গ) বন্ধক দাতার খরচে তাঁহাকে বা তাঁহার আদেশমত তৃতীয় ব্যক্তিকে বন্ধকী সম্পত্তি পুনঃ হস্তান্তর করিয়া দিবার কিম্বা স্বীয় স্বার্থের হানিকর যে স্বত্ব বন্ধক গ্রহীতাকে দেওয়া যায় তাহা লুপ্ত হইয়াছে এই মর্ম্মের স্বীকারপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিবার ও রেজিষ্টরী করা নিদর্শন-পত্র ক্রমে বন্ধক দেওয়া গিয়া থাকিলে ঐ স্বীকারপত্র রেজিষ্টরী করিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন ।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে এই ধারামতে যে স্বত্ব প্রদত্ত হয় তাহা পক্ষদের কার্য্যক্রমে বা আদালতের আজ্ঞাক্রমে বিলুপ্ত হয় নাই ।

এই প্রকারে যে স্বত্ব প্রদত্ত হইল তাহা উদ্ধার করিবার স্বত্ব নামে অভিহিত হয় এবং এই স্বত্ব প্রবল করিবার মোকদ্দমাকে উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা বলে ।

যদি আসল টাকা শোধ করিবার অবধারিত সময় অতীত হইতে দেওয়া হয় অথবা উক্তরূপ কোন সময় অবধারিত না থাকে তবে ঐ টাকা দিবার বা দিতে চাহিবার পূর্ব্বে বন্ধক গ্রহীতা যুক্তিমত নোটিস পাইবার অধিকারী হইবেন এই মর্ম্মের কোন বিধান থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহা অসিদ্ধ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে না ।

বন্ধকী সম্পত্তির কিয়দংশ উদ্ধার করিবার কথা ।

কোন বন্ধক গ্রহীতা, কিম্বা একাধিক বন্ধক গ্রহীতা থাকিলে তাঁহারা সকলে সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ কোন বন্ধক দাতার অংশ যে স্থলে প্রাপ্ত হন এমত স্থলভিন্ন বন্ধকী সম্পত্তির একাংশ মাত্রে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তিনি বন্ধকক্রমে যত টাকা দেনা হয় তাহার অংশমত টাকা দিয়া আপনার সেই অংশমাত্র উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ।

দুই সম্পত্তির স্বতন্ত্র বন্ধক রাখা গেলে তাহার মধ্যে এক সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্বের কথা ।

৬১ ধারা । যে বন্ধকদাতা কোন একটি বন্ধক উদ্ধার করিতে চাহেন তিনি বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে যে বন্ধক উদ্ধার করিতে চাহেন সেই বন্ধকের অন্তর্গত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সম্পত্তির তিনি কিম্বা যাহা হইতে তাঁহার দাওয়া সেই ব্যক্তি যে কোন স্বতন্ত্র বন্ধক দিয়া থাকেন তৎক্রমে দেয় কোন টাকা না দিয়া প্রথমোক্ত বন্ধক উদ্ধার করিতে পারিবেন ।

উদাহরণ ।

দয়াপুর ও যোধপুর মৌজার স্বামী আনন্দ বলরামের স্থানে ১০০০ টাকা লইয়া তাঁহার নিকট দয়াপুর মৌজা বন্ধক রাখেন পরে আর ১০০০ টাকা লইয়া যোধপুর মৌজাও বন্ধক রাখেন । কিন্তু দয়াপুরের উপর দাবী বাড়াইয়া দিবার কোন নিয়ম করেন না । আনন্দ বন্ধকহইতে কেবল দয়াপুর উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

উপস্বত্ব ভোগসহিত বন্ধক হইলে, বন্ধকদাতার অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইবার কথা ।

৬২ ধারা । উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক হইলে,

(ক) যে স্থলে সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব হইতে বন্ধকী ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবার ক্ষমতা বন্ধক গ্রহীতাকে দেওয়া গিয়াছে সেই স্থলে ঐ ঋণ পরিশোধ করা গেলে ও

(খ) যে স্থলে বন্ধক গ্রহীতাকে উক্ত খাজানা ও উপস্বত্ব হইতে কেবল বন্ধকী ঋণের সুদ লইবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, সেই স্থলে বন্ধকী ঋণ শোধ করিবার কোন মিয়াদ থাকিলে সেই মিয়াদ গত হইলে, ও বন্ধক দাতা বন্ধকের টাকা বন্ধক গ্রহীতাকে দিলে কি দিতে চাহিলে, কিম্বা পশ্চাল্লিখিতমতে আদালতে আমানত করিলে,

বন্ধকদাতা সম্পত্তির অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ।

বন্ধকী সম্পত্তি বৃদ্ধি হইবার কথা ।

৬৩ ধারা । বন্ধক থাকিবার সময়ে যদি বন্ধকী সম্পত্তির বৃদ্ধি হয়, তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধকদাতা সম্পত্তি উদ্ধার করিলে বন্ধকগ্রহীতার বিরুদ্ধে উক্ত বর্দ্ধিতাংশ পাইবার ও অধিকারী হইবেন ।

হস্তান্তরিত স্বামিত্বক্রমে যে বর্দ্ধিতাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার কথা ।

বন্ধক গ্রহীতার খরচে যদি ঐ বর্দ্ধিতাংশ লব্ধ হয় এবং মূল সম্পত্তির কোনরূপ হানি বিনা ঐ বর্দ্ধিতাংশের স্বতন্ত্র অধিকার বা ভোগ হইতে পারে, তবে বন্ধকদাতা ঐ বর্দ্ধিতাংশ লইতে চাহিলে তাহা লাভ করিতে যে খরচ হয় সেই খরচ দিবেন । উক্তরূপ স্বতন্ত্র অধিকার বা ভোগ সম্ভব না হইলে, ঐ বর্দ্ধিতাংশ উক্ত সম্পত্তির সহিত সমর্পণ করিতে হইবে ; বিনাশ, দণ্ড বা বিক্রয় হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিম্বা বন্ধকদাতার সম্মতিক্রমে ঐ অংশ গৃহীত হইয়া থাকিলে বন্ধকদাতা তাহার ন্যায্য খরচ দিতে দায়ী হইবেন । ঐ খরচ আসল টাকার উপর চড়ান যাইবে ও তাহার সুদ সেইরূপ হারে দিতে হইবে ।

শেষোক্ত স্থলে যদি বর্দ্ধিতাংশ হইতে কোন উপস্বত্ব জন্মে, তাহা বন্ধকদাতার নামে জমা করা যাইবে ।

উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক হইলে ও বন্ধক গ্রহীতার খরচে বর্দ্ধিতাংশ লব্ধ হইয়া থাকিলে, যদি ভাবান্তরের চুক্তি না থাকে, তবে বর্দ্ধিতাংশ হইতে কোন উপস্বত্ব জন্মিলে তাহা যে টাকা খরচ হয় তাহার সুদ দিতে হইলে সেই সুদের হিসাবে কাটান দিতে হইবে ।

বন্ধকী পাট্টা নূতন করিয়া লইবার কথা ।

৬৪ ধারা । কএক বৎসরের মিয়াদী পাট্টা লইয়া বন্ধকী সম্পত্তি হইলে; বন্ধক গ্রহীতা যদি পাট্টা নূতন করিয়া লন তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে নূতন পাট্টা দ্বারা যে উপকার জন্মে বন্ধকদাতা ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিলে সেই উপকার প্রাপ্ত হইবেন ।

৬৫ ধারা। ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে, বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার সহিত এই ২ চুক্তি করিয়াছেন এমত জ্ঞান করা যাইবে।

বন্ধকদাতার পাকত চুক্তির কথা।

(ক) বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতাকে যে স্বার্থ হস্তান্তর করিতেছেন তাহা প্রবল আছে ও বন্ধকদাতা তাহা হস্তান্তর করিতে সক্ষম।

(খ) বন্ধকদাতা উক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে তাহা সমর্থন করিবেন কিম্বা বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি থাকিলে ঐ স্বত্ব সমর্থন করণার্থে বন্ধক গ্রহীতাকে সক্ষম করিবেন।

(গ) বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি না থাকিলে, বন্ধকদাতা ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল রাজকীয় প্রাপ্য দেনা হয় তাহা দিবেন।

(ঘ) বন্ধকী সম্পত্তি কএক এৎসরের মিয়াদী পাট্টাই ভূমি হইলে বন্ধকীপত্র সম্পাদনের সময় পর্য্যন্ত ঐ পাট্টার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া গিয়াছে ও তদুল্লিখিত নিয়ম পালন হইয়াছে ও পাট্টাদার যে সকল চুক্তিক্রমে বদ্ধ আছেন তাহা পালন করা গিয়াছে; এবং প্রতিভূ যত দিন প্রবল থাকে ও বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে না থাকে বন্ধকদাতা তত দিন ঐ পাট্টার কিম্বা নূতন পাট্টা লওয়া গেলে নূতন পাট্টার নির্দ্ধারিত খাজানা দিবেন, ও তদুল্লিখিত নিয়ম পালন করিবেন, ও পাট্টাদার যে সকল চুক্তিক্রমে বদ্ধ আছেন তাহা পালন করিবেন, এবং উক্ত খাজানা না দেওয়াতে বা উক্ত নিয়ম পালন না হওয়াতে ও চুক্তি-মতে কার্য্য না হওয়াতে যে সকল দাওয়া ঘটে তৎপক্ষে বন্ধকগ্রহীতাকে ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিবেন।

(ঙ) সম্পত্তির উপর যে বন্ধকীদায় বর্ত্তায় যায় তাহা দ্বিতীয় বা তৎপরবর্ত্তী দায় হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক দায় ঘটিত সুদ সময়ে ২ যে রূপে যখন দেনা পড়ে তাহা দিবেন এবং যথাকালে উক্তরূপ প্রত্যেক দায় ঘটিত আসল টাকা শোধ করিবেন।

(গ) বা (ঘ) প্রকরণের কথা যত দূর ভবিষ্যৎকালের খাজানা শোধের সহিত সম্পর্ক রাখে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধকের প্রতি বর্ত্তে না।

এই ধারায় যে ২ চুক্তির উল্লেখ হইল তাহা বন্ধকগ্রহীতার স্বার্থে সংযুক্ত ও তৎসহগামী হইবে, এবং সেই স্বার্থের সমুদয় বা কোন অংশ সম্বন্ধে যে কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে তিনি ঐ চুক্তি প্রবল করাইতে পারিবেন।

৬৬ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকদাতার অধিকারে থাকিলে তিনি যদি সম্পত্তির অবস্থা মন্দ হইতে দেন, তজ্জন্য তিনি বন্ধকগ্রহীতার নিকটে দায়ী নহেন; কিন্তু তিনি এমন কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না যদ্দ্বারা সম্পত্তির বিনাশ সাধন বা স্থায়ী অপকার ঘটে, বিশেষতঃ যদি প্রতিভূ বলিয়া ঐ সম্পত্তি অপ্রচুর হয় অথবা উক্ত কার্য্য দ্বারা অপ্রচুর হইয়া উঠে।

বন্ধকদাতার অধিকারে থাকিবার সময়ে তৎকর্ত্তৃক অপচয়ের কথা।

ব্যাখ্যা।—বন্ধকী সম্পত্তির মুখ্য বন্ধক বাবৎ পাওনা টাকা অপেক্ষা তৃতীয়াংশ পরিমাণে অধিক না হইলে কিম্বা গৃহাদি সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পরিমাণে অধিক না হইলে, ঐ প্রতিভূ এই ধারার মর্ম্মানুসারে অপ্রচুর হয়

বন্ধকগ্রহীতার স্বত্বের ও দায়ের বিধি।

৬৭ ধারা। ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে; বন্ধক ঋণ দেনা পড়িলে পর ও বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের ডিক্রী হইবার কিম্বা পশ্চাল্লিখিতমতে বন্ধকী ঋণ শোধ হইবার বা আমানত হইবার পূর্ব্বে, বন্ধক গ্রহীতা আদালত হইতে বন্ধক দাতা সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব একেবারে হারান কিম্বা সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় এরূপ আজ্ঞা লইতে পারিবেন।

সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত বা বিক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

বন্ধকদাতা বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব একবারে হারান এরূপ আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমাকে সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমা বলে।

পরন্তু (ক) সামান্য বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমা, কিম্বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক গ্রহীতা উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার কি সম্পত্তি বিক্রয় করিবার মোকদ্দমা, কিম্বা কটকবালার বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তি বিক্রয়ের মোকদ্দমা যে উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) যে বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতার ন্যাসধারী বা আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া তাহার স্বত্ব ভোগ করেন ও সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মোকদ্দমা করিতে পারেন তিনি সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমা যে উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিম্বা

(গ) রেলওয়ে খাল প্রভৃতি যে বিষয়ের অবস্থিতিতে সাধারণের স্বার্থ থাকে, সেই বিষয়ের বন্ধক গ্রহীতা ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার কি সম্পত্তি বিক্রয় করিবার মোকদ্দমা যে উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিম্বা

(ঘ) বন্ধকী ঋণের অংশমাত্রে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তিনি বন্ধকী সম্পত্তির তত্তুল্য অংশমাত্র বিষয়ে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান হইবে না। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে বন্ধকদাতার সম্মতিক্রমে বন্ধকগ্রহীতার বন্ধক পত্র মত আপন২ স্বার্থ স্বতন্ত্র করিয়া থাকিলে, এই নিয়ম খাটিবে না।

৬৮ ধারা। কেবল পশ্চাল্লিখিত স্থলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতার নামে বন্ধকী ঋণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন,

বন্ধকী ঋণের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্বের কথা।

(ক) বন্ধকদাতা ঐ ঋণ শোধ করিতে আপনাকে বদ্ধ রাখিলে,

(খ) বন্ধকদাতার অবৈধ কার্য্য কি ত্রুটি হেতুক বন্ধকগ্রহীতা, সম্পূর্ণরূপে বা কিয়ৎপরিমাণে প্রতিভূ শূন্য হইলে, কিম্বা

(গ) বন্ধকগ্রহীতা সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান হইলেও বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতার প্রতি সম্পত্তির অধিকার না দিলে, কিম্বা বন্ধকদাতার বা অন্য ব্যক্তির নিকট কষ্ট না পাইয়া তাঁহার সেই অধিকার ভোগের বিধান না করিলে।

যদি বন্ধকদাতার বা বন্ধকগ্রহীতার অবৈধ কার্য্য বা ত্রুটি ভিন্ন অন্য কোন কারণে বন্ধকী সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বা কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট হয়, কিম্বা ৬৬ ধারার লক্ষণ-মতে প্রতিভূ অপ্রচুর হয়, তবে বন্ধক গ্রহীতা যুক্তিমত সময় মধ্যে স্বীয় ঋণের জন্য প্রচুর প্রতিভূ দিউন এই বলিয়া বন্ধকদাতার প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন এবং বন্ধকদাতা তাহা না দিলে, বন্ধকী ঋণের নিমিত্ত তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৬৯ ধারা। (ক) ইংলণ্ডীয় বন্ধক হইলে এবং বন্ধকদাতা বা বন্ধক গ্রহীতা হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ না হইলে,

বিক্রয় করিবার ক্ষমতা সিদ্ধ হইবার কথা।

(খ) ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব বন্ধক গ্রহীতা হইলে,

(গ) বন্ধকী সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই কি করাচী কি রেঙ্গুণ নগরের অন্তর্গত থাকিলে,

বন্ধকীপত্রক্রমে বন্ধক গ্রহীতার কি তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির প্রতি বন্ধকী ঋণ শোধ করা না গেলে বন্ধকী সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ আদালতের হস্তক্ষেপ বিনা বিক্রয় করিবার কি বিক্রয় করিতে অনুমতি দিবার ক্ষমতা প্রদান করা গেলে, তাহা সিদ্ধ।

কিন্তু (১) বন্ধকদাতার উপর কিম্বা কএকজন বন্ধকদাতার মধ্যে একজনের উপর আসল টাকা দিবার আদেশসূচক লিখিত নোটিস জারী করা না গেলে, এবং ঐরূপ জারীকরণের পর তিনমাস পর্য্যন্ত উক্ত আসল টাকা বা তাহার কোন অংশ দেওয়া না গেলে; কিম্বা

(২) অন্যূন পাঁচ শত টাকা পরিমিত বন্ধকমত স্বার্থের টাকা বাকী পড়িয়া পাওনা হইবার পর তিনমাস অদত্ত না থাকিলে,

উক্তরূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হইবে না।

উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা যাইতেছে বলিয়া বিক্রয় করা গেলে, বিক্রয়ের অনুমতি দিবার স্থল উপস্থিত হয় নাই, অথবা উপযুক্ত নোটিস দেওয়া হয় নাই, অথবা ক্ষমতানুসারে প্রকারান্তরে অনুপযুক্তরূপে বা অনিয়মিতরূপে কার্য্য হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া ক্রেতার স্বত্ব অসিদ্ধ হইবে না; অননুমত বা অনুপযুক্ত বা অনিয়মিতরূপে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করায় যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে তিনি ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে হানিপূরণক্রমে প্রতিকার পাইবেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী কোন দায়ের অধীনে বিক্রয় করা না গেলে, ঐ দায় শোধ করিবার পর, কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন দায় শোধ করণার্থ ৫৭ ধারামতে আদালতে টাকা দিবার পর, বিক্রয়োৎপন্ন যে টাকা বন্ধকগ্রহীতা লন, ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে, তিনি তাহা ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া নিম্নলিখিতরূপে প্রয়োগ করিবেন, অর্থাৎ, প্রথমতঃ বিক্রয় করিতে বা বিক্রয়ের উদ্যোগ করিতে তাঁহার নিয়মিতরূপে যে সকল খরচ ও খরচা ও ব্যয় পড়ে তাহা শোধ করিবেন, এবং দ্বিতীয়তঃ বন্ধকী ঋণ ও খরচা ও বন্ধকক্রমে অন্য কোন টাকা দেয় থাকিলে তাহা শোধ করিবেন; এবং প্রাপ্ত টাকার যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা বন্ধকী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার বিক্রয়োৎপন্ন টাকার রসীদ দিতে যে ব্যক্তির ক্ষমতা থাকে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যেং ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তৎপ্রতি এই ধারার পূর্ব্বাংশের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

ন্যাসধারী ও বন্ধকগ্রহীতাদের ক্ষমতা বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৬ অবধি ১৯ পর্য্যন্ত সকল ধারার যেং ক্ষমতা ও বিধান আছে তাহা, বন্ধকী সম্পত্তি ব্রিটিষ-ভারতবর্ষের যেখানেই থাকুক না কেন, ইংলণ্ডীয় বন্ধকের প্রতি বর্ত্তিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে; কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে বন্ধকদাতা কি বন্ধকগ্রহীতা কেহই হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ না হন।

৭০ ধারা। বন্ধক দিবার তারিখের পর যদি বন্ধকী সম্পত্তির বৃদ্ধি হয়, তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধক গ্রহীতা আপন টাকার প্রতিভূ স্বরূপে ঐ বর্দ্ধিত অংশও পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

বন্ধকী সম্পত্তির বৃদ্ধি বিষয়ক কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট নদীর ধারের এক ক্ষেত্র বন্ধক রাখেন। চড়া পড়িয়া ঐ ক্ষেত্রের বৃদ্ধি হয়। আপন টাকার প্রতিভূস্বরূপ ঐ চড়ার উপর বলরামের অধিকার থাকিবে।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকট গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত এক খণ্ড ভূমি বন্ধক রাখিয়া সেই ভূমি খণ্ডে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। আপন টাকার প্রতিভূস্বরূপ যেমন ঐ ভূমিখণ্ডের উপর তেমনি ঐ ঘরেরও উপর বলরামের অধিকার আছে।

৭১ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি কএক বৎসরের মিয়াদী পাট্টাই সম্পত্তি হইলে, ও বন্ধকদাতা পাট্টা নূতন করিয়া লইলে, যদি ভাবান্তরের চুক্তি না থাকে, তবে বন্ধকগ্রহীতা প্রতিভূস্বরূপে নূতন পাট্টামত স্বত্বের অধিকারী হইবেন।

বন্ধকী পাট্টাই সম্পত্তি নূতন করিয়া লইবার কথা।

৭২ ধারা। বন্ধক থাকিবার সময়ে যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি অধিকার করিয়া লন, তবে নিম্নলিখিত কার্য্য জন্য অর্থাৎ

সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার ভোগে থাকিলে তাঁহার স্বত্বের কথা।

(ক) সম্পত্তির উপযুক্তমতে কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের ও খাজানা ও উপস্বত্ব আদায়ের জন্য, ও

(খ) সম্পত্তির বিনাশ কি দণ্ড কি বিক্রয় না হইয়া তাহা রক্ষা করণের জন্য, ও

(গ) বন্ধকদাতার সম্পত্তিগত অধিকারের পোষকতার জন্য, ও

(ঘ) বন্ধক দাতার বিপক্ষে আপনার স্বত্ব প্রবল করণের জন্য ও

(ঙ) বন্ধকী সম্পত্তি পাট্টাক্রমে ভোগ হইয়া পাট্টা নূতন করিয়া লওয়া যাইতে পারিলে, ঐ পাট্টা নূতন করিয়া লইবার জন্য যত টাকা খরচ করা আবশ্যক তত খরচ করিয়া,

ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে আসল টাকার সুদ যে হারে চলে সেই হারে সুদ ধরিয়া সেই টাকার সঙ্গে ঐ

খরচ করা টাকাও সংযোগ করিয়া দিতে পারিবেন; এবং উক্তরূপ কোন হার ধার্য্য না থাকিলে, বৎসর শতকরা নয় টাকার হিসাবে ঐ টাকার উপর সুদ চলিবে।

সম্পত্তির ভাব বিবেচনায় যদি তাহার বিমা লওয়া যাইতে পারে তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধকগ্রহীতা ঐ সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ অগ্নিজন্য হানি কি ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার বিমাপত্র লইয়া তাহা প্রবল রাখিতে পারিবেন; ও তজ্জন্য যে প্রিমিয়ম (অর্থাৎ টাকা) দিয়া থাকেন তাহা আসল টাকার অতিরিক্ত ও সেই টাকার তুল্যহারে সুদ ও তত্তুল্য অগ্রগণ্যতা সমেত বন্ধকী সম্পত্তির উপর দায় স্বরূপ থাকিবে। কিন্তু এতদর্থে বন্ধকপত্রে যে টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে, ঐ বিমাপত্রের টাকা তদধিক হইবে না, কিম্বা উক্তপত্রে ঐ টাকা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে যে সম্পত্তির বিমা করা যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে তাহা পুনঃ স্থাপন করিতে যত টাকা আবশ্যক হয় তাহার তিন ভাগের দুই ভাগের অধিক হইবে না।

এতৎক্রমে বন্ধকগ্রহীত যত টাকা পর্য্যন্ত বিমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তত টাকা পর্য্যন্ত বন্ধকদাতা দ্বারা বা তৎপক্ষে ঐ সম্পত্তির বিমা রাখা গেলে এই ধারার কোন কথাক্রমে বন্ধক গ্রহীতা বিমা করিবার ক্ষমতা পাইলেন এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

রাজস্বের নিমিত্ত বিক্রয় হইলে উৎপন্ন টাকার উপর দাবির কথা।

৭৩ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তির বাকী রাজস্ব কি খাজানা দিতে ত্রুটি হওয়াতে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় হইলে বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে উক্ত বাকী রাজস্ব কি খাজানা দেওয়া গেলে পর উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহার উপর বন্ধকের পাওনা বাবৎ বন্ধকগ্রহীতার দাবি থাকে। কিন্তু তাঁহার ত্রুটি প্রযুক্ত বিক্রয় হইলে এই নিয়ম খাটিবে না।

পরবর্ত্তী বন্ধকগ্রহীতার পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার ঋণ-শোধ করিবার স্বত্বের কথা।

৭৪ ধারা। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধকের টাকা দেনা হইবার পর কোন সময়ে দ্বিতীয় বা তৎপশ্চাৎ অন্য বন্ধক গ্রহীতা তৎপূর্ব্ব বন্ধক গ্রহীতার ঐ বন্ধকহেতুক প্রাপ্য টাকা দিবার জন্যে উপস্থিত করিতে পারিবেন। ঐ বন্ধকগ্রহীতা সেই উপস্থিত টাকা গ্রহণ করিতে ও ঐ টাকার রসীদ দিতে বাধ্য ও দলীল রেজিষ্টরী করণের বিধানার্থ যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে তাহার নিয়মাধীনে পরবর্ত্তী ঐ বন্ধকগ্রহীতা উক্ত রসীদ পাইলে যে বন্ধকগ্রহীতাকে ঐ টাকা দিবার জন্য উপস্থিত করিলেন ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ তাঁহার সকল স্বত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

মধ্যবর্ত্তী বন্ধকগ্রহীতার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বন্ধক গ্রহীতার বিরুদ্ধ স্বত্বের কথা।

৭৫ ধারা। দ্বিতীয় বা তৎপরবর্ত্তী কোন বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তির উদ্ধার বা উদ্ধার রহিত করণ বা বিক্রয় সম্বন্ধে আপনার পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার ও বা গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে স্বীয় বন্ধকদাতার স্বত্ব পাইবেন; ও আপনার পশ্চাৎ বন্ধকগ্রহীতা থাকিলে আপনার বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে তাঁহার যেরূপ স্বত্ব থাকে, তাহাদের বিরুদ্ধেও সেইরূপ স্বত্ব পাইবেন।

সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার ভোগে থাকিলে তাঁহার দায়ের কথা।

৭৬ ধারা। বন্ধক থাকিবার সময় যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি অধিকার করিয়া লন তবে তাঁহার এই ২ কার্য্য করিতে হইবে।—

(ক) সাধারণ কার্য্য চিন্তক ব্যক্তি যেরূপে নিজ সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করেন, তিনি সেই প্রকারে ঐ সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবেন।

(খ) ঐ সম্পত্তির খাজানা ও তাহা হইতে অন্য যে উপস্বত্ব উৎপন্ন হয় তাহা আদায় করিতে সাধ্যমতে চেষ্টা করিবেন।

(গ) ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে তিনি যত দিন ঐ সম্পত্তি ভোগ করেন তত দিন সেই সম্পত্তির আয় হইতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও তৎসম্পর্কে রাজকীয় ভারাপন্ন অন্য যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা এবং যে বাকী খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে ঐ সম্পত্তি সরাসরিমতে বিক্রীত হইতে পারে তাহা দিবেন।

(ঘ) ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব হইতে (গ) প্রকরণের উল্লিখিত দেয় টাকা ও আসল টাকার সুদ দিয়া উক্ত খাজানা ও উপস্বত্বের যে টাকা বাঁচে তাহা হইতে যদি পারা যায় ঐ সম্পত্তির আবশ্যক সংস্কার করিবেন।

(ঙ) তিনি এমন কোন কার্য্য করিবেন না যাহাতে সম্পত্তির বিনাশসাধন বা স্থায়ী হানি হইতে পারে।

(চ) তিনি সমুদয় সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ অগ্নি জন্য হানি কি ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার বিমাপত্র লইয়া থাকিলে ও তদ্রূপ হানি কি ক্ষতি হইলে, সেই বিমাপত্রক্রমে যে টাকা পান তাহা কিম্বা তন্মধ্যে যত টাকা আবশ্যক তত লইয়া সম্পত্তির পুনঃসংস্থান করিয়া দিবার জন্যে ব্যয় করিবেন, কিম্বা বন্ধকদাতার আদেশ থাকিলে তদ্দ্বারা বন্ধকী ঋণের টাকা কমাইবেন বা শোধ করিবেন।

(ছ) বন্ধকগ্রহীতা সেই পদোপলক্ষে যত টাকা পান ও খরচ করেন তাহার স্পষ্ট ও পূর্ণ ও ঠিক হিসাব রাখিবেন ও বন্ধক থাকিবার কোন সময়ে বন্ধকদাতা চাহিলে তাঁহার খরচে ঐ হিসাবের ও তাহা যে বৌচর (প্রমাণ পত্রের) দ্বারা প্রতিপোষিত হয় তাহার যথার্থ নকল দিবেন।

(জ) বন্ধকী সম্পত্তি হইতে যত টাকা পান কিম্বা স্বয়ং উক্ত সম্পত্তি দখল করিলে, যাহা দখল করিবার উপযুক্ত খাজানা হয়, তাহা হইতে (গ), ও (ঘ) প্রকরণের উল্লিখিত খরচ ও ঐ খরচের সুদ বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা তাঁহার নামে খরচ লেখা যাইবে ও বন্ধকক্রমে তাঁহার বন্ধকী টাকার উপর সুদ পাওনা থাকিলে সময়ে ২ যত পাওনা হয় তাহার লঘুকরণ ও সেই সুদের অতিরিক্ত যত থাকে তাহা বন্ধকী ঋণের লঘুকরণ বা শোধ বলিয়া লওয়া যাইবে; যদি কিছু উদ্বর্ত্ত থাকে, তাহা বন্ধকদাতাকে দিতে হইবে।

(ঝ) বন্ধকের বাবৎ যৎকালে যত টাকা পাওনা থাকে, তাহা বন্ধকদাতা দিতে চাহিলে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানক্রমে আমানত করিলে, এই ধারার অন্য প্রকরণে বিপরীত বিধান সত্ত্বেও দিতে চাহিবার তারিখ অবধি, কিম্বা স্থলবিশেষে অতি পূর্ব্ব যে সময়ে তিনি

আদালত হইতে উক্ত টাকা লইতে পারিতেন সেই সময় অবধি বন্ধকী সম্পত্তি হইতে যত টাকা পান তাহার হিসাব বন্ধকগ্রহীতার দিতে হইবে।

বন্ধকগ্রহীতার ত্রুটি প্রযুক্ত ক্ষতি হইবার কথা।

এই ধারাক্রমে বন্ধকগ্রহীতার যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, তিনি তন্মধ্যে কোনটি পালন করিতে ত্রুটি করিলে উক্ত ত্রুটি প্রযুক্ত যদি কোন ক্ষতি হয়, এই অধ্যায়ক্রমে ডিক্রী অনুসারে হিসাব লইবার সময়ে উক্ত ক্ষতি তাঁহার উপর পড়িবে।

সুদের পরিবর্ত্তে প্রাপ্ত টাকার কথা।

৭৭ ধারা। বন্ধকীসম্পত্তি যত দিন বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে থাকে, ততদিন বন্ধকী সম্পত্তি হইতে তাঁহার যত আয় হয় তিনি আসল টাকার সুদের পরিবর্ত্তে কিম্বা উক্ত সুদের ও আসল টাকার নির্দ্দিষ্ট অংশের পরিবর্ত্তে যেন সেই আয় গ্রহণ করেন বন্ধক গ্রহীতার ও বন্ধকদাতার মধ্যে এই মর্ম্মের চুক্তি থাকিলে, ৭৬ ধারার (খ) ও (ঘ) ও (ছ) ও ও (জ) প্রকরণের কোন কথা সেই স্থলে খাটিবে না।

অগ্রগণ্যতার কথা।

পূর্ব্ব বন্ধক গ্রহীতার পশ্চাৎগণ্য হইবার কথা।

৭৮ ধারা। পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার প্রতারণা বা অযথার্থ বর্ণনা বা গুরুতর তাচ্ছল্য হেতুক অন্য ব্যক্তি সেই বন্ধকী সম্পত্তি লইয়া ঋণ দিবার প্রবৃত্তি পাইলে ঐ পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতা দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার পশ্চাৎ গণ্য হইবেন।

ঊর্দ্ধসংখ্যা ব্যক্ত থাকিলে অনিশ্চিত টাকার প্রতিভূস্বরূপ বন্ধকের কথা।

৭৯ ধারা। ভবিষ্যৎ ঋণ আদায়ের বা নিয়ম পালনের বা চলিত হিসাবমত বাকী টাকা আদায়ের প্রতিভূস্বরূপ বন্ধক দেওয়া গেলে ও যত টাকার প্রতিভূ হয় সেই ঊর্দ্ধ সংখ্যা ব্যক্ত থাকিলে, যদি সেই সম্পত্তি পশ্চাৎ বন্ধক রাখা যায় তবে পূর্ব্ব বন্ধকের কথা জানিয়া সেই কার্য্য করা গেলে উক্ত ঊর্দ্ধ সংখ্যার অনধিক যত টাকা ঋণ দেওয়া যায় বা খরচ বলিয়া লেখা যায় পশ্চাৎ বন্ধকের কথা অবগত হইয়া তাহা দেওয়া বা লেখা গেলেও ঐ পশ্চাৎ বন্ধক পূর্ব্ব বন্ধকের পশ্চাৎ গণ্য হইবে।

উদাহরণ।

বি কোং নামক কুঠীয়ালদের সঙ্গে আনন্দের যে হিসাবচলে ১০০০০ টাকা পর্য্যন্ত ঐ হিসাবের বাকির প্রতিভূ বলিয়া তাহাদের নিকট সুলতানপুর বন্ধক রাখেন। পরে ১০০০০ টাকার প্রতিভূ বলিয়া চন্দ্রের নিকট ঐ সুলতানপুর বন্ধক রাখেন; ও চন্দ্র বি কোম্পানিকে সেই বিষয় জ্ঞাত করেন। দ্বিতীয় বন্ধক দিবার সময়ে আনন্দের স্থানে বি কোম্পানির ৫০০০ টাকার অধিক পাওনা ছিল না। তাহার পর বি কোং ক্রমে আনন্দকে টাকা দিয়া শেষে তাঁহার স্থানে ১০০০০ টাকার অধিক পাওনা হইল। এ বি কোং সেই ১০০০০ টাকা পর্য্যন্ত চন্দ্রের অগ্রগণ্য হইবার স্বত্ববান।

সংযোগ কার্য্য রহিত হইবার কথা।

৮০ ধারা। কোন বন্ধকগ্রহীতা মধ্যবর্ত্তি বন্ধকের কথা অবগত হইয়া বা না হইয়াও পূর্ব্ব বন্ধকী ঋণ শোধ করিলেও আপনার মূল প্রতিভূ সম্বন্ধে অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবেন না; ও ৭৯ ধারার বিধানের স্থলভিন্ন, বন্ধক গ্রহীতা মধ্যবর্ত্তি বন্ধকের কথা অবগত হইয়া বা না হইয়াও বন্ধকদাতাকে পশ্চাৎ ঋণ দিলে, তিনি ঐ পশ্চাৎ দত্ত ঋণের প্রতিভূ সম্বন্ধে কোন অগ্রগণ্যতাপ্রাপ্ত হইবেন না।

সন্নিধান করণের ও হারহারীমতে দিবার বিধি।

বন্ধকী সম্পত্তির সন্নিধান করণের কথা।

৮১ ধারা। যদি দুই সম্পত্তির স্বামী একই ব্যক্তির নিকট ঐ দুই সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া অন্য ব্যক্তির সেই পূর্ব্ব বন্ধকের সংবাদ জানা না থাকিতে সেই অন্য ব্যক্তির নিকট উক্ত দুই সম্পত্তির এক সম্পত্তি বন্ধক রাখেন, তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে দ্বিতীয় বন্ধকগ্রহীতার নিকট যে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া যায় নাই যত দূর হইতে পারে ততদূর ঐ সম্পত্তি হইতে প্রথম বন্ধকগ্রহীতার ঋণশোধ করণ বিষয়ে দ্বিতীয় বন্ধকগ্রহীতার অধিকার থাকবে; কিন্তু ইহাতে প্রথম বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধির উপলক্ষে উক্ত কোন এক সম্পত্তির উপর অন্য যে ব্যক্তি স্বার্থ প্রাপ্ত হন তাঁহার স্বত্বের যেন হানি না হয়।

বন্ধকী ঋণশোধার্থে হারহারী মতে দিবার কথা।

৮২ ধারা। এক কি কএক জন স্বামির কএক সম্পত্তি যদি একই ঋণহেতুক বন্ধক রাখা যায়, তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে উক্ত প্রত্যেক সম্পত্তির উপর বন্ধক দিবার সময়ে অন্য কোন দায় থাকিলে সেই২ সম্পত্তির মূল্য হইতে ঐ দায়ের টাকা বাদ দিলে পর ঐ বন্ধকী ঋণ উক্ত সকল সম্পত্তি হইতে হারাহারীমতে শোধ করা যাইবে।

একই স্বামির দুই সম্পত্তির মধ্যে যদি এক ঋণহেতুক এক সম্পত্তি বন্ধক রাখা যায় ও পশ্চাৎ অন্য ঋণহেতুক দুই সম্পত্তি বন্ধক রাখা যায় ও পূর্ব্বসম্পত্তি হইতে পূর্ব্ব ঋণ শোধ হইয়া থাকে, তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে যে সম্পত্তি হইতে পূর্ব্ব ঋণ দেওয়া গেল তাহার মূল্য হইতে ঐ ঋণের টাকা বাদ দিলে পর উক্ত দুই সম্পত্তিহইতে হারহারীমতে দ্বিতীয় ঋণের টাকা দেওয়া যাইবে।

৮১ ধারামতে যে সম্পত্তির উপর দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার দাওয়া থাকে তাহার প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটে না।

আদালতে আমানত করণ বিষয়ক বিধি।

বন্ধকের বাবৎ দেনা টাকা আদালতে আমানত করিতে পারিবার কথা।

৮৩ ধারা। আসল টাকা দেনা পড়িলে পর ও বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা নিবারিত হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে বন্ধকের বাবৎ যত টাকা তৎকালে বাকী থাকে বন্ধকদাতা কিম্বা উক্ত মোকদ্দমা করিবার স্বত্ববান অন্য কোন ব্যক্তি যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিতেন সেই আদালতে বন্ধক গ্রহীতার নামে জমা দিয়া ঐ টাকা আমানত করিতে পারিবেন।

বন্ধকদাতা যে টাকা আমানত করেন তৎপ্রতি স্বত্বের কথা।

তাহা হইলে আদালত বন্ধক গ্রহীতার নামে ঐ টাকা আমানত হওয়ার নোটিস লেখাইয়া দিবেন; ও বন্ধকগ্রহীতা সেই আদালতে বন্ধকক্রমে তাঁহার যত টাকা পাওনা আছে তাহা লিখিয়া, এবং সম্পূর্ণরূপে ঐ টাকা শোধার্থ আমানতী টাকা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া

এবং বন্ধকীপত্র আপনার অধিকারে বা ক্ষমতাধীনে থাকিলে তাহা উক্ত আদালতে অর্পণ করিয়া, আইনমতে আবেদনপত্রে সত্যপাঠ লিখিবার যে বিধান আছে তদনুসারে সত্যপাঠ যুক্ত দরখাস্ত দিয়া উক্ত গচ্ছিত টাকা পাইবার প্রার্থনা করিয়া ঐ টাকা লইতে পারিবেন, এবং অর্পিত বন্ধকীপত্র বন্ধকদাতাকে বা উক্তরূপ অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

সুদ বন্ধ হবার কথা।

৮৪ ধারা। বন্ধক ক্রমে যত টাকা বাকী থাকে বন্ধকদাতা বা উক্তরূপ অন্য ব্যক্তি ৮৩ ধারা মতে সেই সমুদয় টাকা দিতে চাহিলে বা আদালতে আমানত করিলে, সেই টাকা দিতে চাহিবার তারিখ অবধি কিম্বা স্থলবিশেষে বন্ধকগ্রহীতা যাহাতে আদালত হইতে ঐ টাকা লইতে পারেন, বন্ধকদাতা বা উক্তরূপ অন্য ব্যক্তি এরূপ সমুদয় কার্য্য করিলে পর আসল টাকার সুদ বন্ধ হইবে।

যে স্থলে এরূপ চুক্তি থাকে যে বন্ধকীঋণ শোধ করিবার বা শোধকরণের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে বন্ধকগ্রহীতাকে যুক্তিমত নোটিস দিতে হইবে সেই স্থলে এই ধারার বা ৮৩ ধারার কোন কথাক্রমে, বন্ধকগ্রহীতার যে সুদ পাইবার স্বত্ব লোপ হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ বা বিক্রয় করণার্থ বা উদ্ধার করণার্থ মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ বিক্রয় করণার্থ ও উদ্ধার করণার্থ মোকদ্দমার পক্ষগণের কথা।

৮৫ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৩৭ ধারা প্রবল মানিয়া, বন্ধকভুক্ত সম্পত্তিতে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে এই অধ্যায়মত ঐ বন্ধক সংক্রান্ত মোকদ্দমায় তাঁহাদিগকে মোকদ্দমার পক্ষ বলিয়া সংযোগ করিতে হইবে। কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে বাদী ঐ স্বার্থের কথা জানেন।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণ ও বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধি।

উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ মোকদ্দমার ডিক্রীর কথা।

৮৬ ধারা। সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ মোকদ্দমার বাদী জিতিলে আদালত ডিক্রী করিয়া এই আজ্ঞা করিবেন,—পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট তারিখে, বন্ধকক্রমে আসল টাকা ও সুদ ও মোকদ্দমার খরচা বলিয়া বাদীর যত টাকা প্রাপ্য হয় ইহার হিসাব লওয়া যায়, কিম্বা ঐ ডিক্রীর তারিখে যত টাকা প্রাপ্য হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া জানাইবেন; ও

সেই টাকা প্রাপ্য বলিয়া যে তারিখে আদালতে নির্দ্দেশ করা যায় সেই তারিখ অবধি আদালত ছয় মাসের মধ্যে যে দিন নির্দ্ধার্য্য করেন প্রতিবাদী সেই দিনে বাদিকে কিম্বা আদালতে সেই প্রাপ্য টাকা দিলে ঐ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কীয় যে সকল দলীল বাদির নিকট বা অধিকারে থাকে তিনি প্রতিবাদিকে কিম্বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই২ দলীল দিবেন ও বাদী কিম্বা তাঁহার অধীন দাওয়াদার কোন ব্যক্তি, কিম্বা বাদী অন্যহইতে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া দাওয়া রাখিলে, তিনি যাঁহাদের অধীনে দাওয়া রাখেন তাঁহারা যে সকল দায় সৃষ্টি করেন তাহা ব্যতীত প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তি দিবেন, ও আবশ্যক হইলে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইবেন।

কিন্তু আদালতের নির্দ্ধার্য্য দিনে কি তৎপূর্ব্বে ঐ টাকা না দেওয়া গেলে সেই সম্পত্তি উদ্ধার করিতে প্রতিবাদির সকল স্বত্ব একেবারে রহিত করা যাইবে।

প্রাপ্য টাকা দেওয়া গেলে পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৭ ধারা। যদি উক্ত টাকা ও ৯৪ ধারার উল্লিখিত তৎপশ্চাতের খরচা দেওয়া যায়, তবে আবশ্যক হইলে প্রতিবাদিকে ঐ বন্ধকী সম্পত্তির অধিকার দেওয়ান যাইবে।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।

টাকা উক্ত প্রকারে না দেওয়া গেলে, বাদী আদালতের নিকট এইরূপ আজ্ঞার প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে প্রতিবাদির ও তাঁহার অধীন দাওয়াদারগণের বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব একেবারে রহিত হয়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ আজ্ঞা করিবেন, ও আবশ্যক হইলে বাদিকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইতে পারিবেন।

মিয়াদ বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

পরন্তু বিশিষ্ট কারণ দর্শান গেলে আদালত কোন নিয়ম উচিত বোধ করিলে যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়মে সময়ে২ ঐ টাকা দিবার মিয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমত আজ্ঞা করা গেলে, বন্ধকক্রমে যে ঋণের প্রতিভূ থাকে তাহা শেষ হইয়া যায় বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের চতুর্থ তফসীলের ১২৯ নং পাঠে "শেষ ডিক্রী" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "চূড়ান্ত" ডিক্রী এইশব্দ পাঠ করিতে হইবে।

বিক্রয় করিবার ডিক্রীর কথা।

৮৮ ধারা। বিক্রয় করণার্থ মোকদ্দমা হইলে যদি বাদী জয়ী হন আদালত ৮৬ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত মর্ম্মের ডিক্রী করিবেন ও প্রতিবাদী ঐ২ প্রকরণের লিখিতমতে টাকা না দিলে, বন্ধকী সম্পত্তি কি তাহার যথোচিত অংশ যেন বিক্রয় করা যায় ও বিক্রয়ের খরচ বাদে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা আদালতে দেওয়া যায় ও উক্ত প্রকারে বাদির যত টাকা পাওনা বলিয়া দৃষ্ট হয় তাহা হইতে সেই টাকা যেন দেওয়া যায় ও উদ্বৃত্ত থাকিলে যেন প্রতিবাদিকে কিম্বা ঐ টাকা লইবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যায় আদালত এই আজ্ঞা করিবেন।

উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ মোকদ্দমায় বিক্রয়ার্থ ডিক্রী করিবার ক্ষমতার কথা।

উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমায় বাদী জয়ী হইলে ও কট কবালার বন্ধক না হইলে আদালত তাঁহার প্রার্থনা মতে কিম্বা বন্ধকী ঋণ অথবা উদ্ধার করণের স্বত্বে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে উচিত বোধ করিলে যেরূপ শর্ত্তে উচিত বোধ করেন সেইরূপ শর্ত্তে উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার ডিক্রীর পরিবর্ত্তে উক্ত প্রকারের ডিক্রী করিতে পারিবেন। তন্মধ্যে আদালত উচিত বোধ করিলে বিক্রয়ের

খরচা শোধ হইবার নিমিত্ত ও শর্ত্তপালন সুনিশ্চিত করণার্থ আদালত যুক্তিমত যত টাকা ধার্য্য করেন তাহা আদালতে আমানত করিবার আজ্ঞা করিবেন।

প্রতিবাদী প্রাপ্য টাকা দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৯ ধারা। ৮৮ ধারামত কোন মোকদ্দমার প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপে যে দিন ধার্য্য হয় সেই দিন বাদিকে বা আদালতে বন্ধকক্রমে পাওনা টাকা এবং বাদিকে খরচা দিবার আজ্ঞা হইলে ঐ খরচা ও ৯৪ ধারার উল্লিখিত পশ্চাতের খরচ দিলে পর, আবশ্যক হইলে ঐ প্রতিবাদিকে বন্ধকী সম্পত্তির অধিকার দেওয়ান যাইবে। কিন্তু টাকা উক্ত প্রকারে দেওয়া না গেলে বাদী কিম্বা স্থলবিশেষে প্রতিবাদী ঐ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইবার চূড়ান্ত আজ্ঞা আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে

বিক্রয়ের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।

আদালত ঐ সম্পত্তি কি তাহার যথোচিত অংশ বিক্রয় করিবার ও বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া ৮৮ ধারার উল্লিখিতমতে বাঁটা হইবার আজ্ঞা করিবেন। তাহা করিলে প্রতিবাদির ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব ও প্রতিভূ উভয়ই লুপ্ত হইবে।

বন্ধকক্রমে বাকী আদায়ের কথা।

৯০ ধারা। তৎকালে বন্ধকক্রমে যত টাকা প্রাপ্য হয়, খরচ বাদে ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে যদি তাহা শোধ করিতে না কুলায় ও অবশিষ্ট টাকা বিক্রীত সম্পত্তি হইতে না হইয়া আইনমতে প্রতিবাদির স্থানে প্রকারান্তরে আদায় করা যাইতে পারে, তবে আদালত ঐ টাকার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

সম্পত্তি উদ্ধার করণ বিষয়ক বিধি।

উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা কাহার উপস্থিত করিবার ক্ষমতা থাকে তদ্বিষয়ক কথা।

৯১ ধারা। বন্ধকদাতা ভিন্ন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিতে বা উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন,—

(ক) যে স্বার্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা হয় তাহার বন্ধক গ্রহীতা ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ বা তদুপরি দায় থাকে।

(খ) সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্বে যে ব্যক্তির স্বার্থ কিম্বা সেই স্বত্বের উপর যে ব্যক্তির দায় থাকে।

(গ) বন্ধকী ঋণ কি তাহার কোন অংশ শোধ করিবার প্রতিভূ।

(ঘ) অপ্রাপ্তবয়স্ক বন্ধকদাতার পক্ষে তাঁহার সম্পত্তির অভিভাবক।

(ঙ) শিশুমনা কি জড় বন্ধকদাতার পক্ষে তৎসংক্রান্ত কমিটী কি আইনমত অন্য সম্পত্তি রক্ষক।

(চ) বন্ধকদাতার ডিক্রীমত মহাজন বন্ধকদাতার সম্পত্তিগত স্বার্থ ক্রোক দ্বারা ডিক্রীজারীর আজ্ঞা পাইলে তিনি।

(ছ) বন্ধকদাতার মহাজন তাঁহার মহাজনের দাবীর করণের মোকদ্দমায় বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ডিক্রী পাইলে তিনি।

উদ্ধার করণার্থ মোকদ্দমায় ডিক্রীর কথা।

৯২ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণার্থ মোকদ্দমায় বাদী জিতিলে, আদালত ডিক্রী করিয়া এই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন যে,

পশ্চাৎ লিখিত তারিখে বন্ধকী ঋণের ও মোকদ্দমার খরচা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে তাহার নিমিত্ত প্রতিবাদির যত টাকা পাওনা থাকে তাহার হিসাব লওয়া যায়, কিম্বা ঐ ডিক্রীর তারিখে যত টাকা তদ্রূপে প্রাপ্য হয় ইহা, নির্দ্দেশ করিবেন।

ও তদ্রূপ প্রাপ্য টাকা আদালতে নির্দ্দেশ করিবার তারিখ অবধি আদালত ছয় মাসের মধ্যে যে দিন ধার্য্য করেন বাদী সেই দিনে প্রতিবাদিকে কিম্বা আদালতে তদ্রূপ প্রাপ্য টাকা দিলে, ঐ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কীয় যে সকল দলীল প্রতিবাদির নিকট কি তাঁহার অধিকারে থাকে তিনি বাদিকে কি তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে যেন সেই সকল দলিল দেন, ও বন্ধক হইতে মুক্ত করিয়া ও প্রতিবাদী কি তাহার অধীন কোন দাওয়াদার কিম্বা প্রতিবাদী অন্যের স্থানে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দাওয়া করিলে তিনি যাঁহাদের অধীনে দাওয়াদার হন তাঁহার যে সকল দায় সৃষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত যেন পুনরায় হস্তান্তর করিয়া বাদিকে বন্ধকী সেই সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন, ও আবশ্যক হইলে বাদিকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইবেন; এবং

আদালত যেদিন ধার্য্য করেন ঐ টাকা সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে দেওয়া না গেলে যদি সামান্য বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক না হয়, ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার সকল স্বত্ব সম্যগ্‌রূপে রহিত হইবে কিম্বা যদিকট কবালার বন্ধক না হয়, ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হইবে।

উদ্ধার হইলে অধিকার করণ বিষয়ক কথা।

৯৩ ধারা। উক্ত টাকা ও ৯৪ ধারার উল্লিখিত তৎপশ্চাৎ খরচা দেওয়া গেলে পর, আবশ্যক হইলে বাদিকে বন্ধকী সম্পত্তির অধিকার দেওয়া যাইবে।

টাকা না দিলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত হইবার কি বিক্রয়ের কথা।

ঐ টাকা তদ্রূপে না দেওয়া গেলে যদি সামান্য বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক না হয়, প্রতিবাদী আদালতে বাদির ও তদধীন দাওয়াদার সকলের ঐ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব সম্যক্‌রূপে রহিত হইবার কিম্বা, কট কবালার বন্ধক না হইলে, উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রীত হইবার আজ্ঞার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিবার আজ্ঞার প্রার্থনা হইলে আদালত বাদীর ও তদধীন দাওয়াদারগণের ঐ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার সকল স্বত্ব সম্যক্‌রূপে রহিত হইবার আজ্ঞা করিবেন ও আবশ্যক হইলে প্রতিবাদীকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইতে পারিবেন।

বিক্রয়ের আজ্ঞার প্রার্থনা হইলে, আদালত আজ্ঞা করিবেন যে উক্ত সম্পত্তি কিম্বা তাহার যথোচিত অংশ বিক্রীত হয় এবং বিক্রয়ের উৎপন্ন বিক্রয়ের খরচ বাদ দিয়া আদালতে প্রদত্ত হয় ও প্রতিবাদির পাওনা শোধ করিতে প্রয়োজিত হয় এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বাদিকে কি তৎগ্রহণের স্বত্ববান অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

এই ধারাক্রমে আজ্ঞা করা গেলে, বাদির উদ্ধার করিবার স্বত্ব ও প্রতিভূ উভয়ই আজ্ঞা সংস্পৃষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে বিলুপ্ত হইবে।

সময় বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

পরন্তু বিশিষ্ট কারণ দর্শান গেলে আদালত কোন নিয়ম করা উচিত বোধ করিলে সেই নিয়মে ৯২ ধারাক্রমে প্রতিবাদিকে টাকা দিবার যে দিন ধার্য্য করিয়া থাকেন সেই দিন সময়ে২ পিছাইয়া দিতে পারিবেন।

ডিক্রীর পর বন্ধকগ্রহীতার খরচার কথা।

৯৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে সম্পত্তি উদ্ধার বা আদালতের দ্বারা বিক্রয় করা গেলে বন্ধক গ্রহীতাকে যত টাকা দিতে হইবে, ইহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করণ সময়ে, যদি বন্ধক গ্রহীতার আচরণ হেতুক তাঁহার খরচা পাইবার স্বত্ব অগ্রাহ্য না হইয়া থাকে, তবে সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত হইবার বা উদ্ধার বা বিক্রয় করণের ডিক্রীর পরে টাকা না দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার মোকদ্দমার ন্যায্য যত খরচ লাগে, আদালত বন্ধকী ঋণের সঙ্গে তাহা সংযোগ করিয়া দিবেন।

কএকজন সহবন্ধক দাতাদের মধ্যে যিনি সম্পত্তি উদ্ধার করেন তাঁহার দাওয়ার কথা।

৯৫ ধারা। কএকজন বন্ধকদাতার মধ্যে একজন বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া তাহার অধিকার লইলে, অন্য সহবন্ধক দাতাদের প্রত্যেকের ঐ সম্পত্তিগত অংশের উপর সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া অধিকার লইবার ন্যায্য খরচের অংশ নিমিত্ত তাঁহার দাওয়া থাকিবে।

যে সম্পত্তির উপর পূর্ব্ব বন্ধকের দায় থাকিবে তাহা বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধি।

সম্পত্তির উপর পূর্ব্ববন্ধকের দায় থাকিলে তাহা বিক্রয় করণের কথা।

৯৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হয় সেই সম্পত্তির উপর যদি তৎপূর্ব্ব বন্ধকের দায় থাকে, তবে আদালত সেই পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার সম্মতি লইয়া ও ঐ বিক্রীত সম্পত্তিতে পূর্ব্ব বন্ধক গ্রহীতার যে স্বার্থ ছিল বিক্রয়োৎপন্ন টাকাতেও তাঁহার প্রতি সেই স্বার্থ প্রদান করিয়া, পূর্ব্ব বন্ধকের দায় ব্যতীত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।

৯৭ ধারা। ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকা আদালতে আনা যাইবে ও এই২ প্রকারে তাহার প্রয়োগ হইবে, —

প্রথম, বিক্রয়করণের নৈমিত্তিক সকল খরচ ও বিক্রয় করণের উদ্যোগে ন্যায্য যে খরচ হয় তাহার শোধ হইবে।

দ্বিতীয়, যদি পূর্ব্ব কোন বন্ধকের দায় ব্যতীত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া থাকে, তবে ঐ বন্ধকক্রমে যত প্রাপ্য থাকে তাহা শোধ করা যাইবে।

তৃতীয়, যে বন্ধক হেতু বিক্রয়ের আজ্ঞা হইল তজ্জন্যে যত সুদ প্রাপ্য থাকে ঐ সুদ, ও যে মোকদ্দমায় বিক্রয় করণের আজ্ঞা সূচক ডিক্রী হইল সেই মোকদ্দমার খরচ শোধ হইবে।

চতুর্থ, উক্ত বন্ধকহেতুক মূল ঋণের যত টাকা প্রাপ্য হয় তাহা শোধ করা যাইবে, ও

শেষ কথা এই, উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা বিক্রীত সম্পত্তিতে যে ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থের প্রমাণ করেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে কিম্বা তদ্রূপ একের অধিক ব্যক্তি থাকিলে ঐ সম্পত্তিতে তাঁহাদের প্রত্যেক জনের স্বার্থানুসারে কি তাঁহাদের সাধারণ রসীদ লইয়া তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে।

৫৭ ধারায় যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে এই ধারার বা ৯৬ ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

বিভিন্ন প্রকৃতিক বন্ধকের বিধি।

৫৬ ধারার (খ) (গ) (ঘ) ও (ঙ) প্রকরণে যে বন্ধকের বর্ণনা নাই তাহার কথা।

৯৮ ধারা। যে বন্ধক সামান্য বন্ধক বা কটকবালার বা উপস্বত্ব ভোগসহিত বন্ধক বা ইংলণ্ডীয় বন্ধক নহে কিম্বা প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের সংযোগ নহে, এই রূপ বন্ধক হইলে বন্ধক পত্রে যে চুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় সেই চুক্তিক্রমে এবং যে স্থলের প্রতি উক্ত চুক্তি বর্ত্তে না সেইস্থলে দেশাচারক্রমে উভয় পক্ষের স্বত্ব ও দায় নির্দ্ধারিত হইবে।

বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

৯৯ ধারা। বন্ধকক্রমে উত্থিত হউক বা না হউক কোন দাওয়া শোধ নিমিত্ত ডিক্রীজারীক্রমে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিলে তিনি ৬৭ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া প্রকারান্তরে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করাইতে পারিবেন না; এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৩ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও তিনি ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

দায়ের বিধি।

দায়ের কথা।

১০০ ধারা। পক্ষদের কার্য্য বা আইনের বিধানক্রমে এক ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি অন্য ব্যক্তির নিকট টাকা দিবার প্রতিভূস্বরূপ রাখা গেলে, যদি ঐ ব্যাপার বন্ধকে পরিণত না হয়, ঐ সম্পত্তির উপর শেষোক্ত ব্যক্তির দায় আছে এমত বলা যায় ও পূর্ব্বলিখিত যে সকল বিধান বন্ধকদাতার প্রতি বর্ত্তে তাহা যত দূর হইতে পারে ঐ সম্পত্তির স্বামির প্রতি বর্ত্তিবে ও এবং ৮১ ও ৮২ ধারার বিধান ও বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিতকারী বন্ধকগ্রহীতার প্রতি পূর্ব্বলিখিত যে সকল বিধান বর্ত্তে তাহা দায়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি যত দূর সম্ভব বর্ত্তিবে।

নিয়মিতরূপে ন্যাসের কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যয় নিমিত্ত ন্যস্ত সম্পত্তির উপর ন্যাসধারী যে দায় বর্ত্তান, এই ধারার কোন কথা তাহার প্রতি খাটিবে না।

১০১ ধারা। কোন ব্যক্তি যে স্থাবর সম্পত্তির উপর

দায় লোপ হইবার কথা।

দায়ের কি অন্য দাবীর স্বামী হন, সেই স্থাবর সম্পত্তিতে তিনি নিরূঢ় রূপে স্বত্ববান থাকিলে বা, হইলে উক্ত দায় কি দাবী প্রবল থাকিবে তিনি স্পষ্ট বাক্যে কি উহ্য ভাবে নির্দ্দেশ না করিলে কিম্বা উক্তরূপ প্রবল থাকা তাঁহার পক্ষে হিতকর না হইলে সেই দায় বা দাবী লুপ্ত হইবে।

নোটিস ও প্রস্তাব বিষয়ক বিধি।

১০২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তির উপর নো-

কর্ম্মকারকের উপর নোটিস জারী বা তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিবার কথা।

টিস জারী করিতে কিম্বা যাহার নিকট টাকা দিবার প্রস্তাব করিতে হইবে তিনি বন্ধকী সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ যে জিলায় থাকে সেই জিলায় বাস না করিলে, তাঁহার আমমোক্তারনামা প্রাপ্ত কিম্বা প্রকারান্তরে নোটিস বা প্রস্তাব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের উপর নোটিস জারী করিলে কিম্বা ঐ কর্ম্মকারকের নিকট প্রস্তাব করা গেলেই, তাহা উপযুক্তরূপে করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে ব্যক্তির বা কর্ম্মকারকের উপর ঐ নোটিস জারী করিতে হইবে তাঁহাকে উক্ত জিলায় পাওয়া না গেলে কিম্বা নোটিস জারী করিবার আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিলে, বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা যে আদালতে আনা যাইতে পারিত শেষোক্ত ব্যক্তি সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন; এবং ঐ নোটিস যে প্রকারে জারী করা যাইবে উক্ত আদালত তদ্বিষয়ের আদেশ করিবেন, এবং উক্ত আদেশ অনুসারে কোন নোটিস জারী করা গেলে তাহা উপযুক্তরূপে করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে ব্যক্তির বা কর্ম্মকারকের নিকট প্রস্তাব করিতে হইবে তাঁহাকে উক্ত জিলায় পাওয়া না গেলে, কিম্বা যে ব্যক্তি প্রস্তাব করিতে চাহেন তিনি তাঁহাকে না জানিলে, শেষোক্ত ব্যক্তি যে টাকা দিবার প্রস্তাব করিবার চেষ্টা হয় পূর্ব্বোক্ত আদালতে তাহা আমানত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে আমানত করা গেলে ঐ টাকা দিবার প্রস্তাবের তুল্য ফল হইবে।

১০৩ ধারা। যে ব্যক্তি চুক্তি করিতে সক্ষম নহেন,

যে ব্যক্তি চুক্তি করিতে অক্ষম, তাহার উপর বা তদ্দ্বারা নোটিস জারী করণ প্রভৃতির কথা।

এই অধ্যায়ের বিধানমতে তাঁহার উপর বা তদ্দ্বারা নোটিস জারী করিতে হইলে, কিম্বা প্রস্তাব বা আমানত তাঁহার করিতে বা গ্রাহ্য করিতে বা আদালত হইতে গ্রহণ করিতে হইলে, ঐ ব্যক্তির সম্পত্তির বিষয় আইনমত রক্ষক হন তিনি উক্ত নোটিস জারী কিম্বা প্রস্তাব বা আমানত করিতে বা গ্রাহ্য করিতে বা গ্রহণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ সম্পত্তি রক্ষক না থাকিলে, যদি উক্ত ব্যক্তির স্বার্থ সাধনার্থ এই অধ্যায়ের বিধানমতে নোটিস জারী করা কিম্বা প্রস্তাব বা আমানত করা প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় হয় তবে বন্ধক উদ্ধারের নিমিত্ত যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিত সেই আদালতে মোকদ্দমাকালীন অভিভাবক নিযুক্ত করণের প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে। ঐ অভিভাবক উক্ত নোটিস জারী করিবেন বা লইবেন উক্ত প্রস্তাব করিবেন বা গ্রাহ্য করিবেন, উক্ত আমানত করিবেন বা আদালত হইতে গ্রহণ করিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি চুক্তি করিতে সক্ষম হইলে যাহা করিতে পারিতেন বা তাঁহার যাহা করা উচিত হইত সেই সকল আনুষঙ্গিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উক্ত প্রার্থনাপত্রের প্রতি ও তাহার পক্ষদের প্রতি ও তৎক্রমে নিযুক্ত অভিভাবকের প্রতি যত দূর সম্ভব দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১ অধ্যায়ের বিধান বর্ত্তিবে।

১০৪ ধারা। হাই কোর্ট ঐ কোর্টে ও উহার তত্ত্বাব-

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

ধানের অধীন দেওয়ানী আদালতে এই অধ্যায়ের বিধানমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত সময়ে এই আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা বিষয়ক বিধি।

১০৫ ধারা। প্রদত্ত বা অঙ্গীকৃত মূল্য উপলক্ষে কিম্বা

পাট্টা শব্দের অর্থ।

টাকা বা ফসলের অংশ বা কর্ম্ম বা মূল্যবান্ অন্য কোন দ্রব্য নিয়মিত কালান্তরে বা নিশেষ২ সময়ে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার হস্তান্তরকর্ত্তাকে দিতে হইবে বলিয়া, স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বা চিরকালের নিমিত্ত স্থাবর সম্পত্তি ভোগ করিবার স্বত্ব হস্তান্তর করা গেলে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ঐ২ নিয়মে হস্তান্তর গ্রাহ্য করিলে, ঐ হস্তান্তর ব্যাপারকে উক্ত সম্পত্তির পাট্টা বলে।

হস্তান্তরকর্ত্তাকে পাট্টাদাতা, হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে

পাট্টাদাতা, পাট্টাদার, পণ ও খাজানা শব্দের অর্থ।

পাট্টাদার, মূল্যকে পণ এবং যে টাকা, অংশ, কর্ম্ম বা অন্যদ্রব্য ঐ রূপে দিতে হইবে তাহাকে খাজানা বলে।

১০৬ ধারা। যদি ভাবান্তরের চুক্তিপত্র, কিম্বা

নিয়মপত্রের কি দেশাচারের অভাবে কোন২ পাট্টার মিয়াদের কথা।

স্থানীয় ব্যবস্থা বা দেশাচার না থাকে, তবে কৃষিকরণের বা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করণের জন্যে সম্পত্তির যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা বৎসর২ চলিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে ও পাট্টাদাতার কি পাট্টাদারের পক্ষ হইতে ছয় মাসের নোটিস দিয়া তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে, সেই ছয় মাসের শেষ যেন ভূমি ভোগের কোন বৎসরের শেষের সঙ্গে মিলে; ও অন্য কোন কার্য্যের জন্য সম্পত্তির যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা মাসে২ চলিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে ও পাট্টাদাতার কি পাট্টাদারের পক্ষহইতে পঞ্চদশ দিন থাকিতে নোটিস দিয়া তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে, সেই পঞ্চদশ দিনের শেষ যেন সম্পত্তি ভোগের কোন মাসের শেষের সঙ্গে মিলে।

যে পক্ষ এই ধারামতে নোটিস দেন তিনি কিম্বা তাঁহার পক্ষে অন্য ব্যক্তি ঐ নোটিস লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলে তদ্দ্বারা যে ব্যক্তিকে বদ্ধ করিবার কল্পনা থাকে তাহাকে কিম্বা তাহার বাসগৃহে তাহার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে বা চাকরকে দেওয়া যাইবে বা দিবার প্রস্তাব হইবে কিম্বা ঐরূপে প্রস্তাব করা বা দেওয়া যাইতে না পারিলে সম্পত্তির কোন প্রকাশ স্থানে তাহা লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

পাট্টা যে প্রকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

১০৭ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা বৎসর২ বা এক বৎসরের অধিককালের নিমিত্ত চলিলে বা বার্ষিক খাজানার নিয়মাধীনে দেওয়া গেলে, রেজেষ্টরী করা নিদর্শনপত্র ক্রমে ঐ পাট্টা লিখিয়া দিতে হইবে।

স্থাবর সম্পত্তির অন্য সকল পাট্টা নিদর্শনপত্র ক্রমে বা বাচনিক নিয়মক্রমে হইতে পারে।

পাট্টাদাতার ও পাট্টাদারের স্বত্বের ও দায়ের কথা।

১০৮ ধারা। বিপরীত ভাবের চুক্তিপত্র বা দেশাচার না থাকিলে, স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাদাতা ও পাট্টাদার পরস্পরের বিপক্ষে নিম্নলিখিত বিধির উল্লিখিত স্বত্ব ও দায়, কিম্বা তন্মধ্যে যেই স্বত্ব ও দায় পাট্টাই সম্পত্তির প্রতি বর্ত্তে তাহা প্রাপ্ত হন;

ক।—পাট্টাদাতার স্বত্ব ও দায় বিষয়ক বিধি।

(ক) স্থাবর সম্পত্তির অভিপ্রেত ব্যবহার সম্বন্ধে পাট্টাদাতার জ্ঞাত কিন্তু পাট্টাদারের অজ্ঞাত যে দোষ পাট্টাদার সামান্য যত্নে আবিষ্কার করিতে পারেন না, স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাদাতার সেই দোষ পাট্টাদারের নিকটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(খ) পাট্টাদার অনুরোধ করিলে পাট্টাদাতার ঐ পাট্টাই সম্পত্তিতে পাট্টাদারের অধিকার করাইয়া দিতে হইবে।

(গ) পাট্টার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পাট্টাদার পাট্টার নির্দ্দিষ্ট খাজানা যত দিন দিতে থাকেন ও আপনার চুক্তিমতে যত দিন কর্ম্ম করেন ততদিন বাধা না পাইয়া সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে পারিবেন, পাট্টাদাতা পাট্টাদারের সহিত এমত চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ঐ চুক্তির উপকার পাট্টাদারের স্বার্থে সংযুক্ত ও তৎসহগামী হইবে, এবং উক্ত স্বার্থের সমুদয় বা কোন অংশ সময়ে২ যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে তিনি ঐ উপকার প্রবল করিতে পারিবেন।

খ।—পাট্টাদারের স্বত্ব ও দায় বিষয়ক বিধি।

(ঘ) যদি পাট্টা বলবৎ থাকিবার সময় পাট্টাই সম্পত্তির বৃদ্ধি হয়, পৈবৃদ্ধি সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তাহার নিয়মাধীনে উক্ত বর্দ্ধিতাংশ পাট্টাই সম্পত্তির অন্তর্গত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(ঙ) অগ্নি কি ঝড় কি বন্যা কিম্বা সৈন্যদলের কি জনতার কি অন্য প্রবল শক্তির বেগ দ্বারা যদি পাট্টাই সম্পত্তির কোন প্রয়োজনীয় অংশ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়, কিম্বা যে কার্য্যের নিমিত্ত পাট্টা দেওয়া যায় বাস্তবিক চিরকালের নিমিত্ত সেই কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে, পাট্টাদারের স্বেচ্ছাক্রমে পাট্টা ব্যর্থ হইবে।

কিন্তু যদি পাট্টাদারের অন্যায় কার্য্য বা ত্রুটি দ্বারা ঐ অপকার হইয়া থাকে তবে তিনি এই বিধান জন্য উপকার পাইবার স্বত্ববান নহেন।

(চ) পাট্টাদাতার পাট্টাই সম্পত্তির বিষয়ক যে মেরামত করা কর্ত্তব্য, নোটিস পাইলে পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহা করিতে উপেক্ষা করিলে, পাট্টাদার আপনি তাহা করিয়া খাজানা হইতে সুদসমেত সেই মেরামতী খরচ কাটিয়া লইতে কিম্বা অন্য প্রকারে পাট্টাদাতার স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

(ছ) পাট্টাদাতার যে টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য তিনি তাহা না দিলে যদি পাট্টাদারের স্থানে বা পাট্টাই সম্পত্তি হইতে তাহা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তবে তিনি ঐ টাকা দিতে উপেক্ষা করিলে, পাট্টাদার আপনি তাহা দিয়া খাজানা হইতে সুদ সমেত কাটিয়া লইতে কিম্বা অন্য প্রকারে পাট্টাদাতার স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

(জ) পাট্টাদার যে সকল বস্তু ভূমিতে সংলগ্ন করেন ঐ পাট্টাই সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে থাকিবার কালের মধ্যে কোন সময়ে সেই সকল বস্তু উঠাইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু পাট্টাই সম্পত্তি তিনি যে অবস্থায় প্রাপ্ত হন, সেই অবস্থায় রাখিয়া দিবেন।

(ঝ) পাট্টাদারের দোষভিন্ন কোন কারণে অনির্দ্দিষ্ট মিয়াদের পাট্টা ফুরাইলে, ঐ পাট্টাদারের রোপণ করা বা বোনা যে ফসল ঐ পাট্টা রহিত হইবার সময়ে পাট্টাই সম্পত্তির উপর থাকে, তিনি বা তাঁহার বৈধ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সেই ফসল পাইবার, ও তাহা কাটিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত ভূমিতে গতিবিধি করিবার স্বত্ববান।

(ঞ) সম্পত্তিতে পাট্টাদারের যে স্বার্থ থাকে তাহার সমুদয় কি কোন অংশ ঐ পাট্টাদার সম্যক প্রকারে বা বন্ধকক্রমে বা দরপাট্টাক্রমে হস্তান্তর করিতে স্বত্ববান ও হস্তান্তরক্রমে সেই স্বার্থের বা তদংশের গ্রহীতা তাহা পুনরায় হস্তান্তর করিতে পারিবেন। পাট্টা সংক্রান্ত যেই দায় আছে পাট্টাদার হস্তান্তর করণ প্রযুক্ত তদন্তর্গত কোন দায় হইতে মুক্ত হইবেন না।

হস্তান্তর করণের অযোগ্য দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাকে কিম্বা যে মহালের রাজস্ব দিতে ত্রুটি হইয়াছে তাহার ইজারদারকে কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাধীন ইষ্টেটের পাট্টাদারকে এই প্রকরণের কোন কথাক্রমে উক্ত প্রজা কি ইজারদার কি পাট্টাদারস্বরূপ আপনার স্বার্থ অন্যের প্রতি নিরূপণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(ট) পাট্টাদাতার স্বার্থের প্রকৃতি কি পরিমাণ সূচক যে বৃত্তান্ত পাট্টাদারের জ্ঞাত কিন্তু পাট্টাদাতার অজ্ঞাত এবং যাহাতে উক্ত স্বার্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাদারের সেই বৃত্তান্ত পাট্টাদাতার নিকটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(ঠ) নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে পাট্টাদাতাকে কিম্বা তাঁহার এতদ্বিষয়ক কর্ম্মকারককে পাট্টাদারের পণ বা খাজানা দিতে কিম্বা দিবার প্রস্তাব করিতে হইবে।

(ড) পাট্টাদারের আবশ্যক যে, সম্পত্তি যে অবস্থায় তাঁহার অধিকারে দেওয়া যায় সেই অবস্থায় তাহা রাখেন, ও পাট্টার মিয়াদ ফুরাইলে, যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের বা অনিবার্য্য শক্তির দ্বারা সম্পত্তির যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা না ধরিয়া, সেই অবস্থায় সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন; এবং মিয়াদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত যে কোন সময়ে পাট্টাদাতাকে কি তাঁহার কর্ম্মকারককে পাট্টাই সম্পত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অবস্থা দেখিতে, ও অবস্থার কোন দোষ দেখিলে তদ্বিষয়ের

নোটিস দিতে কি রাখিয়া যাইতে, যেন এবং পাট্টাদারের বা তাঁহার চাকর বা কর্ম্মকারকদের কোনং কার্য্য-র ত্রুটি হেতু ঐ দোষ জন্মিয়া থাকিলে উক্ত নোটিস দিলে কি রাখিয়া গেলে পর তিন মাসের মধ্যে উক্ত দোষ সংশোধন করেন।

(চ) অন্য ব্যক্তির দ্বারা সেই সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ লইবার কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে অথবা অন্য ব্যক্তি পাট্টাই সম্পত্তির কোন স্থান অতিক্রম করিতেছে কিম্বা ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে পাট্টাদাতার কোন স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতেছে এই মর্ম্মের সন্ধান জানিতে পাইলে পাট্টাদার যথাসঙ্গত যত্ন করিয়া পাট্টাদাতাকে সেই কথার নোটিস দিবেন।

(গ) পাট্টাদার জ্ঞানবান কোন স্বামির ন্যায় পাট্টাই সম্পত্তির ও তদুৎপন্ন দ্রব্য থাকিলে তাহার ব্যবহার করিতে পারিবেন। কিন্তু যে অভিপ্রায়ে পাট্টা দেওয়া যায় তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে উক্ত সম্পত্তির ব্যবহার করিতে পারিবেন না বা অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবেন না কিম্বা গুঁড়ি কাষ্ঠের বৃক্ষ ছেদন করিতে কি ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা তাহার হানি করিতে কিম্বা পাট্টা দিবার সময়ে যে খনি খোলা ছিল না সেই খনি খুঁড়িতে কি যাহাতে সম্পত্তির বিনাশ সাধন কি চিরকালীন ক্ষতি হয় এরূপ কর্ম্ম করিতে পারিবেন না।

(ঙ) পাট্টাদার পাট্টাদাতার অনুমতি না পাইলে কেবল কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ছাড়া অন্য কোন কারণে কোন স্থায়ি বিষয় গাঁথাইবেন না।

(থ) পাট্টার মিয়াদ ফুরাইলে, পাট্টাদারের পাট্টাদাতাকে পাট্টাই সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইয়া দিতে হইবে।

১০৯ ধারা। পাট্টাদাতা ঐ পাট্টাই সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ কিম্বা তন্মধ্যে আপনার কোন স্বার্থ হস্তান্তর করিয়া দিলে, হস্তান্তর ক্রমে গৃহীতা ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে যত দিন ঐ সম্পত্তির কিম্বা তাহার হস্তান্তরিত অংশের স্বামী থাকেন ততদিন তৎসম্পর্কে পাট্টাদাতার সকল স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন ও পাট্টাদার ইচ্ছা করিলে, পাট্টাদাতার সকল দায়েও দায়ী হইবেন। কিন্তু পাট্টা দ্বারা পাট্টাদাতার উপর যে সকল দায় বর্ত্তান যায়, ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন এই মাত্র বলিয়া পাট্টাদাতা তদনুর্থক কোন দায় হইতে মুক্ত হইবেন না কিন্তু পাট্টাদার ইচ্ছা করিলে হস্তান্তরক্রমে গৃহীতাকে আপনার নিকট দায়ী বলিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।

পাট্টাদাতার স্থানে, যিনি হস্তান্তরক্রমে গৃহীতা হন তাঁহার স্বত্বের কথা।

পরন্তু হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে যে খাজানা বাকী পড়ে উক্ত গ্রহীতা তাহা পাইবার অধিকারী নহেন, ও তদ্রূপ হস্তান্তর যে করা গিয়াছে এমত জ্ঞান করিবার কারণ না থাকিতে যদি পাট্টাদার পাট্টাদাতাকে খাজানা দিয়া থাকেন তবে তিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে আবার সেই খাজনা দিবার দায়ী নহেন।

ঐরূপে যে অংশ হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় সেই অংশের নিমিত্তে পাট্টার নির্দ্ধারিত পণের বা খাজানার যে অংশ দেয় হয়, তাহা পাট্টাদাতা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ও পাট্টাদার নির্ণয় করিতে পারিবেন; এবং তাহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে, পাট্টাই সম্পত্তির অধিকার দিবার মোকদ্দমা যে আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই আদালত ঐ কথা নির্ণয় করিবেন।

১১০ ধারা। পাট্টার নির্দ্ধারিত মিয়াদ নির্দ্ধারিত দিনাবধি প্রচলিত হইবে বলিয়া স্পষ্ট বাক্য থাকিলে, ঐ মিয়াদের হিসাব করিতে গেলে সেই দিন ধরিতে হইবে না। মিয়াদ আরম্ভ হইবার কোন দিন নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, পাট্টা করিবার সময়াবধি সেই মিয়াদ চলিবে।

মিয়াদ যে দিনাবধি চলিবে সেই দিন ধরিতে না হইবার কথা।

যদি এক কি কএক বৎসর মিয়াদ চলে তবে প্রকারান্তরের স্পষ্ট নিয়ম না থাকিলে ঐ মিয়াদ যে দিনাবধি চলে পাট্টা সেই বা সেইং বৎসরের অবসানের পরদিনের সম্পূর্ণ দিনও প্রবল থাকিবে।

এক বৎসর মিয়াদের কথা।

উক্তরূপে যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত হয় তাহা অতীত হইবার পূর্ব্বে স্বেচ্ছামতে রহিত হইতে পারিবার কথা বাক্ত থাকিলে ও কাহার স্বেচ্ছামতে তাহা রহিত হইতে পারিবে পাট্টার ইহার উল্লেখ না থাকিলে পাট্টাদারের স্বেচ্ছামতে সেই মিয়াদ রহিত হইতে পারিবে, পাট্টাদাতার স্বেচ্ছামতে নয়।

পাট্টা স্বেচ্ছামতে রহিত হইবার কথা।

১১১ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা এইং প্রকারে রহিত হইতে পারিবে,

পাট্টার মিয়াদ রহিত হইবার কথা।

(ক) পাট্টার নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে,

(খ) যে স্থলে উক্ত মিয়াদের অন্য কোন ঘটনা সাপেক্ষ হয় ঐ ঘটনা ঘটিলে,

(গ) পাট্টাই সম্পত্তিতে পাট্টাদাতার যে স্বার্থ থাকে তাহা কিম্বা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধে তাঁহার যে ক্ষমতা থাকে তাহা কোন ঘটনা ঘটিলে যদি রহিত হয়, তবে ঐ ঘটনা ঘটিলে,

(ঘ) সমুদয় পাট্টাই সম্পত্তিতে পাট্টাদাতার ও পাট্টাদারের স্বার্থ একই সময়ে একই স্বত্বে একই ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিলে,

(ঙ) স্পষ্ট কথা দ্বারা ত্যাগ করা গেলে, অর্থাৎ পরস্পর সম্মতিক্রমে পাট্টাদার আপন পাট্টাই স্বার্থ পাট্টাদাতাকে সমর্পণ করিলে,

(চ) ভাবতঃ ত্যাগ করা গেলে,

(ছ) দণ্ডক্রমে অর্থাৎ (১) পাট্টার কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে পাট্টাদাতা সম্পত্তি পুনর্গ্রহণ করিবেন কিম্বা পাট্টা ব্যর্থ হইবে এইমর্ম্মের স্পষ্ট নিয়ম থাকিলে ও পাট্টাদার সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলে, কিম্বা (২) পাট্টাদার তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে অধিকার তুলিয়া কিম্বা আপনার অধিকারের দাওয়া করিয়া আপনার পাট্টাদারী পদ ত্যাগ করিলে এবং উভয় স্থলে পাট্টাদাতা কি তাঁহার স্বত্বগ্রহীতা পাট্টা রহিত করিবার অভিপ্রায়সূচক কোন কার্য্য করিলে,

(জ) এক পক্ষ অন্য পক্ষকে নিয়মমতে পাট্টা রহিত করিবার কি সম্পত্তি হইতে উঠিয়া যাইবার কি উঠিয়া যাইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে ঐ নোটিসের মিয়াদ গত হইলে।

(চ) প্রকরণের উদাহরণ।

কোন পাট্টাদার পাট্টাদাতার আবে পাট্টাই সম্পত্তির নূতন পাট্টা লইলেন, উহা বর্ত্তমান পাট্টা চলিত থাকিতেই ফলবৎ হইবে। ইহাতে ভাবতঃ পূর্ব্ব পাট্টা ত্যাগ করা হইল, সুতরাং পূর্ব্ব পাট্টা রহিত হইবে।

দণ্ড অন্যথা করণের কথা।

১১২ ধারা। ১১০ ধারার (ছ) প্রকরণমতে দণ্ডক্রমে পাট্টা রহিত হইলে পর যে খাজানা দেনা পড়ে তাহা গ্রহণ করা গেলে, কিম্বা ঐ খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা গেলে কিম্বা পাট্টাদাতার অন্য যে কার্য্য দ্বারা পাট্টা প্রবল থাকিবার ন্যায় কার্য্য হইবার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় এমত কার্য্য করা গেলে, সেই দণ্ড অন্যথা করা হয়।

কিন্তু দণ্ড যে হইয়াছে ইহা পাট্টাদাতার জানা চাই, আর দণ্ডক্রমে পাট্টাদারকে উঠাইয়া দিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পরে খাজানা গ্রহণ করা গেলে উক্ত গ্রহণ দ্বারা দণ্ড অন্যথা করা হইবে না।

উঠিয়া যাইবার নোটিস অন্যথা করণের কথা।

১১৩ ধারা। ১১১ ধারার (জ) প্রকরণমতে পাট্টাদাতা নোটিস দিলে পর পাট্টাদাতার যে কার্য্য দ্বারা পাট্টা প্রবল থাকিবার ন্যায় কার্য্য হইবার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় এমত কার্য্য করা গেলে যাঁহাকে নোটিস দেওয়া যায় স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ তাঁহার সম্মতিক্রমে উক্ত নোটিস অন্যথা করা হয়।

উদাহরণ।

(ক) পাট্টাদাতা আনন্দ বলরাম পাট্টাদারকে পাট্টাই সম্পত্তি হইতে উঠিয়া যাইবার নোটিস দেন। নোটিসের মিয়াদ ফুরাইয়া গেল। নোটিসের মিয়াদ ফুরাইবার পর ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যে খাজানা দেয় হয়, বলরাম দিতে চাহেন ও আনন্দ গ্রহণ করেন। উক্ত নোটিস অন্যথা করা হইল।

(খ) পাট্টাদাতা আনন্দ বলরাম পাট্টাদারকে পাট্টাই সম্পত্তি হইতে উঠিয়া যাইবার নোটিস দেন। নোটিসের মিয়াদ ফুরাইয়া যায়, ও সম্পত্তি বলরামের অধিকারে থাকে। আনন্দ বলরাম পাট্টাদারকে উঠিয়া যাইবার দ্বিতীয় নোটিস দেন। ইহাতে প্রথম নোটিস অন্যথা করা হইল।

খাজানা না দিবার দণ্ড হইতে মুক্তির কথা।

১১৪ ধারা। খাজানা না দেওয়া প্রযুক্ত দণ্ডস্বরূপ স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা রহিত করা গেলে ও পাট্টাদাতা পাট্টাদারকে উঠাইয়া দিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে পাট্টাদার বাকী খাজানা ও তাহার উপর সুদ ও মোকদ্দমার সম্পূর্ণ খরচা পাট্টাদাতাকে দেন বা দিতে চাহেন, কিম্বা আদালত যাহা প্রচুর বোধ করেন পনের দিনের মধ্যে সেই টাকা দিবার এমত জামিন দেন, তাহা হইলে আদালত পাট্টাদারকে উঠাইয়া দিবার ডিক্রী না করিয়া ঐ দণ্ড হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; তাহা হইলে ঐ পাট্টা রহিত হইবার যোগ্য না হইবার মত পাট্টাদার ঐ পাট্টাই সম্পত্তি ভোগ করিবেন।

দর পাট্টাসম্বন্ধে পাট্টা ত্যাগ কি দণ্ডের ফলের কথা।

১১৫ ধারা। স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ কোন স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা ত্যাগ করিলে, পাট্টাদার খাজানার পরিমাণ ছাড়া প্রায়ই মূল পাট্টার নিয়ম ও শর্ত্ত অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির কি তদংশের পূর্ব্বে যে দর পাট্টা দিয়া থাকেন তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না; কিন্তু নূতন পাট্টা লইবার অভিপ্রায়ে পাট্টা ত্যাগ করা না গেলে, দর পাট্টাদার যে খাজানা দিতে ও যে নিয়ম পালন করিতে আবদ্ধ পাট্টাদাতা সেই খাজানা লইতে ও সেই নিয়ম পালন করাইতে পারিবেন।

উক্ত পাট্টা দণ্ড হইলে, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দর পাট্টা ব্যর্থ হইবে। কিন্তু দর পাট্টাদারদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া পাট্টাদাতা ঐরূপ দণ্ডের যোগাড় করিয়া থাকিলে কিম্বা ১১৪ ধারাতে উক্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিকার দেওয়া গেলে এই নিয়ম খাটিবে না।

পাট্টার অধিক কাল থাকিবার ফলের কথা।

১১৬ ধারা। কোন সম্পত্তির পাট্টাদার কি দর পাট্টাদার পাট্টাদারকে যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টার মিয়াদ ফুরাইলে পর ও ঐ সম্পত্তির অধিকার করিতে থাকিলে, ও পাট্টাদাতা কিম্বা তাঁহার বৈধ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ঐ পাট্টাদারের বা দর পাট্টাদারের নিকট খাজানা গ্রহণ করিয়া থাকিলে, কিম্বা অন্য প্রকারের তাঁহার অধিকার থাকিবার বিষয়ে সম্মতি জানাইলে, ও প্রকারান্তরের নিয়ম না থাকিলে, যে কার্য্যের নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির পাট্টা দেওয়া গেল তদ্বিবেচনায় ১০৬ ধারার বিধানমতে ঐ পাট্টা বৎসর২ কিম্বা মাসে২ ধরিয়া চলিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে পাঁচ বৎসর মিয়াদে ঘর ভাড়া দেন বলরাম মাসে ১০০ টাকা ভাড়া লইয়া চন্দ্রকে ঐ ঘর ভাড়া দেন। পাঁচ বৎসর গত হইলেও চন্দ্র ঘরে থাকিয়া আনন্দকে ভাড়া দিতে থাকেন। চন্দ্রের পাট্টা মাসে২ যেন নূতন চলিতেছে।

(খ) আনন্দ চন্দ্রের যাবজ্জীবন বলরামকে কোন মৌজা ইজারা দেন। চন্দ্র মরিলেও বলরাম আনন্দের সম্মতি ক্রমে ঐ মৌজা ভোগ করিতে থাকেন। বলরামের পাট্টা বৎসর২ নূতন দিতেছে।

কৃষিকার্য্যের পাট্টা মুক্ত থাকিবার কথা।

১১৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাবিষ্টিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই অধ্যায়ের সমুদয় বা কোন বিধান স্থানীয় কোন আইন চলিত থাকিলে তাহার বিধানের সহিত বা তদধীনে যতদূর বর্ত্তমান গেল বলিয়া প্রকাশ করেন, তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে কৃষিকার্য্যার পাট্টার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান বর্ত্তিবে না।

উক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণের তারিখ অবধি ছয় মাস গত না হইলে ঐ জ্ঞাপনপত্র ফলবৎ হইবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিনিময় বিষয়ক বিধি।

বিনিময় শব্দের অর্থের কথা।

১১৮ ধারা। দুইপক্ষ পরস্পর এক দ্রব্যের স্বামিত্বের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্যের স্বামিত্ব হস্তান্তর করিলে দিলে ও তন্মধ্যে কোন দ্রব্য মুদ্রা না হইলে কিম্বা উভয়ই কেবল মুদ্রা হইলে, ঐ ব্যাপারকে বিনিময় বলে।

বিনিময় কার্য্য সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে হইলে, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ক্রমে হস্তান্তর করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কেবল সেই প্রণালী মতে হস্তান্তর করিতে হইবে।

১১৯ ধারা। এক পক্ষ বিনিময়ে যাহা পাইলেন অন্য পক্ষের স্বত্বের দোষ থাকা প্রযুক্ত সেই দ্রব্য বা তাহার কিয়দংশ হইতে বঞ্চিত হইলে যদি ভাবান্তরের চুক্তি না থাকে তিনি নিজ ইচ্ছামতে হানিপূরণ পাইতে কিম্বা আপনি যে দ্রব্য দিলেন তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

বিনিময়ে যে দ্রব্য দেওয়া গেল তাহা গ্রহীতার স্থানে হরণ করা গেলে তাহার স্বত্বের কথা।

১২০ ধারা। এই অধ্যায়ে যে স্থলের অন্যরূপ বিধান হইল সেই স্থল ভিন্ন, যে ব্যক্তি যাহা দেন তৎসম্পর্কে তাঁহার বিক্রেতার তুল্য স্বত্ব ও দায় থাকে, ও যিনি যাহা লন তৎসম্পর্কে তাঁহার ক্রেতার তুল্য স্বত্ব ও দায় থাকে।

উভয় পক্ষের স্বত্বের ও দায়ের কথা।

১২১ ধারা। মুদ্রার বিনিময় হইলে যে ব্যক্তি যে মুদ্রা দেন, দেওয়াতেই তিনি সেই মুদ্রার নির্দ্দোষিতার প্রতিভূ হন।

মুদ্রাবিনিময়ের কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

দানবিষয়ক বিধি।

১২২ ধারা। ইচ্ছাপূর্ব্বক ও বিনা মূল্যে দাতা নামে অভিহিত এক ব্যক্তি গ্রহীতা নামে অভিহিত অন্য এক ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট কোন বর্ত্তমান অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিলে, এবং গ্রহীতাকর্ত্তৃক বা তাঁহার পক্ষে তাহা গ্রহণ করা গেলে, ঐ হস্তান্তর ব্যাপারকে "দান" বলা যায়।

"দান" শব্দের অর্থ।

দাতার জীবৎকালে ও তিনি দানকরণক্ষম থাকিতে২ উক্তরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রহণ যে সময়ে করিতে হইবে তাহার কথা।

গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে গ্রহীতার মৃত্যু হইলে, দান ব্যর্থ হয়।

১২৩ ধারা। স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে হইলে রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে হস্তান্তর কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। ঐ পত্র দাতা কর্ত্তৃক বা তাঁহার পক্ষে স্বাক্ষরিত হইবে, এবং তাহাতে অন্যূন দুইজন সাক্ষির স্বাক্ষর থাকিবে।

হস্তান্তর কার্য্য যেরূপে সম্পাদন করিতে হইবে তাহার কথা।

অস্থাবর সম্পত্তি দান করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপে রেজিষ্টরী করা স্বাক্ষরিত নিদর্শনপত্রক্রমে কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া হস্তান্তর কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারিবে।

বিক্রীত মাল যেরূপে সমর্পণ করা যায় সেইরূপে উক্তরূপ সমর্পণ করা যাইতে পারিবে।

১২৪ ধারা। বর্ত্তমান ও ভাবী উভয় সম্পত্তি দান করা গেলে, শেষোক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে দান ব্যর্থ হইবে।

বর্ত্তমান ও ভাবী সম্পত্তির দানের কথা।

১২৫ ধারা। কোন দ্রব্য দুই কিম্বা তদধিক গ্রহীতাকে দান করা গেলে ও তন্মধ্যে একজন দান গ্রহণ না করিলে, তিনি গ্রহণ করিলে যে স্বার্থ পাইতেন সেই স্বার্থ সম্বন্ধে দান ব্যর্থ হইবে।

অনেক জনকে দান করা গেলে ও তন্মধ্যে একজন গ্রহণ না করিলে, তদ্বিষয়ক কথা।

১২৬ ধারা। যাহা দাতার ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনা ঘটিলে দান স্থগিত রাখিতে বা রহিত করিতে হইবে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে এরূপ নিয়ম করিতে পারেন; কিন্তু দাতার ইচ্ছা হইলেই দান সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ রহিত করা যাইতে পারিবে উভয় পক্ষ এরূপ নিয়ম করিলে, ঐ দান সম্পূর্ণরূপে বা, স্থলবিশেষে, অংশতঃ ব্যর্থ হইবে।

যে স্থলে দান স্থগিত রাখা বা রহিত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

মূল্যের অভাব বা তাহা দিবার ক্রটির স্থলভিন্ন যে স্থলে চুক্তি হইলে তাহা অন্যথা করা যাইতে পারিত সেই স্থলে দানও রহিত করা যাইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্তরূপে না হইলে, দান রহিত করা যাইতে পারিবে না।

নোটিস না পাইয়া মূল্য দিয়া যাঁহারা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হন এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহাদের স্বত্বের যে কোন বিঘ্ন হইবে, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে একটি ক্ষেত্র দিয়া বলরামের সম্মতিক্রমে আপনার এই স্বত্ব রক্ষা করেন যে আনন্দের পূর্ব্বে বলরাম ও তাঁহার সন্তান সন্ততি মরিলে আনন্দ ঐ ক্ষেত্র পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন। কোন সন্তান সন্ততি না রাখিয়া আনন্দের জীবৎকালে বলরামের মৃত্যু হইল। আনন্দ ঐ ক্ষেত্র পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ বলরামকে এক লক্ষ টাকা দিয়া বলরামের সম্মতিক্রমে আপনার এই স্বত্ব রক্ষা করেন যে তিনি ইচ্ছামতে ঐ এক লক্ষ টাকা হইতে ১০,০০০ টাকা পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন। ৯০,০০০ টাকা সম্বন্ধে দান সিদ্ধ থাকিবে কিন্তু ১০,০০০ টাকা সম্বন্ধে দান ব্যর্থ হইবে, ও শেষোক্ত টাকা আনন্দেরই থাকিবে।

১২৭ ধারা। যদি একই হস্তান্তরক্রমে একই ব্যক্তিকে কএকটি দ্রব্য দান করা যায় এবং তন্মধ্যে একটি কর্ত্তব্যভারযুক্ত থাকে ও অন্য গুলি তদ্রূপ না হয়, তবে ঐ দান সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিলে গ্রহীতা ঐ দানক্রমে কিছুই পাইতে পারেন না।

ভারযুক্ত দানের কথা।

যদি দুই বা তদধিক ভিন্ন২ স্বতন্ত্র হস্তান্তরক্রমে একই ব্যক্তিকে কএকটি দ্রব্য দান করা যায়, তবে তন্মধ্যে একটি উপকারজনক ও অন্যগুলি ভারযুক্ত হইলেও ঐ ব্যক্তি প্রথমটি গ্রাহ্য ও অন্য গুলি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

যে গ্রহীতা চুক্তি করিতে অক্ষম, তিনি কর্ত্তব্যভারযুক্ত কোন সম্পত্তি গ্রহণ করিলে, ঐ গ্রহণ দ্বারা বদ্ধ হইবেন না। কিন্তু চুক্তি করিতে সক্ষম হইলে ও কর্ত্তব্য জ্ঞাত হইলে পর, তিনি যদি দত্ত সম্পত্তি রাখেন, তবে তিনি উক্তরূপে বদ্ধ হন।

অযোগ্য ব্যক্তিকে ভারযুক্ত দান করিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) চিত্রপুরের শ্রীবৃদ্ধিশীল জাইন্টষ্টাক কোম্পানিতে ও জগৎপুরের সঙ্কটাপন্ন জাইন্টষ্টাক কোম্পানিতে আনন্দের শ্যার আছে। জগৎপুরের শ্যার সম্বন্ধে শীঘ্র ভারি২ কিস্তি চাহিবার সম্ভাবনা আছে। দুই জাইন্টষ্টাক কোম্পানিতে আনন্দের যত শ্যার আছে তিনি তাহা বলরামকে দান করিলেন। বলরাম জগৎপুরের শ্যার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। সে চিত্রপুরের শ্যার পাইতে পারে না।

(খ) আনন্দ কএক বৎসরের মিয়াদী পাট্টাক্রমে একটি বাটী ভড়া লইয়া যে ভাড়া দিতে স্বীকার করেন তাহা তিনি ও তাঁহার প্রতিনিধিরা ঐ মিয়াদকালের নিমিত্ত দিতে বদ্ধ নিমু ঐ বাটীতে প্রজা রাখিলে তত ভাড়া পাওয়া যায় না। আনন্দ বলরামকে ঐ পাট্টা ও তিদ ও স্বতন্ত্ররূপে কিয়ৎপরিমাণ টাকা দেন। বলরাম পাট্টা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। অস্বীকার করাতে তাঁহার টাকা পাইবার অধিকার নষ্ট হইবে না।

সমস্ত সম্পত্তির গ্রহীতার কথা।

১২৮ ধারা। দাতার সমস্ত সম্পত্তি দান করা গেলে যে পরিমাণের সম্পত্তি থাকে সেই পরিমাণ পর্য্যন্ত, ১২৭ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, দাতার দানকালীন সমুদয় ঋণের জন্য গ্রহীতা স্বয়ং দায়ী হইবেন।

মৃত্যুহেতুক দান ও মুসলমান ব্যবস্থা সংরক্ষণের কথা।

১২৯ ধারা। মৃত্যুর কল্পনা করিয়া যে অস্থাবর সম্পত্তি দান করা যায়, এই অধ্যায়ের কোন কথা তৎসম্বন্ধে খাটিবে না, এবং মুসলমানদের ব্যবস্থাক্রমে কিম্বা ১২৩ ধারার বিধান স্থলভিন্ন হিন্দু বা বৌদ্ধদিগের ব্যবস্থাক্রমে যে কোন বিধি থাকে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

অষ্টম অধ্যায়।

মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমা যোগ্য দাওয়ার কথা।

১৩০ ধারা। দেওয়ানী আদালতে কোন দাওয়া উপকার পাইবার হেতু বলিয়া গন্য হইলে, উহা প্রবল করিবার নিমিত্ত বাস্তবিক মোকদ্দমা উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক কিম্বা আবশ্যক হওয়া সম্ভব হউক বা না হউক ঐ দাওয়াকে মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া বলে।

ঋণ হস্তান্তর করিবার কথা।

১৩১ ধারা। খাতক, কিম্বা সম্পত্তি যাঁহার প্রতি বর্ত্তে তিনি কোন ঋণ কি অস্থাবর সম্পত্তিগত কোন লভাজনক স্বার্থ হস্তান্তর করিবার একপক্ষ না হইলে কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ হস্তান্তরের কথা অবগত না থাকিলে তাঁহাকে স্পষ্ট নোটিস না দেওয়া গেলে, তাঁহার বিপক্ষে ঐ হস্তান্তর করণ প্রবল হইবে না; এবং ঐ খাতক কি উক্ত অন্য ব্যক্তি ঐ হস্তান্তর করণ কার্য্যের একপক্ষ না হইয়া কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ হস্তান্তরের কথা অবগত না হইয়া ও তদ্বিষয়ের স্পষ্ট নোটিস না পাইয়া আপনার ঋণ লইয়া কি সম্পত্তি লইয়া যে কার্য্য করেন, তাহা ঐ হস্তান্তর করণের বিপক্ষে সিদ্ধ হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের টাকা ধারেন, বলরাম চন্দ্রের প্রতি ঐ ঋণ হস্তান্তর করেন। পরে বলরাম আনন্দের স্থানে ঐ টাকা দাওয়া করিলে, আনন্দ ঐ ঋণ অন্যের প্রতি হস্তান্তরিত হইবার নোটিস না পাইয়া বলরামকে টাকা দেন। ঐ কার্য্য সিদ্ধ ও চন্দ্র ঐ ঋণ আদায়ের জন্য আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারিবেন না।

নোটিস লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

১৩২ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক নোটিস লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও তাহাতে যে ব্যক্তি ঐ হস্তান্তর করেন তাঁহার, কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে তাঁহার নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে।

খাতকের সেই হস্তান্তর কার্য্য সফল করিতে হইবার কথা।

১৩৩ ধারা। খাতক, কিম্বা যে ব্যক্তির প্রতি সম্পত্তি বর্ত্তে তিনি তদ্রূপ নোটিস পাইলে ঐ হস্তান্তর কার্য্য সফল করিবেন। কিন্তু যদি খাতক ভিন্নাধিকার দেশে বাস করেন কিম্বা সম্পত্তি ভিন্ন দেশের অন্তর্গত থাকে, ও যাঁহার অনুকূলে সেই হস্তান্তরকার্য্য করা যায় ঐ দেশের আইন অনুসারে যদি তাঁহার স্বত্ব সম্পূর্ণ না হয়, তবে সফল করিবেন না।

খাতকের ঋণ শোধন ক্ষমতার গারান্টীর কথা।

১৩৪ ধারা। যে স্থলে ঋণের হস্তান্তর কর্ত্তা খাতকের ঋণশোধন ক্ষমতা গরান্টী করেন, ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে সেই স্থলে খাতকের হস্তান্তর কালীন ঋণ শোধন ক্ষমতা সম্বন্ধেই এবং পণ উপলক্ষে হস্তান্তর করা গেলে ঐ পণের পরিমাণ বা মূল্য পর্য্যন্ত ঐ গরান্টী খাটে।

যাঁহার বিরুদ্ধ দাওয়া বিক্রীত হয় তাঁহার মুক্ত হইবার কথা।

১৩৫ ধারা। মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া বিক্রীত হইলে ক্রেতাকে মূল্য ও বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক খরচ ও ক্রেতা যে তারিখে মূল্য দেন সেই তারিখ অবধি ঐ মূল্যের সুদ দিলে, যাহার বিরুদ্ধে ঐ দাওয়া থাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।

(ক) বিক্রীত দাওয়া সহ-উত্তরাধিকারির বা সহস্বামির নিকট বিক্রয় করা গেলে,

(খ) মহাজনের যাহা পাওনা থাকে তাহা শোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট বিক্রয় করা গেলে,

(গ) উক্ত মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়ার নিয়মাধীন কোন সম্পত্তির অধিকারির নিকট বিক্রয় করা গেলে,

(ঘ) দাওয়া সপ্রমাণ করিয়া কোন উপযুক্ত আদালত রায় দিলে, কিম্বা দাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া তাহা রায়ের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিলে,

এই ধারার পূর্ব্বাংশের কোন কথা খাটিবে না।

বিচারালয় সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের অক্ষমতার কথা।

১৩৬ ধারা। কোন বিচারপতি, উকীল, মোক্তার, কেরাণী, বেলিফ বা বিচারালয় সংক্রান্ত অন্য কোন কর্ম্মচারী যে আদালতে কর্ম্ম করেন সেই আদালতের বিচারাধিপত্যাধীন কোন মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া ক্রয় করিতে পারিবেন না।

১৩৭ ধারা। ঋণ কি দায় যে ব্যক্তির প্রতি হস্তান্তর করা যায়, হস্তান্তরকারির প্রতি হস্তান্তর করণের তারিখে যে সকল দায় বর্ত্তিত তিনি সেই সকল দায় স্বীকার করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন।

ঋণ হস্তান্তর করিলে গ্রহীতার দায়ের কথা।

উদাহরণ।

ঘোষ প্রকাশ্য কোম্পানিকে প্রতারণা করিয়া আমন্দের নামে ডিবেঞ্চুর (অর্থাৎ ঋণ দান পত্র) দেওয়া যায়। আমন্দ বলরামের নিকট ঐ ঋণদানপত্র বিক্রয় করিয়া তাঁহার প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেন, কিন্তু বলরাম ঐ প্রতারণার কথা জানিতেন না। বলরামের হস্তে ঐ ঋণ দানপত্র অসিদ্ধ।

১৩৮ ধারা। বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ ঋণের প্রতিভূ স্বরূপে যে ঋণ হস্তান্তরিত করা যায়, ঋণ হস্তান্তরকারী কি গ্রহীতা আদায় করিলে, তাহা প্রথমতঃ উক্ত আদায়ের খরচা দিতে ও দ্বিতীয়তঃ যে টাকার প্রতিভূ স্বরূপ হস্তান্তর কার্য্য করা হইয়াছে তাহা শোধ দিতে প্রয়োগ করিতে হইবে, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হস্তান্তরকারির হইবে।

বন্দকী ঋণের কথা।

১৩৯ ধারা। ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তে না।

ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বর্জ্জিত হইবার কথা।

তফসীল।

(ক) রাজব্যবস্থা।

সাল ও অধ্যায়।	বিষয়।	যত দুর রহিত হইল।
অষ্টম হেনরির ২৭ বৎসরের আইনের ১০ অধ্যায় ...	ব্যবহার বিষয়ক	সমুদয়।
এলিজাবেথের ১৩ বৎসরের আইনের ৫ অধ্যায় ...	প্রবঞ্চনা জনক হস্তান্তর পত্র বিষয়ক	সমুদয়।
এলিজাবেথের ২৭ বৎসরের আইনের ৪ অধ্যায় ...	ঐ	সমুদয়।
উইলিয়ম ও মেরির ৪ বৎসরের আইনের ১৬ অধ্যায়।	প্রচ্ছন্ন বন্ধক বিষয়ক।	সমুদয়।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যত দুর রহিত হইল।
১৮৪২ সালের ৯ আ.	বন্ধন ও মুক্তি পত্র বিষয়ক	সমুদয়।
১৮৫৪ সা. ৩১ আ.	ভূমি হস্তান্তর করণের নিয়ম বিষয়ক	১৭ ধারা।
১৮৫৫ সা. ১১ আ	ওয়াসিলাত ও উন্নতি বিষয়ক	১ ধারা, ও আখ্যায় ও হেতুবাদের এইং কথা "ওয়াসিলাতের বিষয়ের "ও" ওয়াসিলাতের দায়ের রসীমা নিরূপণ করা,,।
১৮৬৬ সা. ২৭ আ	ভারতবর্ষীয় ন্যাসধারি বিষয়ক ..	৩১ ধারা।
১৮৭২ সা. ৪ আ.	পঞ্জাবের আইন বিষয়ক।	বঙ্গদেশীয় ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের সহিত যত দুর সম্পর্ক থাকে তত দুর।
১৮৭৫ সা. ২০ আ	মধ্যপ্রদেশের আইন বিষয়ক।	বঙ্গদেশীয় ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের সহিত যতদুর সম্পর্ক থাকে ততদুর।
১৮৭৬ সা, ১৮ আ.	অযোধ্যাদেশের আইন বিষয়ক।	১৮০৬ সালের বঙ্গদেশীয় ১৭ আইনের সহিত যতদুর সম্পর্ক থাকে ততদুর।
১৮৭৭ সা, ১ আ	বিশেষ উপকার বিষয়ক। ...	৩৫ ও ৩৬ ধারার " লিখিয়া " এই শব্দ।

(গ) আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যত দুর রহিত হইল।
বঙ্গদেশীয় ১৭৯৮ সা। ১ আ.	কটকবালা বিষয়ক	সমুদয় আইন।
বঙ্গদেশীয় ১৮০৬ সা. ১৭ আ.	উদ্ধারকরণ বিষয়ক	সমুদয় আইন।
বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সা. ৫ আ.	ঋণস্বীকার ও সুদ ও ভোগাধিকার প্রাপ্ত বন্ধক গ্রহীতা বিষয়ক।	১৫ ধারা।

আর, জে, ক্রস্থোয়েট,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. & B. L.
Bengali Translator.

B 714—6-6-82—740

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১৯ ডিসেম্বর।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালের ২ নবেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮২ সালের ১৩ নম্বর।

কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধনার্থ টাকা ঋণ দিবার সম্বন্ধীয় আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধনার্থ গবর্ণমেণ্ট ঋণস্বরূপ যে টাকা দেন তৎসম্বন্ধীয় আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা এবং কোন২ স্থলে ব্যক্তি বিশেষে তদ্রূপ যে ঋণ দেন তাহার আদায় সুগম করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। (১) এই আইন কৃষিকার্য্যসংক্রান্ত ঋণবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি। আরম্ভ।

(২) এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপিবে কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ পর্য্যন্ত ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানে প্রচলিত হইবে না।

১৮৭১ সালের ২৬ আইন ও ১৮৭৬ সালের ২১ আইন রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে অগ্রিম টাকা দেওয়া যায় তাহার আদায়ের সহিত এবং ঐ অগ্রিম টাকা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে খরচা পড়ে তাহার সহিত যত দূর সম্পর্ক থাকে তদ্ব্যতীত ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন এবং (ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন সংশোধনার্থ) ১৮৭৬ সালের ২১ আইন রহিত করা গেল।

"কালেক্টর" শব্দের অর্থ।

৩ ধারা। এই আইনে "কালেক্টর" শব্দে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা ডেপুটী কমিশানর সাহেবকে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কর্ম্মকারককে নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে এই আইনমত কালেক্টরের কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা দেন সেই কর্ম্মকারককে বুঝাইবে।

যে২ কার্য্যের নিমিত্ত এই আইনমতে ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহার কথা।

৪ ধারা। (১) ৬ ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায় তাহার নিয়মাধীনে কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অথবা কালেক্টরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের স্থানে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্ত উৎকর্ষসাধনের অধিকার কোন ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্য কোন ব্যক্তিকে এই আইনমতে ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

(২) উৎকর্ষ সাধন শব্দে এইং বিষয় বুঝিতে হইবে,—

(ক) কৃষিকার্য্যের উপলক্ষে কিম্বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত লোকদের ও গবাদির ব্যবহারার্থে কূপ ও পুষ্করণী খনন ও জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার বা যোগাইবার বা বিতরণ করিবার নিমিত্ত অন্যান্য বিষয় নির্ম্মাণ;

(খ) জল সেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত ভূমির কিম্বা কৃষিকার্য্যোপযোগী পতিত ভূমির জল নিষ্কাশন বা নদ্যাদি হইতে উদ্ধার করণ কিম্বা বন্যা বা জলজনিত ক্ষয় বা অন্যরূপ হানি হইতে রক্ষা করণ;

(ঘ) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ভূমি উদ্ধার, পরিষ্কার বা পরিবেষ্টন করণ কিম্বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষ সাধন; এবং

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া বা পুনর্ব্বার করণ, কিম্বা তাহার পরিবর্ত্তন বা বৃদ্ধি করণ;

৫ ধারা। (১) পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে, এই আইনমতে যে সকল ঋণ দেওয়া যায় তাহার উপর যে সকল (যদি কোন) সুদ ধরা যায়, এবং তাহা দিতে যে সকল (যদি কোন) খরচা পড়ে, সেই সকল ঋণ, সুদ ও খরচা পাওনা হইলে, নিম্নলিখিত সকল বা কোন প্রকারে কালেক্টর ঋণদাতার সপক্ষে তাহা আদায় করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

ঋণ আদায়ের কথা।

(ক) ঋণ গ্রহীতার দেয় ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় ঋণগ্রহীতার স্থানে;

(খ) ঋণ গ্রহীতার কোন জামিন থাকিলে তাঁহার দেয় ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় সেই জামিনের স্থানে;

(গ) যে ভূমির উপকারার্থে ঋণ দেওয়া যায়, সেই ভূমি সম্বন্ধে দেয় ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় সেই ভূমি হইতে,

(ঘ) আনুষঙ্গিক প্রাতিভাব্য থাকিলে যে ভূমির রাজস্ব পাওনা হয় তদ্ভিন্ন অন্য স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দ্বারা ভূমির রাজস্ব আদায় করিবার প্রণালীমতে উক্ত প্রাতিভাব্যের অন্তর্গত সম্পত্তি হইতে।

কিন্তু ঋণগ্রহীতার স্বার্থভিন্ন ও সেই স্বার্থের বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা তদুপরি দাওয়াবিশিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থভিন্ন এবং ৪ ধারামতে অন্য কোন ব্যক্তির অনুমতিক্রমে ঋণ দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তির স্বার্থভিন্ন ও সেই স্বার্থের বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা তদুপরি দাওয়াবিশিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থভিন্ন ভূমিগত যে স্বার্থ ঋণ দিবার বা অনুমতি করিবার আজ্ঞার তারিখের পূর্ব্বে ছিল, (গ) দফামত কোন ভূমিসম্পর্কীয় কার্য্যানুষ্ঠানক্রমে সেই স্বার্থের কোন বিঘ্ন হইবে না।

(২) উক্তরূপ কোন ঋণ সুদ বা খরচার বাবদ দেয় কোন টাকা কোন জামিন বা কোন আনুষঙ্গিক প্রাতিভাব্যের অন্তর্গত সম্পত্তির স্বামী কালেক্টরকে দিলে, অথবা কালেক্টর (১) প্রকরণমতে কোন জামিনের স্থানে বা উক্তরূপ কোন সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইলে, কালেক্টর উক্ত জামিনের বা স্থলবিশেষে ঐ সম্পত্তির স্বামির প্রার্থনামতে তাঁহার সপক্ষে (১) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঋণগ্রহীতার স্থানে কিম্বা যে ভূমির উপকারার্থে ঋণ দেওয়া যায় সেই ভূমি হইতে ঐ টাকা আদায় করিবেন।

(৩) যে কালেক্টর এই ধারামতে কার্য্য করেন, তিনি যে ক্রমে এই ধারার অনুমোদিত নানা প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিবেন, তাহা নিরূপণ করা তাঁহার বিবেচনাধীন থাকিবে।

(৪) এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে ঋণদাতা যে কোন প্রতিকার পাইবার অধিকারী হইতেন, এই আইনের কোন কথাক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

(৫) যে ভূমির উপকারার্থ ঋণ দেওয়া যায় কোন ভূমি সেই ভূমির অন্তর্গত কি না এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের যে কর্ম্মচারী ঋণ দেন বা দিবার অনুমতি করেন, তাঁহার আজ্ঞায় যে নির্দ্দেশ থাকে তাহাই সিদ্ধান্ত হইবে।

৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়েং স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান করণার্থ এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।—

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ঋণ দেওয়া গেলে,—

(ক) যে প্রকারে ঋণের প্রার্থনা করিতে হইবে তাহার; এবং

(খ) যে কার্য্যকারকেরা ঋণ দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ের;

এই আইনমত সমুদয় ঋণ সম্বন্ধে,

(গ) ঋণের প্রার্থনা সম্পর্কে যে প্রকারে অনুসন্ধান লইতে হইবে, এবং অনুসন্ধানকারী কার্য্যকারকেরা যেং ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন, তাহার;

(ঘ) যে প্রকারের প্রাতিভাব্য লইতে হইবে, যে হারে সুদ লইয়া যেং নিয়মাধীনে ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে ও যে প্রণালীমতে যে সময়ে ঋণ দেওয়া যাইবে, তাহার;

(ঙ) যে কার্য্যের জন্য ঋণ দেওয়া যায় সেই কার্য্য পরিদর্শন করিবার;

(চ) যেং কিস্তিক্রমে যেরূপে ঋণের টাকা ও তাহার সুদ ও তাহা দিতে যে খরচা পড়ে সেই খরচা শোধ দেওয়া যাইবে, ইহার;

(ছ) ঋণের টাকা খরচ করণের ও তৎসম্বন্ধে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার হিসাব যে প্রকারে রাখিতে ও আডিট করিতে হইবে, ইহার;

(জ) এই আইনের কার্য্যচালন সম্বন্ধীয় অন্যান্য সকল বিষয়ের।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

১৮৭৬ সালের ২১ আইনের দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের ২৬ আইনক্রমে ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থে অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইতে পারে। যেং উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট অগ্রিম টাকা দিতে পারেন তাহা নিরূপণ করা, যে ভূমির উৎকর্ষসাধন হইল তাহার উপর একটি প্রথমস্থলীয় দায়ের প্রাতিভাব্যের বিধান করা, এবং যেং নিয়মে অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইবে তাহা নির্দ্দেশ করা উক্ত আইনের অভিপ্রায় ছিল।

যখন ঐ আইন বিধিবদ্ধ হয় গবর্ণমেন্ট আশা করিয়াছিলেন যে উক্ত আইন অনুসারে বহুল পরিমাণে কার্য্য হইবে ও দেশের অনেক উপকার হইবে।

২। এই আশা সফল হয় নাই। দুর্ভিক্ষ কমিশ্যনরেরা আপনাদের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪ অধ্যায়ের ৩ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন,

“এই আইনের কার্য্যচলনবিষয়ে আমরা যে প্রমাণ লইযাছি তাহাতে নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে ইহাতে উৎকর্ষসাধনের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় সফল হয় নাই, এবং এই আইনের বিধান অনুসারে কার্য্য করিতে সাধারণতঃ অত্যন্ত অনিচ্ছা আছে। অগ্রিম টাকা বলিযা এই আইনমতে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্ত অল্প, এবং বৈষয়িক উৎকর্ষসাধনার্থ দেশে যে মূল ধনের প্রয়োজন আছে তৎসঙ্গে তাহার কোন তুলনাই হয় না।”

৩। দুর্ভিক্ষ কমিশ্যনরদের পরামর্শানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট উক্ত আইনের কার্য্যচলন সম্বন্ধে ও তাহা বিফল হইবার কারণ সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্টদের মত চাহেন।

৪। যে সকল উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত মত এই যে আইন ও তদধীন বিধি উভয়ই সরল করা আবশ্যক।

৫। এনিমিত্ত বর্ত্তমান আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করিবার নিমিত্ত একটি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা যাইবে, স্থির হইয়াছে। ১৮৭১ সালের ২৬ আইনের ৬ অবধি ১৩ পর্য্যন্ত ধারার কিয়ৎপরিমাণ জটিল বিধা- নের পরিবর্ত্তে পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ অপেক্ষাকৃত সহজ বিধি অবলম্বন করিবার প্রস্তাব হইতেছে যে, প্রচলিত আইনক্রমে যে কোন ব্যক্তি আপনার ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে যত্নবান, তাঁহাকে অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইবে। অপর বিষয়ে, আইনের মধ্যে যাহার বিধান করা নিতান্ত আবশ্যক নহে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টেরা যে বিধি প্রণয়ন করিবেন তজ্জন্য রাখিয়া দেওয়া গেল। এই প্রকার ব্যবস্থাপন সম্বন্ধে কখনং যে আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহা এস্থলে খাটে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ বিধিক্রমে যে স্বার্থের ব্যতিক্রমে হইতে পারে তাহা গবর্ণমেন্টের স্বার্থ, এবং সেই স্বার্থ রক্ষণার্থ যথোচিত যত্ন করা হইবে এরূপ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

৬। ভারতবর্ষের ভিন্নং অংশের স্থানীয় অবস্থা ও বিশেষ লক্ষণ এত বিভিন্নরূপ যে, কেবল স্থানীয় গবর্ণমেন্ট- দের উপর অনেকপরিমাণ বিবেচনাভার রাখিয়াই এইপ্রকার কোন আইনের কার্য্যচলনের উপযোগী বিধি প্রণয়ন করা যাইতে পারে।

৭। এই ব্যবস্থা সফল হইবার পথে যে বাধা আছে বলিয়া কথিত হয়, এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে তাহার নিবারণার্থ যাহা কিছু করা যাইতে পারে ব্যবস্থাপকগণের তাহা করা হইবে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে যে, ভূমির স্বামিরা এই প্রকারের অগ্রিম টাকা লইবার নিমিত্ত অধিক পরিমাণে গবর্ণমেন্টের নিকট যাইবে না। প্রত্যেক প্রার্থকের চরিত্র ও সঙ্গতি সম্বন্ধে জিলার কর্ত্তৃপক্ষদের ভালরূপ জ্ঞান থাকা অসম্ভব; এই নিমিত্ত সরকারী খাজানাখানা হইতে টাকা দিবার পূর্ব্বে কিয়ৎপরিমাণ বাঁধাবাঁধি ও অনুসন্ধান, এবং তন্নি- বন্ধন বিলম্ব ও কষ্ট অবশ্যই হইবে।

৮। সম্ভবতঃ এরূপ ব্যক্তি বিশেষের কোম্পানি স্থাপিত হইতে পারে, যাহাদের কর্ম্মকারকেরা প্রার্থকদিগকে অধিকতর সুবিধা দেখাইতে পারে। এই নিমিত্ত এই সুযোগে এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের উৎসাহদানের বিধান করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

৯। এই কারণে ভালরূপ কোম্পানি বা সমিতি দিগকে ভূমির উৎকর্ষসাধনার্থে অগ্রিম টাকা দিবার ক্ষমতা দিতে গবর্ণমেন্টকে সক্ষম করিবার নিমিত্ত পাণ্ডুলিপিতে বিধান বিন্যস্ত করা হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থে যেং বিধি ও নিয়ম নির্দ্দেশ করেন, ঐরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোম্পানি বা সমিতি তদনুসারে আপন কর্ম্ম চালাইতে বাধ্য হইবেন, এবং ঐ সকল বিধি ও নিয়ম অনুসারে যে অগ্রিম টাকা দেওয়া যায় তাহা এই আইনমত অগ্রিম টাকা বলিয়া গণ্য হইবে, এবং গবর্ণমেন্টের খাজানাখানা হইতে প্রদত্ত ঋণের ন্যায় তাহার প্রতিভূ লওয়া যাইবে ও তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

সি, এচ, টি, ক্রস্থোয়েট,

১৮৮২ সাল ২৮ অক্টোবর।

ডি, ফিট্জপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৯ ডিসেম্বর।]

কৃষিকার্য্যসংক্রান্ত ঋণ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি।

১৮৮২ সালের ২৬ অক্টোবরের মন্ত্রিসভার অধিবেশনে মান্যবর শ্রীযুত স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলী সাহেবের বক্তৃতা।

মান্যবর শ্রীযুত স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলী সাহেব বলিলেন।—

"এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুত ক্রষ্টোয়েট সাহেব যেং প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার সমর্থনার্থ আমি কএকটি কথা বলিতে চাই; এবং তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়া আশা করি যে মন্ত্রিসভা অদ্য তাঁহাকে এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিতে অনুমতি দিবেন।"

"কিরূপে এই পাণ্ডুলিপির উৎপত্তি হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা উপস্থিত করিবার আর একটি হেতু আছে। তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাহা ঋণের সুদ আদায় সম্বন্ধীয় একটি সামান্য পারিভাষিক ক্রটি। একটি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা আমাদের গোচরে আনেন। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কাগজপত্র পড়িয়া আমার ইহাতেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে যে যাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে তাঁহারা সকলে একমত হইয়া বলিতেছেন যে, পুরাতন আইন যে অভিপ্রায়ে বিধিবদ্ধ হয় সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই, যদিও ঐরূপ সিদ্ধ না হইবার কারণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। সর্ব্ব প্রকারের কারণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি কোনং ভদ্রলোক বাস্তবিক বলিয়াছেন যে কৃষিজীবীদের আপনং ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ঋণের প্রয়োজন নাই; কিন্তু সাধারণমত এরূপ নহে। অধিকন্তর সাধারণরূপে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ বিষয়ে রাজপুরুষদের সহিত লেন দেন করা কৃষকদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাহাকে পদে পদে পিছাইতে হয়, এবং ঋণ পাইতে হইলে তাহার অনেক সময় ব্যয়করিতে ও অসঙ্গত কষ্ট সহিতে হয়। আমি বিবেচনা করি এই কথা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। আর একটি কথা কী বিষয়ে প্রার্থনায় অত্যধিক খরচ; আর একটি কথা সুদের উচ্চ হার; আর একটি কথা যে সময়ের মধ্যে টাকা শোধ করিতে হয় তাহার অল্পতা; অন্যান্য কারণও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে, কিন্তু আইন যেরূপ ছিল তাহাতে এই গুলিই প্রধান। কিন্তু পুরাতন আইন আমরা যেরূপ চলন করিতে চাই, তাহা না হইবার প্রকৃত কারণ আমার বিবেচনায় বিরারের কমিশ্যনর শ্রীযুত জোন্স সাহেবের রিপোর্টে পরিষ্কার ও বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এবং আমি বিবেচনা করি সকলেই স্বীকার করিবেন যে তাঁহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিবাদ হইতে পারে না-যে রায়ত গবর্ণমেণ্টের স্থানে কর্জ্জ করিলে গ্রাম্য মহাজনদের স্থানে ও কর্জ্জ করিতে পারে না। এটি তুমি দুই প্রভুর সেবা করিতে পার না এই পুরাতন কথা বিষয়ে উপদেশ। রায়ত গবর্ণমেণ্টের কাছে আসিয়া ঋণ গ্রহণ করে, কিন্তু ঋণ পাইতে হইলে তাহার ভূমি বন্ধক রাখিতে হইবে। কিয়ৎকাল পরে বোধ কর অন্য কোন নিমিত্ত, সে কর্জ্জ করিতে চায়, যথা বিবাহের নিমিত্ত বা আপনার রাজস্ব দিবার নিমিত্ত, কিম্বা কৃষিকার্য্য ভিন্ন সাংসারিক সহস্র কর্ম্মের যে কোন কর্ম্মে তাহার টাকার প্রয়োজন হয় সেই কর্ম্ম নিমিত্ত। তখন সে গ্রাম্য মহাজনের নিকট যায়। মহাজন তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া বলে;—"পারে না, তুমি গবর্ণমেণ্টের স্থানে কর্জ্জ করিয়াছ; আমি যে হারে সুদ লই তাহা অপেক্ষা কম হারে সুদ লইয়া গবর্ণমেণ্ট আমার ব্যবসায়টি মাটি করিতেছেন; তোমার ভূমির উপর গবর্ণমেণ্টের প্রথম দায় বর্ত্তিয়াছে; এক্ষণে তোমার জন্য যে টাকা চাই তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে যাইতে পার।" ভাল, যখন মনোনীত করিবার কথা উপস্থিত হয়, এবং রায়তের স্থির করিতে হয়, দুই প্রতিযোগীর মধ্যে কাহার স্থানে কর্জ্জ করিবে, তন্মধ্যে একজন কেবল একটি কার্য্যের নিমিত্ত ঋণ দিতে পারে, ও অন্য জন সকল কার্য্যের নিমিত্ত ঋণ দিতে পারে, তখন সে কি করিবে এবিষয়ে অত্যল্প সন্দেহই হয়। যে ব্যক্তি সকল কার্য্যের নিমিত্ত ঋণ দিতে পারে সে তাহারই কাছে লাগিয়া পড়িয়া থাকিবে, এবং অন্য যে ব্যক্তি কেবল এক কার্য্যের জন্য ঋণ দিতে পারে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে। আমি বিবেচনা করি ইহাই বর্ত্তমান আকারে আইনের কোনরূপ বিশেষ বিস্তৃত উপকারিতার মূলচ্ছেদের প্রকৃত কারণ। যে কৃষকেরা ঋণী যদিও এই কথা তাহাদের সম্বন্ধে খাটে, তথাপি যে কৃষকেরা ঋণী নয় তাহাদের সম্বন্ধে একথা খাটে না, স্বীকার করিতে হইবে। কৃষিকার্য্যসম্বন্ধীয় উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ইহাদের ঋণগ্রহণ করা আবশ্যক হইতে পারে, এবং গ্রাম্য মহাজনদের সহিত সদ্ভাব রাখিবার আবশ্যকতার কথা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। কিন্তু দেশের অধিকাংশ কৃষকদের, এমন কি বিশেষ সঙ্গতিপন্ন কৃষকদেরও, কখনং কিয়ৎ কালের নিমিত্ত ঋণের প্রার্থনা করিতে হয়। আমি বিবেচনা করি, ইহা হইতে এই ন্যায়ানুগত অনুমান হইবে "তবে কেন সমুদয় কাজটি ছাড়িয়া দিয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালিত যে কোম্পানি বা ব্যাঙ্ক তোমাদের স্থানে কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত ঋণ দিবার ভার লইতে পারে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের সকল স্থানে সকল সময়ে সামান্য সাংসারিক কার্য্য ও শিল্পকার্য্য প্রভৃতি জন্য রায়তের যে ঋণের প্রয়োজন হয় তাহাও দিতে পারে, সেইরূপ কোম্পানি বা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার প্রণালী প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা কর না।"

"আমার মান্যবর বন্ধু মেজর বেয়ারিং ও ক্রষ্টোয়েট সাহেব প্রভৃতির সাহায্যে এবিষয়ে আমরা বহু পরিমাণে মনোযোগ দিয়াছি; আমরা কার্য্যতঃ সমস্ত বৎসর ইহা লইয়া ব্যস্ত আছি; ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হইয়াছে, এবং কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত একটি প্রণালীও কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে যত আমরা খাটিতেছি, যত তলাইয়া দেখিতেছি, ততই অধিক ও অনতিক্রম্য অন্তরায় দেখিতেছি। উত্তর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া দুইটি প্রধান অন্তরায় দেখা গেল; প্রথমতঃ এই সকল স্থানে রায়ত প্রতিভূ রাখিতে পারে ভূমিতে তাহার এরূপ; হস্তান্তরযোগ্য স্বার্থ নাই, এবং সে কেবল যে স্বার্থ প্রতিভূ রাখিবার প্রস্তাব করিতে পারে, অর্থাৎ তাহার ফসল, তাহাও পূর্ব্বহইতে ভূম্যধিকারির নিকট বন্ধক রহিয়াছে। এই দুই জায়গায় আমাদের আটকাইয়া গেল। আমাদের কাজ একরকম চলিতেছে এমন সময়ে আমরা জানিতে পাইলাম যে বোম্বাইর একজন ভদ্রলোক শ্রীযুত (এক্ষণে স্যার উইলিয়ম) ওয়েডরবর্ণ সাহেব ঐরূপ একটি প্রণালী লইয়া ব্যস্ত আছেন, এবং তাঁহার এই সুবিধা ছিল যে তিনি পুনাস্থ কএকজন ব্যাঙ্করের সহিত পরামর্শ করিতে পারিতেছেন। ঐ ব্যাঙ্করেরা তাঁহাকে এই

প্রকার পরীক্ষা কার্য্যের সূচনায় সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল দৃষ্ট হইল। আমাদের বোধ হইল যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষিকার্য্যসংক্রান্ত ব্যাঙ্ক সমিতির পরীক্ষা প্রথমতঃ যদি করিতে হয়, তবে দেশের নির্ব্বাচিত কোন স্থানে করাই উচিত, ভারতবর্ষের ভিন্ন২ স্থানের ভিন্ন২ অবস্থায় ইহার যে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ঘটিবে তদ্দ্বারা ইহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতে না দেওয়াই উচিত; এবং আমরা দেশের যে স্থানে ইহার পরীক্ষা করিব এই বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে, আমাদের বোধ হইল যে দক্ষিণাপথ সম্বন্ধে যেরূপ অতিসুস্পষ্ট সুবিধা আছে ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে সেরূপ সুবিধা নাই। প্রথমতঃ দক্ষিণাপথের কৃষকের আপন ভূমিতে হস্তান্তর যোগ্য স্বার্থ আছে, এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন ভূম্যধিকারী নাই। স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া সিমলায় আইলেন, এবং আমরা তাঁহার সহিত অনেক পরামর্শ করিলাম। ইহার ফল এই হইল যে এইরূপ কোন প্রণালী দক্ষিণাপথের নির্ব্বাচিত কোন স্থানে চালান সম্ভব কি না এবিষয়ে আমার এক্ষণে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবার প্রস্তাব করিতেছি। ইতিমধ্যে আমি যে ক্ষুদ্র পারিভাষিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি কেবল তদ্বিষয়ে নহে, শ্রীযুত ক্রস্থোয়েট সাহেব যে নানা হেতুনির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতেও, বর্ত্তমান আইন সংশোধন করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। আমরা কার্য্যপ্রণালীর দোষ সংশোধন করিতে চাই; আমরা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যপ্রণালী সরল করিতে চাই, ঋণ পাইবার পূর্ব্বে রায়তের যে সকল কার্য্যের ও বিবিধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহা সংক্ষেপ করিতে চাই। আমরা ফী ও ইষ্টাম্প মাশুল কমাইবার অনুমতি চাই; সুদ যতদূর কমান সাধারণ করদাতাদের পক্ষে বিচার ও ন্যায় সঙ্গত হয়, ততদূর কমাইতে চাই; এবং আমরা যতদূর সম্ভব আইনটি নমনীয় করিতে চাই ও যতদূর সম্ভব ভিন্ন২ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিধির দ্বারা বিধান হইবার নিমিত্ত রাখিয়া দিতে চাই।

"এই২ অভিপ্রায়ে এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা গিয়াছে, এবং আমার মান্যবর বন্ধু ক্রস্থোয়েট সাহেবের হস্তে এই সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে এবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আমারা পরীক্ষার্থ বিধান করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অনুমতি দেওয়া গেলে এই সকল বিধান বিশেষ সাবধানতা সহকারে সিলেক্ট কমিটীতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে—যে, কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় ব্যাঙ্ক যেস্থানে স্থাপন করা যায়, তথায় কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত ঋণ দান কার্য্য সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করিয়া দিতে কার্য্যতঃ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুমতি থাকিবে। এপর্য্যন্ত এরূপে ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্সী খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের রিপোর্টে যশোহরে সংস্থাপিত একটি কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় ব্যাঙ্কের বিবরণ আছে; তৎপ্রতি সংপ্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষিত হওয়াতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। উক্ত ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে দেশীয় কার্য্যাধ্যক্ষেরা চালাইতেছেন, এবং দেশীয় মূলধন লইয়া ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। কৃষিজীবিরা যে টাকা জমা দেয়, এই ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য করে; কিন্তু ইহার ঋণদান কার্য্যও অনেক পরিমাণে আছে। স্বভাবতঃ আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি বঙ্গদেশে কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক ঋণদান কার্য্য করিতে পারে, ভূমির ও ফসলের প্রাতিভাব্য সম্বন্ধে আমাদের এত বাধা হয় কেন? ঐ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কমিশ্যনর সাহেব যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহাতে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্ক জমিদারী ও পত্তনি তালুক বন্ধক রাখিয়া অর্থাৎ ঠিক অথবা প্রায় স্বামিত্ব স্বত্ব বন্ধক রাখিয়া ঋণ দিয়া থাকে, নিম্নতর ভূসম্পর্কে নামে না। ইহাতে অবশ্য আমাদের বিবেচনায় উক্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যকারিতা কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কোচিত হন, তথাপি এটি অতীব হিতকর পরীক্ষা, এবং আমি এই মাত্র আশা করি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে অবাধে পুনঃ পুনঃ এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা হইবে।"

১৮৮২ সালের ২ নবেম্বরের মন্ত্রিসভার অধিবেশনে মান্যবর শ্রীযুত মেজর বেয়ারিং সাহেবের বক্তৃতা।

মান্যবর শ্রীযুত মেজর ই, বেয়ারিং বলিলেনঃ—"আমার মান্যবর বন্ধু কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি ও আমার মান্যবর সহযোগী স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলি কর্ত্তৃক মন্ত্রিসভার গত অধিবেশনে উল্লিখিত তৎসংসৃষ্ট বিষয়,—অর্থাৎ ভারতবর্ষ কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় ব্যাঙ্ক সংস্থাপন, সম্বন্ধে আমি কতিপয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। বিশেষতঃ শেষোক্ত বিষয়টী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয়, এবং আমি বোধ হয় আপনাদিগের অনুমতিক্রমে বলিতে পারি যে এতদ্বিষয়ে আমি ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে ও এদেশে আসিবার পরে সবিশেষ মনোযোগ দিয়াছি।

"আমার মান্যবর বন্ধু কর্ত্তৃক এখন প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার মন্তব্য অতি সংক্ষেপ হইবে। আমি আশা করি না যে উপস্থিত প্রস্তাব কোন বিশেষ হিতকর ফলপ্রদ হইবে। গত বৃহস্পতিবার আমার মান্যবর বন্ধু স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলি এই মর্ম্মে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার উপর আমি আর একটী সাধারণ যুক্তি উল্লেখ করিব—অর্থাৎ এই যুক্তি যেখানে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ব্যাঙ্ক, বিমা কার্য্যালয়, ইত্যাদির কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন সেখানেই খাটিবে। তাহা এই যে, এই প্রকার বিষয়ে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করা মূলে দোষযুক্ত।

"কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধনার্থ যদি এক জন রায়ত বর্ত্তমান আইনানুসারে অগ্রিম টাকা চাহে সে কালেক্টর অথবা সেই ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করে, এবং কালেক্টর নিঃসন্দেহ আইন কিম্বা গবর্ণমেণ্টের শাসনসংক্রান্ত আদেশ নির্দ্দিষ্ট তাবৎ কার্য্য উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু কালেক্টর, বাস্তবিক তাঁহার নানা প্রকার কার্য্যভার বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এক পল্লিগ্রাম হইতে পল্লিগ্রামান্তরে গিয়া কোন্ কৃষকেরা অগ্রিম টাকা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কি পরিমাণে চাহে, ও তাহারা যে প্রাতিভাব্য দিতে পারে তাহারই বা মূল্য কত তাহা অনুসন্ধান করেন না কিম্বা করিতে পারেন না, অথবা গবর্ণমেণ্ট কিং

শর্ত্তে অগ্রিম টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন তাহা বুঝাইয়া দেন না কিম্বা বুঝাইয়া দিবার অবসর পান না। যে কার্য্য কোন ব্যক্তিগত কার্য্যালয়ের কর্ম্মকারক অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে, অর্থাৎ যে কার্য্যালয়ে সে চাকরি করে, সেখানে যত অধিক লেনা দেনা হয় সেজন্য সচেষ্ট হওয়া, তদ্বিষয়ে তিনি তাহার ন্যায় পারিয়া উঠেন না। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাহায্য লইতে হইবে, অর্থাৎ স্বার্থ ও এরূপ স্থানীয় জ্ঞান কার্য্যে লাগাইতে হইবে যাহা লাভ করা কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর পক্ষে, তিনি যতই উৎসাহ বিশিষ্ঠ, বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ হউন না কেন, দুঃসাধ্য। এই সমস্ত কারণ প্রযুক্ত এই আইন সংশোধিত হইলে পরেও যে কোন বিশেষ হিতকর ফলপ্রদ হইবে তাহা আমি সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করি না। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল দোষ সবিস্তারে প্রতীয়মান হইতেছে সে সমস্ত নিরাকরণ জন্য আমার মান্যবর বন্ধু পাণ্ডুলিপিতে যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা যে গ্রহণ করা হইবে না তাহার কোন হেতু নাই।

আমি এখন সংস্পৃষ্ট ও আমার বোধে অপেক্ষাকৃত আবশ্যক শাখা সম্বন্ধে অর্থাৎ ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় ব্যাঙ্ক সংস্থাপন সম্বন্ধে, বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বিবেচ্য এই যে গবর্ণমেণ্ট এই সকল ব্যাঙ্কের প্রতি বিধিমতে কি২ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিবেন ও দ্বিতীয় বিবেচ্য এই যে এই সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা প্রদান জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে যুক্তিসিদ্ধরূপে কি২ নিয়ম পালন করিতে বলিবেন।

প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক বিশেষ ক্ষমতা যাহা গবর্ণমেণ্ট বিধিমতে কোন ব্যাঙ্কের প্রতি প্রদান করিতে পারেন তাহা এই যে ব্যাঙ্ক অগ্রিমদত্ত টাকা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা আদায় করিতে পারিবে। আমি অবগত আছি যে এই উপায় অনুসরণ পক্ষে কতিপয় সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আপত্তি আছে, কারণ তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে অধিকাংশে বর্ত্তমান মহাজনের কার্য্য করিতে হইবে। তৎতাবৎ রাজনৈতিক আপত্তি এই প্রকার ব্যাঙ্ক সংস্থাপন জনিত সুবিধার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে যে কোন্‌টী গুরুতর তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। আমার নিজের মত এই যে এইরূপ ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিতে দিলে অধিক সুবিধা হইবে, এবং যাহাতে এই প্রকার ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার বিধিমত উৎসাহ প্রদান করা উচিত।

"গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা অগ্রিম টাকা দাম সম্বন্ধে আর একটী কথা উল্লেখ করিবার আছে। যখন কোন দুর্ভিক্ষ হয় তখন গবর্ণমেণ্টের ভূমির রাজস্ব আদায়ের দাওয়া অনেক স্থলে স্থগিত ও নিতান্ত কষ্টের স্থলে এমনকি একেবারে মাপ করিতে হইবে। মন্ত্রিসভার সভ্যেরা বোধ হয় অবগত আছেন যে সম্প্রতি এবিষয়ে এক অতি আবশ্যক গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই ফল দর্শিতেছে যে ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে কতক পরিমাণে মহাজনী কার্য্যে ব্রতী হইবেন, অর্থাৎ যে সময়ে ভূমির রাজস্বের দাওয়া স্থগিত রাখা যায় সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৬।০ হারে সুদ ধার্য্য করিবেন। এই শতকরা সুদের হার সচরাচর মহাজনদিগের শতকরা সুদের হার অপেক্ষা অনেক কম—এবম্প্রকারে রায়ত দিগের মহাজনের নিকট প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা কতক পরিমাণে দূর হইবে। আমি এখন এই নির্দ্ধারণের উপর সবিস্তারে কিছুই বলিব না, কারণ আমি যে বিষয়ের প্রতি মন্ত্রিসভার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি তাহার সহিত ইহা ঘটনাক্রমে সংস্পৃষ্ট মাত্র। সে বিষয়টী এই যে যৎকালে গবর্ণমেণ্ট আপন ভূমির রাজস্বের দাওয়া স্থগিত রাখিতেছেন, তৎকালে যে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ আইন বা শর্ত্ত অনুসারে ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক প্রদত্ত অগ্রিম টাকা আদায় করিতে বাধ্য হইবেন তাহা স্পষ্টই অনভিপ্রেত। আমার বোধ হয় এই অসুবিধা নিরাকরণের একটী উপায় আছে। অবশ্য আমরা আশা করিনা যে ব্যাঙ্ক কখন উহার ঋণগ্রহীতার উপর সম্পূর্ণ বা কতক অংশ দাওয়া মাপ করিবে; কিন্তু আমার বোধে, আমরা, যৎকালে গবর্ণমেণ্ট ভূমির রাজস্বের দাওয়া স্থগিত থাকিবে, তৎকালে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা ব্যাঙ্কপ্রদত্ত অগ্রিম টাকা আদায় করিবার ক্ষমতা বিধিমতে স্থগিত রাখিতে পারি।

"বিনা আপত্তিতে আরো সামান্য বিশেষ ক্ষমতাদ্বয় এই সমস্ত ব্যাঙ্কের প্রতি দেওয়া যাইতে পারে, যাহা বোধ হয় আমার মান্যবর বন্ধু ক্রস্থোয়েট সাহেব প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—সে দুইটী এই, প্রথমতঃ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত খতের সমস্ত অথবা আংশিক ইষ্টাম্প মাসুল ক্ষমা করিতে হইবে, দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক প্রদত্ত অগ্রিম টাকা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমার কোর্টফী সমস্ত অথবা কতক অংশ রেহাই দিতে হইবে।

"এখন আমি এই প্রশ্নের দ্বিতীয় ও অপেক্ষাকৃত কঠিন শাখা সম্বন্ধে বলিতে প্রবৃত্ত হইব, অর্থাৎ এই সকল বিশেষ ক্ষমতা প্রদানের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কসমস্ত হইতে কি২ নিয়ম পালনের একরার লইতে চাহিবেন। তন্মধ্যে প্রথম এই যে, প্রত্যেক স্থলে এই সমস্ত ব্যাঙ্ক সমবায়িত হইবার নিয়মাবলি গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। এইটী স্পষ্টই যুক্তিসিদ্ধ শর্ত্ত। আরও ব্যাঙ্ক সকলের খাতাপত্র এক নির্দ্দিষ্ট পাঠে রক্ষিত হওয়া চাই, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ তৎসমুদয় পরিদর্শন করিতে পারিবেন, এবং সে সমস্ত ব্যাঙ্কের আপন খরচে বাহিরের লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারিবে। অপিচ, ব্যাঙ্ক প্রদত্ত খত সমস্ত কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠ অনুসারে হওয়া চাই। আরও ব্যাঙ্ককৃত কর্জ সমস্ত কোন সুবিধামত গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয়ে রেজেষ্টরী করিতে হইবে। আরও—এবং এইটী বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় নিয়ম,—ব্যাঙ্কনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোচ্চ সুদের হার,—বৎসর শতকরা বার টাকা— গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে। এবিষয়ে কোন পরিপক্ক প্রস্তাবের পূর্ব্বে আরও কতকগুলি বিস্তারিত বিবরণ বিবেচনা করিয়া দেখা নিঃসন্দেহ আবশ্যক হইবে। যথা, ইহা স্থির করিতে হইবে যে কর্জ্জের মিয়াদ কতকাল থাকিবে, খাতকপ্রদত্ত টাকার কোন্ অংশ মূলধন হিসাবে ও কোন্ অংশ সুদ হিসাবে জমা লেখা যাইবে, এবং ব্যাঙ্ক অস্থাবর সম্পত্তির প্রাতিভাব্যে অগ্রিম টাকা দিতে পারিবে কি না। আমি আনুসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করিতে পারি যে আমি,—ও আমার বোধ হয় প্রায় সকলেই যাঁহারা এবিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন—ব্যাঙ্ক

দিগকে অস্থাবর সম্পত্তির প্রাতিভাব্যে অগ্রিম টাকা দিবার ক্ষমতা প্রদান মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহা হউক, আমি এখন এতদ্বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিব না।

"কিন্তু একটি মূল সূত্রসংক্রান্ত গুরুতর বিষয় আছে, আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই। যে সকল অভিপ্রায়ে কোন ব্যাঙ্ক অগ্রিম টাকা দিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে কোন সীমা নির্দ্দেশ করা যাইবে কি? অর্থাৎ, প্রকৃত পক্ষে যাহাকে ভূমির উৎকর্ষ সাধন বলে তন্নিমিত্ত, যথা কূপ ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির নিমিত্ত, কেবল কোন ব্যাঙ্ক অগ্রিম টাকা দিতে পারিবে; অথবা যে২ অভিপ্রায়ে অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ে কোন সীমা নির্দ্দেশ করা যাইবে না? এই বিষয়ের মীমাংসাকালে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষীয় রায়ত ভূমির উৎকর্ষসাধন ছাড়া অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত, বিশেষতঃ বিবাহের নিমিত্ত, ঋণ করিয়া থাকে। এনিমিত্ত কৃষকেরা অনেক সময়ে যেরূপ অচ্ছেদ্য ঋণ জালে পতিত হয় সেরূপ অবস্থা হইতে তাহাকে রক্ষা করা যদি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হয়, তবে আমি বুঝিতে পারি না কেন ভাল প্রাতিভাব্য থাকিলে এক কার্য্যের জন্য যেমন অন্য কার্য্যের জন্য তেমনই এইরূপ কোন ব্যাঙ্ক হইতে অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইবে না। যদি কেবল ভূমির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত অগ্রিম টাকা দিবার অনুমতি হয়, তাহা হইলে বস্তুতঃ ভূমির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত মূলধন ব্যয়িত হইবার পক্ষে কতক সুবিধা করা হইবে, কিন্তু রায়তকে যতদূর সচ্ছল অবস্থায় রাখিতে পারা যায় রাখা গবর্ণমেণ্টের এই একটি যে উদ্দেশ্য আছে তৎসম্বন্ধে আমাদের অত্যল্পই করা হইবে, অথবা কিছুই করা হইবে না। এই কারণে আমি বিবেচনা করি যে ফ্রান্সে ও জর্ম্মনীতে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, আমাদের তাহারই অনুসরণ করা সুবিধা। ঐ দুই দেশে ভূমির ব্যাঙ্ক প্রণালী অত্যন্ত বিস্তৃত ও কার্য্যকর হইয়াছে। সেই প্রণালীতে এই ব্যবস্থানুসারে চলিতে হইবে যে, যে প্রতিভূ লইয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইবে তৎসম্বন্ধে অত্যন্ত বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিবে; কিন্তু যে উদ্দেশে ঋণের টাকা ব্যয়িত হয় তদ্বিষয়ের কোন অনুসন্ধান লওয়া যাইবে না। আমরা যদি এই ব্যবস্থানুসারে চলি, তাহা হইলে আমাদের অবশ্যই নিম্নলিখিত দুইটী বিধি অবলম্বন করিতে হয়;—প্রথম, ব্যাঙ্ক কেবল প্রথমবন্ধকগ্রহীতার স্থান গ্রহণ করিবে; দ্বিতীয়, যে দ্রব্য প্রাতিভাব্যস্বরূপ বন্ধক রাখা যায় তাহার পূরা মূল্যের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মাত্র অগ্রিম টাকা দিবার অনুমতি থাকিবে। ব্যাঙ্ক প্রথম বন্ধকগ্রহীতার স্থান গ্রহণ করিবে, এই কথা বলায় আমার অবশ্য ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে যে, পূর্ব্ব দায় থাকিলে, ব্যাঙ্ক সেই দায় ক্রয় করিয়া লইয়া তদ্রূপে প্রথম বন্ধকগ্রহীতার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। আর আমি এমনও বলিতে চাহি না যে যাহা ক্রয় করা যাইতে পারে না এরূপ পূর্ব্ব বন্ধক থাকিলে, ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার স্থান গ্রহণ করিতে পারিবে না; কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে পূরা যে ঋণের নিমিত্ত সম্পত্তি বন্ধক থাকে তাহা ব্যাঙ্ক যে নির্দ্দিষ্ট অংশ পর্য্যন্ত অগ্রিম টাকা দিতে পারিবেন তদধিক না হয়। আমার উদ্দেশ্য এই যে সামান্যতঃ বলিতে গেলে এবং চুক্তিগত স্বত্ববলে যে বর্ত্তমান ঋণ শোধ করা যাইতে পারে না আমি তদ্রূপ ঋণঘটিত যে বিশেষ অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি তদ্ভিন্ন স্থলে ব্যাঙ্ক নিয়ত প্রথম বন্ধকগ্রহীতার স্থান গ্রহণ করিবেন।

"এই বিধিদ্বয় অবলম্বিত হইলে, আর দুইটি কার্য্যসংক্রান্ত অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন উঠিবে। প্রথমটি এই, ব্যাঙ্ক যে প্রথম বন্ধকগ্রহীতার স্থান গ্রহণ করিবে, ইহা আমরা কিরূপে স্থির করিয়া দিব? দ্বিতীয়তঃ, বন্ধকদাতা যে স্বত্ব দেখান, আমরা কিরূপে তাহার প্রামাণিকতা নির্ণয় করিব? যদি কেবল ভূমির উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত আমরা অগ্রিম টাকা দিবার বিচার করিতাম, তাহা হইলে পূর্ব্ব দায় সম্বন্ধে তত সঙ্কটে পড়িতে হইত না। তাহা হইলে আমরা ইংলণ্ডীয় প্রণালীমতে চলিতে পারিতাম। ঐ প্রণালীগত মূল তত্ত্ব এই যে, সম্পত্তিতে পূর্ব্ব হইতে যাহাদের অর্থসম্বন্ধীয় স্বার্থ আছে, অগ্রিম টাকা দ্বারা তাহাদের প্রতিভূর উৎকর্ষসাধন হইবে, সুতরাং কোন কার্য্যালয় বা ব্যাঙ্ক ঐ অগ্রিম টাকা দিলে, অন্যান্য বন্ধকগ্রহীতাকে অতিক্রম করিয়া বিধিমতে প্রথম বন্ধকগ্রহীতার স্থান গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমার বলিতে হইতেছে যে ভারতবর্ষে এই প্রণালীমতে চলিতে গেলে কার্য্যতঃ অনেক সঙ্কটে পড়িতে হয়। আমাদের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র অধিকারী লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। অগ্রিম যে টাকা দেওয়া যায়, তাহাও নিতান্ত সামান্য২ হইবে। এরূপস্থলে ইহা নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন যে রায়তকে যে টাকা দেওয়া যায় তাহা অগ্রিম টাকা যে কার্য্যের নিমিত্ত প্রদত্ত হয় প্রকৃতপক্ষে সেই কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে।

"কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাধারণ যুক্তির বলে আমি এই মতের পক্ষপাতী যে উক্তরূপ কোন সীমা নির্দ্দেশ করা উচিত নয়, এবং অগ্রিম টাকা সকল প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত দিবার অনুমতি করা উচিত, কেবল ভূমির উৎকর্ষসাধন কার্য্যেই আবদ্ধ করা উচিত নয়।

"এরূপ হইলে একেবারে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্ব দায় সম্বন্ধে পূরা অনুসন্ধান লইতে হইবে। নতুবা যে ভূমি বন্ধক দেওয়া যায় তাহাতে পূর্ব্ব হইতে যাহাদের অর্থসম্পর্কীয় স্বার্থ আছে তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার হইবে। এনিমিত্ত এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, একটি পূর্ব্ব দায় সংক্রান্ত ও অপরটি স্বত্বের প্রামাণিকতা-ঘটিত এই দুইটি গোলযোগ হইতে কিরূপে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে?

"নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলে বোধ হয় গোলযোগের মীমাংসা হইতে পারে। ব্যাঙ্ক এই মর্ম্মের প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিবেন যে অমুক সম্পত্তি প্রতিভূস্বরূপ বন্ধক দিয়া অমুক ব্যক্তি এত টাকা ঋণ লইবার প্রার্থনা জানাইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (এই সময় বোধ হয় আইনদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে) কোন আপত্তি উত্থাপিত না হইলে ব্যাঙ্ক তাহাকে ঐ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন। পূর্ব্ব বন্ধক গ্রহীতারা কিম্বা ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত দাওয়াদারেরা ঐ সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি উত্থাপন না করিলে, ব্যাঙ্ক ঐ অগ্রিম টাকা দিবেন এবং পরে

যদি কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহা সময গত হওয়াতে বারিত হইবে। অপর পক্ষে যদি কোন পূর্ব্ব বন্ধক গ্রহীতা উপস্থিত হয়, ব্যাঙ্ক ঐ বন্ধকগ্রহীতাদের দাওয়া ক্রয় করিয়া লইয়া এইরূপে পূর্ব্ব বন্ধক গ্রহীতার স্থান অধিকার করিবে; অথ। যদি চুক্তিক্রমে পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার ঋণ তৎকালে শোধ করা যাইতে না পারে তবে ব্যাঙ্ক অগ্রিম টাকা দিতে পারিবে, কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে মোট অগ্রিম টাকা—অর্থাৎ প্রথম বন্ধক গ্রহীতার দত্ত অগ্রিম টাকা ও ব্যাঙ্কেরদত্ত নূতন ঋণ এই উভয়ের সমষ্টি ব্যাঙ্কের যাহার অধিক অগ্রিম টাকা দিবার ক্ষমতা নাই আইননির্দ্দিস্ট প্রতিভূর সেই অংশের অধিক না হয়।

"স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন নিঃসন্দেহ কিয়ৎপরিমাণে অধিকতর কঠিন। আমি আশা করি যে অনেক স্থলেই স্বত্ব লইয়া বিবাদ হইবে না, সুতরাং অগ্রিম টাকা দেওয়াও কঠিন হইবে না। যে স্থলে অত্যন্ত গোলযোগ হইবে বলিয়া অনুমান হয়, এরূপ সংসৃষ্ট স্বামিত্বের স্থলেও, যুক্তিমতে এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে কোন২ স্থলে ঋণ প্রার্থক প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই সহস্বামীদের সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবেন, সুতরাং সহস্বামীদের মধ্যে কেহই কোন গোলযোগ উপস্থিত করিবেন না। পক্ষান্তরে যদি স্বত্ব সম্বন্ধীয় কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক প্রার্থককে বলিবেন যে তাঁহার আদালতে স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে হইবে ও যত কাল পর্য্যন্ত তিনি তাহা না করেন ততকাল তাঁহাকে অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইতে পারে না।

"অতএব, কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিবার যে প্রণালী এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের ভাল বলিয়া লাগিতেছে তাহার প্রধান লক্ষণ গুলি এইরূপ।

"আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুত স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলী সাহেব গত সপ্তাহে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই, আমরা এই বিষয়ে শ্রীযুত স্যর উইলিয়ম ওয়েডরবর্ণ সাহেবের সহিত একত্রে পরামর্শ করিয়াছি। এবিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। আমরা আরও শ্রীযুত জবারিলাল যাজ্ঞিক নামক বোম্বাইর একজন বিখ্যাত দেশীয় ভদ্রলোকের মত জানিতে পারিয়াছি। তিনিও এবিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়াছেন, এবং তিনি যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত কার্য্যকর হইয়াছে। এই সঙ্গেই আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিতে চাই যে এই সকল ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে আমি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এক্ষণে কোন নির্দ্দিস্ট প্রণালী উপস্থিত করিতেছি না। সমস্ত প্রণালীটী এক্ষণে অপরিস্ফুট আকারে আছে; চূড়ান্তরূপে কিছু করিবার পূর্ব্বে ও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা করিবার পূর্ব্বে বোম্বাইর ও অন্যান্য স্থানের গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ লইতে হইবে। ইতিমধ্যে এবিষয়ে সংবাদপত্রে যে বাদানুবাদ চলিয়াছে তাহার বেগ কিছু বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আমি এই কএকটী কথা কহিলাম। আমরা এইরূপে এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মত জানিবার আশা করি।

"কিন্তু আরও দুইটি বিষয় আছে; আমি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতে চাই। আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুত স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলী সাহেব গত সপ্তাহে বলিয়াছেন যে এই প্রকার কোন প্রণালী উত্তর ভারতবর্ষে বর্ত্তান কঠিন হইবে; তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে উত্তর ভারতবর্ষে রায়তের সম্পত্তিতে হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব নাই এবং তাহার ফসল প্রথম স্থলে পূর্ব্ব হইতেই ভূমাধিকারির নিকট বন্ধক থাকে। সুতরাং হইতে পারে যে এপ্রকারের প্রণালী উত্তর ভারতবর্ষে প্রয়োগ করিবার অনুপযোগী দৃস্ট হইবে। কিন্তু প্রস্তাবিত প্রকারে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে চলিতে পারিবার অধিকতর আশা আছে। উত্তর ভারতবর্ষে যে সকল বাধা আছে বলিয়া আমি উল্লেখ করিয়াছি, তথায় সে সকল বাধা নাই।

"ভারতবর্ষের যে অংশ সম্বন্ধে এই প্রণালী লইয়া বিশেষ বাদানুবাদ হইয়াছে, সেই দক্ষিণাপথ সম্বন্ধেও এই প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিবার অনেক বাধা আছে। ইহা আমাদিগের গোচর হইয়াছে যে অনেক স্থলে দক্ষিণাপথের রায়ত এত ঋণজালে জড়িত, যে তাহারা যে ঋণ করিয়াছে তাহা শোধ দিবার কোন উপায় না হইলে এই প্রকারের কোন প্রণালী ফলবতী হইতে পারিবে না। এটি নিঃসন্দেহ এই প্রণালী চালাইবার পথে একটি অতি বৃহৎ বাধা কিন্তু আমি আশাকরি যে এটি অনতিক্রম্য নহে। যেরূপে এই বাধা অতিক্রম করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে এক্ষণে আমি কোন কথা বলিতে চাহি না, কারণ এবিষয়ে আমরা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত আছি। আমি এই মাত্র বলিব যে আমি আশা করি সম্ভবতঃ এরূপ দৃস্ট হইবে যে কোন২ স্থলে মহাজন ও খাতকদের মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক রফানামা হইতে পারে, এবং এইরূপে ব্যাঙ্কের কার্য্যের নিমিত্ত সুন্দর ক্ষেত্র থাকিয়া যাইতে পারে। সে যাহাহউক, আমাদের বর্ত্তমান ধারণা এই যে এই প্রকারের একটি পরীক্ষা একটি তালুকে করিতে হইবে। সেই পরীক্ষার ফল দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য অবশ্য নিয়মিত হইবে।

"আমার কেবল এই কথাটি বলিতে আছে যে আমার অত্যন্ত আশা পরীক্ষাটি সফল হইবে। যদি তাহা হয়, পশ্চিম ভারতবর্ষীয় কৃষকদের যে অত্যন্ত উপকার করা হইবে তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১৮ আপ্রিল।

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮২ সালের ১৫ মার্চ্চ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দারা প্রকাশিত হইল।

১৮৮২ সালের ১ আইন।

কলিকাতার মুনিসিপল আইন সংগ্রহ করণার্থ ১৮৭৬ সালের আইন আরো সংশোধন করিবার আইন।

হেতুবাদ।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন আরো সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

আইনের অর্থকরণ ও আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৬ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে, এবং ইহা ১৮৮২ সালের আপ্রিল মাসের প্রথম দিবসে বলবৎ হইবে।

"বৎসর" শব্দের অর্থ।

২ ধারা। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩ ধারায় "নগর" শব্দের লক্ষণের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, যথা,—

আপ্রিল মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, "বৎসর' শব্দে সেই বৎসর বুঝাইবে।

কোন২ মাসের পরিবর্ত্তে অন্যান্য মাস দিতে হইবার কথা।

৩ ধারা। ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনে যে২ স্থানে "জানুয়ারি", "আপ্রিল", "জুলাই" "সেপ্টেম্বর", "অক্টোবর", "নবেম্বর" ও "ডিসেম্বর", শব্দ আছে সেই২ স্থানে ঐ২ শব্দের পরিবর্ত্তে "আপ্রিল", "জুলাই", "অক্টোবর" "ডিসেম্বর", "জানুয়ারি", "ফেব্রুয়ারি", ও "মার্চ্চ" এই২ শব্দ যথাক্রমে দিতে হইবে।

কিন্তু বিশেষ সাধারণ সভায় নির্দ্ধারণ হইলে তৎক্রমে কমিশ্যনরগণ প্রার্থনা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৬ আইন ও এই আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের নির্দ্দিষ্ট সমুদয় বা কোন তারিখের পরিবর্ত্তে অন্যান্য তারিখ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান লাইসেন্স সম্বন্ধে অতিরিক্ত ফী দিতে হইবার কথা।

৪ ধারা। উক্ত ১৮৮২ সালের আপ্রিল মাসের প্রথম দিবসে যে সকল লাইসেন্স প্রবল থাকে, সেই সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিরা ঐ২ লাইসেন্স সম্বন্ধে যত টাকা দিয়াছেন তদতিরিক্ত বার্ষিক লাইসেন্স হইলে, শতকরা পঁচিশ টাকা ও, ষাণ্মাষিক লাইসেন্স হইলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা ঐ২ লাইসেন্স লইতে পূরা যত টাকা মাসুল লাগে তাহার উপর ধরিয়া দিবেন; এবং ঐ টাকা দেওয়া গেল, ঐরূপ প্রত্যেক বার্ষিক লাইসেন্স ও ষাণ্মাসিক লাইসেন্স যথাক্রমে পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসের ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত ও সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত চলিত ও প্রবল থাকিবে।

কিন্তু কমিশ্যনরগণ উচিত বোধ করিলে উক্ত অতিরিক্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

৫ ধারা। উক্ত ১৮৮২ সালের আপ্রিল মাসের প্রথম দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাস কালের মধ্যে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি আইনের আদেশমতে বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক লাইসেন্স লইতে আবদ্ধ থাকিয়াও ঐ লাইসেন্স না লইলে, ঐ কাল অতীত হইবার পর যে লাইসেন্স লওয়া যায় তন্নিমিত্ত দেয় টাকার অতিরিক্ত বার্ষিক লাইসেন্স সম্বন্ধে শতকরা পঁচিশ টাকা ও ষাণ্মাসিক লাইসেন্স সম্বন্ধে শতকরা পঞ্চাশ টাকা ঐ২ লাইসেন্স লইতে পুরা যত টাকা মাসুল লাগে তাহার উপর ধরিয়া দিতে দায়ী হইবেন।

আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে লাইসেন্স না লওয়া গেলে অতিরিক্ত করের কথা।

কিন্তু কমিশ্যনরগণ উচিত বোধ করিলে উক্ত অতিরিক্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

৬ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারামতে যে অতিরিক্ত টাকা দিবার আদেশ হইল কেহ সেই টাকা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিলে, তাহার ঐরূপ যে টাকা দেয় হয় তদতিরিক্ত সেই টাকার তিনগুণের অনধিক অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

দণ্ডের কথা।

৭ ধারা। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৮৫ ধারামতে গরুর গাড়ী রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে যে ফী দিতে হয় তৎপ্রতি ষাণ্মাসিক লাইসেন্স সম্বন্ধীয় এই আইনের ৪, ৫ ও ৬ ধারার বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনসহিত বর্ত্তিবে।

গরুর গাড়ী রেজিষ্টরী করণের প্রতি পূর্ব্ব কএক ধারা বর্ত্তাইবার কথা।

এফ, ক্লার্ক,
ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের
গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. & B. L.,
Bengali Translator.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ আপ্রিল।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১ আগষ্ট।

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮২ সালের ৯ জুন তারিখে মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮২ সালের ২ আইন।

বাঁধের ও পয়োনালার সম্পর্কীয় আইন সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত স্থানের বাঁধ ও পয়োনালা প্রস্তুত করিবার ও সারাইয়া রাখিবার ও তাহার অধ্যক্ষতা করিবার আরো উত্তমরূপ বিধান করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশীয় বাঁধ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

ইহা ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণে সুন্দরবনের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সীমামতে ঐ সুন্দরবন ভিন্ন, এবং নবম অধ্যায়ে যে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান আছে তদ্বর্জ্জিত স্থলে উড়িষ্যা প্রদেশ ভিন্ন, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত হইবে।

আরম্ভ।

ও ইহা শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনসহ যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

পূর্ব্বতন আইন রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। সেই দিনাবধি (বাঁধের ও পয়োনালার বিধান বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ) ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইন, এই আইনে প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট ধারা ও তফসীল ব্যতীত রহিত হইবে।

এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে ঐ২ ধারার যে২ উল্লেখ আছে, তাহা সেই২ উল্লেখের পার্শ্বে ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে এই আইনের যে২ অংশ লিখিত আছে সেই২ অংশের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে।

১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ২৬ ও ২৮ ধারায় যে ঘোষণাপত্রের ও নোটিসের উল্লেখ আছে, তৎপ্রতি যথাক্রমে এই আইনের ৮০ ও ৮১ ধারা বর্ত্তিবে।

অর্থকরণের ধারা।

৩ ধারা। এই ধারায় যে কথার যে অর্থ করা গেল মূল পাঠের অন্য কথাদ্বারা বিপরীত ভাব প্রকাশ না হইলে এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই কথার সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

“কালেক্টর।”

“কালেক্টর” শব্দে কোন জিলার বা জিলার কোন অংশে রাজস্বের যে কোন কার্য্যকারক স্বাধীন ক্ষমতা পান তাঁহাকে, কিম্বা এই আইনমতে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কালেক্টরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে বুঝাইবে।

“জিলা।”

কোন কালেক্টর যে প্রদেশের সর্ব্বত্র আপনার নিয়মিত কার্য্য করিতে অনুমতি পান “জিলা” শব্দে সেই প্রদেশ বুঝাইবে।

“বাঁধ।”

কোন ভূমিতে জল না আইসে অথবা জল বদ্ধ থাকে এই কারণে যে বাঁধ ও জাঙ্গাল ও পোস্তা ও ভেড়ী বাঁধিয়া দেওয়া কি ব্যবহার করা যায়,

এবং যে জলদ্বার কি ভিত্তি কি কাষ্ঠাদির বাঁধ কি প্রাকার কি অন্য বিষয় তদ্রূপ কোন বাঁধে সংযুক্ত থাকে বা সেই বাঁধের একাংশস্বরূপ হয়,

এবং নদী কি জোয়ারভাটা কি ঢেউ কি জলদ্বারা তদ্রূপ কোন বাঁধ কিম্বা কোন ভূমি ক্ষয় না হয় কি নদী প্রভৃতি ছাপিয়া না উঠে এই নিমিত্তে যে বাঁধ কি জাঙ্গাল কি ভেড়ী কি পোস্তা কি কাষ্ঠাদির বাঁধ কি ভিত্তি নির্ম্মিত হয় কি গাঁথা যায়,

এবং সেই২ বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন হইবার জন্যে যে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়,

“বাঁধ” শব্দে এই সকল বিষয় গণ্য।

“মহাল।”

ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে কিম্বা তদ্রূপ যে আইনযৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে মালগুজারী জমির ও লাখেরাজ ভূমির যে সাধারণ রেজিষ্টর কালেক্টর সাহেব প্রস্তুত করিয়া রাখেন তাহাতে এক দফার মধ্যে যে কোন ভূমি বা ভূমির অংশ লেখা যায় “মহাল” শব্দে সেই ভূমি বা ভূমির অংশ বুঝাইবে।

“ভূমি।”

ভূমিতে যে স্বার্থ থাকে, ও ভূমিহইতে যে লাভ উৎপন্ন হয়, ও মৃত্তিকায় যে২ বিষয় সংলগ্ন থাকে, ও মৃত্তিকার সংলগ্ন বিষয়ে যে২ দ্রব্য চিরবদ্ধ থাকে, “ভূমি” শব্দে তাহাও গণ্য।

“রাজকীয় বাঁধ।”

গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকদের দ্বারা যে বাঁধ সারাইয়া রাখা যায় “রাজকীয় বাঁধ” শব্দে সেই বাঁধ বুঝাইবে।

“রাজকীয় পয়োনালা।”

“রাজকীয় পয়োনালা” শব্দে গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকদের তত্ত্বাধীন কোন পয়োনালা বুঝাইবে।

“ধারা।”

“ধারা” শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

“তালুকাদি।”

পূর্ব্বনির্ণীত মহাল ভিন্ন কোন ভূমি চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত খাজানা দিয়া বা বিনা খাজানায় ভোগ করা গেলে তাহাতে যে স্বার্থ থাকে “তালুকাদি” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ১ আগষ্ট।]

“ইঞ্জিনিয়র।”

“ইঞ্জিনিয়র” শব্দে [illegible] রাজকীয় বাঁধের বা তাহার কোন অংশের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে বুঝাইবে, কিম্বা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোন প্রদেশ বা কার্য্যসম্বন্ধে এই আইনমতে ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্ম করণার্থে যে কোন ইঞ্জিনিয়রকে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে বুঝাইবে।

“পয়োনালা।”

“পয়োনালা” শব্দে জল যাইবার স্বাভাবিক কি কৃত্রিম পথ ও জলপ্রবাহবন্ধক ও সাঁকো ও নালী ও অন্য প্রকারের জলপথ গণ্য।

“জমীদার।”

“জমীদার” শব্দে মহালের সকল কি কোন ভোগাধিকারিকে বুঝাইবে। দুই কি অধিক জন জমীদার একত্রে একই মহালের ভোগাধিকারী হইলে এই আইনমতে তাঁহারা একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হইবেন।

ব্যাখ্যা।—৬ অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত মহালের জমীদার বলিয়া গণ্য হইবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে মহালের জমীদারী স্বত্ব গবর্ণমেন্ট ভিন্ন অন্যত্র না বর্ত্তে সেই মহালের;

(খ) ভূস্বামী বন্দোবস্ত করিতে অস্বীকার করায় বা বন্দোবস্ত না করায় ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৪৩ ধারার বিধানমতে যে মহাল ইজারা দেওয়া যায় বা খাসে রাখা যায় তাহার।

রাজকীয় বাঁধ প্রভৃতি গবর্ণমেন্টে বর্ত্তিবার কথা।

৪ ধারা। প্রত্যেক রাজকীয় বাঁধ ও প্রত্যেক রাজকীয় পয়োনালা, এবং উক্তরূপ কোন বাঁধের বা পয়োনালার সম্পর্কীয়, বা তাহার অংশস্বরূপ, বা তদুপরিস্থিত সমুদয় ভূমি, মাটি, পথ, ফাটক, পাড় ও বেড়া, এবং গবর্ণমেন্ট গুণ টানিবার যে বাঁধযুক্ত পথ রাখেন তাহা গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ত্তিবে। ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D তফসীলের লিখিত বাঁধ এবং যে প্রত্যেক বাঁধ ও পয়োনালা এই আইনের ৪৩ ধারামতে ঐ তফসীলের মধ্যে ধরা যাইতে পারে তাহা ও পূর্ব্বোক্ত গুণ টানিবার বাঁধযুক্ত পথ গবর্ণমেন্টের পক্ষে অধিকার করা যাইবে; এবং অন্যান্য রাজকীয় বাঁধ ও পয়োনালা সেই বাঁধ বা পয়োনালা দ্বারা রক্ষিত বা উপকার প্রাপ্ত ভূমির স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে, ৮৭ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অধিকার করা যাইবে; এবং ঐরূপ ভূমির উপলক্ষে যে সকল টাকা পাওয়া যায় তাহা ঐরূপ বাঁধ ও পয়োনালা প্রস্তুত ও মেরামত করিয়া রাখিবার খরচের হিসাবে জমা দিতে হইবে।

মেরামত জন্য মাটি লইতে এপর্য্যন্ত যে সকল ভূমি ব্যবহৃত হইত তাহার অধীনের কথা।

৫ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বাঁধ, পয়োনালা বা গুণ টানিবার বাঁধযুক্ত পথের মেরামত জন্য যে সকল ভূখণ্ড হইতে মাটি বা অন্যান্য দ্রব্য গৃহীত হইত, সেই সকল ভূমি কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে সম্মতিক্রমে যে ভূমি নিরূপিত হইয়াছে তাহা, উক্ত মাটি বা অন্য দ্রব্য ব্যবহারার্থ বা স্থানান্তর করণার্থ ক্ষতিপূরণ না দিয়া উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের হাতে আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কালেক্টর সাহেব ঐ [illegible] করাইয়া চিহ্নিত করাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনের কথা।

৬ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে প্রদেশের মধ্যে ৭৬ ধারার (খ) প্রকরণের বিধান বলবৎ হইবে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

এবং ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণাবধি এক মাস পরে ঐ বিধান বলবৎ হইবে।

ঐরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার পর যত শীঘ্র হইতে পারে কালেক্টর সাহেব দেশীয় ভাষায় সেই বিজ্ঞাপনের অনুবাদ ৮০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করাইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালেক্টরদের ক্ষমতার ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর ও বাঁধের কমিটীর কথা।

কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

৭ ধারা। তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে যখন কালেক্টর সাহেবের বোধ হইবে যে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করা বা বিষয় সম্পাদন করা উচিত, অর্থাৎ,

বাঁধের অধ্যক্ষতা কার্য্য গ্রহণের কথা।

(১) কোন বাঁধে রাজকীয় নামা বাঁধের সংযোগ হইলে, কিম্বা কোন বাঁধ রাজকীয় বাঁধের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া একটীন বাঁধের একাংশ হইলে কিম্বা আশপাশ স্থানের রক্ষার কি জল বাহির হইবার নিমিত্তে কোন বাঁধ কি পয়োনালা আবশ্যক হইলে, গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকদের তাহার অধ্যক্ষতা ভার লইয়া তাহা সারাইয়া রাখা উচিত;

বাঁধ ও বাধকত্রব্য স্থানান্তর করিবার কথা।

(২) কোন বাঁধদ্বারা, কিম্বা বাধাজনক কোন প্রকারের দ্রব্যদ্বারা রাজকীয় কোন বাঁধের জোরের বা কোন নগরের বা গ্রামের হানি হইবার আশঙ্কা থাকায় কিম্বা কোন ভূমি খণ্ডের সামান্য বা বর্ষাকালের জল বাহির হইবার পথের বাধা প্রযুক্ত সম্পত্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকায়, তাহা উঠাইয়া দেওয়া কিম্বা পরিবর্ত্তন করা উচিত;

বাঁধের রেখা পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

(৩) রাজকীয় কোন বাঁধের রেখা পরিবর্ত্তন করা বা বাড়াইয়া দেওয়া কিম্বা ঐ বাঁধ নূতন করিয়া দেওয়া কিম্বা রাজকীয় কোন বাঁধের স্থানে নূতন বাঁধ করা কিম্বা কোন ভূমির রক্ষার জন্যে কিম্বা কোন পয়োনালা উৎকৃষ্ট করিবার জন্যে কোন বাঁধ করা কিম্বা রাজকীয় কোন বাঁধে জলদ্বার করিয়া দেওয়া উচিত;

জল বাহির হইবার পথ উৎকৃষ্ট করিবার কথা।

(৪) স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্যে, কিম্বা কোন গ্রাম কি চাষের যোগ্য ভূমি রক্ষা করিবার জন্যে, কোন জলদ্বার কি পয়োনালা করা কিম্বা কোন রাজকীয় পয়োনালা পরিবর্ত্তন করা উচিত;

পথ পরিবর্ত্তন ও পয়োনালা প্রস্তুত করিবার কথা।

(৫) কোন রাস্তাদ্বারা কোন ভূমিহইতে জল চলিয়া যাইবার ব্যাঘাত হওয়ায় তাহা পরিবর্ত্তন করা কিম্বা সেই পথের নীচে দিয়া কিম্বা তাহা ভেদ করিয়া পয়োনালা প্রস্তুত করা উচিত;

তখন কালেক্টর সাহেব ঐ কার্য্যের খরচের অনুমানপত্র প্রস্তুত করাইবেন। যৎকালে যে বিধি বলবৎ থাকে সেই বিধিমতে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিশেষ আদেশমতে ঐ কার্য্যের উপর সেরেস্তার ব্যয়ের যে অংশ ধরিতে হয় ঐ অনুমানপত্রে তাহা ধরিবেন, এবং যে সকল নকশার ও বিশেষ বৃত্তান্তের প্রয়োজন ঐ সঙ্গে তাহা দিবেন। আর উক্ত কার্য্য ও বিষয়দ্বারা যে সকল ভূমির উপকারাদি হইবার সম্ভাবনা সেই সকল ভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, কালেক্টর সাহেব জিলার জরীপের মানচিত্র হইতে একখান মানচিত্র প্রস্তুত করাইবেন, এবং তাঁহার যে ঐরূপ বিষয় সম্পাদন করাইবার অভিপ্রায় আছে ইহার সাধারণ নোটিস দেওয়াইবেন।

নোটিসের পাঠের কথা।

৮ ধারা। ঐ সাধারণ নোটিস এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে লেখা যাইবে ও ঐ তফসীলে যেং বর্ণনার উল্লেখ হইল তাহাও লিখিয়া দিতে হইবে; এবং প্রস্তাবিত কার্য্যদ্বারা যে সকল মহালের ও গ্রামের উপকারাদি হইবার সম্ভাবনা ও যাহার উপর ঐ কার্য্য সম্পাদনের খরচ ধরিবার সম্ভাবনা, যতদূর জানা থাকে সেই সকল মহালের ও গ্রামের তালিকা ঐ নোটিসের সঙ্গে দিতে হইবে; এবং উক্ত অনুমানপত্রের ও বিশেষ বৃত্তান্তের ও নকশার এবং পূর্ব্বোক্ত মানচিত্রের নকল কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাখা যাইবে, ও যে ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা দেখিতে ও নকল করিয়া লইতে পাইবেন।

ঘোষণাপত্র ত্রিশ দিন প্রকাশ থাকিবার কথা।

৯ ধারা। উক্ত বিষয়ে যে ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের আপত্তি শুনিবার যে দিন নিরূপণ হয় ঐরূপ প্রত্যেক সাধারণ নোটিস তাহার পূর্ব্বে অনূন ত্রিশ দিন থাকিতে ৮০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রচার করা যাইবে।

উক্ত কার্য্যের আপত্তি শুনিবার কথা।

১০ ধারা। আপত্তি শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহা শুনিবার জন্যে অন্য দিন নিরূপণ করা গেলে সেই দিনে যাঁহারা উপস্থিত হন, কালেক্টর সাহেব যে প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন সেই প্রমাণ লিপিবদ্ধ করত অনুসন্ধান লইয়া তাঁহাদের আপত্তি শুনিবেন।

অনুসন্ধানের পর আজ্ঞার কথা।

১১ ধারা। ঐ অনুসন্ধান লইয়া কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত প্রকারের কার্য্য করিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি তিনি বিবেচনা করেন যে প্রস্তাবিত কার্য্য বা বিষয় বা তাহার কোন রূপান্তর করা বা সম্পাদন করা উচিত নয়, তবে তিনি সেই মর্ম্মে আপন মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ১ আগষ্ট।]

(খ) যদি তিনি বিবেচনা করেন যে প্রস্তাবিত কার্য্য বা বিষয় বা তাহার কোন রূপান্তর করা বা সম্পাদন করা উচিত, তবে তিনি খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন।

কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞার কথা।

১২ ধারা। ১১ ধারার লিখিত রিপোর্ট পাইলে পর, কমিশ্যনর সাহেব আর অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে তাহা লইয়া, কালেক্টর সাহেব উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ রিপোর্টে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিতে অস্বীকার করণসূচক আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

কিম্বা আপনি যে কোন মন্তব্য বিহিত বোধ করেন তৎসহিত কালেক্টর সাহেবের প্রেরিত রিপোর্ট রেবিনিউ বোর্ডের বিবেচনা নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবেন।

বোর্ডের আজ্ঞার কথা।

১৩ ধারা। কমিশ্যনর সাহেবের প্রেরিত রিপোর্ট পাইলে পর, রেবিনিউ বোর্ড আর অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে তাহা লইয়া, কালেক্টর সাহেব বা কমিশ্যনর সাহেব রিপোর্টে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিতে অস্বীকার করণসূচক আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

কিম্বা যে কোন মন্তব্য বিহিত বোধ হয় তৎসহিত ঐ রিপোর্ট শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনা নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞার কথা।

১৪ ধারা। বোর্ডের ঐ রিপোর্ট পাইলে পর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং প্রস্তাবিত কার্য্য বা বিষয় বা তাহার কোন রূপান্তর করা বা সম্পাদন করা হয় এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐরূপ প্রত্যেক আজ্ঞা কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপনক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারেন তাহার কথা।

১৫ ধারা। এই অধ্যায়ে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্য বা বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা কিম্বা ঐরূপ কোন শ্রেণীর কার্য্য বা বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ আজ্ঞা দ্বারা কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে তিনি ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট অনুসন্ধান লইয়া উচ্চতর কোন কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া উক্ত কার্য্য বা বিষয় বা তাহার কোন রূপান্তর করিবার বা সম্পাদন করিবার আজ্ঞা দিবেন, অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোন উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষকে আর জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া ঐরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা কমিশ্যনর সাহেবকে বা রেবিনিউ বোর্ডকে দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায় তাহা ৮৫ ধারার বিধানের নিয়মাধীন হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ১ আগষ্ট।]

রেলপথ পরিবর্ত্তন ও পয়োনালা প্রস্তুত করণের কথা।

[illegible] কোন রেলপথের দ্বারা কোন ভূমি খণ্ডের জল বাহির হইবার ব্যাঘাত হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই রেলপথ পরিবর্ত্তন করিবার কিম্বা সেই রেলপথের নীচে কি তাহা ভেদ করিয়া কোন পয়োনালা প্রস্তুত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কালেক্টর সাহেবের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭ ধারা। কোন পথের বা রেলপথের দ্বারা কোন ভূমি খণ্ডের জল বাহির হইবার ব্যাঘাত হয় বলিয়া ৭ ধারার (ঙ) প্রকরণমতে কিম্বা পূর্ব্ব ধারা মতে সেই পথ বা রেলপথ পরিবর্ত্তন করিবার কিম্বা তাহার নীচে বা তাহা ভেদ করিয়া কোন পয়োনালা প্রস্তুত করিয়া দিবার আজ্ঞা হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই পথের বা রেলপথের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঐরূপ পরিবর্ত্তন করিবার বা পয়োনালা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, এবং কালেক্টর সাহেব যে প্রকারে যে সময়ের মধ্যে নির্দ্দেশ করেন ঐ ব্যক্তি সেই প্রকারে সেই সময়ের মধ্যে সেই আদেশ পালন না করিলে, কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকদের দ্বারা সেই পথ বা রেলপথ পরিবর্ত্তন বা সেই পয়োনালা প্রস্তুত করাইতে পারিবেন; কিন্তু রেলপথ হইলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে না লইয়া গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকেরা উক্তরূপ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না।

পরিবর্ত্তন বা প্রস্তুত করণের খরচের কথা।

উক্ত পথ বা রেলপথ প্রস্তুত করিবার সময়ে জল যাইবার যে স্বাভাবিক পথ ছিল তৎকালে তাহার অনুপযুক্ত বিধান করণ হেতুক যে পরিমাণ খরচ হয় ঐরূপ পরিবর্ত্তন বা প্রস্তুতকরণের সেই খরচ উক্ত পথের বা রেলপথের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিতে হইবে; এবং অবশিষ্ট খরচ থাকিলে তাহা এই আইনের বিধানমতে উপকারপ্রাপ্ত ভূমির স্বামিদের উপর ধরা যাইবে ও তাঁহাদের স্থানে আদায় করা যাইবে। যদি এই প্রকরণমত ব্যয় বণ্টন লইয়া পথের বা রেলপথের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও উপকারপ্রাপ্ত ভূমির স্বামী এই উভয়ের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

নূতন জলদ্বার, বাঁধ বা পয়োনালা নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার কথা।

১৮ ধারা। (ক) জল বাহির হইবার কিম্বা ভূমিতে জল সেঁচিবার নিমিত্ত রাজকীয় কোন বাঁধে জলদ্বার করা যায়, (খ) কিম্বা ৬ ধারামত ঘোষণাপত্রের অন্তর্গত কোন ভূমি খণ্ডে নূতন কোন বাঁধ করা যায়, কিম্বা বর্ত্তমান কোন বাঁধ লম্বা বা প্রশস্ত করা যায়, কিম্বা সারাইয়া রাখা বা উঠাইয়া দেওয়া যায় কিম্বা কোন বাঁধের রেখা পরিবর্ত্তন করা যায়, কিম্বা নূতন পয়োনালা করা যায়, কিম্বা কোন পয়োনালা বন্ধ কি অন্যমুখ করা যায়, কোন ব্যক্তির এই ইচ্ছা থাকিলে,

তিনি কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত করিতে পারিবেন। যে ভূমিতে ঐ কর্ম্ম করা গেলে যত উপকার হয় কালেক্টর সাহেব যে বৃত্তান্ত দ্বারা তাহা নিরূপণ করিতে পারেন, ঐ দরখাস্তে ঐ ভূমির সেই সকল

বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে। যে কার্য্য জন্য দরখাস্ত হয় সেই কার্য্য করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা কালেক্টর সাহেবের এরূপ বোধ হইলে, এই আইনের ৭ ও পর-বর্ত্তি ধারাগুলি লিখিত কার্য্যপ্রণালী ঐ প্রস্তাবিত কার্য্য সম্বন্ধে অবলম্বন করা যাইবে।

ঘর প্রভৃতি উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১৯ ধারা। ইঞ্জিনিয়রের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিয়া বা প্রকারান্তরে যদি কালেক্টর সাহেবের এইরূপ মত হয় যে রাজকীয় বাঁধের ও নদীর মধ্যগত স্থানে যে বৃক্ষ কি ঘর কি খড়ুয়া ঘর কি অন্য গাঁথনি থাকে তাহা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক কিম্বা বর্ত্তমান গুণ টানিবার বাঁধযুক্ত পথ প্রশস্ত করণার্থ কিম্বা নূতন গুণ টানিবার বাঁধযুক্ত পথ প্রস্তুত করণার্থ ভূমির প্রয়োজন আছে, তবে তিনি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট সেই মর্ম্মের রিপোর্ট করিয়া, যে২ বৃক্ষ কি ঘর কি খড়ুয়া ঘর কি গাঁথনি উঠাইয়া দিতে হইবে, কিম্বা যে ভূমি লইবার প্রয়োজন থাকে ঐ রিপোর্টের সঙ্গে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা পাঠাইবেন। ঐ২ বৃক্ষ কি ঘর ও খড়ুয়া ঘর কি গাঁথনির কিম্বা ভূমির অধিকার পাইবার জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি লওয়া বিষয়ে যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তাহার বিধানমতে কার্য্য করা যায় এই নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ড দিয়া নিয়মিত প্রণালীতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট সেই বিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

ঐ কার্য্যদ্বারা যে ভূমির লাভ কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা ভিন্ন২ জিলার মধ্যে থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। এই আইনমতে যে কোন কার্য্য করিবার প্রস্তাব হয় তাহা কিম্বা তদ্দ্বারা যে২ ভূমির উপকারাদি হইতে পারে তাহা ভিন্ন২ জিলার সীমার মধ্যে থাকিলে, ঐ কার্য্যের বা ভূমির কোন অংশ যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব সেই খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব ঐরূপ কোন ভূমি অন্য কমিশ্যনর সাহেবের খণ্ডের মধ্যে থাকিলে তাঁহার সম্মতিক্রমে সেই কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা ঐ ভূমির কোন অংশ অন্য যে কালেক্টর সাহেবের জিলার মধ্যে থাকে তাঁহাকে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিবার ও ঐ কার্য্য দ্বারা যে সকল ভূমির উপকারাদি হইতে পারিবে সেই সকল ভূমির সম্বন্ধে এই আইনমত সমুদয় বা অন্যতর কার্য্য চালাইবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বাঁধের কমিটী নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২১ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব, উচিত বোধ করিলে, কোন জিলার নিমিত্ত বাঁধের কমিটী নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং সময়ে২ ঐ কমিটীর মেম্বরদিগকে নিযুক্ত করিতে ও তাঁহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে এবং কোন ব্যক্তির মেম্বরের পদ রহিত হইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১ আগষ্ট।]

কালেক্টরকর্ত্তৃক কমিটীর পরামর্শ লইবার কথা।

২২ ধারা। কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আইনক্রমে যে কোন কর্ম্ম করণের বা কর্ত্তব্য পালনের ভার অর্পিত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি ঐ কমিটীর পরামর্শ লইবেন, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন, এবং কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তিনি সময়ে২ এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে ঐ কমিটী উক্ত কর্ম্ম করিবেন বা ঐ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

কমিটীর কার্য্যের কথা।

২৩ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এতদর্থে সময়ে২ যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধিমতে ঐরূপ প্রত্যেক কমিটীর কার্য্য চালান যাইবে।

কমিশ্যনর সাহেবের নিকট প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

২৪ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোন বিষয়ে কালেক্টর সাহেবকে কমিটীর পরামর্শ লইবার আদেশ করিলে, যদি কমিটীর সহিত কালেক্টর সাহেবের মতভেদ হয়, তবে কমিটীর আদেশ প্রাপ্ত হইলে তিনি কমিটীর বা কোন মেম্বরের লিখিত মন্তব্যের নকল সহিত খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাণের কি সম্পত্তির আসন্ন শঙ্কা থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

অত্যাবশ্যক স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৫ ধারা। এই আইনের ৭ ও পরবর্ত্তী ধারামত সাধারণ নোটিস যে কার্য্য প্রণালীর আরম্ভে দিতে হয়, সেই কার্য্য প্রণালীমতে সেই কার্য্য করিতে গেলে যে বিলম্বের সম্ভাবনা তৎপ্রযুক্ত প্রাণের কি সম্পত্তির গুরুতর ও আসন্ন সঙ্কট হইতে পারে কালেক্টর সাহেবের এমত বিবেচনা হইলে, তিনি অগৌণে উক্ত কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ হইবার আশায় কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন। পরন্তু তিনি অবিলম্বে ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট অনুমানপত্র ও বিশেষ বৃত্তান্ত ও নক্সা ও মানচিত্রের নকল প্রস্তুত করাইয়া সাধারণ নোটিস প্রচার করাইয়া ঐ পত্রের লিখিত কার্য্য যে আরম্ভ হইয়াছে ইহা জানাইবেন। তাহা হইলে, এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যদ্রূপ কার্য্য চালাইবার ও যে তদন্ত লইবার বিধান আছে তদ্রূপ কার্য্য চালান যাইবে ও সেই তদন্ত লওয়া যাইবে।

বাঁধ প্রভৃতি পুনশ্চ করিবার কথা।

২৬ ধারা। উক্তরূপ অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর সেই অনুসন্ধানমতে শেষ যে আজ্ঞা করা যায় ইহার পূর্ব্ব ধারামতে তদ্দ্বারা কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ইঞ্জিনিয়র সাহেবের করা কোন কর্ম্ম অনাবশ্যক নির্ণয় হইলে, ঐ কার্য্য দ্বারা যে কোন ব্যক্তির হানি হইয়াছে, সেই ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের স্থানে এই আইনের ৫ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে নির্ণীত হানিপূরণ পাইবেন; এবং ঐরূপ কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট সেই মর্ম্মের দরখাস্ত করিলে, ঐ ভূমি কি বাঁধ কি পয়োনালার পরিবর্ত্তন করা। যত দূর অনাবশ্যক বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের খরচে তত দূর

তাহার পুনশ্চ পুর্ব্বাবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে, অর্থাৎ কালেক্টর সাহেব এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সময়ে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, যত দূর সম্ভব সেই সময়ের অবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে।

ভিন্ন২ জিলায় ভূমি থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার ক্ষমতার কথা।

২৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা যে কোন ভূমির উপকার হইবার সম্ভাবনা, সেই ভূমির কোন অংশ অন্য জিলার মধ্যে থাকিলে, যে কালেক্টর সাহেব ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন তিনি কার্য্যারম্ভ কালে ঐ অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবকে তাহার নোটিস দিবেন; এবং ঐ কার্য্য ও তাহার খরচা সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি ২০ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইঞ্জিনিয়রের ক্ষমতার কথা।

ইঞ্জিনিয়র সাহেবের উপর কালেক্টর সাহেবের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

২৮ ধারা। এই আইনমতে ইঞ্জিনিয়র সাহেবের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া গেল তিনি কালেক্টর সাহেবের সাধারণ কর্তৃত্বের ও আজ্ঞার অধীন থাকিয়া সেই২ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

অত্যাবশ্যক স্থলে ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্ম করিবার ক্ষমতার কথা।

২৯ ধারা। কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় যে বিলম্ব হইতে পারে তৎপ্রযুক্ত প্রাণের কি সম্পত্তির গুরুতর ও আসন্ন সঙ্কট সম্ভাবনা, ইঞ্জিনিয়রের এমত জ্ঞান হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি ২৫ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তিনি সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন। এই ধারামতে ইঞ্জিনিয়র যে কোন কর্ম্ম করেন তদ্বিষয়ে অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের স্থানে যে কোন উপদেশ প্রাপ্ত হন তদনুসারে চলিবেন।

মেরামত করিবার ক্ষমতার কথা।

৩০ ধারা। এই আইনের বিধানমতে, কিম্বা এইরূপ পূর্ব্বের কোন আইনের বিধানমতে, রাজকীয় যে বাঁধ কি রাজকীয় যে পয়োনালা বা অন্য বিষয় প্রস্তুত করা যায়, কিম্বা যে বাঁধ প্রভৃতির অধ্যক্ষতা কার্য্য গ্রহণ করা যায়, ইঞ্জিনিয়র সাহেব তাহা মেরামত করিতে এবং সারাইয়া রাখিবার আবশ্যক ও উপযুক্ত সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

কিয়ৎকালীন পথ কি পয়োনালা কি জাঙ্গাল করিবার ক্ষমতার কথা।

৩১ ধারা। রাজকীয় কোন বাঁধের উপর দিয়া কিছু কালের নিমিত্ত পথ করা যায় কিম্বা তদ্রূপ বাঁধ ভেদ করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্তে পয়োনালা করা যায়, কিম্বা বাঁধযুক্ত কোন নদীতে কি রাজকীয় পয়োনালায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত জাঙ্গাল করা যায়, কোন ব্যক্তির এমত ইচ্ছা থাকিলে, তিনি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের নিকট কিম্বা তদর্থে ইঞ্জিনিয়র সাহেব যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাহার নিকট দরখাস্ত দিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়র বা ব্যক্তি আপনার মতসহিত কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ দরখাস্ত পাঠাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব তৎসম্বন্ধে যে আজ্ঞা দেন, সেই আজ্ঞার অপেক্ষা করিবেন। ঐ কর্ম্ম অবিলম্বে সম্পাদন করিবার বিশেষ হেতু আছে এরূপ বিবেচনা করিলে, তিনি কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া তাহা সম্পাদন করাইতে পারিবেন। প্রস্তাবিত কর্ম্ম গবর্ণমেন্টের কোন কার্য্যকারকদ্বারা করিতে হইলে, ইঞ্জিনিয়র সাহেব ঐ পথ করিবার কি স্থানান্তর করিবার কিম্বা সেই পয়োনালা কি জাঙ্গাল প্রস্তুত কি বন্ধ করিবার কি উঠাইয়া দিবার নৈমিত্তিক খরচশুদ্ধ যত খরচ আবশ্যক বলিয়া ধরেন, দরখাস্তকারী সেই কর্ম্মের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সেই খরচ গচ্ছিত করিয়া দিবেন। যত টাকা প্রয়োজন ঐ গচ্ছিত টাকা তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হইলে, উদ্বর্ত্ত টাকা দরখাস্তকারিকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

ইঞ্জিনিয়রের অনুমতিমতে জলদ্বার খুলিবার কি বন্ধ করিবার কথা।

৩২ ধারা। কোন রাজকীয় বাঁধে যে জলদ্বার করা যায়, তাহা কেবল ইঞ্জিনিয়র সাহেবের দ্বারা বা তাঁহার সাধারণ বা বিশেষ অনুমতিক্রমে কিম্বা ঐ বাঁধ অব্যবহিতরূপে যে কার্য্যকারকের অধীনে থাকে তিনি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের সাধারণ কিম্বা বিশেষ যে আজ্ঞা পান সেই আজ্ঞামত কেবল তাঁহারই দ্বারা কিম্বা তাঁহার বিশেষ কি সাধারণ অনুমতিক্রমে খোলা কি বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

জমীতে গিয়া জরীপ প্রভৃতি করিবার কথা।

৩৩ ধারা। এই আইনের কোন কার্য্য সফল করিবার জন্যে ইঞ্জিনিয়র সাহেব, কিম্বা তিনি যে ব্যক্তিকে এই কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেন সেই ব্যক্তি,

কোন জমীতে গিয়া তাহা জরীপ করিতে ও তাহার সমতা নির্ণয়ের সূত্রপাত করিতে,

ও মাটি খুঁড়িতে কিম্বা নীচের মাটিতে গর্ত্ত করিতে,

ও উক্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেব কিম্বা কালেক্টর সাহেব যে কার্য্য করিবার কল্পনা করেন ঐ জমী সেই কার্য্যের উপযুক্ত কি না ইহা জানিয়া লইবার নিমিত্তে অন্য যেং কার্য্য করা আবশ্যক হয় তাহা করিতে,

রেখার চিহ্ন দিবার কথা।

ও যে ভূমি লইবার প্রস্তাব হয় তাহার সীমায় দাগ দিতে, ও সেই জমীতে যে কার্য্য করিবার প্রস্তাব হয় তাহার রেখার চিহ্ন দিতে,

এবং দাগ দিয়া কি খাত কাটিয়া ঐ সমতার ও সীমার ও রেখার চিহ্ন রাখিতে,

জমী পরিষ্কার করিবার কথা।

ক্ষেত্রের ফসল কি বেড়া কি জঙ্গল কাটিয়া তাহা পরিষ্কার না করিলে যদি ভূমির জরীপীকার্য্য কি সমতা নির্ণয়ের কার্য্য করা যাইতে না পারে, তবে সেই ফসল কি বেড়া কি জঙ্গল কাটিয়া তাহা পরিষ্কার করিতে পারিবেন।

জমীতে যাইবার পূর্ব্বে নোটিস দিবার কথা।

কিন্তু দখিলকারের অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি সাত দিন থাকিতে তাঁহার বাড়ীপ্রবেশ করিবার কল্পনার নোটিস তাঁহাকে লিখিয়া না দিলে, তাঁহার ঘরে কিম্বা বসতবাটী সংযুক্ত ঘেরা প্রাঙ্গণে কি বাগানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

হানিপূরণের কথা।

অ্বশ্যকমতে পূর্ব্বোক্ত যে দ্রব্যের হানি করা যায় ইঞ্জিনিয়র সাহেব, কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে অন্য যে ব্যক্তির প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল তিনি প্রবেশ করিবার সময়ে তাহার মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। তদ্রূপে যে টাকা দিবার প্রস্তাব হয় তাহা উপযুক্ত মূল্য নয় বলিয়া বিবাদ হইলে, তিনি অগৌণে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ বিবাদ অর্পণ করিবেন ও তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

ঐরূপ ভূমি হইতে মাটি লইবার ক্ষমতার কথা।

৩৪ ধারা। কোন বাঁধ বা পয়োনালা কিম্বা গুণ টানিয়া যাইবার বাঁধযুক্ত কোন পথ গবর্ণমেন্টের দ্বারা সারাইয়া রাখা গেলে তাহা মেরামত করা আবশ্যক বোধ হইলে, ইঞ্জিনিয়র সাহেব কিম্বা তদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ৫ ধারার লিখিত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে মাটি বা অন্য দ্রব্য দখল করিয়া লইতে ও স্থানান্তর করিতে ও তাহা ঐ মেরামত কার্য্যে লাগাইতে পারিবেন।

ভূমির উপর ফসল থাকিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৫ ধারা। ঐ ভূমির উপর যে কোন ফসল থাকে তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১৩ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন; এবং ঐ ফসলের হানি হইলে হানিপুরণের টাকা পাইবার দাওয়ার সম্বন্ধে ঐ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ভূমি চিরকালের নিমিত্ত কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী হইলে তাহা গ্রহণ করিবার কথা।

৩৬ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন কার্য্য দ্বারা ঐরূপ কোন ভূমি চিরকালের নিমিত্ত কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তৎপক্ষে ঐ ভূমির স্বামীর প্রার্থনাপত্র পাইলে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের কিম্বা রাজকীয় কার্য্য নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের বিধানমতে ঐ ভূমি গ্রহণ করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভূমি গ্রহণ করিবার ও হানিপূরণ দিবার বিধি।

ভূমি লইবার কথা।

৩৭ ধারা। যে স্থলে কালেক্টর সাহেব ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১২ ও ১৩ ধারার বিধানমতে কার্য্য করেন তদ্ভিন্ন স্থলে, এই আইনমতে কার্য্য করণ কালে এই আইনের কোন কার্য্যপক্ষে ভূমি লওয়া প্রয়োজন দেখা গেলে, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে ভূমি লইবার অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনমতে ঐ ভূমি লওয়া সংক্রান্ত কার্য্য করা যাইবে।

কার্য্যের ফলস্বরূপ হানি হইলে তৎপূরণের কথা।

৩৮ ধারা। ৫ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, কোন ভূমিতে ইঞ্জিনিয়র সাহেবের প্রয়োজন হইলে কিম্বা তিনি তাহা লইলে পর, যদি এই আইনের শক্তি বা বিধানক্রমে নিয়মমত কার্য্য হওয়াতে ঐ ভূমিভিন্ন কোন ভূমির কিম্বা মৎস্য ধরিবার স্বত্বের কিম্বা পয়োনালা কিম্বা জল ব্যবহারের স্বত্বের কি অন্য স্বত্বের কি সম্পত্তির হানি হইয়া থাকে, তবে ঐ সম্পত্তি বা স্বত্ব যে ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে, তিনি কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া হানিপূরণের দাওয়া উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে কার্য্য করণার্থ দরখাস্ত হয় তাহা করিতে অস্বীকার করণ, এবং আইনমতে যে কার্য্য করিতে হইলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বা অন্য কোন অনুমতি পাওয়া প্রয়োজন সেই কার্য্য করণের অনুমতি দিতে অস্বীকার করণ, এই ধারামতে যে কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণের দাওয়া হইতে পারে সেই কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

হানিপূরণের দাওয়ার মিয়াদের কথা।

৩৯ ধারা। যে কার্য্যদ্বারা উক্ত স্বত্বের হানি হয় সেই কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব ধারামত দাওয়া উপস্থিত করিতে হইবে, তাহার পর গ্রাহ্য হইবে না।

হানিপূরণ নির্ণয়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪০ ধারা। তদ্রূপ কোন দাওয়া উপস্থিত করা গেলে এবং হানিপূরণ করিয়া দিতে হইলে, কাহাকে কত টাকা দিতে হইবে, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি লইবার অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের বিধান অনুসারে ইহা নির্ণয় করিবার কার্য্য করা যাইবে।

হানি পূরণ নিরূপণে যেহ বিষয় বিবেচ্য তাহার কথা।

৪১ ধারা। উক্তরূপ কোন স্থলে হানিপুরণস্বরূপ কোন টাকা দিতে হইবে কি না ও দিতে হইলে কত টাকা দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত তদ্বিষয় জজ সাহেবের ও আসেসরদের প্রতি অর্পিত হইলে জজ সাহেব ও আসেসরেরা এইহ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন,—

প্রথম। যে সম্পত্তির কি স্বত্বের হানি হয়, কার্য্যকরণ বা বিষয় সম্পাদন সময়ে তাহার বাজার দর কত হইতে পারে।

দ্বিতীয়। সেইকার্য্য বা বিষয় সম্পাদন দ্বারা সম্পত্তির কি স্বত্বের হানি হওয়াতে দাওয়াদারের কত হানি হইল।

তৃতীয়। কার্য্য করণ বা বিষয় সম্পাদন সময়ে সম্পত্তির কি স্বত্বের হানি হওয়া প্রযুক্ত তাহার বাজার দর কত দূর কমিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ। যে কার্য্য বা বিষয় সম্বন্ধে হানিপূরণের দাওয়া হয় তাহা হইতে বা তৎসংক্রান্ত কোন কার্য্য হইতে মোকদ্দমার কোন পক্ষ উপকার পাইয়াছে বা পাইবে কি না, তাহা হইলে স্থলান্তরে ঐ ব্যক্তিকে যত হানিপূরণ দিবার ডিক্রী হইত, তাহার বিরুদ্ধে ঐরূপ কোন উপকার হইলে তাহার আনুমানিক মূল্য ধরিতে হইবে।

হানিপূরণ নিরূপণে যেহ বিষয় বিবেচ্য নয় তাহার কথা।

কিন্তু জজ সাহেব কি আসেসরেরা এইহ বিষয় বিবেচনায় আনিবেন না।

প্রথম। যে কারণে উক্ত কার্য্য করা বা বিষয় সম্পাদন করা আবশ্যক হইল তাহার গুরুত্ব।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১ আগষ্ট।]

দ্বিতীয়। দাওয়াদারের যত হানি হইল, সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা তাহার সেই হানি হইলেও সেই ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে যদি তাহার বিরুদ্ধে হানিপূরণের ডিক্রী পাওয়া ন্যায্য না হইত তবে সেই হানি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কার্য্যের খরচ ও আনুষ্ঠানিক কার্য্য প্রভৃতির বিধি।

১ পরিচ্ছেদ।—তন্নিরূপণের কথা।

D চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট বাঁধের কথা।

৪২ ধারা। ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D চিহ্নিত তফসীলে যে২ বাঁধের কথা আছে তন্মধ্যে কি তৎসম্পর্কে এই আইনের ১৮ বা ৩১ ধারার বিধানমতে যে কার্য্য করা যায় কি তাহার যে মেরামত হয় তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের ৪৭ ও পরিবর্ত্তী ধারার বিধান খাটিতে পারে, তদ্ভিন্ন সেই২ বাঁধের প্রতি ঐ২ বিধান খাটিবে না; এবং ঐ তফসীলে যে২ বাঁধের কথা লেখা আছে এই আইন প্রচলিত করণ সময়ে সেই২ বাঁধের দ্বারা যে ভূমি রক্ষা করা যায়, ইহার পর সেই ভূমি রক্ষা করিবার জন্য উক্ত প্রকারে যে কোন বাঁধ করা যায় তাহার প্রতি ঐ২ বিধান খাটিবে না, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তফসীলে যে বাঁধের কথা লেখা আছে তদ্দ্বারা যে ভূমির রক্ষা না হয় ঐ বাঁধ প্রস্তুত করণে সেই ভূমির যত দূর রক্ষা হইবে তত দূর ঐ২ বিধান খাটিবে। এই আইনের ১৮ ধারার কি ৩১ ধারার বিধানমতে যে কার্য্য করা যায় তদ্ভিন্ন ঐ২ বাঁধে কি তৎসম্পর্কে যে সকল কার্য্য করা যায় ও তাহার যে মেরামত হয় তাহা করিতে যত খরচ লাগে গবর্ণমেণ্ট তাহা দিবেন।

D তফসীল হইতে উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৩ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানমতে সাধ্যানুসারে তদন্ত লইলে পর, সাধারণের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত D চিহ্নিত তফসীলের উল্লিখিত কোন২ বাঁধ কিম্বা এই ধারার পশ্চাল্লিখিত প্রকরণমতে উক্ত D চিহ্নিত তফসীলভুক্ত কোন বাঁধ বা পয়োনালা রাখা আর আবশ্যক নাই জ্ঞান হইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত তফসীল হইতে সেই বাঁধ উঠাইয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু পশ্চাৎ সেই প্রকারের অনুসন্ধান লইয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেই বাঁধ রাখা আবশ্যক বোধ করিলে, তিনি ঐ তফসীলে তাহা পুনরায় লেখাইতে পারিবেন।

D তফসীলে অন্য বিষয় লেখাইবার কথা।

উক্ত D তফসীলের মধ্যে যে বাঁধ ধরা যায় নাই এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ তফসীলে এমত কোন বাঁধ বা কোন পয়োনালা ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই বাঁধের বা পয়োনালার প্রতি এই ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১ আগষ্ট।]

E তফসীলের লিখিত পরগনা সমূহের বাঁধ মেরামত করিয়া রাখিবার উদ্দেশে সরকারী টাকা এক্ষণকার ন্যায় দিতে হইবার কথা।

৪৪ ধারা। ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের E তফসীলে লিখিত পরগনা সমূহের সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে রীতি প্রচলিত আছে, তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট বাঁধ মেরামত করিয়া রাখিবার উদ্দেশে প্রত্যেক পরগনার নিমিত্তে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট টাকা বৎসর২ দিতে থাকিবেন।

ঐরূপ বাঁধ রাজকীয় বলিয়া ব্যক্ত হইলে কালেক্টর সাহেবের স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবার কথা।

৪৫ ধারা। উক্ত কোন পরগনার যে২ বাঁধ মেরামত করিয়া রাখা যায় তাহা যদি কোন সময়ে ৭ ধারার বিধানমতে রাজকীয় বাঁধ বলিয়া ব্যক্ত করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব উক্ত ব্যক্ত করণের তারিখ অবধি ঐ পরগনার নিমিত্তে স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন। উক্ত হিসাবে পূর্ব্বোক্ত টাকা রাজস্ব সংক্রান্ত প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে জমা দিতে হইবে। প্রত্যেক বৎসরের শেষে ব্যয় বাদে যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা পরবৎসরের হিসাবে জমা করিয়া লওয়া যাইবে এবং ঐ পরগনায় যে সকল বাঁধ রাখা আবশ্যক বোধ হয় তাহা মেরামত করিবার বা প্রস্তুত করিবার খরচ নিমিত্ত ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

বাঁধ মেরামত করিয়া রাখা সাধারণের স্বার্থ নিমিত্ত অনাবশ্যক দৃষ্ট হইলে অর্থদান বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কোন সময়ে যত দূর সম্ভব দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানমতে কালেক্টর সাহেব অনুসন্ধান লইলে যদি দৃষ্ট হয় যে উক্তরূপ কোন পরগনায় সাধারণের স্বার্থ নিমিত্ত কোন বাঁধ রাখা অনাবশ্যক, তবে ঐ পরগনা সম্বন্ধে ঐরূপ অর্থদান বন্ধ করা হয় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐরূপে অনুসন্ধান লইয়া রিপোর্ট হইলে যদি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বোধ হয় যে ঐ পরগনায় কোন বাঁধ মেরামত করিয়া রাখা সাধারণের স্বার্থ নিমিত্ত পুনরায় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে পুনরায় ঐরূপ অর্থদান হইতে পারিবে।

অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার কথা।

৪৭ ধারা। যে কোন নূতন কার্য্যের অনুমানপত্র, বিশেষ বিবরণ ও নক্শা প্রস্তুত করিয়া ৭ ধারার বিধানমতে সাধারণের দেখিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাখা গিয়াছে. কালেক্টর সাহেব বা ইঞ্জিনিয়র সাহেব তদ্ভিন্ন এই আইনের বিধানমত কোন কার্য্য বা মেরামত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে ঐ কার্য্য বা মেরামত কার্য্য সম্বন্ধে যে খরচ পড়িবে তাহার বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র ইঞ্জিনিয়র সাহেব কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা যাইবে। তন্মধ্যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেরেস্তার খরচের যে অংশ ধরিবার আদেশ করেন সেই অংশও ধরা যাইবে।

৪৮ ধারা। ইহার পরবর্ত্তী ধারামতে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে প্রেরিত ঐ কার্য্যের অনুমানপত্রে যত টাকা ধরা যায় যথার্থ খরচ তাঁহার দশাংশ পর্য্যন্ত অধিক হইয়ে দৃষ্ট হইলে, ইঞ্জিনিয়র সাহেব তৎক্ষণাৎ আর এক অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং আবশ্যক হইলে ঐ কার্য্যাদির আর২ বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবেন।

আর২ অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার কথা।

৪৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে প্রস্তুত সকল বিশেষ বিবরণের ও অনুমানপত্রের নকলএবং দেশীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ তাহার যে চুম্বক করিবার আজ্ঞা করেন তাহা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে পাঠাইতে হইবে। ঐ কার্য্যে বা মেরামতে যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহারা সেই সকল দেখিতে পাইবেন।

অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবার কথা।

৫০ ধারা। ঐরূপ কোন বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র পাইবার সাধারণ নোটিস ৮০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রচার করা যাইবে এবং ঐ কার্য্যের বা মেরামতীর দ্বারা যে সকল মহাল হইতে খরচ লওয়া যাইতে পারে কিম্বা যে সকল মহালের উপকারাদির সম্ভাবনা সেই সকল মহাল উক্ত সাধারণ নোটিসে নির্দ্দিষ্ট হইবে। খরচ বণ্টন করিয়া যে ভূমির উপর ধরা যায় কোন মহালে তাহা একশত একরের অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকিলে ঐ মহাল সম্বন্ধে বিশেষ নোটিসও দেওয়া যাইবে; কিম্বা সাধারণ নোটিস প্রচার না করাইয়া, উক্ত কার্য্য বা মেরামতী দ্বারা যে প্রত্যেক মহালহইতে খরচ লওয়া যাইতে পারে বা যে প্রত্যেক মহালের উপকারাদি হইবার সম্ভাবনা তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব ঐ মর্ম্মের বিশেষ নোটিস জারী করাইতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস পাইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিলে কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত ও উচিত জ্ঞান করেন করিবেন।

অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ পাইবার নোটিসের কথা।

৫১ ধারা। কোন কার্য্যে বা মেরামতী কার্য্যে বাস্তবিক যত টাকা খরচ হয় তাহার হিসাবপত্র কিম্বা এই ও পরবর্ত্তী কএক ধারামতে ঐ খরচের যে কোন অংশ লইয়া কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করেন তাহার হিসাবপত্র ঐ কার্য্য সম্পাদন হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করা যাইবে। প্রকৃতরূপে যত টাকা খরচ হইল তাহা লিখিয়া এবং উক্ত কার্য্যের বা মেরামতী কার্য্যের দ্বারা যে সকল ভূমি উপকৃত বা স্পৃষ্ট হইয়াছে সেই সকল ভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া এবং ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট ভূমি বা তাহার কোন অংশ কিরূপে এবং কি পরিমাণে স্পৃষ্ট হইয়াছে সাধারণতঃ ইহা লিখিয়া ইঞ্জিনিয়র সাহেব এক সর্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিবেন। কালেক্টর সাহেব ৫৮ ধারামতে টাকা ধার্য্য বা অংশমতে বণ্টন করণের আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐরূপ কোন সর্টিফিকেট সংশোধন করা যাইতে পারিবে। ঐ সর্টিফিকেট বা সংশোধিত সর্টিফিকেট পাইলে উক্ত কার্য্য ও মেরামত। কার্য্যদ্বারা যেং গ্রামের ভূমির উপকার ও রক্ষা হইয়াছে ঐ২ গ্রাম যে২ মহালের অন্তর্গত কালেক্টর সাহেব তাহার বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইবেন এবং এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে ঐ২ মহালের ও গ্রামের জমীদারেরা উক্ত টাকা দিতে দায়ী হইবেন। উক্ত হিসাবের ও সর্টিফিকেটের ও বর্ণনাপত্রের নকল কালেক্টরী কাছারীতে রাখা যাইবে এবং যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহারা তথায় গিয়া তাহা দেখিতে পারিবেন।

হিসাব প্রস্তুত করিবার ও ইঞ্জিনিয়রের খরচের সর্টিফিকেট দিবার কথা।

৫২ ধারা। উক্ত হিসাব ও সর্টিফিকেট ও বর্ণনাপত্র কালেক্টরী কাছারীতে গৃহীত হইয়া ও রাখা যাইবার সাধারণ নোটিস দেওয়া যাইবে। যে ভূমির উপর খরচ বণ্টন করিয়া ধরা যাইবে কোন মহালে সেই ভূমি একশত একরের অধিক হইলে সেই মহাল সম্বন্ধে ঐ বিষয়ের বিশেষ নোটিসও দেওয়া যাইবে; কিম্বা সাধারণ নোটিস না দিয়া যে প্রত্যেক মহালের ও তালুকের জমীদার বা তালুকদারদের উপর বা মধ্যে কোন টাকা ধরা বা বণ্টন করা যায়, সেই প্রত্যেক মহাল ও তালুক সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব সেই মর্ম্মের বিশেষ নোটিস দেওয়াইতে পারিবেন; এবং ঐ সাধারণ নোটিস দেওয়া গেলে পর কিম্বা যদি বিশেষ নোটিস দেওয়া যায় তবে কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ নোটিস দেওয়া গেলে পর একমাস মধ্যে তিনি যদি ঐ হিসাব সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি করেন যে, যে কার্য্যের খরচা ধরা গিয়াছে তাহা সম্পন্ন হয় নাই কিম্বা যত টাকা খরচ ধরা হইয়াছে তত টাকা ব্যয় হয় নাই কিম্বা খরচের হার অনুমানপত্রে যেরূপ লেখা আছে তদপেক্ষা অধিক ধরা হইয়াছে, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তির অনুসন্ধান লইয়া তদ্বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নোটিসের ও আপত্তির অনুসন্ধানের কথা।

৫৩ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় বা পঞ্চম অধ্যায়মতে কিম্বা ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ২৬ অবধি ২৯ পর্য্যন্ত ধারামতে যে কোন কার্য্য করা যায় বা করিবার আজ্ঞা হয় তদনুযায়ী ও তদানুষঙ্গিক হানিপূরণ, খরচ ও খরচা বলিয়া কিম্বা জরীপ ও নকশা করিবার খরচ কিম্বা অনুমানপত্র ও হিসাব ও সর্টিফিকেট ও বর্ণনাপত্রের খরচ কিম্বা হাত লাগারেন নোটিস বাহির ও জারী করিবার খরচ বলিয়া কিম্বা অন্য কোন হিসাবে উক্ত কার্য্য বা মেরামতী কার্য্য সম্বন্ধে যত টাকা দেওয়া গিয়াছে বা দেয় হইয়াছে, কালেক্টর সাহেব উক্ত সর্টিফিকেটের লিখিত টাকার সহিত সেই সকল টাকা যোগ করিয়া দিবেন; পরে মোট দেনা বলিয়া যত টাকা নির্ণয় হয় এবং ১৭ ও ৩১ ধারামতে যে কার্য্য করা যায় তৎসম্পর্কে যে২ ব্যক্তির নিকট ঐ টাকা পাওনা হয় ও অন্যা২ কার্য্য সম্পর্কে যে২ মহালের নিমিত্ত তাঁহার ঐ টাকা পাওনা হয় তিনি এই সকল কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন। ১৭ ও ৩১ধারামতে যে কার্য্য করা যায় ঐ আজ্ঞা সেই কার্য্য সম্পর্কীয় হইলে, যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ঐ টাকার দায়ী হন ঐ আজ্ঞাপত্র অগৌণে তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে, নতুবা কালেক্টর সাহেব ইহার পশ্চাৎ পরিচ্ছেদের বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

মোটে যত টাকা দিতে হইবে তাহার কথা।

হানিপূরণ স্বরূপ টাকা দেওয়া গেলে টাকা দিবার তারিখ অবধি তাহার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সাহেব শতকরা ৫ টাকার অনধিক যে হিসাবে সুদ নিরূপণ করেন, সেই হিসাবে সুদ লওয়া যাইতে পারিবে।

সুদের কথা।

২ পরিচ্ছেদ।—খরচের যে অংশ যাহার দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবার কথা।

যাঁহারা সেই টাকার দায়ী তাঁহাদের কথা।

৫৪ ধারা। উক্ত যে মেরামতের কার্য্য বা যে কার্য্য সম্পাদন করা যায় তদ্দ্বারা যে ভূমির উপকার কি রক্ষা করা গেল তাহা যে২ মহালের অন্তর্গত থাকে, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে সেই২ মহালের জমিদারেরা কালেক্টর সাহেবকে উক্ত সমস্ত টাকা দিবেন।

E তফসীলের পরগনার বিষয়ে উপবিধি।

পরন্তু মোট যত টাকা দিতে হইবে তাহার ৫৩ ধারার বিধানানুসারে যে সময় নির্দ্ধার্য্য করা যায় সেই সময়ে কালেক্টর সাহেবের খাতায় ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের E তফসীলের উল্লিখিত কোন পরগনার টাকা জমা থাকিলে সেই পরগনার মধ্যে কোন বাঁধের যে অংশ থাকে সেই অংশ সম্পর্কে দেনা সমুদয় টাকা হইতে ঐ জমা টাকা বাদ দিতে হইবে। তাহা বাদ দিলে পর আর টাকা দেনা থাকিলে, ঐ২ পরগনার মধ্যে যে জমীদারদের মহাল থাকে তাঁহাদের কেবল সেই বাকী দিতে হইবে।

অধীন তালুকদার প্রভৃতির স্থানে টাকা আদায় করিবার কথা।

৫৫ ধারা। পূর্ব্বধারামতে ঐ মোট টাকার সমুদয় বা কিয়দংশ দিবার জন্যে যে জমীদার দায়ী হন, যত তালুকাদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার অধীনে ভোগ করা হয় কিম্বা ৬০ ধারার বিধানমতে যে২ ভূমি তাঁহার মহালের একাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় কালেক্টর সাহেব ৫৯ ধারার বিধানমতে ঐ২ তালুকের বা ভূমির নামে যত টাকা করিয়া ধরেন, জমীদার সেই২ তালুকাদির বা ভূমির ভোগাধিকারিদের স্থানে তত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। আর তদ্রূপে প্রত্যেক জন ভোগাধিকারির তালুকের অধীন যত পেটাও তালুক বা ৬০ ধারামতে ঐ তালুকের একাংশ বলিয়া যত ভূমি ধরা যায় কালেকটর সাহেব সেই বিধানমতে ঐ২ পেটাও তালুকের বা ভূমির নামে যত টাকা করিয়া ধরেন, ঐ ভোগাধিকারী সেই পেটাও তালুকের বা ভূমির ভোগাধিকারির স্থানে তত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

খরচের যে অংশ যাহার দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে নোটিস দিবার কথা।

৫৬ ধারা। সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকা দেনা হয় ইহা পূর্ব্বোক্তমতে নির্ণয় করা গেলেই কালেকটর সাহেব ঐ মোট টাকার কোন অংশ যে২ মহালের উপর ধরা যাইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সাধারণ নোটিস দেওয়াইবেন এবং যে ভূমির উপর খরচ ধরা যাইবে সেই ভূমি কোন মহালে একশত একরের অধিক থাকিলে ঐ মহাল সম্বন্ধে বিশেষ নোটিস জারী করা হইবে। কিম্বা সাধারণ নোটিস না দেওয়াইয়া যে প্রত্যেক মহালের ও তালুকের জমীদার বা তালুকদারদের উপর বা মধ্যে কোন টাকা ধরা বা বণ্টন করা যায়, সেই প্রত্যেক মহাল ও তালুক সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব সেই মর্ম্মের বিশেষ নোটিস দেওয়াইতে পারিবেন। ঐ২ নোটিসে পূর্ব্বোক্ত ঐ মোট টাকার মধ্যে যে জমীদারদের ও যে ভোগাধিকারিদের সুদ ও অংশ নিরূপণের খরচ সুদ্ধ যত টাকা করিয়া দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিবার জন্যে অমুক স্থানে অমুক দিনে তদন্ত লওয়া যাইবে, এই কথা জ্ঞাত করা যাইবে।

তালুকাদির ভোগাধিকারিদের নাম লিখিবার কথা।

৫৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত নোটিসে যে২ মহাল লেখা থাকে তাহার মধ্যে কোন মহালের অন্তর্গত তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী বলিয়া যে ব্যক্তিরা আপনাদিগকে জানান, কিম্বা স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি যাঁহাদিগকে ভোগাধিকারী বলিয়া কহেন, কালেক্টর সাহেব উক্ত তদন্ত লইবার সময়ে, সেই সকল ব্যক্তির নাম লিখিয়া লইবেন। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, কালেক্টর সাহেব তাঁহার নামে নোটিস জারী করাইয়া তাঁহাকে ঐ নোটিসের লিখিত স্থানে ও দিবসে উপস্থিত হইয়া, খরচের অংশ নিরূপণ করিবার কাগজের মধ্যে তাঁহার নাম না ধরিবার কারণ জানাইতে আজ্ঞা করিবেন, ও সেই দিন পর্য্যন্ত ঐ তদন্ত লওনের কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

জমীদারদের মধ্যে অংশ নিরূপণ করিবার কথা।

৫৮ ধারা। কেবল একটি মহাল দায়ী হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই দিনে, কিম্বা তদন্ত লওয়ার জন্যে দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে সেই মহালের জমীদারের স্থানে পাওনা বলিয়া সেই সমুদয় টাকা লিখিবেন। দুই কি তদধিক মহাল থাকিলে,

(ক) সেই কার্য্যের কি মেরামতী দ্বারা যে মহালের যত দূর উপকার হয় তিনি তদনুসারে,

(খ) কিম্বা ঐ২ মহালের অন্তর্গত যে২ ভূমির উপকার কি রক্ষা হয় সেই২ ভূমির আয়তন অনুসারে,

(গ) কিম্বা ঐ২ মহালের যত টাকা রাজস্ব দিতে হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তদনুসারে, ঐ২ মহালের জমীদারদের মধ্যে খরচের এক২ অংশ নিরূপণ করিবেন।

পরন্তু গণ্ডক নদের ডাইন ধারে যে সকল বাঁধ আছে তজ্জন্যে মোটে উক্ত যত টাকা দেনা হয়, সারণ জিলার অন্তর্গত মহালের প্রচলিত রীত্যনুসারে যে মহালের যত টাকা রাজস্ব তাহার হিসাবমতে, ঐ২ মহালের জমীদারদের স্থানে ঐ মোট টাকার এক২ অংশ লওয়া যাইবে।

আর গণ্ডক নদের বাম তটে মজঃফরপুর জিলায় যে সকল বাঁধ আছে তৎসম্বন্ধে কোন বৎসর এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট মোট যত টাকা খরচ করিয়া থাকেন ও এই আইনের বিধানমতে মোট যত টাকা দেয় হইয়া থাকে, তাহা ঐ বাঁধ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে রীতি প্রচলিত আছে তদনুসারে ধরা যাইবে ও ঐ রূপেই বরাবর ধরা যাইল বলিয়া জ্ঞান হইবে, অর্থাৎ রত্তি, গদাসন্দ, হাজিপুর, তাতশালা, গর্জৌল, নয়ী, সরিসা ও বালাগাচ এই২ পরগনার অন্তর্গত যে মহালের যত টাকা রাজস্ব তাহার হিসাবমতে ঐ মহালের জমীদারদের স্থানে টাকা লওয়া যাইবে, কিন্তু রত্তি, গদাসন্দ ও হাজিপুর পরগনার অন্তর্গত কোন মহাল সম্বন্ধে মোট কোন টাকার যে টাকা নিরূপণ করা যায় ঐ মহা-

েকের রাজস্বের সহিত তাহার যে অনুপাত হয় সেই অনুপাত অবশিষ্ট পরগনার প্রত্যেক মহালের রাজস্বের সহিত ঐ মহালের নিরূপিত টাকার যে অনুপাত থাকে তাহার দ্বিগুণ হইবে।

তালুকাদির ভোগাধিকারিদের মধ্যে অংশ নিরূপণ করিবার কথা।

৫৯ ধারা। উক্ত গণ্ডকের ডাহিন ও বাম ধারের বাঁধ সম্পর্কীয় কথা ছাড়া, প্রত্যেক মহালের উপলক্ষে যত টাকা দেনা হয়, তদন্তর্গত তালুকের যত উপকার হইল কিম্বা তাহার যে আরতনের উপকার কি রক্ষা হইল, কালেক্টর সাহেব তদনুসারে সেইং তালুকের দেনা টাকাও নিরূপণ করিবেন; কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে ঐ মহালের অন্তর্গত যে ভূমি কোন তালুকের মধ্যে ধরা যায় নাই ঐরূপ সমানুপাতের নিয়মমতে সেই ভূমি হইতে ঐ খরচের যে অংশ লওয়া যাইতে পারে তালুকের দেনা টাকা হইতে তাহা বাদ দিবেন।

মহাল ভিন্ন নিষ্করূপে ভোগ করা জমীর সম্বন্ধে বিধানের কথা।

৬০ ধারা। মহাল না হইয়া যে সকল জমী নিষ্কররূপে ভোগ হইয়া থাকে সেই জমী যে মহালের বা তালুকাদির সীমার মধ্যে থাকে এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই মহালাদির একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে। যদি কোন মহালের সীমার মধ্যে না থাকে, তবে ঐ জমীর লাগাও মহাল যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব আপনার মোহরাঙ্কিত ও স্বাক্ষরিত আজ্ঞাপত্রক্রমে ঐ জমীর লাগাও যে মহালের অংশ বলিয়া ঐ জমী ধরিবার আজ্ঞা করেন, সেই মহালের অংশ বলিয়া ধরা যাইবে।

নিরূপিত টাকা কিস্তি করিয়া দিবার কথা।

৬১ ধারা। কোন মহালের কি তালুকের দেনা বলিয়া যত টাকা ধরা বা নিরূপণ করা হয়, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যেং দিন নিরূপণ করেন ঐ টাকা সমান কিস্তি করিয়া সেইং দিনে দেওয়া যাইবে। কিন্তু যে ভূমির নিমিত্ত ঐ কিস্তির টাকা দেনা হয় সেই ভূমির একর প্রতি চারি আনার অধিক কিস্তি লওয়া যাইবে না ও একই বৎসরে চারিবারের অধিক কিস্তি ধার্য্য হইবে না।

সুদের কথা।

উক্ত টাকার যে অংশ দেওয়া না যায় তাহা টাকা নিরূপণ হইবার তারিখ অবধি দিবার তারিখ পর্য্যন্ত তাহার উপর বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং বৎসর শতকরা ৫ টাকার অনধিক যত সুদ নিরূপণ করেন সেই সুদ হিসাবে চলিবে।

অতিরিক্ত খরচ বণ্টনের কথা।

৬২ ধারা। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমতে কোন কার্য্যের ও মেরামতী কার্য্যের খরচের বণ্টন হইবার পর, উক্ত বণ্টনপত্রে যে খরচ ধরা যায় নাই তাহা উক্ত কার্য্যের বা মেরামতী কার্য্যের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণস্বরূপ বা প্রকারান্তরে প্রদত্ত বা দেয় হইয়াছে দৃষ্ট হইলে, কালেক্টর সাহেব এই অধ্যায়ের বিধানমতে ঐ অতিরিক্ত খরচ বণ্টন করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ১ আগষ্ট।]

কয়েক বৎসরের নিমিত্ত আনুমানিক ব্যয় বণ্টন করিবার অন্যতর ক্ষমতার কথা।

৬৩ ধারা। রাজকীয় বাঁধ ও পয়োনালা ও তৎসংক্রান্ত কার্য্য মেরামত করিয়া রাখিতে প্রকৃতপক্ষে যে খরচ পড়ে জমীদারদের উপর সেই খরচ ধরিয়া আদায় করিবার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে তিনি যে কএক বৎসর উচিত বোধ করেন ত্রিশ বৎসরের অনধিক সেই কএক বৎসরে উক্ত মেরামত ও রক্ষণ ও কার্য্য সম্বন্ধে যে খরচ পড়িবে তাহার অনুমানপত্র প্রস্তুত করা হয়, এবং উক্ত মেরামত ও রক্ষণ ও কার্য্য দ্বারা যে সকল মহালের উপকার হয় পরে আজ্ঞা করিয়া সেই সকল মহালের জমীদারদের মোট যত টাকা দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু ঐ অনুমানপত্রের টাকা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলে পর তিন মাস অতীত না হইলে এবং ঐ টাকা মোট টাকা বলিয়া ধার্য্য হইবার বিরুদ্ধে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা যে কোন আপত্তি করা উচিত বোধ করেন তাঁহাদিগকে কালেক্টর সাহেবের নিকট সেই আপত্তি জানাইবার আদেশ সাধারণ নোটিসক্রমে দেওয়া না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঐরূপ মোট টাকা ধার্য্য করিবার আজ্ঞা দিবেন না। ঐরূপ প্রত্যেক আপত্তি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনা নিমিত্ত তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে।

পূর্ব্ব ধারায় ধৃত সময়ের মধ্যে কি ধরা যাইতে পারিবে ইহার কথা।

৬৪ ধারা। পূর্ব্বধারামত কোন আজ্ঞার যে সময় ধরা যায় তন্মধ্যে এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কএক বৎসর ধরা যাইতে পারে কিন্তু এরূপ স্থলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতপক্ষে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার সহিত ঐ আজ্ঞার অন্তর্গত অবশিষ্ট সময়ে যত টাকা ব্যয় হইবার অনুমান হয় তাহা যোগ করিয়া উক্ত ধারার লিখিত মোট টাকা নির্ণয় করিতে হইবে।

যেং কার্য্যসম্বন্ধে ঐরূপ অনুমানপত্র হইতে পারে তাহার কথা।

৬৫ ধারা। ৬৩ ও ৬৪ ধারার লিখিত মোট টাকা নিম্নলিখিত বিষয়ের মেরামত ও রক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যের ব্যয় সম্বন্ধে আদায় করা যাইতে পারিবে; অর্থাৎ—

(ক) ঐ আজ্ঞায় যে কোন রক্ষণার্থ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার;

(খ) কোন জিলায় যে সকল রাজকীয় বাঁধ ও পয়োনালা থাকে তাহার, কিম্বা

(গ) শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞায় যে দেশখণ্ডের উল্লেখ থাকে তন্মধ্যে যে সকল রাজকীয় বাঁধ ও পয়োনালা থাকে তাহার। ঐ দেশখণ্ডের মধ্যে এক বা একাধিক জিলার সমুদয় বা কোনং অংশ থাকিতে পারে।

কোন কার্য্য বা মেরামত ১৮ বা ৫১ ধারার বিধানমতে সম্পাদিত না হইলে উক্ত মেরামত ও রক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যসম্বন্ধে ঐ সময়ের মধ্যে আর কোন টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে না।

কিন্তু এই আইনের বিধানমতে পূর্ব্বোক্ত কোন জিলায় বা দেশ খণ্ডে নূতন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা গেলে উক্ত মোট টাকার মধ্যে তৎসম্পাদনের খরচ ধরা যাইবে না।

নূতন কার্য্যের খরচ আদায় করিবার কথা।

উক্ত জিলায় বা দেশখণ্ডে যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে বা হইবে তাহা এই ধারার মর্ম্মানুসারে নূতন কার্য্য বলিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নির্দ্দেশ করিলে, ঐ কার্য্য সম্পাদনের ও তাহা রক্ষা করণের খরচ ৬৩ বা ৬৪ ধারামতে দেয় বলিয়া মোট যত টাকা ধার্য্য হয় তদতিরিক্ত এই আইনের বিধানমতে কালেক্টর সাহেবকে জমীদারদের দিতে হইবে।

যে প্রকারে বণ্টন করিতে হইবে তাহার কথা।

৬৬ ধারা। ৬৩ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের কোন আজ্ঞা প্রকাশ করা গেলে উপরিলিখিত বিধানমতে যে জমীদারেরা ও তালুকদারেরা টাকা দিবার দায়ী হন কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের মধ্যে উক্ত মোট টাকা ধার্য্য বা বণ্টন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। কিন্তু ৫৮ ধারার বিধানমত গণ্ডক নদের ডাইন ও বাম তটস্থ বাঁধের সম্বন্ধে তালুকদারদের প্রতি এই বিধি বর্ত্তিবে না।

বণ্টন করা টাকা দিবার কথা।

৬৭ ধারা। কোন মহাল বা তালুকের উপর ৬৩ ধারার লিখিত সময় সম্বন্ধে উক্তরূপে যে টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় তাহা প্রতিবৎসর সমান অংশ করিয়া দিতে হইবে এবং তদ্রূপ কোন অংশ দেওয়া না গেলে উহা যে বৎসর দেয় হয় সেই বৎসরের শেষ অবধি উহার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ যেরূপ নির্দ্দেশ করেন পাঁচ টাকার অনধিক সেইরূপ হারে, সুদ চলিবে।

বণ্টন করণের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।

৬৮ ধারা। এই আইনমতে টাকা ধার্য্য করণ বা বণ্টন কার্য্য সমাপ্ত হইলে কালেক্টর সাহেব যে২ মহাল ও তালুক সম্বন্ধে ধার্য্য বা বণ্টন করা কোন টাকা দিতে হইবে তাহা ও ঐ টাকার প্রত্যেক কিস্তিতে যত টাকা দিতে হইবে ও ঐ কিস্তির টাকা যে২ তারিখে দিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আজ্ঞা করিবেন।

৩ পরিচ্ছেদ।—টাকা আদায়ের কথা।

বণ্টন করণের চূড়ান্ত আজ্ঞা প্রচার করিবার কথা।

৬৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে বণ্টন করণের চূড়ান্ত আজ্ঞা করা গেলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কালেক্টর সাহেব সাধারণ নোটিসের সহিত ঐ আজ্ঞার নকল প্রচার করাইবেন। ঐ নোটিসে লেখা থাকিবে যে, মহালের সম্বন্ধে জমীদারদের উপর যে টাকা ধরা গিয়াছে তাহা কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবে এবং তালুকাদির সম্বন্ধে তালুকদারাদির উপর যে টাকা ধরা গিয়াছে তাহা জমীদারদিগকে বা উপরিস্থ তালুকদারদিগকে দিতে হইবে। সাধারণ নোটিস না দেওয়াইয়া কালেক্টর সাহেব যে মহালের ও তালুকের জমীদারদের ও তালুকদারদের উপর বা মধ্যে কোন টাকা ধরা বা বণ্টন করা যায় সেই মহাল ও তালুক সম্বন্ধে ঐ মর্ম্মের বিশেষ নোটিস দেওয়াইতে পারিবেন।

নিরূপিত টাকা আদায় করিবার কথা।

৭০ ধারা। উক্তরূপ যে কোন টাকা কালেক্টর সাহেবকে দিতে হয় তাহা কিম্বা তাহার কোন কিস্তি উক্ত আজ্ঞামতে না দেওয়া গেলে, তাহা রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করণার্থ ১৮৮০ সালের আইনের কিম্বা তদ্রূপ যে কোন আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে প্রাপ্যের বাকীর ন্যায় সুদ সমেত আদায় করা যাইতে পারিবে।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের ৭ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ফলের কথা।

৭১ ধারা। একমালী মালগুজারী মহালের কোন লিখিত অংশিদার ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০ ধারামতে অথবা স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ও তাহা রক্ষা করিবার বিধানার্থ যৎকালে তদ্রূপ যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিলে, তিনি রাজস্ব দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ও ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে স্বতন্ত্র দায়ের যে সমস্ত ফলভোগ করেন, এই আইনমতে সমুদয় দেয় টাকা দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধেও সেই সমস্ত ফলভোগ করিতে অধিকারী হইবেন, এবং গবর্ণমেন্টের রাজস্বের দাওয়া সম্বন্ধে যে তারিখ অবধি উক্ত ফলভোগ আরম্ভ হয়, সেই তারিখ অবধি যে স্থলে এই আইনমতে বিশেষ নোটিস দিবার আদেশ আছে সেই স্থলে তাঁহার উপর স্বতন্ত্ররূপে টাকা ধার্য্য হইবে ও স্বতন্ত্র নোটিস দেওয়া যাইবে এই অধিকারও প্রাপ্ত হইবেন।

কোন লাখেরাজ মহালের লিখিত ভোগাধিকারীর যে করের টাকা দিতে হয় তিনি তৎসম্বন্ধে ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৪৬ ধারামতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিলে, তাঁহারও তদ্রূপ অধিকার হইবে।

যে খরচ বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় তন্নিমিত্ত মহালের দায়ের কথা।

৭২ ধারা। ৭০ ধারায় প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও ঐরূপ কোন টাকা যে মহাল সম্বন্ধে ধরা যায় তাহা সেই মহালের উপর প্রথম দায়স্বরূপ বর্ত্তিবে এবং ১৮৫৯ সালের ৩১ ধারার মর্ম্মানুযায়ী জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের খরচের অন্তর্গত দাওয়া বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ মহালের নীলাম হইলেও তাহা ব্যর্থ হইবে না এবং পরে উক্ত মহালের বিভাগ হইলেও ঐ টাকা দিতে সমস্ত মহালের যে সংস্পৃষ্ট দায় আছে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

যে টাকা বণ্টন করিয়া ধরা যায়, মহাল পাট্টা করিয়া বা বন্ধক দিয়া তাহা তুলিতে পারিবার কথা।

৭৩ ধারা। যদি কালেক্টর সাহেব ৭০ ধারার বিধানমতে উক্ত টাকা বা তাহার কোন অংশ আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হওয়া অবিহিত বোধ করেন অথবা ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া পাওনা টাকা আদায় করিতে না পারেন, তবে তিনি রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অদত্ত বাকী

টাকা বা কিস্তি পরিশোধার্থ নিম্নলিখিতমতে অধিকার টাকা তুলিতে পারিবেন; অর্থাৎ—

(ক) ঐ মহালের সমস্ত বা কোন অংশ বন্ধক দিয়া;

(খ) ঐ মহালের সমুদয় বা কোন অংশ ইজারা দিয়া অথবা স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়া,

(গ) অংশতঃ উক্তরূপ এক প্রকারে ও অংশতঃ অন্য বা অন্যান্য প্রকারে।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে কালেক্টর সাহেব উক্ত মহালের স্বামীর সমুদয় ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং উক্ত কার্য্য সকল করণার্থ যে কোন নিদর্শনপত্র আবশ্যক হয় তাঁহার স্বাক্ষর সেই নিদর্শনপত্রের সিদ্ধ ও যথোপযুক্ত স্বাক্ষর হইবে।

জমীদারের বা তালুকদারাদির দ্বারা আদায় করিবার কথা।

৭৪ ধারা। ২৮ ধারামত আজ্ঞাক্রমে জমীদারের বা তালুকদারাদির কোন টাকা বা টাকার কিস্তি পাওনা থাকিলে ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে ও ৯, ১০, ১৪ ও ১৫ ধারায় ও ১৭ ধারার ১, ২, ও ৩ প্রকরণে পত্তনী তালুকের বাকী খাজানা আদায় করিবার যে বিধান আছে ঐ জমীদার বা তালুকদারাদি সেই বিধানমতে কিম্বা তদ্রূপ যে কোন আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে পূর্ব্বোক্ত সুদসমেত ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু বাকীদারের স্থানে যে ব্যক্তি ভূমি লইয়া ভোগ করেন এই বিধানমতে ভূমি বিক্রয় হইলেও সেই ব্যক্তির স্বত্বের বা স্বার্থের হানি হইবে না।

সপ্তম অধ্যায়।

দণ্ডের বিধি।

এই আইনমত ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী ব্যক্তির প্রতিবন্ধক হইবার দণ্ডের কথা।

৭৫ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন বাঁধ বা ঘর বা খড়ুয়াঘর বা অন্য গাঁথনী উঠাইয়া দিতেছেন বা ভূমিসাৎ করিতেছেন, কিম্বা এই আইনমতে যেং ক্ষমতা দেওয়া গেল তদ্যথামতে সেইং ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিতেছেন, এমত সময়ে কেহ ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে বাধা দিলে ও সেই বাধা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের বিধানমতে অপরাধের তুল্য না হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারমতে তাহার ছয় মাসের অনধিক কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অনুমতি না পাইয়া বাঁধে বা পয়োনালায় হস্তক্ষেপ করিবার দণ্ডের কথা।

৭৬ ধারা। (ক) যেং দেশে এই আইন বলবৎ তন্মধ্যে কোন দেশে কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের অনুমতি না পাইয়া কোন নূতন বাঁধ করিলে বা করাইলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যকে করিতে দিলে কিম্বা বর্ত্তমান কোন বাঁধ বাড়াইলে কিম্বা কোন পয়োনালা অবরুদ্ধ বা অন্যমুখ করিলে বা করাইলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যকে করিতে দিলে এবং সেই কার্য্য দ্বারা কোন রাজকীয় বাঁধের বা কোন রাজকীয় পয়োনালার কার্য্যের ব্যাঘাত বা বিপৎকতা বা অবরোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে,

অনুমতি না পাইয়া নিষিদ্ধ স্থানে বাঁধে বা পয়োনালায় হস্তক্ষেপ করিবার দণ্ডের কথা।

(খ) ৬ ধারামতে নিষেধসূচক জ্ঞাপনপত্রের মধ্যে যে কোন দেশখণ্ড ধরা যায় তাহার সীমান্তর্গত স্থানে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি না পাইয়া কোন ব্যক্তি কোন নূতন বাঁধ করিলে বা করাইলে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতে দিলে, কিম্বা বর্ত্তমান কোন বাঁধ বাড়াইলে, কিম্বা কোন পয়োনালা অবরুদ্ধ বা অন্যমুখ করিলে বা করাইলে, বা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতে দিলে, এবং

ঐরূপ কার্য্যের সহায়তার দণ্ডের কথা।

(গ) কোন ব্যক্তি (ক) ও (খ) প্রকরণের লিখিতরূপ কোন কার্য্যের সহায় হইলে,

যদি তাঁহার অপরাধের প্রমাণ হয় তবে তাঁহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও ঐ টাকা না দিলে ছয়মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

বাঁধ প্রভৃতির হানি করিবার দণ্ডের কথা।

৭৭ ধারা। কোন ব্যক্তি উপযুক্ত ক্ষমতা না পাইয়া রাজকীয় কোন বাঁধ কাটিয়া দিবে না বা কাটিবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা তদ্রূপ কোন বাঁধ নষ্ট করিবে না বা নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিবে না- কিম্বা তদ্রূপ কোন বাঁধের কি রাজকীয় কোন পয়োনালার জলদ্বার খুলিবে না কি বন্ধ কি অবরোধ করিবে না, কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে ও সেই কার্য্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপকার করণের তুল্য না হইলে, তাহার এক মাসের অনধিক কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

নদী অন্যমুখ করিবার কিম্বা বাঁধের উপর গোমেষাদি চরিতে দিবার দণ্ডের কথা।

৭৮ ধারা। কোন নদীতে বা পয়োনালায় কিম্বা তাহার ধারে রাজকীয় বাঁধ থাকিলে সেই বাঁধ অব্যবহিতরূপে যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকে কোন ব্যক্তি তাঁহার অনুমতি না পাইয়া সেই নদীর বা পয়োনালার স্রোত অন্যমুখ করিবার কিম্বা তাহার বাধা দিবার নিমিত্তে কোন জাঙ্গাল করিলে, কিম্বা অন্য প্রকারে তাহা অবরোধ করিলে, কিম্বা ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আজ্ঞা পাইলেও সেই জাঙ্গাল কি অবরোধক দ্রব্য উঠাইয়া দিতে অস্বীকার কি তাচ্ছল্য করিলে, কিম্বা ইঞ্জিনিয়র সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে না লইয়া বাঁধযুক্ত কোন নদীর বা পয়োনালার তীর কাটিয়া দিলে কিম্বা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তন করিলে, কিম্বা রাজকীয় কোন বাঁধের মাটি তুলিয়া ফেলিলে, কিম্বা তাহাতে খোঁটা গাড়িলে কিম্বা ইচ্ছা করিয়া অন্য কার্য্য দ্বারা ঐ বাঁধের কার্য্যোপযোগিতা নষ্ট কি কম করিয়া দিলে, এবং কোন ব্যক্তি ঐরূপ অনুমতি না পাইয়া উক্ত প্রকারের কোন বাঁধে কোন গোমেষাদি চরাইলে বা জানিয়া শুনিয়া ও ইচ্ছা করিয়া চরিতে দিলে কিম্বা তদ্রূপ কোন বাঁধে গোমেষাদি বাঁধিলে কি বাঁধাইলে কি ইচ্ছা করিয়া অন্যকে বাঁধিতে দিলে, কিম্বা সেই বাঁধে যে ঘাস

কি অন্য লতাপাতা জন্মে তাহা উপড়াইয়া ফেলিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিবার ও হানি সারাইয়া দিবার কথা।

৭৯ ধারা। ইহার পূর্ব্ব তিন ধারার কোন ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপরাধ নির্ণয় করেন তিনি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঐ ব্যক্তিকে সেই সময়ের মধ্যে যৎসম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হইল সেই বাঁধ কি অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিতে, কিম্বা যে হানি করণ সেই হানি সারাইয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই ব্যক্তি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, ইঞ্জিনিয়র সাহেব সেই বাঁধ কি অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিতে কিম্বা সেই হানি সারাইয়া দিতে পারিবেন; এবং সেই স্থানান্তর কি মেরামত করিবার খরচ ও তদ্ভিন্ন অন্য কোন দণ্ড ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩০৭ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে সেই ব্যক্তির স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

বিবিধ বিধান।

ঘোষণাপত্র প্রচার ও নোটিস জারী যে প্রকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

৮০ ধারা। এই আইনে যে প্রত্যেক ঘোষণাপত্র ও সাধারণ নোটিস প্রচার করিবার বা দিবার আদেশ আছে সেই ঘোষণাপত্র বা নোটিস যে ভূমি সম্বন্ধে হয় এই ভূমি কালেক্টর সাহেবের জ্ঞানমতে যে কালেক্টর সাহেবের ও মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের ও মুন্সেফের বিচারাধিপত্যের অন্তর্গত হয় তাঁহাদের কাছারীতে এবং যে পোলীস থানার এলাকাভুক্ত হয় সেই পোলীস থানায় এবং কালেক্টর সাহেবের আদেশমত হাট, বাজার, নগর, গ্রাম বা অন্য সাধারণ লোকগম্য স্থানের প্রকাশ্য জায়গায় ঐ ঘোষণাপত্রের বা নোটিসের নকল লাগাইয়া এবং ঐরূপ সাধারণ লোকগম্য স্থানে ঐরূপ নকল যে লাগাইয়া দেওয়া গিয়াছে এবং যে বিবরণ উক্ত ঘোষণাপত্রের বা সাধারণ নোটিসের বিষয় তদ্ঘটিত কাগজপত্রের এক প্রস্ত সম্পর্কযুক্ত সকলের দেখিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যে আছে ঢেঁড়রা দ্বারা ইহার সংবাদ দিয়া ঐ ঘোষণাপত্র ও সাধারণ নোটিস প্রচার করা যাইবে।

বিশেষ নোটিস জারী করিবার কথা।

৮১ ধারা। এই আইনক্রমে কোন বিশেষ নোটিস কি আজ্ঞাপত্র জারী করিতে হইলে তাহা এই প্রকারে জারী করা যাইবে—

(১) যে ব্যক্তির নামে দেওয়া যায়, তাঁহাকে ঐ নোটিস প্রভৃতির নকল দেওয়া যাইবে, অথবা তাঁহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাঁহার বাস গৃহের কোন প্রকাশ স্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা যাঁহার নামে ঐ নোটিস কিম্বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া যায় তাঁহার পক্ষে সচরাচর যে মোক্তার উপস্থিত হইতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাকে ঐ নোটিস প্রভৃতির নকল দেওয়া যাইবে; অথবা

(২) ঐ নোটিসের কি আজ্ঞাপত্রের নকল রেজিষ্টরীপত্রে দিয়া উক্ত ব্যক্তির নিয়ত বাসস্থানে, কিম্বা তাঁহার বাসস্থান বলিয়া যে স্থান জানা আছে সেই স্থানে পাঠান যাইবে; অথবা

(৩) নোটিস কি আজ্ঞা পত্র যে মহাল কি গ্রাম কি তালুকাদি সম্পর্কীয় হয় তাহার মালকাছারীতে ঐ নোটিস প্রভৃতির নকল লটকাইয়া দেওয়া যাইবে; মাল কাছারীর সন্ধান পাওয়া না গেলে ঐ মহালের কি গ্রামের কি তালুকাদির কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে; অথবা

(৪) যে ব্যক্তিকে নোটিস বা আজ্ঞাপত্র দিতে হইবে, তিনি জমীদার হইলে, ঐ নোটিস কি আজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে যে গোমাশ্তা ঐ জমীদারের পক্ষে রাজস্বের কিস্তি দিলেন তাঁহাকে ঐ নোটিস প্রভৃতির নকল দেওয়া যাইবে।

একই মহালের কি তালুকের দুই কি তদধিক জন ভোগাধিকারী থাকিলে পূর্ব্ব দুই প্রকরণমতে নোটিস দেওয়া গেলে, তাঁহাদের প্রত্যেক জনকে ও সকলকে উত্তম ও যথোচিতরূপে দেওয়া গেল বলিয়া জানা যাইবে।

কালেক্টর ও কমিশ্যনর সাহেবের তদন্ত লওন ও আপীল করণ সম্পর্কীয় ক্ষমতার কথা।

৮২ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনদ্বারা আদালতের প্রতি সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাহাদের জোবানবন্দী লইবার ও দলীল উপস্থিত করাইবার যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, এই আইনমতে তদন্ত লওনকার্য্যে ও আপীলী মোকদ্দমায়, কালেক্টর সাহেবের ও কমিশ্যনর সাহেবের সেই২ ক্ষমতা থাকিবে।

দাঁড়ামতে হয় নাই বা তাহাতে ভুল হইয়াছে বলিয়া কোন কার্য্য দূষিত না হইবার কথা।

৮৩ ধারা। এই আইনমতে যে কার্য্য করা যায় তদ্দ্বারা টাকার দায়ী বলিয়া যে ব্যক্তিকে নির্ণয় করা গেল তাঁহার নাম লিখিতে কোন ভুল হইলে, কিম্বা যে মহালের কি তালুকের কি ভূমির নিমিত্ত তাঁহাকে দায়ী করা গেল সেই মহাল প্রভৃতির বর্ণনে কোন ভুল থাকিলে, যদি এই আইনের আদেশের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্যানুসারে কার্য্য হইয়া থাকে, তবে ঐ ভুল প্রযুক্ত ঐ কার্য্যের দোষ বা ব্যাঘাত হইবে না; এবং দাঁড়ামতে করা যায় নাই বলিয়া কোন আদালতে এই আইন অনুযায়ি কোন কার্য্য অন্যথা কি অসিদ্ধ করা যাবে না।

আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৮৪ ধারা। কালেক্টর সাহেব ১৮ ধারামত দরখাস্ত সম্বন্ধে এবং ১১, ৫০, ৫২ বা ৬৮ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে, এবং এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞার উপর রেবিনিউ বোর্ডের নিকট আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু আজ্ঞা হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে তাহার উপর আপীল উপস্থিত করা না গেলে এই ধারামতে গ্রাহ্য হইবে না।

৮৫ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে সকল ক্ষমতা থাকে তিনি দেশ-খণ্ডের কমিস্যনর সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্বের ও আজ্ঞার অধীনে সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন, এবং কালেক্টর সাহেবেরা ও কমিশ্যনর সাহেবেরা রেবিনিউ বোর্ডের ও গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কর্ত্তৃত্বের ও আজ্ঞার অধীনে আপনং সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

কমিশ্যনর সাহেবের ও গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কর্ত্তৃত্বের কথা।

উক্ত কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে কেহ কোন আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞা তদুপরি কর্ত্তৃত্ব করিতে ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারি দ্বারা যে কোন সময়ে পরিবর্ত্তন বা কর্ত্তন হওনের অধীন হইবে।

৮৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত শেষ দুই ধারার বিধান প্রবল মানিয়া ১৮ ধারামতে দরখাস্ত সম্বন্ধে কিম্বা ১১,৫০,৫২ বা ৬৮ ধারামতে কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা করেন তাহা এবং কালেক্টর সাহেবের উক্ত আজ্ঞা সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিতে ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারি দ্বারা যে আজ্ঞা করা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবে এবং এই আইনে যেরূপ স্পষ্ট বিধান আছে তদনুযায়ী ভিন্ন অন্য প্রকারে তাহা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে না।

আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৮৭ ধারা। রাজকীয় বাঁধ সারাইয়া রাখিবার, কিম্বা ঐ বাঁধের কার্য্যে যে ভূমি বন্দোবস্ত যায় তাহা রাখিবার আর প্রয়োজন না থাকিলে ও তাহা একেবারে ত্যাগ করা স্থির বোধ হইলে, বাঁধ করিবার নিমিত্ত যে সময়ে ভূমি লওয়া যায় সেই সময়ে যদি তাহার হানিপূরণ দেওয়া গিয়া থাকে, তবে ঐ ভূমি যে মহাল বা তালুকাদি হইতে আদৌ গৃহীত হইয়াছিল ঐ হানিপূরণের টাকা ফিরিয়া পাইলে কালেক্টর সাহেব হস্তান্তরকরণ পত্রদ্বারা সেই মহালাদিতে সেই ভূমি ফিরিয়া দিবেন। যে ব্যক্তিরা এই ধারামতে ভূমি পুনঃ প্রাপ্ত হইবার স্বত্ববান তাহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি ঐ টাকার দাওয়া হইলেও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা দিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তবে কালেক্টর সাহেব লাখেরাজ যোতস্বরূপ সেই ভূমি নীলাম করিয়া যে মূল্য পাইতে পারেন লইবেন। এই ধারার বিধানমতে ভূমি হস্তান্তর করিয়া যে টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে প্রথমে সেই হস্তান্তর কার্য্যের সকল খরচ দেওয়া যাইবে। পরে ঐ ভূমি বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্য ভূমি সম্পর্কীয় যে নূতন বাঁধ কিম্বা জল বাহির হইবার যে কার্য্য করা যায় কিম্বা যে নূতন বাঁধ বা জল বাহির করিবার যে কার্য্য রক্ষা করা যায় তাহার খরচ শোধে ঐ টাকা প্রয়োগ হইবে। তাহা হইলে ঐ নূতন কার্য্যদ্বারা যেং ভূমির উপকার হইল, পূর্ব্ববিধানমতে সেই ভূমির জমীদারদের ও তালুকদারাদির স্থানে কেবল অবশিষ্ট খরচ লওয়া যাইতে পারিলে যাইবে।

বাঁধের নিমিত্ত ভূমির আর প্রয়োজন না হইলে তাহা বিক্রয়াদি করিবার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১ আগষ্ট।]

৮৮ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যেং ক্ষমতা থাকে তিনি তাহার মধ্যে কোন ক্ষমতা ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন, কিন্তু যে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি তদ্রূপ ক্ষমতা অর্পিত হয় তাঁহার কোন আজ্ঞার উপর কালেক্টর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবে। ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহা গ্রাহ্য হইবে।

কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতা ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

এইরূপ প্রত্যেক ক্ষমতাপর্ণের কথা খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

৮৯ ধারা। এই আইনে অপরাধ বলিয়া যে সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন।

বিচারাধিপত্যের কথা।

৯০ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান করণার্থে সময়েং এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ—

বিধিপ্রণয়ন, পরিবর্ত্তন ও রহিত করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে কোন কার্য্যকারক এই আইনের কোন বিধানমতে কোন বিষয়ে কার্য্য করিবার আদেশ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর;

(খ) বাঁধের কমিটীর কর্ম্মের;

(গ) যেং স্থলে যেং কার্য্যকারকের নিকট যে নিয়মাধীনে এই আইনের বিধানমতে প্রদত্ত আজ্ঞা ও নিষ্পত্তির আপীল সম্বন্ধে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আপীল হইতে পারিবে সেইং স্থলের,

(ঘ) এই আইনে যাহা কিছু করিবার বিধান আছে তাহা যে ব্যক্তি দ্বারা যে সময়ে যে স্থানে যেরূপে করা যাইবে তাহার,

(ঙ) এই আইনমতে যে কোন খরচ ধরা যায় তাহার টাকার, এবং

(চ) সাধারণতঃ এই আইনের বিধান যেরূপে সফল করিতে হইবে তাহার।

এইরূপে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং তাহা পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারিবে।

উক্তরূপ বিধি ও তাহা পরিবর্ত্তন ও রহিত করণের আজ্ঞা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং প্রকাশ করা গেলে আইনতুল্য বলবৎ হইবে।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

পরন্তু কোন বিধির পাণ্ডুলিপি কলিকাতা গেজেটে এক মাস পর্য্যন্ত প্রকাশ করা না গেলে এই ধারার প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিধি প্রণয়ন করিবেন না। উক্ত সময় অতীত হইলে পর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত বিধি প্রথমে যে আকারে প্রকাশিত হয় সেই আকারে অথবা তিনি যেরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন উচিত বোধ করেন তৎসহকারে অনুমোদন করিতে পারিবেন।

৯১ ধারা। যে কোন বাঁধ ভূমি বা পয়োনালা নিম্নলিখিত কোন আইনের কার্য্যাধীনে আছে তৎপ্রতি এই আইনের কোন কথা বর্ত্তিবে না। যথা,—

কোনং আইনের কার্য্য চলন রক্ষিত হইবার কথা।

বঙ্গদেশের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন।

বঙ্গদেশের জল সেচন বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইন।

১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন (অর্থাৎ বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন দেশের অন্তর্গত খালে ও অন্যান্য জলপথে মাশুল গ্রহণ করণের ও খালাদি প্রস্তুত ও ব্যবহারোপযোগী করণের আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণের আইন)।

নবম অধ্যায়।

উড়িষ্যা প্রদেশের নিমিত্ত বিশেষ বিধান।

৯২ ধারা। কালেক্টর সাহেবের প্রতি ২৫ ধারায় যেং ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে উড়িষ্যা প্রদেশে কালেক্টর সাহেবের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক বাঁধের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেইং ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, এবং ঐ ধারায় এই আইনের অন্যান্য অংশের যে উল্লেখ আছে, তাহা বাঁধের বিষয়ে ১৮৬৬ সালের ১২ আইনের তত্তুল্য অংশের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে। এই ধারার বিধানমতে বাঁধের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যাহা কিছু করেন, ২৬ ধারার লিখিত ফল তাহাতে সংযুক্ত হইবে।

উড়িষ্যার বাঁধের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পিত হইল তাহার কথা।

৯৩ ধারা। যে স্থলে কোন বাঁধের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়রের এইরূপ মত হয় যে, বাঁধের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা পাইতে যে বিলম্ব হইবে তাহাতে জীবনের বা সম্পত্তির গুরুতর ও আসন্ন বিপদ হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে পূর্ব্ব ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পিত হইল উক্ত ইঞ্জিনিয়র সেইং ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন। ইঞ্জিনিয়র এই ধারামতে কোন কার্য্য করিলে, অবিলম্বে উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে উক্ত সাহেবের স্থানে যে কোন আদেশ পান সেই আদেশ অনুসারে চলিবেন।

অত্যাবশ্যক স্থলে ইঞ্জিনিয়রের কার্য্য করিবার ক্ষমতার কথা।

৯৪ ধারা। ৪, ৫, ৬, ৩৪ ও ৭৬ ধারা উড়িষ্যা প্রদেশে বর্ত্তিবে, বিশেষ এই যে ৭৬ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণে "কালেক্টর" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "বাঁধের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট" এই কথা পড়িতে হইবে।

উড়িষ্যায় যেং ধারা বর্ত্তিবে তাহার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১ আগষ্ট।]

তফসীল।

১ তফসীল।—(২ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে।)

(১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের যেং অংশ রহিত হয় নাই।)

১২ ধারা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার বিধানমতে যে কার্য্যের আরম্ভ হয় সেই কার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা ২৫ ধারায় ভূমি লওনের যে বিধান পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে সেই বিধান অনুসারে কার্য্য করিতে গেলে বিলম্বের সম্ভাবনা, কালেক্টর সাহেবের এই অভিমত থাকাতে ১৮ ধারার কার্য্যার্থে, কোন ব্যক্তির ভূমি লওয়া কিম্বা ঐ ভূমির মাটী কাটিয়া লওয়া প্রয়োজন হইলে, ঐ ভূমি যে স্থানে থাকে কালেক্টর সাহেব তাহার আশপাশ উপযুক্ত স্থানেং এই আইনের B তফসীলের পাঠে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া তৎকালে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত উক্ত ভূমি অধিকার করিতে পারিবেন।

ভূমি অধিকার করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। সেই ভূমিতে শস্যাদি ও বৃক্ষাদি থাকিলে সে কিং প্রকারের ও তাহার অনুমান কত মূল্য হইবে কালেক্টর সাহেব ইহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন ও সেই বিষয়ে যে ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের উপযুক্ত হানিপূরণ করিতে প্রস্তাব করিবেন। তাহার সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য না হইলে, ২৯ ধারার বিধানমতে ভূমির মূল্যাদি নিরূপণকরণ সময়ে ঐ ফসলের ও বৃক্ষেরও মূল্য ধরা যাইবে।

সেইং ফসলের ও বৃক্ষের হানিপূরণের কথা।

২১ ধারা। উপবিধি।—কিন্তু তাহা করিতে হইলে যে বিলম্বের সম্ভাবনা তৎপ্রযুক্ত লোকদের ধনের কি প্রাণের গুরুতর ও আসন্ন সঙ্কট হইতে পারে, কালেক্টর সাহেব এমত বোধ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেইং বৃক্ষ কি ঘর কি খড়ুয়া ঘর কি গাঁথনী উঠাইয়া দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ বৃক্ষাদির হানিপূরণের নিমিত্ত যত টাকা দিতে হইবে তাহা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে নির্ণীত হইয়া দেওয়া যাইবে।

২৬ ধারা। তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানক্রমে কোন ভূমি লওয়া গেলে কি ব্যবহার করা গেলে, গবর্ণমেণ্ট সেই ভূমি লইয়াছেন, ও সেই ভূমিগত স্বার্থের নিমিত্তে যে হানিপূরণের দাওয়া তয় কালেক্টর সাহেবের নিকট সেই দাওয়া করিতে হইবে, কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমিতে কিম্বা তাহার আশপাশে কোন উপযুক্ত স্থানে, এই আইনের C তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠে এই মর্ম্মের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করাইবেন। তাহা হইলে কোন প্রকারের দায় ব্যতীত উক্ত ভূমি এক কালে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে কিন্তু হানিপূরণের দাওয়া প্রবল থাকিবে। এই অধ্যায়ের বিধানমতে ঐ হানিপূরণের টাকা নিরূপণ করা যাইবে।

ভূমি লওয়া গেলে যেং ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।

২৭ ধারা। উক্তরূপে যে ভূমি লওয়া যায় ঐ ঘোষণা- পত্রে তাহার বর্ণনা লেখা থাকিবে, ও এই আদেশ থাকিবে যে, ঐ ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহারা ঐ ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে (অর্থাৎ ঐ ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম নয় এমত নিরূপিত দিনে) আপনারা বা মোক্তারের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই ভূমিতে আপন২ স্বার্থের ভাব, ও সেই স্বার্থ হেতুক হানিপূরণের কত টাকা দাওয়া করেন এই কথা, এবং সেই দাওয়ার বৃত্তান্ত জ্ঞাত করেন।

ঘোষণাপত্রের মর্ম্মের কথা।

২৮ ধারা। আরো সেই ভূমির দখলীকার থাকিলে কালেক্টর সাহেব তাঁহার নামেও এবং ঐ ভূমি রাজস্ব সম্পর্কীয় যে জিলার অন্তর্গত থাকে, ঐ ভূমিতে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া কিম্বা সেই স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কর্ম্ম করিতে যাঁহাদিগকে ক্ষমতাবান বলিয়া জানা যায় কিম্বা অনুভব হয়, এমত যে ব্যক্তিরা সেই জিলায় বাস করেন কিম্বা যাঁহাদের পক্ষে নোটিস গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার থাকে, কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের নামেও সেই মর্ম্মের নোটিস দিবেন।

কোন২ ব্যক্তির নামে অন্য নোটিস দিবার কথা।

২৯ ধারা। উক্ত নোটিস দেওয়া গেলে পর ঐ ভূমির হানি পূরণস্বরূপ কত টাকা দিতে হইবে, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি লইবার জন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের বিধান অনুসারে, ইহা নিরূপণ করিবার কার্য্য করা যাইবে।

নোটিস দিবার পর কার্য্য-প্রণালীর কথা।

B ও C ও D ও E চিহ্নিত তফসীল।

২ তফসীল।—(২ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের যে ধারায় উল্লেখ হইয়াছে।	ঐ উল্লিখিত কথা। এক্ষণে যেরূপ আছে।	বর্ত্তমান আইনের কোন্ অংশের উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।
১২ ধারায়।	"পূর্ব্বধারায়"	২৫ ধারা।
১২ ধারায়।	"১৮ ধারা"	৩০ ধারা।
১২ ধারায়।	"২৫ ধারা"	৩৭ ধারা।
২১ ধারায়।	"তাহা করিতে হইলে"	১৯ ধারা।
২৬ ধারায়।	"তৃতীয় অধ্যায়ের"	তৃতীয় অধ্যায়।
২৬ ধারায়।	"এই অধ্যায়ের"	পঞ্চম অধ্যায়।

৩ তফসীল।—৮ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে।

এই বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহারা এই সম্বাদ ১৮৮২ সালের ২আইনের ৮ধারার আদেশমতে গ্রহণ করুন। কালেক্টর সাহেবের অমুক কার্য্য (এই স্থলে যে অভিপ্রায়ে যে প্রকারের কার্য্য করিবার মনস্থ থাকে ইহা লিখিতে হইবে) করা উচিত বোধ হয় [ঐকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যে নিম্নলিখিত ভূমি লইবার প্রয়োজন।]*

১	২	৩
ভূমি যে পরগনায় থাকে	ভূমি যে গ্রামের অন্তর্গত থাকে	ভূমির আয়তন

প্রস্তাবিত কার্য্যের অনুমানপত্র ও আবশ্যক বিশেষ বিবরণ ও নকশা এবং উক্ত কার্য্যদ্বারা যে২ ভূমির উপকার বা হানি হইবার সম্ভাবনা তাহার জরীপী মানচিত্রের নকল এই আফিসে আছে। স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে চাহিলে দেখিতে পাইবেন ও নকল করিয়াও লইতে পারিবেন।

ঐ কার্য্য করিতে অনুমান সর্ব্বশুদ্ধ এত টাকা লাগিবে। উক্ত কার্য্যদ্বারা যে ভূমির উপকার কি রক্ষা হইতে পারিবে তাহার একর প্রতি এত টাকা হিসাবে ধরা গিয়াছে।†

ঐ প্রস্তাবিত কার্য্যদ্বারা নিম্নলিখিত মহালের ও গ্রামের উপকারাদি হইবার সম্ভাবনা [এই স্থলে মহালের ও গ্রামের নির্ঘণ্ট লিখিতে হইবে।]

কোন ব্যক্তি এই বিষয়ে স্বার্থযুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য না হইবার কারণ দেখাইতে চাহিলে, তাঁহার প্রতি অমুক সালের অমুক তারিখে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করা গেল।

সাল তাং

A. B.

অমুক স্থানের কালেক্টর।

* ভূমি লইবার প্রয়োজন না থাকিলে বন্ধনীর অন্তর্গত কথাগুলি ও টেবিল বাদ দিতে হইবে।

† জমীদার ও তালুকদারাদি হইতে উক্ত কার্য্যের খরচ আদায় করিবার প্রস্তাব না থাকিলে এই কথাগুলি বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে।

সি, এচ, রাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. & B. L.

Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১৪ ফেব্রুয়ারি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় ১৮৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি তারিখে পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়। তাঁহারা তৎসম্বন্ধে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন।

কলিকাতার মুনিসিপল আইন সংগ্রহকরণার্থ ১৮৭৬ সালের আইন আরো সংশোধন করিবার আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন আরো সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

আইনের সংক্ষিপ্ত নাম, অর্থকরণ ও আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৬ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে, এবং ইহা ১৮৮২ সালের আপ্রিল মাসের প্রথম দিবসে বলবৎ হইবে।

"বৎসর" শব্দের অর্থ।

২ ধারা। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩ ধারায় "নগর" শব্দের লক্ষণের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, যথা,—

আপ্রিল মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, "বৎসর" শব্দে সেই বৎসর বুঝাইবে।

কোন২ মাসের পরিবর্তে অন্যান্য মাস দিতে হইবার কথা।

৩ ধারা। ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনদ্বারা সংশোধিত, ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনে যে২ স্থানে "জানুয়ারি", "আপ্রিল", "জুলাই" "সেপ্টেম্বর", "অক্টোবর" "নবেম্বর" ও "ডিসেম্বর" শব্দ আছে, সেই২ স্থানে ঐ২ শব্দের পরিবর্তে "আপ্রিল", "জুলাই", "অক্টোবর", "ডিসেম্বর", "জানুয়ারি", "ফেব্রুয়ারি", ও "মার্চ" এই২ শব্দ যথাক্রমে দিতে হইবে।

কিন্তু বিশেষ সাধারণ সভায় নির্দ্ধারণ হইলে তৎক্রমে কমিশ্যনরগণ প্রার্থনা করিলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের নির্দ্দিষ্ট সমুদয় বা কোন তারিখের পরিবর্তে অন্যান্য তারিখ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান লাইসেন্স সম্বন্ধে অতিরিক্ত ফী দিতে হইবার কথা।

৪ ধারা। উক্ত ১৮৮২ সালের আপ্রিল মাসের প্রথম দিবসে যে সকল লাইসেন্স প্রবল থাকে, সেই সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ঐ২ লাইসেন্স সম্বন্ধে যত টাকা দিয়াছেন তদতিরিক্ত, বার্ষিক লাইসেন্স হইলে, শতকরা পঁচিশ টাকা ও, ষাণ্মাসিক লাইসেন্স হইলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা ঐ ২ লাইসেন্স লইতে পুরা যত টাকা মাসুল লাগে তাহার উপর ধরিয়া দিবেন; এবং ঐ টাকা দেওয়া গেলে, এরূপ প্রত্যেক বার্ষিক লাইসেন্স ও ষাণ্মাসিক লাইসেন্স যথাক্রমে পরবর্ত্তী মার্চ মাসের ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত ও সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত চলিত ও প্রবল থাকিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮২। ১৪ জানুয়ারি।]

কিন্তু কমিশনরগণ, উচিত বোধ করিলে, উক্ত অতিরিক্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে লাইসেন্স না লওয়া গেলে অতিরিক্ত কর কথা।

৫ ধারা। উক্ত ১৮৮২ সালের প্রথম দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাস কালের মধ্যে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি লাইসেন্স না লইলে, ঐ কাল অতীত হইবার পর যে লাইসেন্স লওয়া যায় তন্নিমিত্ত দেয় টাকার অতিরিক্ত বার্ষিক লাইসেন্স সম্বন্ধে শতকরা পঁচিশ টাকা ও যাণ্মাষিক লাইসেন্স সম্বন্ধে শতকরা পঞ্চাশ টাকা ঐ লাইসেন্স লইতে পুরাবৃত্ত টাকা মাশুল লাগে তাহার উপর ধরিয়া দিতে দায়ী হইবেন।

কিন্তু কমিশনরগণ, উচিত বোধ করিলে, উক্ত অতিরিক্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত টাকা না দিলে দণ্ডের কথা।

৬ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারামতে যে অতিরিক্ত টাকা দিবার আদেশ হইল কেহ সেই টাকা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিলে, তাহার ঐরূপে যে টাকা দেয় হয় তদতিরিক্ত সেই টাকার তিন গুণের অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

কলিকাতার মুনিসিপল বৎসরারম্ভের তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া ১লা জানুয়ারি হইতে ১লা আপ্রিল করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা এই যে রাজস্বের আয়ব্যয়ের বার্ষিক বর্ণনাপত্রের সহিত ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমুদয় মুনিসিপ্যালটীর হিসাবের চুম্বক প্রকাশ করেন। এই নিমিত্ত আবশ্যক যে ৩১ মার্চ তারিখে রাজস্ব বিষয়ক যে বৎসর শেষ হয় মুনিসিপল হিসাব সেই বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হয়। কিন্তু ইহা আইন সংশোধন বিনা করা যাইতে পারে না, কারণ কলিকাতার মুনিসিপল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনে কোন ২ তারিখ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা মুনিসিপল কমিশনরগণের পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা নাই। পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ বন্দোবস্তের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে ১৮৮২ সালের ১লা আপ্রিল তারিখে এক নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে, এবং মুনিসিপল লাইসেন্স এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই গৃহীত হউক বা পরেই গৃহীত হউক, লাইসেন্স ফীর বাবত অতিরিক্ত টাকা দেওয়া গেলে, উহার মিয়াদ তিন মাস পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া যাইবে। কমিশনরগণের অনুরোধক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব মুনিসিপল আইনের নির্দ্দিষ্ট যে কোন তারিখ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, ইহাও বিধিবদ্ধ করা সুবিধাজনক বোধ হইয়াছে।

এচ, জে, রেনল্‌ড্‌স।

সি, এচ, রাইলী,
ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের
গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সাল ২১ জানুয়ারি।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M. A. and B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১৪ মার্চ।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়। তাঁহারা তৎসম্বন্ধে এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন।

বাঁধের ও পয়োনালার বিধান বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত স্থানের বাঁধ ও পয়োনালা প্রস্তুত করিবার ও সারাইয়া রাখিবার ও তাহার অধ্যক্ষতা করিবার আরো উত্তমরূপ বিধান করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশীয় বাঁধ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তির ব্যাপ্তি।

ইহা উড়িষ্যা দেশ ভিন্ন, এবং ১৮৭৮ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণে সুন্দরবনের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সীমামতে ঐ সুন্দরবন ভিন্ন, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত হইবে।

আরম্ভ।

ও ইহা বিধিবদ্ধ হইবার দিনাবধি প্রবল হইবে।

পূর্ব্বতন আইন রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। সেই দিনাবধি (বাঁধের ও পয়োনালার বিধান বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ) ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইন, এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট ধারা ও তফসীল ব্যতীত রহিত হইবে।

এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের যেং উল্লেখ আছে, তাহা সেইং উল্লেখের পার্শ্বে এই আইনের যেং অংশ লিখিত আছে সেইং অংশের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে।

১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ২৬ ও ২৮ ধারার যে ঘোষণাপত্রের ও নোটিসের উল্লেখ আছে, তৎপ্রতি যথাক্রমে এই আইনের ৭৮ ও ৭৯ ধারা বর্ত্তিবে।

অর্থ কারণের ধারা।

৩ ধারা। এই ধারায় যে কথার যে অর্থ করা গেল মূল পাঠের অন্য কথাদ্বারা বিপরীত ভাব প্রকাশ না হইলে এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই কথার সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

কালেক্টর।

"কালেক্টর" শব্দে কোন কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা কোন জিলায় বা জিলার কোন অংশে রাজস্বের জন্য যে কার্য্যকারক স্বাধীন ক্ষমতা পান তাঁহাকে, কিম্বা এই আইনমতে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কালেক্টরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে বিশেষ মতে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে বুঝাইবে।

জিলা।

কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যে প্রদেশের সর্ব্বত্র সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে অনুমতি পান "জিলা" শব্দে সেই প্রদেশ বুঝাইবে।

"বাঁধ।"

কোন ভূমিতে জল না আইসে অথবা জল বদ্ধ থাকে এই কারণে যে বাঁধ ও জাঙ্গাল ও পোস্তা ও ভেড়ী বাঁধিয়া দেওয়া কি ব্যবহার করা যায়,

এবং তদ্রূপ কোন বাঁধে যে জলদ্বার কি ভিত্তি কি কাঠাদির বাঁধ কি প্রাকার কি অন্য বিষয় সংযুক্ত থাকে বা সেই বাঁধের একাংশস্বরূপ হয়,

এবং নদী কি জোয়ারভাটা কি ঢেউ কি জলদ্বারা তদ্রূপ কোন বাঁধ কিম্বা কোন ভূমি ক্ষয় না হয় কি নদীপ্রভৃতি ছাপিয়া না উঠে এই নিমিত্তে যে বাঁধ ও জাঙ্গাল ও ভেড়ী ও পোস্তা ও কাঠাদির বাঁধ ও ভিত্তি নির্ম্মিত হয় কি গাঁথা যায়,

এবং সেইং বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন হইবার জন্যে যে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়,

"বাঁধ" শব্দের মধ্যে এই সকল বিষয় গণ্য।

"মহাল।"

ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে কিম্বা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনমতে মালগুজারী জমির ও লাখেরাজ ভূমির যে সাধারণ রেজিষ্টর কালেক্টর সাহেব প্রস্তুত করিয়া রাখেন তাহাতে এক দফার মধ্যে যে কোন ভূমি বা ভূমির অংশ লেখা যায়, কিম্বা যাহার সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ও ১১ ধারানুসারে বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০ ধারানুসারে স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বা ভূমির অংশ বুঝাইবে।

ভূমি।

ভূমিতে যে স্বার্থ থাকে, ও ভূমিহইতে যে লাভ উৎপন্ন হয়, ও মৃত্তিকায় যেং বিষয় সংলগ্ন থাকে, ও মৃত্তিকার সংলগ্ন বিষয়ে যেং দ্রব্য চিরবদ্ধ থাকে, "ভূমি" শব্দে তাহাও গণ্য।

রাজকীয় বাঁধ।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদের দ্বারা যে বাঁধ সারাইয়া রাখা যায় "রাজকীয় বাঁধ" শব্দে সেই বাঁধ বুঝাইবে।

রাজকীয় পয়োনালা।

"রাজকীয় পয়োনালা" শব্দে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদের তত্ত্বাধীন কোন পয়োনালা বুঝাইবে।

ধারা।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

"তালুকাদি।"

পূর্ব্ব নির্ণীত মহালভিন্ন কোন ভূমি চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত খাজানা দিয়া বা বিনা খাজানায় ভোগ হইলে তাহাতে যে স্বার্থ থাকে "তালুকাদি" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

ইঞ্জিনিয়র।

"ইঞ্জিনিয়র" শব্দে জিলার রাজকীয় বাঁধের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে বুঝাইবে, কিম্বা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোন প্রদেশ বা কার্য্যসম্বন্ধে এই আইনমতে ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্ম করণার্থে যে কোন ইঞ্জিনিয়রকে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে বুঝাইবে।

পয়োনালা।

"পয়োনালা" শব্দে জল যাইবার স্বাভাবিক কি কৃত্রিম পথ ও জলপ্রবাহবন্ধক ও সাঁকো ও নালী ও অন্য প্রকারের জলপথ গণ্য।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৪ মার্চ্চ।]

"জমীদার।"

"জমীদার" শব্দে মহালের সকল কি কোন ভোগাধিকারিকে বুঝাইবে। দুই কি অধিক জন জমীদার একত্র একই মহালের ভোগাধিকারী হইলে এই আইনমতে তাঁহারা একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হইবেন।

রাজকীয় বাঁধ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টে বর্ত্তিবার কথা।

৪ ধারা। এই আইনের ৩ ধারার নিরূপিত প্রত্যেক রাজকীয় বাঁধ ও প্রত্যেক রাজকীয় পয়োনালা, এবং উক্তরূপ কোন বাঁধের বা পয়োনালার সম্পর্কীয়, বা তাহার অংশস্বরূপ, বা তদুপরিস্থিত সমুদয় ভূমি, মাটি, পথ, ফাটক, পাড় ও বেড়া, এবং কোন কাটা খাল, নদী, খাল বা পয়োনালার ধারেং গবর্ণমেণ্ট গুণটানিবার যে বাঁধযুক্ত পথ রাখেন তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে; এবং ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D তফসীলের লিখিত বাঁধসম্বন্ধে ও গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত পূর্ব্বোক্ত গুণটানিবার বাঁধযুক্ত পথসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে, এবং অন্যান্য বাঁধ ও পয়োনালা ও গুণ টানিবার বাঁধযুক্ত পথ সম্বন্ধে সেই বাঁধ বা পয়োনালা দ্বারা রক্ষিত বা উপকার প্রাপ্ত ভূমির স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, ৮৫ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, অধিকার করা যাইবে; এবং ঐ রূপ ভূমির হিসাবে যে সকল টাকা পাওয়া যায় তাহা ঐরূপ বাঁধ, পয়োনালা ও গুণটানিবার পথ প্রস্তুত ও মেরামত করিয়া রাখিবার খরচে জমা দিতে হইবে।

মেরামত জন্য মাটি লইতে এপর্য্যন্ত যে সকল ভূমি ব্যবহৃত হইত তাহার জরীপের কথা।

৫ ধারা। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বাঁধ, পয়োনালা বা গুণটানিবার বাঁধযুক্ত পথের মেরামত জন্য যে সকল ভূখণ্ড হইতে মাটি বা অন্যান্য দ্রব্য গৃহীত হইত, সেই সকল ভূমি কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে সম্প্রতিক্রমে যে ভূমি নিরূপিত হইয়াছে তাহা, উক্ত মাটি বা অন্য দ্রব্য ব্যবহারার্থ ক্ষতিপূরণ না দিয়া উক্ত কার্য্য নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কালেক্টর সাহেব ঐরূপ ভূখণ্ড সকল নির্ণয় ও জরীপ করাইয়া চিহ্নিত করাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনের কথা।

৬ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে প্রদেশের মধ্যে ১৮ ধারার (খ) প্রকরণের বিধান বলবৎ হইবে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন;

এবং ঐরূপ নির্দ্দেশ করা গেলে, তদনুসারে উক্ত বিধান বলবৎ হইবে।

ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিবার পর যত শীঘ্র হইতে পারে কালেক্টর সাহেব দেশীয় ভাষায় সেই বিজ্ঞাপনের অনুবাদ ৭৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করাইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালেক্টরদের ক্ষমতার বিধি ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্য প্রণালীর কথা।

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৭ ধারা। তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে যখন কালেক্টর সাহেবের বোধ হইবে

যে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করা বা বিষয় সম্পাদন করা উচিত, অর্থাৎ,

(১) কোন বাঁধে রাজকীয় নানা বাঁধের সংযোগ হইলে, কিম্বা কোন বাঁধ রাজকীয় বাঁধের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া এবটানা বাঁধের একাংশ হইলে কিম্বা আশপাশ স্থানের রক্ষার কি জল বাহির হইবার নিমিত্তে কোন বাঁধ কি পয়োনালা আবশ্যক হইলে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদের তাহার অধ্যক্ষতা ভার লইয়া তাহা সারাইয়া রাখা উচিত;

বাঁধের অধ্যক্ষতা কার্য্য গ্রহণের ক্ষমতার কথা।

(২) কোন বাঁধদ্বারা, কিম্বা বাধাজনক কোন প্রকারের দ্রব্যদ্বারা রাজকীয় কোন বাঁধের জোরের বা কোন নগরের বা গ্রামের হানি হইবার আশঙ্কা থাকায় কিম্বা কোন ভূমি খণ্ডের সামান্য বা বর্ষাকালের জল বাহির হইবার পথের বাধা প্রযুক্ত সম্পাত্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকায়, তাহা উঠাইয়া দেওয়া কিম্বা পরিবর্ত্তন করা উচিত,

বাঁধ ও বাধকদ্রব্য স্থানান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

(৩) রাজকীয় কোন বাঁধের রেখা পরিবর্ত্তন করা বা বাড়াইয়া দেওয়া কিম্বা রাজকীয় কোন বাঁধের স্থানে নূতন বাঁধ করা কিম্বা ঐ বাঁধ নূতন করিয়া দেওয়া কিম্বা কোন ভূমির রক্ষার জন্যে কিম্বা পয়োনালা উৎকৃষ্ট করিবার জন্যে কোন স্থলে বাঁধ করা কিম্বা রাজকীয় কোন বাঁধে জলদ্বার করিয়া দেওয়া উচিত;

বাঁধের রেখা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

(৪) স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্যে, কিম্বা কোন গ্রাম কি চাষেরযোগ্য ভূমি রক্ষা করিবার জন্যে, কোন জলদ্বার কি পয়োনালা করা কিম্বা কোন রাজকীয় পয়োনালা পরিবর্ত্তন করা উচিত;

জল বাহির হইবার পথ উৎকৃষ্ট করিবার ক্ষমতার কথা।

(৫) কোন রাস্তাদ্বারা কোন ভূমিহইতে জল চলিয়া যাইবার ব্যাঘাত হওয়ায় তাহা পরিবর্ত্তন করা কিম্বা সেই পথের নীচে দিয়া কিম্বা তাহা ভেদ করিয়া পয়োনালা প্রস্তুত করা উচিত;

পথ পরিবর্ত্তন ও পয়োনালা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতার কথা।

তখন কালেক্টর সাহেব ঐ কার্য্যের খরচের অনুমানপত্র প্রস্তুত করাইবেন। যৎকালে যে বিধি বলবৎ থাকে সেইবিধিমতে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিশেষ আদেশমতে ঐ কার্য্যের উপর সেরেস্তার ব্যয়ের যে অংশ ধরিতে হয় ঐ অনুমানপত্রে তাহা ধরিবেন, এবং যে সকল নকৃশার ও বিশেষ বৃত্তান্তের প্রয়োজন ঐ সঙ্গে তাহা দিবেন। আর উক্ত কার্য্য ও বিষয় দ্বারা যে সকল ভূমির উপকারাদি হইবার সম্ভাবনা সেই সকল ভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, কালেক্টর সাহেব জিলার জরীপের মানচিত্র হইতে একখান মানচিত্র প্রস্তুত করাইবেন, এবং তাঁহার যে ঐরূপ বিষয় সম্পাদন করাইবার অভিপ্রায় আছে ইহার সাধারণ নোটিস দেওয়াইবেন।

৮ ধারা। ঐ সাধারণ নোটিস এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে লেখা যাইবে ও তফসীলে যেং বর্ণনার উল্লেখ হইল তাহাও লিখিয়া দিতে হইবে; এবং প্রস্তাবিত কার্য্যদ্বারা যে সকল মহালের ও গ্রামের উপকারাদি হইবার সম্ভাবনা ও যাহার উপর ঐ কার্য্য সম্পাদনের খরচ ধরিবার সম্ভাবনা, যত দূর জানা থাকে সেই সকল মহালের ও গ্রামের তালিকা ঐ নোটিসের সঙ্গে দিতে হইবে; এবং উক্ত অনুমানপত্রের ও বিশেষ বৃত্তান্তের ও নকৃশার এবং পূর্ব্বোক্ত মানচিত্রের নকল কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাখা যাইবে, ও যে ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা দেখিতে ও নকল করিয়া লইতে পাইবেন।

কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৯ ধারা। উক্ত বিষয়ে যে ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের আপত্তি শুনিবার যে দিন নিরূপণ হয় ঐ রূপ প্রত্যেক সাধারণ নোটিস তাহার পূর্ব্বে অন্যূন ত্রিশ দিন থাকিতে ১৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রচার করা যাইবে।

ঘোষণাপত্র ত্রিশ দিন প্রকাশ থাকিবার কথা।

১০ ধারা। আপত্তি শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহা শুনিবার জন্যে অন্য দিন নিরূপণ করা গেলে সেই দিনে যাঁহারা উপস্থিত হন, কালেক্টর সাহেব যে প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন সেই প্রমাণ লিখিয়া রাখিয়া, অনুসন্ধান লইবেন ও তাঁহাদের আপত্তি শুনিবেন।

উক্ত কার্য্যের আপত্তি শুনিবার কথা।

১১ ধারা। ঐ অনুসন্ধান লইয়া কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত প্রকারে কার্য্য করিবেন অর্থাৎ,

অনুসন্ধানের পর আজ্ঞার কথা।

(ক) যদি তিনি বিবেচনা করেন যে প্রস্তাবিত কার্য্য বা বিষয় বা তাহার কোন রূপান্তর করা বা সম্পাদন করা উচিত নয়, তবে তিনি সেই মর্ম্মে আপন মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

(খ) যদি তিনি বিবেচনা করেন যে প্রস্তাবিত কার্য্য বা বিষয় বা তাহার কোন রূপান্তর করা বা সম্পাদন করা উচিত, তবে তিনি রেবিনিউ কমিশ্যনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন।

১২ ধারা। কালেক্টর সাহেব পূর্ব্ব ধারার (ক) প্রকরণমতে যখন কোন আজ্ঞা করেন, তিনি তাহার সাধারণ নোটিস দেওয়াইবেন, কিম্বা উচিত বোধ করিলে ৭ ধারার লিখিত সাধারণ নোটিসক্রমে যাঁহারা উপস্থিত হইয়া থাকেন তাঁহাদের উপর বিশেষ নোটিস দেওয়াইবেন।

বিশেষ নোটিস দিবার কথা।

১৩ ধারা। ১১ ধারার লিখিত রিপোর্ট পাইলে পর, কমিশ্যনর সাহেব আর অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে তাহা লইয়া, কালেক্টর সাহেব উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ রিপোর্টে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিতে অস্বীকার করণসূচক আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞার কথা।

কিম্বা আপনি যে কোন মন্তব্য বিহিত বোধ করেন তৎসহিত কালেক্টর সাহেবের প্রেরিত রিপোর্ট রেবিনিউ বোর্ডের বিবেচনা নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবেন।

১৪ ধারা। কমিশ্যনর সাহেবের প্রেরিত রিপোর্ট পাইলে পর, রেবিনিউ বোর্ড আর অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে তাহা লইয়া, কালেক্টর সাহেব বা

বোর্ডের আজ্ঞার কথা।

কমিশ্যনর সাহেব রিপোর্টে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিতে অস্বীকার করণ সূচক আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

কিম্বা যে কোন মন্তব্য বিহিত বোধ হয় তৎসহিত ঐ রিপোর্ট শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনা নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা।

১৫ ধারা। বোর্ডের ঐ রিপোর্ট পাইলে পর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং প্রস্তাবিত কার্য্য বা বিষয় বা তাহার কোন রূপান্তর করা বা সম্পাদন করা হয় এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐ রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

রেল পথ পরিবর্ত্তন ও পয়োনালা প্রস্তুত করণের ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা। কোন রেলপথের দ্বারা কোন ভূমিখণ্ডের জল বাহির হইবার ব্যাঘাত হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই রেলপথ পরিবর্ত্তন করিবার কিম্বা সেই রেলপথের নীচে কি তাহা ভেদ করিয়া কোন পয়োনালা প্রস্তুত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ঐ রূপ আজ্ঞা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭ ধারা। কোন রেলপথের দ্বারা কোন ভূমিখণ্ডের জল বাহির হইবার ব্যাঘাত হয় বলিয়া কালেক্টর সাহেব ৭ ধারার (ঙ) প্রকরণমতে কিম্বা পূর্ব্ব ধারামতে সেই রেলপথ পরিবর্ত্তন করিবার কিম্বা সেই রেলপথের নীচে বা তাহা ভেদ করিয়া কোন পয়োনালা প্রস্তুত করিয়া দিবার আজ্ঞা করিলে, সেই পথের বা রেলপথের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঐ রূপ পরিবর্ত্তন করিবার বা পয়োনালা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, এবং কালেক্টর সাহেব যে প্রকারে যে সময়ের মধ্যে নির্দ্দেশ করেন ঐ ব্যক্তি সেই প্রকারে সেই সময়ের মধ্যে সেই আদেশ পালন না করিলে, কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকদের দ্বারা সেই পথ পরিবর্ত্তন বা সেই পয়োনালা প্রস্তুত করাইতে পারিবেন; কিন্তু রেলপথ হইলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে না লইয়া গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকেরা উক্তরূপ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না।

পরিবর্ত্তন বা প্রস্তুত করণের খরচের কথা।

উক্ত পথ বা রেল পথ প্রস্তুত করিবার সময়ে জল যাইবার যে স্বাভাবিক পথ ছিল তৎকালে তাহার অনুপযুক্ত বিধান করণ হেতুক যে পরিমাণ খরচ হয় ঐরূপ পরিবর্ত্তন বা প্রস্তুত করণের সেই খরচ উক্ত পথের বা রেলপথের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিতে হইবে; এবং অবশিষ্ট খরচ থাকিলে তাহা এই আইনের বিধানমতে উপকারপ্রাপ্ত ভূমির স্বামিদের উপর ধরা যাইবে ও তাঁহাদের স্থানে আদায় করা যাইবে।

নূতন জলদ্বার, বাঁধ বা পয়োনালা নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার কথা।

১৮ ধারা। (ক) জল বাহির হইবার কিম্বা ভূমিতে জল সেঁচিবার নিমিত্তে রাজকীয় কোন বাঁধে জলদ্বার করা যায় (খ) কিম্বা ৬ ধারামতে [illegible] ঘোষণাপত্রের অন্তর্গত কোন ভূমি খণ্ডে নূতন কোন বাঁধ কিম্বা নূতন পয়োনালা করা যায়, কিম্বা কেবল পয়োনালা বন্ধ কি অন্যমুখ কার যায়, কোন ব্যক্তির এই ইচ্ছা থাকিলে।

তিনি কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত করিবেন। যে ভূমিতে ঐ কর্ম্ম করা গেলে যত উপকার হয়, কালেক্টর সাহেব যে বৃত্তান্ত দ্বারা তাহা নিরূপণ করিতে পারেন, ঐ দরখাস্তে ঐ ভূমির সেই সকল বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে। যে কার্য্য জন্য দরখাস্ত হয় সেই কার্য্য করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা কালেক্টর সাহেবের এরূপ বোধ হইলে, এই আইনের ৭ ও পরবর্ত্তী ধারা গুলির লিখিত কার্য্য প্রণালী ঐ প্রস্তাবিত কার্য্য সম্বন্ধে অবলম্বন করা যাইবে।

ঘর উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১৯ ধারা। ইঞ্জিনিয়রের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিয়া বা প্রকারান্তরে যদি কালেক্টর সাহেবের এইরূপ মত হয় যে রাজকীয় বাঁধের ও নদীর মধ্যগত স্থানে যে বৃক্ষ কি ঘর কি খড়ুয়া ঘর কি অন্য গাঁথনি থাকে তাহা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক কিম্বা বর্ত্তমান গুণ টানিবার বাঁধযুক্ত পথ প্রশস্ত করণার্থ কিম্বা নূতন গুণটানিবার বাঁধযুক্ত পথ প্রস্তুত করণার্থ ভূমির প্রয়োজন আছে, তবে তিনি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট সেই মর্ম্মের রিপোর্ট করিবেন। যেং বৃক্ষ কি ঘর কি খড়ুয়া ঘর কি গাঁথনি উঠাইয়া দিতে হইবে, কিম্বা যে ভূমি লইবার প্রয়োজন থাকে ঐ রিপোর্টের সঙ্গে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা পাঠাইবেন। ঐং বৃক্ষ কি ঘর ও খড়ুয়া ঘর কি গাঁথনির কিম্বা ভূমির অধিকার পাইবার জন্যে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি লওয়ার বিষয়ে যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তাহার বিধানমতে কার্য্য করা যায় এই নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ড নিয়া নিয়মিত প্রণালীমতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট সেই বিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

ঐ কার্য্যদ্বারা যে জমির লাভ কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা ভিন্নং জিলার মধ্যে থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। উক্ত প্রকারের প্রস্তাবিত কার্য্য কিম্বা তদ্দ্বারা যেং ভূমির উপকারাদি হইতে পারে তাহা ভিন্নং জি[illegible] সীমার মধ্যে থাকিলে, ঐ কার্য্যের বা ভূমির কোন অংশ যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব দেশ খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব ঐ রূপ কোন ভূমি অন্য কমিশ্যনর সাহেবের খণ্ডের মধ্যে থাকিলে তাঁহার সম্মতিক্রমে সেই কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা ঐ ভূমির কোন অংশ অন্য যে কালেক্টর সাহেবের জিলার মধ্যে থাকে তাঁহাকে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিবার ও ঐ কার্য্য দ্বারা যে সকল ভূমির উপকারাদি হইতে পারিবে সেই সকল ভূমির সম্বন্ধে এই আইনমত সমুদয় বা অন্যতর কার্য্য চালাইবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

ইঞ্জিনিয়র সাহেবের প্রতি কলেক্টর সাহেবের কেং ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

২১ ধারা। কালেক্টর সাহেব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের প্রতি কোন বিষয় অর্পণ করিলে, এই আইনের ৭ ধারায় কালেক্টর সাহেবের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পণ করা গেল, ইঞ্জিনিয়র সাহেব কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধান, পুনরালোচনা ও সাধারণ আজ্ঞার অধীনে সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাণের কি সম্পত্তির আসন্ন সঙ্কট থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

অত্যাবশ্যক স্থলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

২২ ধারা। এই আইনের ৭ ও পরি বর্ত্তী ধারামত সাধারণ নোটিস যে কার্য্যপ্রণালীর আরম্ভে দিতে হয়, সেই কার্য্য প্রণালীমতে সেই কার্য্য করিতে গেলে যে বিলম্বের সম্ভাবনা তৎপ্রযুক্ত প্রাণের কি সম্পত্তির গুরুতর ও আসন্ন সঙ্কট হইতে পারে কালেক্টর সাহেবের এমত বিবেচনা হইলে তিনি অগৌণে উক্ত কার্য্য প্রণালী সম্পূর্ণ হইবার আশায় কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন। পরন্তু তিনি অবিলম্বে ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট অনুমানপত্র ও বিশেষ বৃত্তান্ত ও নকশা ও মানচিত্রের নকল প্রস্তুত করাইয়া সাধারণ নোটিস প্রচার করাইয়া ঐ পত্রের লিখিত কার্য্য যে আরম্ভ হইয়াছে ইহা জানাইবেন। তাহা হইলে, এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যদ্রূপ কার্য্য চালাইবার ও যে তদন্ত লইবার বিধান আছে তদ্রূপ কার্য্য চালান যাইবে ও সেই তদন্ত লওয়া যাইবে।

বাঁধ প্রভৃতি পুনশ্চ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর সেই অনুসন্ধানমতে শেষ যে আজ্ঞা করা যায় তদ্দ্বারা কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ইহার পূর্ব্ব ধারামতে ইঞ্জিনিয়র সাহেবের করা কোন কর্ম্ম অনাবশ্যক নির্ণয় হইলে, ঐ কার্য্য দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি বা হানি হইয়াছে, সেই ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের স্থানে এই আইনের ৫ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে নির্ণীত ক্ষতিপূরণ পাইবেন। এবং ঐরূপ কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট সেই মর্ম্মের দরখাস্ত করিলে, ঐ ভূমি কি বাঁধ কি পয়োনালার পরিবর্ত্তন করা যতদূর অনাবশ্যক বোধ হইল গবর্ণমেণ্টের খরচে ততদূর তাহার পুনশ্চ পূর্ব্বাবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে, অর্থাৎ কালেক্টর সাহেব এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সময়ে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, যত দূর সম্ভব সেই সময়ের অবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে।

ভিন্ন২ জিলায় ভূমি থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার ক্ষমতার কথা।

২৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা যে কোন ভূমির উপকার হইবার সম্ভাবনা সেই ভূমির কোন অংশ অন্য জিলার মধ্যে থাকিলে, যে কালেক্টর সাহেব ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন তিনি কার্য্যারম্ভ কালে ঐ অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবকে তাহার নোটিস দিবেন; এবং ঐ কার্য্য ও তাহার খরচা সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি ২০ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইঞ্জিনিয়রের ক্ষমতার কথা।

ইঞ্জিনিয়র সাহেবের উপর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

২৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে ইঞ্জিনিয়র সাহেবের প্রতি যে২ ক্ষমতা দেওয়া গেল তিনি কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানের ও পুনরালোচনার ও সাধারণ কর্ত্তৃত্বের ও আজ্ঞার অধীন থাকিয়া সেই২ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৪ মার্চ।]

কালেক্টর সাহেব না থাকিলে ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্ম করিবার ক্ষমতার কথা।

২৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব উপস্থিত না থাকিলে ও তাঁহার আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় যে বিলম্ব হইতে পারে তৎপ্রযুক্ত প্রাণের কি সম্পত্তির গুরুতর ও আসন্ন সঙ্কট সম্ভাবনা ইঞ্জিনিয়রের এমত জ্ঞান হইলে কালেক্টর সাহেব তাঁহার প্রতি ২২ ধারামতে যে ক্ষমতা দিয়াছেন তিনি সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন। এই ধারামতে ইঞ্জিনিয়র যে কোন কর্ম্ম করেন, তদ্বিষয়ে অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের স্থানে যে কোন উপদেশ প্রাপ্ত হন তদনুসারে চলিবেন।

মেরামত করিবার ক্ষমতার কথা।

২৭ ধারা। এই আইনের বিধানমতে, কিম্বা এইরূপ পূর্ব্বের কোন আইনের বিধানমতে, রাজকীয় যে বাঁধ কি রাজকীয় যে পয়োনালা বা অন্য বিষয় প্রস্তুত করা যায়, কিম্বা যে বাঁধ প্রভৃতির অধ্যক্ষতা কার্য্য গ্রহণ করা যায়, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা যাহা মেরামত করিয়া আসিতেছেন ইঞ্জিনিয়র সাহেব তাহা মেরামত করিতে এবং সারাইয়া রাখিবার আবশ্যক ও উপযুক্ত সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

কিয়ৎকালীন পথ কি পয়োনালা কি আগাল করিবার ক্ষমতার কথা।

২৮ ধারা। রাজকীয় কোন বাঁধের উপর দিয়া কিছু কালের নিমিত্ত পথ করা যায়, কিম্বা তদ্রূপ বাঁধ ছেদন করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্তে পয়োনালা করা যায়, কিম্বা বাঁধযুক্ত কোন নদীতে কি রাজকীয় পয়োনালায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত আগাল করা যায়, কোন ব্যক্তির এমত ইচ্ছা থাকিলে তিনি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের নিকট কিম্বা তদর্থে ইঞ্জিনিয়র সাহেব যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাহার নিকট দরখাস্ত দিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়র বা ব্যক্তি আপনার মত সহিত কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ দরখাস্ত পাঠাইবেন এবং ঐ কর্ম্ম অবিলম্বে সম্পাদন করিবার বিশেষ হেতু আছে এরূপ বিবেচনা না করিলে, কালেক্টর সাহেব তাহা সম্পাদন করিবার বা প্রকারান্তরের যে আজ্ঞা দেন, সেই আজ্ঞার অপেক্ষা করিবেন। প্রস্তাবিত কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারকদ্বারা করিতে হইলে, ইঞ্জিনিয়র সাহেব ঐ পথ করিবার কি স্থানান্তর করিবার কিম্বা সেই পয়োনালার কি আগাল প্রস্তুত কি বন্ধ করিবার কি উঠাইয়া দিবার নৈমিত্তিক খরচশুদ্ধ যত খরচ আবশ্যক বলিয়া গণেন, দরখাস্তকারী সেই কর্ম্মের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সেই খরচ গচ্ছিত করিয়া দিবেন। ঐ গচ্ছিত টাকাতে কুলান না দৃষ্ট হইলে, আর যত টাকা প্রয়োজন উক্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেব দরখাস্তকারির নিকট তাহা আদায় করিবেন; ও সেই টাকা অধিক হইলে, উদ্বৃত্ত টাকা দরখাস্তকারিকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

ইঞ্জিনিয়রের অনুমতিমতে জলদ্বার খুলিবার কি বন্ধ করিবার কথা।

২৯ ধারা। কোন রাজকীয় বাঁধের যে জলদ্বার করা যায়, তাহা কেবল ইঞ্জিনিয়র সাহেবের দ্বারা বা তাঁহার সাধারণ বা বিশেষ অনুমতিক্রমে, কিম্বা ঐ বাঁধ অব্যবহিতরূপে যে কার্য্যকারকের অধীনে থাকে তিনি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের সাধারণ কিম্বা বিশেষ যে আজ্ঞা পান সেই আজ্ঞামতে কেবল তাঁহারই দ্বারা কিম্বা তাঁহার বিশেষ কি সাধারণ অনুমতিক্রমে খোলা কি বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

৩০ ধারা । এই আইনের কোন কার্য্য সফল করিবার জন্যে ইঞ্জিনিয়র সাহেব, কিম্বা তিনি যে ব্যক্তিকে এই কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেন সেই ব্যক্তি,

জমীতে গিয়া জরীপ প্রভৃতি করিবার কথা ।

কোন জমীতে গিয়া তাহা জরীপ করিতে ও তাহার সমতা নির্ণয়ের সূত্রপাত করিতে,

ও মাটি খুঁড়িতে কিম্বা নীচের মাটিতে গর্ত্ত করিতে, ও উক্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেব কিম্বা কালেক্টর সাহেব যে কার্য্য করিবার কল্পনা করেন ঐ জমী সেই কার্য্যের উপযুক্ত কি না ইহা জানিয়া লইবার নিমিত্তে অন্য যেং কার্য্য করা আবশ্যক হয় তাহা করিতে,

ও যে ভূমি লইবার প্রস্তাব হয় তাহার সীমার দাগ দিতে, ও সেই জমীতে যে কার্য্য করিবার প্রস্তাব হয় তাহার রেখার চিহ্ন দিতে,

রেখার চিহ্ন দিবার কথা ।

এবং দাগ দিয়া কি খাত কাটিয়া ঐ সমতার ও সীমার ও রেখার চিহ্ন রাখিতে,

ক্ষেত্রের ফসল কি বেড়া কি জঙ্গল কাটিয়া তাহা পরিষ্কার না করিলে যদি ভূমির জরীপকার্য্য কি সমতা নির্ণয়ের কার্য্য করা যাইতে না পারে, তবে সেই ফসল কি বেড়া কি জঙ্গল কাটিয়া তাহা পরিষ্কার করিতে পারিবেন ।

জমী পরিষ্কার করিবার কথা ।

কিন্তু দাখলকারের অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তিকে সাত দিন থাকিতে তাঁহার বাড়ী প্রবেশ করিবার কল্পনার নোটিস তাঁহাকে লিখিয়া না দিলে, তাঁহার ঘরে কিম্বা বসতবাটী সংযুক্ত ঘেরা প্রাঙ্গণে কি বাগানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না ।

জমীতে যাইবার পূর্ব্বে নোটিস দিবার কথা ।

আবশ্যকমতে পূর্ব্বোক্ত যে দ্রব্যের হানি করা যায় ইঞ্জিনিয়র সাহেব, কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে অন্য যে ব্যক্তির প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল তিনি, প্রবেশ করিবার সময়ে তাহার মূল্য দিবেন কি দিবার প্রস্তাব করিবেন । তদ্রূপে যে টাকা দেওয়া যায় কি দিবার প্রস্তাব হয় তাহা উপযুক্ত মূল্য নয় বলিয়া বিবাদ হইলে, তিনি অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির জন্যে ঐ বিবাদ অর্পণ করিবেন, ও তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে ।

হানিপূরণের কথা ।

৩১ ধারা । কোন বাঁধ বা পয়োনালা, কিম্বা নালার কি নদীর কি খালের কি জলপথের পার্শ্বে অনুটানিয়া যাইবার বাঁধযুক্ত কোন পথ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সারাইয়া রাখা গেলে তাহা মেরামত করা আবশ্যক বোধ হইলে, ইঞ্জিনিয়র সাহেব কিম্বা তদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ৫ ধারার লিখিত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে মাটি বা অন্য দ্রব্য দখল করিয়া লইতে ও স্থানান্তর করিতে ও তাহা ঐ মেরামত কার্য্যে লাগাইতে পারিবেন

ঐরূপ ভূমি হইতে মাটি লইবার ক্ষমতার কথা ।

৩২ ধারা । ঐ ভূমির উপর যে কোন ফসল থাকে তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১৩ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ; এবং ফসলের হানি হইলে হানিপূরণের টাকা পাইবার দাওয়ার সম্বন্ধে ঐ ধারার বিধান বর্ত্তিবে ।

ভূমির উপর ফসল থাকিলে কার্য্য প্রণালীর কথা ।

৩৩ ধারা । পূর্ব্বোক্তরূপ কোন কার্য্য দ্বারা ঐরূপ কোন ভূমি চিরকালের নিমিত্ত কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তৎপক্ষে ঐ ভূমির স্বামীর প্রার্থনাপত্র পাইলে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক, ১৮৭০ সালের ১০ আইনের কিম্বা রাজকীয় কার্য্য নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের বিধানমতে ঐ ভূমি গ্রহণ করিবেন ।

ভূমি চিরকালের নিমিত্ত কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী হইলে, তাহা গ্রহণ করিবার কথা ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ভূমি গ্রহণ করিবার বিধি ।

৩৪ ধারা । যে স্থলে কালেক্টর সাহেব ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১২ ও ১৩ ধারার বিধানমতে কার্য্য করেন তদ্ভিন্ন স্থলে, এই আইনমতে কার্য্য করণকালে এই আইনের কোন কার্য্যপক্ষে ভূমি লওয়া প্রয়োজন দেখা গেলে, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে ভূমি লইবার অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনমতে ঐ ভূমি লওন সংক্রান্ত কার্য্য করা যাইবে ।

ভূমি লইবার কথা ।

৩৫ ধারা । ৫ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, কোন ভূমিতে ইঞ্জিনিয়র সাহেবের প্রয়োজন হইলে, কিম্বা তিনি তাহা লইলে পর, যদি এই আইনের শক্তি বা বিধানক্রমে নিয়মমত কার্য্য হওয়াতে ঐ ভূমিভিন্ন কোন ভূমির কিম্বা মৎস্য ধরিবার স্বত্বের কিম্বা পয়োনালা কিম্বা জল ব্যবহারের স্বত্বের কি অন্য স্বত্বের কি সম্পত্তির হানি হইয়া থাকে, তবে ঐ সম্পত্তি বা স্বত্ব যে ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে, তিনি কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া হানিপূরণের দাওয়া উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

কার্য্যের ফলস্বরূপ হানি হইলে তৎপূরণের কথা ।

কিন্তু যে কার্য্য করণার্থ দরখাস্ত হয় তাহা করিতে অস্বীকার করণ, এবং আইনমত যে কার্য্য করিতে হইলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বা অন্য কোন অনুমতি পাওয়া প্রয়োজন সেই কার্য্য করণের অনুমতি দিতে অস্বীকার করণ, এই ধারামতে যে কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণের দাওয়া হইতে পারে সেই কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না ।

৩৬ ধারা । যে কার্য্যদ্বারা উক্ত স্বত্বের হানি হয় সেই কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব ধারামত দাওয়া উপস্থিত করিতে হইবে, তাহার পর গ্রাহ্য হইবে না ।

দুই বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিবার কথা ।

৩৭ ধারা । তদ্রূপ কোন দাওয়া উপস্থিত করা গেলে এবং হানিপূরণ করিয়া দিতে হইলে, কাহাকে কত টাকা দিতে হইবে, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি লইবার অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের বিধান অনুসারে ইহা নির্ণয় করিবার কার্য্য করা যাইবে ।

ঐ হানিপূরণ বিষয়ক কার্য্যের কথা ।

৩৮ ধারা। উক্ত স্থলে হানিপূরণস্বরূপ কত টাকা দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিতে গেলে, জজ সাহেব ও আসেসরেরা এই২ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন,

মূল্য নিরূপণে যে২ বিষয় বিবেচ্য তাহার কথা।

প্রথম। যে সম্পত্তির কি স্বত্বের হানি হয়, ভূমি লওন সময়ে তাহার বাজার দর কত হইতে পারে।

দ্বিতীয়। ভূমি লওন দ্বারা সম্পত্তির কি স্বত্বের হানি হওয়াতে দাওয়াদারের কত হানি হইল।

তৃতীয়। ভূমি লওন সময়ে সম্পত্তির কি স্বত্বের হানি হওয়া প্রযুক্ত তাহার বাজার দর কত দূর কমিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ। যে কার্য্য বা বিষয় সম্বন্ধে হানি পূরণের দাওয়া হয় তাহা হইতে বা তৎসংক্রান্ত কোন কার্য্য হইতে মোকদ্দমার কোন পক্ষ উপকার পাইয়াছে বা পাইবে কি না; তাহা হইলে স্থানান্তরে ঐ ব্যক্তিকে যত হানি পূরণ দিবার ডিক্রী হইত, তাহার বিরুদ্ধে ঐ রূপ কোন উপকার হইলে তাহার আনুমানিক মূল্য ধরিতে হইবে।

কিন্তু জজ সাহেব কি আসেসরেরা এই২ বিষয় বিবেচনায় আনিবেন না।

মূল্য নিরূপণে যে২ বিষয় বিবেচ্য নয় তাহার কথা।

প্রথম। যে কারণে ভূমি লওয়া আবশ্যক হইল তাহার গুরুত্ব।

দ্বিতীয়। দাওয়াদারের যত হানি হইল, সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা তাহার সেই হানি হইলে ও সেই ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে যদি তাহার হানিপূরণের ডিক্রী পাওয়া ন্যায্য না হইত, তবে সেই হানি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কার্য্যের খরচ ও আনুষ্ঠানিক কার্য্য প্রভৃতির বিধি।

১ পরিচ্ছেদ।—অর্থপ্রদানের কথা।

৩৯ ধারা। ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D চিহ্নিত তফসীলে যে২ বাঁধের কথা আছে, তন্মধ্যে কি তৎসম্পর্কে এই আইনের ১৮ বা ২৮ ধারার বিধানমতে যে কার্য্য করা যায় কি তাহার যে মেরামত হয় তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিতে পারে, তদ্ভিন্ন সেই২ বাঁধের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন বিধান খাটিবে না; এবং ঐ তফসীলে যে২ বাঁধের কথা লেখা আছে এই আইন প্রচলিত করণ সময়ে সেই২ বাঁধের দ্বারা যে ভূমি রক্ষা করা যায়, ইহার পর সেই ভূমি রক্ষা করিবার জন্য উক্ত প্রকারের যে কোন বাঁধ করা যায় তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবে না. কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তফসীলে যে বাঁধের কথা লেখা আছে তদ্দ্বারা যে ভূমির রক্ষা না হয় ঐ বাঁধ প্রস্তুত করণে সেই ভূমির যত দূর রক্ষা হইবে তত দূর এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবে। এই আইনের ১৮ ধারার কি ২৮ ধারার বিধানমতে যে কার্য্য করা যায় তদ্ভিন্ন ঐ২ বাঁধে কি তৎসম্পর্কে যে সকল কার্য্য করা যায় ও তাহার যে মেরামত হয় তাহা করিতে যত খরচ লাগে গবর্ণমেণ্ট তাহা দিবেন।

D চিহ্নিত তফসীলের লিখিত বাঁধের কথা।

৪০ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানমতে সাধ্যানুসারে তদন্ত লইলে পর, সাধারণের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত D চিহ্নিত তফসীলের উল্লিখিত কোন২ বাঁধ কিম্বা এই ধারার পশ্চাল্লিখিত প্রকরণমতে উক্ত D চিহ্নিত তফসীলভুক্ত কোন বাঁধ বা পয়োনালা রাখা আর আবশ্যক নাই জ্ঞান হইলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত তফসীল হইতে সেই বাঁধ উঠাইয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু পশ্চাৎ সেই প্রকারের অনুসন্ধান লইয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেই বাঁধ রাখা আবশ্যক বোধ করিলে, তিনি ঐ তফসীলে তাহাই পুনরায় লেখাইতে পারিবেন।

তফসীল হইতে উঠাইয়া দিবার কথা।

উক্ত D তফসীলের মধ্যে যে বাঁধ ধরা যায় নাই এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ তফসীলে এমত কোন বাঁধ বা কোন পয়োনালা ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই বাঁধের বা পয়োনালার প্রতি এই ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

তফসীলে অন্য বাঁধ লেখাইবার কথা।

৪১ ধারা। ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের E তফসীলে লিখিত পরগণা সমূহের সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে রীতি প্রচলিত আছে, তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট বাঁধ মেরামত করিয়া রাখিবার উদ্দেশে প্রত্যেক পরগণার নিমিত্ত ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট টাকা বৎসর ২ দিতে থাকিবেন।

F তফসীলের লিখিত পরগণা সমূহের বাঁধ মেরামত করিয়া রাখিবার উদ্দেশে সরকারী টাকা একপ্রকার ব্যয় দিতে থাকিবার কথা।

৪২ ধারা। উক্ত কোন পরগণার যে২ বাঁধ মেরামত করিয়া রাখা যায় তাহা যদি কোন সময়ে ৭ ধারার বিধানমতে রাজকীয় বাঁধ বলিয়া ব্যক্ত করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব উক্ত ব্যক্ত করণের তারিখ অবধি ঐ পরগণার নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন। উক্ত হিসাবে পূর্ব্বোক্ত টাকা রাজস্ব সংক্রান্ত প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে জমা দিতে হইবে। প্রত্যেক বৎসরের শেষে ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা পর বৎসরের হিসাবে জমা করিয়া লওয়া যাইবে এবং ঐ পরগণায় যে সকল বাঁধ রাখা আবশ্যক বোধ হয় তাহা মেরামত করিবার বা প্রস্তুত করিবার খরচ নিমিত্ত ঐ উদ্বৃত্ত টাকা প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

ঐরূপ বাঁধ রাজকীয় বলিয়া ব্যক্ত হইলে কালেক্টর সাহেবের স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবার কথা।

৪৩ ধারা। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কোন সময়ে যতদূর সম্ভব দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানমতে কালেক্টর সাহেব অনুসন্ধান লইলে যদি দৃষ্ট হয় যে উক্তরূপ কোন পরগণার সাধারণের স্বার্থ নিমিত্ত কোন বাঁধ রাখা অনাবশ্যক, তবে ঐ পরগণা সম্বন্ধে ঐরূপ অর্থদান বন্ধ করা হয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই রূপ আজ্ঞা

বাঁধ মেরামত করিয়া রাখা সাধারণের স্বার্থ নিমিত্ত অনাবশ্যক দৃষ্ট হইলে অর্থদান বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৪ মার্চ।]

করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐরূপে অনুসন্ধান লইয়া রিপোর্ট হইলে যদি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বোধ হয় যে ঐ পরগনায় কোন বাঁধ মেরামত করিয়া রাখা সাধারণের স্বার্থ নিমিত্ত পুনরায় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে পুনর্ব্বার ঐরূপ অর্থদান হইতে পারিবে।

অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার কথা।

৪৪ ধারা। যে কোন নূতন কার্য্যের অনুমানপত্র, বিশেষ বিবরণ ও নকশা প্রস্তুত করিয়া ৭ ধারার বিধানমতে সাধারণের দেখিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের অফিসে রাখা গিয়াছে, কালেক্টর সাহেব বা ইঞ্জিনিয়র সাহেব এতদ্ভিন্ন এই আইনের বিধানমত কোন কার্য্য বা মেরামত কার্য্য করিতে আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এই আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে ঐ কার্য্য বা মেরামত কার্য্য সম্বন্ধে যে খরচ পড়িবে তাহার বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র ইঞ্জিনিয়র সাহেব কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা যাইবে। তন্মধ্যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেরেস্তার খরচের যে অংশে ধরিবার আদেশ করেন সেই অংশও ধরা যাইবে।

অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার সময়ের কথা।

৪৫ ধারা। যে সকল কার্য্য সামান্যতঃ মেরামত করিয়া রাখিতে হইবে তাহার বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র মার্চ্চ মাসের পর যথাসাধ্য ত্বরায় প্রস্তুত করিতে হইবে এবং অক্টোবর মাসের পর যত শীঘ্র হইতে পারে যে সকল মেরামত কার্য্য আবশ্যক বলিয়া তৎকালে নির্ণীত হয় তাহার জন্য বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র প্রস্তুত করা যাইবে।

আর অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার কথা।

৪৬ ধারা। উক্ত অনুমানপত্রে যত টাকা ধরা যায় যথার্থ খরচ তাহার দশাংশ পর্য্যন্ত অধিক হইবে দৃষ্ট হইলে ইঞ্জিনিয়র সাহেব তৎক্ষণাৎ আর এক অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং আবশ্যক হইলে ঐ কার্য্যাদির আর২ বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবেন।

অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবার কথা।

৪৭ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে প্রস্তুত সকল বিশেষ বিবরণের ও অনুমানপত্রের নকল এবং দেশীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ তাহার যে চুম্বক করিবার আজ্ঞা করেন তাহা ঐ নকলের সহিত কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে পাঠাইতে হইবে। ঐ কার্য্য বা মেরামতে যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহারা সেই নকল দেখিতে পাইবেন।

অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ পাইবার নোটিসের কথা।

৪৮ ধারা। ঐরূপ কোন বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র পাইবার সাধারণ নোটিস ৭৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রচার করা যাইবে এবং ঐ কার্য্যের বা মেরামতীর দ্বারা যে সকল মহাল হইতে খরচ লওয়া যাইতে পারে কিম্বা যে সকল মহালের উপকারাদির সম্ভাবনা সেই সকল মহাল সাধারণ নোটিসে নির্দ্দিষ্ট হইবে। খরচ বণ্টন করিয়া যে ভূমির উপর ধরা যায় কোন মহালে তাহা একশত একরের অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকিলে ঐ মহাল সম্বন্ধে ৭৯ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে বিশেষ নোটিসও দেওয়া যাইবে; এবং কোন ব্যক্তি সেই নোটিস বাহির বা জারী হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিলে কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত ও উচিত জ্ঞান করেন করিবেন।

হিসাব প্রস্তুত ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪৯ ধারা। কোন কার্য্যে বা মেরামতী কার্য্যে বাস্তবিক যত টাকা খরচ হয় তাহার হিসাবপত্র কিম্বা এই ও পরবর্ত্তী ধারামতে ঐ খরচের যে কোন অংশ লইয়া কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করেন তাহার হিসাবপত্র ঐ কার্য্য সম্পাদন হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করা যাইবে। প্রকৃতরূপে যত টাকা খরচ হইল তাহা লিখিয়া এবং উক্ত কার্য্যের বা মেরামতী কার্য্যের দ্বারা যে সকল ভূমি উপকৃত বা স্পৃষ্ট হইয়াছে সেই সকল ভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া এবং ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট ভূমি বা তাহার কোন অংশ কিরূপে স্পৃষ্ট হইয়াছে এবং কি পরিমাণে উপকারপ্রাপ্ত হইয়াছে, সাধারণতঃ ইহা লিখিয়া ইঞ্জিনিয়র সাহেব এক সর্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ সর্টিফিকেট পাইলে উক্ত কার্য্য ও মেরামতী কার্য্য দ্বারা যে সকল মহালের ও গ্রামের উপকার হইয়াছে কালেক্টর সাহেব তাহার বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইবেন এবং এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে ঐ২ মহালের ও গ্রামের অধিকারেরা উক্ত টাকা দিতে দায়ী হইবেন। উক্ত হিসাবের ও সর্টিফিকেটের ও বর্ণনাপত্রের নকল কালেক্টরী কাছারীতে রাখা যাইবে এবং যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহারা তথায় গিয়া তাহা দেখিতে পারিবেন।

আপত্তির অনুসন্ধানের কথা।

৫০ ধারা। উক্ত হিসাব সর্টিফিকেট ও বর্ণনাপত্র কালেক্টরী কাছারীতে প্রাপ্ত হইয়া রাখা যাইবার সাধারণ নোটিস দেওয়া যাইবে। যে ভূমির উপর খরচ বণ্টন করিয়া ধরা যাইবে কোন মহালে সেই ভূমি একশত একরের অধিক হইলে সেই মহাল সম্বন্ধে ঐ বিষয়ের বিশেষ নোটিসও দেওয়া যাইবে; এবং ঐ সাধারণ নোটিস দেওয়া গেলে পর কিম্বা যদি বিশেষ নোটিস দেওয়া যায় তবে কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ নোটিস দেওয়া গেলে পর ত্রিশ দিন মধ্যে তিনি যদি ঐ হিসাব সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি করেন যে, যে কার্য্যের খরচ ধরা গিয়াছে তাহা সম্পন্ন হয় নাই কিম্বা যত টাকা খরচ ধরা হইয়াছে তত টাকা ব্যয় হয় নাই কিম্বা খরচের হার অনুমানপত্রে যেরূপ লেখা আছে তদপেক্ষা অধিক ধরা হইয়াছে, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তির অনুসন্ধান লইয়া তদ্বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মোটে যত টাকা দিতে হইবে তাহার কথা।

৫১ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়মতে কিম্বা ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ২৬অবধি ২৯ পর্য্যন্ত ধারামতে যে কোন কার্য্য করা যায় বা করিবার আজ্ঞা হয় তদনুযায়ী ও তদানুষঙ্গিক হানিপূরণ খরচ ও খরচা বলিয়া কিম্বা জরীপ ও নকশা করিবার খরচ কিম্বা অনুমানপত্র ও

হিসাব ও সার্টিফিকেট ও বর্ণনাপত্রের খরচ কিম্বা হাত নাগারের নোটিস বাহির ও জারী করিবার খরচ বলিয়া কিম্বা অন্য কোন হিসাবে উক্ত কার্য্য বা মেরামতী কার্য্য সম্বন্ধে যত টাকা দেওয়া গিয়াছে বা দেয় হইয়াছে কালেক্টর সাহেব উক্ত সর্টিফিকেটের লিখিত টাকার সহিত সেই সকল টাকা. যোগ করিয়া দিবেন। পরে মোট দেনা বলিয়া যতটাকা নির্ণয় হয় এবং ১৭ ও ২৮ ধারামতে যে কার্য্য করা যায় তৎসম্পর্কে যে ২ ব্যক্তির নিকট ঐ টাকা পাওনা হয় ও অন্যা২ কার্য্য সম্পর্কে যে২ মহালের নিমিত্ত তাঁহার ঐ টাকা পাওনা হয় তিনি এই সকল কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন। ১৭ ও ২৮ ধারামতে যে কার্য্য করা যায় ঐ আজ্ঞা সেই কার্য্য সম্পর্কীয় হইলে, যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ঐ টাকার দায়ী হন ঐ আজ্ঞাপত্র অগৌণে তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে, নতুবা কালেক্টর সাহেব ইহার পশ্চাৎ পরিচ্ছেদের বিধান মতে কার্য্য করিবেন।

হানিপূরণস্বরূপ টাকা দেওয়া গেলে টাকা দিবার তারিখ অবধি তাহার উপর সুদের কথা।

শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব শতকরা ৫৲ টাকার অনধিক যে হিসাবে সুদ নিরূপণ করেন, সেই হিসাবে সুদ লওয়া যাইতে পারিবে।

২ পরিচ্ছেদ। খরচের যে অংশ যাহার দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবার কথা।

যাঁহারা সেই টাকার দায়ী তাঁহাদের কথা।

৫২ ধারা। উক্ত যে মেরামতের কার্য্য বা যে কার্য্য সম্পাদন করা যায় তদ্দ্বারা যে ভূমির উপকার কি রক্ষা করা গেল তাহা যে২ মহালের অন্তর্গত থাকে, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, সেই২ মহালের জমিদারেরা কালেক্টর সাহেবকে উক্ত সমস্ত টাকা দিবেন। কিন্তু ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D তফসীলের মধ্যে যে২ বাঁধ ধরা যায় নাই তাহার কোন বাঁধাসম্পর্কে যদি বৎসর২ বিশেষ কোন টাকার দাওয়া হইয়া থাকে এবং এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে যদি সেই বাঁধ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সারাইয়া রাখা গিয়া থাকে, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার পর সেই বিশেষ টাকা দেওয়া রহিত ও বন্দ করা যাইবে।

অধীন তালুকদার প্রভৃতির স্থানে টাকা আদায় করিবার কথা।

৫৩ ধারা। এই বিধিমতে ঐ মোট টাকার সমুদয় বা কিয়দংশ দিবার জন্যে যে জমিদার দায়ী হন, যত তালুকাদি তাঁহার মহালের একাংশ হয় কিম্বা ৫৯ ধারার বিধানমতে তাঁহার মহালের একাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় কালেক্টর সাহেব ৫৮ ধারার বিধানমতে ঐ২ তালুকের নামে যত টাকা করিয়া ধরেন, জমীদার সেই২ তালুকাদির ভোগাধিকারিদের স্থানে তত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। আর তদ্রূপে প্রত্যেক জন ভোগাধিকারির তালুকের একাংশ বলিয়া যত পেটাও তালুক ধরা গিয়াছে কালেকটর সাহেব সেই বিধানমতে ঐ২ পেটাও তালুকের নামে যত টাকা করিয়া ধরেন, ঐ ভোগাধিকারী সেই পেটাও তালুকদারদের স্থানে তত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

খরচের যে অংশ যাহার দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে নোটিস দিবার কথা।

৫৪ ধারা। সর্ব্বশুদ্ধ যত টাকা দেনা হয় ইহা পূর্ব্বোক্তমতে নির্ণয় করা গেলেই কালেকটর সাহেব ঐ মোট টাকার কোন অংশ যে২ মহালের উপর ধরা যাইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সাধারণ নোটিস দেওয়াইবেন এবং যে ভূমির উপর খরচ ধরা যাইবে সেই ভূমি কোন মহালে একশত একরের অধিক থাকিলে ঐ মহাল সম্বন্ধে বিশেষ নোটিস জারী করা হইবে। ঐ২ নোটিসে পূর্ব্বোক্ত ঐ মোট টাকার মধ্যে যে জমীদারদের ও যে ভোগাধিকারিদের সুদ ও অংশনিরূপণের খরচসুদ্ধ যত টাকা করিয়া দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিবার জন্যে অমুক স্থানে অমুক দিনে তদন্ত লওয়া যাইবে, এই কথা লেখা থাকিবে।

যে মহালের যত খরচ নির্দ্দেশ করিতে হইবে ইহার অনুসন্ধান লইবার নিয়মের কথা।

৫৫ ধারা। কালেকটর সাহেব উক্ত নোটিসের নিরূপিত দিনে উক্ত তদন্ত লইবার কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবেন। সেই দিন ঐ নোটিস দিবার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের কম না হয়। উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যে আমার স্বার্থ আছে বলিয়া কোন ব্যক্তিরা দাওয়া করিলে তাঁহার পক্ষে কালেকটর সাহেব যে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ করেন সেই প্রমাণ লইবেন।

ভোগাধিকারিদের নাম লিখিবার কথা।

৫৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত নোটিসে যে২ মহাল লেখা থাকে তাহার মধ্যে কোন মহালের অন্তর্গত তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী বলিয়া যে ব্যক্তিরা আপনাদিগকে জানান, কিম্বা স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি যাঁহাদিগকে ভোগাধিকারী বলিয়া কহেন, কালেক্টর সাহেব উক্ত তদন্ত লইবার সময়ে, সেই সকল ব্যক্তির নাম লিখিয়া লইবেন। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, কালেক্টর সাহেব তাঁহার নামে নোটিস জারী করাইয়া তাঁহাকে ঐ নোটিসের লিখিত স্থানে ও দিবসে উপস্থিত হইয়া, খরচের অংশ নিরূপণ করিবার আজ্ঞার মধ্যে তাঁহার নাম না ধরিবার কারণ জানাইতে আজ্ঞা করিবেন, ও সেই দিন পর্য্যন্ত ঐ তদন্ত লওনের কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

জমীদারদেরমধ্যে অংশ নিরূপণ করিবার কথা।

৫৭ ধারা। কেবল একটি মহাল দায়ী হইলে, কালেকটর সাহেব সেই দিনে, কিম্বা তদন্ত লওয়ার জন্যে দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, সেই মহালের জমীদারের স্থানে পাওনা বলিয়া সেই সমুদয় টাকা লিখিবেন। দুই কি তদধিক মহাল থাকিলে,

(ক) সেই কার্য্যের কি মেরামতী দ্বারা যে মহালের যতদূর উপকার হয় তিনি তদনুসারে,

(খ) কিম্বা ঐ২ মহালের অন্তর্গত যে২ ভূমির উপকার কি রক্ষা হয় সেই২ ভূমির আয়তন অনুসারে,

(গ) কিম্বা ঐ২ মহালের যত টাকা রাজস্ব দিতে হয় স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া তদনুসারে, ঐ২ মহালের জমীদারদের স্থানে খরচের এক২ অংশ লইবেন।

পরন্তু গণ্ডক নদের দক্ষিণ ধারে যে সকল বাঁধ আছে তজ্জন্যে মোটে উক্ত যত টাকা দেনা হয়, সারণ জিলার অন্তর্গত মহালের প্রচলিত রীত্যানুসারে যে মহালের

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৫ মার্চ্চ।]

যত টাকা রাজস্ব তাহার হিসাবমতে, ঐ২ মহালের জমীদারদের স্থানে ঐ মোট টাকার একং অংশ লওয়া যাইবে।

আর গণ্ডক নদের বাম তটে মজঃফরপুর জিলায় যে সকল বাঁধ আছে তৎসম্বন্ধে কোন বৎসর এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট মোট যত টাকা খরচ করিয়া থাকেন ও এই আইনের বিধানমতে মোট যত টাকা দেয় হইয়া থাকে, তাহা ঐ বাঁধ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে রীতি প্রচলিত আছে তদনুসারে ধরা যাইবে ও ঐ রূপেই বরাবর ধরা যাইত বলিয়া জ্ঞান হইবে, অর্থাৎ রতি, গদাসন্দ, হাজিপুর, ভাওসালা, গিদ্ধৌর, নয়ী সরিসা ও বালগাচ এই২ পরগনার অন্তর্গত যে মহালের যত টাকা রাজস্ব তাহার হিসাবমতে ঐ মহালের জমীদারদের স্থানে টাকা লওয়া যাইবে, কিন্তু রতি, গদাসন্দ ও হাজিপুর পরগনার অন্তর্গত কোন মহাল সম্বন্ধে মোট কোন টাকার যে টাকা বিলি করা যায় ঐ মহালের রাজস্বের সহিত তাহার যে অনুপাত হয় সেই অনুপাত অবশিষ্ট পরগনার প্রত্যেক মহালের রাজস্বের সহিত ঐ মহালের বিলি করা টাকার যে অনুপাত থাকে তাহার দ্বিগুণ হইবে।

E তফসীলের পরগনার বিষয়ে উপবিধি।

পরন্তু মোট যত টাকা দিতে হইবে তাহা ৫১ ধারার বিধানানুসারে যে সময়ে নির্দ্ধার্য্য করা যায়, সেই সময়ে কালেক্টর সাহেবের খাতায় E তফসীলের উল্লিখিত কোন পরগনার টাকা জমা থাকিলে সেই পরগনার মধ্যে কোন বাঁধের যে অংশ থাকে সেই অংশ সম্পর্কে দেনা সমুদয় টাকাহইতে ঐ জমা টাকা বাদ দিতে হইবে। তাহা বাদ দিলে পর আর টাকা দেনা থাকিলে, ঐ২ পরগনার মধ্যে যে জমীদারদের মহাল থাকে তাঁহাদের কেবল সেই বাকী দিতে হইবে।

ভোগাধিকারিদের মধ্যে অংশ নিরূপণ করিবার কথা।

৫৮ ধারা। উক্ত গণ্ডকের দক্ষিণধারের বাঁধ সম্পর্কীয় কথা ছাড়া, প্রত্যেক মহালের উপলক্ষে যত টাকা দেনা হয়, তদন্তর্গত তালুকের যত উপকার হইল কিম্বা তাহার যে আয়তনের উপকার কি রক্ষা হইল, কালেক্টর সাহেব তদনুসারে সেই২ তালুকের দেনা টাকাও নিরূপণ করিবেন, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে ঐ মহালের অন্তর্গত যে ভূমি কোন তালুকের মধ্যে ধরা যায় নাই নিয়মমতে সেই ভূমিহইতে ঐ খরচের যে অংশ লওয়া যাইতে পারে তালুকের দেনা টাকাহইতে তাহা বাদ দিবেন।

যে মহাল নিষ্কর তালুকের রেজিষ্টরে থাকে তদ্ভিন্ন নিষ্কররূপে ভোগ করা জমীর উপর টাকা বিলি করিবার কথা।

৫৯ ধারা। মহাল না হইয়া যে সকল জমী নিষ্কররূপে ভোগ হইয়া থাকে সেই জমী যে মহালের ও তালুকাদির সীমার মধ্যে ধরা যায় এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই তালুকাদির একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে। যদি কোন মহালের সীমার মধ্যে ধরা না গিয়া থাকে, তবে ঐ জমীর লাগাও মহাল যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব আপনার মোহরাঙ্কিত ও স্বাক্ষরিত আজ্ঞাপত্রক্রমে ঐ জমীর লাগাও যে মহালের অংশ বলিয়া ঐ জমী ধরিবার আজ্ঞা করেন, সেই মহালের অংশ বলিয়া ধরা যাইবে।

কিস্তি করিয়া বিলি করা টাকা দিবার কথা।

৬০ ধারা। কোন মহালের কি তালুকের দেনা বলিয়া খরচের যত টাকা নিরূপণ হয়, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যেং দিন নিরূপণ করেন ঐ টাকা সমান কিস্তি করিয়া সেই২ দিনে দেওয়া যাইবে। কিন্তু যে ভূমির নিমিত্ত ঐ কিস্তির টাকা দেনা হয় সেই ভূমির একর প্রতি চারি আনার অধিক কিস্তি লওয়া যাইবে না ও একই বৎসরে চারিবারের অধিক কিস্তু ধার্য্য হইবে না।

সুদের কথা।

উক্ত টাকার যে অংশ দেওয়া না যায় তাহা দেনা হইবার তারিখ অবধি দিবার তারিখ পর্য্যন্ত তাহার উপর বৎসর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ বৎসর শতকরা ৫ টাকার অনধিক যত সুদ নিরূপণ করেন সেই হিসাবে সুদ চলিবে।

অতিরিক্ত খরচ বণ্টনের কথা।

৬১ ধারা। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমতে কোন কার্য্যের ও মেরামতী কার্য্যের খরচের বণ্টন হইবার পর, উক্ত বণ্টনপত্রে যে খরচ ধরা যায় নাই তাহা উক্ত কার্য্যের বা মেরামতী কার্য্যের নিমিত্ত প্রদত্ত বা দেনা হইয়াছে দৃষ্ট হইলে, কালেক্টর সাহেব এই অধ্যায়ের বিধানমতে ঐ অতিরিক্ত খরচ বণ্টন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

কয়েক বৎসরের নিমিত্ত আনুমানিক ব্যয় বণ্টন করিবার অন্যতর ক্ষমতার কথা।

৬২ ধারা। রাজকীয় বাঁধ ও পয়োনালা ও তৎসংক্রান্ত কার্য্য মেরামত করিয়া রাখিতে প্রকৃতপক্ষে যে খরচ পড়ে জমীদারের উপর সেই খরচ ধারিয়া আদায় করিবার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব গবর্ণমেণ্ট গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে তিনি যে কয়েক বৎসর উচিত বোধ করেন সেই কয়েক বৎসরে উক্ত মেরামত ও রক্ষণ ও কার্য্য সম্বন্ধে যে খরচ পড়িবে তাহার অনুমানপত্র প্রস্তুত করা হয়, এবং উক্ত মেরামত ও রক্ষণ ও কার্য্য দ্বারা যে সকল মহালের উপকার হয় সেই সকল মহালের জমীদারদের স্থানে ঐ অনুমানপত্রের মোট টাকা উক্ত সময়ের মধ্যে আদায় করা যাইতে পারিবে।

পূর্ব্বধারায় ধৃত সময়ের মধ্যে কি ধরা যাইতে পারিবে ইহার কথা।

৬৩ ধারা। পূর্ব্বধারামত কোন আজ্ঞায় যে সময় ধরা যায় তন্মধ্যে এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসর ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে প্রকৃত পক্ষে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার সহিত ঐ আজ্ঞার অন্তর্গত অবশিষ্ট সময়ে যত টাকা ব্যয় হইবার অনুমান হয় তাহা যোগ করিয়া উক্ত ধারার লিখিত মোট টাকা নির্ণয় করিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৪ মার্চ্চ।]

৬৪ ধারা। ৬২ ও ৬৩ ধারার লিখিত মোট টাকা নিম্নলিখিত বিষয়ের মেরামত ও রক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যের ব্যয় সম্বন্ধে আদায় করা যাইতে পারিবে ; অর্থাৎ—

যে২ কার্য্যসম্বন্ধে ঐরূপ অনুমানপত্র হইতে পারে তাহার কথা।

(ক) ঐ আজ্ঞায় যে কোন রক্ষণার্থ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার ;

(খ) কোন জিলায় যে সকল রাজকীয় বাঁধ ও পয়োনালা থাকে তাহার, কিম্বা

(গ) শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের আজ্ঞায় যে দেশ খণ্ডের উল্লেখ থাকে তন্মধ্যে যে সকল রাজকীয় বাঁধ ও পয়োনালা থাকে তাহার। ঐ দেশ খণ্ডের মধ্যে এক বা একাধিক জিলার সমুদয় বা কোন২ অংশ থাকিতে পারে।

কোন কার্য্য বা মেরামত ১০ বা ২৮ ধারার বিধানমতে সম্পাদিত না হইলে উক্ত মেরামত ও রক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত কার্য্য সম্বন্ধে ঐ সময়ের মধ্যে আর কোন টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে না।

কিন্তু এই আইনের বিধানমতে পূর্ব্বোক্ত কোন জিলায় বা দেশ খণ্ডে নূতন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা গেলে উক্ত মোট টাকার মধ্যে তৎসম্পাদনের খরচ ধরা যাইবে না। উক্ত জিলার বা দেশখণ্ডে যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে বা হইবে তাহা এই ধারায় মর্ম্মানুসারে নূতন কার্য্য বলিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব নির্দ্দেশ করিলে ঐ কার্য্য সম্পাদনের ও তাহা রক্ষাকরণের খরচ ৬২ বা ৬৩ ধারামতে আদেয় বলিয়া মোট যত টাকা ধার্য্য হয় তদতিরিক্ত এই আইনের বিধানমতে কালেক্টর সাহেব আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

নূতন কার্য্যের খরচ আদায় করিবার কথা।

৬৫ ধারা। ৬২ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের কোন আজ্ঞা প্রকাশ করা গেলে উপরিলিখিত বিধানমতে যে জমিদারেরা ও তালুকদারেরা টাকা দিবার দায়ী হন কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের মধ্যে উক্ত মোট টাকা বণ্টন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

আনুমানিক ব্যয় যে প্রকারে বণ্টন করিতে হইবে তাহার কথা।

৬৬ ধারা। কোন মহাল বা তালুকের উপর পূর্ব্বোক্ত সময় সম্বন্ধে উক্তরূপে যে টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় তাহা প্রতিবৎসর সমান অংশ করিয়া দিতে হইবে এবং প্রত্যেক বৎসর যে অংশ দেয় হয় তৎপ্রতি ৬০ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

আনুমানিক খরচ দিবার কথা।

৬৭ ধারা। বণ্টন কার্য্য সমাপ্ত হইলে কালেক্টর সাহেব মহাল ও তালুক ও তৎসম্বন্ধে ভিন্ন২ যে টাকা দিতে হইবে তাহা ও ঐ টাকা দিবার কিস্তি ও ঐ কিস্তির টাকা যে২ তারিখে দিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আজ্ঞা করিবেন।

বণ্টন করণের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।

৩ পরিচ্ছেদ।—টাকা আদায়ের কথা।

৬৮ ধারা। পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে বণ্টন করণের চূড়ান্ত আজ্ঞা করা গেলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কালেক্টর সাহেব সাধারণ নোটিসের সহিত ঐ আজ্ঞার নকল প্রচার করাইবেন। ঐ নোটিসে লেখা থাকিবে যে, মহালের উপর যে টাকা ধরা গিয়াছে তাহা কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবে এবং তালুকাদির উপর যে টাকা ধরা গিয়াছে তাহা জমিদারদিগকে দিতে হইবে। কালেক্টর সাহেব অন্য কোন মহাল সম্বন্ধে ঐরূপ বিশেষ নোটিসও জারী করাইতে পারিবেন।

বণ্টন করণের চূড়ান্ত আজ্ঞা প্রচার করিবার কথা।

৬৯ ধারা। উক্তরূপ যে কোন টাকা কালেক্টর সাহেবকে দিতে হয় তাহা কিম্বা তাহার কোন কিস্তি উক্ত আজ্ঞামতে না দেওয়া গেলে, তাহা রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করণার্থ ১৮৮০ সালের আইনের কিম্বা তদ্রূপ যে কোন আইন তৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে প্রাপ্যের বাকীর ন্যায় সুদ সমেত আদায় করা যাইতে পারিবে।

জমিদারদের স্থানে আদায় করিবার কথা।

৭০ ধারা। পূর্ব্ব ধারায় প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও ঐরূপ কোন টাকা যে মহাল সম্বন্ধে ধরা যায় তাহা যেই মহালের উপর প্রথম দায় স্বরূপ বর্ত্তিবে এবং বাকী রাজস্ব নিমিত্ত ঐ মহালের নীলাম হইলেও তাহা ব্যর্থ হইবে না এ২ পরে উক্ত মহালের বিভাগ হইলেও ঐ টাকা দিতে সমস্ত মহালের যে সংসৃষ্ট দায় আছে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

যে খরচ বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় তন্নিমিত্ত মহালের দায়ের কথা।

৭১ ধারা। যদি কালেক্টর সাহেব শেষ ধারার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে উক্ত টাকা বা তাহার কোন অংশ আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হওয়া বিহিত বোধ করেন অথবা ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া পাওনা টাকা আদায় করিতে না পারেন তবে তিনি রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অদত্ত বাকী টাকা বা কিস্তি পরিশোধার্থ নিম্নলিখিতমতে আবশ্যক টাকা তুলিতে পারিবেন; অর্থাৎ—

যে টাকা বণ্টন করিয়া ধরা যায়, মহাল পাট্টা করিয়া বা বন্ধক দিয়া তাহা তুলিতে পারিবার কথা।

(ক) যে মহালের উপর ঐ টাকা ধরা যায় ঐ টাকার তুল্য সেলামী লইয়া ঐ সমস্ত মহাল বা তাহার কোন অংশ চিরকালের নিমিত্ত বা নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে পাট্টা করিয়া দিয়া;

(খ) ঐ মহালের সমস্ত বা কোন অংশ বন্ধক দিয়া;

(গ) ঐ মহালের সমুদয় বা কোন অংশ ইজারা দিয়া অথবা স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়া;

(ঘ) অংশতঃ উক্তরূপ এক প্রকারে ও অংশতঃ অন্য এক অন্যান্য প্রকারে। এই ধারার কার্য্যপক্ষে কালেক্টর সাহেব উক্ত মহালের স্বামীর সমুদয় ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং উক্ত কার্য্য সফল করণার্থ যে কোন নিদর্শনপত্র আবশ্যক হয় তাঁহার স্বাক্ষর সেই নিদর্শনপত্রের নিমিত্ত ও যথোপযুক্ত স্বাক্ষর হইবে।

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২ ১৪ মার্চ্চ।]

৭২ ধারা। উক্ত আজ্ঞাক্রমে জমিদারের বা তালুকদারাদির কোন টাকা বা টাকার কিস্তি পাওনা থাকিলে ১৮৬৫ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে ও ৯, ১০, ১৪ ও ১৫ ধারায় ও ১৭ ধারার ১, ২, ও ৩ প্রকরণে পত্তনি তালুকের বাকী খাজানা আদায় করিবার যে বিধান আছে ঐ জমিদার বা তালুকদারাদির সেই বিধানমতে কিম্বা তদ্রূপ যেকোন আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে পূর্ব্বোক্ত সুদসমেত ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত জমিদারের বা তালুকদারাদির স্থানে যে ব্যক্তি ভূমি লইয়া ভোগ করেন এই বিধানমতে ভূমি বিক্রয় হইলেও সেই ব্যক্তির স্বত্বের বা স্বার্থের হানি হইবে না।

জমিদারের বা ভূম্যধিকারীর দ্বারা আদায় করিবার কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

৭৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন বাঁধ বা ঘর বা খড়ঘর বা অন্য গাঁথনী উঠাইয়া দিতেছেন বা ভূমিসাৎ করিতেছেন, কিম্বা এই আইনমতে যেং ক্ষমতা দেওয়া গেল ন্যায্যমতে সেইং ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিতেছেন, এমন সময়ে কেহ ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বাধা দিলে ও সেই বাধা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের বিধানমতে অপরাধের তুল্য না হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে তাহার ছয় মাসের অনধিক কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তৎপরিবর্ত্তে তাহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনমত ক্ষমতা ক্রমে কর্ম্মকারী ব্যক্তির প্রতিবন্ধক হইবার দণ্ডের কথা।

৭৪ ধারা। (ক) যেং দেশে এই আইন বর্ত্তে তন্মধ্যে কোন দেশে কোন ব্যক্তি ইঞ্জিনীয়র সাহেবের কোন অনুমতি না পাইয়া কোন নূতন বাঁধ করিলে বা অন্যের দ্বারা করাইলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যকে করিতে দিলে কিম্বা কোন পয়োনালা অবরুদ্ধ বা অন্যমুখ করিলে বা করাইলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যকে করিতে দিলে এবং সেই বাঁধ বা পয়োনালা দ্বারা কোন রাজকীয় বাঁধের বা কোন রাজকীয় পয়োনালার কার্য্যের ব্যাঘাত বা বিপক্ষতা বা অবরোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে,

অনুমতি না পাইয়া বাঁধে বা পয়োনালায় হস্তক্ষেপ করিবার দণ্ডের কথা।

(খ) ৬ ধারামতে নিষেধসূচক জ্ঞাপনপত্রের মধ্যে যে কোন দেশ খণ্ড ধরা যায় তাহার সীমান্তর্গত স্থানের কোন ব্যক্তি ইঞ্জিনীয়র সাহেবের অনুমতি না পাইয়া কোন নূতন বাঁধ করিলে বা করাইলে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতে দিলে, কিম্বা কোন পয়োনালা অবরুদ্ধ বা অন্যমুখ করিলে বা করাইলে, বা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতে দিলে এবং

অনুমতি না পাইয়া বাঁধে বা পয়োনালায় হস্তক্ষেপ করিবার দণ্ডের কথা।

(গ) কোন ব্যক্তি (ক) ও (খ) প্রকরণের কিম্বা উক্তরূপ কোন কার্য্যের সহায়তা করিলে যদি তাঁহার অপরাধের প্রমাণ হয় তবে তাঁহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও ঐ টাকা না দিলে ছয়মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

ঐরূপ কার্য্যের সহায়তার দণ্ডের কথা।

৭৫ ধারা। কোন ব্যক্তি উপযুক্ত ক্ষমতা না পাইয়া রাজকীয় কোন বাঁধ কাটিয়া দিবে না ও কাটিবার উদ্যোগ করিবে না ও তদ্রূপ কোন বাঁধ নষ্ট করিবে না বা নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিবে না, ও তদ্রূপ কোন বাঁধের কি রাজকীয় কোন পয়োনালার জলদ্বার খুলিবে না কি বন্ধ কি অবরোধ করিবে না। কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে ও সেই কার্য্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপকার করণের তুল্য না হইলে, তাহার এক মাসের অনধিক কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

আইনমত কার্য্যের হানি করিবার দণ্ডের কথা।

৭৬ ধারা। কোন নদীতে কিম্বা নদীর ধারে রাজকীয় বাঁধ থাকিলে সেই বাঁধ অব্যবহিতরূপে যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকে কোন ব্যক্তি তাঁহার অনুমতি না পাইয়া সেই নদীর স্রোত অন্যমুখ করিবার কিম্বা তাহার বাধা দিবার নিমিত্তে কোন জাঙ্গাল করিলে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহা অবরোধ করিলে কিম্বা ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আজ্ঞা পাইলেও সেই জাঙ্গাল কি অবরোধক দ্রব্য উঠাইয়া দিতে অস্বীকার কি তাচ্ছল্য করিলে, কিম্বা বাঁধযুক্ত কোন নদীর তীর কাটিয়া দিলে কিম্বা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তন করিলে, কিম্বা রাজকীয় কোন বাঁধের মাটি তুলিয়া ফেলিলে কিম্বা তাহাতে খোঁটা গাড়িলে কিম্বা ইচ্ছা করিয়া অন্য কার্য্য দ্বারা ঐ বাঁধের কার্য্যোপযোগিতা নষ্ট কি কম করিয়া দিলে, এবং কোন ব্যক্তি উক্ত প্রকারের কোন বাঁধে কোন গোমেষাদি চরাইলে, বা জানিয়া শুনিয়া ও ইচ্ছা করিয়া চরিতে দিলে, কিম্বা তদ্রূপ কোন বাঁধে গোমেষাদি বাঁধিলে কি বাঁধাইলে কি ইচ্ছা করিয়া অন্যকে বাঁধিতে দিলে, কিম্বা সেই বাঁধে যে ঘাস কি অন্য লতাপাতা জন্মে তাহা উপড়াইয়া ফেলিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

নদী অন্যমুখ করিবার কিম্বা বাঁধের উপর গোমেষাদি চরিতে দিবার দণ্ডের কথা।

৭৭ ধারা। ইহার পূর্ব্ব তিন ধারার কোন ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপরাধ নির্ণয় করেন, তিনি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঐ ব্যক্তিকে সেই সময়ের মধ্যে ঐ বাঁধ কি অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিতে, কিম্বা যে হানি করণ অপরাধ নির্ণয় হইল সেই হানি সারাইয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই ব্যক্তি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, ইঞ্জিনিয়র সাহেব সেই বাঁধ কি অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিতে কিম্বা সেই হানি সারাইয়া দিতে পারিবেন, এবং সেই

অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিবার ও হানি সারাইয়া দিবার কথা।

স্থানান্তর কি ফেরাদত করিবার খরচ, ও তদ্ভিন্ন অন্য কোন দণ্ড ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩০৭ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে সেই ব্যক্তির স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

ঘোষণাপত্র প্রচার ও নোটিসজারী যে প্রকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

৭৮ ধারা। এই আইন যে প্রত্যেক ঘোষণাপত্রে ও সাধারণ নোটিস প্রচার করিবার বা দিবার আদেশ আছে সেই ঘোষণাপত্র বা নোটিস যে ভূমি সম্বন্ধে হয় সেই ভূমি কালেক্টর সাহেবের জ্ঞানমতে যে কালেক্টর সাহেবের, মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের ও মুন্সেফের বিচারাধিপত্যের অন্তর্গত হয় তাঁহাদের কাছারীতে, এবং যে পোলীস থানার এলাকাভুক্ত হয় সেই পোলীস থানায় এবং কালেক্টর সাহেবের আদেশমত হাট, বাজার, নগর, গ্রাম বা অন্য সাধারণ লোকগম্য স্থানের প্রকাশ্য জায়গায় ঐ ঘোষণাপত্রের বা নোটিসের নকল লাগাইয়া এবং ঐরূপ সাধারণ লোকগম্য স্থানে ঐরূপ নকল যে লাগাইয়া দেওয়া গিয়াছে এবং যে বিবরণ উক্ত ঘোষণাপত্রের বা সাধারণ নোটিসের বিষয় তদ্‌ঘটিত কাগজপত্রের এক প্রস্থ সম্পর্কযুক্ত সকলের দেখিবার নিমিত্ত যে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে আছে ঢেঁড়রা দ্বারা ইহার সংবাদ দিয়া, ঐ ঘোষণাপত্র ও সাধারণ নোটিস প্রচার করা যাইবে।

নোটিস জারী করিবার কথা।

৭৯ ধারা। এই আইনক্রমে কোন বিশেষ নোটিস কি আজ্ঞাপত্র জারী করিতে হইলে তাহা এই প্রকারে জারী করা যাইবে,—

(১) যে ব্যক্তির নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে ঐ নোটিস প্রভৃতির নকল দেওয়া যাইবে, অথবা তাঁহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাঁহার বাস গৃহের কোন প্রকাশ স্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা যাঁহার নামে ঐ ঘোষণাপত্র কি নোটিস কিম্বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া যায় তাঁহার পক্ষে সচরাচর যে মোক্তার উপস্থিত হইতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাকে ঐ নোটিস প্রভৃতির নকল দেওয়া যাইবে; অথবা,

(২) ঐ ঘোষণাপত্রের কি নোটিসের কি আজ্ঞাপত্রের নকল রেজিষ্টরী পত্রে দিয়া উক্ত ব্যক্তির নিয়ত বাসস্থানে, কিম্বা বাসস্থান বলিয়া যে স্থান জানা আছে সেই স্থানে, ডাকযোগে পাঠান যাইবে। অথবা,

(৩) নোটিস কি আজ্ঞাপত্র যে মহাল কি গ্রাম কি তালুক সম্পর্কীয় হয় তাহার মালকাছারীতে ঐ ঘোষণাপত্র প্রভৃতির নকল লটকাইয়া দেওয়া যাইবে; মাল কাছারীর সন্ধান পাওয়া না গেলে ঐ মহালের কি গ্রামের কি তালুকাদির কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) ঐ নোটিস কি আজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে যে গোমাশতা রাজস্বের কিস্তি দিলেন তাঁহাকে ঐ নোটিস প্রভৃতির নকল দেওয়া যাইবে। একই মহালের কি তালুকের দুই কি অধিক জন ভোগাধিকারী থাকিলে এই প্রকরণমতে নোটিস দেওয়া গেলে, তাঁহাদের প্রত্যেক জনকে ও সকলকে উত্তম ও যথোচিতরূপে দেওয়া গেল বলিয়া জানা যাইবে।

তদন্ত করণ ও আপীল করণ সম্পর্কীয় ক্ষমতার কথা।

৮০ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনদ্বারা আদালতের প্রতি সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাহাদের জোবানবন্দী লইবার ও দলীল উপস্থিত করাইবার যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, এই আইনমতে তদন্ত করণ কার্য্যে ও আপীলী মোকদ্দমায়, কালেক্টর সাহেবের ও কমিশনর সাহেবের সেইং ক্ষমতা থাকিবে।

দাঁড়ামতে হয় নাই বলিয়া কোন কার্য্য দূষিত না হইবার কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমতে যে কার্য্য করা যায় তদ্দ্বারা টাকার দায়ী বলিয়া যে ব্যক্তিকে নির্ণয় করা গেল তাঁহার নাম লিখিতে কোন ভুল হইলে, কিম্বা যে মহালের কি তালুকের কি ভূমির নিমিত্ত তাঁহাকে দায়ী করা গেল সেই মহাল প্রভৃতির বর্ণনে কোন ভুল থাকিলে, যদি এই আইনের আদেশের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্যানুসারে কার্য্য হইয়া থাকে, তবে ঐ ভুল প্রযুক্ত ঐ কার্য্যের দোষ বা ব্যাঘাত হইবে না; এবং দাঁড়ামতে করা যায় নাই বলিয়া কোন আদালতে এই আইন অনুযায়ি কোন কার্য্য অন্যথা কি অসিদ্ধ করা যাইবে না।

আপত্তির উপর যে আজ্ঞা হয় তাহার উপর আপীলের কথা।

৮২ ধারা। কালেক্টর সাহেব ১৮ ধারামতে দরখাস্ত সম্বন্ধে এবং ১১, ৪৮, ৫০ বা ৬৭ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর রাজস্বের কমিশনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে; এবং এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে কমিশনর সাহেবের আজ্ঞার উপর রেবিনিউ বোর্ডের নিকট আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু আজ্ঞা হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে তাহার উপর আপীল উপস্থিত করা না গেলে এই ধারামতে গ্রাহ্য হইবে না।

কমিশনর সাহেবের ও গবর্ণমেন্টের সাধারণ কর্ত্তৃত্বের কথা।

৮৩ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে সকল ক্ষমতা থাকে তিনি দেশ খণ্ডের কমিশনর সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্বের ও আজ্ঞার অধীনে সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন, এবং কালেক্টর সাহেবেরা ও কমিশনর সাহেবেরা রেবিনিউ বোর্ডের ও গবর্ণমেন্টের সাধারণ কর্ত্তৃত্বের ও আজ্ঞার অধীনে আপনং সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

উক্ত কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে কেহ কোন আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞা তদুপরি কর্ত্তৃত্ব করিতে ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারি দ্বারা পুনরালোচন, পরিবর্ত্তন বা কর্ত্তন হওনের অধীন হইবে।

আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৮৪ ধারা। পূর্ব্বোক্ত শেষ দুই ধারার বিধান প্রবল থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত শেষ ধারার পূর্ব্ব ধারায় উল্লিখিত ধারা বা শ্রেণী সমূহের কোনটী মতে কালেকটর সাহেব যে আজ্ঞা করেন তাহা এবং কালেক্টর সাহেবের উক্ত আজ্ঞা সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিতে ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারি দ্বারা যে আজ্ঞা করা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবে এবং এই আইনে যেরূপ স্পষ্ট বিধান আছে তদনুযায়ী ভিন্ন অন্যপ্রকারে তাহা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে না।

৮৫ ধারা। রাজকীয় বাঁধ সারাইয়া রাখিবার, কিম্বা ঐ বাঁধের কার্য্যে যে ভূমি বর্ত্তমান থাকে তাহা রাখিবার আর প্রয়োজন না থাকিলে ও তাহা একবারে ত্যাগ করা বিহিত বোধ হইলে, বাঁধ করিবার নিমিত্ত যে সময়ে ভূমি লওয়া যায় সেই সময়ে যদি তাহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া গিয়া থাকে, তবে ঐ ভূমি যে বিভিন্ন শ্রেণীর তালুকদারাদির বা জমিদারের তালুকাদি বা মহাল হইতে আদৌ গৃহীত হইয়াছিল তিনি ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা ফিরিয়া দিলে কালেক্টর সাহেব হস্তান্তর করণ পত্রদ্বারা তাঁহাকে সেই ভূমি ফিরিয়া দিবেন। যে তালুকদারাদিরা বা জমিদারেরা এই ধারামতে ভূমি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার স্বত্ববান তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি ঐ টাকার দাওয়া হইলেও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা দিতে অস্বীকার বা তাচ্ছল্য করেন তবে কালেক্টর সাহেব লাখেরাজ যোতস্বরূপ সেই ভূমি নীলাম করিয়া যে মূল্য পাইতে পারেন লইবেন। এই ধারার বিধানমতে ভূমি হস্তান্তর করিয়া যে টাকা পাওয়া যায় তাহাহইতে প্রথমে সেই হস্তান্তর কার্য্যের সকল খরচ দেওয়া যাইবে। পরে ঐ ভূমি বা তৎপার্শ্ববর্ত্তি অন্য ভূমি সম্পর্কীয়, যে নূতন বাঁধ কিম্বা জল বাহির হইবার যে কার্য্য করা যায় কিম্বা যে নূতন বাঁধ বা জল বাহির করিয়া যে কার্য্য রক্ষা করা যায় তাহার খরচ শোধে ঐ টাকা প্রয়োগ হইবে। তাহা হইলে ঐ নূতন কার্য্যদ্বারা যেং ভূমির উপকার হইল, পূর্ব্ববিধানমতে সেই ভূমির জমিদারদের ও তালুকদারাদির স্থানে কেবল অবশিষ্ট খরচ লওয়া যাইতে পারিলে যাইবে।

বাঁধে নিমিত্ত ভূমির আর প্রয়োজন না হইলে তাহা বিক্রয়াদি করিবার কথা।

৮৬ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যেং ক্ষমতা থাকে তিনি তাহার মধ্যে কোন ক্ষমতা ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু যে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি তদ্রূপ ক্ষমতা অর্পিত হয় তাঁহার কোন আজ্ঞার উপর কালেক্টর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবে। ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহা গ্রাহ্য হইবে।

কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতা ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৮৭ ধারা। এই আইনে অপরাধ বলিয়া যে সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন।

বিচারাধিপত্যের কথা।

৮৮ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান করণার্থ সময়ে২ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ—

বিধি প্রণয়ন, পরিবর্ত্তন ও রহিত করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে কোন কার্য্যকারক এই আইনের কোন বিধানমতে কোন বিষয়ে কার্য্য করিবার আদেশ বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাঁহার কার্য্য প্রণালীর;

(খ) যে২ স্থলে যে২ কার্য্যকারকের নিকট যে নিয়মাধীনে এই আইনের বিধান মতে প্রদত্ত আজ্ঞা ও নিষ্পত্তির আপীল সম্বন্ধে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আপীল হইতে পারিবে সেই২ স্থলের;

(গ) এই আইনে যাহা কিছু করিবার বিধান আছে তাহা যে ব্যক্তি দ্বারা যে সময়ে যে স্থানে যে রূপে করা যাইবে তাহার;

(ঘ) এই আইনমতে যে কোন খরচ ধরা যায় তাহার টাকার; এবং

(ঙ) সাধারণতঃ এই আইনের বিধান যেরূপে সফল করিতে হইবে তাহার।

এই রূপে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারিবেন।

উক্ত রূপ বিধি ও তাহা পরিবর্ত্তন ও রহিত করণের আজ্ঞা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং প্রকাশ করা গেলে আইনতুল্য বলবৎ হইবে।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

পরন্তু কোন বিধির পাণ্ডুলিপি কলিকাতা গেজেটে এক মাস পর্য্যন্ত প্রকাশ করা না গেলে এই ধারার প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বিধি প্রণয়ন করিবেন না। উক্ত সময় অতীত হইলে পর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত বিধি প্রথমে যে আকারে প্রকাশিত হয় সেই আকারে অথবা তিনি যে রূপ পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জন উচিত বোধ করেন তৎসহকারে অনুমোদন করিতে পারিবেন।

৮৯ ধারা। যে কোন বাঁধ ভূমি বা পয়োনালা নিম্নলিখিত কোন আইনের কার্য্যাধীনে আছে তৎপ্রতি এই আইনের কোন কথা বর্ত্তিবে না। যথা,

কোন২ আইনের কার্য্য চলন রক্ষিত হইবার কথা।

বঙ্গদেশের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন।

বঙ্গদেশে জল সেচন বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইন।

১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন (অর্থাৎ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন দেশের অন্তর্গত খালে ও অন্যান্য জলপথে মাসুল গ্রহণ করণের ও খালাদি প্রস্তুত ও ব্যবহারোপযোগী করণের আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণের আইন)।

তফসীল।

১ তফসীল।—(২ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে।)

১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের যে২ অংশ রহিত হয় নাই।

১২ ও ১৩ ধারা ও ২১ ধারার উপবিধি ও ২৬ অবধি ২৯ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও B ও C ও D ও E চিহ্নিত তফসীল।

২ তফসীল।—(২ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের যে ধারায় উল্লেখ হইয়াছে।	ঐ উল্লিখিত কথা এক্ষণে যেরূপ আছে।	বর্ত্তমান আইনের কোন্ অংশের উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।
১২ ধারায়।	"পূর্ব্বধারায়"	২২ ধারা।
১২ ধারায়।	"১৮ ধারা"	২৭ ধারা।
২১ ধারায়।	"তাহা করিতে হইলে"	১৯ ধারা।
২৬ ধারায়।	'তৃতীয় অধ্যায়ের'	তৃতীয় অধ্যায়।
২৬ ধারায়।	"এই অধ্যায়ের"	পঞ্চম অধ্যায়।

৩ তফসীল।—৮ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে।

[এই বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহারা এই সম্বাদ ১৮৮২ সালের অমুক আইনের ৫ ধারার আদেশমতে গ্রহণ করুন। আমার অমুক কার্য্য (এই স্থলে অভিপ্রায় ও কি প্রকারের কার্য্য করিবার মনস্থ থাকে ইহা লিখিতে হইবে) করা উচিত বোধ হয়। ঐ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যে নিম্নলিখিত ভূমি লইবার প্রয়োজন।]*

১	২	৩
ভূমি যে পরগনায় থাকে	ভূমি যে গ্রামের অন্তর্গত থাকে	ভূমির আয়তন।

প্রস্তাবিত কার্য্যের অনুমানপত্র ও আবশ্যক বিশেষ বিবরণ ও নক্শা এবং উক্ত কার্য্যদ্বারা যে২ ভূমির উপকার বা হানি হইবার সম্ভাবনা তাহার জরীপী মানচিত্রের নকল এই আফিসে আছে। স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে চাহিলে দেখিতে পাইবেন ও নকল করিয়াও লইতে পারিবেন।

ঐ কার্য্য করিতে অনুমান সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা লাগিবে উক্ত কার্য দ্বারা যে ভূমির উপকারাদি কি রক্ষা হইতে পারিবে তাহার একর প্রতি এত টাকা হিসাবে ধরা গিয়াছে।†

ঐ প্রস্তাবিত কার্য্যদ্বারা নিম্নলিখিত মহালের ও গ্রামের উপকারাদি হইবার সম্ভাবনা [এই স্থলে মহালের ও গ্রামের নির্ঘণ্ট লিখিতে হইবে।]

কোন ব্যক্তি এই বিষয়ে স্বার্থযুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য না হইবার কারণ দেখাইতে চাহিলে, তাঁহার প্রতি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করা গেল।

সাল　　তাং

A. B.

অমুক স্থানের কালেক্টর।

* ভূমি লইবার প্রয়োজন না থাকিলে বন্ধনীর অন্তর্গত কথাগুলি ও টেবিল বাদ দিতে হইবে।

† জমীদার ও তালুকদারাদির স্থানে উক্ত কার্য্যের খরচ আদায় করিবার প্রস্তাব না থাকিলে এই কথাগুলি বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

আট বৎসরের কার্য্য চলনের দর্শনদ্বারা যে রূপ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইয়াছে সেইরূপে বঙ্গদেশের বাঁধ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনের কার্য্যপ্রণালীর উৎকৃষ্টতা ও সরলতা সম্পাদন করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য।

১৮৮২ সাল, }
২১শে জানুয়ারি। }

এচ, এল, ডাম্পিয়র।

সি, এচ, রাইলী,
ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. & B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২১ মার্চ।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি একণে সিলেক্ট কমিটী দ্বারা যেরূপে সংশোধিত হইয়াছে, সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

বাঁধের ও পয়োনালার বিধান বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত স্থানের বাঁধ ও পয়োনালা প্রস্তুত করিবার ও মেরামত করাইয়া রাখিবার ও তাহার অধ্যক্ষতা করিবার আরো উত্তমরূপ বিধান করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন "বঙ্গদেশীয় বাঁধ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

সংক্ষেপ নাম।

ইহা উড়িষ্যা দেশ ভিন্ন, এবং ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণে সুন্দরবনের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সীমামত ঐ সুন্দরবন ভিন্ন, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

ও ইহা শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহ যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

আরম্ভ।

২ ধারা। সেই দিনাবধি (বাঁধের ও পয়োনালার বিধান বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ) ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইন, এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট ধারা ও তফসীল ব্যতীত রহিত হইবে।

পূর্ব্বতন আইন রহিত হইবার কথা।

এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে ঐ২ ধারার যে২ উল্লেখ আছে, তাহা সেই২ উল্লেখের পার্শ্বে এই আইনের যে২ অংশ লিখিত আছে সেই২ অংশের উল্লেখ বলিয়া পাঠ করা হইবে।

১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ২৬ ও ২৮ ধারায় যে ঘোষণাপত্রের ও নোটিসের উল্লেখ আছে, তৎপ্রতি যথাক্রমে এই আইনের ৭৮ ও ৭৯ ধারা বর্ত্তিবে।

৩ ধারা। এই ধারায় যে কথার যে অর্থ করা গেল মূল পাঠের অন্য কথাদ্বারা বিপরীত ভাব প্রকাশ না হইলে এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই কথার সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

অর্থ করণের ধারা।

"কালেক্টর" শব্দে কোন কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা কোন জিলায় বা জিলার কোন অংশে রাজস্বের অন্য যে কার্য্যকারক স্বাধীন ক্ষমতা পান তাঁহাকে, কিম্বা এই আইনমতে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কালেক্টরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে বিশেষ মতে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে বুঝাইবে।

কালেক্টর।

কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যে প্রদেশের সর্ব্বত্র সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে অনুমতি পান "জিলা" শব্দে সেই প্রদেশ বুঝাইবে।

জিলা।

কোন ভূমিতে জল না আইসে অথবা জল বদ্ধ থাকে এই কারণে যে বাঁধ ও জাঙ্গাল ও পোস্তা, ও ভেড়ী বাঁধিয়া দেওয়া কি ব্যবহার করা যায়,

"বাঁধ"

এবং তদ্রূপ কোন বাঁধে যে জলদ্বার কি ভিত্তি কি কাষ্ঠাদির বাঁধ কি প্রাকার কি অন্য বিষয় সংযুক্ত থাকে বা সেই বাঁধের একাংশস্বরূপ হয়,

এবং নদী কি জোয়ারভাটা কি ঢেউ কি জলদ্বারা তদ্রূপ কোন বাঁধ কিম্বা কোন ভূমি ক্ষয় না হয় কি নদী প্রভৃতি ছাপিয়া না উঠে এই নিমিত্তে যে বাঁধ ও জাঙ্গাল ও ভেড়ী ও পোস্তা ও কাষ্ঠাদির বাঁধ ও ভিত্তি নির্ম্মিত হয় কি গাঁথা যায়,

এবং সেই২ বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন হইবার জন্যে যে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়,

"বাঁধ" শব্দের মধ্যে এই সকল বিষয় গণ্য।

"মহাল।"

ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে মালগুজারী জমির ও লাখেরাজ ভূমির যে সাধারণ রেজিষ্টর কালেক্টর সাহেব প্রস্তুত করিয়া রাখেন তাহাতে এক দফার মধ্যে যে কোন ভূমি বা ভূমির অংশ লেখা যায় "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বা ভূমির অংশ বুঝাইবে।

ভূমি।

ভূমিতে যে স্বার্থ থাকে, ও ভূমিহইতে যে লাভ উৎপন্ন হয়, ও মৃত্তিকায় যে২ বিষয় সংলগ্ন থাকে, ও মৃত্তিকার সংলগ্ন বিষয়ে যে২ দ্রব্য চিরবদ্ধ থাকে, "ভূমি" শব্দে তাহও গণ্য।

রাজকীয় বাঁধ।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকদের দ্বারা যে বাঁধ সারাইয়া রাখা যায় "রাজকীয় বাঁধ" শব্দে সেই বাঁধ বুঝাইবে।

রাজকীয় পয়োনালা।

"রাজকীয় পয়োনালা" শব্দে গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকদের তত্ত্বাধীন কোন পয়োনালা বুঝাইবে।

"ধারা"।

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

"তালুকাদি।"

পূর্ব্বনির্ণীত মহাল ভিন্ন কোন ভূমি চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত খাজানা দিয়া বা বিনা খাজানায় ভোগ হইলে তাহাতে যে স্বার্থ থাকে "তালুকাদি" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

ইঞ্জিনিয়র।

"ইঞ্জিনিয়র" শব্দে জিলার রাজকীয় বাঁধের বা তাহার কোন অংশের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে বুঝাইবে, কিম্বা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোন প্রদেশ বা কার্য্যসম্বন্ধে এই আইনমতে ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্ম করণার্থে যে কোন ইঞ্জিনিয়রকে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে বুঝাইবে।

পয়োনালা।

"পয়োনালা" শব্দে জল যাইবার স্বাভাবিক কি কৃত্রিম পথ ও জলপ্রবাহবন্ধক ও সাঁকো ও নালী ও অন্য প্রকারের জলপথ গণ্য।

"জমীদার।"

"জমীদার" শব্দে মহালের সকল কি কোন ভোগাধিকারিকে বুঝাইবে। দুই কি অধিক জন জমীদার একত্র একই মহালের ভোগাধিকারী হইলে এই আইনমতে তাঁহারা একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হইবেন।

ব্যাখ্যা।—৬ অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত মহালের জমীদার বলিয়া গণ্য হইবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে মহালের জমীদারী স্বত্ব গবর্ণমেন্ট ভিন্ন অন্যত্র না বর্ত্তে সেই মহালের;

(খ) ভূস্বামী বন্দোবস্ত করিতে অস্বীকার করায় বা বন্দোবস্ত না করায় ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৪৩ ধারার বিধানমতে যে মহাল ইজারা দেওয়া যায় বা খাস রাখা যায় তাহার।

রাজকীয় বাঁধ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টে বর্ত্তিবার কথা।

৪ ধারা। এই আইনের ৩ ধারায় নিরূপিত প্রত্যেক রাজকীয় বাঁধ ও প্রত্যেক রাজকীয় পয়োনালা, এবং উক্তরূপ কোন বাঁধের বা পয়োনালার সম্পর্কীয়, বা তাহার অংশস্বরূপ, বা তদুপরিস্থিত সমুদয় ভূমি, মাটি, পথ, ফাটক, পাড ও বেড়া, এবং গবর্ণমেন্ট গুণটানিবার যে বাঁধযুক্ত পথ রাখেন তাহা গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ত্তিবে; এবং ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D তফসীলের লিখিত বাঁধসম্বন্ধে ও গবর্ণমেন্টের রক্ষিত পূর্ব্বোক্ত গুণটানিবার বাঁধযুক্ত পথসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের পক্ষে, এবং অন্যান্য বাঁধ ও পয়োনালা ও গুণটানিবার বাঁধযুক্ত পথ সম্বন্ধে সেই বাঁধ বা পয়োনালা দ্বারা রক্ষিত বা উপকার প্রাপ্ত ভূমির স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, ৮৫ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, অধিকার করা যাইবে; এবং ঐ রূপ ভূমির হিসাবে যে সকল টাকা পাওয়া যায় তাহা ঐরূপ বাঁধ, পয়োনালা ও গুণটানিবার পথ প্রস্তুত ও মেরামত করিয়া রাখিবার খরচে জমা দিতে হইবে।

মেরামত জন্য মাটি লইতে এপর্য্যন্ত যে সকল ভূমি ব্যবহৃত হইত তাহার জরীপের কথা।

৫ ধারা। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বাঁধ, পয়োনালা বা গুণটানিবার বাঁধযুক্ত পথের মেরামত জন্য যে সকল ভূখণ্ড হইতে মাটি বা অন্যান্য দ্রব্য গৃহীত হইত, সেই সকল ভূমি কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে সম্মতিক্রমে যে ভূমি নিরূপিত হইয়াছে তাহা, উক্ত মাটি বা অন্য দ্রব্য ব্যবহারার্থ ক্ষতিপূরণ না দিয়া উক্ত কার্য্য নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের হাতে আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কালেক্টর সাহেব ঐরূপ ভূখণ্ড সকল নির্ণয় ও জরীপ করাইয়া চিহ্নিত করাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনের কথা।

৬ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে প্রদেশের মধ্যে ১৮ ধারার (খ) প্রকরণের বিধান বলবৎ হইবে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন;

এবং ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণাবধি একমাস পরে ঐ বিধান বলবৎ হইবে।

ঐরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার পর এক মাস অতীত হইলে কালেক্টর সাহেব দেশীয় ভাষায় সেই বিজ্ঞাপনের অনুবাদ ৭৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করাইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালেক্টরদের ক্ষমতার বিধি ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৭ ধারা। তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে যখন কালেক্টর সাহেবের বোধ হইবে

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ মার্চ্চ।]

যে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করা বা বিষয় সম্পাদন করা উচিত, অর্থাৎ,

বাঁধের অধ্যক্ষতা কার্য্য গ্রহণের ক্ষমতার কথা।

(১) কোন বাঁধে রাজকীয় বাঁধের সংযোগ হইলে, কিম্বা কোন বাঁধ রাজকীয় বাঁধের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া একটা বাঁধের একাংশ হইলে কিম্বা আশপাশ স্থানের রক্ষার কি জল বহির হইবার নিমিত্তে কোন বাঁধ কি পয়োনালা আবশ্যক হইলে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদের তাহার অধ্যক্ষতা ভার লইয়া তাহা সারাইয়া রাখা উচিত;

বাঁধ ও বাধকদ্রব্য স্থানান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) কোন বাঁধদ্বারা, কিম্বা বাধাজনক কোন প্রকারের দ্রব্যদ্বারা রাজকীয় কোন বাঁধের জোরের বা কোন নগরের বা গ্রামের হানি হইবার আশঙ্কা থাকায় কিম্বা কোন ভূমি খণ্ডের সামান্য বা বর্ষাকালের জল বাহির হইবার পথের বাধা প্রযুক্ত সম্পত্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকায়, তাহা উঠাইয়া দেওয়া কিম্বা পরিবর্ত্তন করা উচিত;

বাঁধের রেখা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

(৩) রাজকীয় কোন বাঁধের রেখা পরিবর্ত্তন করা বা বাড়াইয়া দেওয়া কিম্বা ঐ বাঁধ নূতন করিয়া দেওয়া কিম্বা রাজকীয় কোন বাঁধের স্থানে নূতন বাঁধ করা কিম্বা কোন ভূমির রক্ষার জন্যে কিম্বা পয়োনালা উৎকৃষ্ট করিবার জন্যে কোন স্থলে বাঁধ করা কিম্বা রাজকীয় কোন বাঁধে জলদ্বার করিয়া দেওয়া উচিত;

জল বাহির হইবার পথ উৎকৃষ্ট করিবার ক্ষমতার কথা।

(৪) স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্যে, কিম্বা কোন গ্রাম কি চাষের যোগ্য ভূমি রক্ষা করিবার জন্যে, কোন জলদ্বার কি পয়োনালা করা কিম্বা কোন রাজকীয় পয়োনালা পরিবর্ত্তন করা উচিত;

পথ পরিবর্ত্তন ও পয়োনালা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতার কথা।

(৫) কোন রাস্তাদ্বারা কোন ভূমিহইতে জল চলিয়া যাইবার ব্যাঘাত হওয়ায় তাহা পরিবর্ত্তন করা কিম্বা সেই পথের নীচে দিয়া কিম্বা তাহা ভেদ করিয়া পয়োনালা প্রস্তুত করা উচিত;

তখন কালেক্টর সাহেব ঐ কার্য্যের খরচের অনুমানপত্র প্রস্তুত করাইবেন। যৎকালে যে বিধি বলবৎ থাকে সেই বিধিমতে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিশেষ আদেশমতে ঐ কার্য্যের উপর সেরেস্তার ব্যয়ের যে অংশ ধরিতে হয় ঐ অনুমানপত্রে তাহা ধরিবেন, এবং যে সকল নকশার ও বিশেষ বৃত্তান্তের প্রয়োজন ঐ সঙ্গে তাহা দিবেন। আর উক্ত কার্য্য ও বিষয় দ্বারা যে সকল ভূমির উপকারাদি হইবার সম্ভাবনা সেই সকল ভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, কালেক্টর সাহেব জিলার জরীপের মানচিত্র হইতে একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করাইবেন, এবং তাঁহার যে ঐরূপ বিষয় সম্পাদন করাইবার অভিপ্রায় আছে ইহার সাধারণ নোটিস দেওয়াইবেন।

কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮ ধারা। ঐ সাধারণ নোটিস এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে লেখা যাইবে ও তফসীলে যে২ বর্ণনার উল্লেখ হইল তাহাও লিখিয়া দিতে হইবে; এবং প্রস্তাবিত কার্য্যদ্বারা যে সকল মহালের ও গ্রামের উপকারাদি হইবার সম্ভাবনা ও যাহার উপর ঐ কার্য্য সম্পাদনের খরচ ধরিবার সম্ভাবনা, যত দূর জানা থাকে সেই সকল মহালের ও গ্রামের তালিকা ঐ নোটিসের সঙ্গে দিতে হইবে; এবং উক্ত অনুমানপত্রের ও বিশেষ বৃত্তান্তের ও নকশার এবং পূর্ব্বোক্ত মানচিত্রের নকল কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাখা যাইবে, ও যে ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা দেখিতে ও নকল করিয়া লইতে পাইবেন।

ঘোষণাপত্র ত্রিশ দিন প্রকাশ থাকিবার কথা।

৯ ধারা। উক্ত বিষয়ে যে ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের আপত্তি শুনিবার যে দিন নিরূপণ হয় ঐ রূপ প্রত্যেক সাধারণ নোটিস তাহার পূর্ব্বে অন্যূন ত্রিশ দিন থাকিতে ৭৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রচার করা যাইবে।

উক্ত কার্য্যের আপত্তি শুনিবার কথা।

১০ ধারা। আপত্তি শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহা শুনিবার জন্যে অন্য দিন নিরূপণ করা গেলে সেই দিনে যাঁহারা উপস্থিত হন, কালেক্টর সাহেব যে প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন সেই প্রমাণ লিখিয়া রাখিয়া, অনুসন্ধান লইবেন ও তাঁহাদের আপত্তি শুনিবেন।

অনুসন্ধানের পর আজ্ঞার কথা।

১১ ধারা। ঐ অনুসন্ধান লইয়া কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত প্রকারে কার্য্য করিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি তিনি বিবেচনা করেন যে প্রস্তাবিত কার্য্য বা বিষয় বা তাহার কোন রূপান্তর করা বা সম্পাদন করা উচিত নয়, তবে তিনি সেই মর্ম্মে আপন মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

(খ) যদি তিনি বিবেচনা করেন যে প্রস্তাবিত কার্য্য বা বিষয় বা তাহার কোন রূপান্তর করা বা সম্পাদন করা উচিত, তবে তিনি রেবিনিউ কমিশ্যনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন।

বিশেষ নোটিস দিবার কথা।

১২ ধারা। কালেক্টর সাহেব পূর্ব্ব ধারার (ক) প্রকরণমতে যখন কোন আজ্ঞা করেন, তিনি তাহার সাধারণ নোটিস দেওয়াইবেন, কিম্বা উচিত বোধ করিলে ৭ ধারার লিখিত সাধারণ নোটিসক্রমে যাঁহারা উপস্থিত হইয়া থাকেন তাঁহাদের উপর বিশেষ নোটিস দেওয়াইবেন।

কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞার কথা।

১৩ ধারা। ১১ ধারার লিখিত রিপোর্ট পাইলে পর, কমিশ্যনর সাহেব আর অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে তাহা লইয়া, কালেক্টর সাহেব উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ রিপোর্টে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিতে অস্বীকার করণসূচক আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

কিম্বা আপনি যে কোন মন্তব্য বিহিত বোধ করেন তৎসহিত কালেক্টর সাহেবের প্রেরিত রিপোর্ট রেবিনিউ বোর্ডের বিবেচনা নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবেন।

বোর্ডের আজ্ঞার কথা।

১৪ ধারা। কমিশ্যনর সাহেবের প্রেরিত রিপোর্ট পাইলে পর, রেবিনিউ বোর্ড আর অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে তাহা লইয়া, কালেক্টর সাহেব বা

কমিশ্যনর সাহেব রিপোর্টে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিতে অস্বীকার করণ সূচক আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

কিম্বা যে কোন মন্তব্য বিহিত বোধ হয় তৎসহিত ঐ রিপোর্ট শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিবেচনা নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞার কথা।

১৫ ধারা। বোর্ডের ঐ রিপোর্ট পাইলে পর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং প্রস্তাবিত কার্য্য বা বিষয় বা তাহার কোন রূপান্তর করা বা সম্পাদন করা হয় এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐ রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারেন, তাহার কথা।

১৫ ক ধারা। এই অধ্যায়ে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্য বা বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা, কিম্বা ঐরূপ কোন শ্রেণীর কার্য্য বা বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ আজ্ঞা দ্বারা, কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে তিনি ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট অনুসন্ধান লওয়া উচ্চতর কোন কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া উক্ত কার্য্য বা বিষয়ের তাহার কোন রূপান্তর করিবার বা সম্পাদন করিবার আজ্ঞা দিবেন, অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোন উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষকে আর জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া ঐরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা কমিশ্যনর সাহেবকে বা রেবিনিউ বোর্ডকে দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহা ৮৩ ধারার বিধানের নিয়মাধীন হইবে।

রেল পথ পরিবর্ত্তন ও পয়োনালা প্রস্তুত করণের ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা। কোন রেলপথের দ্বারা কোন ভূমিখণ্ডের জল বাহির হইবার ব্যাঘাত হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই রেলপথ পরিবর্ত্তন করিবার কিম্বা সেই রেলপথের নীচে কি তাহা ভেদ করিয়া কোন পয়োনালা প্রস্তুত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ঐ রূপ আজ্ঞা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭ ধারা। কোন রেলপথের দ্বারা কোন ভূমিখণ্ডের জল বাহির হইবার ব্যাঘাত হয় বলিয়া ৭ ধারার (ঘ) প্রকরণমতে কিম্বা পূর্ব্ব ধারামতে সেই রেলপথ পরিবর্ত্তন করিবার কিম্বা সেই রেলপথের নীচে বা তাহা ভেদ করিয়া কোন পয়োনালা প্রস্তুত করিয়া দিবার আজ্ঞা হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই পথের বা রেলপথের অধ্যক্ষ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঐ রূপ পরিবর্ত্তন করিবার বা পয়োনালা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, এবং কালেক্টর সাহেব যে প্রকার ও যে সময়ের মধ্যে নির্দ্দেশ করেন ঐ ব্যক্তি সেই প্রকারে সেই সময়ের মধ্যে সেই আদেশ পালন না করিলে, কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকদের দ্বারা সেই পথ পরিবর্ত্তন বা সেই পয়োনালা প্রস্তুত করাইতে পারিবেন, কিন্তু রেলপথ হইলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে না লইয়া, গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকেরা উক্তরূপ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না।

পরিবর্ত্তন বা প্রস্তুত করণের খরচের কথা।

উক্ত পথ বা রেলপথ প্রস্তুত করিবার সময়ে জল যাইবার যে স্বাভাবিক পথ ছিল তৎকালে তাহার অনুপযুক্ত বিধান করণ হেতুক যে পরিমাণ খরচ হয় ঐরূপ পরিবর্ত্তন বা প্রস্তুত করণের সেই খরচ উক্ত পথের বা রেলপথের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিতে হইবে; এবং অবশিষ্ট খরচ থাকিলে তাহা এই আইনের বিধানমতে উপকারপ্রাপ্ত ভূমির স্বামিদের উপর ধরা যাইবে ও তাঁহাদের স্থানে আদায় করা যাইবে।

নূতন জলদ্বার, বাঁধ বা পয়োনালা নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার কথা।

১৮ ধারা। (ক) জল বাহির হইবার কিম্বা ভূমিতে জল সেঁচিবার নিমিত্ত রাজকীয় কোন বাঁধে জলদ্বার করা যায়, (খ) কিম্বা ৬ ধারামত ঘোষণাপত্রের অন্তর্গত কোন ভূমিখণ্ডে নূতন কোন বাঁধ কিম্বা নূতন পয়োনালা করা যায়, কিম্বা কোন পয়োনালা বন্ধ কি অন্যমুখ করা যায়, কোন ব্যক্তির এই ইচ্ছা থাকিলে,

তিনি কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত করিবেন। যে ভূমিতে ঐ কর্ম্ম করা গেলে যত উপকার হয় কালেক্টর সাহেব যে বৃত্তান্ত দ্বারা তাহা নিরূপণ করিতে পারেন, ঐ দরখাস্তে ঐ ভূমির সেই সকল বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে। যে কার্য্যের জন্য দরখাস্ত হয় সেই কার্য করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা কালেক্টর সাহেবের এরূপ বোধ হইলে, এই আইনের ৭ ও পরবর্ত্তী ধারাগুলি লিখিত কার্য্যপ্রণালী এ প্রস্তাবিত কার্য্য সম্বন্ধে অবলম্বন করা যাইবে।

যাহা উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১৯ ধারা। ইঞ্জিনিয়রের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিয়া বা প্রকারান্তরে যদি কালেক্টর সাহেবের এইরূপ মত হয় যে রাজকীয় বাঁধের ও নদীর মধ্যগত স্থানে যে বৃক্ষ কি ঘর কি খড়ুয়া ঘর কি অন্য গাঁথনি থাকে তাহা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক কিম্বা বর্ত্তমান গুণ টানিবার বাঁধযুক্ত পথ প্রশস্ত করণার্থ কিম্বা নূতন গুণটানিবার বাঁধযুক্ত পথ প্রস্তুত করণার্থ ভূমির প্রয়োজন আছে, তবে তিনি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট সেই মর্ম্মের রিপোর্ট করিয়া, যেহ বৃক্ষ কি ঘর কি খড়ুয়া ঘর কি গাঁথনি উঠাইয়া দিতে হইবে, কিম্বা যে ভূমি লইবার প্রয়োজন থাকে ঐ রিপোর্টের সঙ্গে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা পাঠাইবেন। ঐ বৃক্ষ কি ঘর ও খড়ুয়া ঘর কি গাঁথনির কিম্বা ভূমির অধিকার পাইবার জন্যে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি লওয়ার বিষয়ে যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তাহার বিধানমতে কার্য্য করা যায় এই নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ড নিয়া নিয়মিত প্রণালীমতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট সেই বিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

ঐ কার্য্যদ্বারা যে জমির লাভ কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা ভিন্ন২ জিলার মধ্যে থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। উক্ত প্রকারের প্রস্তাবিত কার্য্য কিম্বা তদ্দ্বারা যেহ ভূমির উপকারাদি হইতে পারে তাহা ভিন্ন২ জিলার সীমার মধ্যে থাকিলে, ঐ কার্য্যের বা ভূমির কোন অংশ যে জিলার থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব দেশ খণ্ডের কমিশ্যনর

সাহেবের নিকট তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব ঐ রূপ কোন ভূমি অন্য কমিশ্যনর সাহেবের খণ্ডের মধ্যে থাকিলে তাঁহার সম্মতি-ক্রমে সেই কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা ঐ ভূমির কোন অংশ অন্য যে কালেক্টর সাহেবের জিলার মধ্যে থাকে তাঁহাকে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিবার ও ঐ কার্য্য দ্বারা যে সকল ভূমির উপকারাদি হইতে পারিবে সেই সকল ভূমির সম্বন্ধে এই আইনমত সমুদয় বা অন্যতর কার্য্য চালাইবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বাঁধের কমিটী নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২০ক ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেব, উচিত বোধ করিলে, কোন জিলার নিমিত্ত বাঁধের কমিটী নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং সময়ে২ ঐ কমিটীর মেম্বর-দিগকে নিযুক্ত করিতে এবং কোন ব্যক্তির মেম্বরের পদ রহিত হইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

কমিটীর পরামর্শ লই-বার কথা।

২০খ ধারা। কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আইন-ক্রমে যে কোন কর্ম্ম করণের বা কর্ত্তব্য পালনের ভার অর্পিত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি ঐ কমিটীর পরামর্শ লইবেন, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন, এবং কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তিনি এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে ঐ কমিটী উক্ত কর্ম্ম করিবেন ও ঐ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

কমিটীর কার্য্যের কথা।

২০গ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এতদর্থে যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধিমতে ঐরূপ প্রত্যেক কমিটীর কার্য্য চালান যাইবে।

কমিশ্যনর সাহেবের নিকট প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

২০ঘ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোন বিষয়ে কালেক্টর সাহেবকে কমিটীর পরামর্শ লই-বার আদেশ করিলে, যদি কমিটীর সহিত কালেক্টর সাহেবের মতভেদ হয়, তবে কমিটীর আদেশ প্রাপ্ত হইলে তিনি কমিটীর বা কোন মেম্বরের লিখিত মন্তব্যের নকল সহিত খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবেন।

২১ ধারা। উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাণের কি সম্পত্তির আসন্ন শঙ্কা থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

অত্যাবশ্যক স্থলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

২২ ধারা। এই আইনের ৭ ও পরবর্ত্তী ধারামত সাধারণ নোটিস যে কার্য্যপ্রণা-লীর আরম্ভে দিতে হয়, সেই প্রকার্য্য প্রণালীমতে সেই কার্য্য করিতে গেলে যে বিলম্বের সম্ভাবনা তৎপ্রযুক্ত প্রাণের কি সম্পত্তির গুরুতর ও আসন্ন সঙ্কট হইতে পারে কালেক্টর সাহেবের এমত বিবেচনা হইলে, তিনি অগোণে উক্ত কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ হইবার আশায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। পরন্তু তিনি অবিলম্বে ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট অনুমানপত্র ও বিশেষ বৃত্তান্ত ও নকশা ও মানচিত্রের নকল প্রস্তুত করাইয়া সাধারণ নোটিস প্রচার করাইয়া ঐ পত্রের লিখিত কার্য্য যে আরম্ভ হইয়াছে ইহা জানাইবেন। তাহা হইলে, এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যদ্রূপ কার্য্য চালাইবার ও যে তদন্ত লইবার বিধান আছে তদ্রূপ কার্য্য চালান যাইবে ও সেই তদন্ত লওয়া যাইবে।

বাঁধ প্রভৃতি পুনশ্চ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর সেই অনু-সন্ধানমতে শেষ যে আজ্ঞা করা যায় তদ্দ্বারা কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ইহার পূর্ব্ব ধারামতে ইঞ্জিনিয়র সাহে-বের কৃত কোন কর্ম্ম অনাবশ্যক নির্ণয় হইলে, ঐ কার্য্য দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি বা হানি হইয়াছে, সেই ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের স্থানে এই আইনের ৫ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে নির্ণীত ক্ষতিপূরণ পাইবেন; এবং ঐরূপ কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট সেই মর্ম্মের দরখাস্ত করিলে, ঐ ভূমি কি বাঁধ কি পয়োনালার পরিবর্ত্তন করা যতদূর অনাবশ্যক বোধ হইল গবর্ণমেণ্টের খরচে ততদূর তাহার পুনশ্চ পূর্ব্বাবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে, অর্থাৎ কালেকটর সাহেব এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে সময়ে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, যত দূর সম্ভব সেই সময়ের অবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে।

ভিন্ন২ জিলায় ভূমি থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার ক্ষমতার কথা।

২৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা যে কোন ভূমির উপকার হইবার সম্ভাবনা সেই ভূমির কোন অংশ অন্য জিলার মধ্যে থাকিলে, যে কালেক্টর সাহেব ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন তিনি কার্য্যা-রম্ভ কালে ঐ অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবকে তাহার নোটিস দিবেন; এবং ঐ কার্য্য ও তাহার খরচা সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি ২০ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইঞ্জিনিয়রের ক্ষমতার কথা।

ইঞ্জিনিয়র সাহেবের উপর কালেক্টর সাহেবের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

২৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে ইঞ্জিনিয়র সাহেবের প্রতি যে২ ক্ষমতা দেওয়া গেল তিনি কালেকটর সাহেবের সাধারণ কর্তৃত্বের ও আজ্ঞার অধীন থাকিয়া সেই২ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

কালেক্টর সাহেব না থাকিলে ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্ম করিবার ক্ষমতার কথা।

২৬ ধারা। কালেকটর সাহেবের আজ্ঞা পাইবার অ-পেক্ষায় যে বিলম্ব হইতে পারে তৎপ্রযুক্ত প্রাণের কি সম্পত্তির গুরুতর ও আসন্ন সঙ্কট সম্ভাবনা ইঞ্জিনিয়রের এমত জ্ঞান হইলে কালেকটর সাহেব তাঁহার প্রতি ২২ ধারামতে যে ক্ষমতা দিয়াছেন তিনি সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারি-বেন। এই ধারামতে ইঞ্জিনিয়র যে কোন কর্ম্ম করেন তদ্বিষয়ে অবিলম্বে কালেকটর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে কালেকটর সাহেবের স্থানে যে কোন উপদেশ প্রাপ্ত হন তদনুসারে চলিবেন।

মেরামত করিবার ক্ষমতার কথা।

২৭ ধারা। এই আইনের বিধানমতে, কিম্বা এইরূপ পূর্ব্বের কোন আইনের বিধানমতে, রাজকীয় যে বাঁধ কি রাজকীয় যে পয়োনালা বা অন্য বিষয় প্রস্তুত করা যায়, কিম্বা যে বাঁধপ্রভৃতির অধ্যক্ষতা কার্য্য গ্রহণ করা যায়, ইঞ্জিনিয়র সাহেব তাহা মেরামত করিতে এবং সারাইয়া রাখিবার আবশ্যক ও উপযুক্ত সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

কিয়ৎকালীন পথ কি পয়োনালা কি জাঙ্গাল করিবার ক্ষমতার কথা।

২৮ ধারা। রাজকীয় কোন বাঁধের উপর দিয়া কিছু কালের নিমিত্ত পথ করা যায়, কিম্বা তদ্রূপ বাঁধভেদ করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্তে পয়োনালা করা যায়, কিম্বা বাঁধযুক্ত কোন নদীতে কি রাজকীয় পয়োনালায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত জাঙ্গাল করা যায়, কোন ব্যক্তির এমত ইচ্ছা থাকিলে তিনি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের নিকট কিম্বা তদর্থে ইঞ্জিনিয়র সাহেব যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাহার নিকট দরখাস্ত দিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়র বা ব্যক্তি আপনার মত সহিত কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ দরখাস্ত পাঠাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব তৎসম্বন্ধে যে আজ্ঞা দেন, সেই আজ্ঞার অপেক্ষা করিবেন। ঐ কর্ম্ম অবিলম্বে সম্পাদন করিবার বিশেষ হেতু আছে এরূপ বিবেচনা করিলে, তিনি কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া তাহা সম্পাদন করাইতে পারিবেন। প্রস্তাবিত কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারকদ্বারা করিতে হইলে, ইঞ্জিনিয়র সাহেব ঐ পথ করিবার কি স্থানান্তর করিবার কিম্বা সেই পয়োনালা কি জাঙ্গাল প্রস্তুত কি বন্ধ করিবার কি উঠাইয়া দিবার নৈমিত্তিক খরচশুদ্ধ যত খরচ আবশ্যক বলিয়া ধরেন, দরখাস্তকারী সেই কর্ম্মের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সেই খরচ গচ্ছিত করিয়া দিবেন। ঐ গচ্ছিত টাকাতে কুলাইল না দৃষ্ট হইলে, আর যত টাকা প্রয়োজন উক্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেব দরখাস্তকারির নিকট তাহা আদায় করিবেন; ও সেই টাকা অধিক হইলে, উদ্বর্ত্ত টাকা দরখাস্তকারিকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

ইঞ্জিনিয়রের অনুমতি মতে জলদ্বার খুলিবার কি বন্ধ করিবার কথা।

২৯ ধারা। কোন রাজকীয় বাঁধে যে জলদ্বার করা যায়, তাহা কেবল ইঞ্জিনিয়র সাহেবের দ্বারা বা তাঁহার সাধারণ বা বিশেষ অনুমতিক্রমে, কিম্বা ঐ বাঁধ অব্যবহিতরূপে যে কার্য্যকারকের অধীনে থাকে তিনি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের সাধারণ কিম্বা বিশেষ যে আজ্ঞা পান সেই আজ্ঞামতে কেবল তাঁহারই দ্বারা কিম্বা তাঁহার বিশেষ কি সাধারণ অনুমতিক্রমে খোলা কি বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

জমীতে গিয়া জরীপ প্রভৃতি করিবার কথা।

৩০ ধারা। এই আইনের কোন কার্য্য সফল করিবার জন্যে ইঞ্জিনিয়র সাহেব, কিম্বা তিনি যে ব্যক্তিকে এই কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেন সেই ব্যক্তি,

কোন জমীতে গিয়া তাহা জরীপ করিতে ও তাহার সমতা নির্ণয়ের সূত্রপাত করিতে,

ও মাটি খুঁড়িতে কিম্বা নীচের মাটিতে গর্ত্ত করিতে, ও উক্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেব কিম্বা কালেক্টর সাহেব যে কার্য্য করিবার কল্পনা করেন ঐ জমী সেই কার্য্যের উপযুক্ত কি না ইহা জানিয়া লইবার নিমিত্তে অন্য যে২ কার্য্য করা আবশ্যক হয় তাহা করিতে,

রেখার চিহ্ন দিবার কথা।

ও যে ভূমি লইবার প্রস্তাব হয় তাহার সীমার দাগ দিতে, ও সেই জমীতে যে কার্য্য করিবার প্রস্তাব হয় তাহার রেখার চিহ্ন দিতে,

এবং দাগ দিয়া কি খাত কাটিয়া ঐ সমতার ও সীমার ও রেখার চিহ্ন রাখিতে,

জমী পরিষ্কার করিবার কথা।

ক্ষেত্রের ফসল কি বেড়া কি জঙ্গল কাটিয়া তাহা পরিষ্কার না করিলে যদি ভূমির জরীপীকার্য্য কি সমতা নির্ণয়ের কার্য্য করা যাইতে না পারে, তবে সেই ফসল কি বেড়া কি জঙ্গল কাটিয়া তাহা পরিষ্কার করিতে পারিবেন।

জমীতে যাইবার পূর্ব্বে নোটিস দিবার কথা।

কিন্তু দখিলকারের অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি সাত দিন থাকিতে তাঁহার বাড়ী প্রবেশ করিবার কল্পনার নোটিস তাঁহাকে লিখিয়া না দিলে, তাঁহার ঘরে কিম্বা বসতবাটী সংযুক্ত ঘেরা প্রাঙ্গণে কি বাগানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

হানিপূরণের কথা।

আবশ্যকমতে পূর্ব্বোক্ত যে দ্রব্যের হানি করা যায় ইঞ্জিনিয়র সাহেব, কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে অন্য যে ব্যক্তির প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল তিনি, প্রবেশ করিবার সময়ে তাহার মূল্য দিবেন কি দিবার প্রস্তাব করিবেন। তদ্রূপে যে টাকা দেওয়া যায় কি দিবার প্রস্তাব হয় তাহা উপযুক্ত মূল্য নয় বলিয়া বিবাদ হইলে, তিনি অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ বিবাদ অর্পণ করিবেন ও তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

ঐরূপ ভূমি হইতে মাটি লইবার ক্ষমতার কথা।

৩১ ধারা। কোন বাঁধ বা পয়োনালা, কিম্বা গুণটানিয়া যাইবার বাঁধযুক্ত কোন পথ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সারাইয়া রাখা গেলে তাহা মেরামত করা আবশ্যক বোধ হইলে, ইঞ্জিনিয়র সাহেব কিম্বা তদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ৫ ধারার লিখিত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে মাটি বা অন্য দ্রব্য দখল করিয়া লইতে ও স্থানান্তর করিতে ও তাহা ঐ মেরামত কার্য্যে লাগাইতে পারিবেন।

ভূমির উপর ফসল থাকিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩২ ধারা। ঐ ভূমির উপর যে কোন ফসল থাকে তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১৩ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন; এবং ফসলের হানি হইলে হানিপূরণের টাকা পাইবার দাওয়ার সম্বন্ধে ঐ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ভূমি চিরকালের নিমিত্ত কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী হইলে, তাহা গ্রহণ করিবার কথা।

৩৩ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন কার্য্য দ্বারা ঐরূপ কোন ভূমি চিরকালের নিমিত্ত কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তৎপক্ষে ঐ ভূমির স্বামীর প্রার্থনাপত্র পাইলে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের কিম্বা রাজকীয় কার্য্য নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের বিধানমতে ঐ ভূমি গ্রহণ করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ মার্চ্চ।]

পঞ্চম অধ্যায়।

ভূমি গ্রহণ করিবার ও হানিপূরণ দিবার বিধি।

ভূমি লইবার কথা।

৩৪ ধারা। যে স্থলে কালেক্টর সাহেব ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১২ ও ১৩ ধারার বিধানমতে কার্য্য করেন তদ্ভিন্ন স্থলে, এই আইনমতে কার্য্য করণ কালে এই আইনের কোন কার্য্যপক্ষে ভূমি লওয়া প্রয়োজন দেখা গেলে, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে ভূমি লইবার জন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনমতে ঐ ভূমি লওন সংক্রান্ত কার্য্য করা যাইবে।

কার্য্যের ফলস্বরূপ হানি হইলে তৎপূরণের কথা।

৩৫ ধারা। ৫ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, কোন ভূমিতে ইঞ্জিনিয়র সাহেবের প্রয়োজন হইলে, কিম্বা তিনি তাহা লইলে পর, যদি এই আইনের শক্ত বা বিধানক্রমে নিয়মমত কার্য্য হওয়াতে ঐ ভূমিভিন্ন কোন ভূমির কিম্বা মৎস্য ধরিবার স্বত্বের কিম্বা পয়োনালা কিম্বা জল ব্যবহারের স্বত্বের কি অন্য স্বত্বের কি সম্পত্তির হানি হইয়া থাকে, তবে ঐ সম্পত্তি বা স্বত্ব যে ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে তিনি কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া হানিপূরণের দাওয়া উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে কার্য্য করণার্থ দরখাস্ত হয় তাহা করিতে অস্বীকার করণ, এবং আইনমতে যে কার্য্য করিতে হইলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বা অন্য কোন অনুমতি পাওয়া প্রয়োজন সেই কার্য্য করণের অনুমতি দিতে অস্বীকার করণ, এই ধারাতে যে কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণের দাওয়া হইতে পারে সেই কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

দুই বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিবার কথা।

৩৬ ধারা। যে কার্য্যদ্বারা উক্ত স্বত্বের হানি হয় সেই কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব ধারামত দাওয়া উপস্থিত করিতে হইবে, তাহার পর গ্রাহ্য হইবে না।

ঐ হানিপূরণ বিষয়ক কার্য্যের কথা।

৩৭ ধারা। তদ্রূপ কোন দাওয়া উপস্থিত করা গেলে এবং হানিপূরণ করিয়া দিতে হইলে, কাহাকে কত টাকা দিতে হইবে, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি লইবার জন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের বিধান অনুসারে ইহা নিরূপণ করিবার কার্য্য করা যাইবে।

মূল্য নিরূপণে যেং বিষয় বিবেচ্য তাহার কথা।

৩৮ ধারা। উক্ত স্থলে হানিপূরণস্বরূপ কত টাকা দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিতে গেলে, জজ সাহেব ও আসেসরেরা এইং বিষয়ের বিবেচনা করিবেন,

প্রথম। যে সম্পত্তির কি স্বত্বের হানি হয়, কার্য্যকরণ বা বিষয় সম্পাদন সময়ে তাহার বাজার দর কত হইতে পারে।

দ্বিতীয়। ঐ কার্য্য বা বিষয় সম্পাদন দ্বারা সম্পত্তির কি স্বত্বের হানি হওয়াতে দাওয়াদারের কত হানি হইল।

তৃতীয়। কার্য্য করণ বা বিষয় সম্পাদন সময়ে সম্পত্তির কি স্বত্বের হানি হওয়া প্রযুক্ত তাহার বাজার দর কতদূর কমিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ। যে কার্য্য বা বিষয় সম্বন্ধে হানি পূরণের দাওয়া হয় তাহা হইতে বা তৎসংক্রান্ত কোন কার্য্য হইতে মোকদ্দমার কোন পক্ষ উপকার পাইয়াছে বা পাইবে কি না; তাহা হইলে স্থলান্তরে ঐ ব্যক্তিকে যত হানি পূরণ দিবার ডিক্রী হইত, তাহার বিরুদ্ধে ঐ রূপ কোন উপকার হইলে তাহার আনুমানিক মূল্য ধরিতে হইবে।

মূল্য নিরূপণে যেং বিষয় বিবেচ্য নয় তাহার কথা।

কিন্তু জজ সাহেব কি আসেসরেরা এইং বিষয় বিবেচনায় আনিবেন না।

প্রথম। যে কারণে উক্ত কার্য্য করা বা বিষয় সম্পাদন করা আবশ্যক হইল তাহার গুরুত্ব।

দ্বিতীয়। দাওয়াদারের যত হানি হইল, সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা তাহার সেই হানি হইলে ও সেই ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে যদি তাহার বিরুদ্ধে হানিপূরণের ডিক্রী পাওয়া ন্যায্য না হইত, তবে সেই হানি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কার্য্যের খরচ ও আনুষ্ঠানিক কার্য্য প্রভৃতির বিধি।

১ পরিচ্ছেদ।—তফসিলপণের কথা।

D চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট বাঁধের কথা।

৩৯ ধারা। ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D চিহ্নিত তফসীলে যেং বাঁধের কথা আছে, তন্মধ্যে কি তৎসম্পর্কে এই আইনের ১৮ বা ২৮ ধারার বিধানমতে যে কার্য্য করা যায় কি তাহার যে মেরামত হয় তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিতে পারে, তদ্ভিন্ন সেইং বাঁধের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন বিধান খাটিবে না; এবং ঐ তফসীলে যেং বাঁধের কথা লেখা আছে এই আইন প্রচলিত করণ সময়ে সেইং বাঁধের দ্বারা যে ভূমি রক্ষা করা যায়, ইহার পর সেই ভূমি রক্ষা করিবার জন্য উক্ত প্রকারের যে কোন বাঁধ করা যায় তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবে না, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তফসীলে যে বাঁধের কথা লেখা আছে তদ্দ্বারা যে ভূমির রক্ষা না হয় ঐ বাঁধ প্রস্তুত করণে সেই ভূমির যত দূর রক্ষা হইবে তত দূর এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবে। এই আইনের ১৮ ধারার কি ২৮ ধারার বিধানমতে যে কার্য্য করা যায় তদ্ভিন্ন ঐং বাঁধে কি তৎসম্পর্কে যে সকল কার্য্য করা যায় ও তাহার যে মেরামত হয় তাহা করিতে যত খরচ লাগে গবর্ণমেণ্ট তাহা দিবেন।

তফসীল হইতে উঠাইয়া দিবার কথা।

৪০ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানমতে সাধ্যানুসারে তদন্ত লইলে পর, সাধারণের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত D চিহ্নিত তফসীলের উল্লিখিত কোনং বাঁধ কিম্বা এই ধারার পশ্চাল্লিখিত প্রকরণমতে উক্ত D চিহ্নিত তফসীলভুক্ত কোন বাঁধ বা পয়োনালা রাখা আর আবশ্যক নাই জ্ঞান হইলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত তফসীলহইতে সেই বাঁধ উঠাইয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু পশ্চাৎ সেই প্রকারের অনুসন্ধান লইয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেই বাঁধ রাখা আবশ্যক বোধ করিলে, তিনি ঐ তফসীলে তাহাই পুনরায় লেখাইতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ মার্চ্চ।]

উক্ত D তফসীলের মধ্যে যে বাঁধ ধরা যায় নাই এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন সময়ে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ তফসীলে এমত কোন বাঁধ বা কোন পয়োনালা বা গুণটানিবার পথ ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে সেই বাঁধের বা পয়োনালার বা গুণটানিবার পথের প্রতি এই ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

তফসীলে অন্য বিষয় লখাইবার কথা।

৪১ ধারা। ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের E তফসীলে লিখিত পরগনা সমূহের সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে রীতি প্রচলিত আছে, তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট বাঁধ মেরামত করিয়া রাখিবার উদ্দেশে প্রত্যেক পরগনার নিমিত্ত ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট টাকা বৎসর২ দিতে থাকিবেন।

F তফসীলের লিখিত পরগনা সমূহের বাঁধ মেরামত করিয়া রাখিবার উদ্দেশে সরকারী টাকা এককালীন দায় দিতে থাকিবার কথা।

৪২ ধারা। উক্ত কোন পরগনার যে২ বাঁধ মেরামত করিয়া রাখা যায় তাহা যদি কোন সময়ে ৭ ধারার বিধানমতে রাজকীয় বাঁধ বলিয়া ব্যক্ত করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব উক্ত ব্যক্ত করণের তারিখ অবধি ঐ পরগনার নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন। উক্ত হিসাবে পূর্ব্বোক্ত টাকা বাঁধ সংক্রান্ত প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে জমা দিতে হইবে। প্রত্যেক বৎসরের শেষে ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা পরবৎসরের হিসাবে জমা করিয়া লওয়া যাইবে এবং ঐ পরগনায় যে সকল বাঁধ রাখা আবশ্যক বোধ হয় তাহা মেরামত করিবার বা প্রস্তুত করিবার খরচ নিমিত্ত ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

ঐরূপ বাঁধ রাজকীয় বলিয়া ব্যক্ত হইলে কালেক্টর সাহেবের স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবার কথা।

৪৩ ধারা। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কোন সময়ে যতদূর সম্ভব দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানমতে কালেক্টর সাহেব অনুসন্ধান লইলে যদি দৃষ্ট হয় যে উক্তরূপ কোন পরগনায় সাধারণের স্বার্থ নিমিত্ত কোন বাঁধ রাখা অনাবশ্যক, তবে ঐ পরগনা সম্বন্ধে ঐরূপ অর্থদান বন্ধ করা হয় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এতদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐরূপে অনুসন্ধান লইয়া রিপোর্ট হইলে যদি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বোধ হয় যে ঐ পরগনায় কোন বাঁধ মেরামত করিয়া রাখা সাধারণের স্বার্থ নিমিত্ত পুনরায় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে পুনরায় ঐরূপ অর্থদান হইতে পারিবে।

বাঁধ মেরামত করিয়া রাখা সাধারণের স্বার্থ নিমিত্ত অনাবশ্যক দৃষ্ট হইলে অর্থদান বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

৪৪ ধারা। যে কোন নূতন কার্য্যের অনুমানপত্র, বিশেষ বিবরণ ও নকশা প্রস্তুত করিয়া ৭ ধারার বিধানমতে সাধারণের দেখিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের আফিসে রাখা গিয়াছে, কালেক্টর সাহেব বা ইঞ্জিনিয়র সাহেব তদ্ভিন্ন এই আইনের বিধানমত কোন কার্য্য বা মেরামত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে ঐ কার্য্য বা মেরামত কার্য্য সম্বন্ধে যে খরচ পড়িবে তাহার বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র ইঞ্জিনিয়র সাহেব কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা যাইবে। তন্মধ্যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সেরেস্তার খরচের যে অংশ ধরিবার আদেশ করেন সেই অংশও ধরা যাইবে।

অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার কথা।

৪৫ ধারা। উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

৪৬ ধারা। ইহার পরবর্ত্তী ধারামতে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে প্রেরিত ঐ কার্য্যের অনুমানপত্রে যত টাকা ধরা যায় যথার্থ খরচ তাহার দশাংশ পর্য্যন্ত অধিক হইবে দৃষ্ট হইলে ইঞ্জিনিয়র সাহেব তৎক্ষণাৎ আর এক অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং আবশ্যক হইলে ঐ কার্য্যাদির আরও বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবেন।

আরও অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার কথা।

৪৭ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে প্রস্তুত সকল বিশেষ বিবরণের ও অনুমানপত্রের নকল এবং দেশীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ তাহার যে চুম্বক করিবার আজ্ঞা করেন তাহা ঐ সকলের সহিত কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে পাঠাইতে হইবে। ঐ কার্য্যে বা মেরামতে যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহারা সেই সকল দেখিতে পাইবেন।

অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবার কথা।

৪৮ ধারা। ঐরূপ কোন বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র পাইবার সাধারণ নোটিস ৭৮ ধারায় নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রচার করা যাইবে এবং ঐ কার্য্যের বা মেরামতীর দ্বারা যে সকল মহাল হইতে খরচ লওয়া যাইতে পারে কিম্বা যে সকল মহালের উপকারাদির সম্ভাবনা সেই সকল মহাল সাধারণ নোটিসে নির্দ্দিষ্ট হইবে। খরচ বণ্টন করিয়া যে ভূমির উপর ধরা যায় কোন মহালে তাহা একশত একরের অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকিলে ঐ মহাল সম্বন্ধে ৭৯ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে বিশেষ নোটিসও দেওয়া যাইবে, এবং কোন ব্যক্তি সেই নোটিস বাহির বা জারী হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই বিশেষ বিবরণ ও অনুমানপত্র সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিলে কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত ও উচিত জ্ঞান করেন করিবেন।

অনুমানপত্র ও বিশেষ বিবরণ পাইবার নোটিসের কথা।

৪৯ ধারা। কোন কার্য্যে বা মেরামতী কার্য্যে বাস্তবিক যত টাকা খরচ হয় তাহার হিসাবপত্র কিম্বা এই ও পরবর্ত্তী ধারামতে ঐ খরচের যে কোন অংশ লইয়া কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করেন তাহার হিসাবপত্র ঐ কার্য্য সম্পাদন হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করা যাইবে। প্রকৃতরূপে যত টাকা খরচ হইল তাহা লিখিয়া এবং উক্ত কার্য্যের বা মেরামতী কার্য্যের দ্বারা যে সকল ভূমি উপকৃত বা স্পৃষ্ট হইয়াছে সেই সকল ভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া এবং ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট ভূমি বা তাহার কোন অংশ কিরূপে স্পৃষ্ট হইয়াছে এবং কি পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে সাধারণতঃ ইহা লিখিয়া ইঞ্জিনিয়র সাহেব এক সর্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ সর্টিফিকেট পাইলে উক্ত কার্য্য ও মেরামতী কার্য্য দ্বারা

হিসাব প্রস্তুত ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

যে সকল মহালের ও যেহ গ্রামের উপকার ও রক্ষা হইয়াছে কালেক্টর সাহেব তাহার বর্ণনপত্র প্রস্তুত করাইবেন এবং এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে ঐ২ মহালের ও গ্রামের জমিদারেরা উক্ত টাকা দিতে দায়ী হইবেন। উক্ত হিসাবের ও সর্টিফিকেটের ও বর্ণনা-পত্রের নকল কালেক্টরী কাছারীতে রাখা যাইবে এবং যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহারা তথায় গিয়া তাহা দেখিতে পারিবেন।

নোটিসের ও আপত্তির অনুসন্ধানের কথা।

৫০ ধারা। উক্ত হিসাব ও সর্টিফিকেট ও বর্ণনাপত্র কালেক্টরী কাছারীতে প্রাপ্ত হইবার ও রাখা যাইবার সাধারণ নোটিস দেওয়া যাইবে। যে ভূমির উপর খরচ বণ্টন করিয়া ধরা যাইবে কোন মহালে সেই ভূমি একশত একরের অধিক হইলে সেই মহাল সম্বন্ধে ঐ বিষয়ের বিশেষ নোটিসও দেওয়া যাইবে; কিম্বা সাধারণ নোটিস না দিয়া যে প্রত্যেক মহালের ও তালুকের জমীদারের বা তালুকদারদের উপর বা মধ্যে কোন টাকা ধরা বা বণ্টন করা যায়, সেই প্রত্যেক মহাল ও তালুক সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব সেই মর্ম্মের বিশেষ নোটিস দেওয়াইতে পারিবেন; এবং ঐ সাধারণ নোটিস দেওয়া গেলে পর কিম্বা যদি বিশেষ নোটিস দেওয়া যায় তবে কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ নোটিস দেওয়া গেলেপর ত্রিশ দিন মধ্যে তিনি যদি ঐ হিসাব সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি করেন যে, যে কার্য্যের খরচ ধরা গিয়াছে তাহা সম্পন্ন হয় নাই কিম্বা যত টাকা খরচ ধরা হইয়াছে তত টাকা ব্যয় হয় নাই কিম্বা খরচের হার অনুমানপত্রে যেরূপ লেখা আছে তদপেক্ষা অধিক ধরা হইয়াছে, তবে কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তির অনুসন্ধান লইয়া তদ্বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মোটে যত টাকা দিতে হইবে তাহার কথা।

৫১ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়মতে কিম্বা ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ২৬ অবধি ২৯ পর্য্যন্ত ধারামতে যে কোন কার্য্য করা যায় বা করিবার আজ্ঞা হয় তদনুযায়ী ও তদানুষঙ্গিক হানিপূরণ, খরচ ও খরচা বলিয়া কিম্বা জরীপ ও নক্সা করিবার খরচ কিম্বা অনুমানপত্র ও হিসাব ও সার্টিফিকেট ও বর্ণনাপত্রের খরচ কিম্বা হাত সাধারণ নোটিস বাহির ও জারী করিবার খরচ বলিয়া কিম্বা অন্য কোন হিসাবে উক্ত কার্য্য বা মেরামতী কার্য্য সম্বন্ধে যত টাকা দেওয়া গিয়াছে বা দেয় হইয়াছে কালেক্টর সাহেব উক্ত সর্টিফিকেটের লিখিত টাকার সহিত সেই সকল টাকা যোগ করিয়া দিবেন। পরে মোট দেনা বলিয়া যতটাকা নির্ণয় হয় এবং ১৭ ও ২৮ ধারামতে যে কার্য্য করা যায় তৎসম্পর্কে যে২ ব্যক্তির নিকট ঐ টাকা পাওনা হয় ও অন্য২ কার্য্য সম্পর্কে যে২ মহালের নিমিত্ত তাঁহার ঐ টাকা পাওনা হয় তিনি এই সকল কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন। ১৭ ও ২৮ ধারামতে যে কার্য্য করা যায় ঐ আজ্ঞা সেই কার্য্য সম্পর্কীয় হইলে, যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ঐ টাকার দায়ী হন্ ঐ আজ্ঞাপত্র অগৌণে তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে, নতুবা কালেক্টর সাহেব ইহার পশ্চাৎ পরিচ্ছেদের বিধান মতে কার্য্য করিবেন।

সুদের কথা।

হানিপূরণস্বরূপ টাকা দেওয়া গেলে টাকা দিবার তারিখ অবধি তাহার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব শতকরা ৫৲ টাকার অনধিক যে হিসাবে সুদ নিরূপণ করেন, সেই হিসাবে সুদ লওয়া যাইতে পারিবে।

২ পরিচ্ছেদ। খরচের যে অংশ যাহার দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবার কথা।

যাঁহারা সেই টাকার দায়ী তাঁহাদের কথা।

৫২ ধারা। উক্ত যে মেরামতের কার্য্য বা যে কার্য্য সম্পাদন করা যায় তদ্দারা যে ভূমির উপকার কি রক্ষা করা গেল তাহা যেহ মহালের অন্তর্গত থাকে, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, সেইহ মহালের জমিদারেরা কালেক্টর সাহেবকে উক্ত সমস্ত টাকা দিবেন। কিন্তু ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D তফসীলের মধ্যে যেহ বাঁধ ধরা যায় নাই তাহার কোন বাঁধসম্পর্কে যদি বৎসরহ বিশেষ কোন টাকার দাওয়া হইয়া থাকে এবং এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে যদি সেই বাঁধ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সারাইয়া রাখা গিয়া থাকে, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার পর সেই বিশেষ টাকা দেওয়া রহিত ও বন্ধ করা যাইবে।

E তফসীলের পরগনার বিষয়ে উপবিধি।

পরন্তু মোট যত টাকা দিতে হইবে ইহা ৫১ ধারার বিধানানুসারে যে সময়ে নির্দ্ধার্য্য করা যায়, সেই সময়ে কালেক্টর সাহেবের খাতায় E তফসীলের উল্লিখিত কোন পরগনার টাকা জমা থাকিলে সেই পরগনার মধ্যে কোন বাঁধের যে অংশ থাকে সেই অংশ সম্পর্কে দেনা সমুদয় টাকাহইতে ঐ জমা টাকা বাদ দিতে হইবে। তাহা বাদ দিলে পর আর টাকা দেনা থাকিলে, ঐহ পরগনার মধ্যে যে জমীদারদের মহাল থাকে তাঁহাদের কেবল সেই বাকী দিতে হইবে।

অধীন তালুকদার প্রভৃতির স্থানে টাকা আদায় করিবার কথা।

৫৩ ধারা। এই বিধিমতে ঐ মোট টাকার সমুদয় বা কিয়দংশ দিবার জন্যে যে জমিদার দায়ী হন, যত তালুকাদি তাঁহার মহালের একাংশ হয় কিম্বা ৫৯ ধারার বিধানমতে তাঁহার মহালের একাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় কালেক্টর সাহেব ৫৮ ধারার বিধানমতে ঐহ তালুকের নামে যত টাকা করিয়া ধরেন, জমীদার সেইহ তালুকাদির ভোগাধিকারিদের স্থানে তত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। আর তদ্রূপে প্রত্যেক জন ভোগাধিকারির তালুকের অধীন বা ৫৯ ধারামতে একাংশ বলিয়া যত পেটাও তালুক ধরা যায় কালেক্টর সাহেব সেই বিধানমতে ঐহ পেটাও তালুকের নামে যত টাকা করিয়া ধরেন, ঐ ভোগাধিকারী সেই পেটাও তালুকদারদের স্থানে তত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

খরচের যে অংশ যাহার দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে নোটিস দিবার কথা।

৫৪ ধারা। সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকা দেনা হয় ইহা পূর্ব্বোক্তমতে নির্ণয় করা গেলেই কালেক্টর সাহেব ঐ মোট টাকার কোন অংশ যেহ মহালের উপর ধরা যাইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সাধারণ নোটিস দেওয়াইবেন এবং যে ভূমির উপর খরচ ধরা যাইবে সেই ভূমি কোন মহালে একশত একরের অধিক থাকিলে ঐ মহাল সম্বন্ধে বিশেষ নোটিস জারী করা হইবে। কিম্বা সাধারণ নোটিস দেওয়াইয়া যে প্রত্যেক মহালের ও তালুকের জমীদার বা তালুকদারদের উপর বা মধ্যে কোন টাকা ধরা বা বণ্টন করা যায়, সেই প্রত্যেক মহাল ও তালুক সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব সেই মর্ম্মের বিশেষ নোটিস দেওয়াইতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২।২১ মার্চ্চ।]

ঐ২ নোটিসে পূর্ব্বোক্ত ঐ মোট টাকার মধ্যে যে জমীদারদের ও যে ভোগাধিকারিদের সুদ ও অংশনিরূপণের খরচসুদ্ধ যত টাকা করিয়া দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিবার জন্যে অমুক স্থানে অমুক দিনে তদন্ত লওয়া যাইবে, এই কথা লেখা থাকিবে।

৫৫ ধারা। উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

ভোগাধিকারিদের নাম লিখিবার কথা।

৫৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত নোটিসে যে২ মহাল লেখা থাকে তাহার মধ্যে কোন মহালের অন্তর্গত তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী বলিয়া যে ব্যক্তিরা আপনাদিগকে জানান, কিম্বা স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি যাঁহাদিগকে ভোগাধিকারী বলিয়া কহেন, কালেক্টর সাহেব উক্ত তদন্ত লইবার সময়ে, সেই সকল ব্যক্তির নাম লিখিয়া লইবেন। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, কালেক্টর সাহেব তাঁহার নামে নোটিস জারী করাইয়া তাঁহাকে ঐ নোটিসের লিখিত স্থানে ও দিবসে উপস্থিত হইয়া, খরচের অংশ নিরূপণ করিবার আজ্ঞার মধ্যে তাঁহার নাম না ধরিবার কারণ জানাইতে আজ্ঞা করিবেন, ও সেই দিন পর্য্যন্ত ঐ তদন্ত লওনের কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

জমীদারদের মধ্যে অংশ নিরূপণ করিবার কথা।

৫৭ ধারা। কেবল একটি মহাল দায়ী হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই দিনে, কিম্বা তদন্ত লওয়ার পরে যদবধি নিরূপণ হয় সেই দিনে সেই মহালের জমীদারের স্থানে ওয়া বলিয়া সেই সমুদয় টাকা লিখিবেন। দুই কি অধিক মহাল থাকিলে,

(ক) সেই কার্য্যের কি মেরামতী দ্বারা যে মহালের যতদূর উপকার হয় তিনি তদনুসারে,

(খ) কিম্বা ঐ২ মহালের অন্তর্গত যে২ ভূমির উপকার কি রক্ষা হয় সেই২ ভূমির আয়তন অনুসারে,

(গ) কিম্বা ঐ২ মহালের যত টাকা রাজস্ব দিতে হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তদনুসারে, ঐ২ মহালের জমীদারদের স্থানে খরচের এক২ অংশ লইবেন।

পরন্তু গণ্ডক নদের দক্ষিণ ধারে যে সকল বাঁধ আছে তজ্জন্যে মোটে উক্ত যত টাকা দেনা হয়, সারণ জিলার অন্তর্গত মহালের প্রচলিত রীত্যনুসারে যে মহালের যত টাকা রাজস্ব তাহার হিসাবমতে, ঐ২ মহালের জমীদারদের স্থানে ঐ মোট টাকার এক২ অংশ লওয়া যাইবে।

আর গণ্ডক নদের বাম তটে মজঃফরপুর জিলায় যে সকল বাঁধ আছে তৎসম্বন্ধে কোন বৎসর এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট মোট যত টাকা খরচ করিয়া থাকেন ও এই আইনের বিধানমতে মোট যত টাকা দেয় হইয়া থাকে, তাহা ঐ বাঁধ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে রীতি প্রচলিত আছে তদনুসারে ধরা যাইবে ও ঐ রূপেই বরাবর ধরা যাইত বলিয়া জ্ঞান হইবে, অর্থাৎ রতি, গদাসন্দ, হাজিপুর, ভাতসালা, গর্জৌল, নয়ী, সরিসা ও বালাগাচ এই২ পরগনার অন্তর্গত যে মহালের যত টাকা রাজস্ব তাহার হিসাবমতে ঐ মহালের জমীদারদের স্থানে টাকা লওয়া যাইবে, কিন্তু রতি, গদাসন্দ ও হাজিপুর পরগনার অন্তর্গত কোন মহাল সম্বন্ধে মোট কোন টাকার যে টাকা বিলি করা যায় ঐ মহালের রাজস্বের সহিত তাহার যে অনুপাত হয় সেই অনুপাত অবশিষ্ট পরগনার প্রত্যেক মহালের রাজস্বের সহিত ঐ মহালের বিলি করা টাকার যে অনুপাত হইবে তাহার দ্বিগুণ হইবে।

ভোগাধিকারিদের মধ্যে অংশ নিরূপণ করিবার কথা।

৫৮ ধারা। উক্ত গণ্ডকের দক্ষিণধারের বাঁধ সম্পর্কীয় কথা ছাড়া, প্রত্যেক মহালের উপলক্ষে যত টাকা দেনা হয়, তদন্তর্গত তালুকের যত উপকার হইল কিম্বা তাহার যে আয়তনের উপকার কি রক্ষা হইল, কালেক্টর সাহেব তদনুসারে সেই২ তালুকের দেনা টাকাও নিরূপণ করিবেন, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে ঐ মহালের অন্তর্গত যে ভূমি কোন তালুকের মধ্যে ধরা যায় নাই নিয়মমতে সেই ভূমিহইতে ঐ খরচের যে অংশ লওয়া যাইতে পারে তালুকের দেনা টাকাহইতে তাহা বাদ দিবেন।

যে মহাল নিষ্কর তালুকের রেজিষ্টরে থাকে তদ্ভিন্ন নিষ্কররূপে ভোগ করা জমীর উপর টাকা বিলি করিবার কথা।

৫৯ ধারা। মহাল না হইয়া যে সকল জমী নিষ্কররূপে ভোগ হইয়া থাকে সেই জমী যে মহালের ও তালুকাদির সীমার মধ্যে ধরা যায় এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই মহালাদির একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে। যদি কোন মহালের সীমার মধ্যে ধরা না গিয়া থাকে, তবে ঐ জমীর লাগাও মহাল যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব আপনার মোহরাঙ্কিত ও স্বাক্ষরিত আজ্ঞাপত্র ক্রমে ঐ জমীর লাগাও যে মহালের অংশ বলিয়া ঐ জমী ধরিবার আজ্ঞা করেন, সেই মহালের অংশ বলিয়া ধরা যাইবে।

কিস্তি ধার্য্য করিয়া বিলি করা টাকা দিবার কথা।

৬০ ধারা। কোন মহালের কি তালুকের দেনা বলিয়া খরচের যত টাকা নিরূপণ হয়, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে২ দিন নিরূপণ করেন ঐ টাকা সমান কিস্তি করিয়া সেই২ দিনে দেওয়া যাইবে। কিন্তু যে ভূমির নিমিত্ত ঐ কিস্তির টাকা দেনা হয় সেই ভূমির একর প্রতি চারি আনার অধিক কিস্তি লওয়া যাইবে না ও একই বৎসরে চারিবারের অধিক কিস্তি ধার্য্য হইবে না।

সুদের কথা।

উক্ত টাকার যে অংশ দেওয়া না যায় তাহা দেনা হইবার তারিখ অবধি দিবার তারিখ পর্য্যন্ত তাহার উপর বৎসর শতকরা পাচ টাকা হিসাবে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে২ বৎসর শতকরা ৫ টাকার অনধিক যত সুদ নিরূপণ করেন সেই হিসাবে সুদ চলিবে।

অতিরিক্ত খরচ বণ্টনের কথা।

৬১ ধারা। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমতে কোন কার্য্যের ও মেরামতী কার্য্যের খরচের বণ্টন হইবার পর, উক্ত বণ্টনপত্রে যে খরচ ধরা যায় নাই তাহা উক্ত কার্য্যের বা মেরামতী কার্য্যের নিমিত্ত প্রদত্ত বা দেয় হইয়াছে দৃষ্ট হইলে, কালেক্টর সাহেব এই অধ্যায়ের বিধানমতে ঐ অতিরিক্ত খরচ বণ্টন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

কয়েক বৎসরের নিমিত্ত আনুমানিক ব্যয় বণ্টন করিবার অন্যতর ক্ষমতার কথা।

৬২ ধারা। রাজকীয় বাঁধ ও পয়োনালা ও তৎসংক্রান্ত কার্য্য মেরামত করিয়া রাখিতে প্রকৃতপক্ষে যে খরচ পড়ে জমীদারদের উপর সেই খরচ ধরিয়া আদায় করিবার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর পরিবর্ত্তে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ মার্চ্চ।]

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া এতদ্রূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে তিনি যে কয়েক বৎসর উচিত বোধ করেন ত্রিশ বৎসরের অনধিক সেই কয়েক বৎসরে উক্ত মেরামত ও রক্ষণ ও কার্য্য সম্বন্ধে যে খরচ পড়িবে তাহার অনুমানপত্র প্রস্তুত করা হয়, এবং উক্ত মেরামত ও রক্ষণ ও কার্য্য দ্বারা যে সকল মহালের উপকার হয় পরে আজ্ঞা করিয়া সেই সকল মহালের জমীদারদের মোট যত টাকা দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু ঐ অনুমানপত্রের টাকা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলে পর তিন মাস অতীত না হইলে এবং ঐ টাকা মোট টাকা বলিয়া ধার্য্য হইবার বিরুদ্ধে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা যে কোন আপত্তি করা উচিত বোধ করেন তাঁহাদিগকে কালেক্টর সাহেবের নিকট সেই আপত্তি জানাইবার আদেশ সাধারণ নোটিসক্রমে দেওয়া না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ঐরূপ মোট টাকা ধার্য্য করিবার আজ্ঞা দিবেন না।

৬৩ ধারা। *পূর্ব্বধারামত কোন আজ্ঞায় যে সময় ধরা যায় তন্মধ্যে এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসর ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে প্রকৃত পক্ষে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার সহিত ঐ আজ্ঞার অন্তর্গত অবশিষ্ট সময়ে যত টাকা ব্যয় হইবার অনুমান হয় তাহা যোগ করিয়া উক্ত ধারার লিখিত মোট টাকা নির্ণয় করিতে হইবে।

পূর্ব্বধারায় যুক্ত সময়ের মধ্যে কি ধরা যাইতে পারিবে ইহার কথা।

৬৪ ধারা। ৬২ ও ৬৩ ধারায় লিখিত মোট টাকা নিম্নলিখিত বিষয়ের মেরামত ও রক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যের ব্যয় সম্বন্ধে আদায় করা যাইতে পারিবে; অর্থাৎ—

যেং কার্য্যসম্বন্ধে ঐরূপ অনুমানপত্র হইতে পারে তাহার কথা।

(ক) ঐ আজ্ঞায় যে কোন রক্ষণার্থ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার;

(খ) কোন জিলায় যে সকল রাজকীয় বাঁধ ও পয়োনালা থাকে তাহার, কিম্বা

(গ) শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞায় যে দেশখণ্ডের উল্লেখ থাকে তন্মধ্যে যে সকল রাজকীয় বাঁধ ও পয়োনালা থাকে তাহার। ঐ দেশ খণ্ডের মধ্যে এক বা একাধিক জিলার সমুদয় বা কোনং অংশ থাকিতে পারে।

কোন কার্য্য বা মেরামত ১৮ বা ২৮ ধারার বিধানমতে সম্পাদিত না হইলে উক্ত মেরামত ও রক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত কার্য্য সম্বন্ধে ঐ সময়ের মধ্যে আর কোন টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে না।

কিন্তু এই আইনের বিধানমতে পূর্ব্বোক্ত কোন জিলায় বা দেশ খণ্ডে নূতন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা গেলে উক্ত মোট টাকার মধ্যে তৎসম্পাদনের খরচ ধরা যাইবে না। উক্ত জিলায় বা দেশখণ্ডে যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে বা হইবে তাহা এই ধারার মর্ম্মানুসারে নূতন কার্য্য বলিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নির্দ্দেশ করিলে, ঐ কার্য্য সম্পাদনের ও তাহা রক্ষাকরণের খরচ ৬২ বা ৬৩ ধারামতে দেয় বলিয়া মোট যত টাকা ধার্য্য হয় তদতিরিক্ত এই আইনের বিধানমতে কালেক্টর সাহেবকে জমীদারদের দিতে হইবে।

নূতন কার্য্যের খরচ আদায় করিবার কথা।

৬৫ ধারা। ৬২ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কোন আজ্ঞা প্রকাশ করা গেলে উপরিলিখিত বিধানমতে যে জমিদারেরা ও তালুকদারেরা টাকা দিবার দায়ী হন ক্যালেক্টর সাহেব তাঁহাদের মধ্যে উক্ত মোট টাকা বণ্টন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। কিন্তু ৫৭ ধারার বিধানমত গণ্ডকনদের দক্ষিণ ও বাম তটস্থ বাঁধের সম্বন্ধে তালুকদারদের প্রতি এই বিধি বর্ত্তিবে না।

আনুমানিক ব্যয় যে প্রকারে বণ্টন করিতে হইবে তাহার কথা।

৬৬ ধারা। কোন মহাল বা তালুকের উপর ৬২ ধারার লিখিত সময় সম্বন্ধে উক্তরূপে যে টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় তাহা প্রতিবৎসর সমান অংশ করিয়া দিতে হইবে এবং প্রত্যেক বৎসর যে অংশ দেয় হয় তৎপ্রতি ৬০ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

আনুমানিক খরচ দিবার কথা।

৬৭ ধারা। বণ্টনকার্য্য সমাপ্ত হইলে কালেক্টর সাহেব যেং মহাল ও তালুক সম্বন্ধে কোন টাকা দিতে হইবে তাহা ও ঐ টাকার প্রত্যেক কিস্তিতে যত টাকা দিতে হইবে ও ঐ কিস্তির টাকা যেং তারিখে দিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আজ্ঞা করিবেন।

বণ্টন করণের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।

৩ পরিচ্ছেদ।—টাকা আদায়ের কথা।

৬৮ ধারা। পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে বণ্টন করণের চূড়ান্ত আজ্ঞা করা গেলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কালেক্টর সাহেব সাধারণ নোটিসের সহিত ঐ আজ্ঞার নকল প্রচার করাইবেন। ঐ নোটিসে লেখা থাকিবে যে, মহালের উপর যে টাকা ধরা গিয়াছে তাহা কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবে এবং তালুকাদির উপর যে টাকা ধরা গিয়াছে তাহা জমীদারদিগকে দিতে হইবে। সাধারণ নোটিস প্রচার না করিয়া কালেক্টর সাহেব যে মহালের ও তালুকের জমীদারদের ও তালুকদারদের উপর বা মধ্যে কোন টাকা ধরা বা বণ্টন করা যায় সেই মহাল ও তালুক সম্বন্ধে ঐ মর্ম্মে বিশেষ নোটিস দেওয়াইতে পারিবেন।

বণ্টন করণের চূড়ান্ত আজ্ঞা প্রচার করিবার কথা।

৬৯ ধারা। উক্তরূপ যে কোন টাকা কালেক্টর সাহেবকে দিতে হয় তাহা কিম্বা তাহার কোন কিস্তি উক্ত আজ্ঞামতে না দেওয়া গেলে, তাহা রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করণার্থ ১৮৮০ সালের আইনের কিম্বা তদ্রূপ যে কোন আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে প্রাপ্যের বাকীর ন্যায় সুদ সমেত আদায় করা যাইতে পারিবে।

নিরূপিত টাকা আদায় করিবার কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ মার্চ্চ।]

৬৯ ক ধারা। এজমালী মালগুজারী মহালের কোন লিখিত অংশিদার ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ১০ ধারামতে অথবা স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ও তাহা রক্ষা করিবার বিধানার্থ যৎকালে তদ্রূপ যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিলে তিনি রাজস্ব দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ও ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে স্বতন্ত্র দায়ের যে সমস্ত ফলভোগ করেন, এই আইনমতে সমুদয় দেয় টাকা দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধে ও সেই সমস্ত ফলভোগ করিতে অধিকারী হইবেন, এবং গবর্ণমেন্টের রাজস্বের দাওয়া সম্বন্ধে যে তারিখ অবধি উক্ত ফলভোগ আরম্ভ হয়, সেই তারিখ অবধি এই আইনমতে তাঁহার উপর স্বতন্ত্ররূপে টাকা ধার্য্য হইবে ও স্বতন্ত্র নোটিস দেওয়া যাইবে এই অধিকারও প্রাপ্ত হইবেন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের ৭ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ফলের কথা।

৭০ ধারা। পূর্ব্ব ধারায় প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও ঐরূপ কোন টাকা যে মহাল সম্বন্ধে ধরা যায় তাহা সেই মহালের উপর প্রথম দায়স্বরূপ বর্ত্তিবে এবং ১৮৫৯ সালের ৩১ ধারার মর্ম্মানুযায়ী জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহলের খরচের অন্তর্গত দাওয়া বলিয়া গণ্য হইবে বাকী রাজস্ব নিমিত্ত ঐ মহালের নীলাম হইলেও তাহা ব্যর্থ হইবে না এবং পরে উক্ত মহালের বিভাগ হইলেও ঐ টাকা দিতে সমস্ত মহালের যে সংসৃষ্ট দায় আছে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

যে খরচ বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় তন্নিমিত্ত মহালের দায়ের কথা।

৭১ ধারা। যদি কালেক্টর সাহেব শেষ ধারার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে উক্ত টাকা বা তাহার কোন অংশ আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হওয়া অবিহিত বোধ করেন অথবা ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া পাওনা টাকা আদায় করিতে না পারেন, তবে তিনি রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অদত্ত বাকী টাকা বা কিস্তি পরিশোধার্থ নিম্নলিখিতমতে আবশ্যক টাকা তুলিতে পারিবেন; অর্থাৎ—

যে টাকা বণ্টন করিয়া ধরা যায়, মহাল পাট্টা করিয়া বা বন্ধক দিয়া তাহা তুলিতে পারিবার কথা।

(খ) ঐ মহালের সমস্ত বা কোন অংশ বন্ধক দিয়া;

(গ) ঐ মহালের সমুদয় বা কোন অংশ ইজারা দিয়া অথবা স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়া;

(ঘ) অংশতঃ উক্তরূপ এক প্রকারে ও অংশতঃ অন্য বা অন্যান্য প্রকারে।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে কালেক্টর সাহেব উক্ত মহালের স্বামীর সমুদয় ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং উক্ত কার্য্য সফল করণার্থ যে কোন নিদর্শনপত্র আবশ্যক হয় তাঁহার স্বাক্ষর সেই নিদর্শনপত্রের নিম্নে যথোপযুক্ত স্বাক্ষর হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ মার্চ্চ।]

৭২ ধারা। উক্ত আজ্ঞাক্রমে জমীদারের বা তালুকদারাদির কোন টাকা বা টাকার কিস্তি পাওনা থাকিলে ১৮৬৫ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে ও ৯, ১০, ১৪ ও ১৫ ধারায় ও ১৭ ধারার ১, ২, ও ৩ প্রকরণে পত্তনী তালুকের বাকী খাজানা আদায় করিবার যে বিধান আছে ঐ জমীদার বা তালুকদারাদির সেই বিধানমতে কিম্বা তদ্রূপ যে কোন আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে পূর্ব্বোক্ত সুদসমেত ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত জমীদারের বা তালুকদারাদির স্থানে যে ব্যক্তি ভূমি লইয়া ভোগ করেন এই বিধানমতে ভূমি বিক্রয় হইলেও সেই ব্যক্তির স্বত্বের বা স্বার্থের হানি হইবে না।

জমিদারের বা তালুকদারের টাকা আদায় করিবার কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

৭৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন বাঁধ বা ঘর বা খড়ুয়াঘর বা অন্য গাঁথনী উঠাইয়া দিতেছেন বা ভূমিসাৎ করিতেছেন, কিম্বা এই আইনমতে যেং ক্ষমতা দেওয়া গেল ন্যায্যমতে সেইং ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিতেছেন, এমন সময়ে কেহ ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বাধা দিলেও সেই বাধা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের বিধানমতে অপরাধের তুল্য না হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে তাহার ছয় মাসের অনধিক কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনমত ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী ব্যক্তির প্রতিবন্ধক হইবার দণ্ডের কথা।

৭৪ ধারা। (ক) যেং দেশে এই আইন বর্ত্তে তন্মধ্যে কোন দেশে কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের অনুমতি না পাইয়া কোন নূতন বাঁধ করিলে বা অন্যের দ্বারা করাইলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যকে করিতে দিলে কিম্বা বর্ত্তমান কোন বাঁধ বাড়াইলে কিম্বা কোন পয়োনালা অবরুদ্ধ বা অন্যমুখ করিলে বা করাইলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যকে করিতে দিলে এবং সেই বাঁধ বা পয়োনালা দ্বারা কোন রাজকীয় বাঁধের বা কোন রাজকীয় পয়োনালার কার্য্যের ব্যাঘাত বা বিপক্ষতা বা অবরোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে,

অনুমতি না পাইয়া বাঁধ বা পয়োনালার হস্তক্ষেপ করিবার দণ্ডের কথা।

(খ) ৬ ধারামতে নিষেধসূচক জ্ঞাপনপত্রের মধ্যে যে কোন দেশ খণ্ড ধরা যায় তাহার সীমান্তর্গত স্থানের কোন কালেক্টর সাহেবের অনুমতি না পাইয়া কোন নূতন বাঁধ করিলে বা করাইলে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতে দিলে, কিম্বা বর্ত্তমান কোন বাঁধ বাড়াইলে কিম্বা কোন পয়োনালা অবরুদ্ধ বা অন্যমুখ করিলে বা করাইলে, বা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতে দিলে এবং

অনুমতি না পাইয়া বাঁধে বা পয়োনালায় হস্তক্ষেপ করিবার দণ্ডের কথা।

(গ) কোন ব্যক্তি (ক) ও (খ) প্রকরণের লিখিত উক্তরূপ কোন কার্য্যের সহায়তা করিলে,

ঐরূপ কার্য্যের সহায়তার দণ্ডের কথা।

যদি তাঁহার অপরাধের প্রমাণ হয় তবে তাঁহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও ঐ টাকা না দিলে ছয়মাসপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

৭৫ ধারা। কোন ব্যক্তি উপযুক্ত ক্ষমতা না পাইয়া রাজকীয় কোন বাঁধ কাটিয়া দিবে না ও কাটিবার উদ্যোগ করিবে না ও তদ্রূপ কোন বাঁধ নষ্ট করিবে না বা নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিবে না, ও তদ্রূপ কোন বাঁধের কি রাজকীয় কোন পয়োনালার জলদ্বার খুলিবে না কি বন্ধ কি অবরোধ করিবে না। কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে ও সেই কার্য্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপকার করণের তুল্য না হইলে, তাহার এক মাসের অনধিক কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

আইনমত কার্য্যের হানিকরার দণ্ডের কথা।

৭৬ ধারা। কোন নদীতে কিম্বা নদীর ধারে রাজকীয় বাঁধ থাকিলে সেই বাঁধ অব্যবহিতরূপে যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকে কোন ব্যক্তি তাঁহার অনুমতি না পাইয়া সেই নদীর স্রোত অন্যমুখ করিবার কিম্বা তাহার বাধা দিবার নিমিত্তে কোন জাঙ্গাল করিলে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহা অবরোধ করিলে কিম্বা ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আজ্ঞা পাইলে সেই জাঙ্গাল কি অবরোধক দ্রব্য উঠাইয়া দিতে অস্বীকার কি তাচ্ছল্য করিলে, কিম্বা ইঞ্জিনিয়র সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে না লইয়া বাঁধযুক্ত কোন নদীর তীর কাটিয়া দিলে কিম্বা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তন করিলে, কিম্বা রাজকীয় কোন বাঁধের মাটি তুলিয়া ফেলিলে কিম্বা তাহাতে খোঁটা গাড়িলে কিম্বা ইচ্ছা করিয়া অন্য কার্য্য দ্বারা ঐ বাঁধের কার্য্যোপযোগিতা নষ্ট কিম্বা কম করিয়া দিলে, এবং কোন ব্যক্তি ঐরূপ অনুমতি না পাইয়া উক্ত প্রকারের কোন বাঁধে কোন গোমেষাদি চরাইলে বা জানিয়া শুনিয়া ও ইচ্ছা করিয়া চরিতে দিলে, কিম্বা তদ্রূপ কোন বাঁধে গোমেষাদি বাঁধিলে কি বাঁধাইলে কি ইচ্ছা করিয়া অন্যকে বাঁধিতে দিলে, কিম্বা সেই বাঁধে যে ঘাস কি অন্য লতাপাতা জন্মে তাহা উপড়াইয়া ফেলিলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকাপর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

নদী অন্যমুখ করিবার কিম্বা বাঁধের উপর গোমেষাদি চরিতে দিবার দণ্ডের কথা।

৭৭ ধারা। ইহার পূর্ব্ব তিন ধারার কোন ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপরাধ নির্ণয় করেন তিনি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঐ ব্যক্তিকে সেই সময়ের মধ্যে ঐ বাঁধ কি অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিতে, কিম্বা যে হানি করণ অপরাধ নির্ণয় হইল সেই হানি সারাইয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিবার ও হানি সারাইয়া দিবার কথা।

সেই ব্যক্তি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, ইঞ্জিনিয়র সাহেব সেই বাঁধ কি অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিতে কিম্বা সেই হানি সারাইয়া দিতে পারিবেন, এবং সেই স্থানান্তর কি মেরামত করিবার খরচ ও তদ্ভিন্ন অন্য কোন দণ্ড ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩০৭ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে সেই ব্যক্তির স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

৭৮ ধারা। এই আইনমতে প্রত্যেক ঘোষণাপত্র ও সাধারণ নোটিস প্রচার করিবার বা দিবার আদেশ আছে সেই ঘোষণাপত্র বা নোটিস যে ভূমি সম্বন্ধে হয় সেই ভূমি কালেক্টর সাহেবের জ্ঞানমতে যে কালেক্টর সাহেবের, মহকুমার কর্ত্তাকের ও মুন্সেফের বিচারাধিপত্যের অন্তর্গত হয় তাঁহাদের কাছারীতে, এবং যে পোলীস থানার এলাকাভুক্ত হয় সেই পোলীস থানায় এবং কালেক্টর সাহেবের আদেশমত হাট, বাজার, নগর, গ্রাম বা অন্য সাধারণ লোকগম্য স্থানের প্রকাশ্য জায়গায় ঐ ঘোষণাপত্রের বা নোটিসের নকল লাগাইয়া এবং ঐরূপ সাধারণ লোকগম্য স্থানে ঐরূপ নকল যে লাগাইয়া দেওয়া গিয়াছে এবং যে বিবরণ উক্ত ঘোষণাপত্রের বা সাধারণ নোটিসের বিষয় উদ্ঘটিত কাগজপত্রের এক প্রস্থ সম্পর্কযুক্ত সকলের দেখিবার নিমিত্ত যে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে আছে ঢেঁড়রা দ্বারা ইহার সংবাদ দিয়া ঐ ঘোষণাপত্র ও সাধারণ নোটিস প্রচার করা যাইবে।

ঘোষণাপত্র প্রচার ও নোটিস জারী যে প্রকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

৭৯ ধারা। এই আইনক্রমে কোন বিশেষ নোটিস কি আজ্ঞাপত্র জারী করিতে হইলে তাহা এই প্রকারে জারী করা যাইবে,—

নোটিস জারী করিবার কথা।

(১) যে ব্যক্তির নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে ঐ নোটিস প্রভৃতির নকল দেওয়া যাইবে, অথবা তাঁহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাঁহার বাস গৃহের কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা যাঁহার নামে ঐ ঘোষণাপত্র কি নোটিস কিম্বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া যায় তাঁহার পক্ষে সচরাচর যে মোক্তার উপস্থিত হইতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাকে ঐ নোটিস প্রভৃতির নকল দেওয়া যাইবে; অথবা

(২) ঐ ঘোষণাপত্রের কি নোটিসের কি আজ্ঞাপত্রের নকল রেজিষ্টরী পত্রে দিয়া উক্ত ব্যক্তির নিয়ত বাসস্থানে, কিম্বা বাসস্থান বলিয়া যে স্থান জানা আছে সেই স্থানে, ডাকযোগে পাঠান যাইবে। অথবা

(৩) নোটিস কি আজ্ঞাপত্র যে মহাল কি গ্রাম কি তালুক সম্পর্কীয় হয় তাহার মালকাছারীতে ঐ ঘোষণাপত্র প্রভৃতির নকল লটকাইয়া দেওয়া যাইবে; মালকাছারীর সন্ধান পাওয়া না গেলে ঐ মহালের কি গ্রামের কি তালুকাদির কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) ঐ নোটিস কি আজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে যে লোক শেষ রাজস্বের কিস্তি দিলেন তাঁহাকে ঐ নোটিস প্রভৃতির নকল দেওয়া যাইবে।

একই মহালের কি তালুকের দুই কি অধিক জন ভোগাধিকারী থাকিলে এই প্রকরণমতে নোটিস দেওয়া গেলে, তাঁহাদের প্রত্যেক জনকে ও সকলকে উত্তম ও যথোচিতরূপে দেওয়া গেল বলিয়া জানা যাইবে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ মার্চ্চ।]

তদন্ত লওন ও আপীল করণ সম্পর্কীয় ক্ষমতার কথা।

৮০ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনদ্বারা আদালতের প্রতি সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাঁহাদের জোবানবন্দী লইবার ও দলীল উপস্থিত করাইবার যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, এই আইনমতে তদন্ত লওন কার্য্যে ও আপীলী মোকদ্দমায়, কালেক্টর সাহেবের ও কমিশ্যনর সাহেবের সেইং ক্ষমতা থাকিবে।

দাড়ামতে হয় নাই বলিয়া কোন কার্য্য দূষিত না হইবার কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমতে যে কার্য্য করা যায় তদ্দ্বারা টাকার দায়ী বলিয়া যে ব্যক্তিকে নির্ণয় করা গেল তাঁহার নাম লিখিতে কোন ভুল হইলে, কিম্বা যে মহালের কি তালুকের কি ভূমির নিমিত্ত তাঁহাকে দায়ী করা গেল সেই মহাল প্রভৃতির বর্ণনে কোন ভুল থাকিলে, যদি এই আইনের আদেশের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্যানুসারে কার্য্য হইয়া থাকে, তবে ঐ ভুল প্রযুক্ত ঐ কার্য্যের দোষ বা ব্যাঘাত হইবে না; এবং দাড়ামতে করা যায় নাই বলিয়া কোন আদালতে এই আইন অনুযায়ি কোন কার্য্য অন্যথা কি অসিদ্ধ করা যাইবে না।

আপত্তির উপর যে আজ্ঞা হয় তাহার উপর আপীলের কথা।

৮২ ধারা। কালেক্টর সাহেব ১৮ ধারামতে দরখাস্ত সম্বন্ধে এবং ১১, ৪৮, ৫০ বা ৬৭ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর রাজস্বের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে; এবং এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে কমিশ্যনর সাহেবের আজ্ঞার উপর রেবিনিউ বোর্ডের নিকট আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু আজ্ঞা হইবার তারিখঅবধি এক মাসের মধ্যে তাহার উপর আপীল উপস্থিত করা না গেলে এই ধারামতে গ্রাহ্য হইবে না।

কমিশ্যনর সাহেবের ও গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কর্তৃত্বের কথা।

৮৩ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে সকল ক্ষমতা থাকে তিনি দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের সাধারণ কর্তৃত্বের ও আজ্ঞার অধীনে সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন, এবং কালেক্টর সাহেবেরা ও কমিশ্যনর সাহেবেরা রেবিনিউ বোর্ডের ও গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কর্তৃত্বের ও আজ্ঞার অধীনে আপনং সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

উক্ত কর্তৃপক্ষদের মধ্যে কেহ কোন আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞা তদুপরি কর্তৃত্ব করিতে ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারি দ্বারা পুনরালোচন, পরিবর্ত্তন বা কর্ত্তন হওনের অধীন হইবে।

আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৮৪ ধারা। পূর্ব্বোক্ত শেষ দুই ধারার বিধান প্রবল মানিয়া ১৮ ধারামত দরখাস্ত সম্বন্ধে কিম্বা ১১, ৪৮, ৫০, বা ৬৭ ধারামতে কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা করেন তাহা এবং কালেক্টর সাহেবের উক্ত আজ্ঞা সম্বন্ধে কর্তৃত্ব করিতে ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারি দ্বারা যে আজ্ঞা করা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবে এবং এই আইনে যেরূপ স্পষ্ট বিধান আছে তদনুযায়ী ভিন্ন অন্যপ্রকারে তাহা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ মার্চ্চ।]

বাঁধের নিমিত্ত ভূমির আর প্রয়োজন না হইলে তাহা বিক্রয়াদি করিবার কথা।

৮৫ ধারা। রাজকীয় বাঁধ সারাইয়া রাখিবার, কিম্বা ঐ বাঁধের কার্য্যে যে ভূমি বর্ত্তমান আছে তাহা রাখিবার আর প্রয়োজন না থাকিলে ও তাহা একবারে ত্যাগ করা বিহিত বোধ হইলে, বাঁধ করিবার নিমিত্ত যে সময়ে ভূমি লওয়া যায় সেই সময়ে যদি তাহার হানিপূরণ দেওয়া গিয়া থাকে, তবে ঐ ভূমি যে তালুকাদি বা মহাল হইতে আদৌ গৃহীত হইয়াছিল ঐ হানিপূরণের টাকা ফিরিয়া পাইলে কালেক্টর সাহেব হস্তান্তর করণপত্রদ্বারা সেই তালুকাদিতে সেই ভূমি ফিরিয়া দিবেন। যে ব্যক্তিরা এত ধারামতে ভূমি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার স্বত্ববান তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি ঐ টাকার দাওয়া হইলেও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা দিতে অস্বীকার বা তাচ্ছল্য করেন তবে কালেক্টর সাহেব লাখেরাজ যোতস্বরূপ সেই ভূমি নীলাম করিয়া যে মূল্য পাইতে পারেন লইবেন। এই ধারার বিধানমতে ভূমি হস্তান্তর করিয়া যে টাকা পাওয়া যায় তাহাহইতে প্রথমে সেই হস্তান্তর কার্য্যের সকল খরচ দেওয়া যাইবে। পরে ঐ ভূমি বা তৎপার্শ্ববর্ত্তি অন্য ভূমি সম্পর্কীয়, যে নূতন বাঁধ কিম্বা জল বাহির হইবার যে কার্য্য করা যায় কিম্বা যে নূতন বাঁধ বা জল বাহির করিবার যে কার্য্য রক্ষা করা যায় তাহার খরচ শোধে ঐ টাকা প্রয়োগ হইবে। তাহা হইলে ঐ নূতন কার্য্য দ্বারা যেং ভূমির উপকার হইল, পূর্ব্ববিধানমতে সেই ভূমির জমীদারদের ও তালুকদারাদির স্থানে কেবল অবশিষ্ট খরচ লওয়া যাইতে পারিলে যাইবে।

কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতা ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৮৬ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যেং ক্ষমতা থাকে তিনি তাহার মধ্যে কোন ক্ষমতা ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু যে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি তদ্রূপ ক্ষমতা অর্পিত হয় তাঁহার কোন আজ্ঞার উপর কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে। ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহা গ্রাহ্য হইবে।

এইরূপ প্রত্যেক ক্ষমতার্পণের কথা খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

বিচারাধিপত্যের কথা।

৮৭ ধারা। এই আইনে অপরাধ বলিয়া যে সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন।

বিধি প্রণয়ন, পরিবর্ত্তন ও রহিত করিবার ক্ষমতার কথা।

৮৮ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান করণার্থ সময়ে ২ এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ—

(ক) যে কোন কার্য্যকারক এই আইনের কোন বিধানমতে কোন বিষয়ে কার্য্য করিবার আদেশ বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর;

(খ) বাঁধের কমিটীর কার্য্যপ্রণালীর;

(গ) যে ২ স্থলে যেং কার্য্যকারকের নিকট যে নিয়মাধীনে এই আইনের বিধানমতে প্রদত্ত আজ্ঞা ও নিষ্পত্তির আপীল সম্বন্ধে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আপীল হইতে পারিবে সেই ২ স্থলের;

(ঘ) এই আইনে যাহা কিছু করিবার বিধান আছে তাহা যে ব্যক্তি দ্বারা যে সময়ে যে স্থানে যে রূপে করা যাইবে তাহার;

(ঙ) এই আইনমতে যে কোন খরচ ধরা যায় তাহার টাকার; এবং

(চ) সাধারণতঃ এই আইনের বিধান যেরূপে সফল করিতে হইবে তাহার।

এইরূপে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়েং তাহা পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারিবে।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

উক্তরূপ বিধি ও তাহা পরিবর্ত্তন ও রহিত করণের আজ্ঞা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং প্রকাশ করা গেলে আইনতুল্য বলবৎ হইবে।

পরন্তু কোন বিধির পাণ্ডুলিপি কলিকাতা গেজেটে এক মাস পর্য্যন্ত প্রকাশ করা না গেলে এই ধারার প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বিধি প্রণয়ন করিবেন না। উক্ত সময় অতীত হইলে পর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত বিধি প্রথমে যে আকারে প্রকাশিত হয় সেই আকারে অথবা তিনি যে রূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন উচিত বোধ করেন তৎসহকারে অনুমোদন করিতে পারিবেন।

কোনং আইনের কার্য্যচলন রক্ষিত হইবার কথা।

৮৯ ধারা। যে কোন বাঁধ, ভূমি বা পয়োনালা নিম্নলিখিত কোন আইনের কার্য্যাধীনে আছে তৎপ্রতি এই আইনের কোন কথা বর্ত্তিবে না। যথা,

বঙ্গদেশের পয়োনালা বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন।

বঙ্গদেশে জল সেচন বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইন।

১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন (অর্থাৎ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অধীন দেশের অন্তর্গত খালে ও অন্যান্য জলপথে মাসুল গ্রহণ করণের ও খালাদি প্রস্তুত ও ব্যবহারোপযোগী করণের আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণের আইন)।

তফসীল।

১ তফসীল।—(২ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে।)

১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের যে ২ অংশ রহিত হয় নাই।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২২ মার্চ্চ।

ভূমি অধিকার করিবার ক্ষমতার কথা।

১২ ধারা। ইহার পূর্ব্বধারার বিধানমতে যে কার্য্যের আরম্ভ হয় সেই কার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা ২৫ ধারায় ভূমি লওনের যে বিধান পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে সেই বিধান অনুসারে কার্য্য করিতে গেলে বিলম্বের সম্ভাবনা, কালেক্টর সাহেবের এই অভিমত থাকাতে ১৮ ধারার কার্য্যপক্ষে, কোন ব্যক্তির ভূমি লওয়া কিম্বা ঐ ভূমির মাটী কাটিয়া লওয়া প্রয়োজন হইলে, ঐ ভূমি যে স্থানে থাকে কালেক্টর সাহেব তাহার আশপাশ উপযুক্ত স্থানেং এই আইনের B তফসীলের পাঠে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া তৎকালে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত উক্ত ভূমি অধিকার করিতে পারিবেন।

সেতজন্য ফসলের ও বৃক্ষের হানিপূরণের কথা।

১৩ ধারা। সেই ভূমিতে শস্যাদি ও বৃক্ষাদি থাকিলে তাহা কিং প্রকারের ও তাহার অনুমান কত মূল্য হইবে কালেক্টর সাহেব; ইহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন ও সেই বিষয়ে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের উপযুক্ত হানিপূরণ করিতে প্রস্তাব করিবেন। তাঁহার সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য না হইলে, ২৯ ধারার বিধানমতে ভূমির মূল্যাদি নিরূপণকরণ সময়ে ঐ ফসলের ও বৃক্ষেরও মূল্য ধরা যাইবে।

২১ ধারা। উপবিধি।—কিন্তু তাহা করিতে হইলে যে বিলম্বের সম্ভাবনা তৎপ্রযুক্ত লোকদের ধনের কি প্রাণের গুরুতর ও আসন্ন সঙ্কট হইতে পারে, কালেক্টর সাহেব এমত বোধ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেইং বৃক্ষ কি ঘর কি খুড়ো ঘর কি গাঁথনি উঠাইয়া দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ বৃক্ষাদির হানিপূরণের নিমিত্ত যত টাকা দিতে হইবে তাহা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে নির্ণীত হইয়া দেওয়া যাইবে।

ভূমি লওয়া গেলে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।

২৬ ধারা। তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানক্রমে কোন ভূমি লওয়া গেলে কি ব্যবহার করা গেলে, গবর্ণমেন্ট সেই ভূমি লইয়াছেন, ও সেই ভূমিগত স্বার্থের নিমিত্তে যে হানিপূরণের দাওয়া হয় কালেক্টর সাহেবের নিকট সেই দাওয়া করিতে হইবে, কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমিতে কিম্বা তাহার আশপাশ কোন উপযুক্ত স্থানে, এই আইনের C তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠে এই মর্ম্মের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করাইবেন। তাহা হইলে কোন প্রকারের দায় ব্যতীত উক্ত ভূমি এক কালে গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ত্তিবে কিন্তু হানি পূরণের দাওয়া প্রবল থাকিবে। এই অধ্যায়ের বিধানমতে ঐ হানি পূরণের টাকা নিরূপণ করা যাইবে।

ঘোষণাপত্রের মর্ম্মের কথা।

২৭ ধারা। তদ্রূপে যে ভূমি লওয়া যায় ঐ ঘোষণাপত্রে তাহার বর্ণনা লেখা থাকিবে, ও এই আদেশ থাকিবে যে, ঐ ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহারা ঐ ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে (অর্থাৎ ঐ ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম নয় এমত নিরূপিত দিনে) আপনারা বা মোক্তারের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই ভূমিতে আপন ২ স্বার্থের ভাব, ও সেই স্বার্থ হেতুক হানি পূরণের কত টাকা

দাওয়া করেন এই কথা, এবং সেই দাওয়ার বৃত্তান্ত জ্ঞাত করেন।

কোন ২ ব্যক্তির নামে অন্য নোটিস দিবার কথা।

২৮ ধারা। আরো সেই ভূমির দখলীকার থাকিলে কালেক্টর সাহেব তাঁহার নামেও এবং ঐ ভূমি রাজস্ব সম্পর্কীয় যে জিলার অন্তর্গত থাকে, ঐ ভূমিতে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া কিম্বা সেই স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কর্ম্ম করিতে যাঁহাদিগকে স্বত্ববান বলিয়া জানা যায় কিম্বা অনুভব হয়, এমত যে ব্যক্তেরা সেই জিলায় বাস করেন কিম্বা যাঁহাদের পক্ষে নোটিস গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার থাকে, কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের নামেও সেই মর্ম্মের নোটিস দিবেন।

নোটিস দিবার পর কার্য্য প্রণালীর কথা।

২৯ ধারা। উক্ত নোটিস দেওয়া গেলে পর ঐ ভূমির হানি পূরণস্বরূপ কত টাকা দিতে হইবে, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি লইবার অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের বিধান-অনুসারে, ইহা নিরূপণ করিবার কার্য্য করা যাইবে।

B ও C, D ও E চিহ্নিত তফসীল।

২ তফসীল।—(২ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের যে ধারায় উল্লেখ হইয়াছে।	ঐ উল্লিখিত কথা এক্ষণে যেরূপ আছে।	বর্ত্তমান আইনের কোন্ অংশের উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।
১২ ধারায়।	"পূর্ব্বধারায়"	২২ ধারা।
১২ ধারায়।	"১৮ ধারা"	২৭ ধারা।
১২ ধারায়।	২৫ ধারা।	৩৪ ধারা।
২১ ধারায়।	"তাহা করিতে হইলে"	১৯ ধারা।
২৬ ধারায়।	"তৃতীয় অধ্যায়ের"	তৃতীয় অধ্যায়।
২৬ ধারায়।	"এই অধ্যায়ের"	পঞ্চম অধ্যায়।

৩ তফসীল।—৮ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে।

[এই বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহারা এই সম্বাদ ১৮৮২ সালের অমুক আইনের ৫ ধারার আদেশমতে গ্রহণ করুন। আমার অমুক কার্য্য (এই স্থলে অভিপ্রায় ও কি প্রকারের কার্য্য করিবার মনস্থ থাকে ইহা লিখিতে হইবে) করা উচিত বোধ হয়।[ঐ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যে নিম্নলিখিত ভূমি লইবার প্রয়োজন।]*

১	২	৩
ভূমি যে পরগণায় থাকে	ভূমি যে গ্রামের অন্তর্গত থাকে	ভূমির আয়তন।

প্রস্তাবিত কার্য্যের অনুমানপত্র ও আবশ্যক বিশেষ বিবরণ ও নক্শা এবং উক্ত কার্য্যদ্বারা যে ২ ভূমির উপকার বা হানি হইবার সম্ভাবনা তাহার জরীপী মানচিত্রের নকল এই আফিসে আছে। স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে চাহিলে দেখিতে পাইবেন ও নকল করিয়াও লইতে পারিবেন।

ঐ কার্য্য করিতে অনুমান সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা লাগিবে; উক্ত কার্য্যদ্বারা যে ভূমির উপকারাদি কি রক্ষা হইতে পারিবে তাহার একর প্রতি এত টাকা হিসাবে ধরা গিয়াছে।†

ঐ প্রস্তাবিত কার্য্যদ্বারা নিম্নলিখিত মহালের ও গ্রামের উপকারাদি হইবার সম্ভাবনা [এই স্থলে মহালের ও গ্রামের নির্ঘণ্ট লিখিতে হইবে।]

কোন ব্যক্তি এই বিষয়ে স্বার্থযুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য না হইবার কারণ দেখাইতে চাহিলে, তাঁহার প্রতি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করা গেল।

সাল তাং

A. B.
অমুক স্থানের কালেক্টর।

* ভূমি লইবার প্রয়োজন না থাকিলে বন্ধনীর অন্তর্গত কথাগুলি ও টেবিল বাদ দিতে হইবে।

† জমীদার ও তালুকদারাদির স্থানে উক্ত কার্য্যের খরচ আদায় করিবার প্রস্তাব না থাকিলে এই কথাগুলি বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে।

এফ, ক্লার্ক,
ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. & B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২৫ আপ্রিল।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া, সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়। তাঁহারা তৎসম্বন্ধে দুই সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন।

বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ। বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

১ ধারা। আইনের অর্থকরণের কথা। এই আইন ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইনের সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

২ ধারা। ১৫ ধারার সংশোধন। বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইনের ১৫ ধারার প্রথম প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, যথা,—

"আবকারী মাসুলযোগ্য কোনদ্রব্যের নিম্নলিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা থোকে বিক্রয়, ও ন্যূন পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা খুচরা বিক্রয় বলিয়া জ্ঞান হইবে; কিন্তু বোর্ড সময়ে২ বিধি করিয়া আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের সীমাস্বরূপ অন্য কোন পরিমাণ ধার্য্য করিতে পারিবেন।"

৩ ধারা। নূতন ১৭ ধারার কথা। উক্ত আইনের ১৭ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, যথা,—

"কোন ব্যক্তি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা না হইলে, অথবা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে দ্রব্যাদি যোগাইবার নিয়মিতরূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি না হইলে, ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক কিম্বা উক্ত ধারামতে বোর্ড এরূপ কোন দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের সীমাস্বরূপ যে পরিমাণ ধার্য্য করেন তদধিক আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিকটে রাখিবেন না।"

৪ ধারা। ৬১ ধারায় যোগ করণের কথা। উক্ত আইনের ৬১ ধারার "তাহার অধিক" এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, যথা,

"কিম্বা উক্ত ধারামতে বোর্ড ঐ রূপ কোন দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের সীমাস্বরূপ যে পরিমাণ ধার্য্য করেন তদধিক"

৫ ধারা। আইন প্রচলিত হইবার কথা। এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনসহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

সমুদ্র পথে আমদানী করা যে শরাব কেবল ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহার নিমিত্ত ক্রীত হয় তদ্ভিন্ন আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য, যাঁহার লাইসেন্স নাই এরূপ কোন ব্যক্তির নিকটে থাকিলে, তাহার ঊর্দ্ধ সীমা লাইসেন্স প্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতা এক কালে অত্যধিক যত বিক্রয় করিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য। যখন ব্যবস্থাপকগণ বঙ্গদেশীয় আবকারী আইন বিধিবদ্ধ করেন, তাঁহাদের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু ভূয়োদর্শন দ্বারা জানা গিয়াছে যে উক্ত আইনের ভাষা এরূপ ব্যাপক নহে যে তাহাতে এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়।

খুজরা বিক্রয় কাহাকে বলে এতন্নিরূপক বঙ্গদেশীয় আবকারী আইনের ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য, যাঁহার লাইসেন্স নাই, এরূপ কোন ব্যক্তির নিকটে থাকিলে, উক্ত আইনের ৬১ ধারামতে তাঁহার দণ্ড হইতে পারে; কিন্তু ১৫ ধারায় যে২ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ ধারামতে রেবিনিউ বোর্ডের তাহা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আছে; এবং ঐ আইন প্রচলিত হইলে পর বোর্ড সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করায়, বোর্ড যে পরিবর্ত্তিত পরিমাণ ধার্য্য করিয়াছেন, তদধিক পরিমাণের আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য যাঁহাদের লাইসেন্স নাই এরূপ ব্যক্তিদের নিকটে রাখা নিবারণ করা অসাধ্য দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার উদাহরণ, উক্ত আইনের ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট তাড়ী খুজরা বিক্রয়ের ঊর্দ্ধ সীমা বার সের ছিল। রেবিনিউ বোর্ড পরে এই সীমা পরিবর্ত্তন করিয়া চারি সের করেন এবং যাঁহার লাইসেন্স নাই এরূপ এক ব্যক্তির নিকট ছয়সের পাওয়া গেলে ৬১ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়। কিন্তু আপীল আদালত এই বলিয়া ঐ অপরাধনির্ণয় অন্যথা করিলেন যে ছয় সের তাড়ী নিকটে রাখা ৬১ ধারামতে অপরাধ নহে। ঐ ধারায় কেবল ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ আছে, সুতরাং ঐ ধারা রেবিনিউ বোর্ড পরে যে পরিবর্ত্তিত পরিমাণ ধার্য্য করেন তৎপ্রতি বর্ত্তে না। এই পাণ্ডুলিপিতে ৬১ ধারার ভাষা এরূপে বিস্তৃত করা গিয়াছে যে উভয় অপরাধই ঐ তদন্তর্ভুক্ত হইবে।

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে নিকট রাখা নিবারণ সূচক ১৭ ধারা ও ঐ মর্ম্মে সংশোধন করা গিয়াছে, এবং ১৫ ধারার প্রথম প্রকরণটি অধিকতর বিশদ করা গিয়াছে।

১৮৮২ সাল ১ আশ্বিন।

এচ, জে, রেনল্ডস্।

এফ, ক্লার্ক,
ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B. L, *Bengali Translator*.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২৬ ডিসেম্বর।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত অতিরিক্ত রিপোর্ট তাঁহাদের পুনঃসংশোধিত পাণ্ডুলিপির সহিত সাধারণের অবগতি নিমিত্ত শ্রীযুত প্রেসিডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশ করা গেল।

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নস্বাক্ষরকারী মেম্বর আমাদের নিকট বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি অধিকতর সংশোধন বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ফিরাইয়া পাঠান হয় আমরা তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিতেছি।

আমরা "লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী" এই কথার একটি অর্থ করিয়া দিয়াছি। যাহারা বঙ্গদেশীয় আবকারী আইনমতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত, কেবল তাহাদেরই প্রতি এই কথা বর্ত্তে, অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের স্থানে যাহারা লাইসেন্স পাইয়াছে এরূপ বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারীদের প্রতি বর্ত্তে না, ইহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এরূপ করা গেল।

আমরা "তাড়ী" শব্দের একটি অর্থ করিয়া দিয়াছি, এবং এই বিষয়ে আমরা ১৮৮১ সালের উত্তর ভারতবর্ষীয় আবকারী আইনের শব্দবিন্যাসের অনুসরণ করিয়াছি।

আমরা এই মর্ম্মের একটি ধারা যোগ করিয়াছি যে কোন ব্যক্তি ভাটির লাইসেন্স না পাইয়া ভাটি রাখিবেন না।

আমরা আইনের ১৫ ধারা সংশোধন করিয়া আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম যে পরিমাণ বিক্রয় খুচরা বিক্রয় হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং আপন বিবেচনামতে অধিকতর পরিমাণ ধার্য্য করিবার ক্ষমতা বোর্ডকে দিয়াছি। বর্ত্তমান আইনমতে একণে যেরূপ সীমা আছে, তদনুসারে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য্য করা আমরা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছি; এবং অনেকগুলি জিলায় দেশীয় শরাব এক সের পর্য্যন্ত খুচরা বিক্রয় হইবার নিয়ম আছে বলিয়া আমরা উক্ত ধারায় এই পরিমাণই নির্দ্দেশ করিয়াছি; এবং যেং জিলায় এক সের সীমা করা আবশ্যক না হয়, সীমা বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা বোর্ডের হস্তে রাখিয়া দিয়াছি। ঐরূপ কারণে আমরা তাড়ী ও পচুইর সীমা চারি সের পর্য্যন্ত ধার্য্য করিয়াছি। যে সকল শরাব সমুদ্রপথে আমদানী হয়, তাহার দুই গ্যালন বা বার কুয়ার্ট বোতল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সীমাসম্বন্ধে আমরা হস্তক্ষেপ করি নাই।

উক্ত আইন যে দেশে বর্ত্তে তাহার সীমার বাহিরে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে প্রস্তুত আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য আমদানী ও বাণ্ড করিবার বিধি নির্দ্দেশ করণার্থ গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত আমরা একটি নূতন ধারা বিন্যস্ত করিয়াছি। এইরূপ দ্রব্যের মধ্যে একণে কেবল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রস্তুত রম এইরূপে আমদানী হয়; কিন্তু ভবিষ্যতে অন্য যে কোন আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য ঐরূপ আমদানী হয়, তাহা অন্তর্ভুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রচুর ব্যাপ্তি রাখিয়া আমরা ধারাটির শব্দ বিন্যাস করিয়াছি। আইনের ২৬ ধারায় বিধান আছে যে

কোন ব্যক্তি লাইসেন্স গ্রহণ করিলে সেই লাইসেন্সের মর্ম্মানুযায়ি কবুলিয়ত লিখিয়া দিবেন; কিন্তু কার্য্যতঃ প্রায়ই এরূপ কবুলিয়ত চাহা হয় না বলিয়া, এইরূপে ধারাটি সংশোধন করিয়াছি যে কালেক্টর ইচ্ছামতে তাহা না লইতে পারেন।

২৯ ও ৩০ ধারায় আমরা বিধান করিয়াছি যে লাইসেন্স ফিরাইয়া লইবার বা ফিরাইয়া দিবার নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে।

বঙ্গদেশীয় আবকারী আইনের ৫৩ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে ভুলক্রমে ৬০ ধারার পরিবর্ত্তে ঐ ধারার উল্লেখ আছে। ঐ প্রকরণ প্রকৃতপক্ষে ৬০ ধারার অংশ। এনিমিত্ত আমরা আবশ্যক ভাষাগত পরিবর্ত্তন সহকারে ঐ প্রকরণ ৬০ ধারার অন্তর্গত করিয়াছি।

আমরা ৬১ ধারার ভাষা এরূপে সংশোধন করিয়াছি, যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অনুমতি বিনা কোন দ্রব্য নিকটে রাখিলে যে দণ্ড হয়, তাহা কেবল যে ব্যক্তি বাহক বা আড়তদার স্বরূপ ঐ দ্রব্য নিকটে রাখে তাহার প্রতি বর্ত্তে না।

আমাদের পরামর্শ এই যে বর্ত্তমান সংশোধিতাকারে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হয়।

এচ, রেনলডস্।
টি, টি, আলেন।

১৮৮২ সাল ১২ ডিসেম্বর।

"তাড়ী" শব্দের অর্থ করণ ব্যতীত এই রিপোর্টে আমার সম্মতি আছে। তাড়ী শব্দে খর্জ্জুর রস ও তালের রস যদিও এই দুইটিই বুঝাইতে পারে, তথাপি গাঁজলা না হইলে উভয়ই বাদ যাওয়া উচিত।

আর দুই একটি বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ আছে, এবং মোটের উপর আপত্তি রাখিয়া আমি এই রিপোর্ট স্বাক্ষর করিতেছি।

মহাম্মদ য়ুসুফ।

১৮৮২ সাল ১৩ ডিসেম্বর।

সাধারণতঃ আমার সম্মতি আছে, কিন্তু দুই বিষয়ে আমার ভিন্নমত। টাটকা খাজুররস আবকারী মাসুল-যোগ্য দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা আমি উচিত বোধ করি না। মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে উৎসাহ ভঙ্গ করণার্থ ঐ দ্রব্যের টাক্স লওয়া আবকারী আইনের উদ্দেশ্য, কিন্তু টাটকা খাজুর রস মাদক নহে, উহা শীতল ও নির্দ্দোষ পানীয়; উহা দরিদ্রের সুখের সামগ্রী; আবকারী কার্য্যোপলক্ষে উহার উপর টাক্স করা ও চা কিম্বা কাফির উপর টাক্স করা উভয়ই সমান যুক্তিসঙ্গত হইবে।

অন্য বিষয়টি এই। শরাব খুজরা বিক্রয়ের ক্ষুদ্রতম পরিমাণ ব্যবস্থাপকদের ধার্য্য করিয়া দেওয়া উচিত, ইহাতে যদিও আমার ঐকামত্য আছে, তথাপি আমদানী ও দেশীয় শরাবের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর বিভেদ কেন থাকিবে, ইহার আমি কোন কারণ দেখি না। আমদানী শরাবের খুজরা বিক্রয়ে হস্তক্ষেপ করিবার প্রস্তাব নাই, তাহার পুরাতন পরিমাণ ১২ কুয়ার্ট বোতলই রহিল; কিন্তু খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্ত দেশীয় শরাবের পরিমাণ ১২ কুয়ার্ট বোতল হইতে কমাইয়া এক কুয়ার্ট বোতল করা হইল। এই বিভেদের ফল এই হইবে যে, আমদানী শরাবের পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইবে। রাধাবাজারে যে দ্রব্য আমদানী শরাব বলিয়া বিক্রীত হয়, তাহা দেশীয় শরাব অপেক্ষা অনিষ্টকর বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতারাং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের উৎসাহ দেওয়া নিশ্চয়ই লোকের পক্ষে অপকারজনক হইবে। এতদ্ব্যতীত, প্রস্তাবিত বিভেদ করা গেলে ইউরোপীয় শরাব প্রস্তুতকারীদের অনুকূলে রক্ষণনীতি পোষণ করা হইবে, ইহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অবাধ বাণিজ্য নীতির সহিত মিলিতে পারে না। অন্য কোন ব্যক্তি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার দমন করিতে যেরূপ ইচ্ছুক আমিও সেইরূপ, কিন্তু যে ব্যবস্থাপনে আমদানী শরাব বলিয়া রাধাবাজারে বিক্রীত অনিষ্টকর দ্রব্যের ব্যবহার প্রশ্রয় পাইবে এবং যাহার ফল অপকারজনক রক্ষণনীতির অপকারজনক উৎসাহদান, সেই ব্যবস্থাপন প্রণালীর প্রতিবাদ করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

কৃষ্ণদাস পাল।

১৮৮২ সাল ১৪ ডিসেম্বর।

পুনঃ সংশোধিত পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি;

হেতুবাদ। বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইন সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

আইনের অর্থ করণের কথা। ১ ধারা। এই আইন ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইনের সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

নূতন অর্থকরণের কথা। ২ ধারা। বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের আবকারী আইনের ৪ ধারায় নিম্নলিখিত অর্থ করণের কথা বসাইতে হইবে, অর্থাৎ,

"লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী।" "লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী" শব্দে এই আইনমতে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী বুঝাইবে।

"তাড়ী।" "তাড়ী" শব্দে তালজাতীয় কোন বৃক্ষের রস বুঝাইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৭ ডিসেম্বর।]

নূতন ১০ক ধারার কথা।

৩ ধারা। উক্ত আইনের ১০ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, অর্থাৎ—

লাইসেন্স না পাইলে ভাটী রাখা নিষিদ্ধ হইবার কথা।

"১০ক ধারা। কোন ব্যক্তি ভাটির লাইসেন্স না পাইলে কোন ভাটি রাখিবেন না।"

১৫ ধারার সংশোধন।

৪ ধারা। উক্ত আইনের ১৫ ধারার প্রথম তিন পদের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, অর্থাৎ—

থোকে ও খুজরা বিক্রয়ের কথা।

"আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিম্নলিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা থোকে বিক্রয়, এবং অন্য কোন পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা খুজরা বিক্রয় বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু বোর্ড সময়ে২ বিধিক্রমে আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া কোন অধিকতর পরিমাণ ধার্য্য করিতে পারিবেন।

"সমুদ্রপথে আমদানী করা উগ্র কি গাঁজলা শরাবের দুই ইম্পিরিয়ল গ্যালন বা বার কুয়ার্ট বোতল।

"তাড়ী ও পচুই ছাড়া অন্য উগ্র বা গাঁজলা শরাবের একসের কিম্বা কুয়ার্ট বোতল বলিয়া খ্যাত এক বোতল।

"তাড়ীর কি পচুইর চারি সের।"

নূতন ১৭ ধারার কথা।

৫ ধারা। উক্ত আইনের ১৭ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে অর্থাৎ—

বেআইনীমতে নিকটে রাখিবার কথা।

"১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা না হইলে, কিম্বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাকে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য যোগাইবার ক্ষমতা নিয়মমতে প্রাপ্ত না হইলে, ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক, কিম্বা উক্ত কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া বোর্ড উক্ত ধারামতে যে পরিমাণ ধার্য্য করেন সেই পরিমাণের অধিক, ঐরূপ দ্রব্য নিকটে রাখিবেন না।"

নূতন ১৯ক ধারার কথা।

৬ ধারা। উক্ত আইনের ১৯ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে, অর্থাৎ,

আইনের সীমার বাহিরে যে২ আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা আমদানী ও বাণ্ড করিবার বিধির কথা।

"১৯ক ধারা। এই আইন যে দেশে বর্ত্তে তাহার সীমার বাহিরে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে যে২ আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তৎসম্বন্ধে বোর্ড যে২ নিয়মের অধীনে ঐ২ দ্রব্য আমদানী করা যাইতে পারিবে সেই২ নিয়ম নির্দ্দেশ করণার্থে এবং ঐ২ দ্রব্যের উপর পূর্ব্বে মাসুল লওয়া না গেলে যে২ নিয়মের অধীনে তাহা উক্ত সীমার মধ্যে আমদানী ও বাণ্ড করা যাইতে পারিবে সেই২ নিয়ম নির্দ্দেশ করণার্থে সময়ে২ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।"

২৬ ধারার সংশোধন।

৭ ধারা। উক্ত আইনের ২৬ ধারায় "সেই লাইসেন্সের মর্ম্মানুযায়ী" এই কথার পূর্ব্বে "কালেক্টরের আদেশ পাইলে" এই কথা দিতে হইবে।

২৯ ধারার সংশোধন।

৮ ধারা। উক্ত আইনের ২৯ ধারার তৃতীয় পদে "নোটিস দিয়া" এই কথার পূর্ব্বে "লিখিয়া" এই কথা দিতে হইবে।

উক্ত ধারার ঐ পদে "কিম্বা" শব্দের পর ও "নোটিস" শব্দের পূর্ব্বে "ঐরূপ" এই শব্দটি দিতে হইবে।

৩০ ধারার সংশোধন।

৯ ধারা। উক্ত আইনের ৩০ ধারায় "নোটিস" শব্দের পূর্ব্বে "লিখিয়া" এই শব্দটি দিতে হইবে।

৫৩ ধারার সংশোধন।

১০ ধারা। উক্ত আইনের ৫৩ ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, অর্থাৎ—

"যে২ নিয়মানুসারে খুজরা বিক্রেতাদিগকে তাড়ী যোগাইয়া দেওয়া যায় সেই২ নিয়মের প্রতি, কিম্বা গুড় কি কোতবা গুড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে তাড়ী কিম্বা তাহা হইতে প্রস্তুত যে দ্রব্য যোগাইয়া দেওয়া বা ব্যবহার করা হয় তাহার বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১১ ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।"

৬০ ধারার সংশোধন।

১১ ধারা। উক্ত আইনের ৬০ ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ—

"কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় যাহা কেবল নমুনাস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, লাইসেন্স প্রাপ্ত থোকে বিক্রেতারা এমন অল্প পরিমাণের যে বীর কি ওয়াইন কি উগ্র শরাব বিক্রয় করেন, তৎপ্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কোন কথা বর্ত্তিবে না।"

৬১ ধারার সংশোধন।

১২ ধারা। উক্ত আইনের ৬১ ধারার প্রথম পদে "যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল" এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে, অর্থাৎ

"কিম্বা ঐরূপ কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া বোর্ড উক্ত ধারামতে যে পরিমাণ ধার্য্য করেন।"

উক্ত ধারার দ্বিতীয় পদে "ক্রয় করিলে" কথার পর "কিম্বা সাধারণ বাহক বা আড়তদারস্বরূপ তাহা নিকটে রাখিলে" এই কথা দিতে হইবে।

আইনের আরম্ভ।

১৩ ধারা। এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনসহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

সি, এচ, রাইলী।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA M.A. AND B.L.
Bengali Translator.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৬ ডিসেম্বর।]

১৮৮১ সালের ১৬ মের ৩ নং সংশোধিত বিধি।

ঐ তারিখের উক্ত নম্বরের যে বিধি প্রচারিত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে দিতে হইবে।

মন্তব্য।—১৮৮১ সালের মে মাসের ১ ও ২ নং যে সংযোগ ও সংশোধন করা গিয়াছে তাহা এতৎক্রমে সংশোধন করিতে হইবে।

হাই কোর্ট। সি, এ, উইলকিন্স,

১৮৮০ সাল ২৭ জুলাই। একটিং রেজিষ্ট্রার।

— —

ফৌজদারী।

৩ নম্বর বিধি। ১৮৮১ সাল ১৬ মে।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২ অধ্যায়ের ২৯ পৃষ্ঠায় (B) চিহ্নিত ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ১ম খণ্ডের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বর্ণনাপত্র দিতে হইবে।

ফৌজদারী ১০৭ নং (সংশোধিত)

B চিহ্নিত ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্র।

(৪ ও ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তুল্য।)

১ম খণ্ড।[1]

১৮ সনের ত্রৈমাসে জিলার সেশন জজ সাহেবের আদালতে যত ব্যক্তির সম্বন্ধে যত মোকদ্দমা হয় ও বিচারে যে ফল হয়, ইহাতে তাহা লিখিতে হইবে।

	ব্যক্তি							যত মোকদ্দমা।			
সমর্পণকারী বা অর্পণকারী কর্মকারকের পদের খ্যাতি।	দণ্ডাধীন ছিল[2]	বিচারার্থ সমর্পিত হইয়াছে বা অন্যত্র প্রেরিত হইয়াছে	মুক্ত বা নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।	অপরাধী নির্ণীত হইয়াছে। নিয়মিত বিচারে।	অপরাধী নির্ণীত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত বিচারে।	[illegible]	বিচারাধীনে আছে।	সমর্পণ বা অর্পণ হইয়াছে[3]	ত্রৈমাস মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে।	ত্রৈমাসের শেষে অবশিষ্ট আছে।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মোট ...											

মন্তব্য।—উপরিলিখিত বর্ণনাপত্রে (ক) সেশনে সমর্পিত মোকদ্দমা ও (খ) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮, ৩৬, বা ৫০৭ ধারার মতে অর্পণক্রমে প্রাপ্ত মোকদ্দমা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া লিখিতে হইবে। ১১ ঘরে যে২ মোকদ্দমা লেখা যায়, মন্তব্যের ঘরে তাহার প্রত্যেকটির সমর্পণের তারিখ দিতে হইবে।

[1] ১৮৮১ সালের ১৬ মের ৩ নং বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সংশোধিত পাঠ।

[2] পূর্ব্ব ত্রৈমাসে যতগুলি দায়ের ছিল তৎসহিত এই ত্রৈমাস মধ্যে যত।

[3] পূর্ব্ব ত্রৈমাসে যত দায়ের ছিল তাহা বাদ দিয়া, এই ত্রৈমাস মধ্যে যত।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ১০ জানুয়ারি।]

২। ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ২ অধ্যায়ের ৩০ পৃষ্ঠায় ॥ চিহ্নিত বর্ণনাপত্রের ২ য় খণ্ডের পরিবর্ত্তে নিম্ন লিখিত বর্ণনাপত্র দিতে হইবে।

২ য় খণ্ড।[১]

এই বর্ণনাপত্রে সেশন আদালতের ফৌজদারী মোকদ্দমায় আপীলের ও পুনর্দৃষ্টি করিবার প্রার্থনাপত্রের ফল দেখাইতে হইবে।

যে আদালতে আপীল বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা যায়।	যত ব্যক্তি।												যত মোকদ্দমা।			মন্তব্য
	যত আপেলান্ট ও পুনর্দৃষ্টির প্রার্থক থাকে।	যাহারা পলাইয়াছে, আজ্ঞা-মতে প্রেরিত হইয়াছে।	আপীল বা প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য হইয়াছে।	দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা দৃঢ় করা গিয়াছে।	দণ্ডাজ্ঞা বর্দ্ধিত হইয়াছে।	দণ্ডাজ্ঞা কমান কিম্বা দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।	দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা অন্যথা করা গিয়াছে।	[illegible]	নূতন বিচার বা অধিক তদন্তের আজ্ঞা হইয়াছে।	পুনর্দৃষ্টির নিমিত্ত হাই কোর্টে অর্পিত হইয়াছে।	৪ অবধি ১১ পর্য্যন্ত স্তম্ভে লিখিত মোকদ্দমা যুক্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে।	ত্রৈমাসের শেষে বাকী আছে।	উপস্থিত করা হয়।[২]	ত্রৈমাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়।	ত্রৈমাসের শেষে দায়ের থাকে।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
আপীল সেশন জজ সাহেবের আদালত ...																
পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনাপত্র সেশন জজ সাহেবের আদালত ...																

মন্তব্য।—মন্তব্যের ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কালের আপীলের বা পুনর্দৃষ্টি করণের প্রার্থনাপত্রের তারিখ লিখিবে, এবং কোনটি এক মাসের অধিক কাল দায়ের থাকিলে তৎসম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিবে।

[১] ১৮৮১ সালের ১৬মের ৩ নং বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সংশোধিত পাঠ।

[২] পূর্ব্বত্রৈমাসে যত গুলি দায়ের ছিল তৎসহিত এই ত্রৈমাস মধ্যে যত।

[৩] পূর্ব্ব ত্রৈমাসে যত দায়ের ছিল তাহা বাদ দিয়া, এই ত্রৈমাস মধ্যে যত।

[কলিকাতা গেজেট। ১৮৮২। ১০ জানুয়ারি।]

ফৌজদারী।

৮ নম্বর সর্কুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ১২ আগষ্ট।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সর্কুলর অর্ডরের ১০৯ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ৪২ ধারার (খ) প্রকরণের পর ও ৪৩ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে।—

হাই কোর্টের সহিত লিখন পঠন।

৪২ A। [যে পত্রাদি হাই কোর্টে পাঠাইবার অভিপ্রায় থাকে, তাহার ঠিকানা যেরূপে লিখিতে হইবে।—১৮৮১ সালের ১২ আগষ্টের সর্কুলর অর্ডর।]—যে সকল খামের উপর "ফোর্ট উইলিয়ম" ঠিকানা লেখা থাকে তজ্জন্য এক্ষণে স্বতন্ত্র মেল ব্যাগ করা হয়; এতন্নিমিত্ত আদেশ করা যাইতেছে যে ভবিষ্যতে যে সকল ছাপ বা লেখা খাম হাই কোর্টে পাঠাইবার অভিপ্রায় থাকে, তাহার উপর "ফোর্ট-উইলিয়ম" এই ঠিকানা লিখিতে হইবে না। ঐ সকল খামের উপর নিম্নলিখিতরূপে ঠিকানা লিখিতে হইবে, যথা।—

"(আপিল বা ক্রিমিনেল, অথবা বাহির বিভাগ) হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রার সাহেব সমীপেষু।
কলিকাতা।"

দেওয়ানী।

২৩ নম্বর সর্কুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ১৮ আগষ্ট।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সর্কুলর অর্ডরের ২১৪ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারার পর ও ৮ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।

৭ A। [দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮২ ধারানুসারে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিতে হইবে তদ্বিষয়ক উপদেশ, ১৮৮১ সালের ১৮ আগষ্টের ২৩ নং সর্কুলর অর্ডর]—বিচারপতি রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা বা উর্দ্দু বা হিন্দি ভাষায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন, কোন২ আদালতে এই যে প্রথা প্রচলিত আছে, উহা আইনের নিয়মানুযায়ী নহে, সুতরাং রহিত করিতে হইবে। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮২ ধারামতে সাক্ষির সাক্ষ্য আদালতের চলিত ভাষায় অর্থাৎ ঐ জিলার চলিত দেশীয় ভাষায় ও অক্ষরে লিখিয়া লইতে হইবে। দেশীয় ভাষায় লিখিত হইলে এবং ইংরাজী বা রোমান অক্ষরে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা গেলে, তাহাতে যথোপযুক্ত আইন পালন হয় না।

Rai Krishna Mukhopadhyaya, M. A. and B. L. Bengali [illegible]

বিজ্ঞাপন।

অধীন দেওয়ানী আদালত সকল ১৮৮১ সালের যেং তারিখে বন্দ হইবে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্ট ১৮৭২ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তাহার নিম্নলিখিত নির্ঘণ্টপত্র প্রকাশ করিলেন।

বন্দের দিনের নাম।	ইংরেজী তারিখ।	বাঙ্গালা তারিখ।	বার।	যত দিন।	মন্তব্য।
নূতন বৎসরের দিন ও তৎপরের দুই দিন ...	১ অবধি ৩ জানুয়ারি পর্য্যন্ত	১২৮৮ সালের ১৮ অবধি ২০ পৌষ	রবি অবধি মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ...	৩ দিন।	
আখিরি চাহার সম্বা ...	১৮ জানুয়ারি ...	,, ৬ মাঘ ...	বুধবার ...	১ ,,	
বসন্ত পঞ্চমী ...	২৫ ও ২৬ ঐ ...	,, ১২ ও ১৩ মাঘ	মঙ্গল ও বুধবার ...	২ ,,	
ফতেহে দুয়াজ দহম (ক) ...	২ ফেব্রুয়ারি ...	,, ২১ ,,	বৃহস্পতিবার ...	১ ,,	(ক) ২০ জানুয়ারি তারিখে চাঁদ দৃষ্ট হইলে ১ ফেব্রুয়ারিতে আদালত বন্দ হইবে।
শিব রাত্রি ...	১৬ ও ১৭ ঐ ...	,, ৫ ও ৬ ফাল্গুন ...	বৃহস্পতি ও শুক্রবার ...	২ ,,	
দোল যাত্রা ...	৪ ও ৫ মার্চ ...	,, ২১ ও ২২ ঐ	শনি ও রবিবার ...	২ ,,	
বারুণী গঙ্গাস্নান ...	১৭ ঐ ...	,, ৫ চৈত্র ...	শুক্রবার ...	১ ,,	
শ্রীরাম নবমী ...	২৮ ঐ ...	,, ১৬ ঐ ...	মঙ্গলবার ...	১ ,,	
গুড ফ্রাইডে ও তৎপর দিন	৭ ও ৮ এপ্রেল ...	,, ২৬ ও ২৭ ঐ ...	শুক্র ও শনিবার ...	২ ,,	
মহা বিষুব সংক্রান্ত ...	১২ ঐ	৩১	বুধবার ...	১ ,,	
সূর্য্যগ্রহণ	১৭ মে	১২৮৯ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ	ঐ ...	১ ,,	
শ্রীশ্রীমতী ভারতবর্ষের অধিশ্বরীর জন্ম দিন	২৪ ঐ	,, ১১ ঐ ...	ঐ ...	১ ,,	
দশহরা গঙ্গাস্নান (খ) ...	২৭ ঐ ...	,, ১৪ ঐ	শনিবার ...	১ ,,	(খ) এই দিনের পরিবর্ত্তে উড়িষ্যাদেশে রাস পূর্ণিমার দিন বন্দ হইবে।
রথ যাত্রা (গ) ...	১৭ জুন ...	,, ৪ আষাঢ় ...	ঐ ...	১ ,,	(গ) ভাগলপুর, গয়া, পাটনা, সারণ শাহাবাদ ও ত্রিহুত জিলায় এই কএক দিন বন্দ হইবে না।
উল্টারথ (গ) ...	২৫ ঐ ...	,, ১২ ঐ ...	রবিবার ...	১ ,,	
শবেবরাৎ (ঘ) ...	১ জুলাই ...	১৮ ঐ	শনিবার ...	১ ,,	(ঘ) ১৬ জুনে চাঁদ দৃষ্ট হইলে ৩০ জুনে আদালত বন্দ হইবে।
ইদুল ফিতর (ঙ) ...	১৬ ও ১৭ আগষ্ট ...	,, ১ ও ২ ভাদ্র ...	বুধ ও বৃহস্পতিবার ...	২ ,,	(ঙ) ১৪ আগষ্টে চাঁদ দৃষ্ট হইলে ১৫ ও ১৬ আগষ্টে আদালত বন্দ হইবে।
জন্মাষ্টমী ...	৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর ...	,, ২০ ও ২১ ঐ ...	সোম ও মঙ্গলবার ...	২ ,,	
দুর্গোৎসব, ইহার মধ্যে মহালয়া, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, দেওয়ালী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।	১১ অক্টোবর অবধি ১২ নবেম্বর পর্য্যন্ত।	,, ২৬ আশ্বিন অবধি ২০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত	বুধ অবধি রবিবার পর্য্যন্ত ...	৩৩ ,,	
কার্ত্তিক পূজা ...	১৫ ও ১৬ নবেম্বর ...	,, ৩০ কার্ত্তিক ও ১ অগ্রহায়ণ	বুধ ও বৃহস্পতিবার ...	২ ,,	
মহরম ইহার মধ্যে জগদ্ধাত্রীপূজা (চ) ...	১৮ অবধি ২২ নবেম্বর পর্য্যন্ত	৪ অবধি ৮ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত	শনি অবধি বুধবার পর্য্যন্ত	৫ ,,	(চ) ১১ নবেম্বরে চাঁদ দৃষ্ট হইলে ১৭ অবধি ২১ নবেম্বর পর্য্যন্ত আদালত বন্দ হইবে।
ছট মেলা (ছ) ...	২৩ অবধি ২৮ ,,	ফসলী ১২৯০ সালের ২৮ কার্ত্তিক অবধি ৩ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত, বাঙ্গালা ১২৮৯ সালের ৮ অবধি ১৩ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত	বৃহস্পতি অবধি মঙ্গলবার পর্য্যন্ত	৬ ,,	(ছ) কেবল ভাগলপুর, গয়া, পাটনা, সারণ, শাহাবাদ ও ত্রিহুত জিলায় এই কএক দিন বন্দ হইবে।
রাস পূর্ণিমা (জ) ...	২৪ নবেম্বর ...	১২৮৯ সালের ৯ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার — ...	১ ,,	(জ) কেবল উড়িষ্যা প্রদেশে দশহরা গঙ্গাস্নানের বর্ত্তে এই দিন বন্দ হইবে।
ক্রীষ্টমাসডে ও তৎ পূর্ব্ব এক দিন ও তৎপরে এক দিন।	২৪ অবধি ২৬ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত	,, ১০ অবধি ১২ পৌষ পর্য্যন্ত	রবি অবধি মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ...	৩ ,,	

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

সপ্তম খণ্ড।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরক্যুলর।

দেওয়ানী।

২৪ নম্বর সরক্যুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল, ৫ সেপ্টেম্বর।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২৯৯ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৪৫ ধারার (ঙ) প্রকরণের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

(চ) [১৮৮১ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের ২৪ নং সরক্যুলর অর্ডর]—উপরিলিখিত আদেশগুলি আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ ১৮৬৫ সালের ১১ আইনক্রমে সংস্থাপিত ছোট আদালত সমূহের প্রতি বর্ত্তিবে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে। জিলার জজ সাহেব প্রতিবৎসর অন্যূন একবার ঐ সকল আদালত পরিদর্শন করিবেন।

দেওয়ানী।

২৫ নম্বর বিধি। ১৮৮১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১২৯ পৃষ্ঠায় ৩ অধ্যায়ের ১১৭ ধারার (খ) প্রকরণের পর ও (গ) প্রকরণের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

(খ২) মোকদ্দমা সম্বন্ধে, আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ বলিয়া বিবেচিত হইবে; কিন্তু আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে কোন দোষ বা ত্রুটি সংশোধন করা আবশ্যক হইলে, সংশোধনের পর তাহা যে তারিখে গ্রাহ্য হয়, সেই তারিখই মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে। ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্র সম্বন্ধে, ঐ পত্র উপস্থিত করিবার তারিখ মাত্র বিবেচনা করিতে হইবে। ডিক্রীজারী হইতে দিবার পূর্ব্বে ঐ বিভাগের কার্য্য-ভারপ্রাপ্ত আমলার স্থানে রিপোর্ট চাহিবার প্রণালী, বিশেষরূপ বর্জ্জিত স্থল না হইলে, কখন ও অবলম্বন করিতে হইবে না।

দেওয়ানী।

২৬ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল, ৭ সেপ্টেম্বর।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২৭৭ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ২৯ ধারার পর ও ৩০ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

২৯ ক। [ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের ২৪ জুনের ১৩৬১ নং বিজ্ঞাপন—১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের ২৬ নং সরকুলর অর্ডর]—প্রার্থকদের নিজ ব্যবহারের জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সকল যে নকল দেন, তৎসম্বন্ধে আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১ তফসীলের ৬, ৭ ও ৯ প্রকরণমতে যে রসুম দিতে হয়, উক্ত আইনের ৩৫ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সেই রসুম দিতে হইবে না বলিয়া আজ্ঞা করিলেন।

উক্ত বিজ্ঞাপনমতে প্রদত্ত নকল কোন আদালতে দাখিল করা, সেখানে বা লিপিবদ্ধ করা গেলে বা কোন রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, ঐ নকলের উপর যে মাসুল ধার্য্য থাকে তাহা হইতে যে উহা মুক্ত হইবে, এরূপ বিজ্ঞাপন ক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ ফেব্রুয়ারি।]

ফৌজদারী।

৯ নম্বর সরকুলার অর্ডর। ১৮৮১ সাল। ৭ সেপ্টেম্বর।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ১০৭ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ২০ ধারার (গ) প্রকরণের পর ও ২১ ধারার পূর্ব্বে, নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

(ঘ) [ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের ২৪ জুনের ১৩৬১ নং বিজ্ঞাপন—১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের ৯ নং সরকুলার অর্ডর] —প্রার্থকদের নিজ ব্যবহারের জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সকল যে নকল দেন, তৎসম্বন্ধে আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১ তফসীলের ৬, ৭ ও ৯ প্রকরণমতে যে রসুম দিতে হয়, উক্ত আইনের ৩৫ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সেই রসুম দিতে হইবে না বলিয়া আজ্ঞা করিলেন।

(ঙ) উক্ত বিজ্ঞাপনমতে প্রদত্ত নকল কোন আদালতে দাখিল করা, দেখান, বা লিপিবদ্ধ করা গেলে, বা কোন রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, ঐ নকলের উপর যে মাসুল ধার্য্য থাকে, তাহা হইতে যে উহা মুক্ত হইবে, এই বিজ্ঞাপন ক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

ফৌজদারী।

১০ নম্বর বিধি। ১৮৮১ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ৩ পৃষ্ঠায় ১ অধ্যায়ের ৪ ধারার পর নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে।

(খ) [যে কোর্ট ফী আদায় হয় তাহার বিস্তারিত দৈনিক রেজিষ্টর—১৮৮১ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের ১০ নং বিধি] কোর্ট ফী ইষ্টাম্পের উপরিলিখিত দৈনিক সংক্ষিপ্ত রেজিষ্টরে যে ২ কথা লেখা যায় তাহা যাহাতে শুদ্ধ হয় তন্নিমিত্ত এতৎ সংযুক্ত পাঠে বিস্তারিত দৈনিক রেজিষ্টর রাখিতে হইবে, এবং ইহা প্রস্তুত করিবার নিম্নলিখিত আদেশ পালন করিতে হইবে।

দলীলের ক্রমিক নম্বর।	পরওয়ানার ফী।		সার্টিফিকেটের ফী [illegible]	১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১ তফসীলের ১ অবধি ১ পর্য্যন্ত প্রকরণমতে যত টাকা আদায় হয়।	১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে [illegible] টাকা আদায় হয়।	২ তফসীলমতে যত টাকা আদায় হয়।	মোট।	মন্তব্য।
	[illegible] ফী	অন্য ফী।						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	

আদেশ।

সংলিপ্ত প্রতিলিপি ভিন্ন কোর্ট ফী ইষ্টাম্প যুক্ত যে প্রত্যেক দলীল দাখিল করা হয়, বিস্তারিতরূপে তাহার বিবরণ প্র[illegible]ব করা এই রেজিষ্টরের উদ্দেশ্য। যে আদালত বা কার্য্যালয় হইতে সংলিপ্ত প্রতিলিপি দেওয়া যায় উহার ইষ্টাম্পের কথা সেই আদালতের বা কার্য্যালয়ের রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে। যে সময়ে ইষ্টাম্প প্রথমে রেখা দিয়া কাটা যায়, প্রদত্ত সংলিপ্ত প্রতিলিপি যুক্ত প্রত্যেক দলীলে ঠিক ইষ্টাম্পের নীচে ও এই রেজিষ্টরের ১ ঘরে ক্রমিক নম্বর লিখিতে হইবে, দলীল সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রকারের ফীর যত টাকা আদায় হয় অবশিষ্ট ঘরে তাহা লিখিতে হইবে। এই রেজিষ্টরে যাহা ২ লেখা যায় প্রতিদিন তাহার মোট করিতে হইবে, এবং ফল দৈনিক সংক্ষিপ্ত রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে

২। ১১৫ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ৩৮ ধারার (খ) প্রকরণে "আদায় হওয়া কোর্ট ফীর যে দৈনিক রেজিষ্টর রাখা যায় ঐ ফী সেই রেজিষ্টরে পৃথকরূপে লেখা যাইবে" এই ২ কথার পরিবর্ত্তে "আদায় হওয়া কোর্ট ফীর যে বিস্তারিত দৈনিক রেজিষ্টর থাকে, তাহার ৪ ঘরে ঐ ফী লিখিতে হইবে" এই ২ কথা দিতে হইবে।

৩। উক্ত ৩৮ ধারার (খ) প্রকরণের (১) ফুটনোটে "১ অধ্যায়, ৩ পৃষ্ঠা, ৪ ধারা দেখ" এই ২ কথার পরিবর্ত্তে "১ অধ্যায়, ৩ পৃষ্ঠা, ৪ ধারার (খ) প্রকরণ দেখ" এই ২ কথা দিতে হইবে।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M. A. and B. L. *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২১ ফেব্রুয়ারি।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২৮ মার্চ্চ।

সপ্তম খণ্ড।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর।

দেওয়ানী।

২৭ নম্বর সরকুলর অর্ডর।—১৮৮১ সাল ১৬ নবেম্বর।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩২২ পৃষ্ঠার ৫ অধ্যায়ের ৬৮ ধারার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।—

৬৯। [সবর্ডিনেট জজ বা মুন্সেফের ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিহ্নিত সিবিল কর্ম্মচারিদিগকে কাজ যোগাইবার আদেশ।—১৮৮১ সালের ১৬ নবেম্বরের ২৭নং সরকুলর অর্ডর] (ক) শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদয় চিহ্নিত সিবিল কর্ম্মচারিদিগকে পাঁচবৎসর চাকরী করিবার পর মুন্সেফের ক্ষমতা এবং নয় বৎসর চাকরী করিবার পর বিচার সম্পর্কীয় শাখা মনোনীত করণে সবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা দিতে স্থির করায় (১), যে জিলায় ঐরূপ কোন কর্ম্মচারী থাকেন সেই জিলার ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব এরূপ উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে উক্ত কর্ম্মচারী প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করিয়া কিম্বা মহকুমায় থাকিলে প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারেন সর্ব্ব প্রকারের এরূপসংখ্যক মোকদ্দমা তাঁহাকে যোগাইয়া দেওয়া হয়।

(খ) মোকদ্দমা যোগাইবার কার্য্য এরূপে নিয়মিত করিতে হইবে যে প্রত্যেকজন কর্ম্মচারী উপযুক্ত পরিমাণের কর্ম্ম পাইবেন, অথচ তাঁহার নথীর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া দেওয়ানী বিচারের নিয়মিত কার্য্য চলনের বিলম্ব না হয়।

(গ) মুনসেফের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী যে জিলায় অবস্থাপিত হন সেই জিলার সর্ব্বত্র তাঁহার বিচারাধিপত্য থাকিবে; কিন্তু যে মুন্সেফী এলাকার মধ্যে তাঁহার আদালতের অধিবেশন হয়, কেবল সেই মুন্সেফী সম্বন্ধীয় মোকদ্দমাই তাঁহার প্রতি অর্পিত হইবে। তাহা হইলে মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিদের অসুবিধা ও অতিরিক্ত খরচ হইবে না।

(ঘ) উপরিলিখিত চিহ্নিত সিবিল কর্ম্মচারিদের প্রত্যেকের কর্ম্মের কথা সাময়িক দেওয়ানী বর্ণনাপত্রে তাঁহার নামের পার্শ্বে স্বতন্ত্র করিয়া লিখিতে হইবে, এবং আবশ্যক হইলে বিশেষ কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে বিলম্বের কৈফিয়ত দিতে হইবে। বার্ষিক রিপোর্টে উক্ত কর্ম্মচারিদের কর্ম্মের বিশেষ উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঙ) বিশেষ আজ্ঞাপ্রাপ্ত না হইলে, সবর্ডিনেট জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিরা আপীলের বিচার করিবেন না।

---

(১) ১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটের পরিশিষ্টের ১৪১ পৃষ্ঠাস্থ ১৮৮১ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের নির্দ্ধারণ দেখ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

দেওয়ানী।

২৮ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ১৭ নবেম্বর।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩১৪-৩১৫ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৫২ ধারার (৩) প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

(৩) [১৮৮১ সালের ১৭ নবেম্বরের ২৮ নং সরকুলর অর্ডর]—আদালতসংলগ্ন বেতনভোগী এক বা অধিক জন পেয়াদার জিম্মায় নথী পাঠাইতে হইবে, এবং লইয়া যাইবার খরচ জিলার জজ সাহেবের নৈমিত্তিক খরচের টাকা হইতে দেওয়া যাইবে। জিলার প্রয়োজন ও যে নথী চালান করা যায় তাহার সংখ্যা অনুসারে লইয়া যাইবার উপায়ভেদ হইবে। যেরূপ পরামর্শসিদ্ধ হয়, মজুর বা নৌকা বা গরুর গাড়ী ব্যবহার করা যাইবে।

দেওয়ানী।

২৯ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ২৮ নবেম্বর।

দেওয়ানী বিধি ও অর্ডরের ৩০৭ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৪৯ ধারার (৭) প্রকরণের পর ও (৮) প্রকরণের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

(৭ ক) ফ্লাই লীফ অর্থাৎ সূচীপত্র নিম্নলিখিত পাঠের হইবে। নথী যে আমলার জিম্মায় থাকে তিনি তাহা মহাফেজখানায় পাঠাইবার পূর্ব্বে ৫, ৬ ও ৭ ঘর পূরণ করিবেন। জিলার জজ সাহেবের আফিসে নথী পঁহুছিলে মহাফেজ এই সকল ও অন্যান্য ঘরের লিখিত কথার সহিত নথী মিলাইয়া দেখিবেন, এবং যে কোন স্থলে ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করিবার বিধি ঠিক২ পালিত হয় নাই কিম্বা লেখা অন্যায় রকম হইয়াছে কিম্বা ইষ্টাম্প সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ অনিয়ম ঘটিয়াছে, সেই স্থলের কথা অবিলম্বে জিলার জজ সাহেবের গোচর করিবেন।

ফ্লাইলীফ বা সাধারণ সূচীপত্র।

অমুক জিলার অমুক আদালত।

১৮৮ সালের অমুক নম্বর।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক প্রতিবাদী।

কাগজের নম্বর।	দলীলের বা কাগজের ভাব।	কে দাখিল করিয়াছে।	যে তারিখে দাখিল করিয়াছে।	ইষ্টাম্পের মূল্য।			মন্তব্য।
				আবেদনপত্রে	বিচারের নথীর অন্যান্য কাগজে।	পরওয়ানার নথীতে।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ইষ্টাম্পের মোট মূল্য ... আবেদনপত্রে ...							
বিচারের নথীর অন্যান্য কাগজে ...							
পরওয়ানার নথীতে ...							

মিলাইয়া দেখা গেল ঠিক আছে।

১৮৮ সাল তাং

মহাফেজ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

ফৌজদারী।

১১ নম্বর বিধি।০ ১৮৮১ সাল ১২ ডিসেম্বর।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ১৩ পৃষ্ঠার ২ অধ্যায়ের ২ ধারার (চ) প্রকরণের পর ও (ছ) প্রকরণের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে।

(চচ) বার্ষিক বর্ণনাপত্রগুলি ও বার্ষিক রিপোর্ট যথাসময়ে প্রেরিত হয় ইহাই হাই কোর্টের বিশেষ ইচ্ছা। যথাকালে জিলার কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সকল রিটর্ণ পাঠাইতে শিথিলতা করায় সর্ব্বদা যে অতিশয় বিলম্ব ও অসুবিধা ঘটে তৎ প্রযুক্ত, এবং কোন ২ জিলা হইতে ঠিক ২ অঙ্ক পরিণামে পাইবার পূর্ব্বে যে অনবধানতা ও অশুদ্ধতা নিমিত্ত বারম্বার লিখন পঠন করিতে হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত হাই কোর্ট ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছেন যে কোন কার্য্যকারক এই আজ্ঞা পালন না করিলে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে তীব্রদৃষ্টি হইবার নিমিত্ত তাঁহার নামে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করা যাইবে।

দেওয়ানী।

৩০ নম্বর বিধি। ১৮৮১ সাল ১২ ডিসেম্বর।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ১২৪ পৃষ্ঠায় ৩ অধ্যায়ের ১১৭ ধারার (চ) প্রকরণের পর ও (ছ) প্রকরণের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

(চচ) বার্ষিক বর্ণনাপত্র গুলি ও বার্ষিক রিপোর্ট যথাসময়ে প্রেরিত হয় ইহাই হাই কোর্টের বিশেষ ইচ্ছা। যথাকালে জিলার কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সকল রিটর্ণ পাঠাইতে শিথিলতা করায় তাহাতে সর্ব্বদা যে অতিশয় বিলম্ব ও অসুবিধা ঘটে তৎপ্রযুক্ত, এবং কোন ২ জিলা হইতে ঠিক ২ অঙ্ক পরিণামে পাইবার পূর্ব্বে যে অনবধানতা ও অশুদ্ধতা নিমিত্ত বারংবার লিখন পঠন করিতে হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত হাই কোর্ট ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছেন যে কোন কার্য্যকারক এই আজ্ঞা পালন না করিলে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে তীব্রদৃষ্টি হইবার নিমিত্ত তাঁহারনামে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করা যাইবে।

দেওয়ানী।

৩১ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ১৩ ডিসেম্বর।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ২৭১ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ২৯ক ধারার পর ও ৩০ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

২৯খ। [ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের ২০ অক্টোবরের ৩৬৮১ নং বিজ্ঞাপন, ১৮৮১ সালের ১৩ ডিসেম্বরের ৩১ নং সরকুলর অর্ডর।] দেওয়ানী আমানতী টাকা ২৫ টাকার অধিক না হইলে ঐ টাকা পাইবার আর্জী নিমিত্ত যে দরখাস্ত হয় তাহাতে আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ২ তফসীলের ১ প্রকরণের (খ) দফার দ্বিতীয় পদমতে যে ফী দিতে হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব উক্ত আইনের ৩৫ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সেই ফী না লইবার আজ্ঞা করিলেন।

দেওয়ানী।

৩২ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ২১ ডিসেম্বর।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ২৬৭ পৃষ্ঠায় ১৮ ধারার (চ) প্রকরণের ৪ পদের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

(চচ) [১৮৮১ সালের ২১ ডিসেম্বরের ৩২ নং সরকুলর অর্ডর] দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৯২ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আজ্ঞা করিলেন (৩) যে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন কাগোপলকে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে স্থানীয় অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ হইলে আদালত কমিশ্যন দিবার পূর্ব্বে ঐ কার্য্য নিমিত্ত যে ব্যক্তিবিশেষকে পাওয়া যাইতে পারিবে তৎসম্বন্ধে জিলার জজ সাহেবের আদেশ পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন এবং তিনি যে ব্যক্তির নাম করেন তদনুসারে কমিশ্যন দিবেন।

---

(৩) ১৮৮২ সালের ৫ অক্টোবরের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় ১৮৮১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞাপন দেখ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

দেওয়ানী।

১ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ৯ জানুয়ারি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২৯৬ পৃষ্ঠার ৫ অধ্যায়ের ৪৩ ধারার (ট) প্রকরণের পর ও ৪৪ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে।

জিলার জজ সাহেবদের কথা।

৪৩ A ধারা। [হাই কোর্টের অনুমতি না লইয়া জিলার জজ সাহেবেরা আপনাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের উপর কোন সরকুলর অর্ডর প্রচার করিবেন না—১৮৮২ সালের ৯ জানুয়ারির ১ নং সরকুলর অর্ডর।] জিলার জজ সাহেবেরা আপনাদের অধীনস্থ বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারকদের উপর সরকুলরের আকারে সাধারণ আজ্ঞা দিবেন না, এইটী সামান্য বিধি। তাঁহাদের জিলার বিচারসম্পর্কীয় কার্য্য সংক্রান্ত যদি এমত কোন বিষয় থাকে যাহার সম্বন্ধে তাঁহাদের বিবেচনায় তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীন আদালত সমূহের অবগতি ও উপদেশ নিমিত্ত কোন সাধারণ আজ্ঞা প্রচার করা আবশ্যক হয়, তবে হাই কোর্টের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত ও অনুমোদিত হইবার নিমিত্ত তাঁহারা সেই আজ্ঞা পাঠাইয়া দিবেন। ঐরূপে দৃঢ়ীকৃত ও অনুমোদিত না হইলে কোন স্থলেই ঐ আজ্ঞা প্রচার করা যাইবে না।

দেওয়ানী।

২ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ১৬ জানুয়ারি।

হিসাব বিষয়ক বিধির ১৪ পৃষ্ঠার তুল্য দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৪৭ পৃষ্ঠার ৩ অধ্যায়ের ৩৭ ধারার পর ও ৩৮ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

৩৭ক। অধীন বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা নিয়মিত কালান্তর নথী প্রেরণ বিষয়ক হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে মোকদ্দমার নথী জিলার জজ সাহেবের মহাফেজখানায় পাঠান গিয়া থাকিলে, টাকা পাইবার দরখাস্ত জেলার জজ সাহেবের নিকট অথবা আমানতী টাকা যে আদালতে থাকে সেই আদালতে করা যাইতে পারিবে। শেষোক্ত স্থলে আধিপত্যকারী কার্য্যকারক ঐ দরখাস্ত জিলার জজ সাহেবের নিকট পাঠাইবেন এবং জজ সাহেবের মহাফেজ ঐ জজ সাহেবের কোড় স্বাক্ষরক্রমে দরখাস্তকারীর যে নির্দ্দিষ্ট টাকা প্রাপ্য আছে ইহার সর্টিফিকেট দিবেন। অধীন আদালত ঐ সর্টিফিকেট পাইলে ৩৭ ধারার বিধানমতে ঐ আদালতের প্রধান আমলার দত্ত সর্টিফিকেটের ন্যায় তাহা লইয়া কার্য্য করিবেন। যদি নিজ জেলার জজ সাহেবের নিকটই দরখাস্ত করা হয় তবে যে টাকার দাবী হয় তাহা কথিত প্রকারে আমানত আছে এবং দরখাস্তকারী তাহা পাইবার অধিকারী এইরূপ প্রবোধ জন্মিলে পর জজ সাহেব জিলার খাজাঞ্চীখানা হইতে টাকা দিবার আজ্ঞা করিবেন, এবং আমানতী রেজিষ্টরে যথাযোগ্য লিখন হইবার নিমিত্ত সেই কথা নিম্ন আদালতকেও জানাইবেন। জিলার জজ সাহেবের স্বাক্ষরক্রমে প্রত্যেক স্থলে রসীদেতেও টাকা দিবার কথা লিখিতে হইবে।

দেওয়ানী।

৩ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ৩০ জানুয়ারি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১৭ পৃষ্ঠার ১ অধ্যায়ের ৯ ধারার (ছ) প্রকরণের পর নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে।

(ছছ) [হয়দরাবাদ প্রভৃতিতে সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ নিমিত্ত কমিশনের কথা—১৮৮২ সালের ৩০ জানুয়ারির ৩ নং বিধি।] হয়দরাবাদের রেসিডেন্ট সাহেবের প্রচারিত নিম্নলিখিত সরকুলরে যে কার্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে হয়দরাবাদে ও সেকন্দরাবাদে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণার্থ কমিশ্যন পাঠাইতে হইলে সমুদয় দেওয়ানী বিচারকার্য্যসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরা সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।

১৮৮১ সালের ১২ নং বুক সরকুলর। হয়দরাবাদ রেসিডেন্সি, ১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর

বেরারের দেওয়ানী, ফৌজদারী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত দ্বারা হয়দরাবাদে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণার্থ যে কমিশ্যন দেওয়া যায় তৎসম্বন্ধে রীতি বিষয়ক সাম্য স্থাপনার্থ নিম্নলিখিত আদেশ অবগতি ও উপদেশ নিমিত্ত প্রচারিত হইল।

সামান্যতঃ এই সকল কমিশ্যন নিম্নলিখিত শিরোনামাক্রমে পাঠাইতে হইবে, যথা "প্রধান আসিষ্টান্ট রেসিডেন্ট সাহেব বা তিনি অন্য যে কার্য্যকারককে বা কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করেন তৎসমীপেষু"; এবং ঐ কমিশ্যনের সঙ্গে যে টাকা দিবার আজ্ঞা প্রেরিত হয় সেই আজ্ঞায় লিখিত থাকিবে যে তাহার টাকা প্রধান আসিষ্টান্ট রেসিডেন্ট সাহেবকে দিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঐ পদে থাকেন তাঁহার নাম দিতে হইবে না।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

সাধারণতঃ রেসিডেন্ট সাহেবের নামে কোন কমিশ্যন পাঠান যাইবে না এবং তাঁহাকে টাকা দিতে হইবে এরূপ কোন আজ্ঞাপত্র পাঠান যাইবে না।

রেসিডেন্সি আফিস দিয়া পাঠান না গেলে কোন কমিশ্যন নিজ নিজামের মন্ত্রি সাহেবের নিকট পাঠান যাইবে না।

কমিশ্যন ফেরত পাঠাইবার দূরবর্ত্তী দিন ধার্য্য করিতে হইবে এবং যে ২ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে তাহাদের নাম ঠিক ঠিকানা সমেত সম্পূর্ণরূপে দিতে হইবে। তাহারা যে রাস্তায় বা গলিতে বাস করে যতদূর সম্ভব তাহা নির্ণয় করিয়া লিখিতে হইবে।

সেকন্দরাবাদে (কোসেন সাগরে) কিম্বা বলরামে (আলোয়ালে) যে সাক্ষীরা বাস করে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণার্থ কমিশ্যন সকল স্থলে সেকন্দরাবাদ সেনানিবিশেষের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে ও বলরামের পোলীস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নামে যথাক্রমে পাঠাইতে হইবে এবং যে কার্য্যকারকের নামে কমিশ্যন পাঠান যায় তাঁহাকে দিতে হইবে বলিয়া টাকা দিবার আজ্ঞাও দেওয়া যাইবে।

প্রধান আসিষ্টান্ট রেসিডেন্ট সাহেবের নামে যে টাকা দিবার আজ্ঞা পাঠান যায় তাহার টাকা হয়দরাবাদে দেয় করিতে হইবে, সেকন্দরাবাদে নয়।

ফৌজদারী।

১ নম্বর সরক্যুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ৯ জানুয়ারি।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরক্যুলর অর্ডরের ১১২ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ২৯ ধারার পর ও ৩০ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

২৯ ক।—[আপীলে প্রথম দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করা গেলে, দ্বিতীয় দণ্ডের আজ্ঞা যে তারিখ হইতে ফলবৎ হইবে তাহা ধরিবার কথা—১৮৮১ সালের ৯ জানুয়ারির ১ নং সরক্যুলর অর্ডর] দুইটা ভিন্ন২ পরওয়ানাক্রমে যদি কোন কয়েদীকে জেলে সমর্পণ করা যায় এবং এক পরওয়ানার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডাজ্ঞার কাল অতীত হওনাবধি অন্য পরওয়ানার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডাজ্ঞা ফলবৎ হইবার নিয়ম থাকে, তবে প্রথম দণ্ডাজ্ঞা আপীলে অন্যথা হইলে প্রথম নামুণ দণ্ডাজ্ঞাক্রমে তাহাকে যে তারিখে জেলে সমর্পণ করা যায় সেই তারিখ অবধি ঐ দ্বিতীয় আজ্ঞা ফলবৎ হইতে আরম্ভ হইয়াছে অনুমান হইবে।

রাজস্ব বিষয়ক সরক্যুলর।

১৮৮১ সাল অক্টোবর মাস।

শ্রীযুত রেনলডস্ সাহেব।

---

৭ নম্বর।

কোর্টঅব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৫ ধারামতে কমিশনর সাহেব দিগের প্রতি অধিকতর বিশেষ২ ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কে বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে লিখনপঠন হইয়াছে তাহা বোর্ড তাঁহাদিগের অধীন রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারিদের অবগতির নিমিত্ত ১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাসের ৪ নম্বর সরক্যুলরের অনুক্রমে নিম্নে প্রকাশ করিলেন।

২। কোর্টঅব ওয়ার্ডস বিষয়ক বিধি পুস্তকে এই সকল ও অন্যান্য পরিবর্ত্তন সন্নিবেশ করিয়া ঐ পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন অনুমোদিত হইয়াছে তাহা প্রচলিত পুস্তকে গ্রহণ করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায়ে সংশোধন-সম্বলিত স্বতন্ত্র চিরকুট প্রচার করা যাইতেছে।

রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের প্রতি বঙ্গপ্রভৃতি প্রদেশের রেবিনিউ বোর্ডের একটিং সেক্রেটরী শ্রীযুত এচ. জে. এস, কটন সাহেবের ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখের ৫৪১ A নম্বর (কলিকাতা হইতে লিখিত) পত্র।

কোর্টঅব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৫ ধারায় এইরূপ বিধান হইয়াছিল যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতিক্রমে বোর্ড কমিশনর সাহেব দিগের প্রতি কোন২ বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। আপনার ১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাসের ১০ তারিখের ২৩১৩-৮২৯ L R নম্বর পত্রক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে ঐ পত্রের নির্দ্দিষ্ট কোন২ ক্ষমতা তদ্রূপে অর্পিত হইয়াছিল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

২। উক্ত আইনের কার্য্য চলন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে অন্যান্য ক্ষমতাও যে ক্রমে২ অর্পণযোগ্য বলিয়া বোধ হইবে আশা করা গিয়াছিল। এক্ষণে কার্য্যতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে অনেক ক্ষুদ্র২ বিষয় যাহা কমিশ্যনর সাহেবেরা অবাধে মীমাংসা করিতে পারেন তাহাও বোর্ডের পরামর্শ নিমিত্ত অর্পণ করা হইয়া থাকে। এই অনাবশ্যক লিখনপঠনজনিত শ্রম হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে কমিশ্যনর সাহেবদিগের প্রতি পূর্ব্বোক্ত আইনমতে অধিকতর কি২ ক্ষমতা অবাধে অর্পণ করা যাইতে পারে তাহা উল্লেখ করিবার নিমিত্ত বোর্ড সম্প্রতি তাঁহাদিগকে আদেশ করেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রদত্ত উত্তর প্রণিধান করিয়া এই বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য জ্ঞাপন করিতে আমাকে আদেশ করিলেন।

৩। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক বিধিপুস্তকের ৩ পরিচ্ছেদের ১২ ধারার বিধান এই যে, যাঁহারা পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তদ্ভিন্ন অন্য সকল কার্য্যাধ্যক্ষেরা কেবল বিশেষমতে অনুমোদিত পাথেয়ই পাইবেন। বোর্ড এই স্থলে "কমিশ্যনর সাহেব দিগের কর্ত্তৃক অনুমোদিত" এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাহেন।

৪। ৫ পরিচ্ছেদের ৯ ধারায় যে সকল প্রাপ্য টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা ক্ষমা করিবার কথা আছে। যেসকল স্থলে এইরূপ ক্ষমা করা যায় প্রার্থ্যতঃ তাহা বোর্ডে রিপোর্ট করা হইয়া থাকে; কিন্তু যে২ স্থলে তমাদি না ঘটিলেও ডিক্রীমত পাওনা টাকা ত্যাগ করা প্রয়োজন হইয়া উঠে সেই২ স্থলে রাজকর্ম্মের মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের পরামর্শ গৃহীত হয়। বোর্ড শ্রীযুক্ত আলেন সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহার মত এই যে এতদ্রূপ স্থলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। সাধারণতঃ প্রাপ্য টাকা ক্ষমাকরণ সম্বন্ধে বোর্ড গবর্ণমেণ্টের মহালে যেরূপ শাসন রাখেন তদপেক্ষা অধিকতর শাসন রাখিবার আবশ্যকতা দেখেন না। বোর্ডের বিধিপুস্তকের প্রথম বালামের ৬ অধ্যায়ের ১৩ পরিচ্ছেদের ৯ ধারায় দৃষ্ট হয় যে কালেক্টরের আফিসের পরিবর্ত্তনশীল তৌজীতে যে২ মহালের উল্লেখ থাকে তাহার অনাদায়যোগ্য খাজানা রেহাই দিবার পক্ষে কমিশ্যনর সাহেবের ক্ষমতাই যথেষ্ট। এইরূপ স্থল কেবল ১০ নম্বর রিটর্ণে উল্লেখ করিয়া বোর্ডে রিপোর্ট করা হইয়া থাকে। অতএব ৫ পরিচ্ছেদের প্রচলিত ৯ ধারার পরিবর্ত্তে বোর্ড নিম্নলিখিত ধারা দিবার প্রস্তাব করেন।—

"কমিশ্যনর সাহেবেরা বাকী খাজানা কি অন্য প্রাপ্য টাকার জন্য ডিক্রী থাকুক বা নাই থাকুক ঐ টাকা তমাদি হওন বশতঃ কি অন্য কারণে আদায় হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তাহা রেহাই দিয়া হিসাব হইতে খারিজকরণের অনুমোদন করিতে পারিবেন। যে২ স্থলে এইরূপ রেহাই দেওয়া যায় তাহার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা সম্বলিত একখানি বর্ণনাপত্র ৩১ নম্বর বাৎসরিক রিটর্ণের সহিত পাঠাইতে হইবে।"

৫। বিধিপুস্তকের ৬ পরিচ্ছেদে আনুমানিক আয়ব্যয়ের বর্ণনাপত্র সম্বন্ধে কথা আছে. ইহাতে বোর্ড বাজানুপালিতদিগের মহালের ব্যয় সম্বন্ধে সাধারণভাবে বিশেষ তত্ত্বাবধারণ করিতে পারেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস কোন মহালের তত্ত্বাবধারণভার গ্রহণ করিলে পর তত শীঘ্র সম্ভব ৫ অধ্যায়ের ৩ ধারামতে প্রত্যেক মহালের উপস্থিত বাৎসরিক আয় ও বাৎসরিক প্রস্তাবিত ব্যয়ের দফা২ করিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত সম্বলিত এক২ খানি বর্ণনপত্র পাঠান হইয়া থাকে। এই বর্ণনাপত্রের বোর্ডকর্ত্তৃক যথারীতি অনুমোদন হইলে ঐ পত্রের প্রত্যেক দফার নিম্নলিখিত নির্দ্দিষ্ট টাকা বৎসর২ ব্যয় করিবার ও ইহার নির্দ্দিষ্ট হিসাবে কমিশ্যন ও পাথেয় প্রভৃতি নৈমিত্তিক খরচাদি নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষমতা বলিয়া গণ্য হয়। প্রত্যেক দফার অধীন আনুমানিক আয় ব্যয় পত্রে যে সকল খরচের উল্লেখ থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাপত্র দ্বারা সমর্থিত হয়, এবং এই সকল খরচ ঐ বর্ণনাপত্রে যে২ দফা লেখা থাকে তন্নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক না হইলে বিনা আপত্তিতে অনুমোদিত হয়। আনুমানিক আয় ব্যয়পত্রের অন্তর্গত যে২ শীর্ষকের উক্ত বর্ণনাপত্রে উল্লেখ আছে ও যে২ শীর্ষকের নাই তাহার তালিকা ৬ পরিচ্ছেদের ৩ ধারায় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত বর্ণনাপত্রে যে২ শীর্ষকের উল্লেখ নাই তাহার নিম্নে লিখিত ব্যয় অনুমোদন পক্ষে ৫ ধারার বিধান বর্ত্তিয়া থাকে। ৭ ধারায় এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে যে, যে২ দফার লিখিত টাকা ব্যয় করিবার পূর্ব্বে বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা ব্যয়করণ পক্ষে রীতিমত স্পষ্ট অনুমতির অভাবে আনুমানিক আয় ব্যয় পত্রে তাহার উল্লেখ থাকাই যথেষ্ট ক্ষমতা নহে। যে২ দফার লিখিত ব্যয়করণ পক্ষে অগ্রেই বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া বিশেষমতে উল্লেখ হইয়া থাকে তাহা এই২।—অর্থাৎ যে সকল সাধারণ হিতকর কার্য্যে ২০০৲ টাকার অধিক ব্যয় হইবে তাহা ও বিশেষ শিরিস্তা নিয়োগ।

৬। বোর্ড এক্ষণে প্রস্তাব করিতে চাহেন যে যেস্থলে ব্যয়ের টাকা দফা২ করিয়া আনুমানিক আয়ব্যয়পত্রে ধরা হইয়াছে ও বোর্ড কর্ত্তৃক আনুমানিক আয় ব্যয় পত্র দৃষ্টে যথারীতি অনুমোদিত হইয়াছে তথায় যেন বোর্ডের পক্ষে কর্ম্মকারীস্বরূপ পরে আবার এই ব্যয় অনুমোদন করিবার প্রয়োজন না থাকে। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের এই ফল হইবে যে পূর্ব্বোক্ত আনুমানিক আয় ব্যয়ের বর্ণনাপত্রে যে সকল খরচের উল্লেখ নাই আনুমানিক আয় ব্যয়পত্রের সহিত তাহার এক২ খানি কৈফিয়ৎ দিতে হইবে. তাহা হইলে প্রত্যেক মহালের আনুমানিক আয় ব্যয় অনুমোদন করণ কালে বোর্ডের উপর অধিকতর দায়িত্ব পড়িবে। কিন্তু ইহাতে আর পরে পরামর্শ, জিজ্ঞাসা বা লিখনপঠনের প্রয়োজন

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

হইবে না। কার্য্যাধ্যক্ষ কি কালেক্টর যে ব্যয় করেন তাহা প্রত্যেক স্থলেই পূর্ব্বের ন্যায় কমিশ্যনর সাহেবের নিকট হইতে ক্ষমতা লইয়া করিতে হইবে। আনুমানিক আয় ব্যয়পত্রের পাঠ ওয়ার্ডস বিষয়ক বিধি পুস্তকে G চিহ্নিত ক্রোড়পত্রস্বরূপ সন্নিবেশ করা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব দেখিবেন যে ইহা সুদ্ধ সম্পূর্ণ নহে, ইহার সহিত আয় ব্যয়ের বর্ণনাপত্র সংযুক্ত থাকাতে বোর্ড ব্যয় বিষয়ে বিশেষ শাসন করিতে ও বিশেষতঃ ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৫ ধারা দ্বারা সংশোধিত কোর্টঅব ওয়ার্ডস বিষয়ক আইনের ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান অনুযায়ী উপযুক্তমতে যে কার্য্য হইতেছে তাহা ও পর্য্যালোচনা করিতে সক্ষম। অতএব বোর্ডের অনুরোধ যে কোর্টঅব ওয়ার্ডস বিষয়ক বিধি পুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ৫ ও ৭ ধারা রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারা সন্নিবেশ করা যায়।

"আয় ব্যয়ের বর্ণনাপত্রে যে২ দফার উল্লেখ নাই সেই২ দফাগত খরচ করিবার অনুমতি নিম্নলিখিতরূপে দেওয়া যাইবে।

১০। (২) রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের বিল উপস্থিত করা গেলেই টাকা দেওয়া যাইবে। এই বিষয়ে আর অনুমতির প্রয়োজন নাই।

১৩। (৩) পূর্ব্বে অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই।

১৫। (১ ও ২) দফা২ খরচের জন্য পূর্ব্বে অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই।

যেই২ শীর্ষকের উল্লেখ আয়ব্যয়ের বর্ণনাপত্রে নাই কিন্তু আনুমানিক আয়ব্যয়পত্রে আছে সেই২ শীর্ষক অনুযায়ি খরচ বোর্ড কর্ত্তৃক আনুমানিক আয়ব্যয় পত্র অনুমোদিত হইলেই কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি লইয়া করা যাইতে পারিবে।"

৭। বোর্ডের আরো অনুরোধ এই যে পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদের যে ৬ ধারায় নির্দ্দিষ্ট দফাভিন্ন বিশেষ২ দফার খরচের বিষয় বোর্ডের অনুমোদনের জন্য জানাইবার কথা আছে, তাহা রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারা দেওয়া যায়।—

"৬। যে সকল বিশেষ দফাগত খরচ আনুমানিক আয়ব্যয়পত্রের নির্দ্দিষ্ট কোন শীর্ষকের নিম্নে সন্নিবেশ করা যায় না কমিশ্যনর সাহেবেরা তাহা অনুমোদন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ঐ খরচ যেন কোন এক দফায় ২০০৲ টাকার অধিক না হয় ও আনুমানিক আয়ব্যয়ের উপর মোট যে টাকা বাঁচে তাহা হইতে দেওয়া যাইতে পারে। অন্য সকল স্থলে খরচ করিবার পূর্ব্বে বোর্ডের অনুমতি লওয়া আবশ্যক।"

ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মবিভাগে রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী সাহেবের প্রতি রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত সি. এস. বেলী সাহেবের ১৮৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২২ তারিখের কলিকাতা হইতে লিখিত ২২১৭ — ৯০৯ LR নম্বর পত্র।

কোর্টঅব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৫ ধারামতে অধিকতর বিশেষ ক্ষমতা কমিশ্যনর সাহেবদের প্রতি অর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে কোর্টঅব ওয়ার্ডস বিষয়ক বিধিপুস্তকের কএকটি সংশোধন প্রস্তাব করিয়া আপনি এই মাসের ১ তারিখে ৫৪১ A নম্বর যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে।

২। আপনার পত্রের প্রত্যুত্তরে আমি শ্রীযুক্ত লেফ্টেনেণ্টগবর্ণর সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য ও আদেশ আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি।

(১) ৩ পরিচ্ছেদের ১২ ধারার পরিবর্ত্তে বোর্ড যে সংশোধিত ধারা দিবার প্রস্তাব করেন তাহাতে এই কথা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত থাকা উচিত যে, যাঁহারা পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তদ্ভিন্ন অন্য সকল কার্য্যাধ্যক্ষদিগের পদের কমিশ্যনর সাহেবদিগের কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অনুমোদনীয়। কিন্তু তদ্রূপ অনুমোদনক্রমে যেন বিধিপুস্তকের ৫ পরিচ্ছেদের ৩ ধারার বর্ণিত কার্য্যনির্ব্বাহ সংক্রান্ত বর্ণনাপত্রের সীমা অতিক্রম করা না হয়।

(২) বোর্ড ৫ পরিচ্ছেদের ৯ ধারা, ৬ পরিচ্ছেদের ৫ ও ৭ ধারা ও ৯ পরিচ্ছেদের ৬ ধারা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন শ্রীযুক্ত লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিলেন।

---

৮ নম্বর।

রাজানুপালিতদিগের মহাল ও ক্রোকী মহাল বিষয়ক বোর্ডের ১৮৮০—৮১ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট অবলম্বনে গবর্ণমেণ্ট যে নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ করেন তৎপ্রতি বোর্ড রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত কর্ম্মচারিদিগকে ও মহালের কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে বিশেষরূপে মনোযোগ করিতে আদেশ করিলেন। বিশেষতঃ উক্ত নির্দ্ধারণ লিপির প্রথম, সপ্তম, নবম, একাদশ, ও ষোড়শ দফায়, যাহাতে যথাক্রমে সময়মত রিপোর্ট ও রিটর্ণ প্রেরণ, খাজানা ও কর আদায়, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দেওন, ও অপ্রাপ্তব্যবহারব্যক্তিদিগের শিক্ষা বিষয়ক কথা আছে, তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক।

২। সময়মত রিপোর্ট ও রিটর্ণ প্রেরণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ি কার্য্যকরণ ভিন্ন বোর্ডের একণে উপায়ান্তর নাই। রিটর্ণ প্রেরণ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিলম্ব হইলে, যে কর্ত্তৃপক্ষদিগের কার্য্যবশতঃ বিলম্ব হয় তাঁহারাই তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

৩। চলিতবৎসরে, খাজানা ও কর অধিক পরিমাণে আদায় করণার্থ বৎসরোনাস্তি যত্ন করিতে হইবে। বকেয়া বাকীর হিসাবও নিষ্পত্তি করা আবশ্যক। এইবিষয়ে গবর্ণমেন্টের প্রণীত নির্দ্ধারণ লিপির ৭ দফা হইতে নিম্নলিখিত কথা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

"যে সকল বাকী টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা ধরিয়া অনর্থক বৎসরং হিসাবের জেরবাড়া হইবার রীতি বোর্ড দূষণীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ও শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবও বোর্ডের এই মতের পোষকতা করেন। মহালের হিসাব নিষ্পত্তি করা ও স্বার্থযুক্ত সকল পক্ষের অর্থাৎ ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের স্বার্থে এইরূপ অলীক পাওনা হইতে মহালের হিসাবকে পরিষ্কার রাখা কার্য্যাধ্যক্ষের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রীযুত সার আসলী ইডেন সাহেবের আদেশ যে চলিতবৎসরে এই বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ দেওয়া যায়। প্রত্যেক কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি তাঁহার বাকী জের বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ও উত্তমরূপে বিবেচনার পর অনাদায় যোগ্য টাকা রেহাই দিবার নিমিত্তে প্রস্তাব করিবার জন্য আদেশ করা কর্ত্তব্য। ইহা করিলে যথার্থ আদায়যোগ্য টাকা আদায় করণ পক্ষে কিরূপ যত্ন হইতেছে তাহা অধিকতর সম্পূর্ণরূপে বিচার করা সম্ভব হইবে।"

৪। ভূমির রাজস্ব যে সময়মত দেওয়া আবশ্যক ইহা কালেক্টর সাহেব ও মহালের কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে পুনঃপুনঃ বুঝাই দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে বোর্ড গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ লিপির ১১ দফা হইতে নিম্নলিখিত কথা এইস্থলে উদ্ধৃত করিলেন।

"শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বোর্ডের নিম্নলিখিত কথা সম্পূর্ণরূপ অনুমোদন করিলেন।"

"গবর্ণমেন্টের রাজস্বের সমগ্র টাকা যে বৎসরে দেনা পড়ে সেই বৎসরের মধ্যেই দেওয়া আবশ্যক এই বিষয়ে বারম্বার আদেশ করা গিয়া থাকলেও মহালের কার্য্যাধ্যক্ষেরা যে বিষয়টীর গুরুত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, কোনমতেই বোর্ডের ইহা প্রতীত হইতেছে না। হিসাবে বাকী দেনা বলিয়া যতটাকা দেখান যায় বোর্ড তাহার অধিকাংশই বৎসরের মধ্যেই পরিশোধ না করিবার কোন যথার্থ কারণ দেখেন না। কোন ২ মহালের অবস্থা সচ্ছল ও যথেষ্ট নগদ টাকা থাকিতেও বাকী দেনা থাকিয়া যায়। এইরূপ স্থলে ঋণ শোধ করিবার বিলম্ব করণের কোন কারণ নাই। বৎসর শেষ হইবার পর বাকী টাকা দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা টাকা যথারীতি দেওয়া হইয়াছে কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষের হিসাবে তাহা লিখিয়া নিষ্পত্তি করা হয় নাই, অথবা পত্তনীদারে টাকা দিয়াছে পরে হিসাব নিষ্পত্তি হইবে, এইরূপ সকল কৈফিয়ত গ্রাহ্য হইতে পারে না। বৎসরের শেষদিন পর্য্যন্ত টাকা না দিয়া রাখিবার কোন কারণ নাই। পত্তনীদারদিগের প্রতি টাকা দিবার ভারার্পণ করিবার প্রয়োজন তাহা অপেক্ষাও অল্প। তাহাদিগের দ্বারা নিয়মমত কার্য্য হয় না। প্রচলিত আদেশে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি দায়িত্ববিশিষ্ট অপর ব্যক্তিকে বৎসরের মধ্যেই রাজস্বের সমুদয় টাকা দিতে হইবে, যাহাতে হিসাবে বাকী দেনা না থাকে। রাজস্ব দিবার টাকা ছিল না রাজস্ব না দিবার পক্ষে ইহাই একমাত্র সঙ্গত আপত্তি কিন্তু বঙ্গদেশের অন্তর্গত অতিঅল্প সংখ্যক মহাল সম্পর্কেই ন্যায্যরূপে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রচলিত বিধি সমূহ দৃঢ়তরভাবে পালন করিলে ও ত্রুটিস্থলে দণ্ডবিধান হইলে যে বাকীদেনার অনেক পরিশোধ হইয়া আইসে তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দেওন বিষয়ে গতবর্ষে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোর্ডের সাহেবেরা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। চলিত বৎসরে এই কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি হইলে তাঁহারা বিশেষ দণ্ডবিধান করিতে বিমুখ হইবেন না।"

৫। অপ্রাপ্তব্যবহার বালকদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব গবর্ণমেন্ট-নির্দ্ধারণের ১৬দফায় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন।

"রাজানুপালিতেরা যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবে তাহা স্থিরকরণ সম্বন্ধে রাজস্বের কর্ত্তৃপক্ষেরা এক্ষণে যথেষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিষয়ে কোন দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য বিধি পালন করিতে হইবে না, কিন্তু রাজানুপালিতদিগকে অন্তঃপুরের ও জমিদারী আমলাদিগের কুশিক্ষা হইতে দূরে রাখিয়া স্থানীয় উৎকৃষ্ট কোন স্কুল কি কালেজে বিদ্যাভ্যাস করাইতে হইবে। বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় পরিবার ভুক্ত না হইলেও বালকদিগের অর্থ সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে সমকক্ষতা না থাকিলে পরস্পর নিঃসম্পর্কীয় তিন চারিটী বালক এক বাটীতে বাস করে ইহা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্টগবর্ণর সাহেবের অভিপ্রেত নহে। তিনি অবগত হইয়াছেন কোন২ জিলার কর্ত্তৃপক্ষেরা এই প্রণালী অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু ইহা অনেক স্থলেই নাবালগের পরিবারদিগের অসুখকর হইয়া থাকে ও ইহাতে দরিদ্র বালকদিগকে আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর সম্পন্নাবস্থ সহচরদিগের সহিত সমান ভাবে থাকায় তুল্যব্যয়ভার বহন করিতে হয়। বোর্ডের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন পরস্পর নিঃসম্পর্কীয় পরিবার ভুক্ত নাবালগদিগকে একই বাটীতে, ও একই অভিভাবকের অধীনে রাখিতে হইবে না।"

---

৯ নম্বর।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখের ৭০৭ নম্বর নির্দ্ধারণ ক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে ১৮৭৯ সালের জুন মাসের ১ নম্বর সরকুলর এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল ও বোর্ডের বিধি পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠার ২ অধ্যায়ের ৮ পরিচ্ছেদের ১৩ ধারার পরিবর্ত্তে আমলা ও সামান্য কর্ম্মচারিদের পথ খরচ বিষয়ক নিম্নলিখিত সংশোধিত আজ্ঞা প্রকাশ করা যাইতেছে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

১৩। যে আমলারা ও নাম মা কর্ম্মচারিরা পথ খরচ পাইবার স্বত্ববান, রাজকার্য্যোপলক্ষে অথবা এক আফিস হইতে বদলী হইয়া অন্য আফিসে যাইবার উপলক্ষে তাঁহারা রেলপথে গমন করিলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত পথ খরচ অনুমোদন করিয়াছেন।

সিবিল কার্য্যকারকদের পেনশ্যন বিষয়ক বিধি পুস্তকের বিধিমতে যাঁহার উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্ম।—

প্রকারান্তরে তিনি দৈনিক বা মাসিক পাথেয় পাইবার স্বত্ববান হইলে তৎপরিবর্ত্তে সেই কর্ম্মচারির ইচ্ছামতে—

সেই কর্ম্মচারির মাসিক বেতন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার কম না হইলে, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি ভাড়া; কিম্বা যে স্থলে কেবল দুই শ্রেণী থাকে, উপরের শ্রেণীর গাড়ি ভাড়া। ঐ কর্ম্মচারির মাসিক বেতন ৫০৲ টাকার কম হইলে, কিন্তু ১০ টাকার কম না হইলে, মধ্য শ্রেণীর গাড়ি ভাড়া; কিন্তু তাঁহার যে ট্রেনে যাইবার প্রয়োজন হয়, সেই ট্রেনে মধ্য শ্রেণীর গাড়িতে স্থান পাওয়া না গেলে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি ভাড়া; কিম্বা যে স্থলে কেবল দুই শ্রেণী থাকে নিম্ন শ্রেণীর গাড়ি ভাড়া।

সিবিল কার্য্যকারকদের পেনশ্যন বিষয়ক বিধি পুস্তকের বিধিমতে যাঁহার নিম্নশ্রেণীর কর্ম্ম।

প্রকারান্তরে তিনি দৈনিক বা মাসিক যে পাথেয় পাইবার স্বত্ববান তদতিরিক্ত, যে ট্রেনে তাঁহার প্রতি যাইবার আজ্ঞা হয় সেই ট্রেনের নিম্ন শ্রেণীর গাড়ি ভাড়া তাহার নাম নিম্ন, তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণী যাহাই হউক।

১৩ক। কোন কর্ম্মচারির স্বীয় সদর মোকাম বা স্থায়ি তাম্বু হইতে এক বা কএক রাত্রির নিমিত্ত যদি তাঁহার চাকর ও মোট সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয়, তবে তিনি সামান্যতঃ যে ভাড়া পাইতে পারিতেন তাঁহার উপরিস্থ কার্য্যকারকের বিবেচনামতে তাহার দ্বিগুণ ভাড়া পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

১৩খ। উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ৪ দফার বিধানস্থল ভিন্ন দিন বা মাস হিসাবে পথ খরচ লইলে, রেল গাড়ির ভাড়া পাইতে পারিবেন না।

১৩গ। উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্ম্মচারির এক দিনেই যদি কতকদূর রেল পথে ও কতকদূর অন্যরূপে যাইবার প্রয়োজন হয়, কিম্বা অন্য যাত্রায় যাইতে কি ভ্রমণ করিতে রেল গাড়িতে যাত্রা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে তিনি যে পথ খরচ পাইবার স্বত্ববান হন তাহা ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত ১৩ ও ১৩ক প্রকরণমতে যত পাইবার স্বত্ববান সেই সমুদয়ের অনধিক বাস্তবিক তাঁহার যত পথ খরচ হইয়াছে তাহা তিনি রেল পথে যাইতে যত কাল লাগে সেই কালের দৈনিক বা মাসিক (চুক্তি) পাথেয় বলিয়া আপন উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছামতে ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

শ্রীযুত মাঙ্গলস্ ও রেনলড্‌স সাহেব।

১০ নম্বর।

করিম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখের নিম্নলিখিত ১৫০ নম্বর বিজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা সাধারণের অবগতির নিমিত্ত পুনঃবার প্রকাশ করা যাইতেছে। বোর্ডের অধীনস্থ কর্ত্তৃপক্ষেরা এই বিজ্ঞাপনোল্লিখিত আদেশাবলী সাবধানভাবে পালন করিবেন এই আজ্ঞা করা যাইতেছে।

"বিজ্ঞাপন।—সিবিল ও সামরিক উভয় বিভাগের কর্ম্মচারিদের হস্তে স্বীয় পদোপলক্ষে যে সমস্ত দলীল ও কাগজাদি আইসে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের ক্ষমতা বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণ ভ্রান্তসংস্কার আছে এইরূপ বোধ হওয়াতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইহা জ্ঞাপন করা বিহিত বোধ করিলেন যে তদ্রূপ দলীল ও কাগজাদি কেবল গবর্ণমেণ্টেরই সম্পত্তি ও গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অগ্রে না লইয়া তাহা কখনই সাধারণের নিকট কি তাহাদের মধ্য ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে না।

"যে কর্ম্মচারির অধিকারে তদ্রূপ দলীল ও কাগজাদি থাকে তিনি নিজ পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে ও রাজকার্য্যের হিতার্থেই কেবল বৈধরূপে তাহা ব্যবহার করিতে পারেন। দলীল ও কাগজাদি সম্পর্কে যে বিধি খাটে নিজ পদোপলক্ষে কোন কর্ম্মচারী কোন সংবাদ জানিতে পাইলে তৎসম্বন্ধেও সেই বিধি খাটিবে ইহাই বুঝিতে হইবে।"

২। বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১ বালামের ২০৪ পৃষ্ঠায় ৯ অধ্যায়ের ৫ পরিচ্ছেদের ১৫ ধারা স্বরূপ এই আজ্ঞা সন্নিবেশ করিতে হইবে।

শ্রীযুত আর, এল, মাঙ্গলস সাহেব বি, সি।

১১ নম্বর।

যে সকল জিলায় আফীম জন্মে সেই সকল জিলানিবাসি ব্যক্তিরা আফীম সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে অনেক স্থলেই বোর্ডের ১৮৭৮ সালের ৫ জুলাই তারিখের যে নির্দ্ধারনের একং খণ্ড প্রতি-

লিপি বোর্ডের ১৮৮০ সালের ১১ জুন তারিখের ৩৯৯·B নম্বর পত্রের সহিত কমিশ্যনর সাহেবদিগের নিকট পাঠান হইয়াছিল তাহার ১৬ দফায় নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বেহারের আফীমের এজেন্ট সাহেবের নিকট তদ্রূপ অপরাধের সংবাদ প্রেরণ করা হয় না, উক্ত সাহেব এইকথা বোর্ডের গোচর করিয়াছেন। অতএব জিলার কর্তৃপক্ষদিগের প্রতি আদেশ হইতেছে যে ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি তাহার কথনমতে আফীম উৎপাদক কোন জিলা নিবাসী হইয়া আফীম চুরী অপরাধে অপরাধী প্রমাণ হইলে তাঁহারা ঐ মোকদ্দমার রিপোর্টের প্রতিলিপি বোর্ডে প্রেরণ করিবার সময়ে ঐ রিপোর্টের আর এক খানি প্রতিলিপি বেহারের আফীমের এজেন্ট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কথা বলিলে ঐ কথার নকল ও ঐ মোকদ্দমায় যদি এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় যদ্দ্বারা যে সূত্র হইতে উক্ত আফীম অবৈধরূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহা প্রকাশ হওন পক্ষে সহায়তা হইতে পারে, তবে ঐ প্রমাণের নকলও তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে। যে সকল মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি (তাহার কথন মতে বেহার বাসী হইলে) অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কি অন্য কারণে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয় সে যে কারাগারে বদ্ধ থাকে তাহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ করিতে হইবে যে তিনি প্রত্যেক স্থলেই যেন উক্ত অপরাধিকে চিনিয়া লইয়া তাহার সম্বন্ধে আফীমের কর্তৃপক্ষদিগের কর্তৃক বিস্তারিত অনুসন্ধান হইতে পারে এই নিমিত্ত অবিলম্বে তাহাকে পাটনা জেলে প্রেরণ করেন।

১৮৮১ সাল নবেম্বর মাস।

মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

---

১ নম্বর।

করসম্পর্কীয় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৪৬ ধারার ২ প্রকরণের কার্য্য ও ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ৫ নম্বর সরকুলরের সহিত প্রেরিত বিধি সমূহের কার্য্য দর্শাইবার নিমিত্ত একখানি রিটর্ণের পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। করের পাওনা ও আদায় প্রভৃতির যে ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্র দেওয়া যায় উক্ত রিটর্ণ পূরণ করিয়া তাহার সহিত পাঠাইতে হইবে। কর সংক্রান্ত চলিত বৎসরের আরম্ভাবধি এই রিটর্ণ ফলবৎ হইবে। ঐ পাঠের কাগজ ষ্টেশনরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট হইতে লওয়া আবশ্যক।

১৮৩৯ সালের ১১ আইনমত কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ক বোর্ডের ১৩ নম্বর ত্রৈমাসিক রিটর্ণের ২য় টেবিল সম্বন্ধে ১৮৭৩ সালের মে মাসের ৪ নম্বর সরকুলরে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাপত্রের প্রতি খাটিবে।

১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৪৬ ধারার ২ প্রকরণক্রমে রেবিনিউ বোর্ডের প্রণীত বিধিমত লাখেরাজ মহালের করের স্বতন্ত্র হিসাবের ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্র।

শীর্ষক।	বিবরণ	এই তিন মাস।		এই তিন মাসের শেষপর্য্যন্ত মোট।	
		নম্বর	নূতন হিসাবমতে যে কর দেয়।	নম্বর	নূতন হিসাবমতে যে কর দেয়।
১	২	৩	৪	৫	৬
১	স্বতন্ত্র হিসাব খুলা গিয়াছে				
২	স্বতন্ত্র হিসাব শেষ হইয়াছে				
৩	এই তিন মাসের শেষে যে হিসাব খুলা আছে ...				
৪	যে প্রার্থনাপত্রের নিষ্পত্তি হয় নাই ...				

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

শ্রীযুক্ত আর, এল, মাঙ্গলস্ সাহেব, ভি, সি।

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত নিম্ন প্রদেশস্থ লবণ সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগের কর্ত্তৃক কার্য্যে নিযুক্ত কার্য্যকারকদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থে যে বিধিপুস্তক ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ৪ পৃষ্ঠার ২ পরিচ্ছেদের ৭ ধারায় নিম্নলিখিত কথা যোগ করিতে হইবে।—

সপ্তম পংক্তিতে "ঝুড়িতে" এই কথার পর "কি বাক্সতে" এইং কথা ও দ্বাদশ পংক্তিতে "ঝুড়িতে" এই কথার পর "কি বাক্সতে" এই কথা দিতে হইবে।

৩ নম্বর।

মুনিসিপালিটী কি উক্তরূপ গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অপর সমাজ কি কার্য্যকারক কর্ত্তৃক ২০ টাকার অধিক টাকার যে চেক দেওয়া যায় তাহাতে এক আনা মূল্যের রাজস্বের ইষ্টাম্প লাগাইয়া দিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কাহারোং একণ পর্য্যন্তও ভ্রান্তি আছে এবং গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারকের নামে কোন মুনিসিপল কি কোর্টঅব ওয়ার্ডস সংক্রান্ত চেক দেওয়া গেলে স্থানীয় কোনং খাজানাখানায় উক্তরূপ চেকে ইষ্টাম্প দিতে আদেশ না করিয়া সর্ব্বদাই তাহা ভাঙ্গাইয়া টাকা দেওয়া হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেব এই কথা বোর্ডের গোচর করিয়াছেন। অতএব বোর্ডের আদেশ এই যে রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারকেরা সুবিধা পাইলেই মুনিসিপালিটী, পথকর সম্পর্কীয় কমিটী ও কোর্টঅব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষ প্রভৃতির ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ১ তফসীলের ১৯ প্রকরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। এই প্রকরণমতে ২০ টাকার অধিক টাকার প্রত্যেক চেকে এক আনা ষ্টাম্প লাগাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

মাননীয় শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

৪ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৭৭ সালের মে মাসের ১ নম্বর সরকুলর অর্ডর রহিত করিয়া নিম্নলিখিত সরকুলর প্রচার করা যাইতেছে। ইহা ওয়ার্ডস বিষয়ক বিধিপুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় ৭ পরিচ্ছেদের ৭ ধারার পর সন্নিবেশ করিতে হইবে।

৭ক ধারা।—১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৪ ধারার দ্বারা সংশোধিত কোর্টঅব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ৪৮ ধারামতে রাজানুপালিত ব্যক্তির মহালের কার্য্যাধ্যক্ষ যে টাকা পান তাহা হইতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ভরণপোষণের ও মহলের কার্য্যাধ্যক্ষতার খরচ ও গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও খাজানা ও ঋণ জন্য খরচ ও উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য আবশ্যক খরচ দিলে পর, উদ্বর্ত্ত টাকা—

"রাজানুপালিত ব্যক্তির ভূমির ও সম্পত্তির উৎকর্ষ সাধনার্থে এবং সাধারণতঃ রাজানুপালিত ব্যক্তির ও তদীয় সম্পত্তির উপকারার্থে ব্যয় করা যাইতে পারিবে।"

"কিন্তু কোন এক বৎসর উক্তরূপ উৎকর্ষ সাধনার্থ ও উপকারার্থ যত টাকা ব্যয় করা যায়, তাহা পূর্ব্ব বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত যে সকল খরচ হয় তৎসমুদয় দিয়া বা দিবার বিধান করিয়া উক্ত বৎসরের হিসাবে যত উদ্বৃত্ত থাকে সেই উদ্বৃত্তের শতকরা দশ টাকার অধিক হইবে না, পরন্তু রাজানুপালিত ব্যক্তির বা তদীয় সম্পত্তির রক্ষার্থে বা লভ্যার্থে উক্ত শতকরা দশ টাকার অধিক ব্যয় করা কোর্টের ও শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মতে বাঞ্ছনীয় হইবে, সেই ব্যয় করা যাইতে পারিবে।"

৭খ ধারা।—রাজানুপালিত ব্যক্তিবয়োপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক কি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হইলেও তাঁহার মহাল তাঁহার সম্মতিক্রমে কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে থাকিলে, ঐ মহালের আয়ের উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উক্ত আইনের ৫৯ ধারাক্রমে বিশেষ বিধি প্রণীত হইয়াছে।

৭গ ধারা।—উৎকর্ষ সাধনার্থে যেং কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ইহা স্থির করণার্থে কার্য্যাধ্যক্ষ প্রত্যেক স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিশেষ আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

৭ম ধারা।—ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা আবশ্যক যে রাজানুপালিত ব্যক্তির মহাল পরীক্ষা ক্ষেত্রস্বরূপ ব্যবহার কিম্বা ঐ মহালের আয় যে কার্য্যের ফল অনিশ্চিত তদ্রূপ কোন কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে না। অতএব সার্ব্বদেশিকদিগের নিজ ধনবলে ঐ মহালে কেবল পরীক্ষার্থ কৃষি কার্য্য চলিতে দেওয়া উচিত নহে। প্রত্যুত: বুদ্ধিমান ও উন্নত সংস্কার বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী আপন সম্পত্তি সম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য করেন কার্য্যাধ্যক্ষেরাও তদ্রূপ বিজ্ঞানলব্ধ ফলপ্রয়োগ করিয়া ও উৎকর্ষসাধক উপায় সুপরীক্ষিত ও স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহা অবলম্বন করিয়া মহালের স্থ বিরূপ মূল্য বৃদ্ধি করণার্থে কার্য্য বিশেষ কি উৎকৃষ্টতর কৃষিপ্রণালী অনুসরণ করিবেন। সুতরাং কৃষিপ্রণালী, প্রধান কোন ফসল উৎপাদন, গবাদির পালন, কি কৃষিকার্য্যোপযোগী কোন যন্ত্রাদি প্রস্তুতকরণ সম্বন্ধে কোন উৎকৃষ্টতর উপায় সফলতা লাভ করিয়াছে প্রমাণ হইলে তাহা অবাধে রাজানুপালিত ব্যক্তির মহালে প্রচলিত করিয়া জনসাধারণের গোচর ও বোধগম্য করা যাইতে পারে। কিন্তু দেশমধ্যে কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে উৎকর্ষবিধায়ক উপায় প্রচলিত করণের ব্যয় ও দায়িত্ব এই সকল মহালের উপর নিক্ষেপ করা স্পষ্টতই বিচারসঙ্গত নহে। যে সকল কার্য্যে যুক্তিসঙ্গতরূপে সফলতা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না পরীক্ষার্থে তদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে না এইটিই নিয়ম হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সাধারণতঃ ইহাও দেখিতে হইবে যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে রাজানুপালিত ব্যক্তির আয়ের উদ্বৃত্ত টাকা ঐ মহালের আয়ের উৎকর্ষ ও বৃদ্ধি করণার্থে ব্যয় করিবার উপায় থাকিতে তাহা যেন অনর্থক জমা না হয়।

৭ম ধারা।—তদ্রূপ উদ্বৃত্ত টাকার যে অংশ সম্পত্তির উৎকর্ষসাধনে ব্যয় করা প্রয়োজন না হয় তাহা লইয়া ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৫০ ধারামতে ভূসম্পত্তি কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কি অন্য অনুমোদিত ও প্রতিভাব রূপ রক্ষিত সিকিউরিটী ক্রয় করা যাইতে পারিবে। সেই উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করণে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কোন দৃঢ় ও অলঙ্ঘনীয় বিধিক্রমে বদ্ধ থাকিবেন না। মহাল অতিবৃহৎ থাকা প্রযুক্ত তৎসম্পর্কীয় কার্য্য কষ্টে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এই কিম্বা অন্য কারণে ভূমিক্রয় করা যদি ইষ্ট বোধ না হয়, তবে উদ্বৃত্ত টাকাতে গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটী ক্রয় করা উচিত। পরন্তু মহাল অতিবৃহৎ না হইলে, তদন্তর্গত যেং পত্তনী তালুক প্রভৃতি অল্প খাজানায় বন্দোবস্ত করা হইয়াছে মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিলে, বা মহালের অন্তর্গত অপর ব্যক্তির যেং স্বত্ব থাকে তাহা ক্রয় করিলে, বা সীমা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল করণার্থে নিকটস্থ গ্রাম ক্রয় করিলে অনেকস্থলেই মহালের চিরকালীন উৎকর্ষসাধন হইতে পারিবে। অপিচ নূতন মহাল ক্রয়করণ দ্বারা রাজানুপালিত ব্যক্তির সামাজিক পদ ও অবস্থা প্রায়ই উৎকৃষ্টতর হওয়া ঘটিলে তাঁহার অনেক লাভ দর্শিতে পারিবে। এই বিষয়ে তাঁহাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের যুক্তিসঙ্গত কোন অভিপ্রায় থাকিলে তাহাও বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ভূমিক্রয় করিবার সুযোগ না থাকিলে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া সিকিউরিটী ক্রয় করিতে হইবে। রাজানুপালিত ব্যক্তি বয়োপ্রাপ্ত হইলে, যেন প্রজাদিগকে কষ্ট দিবার ও কোর্টের কার্য্যাধ্যক্ষতা কালের প্রণালী পরিবর্ত্তন করিবার তাঁহার প্রবৃত্তি না জন্মে এবং বর্ষা প্রভৃতি ঋতু ঘটিত কোন দুর্ঘটনা কিম্বা অন্য অলক্ষিত দাওয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার খালিসার বা মহালের কোন অংশ বিক্রয় করিবার আবশ্যকতা না হয়, বরং অন্যান্য ভূম্যধিকারিদিগের ন্যায় তিনি ঐ দুর্ঘটনা প্রভৃতি অতিক্রম করিতে সক্ষম হন, ইহার জন্য বয়োপ্রাপ্ত হইলেই যথেষ্ট নগদ টাকা তাঁহার হস্তগত হয় ইহা বাঞ্ছনীয়।

---

৫ নম্বর।

কোর্টঅবওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৫ ধারামতে কমিশ্যনর সাহেবদিগের প্রতি বিশেষ ক্ষমতা অর্পন বিষয়ক ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ৭ নম্বর সরকুলরের অনুক্রমে কমিশ্যনর সাহেবদিগের প্রতি কোর্টঅবওয়ার্ডসের ক্ষমতা অর্পণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিধি সমস্ত কার্য্যকারকদের উপদেশের নিমিত্তে প্রচার করা যাইতেছে।

“ক।—উক্ত আইনের ১৫ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রদত্ত অনুমতিক্রমে ও ১৮ ধারার শেষ ভাগের যে বিধান ক্রমে কোর্ট অবওয়ার্ডস রাজানুপালিত ব্যক্তির উপকার ও সম্পত্তির উৎকর্ষ সাধনার্থ তদ্রূপ অন্য যে সকল বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিবার বিবেচনামতে আদেশ করিতে পারেন, সেই বিধানোপলক্ষে বোর্ড কমিশ্যনর সাহেবদিগের প্রতি অস্থাবর সম্পত্তি ও জীবিত জন্তুর বিক্রয় অনুমোদন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

“খ।—আর ঐ ধারাক্রমে কমিশ্যনর সাহেবেরা উক্ত আইনের ৫২ ও ৫৩ ধারামতে কোর্টঅবওয়ার্ডসের ক্ষমতা পরিচালন করিবার ক্ষমতা পাইলেন অর্থাৎ বিশেষ কোন মোকদ্দমার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে রাজানুপালিত ব্যক্তির আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবক স্বরূপ মনোনীত কি নিযুক্ত করিবার ও রাজানুপালিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে খরচ ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকা দিবার নিষ্পত্তি হইলে সেই টাকা দেওন অনুমোদন করিবার ক্ষমতা পাইলেন।’

২। কোর্টঅবওয়ার্ডস বিষয়ক বিধিপুস্তকের যে সংশোধিত সংস্করণ প্রচার হইতেছে তাহাতে এই বিধিগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

১৮৮১ সাল ডিসেম্বর মাস।

মাননীয় শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব।

---

১ নম্বর।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী মহালের জমি শিকস্তী হইলে ১৮৪৭ সালের ৯ আইনের ৫ ধারামতে রাজস্ব কমাইয়া দিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত বোর্ডের যে চিঠীপত্র চলিয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃত কথাগুলি সাধারণের উপদেশার্থ প্রচার করা গেল।

১৮৮১ সালের ৩ জুন তারিখে রেবিনিউ বোর্ড গবর্ণমেণ্টে যে ৩৫৪ A নং পত্র লেখেন তাহা হইতে উদ্ধৃত কথা।

"১৩। বিপরীত যুক্তির অভাবে ডাম্পিয়র সাহেব বিবেচনা করেন যে ৫ ধারার প্রকৃত অর্থ কি তাহার সম্বন্ধে আইনের ৩ ধারায় আভ্যন্তরিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

"৫ ধারার যে নূতন নকশা দেখিয়া সদর জমা কম করিতে হইবে, সেই নূতন নকশা ৩ ধারার শেষের দিকের কথাক্রমে পূর্ব্ব জরীপ হওনের পর নদীর তীরস্থ ও সমুদ্রের তটস্থ ভূমির যেং রূপান্তর হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করণার্থ সময়েং নূতন জরীপ করিয়া তদনুসারে প্রস্তুত করাইতে হইবে। উক্ত দুই ধারা একত্র পাঠ করিয়া সহজ অর্থই এইরূপ বোধ হয় যে, ভূমির যে ক্ষতি হেতুক ৫ ধারার লিখিতমতে সদর জমা কম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে, সেই ক্ষতি পূর্ব্ব জরীপ হওনের পর সংঘটিত পরিবর্ত্তন হওয়া চাই। ১৮৪৭ সালের ৯ আইনমত প্রথম জরীপ হইবার পূর্ব্বে যে জমি শিকস্তী হইয়াছে উক্ত আইনমতে তৎসম্বন্ধে রাজস্ব কমাইবার দাওয়া করা যাইতে পারে না।

"১৪। এরূপ অর্থ করণ দ্বারা জমিদারদের প্রতি অবিচার বা কঠোর ব্যবহার হইবে না। বস্তুতঃ এরূপ অর্থ করিলেও আইনক্রমে তাঁহাদের প্রতি এরূপ একটি অধিকার প্রদত্ত হইতেছে যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তিক্রমে তাঁহাদের ছিল না, এবং যৎকালে ১৮৪৭ সালের উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হয় তৎকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনার ফলস্বরূপ তাঁহাদিগকে যে অনুগ্রহ দেখাইতেন উক্ত অধিকার তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক।

"১৫। বোর্ড ১৮৪৫ সালের ২০ আগস্টের ৩১৭ নং রিপোর্টে গবর্ণমেণ্টে লেখেন,—

"৭। নদীর আক্রমণ হেতুক ক্ষতি হইলে সেই কারণে জমিদারেরা দশসালা বন্দোবস্তের শর্ত্তক্রমে চিরস্থায়ী জমা কমাইবার দাওয়া করিতে স্বত্ববান্ নহেন। কিন্তু কোনং স্থলে নদীর আক্রমণ এইরূপ অধিক হয় যে তদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়া উঠে; এই নিমিত্ত অল্পকাল পরেই এরূপ স্থির করা হয় যে স্থানীয় তদন্ত করিয়া যে স্থলে এরূপ প্রমাণ হয় যে শিকস্তী দ্বারা কোন মহালের স্থিত এতদূর কমিয়া গিয়াছে যে যতদূর সতর্কতাসহকারে অবশিষ্টাংশের কার্য্য নির্ব্বাহ হউক না কেন তাহাতে সমুদয় মহালের বার্ষিক জমা দিবার উপযোগী টাকা জুটিবে না, সেই স্থলে রাজস্ব কম করিয়া দিবার অনুমতি হইবে।

"১৩। * * * * * * যে স্থলে অত্যন্ত সন্তোষজনকরূপ প্রমাণ আছে যে মহালের অবশিষ্টাংশের প্রকৃত স্থিত হইতে গবর্ণমেণ্টের দাওয়া শোধ করা যায় না সেই স্থল ভিন্ন শিকস্তী বলিয়া ন্যায্যতঃ নির্দ্ধারিত রাজস্ব কমাইবার দাওয়া করা যাইতে পারে না, ইহা অভ্রান্ত সাধারণ সিদ্ধান্তমতে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তির শর্ত্ত উপলক্ষে পূর্ব্বদর্শিত প্রকারে সকল সময়েই বিবেচিত হওয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ববাদিসম্মত অসুবিধা ছিল ও জমিদারদের তদ্বিপরীত ছিল এই ন্যায়সঙ্গত কারণ হইতেই নিঃসন্দেহ উক্ত নিয়মের উৎপত্তি হইয়াছে। তৎকালে এদেশের অর্দ্ধেকেরও অধিক জঙ্গল ও বনভূমি ছিল বলিয়া তাহার উপর কোন জমা ধার্য্য করা হয় নাই; এই নিমিত্ত ঐ চুক্তি জমিদারের পক্ষে বিশেষরূপ অনুকূল হইয়াছিল।

"১৬। উপরি লিখিত ১৩ প্রকরণে ৫ ধারার যে অর্থ করা গিয়াছে রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারকদের সেই অর্থ অবলম্বন করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে গবর্ণমেণ্ট যদি এইরূপ নিষ্পত্তি করেন, তবে যে মোকদ্দমা হইতে এই প্রশ্নার্পণ উত্থিত হইয়াছে সেই মোকদ্দমা উপলক্ষে ইহা নির্ণয় করিতে হইবে যে আইনের বহির্ভূত হলে ১৮৪৭ সালের পূর্ব্বে যে নিয়মানুসারে কার্য্য হইত সেই নিয়মানুসারে অনুগ্রহ করিয়া মহালের সদর জমা জমিদারদিগকে কম করিয়া দিবার এরূপ অনুমতি দেওয়া যাইবে কি না যাহাতে তাহাদের মহাল বাকী রাজস্বহেতুক নীলাম হইতে রক্ষা পায়।"

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

১৮৮১ সালের ৯ ডিসেম্বরের যে ২৭৪৩—১১০২ *LR* নং পত্র বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট রেবিনিউ বোর্ডে লেখেন সেই পত্রের নকল।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী কোন মহালের জমি শিকস্তী হইলে ১৮৪৭ সালের ৯ আইনের ৫ ধারামতে রাজস্ব কম করিয়া দিবার বিষয়ে শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল সাহেব এবং রাজকীয় মোকদ্দমার একটিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও প্রয়োজক সাহেব যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তৎসমেত গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থে আপনি যে গত ১১ অক্টোবর তারিখের ৬০৫ A নং পত্র লিখিয়াছেন তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

২। ১৮৪৭ সালের ৯ আইনমত প্রথম জরীপ হইবার পূর্ব্বে যে জমি শিকস্তী হইয়াছে উক্ত আইনমতে তৎসম্বন্ধে রাজস্ব কমাইবার দাওয়া করা যাইতে পারে না, আপনাদের গত ৩ জুনের ৩৫৪ A নং পত্রের ১৩ প্রকরণে বর্ত্তমান বোর্ড এইরূপ যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন।

শ্রীযুত আর, এল, মাঙ্গল্‌স্‌ সাহেব বি, সি।

---

২ নম্বর।

এক আনা মূল্যের রেবেনিউ ইষ্টাম্প পাইবার পক্ষে সাধারণের অধিকতর সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত এবং ঐ ইষ্টাম্প ব্যবহার বিষয়ক আইন অনুসারে অধিকতর পরিমাণে কার্য্য হইবার উৎসাহদান নিমিত্ত বোর্ডের ইচ্ছা এই যে জিলার কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রত্যেক ইষ্টাম্প বিক্রেতাকে যথেষ্ট পরিমাণ এইরূপ ইষ্টাম্প বিক্রয়ার্থ রাখিতে আদেশ দিবেন। এইরূপ ইষ্টাম্প রাখা ইষ্টাম্প বিক্রেতার লাইসেন্সের একটি নিয়ম হইবে এবং প্রত্যেক জিলায় ইষ্টাম্প বিভাগের কর্ত্তার প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর দেখিবেন যেন এই নিয়ম সমুদয় ইষ্টাম্প বিক্রেতারা যথাযথ রূপে পালন করে।

---

৩ নম্বর।

ছোটং নিমকের মোকদ্দমায় পুরস্কার দিতে অনিশ্চয়তা ও বিলম্ব যাহাতে না হয় তন্নিমিত্ত যে সকল মাজিষ্ট্রেটেরা ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৫, ১৬ বা ১৯ ধারাক্রমে বেআইনীমতে নিমক পোক্তানী করিবার, রাখিবার, বা চালান করিবার মোকদ্দমার বিচার করেন তাঁহাদের প্রতি এতদ্দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তাঁহারা যে বা যে যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ সপ্রমাণ করিতে সাহায্য করিয়াছে সেই বা সেই সেই ব্যক্তিকে পুরস্কার দিতে পারিবেন। ঐ পুরস্কার কোন স্থলে বিশ টাকার অধিক হইবে না এবং যত টাকা অর্থদণ্ড হয় ও যত মালের মত আনুমানিক মূল্য হয় এই উভয়ের সমষ্টির অধিক হইবে না। যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার বিচার করেন তাঁহার স্বাক্ষরিত আজ্ঞাপত্রক্রমে ঐ পুরস্কারের টাকা নিমকের পুরস্কারের তহবিলে খরচ লিখিয়া সদর বা মফস্বল দিগের মজকুমার খাজানাখানা হইতে অবিলম্বে দেওয়া যাইবে, যে অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা হইতে বা বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে নগদ দেওয়া যাইবে না। অর্থদণ্ডের ও বিক্রয়ের টাকা পাওয়া গেলে প্রচলিত রীতিমতে খাজানাখানায় জমা দেওয়া যাইবে। এই বিধি সামান্য ব্যক্তিদিগকে ও নিমকের কর্ম্মচারিদিগকে পুরস্কার দিবার সম্বন্ধেই বর্ত্তে, পুলীস কর্ম্মচারিদিগকে পুরস্কার দিবার সম্বন্ধে বর্ত্তে না। পোলীস কর্ম্মচারিদিগকে যে পুরস্কার দিতে হয় তাহা প্রচলিত রীতিমতে কালেক্টর সাহেব নিরূপণ করিবেন এবং আর যাহারা পুরস্কার হইবে ১৮৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বোর্ডের ২ নং সরকুলর অর্ডারের আদেশমতে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যেরূপ মাসিক বিল প্রস্তুত করেন সেইরূপ বিল করিয়া বিলি করিবার নিমিত্ত পুরস্কারের টাকা তাঁহার হস্তে দেওয়া যাইবে। এই আজ্ঞার মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা পড়ে তাহার নদী লবণ বিষয়ক পুস্তকের ৫ পরিচ্ছেদের ১১ ধারার আদেশমতে এখনও কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে; এবং যদি কালেক্টর সাহেব অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন তবে তিনি তাহা প্রচলিত রীতিমতে আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত কমিশ্যনর সাহেবের নিকট অর্পণ করিবেন (৬ ও ৭ ধারা দেখ)। এই আজ্ঞানুসারে যে মাজিষ্ট্রেটেরা পুরস্কার দেন তাঁহারা সাবধান হইয়া দেখিবেন যে প্রত্যেক স্থলে টাকা দিবার আজ্ঞা টাকাপ্রাপনীয় ব্যক্তিকে দেওয়া হয় ও সেই ব্যক্তি আদালত হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে খাজানাখানায় টাকা পাইবার নিমিত্ত ঐ আজ্ঞাপত্র দেয় তাহাকে এরূপ আদেশ দেওয়া হয়।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L. *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ মার্চ্চ।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ৪ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলার।

১৮৮২ সাল জানুয়ারি মাস।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব সি, আই, ই,।

১ নম্বর।

পার্শ্বলিখিত হাই কোর্টের বিচারের প্রতি সমুদয় রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যকারকদের ও রাজানুপালিত মহালের, কার্য্যাধ্যক্ষদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

চতুর সিংহ দিগর বনাম মকদলাল দিগর. ই, ল, রি, ৭ বালাম ৬ খণ্ড ৭১০ পৃষ্ঠা।

এই মোকদ্দমায় এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে পাট্টা বিনা যে রায়ত জমি ভোগ করে এবং পাট্টার মিয়াদ অতীত হইলে পর ভূম্যধিকারীর সম্মতিক্রমে যে জমি ভোগ করে এই উভয়ের অবস্থায় আইনগত কোন প্রভেদ নাই। নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের পাট্টা ক্রমে যে রায়ত ভোগ করে ঐ নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ গত হইলে পর বিনা নোটিসে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি ঐ পাট্টার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হইলে পর ঐ রায়তকে দখলীকার থাকিতে দেওয়া হয়, তবে উঠিয়া যাইবার যুক্তিসিদ্ধ নোটিস না দিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। এরূপ স্থলে যদি ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ে একত্রে অথবা তন্মধ্যে কেহ কোন বিশেষ কার্য্য না করেন, প্রত্যেক বৎসরের শেষে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ শেষ হয় না।

২ নম্বর।

বোর্ডের বিধি পুস্তকের ৩০৫ পৃষ্ঠায় ১৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ১প্রকরণে ভূমির রাজস্ব দিবার শেষ দিনের যে তালিকা সংযুক্ত আছে তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে :—

সমুদয় মহাল সম্বন্ধে।

দার্জ্জিলিঙ্গ... { ১২ জানুয়ারি। ২৮ জুন।

শ্রীযুত আর, এল, মাঙ্গলস সাহেব বি, সি।

৩ নম্বর।

ভিন্ন২ শ্রেণীর প্রাপ্ত টাকা উপযুক্তরূপে জমা দেওয়া বিষয়ে রাজস্বসম্পর্কীয় বা কার্য্যবিভাগসম্পর্কীয় কর্তৃপক্ষেরা যেরূপ শাসন রাখেন তৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট যে অনুসন্ধান লন তৎসংসৃষ্টে বোর্ড জানিতে পারিয়াছেন যে কোর্ট ফী ইষ্টাম্পের সহিত যে সাদা কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহার বিক্রয়ের টাকা জমা দেওয়া বিষয়ে এক্ষণে যেরূপ শাসন রাখা হয় তাহা সামান্যতঃ যথোপযুক্ত নহে। এই কাগজ বিক্রয় সম্বন্ধে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জিলা হইতে কোন রিটর্ণ পান না। সুতরাং ঐ বিক্রয় সম্বন্ধে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে কোন শাসন করিবার উপায় নাই। এই নিমিত্ত জিলার কর্তৃপক্ষদের প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে ইষ্টাম্প সম্বন্ধে যেরূপ শাসন ও তত্ত্বাবধান আছে তাঁহারা এই কাগজ সম্বন্ধে সেইরূপ শাসন ও তত্ত্বাবধান করিবেন এবং D চিহ্নিত পাঠে তাঁহারা ইষ্টাম্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট যে মাসিক হিসাব পাঠান তাহাতে আবশ্যক বিশেষ বিবরণ লিখিবেন। জিলার কর্তৃপক্ষদের প্রতি আরো আজ্ঞা করা যাইতেছে যে আপনাদের কাগজ কলম প্রভৃতির ইণ্ডেণ্টের মধ্যে না ধরিয়া এই কাগজের নিমিত্ত ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট স্বতন্ত্র ইণ্ডেণ্ট পাঠাইবেন।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব সি, আই, ই।

৪ নম্বর।

বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১ বালামের ১৩ অধ্যায়ের ৬ পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে ;—

২৯৪ পৃষ্ঠার ৬ ধারার পার্শ্বে ৩ ও ৪ দফার মধ্যে "৩ ক—সর্টিফিকেট কার্য্যপ্রণালীর কার্য্যচলন" এই কথা দিতে হইবে। ঐ ধারায় "ব্যাখ্যা করিতে হইবে" এই কথার পর "১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে সর্টিফিকেট কার্য্যপ্রণালীর কার্য্যচলন যতদূর সম্ভব ব্যাখ্যা করিতে হইবে।"

সর্টিফিকেট লেখা গিয়াছে কেবল এই কথা জানিলেই সামান্যতঃ টাকা আদায় হয় কি না কিম্বা তাহা জারী করিয়া প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তি বিক্রয় না করা পর্য্যন্ত টাকা আদায় বন্ধ থাকে কি না ইহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।

৫ নম্বর।

বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১৬২ ও ১৬৩ পৃষ্ঠায় মহালের খতিয়ানের বা জমিদারী হিসাবের যে পাঠ প্রকাশ করা গিয়াছে তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত পাঠ দিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৪ আপ্রিল।]

পাওনা। ২০০ নং পরগনা কুমার প্রতাপ কিসমত অন্দর কেল্লা। আদায়।

	পাওনা। রাজস্ব।	পাওনা। মালিকানা বা স্বত্ব বশেষে পোলীস সংক্রান্ত রাজস্ব।	প্রত্যেক কিস্তির মোট।	টাকা দিবার শেষ দিন।	পাইবার তারিখ।	চালানের নম্বর।	বকেয়া ও অগ্রিম আদায়ের ও ছাড়িয়া দিবার বিশেষ বিবরণ।	এইং বাবদ এত টাকা আদায় হইল। রাজস্ব।	এইং বাবদ এত টাকা আদায় হইল। মালিকানা বা স্বত্ব বিশেষে পোলীস সংক্রান্ত রাজস্ব।	প্রত্যেক কিস্তির মোট।
	টাকা	টাকা।	টাকা					টাকা।	টাকা	টাকা।
				*			অগ্রিম আদায়ের বাকী ক্রমে ...	...	...	
১৮৭৯।৮০ সালের প্রাপ্যবাকী	২০০৲	৩০৲	২৩০৲		২০ আপ্রিল।	১০	আদায় ক্রমে	৬০০৲	...	
মার্চ বা চৈত্র কিস্তি	১০০০৲				১৩ মে।	২১	ঐ	২০০৲	...	
আপ্রিল বা বৈশাখ	২০০৲				২ জুন।	৩০	১৮৭৯—৮০ সালের বাকী আদায় ক্রমে...	১০০৲	৩০৲	
মে বা জ্যৈষ্ঠ	১০০৲				২৬ জুন।	৪৮	হাল আদায়	৫০০৲	...	
			১৩০০৲	২৮ জুন।						১,৫৩০৲
জুন বা আষাঢ়	১০০৲	.			২ জুলাই।	১৩	হাল আদায় ...	৫০৲	...	
জুলাই বা শ্রাবণ	১০০৲	...			৪ আগষ্ট।	১৮	ঐ	১০০৲	...	
আগষ্ট বা ভাদ্র	১০০৲	..			২২ সেপ্টেম্বর।	৫১	ঐ	১৫০৲	...	
			৩০০৲	২৮ সেপ্টেম্বর।						৩০০৲
সেপ্টেম্বর বা আশ্বিন	২০০৲	.			৩ অক্টোবর।	৫৫	হাল আদায়	১৫০৲	...	
অক্টোবর বা কার্ত্তিক	২০০৲	.			৪ নবেম্বর	৬০	ঐ	১০০৲	...	
নবেম্বর বা অগ্রহায়ণ	৩০০৲	...			১০ জানুয়ারি।	৭৮	ঐ	৪৫০৲	...	
			৭০০৲	১২ জানুয়ারি।						৭০০৲
ডিসেম্বর বা পৌষ	৫০৲	...	...	...	২২ জানুয়ারি।	৯৮	হাল আদায়	৪০০৲	...	
জানুয়ারি বা মাঘ	১০০০৲	...	...	...	৩ ফেব্রুয়ারি।	১০০	ঐ	৭০০৲	...	
ফেব্রুয়ারি বা ফাল্গুন	১০০০৲			...	২৫ মার্চ।	১২০	ঐ	১৪০০৲	...	
			২৫০০৲	২৮ মার্চ।			মার্চ মাসের অগ্রিম আদায়... ...	৩০০৲	...	
			৫০৩০৲							২,৮০০৲
অগ্রিম আদায়		...	৩০০৲							
মোট			৫৩৩০৲				মোট	...	..	৫,৩৩০৲

দাওয়ার মর্ম্মাত্মকপত্র।

কিস্তি।	হাল।		বাকী।		বতকালের বাকী।
	রাজস্ব।	মালিকানা বা স্থলবিশেষে পোলীস সংক্রান্ত রাজস্ব।	রাজস্ব।	মালিকানা বা স্থলবিশেষে পোলীস সংক্রান্ত রাজস্ব।	
	টাকা।	টাকা।	টাকা।	টাকা।	

৬ নম্বর।

বোর্ডের পরিদর্শন বিষয়ক পুস্তিকায় নিম্নলিখিত সংশোধন গুলি করিতে হইবে :—

১৩ পৃষ্ঠা।—১৯ নং রেজিস্টর এই শীর্ষকের নিম্নে ৭ প্রশ্নে "৪ ধারা" এই কথার পরিবর্ত্তে "৫ ধারা" এই পাঠ করিতে হইবে।

১৭ পৃষ্ঠা।—৫৩ নং রেজিস্টর এই শীর্ষকের নিম্নে ৬ প্রশ্নটি উঠাইয়া দেওয়া গেল। বর্ত্তমান ৭ প্রশ্নটি ৬ অঙ্কযুক্ত করা গেল।

শ্রীযুত আর, এল, মাঙ্গলস সাহেব বি, সি।

---

৭ নম্বর।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের সহিত ১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির যে চুক্তি হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর সাধারণ পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের রেলওয়ে শাখায় গবর্ণমেণ্ট যে আজ্ঞা করিয়াছেন তৎক্রমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিমিত্ত যে ভূমি গৃহীত হয় তাহার টাকা ঐ গৃহীত ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব প্রথমতঃ দিবেন। ভূমি গ্রহণ বিষয়ক বিধির G চিহ্নিত পাঠের খরচের বিল এবং ভূমি গ্রহণার্থ কার্য্যানুষ্ঠানের শেষ রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা তৎপরে বোর্ডে পাঠাইতে হইবে। বোর্ড কার্য্যানুষ্ঠান অনুমোদন পূর্ব্বক বিলে নিয়মিতরূপে ক্রোড় স্বাক্ষর করিয়া তাহা কমিশ্যনর ও কালেক্টর সাহেবের নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তখন কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের কন্সল্টিং ইঞ্জিনিয়র সাহেবের দ্বারা তাহা উক্ত রেলওয়ের এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন। ঐ এজেন্ট সম্পর্কযুক্ত জিলার ইঞ্জিনিয়রকে কালেক্টর সাহেবকে ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিবার আজ্ঞা করিবেন।

২। এইরূপ কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন হওয়ায় ভূমি গ্রহণ বিষয়ক বিধির ১ পরিচ্ছেদের ৫৫ ধারার শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে :—

৮। গবর্ণমেণ্টের কন্সল্টিং ইঞ্জিনিয়র সাহেবের দ্বারা রেলওয়ের এজেন্টের নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের বিল কমিশ্যনর ও কালেক্টর সাহেবের নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে।

---

৮ নম্বর।

বঙ্গদেশের আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের স্থানে রিপোর্ট পাইয়া অবগত হওয়া গেল যে পবলিক ওর্কস্ডিপার্টমেণ্টে টেণ্ডর ও চুক্তির যে ইষ্টাম্পযুক্ত পাট ব্যবহৃত হয় এক্ষণে তাহার খুচরা বিক্রয়ের উপযুক্ত সুবিধা নাই। এই নিমিত্ত আবশ্যক হইলে তাহা পাইবার নিমিত্ত কন্ট্রাক্টরদের অনেক সময়ে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই অসুবিধা নিবারণার্থ বোর্ডের ইচ্ছা এই যে সদরে বা মহকুমার সদর স্থানে বা তন্নিকটে যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্প বিক্রেতাগণ থাকেন তাঁহাদিগকে খাজানাখানা হইতে ছাপা করা

ইষ্টাম্প কাগজের উপর একখণে যে হারে ডিস্কোন্ট দেওয়া যায় সেই হারে ডিস্কোন্ট পাইয়া এই সকল পাঠ ক্রয় করিতে এবং সাধারণের নিকট খুচরা বিক্রয় নিমিত্ত তাহা মৌজুদ রাখিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের সম্বন্ধে যে বিধি ও নিয়ম আছে সেই বিধির ও নিয়মের অধীনে এক্সৈজ ডিপুটি কালেক্টর সাহেবদের খাজাঞ্চী বা অন্য কার্য্যকারকেরা উক্ত পাঠ ক্রয় ও বিক্রয় করিতে চাহিলে তাঁহাদিগকেও লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারিবে।

---

৯ নম্বর।

বোর্ডের আবকারী বিধির ১৫ অধ্যায়ের ১৫ পরিচ্ছেদের ৯ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।—

৯। "১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৫ ধারামতে তাঁহাদের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া বোর্ড এই আজ্ঞা করিতেছেন যে চারি সেরের অধিক তাড়ী ও অমিশ্রিত পচুই ও আট সেরের অধিক জলমিশ্রিত পচুই বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতারা পরবর্ত্তী দুই ধারামতে বিশেষ অনুমতি পত্র পাইয়াছেন তাঁহারা যে বিক্রয় করেন তৎসম্বন্ধে এই নিষেধ খাটিবে না।"

---

১০ নম্বর।

সাধারণের অবগতি নিমিত্ত জানান যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা ক্রমে উড়িষ্যা খণ্ডের জিলা গুলি ছাড়া নিম্ন বঙ্গ প্রদেশের সমুদয় জিলায় ১৮৮২ সালের ১ আপ্রিল অবধি গাঁজার উপর নিম্নলিখিত মাসুল লওয়া যাইবে। উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তমান হার চলিবে।

			টাকা
চেপ্টা গাঁজা	...	...	... ৪॥০
গোল গাঁজা	...	...	... ৫৲
চুর গাঁজা	...	...	... ৫৲

২। এতদ্দ্বারা যে সংবাদ দেওয়া গেল তদ্দ্বারা কেহ অন্যায় লাভ না করিতে পারে এই নিমিত্ত জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে আদেশ করা যাইতেছে যে আগামী আপ্রিল মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে অনিয়মিত ও অনাবশ্যকরূপ অধিক পরিমাণের গাঁজার নিমিত্ত আবকারী বিধির ১৭ পরিচ্ছেদের ৩০ ধারার ৩৪ নং পাঠে ও ১৭ পরিচ্ছেদের ৩৭ ধারার ৩৬ নং পাঠে তাঁহারা ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করিবেন।

১৮৮২ সাল ফেব্রুয়ারি মাস।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব সি, আই, ই।

১ নম্বর।

বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১ বালামের ৩০ পৃষ্ঠায় ২ অধ্যায়ের ৩ পরিচ্ছেদের ৩ ধারার শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে :—

নিয়মিত ব্যবসায়ীদের সহিত প্রকৃত পক্ষে যে সকল কারবার হয় উপরিলিখিত বিধি তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

শ্রীযুত আর, এল, মাঙ্গলস সাহেব বি, সি।

২ নম্বর।

নিম্ন বঙ্গপ্রদেশের লবণসম্পর্কীয় কার্য্য বিভাগের কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত কার্য্যকারকদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ বিধির ৫ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে :—

৮ক।—১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৫ ধারা ও ১৬ অবধি ১৯ পর্য্যন্ত ধারা অনুসারে যে মাজিষ্ট্রেটেরা বেআইনীমতে লিমক পোপ্তান করিবার, নিকটে রাখিবার বা চালান করিবার মোকদ্দমার বিচার করেন তাঁহাদের প্রতি এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে, যে বা যে২ ব্যক্তির সাহায্যে অপরাধির অপরাধ নির্ণয় হয় তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে, যে লবণ ধৃত হয় তাহার আনুমানিক মূল্যের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের টাকার অনধিক পুরস্কার দিতে পারিবেন। ঐ পুরস্কার কোন স্থলে ২০ টাকার অধিক হইবে না। অর্থদণ্ডের আদায়ী টাকা কিম্বা বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে ঐ পুরস্কারের টাকা দিতে হইবে না। যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার করেন তাঁহার স্বাক্ষরিত আজ্ঞাপত্রক্রমে ঐ টাকা সদর কিম্বা স্থল বিশেষে মহকুমার খাজানাখানা হইতে অবিলম্বে দিতে হইবে। অর্থদণ্ডের ও বিক্রয়োৎপন্ন টাকা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ আদায় হইলে প্রচলিত রীতিক্রমে খাজানাখানায় জমা দেওয়া যাইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৪ আপ্রিল।]

৮খ।—সামান্য কোন ব্যক্তিকে ও মাদুলচুরি নিবারণার্থ কর্মচারীদিগকে পুরস্কার দিবার সম্বন্ধে কেবল উপরিলিখিত বিধি বর্ত্তে; পোলীসের কর্ম্মচারিদিগকে পুরস্কার দিবার সম্বন্ধে বর্ত্তে না। পোলীসের কর্ম্মচারিদিগকে যে পুরস্কার দিতে হয় কালেক্টর সাহেব প্রচলিত রীতিক্রমে তাহা নিরূপণ করিবেন এবং আবকারী পুরস্কার যেরূপে দেওয়া যায় সেইরূপে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের প্রস্তুত মাসিক বিল ক্রমে তাহা বিতরণার্থ উক্ত সাহেবকে দেওয়া যাইবে।

৮গ।—উপরিলিখিত বিধির মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা পড়ে তাহার নথী এখনও ১১ ধারার আদেশমতে কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং তিনি যদি আর অধিক পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন তবে কমিশনর সাহেবের আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত প্রচলিত রীতিক্রমে ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন (৬ ও ৭ ধারা দেখ)। যে মাজিষ্ট্রেটেরা এই সকল ধারামতে পুরস্কার দেন তাঁহারা সাবধান হইয়া দেখিবেন যে টাকাপ্রাপণীয় ব্যক্তিকে প্রত্যেক স্থলে টাকা দিবার আজ্ঞা এরূপ আদেশসহ দেওয়া হয় যে তিনি আদালত হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে টাকা পাইবার নিমিত্ত তাহা খাজানাখানায় দেন।

---

৩ নম্বর।

কোন কালেক্টর সাহেব ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৭ ধারার (খ)-প্রকরণমতে দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, যে ব্যক্তির স্থানে ইষ্টাম্পের মাসুল ও দণ্ড পাওনা হয় সাবধানে তাঁহাকে নোটিস দিবেন। যে সময়ের মধ্যে ঐ মাসুল ও দণ্ড দিতে হইবে ঐ নোটিসে যুক্তিমত সেই সময় অবধারিত করিয়া দিবেন। যে২ স্থলে ঐ ব্যক্তির সাক্ষাতে কিম্বা তাহার নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের সাক্ষাতে ঐ আজ্ঞা করা না যায় সেই২ স্থলেই এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

২। অবধারিত সময়ের মধ্যে কিংবা কালেক্টর সাহেব আর অধিক সময় দিলে সেই সময়ের মধ্যে উক্ত পাওনা টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত আইনের ৬১ ধারামতে অপরাধীর নামে অভিযোগ করিবার আজ্ঞা দেওয়া সামান্যতঃ কালেক্টর সাহেবের পক্ষে বিহিত হইবে।

---

৪ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের ২ নং ও ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ৬ নং সরকুলার অর্ডরে যে ২১ C নং ষাণ্মাসিক রিটর্ণের পাঠের উল্লেখ আছে তাহাতে নিম্নলিখিত ঘর যোগ করা গেল।—

"২৩ নং রিটর্ণে মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর;।"

২। নূতন ঘর রিটর্ণের বর্ত্তমান ১ ঘরের পূর্ব্বে দিতে হইবে। জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে আদেশ করা যাইতেছে যে ভবিষ্যতে রিটর্ণ পাঠাইবার সময়ে তাঁহারা যেন এইকথা মনে রাখেন।

---

৫ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৬৯ ধারার বিধান উপলক্ষে জিলার কর্ত্তৃপক্ষদের প্রতি বোর্ড এই ক্ষমতা দিতেছেন যে ইষ্টাম্প আইনমত কোন অপরাধ সম্বন্ধে তাঁহারা যে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকেন তাঁহাদের বিবেচনায় যথোচিত ও যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকিলে তাঁহারা সেই অভিযোগ উঠাইয়া লইতে ও অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবেন।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B. L. *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১১ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর।

---

৪ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ৩ ফেব্রুয়ারি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩২১ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৬৩ ধারার (ঙ) প্রকরণের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে :—

(চ) [১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির ৪ নং সরকুলর অর্ডর।—বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরা অসুস্থতার ছুটীর প্রার্থনা করিলে কর্ম্ম উপলক্ষে আপন ২ কর্ম্ম স্থলে থাকিতে হওয়া প্রযুক্ত তাঁহারা পূর্ব্বর বন্ধের সময়ে ছুটী লইতে পারিয়াছেন কি না আপনাদের প্রার্থনাপত্রে এই কথা লিখিবেন (১)। কোন স্থলে কি প্রকারের ছুটী দিতে হইবে এরূপ সম্বাদ না পাইলে হাই কোর্ট তাহা স্থির করিতে পারেন না।

---

(১) সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির পঞ্চম সংস্করণের ৭২ ধারার ১ প্রকরণের মন্তব্য দেখ।

দেওয়ানী।

৫ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ৬ ফেব্রুয়ারি।

১। দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১৪১ অবধি ১৪৭ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় ৪ অধ্যায়ের ১৩ অবধি ১৬ পর্য্যন্ত ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাগুলি দিতে হইবে :—

১৩। [হাই কোর্টের অধীন আদালতে উকীল ও মোক্তারদের যোগ্যতা ও গ্রহণ ও সর্টিফিকেট প্রভৃতি বিষয়ক বিধি (১)।—১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারার (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) প্রকরণ দেখ। ১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির ৫ নং বিধি।]

১। সাধারণ।

(১) এতদ্বিষয়ক পূর্ব্বর বিধি রহিত করিয়া বঙ্গদেশস্থ ফোর্টউইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্ট ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারামতে নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন; এই বিধি প্রকাশ করণের তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে। কিন্তু বিধির ৩, ৪, ৫, ও ৬ ধারার আদেশমত যোগ্যতা সম্বন্ধে ১৮৮২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ১৮৭৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখের বিধি প্রবল থাকিবে।

(২) এই বিধির মধ্যে অতঃপর যে পরীক্ষকদের কথা লিখিত হইল বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ৩৭ ধারার বিধানমতে যাঁহাদিগকে পরীক্ষক বলিয়া নিযুক্ত করেন তাঁহারাই সেই পরীক্ষক হইবেন।

---

(১) ১৮৮২ সালের ১৮ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৬২ অবধি ৬৬ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় ও ১৮৮২ সালের ২৮ জানুয়ারির আসাম গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৬৭ অবধি ৭০ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(৯) তাহা হইলে পরীক্ষকেরা জিলার জজ সাহেবের রিপোর্ট সহিত প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তাঁহার আবশ্যক যোগ্যতা আছে কি না তাহা স্থির করিবেন। পরীক্ষার্থীকে যোগ্য বলিয়া দেখা গেলে পরীক্ষকেরা তাঁহার নাম, পিতার নাম, বয়স, ও বাস স্থান ও অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ যে ব্যক্তিরা পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তিদের রেজিষ্টরে লেখাইবেন।

(১০) রেজিষ্টরের উদ্ধৃত কথা পরীক্ষার্থীকে দিবার নিমিত্ত জিলার জজ সাহেবের নিকট পাঠান যাইবে এবং পরীক্ষার্থী অমুক স্থানে যে আগামী পরীক্ষা হইবে তাহাতে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইলেন সেই সঙ্গে এই মর্ম্মের নিদ্দেশপত্র থাকিবে। জজ সাহেব ঐরূপ উদ্ধৃত কথা পাইবার নোটিস আপনার আদালত ঘরে লাগাইয়া দিবেন এবং পরীক্ষার্থীরা প্রার্থনা করিলে ঐ উদ্ধৃত কথা তাঁহাদিগকে দিবেন।

এই ধারা ও ৮ ধারামতে কার্য্য করিবার সময়ে জিলার জজ সাহেব পরীক্ষকদের সভাপতির বা সেক্রেটরীর দ্বারা পরীক্ষকদের স্থানে যে আদেশ প্রাপ্ত হন তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

(১১) পরীক্ষার তারিখের পূর্ব্বে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী ২০ ধারার নির্দিষ্ট ফীর অবশিষ্টাংশ গবর্ণমেণ্টের কোন খাজানাখানায় দিবেন ও সেই সময় ঐ খাজানাখানার অধ্যক্ষ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারীকে ৯ ধারামতে রেজিষ্টরের যে উদ্ধৃত কথা পাইয়াছেন তাহা দিবেন এবং ঐ ফী পাইবার খাজানাখানার রসীদ তৎপৃষ্ঠে লেখা যাইবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিষ্টরের উদ্ধৃত কথা খাজানাখানার ঐরূপ পৃষ্ঠে লেখা রসীদ সমেত পরীক্ষকদের নিকট উপস্থিত করিবেন।

৫।—গ্রাহ্য হওন বিষয়ক বিধি।

(১২) কোনব্যক্তি এই বিধিমতে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম করণার্থ গ্রাহ্য হইতে চাহিলে তিনি সামান্যতঃ যে জিলায় কর্ম্ম করিতে চাহেন সেই জিলার গবর্ণমেণ্টের খাজানাখানায় ২০ ধারার নির্দিষ্ট ফী দিবেন এবং পরীক্ষকদের সর্টিফিকেট বা আপনার উপাধিপত্র ও উক্ত ফীর রসীদ এবং তাঁহার প্রথম কর্ম্ম করিবার সর্টিফিকেটের আবশ্যক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ উপস্থিত করিলে তিনি ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১ ও ২ তফসীলের নির্দিষ্ট যে শ্রেণীর আদালতে কর্ম্ম করিতে চাহেন তাহা লিখিয়া গ্রাহ্য হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(১৩) দরখাস্তকারী সামান্যতঃ যে জিলায় কর্ম্ম করিতে চাহেন তিনি সেই জিলার জজ সাহেবের নিকট ঐ দরখাস্ত ও ১২ ধারার আদেশমত সর্টিফিকেট ও রসীদ ও ইষ্টাম্প কাগজ দিবেন। জজ সাহেব সে বিষয়ে যে কথা লেখা উচিত বোধ করেন সেই কথা লিখিয়া হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট ঐ দরখাস্ত ও সর্টিফিকেট প্রভৃতি পাঠাইবেন।

(১৪) ঐ দরখাস্ত যে জজ সাহেবের নিকট পাঠান যায় দরখাস্তকারী কর্ম্ম করণার্থ গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে অন্যূন ছয় সপ্তাহ থাকিতে সেই জজ সাহেবের আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে এবং হাই কোর্টে ঐ দরখাস্তকারীর নাম ও নিবাস ও তাঁহার পিতার নাম ও নিবাস লিখিয়া লটকাইয়া রাখা যাইবে।

(১৫) কোন স্থলে দরখাস্তকারী ভদ্রলোক ইহার প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ হইলে হাই কোর্ট প্রমাণ দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৬।—সর্টিফিকেটের কথা।

(১৬) দরখাস্তকারী হাই কোর্টে গ্রাহ্য হইলে হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রার সাহেব উপযুক্ত রেজিষ্টরে তাঁহার নাম লেখাইবেন এবং ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার আদেশমত সর্টিফিকেট তাঁহাকে দিবেন। ঐ সর্টিফিকেটে যেং আদালতের এবং উকীল হইলে যেং রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যালয়ের উল্লেখ থাকে তথায় চলিত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(১৭) রেজিষ্টরে ঐ সর্টিফিকেটের যে নম্বর থাকে ঐ সর্টিফিকেট সেই নম্বরযুক্ত হইবে। রেজিষ্ট্রার সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন এবং দরখাস্তকারীকে দিবার নিমিত্ত তাহা জিলার জজ সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

(১৮) কোন উকীল বা মোক্তার ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারামতে আপনার সর্টিফিকেট নূতন করিয়া লইবার প্রার্থনা করিতে পারিলে তিনি জিলার জজ সাহেবের আদালতে বা সর্টিফিকেট নূতন করিয়া দিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কর্তৃপক্ষের আদালতে যদি সামান্যতঃ কর্ম্ম না করেন তবে তিনি যে আদালতে সামান্যতঃ কর্ম্ম করেন সেই আদালতের বিচারপতির স্থানে চরিত্র বিষয়ক সর্টিফিকেট লইয়া আপন দরখাস্তের সহিত দাখিল করিবেন। মুন্সেফ সবর্ডিনেট জজ বা ছোট আদালতের জজ জিলার জজ সাহেবের নিকট সর্টিফিকেট নূতন করিয়া লইবার দরখাস্ত পাঠাইতে পারিবেন।

(১৯) পূর্ব্ব সর্টিফিকেটে যে বৃত্তান্ত লেখা ছিল নূতন সর্টিফিকেটে কেবল সেইং বৃত্তান্ত ও সর্টিফিকেট নূতন করিয়া লইবার কথা ও তারিখ লেখা থাকিবে।

৭।—ফীর কথা।

(২০) পরীক্ষার পূর্ব্বে ও নাম লেখাইবার দরখাস্তে যে ফী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

		উকীল।	মোক্তার।
পরীক্ষার পূর্ব্বে	...	৩০৲	১৫৲
গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে	...	২৫৲	১০৲

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ আপ্রিল।]

৮।—[illegible] কথা।

(২১) যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে উকীল বা মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার ও নাম লেখাইবার অধিকার হয় কোন ব্যক্তি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সময়াবধি এক বৎসর পর্য্যন্ত উক্তরূপে গ্রাহ্য হইবার ও নাম লেখাইবার দরখাস্ত না করিলে গ্রাহ্য হইবেন না ও তাঁহার নাম লিখিয়া লওয়া যাইবে না; কিন্তু হাই কোর্ট বিশেষ আজ্ঞাক্রমে ঐ দরখাস্ত করিবার সময় বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিবেন।

(২২) কোন ব্যক্তি উকীল বা মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য হইলে ও তাঁহার নাম লিখিয়া লওয়া গেলে পর যদি সর্টিফিকেট লইতে উপেক্ষা করেন কিম্বা সর্টিফিকেট পাইলেও যদি তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহা নূতন করিয়া না লন তবে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করা যাইবে এবং হাই কোর্টের অন্য আজ্ঞা না হইলে তাঁহার সর্টিফিকেট পাইবার বা নূতন করিয়া সর্টিফিকেট লইবার অধিকার থাকিবে না।

(২৩) কোন ব্যক্তি উকীল বা মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার দরখাস্ত করিবার সময়ে যদি গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন পদে নিযুক্ত থাকেন কিম্বা বাণিজ্য বা অন্য কোন প্রকারের ব্যবসায় করেন তবে গ্রাহ্য হইবার দরখাস্তে সেই কথা লিখিবেন। তাহাতে হাই কোর্ট ঐ ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে কিম্বা অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

(২৪) কোন ব্যক্তি উকীল বা মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য হইলে পর গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন পদ গ্রহণ করিলে কিম্বা বাণিজ্য বা অন্য ব্যবসায়ে প্রবর্ত্ত হইলে তিনি হাই কোর্টে সেই বিষয়ের নোটিস দিবেন। তাহা হইলে উক্ত কোর্ট ঐ উকীল বা মোক্তারকে আপন কর্ম্ম হইতে সস্পেণ্ড করিতে কিম্বা অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

(২৫) কোন উকীল বা মোক্তার ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্বোক্ত কোন বিধি লঙ্ঘন করিলে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করা বা কর্ম্মচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

(২৬) মফঃসল আদালতে উকীল ও মোক্তারদের যোগ্যতা ও গ্রাহ্য করণ ও নাম লিখন বিষয়ে ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ৪ ধারামতে যে বিধি ১৮৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রণীত হয় তাহা বর্ত্তমান বিধির ১ ধারার কার্য্যস্থল ভিন্ন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৪।—[অধীন আদালতে যে সকল মোক্তারেরা কর্ম্ম করেন তাহাদের কর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ক বিধি।
১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১১ ধারা।—১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির ৫ নং বিধি।]

(১) নিম্ন আদালতে যে মোক্তারেরা কর্ম্ম করেন তাঁহাদের নিম্ন লিখিত কর্ম্ম ও ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য হইবে; অর্থাৎ,—

(১) আপন মওক্কেলের স্থানে উপদেশ লইবেন এবং তাঁহাকে চিঠীপত্র লিখিবেন।	
(২) আড্বোকেট, উকীল, প্লীডর বা আটর্ণী নিযুক্ত করিবেন ও তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন এবং আপনার মওক্কেলের মোকদ্দমার বিচার কালে আদালতে উপস্থিত থাকিবেন।	
(৩) নথী দেখিবেন ও তাহার নকল লইবেন।	
(৪) আবেদনপত্রের সহিত যে কোন দলীল থাকে তৎসমেত ঐ পত্র উপস্থিত করিবেন এবং উহা অগ্রাহ্য হইলে বা ফেরত দেওয়া গেলে ফিরিয়া লইবেন।	দেওয়ানী কার্য্য বিধির ৪৮, ৫০, ৫৭, ও ৫৯ ধারা।
(৫) আবেদনপত্রের সহিত যে সকল দলীল থাকে তাহার মর্ম্মাত্মক লিপি লিখিয়া আবেদনপত্রের সঙ্গে দিবেন এবং সাদা কাগজে আবেদনপত্রের বা স্থল বিশেষে সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের নকল দিবেন এবং বাদী যে দলীলের উপর সাক্ষ্য বলিয়া নির্ভর করেন সেই ২ দলীলের নির্ঘণ্টপত্র লিখিয়া দিবেন।	৫৮ ও ৫৯।
(৬) আপন মওক্কেলের দলীল উপস্থিত করিবেন ও তাহা অগ্রাহ্য হইলে বা ফেরত দেওয়া গেলে আবার ফিরিয়া লইবেন।	৯২, ৯৮, ১৩২, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪২ ও ১৪৪।
(৭) পরওয়ানার জন্য প্রার্থনা করিবেন ও তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা জারী করাইবার নিমিত্ত জারীকারী কার্য্যকারকের সহিত বা স্থল বিশেষে ছোট আদালতের সহিত লিখনপঠন প্রভৃতি করিবেন।	৬৪, ৯৯, ১০০, ৮৭, ও ৮৯।
(৮) বর্ণনাপত্র লিখিয়া উপস্থিত করিবেন এবং উহা অগ্রাহ্য হইলে বা ফেরত দেওয়া গেলে ফিরিয়া লইবেন।	১১০, ১১২, ও ১১৬।
(৯) আদালতের দ্বারা প্রশ্নপত্র দিবার নিমিত্ত দাখিল করিবেন ...	১২১।
(১০) আফিডেবিট দাখিল করিবেন	১২৯ ও সাধারণতঃ।
(১১) আদালতের দ্বারা জারী করণার্থ নোটিস দিবেন এবং আপনার মওক্কেলের পক্ষে ঐরূপ নোটিস লইবেন।	১৩০ ও সাধারণতঃ।
(১২) দেখিবার আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন এবং আপনার মওক্কেলের পক্ষে খাতা ও দলীল প্রভৃতি দেখিবেন।	১৩৩।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ আপ্রিল।]

(১৩) নথী আনাইবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবেন ...	১৩৭।
(১৪) দিনান্তর নিরূপণ হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন	১৪৬।
(১৫) সাক্ষীদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন ...	৫৯।
(১৬) ডিক্রীজারীর নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন এবং তদর্থে সম্পত্তির তালিকা, নির্দ্দিষ্টপত্র বা বর্ণনাপত্র দাখিল করিবেন।	২৩০, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ও ৩৬১০।
(১৭) ডিক্রীদারের পক্ষে ডাকিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন।	২৯৪।
(১৮) ডিক্রীমত খাতককে কারা হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন।	৩৪১।
(১৯) যে ব্যক্তি ঋণশোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণীত হইবার প্রার্থনা করেন তাঁহার পক্ষে প্রার্থনাপত্র দাখিল করিবেন।	৩৪৪।
(২০) নথীতে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের নাম লিখিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন।	৩৬৩, ৩৬৬, ৩৬৮।
(২১) বিশেষ ক্ষমতাপত্র উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার বা আপোষে মিটাইবার প্রার্থনা করিবেন।	৩৭৩।
(২২) সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত কিম্বা স্থানীয় তদন্ত করিবার বা হিসাব দেখিবার বা বিষয় বণ্টন করিবার নিমিত্ত ক্ষমতাপত্রের প্রার্থনা করিবেন।	৩৮৪, ৩৯২, ৩৯৪ ও ৩৯৬।
(২৩) পাপরস্বরূপ যে ব্যক্তি মোকদ্দমা করিতেছেন তাঁহার ঐরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন।	৪১৪।
(২৪) নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত করিবার প্রার্থনা করিবেন	৪৭৭।
(২৫) নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোকের প্রার্থনা করিবেন	৪৮৩।
(২৬) নিষেধ আজ্ঞার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন	৪৯২ ও ৪৯৩।
(২৭) বিশেষ ক্ষমতাপত্র উপস্থিত করিয়া সালীসীতে অর্পণ করণের আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিবেন।	৫০৬।
(২৮) আদালতের কোন মোকদ্দমায় যে সালীসেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা যে মীমাংসাপত্র করেন বা বিশেষ বিষয় ব্যক্ত করেন সালীসদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাহা দাখিল করিবার প্রার্থনা করিবেন।	৫১৬ ও ৫১৭।
(২৯) মীমাংসাপত্র সালীসদের নিকট ফেরত পাঠান হয় কিম্বা তাহা অসিদ্ধ করা হয় বিশেষ ক্ষমতাপত্র উপস্থিত করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবেন।	৫২২।
(৩০) দুই বা তদধিক ব্যক্তিদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকিলে তাহা সালীসীতে অর্পণ করা যায় বিশেষ ক্ষমতাপত্র উপস্থিত করিয়া এই মর্ম্মের নিয়মপত্র দাখিল করিবার প্রার্থনা করিবেন।	৫২৩।
(৩১) বিশেষ ক্ষমতাপত্র উপস্থিত করিয়া আদালতের হস্তক্ষেপকরণ বিনা মীমাংসাপত্র দাখিল করিবার প্রার্থনা করিবেন।	৫২৫।
(৩২) দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২৭ ও ৫২৮ ধারামতে যে নিয়মপত্র বা বিষয় লেখা যায় বিশেষ ক্ষমতাপত্র উপস্থিত করিয়া তাহা দাখিল করিবেন।	৫২৭, ৫২৮ ও ৫২৯।
(৩৩) কোন উকীল দ্বারা নিয়মিতরূপে স্বাক্ষরিত ও সর্টিফিকেটযুক্ত আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্র বা আপত্তির হেতুপত্র দাখিল করিবেন ও তাহা অগ্রাহ্য হইলে বা ফেরত দেওয়া গেলে ফিরিয়া লইবেন।	৫৪১, ৫৪৩, ও ৫৬১।
(৩৪) আদালতে টাকা দিবেন বা গচ্ছিত করিবেন এবং আদালত হইতে টাকা পাইলে তাহা লইয়া রসীদ দিবেন।	৬০, ১৬২, ২৫৭, ৩০১, ৩০৭, ৩৩১, ৩৭৬, ৩৭৯, ৬০২ ও সাধারণতঃ।
(৩৫) খাজানাবিষয়ক ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আ. ইনের ৩৭ ধারামতে জমি জরীপ করিবার স্বত্ব স্থাপনের প্রার্থনা করিবেন।	
(৩৬) খাজানা বিষয়ক আইনের ৩৮ ধারামত জমি জরীপ হইবার প্রার্থনা করিবেন।	
(৩৭) খাজানা বিষয়ক আইনের ৪৬ ধারামতে খাজানা আমানত করিবেন।	
(৩৮) উক্ত আইনমতে ডিক্রী জারী, ক্রোক ও নীলামের প্রার্থনা করিবেন (৭৫ ও ৭৮ ধারা দেখ)।	

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ আপ্রিল।]

(৩৯) ১৭৯৮ সালের ১ আইন বা ১৮০৬ সালের ১৭ আইনমতে বন্ধকী সম্পত্তির উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার বা টাকা আদায়ের করিবার প্রার্থনা করিবেন।

(৪০) নির্ব্বিবাদস্থলে ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন, ১৮৬১ সালের ৯ আইন বা ১৮৬০ সালের ২৭ আইনমতে সর্টিফিকেট পাইবার বা সর্টিফিকেট রহিত করিবার প্রার্থনা করিবেন।

(৪১) নির্ব্বিবাদস্থলে প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতাপত্র পাইবার প্রার্থনা করিবেন।

মন্তব্য।—কোন প্রকারের কোন দলীল স্বাক্ষরিত বা সত্যপাঠযুক্ত কিম্বা স্বাক্ষরিত ও সত্যপাঠযুক্ত করা আইনমতে আবশ্যক হইলে তাহা দাখিল বা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে নিয়মিতরূপে স্বাক্ষরিত বা সত্যপাঠযুক্ত কিম্বা স্বাক্ষরিত ও সত্যপাঠযুক্ত হয় ইহা মোক্তার দেখিবেন; এবং যে স্থলে আফিডেবিট বা প্রতিজ্ঞা বা সত্যপাঠযুক্ত বর্ণনাপত্রক্রমে কোন প্রার্থনা করিবার আদেশ থাকে সেই স্থলে ঐরূপে না করা গেলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

আপনার দরখাস্তের মর্ম্ম বা ফলবলা ভিন্ন অন্য স্থলে কোন মোক্তার আদালতে বক্তৃতা করিতে পারিবেন না এবং আদালতের বিশেষ অনুমতি না পাইলে কোন আইন সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করিতে বা সাক্ষীদিগকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন না।

(২) কোন মোক্তার যে কোন মোকদ্দমায় নিযুক্ত থাকেন সেই বিশেষ মোকদ্দমায় তাঁহার নিয়োগ সংক্রান্ত কার্য্যোপলক্ষে ঐ মোকদ্দমার নথী যুক্তিসিদ্ধমতে দেখিতে পাইবেন।

(৩) কোন মোক্তার কোন আপীল বা অন্য বিষয়ে কোন মোকদ্দমাকারী ব্যক্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে, আদালতের ডিক্রী বা আজ্ঞা স্বাক্ষরিত হইবার পর নিম্নলিখিত পাঠে এবং মওক্কেল যে ভাষা বুঝেন সেই ভাষায় আপন মওক্কেলকে হিসাব দিতে বাধ্য হইবেন। ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার হাত দিয়া যে সকল টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে ঐ হিসাবে লেখা থাকিবে এবং আডভোকেট বা উকীলকে যে ফী দেওয়া যায় তাঁহার স্বাক্ষরিত তাহার রসীদ ঐ হিসাবের সঙ্গে দিতে হইবে।

অমুক অধীন আদালতের মোক্তার অমুকের সহিত অমুকের হিসাব।

জমা।		খরচ।	
	টাকা আনা পাই।		টাকা আনা পাই।
১৮৮ সাল। ১ জানুয়ারি। অগ্রিমদত্ত টাকা ...		১৮৮ সাল। জানুয়ারি। অমুক বিষয়ে খরচ (এই স্থলে বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইবে)। অমুক ২ কার্য্য নিমিত্ত (তিনি যে ২ বিশেষ কার্য্য করিয়াছেন এখানে লিখিতে হইবে) আমার ফী। অমুক ২ কার্য্যের নিমিত্ত অমুক আডবোকেট বা উকীলকে ফী দেওয়া হয়।	

১৫। (কলিকাতার ছোট আদালতে বিপক্ষের আডবোকেট প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন পক্ষের যে ফী দিতে হইবে তাহার বিধান করণার্থ বিধি[১]।—১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ২৭ ধারার (গ) প্রকরণ দেখ।—১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ৫ নং বিধি।)

(১) ছোট আদালতে বিপক্ষের যে আডবোকেট বা আটর্নি উপস্থিত হন, তাঁহার সম্বন্ধে যে ফী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিত প্রকারের হইবে।—

১।—৫০০৲ টাকার অনধিক মূল্যের ১৮৫০ সালের ৯ আইনমত মোকদ্দমায়;

আডবোকেট সম্বন্ধে ... ... ৫১৲ টাকার অনধিক ফী

আটর্নি সম্বন্ধে ... ... ৩৪ ঐ

২।—৫০০৲ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০৲ টাকার অনধিক মূল্যের ১৮৬৪ সালের ২৬ আইনমত মোকদ্দমায়, আডবোকেট সম্বন্ধে ... ৮৫ ঐ

আটর্নি সম্বন্ধে ... ... ৫১ ঐ

(১) ১৮৮২ সালের ১৮ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

*[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ আপ্রিল।

(২) উকীলের ফীর হার সামান্যত; নিম্নলিখিত প্রকারে ধরিতে হইবে ।—

উকীলের ফীর হার ।

১০৲ টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমায়				...	১ টাকার অনধিক ফী ।	
১০৲ টাকার অধিক ও ২০৲ টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমায়					২	,,
২০	,,	৫০	,,	,,	৪	,,
৫০	,,	১০০	,,	,,	৭	,,
১০০	,,	২০০	,,	,,	১০	,,
২০০	,,	৩০০	,,	,,	১৫	,,
৩০০	,,	৪০০	,,	,,	২০	,,
৪০০	,,	৫০০	,,	,,	২৫	,,
৫০০	,,	৭০০	,,	,,	৩০	,,
৭০০	,,	৮০০	,,	,,	৩৫	,,
৮০০	,,	১০০০	,,	,,	৪০	,,

(৩) মোকদ্দমার শেষে ফী ধার্য্য করা যাইবে, এবং যত পরিশ্রম করিতে ও যত বার উপস্থিত হইতে হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ শোধে ঐ ফী দেওয়া যাইবে ; কিন্তু ১৮৮০ সালের ৯ আইনের ৪১ ধারামতে কিম্বা ১৮৭৫ সালের ১ আইনের ১৫ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারিবে তাহা ঐ ফীর মধ্যে ধরা যাইবে না ।

(৪) যে সকল মোকদ্দমার রফা হইয়াছে বলিয়া লেখা যায় কিম্বা যে কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদী শুনানির তারিখের পূর্ব্বে বাদীর দাওয়ার প্রতিবাদ না করিবার অভিপ্রায় বাদীকে ও আদালতকে জানান সেই সকল বা সেই মোকদ্দমায় ফী দিবার অনুমতি হইবে না । মোকদ্দমার এক তরফা নিষ্পত্তি হইলে কিম্বা প্রতিবাদী দাবী স্বীকার করিলে কিম্বা একই বাদীর কয়েক মোকদ্দমা সরাসরীমতে ক্রমান্বয়ে নিষ্পত্তি করা গেলে, আদালত ফী দিবার বিষয়ে আপন বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করিবেন ।

(৫) ক্রোক করণ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের ১ আইনমত দাওয়া ও কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে আদালত যেরূপ ফী উচিত বোধ করিবেন আডবোকেট, আটর্ণী বা উকীলকে সেইরূপ ফী দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন । কিন্তু আদালত সামান্যতঃ এই বিধির অন্তর্গত হারানুসারেই চলিবেন এবং অত্যুচ্চ যে ফীর হারের অনুমতি আছে, কোন স্থলেই তদধিক দিবার অনুমতি হইবে না ।

(৬) কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে যে ফী দিবার অনুমতি হইবে তাহা নিরূপণ করণার্থ যত টাকা ঋণ বা ক্ষতি পূরণ বলিয়া দাওয়া করা হয় বা বিবাদীয় সম্পত্তির যে মূল্য হয় তাহাই মোকদ্দমার মূল্য বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৭) জজ সাহেবের আজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন মোকদ্দমায় ফী দিবার অনুমতি হইবে না ; এবং প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে বা যের ফী দিতে হইবে এবং যাহার দিতে হইবে ইহা নিরূপণ করিয়া তিনি সার্টিফিকেট দিবেন ।

(৮) আডবোকেট বা আটর্ণী ভিন্ন যে কোন ব্যবহারাজীব কোন জজের সম্মুখে কর্ম্ম করিতে অধিকারী "উকীল" শব্দে তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যবহারাজীবকে বুঝাইবে ।

১৬ । [ওকালতনামা গ্রহণে উকীলদের দায়ের কথা ।—১৮৭৯ সালের ২১ জুনের ২৬ নং সরকুলর অর্ডর ।]—(ক) সমুদয় জিলার জজ সাহেব ও মফঃসলের মুন্সেফগণ প্রকাশ্যরূপে সকল শ্রেণীর উকীলদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে পক্ষদের স্থানে কিম্বা অন্য ব্যক্তিদের পক্ষে খাস বা আম মোক্তারনামা-বলে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া পরিচয় প্রদায়ী ব্যক্তিদের স্থানে, ওকালতনামা গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহারা যে আদালতে কর্ম্ম করেন সেই আদালতের নিকট কত দূর দায়ী ।

(খ) উকীলের মারফতে আদালত ওকালতনামা গ্রহণ করেন । উকীল আপন মওক্কেলের লিখিত বলিয়া কোন ওকালতনামা গ্রহণ করিলে উহা যে তদ্রূপে লিখিত হইয়াছে ইহা তিনি বুঝিয়া লইতে বাধ্য । তাঁহার মওক্কেলের পক্ষে তৃতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক ওকালতনামা লিখিত বলিয়া প্রকাশ থাকিলে তিনি ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিতে বাধ্য যে উক্ত ব্যক্তি তাঁহার মওক্কেলের নিকট নিয়মিতরূপে উকীল নিয়োগ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন ও স্বয়ং ওকালতনামা লিখিয়া দিয়াছেন ।

১৭ । [কোন২ বিবিধ বিষয়ক মোকদ্দমায় মওক্কেলের উকীলদিগকে যে ফী দিতে হইবে তাহার কথা ।—১৮৭৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের ১৪ নং সাধারণপত্র]—১৮৬০ সালের ২৭ আইনমতে সার্টিফিকেট পাইবার যে প্রার্থনাপত্রের প্রতিবাদ হয় না সেই প্রার্থনাপত্র এবং বিবিধ অন্য যে মোকদ্দমায় ব্যক্তি বিশেষের নামে সমন কি নোটিস দেওয়া না যায় ও কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, সেই২ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করিতে গেলে, কোন২ দেওয়ানী আদালতে উকীলের প্রতি মওক্কেলের যত টাকা ফী দিতে হইবে ইহার আজ্ঞা করিবার যে প্রথা চলিতেছে আইনে তাহার কোন অনুমতি নাই ও তাহা অগৌণেই রহিত করাও উচিত ।

১৮ । [খাজানার মোকদ্দমায় যে রেবিনিউ এজেন্টেরা উকীলস্বরূপ কর্ম্ম করে তাহাদের কথা ।—১৮৭৮ সালের ১৯ আগষ্টের ৩০ নং সরকুলর অর্ডর ।[—রেবিনিউ এজেন্টেরা উকীলদের প্রাপ্য ফীর অর্দ্ধেক পাইবেন । উকীল ও রেবিনিউ এজেন্ট উভয়ে একই মোকদ্দমায় একই পক্ষে থাকিয়া কার্য্য করিলে একজন উকীলের ফীর পরিমাণে ফী দেওয়া যাইবে ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮২ । ১১ আপ্রিল ।]

...র আকারানুক্রমিক সূচীপত্রের ১৭ পৃষ্ঠায় ১৮৭৮ সালের ১৬ মার্চের ১৪ নম্বর সরকুলার অর্ডর ও উল্লেখ সকল উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

দেওয়ানী।

৬ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ৯ ফেব্রুয়ারি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ২৪১ পৃষ্ঠায় "ব্যবহারাজীবদের সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের ১৮ আইন" এই শীর্ষকযুক্ত ১৩ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে—

কাগজপত্র নষ্টকরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ৩ আইন।

১২ ক। ২ ধারা—কাগজপত্র নষ্টকরণ বিষয়ক বিধি—১৮৮২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির ৬ নং বিধি।]—

অনাবশ্যক কাগজপত্র বিনষ্ট করণ বিষয়ে অধীন দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ নিম্নলিখিত বিধি নিরূপিত হইল।(১)

মোকদ্দমার নথী।

(১) নিম্নলিখিত কাল গত না হইলে বিচারের নথীর কোন কাগজ নষ্ট করিতে হইবে না। সেই কাল গত হইলে নিম্নলিখিত কাগজ গুলি স্বতন্ত্র করিয়া রক্ষা করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট গুলি নষ্ট করিতে হইবে।

যে কাগজপত্র রক্ষা করিতে হইবে।

মোকদ্দমার।

বিচারের নথীর সাধারণ সূচীপত্র। { মন্তব্য।—এখানে যে অক্ষরগুলি সংযোগ করা গেল সেগুলি ৫ অধ্যায়ের ৪৯ ধারার অক্ষর।

(ক) আবেদনপত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র।

(গ) স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমা হইলে লিখিত বর্ণনাপত্র।

(চ) সালীসদের মীমাংসাপত্র।

(ছ) ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোকের আজ্ঞা ও ক্রোক যখন যে প্রকারে করিয়াছে তৎসম্পর্কীয় রিটর্ণ ও ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার আজ্ঞা। (এই শীর্ষকে অন্যান্য যে কাগজের উল্লেখ আছে তাহা নষ্ট করিতে হইবে)

(ঞ) দলীলপত্র—(আবেদনপত্রের সহিত যে সকল দলীল দেওয়া যায় ও আবেদনপত্র যন্মূলক হয় তদ্ভিন্ন পক্ষেরা বা তাঁহাদের সাক্ষীরা যে সকল দলীল উপস্থিত করেন তাহা বিচারের নথী হইতে স্থানান্তর করিয়া তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধান করিতে হইবে।)

(ট) রাজীনামা প্রভৃতি।

(ঠ) বিচার বা নিষ্পত্তিপত্র।

(ড) ডিক্রী।

(ঢ) আজ্ঞার কাগজ।

ডিক্রীজারীর মোকদ্দমার।

(ণ) ডিক্রীদারের প্রার্থনাপত্র।

(ন) ক্রোক বা দখলের পরওয়ানা ও জারী হইবার রিটর্ণ।

(ক) স্থাবর সম্পত্তির নীলামকারী আদালতের রুবকারী।

(য) রসীদ প্রভৃতি।

(য) যে ওকালৎনামা ক্রমে ডিক্রীদার কোন উকীলকে আদালত হইতে টাকা লইবার ক্ষমতা দেন সেই ওকালৎনামা।

(কক) চূডান্ত আজ্ঞা।

(২) যেই কালের নিমিত্ত বিচারের নথী সমস্ত রাখিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবেঃ—

(ক) খাজানার মোকদ্দমায় কোন রায়তের বা প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব বিষয়ক প্রশ্ন কিম্বা ভূমি সম্বন্ধীয় বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সম্বন্ধীয় স্বত্ব বিষয়ক কিম্বা বিরুদ্ধ দাওয়াকারী পক্ষদের সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন বিচার ক্রমে নিষ্পত্তি না হইলে; টাকা বা ক্ষতি পূরণ পাইবার মোকদ্দমায় কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি বিশেষমতে পালিত হইবার কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্তির মোকদ্দমায় ... ৩ বৎসর।

(খ) স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত কিম্বা তৎসম্পর্কীয় মোকদ্দমায় অথবা কোন পদের উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় কিম্বা দত্তক স্থাপন বা অসিদ্ধ করণের অথবা প্রকারান্তরে ব্যক্তি বিশেষের অবস্থা নিরূপণের মোকদ্দমায়; এবং ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ১০ আইন ও হিন্দুদের চরম পত্রবিষয়ক ১৮৭০ সালের ২১ আইনমত মোকদ্দমার বা অনুষ্ঠানিক কার্য্যে ... ... ১২ বৎসর।

(গ) কটকোবালায় বন্ধক হইলে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ ১৮০৬ সালের ১৭ আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ... ১৫ বৎসর।

---

(১) বঙ্গদেশের ও আসামের গবর্ণমেণ্ট দৃঢ় করার মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া ১৮৮১ সালের ২৩ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১০২৮ অবধি ১০৩০ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় এবং ১৮৮২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির আসাম গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৮১ ও ৮২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ আপ্রিল।]

(ঘ) ১৮৬০ সালের ২৭ আইন, ১৮৬১ সালের ১৯ আইন ও ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইন ও ৪০ আইনমত মোকদ্দমার ... ... ১২ বৎসর।

কিন্তু পোক্ত কোন আইনমতে যে সকল হিসাব দাখিল করা যায় তৎসমুদয় স্থায়ী কাগজপত্রের অংশ হইবে।

(ঙ) ১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ২৭৮, ৩৩২ ও ৩৩৫ ধারামতে (১৮৫৯ সালের (১) ৮ আইনের ২৪৬ ও ২৬৯ ধারাতে) যে ২ আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয় তৎসম্বন্ধে ডিক্রী জারী করণার্থ আনুষ্ঠানিক পত্রে ... ৩ বৎসর।

(১) ১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ৩৩১ ধারামত কিম্বা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২২৯ ও ২৩০ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্য আবেদন মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য এবং উহার কাগজপত্র লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

(চ) ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারামতে মৃত ব্যক্তিদের অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমার ... ... ৩ বৎসর।

(ছ) অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক মোকদ্দমায় ... ৩ বৎসর।

(৩) প্রথম স্থলীয় আদালতের চূড়ান্ত আজ্ঞা বা ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি কিম্বা আপীল হইলে উচ্চতম আপীল আদালতের নিষ্পত্তির তারিখ অবধি উপরি নির্দ্দিষ্ট কাল গণনা আরম্ভ হইবে।

(৪) ১৮০৬ সালের ১৭ আইনমত বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে অনুগ্রহের বৎসর অতীত হইলে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) ১৮৫৮ সালের ৩৫ ও ৪০ আইনমত মোকদ্দমায় ক্ষিপ্তমনার আরোগ্য লাভ বা মৃত্যু হেতুক অভিভাবকের কর্ম্ম শেষ হইলে কিম্বা নাবালক সাবালক হইলে বা মরিলে চূড়ান্ত আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হইবে।

(৬) যে সময় ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে সাধন হয় কিম্বা যদি ডিক্রীজারীর কার্য্য না চালান যায় তবে শেষ প্রার্থনাপত্র অবধি যে সময়ে তিন বৎসর গত হয় কিম্বা যদি সম্পূর্ণরূপে ডিক্রী সাধন না হয় তবে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারায় লিখিত কোন কাল যে সময়ে অতীত হয় এই সময়ে ডিক্রীজারীর চূড়ান্ত আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

মন্তব্য।—এই স্থলে "প্রার্থনাপত্র" শব্দ ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের ২ তফসীলের ১৭৯ প্রকরণের ৪ দফার সহিত পাঠ করিতে হইবে।

(৭) ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারামত মোকদ্দমার সম্পত্তি লইয়া যাহা করিতে হইবে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইবার তারিখ চূড়ান্ত আজ্ঞা হইবার তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) পরওয়ানার নথী যে মোকদ্দমা বা বিষয় সম্পর্কীয় হয় তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত আজ্ঞা হইবার তারিখ অবধি এক বৎসর গত হইলে ঐ নথী সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা যাইবে; উপরি লিখিতমতে বৎসর গণনা করা যাইবে। (১)

(৯) ১৭৯৯ সালের ৭ আইন কিম্বা ১৮১৭ সালের ৫ আইন কিম্বা ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনমত কোন মোকদ্দমার কিম্বা ১৮৩১ সালের ৫ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত, সদর আমীন বা দেশীয় অন্য কর্ম্মচারী যে২ মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার কোন কাগজপত্র যদি অদ্যাপি থাকে তাহা অবিলম্বে বিনষ্ট করা যাইতে পারিবে।

(১০) চূড়ান্ত আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি বা স্বত্ব সংক্রান্ত দলীল ভিন্ন প্রবিন্সাল কোর্টের কাগজপত্রও অবিলম্বে বিনষ্ট করা যাইতে পারিবে।

(১১) মহাফেজ বিনষ্ট করণার্থ কাগজ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার সময় তৎসংলগ্ন সমুদয় কোর্ট ফী ইষ্টাম্প মাঝামাঝি ছিঁড়িয়া নষ্ট করিবেন।

মন্তব্য।—মহাফেজদিগের প্রতি এই আজ্ঞা করা যাইতেছে যে নথী হইতে কোর্ট ফী বা অন্য ইষ্টাম্পযুক্ত কোন কাগজ পৃথক করিবার সময়ে ইষ্টাম্প গুলী এরূপে বিকৃত করিবেন যে তাহা যেন আবার ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা না থাকে।

(১২) চিরকাল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত যে সকল কাগজ রাখা যায় তাহা প্রত্যেক বিচারের নথীর সাধারণ সূচীপত্রে চিহ্নিত করা যাইবে।

(১৩) পক্ষেরা বা তাঁহাদের সাক্ষীরা যে সকল দলীল উপস্থিত করেন তৎসমুদয় পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে বিচারের নথী হইতে স্থানান্তর করা গেলে ৫ অধ্যায়ের ৪৯ ধারার আদেশমত দলীলের বিস্তারিত সূচীপত্র সহিত বস্তা করিয়া বাঁধিয়া রাখা যাইবে; এবং প্রত্যেক বস্তায় এক একটী নম্বর দেওয়া যাইবে। ঐ দলীলের যদি পরে দাওয়া হয় তাহা বাহির করিবার সুবিধা করণার্থ ঐ নম্বর নথীর সাধারণ সূচীপত্রে লিখিত হইবে।

(১৪) যে ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের পক্ষে ঐ দলীল আদালতে আনীত হয় সা ১ হইলে তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে নোটিস দেওয়া যাইবে। তাহাতে ঐ নোটিসের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐ দলীল আপন রক্ষণে ফিরিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং ঐ নোটিসের নকল জিলার জজ সাহেবের ও সবর্ডিনেট জজ বা জজ সমূহের আদালতে ও যে আদালতে মোকদ্দ-

(১) যে সকল মোকদ্দমার একতরফা নিষ্পত্তি হয় তৎসম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না। এরূপ স্থল যাবৎ ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে সাধন হইবার সর্টিফিকেট আদালতে না দেওয়া যায় অথবা যাবৎ প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী সাধন না হয় তাবৎ পরওয়ানার নথী রাখিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ আপ্রিল।]

যার বিচার হয় সেই আদালতে কিম্বা সেই আদালত উঠিয়া গিয়া থাকিলে অন্য যে যে আদালত সেই আদালতের বিচারাধিপত্য ক্রমে কার্য্য করিতেছেন, সেই বা সেই২ আদালতে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে।

(১৫) দলীল ফেরত দিবার সময়ে বিচারপতিরা সাবধান হইয়া দেখিবেন যে, যে মোকদ্দমার যেং দলীলের উপর নির্ভর হয় সেই মোকদ্দমায় ডিক্রী পর্য্যন্তে সেই২ দলীলের আর ব্যবহার না হইলে সেই২ দলীল কিম্বা আদালত যেং দলীল আটক করিয়া রাখিয়াছেন এবং যেং দলীল আইনমতে (যথা উইল ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৫৯ ধারা বা ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৮১ ধারামতে) আদালতে রাখিবার বা ফাইল করিবার আদেশ আছে সেই২ দলীল আদালতের জিম্মা হইতে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়।

(১৬) বিচারের নথী হইতে যে সকল দলীল স্থানান্তর করা হয়, জিলার জজ সাহেবেরা অবস্থা বিবেচনায় তাহার রক্ষণের যতদূর তাঁর বন্দোবস্ত হয় করিবেন। দলীলের স্বামীদিগকে নোটিসে স্পষ্টাক্ষরে সাবধান করা যাইবে যে তাঁহাদের ঝুঁকিতে দলীলাদি রাখা যাইবে এবং আদালত তৎসম্বন্ধে কোন দায় স্বীকার করেন না।

(১৭) মোকদ্দমার পক্ষদিগকে ডিক্রীর যে প্রত্যেক নকল দেওয়া যায় তৎসঙ্গে একখান ছাপা নোটিস দেওয়া যাইবে। উহা ষ্টেশনরী আফিস হইতে পাওয়া যাইবে এবং উহাতে মোকদ্দমার পক্ষদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে ডিক্রী চূড়ান্ত হইলেই তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ দলীলগুলি ফেরত লন।

ছোট আদালতের কথা।

(১৮) ছোট আদালতে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহাতে সম্পূর্ণরূপে ডিক্রী সাধন হইলে কিম্বা শেষ ডিক্রি জারী করণের উদ্যোগ অবধি তিন বৎসর গত হইলে যদি মিয়াদের আইন দ্বারা আর ডিক্রী জারী করণ বারিত হয়, তবে ঐসকল মোকদ্দমার নথী বৎসরে একবার বিনষ্ট করিতে হইবে।

(১) ২২০ও ২২১ পৃষ্ঠায় ৪ অধ্যায়ের ৫ ধারার (গ) প্রকরণ দেখ।

পরে যে সকল বৃত্তান্তের প্রয়োজন হয় সমন বহী ও রেজিষ্টর (১) হইতে তাহা পাওয়া যাইবে।

মোকদ্দমার নথী ছাড়া অন্যান্য কাগজ পত্রের কথা।

(১৯) হাই কোর্টে যে সকল সাময়িক বর্ণনা পত্র প্রেরিত হয় আফিসে তাহার যে প্রতি থাকে তাহা নিম্নলিখিত কাল অতীত হইলে বিনষ্ট করিতে হইবে।

(ক) মাসিক ও ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্র ... ... ৩ বৎসর।
(খ) ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক বর্ণনাপত্র ... ... ৭ বৎসর।

(২০) নিম্নলিখিত কাগজপত্র সম্বন্ধে অর্থাৎ,

(ক) নিম্ন আদালতের ও সিবিল কোর্ট আমীনদের স্থানে যে সকল সাময়িক বর্ণনাপত্র পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে,
(খ) অন্য আদালত ও কার্য্যালয় হইতে নোটিস ঘোষণাপত্র প্রভৃতি পাঠাইয়া যে রুবকারী দেওয়া যায় তৎসম্বন্ধে,
(গ) নিম্ন আদালত নথী চাহিয়া বা কোন সম্বাদ চাহিয়া যে রুবকারী করেন তৎসম্বন্ধে,
(ঘ) মোকদ্দমা বিশেষ বা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য বিশেষ সম্পর্কীয় নয় আমলারা এরূপ যে রিপোর্ট করেন তৎসম্বন্ধে,

তদন্তের ফল বা অন্য বৃত্তান্ত কিম্বা সাধারণ বিচারকার্য্য সংক্রান্ত বিষয়ে বহুদর্শী কর্ম্মচারিদের মত অন্তর্ভুক্ত আছে বলিয়া যে সকল রিপোর্ট, রিটর্ন ও রুবকারী দ্বারা ভবিষ্যতে উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহার রক্ষা বিষয়ে জজ সাহেবেরা আপনাদের বিবেচনামতে কার্য্য করিবেন।

(২১) জুরীর প্রার্থনাপত্র বা কর্ম্মার্থীর প্রার্থনাপত্র ও আদালতের মোকদ্দমা বা ব্যবহারঘটিত কার্য্যসংক্রান্ত নহে এরূপ অন্যান্য রুবকারী, রিপোর্ট ও প্রার্থনাপত্র এক বৎসর অতীত হইলে বিনষ্ট করিতে হইবে।

(২২) অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজস্বসংক্রান্ত বৎসর প্রারম্ভের তারিখের পূর্ব্বে নিম্ন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক জিলার জজ সাহেবের নিকট যে সকল দৈনিক আডবাইসপত্র ও মাসিক হিসাব প্রেরিত হয় তাহা প্রত্যেক রাজস্বসংক্রান্ত বৎসরের প্রারম্ভে বিনষ্ট করিতে হইবে।

সাধারণ বিধি।

(২৩) দেওয়ানী আদালতের যে সকল নথী ও কাগজপত্র বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা এতদ্দ্বারা দেওয়া গেল তৎসমুদয় পোড়াইয়া ফেলিয়া ঐ আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। অনাবশ্যক কাগজ বলিয়া তাহা বিক্রয়ের প্রথা নিষিদ্ধ হইল। বিচারপতিগণ পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া এরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন যাহাতে তাঁহাদের দ্বারা অন্যে যে বিনষ্ট করণার্থ কাগজপত্র লইয়া প্রকারান্তরে কার্য্য হয় নাই।

২। ৩০৮ অবধি ৩১৪ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় ৫০ ও ৫১ ধারা এবং ৩১৮ ও ৩১৯ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৫১ ধারা ও তৎসঙ্গে যে যে কথা যোগ করা গিয়াছে তাহা রহিত করা গেল।

৩। কালানুক্রমিক তালিকায় রহিত হইয়াছে বলিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে :—

১৮৬১ সালের ২ অক্টোবরের ৪০ নং সরকুলর অর্ডর।
১৮৭৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের ১৯ নং সরকুলর অর্ডর।
১৮৭৭ সালের ১৯ জুলাইয়ের ১৪ নং সরকুলর অর্ডর।
১৮৭৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির ৬ নং সরকুলর অর্ডর।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ আপ্রিল।]

১৮৮১ সালের ১৩ আপ্রিলের ৫ নং সরকুলর অর্ডর।
১৮৮১ সালের ২০ মের ১২ নং সরকুলর অর্ডর।

৪। সেই তালিকার ১৭ পৃষ্ঠ ক শেষ ঘরে ১৮৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ১ নং সরকুলর এই কথার পাশে "৩১১ পৃষ্ঠা" এই কথা উঠাইয়া দাও।

৫। ৭৮ পৃষ্ঠারে (১) ফুট নোটে "৫৭ ধারা ও পার দেখ" এই কথার পরিবর্ত্তে "৪ অধ্যায়ের ১২ ক ধারার ১৮ প্রকরণ দেখ" এই কথাগুলি দিতে হইবে।

ফৌজদারী।

২ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ৮ ফেব্রুয়ারি।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২ ও ৩ পৃষ্ঠার ১ অধ্যায়ের ৩ ধারার রেজিষ্টরের যে ২ পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে নিম্নলিখিত পাঠ যোগ করিতে হইবে:—

যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার রেজিষ্টর।

১	২
বৎসরের ক্রমিক নম্বর।	ফৌজদারী নালিশের রেজিষ্টরে (১) কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সাধারণ মোকদ্দমার রেজিষ্টরে (২) তত্ত্ব্য নম্বর।

(১) ফৌজদারী বিধি ও অর্ডরের এক পৃষ্ঠাস্থ রেজিষ্টর দেখ।
(২) অর্থাৎ পোলীস মোকদ্দমার রেজিষ্টর।

মন্তব্য।—৬১ পৃষ্ঠাস্থ ২৭ নং রেজিষ্টরের ২ ঘরে এবং ৬৩ পৃষ্ঠাস্থ ২৯ নং রেজিষ্টরের ১ ঘরে যে বিবরণের প্রয়োজন, সেই বিবরণ দেওয়া এই রেজিষ্টরের উদ্দেশ্য।

২। ৬১ পৃষ্ঠাস্থ ২৭ নং রেজিষ্টরের ২ ঘরের শীর্ষকে এবং ৬৩ পৃষ্ঠাস্থ ২৯ নং রেজিষ্টরের শীর্ষকে এইরূপ উল্লেখ বাক্য যোগ কর:—"যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় ১ অধ্যায়ের ৩ পৃষ্ঠায় তাহার যে রেজিষ্টর আছে সেই রেজিষ্টরের ১ ঘর দেখ।"

ফৌজদারী।

৩ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ১০ ফেব্রুয়ারি।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠায় ৭ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে:—

৭। [ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারা।—এই ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে অপরাধযুক্ত নরহত্যা কেন জ্ঞানকৃত বধ অপরাধ হইল না সেশনের জজ সাহেবেরা ইহার কারণ লিখিবেন।—১৮৮২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির ৩ নং বিধি।] (ক) সেশনের জজ সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমার অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ অপরাধ হয় নাই বলিয়া নির্ণয় করেন সেই সকল মোকদ্দমার বিচারের উপর তাঁহারা যে মন্তব্য লিখেন তাহাতে যেং কারণে অপরাধযুক্ত নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ অপরাধ হয় নাই বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সকল স্থলেই সেইং কারণের উল্লেখ করিবেন।

(খ) যে কার্য্যদ্বারা মৃত্যু হয়, সেই কার্য্য মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে করা গিয়াছিল, কিম্বা শারীরিক যে হানির দ্বারা মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা এমত হানি ঘটাইবার অভিপ্রায়ে করা গিয়াছিল (১) অথবা ঐ কার্য্য দ্বারা প্রাণনাশ হইতে পারে এই জ্ঞান সহকারে, কিন্তু মৃত্যু ঘটাইবার কিম্বা যাহাতে মৃত্যু হইতে পারে শারীরিক এমত হানি ঘটাইবার অভিপ্রায় বিনা, ঐ কার্য্য করা গিয়াছিল (২) এবিষয়ে সেশনের জজ সাহেবেরা সকল স্থলে আপনং মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

১। দণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২। দণ্ড, দশবৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।

ফৌজদারী।

৪ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ২২ ফেব্রুয়ারি।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২ পৃষ্ঠায় "ফৌজদারী মোকদ্দমার মহাফেজের রেজিষ্টরের" যে পাঠ মুদ্রিত আছে তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি ফুটনোটস্বরূপ যোগ করিতে হইবে:—

মন্তব্য।—৭ ঘরে আপীলে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা হয় তাহা এবং নিম্ন আদালতের যে চূড়ান্ত আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহাও লিখিতে হইবে।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M. A. and B. L., *Bengali Translator.*

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ আপ্রিল।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১৩ জুন।

সপ্তম খণ্ড।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের বিজ্ঞাপন।

হাই কোর্টের আপীলী বিভাগে যাহারা মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিবে এরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতা গ্রাহ্য করণ প্রভৃতি বিষয়ক যে বিধি ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারামতে প্রণয়ন করা গিয়াছে, সেই বিধির ১ ধারার লিখিত ফর্দ্দে কোন ব্যক্তি আপনার নাম লেখাইতে চাহিলে, ১৮৮২ সালের ৩০ জুন তারিখে বা তৎপূর্ব্বে হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত করিবেন, এবং ঐ দরখাস্তের সঙ্গে (১) তিনি যে প্রকৃত প্রস্তাবে হাই কোর্টে মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ, ও (২) সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকেট পাঠাইবেন।

হাই কোর্ট।
১৮৮২ সাল ৩০ মে।

হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে,
সি, এ, উইলকিন্স,
একটিং রেজিষ্ট্রার।

বিধির ১ ধারা।—"হাই কোর্টের অনুমোদিত যে ব্যক্তিদের নাম অতঃপর প্রকাশিত ফর্দ্দে থাকিবে, তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত কোর্টে ১০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিলে, তাঁহাদিগকে মোক্তার স্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইবে।"

বিজ্ঞাপন।

ব্যবহারাজীবিদের সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারা ও ২৭ ধারার (ক) প্রকরণমতে হাই কোর্টের প্রণীত নিম্ন লিখিত বিধি সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

ফোর্ট উইলিয়ম,
১৮৮২ সাল ১ জুন

হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে,
সি, এ, উইলকিন্স,
একটিং রেজিষ্ট্রার।

হাই কোর্টের আপীলী বিভাগে যাহারা মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিবে এরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতা, গ্রাহ্য করণ প্রভৃতি বিষয়ক বিধি। (১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণ।)

১। হাই কোর্টের অনুমোদিত যে ব্যক্তিদের নাম অতঃপর প্রকাশিত ফর্দ্দে থাকিবে, তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত কোর্টে ১০০০টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিলে, তাঁহাদিগকে মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৩ জুন।]

তাঁহাকে হাই কোর্টের মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(১) তিনি প্লীডরস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইলে, কিম্বা

(২) ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারামত বিধির ৩ ধারার ২ প্রকরণে উল্লিখিত পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীমধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি পরীক্ষকদের মত এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট উপস্থিত করিলে।

এই বিধির ২ ধারার (২) প্রকরণের আদেশমত পরীক্ষায় কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইবার যোগ্য হন এই নিমিত্ত প্রয়োজন এই যে,

(ক) তিনি কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট কিম্বা দেশীয় ভাষায় কিম্বা মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কিম্বা সাধারণের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের ডাইরেক্টর সাহেব কিম্বা স্কুলের কোন ইন্স্পেক্টর অন্য যে পরীক্ষা উক্ত পরীক্ষার তুল্য বলিয়া সার্টিফিকেট লিখিয়া দেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

(খ) নীতিপক্ষে তাঁহার সচ্চরিত্রতার সন্তোষজনক সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে ও তাঁহার ২০ বৎসরের অধিক বয়স হওয়া আবশ্যক।

(গ) তাঁহার ২০ টাকা পরীক্ষার ফী দিতে হইবে।

তিনি (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণমতে যোগ্য হউন, তাঁহার হাই কোর্টে ১,০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

২।—হাই কোর্টে মোক্তারদের কি২ কার্য্য, ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য হইবে তন্নির্দ্দেশক বিধি।
[১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার (ঙ) প্রকরণ।]

৩। প্রত্যেক জন মোক্তার কলিকাতার স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মস্থান রাখিতে বাধ্য হইবেন, এবং আপীল বিচারাধিপতা সংক্রান্ত হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট আপন কর্ম্মস্থানের ঠিকানা লিখিয়া দিবেন।

৪। হাই কোর্টে যে কোন মোক্তার কর্ম্ম করেন, তাঁহার কার্য্য ও ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য, আপন মওক্কেলের উপদেশের নিয়মাধীনে, নিম্নলিখিতরূপ হইবে।

	দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ধারা
আপন মওক্কেলকে চিঠিপত্র লিখিবেন। আড্‌বোকেট, উকীল বা আটর্নীদিগকে উপদেশ দিবেন এবং আপনার মওক্কেলের মোকদ্দমার বিচারকালে কোর্টে উপস্থিত থাকিবেন। যে দরখাস্ত কোর্টে করিতে হইবে না, কোর্টের কোন কর্ম্মচারির নিকট করিতে হইবে, এমত দরখাস্ত করিবেন, কিন্তু নথী দেখিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।	
কোর্টে টাকা দিবেন বা গচ্ছিত করিবেন, এবং আপন মোক্তারনামাক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে কোর্ট হইতে যে টাকা পান তাহা লইয়া রসীদ দিবেন।	১৬০, ১৬২, ২৫৭, ৩০৬, ৩০৭, ৩৩৯, ৩৭৬, ৩৭৯, ৬০২ ও সাধারণতঃ।
তৎকালে কার্য্যসংক্রান্ত যে বিধি প্রবল থাকে, তদনুসারে হাই কোর্ট আপীলের নথীর অনুবাদ, নকল ও সূচীপত্র করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা দাখিল করিবেন, এবং দেওয়ানী কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৯ ধারামতে আদেশ হইলে, জামিন দিবেন।	৫৪৯।
দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬০২ ধারামতে জামিন দিবেন ও নথীর অনুবাদ, নকল ও সূচীপত্র করিবার এবং তাহা সাম্রাজ্যাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট পাঠাইবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা আমানত করিবেন।	৬০২।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৩ জুন।]

করিলে, কোর্টের ডিক্রী বা আজ্ঞা প্রচারিত হইবার পর এক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঠে এবং যত-ক্ষেণ যে ভাষা বুঝেন সেই ভাষায় আপন মওক্কেলকে হিসাব দিতে বাধ্য হইবেন। ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার হাত দিয়া যে সকল টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে ঐ হিসাবে লেখা থাকিবে এবং আডবোকেট বা উকী-লকে যে ফী দেওয়া যায় সেই আডবোকেটের বা উকীলের স্বাক্ষরিত তাহার রসীদ ঐ হিসাবের সঙ্গে দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলম রাজধানীর হাই কোর্টের মোক্তার অমুকের সহিত অমুকের হিসাব।

জমা।	টাঃ	আঃ	পাঃ	খরচ।	টাঃ	আঃ	পাঃ
১৮৮ সাল। ১ জানুয়ারি। অগ্রিম দত্ত টাকা				১৮৮ সাল। জানুয়ারি। অমুক বিষয়ে খরচ (এই স্থলে বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইবে) শ্রীঅমুক আডবোকেট বা উকীলকে অমুক ফী দেওয়া হয়			

৩।—মোক্তারদিগকে সস্পেণ্ড বা কর্ম্মচ্যুত করিবার এবং অর্থদণ্ড নির্দ্ধারণ ও বিধান করিবার বিধি। [১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার (ঘ) প্রকরণ ও শেষ পদ]।

৬। কোন মোক্তার পূর্ব্বোক্ত কোন বিধি লঙ্ঘন দোষে দোষী হইলে, তাঁহার ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে ও তাঁহাকে সস্পেণ্ড করা যাইতে পারিবে।

৭। কোন মোক্তার কোর্টের বিবেচনায় আপন ব্যবসায়ে অসাধুতা বা নিতান্ত গর্হিতাচরণ দোষে দোষী হইলে, তাহাকে সস্পেণ্ড বা কর্ম্মচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

৪।—বিপক্ষের মোক্তার সম্বন্ধে কোন পক্ষের যে ফী দিতে হইবে তাহার অবধারণ ও বিধান করণার্থ বিধি। [১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ২৭ ধারার (ক) প্রকরণ]।

৮। যে স্থলে মোক্তার নিযুক্ত করা যায়, সেই স্থলে এক্ষণে উকীলের ফী বলিয়া যে টাকা দিবার অনু-মতি আছে সেই টাকার শত করা ১৫ টাকা ঐ মোক্তারের ফী বলিয়া দিবার অনুমতি হইবে, এবং অব-শিষ্ট শত করা ৮৫ টাকা মাত্র উকীলের ফী বলিয়া দিবার অনুমতি হইবে।

৫।—সাধারণ।

৯। কোন মোকদ্দমাকারী ব্যক্তি মোক্তার নিযুক্ত না করিয়া যে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন না উপরিলিখিত বিধির কোন কথায় এরূপ অর্থ করিতে হইবে না।

রিচার্ড গার্থ। আলেক্স. টি. মাকফার্সন।
রমেশ চন্দ্র মিত্র। চার্লস. ডি. ফীল্ড।
এচ্, এচ্, কানিংহাম। জে. ওকিনেলী।
ডব্লিউ. এফ. মাকডোনেল। মহেশচন্দ্র নাথ ঘোষ।
এচ. টি. প্রিন্সেপ। ডব্লিউ মাকফার্সন।
এ. উইলসন। জে. কিউ. পিগট।
এল. আর. টটেনহাম

RAJKRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L. *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮২। ১৩ জুন।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২০ জুন।

সপ্তম খণ্ড।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের বিজ্ঞাপন।

হাই কোর্টের আপীলী বিভাগে যাহারা মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিবে এরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতা গ্রাহ্য করণ প্রভৃতি বিষয়ক যে বিধি ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারামতে প্রণয়ন করা গিয়াছে, সেই বিধির ১ ধারার লিখিত ফর্দ্দে কোন ব্যক্তি আপনার নাম লেখাইতে চাহিলে, ১৮৮২ সালের ৩০ জুন তারিখে বা তৎপূর্ব্বে হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত করিবেন, এবং ঐ দরখাস্তের সঙ্গে (১) তিনি যে প্রকৃত প্রস্তাবে হাই কোর্টে মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ, ও (২) সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকেট পাঠাইবেন।

হাই কোর্ট।
১৮৮২ সাল ৩০ মে।

হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে,
সি, এ, উইলকিন্স,
একটিং রেজিষ্ট্রার।

বিধির ১ ধারা।—"হাই কোর্টের অনুমোদিত যে ব্যক্তিদের নাম অতঃপর প্রকাশিত ফর্দ্দে থাকিবে, তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত কোর্টে ১০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিলে, তাঁহাদিগকে মোক্তার স্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইবে।"

বিজ্ঞাপন।

ব্যবহারাজীবিদের সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারা ও ২৭ ধারার (ক) প্রকরণমতে হাই কোর্টের প্রণীত নিম্নলিখিত বিধি সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

ফোর্ট উইলিয়ম,
১৮৮২ সাল ১ জুন

হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে,
সি, এ, উইলকিন্স,
একটিং রেজিষ্ট্রার।

হাই কোর্টের আপীলী বিভাগে যাহারা মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিবে এরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতা গ্রাহ্য করণ প্রভৃতি বিষয়ক বিধি। (১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণ।)

১। হাই কোর্টের অনুমোদিত যে ব্যক্তিদের নাম অতঃপর প্রকাশিত ফর্দ্দে থাকিবে, তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত কোর্টে ১০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিলে, তাঁহাদিগকে মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইবে।

২। উক্ত কার্য্যে যে কোন ব্যক্তির নাম না থাকে, তিনি নিম্নলিখিতমতে যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে তাঁহাকে হাই কোর্টের মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(১) তিনি প্লীডরস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইলে, কিম্বা

(২) ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারামত বিধির ৩ ধারার ২ প্রকরণে উল্লিখিত পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি পরীক্ষকদের মত এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট উপস্থিত করিলে।

এই বিধির ২ ধারার (২) প্রকরণের আদেশমত পরীক্ষায় কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইবার যোগ্য হন এই নিমিত্ত প্রয়োজন এই যে,

(ক) তিনি কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সর্টিফিকেট কিম্বা দেশীয় ভাষায় কিম্বা মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কিম্বা সাধারণের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের ডাইরেক্টর সাহেব কিম্বা স্কুলের কোন ইনস্পেক্টর অন্য যে পরীক্ষা উক্ত পরীক্ষার তুল্য বলিয়া সর্টিফিকেট লিখিয়া দেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সর্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

(খ) নীতিপক্ষে তাঁহার সচ্চরিত্রতার সন্তোষজনক সর্টিফিকেট দেখাইতে হইবে ও তাঁহার ২০ বৎসরের অধিক বয়স হওয়া আবশ্যক।

(গ) তাঁহার ২০ টাকা পরীক্ষার ফী দিতে হইবে।

তিনি (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণমতে যোগ্য হউন, তাঁহার হাই কোর্টে ১,০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

২।—হাই কোর্টে মোক্তারদের কি২ কার্য্য, ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য হইবে তন্নির্দ্দেশক বিধি।

[১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার (ঙ) প্রকরণ।]

৩। প্রত্যেক জন মোক্তার কলিকাতার স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মস্থান রাখিতে বাধ্য হইবেন, এবং আপীলী বিচারাধিপত্য সংক্রান্ত হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট আপন কর্ম্মস্থানের ঠিকানা লিখিয়া দিবেন।

৪। হাই কোর্টে যে কোন মোক্তার কর্ম্ম করেন, তাঁহার কার্য্য ও ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য, আপন মওক্কেলের উপদেশের নিয়মাধীনে, নিম্নলিখিতরূপ হইবে।

	দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ধারা।
আপন মওক্কেলকে চিঠিপত্র লিখিবেন। অ্যাডবোকেট, উকীল বা আটর্ণীদিগকে উপদেশ দিবেন এবং আপনার মওক্কেলের মোকদ্দমার বিচারকালে কোর্টে উপস্থিত থাকিবেন। যে দরখাস্ত কোর্টে করিতে হইবে না, কোর্টের কোন কর্ম্মচারির নিকট করিতে হইবে, এমত দরখাস্ত করিবেন। কিন্তু নথী দেখিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।	
কোর্টে টাকা দিবেন বা গচ্ছিত করিবেন, এবং আপন মোক্তারনামাক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে কোর্ট হইতে যে টাকা পান তাহা লইয়া রসীদ দিবেন।	১১০, ১১২, ২৫৭, ৩০৬, ৩০৭, ৩৩৯, ৩৭০, ৩৮৯, ৬০২ ও সাধারণতঃ।
সংক্রান্ত কার্য্যাদিতে যে বিধি প্রবল থাকে, তদনুসারে হাই কোর্টে কাগজপত্রের যথাযথ অনুবাদ, নকল ও সূচীপত্র করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা দাখিল করিবেন; এবং দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৯ ধারামতে আদেশ হইলে, জামিন দিবেন।	৫৪৯।
দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬০২ ধারামতে জামিন দিবেন ও নথীর অনুবাদ, নকল ও সূচীপত্র করিবার এবং তাহা মুদ্রিত নথিভুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট পাঠাইবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা আমানত করিবেন	৬০২।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২০ জুন।]

৫। কোন মোক্তার কোন আপীল বা অন্য বিষয়ে কোন মোকদ্দমাকারী ব্যক্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে, কোর্টের ডিক্রী বা আজ্ঞা স্বাক্ষরিত হইবার পর এক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঠে এবং মক্কেল যে ভাষা বুঝেন সেই ভাষায় আপন মওক্কেলকে হিসাব দিতে বাধ্য হইবেন। ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার হাত দিয়া যে সকল টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে ঐ হিসাবে লেখা থাকিবে এবং আডবোকেট বা উকীলকে যে ফী দেওয়া যায় সেই আডবোকেটের বা উকীলের স্বাক্ষরিত তাঁহার রসীদ ঐ হিসাবের সঙ্গে দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের কোর্ট উইলম রাজধানীর হাই কোর্টের মোক্তার অমুকের সহিত অমুকের হিসাব।

জমা।	টাঃ	আঃ	পঃ	খরচ।	টাঃ	আঃ	পঃ
১৮৮ সাল। ১ জানুয়ারি। অগ্রিম নগদ টাকা...				১৮৮ সাল। জানুয়ারি। অমুক বিষয়ে খরচ (এই স্থলে বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইবে) শ্রীঅমুক আডবোকেট বা উকীলকে অমুক ফী দেওয়া হয়।			

৩।—মোক্তারদিগকে সস্পেণ্ড বা কর্ম্মচ্যুত করিবার এবং অর্থদণ্ড নির্দ্ধারণ ও বিধান করিবার বিধি। [১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ধারার (ঘ) প্রকরণ ও শেষ পদ]।

৬। কোন মোক্তার পূর্ব্বোক্ত কোন বিধি লঙ্ঘন দোষে দোষী হইলে, তাঁহার ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে ও তাঁহাকে সস্পেণ্ড করা যাইতে পারিবে।

৭। কোন মোক্তার কোর্টের বিবেচনায় আপন ব্যবসায়ে অসাধুতা বা নিতান্ত গর্হিতাচরণ দোষে দোষী হইলে, তাহাকে সস্পেণ্ড বা কর্ম্মচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

৪।—বিপক্ষের মোক্তার সম্বন্ধে কোন পক্ষের যে ফী দিতে হইবে তাহার অবধারণ ও বিধান করণার্থ বিধি। [১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ২৭ ধারার (ক) প্রকরণ]।

৮। যে স্থলে মোক্তার নিযুক্ত করা যায়, সেই স্থলে এক্ষণে উকীলের ফী বলিয়া যে টাকা দিবার অনুমতি আছে সেই টাকার শত করা ১৫ টাকা ঐ মোক্তারের ফী বলিয়া দিবার অনুমতি হইবে, এবং অবশিষ্ট শত করা ৮৫ টাকা মাত্র উকীলের ফী বলিয়া দিবার অনুমতি হইবে।

৫।—সাধারণ।

৯। কোন মোকদ্দমাকারী ব্যক্তি মোক্তার নিযুক্ত না করিয়া যে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন না উপরিলিখিত বিধির কোন কথায় এরূপ অর্থ করিতে হইবে না।

রিচার্ড গার্থ। আলেক্স, টি, মাকলীন।
রমেশ চন্দ্র মিত্র। চার্স, ডি, ফীল্ড্স।
এচ, এচ, কানিংহাম। জে. ওকিনেলী।
ডবলিউ, এফ, মাকডোনেল। মহেন্দ্রনাথ বসু।
এচ টি, প্রিন্সেপ। ডবলিউ, মাকফার্সন।
এ, উইলসন। জোন্স কিউ, পিগট।
এল, আর টটেনহ্যাম।

RajKrishna Mukhopadhyaya, M. A. and B. L., *Bengali Translator*.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২৭ জুন।

সপ্তম খণ্ড।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের বিজ্ঞাপন।

হাই কোর্টের আপীলী বিভাগে যাহারা মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিবে এরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতা, গ্রাহ্য করণ প্রভৃতি বিষয়ক যে বিধি ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারামতে প্রণয়ন করা গিয়াছে, সেই বিধির ১ ধারার লিখিত ফর্দ্দে কোন ব্যক্তি আপনার নাম লেখাইতে চাহিলে, ১৮৮২ সালের ৩০ জুন তারিখে বা তৎপূর্ব্বে হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত করিবেন, এবং ঐ দরখাস্তের সঙ্গে (১) তিনি যে প্রকৃত প্রস্তাবে হাই কোর্টে মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ, ও (২) সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকেট পাঠাইবেন।

হাই কোর্ট।
১৮৮২ সাল ৩০ মে।

হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে,
সি, এ, উইলকিন্স,
একটিং রেজিষ্ট্রার।

বিধির ১ ধারা।—"হাই কোর্টের অনুমোদিত যে ব্যক্তিদের নাম অতঃপর প্রকাশিত ফর্দ্দে থাকিবে, তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত কোর্টে ১০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিলে, তাঁহাদিগকে মোক্তার স্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইবে।"

বিজ্ঞাপন।

ব্যবহারাজীবিদের সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারা ও ২৭ ধারার (ক) প্রকরণমতে হাই কোর্টের প্রণীত নিম্নলিখিত বিধি সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

ফোর্ট উইলিয়ম,
১৮৮২ সাল ১ জুন

হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে,
সি, এ, উইলকিন্স,
একটিং রেজিষ্ট্রার।

হাই কোর্টের আপীলী বিভাগে যাহারা মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিবে এরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতা, গ্রাহ্য করণ প্রভৃতি বিষয়ক বিধি। (১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণ।)

১। হাই কোর্টের অনুমোদিত যে ব্যক্তিদের নাম অতঃপর প্রকাশিত ফর্দ্দে থাকিবে, তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত কোর্টে ১০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিলে, তাঁহাদিগকে মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৭ জুন।]

২। উক্ত ফর্দ্দে যে কোন ব্যক্তির নাম না থাকে, তিনি নিম্নলিখিতমতে যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে তাঁহাকে হাই কোর্টের মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(১) তিনি প্লীডরস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইলে, কিম্বা

(২) ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারামত বিধির ৩ ধারার ২ প্রকরণে উল্লিখিত পরীক্ষার দ্বিতীয় শ্রেণীমতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি পরীক্ষকদের দত্ত এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট উপস্থিত করিলে।

এই বিধির ২ ধারার (২) প্রকরণের আদেশমত পরীক্ষার কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইবার যোগ্য হন এই নিমিত্ত প্রয়োজন এই যে,

(ক) তিনি কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সর্টিফিকেট কিম্বা দেশীয় ভাষায় কিম্বা মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কিম্বা সাধারণের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের ডাইরেক্টর সাহেব কিম্বা স্কুলের কোন ইনস্পেক্টর অন্য যে পরীক্ষা উক্ত পরীক্ষার তুল্য বলিয়া সর্টিফিকেট লিখিয়া দেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সর্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

(খ) নীতিপক্ষে তাঁহার সচ্চরিত্রতার হৃদ্বোধজনক সর্টিফিকেট দেখাইতে হইবে ও তাঁহার ২০ বৎসরের অধিক বয়স হওয়া আবশ্যক।

(গ) তাঁহার ২০ টাকা পরীক্ষার ফী দিতে হইবে।

তিনি (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণমতে যোগ্য হউন, তাঁহার হাই কোর্টে ১,০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

২।—হাই কোর্টে মোক্তারদের কি২ কার্য্য, ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য হইবে তন্নির্দ্দেশক বিধি।

[১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার (ঙ) প্রকরণ।]

৩। প্রত্যেক জন মোক্তার কলিকাতার স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মস্থান রাখিতে বাধ্য হইবেন, এবং আপীলী বিচারাধিপত্য সংক্রান্ত হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট আপন কর্ম্মস্থানের ঠিকানা লিখিয়া দিবেন।

৪। হাই কোর্টে যে কোন মোক্তার কর্ম্ম করেন, তাঁহার কার্য্য ও ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য, আপন মওক্কেলের উপদেশের নিয়মাধীনে, নিম্নলিখিতরূপ হইবে।

	দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ধারা।
আপন মওক্কেলকে চিঠিপত্র লিখিবেন। আডবোকেট, উকীল বা আটর্ণীদিগকে উপদেশ দিবেন এবং আপনার মওক্কেলের মোকদ্দমার বিচারকালে কোর্টে উপস্থিত থাকিবেন। যে দরখাস্ত কোর্টে করিতে হইবে না, কোর্টের কোন কর্ম্মচারির নিকট করিতে হইবে, এমত দরখাস্ত করিবেন; কিন্তু নথী দেখিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।	
কোর্টে টাকা দিবেন বা গচ্ছিত করিবেন, এবং আপন মোক্তারনামাক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে কোর্ট হইতে যে টাকা পান তাহা লইয়া রসীদ দিবেন।	১৬০, ১৩২, ২৫৭, ৩০৬, ৩০৭, ৩৩৯, ৩৭৬, ৩৭৯, ৬০২ ও সাধারণতঃ।
যৎকালে কার্য্যসংক্রান্ত যে বিধি প্রবল থাকে, তদনুসারে হাই কোর্টে আপীলের নথীর অনুবাদ, নকল ও সূচীপত্র করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা দাখিল করিবেন; এবং দেওয়ানী কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৯ ধারামতে আদেশ হইলে, জামিন দিবেন।	৫৪৯।
দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬০২ ধারামতে জামিন দিবেন ও নথীর অনুবাদ, নকল ও সূচীপত্র করিবার এবং তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট পাঠাইবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা আমানত করিবেন।	৬০২।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৭ জুন।]

৫। কোন মোক্তার কোন আপীল বা অন্য বিষয়ে কোন মোকদ্দমাকারী ব্যক্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে, কোর্টের ডিক্রী বা আজ্ঞা স্বাক্ষরিত হইবার পর এক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঠে এবং মওক্কেল যে ভাষা বুঝেন সেই ভাষায় আপন মওক্কেলকে হিসাব দিতে বাধ্য হইবেন। ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার হাত দিয়া যে সকল টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে ঐ হিসাবে লেখা থাকিবে এবং আডবোকেট বা উকীলকে যে ফী দেওয়া যায় সেই আডবোকেটের বা উকীলের স্বাক্ষরিত তাহার রসীদ ঐ হিসাবের সঙ্গে দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলম রাধানীর হাই কোর্টের মোক্তার অমুকের সহিত অমুকের হিসাব।

জমা।	টাঃ আঃ পাঃ	খরচ।	টাঃ আঃ পাঃ
১৮৮ সাল।		১৮৮ সাল। জানুয়ারি।	
১ জানুয়ারি।		অমুক বিষয়ে খরচ (এই স্থলে বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইবে)	
অগ্রিম দত্ত টাকা ...		শ্রীঅমুক আডবোকেট বা উকীলকে অমুক ফী দেওয়া হয়।	

৩।—মোক্তারদিগকে সস্পেণ্ড বা কর্ম্মচ্যুত করিবার এবং অর্থদণ্ড নির্দ্ধারণ ও বিধান করিবার বিধি। [১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ধারার (খ) প্রকরণ ও শেষ পদ]।

৬। কোন মোক্তার পূর্ব্বোক্ত কোন বিধি লঙ্ঘন দোষে দোষী হইলে, তাঁহার ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে ও তাঁহাকে সস্পেণ্ড করা যাইতে পারিবে।

৭। কোন মোক্তার কোর্টের বিবেচনায় আপন ব্যবসায়ে অসাধুতা বা নিতান্ত গর্হিতাচরণ দোষে দোষী হইলে, তাহাকে সস্পেণ্ড বা কর্ম্মচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

৪।—বিপক্ষের মোক্তার সম্বন্ধে কোন পক্ষের যে ফী দিতে হইবে তাহার অবধারণ ও বিধান করণার্থ বিধি। [১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ২৭ ধারার (ক) প্রকরণ]।

৮। যে স্থলে মোক্তার নিযুক্ত করা যায়, সেই স্থলে এক্ষণে উকীলের ফী বলিয়া যে টাকা দিবার অনুমতি আছে সেই টাকার শত করা ১৫ টাকা ঐ মোক্তারের ফী বলিয়া দিবার অনুমতি হইবে, এবং অবশিষ্ট শত করা ৮৫ টাকা মাত্র উকীলের ফী বলিয়া দিবার অনুমতি হইবে।

৫।—সাধারণ।

৯। কোন মোকদ্দমাকারী ব্যক্তি মোক্তার নিযুক্ত না করিয়া যে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন না উপরিলিখিত বিধির কোন কথায় এরূপ অর্থ করিতে হইবে না।

রিচার্ড গার্থ।	আলেক্স, টি, মাকলীন।
রমেশ চন্দ্র মিত্র।	চাস, ডি, ফীল্ড।
এচ, এচ, কানিং হাম।	জে, ওকিনেলী।
ডবলিউ, এফ, মাকডোনেল।	মহেন্দ্রনাথ বসু।
এচ, টি, প্রিন্সেপ।	ডবলিউ, মাকফার্সন।
এ, উইলসন।	জোন্স কিউ, পিগট।
এল, আর, টটেনহাম।	

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১১ জুলাই।

সপ্তম খণ্ড।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের বিজ্ঞাপন।

হাই কোর্টের আপীলী বিভাগে যাহারা মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিবে এরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতা, গ্রাহ্য করণ প্রভৃতি বিষয়ক যে বিধি ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারামতে প্রণয়ন করা গিয়াছে, সেই বিধির ১ধারার লিখিত ফর্দ্দে কোন ব্যক্তি আপনার নাম লেখাইতে চাহিলে, ১৮৮২ সালের ৩০ জুন তারিখে বা তৎপূর্ব্বে হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত করিবেন, এবং ঐ দরখাস্তের সঙ্গে (১) তিনি যে প্রকৃত প্রস্তাবে হাই কোর্টে মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ, ও (২) সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকেট পাঠাইবেন।

হাই কোর্ট।
১৮৮২ সাল ৩০ মে।

হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে,
সি, এ, উইলকিন্স,
একটিং রেজিষ্ট্রার।

বিধির ১ ধারা —"হাই কোর্টের অনুমোদিত যে ব্যক্তিদের নাম অতঃপর প্রকাশিত ফর্দ্দে থাকিবে, তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত কোর্টে ১০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিলে, তাঁহাদিগকে মোক্তার স্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইবে।"

বিজ্ঞাপন।

ব্যবহারাজীবিদের সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারা ও ২৭ ধারার (ক) প্রকরণমতে হাই কোর্টের প্রণীত নিম্নলিখিত বিধি সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।

ফোর্ট উইলিয়ম,
১৮৮২ সাল ১ জুন।

হাই কোর্টের আজ্ঞাক্রমে,
সি, এ, উইলকিন্স,
একটিং রেজিষ্ট্রার।

হাই কোর্টের আপীলী বিভাগে যাহারা মোক্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিবে এরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতা, গ্রাহ্য করণ প্রভৃতি বিষয়ক বিধি। (১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণ।)

১। হাই কোর্টের অনুমোদিত যে ব্যক্তিদের নাম অতঃপর প্রকাশিত ফর্দ্দে থাকিবে, তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত কোর্টে ১০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিলে, তাঁহাদিগকে মোক্তারস্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ জুলাই।]

২। উক্ত ফর্দ্দে যে কোন ব্যক্তির নাম না থাকে, তিনি নিম্নলিখিতমতে যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে তাঁহাকে হাই কোর্টের মোখ্তারস্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(১) তিনি প্লীডরস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইলে, কিম্বা

(২) ১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারামত বিধির ৩ ধারার ২ প্রকরণে উল্লিখিত পরীক্ষায়, কিম্বা ১৮৭৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের বিধি যত কাল প্রবল থাকে, ততকাল উক্ত বিধির ৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার তুল্য পরীক্ষায়, দ্বিতীয় শ্রেণীমতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি পরীক্ষকদের দত্ত এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট উপস্থিত করিলে।

এই বিধির ২ ধারার (২) প্রকরণের আদেশমত পরীক্ষায় কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইবার যোগ্য হন এই নিমিত্ত প্রয়োজন এই যে,

(ক) তিনি কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সর্টিফিকেট কিম্বা দেশীয় ভাষার কিম্বা মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কিম্বা সাধারণের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের ডাইরেক্টর সাহেব কিম্বা স্কুলের কোন ইনস্পেক্টর অন্য যে প্রকাশ্য পরীক্ষা উক্ত পরীক্ষার তুল্য বলিয়া সর্টিফিকেট লিখিয়া দেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সর্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

(খ) নীতিপক্ষে তাঁহার সচ্চরিত্রতার হৃদ্বোধজনক সর্টিফিকেট দেখাইতে হইবে ও তাঁহার ২০ বৎসরের অধিক বয়স হওয়া আবশ্যক।

(গ) তাঁহার ২০ টাকা পরীক্ষার ফী দিতে হইবে।

তিনি (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণমতে যোগ্য হউন, তাঁহার হাই কোর্টে ১,০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

২।—হাই কোর্টে মোখ্তারদের কিং কার্য্য, ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য হইবে তন্নির্দ্দেশক বিধি।

[১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার (ঙ) প্রকরণ ;]

৩। প্রত্যেক জন মোখ্তার কলিকাতার স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মস্থান রাখিতে বাধ্য হইবেন, এবং আপীলী বিচারাধিপত্য সংক্রান্ত হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট আপন কর্ম্মস্থানের ঠিকানা লিখিয়া দিবেন।

৪। হাই কোর্টে যে কোন মোখ্তার কর্ম্ম করেন, তাঁহার কার্য্য ও ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য, আপন মওক্কেলের উপদেশের নিয়মাধীনে, নিম্নলিখিতরূপ হইবে।

	দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ধারা।
আপন মওক্কেলকে চিঠিপত্র লিখিবেন।	
আডবোকেট, উকীল বা আটর্নীদিগকে উপদেশ দিবেন এবং আপনার মওক্কেলের মোকদ্দমার বিচারকালে কোর্টে উপস্থিত থাকিবেন।	
যে দরখাস্ত কোর্টে করিতে হইবে বা, কোর্টের কোন কর্ম্মচারির নিকট করিতে হইবে, এমত দরখাস্ত করিবেন; কিন্তু নথী দেখিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।	
কোর্টে টাকা দিবেন বা গচ্ছিত করিবেন, এবং আপন মোখ্তারনামাক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে কোর্ট হইতে যে টাকা পান তাহা লইয়া রসীদ দিবেন।	১১০, ১১২, ২৫৭, ৩০৬, ৩০৭, ৩৩৯, ৩৭৬, ৩৭৯, ৬০২ ও সাধারণতঃ।
যৎকালে কার্য্যসংক্রান্ত যে বিধিপ্রবল থাকে, তদনুসারে হাই কোর্টে আপীলের নথীর অনুবাদ, নকল ও সূচীপত্র করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা দাখিল করিবেন, এবং দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৯ ধারামতে আদেশ হইলে, জামিন দিবেন।	৫৪৯।
দেওয়ানী কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৬০২ ধারামতে জামিন দিবেন ও নথীর অনুবাদ, নকল ও সূচীপত্র করিবার এবং তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট পাঠাইবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় তাহা আমানত করিবেন।	৬০২।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ জুলাই।]

৫। কোন মোক্তার কোন আপীল বা অন্য বিষয়ে কোন মোকদ্দমাকারী ব্যক্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে, কোর্টের ডিক্রী বা আদেশ প্রচারিত হইবার পর এক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঠে এবং মওক্কেল যে ভাষা বুঝেন সেই ভাষায় আপন স্বাক্ষরসহ হিসাব দিতে বাধ্য হইবেন। ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার হাত দিয়া যে সকল টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে ঐ হিসাবে লেখা থাকিবে এবং আডবোকেট বা উকীলকে যে ফী দেওয়া যায় সেই আডবোকেট বা উকীলের স্বাক্ষরিত তাহার রসীদ ঐ হিসাবের সঙ্গে দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের কোর্ট উইলিয়ম নামক স্থানীয় হাই কোর্টের মোক্তার অমুকের সহিত অমুকের হিসাব।

জমা।	টাঃ আঃ পাঃ	খরচ।	টাঃ আঃ পাঃ
১৮৮ সাল। ১ জানুয়ারি। অগ্রিম দত্ত টাকা।	...	১৮৮ সাল জানুয়ারি। অমুক বিষয়ে খরচ (এই স্থলে বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইবে) শ্রীঅমুক আডবোকেট বা উকীলকে অমুক ফী দেওয়া হয়।	

৩।—মোক্তারদিগকে সস্পেণ্ড বা কর্ম্মচ্যুত করিবার এবং অর্থদণ্ড নির্দ্ধারণ ও বিধান করিবার বিধি। [১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার (ঘ) প্রকরণ ও শেষ পদ]।

৬। কোন মোক্তার পূর্ব্বোক্ত কোন বিধি লংঘন দোষে দোষী হইলে, তাঁহার ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে ও তাঁহাকে সস্পেণ্ড করা যাইতে পারিবে।

৭। কোন মোক্তার কোর্টের বিবেচনায় আপন ব্যবসায়ে অসাধুতা বা নিতান্ত গর্হিত আচরণ দোষে দোষী হইলে, তাহাকে সস্পেণ্ড বা কর্ম্মচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

৪।—বিপক্ষের মোক্তার সম্বন্ধে কোন পক্ষের যে ফী দিতে হইবে তাহার অবধারণ ও বিধান করণার্থ বিধি। [১৮৭৯ সালের ১৮ আইনের ২৭ ধারার (ক) প্রকরণ]।

৮। যে স্থলে মোক্তার নিযুক্ত করা যায়, সেই স্থলে এক্ষণে উকীলের ফী বলিয়া যে টাকা দিবার অনুমতি আছে সেই টাকার শত করা ১৫ টাকা ঐ মোক্তারের ফী বলিয়া দিবার অনুমতি হইবে, এবং অবশিষ্ট শত করা ৮৫ টাকা মাত্র উকীলের ফী বলিয়া দিবার অনুমতি হইবে।

৫।—সাধারণ:

৯। মোকদ্দমাকারী ব্যক্তি মোক্তার নিযুক্ত না করিয়া যে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন না উপরিলিখিত বিধির কোন কথায় এরূপ অর্থ করিতে হইবে না।

রিচার্ড গার্থ।　　আলেক্স টি, মাকলীন।
রমেশ চন্দ্র মিত্র।　　চার্লস, ডি, ফীল্ড।
এচ, এস, কানিং হাম।　　জে, ওকিনেলী।
ডবলিউ, এফ, মাকডোনেল।　　মহেন্দ্রনাথ বসু।
এচ, টি, প্রিন্সেপ।　　ডবলিউ, মাকফার্সন।
এ, উইলসন।　　জোন্স কিউ, পিগট।
এল, আর, টটেনহাম।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১১ জুলাই।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮২ সাল, ১ আগষ্ট।

সপ্তম খণ্ড।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের বিজ্ঞাপন।

১৮৭৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের বিধিমতে ১৮৮৩ ও ১৮৮৪ সালে উচ্চতর ও নিম্নতর শ্রেণীর ওকালতীর পরীক্ষার্থিদের যে পরীক্ষা হইবে, তন্নিমিত্ত হাই কোর্ট পূর্ব্বের সমুদয় তালিকা রহিত করিয়া বিষয় সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।—

বিষয়।

প্রথম।—বঙ্গদেশে সম্পত্তি বিষয়ক যে ব্যবস্থা চলিত আছে।—

ক।—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমির উপর গবর্ণমেণ্টের দাওয়া ও লাখেরাজরূপে ভূমিভোগ করিবার দাওয়া ও বাকী রাজস্বের নিমিত্ত যে প্রণালীতে মহাল বিক্রয় করা যাইতে পারে সেই প্রণালী বিষয়ক ব্যবস্থা।

১৭৯৩ সালের বঙ্গীয় ১.৮, ও ১৯ আইন ও ৩৭ আইন প্রভৃতি দ্বারা এই আইন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইন।

খ।—পেটাও তালুকাদি বিষয়ক ব্যবস্থা ও বাকী খাজানার নিমিত্ত তাহা বিক্রয় করিবার নিয়ম।

১৮১৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন; ১৮৬৫ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন; ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন। কিন্তু যে পরীক্ষার্থিরা উড়িষ্যায় ও আসাম উপত্যকাস্থ জিলায় কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাদের ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের পরিবর্ত্তে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে হইবে; এবং যে পরীক্ষার্থিরা ছোট নাগপুরে কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাদের ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের পরিবর্ত্তে ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনে ও ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে হইবে।

গ।—ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ। ...

১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন, পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জিত স্থল মানিয়া।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮২ সাল, ৭ নবেম্বর।

সপ্তম খণ্ড।

বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর।

দেওয়ানী।

৭ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ১৪ আপ্রিল।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলের অর্ডরের ২৯৬ পৃষ্ঠায় ৪৩ ধারার (ট) প্রকরণের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

(ঠ) [প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতের যে স্মারকলিপি বহী রাখিতে হইবে তাহার কথা।—১৮৮২ সালের ১৪ আপ্রিলের ৭নং সরকুলর অর্ডর।—দেওয়ানী বিচার সম্পর্কীয় প্রত্যেক কার্য্যকারক স্বহস্তে লিখিয়া একখান স্মারকলিপি বহী রাখিবেন। তাহাতে তাঁহার কর্তৃত্বাধীন সমুদয় আমলার নাম ও তাহাদের হস্তে মূল মোকদ্দমার, বিবিধ প্রকার মোকদ্দমার, ডিক্রী জারীর বা আপীলের হউক, কিম্বা যেং শ্রেণীর নথী রাখা যায় তাহা লিখিতে হইবে। কোন আমলার পদচ্যুতি, স্থানান্তরে প্রেরণ, বা ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি হেতুক, বা অন্য কোন কারণে, সময়ের যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা ঐ বহীতে লিখিতে হইবে, এবং যেং আমলা কার্য্যভার অর্পণ ও গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বাক্ষর ও যে আদালতে তাঁহারা কর্ম্ম করেন সেই আদালতের স্বাক্ষর ক্রমে ঐরূপ প্রত্যেক পরিবর্ত্তন সংসিতমতে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

দেওয়ানী।

৮ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ১৯ আপ্রিল।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২০৩ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৬ ধারার পর ও ৭ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথা গুলি দিতে হইবে।—

৬ ক [দেওয়ানী কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৬০-১৬১ ধারা।—সাক্ষিদের খোরাকীর টাকার কথা।—১৮৮২ সালের ১৯ আপ্রিলের ৮নং সরকুলর অর্ডর] সাক্ষিদের হাতে খোরাকীর টাকা জমা হওয়া নির্দ্ধারণার্থে সেরেস্তাদার প্রত্যেক মোকদ্দমায় সাক্ষিদের হাতে দেওয়া হয় নাই বা দাওয়া হয় নাই বলিয়া খোরাকীর যত টাকা থাকে তাহার সর্টিফিকেট লইবেন, এবং সর্টিফিকেটের কথা উভয় পক্ষকে বা তাঁহাদের উকীলদিগকে জানাইয়া তাহার মর্ম্ম বিচার জানাইবার পর অগৌণে আজ্ঞাপত্রে লিখিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ৭ নবেম্বর।]

২। দাওয়া না হওয়া প্রযুক্ত সময়ের যে খোরাকীর টাকা পড়িয়া থাকে, তাহা লইয়া কার্য্য করিবার সময়ে হিসাবসংক্রান্ত বিধির ৫৪ ধারার বিধানের * প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

দেওয়ানী।

৯ নম্বর সর্কুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ১০ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ৩১৭ পৃষ্ঠায় ৫৭ ধারার (খ) ও (গ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

(খ) [1] মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আজ্ঞা করিলেন [2] যে, ভবিষ্যতে যে সকল পরওয়ানা, নোটিস ও তদ্রূপ অন্যান্য পত্র কোন বিচারসম্পর্কীয় বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত হইতে বাহির হইয়া ডাকযোগে পাঠান আবশ্যক হয়, তাহার ডাকের মাসুল সরকারী ডাক ইষ্টাম্প-যোগে দেওয়া যাইবে; যে পক্ষদের অনুরোধক্রমে পরওয়ানাদি বাহির হয়, তাঁহাদের স্থানে অতিরিক্ত খরচ আদায় করা যাইবে না।

দেওয়ানী।

১০ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ১২মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩১৫ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৫৩ ধারায় " একই মোকামে না হইলে " এই কথাগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

ফৌজদারী।

৫ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ৪ মে।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩ অধ্যায়ের ৪ ও ৪ক ধারায় ৬৮ অবধি ৭০ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় ওয়ারন্টের যে পাঁচ প্রকার পাঠ মুদ্রিত আছে, তাহাতে " পরগনা " এই শব্দের পর " পোলীস থানা " এই কথা দিতে হইবে।

ফৌজদারী।

৬ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ১২ মে।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১২৬ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ৫৩ ধারায় " একই মোকামে না হইলে " এই কথাগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

---

* দেওয়ানী বিধি ও অর্ডরের ৫৩ পৃষ্ঠা।

১। ১৮৮২ সালের ১০ মের ৯ নং সরকুলর অর্ডরক্রমে মূল (খ) ও (গ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে দেওয়া গেল।

২। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮২ সালের ১২ আপ্রিলের ২২৫ নং নির্দ্ধারণ।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A. AND B. L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮২ সাল, ২৮ নবেম্বর।

সপ্তম খণ্ড।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলার।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ৪ অধ্যায়ের ১২ ধারার (খ) প্রকরণ। [১৮৭৪ সালের ১°ফেব্রুয়ারির ৪ নং সরকুলার স্মারকলিপি।]

দরখাস্তেরসঙ্গে নকল করিবার জন্যে শাদা কাগজ যেমন দেওয়া গিয়া থাকে তেমনি দিতে হইবে, কিন্তু তদ্রূপ হইলে ঐ শাদাকাগজে ইষ্টাম্প দিবার প্রয়োজন নাই। ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করা যে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য, তাঁহাকে আটাল ইষ্টাম্প দিলেই চলিতে পারিবে। পরে নকল পাইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে ঐ কর্ম্মকারক কাগজে ইষ্টাম্প বসাইয়া তাহা ছেনী দিয়া কাটিয়া অকর্ম্মণ্য করিবেন। নকল পাইবার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে তিনি দরখাস্তকারিকে সেই ইষ্টাম্প ফিরিয়া দিয়া রেজিষ্টরে সেই মর্ম্মের কথা লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।

দেওয়ানী।

১১ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ১০ জুন।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ২৩৭ পৃষ্ঠার ৪ অধ্যায়ের ১২ ধারার (খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

(খ) [১৮৮২ সালের ১০ জুনের ১১ নং বিধি।]

নকল পাইবার প্রত্যেক প্রার্থক আপন প্রার্থনা-পত্রের সহিত নকল লইবার নিমিত্ত আবশ্যক কাগজ এবং প্রচলিত আইনক্রমে ঐ নকল লইবার জন্য যে কোর্ট ফী ইষ্টাম্প লাগে তাহা উপস্থিত করিবেন।

১। আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ১ তফশীলের ৬, ৭, ৮ ও ৯ প্রকরণ দেখ।

প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে ও নকল করা গেলে, উপযুক্ত কার্য্যকারক ঐ নকল দিবার পূর্ব্বে উক্ত কোর্টফী ইষ্টাম্প ছেনী দিয়া কাটিবেন। দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২৩৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রেবিনিউ বোর্ডের সরকুলার অর্ডরের ৪ প্রকরণে যে আদেশ আছে তন্নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত ইষ্টাম্প কাটিতে হইবে। প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে, অথবা নকল না করিবার পূর্ব্বে প্রার্থক তাহা চাহেন না বলিয়া জানাইলে, উক্ত কোর্টফী ইষ্টাম্প তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। এরূপ যে করা হইল, এই কথা রেজিষ্টরে লেখা যাইবে ও তাহাতে উপযুক্ত কার্য্যকারক ও প্রার্থক স্বাক্ষর করিবেন।

২। ১৮৭৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারির সরকুলার স্মারকলিপি রহিত করা গেল।

দেওয়ানী।

১২ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ১৩ জুন।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২৩৫ পৃষ্ঠার ৪ অধ্যায়ের ৯ ধারার (চ) প্রকরণের পর ও ১০ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

(ছ) [১৮৮২ সালের ১৩ জুনের ১২ নং বিধি]—পূর্ব্বোক্ত বিধির ২, ৩ ও ৪ খণ্ডের ও ঐ প্রকরণের (চ) দফামতে সর্ব্বশুদ্ধ যত আদায় করা যাইতে পারে তাহা ২৫ টাকার গুণকের উপর ধরিতে হইবে, অর্থাৎ বিক্রয়দ্বারা ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত যত টাকা আদায় হয়, তাহার প্রত্যেক ২৫ টাকা বা ২৫ টাকার অংশ প্রতি ।।০ আনা করিয়া ফী আদায় করা যাইতে পারিবে। ১০০০৲ টাকার উপর যত টাকা আদায় হয় তাহার প্রত্যেক ২৫ টাকা বা ঐ টাকার অংশপ্রতি ।০ আনা করিয়া অতিরিক্ত ফী আদায় করিতে হইবে।

[১৮৮১ সালের ১১ মার্চের ৫ নং সাধারণ পত্র।]—অচিহ্নিত বিচারসম্পর্কীয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত যে কার্য্যকারকদের ক্রমাগত কর্ম্ম করিতে হয় না ও যাঁহাদের এরূপ নির্দ্দিষ্ট বন্ধের সময় আছে, যে সময়ে তাঁহাদের কার্য্যে উপস্থিত না থাকিবার অনুমতি আছে, তাঁহাদের কোন বিশেষ আবশ্যক না হইলে অনুগ্রহের ছুটী দেওয়া যাইবে না। এই বিধিমতে অনুগ্রহের ছুটী দেওয়া গেলে, যে কার্য্যকারক ঐ ছুটী লন তিনি অনুগ্রহের ছুটী হইলে সাধারণতঃ যে বেতনাদি পাওয়া যায় শুদ্ধ তাহার অর্দ্ধেক পাইবেন।

(মন্তব্য—কোন কর্ম্মস্থলে থাকিতে হওয়া প্রযুক্ত বিচারসম্পর্কীয় যে কার্য্যকারক কোন বৎসর এক বা একাধিক বন্ধের সময়ে ছুটী লইতে পারেন না, তাঁহার প্রতি এই বিধি বর্ত্তে না। এরূপ স্থলে, সাধারণ বিধিমতে অনুগ্রহের ছুটী দেওয়া যাইতে পারিবে।)

[১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির ৪ নং সরকুলর অর্ডর]

(চ) [১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির ৪ নং সরকুলর অর্ডর]—বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরা, অনুগ্রহের ছুটী প্রার্থনা করিলে কর্ম্ম উপলক্ষে আপনার কর্ম্মস্থলে থাকিতে হওয়া প্রযুক্ত তাঁহারা পূর্ব্বের বন্ধের সময়ে ছুটী লইতে পারিয়াছেন কি না আপনাদের প্রার্থনাপত্রে এই কথা লিখিবেন। [1]কোন স্থলে কি প্রকারের ছুটী দিতে হইবে উক্তরূপ সম্বাদ না পাইলে হাই কোর্ট তাহা স্থির করিতে পারেন না।

[1] সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির পঞ্চম সংস্করণের ৭২ ধারার ১ প্রকরণের মন্তব্য দেখ।

দেওয়ানী।

১৩ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ২২ জুন।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩২১ পৃষ্ঠার ৫ অধ্যায়ের ৬৩ ধারার (ছ) ও (চ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

(ছ) [১৮৮২ সালের ২২ জুনের ১৩ নং সরকুলর অর্ডর]—বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরা অনুগ্রহের ছুটীর প্রার্থনা করিলে কর্ম্ম উপলক্ষে আপনার কর্ম্মস্থলে থাকিতে হওয়া প্রযুক্ত তাঁহারা পূর্ব্ব তিন বন্ধের সময়ে ছুটীর কোন অংশ লইতে পারিয়াছিলেন কি না, এবং যদি না পারিয়া থাকেন তবে কত অংশ লইতে পারেন নাই, আপনাদের প্রার্থনাপত্রে এই কথা লিখিবেন। [1]কোন স্থলে কি প্রকারের ছুটী দিতে হইবে, উক্তরূপ সংবাদ না পাইলে হাই কোর্ট তাহা স্থির করিতে পারেন না।

২। ১৮৮১ সালের ১১ মার্চের ৫ নং সাধারণ পত্র ও ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির ৪ নং সরকুলর অর্ডর রহিত করা গেল।

[1] ১৮৮২ সালের ২৭ মের ইণ্ডিয়া গেজেটের ১ খণ্ডের ২৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ২৬ মের সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারামতে সংশোধিত বিধি দেখ।

দেওয়ানী।

১৪ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ২৬ জুন।

হিসাবসংক্রান্ত বিধির ২৫ পৃষ্ঠার তুল্য দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩৮ পৃষ্ঠার ৩ অধ্যায়ের ৬৭ ধারার পর ও ৬৮ ধারার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

৬৭ ক।[1] ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ৪৬ ও ৪৭ ধারামতে খাজানা আমানত করা হইলে, আকৌণ্টাণ্ট খাস মহালের আডবাইস ফর্দ্দ মিলাইয়া দেখিয়া ও আমানতী রেজিষ্টর লিখিয়া সম্পর্কযুক্ত আদালত সমূহে আমানত পাঠাবার সম্বাদ দিবেন। ঐ সংবাদ নিম্নলিখিত পাঠে[2] দেওয়া যাইবে আকৌণ্টাণ্ট উহা পূরণ করিয়া প্রত্যহ উক্ত মামলা আদালতে পাঠাইবেন।

[1] ১৮৮২ সালের ২৬ জুনের ১৪ নং বিধি। মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৪ ধারার আদেশমতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব নিয়মিতরূপে এই বিধি অনুমোদন করিয়াছেন।

[2] ষ্টেশনরীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

১৬ক পাঠ।

অমুক স্থানের মুন্সেফ

শ্রী———————————————সমীপেষু।

১৮৬৭ সালের সপ্তম ৮ আইনের ৪৬ ও ৪৭ ধারামতে নিম্নলিখিত টাকা খাজানাখানায় আমানত করা গিয়াছে।

পাইবার তারিখ।	রেজিষ্টর অনুসারে আমানতের নম্বর।	যাহার স্থানে প্রাপ্ত।	যাহার নিমিত্ত।	যাহাকে দেয়।	টাকা।

২। তাহা হইলে আদালত ৪৭ ধারার আদেশমতে ভূম্যধিকারিকে নোটিস দিতে পারিবেন।

---

*২৬ ধারা। (ক) [বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিবার নোটিস জারী হইবার দাঁড়ামত প্রমাণ লইবার কথা।—১৮৭৪ সালের ৭ মার্চের ৮ নং সরকুলার অর্ডর]—১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারামতে বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমাঘটিত যে কার্য্য করা যায় তাহার নোটিস জারী করিবার সময়ে দাঁড়ামতে ঐ নোটিস জারী হইবার প্রমাণ লওয়া যাইবে।

(খ) [উক্ত আইনমতে মোকদ্দমাঘটিত সরাসরী কার্য্যপ্রণালীর কথা।—১৮৩৪ সালের ১৭ জানুয়ারির ১০৫ নং সরকুলার অর্ডর]—কটকবালাবদ্ধ ক্রেতার প্রার্থনাপত্র, নির্দ্দিষ্ট নোটিস দিবার ও জারী করিবার কথা, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ কোন দরখাস্ত করিলে সেই কথা ইত্যাদি মোকদ্দমাঘটিত সরাসরী কার্য্যপ্রণালীক্রমে যাহা কিছু ঘটে, জিলার জজ সাহেব কেবল তাহাই লিপিবদ্ধ করিবেন।

কাগজপত্র নষ্ট করিবার বিধি।

†২ ধারা (গ) প্রকরণ।—কটকবালার বন্ধক হইলে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ ১৮০৬ সালের ১৭ আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্য ... ... ১৫ বৎসর।

৪ ধারা। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনমতে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের অনুগ্রহের বৎসর অতীত হইলে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।

দেওয়ানী।

১৫ নম্বর সরকুলর অর্ডর।

১৮৮২ সাল ২৯ জুন।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরে ১৮৮২ সালের ১ জুলাই অবধি নিম্নলিখিত সংশোধন করিতে হইবে।—

(ক) ১২৮ পৃষ্ঠায় "১৭৯৮ সালের ১ আইন ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইন" এই২ কথা ও অঙ্কের পরিবর্ত্তে "১৮৮২ সালের ৪ আইনের ৮৩ ধারা" এই কথা দিতে হইবে।

(খ) ২১৩ পৃষ্ঠায়, ২৬ ধারার (ক) ও (খ)* প্রকরণ রহিত করা গেল।

(গ) ৪ অধ্যায়ের ১২ক নং ধারার (২) প্রকরণের (গ) দফা ও (৪) প্রকরণ রহিত করা গেল †

(ঘ) কালানুক্রমিক সূচীপত্রে

১৮৩৪ সালের ১৭ জানুয়ারির ১০৫ নং সরকুলর অর্ডর,

১৮৭৪ সালের ৭ মার্চের ৮ নং সরকুলার অর্ডর,

উল্লেখ সহিত রহিত করা গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

ফৌজদারী।

৭ নম্বর বিধি ১৮৮২ সাল ৪ আগষ্ট।

কৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১৭ পৃষ্ঠায় ২ অধ্যায়ের বার্ষিক বর্ণনাপত্রে কর্দের ১২ ও ১৩ নম্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

১৮৮২ সালে ও ভবিষ্যতে বৎসর ২ পূরণ করিতে হইবে। "১২ A।—ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক যে কশাঘাত দণ্ড হয় তাহার বিশেষ বিবরণ সম্বলিত বর্ণনাপত্র।"

২। উক্ত অধ্যায়ের ৪৫ ও ৪৬ পৃষ্ঠায় ফৌজদারী ৫ বার্ষিক বর্ণনাপত্রের অর্থাৎ ১২ নং বর্ণনাপত্রের পর নিম্নলিখিত পাঠ গুলি দিতে হইবে।

১২ A।—১৮৮ সালে ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক যে কশাঘাত দণ্ড হয় তাহার বিশেষ বিবরণ সম্বলিত বর্ণনাপত্র।

১ খণ্ড।

অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে ১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ২ ও ৩ ধারামতে যে কশাঘাত দণ্ড হয় ইহাতে তাহা দেখাইতে হইবে।

যেং অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডাজ্ঞা হয়।	বত ঘা মারিবার আজ্ঞা হয় তাহা।												মোট।
	৫ ও তন্ন্যূন।		৬ অবধি ১০ পর্য্যন্ত		১১ অবধি ১৫ পর্য্যন্ত।		১৬ অবধি ২০ পর্য্যন্ত।		২১ অবধি ২৫ পর্য্যন্ত।		২৬ অবধি ৩০ পর্য্যন্ত।		
	১ম অপরাধ নির্ণয়।	২য় বার বা তাহার পর অপরাধ নির্ণয়।	১ম অপরাধ নির্ণয়।	২য় বার বা তাহার পর অপরাধ নির্ণয়।	১ম অপরাধ নির্ণয়।	২য় বার বা তাহার পর অপরাধ নির্ণয়।	১ম অপরাধ নির্ণয়।	২য় বার বা তাহার পর অপরাধ নির্ণয়।	১ম অপরাধ নির্ণয়।	২য় বার বা তাহার পর অপরাধ নির্ণয়।	১ম অপরাধ নির্ণয়।	২য় বার বা তাহার পর অপরাধ নির্ণয়।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
(১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ২ ও ৩ ধারামতে) অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে।													
১। চৌর্য্য ... ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৮ ধারার নির্দ্দেশমত।													
৩৮০ " " ...													
৩৮১ " " ...													
৩৮২ " " ...													
২। অপহরণ ... ৩৮৪ " " ...													
৩৮৯ " " ...													
৩। চোরা দ্রব্য দুষ্টভাবে গ্রহণ ... ৪১১ " " ...													
৪১২ " " ...													
৪। লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ... ৪৪৩ " " ...													
৫। রাত্রিকালে ঐ ... ৪৪৪ " " ...													
৬। দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ ... ৪৪৫ " " ...													
৭। রাত্রিকালে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ ৪৪৬ " " ...													
৮। ১৮৮০ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারা মত অপরাধ ...												মোট ...	

মন্তব্য।—ইহার মধ্যে কোন মকদ্দমে যে তরুণবয়স্ক ব্যক্তিরা দণ্ডিত হয় তাহাদিগকে ধরিতে হইবে।

২ খণ্ড।

অন্য দণ্ডের অতিরিক্ত ১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৩ ও ৪ ধারামতে যে কশাঘাত দণ্ড হয়, ইহাতে তাহা দেখাইতে হইবে।

যে২ অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডাজ্ঞা হয়।	যত ঘা।						মোট।
	৫ ও অনূর্দ্ধ।	৬ অবধি ১০ পর্য্যন্ত।	১১ অবধি ১৫ পর্য্যন্ত	১৬ অবধি ২০ পর্য্যন্ত	২১ অবধি ২৫ পর্য্যন্ত	২৬ অবধি ৩০ পর্য্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(৩ ও ৪ ধারামতে) অন্য দণ্ডের অতিরিক্ত।							
ক।—৩ ধারা।—							
১। চৌর্য্য ... ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৮ ধারার নির্দ্দেশমত ...							
৩৮০ „ „ ..							
৩৮১ „ „ ...							
৩৮২ „ „ ...							
২। অপহরণ ... ৩৮৮ „ „ ...							
৩৮৯ „ „ ...							
৩। চোরা দ্রব্য কুটিল ভাবে গ্রহণ। ৪১১ „ „ ...							
৪১২ „ „ ...							
৪। লুক্কায়িত রূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ৪৪৩ „ „ ...							
৫। রাত্রিকালে ঐ ৪৪৪ „ „ ...							
৬। দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ ৪৪৫ „ „ ...							
৭। রাত্রিকালে ঐ ৪৪৬ „ „ ...							
৮। ১৮৭০ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারামত অপরাধ ...							
খ।—৪ ধারা।—							
১। মিথ্যা প্রমাণ দেওন। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারার নির্দ্দেশমত ...							
১৯৪ „ „ ...							
১৯৫ „ „ ...							
২। অস্বাভাবিক অভিগমন করণের মিথ্যা অভিযোগ করণ ২১১ „ „ ...							
ও ৩৭৭ „ „ ...							
৩। আক্রমণ ... ৩৫৪ „ „ ...							
৪। বলাৎকার করণ ... ৩৭৫ „ „ ...							
৫। অস্বাভাবিক অভিগমন ৩৭৭ „ „ ...							
৬। দস্যুতা করণ ... ৩৯০ „ „ ...							
৭। ডাকাইতি করণ ... ৩৯১ „ „ ..							
৮। দস্যুতা করণের উদ্যোগ করণ ৩৯৩ „ „ ...							
৯। দস্যুতা করণ কালে পীড়া জন্মাওন ৩৯৪ „ „ ...							
১০। চোরা দ্রব্য গ্রহণ ... ৪১৩ „ „ ...							
১১। জাল করণ ... ৪১৩ „ „ ...							
৪৬৬ „ „ ...							
৪৬৭ „ „ ...							
৪৬৮ „ „ ...							
৪৬৯ „ „ ...							
১২। লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ৪৪৩ „ „ ...							
১৩। রাত্রিকালে ঐ ৪৪৪ „ „ ...							
১৪। দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ ৪৪৫ „ „ ...							
১৫। রাত্রিকালে ঐ ৪৪৬ „ „ ...							
						মোট	

মন্তব্য।—ইহার মধ্যে কোন দফাক্রমে যে তরুণবয়স্ক ব্যক্তিরা দণ্ডিত হয়, তাহাদিগকে ধরিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

৩ খণ্ড।

১ ও ২ খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট অপরাধ ভিন্ন অন্য অপরাধে অপরাধক ব্যক্তিদের উপর ১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৫ ধারামতে যে দণ্ড হয়, ইহাতে তাহা দেখাইতে হইবে।

অপরাধ।	দণ্ড ঘা।												মোট।
	৫ ও তন্ন্যূন।		৬ অবধি ১০ পর্য্যন্ত।		১১ অবধি ১৫ পর্য্যন্ত।		১৬ অবধি ২০ পর্য্যন্ত।		২১ অবধি ২৫ পর্য্যন্ত।		২৬ অবধি ৩০ পর্য্যন্ত।		
	১ম অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	পরে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	১ম অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	পরে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	১ম অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	পরে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	১ম অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	পরে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	১ম অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	পরে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	১ম অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	পরে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

৪ খণ্ড।

অন্য দণ্ডের সহিত তুলনায় যতবার কশাঘাত দণ্ড দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, ইহাতে তাহা দেখাইতে হইবে।

দণ্ড।	যত।	মন্তব্য।
১	২	৩
১। মোট যত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হয় (১)		
২। মোট যত অন্যান্য দণ্ড হয় (২)		
কশাঘাতের শতকরা ...		

(১) ১ ও ৩ খণ্ডের ১৪ ঘরের ও ২ খণ্ডের ৮ ঘরের মোট।

(২) কশাঘাত যে দণ্ডের অংশস্বরূপ ছিল তাহা ধরিতে হইবে না, কিন্তু যে সকল স্থলে কশাঘাত দণ্ড হইতে পারিত তৎসমুদয় ধরিতে হইবে।

ফৌজদারী।

৮ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ১৮ আগষ্ট।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১১২ পৃষ্ঠার ২৮ ধারার (গ) প্রকরণের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

(ঘ) [১৮৮২ সালের ১৮ আগষ্টের ৮ নং সরকুলর অর্ডর]—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে সমুদয় বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে আইন অনুসারে যে সকল কাগজপত্র স্বাক্ষর করা আবশ্যক, সেই সকল কাগজপত্রে কার্য্যকারকের নামের মোহর বসাইয়া দেওয়া যথেষ্ট ও বৈধ নহে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

১৬ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ১৮ আগস্ট।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩১৮ পৃষ্ঠার ৪৪ ধারার পর "মোহর" এই শীর্ষকের নিম্নে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

(খ) [১৮৮২ সালের ১৮ আগস্টের ১৬নং সরকুলর অর্ডর]— বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে সমুদয় বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে আইন অনুসারে যে সকল কাগজপত্র স্বাক্ষর করা আবশ্যক, সেই সকল কাগজপত্রে কার্য্যকারকের নামের মোহর বসাইয়া দেওয়া যথেষ্ট ও বৈধ নহে।

---

১৭ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ২৬ আগস্ট।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৫ অধ্যায়ের ৪৩ ধারার (গ) ও (ঘ) প্রকরণের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

(গ গ) দেওয়ানী বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারক অরূপ আপন কর্ম্মের অতিরিক্ত কোন কার্য্যকারকের রাজস্বসংক্রান্ত বা ফৌজদারী কর্ম্ম করিতে হইলে, তিনি যখন সদর মোকামে থাকেন, তখন উক্তরূপ কোন এক শ্রেণীর কর্ম্ম করিতে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে দিন অতিবাহিত হইয়াছে কি না এই কথা প্রত্যহ আপন রোজনামচায় লিখিবেন। তিনি যত দিন ভ্রমণে কাটান, আইন বহির্ভূত প্রদেশে তত দিন কেবল রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

পাঠ।

৪৩ ক। (বিচারকার্য্যসম্পর্কীয় পাঠের নিমিত্ত বার্ষিক ও হঠাৎ প্রয়োজনীয় ইণ্ডেণ্টের কথা।—১৮৮১ সালের ১২ জুলাইর ১৭ নম্বর সরকুলর অর্ডর।)—বিচারকার্য্যসংক্রান্ত যে২ পাঠের ব্যবহার হইবার অনুমতি আছে প্রতিবৎসর জুন মাসে ষ্টেশনরির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট সেই২ পাঠ পাঠাইবার জন্য বার্ষিক ইণ্ডেণ্ট পাঠাইতে হইবে।

হঠাৎ প্রয়োজনীয় পাঠের ইণ্ডেণ্ট বৎসরের যে কোন সময়ে পাঠান যাইতে পারিবে ও তদনুসারে কার্য্য হইবে; কিন্তু এইরূপ ইণ্ডেণ্ট হাই কোর্টের দ্বারা পাঠাইতে হইবে।[১]

---

[১] এই সরকুলরে কেবল ১৮৭৯ সালের ১৮ আপ্রিলের ১৬নং সরকুলর অর্ডরের ও ১৮৭২ সালের ৩ জুলাইর ২৩নং সরকুলর অর্ডরের কথা দেওয়া গেল। এই পুস্তক সঙ্কলন করিবার সময়ে ভুলক্রমে ঐ দুইটী বাদ দেওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

দেওয়ানী।

১৮ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ২৯৬ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের (১৮৮১ সালের ১২ জুলাইর ১৭ নং সরকুলর অর্ডরমত) ৪৩ B ধারার পরিবর্ত্তে, নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

পাঠ।

৪৩ B। [বিচারকার্য্যসম্পর্কীয় পাঠের নিমিত্ত বার্ষিক ও হঠাৎ প্রয়োজনীয় ইণ্ডেণ্টের কথা।—১৮৮২ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের ১৮ নং সরকুলর অর্ডর।]—(ক) বিচারকার্য্যসংক্রান্ত যে২ পাঠের ব্যবহার হইবার অনুমতি আছে, পরবর্ত্তী জুন মাসের ১ তারিখে আরম্ভ করিয়া বারমাসের নিমিত্ত সেই২ পাঠ পাঠাইবার জন্য প্রতি বৎসর ১ ডিসেম্বর তারিখে বা তৎপূর্ব্বে ষ্টেশনরির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট ইণ্ডেণ্ট পাঠাইতে হইবে।

(খ) হঠাৎ প্রয়োজনীয় পাঠের ইণ্ডেণ্ট বৎসরের যে কোন সময়ে পাঠান যাইতে পারিবে ও তদনুসারে কার্য্য হইবে; কিন্তু এইরূপ ইণ্ডেণ্ট হাই কোর্টের দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

২। ষ্টেশনরির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব হাই কোর্টের অনুমোদনক্রমে জিলার জজ সাহেব সকলকে যে বিধি পাঠাইয়াছেন, সমুদয় ইণ্ডেণ্ট প্রস্তুত করিবার সময়ে সেই বিধির অন্তর্গত আদেশ সমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত সরকুলর গুলি রহিত করা গেল।

১। ১৮৭২ সালের ৩ জুলাইর ২৩ নং সরকুলর অর্ডর।

২। ১৮৭৯ সালের ১৮ আপ্রিলের ১৬ নং সরকুলর অর্ডর।

৩। ১৮৮১ সালের ১২ জুলাইর ১৭ নং সরকুলর অর্ডর।

দেওয়ানী।

১৯ নং বিধি। ১৮৮২ সাল ১৪ সেপ্টেম্বর।

দেওয়ানী বিধি ও অর্ডরের ৩ অধ্যায়ের ১৫৫ পৃষ্ঠায় E চিহ্নিত ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের শীর্ষদেশে "বিবিধ প্রকারের আপীল" এই কথার পরিবর্তে, আপীল আদালতে যে সকল বিবিধপ্রকার মোকদ্দমা আছে ' এই পাঠ করিতে হইবে।

২। আর দেওয়ানী বিধি ও অর্ডরের ৩ অধ্যায়ের ১৭৪ ও ১৭৫ পৃষ্ঠায় ৫ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের ২ খণ্ডের শীর্ষদেশে "বিবিধ প্রকারের আপীল" এই কথার পরিবর্তে, আপীল আদালতে যে সকল বিবিধপ্রকার মোকদ্দমা আছে ' এই পাঠ করিতে হইবে।

' আপীল আদালত এতদ্বর্ণনাপত্রে নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীর মোকদ্দমার কথা লিখিবেন, যথা,

১। ২৫ ধারামতে আপীল উঠাইয়া লইবার বা হস্তান্তর করিয়া দিবার নিমিত্ত আপীল আদালতে প্রার্থনা।

২। ৫৫৮ ও ৫৬০ ধারামতে আপীল পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিবার বা পুনঃ শ্রবণ করিবার প্রার্থনা।

৩। ৫৯২ ধারামতে দরিদ্র স্বরূপ আপীল করিবার অনুমতি পাইবার প্রার্থনা।

৪। ৬২৩ ধারামতে বিচারের পুনরালোচনের প্রার্থনা।

ফৌজদারী।

৯ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮২ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১১৯ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ৪৪ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।

পাঠ।

৪৪। [বিচারকার্য্যসম্পর্কীয় পাঠের নিমিত্ত বার্ষিক ও হঠাৎ প্রয়োজনীয় ইণ্ডেণ্টের কথা।—১৮৮২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ৯ নং সরকুলর অর্ডর]—বিচার কার্য্যসংক্রান্ত যেং পাঠের ব্যবহার হইবার অনুমতি আছে, পরবর্ত্তী জুন মাসের ১ তারিখে আরম্ভ করিয়া বার মাসের নিমিত্ত সেইং পাঠ পাঠাইবার জন্য প্রতি বৎসর ১ ডিসেম্বর তারিখে বা তৎপূর্ব্বে ষ্টেশনরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট ইণ্ডেণ্ট পাঠাইতে হইবে।

(খ) হঠাৎ প্রয়োজনীয় পাঠের ইণ্ডেণ্ট বৎসরের যে কোন সময়ে পাঠান যাইতে পারিবে ও তদনুসারে কার্য্য হইবে; কিন্তু এইরূপ ইণ্ডেণ্ট হাই কোর্টের দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

২। ষ্টেশনরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব হাই কোর্টের অনুমোদনক্রমে জিলার জজসাহেব সকলকে যে বিধি পাঠাইয়াছেন, সমুদয় ইণ্ডেণ্ট প্রস্তুত করিবার সময়ে সেই বিধির অন্তর্গত আদেশসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত সরকুলরগুলি রহিত করা গেল।

১। ১৮৭২ সালের ৩ জুলাইর ২৩ নং সরকুলর অর্ডর।

২। ১৮৭১ সালের ১৮ আপ্রিলের ১৬ নং সরকুলর অর্ডর।

পাঠ।

৪৪। (ক) [বিচার কার্য্য সম্পর্কীয় পাঠের নিমিত্ত বার্ষিক ইণ্ডেণ্টের কথা।—১৮৭১ সালের ১৮ আপ্রিলের ১৬ নং সরকুলর অর্ডর]—বিচারকার্য্যসংক্রান্ত যেং পাঠের ব্যবহার হইবার অনুমতি আছে প্রতি বৎসর জুন মাসে ষ্টেশনরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট সেইং পাঠ পাঠাইবার জন্য বার্ষিক ইণ্ডেণ্ট পাঠাইতে হইবে।

(খ) [বিচারকার্য্য সম্পর্কীয় পাঠের নিমিত্ত হঠাৎ প্রয়োজনীয় ইণ্ডেণ্টের কথা।—১৮৭২ সালের ৩ জুলাইর ২৩ নং সরকুলর অর্ডর]—হঠাৎ প্রয়োজনীয় পাঠের ইণ্ডেণ্ট বৎসরের যে কোন সময়ে পাঠান যাইতে পারিবে ও তদনুসারে কার্য্য হইবে; কিন্তু এইরূপ ইণ্ডেণ্ট হাই কোর্টের দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

ফৌজদারী।

১০ নম্বর বিধি। ১৮৮২ সাল ২৬ সেপ্টেম্বর।

ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৮২ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ১ ধারার এক প্রকরণের ৮ দফার ফুটনোটস্বরূপ নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।—

(১) ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণের এবং এই বিধির ৩ও৪ প্রকরণের বিধান নিষেধাজ্ঞার ও প্রতি বর্ত্তে। কিন্তু ফৌজদারী কার্য্যকারকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, অপরাধের সহিত যে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সংস্রব নাই তাহাতে যে নিষেধ আজ্ঞা হয় সেই আজ্ঞার নিমিত্ত কোন ফী দিতে হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত; ফৌজদারী কার্য্যবিধানের আইনের ৫১৯ ধারামত নিষেধ আজ্ঞার উপরিলিখিত ফী লাগিবে, কিন্তু উক্ত আইনের ৫১৮ বা ৫৩০ ধারামত নিষেধ আজ্ঞার কোন ফী দিতে হইবে না।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলের।

১৮৮২ সাল ফেব্রুয়ারি মাস।

মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব সি, আই, ই,।

৬ নম্বর।

১৮৭৯ সালের বোর্ডের খাকবস্ত পুস্তকের ৪র্থ পরিশিষ্ট ও নব প্রকাশিত বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২য় বালামের ষষ্ঠ অধ্যায়ের (জরীপ বিষয়ক) ১৭২ হইতে ১৮০ পর্য্যন্ত পত্রে নিবেশিত বিধি ও নিয়ম সকলের পরিবর্ত্তে, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট গণিত সম্বন্ধীয় যন্ত্রাগার হইতে যন্ত্র প্রভৃতির প্রেরণাদি জন্য নিম্নলিখিত সংশোধিত বিধি ও নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

১৮৮১ সালের ৩০শে জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের ৫১৬ হইতে ৫২১ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের সরবেয়র জেনরল সাহেবের আদেশমতে প্রকাশিত বিধি।

৪র্থ পরিশিষ্ট।
বিধি ও নিয়ম।
(৫ পরিচ্ছেদের ৪ ধারা দেখ)

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট গণিত সম্বন্ধীয় যন্ত্র বিভাগ খাতায় খরচ লিখিয়া সাধারণের কার্য্যের জন্য নূতন এবং কার্য্যোপযোগী যন্ত্র বিক্রয় করে, পুরাণ যন্ত্র পরীক্ষা করে, সংস্কার করে এবং কার্য্যোপযোগী করিয়া দেয় ইত্যাদি। সাধারণতঃ আবশ্যক শ্রেণীর তদ্রূপ কার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি প্রেরণের উপযুক্ত থাকিলে নূতন যন্ত্র প্রেরণ করা হয় না।

২। নিম্নলিখিত ইণ্ডেণ্টের পাঠে সাধারণের কার্য্যের জন্য যন্ত্রাদি পাইবার আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে। যে যে প্রকারের যন্ত্রের প্রয়োজন এবং যে যে বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন তাহা যত দূর সম্ভব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেওয়া প্রয়োজন।

কলিকাতা গণিত সম্বন্ধীয় যন্ত্রালয়ের উপর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র সমূহের জন্য ইণ্ডেণ্ট তারিখ ১৮ । সালের নম্বরের

যন্ত্রের বর্ণনা।	যত পরিমাণ বা সংখ্যক ব্যবহৃত হয় বা ভাণ্ডারে জমা আছে।	যত পরিমাণ বা সংখ্যকের জন্য ইণ্ডেণ্ট।	যে জন্য প্রয়োজন।	ছাপা কর্দ্দমত দর।		কোথায় কিরূপে পাঠাইতে হইবে।
				টাকা	আনা	পার্সেলে বা রেলে যে নিরোনাম বা ঠিকানা লিখিতে হইবে, তাহা যেন পরিষ্কার করিয়া সম্পূর্ণ লেখা থাকে। সংক্ষেপে হইলে ভুল হইবার সম্ভাবনা।

আমি ইহার দ্বারা সাবধানে পরীক্ষার পর সর্টিফিকেট দিতেছি যে ইণ্ডেণ্টে উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের জন্য অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক।

গ্রাহ্য হইবার জন্য অনুরোধ করা যায়
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের ক্রোড়স্বাক্ষর।

ইণ্ডেণ্টকারী কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর ও তৎসঙ্গে তাঁহার পদের নাম সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইবে।

৩। ইণ্ডেণ্ট অনুসারে যন্ত্র পাঠাইবার পূর্ব্বে উক্ত বিভাগের কর্ত্তা অথবা ইণ্ডেণ্টকারী কর্ম্মচারী যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন তাহার কর্ত্তার দ্বারা অনুমোদিত এবং ক্রোড় স্বাক্ষরিত হওয়া একান্ত আবশ্যক; যথা—

ত্রিগোনোমেট্রিকাল বা টপগ্রাফিক জরীপ	সরবেয়র জেনরল দ্বারা।
রাজস্ব	ডেপুটী সরবেয়র জেনরল।
বন্দোবস্ত কার্য্য	রেবিনিউ বোর্ড সকল।
পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ	হয় সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র অথবা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ।
টেলিগ্রাফ বিভাগ	টেলিগ্রাফের ডাইরেক্টর জেনরল।
মেরিন ডিপার্টমেণ্ট	মেরিনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।
কোয়ার্টরমাষ্টর জেনরলের বিভাগ	সৈন্যের কোয়ার্টরমাষ্টর জেনরল।
অন্যান্য সিবিল কর্ম্মচারী বা সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত মিলিটারি কর্ম্মচারী।	যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করে তাহার সেক্রেটরী অথবা রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী।

গণিত সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিভাগে আবেদন করিলেই ইণ্ডেণ্টের পাঠ পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

এবং ঐ সকল ইণ্ডেণ্ট কলিকাতা পার্ক ষ্ট্রীটের ৯ নম্বর ভবনে গবর্ণমেণ্ট গণিত সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিভাগের অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৪। যেখানে পাঠাইতে হইবে ও যেরূপে পাঠাইতে হইবে এবং যে ষ্টেশনে যন্ত্র উপস্থিত করিয়া দিতে হইবে তাহা ইণ্ডেণ্ট পাঠের যথাযোগ্য ঘরে বিশেষরূপে লিখিতে হইবে, অন্যথা না হয়। ইণ্ডেণ্টের উপর যত দূর বর্ণনা করা যাইতে পারে তাহা অপেক্ষা অধিক বর্ণনা প্রয়োজন না হইলে ইণ্ডেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র চিঠীর আবশ্যকতা নাই।

৫। যে সকল কর্ম্মচারীর নিকট যন্ত্র অথবা অন্যান্য মাল সাধারণের কার্য্যের জন্য প্রেরিত হইবে তাঁহাদিগকে, যে আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের নিকট তাঁহাদিগকে হিসাব দিতে হয় সেই আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের নিকট তিনি যে নিয়ম অনুসারে উপদেশ দেন তদনুসারে ঐ যন্ত্রাদির হিসাব দাখিল করিতে হইবে।

৬। যে স্থলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বিবেচনা করেন যে যন্ত্রাদির প্রেরণের খরচা ঐ যন্ত্রের উপকরণের যথার্থ মূল্যের প্রায় সমান বা অধিক হইবে সেই সকল স্থল ভিন্ন, যখন অপ্রয়োজন হইবে তখন সমস্ত যন্ত্র অথবা যন্ত্রের অনুপূরক অংশ তৎক্ষণাৎ গণিত সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিভাগে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে; এবং প্রথমোক্ত স্থলেও কিরূপে ঐ সকল যন্ত্রের বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহার জন্যে গণিত সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিভাগের অধ্যক্ষকে লিখিতে হইবে।

৭। যখন কোন কর্ম্মচারী যন্ত্রসকল অকর্ম্মণ্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তখন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের একটী কমিটী করিয়া উহাদের পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের রিপোর্ট গণিতসম্বন্ধীয় যন্ত্রবিভাগের অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে। তিনি কোন্ কয়টী দ্রব্য কলিকাতার ডিপোতে পাঠাইয়া দিতে হইবে এবং কোন্ কয়টী সুবিধা মত প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবেন। নীলামে বিক্রীত দ্রব্য সকলের উৎপন্ন টাকা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ট্রেজুরীতে জমা দিতে হইবে এবং ট্রেজুরীর রসীদ নীলামের হিসাবের সহিত, যে আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের নিকট ঐ সকল দ্রব্যের হিসাব দিতে হয় তাহারই নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।

৮। যখন গুদামে চূড়ান্তরূপে রক্ষার জন্য যন্ত্রসকল প্রাপ্ত হইলেন, তখন গণিত সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিভাগের অধ্যক্ষ ঐ সকল যন্ত্রের জন্য এক খানি রসীদ দিবেন। ঐ রসীদ, যাঁহার নিকট হইতে যন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল সেই কর্ম্মচারী, সম্পর্ক বিশিষ্ট অকৌণ্টাণ্ট জেনরলের নিকট, ষাণ্মাসিক বা অন্য কোন মালের রিটর্ণের সহিত পাঠাইয়া দিয়া ঐ যন্ত্র তাঁহার নামে খরচের ঘর হইতে তুলিয়া দিতে সক্ষম হইবেন।

৯। যে সকল গবর্ণমেণ্ট যন্ত্র ইত্যাদির মেরামত ইত্যাদি আবশ্যক তাহা একখানি সরকারী চিঠীর অথবা মেরামতের ইণ্ডেণ্টের সহিত প্রেরণ করিতে হইবে। যদি আর আবশ্যক না থাকে এবং গুদামে জমা হওয়া অভিপ্রেত না হয়, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।

১০। যে সকল যন্ত্র ইংলণ্ড হইতে আনীত হইয়া খাতায় লিখিয়া সরকারী কার্য্যের জন্য প্রেরিত হইবে তাহাদের দর, ইনবাইস খরচার সহিত সামান, গুদামজাত করা, পরীক্ষা করা এবং প্রেরণ করার নিমিত্ত খরচার যোগ করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। যখন এই দর স্থির করার যো নাই তখন হার বহীর লিখিত দরে দাম করিতে হইবে। ইহা গড় হার ধরিয়া নির্ণীত হয়।

১১। খাতায় লিখিয়া প্রেরণের জন্য যে সকল যন্ত্র এই বিভাগে প্রস্তুত হইবে এবং যাহা স্থানীয়রূপে ক্রয় করিতে হইবে, যথার্থ খরচা ধরিয়া তাহার দর নির্ণয় করিতে হইবে। যে সকল কর্ম্মচারী খাতায় লিখিয়া যন্ত্রাদি পাইতে অধিকারী নহে তাহাদের জন্য যে সকল যন্ত্রাদি স্থানীয়রূপে ক্রয় করিতে হইবে, তাহাদের দর জিনিষের খরচের উপর নৈমিত্তিক খরচের জন্য শতকরা দশটাকা যোগ করিয়া নির্ণীত হইবে।

১২। যখন যন্ত্রাদি অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে, তখন কোন কর্ম্মচারী বা অপর কাহারও নিকট যথার্থ খরচার উপর শতকরা দশটাকা লইয়া কোন কোন সময়ে পাঠান যাইতে পারে, এবং প্রয়োজন হইলে কর্ম্মচারীদিগের নিজ সম্পত্তিভুক্ত যন্ত্রাদিও ঐ নিয়মে মেরামত করা যাইতে পারে। এরূপস্থলে অধ্যক্ষের কর্ম্মস্থান হইতে যন্ত্রাদি প্রেরিত হইতে পারিবার পূর্ব্বে গণিতসম্বন্ধীয় যন্ত্রবিভাগের অধ্যক্ষের নিকট টাকা পাঠাইতে হইবে।

১৩। গুদামে যে সকল যন্ত্র ফেরত আসিবে তাহাদের অবস্থা দৃষ্টে তাহাদের মূল্য নির্ণয় হইবে।

১৪। বিশেষ অনুরোধ এই যে যন্ত্রের আকার ও প্রকার, স্কেলের দৈর্ঘ্য, কত ভাগ, কোন্ কোন্ উদ্দেশের জন্য প্রয়োজন এবং সাধারণতঃ অন্য যে কোন সংবাদ পাইলে এই বিভাগ অনায়াসে, বার বার পত্র লেখালেখি না করিয়া, ইণ্ডেণ্টকারী কর্ম্মচারীর অভাব জানিতে সক্ষম হইবেন তাহা যেন সমভিব্যাহৃত পত্রের পরিবর্ত্তে ইণ্ডেণ্টের উপরই পরিষ্কার করিয়া যত দূর সম্ভব লেখা থাকে।

১৫। নিম্নলিখিত তালিকায়, এই বিভাগ সাধারণতঃ যে সকল প্রকারের যন্ত্র সরকারী কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিবার নিমিত্ত গুদামে রাখেন তাহার নামাবলী প্রদত্ত হইতেছে। ইণ্ডেণ্টে এই নামাবলী ব্যবহৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১৬। ইণ্ডেণ্টকারী কর্ম্মচারী এবং যে কর্ম্মচারী ইণ্ডেণ্টে ক্রোড়স্বাক্ষর করেন এবং চূড়ান্তরূপে পাস করেন তাঁহাদের এই কার্য্যে কত খরচ পড়িবে জানিবার জন্য পশ্চাল্লিখিত তালিকায় প্রত্যেক প্রকারের যন্ত্রের সাধারণ গড় দরও প্রদত্ত হইল। ইণ্ডেণ্টকারী কর্ম্মচারীরা অন্যথা না করিয়া অতি অবশ্য আপন প্রয়োজনীয় যন্ত্রের দাম, ঐ উদ্দেশে স্বতন্ত্র রক্ষিত ইণ্ডেণ্টের ঘরে লিখিয়া দিবেন।

১৭। যন্ত্র প্রদান, একজন কর্ম্মচারী যাহা চাহিবেন তাহাদ্বারা না হইয়া যাহা অত্যাবশ্যকরূপে প্রয়োজনীয় তাহাদ্বারা নিয়মিত হইবে।

কলিকাতা }
১০ই জুন ১৮৮২ সাল। }

আর, বি, স্মিথ কাপ্তেন [illegible], ই,
অধ্যক্ষ গ, য, বি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

যে সকল যন্ত্র কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গণিত যন্ত্রবিভাগে সাধারণতঃ গুদামে রক্ষিত অথবা প্রস্তুত হয় তাহার তালিকা।

যন্ত্রের নাম।	ক্রয় করিবার ন্যূনাধিক দর।						মন্তব্য।
		টাঃ	আঃ		টাঃ	আঃ	
আনিমোমেটর (রবিন্সনের) ...	প্রত্যেকটী	৪৫	০	হইতে	৬৫	০	
ঐ হুএওয়েল ...	,,	৩১৫	০	,,	...	...	
আরিথ্মোমেটর ...	,,	২০০	০	হইতে	৩২৫	০	
বায়ুমান বা বারোমেটর, আনেরয়েড ...	,,	৪০	০	,,	৭৫	০	
ঐ ঐ পকেট ...	,,	৫০	০	,,	৮০	০	
ঐ মেরিন ...	,,	৫০	০	,,	৭৫	০	
ঐ পার্ব্বত্য কর্টিনের মতে ...	,,	৫০	০	,,	১২৫	০	
ঐ ঐ জর্জ্জের প্যাটরন	,,	১৫০	০	,,	৭৫	০	
ঐ ষ্টাণ্ডার্ড কর্টিনের মতে ...	,,	৬০	০	,,	২০০	০	
ঐ ঐ সেলফকম্পেনসেটিং ...	,,	১২৫	০	,,	২৭৫	০	
ঐ বইলু ম্যারিটরটী বা পকেট প্যারদীয়।	,,	১৫৫	০	,,	১৭৫	০	
বার, ইস্পাত, ৬ ফুট, ...		১৬	০	,,	২৫	০	
বোর্ড ড্রয়িং সেক্সন ...	আকার অনুসারে	১	০	,,	১	৮	বর্গফুট প্রতি।
ঐ ঐ ডিল, আবলুসের ধার দেওয়া	আকার অনুসারে	১	২	,,	২	০	বর্গফুট প্রতি।
চেন, লোহা ৩০ ফুট লম্বা, পিনের সহিত সম্পূর্ণ।	প্রত্যেকে	৪	৬	...	...	...	
ঐ ঐ ৩৩ ঐ ঐ ঐ ...							
ঐ ঐ ৫০ ঐ ঐ ঐ ...	,,	৫	১০		...	...	
ঐ ঐ ৬৬ ঐ ঐ ঐ ...	,,	৮	৮	..	...	...	
ঐ ঐ ১০০ ঐ ঐ ঐ ...	,,	১০	০	...	...	..	
ক্রনোমেটর, বাক্সবন্দী ...	,,	২৫০	০	হইতে	৫৫০	০	
ঐ পকেট ...	,,	৫০০	০	,,	৭২০	০	
সর্কেল উচ্চতা ও আজিমথ ...	,,	১৫০০	০	..	...	...	
বৃত্ত, প্রতিফলক	,,	৫০০	০	...	.	...	
বৃত্ত, পৌনঃ পুনিক ও জ্যোতিষিক ...	,,	১২৫০	০	...	...	...	
সাঃকম ফেরেন্টর পারা সমেত ...	,,	৯০	০	হইতে	১০৫	০	
ক্লিনোমেটর ...	,,	২৫	০	,,	৫০	০	
কমস্, একর, গণক, ইলেকট্রম ...	,,	১৩	০	,,	১৫	০	
ঐ কার্ডে ...	,,	০	৪	...	...	..	
কম্পাস, বীম কাষ্ঠের দাঁড় ভিন্ন২ রকমের ও আকারের, প্লেন।	,,	৮	০	হইতে	২০	০	
ঐ ঐ ঐ উপকরণ সমেত ...	,,	২২	০	,,	৩৬	০	
ঐ ধনুকেরমত, পেনসিল বা কালিমুখ পিত্তলের ঐ এক যোড়ের।	,,	২	১২	,,	৩	১২	
ঐ ঐ ঐ দুযোড়ের ...	,,	৬	০	,,	৮	৮	
ঐ ঐ ঐ ইলেকট্রম এক যোড়ের	,,	৩	৬	,,	৫	০	
ঐ ঐ ঐ ঐ দুযোড়ের।	,,	৫	০	,,	১২	৮	
ঐ স্প্রিং, ধনুকেরমত, পেনসিল বা কালিমুখ অথবা ডিবাইডর।	,,	২	১০	,,	৪	৮	
ঐ ঐ ভিন্ন২ সেটের ...	,,	৬	০	,,	১৫	৪	

* ইঞ্চের উপর আকার লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

যন্ত্রের নাম।	প্রেরণ করিবার ন্যূনাধিক দর।						মন্তব্য।
		টাঃ	আঃ		টাঃ	আঃ	
কম্পাস, ড্রয়িং, সামান্য পিতলের ...	প্রত্যেকে	৩	০	হইতে	৪	৮	
ঐ ঐ ইলেকট্রমের ...	"	২	৮	"	৫	৪	
ঐ ঐ কেশ, পিতল ...	"	৪	৬	"	৬	০	
ঐ ঐ ঐ ইলেক্ট্রম ...	"	৫	৪	"	৮	০	
ঐ ঐ পেনসিল ও কলমমুখ পিতল।	"	৬	১৪	"	১৪	০	
ঐ ঐ ঐ ও কলমমুখ ইলেক্টমক্ট্রম।	"	১৩	১২	"	১৫	০	
ঐ মাগ্নেটিক পকেট ঘড়ির মত...	"	৩	০	"	১২	০	
ঐ ঐ ঐ কাঠের কেসে	"	২	০	"	৩	৮	
ঐ মেরিন ...	"	১৮	০	"	৫০	০	
ঐ পকেট সেপিয়রের থাম বা অন্যমত।	"	৬	০	.	৩৪	০	
ঐ প্রিজমাটিক কার্ডস † ...	"	২৬	১২	"	৫০	০	তাওা ত্যাগ করিয়া কার্ডের ব্যাসের প্রতি ইঞ্চি প্রায় ১১ হইতে ১৪ টাকা।
ঐ ঐ রূপার আংটী † ...	"	২৭	০	"	৭৫	০	তাওা ত্যাগ করিয়া আঙ্টীর ব্যাসের প্রতি ইঞ্চি ১১ হইতে ১৬ টাকা।
ঐ পিতল ও ইলেক্ট্রমের অনুপাত বিশিষ্ট।	"	১২	০	"	২০	০	
ঐ প্লেন টেবিলের জন্য চতুষ্কোণ	"	৬	০	"	১২	০	সূঁচের প্রতি ইঞ্চি প্রায় ২ টাকা।
ঐ জরীপ বাঙ্গালী ...	"	২২	০	"	২৬	৮	তাওা সমেত।
ঐ ঐ ঐ বিলাতের তৈয়ারি	"	৩৫	০	...	...	...	
ঐ ঐ ইংরেজী ...	"	৪৪	০	হইতে	৭০	০	
ঐ ত্রিকোণ ...	"	১২	৮	...	...	...	
কর্বস, ফ্রেঞ্চ, ছোট, ১২টার এক সেট	"	৩	৮	হইতে	৫	৮	
ঐ ঐ বড় ৩৬ " ঐ	"	১২	৮	"	১৭	৮	
ঐ রেলওয়ে ছোট ৫০ " ঐ	"	১৪	৬	...	...	...	
ঐ ঐ বড় ৯০ " ঐ	"	১২	০	হইতে	২৪	০	
ডিক্লাইনোমেটর কম্পাসের সহিত ...		৭	৮	"	১৫	০	
এডোগ্রাফস্ ...	"	৭১	০	"	১৭৫	০	
গ্লাস চুচকের বড় ও ছোট ...	"	৫	০	"	১২৫	০	
ঐ কাপি করার বা ট্রেস করার জন্য...	"	...	...	...	...	...	কাচের প্রতি বর্গফুটে ৬ টাকা হইতে ৮ টাকা।
ঐ সময় ...	"	২	০	হইতে	৩	০	
হেলিওষ্টোপস † ...	"	৭৫	০	"	১৫০	০	তাওা ছাড়া কাচের ব্যাসের প্রতি ইঞ্চি ৬ টাকা হইতে ১২ টাকা ৮ আনা পর্য্যন্ত।
হোর... নস্ কাল কাচের চোঙ্গ ...	"	৩১	৪	...	...	...	
ঐ প মিশ্রিত ...	"	৬০	০	হইতে	৮০	০	
হাইড্রোমেটর, সাইক্সের, পিতলের ফ্লোট	"	৬০	০	...	...	...	
ঐ ঐ কাচের ...	"	৬৮	১২	...	...	...	
হাইগ্রোমেটর ডানিয়ালের ...	"	৪৩	১২	...	...	...	
ঐ মেসনের ...	"	৩০	০	...	...	...	

† পরে এই সকল যন্ত্রের পারার দাম লেখা আছে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

যন্ত্রের নাম।	প্রেরণ করিবার ন্যূনাধিক দর।	টাঃ	আঃ		টাঃ	আঃ	মন্তব্য।
যন্ত্র, ড্রয়িং, গণিত, পিত্তল, প্রথম রকম...	প্রত্যেক	৩৫	০	হইতে	৬০	০	
ঐ ঐ ঐ ঐ দ্বিতীয় ঐ ...	„	২৫	০	„	৪০	০	উল্লিখিত অল্পমূল্য প্রায় যে সকল যন্ত্রের বাকুস কারখানায় মেরামত হইয়া উত্তম পুরাতন যন্ত্রের মধ্যে গণ্য হইতে পারে, তাহাদেরই বর্ত্তে।
ঐ ঐ ঐ ঐ তৃতীয় ঐ ...	„	১৩	৮	„	১৮	০	
ঐ ঐ ঐ ইলেকট্রম প্রথম রকম সূচির অগ্রের সহিত।	„	৭০	০	„	৯৫	০	
ঐ ঐ ঐ ইলেকট্রম প্রথম রকম সূচির অগ্র হিত।	„	৬০	০	„	৮৫	০	
ঐ ঐ ঐ ইলেকট্রম দ্বিতীয় রকম	„	৩৫	০	„	৫০	০	
ঐ ঐ ঐ ঐ তৃতীয় রকম...	„	১৬	০	„	২৫	০	
প্রদীপ, প্রতিফলক, প্রতিবিম্বকের সহিত।	„	৭৫	০	„	১২৫	০	
ঐ গোচক্ষু ...	„	২	৮	„	১০	০	
ঐ নির্দ্দেশক ...	„	৩	০	„	৭	৮	
লেন্সস, পাঠার্থ ...	„	১	২	„	৫	১০	কাচের ব্যাসের প্রতি ইঞ্চি প্রায় ১ টাকা চারিআনা।
* লেবেল, ডম্পি, নানা আকারের পায়াসুদ্ধ।	„	১৩৫	০	„	৩০০	০	দূরবীনের লম্বারপ্রতি ইঞ্চি ১৪ হইতে ২০ টাকা।
* ঐ Y আকারের।	„	১৫০	০	„	৩০০	০	
* ঐ স্পিরিটের ধাতুময় কেসের মধ্যে।	„	৩	১২	„	২৩	০	লম্বারপ্রতি ইঞ্চি ১ টাকা হইতে ১ টাকা দশ আনা।
* ঐ ঐ কাষ্ঠময় কেসের মধ্যে	„	৩	৪	„	১২	৮	লম্বারপ্রতি ইঞ্চি ৮ আনা হইতে ১৪ আনা।
* ঐ প্রতিফলক (আবুির) ...	„	২০	০	„	৫৪	০	
লগ্স্ (মাশির প্যাটেন্ট) ..	„	৩০	০	„	৪০	০	
কল, ম্যাপ টেস্নারির, গ্যাট্রেলের প্যাটেন্ট	„	৫০	০	„	৭০	০	
ঐ ঐ অর্ডনান্স ঐ বাক্সবন্দী	„	৪৫	০	„	৬০	০	
ম্যাগনেট বার ...	যোড়া প্রতি	৫	০	„	১০	০	
মিটর চলতি ...	প্রত্যেক	৫০	০	„	১৮০	০	
ওপি. সামেটর ...	„	৩	৮	„	৪	০	
পেন্স, ড্রয়িং, সামান্য, কাষ্ঠ দাঁতের হাণ্ডেল	„	১	৮	„	৩	০	
ঐ ঐ ঐ হস্তাতের ...	„	১	৪	„	১	৮	
ঐ ডট দিবার ...	„	৪	০	„	৬	০	
ঐ ঐ ডবল বা রাস্তার জন্য ...	„	৫	০	„	৬	০	
পেন্টাগ্রাফ ইংরাজী ...	„	৭০	০	„	১৪৫	০	অবস্থা অনুসারে প্রতি ফুট ৩০ হইতে ৫০ টাকা।
ঐ ফ্রেঞ্চ (৩ ফুট) ...	„	২৭০	০	...	...	...	
পেরাম্বুলেটর ইংরাজী প্যাটার্ন ...	„	৭০	০	...	..	...	
ঐ ওয়াগের ঐ ...	„	৮০	০	হইতে	১২০	০	
পিন, ম্যাপের জন্য, পিত্তলের ...	প্রতিডজন	০	১২	...	...	...	
ঐ ঐ ইলেকট্রমের ...	„	০	১৪	...	...	...	সচরাচর এই আকারের প্রস্তুত হয়। ৩০″ × ২৪″, ২৪″ × ২০″, ২০″ × ১৬″
প্লেন টেবল তিন কাঠের পিত্তলের প্লেট, ধরিবার ইস্ক্রুপ সহিত কিন্তু পায়াশূন্য	„	৮	০	হইতে	১০	০	
প্লেনটেবল্ মেগুন কাঠের, পিত্তলের প্লেট, ধরিবার ইস্ক্রুপ সহিত কিন্তু পায়াশূন্য, উপরি লিখিতের জন্য পায়ার স্বতন্ত্র দাম পরে লেখা আছে।	প্রত্যেক	৮	০	„	১০	০	
প্লানিমিটার, পিত্তল ...	„	২৪	০	„	৩১	০	
ঐ ইলেক্ট্রম ...	„	৩৫	০	„	৫০	০	

* ইন্স্ট্রুমেন্টের উপর পরিমাণ লেখা আবশ্যক।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

যন্ত্রের নাম।	প্রেরণ করিবার ন্যূনাধিক দর।						মন্তব্য।
		টাঃ	আঃ		টাঃ	আঃ	
প্লুবিওমিটার বা বৃষ্টি পরিমাপক, দেশী প্যাটারণ	প্রত্যেক	১৬	০	হইতে	২০	০	পারা সমেত।
ঐ ঐ গ্লেসারের ঐ	,,	৩০	০	,,	৫৫	০	
ঐ ঐ সাইমনের ঐ	,,	১০	০	,,	৫০	০	
পইণ্টার, ষ্টেশন, পিতল এবং ইলেক্ট্রম...	,,	১০০	০	,,	১৬৫	০	
প্রিকার, হস্তিদন্তনির্ম্মিত হ্যাণ্ডল সহিত...	,,	১	৪	..	...	...	
প্রোট্রাক্টর প্লেন বৃত্তাকার ভিন্নভিন্ন আকারের পিতল।	,,	১০	০	হইতে	৩৫	০	ব্যাসের প্রতি ইঞ্চি ১ টাকা ১২ আনা হইতে ৩ টাকা।
ঐ ঐ বৃত্তাকার ভিন্নভিন্ন আকারের ইলেক্ট্রম।	,,	২০	০	,,	৫০	০	ব্যাসের প্রতি ইঞ্চি ৩ টাকা হইতে ৪ টাকা।
ঐ ঐ অর্দ্ধবৃত্তাকার, ৬" পিতল	,,	১০	০	,,	১৩	০	
ঐ ঐ ঐ ভিন্ন ভিন্ন আকারের ইলেক্ট্রম ..	,,	২	০	,,	২৪	০	ব্যাসের প্রতি ইঞ্চি ২ টাকা ৮ আনা হইতে ৩ টাকা।
ঐ অঙ্গযন্ত্রসহিত, বৃত্তাকার, পিতল	,,	৩৫	০	,,	৪৮	০	ব্যাসের প্রতিইঞ্চি ৫ টাকা ৮ আনা হইতে ৬ টাকা।
ঐ ঐ ঐ ইলেকট্রম	,,	৫০	০	,,	৯০	০	ব্যাসের প্রতিইঞ্চি ১২ টাকা ৮ আনা হইতে ১৫ টাকা।
ঐ ঐ অর্দ্ধবৃত্তাকার, পিতল ½" এবং ⅛" স্লেটে কর্ণ-কার বিভক্ত।	,,	৪০	০	,,	৫৬	০	ব্যাসের প্রতিইঞ্চি ৬ টাকা ৮ আনা হইতে ৯ টাকা আট আনা।
ঐ কার্ড বৃত্তাকার ১২"	,,	০	১২	...	...	...	
ঐ ঐ ঐ ৫" (ইংরাজি ও এদেশীয় অঙ্কসমেত)	,,	০	২	.	...	...	
ঐ চতুষ্কোণ হস্তিদন্তনির্ম্মিত নানা প্রকারের	,,	৩	১২	হইতে	১২	০	
ঐ ঐ ধাতু ৬"	,,	৯	০	,,	১২	০	
বড়, পরিমাপক, কাষ্ঠনির্ম্মিত ..	,,	২	০	,,	৫	০	
* রুল ছুতারের, বক্সকাঠ ১ ফুট ২ মোড়া এবং ৪ মোড়া	,,	১	০	,,	২	৮	
ঐ ঐ ঐ ২ ফুট ২ মোড়া এবং ৪ মোড়া	,,	১	৪	,,	৩	২	ছোট আকারের হইলে প্রতি ইঞ্চি এক আনা, বড় আকারের হইলে প্রতিইঞ্চি দেড় আনা।
ঐ ফ্লাট আবলুসনির্ম্মিত ...	,,	০	৬	,,	৫	১২	
ঐ ঐ ইলেক্ট্রম ...	,,	১৬	০	,,	৩০	০	ফুটপ্রতি সাত টাকা আট আনা।
ঐ ঐ কাঠের	,,	০	৫	,,	৪	৮	
ঐ ভাঁজওয়ালা হাতীর দাঁতের ১ ফুট ৪ ভাঁজ	,,	৩	২	...	.	.	
ঐ ঐ ঐ ২ ফুট ২ ভাঁজ	,	১০	০	হইতে	১৫	০	
ঐ ঐ ঐ ২ ফুট ৪ ভাঁজ	,,	১০	০	,,	১৫	০	
ঐ সমান্তরাল বার হস্তিদন্ত ৬ ইঞ্চি	,,	৩	০	,,	৬	০	
ঐ ঐ ঐ কাঠ ভিন্ন২ আকারের	,,	১	০	,,	৬	১২	ফুট প্রতি ১ টাকা হইতে ৩ টাকা।
ঐ ঐ রোলারের উপর পিতল	,,	৯	০	,,	৩০	০	ফুট প্রতি প্রায় ৯ টাকা হইতে ১৮ টাকা।
ঐ ঐ ঐ ইলেকট্রম	,,	১১	০	,,	৬৫	০	ফুট প্রতি প্রায় ১১ টাকা হইতে ২২ টাকা।
ঐ ঐ ঐ কাষ্ঠময় লম্বায় ২½ ফুট।	,,	১২	৮	,,	২০	০	
ঐ দৃষ্টি, প্লেনটেবলের জন্য, অচল দৃষ্টিকাটিযুক্ত।	,,	৫	০	...	...	...	
ঐ সমান মুখবিশিষ্ট, ইস্পাতের ভিন্ন২ রকম।	,,	১৭	০	হইতে	৪৫	০	লম্বার প্রতি ফুট ৭ টাকা হইতে ৮ টাকা।

* ইঞ্চেণ্টের উপর পরিমাণ লিখিয়া দিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

যন্ত্রের নাম।	প্রেরণ করিবার ন্যূনাধিক ব্যয়।	টাঃ	আঃ	হইতে	টাকা	আনা	মন্তব্য।
স্কেল, একরমাপের, এক মাইল ১৬ ইঞ্চিতে	প্রত্যেক	১৩	৮	,,	২৪	০	
ঐ চুণাতির, বক্স কাঠের, ১২ ইঞ্চি এক খানা।	,,	১	১২	,,	৩	২	
ঐ ঐ ঐ সেটকে সেট ...	,,	১৫	০	...	...	...	২৬, ৪০, ৫০, ৬০, ৮০, ১০০, ১২০, ২০।
ঐ ঐ হস্তিদন্ত, ১২ ইঞ্চি, এক খানা	,,	৫	৮	হইতে	৬	৮	
ঐ ঐ ঐ সেটকে সেট ..	,,	৩৫	০	,,	৪৫	০	½, ১, ১½, ৩
ঐ বাঙ্গালা কার্ড বোর্ডের ...	,,	০	১	...	...	...	
ঐ ঐ ধাতুময় ..	,,	০	১২	...	...	...	
ঐ সাধারণ, কাষ্ঠনির্ম্মিত, ২½ ফুট লম্বা ...	,,	২	০	হইতে	৩	০	১ ইঞ্চি ½ এবং ১/১০ ইঞ্চির ভাগ বিভক্ত।
ঐ তেরচা কার্ড বোর্ড নির্ম্মিত .	,,	০	১	,,	০	৪	
ঐ ঐ ধাতুর ...	,,	৩	০	,,	১০	০	
ঐ ঐ কাঠের ১ ফুট লম্বা ...	,,	১	০	...	...	...	
ঐ কলে ভাগ করা, কার্ড বোর্ডের ১½ ফুট লম্বা ..	,,	০	২	হইতে	০	৮	
† ঐ ইঞ্জিনিয়ারিং বক্স কাঠের সেট	,,	১০	০	,,	১৫	০	প্রতি সেটে এক ফুটে ১০০ হইতে ৮০০ পর্য্যন্ত মুদ্রার।
ঐ ঐ হস্তিদন্ত সেট	,,	২০	০	,,	৩০	০	
ঐ গন্টারের, ধাতুর ...	,,	১২	০	,,	২৫	০	
ঐ ঐ কাঠের ..	,,	৫	০	,,	৬	০	
ঐ মারকুয়াসের ধাতুর ..	,,	২০	০	,,	৪৫	০	
ঐ ঐ কাঠের ...	,,	৭	০	,,	১০	০	
ঐ এড়োমাপের কার্ডবোর্ড ...	,,	০	১	..	...	...	
ঐ ঐ হস্তিদন্ত সেট ...	,,	৯	০	হইতে	১০	১	
ঐ ঐ কাঠের ..	,,	৪	০	,,	৫	০	
ঐ ঐ একমাত্র, হস্তিদন্তের ..	,,	১	৪	...	...	..	
ঐ ঐ ঐ কাঠের ...	,,	০	৬	হইতে	০	১২	
ঐ নকসা করার হস্তিদন্ত ৬টায় এক সেট ...	,,	৩৫	০	,,	৫০	০	
ঐ ঐ কাঠের ৬ টায় ১ সেট।	,,	১৩	০	,,	২০	০	
ঐ ঐ একমাত্র হস্তিদন্ত ...	,,	৫	০	,,	৭	০	
ঐ ঐ ধাতুর ...	,,	২	০	,,	৭	০	মাইল প্রতি ২; চেন স্কেলের উপর প্লান নকসা করিবার জন্য প্রত্যেক ইঞ্চি ২৫ ভাগে বিভক্ত।
ঐ ঐ একমাত্র কাঠের	,,	১	১২	...	...	.	
* ঐ স্টাণ্ডার্ড, ধাতু, ২ ফুট, ৩ ফুট ও ৪ ফুট লম্বা।	,,	১১	০	হইতে	৫০	০	নূতন ফুট প্রতি ১০ টাকা হইতে ১২ টাকা, পুরাতন ফুট প্রতি ৭½ টাকা হইতে ৯ টাকা।
ঐ ঐ তেরচা, ধাতু, ৩ ফুট, এবং ৪ ফুট।	,,	৭১	০	,	১২০	০	নূতন ফুট প্রতি ৩০ হইতে ৩৩ টাকা, পুরাতন ফুট প্রতি ২৫ হইতে ২৭½ টাকা।
সেক্টর, হস্তিদন্তের. ...	,,	৪	০	,,	৫	০	
ঐ কাঠের	,,	১	০	,,	২	০	

† অনেক স্কেলের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বর্ণনা আবশ্যক, ঠিক মাপের সম্বন্ধে ইণ্ডেণ্টকারী কর্ম্মচারীর যদি একটুও সন্দেহ থাকে তাহা হইলে তিনি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের বিভাগ ও অবান্তর বিভাগের সংখ্যা এবং সংখ্যা করার উপায়, (যথা ১২ ইঞ্চি ৬০ ভাগে বিভক্ত ১ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে সংখ্যাবদ্ধ করা এবং প্রত্যেক ভাগ ২ অবান্তর ভাগে বিভক্ত) বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিবেন।

* ইণ্ডেণ্টে রূপের পরিমাণ লিখিয়া দিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

দ্রব্যের নাম ।	প্রেরণ করিবার ন্যূনাধিক দর ।				মন্তব্য ।
		টাঃ আঃ	টাঃ	আঃ	
* সেক্সট্যান্ট ভিন্ন২ রকমের, কেসের মধ্যে	প্রত্যেক	১০০ ০ হইতে	২৪০	০	ইহার মধ্যে কয়েকটীর পায়া আছে।
ঐ ঐ পকেট .	”	৫০ ০ ”	৭৫	০	
স্লোপ ও ব্যাটার ৮ খণ্ডে এক সেট	”	৪ ০ ”	৫	০	
স্কোয়ার কোঅর্ডিনেট .	”	৩০ ০ ”	৫০	০	
ঐ অপ্টিকাল ...	”	৬ ৮ ”	১৬	০	
স্কোয়ার, সেট, আবলুস, সেটকে সেট,	”	৭ ৮ ...	...	...	
ঐ ঐ ধাতু এক খান	”	১ ০ হইতে	১	৮	
ঐ ঐ কাঠের, সেটকে সেট	”	৫ ০ ”	৭	৮	
ঐ ঐ ঐ এক খান ...	”	০ ৮ ”	২	৮	
ষ্ট্যাণ্ড বা পায়া, কম্পাসের প্রিজম্যাটিক	”	৯ ৬ ...	...	...	
ঐ ঐ ঐ হেলিওট্রোপে	”	৯ ৮ হইতে	১৫	০	
ঐ ঐ প্লেনটেবিলের	”	১০ ০		...	
ষ্টাফ লেবেলিং সাধারণ প্যাটরন্	”	১২ ০ হইতে	৩০	০	
ঐ ঐ জি, টি, সরবে প্যাটরন্	”	৩৬ ০ ”	২৫	০	
ঐ ঐ এ্যারেটের ..	”	১৬ ০ ”	১৮	০	
ঐ ঐ কর্কি একা লম্বা	”	১২ ০ ”	১৩	০	একটি ষ্টাফ ১২ ফুট লম্বা।
ঐ ঐ ঐ জোড়া	”	১৬ ০ ,	১৮	০	দুইটী ষ্টাফ সর্ব্বশুদ্ধ ২০ ফুট লম্বা।
ঐ দূরবীনের সুপুঃখের ষ্ট্রেঞ্জের	”	১৩ ০ ,	২১	০	
ঐ অফসেট বা আড়া আড়ি	”	৫ ০ ...		...	
সুধাঘণ্টী সান্দজনীন .	”	৬৬ ০	...	..	
পেন্টাগ্রাফ পাঞ্চোমেটার	”	২৫ ০ হইতে	৩২	০	
* T টি স্কোয়ার, ধাতু নানা আকারে	”	২০ ০ ”	৫২	০	ফুটকরা ১ হইতে ১২ টাকা।
ঐ ঐ কাষ্ঠ ঐ	”	১ ৮ ”	৭	০	
* টেপ মেজারিং ৫০ ফুট মাপের	”	৪ ০ ”	৫	০	
ঐ ঐ ৬৬ ফুট ঐ	”	৫ ৮ ”	৭	০	
ঐ ঐ ১০০ ফুট ঐ	”	৬ ০ ”	৯	০	পায়াসমেত।
টেলেস্কোপ বা দূরবীন জ্যোতিষের	”	১৫০ ০ ”	২৭০	০	
ঐ পথ বেক্ষণার্থ	”	৩০ ০ ”	১ ০	০	
ঐ সামুদ্রিক	”	৪০ ০ ”	১৬৫	০	
ঐ ভৌমিক ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা	”	১৫০ ০ ”	২২০	০	ব্যাসের প্রতিইঞ্চি ৩৫৲ হইতে ৭৫৲ টাকা
* থিওডলাইট এভারেষ্টের খাড়াচাপ ৪" এবং ৫"	”	১১০ ০ ”	৩০০	০	
থিওডোলাইট এভারেষ্টের খাড়াচাপ ৫" ৬" এবং ৭"	”	২১০ ০ ”	৫৩০	০	ব্যাসের প্রত্যেক ইঞ্চি ৪২৲ হইতে ৭৫৲
থিওডোলাইট এভারেষ্টের খাড়াচাপ ১০" এবং ১২"	”	৫৮০ ০ ”	১২৪০	০	ব্যাসের প্রত্যেক ইঞ্চি ৫৮৲ হইতে ১০০৲।
* ঐ ঐ খাড়াচাপ ব্যতীত, ৫"	”	২৫০ ০ ...	...	...	
* ট্রান্সিট, খাড়াবৃত্ত, বিশিষ্ট ৫" এবং ৬"	”	৩৭৫ ০ হইতে	৫৩০	০	
ঐ ঐ খাড়াবৃত্ত ব্যতীত ৫," ৬," ৭,"	”	২৭৫ ০ ”	৫০০	০	
থিওডোলাইটের পায়ার দর মূল্যস্তম্ভে অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।					
তাপমান যন্ত্র, স্ফোটমান, সমস্ত অঙ্গ-ভঙ্গসহ।	প্রত্যেক	৪৫ ০ ”	৬০	০	
ঐ স্ফোটমান, উচ্চতের জন্য -	”	১৮ ০ ”	২০	০	
ঐ রাসায়নিক ভিন্ন২ আকারের	”	৭ ৮ ...		...	
ঐ সাধারণ ঐ ..	”	২ ০ হইতে	৩	০	

* ইণ্ডেণ্টের উপর আকার বর্ণনা করিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮২ । ২৮ নবেম্বর ।]

যন্ত্রের নাম।	যোগান করিবার মূল্যাদির দর।						মন্তব্য।
		টাঃ	আঃ		টাঃ	আঃ	
তাপমান যন্ত্র সূর্য্যের তাপ বিকীরণ নির্দ্ধারণ জন্য।	প্রত্যেক।	১৩	০	হইতে	১৮	০	
ঐ পার্থিব তাপবিকীরণ নির্দ্ধারণ জন্য।	,,	১১	০	,,	১৪	০	
ঐ সর্ব্বোচ্চ, সাধারণ, স্বয়ংনির্দ্দেশক।	,,	৯	০	,,	১৪	০	
ঐ ঐ কাল বল্‌ব্‌ বিশিষ্ট ...	,,	৯	০	,,	১৪	০	
ঐ সর্ব্বোচ্চ ভিজে বল্‌ব্‌ ...	,,	৯	০	,,	১৪	০	
ঐ সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন এক-বোর্ড ৬ " এবং ৯ "।	,,	২২	০	,,	৩৬	০	
ঐ সর্ব্বনিম্ন ...	,,	১০	০	,,	১৫	০	
ঐ ঐ কাল বল্‌ব্‌ ...	,,	৭	৮	,,	১৬	০	
ঐ ঐ ভিজে বল্‌ব্‌ ...	,,	১০	০	,,	১৫	০	
ঐ ষ্টাণ্ডার্ড ১০ ..	,,	১৫	০	,,	২২	০	
ঐ ঐ ১০	,,	১৫	০	..	৩২	০	
ঐ স্পেয়ার, সাইক্সের হাইড্রোমেটরের জন্য।	,,	৫	৫	...	...	...	
ভেন্ বাতাস, মিশ্রিত লৌহ, ছোট এবং বড়	,,	৩	০	হইতে	৩০	০	
ঘড়ী—সাধারণ পিঞ্চবেক পুস্তক ...	,,	২৫	০	,,	৩২	০	
ভারতের জন্য জরীপ পুস্তক ...	,,	১২	০	...	...	...	
নটিকাল আলমানাক ..	,,	১	১২	...	.	...	
নোরীর ন্যাভিগেশন ...	,,	১০	০	...	...	..	
রেপরের ঐ ...	,,	১০	০	...	...	...	
টেবল, সহকারী, ট্রিগোনোমেট্রিকাল সরবের গণনার সুবিধার্থ, হেনেসীর।	,,	৩	০	...	...	...	
ঐ প্লেসরের ..	,,	০	১০	...	...	...	
ঐ হাইড্রোমিটরের জন্য ক্যাসিলা দ্বারা।	,,	৩	০	...	...		
ঐ লগরিথমের চেম্বার্সের ...	,,	২	০	হইতে	৩	০	
ঐ ঐ হটনের ...	,,	৮	০	...	...	..	
টেবলস্ লগরিথমের সংখ্রিডের সাইন ইত্যাদির সহিত।	,,	১৬	৮	...	...	...	
ঐ ঐ ঐ নম্বরের ...	,,	৫	০	...	...	...	
ঐ ঘুণাটী এবং হোরারি, টমসনের।	,,	৫	০	...	...	...	
ঐ ট্রাভার্স বোর্ডের	,,	৩	০	...	...	...	
ঐ ঐ ঐ সংক্ষিপ্তের ...	,,	১০	০	...	...	...	
পরিব্রাজকের প্রতি উপদেশ, গাল্টনের	,,	১	১০	...	...	...	

৭ নম্বর।

১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ৫ নম্বর সরকুলার আজ্ঞার উপলক্ষে বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ম বালামের ১৫৯। ৬০ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ১২ পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত সংশোধন করিতে হইবে।

২ ধারার ৩ পংক্তিতে "পাঠ সকল" কথার পরিবর্ত্তে "পাঠ" পড়।

২ ধারার ৩। ৪ পংক্তিতে "A এবং B চিহ্নিত" কথাটী ত্যাগ কর।

৩ ধারার ১ পংক্তিতে "পাঠ সকল" কথার পরিবর্ত্তে "পাঠ" পড়।

৩ ধারার ৭। ৮ পংক্তিতে "অন্য পঞ্জিকার মাস সকল তাহাদের মধ্যে দিয়া ধাবিত রেখার দ্বারা কর্ত্তিত হইবে" এই অংশ লোপ কর।

৫ ধারার ১ পংক্তিতে "A চিহ্নিত" শব্দের পরিবর্ত্তে "পূর্ব্বোল্লিখিত" শব্দ ব্যবহার কর।

৬ ধারার ৫ পংক্তিতে "সংযোজিত B চিহ্নিত আদর্শ পাঠের প্রদর্শিত প্রকারে" এই কথার পরিবর্ত্তে "তদনুসারে" শব্দ ব্যবহার কর।

---

৮ নম্বর।

মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে ১৮৮০ সালের রাজকীয় প্রাপ্য আদায়ের আইনমত সর্টিফিকেট জারী করিবার জন্য কালেক্টর কোন মহাল ক্রোক করিলে উহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারার বিধান সকলের যুক্তির মধ্যে পড়িবে*। এই বিধানে বলে যে, কোনবিচারকারী কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞা দ্বারা ক্রোকের অধীন অথবা এরূপ আজ্ঞানুসারে কালেক্টরের কর্ত্তৃত্বাধীন মহালের স্বার্থ বা অংশ বাকী আদায়ের জন্য ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট ইশতিহার দিবার পর ব্যতীত বিক্রীত হইবে না; সুতরাং বিক্রয়ের পূর্ব্বে একপ ইশতিহার না দেওয়া নির্ব্বিঘ্ন হইবে না। অতএব বোর্ড উপদেশ দিতেছেন, যে কালেক্টরেরা সতর্ক হইয়া এই মতানুসারে কার্য্য করিবেন।

* ১০ ধারা দেখ।

২। কোন মহাল বিক্রয়ের নিমিত্ত ইশতিহার হইবার পূর্ব্বে, উহা যেএরূপ ক্রোকের অধীন নয় তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে।

৩। বোর্ড এই সুযোগে ১৮৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখের হাই কোর্টের (দেওয়ানী পক্ষের) ২ নম্বর সরক্যুলরে, যাহার প্রতিলিপি এই সরকুলর আজ্ঞায় যোজিত হইল, কালেক্টরদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন এবং ইচ্ছা জানাইতেছেন যে তাঁহারা নিজ নিজ জিলায় বিচারসংক্রান্ত কর্ম্মকারকেরা নিয়মিতরূপে এই সারকুলরের বিধান সকল অনুসারে কার্য্য করেন কি না তাহা নিশ্চয় করিবেন।' যে স্থলে এরূপ করেন না দৃষ্ট হইবে, কালেক্টর হাই কোর্টের উপদিষ্ট রীতি জিলার সমস্ত আদালতে সুরক্ষিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া জিলার জজ সাহেবকে পত্র লিখিবেন।

১৮৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখের কলিকাতা হইতে ২নম্বর সরকুলর।

হাই কোর্টের রেজিষ্টার এফ, বি, পিকক্ সাহেবের নিকট হইতে,

সমস্ত জিলার জজ ও জুডিশাল কমিশনর দিগের প্রতি।

কোন দেওয়ানী আদালত মহাল কিম্বা মহালের অংশ ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিলে, ঐ মহাল বা মহালের অংশ যে জিলার অন্তর্গত থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে তৎযোগে ঐ আজ্ঞার নোটিস দিতে হইবে।

---

৯ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২য় বালামের ৪৮ পৃষ্ঠায় ৪র্থ অধ্যায়ের ৩ পরিচ্ছেদের ২ ধারার শেষে নিম্নলিখিত কথা যোগ করিতে হইবে।

দার্জিলিঙ্গ ১২ই জানুয়ারি, ২৮ জুন,

এবং ৪৯ পৃষ্ঠার ৩ ধারার শেষে নিম্নলিখিত কথা বসাইতে হইবে;—

দার্জিলিঙ্গ ১২ই জানুয়ারি, (ফ্রিহোল্ড, কমিউটেড্ গ্রাণ্ট এবং লোকেসন ইহার অন্তর্ভুক্ত)

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M.A. and B.L. *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৮ নবেম্বর।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮২ সাল, ১২ ডিসেম্বর।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ব বিষয়ক সরক্যুলর।

১৮৮২ সাল মার্চ্চ মাস।

মান্যবর শ্রীযুত এচ্, এল, ডাম্পিয়ার সাহেব সি, আই, ই।

---

১ নম্বর।

ভবিষ্যতে আসিস্টান্ট কালেক্টরেরা জরীপ ও বন্দোবস্ত বিষয়ে অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষা করিতে পারিবেন এজন্য উক্তদিগের ঐ দুই বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জ্ঞানলাভের অত্যন্ত আবশ্যকতাবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

আদিষ্ট হইয়াছে যে সুবিধানুসারে জরীপ ও বন্দোবস্তকারী দলের সহিত আসিষ্টান্টদিগকে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু বঙ্গ প্রদেশে সর্ব্বদা এরূপ সুবিধা ঘটিয়া উঠে না এবং সাধারণতঃ অন্য কোন উপায় দেখিয়া লইতে হইবে। সম্ভবতঃবন্দোবস্ত বিভাগে উহারা অতি অল্প কার্য্যকর সাহায্য করিতে পারে, বলিয়া কালেক্টরেরা কদাচ কখন আসিষ্টান্টদিগকে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। যাহা হউক তাহাদিগকে তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যসমূহের এই শাখায় শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে এই বিষয়টী দেখিতে হইবে। এই জন্য বোর্ড ইচ্ছা করেন যে প্রত্যেক কালেক্টরের, জিলায় ৩ মাসের অধিক দিন কর্ম্ম করিয়াছেন এমন আসিষ্টান্ট নিযুক্ত আছেন; তিনি উহাকে শীত কালের মধ্যে এমন কোন কর্ত্তব্যের ভার দিবেন যদ্দ্বারা উনি বন্দোবস্তকারী কর্ম্মকারক হইতে এবং থাকবস্ত ও জরীপের নকশা ব্যবহারদ্বারা সীমা সম্বন্ধীয় বিষয় মীমাংসা করিতে সমর্থ হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আসিন্টান্ট বন্দোবস্ত কার্য্যে প্রকৃত পক্ষে নিযুক্ত ডেপুটী কালেক্টরের নিকটে প্রথম শিক্ষা লইতে পারেন এবং তিনি যে ভিন্ন২ প্রক্রিয়া বুঝিয়াছেন ও তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার দৃষ্টিগোচরে ডেপুটী কালেক্টর যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহার রিপোর্ট লিখিবার জন্য আদিষ্ট হইতে পারেন। প্রত্যেক রাজকীয় বৎসরের শেষে এই আদেশানুসারে প্রত্যেক আসিষ্টান্টকে কি প্রকারে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং তিনি কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

আসিষ্টান্ট সমূহ ও অন্যান্য সকলের অর্দ্ধ বাৎসরিক বিভাগীয় পরীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুত করণে জরীপ ও বন্দোবস্ত বিষয়ক আইন ও বিধিসম্বন্ধে আসিষ্টান্টদের জ্ঞান পরীক্ষা করা হয় ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য বোর্ড উপায় অবলম্বন করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১২ ডিসেম্বর।]

২ নম্বর।

গবর্ণমেণ্টের ১৮৮২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ৪২২—১৪৬ L R আজ্ঞানুসারে “কোর্টঅব-ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক মাসিক দুই শত টাকার অধিক বেতন বিশিষ্ট কর্ম্মসমূহের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীর জন্য রেবিনিউ বোর্ডকে রিপোর্ট করিতে হইবে।”

২। এই জন্য বোর্ডের বিধিপুস্তকের দ্বিতীয় বালামের নবমঅধ্যায়ে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩ (ক) ধারার দশম পংক্তিতে “বোর্ড” এই শব্দের পর “পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী লইয়া” এই কয়টী কথা যোগ করিতে হইবে।

২। সেই ধারার পার্শ্বে “১৮৭১ সালের ২৫ জুলাই তারিখের ২৭৬৪ নম্বরের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে বোর্ড গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের জন্য অত্যাবশ্যক নিয়োগ সকল রিপোর্ট করিবেন” এই সকল কথা ও অঙ্কের পরিবর্ত্তে “১৮৮২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ৪২২—১৪৬ L R নম্বরের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা” এই কয়টী কথা ব্যবহার কর।

শ্রীযুত আর, এল, মাঙ্গলসসাহেব বি, সি।

---

৩ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের এক আইনের ৯, ১৪, ১৭, ৩২, ৫১, ৫৬ ধারানুসারে সংশোধিত বিধি প্রচার করায় বোর্ডের বিধিপুস্তকের দ্বিতীয় বালামের ১৮১ হইতে ১৮৬ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠার প্রকাশিত বিধিতে যে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে তদ্বিষয়ে সমস্ত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মকারকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।

১৮১ পৃষ্ঠায়;—

“১৮৮১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৮৭৫” এই কয়টী কথার পরিবর্ত্তে “১৮৮২ সালের ৩ মার্চ্চের ১২৮৮” এই কয়টী কথা ব্যবহার কর।

প্রথম নিয়ম দ্বিতীয় পংক্তিতে “১৮৮১” ইহার পরিবর্ত্তে “১৮৮২” হইবে।

প্রথম নিয়ম ৩, ৪, ৫ পংক্তিতে “১৮৭৯ সালের ১৯শে আপ্রিল তারিখের ১৯৬ নং; ৬ই জুন তারিখের ৯৯৬, নং; ১৮৮০ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখের ৯২ নং; এবং ৮ই মে তারিখের ৪৭৯ নং;” ইহার পরিবর্ত্তে “১৮৮১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৮৭৫; এবং ৪ঠা জুন তারিখের ৬১৬ নং” পড়িতে হইবে।

১৮৩ পৃষ্ঠায়;—

পঞ্চম নিয়মের পর নিম্নলিখিত নিয়ম সকল প্রবিষ্ট করিতে হইবে।

“৬ (ক) যে সকল হুণ্ডিতে ঐ আইনের ১০ ধারানুসারে আটন ইষ্টাম্প বসান যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য সকল হুণ্ডি নিম্নলিখিতরূপে লিখিত হইবে।

(১) যাহার টাকা চাহিবামাত্র দেয় নয় কিন্তু দৃষ্টি অথবা তারিখের পর এক বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে দেয় সেই হুণ্ডি একখানার মূল্য মোটে ৩০,০০০ টাকার অধিক না, হইলে, তাহা হুণ্ডি এই কথা ছাপান কাগজের উপর লিখিতে হইবে।

(২) যে হুণ্ডির একখানার মূল্য ৩০,০০০ টাকার অধিক এবং যে হুণ্ডির টাকা দৃষ্টি বা তারিখের এক বৎসরের অধিক কালের পর দাতব্য, তাহা গবর্ণমেণ্ট বিক্রয়ের জন্য যে কাগজ সরবরাহ করিবেন এবং যাহাতে ৯ নিয়মের (খ) প্রকরণের উল্লিখিত কোন কর্ম্মকারক অথবা কলিকাতার ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দ্বারা লাগাবেল মারা হইয়াছে এবং যাহাতে দশম নিয়মের বিধানানুসারে ছাপা করা হইয়াছে সেই কাগজে লিখিতে হইবে।

(খ) এইরূপ ইষ্টাম্প করা কাগজের প্রত্যেক খণ্ড ৮½×৫½ ইঞ্চির কম আকারের হইবে না এবং ইহাতে কোন শাদা কাগজ যোড়া যাইবে না।

(গ) যে স্থলে প্রয়োজনীয় মূল্যের একখানি ইষ্টাম্প পাওয়া যায় না, সে স্থলে দুই বা অধিক খণ্ড ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহার করিবার জন্য পঞ্চম নিয়মের বিধান সকল এই নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হুণ্ডির ইষ্টাম্পেও বর্ত্তিবে।

(৭) একআনা মাসুল লাগিবার উপযুক্ত কোন কাগজপত্রে দাতব্য মাসুল, কলিকাতা বোম্বাই মান্দ্রাজ, অথবা রেঙ্গুনের ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দ্বারা এরূপ কাগজপত্রের শাদা পাটে চিহ্নিত রঞ্জিন দাগের দ্বারা বোধিত হইতে পারিবে।”

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১২ ডিসেম্বর।]

৬ নিয়ম ৮ নিয়ম বলিয়া সংখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

১৮৪ পৃষ্ঠায় ;—

৭ নিয়ম ৯ নিয়ম বলিয়া সংখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

৭ নিয়ম ২ পংক্তিতে " ৬ " সংশোধন করিয়া " ৮ " লিখিতে হইবে।

৮ নিয়ম ১০ নিয়ম বলিয়া সংখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

৮ নিয়ম (ক) ২ পংক্তিতে " ৬ " পরিবর্ত্ত করিয়া " ৮ " লিখিতে হইবে।

৮ নিয়ম (ক) ৬ পংক্তিতে " লিখ " শব্দের পরিবর্ত্তে " ইষ্টাম্প কর, এবং " ইষ্টাম্প কর " শব্দের পরিবর্ত্তে " লিখ খাজ " শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে।

১৮৫ পৃষ্ঠায় ;—

৮ নিয়ম (খ) প্রথম পংক্তিতে " কুড়ি " পরিবর্ত্তে " পাঁচ " লিখিতে হইবে।

৮ নিয়ম (খ) ৩য় পংক্তি " এবং " শব্দের পর নিম্নলিখিত কথা কয়টী যোগ কর, " যখন ইষ্টাম্প মাশুলে মোটে কুড়ি টাকা বা অধিক হইবে তখন ও "

৯ নিয়ম (ক) এবং ৯ (খ) তুলিয়া দিতে হইবে।

নিয়ম ১০ (ক), ১১ (ক) সংখ্যা প্রাপ্ত হইবে। এবং পরবর্ত্তী নিয়ম সকলের সংখ্যাও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইবে।

১০ নিয়ম (খ) ৪ পংক্তি " ৭ " সংশোধিত হইয়া " ৯ " হইবে।

১০ নিয়ম (খ) ৬ পংক্তি " ৮ " র পরিবর্ত্তে " ১০ " কর।

১০ নিয়ম (ক) ৭ পংক্তি, " (খ) " র পূর্ব্বে " ১০ " যোগ কর।

১৩ নিয়ম (খ) ১ পংক্তি " পৃষ্ঠলিপিক্রমে " শব্দ লুপ্ত হইবে।

১৮৬ পৃষ্ঠায় ;—

শীর্ষ দেশে " D নানা বিষয়ক " স্থানে " ৫ অধ্যায়, নানা বিষয়ক " পড়।

শ্রীযুত আর, এল, মাঙ্গলস্ সাহেব বি, সি।

---

৪ নম্বর।

আদিষ্ট হইল যে বোর্ডের বিধিপুস্তকের প্রথম বালামের ১৫ অধ্যায় ১৭ পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত সংশোধন করিতে হইবে।

৪ নিয়ম ২ পংক্তিতে " জুন " শব্দের পরিবর্ত্তে " জুলাই " কর।

২৮ নিয়মে সংলগ্ন বিবরণ পত্রের ২, ৩, ৪, ঘরের অবান্তর শীর্ষের " ৩॥০ টাকা " এবং " ৪ টাকা " এই কথার পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে " ৪॥০ টাকা " এবং " ৫ টাকা " কর।

৩০ নিয়মে ৭ পংক্তিতে " এরূপ পাসের রক্ষিত " এই কয়টী কথার পর " যদি যে কারখানার কথা বলা হইতেছে তাহা কোন মহকুমার মধ্যে থাকে তবে মহকুমার কর্ম্মকারকের নিকট ও ঐ পাসের এক প্রতিলিপি পাঠাইয়া দিতে হইবে " এই কয়টী কথা যোগ করিতে হইবে।—

৩২ নিয়ম ২ পংক্তিতে " বাণ্ডিল সমূহের " পরিবর্ত্তে " গাঁট সকল বা থলে সকল " এবং ৪ পংক্তিতে " বাণ্ডিল " শব্দের পরিবর্ত্তে " গাঁট " বা " থলে " লেখ।

৩৩ নিয়ম ৫ পংক্তিতে বাণ্ডিল সকলের পরিবর্ত্তে " গাঁট সকল " বা " থলে সকল " লেখ।

৩৫ নিয়মের শেষে নিম্নলিখিত বিষয় যোগ কর।

" যে জিলার আমদানী সেই জিলার কালেক্টর রিপোর্ট পাইবামাত্র অব্যবহিত পরেই ঐ রিপোর্ট রেজেষ্টরি করিয়া যে স্থলে যে রূপ, আবকারি ডেপুটী কালেক্টর, অথবা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কিছুমাত্র কাল ক্ষয় ব্যতিরেকে পাঠাইয়া দিবেন। "

৩৬ নিয়মে নিম্নলিখিত বিষয় যোগ কর।— " উড়িষ্যা দেশ খণ্ডের জেলা সমূহ ব্যতীত। সেখানে বর্ত্তমান হার সকল চলিত থাকিবে " এবং " ৩॥০ টাকা " ও " ৪ টাকার " পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে " ৪॥০ টাকা " এবং " ৫ টাকা " লেখ।

৩৭ নিয়ম ৩ এবং ৬ পংক্তিতে " বাণ্ডিল সকল " এর পরিবর্ত্তে " গাঁট সকল বা থলে সকল " এবং ৪ এবং ৫ পংক্তিতে ক্রমান্বয়ে " ৩॥০ টাকা " এবং " ৪ টাকা " এর পরিবর্ত্তে " ৪॥০ টাকা " এবং " ৫ টাকা " পড়।

৩৮ নিয়ম " জিলার কালেক্টর " এই কয়টী কথার পর " অথবা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ যদি কারখানা কোন মহকুমার অবস্থিত হয় " বসাইয়া দাও।

৪১ নিয়মের ২ এবং ৬ পংক্তিতে " বাণ্ডিল সকল " এর পরিবর্ত্তে " গাঁট সকল বা থলে সকল " লেখ।

৪৩ নিয়ম ১ পংক্তি " কর্ম্মকারকের " পরিবর্ত্তে " ডেপুটী কালেক্টর " পড় এবং সেই পংক্তিতে " যে জিলার আমদানী " এই কয়টী কথার পর " অথবা যেখানে আমদানীকারকের গোলা কোন মহকুমার অবস্থিত, সেই মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ " যোগ কর।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১২ ডিসেম্বর।

এবং ৩ পংক্তিতে " নিশ্চয় করিতে " এই কয়টী কথার পর " নিজে আমদানী করা মাল তত্ত্বাবধারণ করিয়া "

এবং সেই নিয়মের ৪ পংক্তিতে " বাণ্ডিল " এর পরিবর্তে " গাঁট বা থলে " এবং ৭ পংক্তিতে " ৪ " স্থানে " ৫ " এবং ২০ পংক্তিতে " বাণ্ডিল " এর পরিবর্তে " গাঁট বা থলে " পড়।

৪৫ নিয়মে ১ম পংক্তিতে "সন্তুষ্ট হইয়াছেন" এই কয়টী কথার পূর্বে " হয় নিজে দেখিয়া নয় আবকারী ডেপুটী কালেক্টর অথবা মহকুমার কর্ম্মকারকের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিপোর্ট দ্বারা " বসাইয়া দাও।

ঐ নিয়মের (a) প্রকরণে " ২ চারি " পর " উহার মধ্যে একটী চরসের হওয়া উচিত " এবং ঐ ধারার ৪ পংক্তিতে " অন্য " এই শব্দের পরিবর্তে "চরসের" বসাও।

ঐ নিয়মের (b) প্রকরণের পাঁচ ছয় পংক্তিতে " বাণ্ডিল " এবং " বাণ্ডিল সমূহ " এর পরিবর্তে " গাঁট সকল বা থলে সকল " এবং " গাঁট বা থলে " বসাও।—

৪৭ নিয়মের ৩ পংক্তিতে " ১৫ পরিচ্ছেদ " ইহার পরিবর্তে " ১৫ এবং ১৭ পরিচ্ছেদ " বসাও।

৪৮ নিয়মের ৩ পংক্তিতে " বাণ্ডিল সমূহ " এর পরিবর্তের " গাঁট সমূহ বা থলে সমূহ " বসাও এবং ৪ পংক্তিতে " আবকারী কর্ম্মকারক " স্থানে " কালেক্টর " বসাও এবং ঐ নিয়মের শেষ ভাগে নিম্নলিখিত বিষয় যোগ কর ;—

" যদি যে কারখানার কথা বলা হইতেছে, তাহা কোন মহকুমার এলাকার মধ্যে থাকে, তাহা হইলে মহকুমার কর্ম্মকারকের নিকট পাস দানকারী কালেক্টর ঐ পাসের এক প্রতিলিপি পাঠাইয়া দিবেন "।—

৫০ নিয়মের ৬ পংক্তিতে " ৩৯ পাঠ পরিশিষ্ট A " ইহারপর নিম্নলিখিত বিষয় যোগ কর :—

" সদর মোকামে আবকারী বিভাগের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টরের দ্বারা এবং মহকুমার মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা এই কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে এবং কোন অবস্থাতেই উহা ইহা অপেক্ষা অধস্তন কর্ম্মচারির হস্তে সমর্পিত হইবে না "।

এবং ১৭ পংক্তিতে " কালেক্টর এবং ডেপুটী কালেক্টর " এর পরিবর্তে " মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ বা আবগারী ডেপুটী কালেক্টর " বসাও।

৫১ নিয়মে নিম্নলিখিত বিষয় স্বতন্ত্র পারাগ্রাফরূপে যোগ কর :—

" যে স্থলে কারখানা কোন মহকুমার মধ্যে অবস্থিত সে স্থলে সংক্ষেপ বিবরণ মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের হাত দিয়া কালেক্টরের নিকট পেস করিতে হইবে। "

৫৩ নিয়মের শেষে নিম্নলিখিত বিষয় যোগ কর—

" যে স্থলে দোকান সকল মহকুমার মধ্যে অবস্থিত, সে স্থলে মাসুল মহকুমার খাজানাখানায় দিতে হইবে। "

৫৪ নিয়মের ১ এবং ৬ পংক্তিতে " বাণ্ডিল সমূহ " এর পরিবর্তে " গাঁট সমূহ বা থলে সমূহ " এবং ৩ পংক্তিতে " ৪ টাকা " পরিবর্তে " ৫ টাকা " পড়।

৫৫ নিয়মের ৩ পংক্তিতে " খুচরা দোকান সমূহ " এই কয়টী কথার পর নিম্নলিখিত বিষয় বসাও;—

" মহকুমার মধ্যে দোকান থাকাস্থলে ঐ সকল পাস মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রদান করিবেন "

৫৬ নিয়মের শেষে নিম্নলিখিত পারাগ্রাফ যোগ কর;—

" যেস্থলে কারখানা মহকুমার এলাকার অধীন সেস্থলে কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার রেজিষ্টর এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক দোকানের একুন মাসিক কাজকারবার দেখাইয়া সংক্ষেপ বিবরণ পেস করিবেন। তাহার পর মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ সেই রেজিষ্টর এবং সংক্ষেপ বিবরণ সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং আপন মন্তব্যের সহিত ঐ সংক্ষেপ বিবরণ কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং মূল রেজিষ্টর স্বাক্ষরের পর কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের নিকট ফিরাইয়া দিবেন "।

" ৫৭ ও ৫৮ নিয়মের পরিবর্তে নিম্নলিখিত বিষয় বসাও :—

কালেক্টর তাঁহার সদর মোকামের গাঁজার গোলা সকল নিজে অন্ততঃ ছয় মাসে একবার তত্ত্বাবধারণ করিবেন এবং সদর মোকামের আবকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর এবং প্রত্যেক মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমান্বয়ে আপনাপন সদর মোকামের গোলা সকল অন্ততঃ মাসে একবার তত্ত্বাবধারণ করিবেন। বহিঃস্থিত গাঁজা গোলা সকলও যত অধিকবার সম্ভব, আবকারী ডেপুটী কালেক্টর ও মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ যেখানে, যেমন তত্ত্বাবধান করিবেন। কিন্তু যেন তিন মাসে একবারের কম না হয়; কালেক্টরের ও যেন বৎসরে ১ বারের কম না হয়। তত্ত্বাবধারণকারী কর্ম্মকারক মজুদমাল পরীক্ষা করিবেন; তত্ত্বাবধারণের সময় গুদামের গাঁজার অবস্থা, ফেলে দেওয়া রদি মালের মোট এবং গোলার সাধারণ অবস্থা টুকিয়া লইবেন। তাঁহারা গাঁজার রেজিষ্টর এবং খাজানাখানার রসীদ যত গাঁজা বাহির হইয়া গিয়াছে তাহার মাসুল রীতিমত আদায় হইয়াছে কি না এবং আদায়ের টাকা সমস্ত গবর্ণমেণ্টে রীতিমত জমা দেওয়া হইয়াছে কি না, নির্ণয়ার্থ পরীক্ষা করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১২ ডিসেম্বর।]

"৫৮ কমিশনরের মঞ্জুর লইয়া যে কারণ বোর্ডে রিপোর্ট করিতে হইবে সেই কারণ বশতঃ, কালেক্টর সাহেব কোন বিশেষ মহকুমায় কর্তৃপক্ষের গাঁজা আবকারি বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় এই সমুদায় নিয়ম দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা রদ করিতে পারেন।"

নিম্নলিখিত নিয়ম সকলের সংখ্যা পরিবর্ত্তন কর।

৫৭ কে	৫৯ কর
৫৮ „	৬০ „
৫৯ „	৬১ „
৬০ „	৬২ „

নিয়ম সমূহের A পরিশিষ্টের ৩১ পাঠের ৫ ধারায় নিম্নলিখিত বিষয় যোগ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পংক্তির "ক্রেতা" এই কথার পর "এবং ক্রয়ের পর ৩ দিনের মধ্যে অথবা গাঁজা ওজন হইয়া সুপারবাইজারের আফিস হইতে রপ্তানীর জন্য পাস হইবার পূর্ব্বে, সুপারবাইজারের স্বাক্ষরের জন্য উপস্থিত করিতে হইবে" বসাও।

নিয়ম সমূহের A পরিশিষ্টের ৩২ নম্বর পাঠের ১ নম্বর ধারার পর ২ ও ৩ নম্বর ধারাস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয় বসাও।—

"২।—তিনি কৃষক দিগের নিকট যত গাঁজা ক্রয় করিলেন, সময়ে সময়ে বিধিবদ্ধ কোন পাঠ অনুসারে তাহার এক স্মারকলিপি সুপার বাইজারের নিকট উপস্থিত করিবেন।"

"৩।—তিনি কৃষক দিগের নিকট যে পরিমাণ ক্রয় করিলেন, এবং সুপারবাইজারের আফিসে যে পরিমাণ ওজন ও রপ্তানীর জন্য উপস্থিত করা হইবে, তাহার মধ্যে কমা হইলে সে কমীর মাসুলের জন্য তিনি দায়ী হইবেন।"

৩৫ নম্বর পাঠের দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে "বাণ্ডিল সমূহ" এর পরিবর্ত্তে "গাঁট সকল বা থলে সকল" বসাও "২," "৩," "৪," পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমান্বয়ে "৪," "৫," "৬," লিখিতে হইবে।

৩৮ পাঠের প্রথম ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে "দুই চাবি" র পর "উহাদের মধ্যে একটী চব-সের হইবে," এবং ৩ পংক্তিতে "অন্য" এই কথার পরিবর্ত্তে "চবসের" বসাও।

৪১ নম্বর পাঠের "মাসুল আদায়" স্তম্ভে "৩॥০ টাকা" এবং "৪ টাকা" র পরিবর্ত্তে "৪॥০ টাকা" ও "৫৲ টাকা" হইবে।

৪২ নম্বর পাঠে, এই পাঠের ১২ ধারার বর্ণনাপত্রের ২ হইতে ৬ পর্য্যন্ত ঘরে "৩॥০ টাকা" এবং "৪ টাকা" হইা পরিবর্ত্তে "৪॥০ টাকা" "৫ টাকা" বসাও।

মাননবর শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়ার, সাহেব সি, আই, ই,।

---

৫ নম্বর।

বাঙ্গালার পোষ্ট মাষ্টার জেনরল সাহেব ক্রমাগত অনেক দিবস ধরিয়া বাঙ্গালার খাজানাখানা সমূহের সমস্ত কাজ বন্ধ থাকা প্রযুক্ত ডাক বিভাগের মনিঅর্ডর শাখার নানা প্রকার অসুবিধা হওয়ার কথা বিদিত করায় বোর্ড এক্ষণে গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে উক্ত অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশে নিম্ন-লিখিত উপদেশ প্রকাশ করিতেছেন।

"জিলার কর্ত্তৃপক্ষেরা পোষ্ট মাষ্টার সমূহের সহিত লেখালেখি করিয়া দুর্গা পূজার ছুটীর মধ্যে ২ বা ১ বার ডাক বিভাগের মনিঅর্ডার শাখা হইতে খাজানাখানায় টাকা জমা লইবার আবশ্যক বন্দোবস্ত করিবেন। এই রূপে যে টাকা গৃহীত হইবে, তাহা পোষ্ট মাষ্টারেরা মোহর করা থলের মধ্যে করিয়া দাখিল করিবেন। ঐ থলে নির্ব্বিঘ্নরূপে রক্ষার্থ খাজানাখানার শক্ত ঘরের মধ্যে বাক্সে রাখা হইবে। ঐ বাক্স পোষ্ট মাষ্টারের এক মাত্র চাবির অধীনে রক্ষিত হইবে, এবং উহার মধ্যস্থ পদার্থের জন্য কোন দায়িত্ব খাজানাখানা গ্রহণ করিবে না"।

---

৬ নম্বর।

গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে বোর্ডের বিধিপুস্তকের প্রথম বালামের ১২ পৃষ্ঠায় ৯ অধ্যায়ের ১০ পরি-চ্ছেদের অষ্টম নিয়ম রদ হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নিয়ম স্থাপিত হইল।

৮।—মফঃসল ভ্রমণে গত কর্ম্মকারকদিগের পথ খরচের সাধারণ বিল ভিন্ন অন্য যে বিলে কোন নূতন রকমের ব্যয়ের কথা নাই, কমিশনরের স্বকীয় আসিস্টাণ্টগণ তাহাতে ক্রোড়স্বাক্ষর করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। যে সকল বিলে সাধারণ ভাবের ভিন্ন অন্য প্রকার ব্যয়ের কথা আছে তাহা এবং মফঃসল ভ্রমণে গত কর্ম্ম কারক দিগের পথ খরচের বিল কমিশনরেরা নিজেই ক্রোড় স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

---

৭ নম্বর।

২ বালামের ১ পৃষ্ঠায় দেওয়ানী মোকদ্দমার বিধি প্রথম পরিচ্ছেদের দুই তিন ধারায় কোন কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার বিষয় বোর্ডকে বিদিত করার আবশ্যকতার কথা আছে, তদ্বিষয়ে কালেক্টর ও কমি-শ্যনর দিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।

গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২। ১২ ডিসেম্বর।]

২। অনেক স্থলে এরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করার কোন খবরই বোর্ড পান না।

অন্য অনেক স্থলে এরূপ সাধারণ কথায় সংবাদ দেওয়া হয় যে তাহা কোন কার্য্যকর ব্যবহারে আইসে না। আবার ইহা প্রায়ই ঘটে যে বোর্ড যে প্রথম সংবাদ পান, তাহাতে এই কথা লিখিত থাকে, যে এক জন মুনসেফ কালেক্টরের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিয়াছেন, অতএব আপীল দাখিল করার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহার পরই হয়ত মুনসেফের মীমাংসার এক প্রতিলিপি আসিয়া উপস্থিত হইল; শুদ্ধ তাহাই পাঠ করিয়া বোর্ড ঐ মোকদ্দমার যথার্থ গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনই মত স্থির করিতে পারেন না।

৩। পূর্ব্বোক্ত বিধিতে আদেশ আছে, যে উল্লিখিত শ্রেণীর মোকদ্দমা সমূহে মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের নিয়মাবলির ১৭ প্যারাগ্রাফ অনুসারে যে ঘটনা সম্বন্ধীয় বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দেওয়া হয়, তাহার প্রতিলিপি এবং অন্য যে সকল কাগজপত্র মোকদ্দমার গুণাগুণের যথার্থ বিবেচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে, তাহা বোর্ডকে পাঠাইয়া দিতে হইবে। এক্ষণে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে যে নিম্ন-লিখিত কাগজ গুলি সকল সময়েই প্রয়োজনীয় হইবে।

১। যে সকল মোকদ্দমার গবর্ণমেন্ট বাদী—

মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের ১৭ নিয়ম। — ১ম। ঘটনার বিবরণ পত্র—

২য়। গবর্ণমেন্টের উকীল যে আর্জ্জি মুসাবিদা করিয়া দিয়াছে, তাহা অর্দ্ধ মার্জ্জিনে লিখিত ও সেই ১৯ নিয়ম সঙ্গে কালেক্টরের মন্তব্য অথবা তিনি যদি স্বতন্ত্র আর্জ্জি মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের নিকট পেস করিয়া থাকেন তাহার প্রতিলিপি।

৩৫ নিয়ম ৩য়। মোকদ্দমার মধ্যে যদি কোন অধিক বিবরণ বা অন্য প্রয়োজনীয় দরখাস্ত হইয়া থাকে তাহা:

৪র্থ। মীমাংসার সারাংশ।

২।—যে স্থলে গবর্ণমেন্ট প্রতিবাদী।

১৭ নিয়ম। — ১ম। ঘটনার বিবরণপত্র।

২য়। আর্জ্জি।

৩য়। গবর্ণমেন্টে উকীলের অর্দ্ধ মার্জ্জিনে লিখিত জবাবের মুসাবিদা, অথবা মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিতে হইবে না এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের উকীল অথবা কালে-ক্টর অথবা কমিশ্যনরের মত। — ১১ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত নিয়ম।

৪র্থ। ইহা অপেক্ষা অধিক মন্তব্য বা স্বতন্ত্র উত্তর যাহা কালেক্টর মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের নিকট পেস করেন। — ১৯ নিয়ম।

৩৫ নিয়ম। — ৫ম। মোকদ্দমার মধ্যে যে কোন অধিক বিবরণপত্র অথবা প্রয়োজনীয় দরখাস্ত হয়।

৬ষ্ঠ। মীমাংসার সারাংশ।

৩।—যখন গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মীমাংসা হইয়াছে তখন নিম্নলিখিত অধিক কাগজপত্র বোর্ডে পেশ করিতে হইবে।

১। মীমাংসার প্রতিলিপি।

মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের ৩৩ নিয়ম। — ২। আপীল রুজু করা হইবে কি না তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট উকীল, কালেক্টর ও কমিশ্যনরের মত; এবং যদি করিতে হয় প্রস্তাবিত আপীলের কারণের মুসাবিদা।

৩। আপীল কোর্টের মীমাংসার সারাংশ এবং যদি ইহাও গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে হয়, তাহা হইলে মীমাংসার প্রতিলিপি এবং পূর্ব্বোক্তরূপ অন্যান্য কাগজপত্র।

এই সকল কাগজপত্র যত শীঘ্র সম্ভব পেস করা আবশ্যক। এই সকল পাইলে যদি আবশ্যক হয় কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তদ্বিষয়ে বোর্ড মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের পরামর্শ লইতে পারেন।

মোকদ্দমা চলিবার মধ্যে যে কোন সময়ে কোন মোকদ্দমা বোর্ডের বিদিত করা আবশ্যক বোধ হয়, উপরে লিখিত পূর্ব্ববর্ত্তী কাগজপত্র তাঁহাদের অবগতির জন্য পেশ করিতে হইবে।

শ্রীযুত আর, এল, মাঙ্গলস্, সাহেব, বি, সি,।

---

৮ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের প্রথম বালামের ১৫ অধ্যায়ের ৬ পরিচ্ছেদের পরিবর্ত্তে, নিম্নলিখিত সংশো-ধিত নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ হইল।—

৬ পরিচ্ছেদ।—ইংরাজী প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষে স্পীরিট তৈয়ার করণ।

লাইসেন্স লইয়া মদ চোঁয়ান। — ১। রম এবং অন্যান্য স্পীরিট রীতিমত লাইসেন্সের অধীনে হয় কোন সরকারী ভাটীখানার বাটীর মধ্যস্থিত কোন ভাটীতে অথবা ব্যক্তি বিশেষের ভাটীখানায় ইংরাজী প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষে তৈয়ারি হইতে পারে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮২ ১২ ডিসেম্বর।]

২। ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭ ধারামতে কালেক্টরেরা নিজজিলার সীমার মধ্যে যদি কলিকাতা হইতে ২০ মাইলের অনধিক দূরে না হয় ইংরেজী প্রণালী অনুসারে ভাঁটীখানা নির্ম্মাণ ও চালাইবার জন্য (A পরিশিষ্টের ৭ পাঠে) লাইসেন্স দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কালেক্টরেরা A পরিশিষ্ট, ৮ পাঠে লাইসেন্সের জন্য দাখিল করা টাকার রসীদ দিবেন। কলিকাতার আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতার ২০ মাইলের মধ্যবর্ত্তী এরূপ ভাঁটীখানা সকলের জন্য লাইসেন্স দিবেন।

জমা রাখা।

৩। ইংরাজী প্রণালী অনুসারে ভাঁটীখানা চালাইবার দরখাস্তকারীদিগকে, যদি আবশ্যক বোধ হয় ১,০০০৲ টাকার অনধিক টাকা প্রতিভূস্বরূপে আমানৎ দিতে বলা যাইতে পারে এবং আবকারি আইনের কোন অংশ ভঙ্গ করা অপরাধ আবকারি মোকদ্দমা মীমাংসার জন্য আইনানুসারে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকটে প্রমাণ হইলে ঐ সমস্ত টাকা অথবা তাহার যে কোন অংশ রেবিনিউ বোর্ডের অনুরোধানুসারে গবর্ণমেণ্ট, স্থির করিয়া দিবেন তাহা বাজে আপ্তের অধীন হইবে এরূপ স্থলে লাইসেন্স সুতরাংই বাজে আপ্ত হইয়া যাইবে। বাজেআপ্ত ব্যতিরেকে লাইসেন্স শেষ হইলে কালেক্টর জমা করা টাকা ফিরাইয়া দিবেন।

প্রাপ্য টাকার জন্য গৃহীত হইতে পারে।

৪। রাজস্ব, লাইসেন্স খরচা অথবা এই সকল নিয়মানুসারে বা লাইসেন্সের শর্ত্ত অনুসারে অথবা কালেক্টরের সঙ্গে তিনি যে কোন বাণ্ড বা একরারে প্রবেশ করিয়াছেন তদনুসারে ভাঁটীওয়ালা যে জরিমানা বা বাজেআপ্তের জন্য দায়ী তাহার রীতিমত আদায়ের জন্য ঐ আমানতী টাকা বা তাহার যে কোন অংশও কালেক্টরের ইচ্ছাধীনে থাকিবে। যখন কালেক্টর পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ ঐ জমা টাকার কোন অংশ খরচ করিয়া তাহা পূরাইয়া দিতে বলিবেন, তখন ভাঁটীওয়ালা সেই টাকা পূরাইয়া দিতে বাধ্য হইবে। এইরূপ করিবার জন্য কালেক্টরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে না পারা তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স কর্ত্তনরূপ শাস্তি উপস্থিত করিবে।

কারখানাও বাড়ী মাতব্বরি রাখিতে হইবে।

৫। পূর্ব্বোল্লিখিত দেয় সকল রীতিমত আদায় দিবার জন্য ভাঁটীওয়ালা তাহার বাড়ী, তাহার কারখানা এবং শিল্প কার্য্যে নিযোজিত যন্ত্র তন্ত্র মাতব্বরি রাখিয়া (A পরিশিষ্ট ৯ পাঠে) এক বাণ্ড লিখিয়া দিবে। যখন বাড়ী এবং জমী উভয়ই ভাঁটী ওয়ালার, তখন তিনি হয় এক, নয় উভয়ই, মাতব্বরি রাখিবেন। যদি কিছুই তাঁহার না হয়, তাহাহইলে হয় নগদ, নয় নোটে, না হয় কোম্পানীর কাগজে ৫০০০ টাকা আমানত করিয়া দিতে হইবে।

ভাঁটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিবে।

৬। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করে সে ভাঁটীখানার বাড়ী এবং জায়গা যে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, উহার কেবল একটীমাত্র দ্বার আছে, অতএব ভারপ্রাপ্ত আবকারি কর্ম্মকারকের জ্ঞান ব্যতীত কোন স্পীরিট বাহির হইয়া যাইতে পারে না এবং এরূপে নির্ম্মিত যে গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের সম্পূর্ণরূপ নির্ব্বিঘ্নতা সম্পাদন করে, এইসকল বিষয়ে কালেক্টরকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, ততক্ষণ কোন ভাঁটীখানার লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। কালেক্টরেরা অস্বীকার করিবার কিছুমাত্র কারণ প্রদর্শন না করিয়া যে কোন ভাঁটীখানার লাইসেন্স অস্বীকার করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; কেবল তাঁহাদের মীমাংসার উপর আপীল হইলে উচ্চতম রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষকে কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে।

আবকারী কর্ম্মচারী গণের বেতন ভাটী ওয়ালাকে দিতে হইবে।

৭। ভাঁটীখানার লাইসেন্স দেওয়া হইলে রেবিনিউ বোর্ড উহা রক্ষা করিবার জন্য এবং বেআইনী কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলে যেরূপ আবশ্যক বোধ হইবে প্রচুর পরিমাণে মাসুল-চুরি নিবারণার্থ লোক জন নিয়োগ মঞ্জুর করিবেন। এই লোক জনের খরচ ভাঁটী ওয়ালাকে মাসে মাসে অগ্রিম দিতে হইবে। না দিলে লাইসেন্স রহিত করা যাইতে পারিবে।

আবকারী কর্ম্মচারীর বাসস্থান।

৮। ভাঁটীখানা চালাইবার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি আবকারি কর্ম্মচারী ও ভাঁটীখানার মধ্যে অবস্থিতিকারী বরকন্দাজ দিগের জন্য ভাঁটী বেষ্টনকারী প্রাচীরের মধ্যে উপযুক্ত বাসস্থানের বিধান করিবে। বাসস্থান এরূপস্থলে অবস্থিত হইবে যে তথা হইতে ভাটীখানার সবক্ষণ নজর রাখা যায়। ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী কোন কারণ বশতঃই কালেক্টরের অনুমতি ব্যতিরেকে বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবেন না; ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট ছুটী না লইয়া কোন অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা যাইতে পারিবেন না। তিনিও তাহাদিগকে কেবল মাত্র সেই সময়ে ছুটী দিবেন যখন ছুটী দিলে কাজের বিঘ্ন হইবে না।

ভাঁটীখানা উত্তম বন্দোবস্ত এবং সতর্কতার অধীনে রাখিতে হইবে।

৯। ভাঁটীওয়ালা ভারপ্রাপ্ত আবকারি কর্ম্মচারীর উপদেশের নিয়মাধীনে বাড়ীটি পরিষ্কার ও উত্তম বন্দোবস্তে রাখিতে বাধ্য।—ভাঁটীখানার দ্বারদেশে দিন রাত্রি পাহরা রাখিতে হইবে। প্রবেশ করিতে রীতিমত ক্ষমতা প্রাপ্ত নয় এরূপ কোন ব্যক্তি প্রবেশ করে নাই এবং পাসের দ্বারা অনাবৃত কোন স্পীরিট ভাঁটীখানা হইতে বাহির হয় নাই এই হুকুমের জবাবদিহির জন্য পাহরাওয়ালা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট দায়ী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১২ ডিসেম্বর।]

১০। ভাঁটীখানার গেট প্রত্যূষে মজুর এবং অন্যান্য রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রবেশের জন্য খোলা হইবে এবং সূর্য্যাস্তের সময় বন্ধ করা হইবে। এই সময়ে উহারা ভাঁটীখানা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, না হয় উহার মধ্যে বন্ধ হইয়া থাকিবে। চাবি ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর হস্তাধীনে থাকিবে।

কখন গেট খুলিতে হইবে।

১১। যাহারা ভাঁটীখানা-সম্বন্ধীয় কার্য্যে লিপ্ত তাহাদের গমন ও আগমন ভিন্ন অন্য সময়ে ভাঁটীখানার গেট বন্ধ থাকিবে; এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, ভাঁটীওয়ালা এবং তাহাদের চাকর ব্যতীত অন্য কেহ কোন স্থলে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে অনুমতি পাইবে না। ভাঁটী সমূহের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নাম রেজেষ্টরি করা এবং তাহাদের গমন ও আগমন জন্য প্রত্যেককে টিকিট দেওয়া ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কার্য্য ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ।

১২। যাহারা ভাঁটীখানায় প্রবেশ করে, তাহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হউক, ভাঁটী ওয়ালা হউক বা তাহাদের চাকর হউক, সকলেই ভাঁটীখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞায় অসন্তুষ্ট সে কালেক্টরের নিকট আপীল করিতে পারে।

ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ক্ষমতা।

১৩। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং সূর্য্যাস্তের পর, বিশেষ স্থলে কালেক্টরের লিখিত মঞ্জুর এবং ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অধিক সময়ের জন্য ফী এবং কালেক্টর যে রূপ বিহিত বিবেচনা করেন অতিরিক্ত পাহারার ফী জমা দেওয়া ব্যতীত কোন ভাঁটীর কার্য্য চলিবে না।

রাত্রিতে বন্ধ।

১৪। কালেক্টর বা ডেপুটী কালেক্টর বা অন্য উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্ম্মকারক এবং তৎকর্ত্তৃক এই কর্ত্তব্যে নিযুক্ত পরিদর্শক বা অন্য অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ সকল সময়ে দিনে এবং রাত্রিতে প্রত্যেক লাইসেন্স বিশিষ্ট ভাঁটীখানায় এবং অঙ্গীভূত কারখানা ও অন্যস্থানে, দেয় মাসুলের মোট নিরূপণ করার জন্য আবশ্যক পরীক্ষা করিবার, স্পীরিট তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যবহৃত ভাঁটী ও অন্যপাত্র সকলের পরিদর্শন ও পরিমাণ করিবার এবং ভাঁটীতে তৈয়ারি স্পীরিটের পরীক্ষা ও পরিমাণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছামত গমন করিতে পারেন। পরিমাণ করিবার নিয়ম সকল ৭ পরিচ্ছেদের ১০ ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে।

আবকারি কর্ম্মকারকগণের ক্ষমতা।

১৫। ভাঁটীখানা চালাইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি, লাইসেন্স গ্রহণের পাঁচ দিনের মধ্যে ভাঁটীর বাড়ীর একটী যথার্থ বিবরণপত্র কালেক্টরকে দিবে। উহাতে প্রত্যেক কারখানা, গুদামঘর এবং অঙ্গীভূত অন্যস্থান যাহা ভাঁটীখানার কার্য্য চালাইতে ব্যবহৃত হইবে এবং সকল ভাঁটী, তাম্রপাত্র, পীপা এবং উক্ত প্রকারে ব্যবহার্য্য অন্যান্য পাত্রের নামোল্লেখ থাকিবে। ভাঁটীখানায় প্রতিষ্ঠিত আবকারী কর্ম্মকারক অথবা এতদর্থে কালেক্টর যে কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করিবেন তিনি এই সমস্তপাত্র রীতিমত পরিদর্শন ও পরিমাণ করিয়া চিহ্নিত করিয়া দিবেন; এবং এরূপে চিহ্নিত নয় এবং যাহার বিবরণ কালেক্টরের নিকট প্রেরিত হয় নাই এরূপ কোন পাত্র ভাঁটীখানায় ব্যবহৃত হইবে না।

কালেক্টরকে বিবরণপত্র দিতে হইবে।

১৬। ভাঁটীখানার কর্ম্ম চালাইতে লাইসেন্স প্রাপ্তব্যক্তি, স্পীরিট তৈয়ার করিবার উপকরণ আনিতে আরম্ভ করিবার পাঁচ দিন পূর্ব্বে যে দিন চোঁয়ান আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন আবকারি কর্ম্মকারককে তাহার নোটিস দিবেন।

চোঁয়ান আরম্ভ করিবারপূর্ব্বে নোটিস।

১৭। চোঁয়ান কার্য্য বন্ধ করিবার পাঁচ দিন পূর্ব্বেও যে দিন ভাঁটির কার্য্যবন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন সেই দিনের নোটিস আবকারি কর্ম্মকারককে অতি অবশ্য দিতে হইবে। ঐ নিরূপিত দিনে চোঁয়ান কার্য্য পুনরারম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাঁটী সকল মোহর করা থাকিবে।

বন্ধ করিবার পূর্ব্বে নোটিস।

১৮। ভাঁটীখানায় তৈয়ারি স্পীরিট পরীক্ষা ও পরিমাণ করা, যে স্থলে রীতিমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যেস্থলে পাস দেওয়া, এই নিয়মাবলিতে গ্রথিত ১৭ A নম্বর পাঠে কত স্পীরিট পাসের অধীনে বাহিরে পাঠান হইয়াছে এবং কত এখন গুদামে আছে দেখাইয়া ভাঁটীখানায় তৈয়ারি সমস্ত স্পীরিটের তেজ ও পরিমাণের দৈনিক হিসাব রাখা, এই নিয়মাবলি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হিসাব ও রেজিষ্টর রাখা এবং কালেক্টরকে বিবরণপত্র দেওয়া প্রত্যেক ভাঁটীখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য। নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলি যে কঠোররূপে অনুসৃত হয় সে জন্য তিনি দায়ী।

ভাঁটীখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও তাঁহার কর্ত্তব্য।

১৯। ভাঁটীখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এক খানি দৈনিক বহি রাখিবেন, ইহাতে তিনি প্রত্যহ যে সকল পীপা পরিমাণ ও পরীক্ষা করিবেন তাহার সংখ্যা ও বিশেষ বিবরণ রীতিমত লিখিয়া রাখিবেন এবং ঐ দৈনিক বহির এক প্রতিলিপি প্রত্যহ কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

আবকারি দারগার দৈনিক বহি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৮ ডিসেম্বর।]

পরিদর্শক মাত্রগার পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

২০। পরিদর্শক ভাঁটীখানায় দর্শন করিতে আসিলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দৈনিক বহি পরীক্ষা করিবেন এবং যদি উহা শুদ্ধ হয় উহাতে ক্রোড় স্বাক্ষর করিবেন। তিনি কতকগুলি পীপা পরীক্ষা করিবেন এবং যে আইনী স্পীরিট তৈয়ারি বা রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য যে সকল বন্দোবস্ত আছে তাহা কার্য্যকর কি না এবিষয়ে সন্তুষ্ট হইবার জন্য আবশ্যক উপায় সকল অবলম্বন করিবেন। পরিদর্শক যে দিনে পরিদর্শন করিলেন তাহার পর দিন অপেক্ষা বিলম্ব না করিয়া তাঁহার পরিদর্শনের রিপোর্টের এক প্রতিলিপি তাঁহার অব্যবহিত ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট পেস করিবেন।

পাস ভিন্ন বাহির হইবে না।

২১। *লাইসেন্স প্রাপ্ত ভাঁটীখানার উৎপন্ন দ্রব্য রাখিবার জন্য যে গুদামঘর, কারখানা বা অন্য যে কোন স্থান ব্যবহৃত হয়, তথা হইতে অথবা ভাঁটীখানা হইতে, কোন স্পীরিট, কালেক্টর অথবা অন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত আবকারি কর্ম্মচারী কর্তৃক ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ১৮ ধারামতে (A পরিশিষ্ট দশ পাঠে) প্রদত্ত পাস ব্যতীত এবং মাসুল দেওয়া অথবা মাসুলের জন্য বাণ্ড লিখিয়া দেওয়া ব্যতীত বাহির হইতে দেওয়া হইবে না।

চেক বহির পাঠে পাস করিতে হইবে।

২২। পাস সকল দোকর চেক পাঠে ছাপা এবং এক শত করিয়া এক এক সেট বাঁধান, উহার এক অংশ যে ব্যক্তি স্পীরিট লইয়া যায় তাহাকে দেওয়া যায়, অপরার্দ্ধ কালেক্টরের আফিসে নথীর সামিল হইবার এবং প্রয়োজনমত দেখিবার জন্য থাকে। প্রত্যেক পাতে স্বতন্ত্র করিয়া ছাপার সংখ্যা দেওয়া থাকে। আফিসে যে অংশ থাকে তদ্দারায় পাস সমূহের স্বতন্ত্র রেজিষ্টর রাখিবার আবশ্যকতা পরিহার করা যায়। চলিত থাকিবার সময় শেষ হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ভাটীওয়ালা কালেক্টরের কাছে পাস সকল ফিরাইয়া দিবে। পাসে ফিরাইয়া দিবার তারিখ লিখিত থাকিবে। যে সময়ের জন্য পাস চলিত ছিল তাহা পাসে এবং উহার আফিসে থাকিবার অংশে লিখিত থাকিবে।

কর্ম্মকারকেরা স্পীরিটের তেজের বিষয় হস্তক্ষেপ করিবে না।

২৩। আবকারি কর্ম্মকারকেরা কোন ক্রমেই চোঁয়ান স্পীরিটের তেজ নিয়মিত করিবার জন্য হস্তক্ষেপ করিবেন না। ভাঁটীওয়ালা যত দূর ইচ্ছা করেন জোরাল অথবা কম জোর স্পীরিট প্রস্তুত করিতে এবং ভাঁটীখানা হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। হাইড্রোমেটর যন্ত্রদ্বারা অবধারিত স্পীরিটের তেজ অনুসারে নির্দ্ধারিত হার মত মাসুল আদায় হইয়া থাকে।

ভাঁটীওয়ালা হিসাব রাখিবেন।

২৪। ভাঁটীওয়ালা প্রত্যহ তৈয়ারি স্পীরিটের পরিমাণ (মোটা মোটী ইম্পিরিয়ল গ্যালনে), যে পরিমাণ বাহির হইয়া গেল এবং যে পরিমাণ গুদামে থাকিল তাহা দেখাইয়া সমস্ত চোঁয়ান স্পীরিটের রীতিমত হিসাব অবশ্য রাখিবেন।

২৫। প্রত্যহ যে স্পীরিট চোঁয়ান হইবে তাহা হাইড্রোমেটর যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষিত হইবে এবং ওজন করা হইবে এবং অন্য দিনের উৎপন্ন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লিখিত হইবে। পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে স্পীরিট যাহাতে ঠাণ্ডা হইয়া যায় তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে; এবং যদি পূর্ব্বে কালেক্টরের লিখিত সম্মতি মাল ওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক দিনের চোয়ান হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, অন্য দিনের চোয়ান হইতে স্বতন্ত্র ভাবে গুদামে রক্ষিত হইবে। পরিমাণ, উষ্ণতা, তেজ এবং দেয় মাসুল একখানি টিকিটে লিখিত থাকিবে। ভারপ্রাপ্ত আবকারি কর্ম্মচারী বা তাঁহার মুহুরি যিনি স্পীরিট পরীক্ষা ও মাপ করেন তিনি ঐ টিকিটে সহি করিবেন। এবং ঐ টিকিট যে পাত্রে স্পীরিট রক্ষিত আছে তাহাতে লাগান থাকিবে। যখনই ঐ পাত্র হইতে স্পীরিট বাহির করিয়া লইতে হইবে, যে পরিমাণ বাহির করিয়া লওয়া হইল তাহা ঐ টিকিটে লিখিতে হইবে।

গুদাম ইত্যাদি পরিদর্শনজন্য খোলা থাকিবে।

২৬। স্পীরিটের গুদাম সকল এবং ভাঁটীওয়ালার হিসাব পত্র, ভাঁটীখানার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী, কমিশ্যনর ও কালেক্টরের, এবং কমিশ্যনর বা কালেক্টর এই উদ্দেশে যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করিবেন তাঁহার পরীক্ষা ও পরিদর্শনের জন্য সকল সময়ে খোলা থাকিবে।

উয়োর্ট বাহিরে যাইবে না।

২৭। চোয়ান জন্য প্রস্তুত উয়োর্ট কোন কারণ বশতঃই ভাটীখানা ত্যাগ করিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

বাহির হইবার সময়।

২৮। রবিবারে সকালে ৯টার পর কোন স্পীরিট ভাটীখানা হইতে বাহির হইতে দেওয়া যাইবে না। অন্য দিনে সকালে ৯টা হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত এবং বিকালে ৩টা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত স্পীরিট বাহির করিবার সময়।

হিসাবের পাঠ পুস্তকাকারে বাঁধান।

২৯। পূর্ব্বোক্ত হিসাবের পাঠ সকল পুস্তকাকারে বাঁধান, ঐ সকল পুস্তক কালেক্টর প্রয়োজন মতে ভাটীখানার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। পাঠাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সংখ্যা দেওয়া থাকিবে। প্রত্যেক পাত আবকারির ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর পরিষ্কাররূপে লিখিত আদ্য অক্ষর দ্বারা প্রমাণিত হইবে এবং প্রত্যেক পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় উহার অন্তর্গত পৃষ্ঠা সমূহের মোট সংখ্যা উক্ত কর্ম্মকারকের হস্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে। রেজিষ্টারে লেখা সকল এক বৎসর হইতে অন্য বৎসর যত দিনে বালাম পূর্ণ না হয় চলিয়া যাইবে। ভার প্রাপ্তকর্ম্মচারী লেখা সকল সমাপ্ত করিয়া প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সহি করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১২ ডিসেম্বর।]

৯ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের দ্বিতীয় বালামের ২৫ পৃষ্ঠায় অহিফেণ নিয়মাবলির চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১১ নিয়মে নিম্নলিখিত নিয়ম যোজিত হইবে।

যখনই কোন গোপনে অহিফেণ বিক্রয়কারী উপরের নিয়মের অধীনে পাটনা জিলার স্থানান্তরিত হইবে, তখনই ধৃত অহিফেণের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাটনা অহিফেণ এজেন্টের নিকট (বেহারের অহিফেণ এজেন্ট বাঁকীপুর এই শিরোনামায়) তাঁহাকে একপ অবৈধ আমদানীর মূল বিষয়ে সন্ধান করিতে সাহায্য করিবার জন্য, পাঠাইতে হইবে।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের দ্বিতীয় বালামের ২৩ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারা বসিবে।

১। যখনই সিবিল সার্জন উক্ত আইনের বা ১৮৫৭ সালের ১৩ আইনের অধীনে ধৃত এবং বাজেআপ্ত অহিফেণ ব্যবহারের যোগ্য প্রকাশ করেন তখনই উহা পার্সেল পোষ্টে " বেহারের অহিফেণ এজেন্ট বাঁকীপুর " এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে হইবে। সেই সঙ্গে সেই রূপে একখানি পরামর্শপত্রী প্রেরিত হইবে। অহিফেণ বিশিষ্ট পার্সেলের মোড়কে উহা যে মোকদ্দমার অহিফেণ তাহা লিখিত থাকিবে, যথা "শেখ ইন্দুর বিরুদ্ধে মহারাণীর মোকদ্দমার বেআইনী আমদানী করা অহিফেণ"। যদি অহিফেণের পরিমাণ এত অধিক হয়, যে এ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে না তাহা হইলে বোর্ডের বিশেষ অনুমতি লওয়া আবশ্যক, কিন্তু কালেক্টরের নিকট পাটনা পাঠাইবার যে উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাকর বোধ হয় তাহা বলিয়া দিতে হইবে।

১০ নম্বর।

বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের A পরিশিষ্টে প্রদর্শিত আবকারি পাঠে নিম্নলিখিত সংশোধন সকল করিতে হইবে।

৪, ৪ (A), ৪ (B), পাঠের ১২ এবং ১৪ ধারার ২ পংক্তিতে " হিসাব " শব্দের পূর্ব্বে " শুল্ক " শব্দ বসাও।

১৪ পাঠের ১৩ ধারার, ১ পংক্তিতে এক শব্দের পরিবর্ত্তে " এক শুল্ক " এবং ১৪ ধারার ৩ পংক্তিতে হিসাব শব্দের পূর্ব্বে " শুল্ক " শব্দ বসাও।

২৫ পাঠের ১১ A ধারার ১ পংক্তিতে এক শব্দের পরিবর্ত্তে " এক শুল্ক " এবং ঐ পাঠের ১২ ধারার ৩ পংক্তিতে " হিসাব " শব্দের পূর্ব্বে " শুল্ক " শব্দ বসাও।

২৭ পাঠের ৯ ধারার ২ পংক্তিতে " হিসাব " শব্দের পূর্ব্বে " শুল্ক " শব্দ বসাও।

৪২ পাঠের ১২ ধারার এক পংক্তিতে " এক " শব্দের পরিবর্ত্তে " এক শুল্ক " এবং ঐ পাঠের ১৩ ধারার ৩ পংক্তিতে " হিসাব " শব্দের পূর্ব্বে " শুল্ক " শব্দ বসাও।

৪৬ পাঠের ১০ ধারার ১ পংক্তিতে " হিসাব " শব্দের পূর্ব্বে " শুল্ক " শব্দ এবং এই পাঠের ১১ ধারার ৩ পংক্তিতে " হিসাব " শব্দের পূর্ব্বে " শুল্ক " শব্দ বসাও।

১১ নম্বর।

বোর্ডের গোচর হইয়াছে যে রাজকীয় কার্য্যকারকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প আইনের অর্থাৎ ১৮৭৯ সালের ১ আইনের, প্রথম তফসীলের ৪৫ প্রকরণ অনুসারে ইষ্টাম্প আইনের নির্দ্ধারিত ১ টাকা ফী না চাহিয়া বোর্ডের বিধিপুস্তকের প্রথম বালামের ২১৩ পৃষ্ঠায় ৯ অধ্যায়ের ১২ পরিচ্ছেদের ৯ ধারায় উল্লিখিত নোটারির কার্য্য করিয়া থাকেন। এই রূপ রীতি চলিতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু কোন রূপে অন্যথা না করিয়া উল্লিখিত রাজকীয় কার্য্যের জন্য ইষ্টাম্প মাসুল আদায় করা উচিত। এতদ্দ্বারা জিলার কর্ত্তৃপক্ষ দিগকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোটারীর কার্য্যের জন্য বিশেষ ইষ্টাম্প বিধান করা হইয়াছে। উহার জন্য ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট ইণ্ডেণ্ট পাঠাইতে হইবে।

১২ নম্বর।

প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমান দেশ খণ্ডের জিলা সমূহে আটাল ইষ্টাম্প সেঁতানে হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বে বিশেষ রূপে না খাম করিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা হওয়ায় বোর্ডের বিধিপুস্তকের দ্বিতীয় বালামের ৭ অধ্যায়ের ৮ পরিচ্ছেদে সংগৃহীত নিয়ম সমূহের একাদশ নিয়ম এই সকল জিলার খাজনাখানার কর্ত্তৃপক্ষ দিগের হস্তস্থিত সমস্ত আটাল ইষ্টাম্পে বর্ত্তাইবার ব্যবস্থা করা গেল।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L. *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১২ ডিসেম্বর।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮২ সাল, ১৯ ডিসেম্বর।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ব বিষয়ক সরক্যুলর।

১৮৮২ সাল আপ্রিল মাস।

মান্যবর শ্রীযুত এচ্, এল্, ডাম্পিয়ার সাহেব সি, আই, ই।

১ নম্বর।

কালেক্টরদিগের আপনার আমলে নূতন আনীত না হইলেও পূর্ব্বাবধি প্রচলিত অনিয়মিত কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব কালেক্টরে বর্ত্তিবে কি না এই বিষয় সংস্পৃষ্ট তহবীল তসরূপ সম্বন্ধীয় অতি অল্প দিনকার পত্র লেখা লেখির নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতির সহিত প্রকাশ করা যাইতেছে।

বোর্ড হইতে গবর্ণমেণ্টে লিখিত ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৬০ A নম্বরের পত্রের ২ হইতে ৮ এবং ১৫ প্যারেগ্রাফ।

২। মাজীরদিগের টাকা সম্বন্ধীয় কাজ কর্ম্মের রীতিমত প্রণালী ও নিয়মনের উপায় না থাকায় অবৈধ কার্য্যের যে সুবিধা উপস্থিত হয় তাহা বোর্ডের গোচর হওয়ায় ১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাসের ১ নম্বর সরক্যুলর আজ্ঞা লিখিত বিধি সাধারণের পথ প্রদর্শনার্থ বাহির করা যায়।—অতএব তহবীল তসরূপের এই এবং ইহার সমান স্থলে জিজ্ঞাসা হইবে যে;—

১। এই নিয়মাবলী পাইয়া কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মচারী উহা কার্য্যের যে সকল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে এবং অভিষেক করিতে বলে তজ্জন্য কার্য্যকর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না।

২। নূতন প্রণালী রীতিমতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা বরাবর রক্ষিত হইয়াছিল এবং বরাবর তদনুসারে কার্য্য হইয়াছিল দেখিবার জন্য রীতিমত যত্ন করা হইয়াছিল কি না।

৩। এই দুইটী বিষয়ের মধ্যে প্রথমটীর সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব দেখাইতেছেন যে সরক্যুলরমত প্রয়োজনীয় যন্ত্রগত পরিবর্ত্তন সকল যথাবিধি প্রবিষ্ট করান হইয়াছিল, কেবল ৮ নিয়মের আদেশমত খাজাঞ্চিখানার কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা প্রত্যেক মাসের শেষে নাজীরের বহী তত্ত্বাবধান করান হয় নাই। কালেক্টর পুনঃ পুনঃ বলেন নাজীরের বহী সমূহ তাঁহার নিজের দ্বারায় বারবার পরীক্ষিত হওয়ায় এই নিয়মের প্রতি কথা রক্ষা অনাবশ্যক হইয়াছে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৯ ডিসেম্বর।]

৪। যাহা হউক এস্থলে বোর্ড ইহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন, যে ঐ নিয়মে যে নিয়মন আবশ্যক বলে এবং এস্থলে যে নিয়মন করা হইয়াছিল তাহা এক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খাজানাখানার কর্তৃপক্ষ যথন "উহা যে রীতিমত রক্ষিত হইয়াছে এবিষয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার এবং কালেক্টরের নিকট শংসাপত্র দিবার" জন্য মাসের শেষে নাজীরের হিসাব নিয়মমত পরীক্ষা করেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই খাজানাখানার হিসাবে প্রদর্শিত যাবসকল নাজীরকে প্রদত্ত হইয়াছে এবং নাজীরের ক্যাসবহীতে জমা হইয়াছে কি না স্থির করারূপ পরীক্ষা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন; প্রত্যেক বার যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে হইবে না, পরীক্ষার্থ এখানে ওখানে যাব লইলেই যথেষ্ট হইবে। খাজানাখানার কর্তৃপক্ষের নিকট নাজীরের হিসাব পরীক্ষা করিবার ভার দেওয়ারূপ কার্য্যেরদ্বারা এই আশা প্রকাশ পাইতেছে যে খাজানাখানার হিসাবের সহিত তুলনা করিয়া নিয়মন হইবে। কালেক্টর যে অনেক বার ক্যাস বহী পরীক্ষা করিয়াছেন ত হাতে এইরূপ নিয়মন অবলম্বন করিয়াছেন কি না কোথাও বলেনও নাই, অনুমানও করা যাইতে পারে না। কিন্তু বোর্ডের বিবেচনা এই যে, এরূপ নিয়মন অবলম্বিত হইবে এ জ্ঞান থাকিলে কাজেকাজেই কিছু পরিমাণে তহবীল তসরূপ বন্ধ হওয়া সম্ভব থাকিত এবং যদি ঐ নিয়মন অবলম্বিত হইত তাহা হইলে প্রবঞ্চনা যথার্থ ঘটিলেও তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িবার সুবিধা হইতে পারিত।

৫। তাঁহার নিজের যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষার নিয়মদ্বারা নির্দ্ধারিত খাজানাখানার কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার আবশ্যকতা দূর করা হইয়াছে এই ধারণার উপর কার্য্য করায়, কালেক্টরের উপর অধিক দোষ আরোপ না করিয়া এবং এরূপ শাসনসংক্রান্ত নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা সম্বন্ধে কালেক্টরদিগের নিকট যেরূপ প্রত্যাশা করা যায়, জিলার কর্তৃপক্ষের সেরূপ বুদ্ধিমত্তা এবং বিবেচনা প্রকাশ করিবার স্বত্ব অস্বীকার না করিয়াও বোর্ড ভরসা করিতে পারেন যে, কোন কর্ম্মকারক তাঁহার পথ প্রদর্শনার্থ প্রণীত নিয়মের অক্ষরার্থ হইতে অন্য পথে যাইবার পূর্ব্বে, ঐ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইবার পূর্ব্বে উহার জন্য যত বিবেচনা করিতে হইয়াছিল, অন্ততঃ ঐ বিষয়ে তত দূর চিন্তা করিবেন এবং এরূপ অন্যপথে গমন সমর্থন করিবার জন্য উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন। উপস্থিত স্থলে ৮ নিয়মে উপদিষ্ট নিয়মনের পরিবর্ত্তে নাজীরের বহী সকলের কালেক্টরের নিজের কথনকথন পরীক্ষা করিবার কোন উত্তম কারণ প্রদর্শন করিতে পারা যায় এমন বোধ হয় না।

৬। কিন্তু যদিও স্থূলতঃ যন্ত্রগত পরিবর্ত্তন সকল ১৮৭৯ সালের নবেম্বরের সরক্যুলর আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র সম্পন্ন করা হইয়াছিল, তথাপি শ্রীযুত সাহেবের রিপোর্টে এমন কোন সম্বাদ দেয় না যাহা দ্বারা বোর্ড বিবেচনা করিতে পারেন যে প্রথম * নিয়মের আদেশমতে বর্ত্তমান রীতির কতদূর সংশোধন হইয়াছিল। কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মচারীর যাহাতে বিবেচনা প্রকাশ নিতান্ত আবশ্যক হয় এবং কালেক্টর অথবা যে কর্ম্মকারকের উপর তিনি সরক্যুলর আজ্ঞায় উপদিষ্ট পরিবর্ত্তন সকলের সংগঠনের ভার দিয়াছেন তাঁহার যাহাতে কার্য্য এবং মনোযোগ বিশেষ প্রয়োজন তাহা সারতঃ এই নিয়ম। নাজীরের হাত দিয়া অনাবশ্যকস্থলে টাকা চালান হইবার বিরুদ্ধে সরক্যুলর আজ্ঞায় যে নিষেধ আছে তাহাতে আবশ্যকতা কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিস্তৃত দ্বার মুক্ত আছে এই ওজরে বোর্ড কিছুমাত্র গুরুত্ব স্থাপন করিতে পারেন না। নাজীরের হাত দিয়া টাকা চালান হইতে দিবার বিপদ সম্বন্ধে জিলার কর্তৃপক্ষদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া এবং তাঁহাকে দিয়া যত দূর সম্ভব যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে এই রীতি সীমাবদ্ধ করাই বোর্ডের নিয়ম করিবার উদ্দেশ্য; এই নিয়ম অনুসারে যথার্থরূপে কার্য্য করা হইয়াছিল শ্রীযুত সাহেব যুক্তিবিন্যাসে সে কথা বলেন না। এই নিয়মের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারই কেবল প্রয়োজন ছিল; বোর্ডের নিয়মে "আবশ্যক" শব্দের ঠিক অর্থ বিষয়ে এক্ষণে প্রশ্ন উত্তোলন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

* ১-নিয়ম:—অনাবশ্যক স্থলে নাজীরের হাত দিয়া কোন টাকা যাইতে দিবে না, খাজানাখানায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে টাকা দেওয়া বিষয়ে জেদ করিতে হইবে; এবং যখনই সম্ভব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে টাকা দিতে হইবে।

৭। সরক্যুলর আজ্ঞানুসারে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সকলের প্রথম অভিষেক সম্বন্ধে কালেক্টরের উপর পতিত দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে নিষেধ সমূহ যে সকল রীতির বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত ভবিষ্যতে সেই রীতি পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলে কালেক্টরের দায়িত্ব কতদূর তাহা বিবেচনা করা বাকী আছে।

প্রতিষ্ঠিত কার্য্যালয়ের রীতির বল এবং সামর্থ্য বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কালেক্টরের পত্রের ৫ম পারাগ্রাফে যে দ্বিতীয় প্রকরণ লিখিত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই পড়িলে তাঁহার কথায় সায় না দিয়া থাকা যায় না, কিন্তু যখন মনে হয়, যে গবর্ণমেণ্ট এবং বোর্ড ক্রমাগত একই ভাবে রাজস্ব কার্য্যালয় সমূহের শীর্ষস্থানীয়দিগকে সমস্ত বিভাগের কার্য্য প্রণালীর নিয়মিততা সম্বন্ধে আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাদের কার্য্যালয় সমূহের সাময়িক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবধারণের আবশ্যকতা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, তখন তাঁহার যুক্তিবিন্যাস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। নাজীরের কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমান রীতির সহিত ১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাসের বোর্ডের সরক্যুলর আজ্ঞায় প্রস্তাবিত রীতির সহিত তুলনাই স্বভাবতঃই প্রথম কার্য্য হইবে; শ্রীযুত সাহেবের পত্রের ২য় প্রকরণে উল্লিখিত সাধারণ কষ্ট সমূহ উল্লঙ্ঘন বিষয়ে এই তত্ত্বাবধারণ সবল কৌশলময় সহকারী বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৯ ডিসেম্বর।]

৮। এই বিষয়ে বোর্ড কিছু গাঢ়তর মনোযোগ দিয়াছেন, কারণ জিলার কর্তৃপক্ষদিগের কার্য্যালয়ের রীতির এরূপ বিশৃঙ্খলার ধারাবাহিক সত্তার জন্য তাঁহাদের সম্পূর্ণ দায়িত্বের অবগত গ্রহণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, বিশেষ যে স্থলে যে কর্ম্মকারককে জবাবদিহি করিতে আহ্বান করা গেল যদি তাঁহার কার্য্য কালের মধ্যে ঐ বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন না হইয়া থাকে; প্রশস্তভাবে বলিতে গেলে, কোন কার্য্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যালয় যে রীতিমতরূপে কার্য্য করিতেছে তদ্বিষয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিয়মে তাঁহাকে যেরূপে সাবধানে সময়েং তত্ত্বাবধারণ করিতে বলে তাহা করিয়াছেন দেখাইতে না পারিলে এবং ঐ বিশৃঙ্খলা এরূপ যে এই তত্ত্বাবধারণের সময়ে তাহা ধরা না পড়িয়া চলিয়া গিয়াছে দেখাইতে না পারিলে, এরূপ যে কোন বিশৃঙ্খলার ধারাবাহিক সত্তার জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দায়ী।

* * * * * * * *

১৫। শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেব শ্রীযুত রেনলডস সাহেবের সহিত এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন যে, যে সকল ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নাজীরের হিসাব সম্বন্ধে কোন নূতন নিয়মাবলি বাহির করিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, কিন্তু উহাতে পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তমান নিয়মাবলীতে মনোযোগ আকর্ষণের আবশ্যকতা প্রকাশ করে এবং আমার ১৮৮১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের ৫০৫ A নংপত্রের ৫ প্যারাগ্রাফে আমি এই কথা বলিয়াছি। এই স্থলের বিশেষ উল্লেখ করিয়া যাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ও বোর্ড তাহাই করার প্রস্তাব করিয়াছেন।

---

২ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ম বালামের ২৪৩ পৃষ্ঠায় ১১ অধ্যায়ের ৩ পরিচ্ছেদের ৬ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নিয়ম বসাইতে হইবে :—

"৬। ইহা যেন অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যে যখন নথীতে গবর্ণমেণ্টের কোন প্রাপ্য এই সম্বন্ধে আদায়যোগ্য দেখায়, কালেক্টরের স্পষ্ট আজ্ঞা ব্যতীত মহাফেজ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে; কেবল ঐ প্রাপ্যের খাজানাখানার রসীদ ঐ সঙ্গে দিলে লইতে পারে।"

এই নিয়মের মর্ম্ম নাজীরের নিকট টাকা দেওয়াতেও বর্ত্তে এবং মহাফেজ, মোকদ্দমায় নাজীরের নিকট যত টাকা দেওয়া হইয়াছে, সমস্ত তিনি খাজানাখানায় জমা দিয়াছেন এই মর্ম্মে খাজানাখানার সংবলিতপত্র না পাইলে, কোন নথী গ্রহণ করিবেন না।

---

৩ নম্বর।

নিম্নলিখিত যে আজ্ঞা বোর্ডের বিধিপুস্তকের প্রথম বালামের ১১২ পৃষ্ঠায় ৯অধ্যায়ের ১২ পরিচ্ছেদে ২ A নিয়ম রূপে বসিবে, তদ্বিষয়ে সমস্ত রাজস্ব কর্ম্মকারক এবং কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের কার্য্যাধ্যক্ষদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

"২ A। যে সকল স্থলে গবর্ণমেণ্টের অথবা রাজস্বপালিতদিগের মহালের অধমর্ণগণ রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের অধীনে আদায়ের যোগ্য টাকার জন্য খত বা কিস্তিবন্দি লিখিয়া দিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয় সে স্থলে ঐ খত বা কিস্তিবন্দী ব্যতীত উহা ঐ আইনের ৭ ধারার ৮ প্রকরণের বিধান সমূহের নিয়মাধীনে স্পষ্টরূপে আনিবার জন্য, উহাদিগের নিকট একখানি লিখিত একরার চাহিতে হইবে এবং এরূপ স্থলে কালেক্টর দেখিবেন যে ঐ দলীল নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করা হয়।"

---

৪ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের দ্বিতীয় বালামের ২৮১ পৃষ্ঠায় ৯ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদে ১০ নিয়মের পর ১০A নিয়ম বলিয়া নিম্নলিখিত বিষয় বসিবে।

"১০ A। পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মের মন্তব্য সকল যে সকল মহাল বা মহালের অংশের প্রত্যেক রায়তের সমস্ত খাজানা রাজস্বপালিতকে দেয় সেই মহালের ইজারা পাট্টা দিবার সমস্ত প্রস্তাবে বর্ত্তিবে। কোন কমিশ্যনর সাহেব এরূপ পাট্টার প্রস্তাব করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মের প্রয়োজন সকল কিরূপে সম্পন্ন হইল বর্ণনা করিবেন।"

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৯ ডিসেম্বর।]

শ্রীযুত আ,র এল, মাঙ্গলস, সাহেব বি, সি,।

৫ নম্বর।

১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসের ২ নম্বর,
১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ নম্বর,
ঐ ঐ ৮ নম্বর,
ঐ ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ নম্বর,
ঐ ঐ ঐ ৫ নম্বর।

পার্শ্বলিখিত বোর্ডের সর্কুলর আজ্ঞার অন্তর্গত উপদেশের উপলক্ষে বোর্ডের বিধিপুস্তকের দ্বিতীয় বালামের ইষ্টাম্প অধ্যায়ে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী যোজিত হইবে—

২ পরিচ্ছেদের ৩ ভাগে ২ নিয়মের পর।—

২ (A)। সাধারণকে এক আনা রাজস্ব ইষ্টাম্প পাইবার অধিক সুবিধা করিয়া দিবার জন্য এবং ইহাদের ব্যবহারের আইনে অধিকতর দৃষ্টি রাখিতে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত জিলার কর্তৃপক্ষেরা প্রত্যেক ইষ্টাম্প বিক্রয়কারীকে বিক্রয়ার্থ এরূপ ইষ্টাম্প প্রচুর পরিমাণে মজুদ রাখিতে জেদ করিবেন। এরূপ ইষ্টাম্প মজুদ রাখা বিক্রয়কারীর লাইসেন্সের অন্যতম শর্ত্ত হইবে এবং প্রত্যেক জিলার ইষ্টাম্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টরের, সমস্ত বিক্রয়কারীরা এই শর্ত্ত রীতিমতরূপে রক্ষা করে ইহা দেখা একান্ত কর্তব্য।

২ (B)। সদর বা মহকুমার সদর মোকামে বা উহার নিকটে যে সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্প বিক্রয়কারী থাকিবে, তাঁহাদিগকে, ছাপা ইষ্টাম্প কাগজে ডিষ্ট্রিক্ট উণ্টের যে হার এক্ষণে অনুমতি করা যায় সেই হারে সাধারণ পূর্ত্ত কার্য্যবিভাগে ব্যবহৃত চুক্তি এবং চুক্তি প্রস্তাবের ইষ্টাম্প বিশিষ্ট পাঠ খাজাঞ্চীখানা হইতে কিনিয়া লইতে এবং সাধারণের নিকট খুচরা বিক্রয় জন্য মজুত রাখিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত; একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারদিগের কার্য্যালয়ের যে সকল খাজাঞ্চি বা অন্য যে কোন কর্মচারী লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রয়কারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম ও শর্ত্ত বর্ত্তে তদধীনে যে পাঠের কথা বলা যাইতেছে তাহা ক্রয় এবং বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে ও লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারিবে।

১২ পরিচ্ছেদের ৩ নিয়মের পর—

৩ (A)। যখনই কালেক্টর ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১ আইনের ৩৭ ধারার (খ) প্রকরণমতে কোন দণ্ড বিধান করেন তিনি অবহিত হইয়া যে ব্যক্তির নিকটে ইষ্টাম্প মাসুল অথবা জরিমানা প্রাপ্য যে সকল স্থলে ঐ আজ্ঞা এরূপ ব্যক্তির কিম্বা তাহার রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের সম্মুখে প্রদত্ত না হইয়া থাকে, সেই সকল স্থলে তাহাকে যে সময়ের মধ্যে উহা অবশ্য দিতে হইবে, যুক্তিসঙ্গত এরূপ সময় নির্দ্ধারণ করিয়া নোটিস দিবেন।

১৩ পরিচ্ছেদ ২২ নিয়মের পর।

২২ (A)। ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প আইনের ৬৯ ধারার অন্তর্গত বিধান সমূহের উপলক্ষে বোর্ড জিলার কর্তৃপক্ষ দিগকে ক্ষমতা দিতেছেন যে তাঁহারা ইষ্টাম্প আইনের অধীনে কোন অপরাধ সম্বন্ধে উত্থাপিত মোকদ্দমা, যদি এরূপ করিবার উপযুক্ত এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলিয়া তাঁহাদের বোধ হয়, উঠাইয়া লইতে অথবা আপোসে মিটাইয়া ফেলিতে পারেন।

৪ পরিচ্ছেদের ৩ নিয়মে যোজিত করিতে হইবে।

এবং জিলার কর্তৃপক্ষেরা ইষ্টাম্প সম্বন্ধে যেরূপ নিয়মন ও তত্ত্বাবধারণ আবশ্যক এই কাগজ সম্বন্ধেও তাহাই করিবেন এবং ইষ্টাম্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট যে মাসিক হিসাব দিতে হয় (D পাঠ) তাহাতেও আবশ্যক সকল কথা লিখিয়া রাখিবেন। জিলার কর্তৃপক্ষেরা ষ্টেসনরি ইণ্ডেণ্টের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া উক্ত কাগজের জন্য, ইষ্টাম্প সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট একখানি স্বতন্ত্র ইণ্ডেণ্ট পেস করিবেন।

সংযোজন।

মান্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব সি, আই, ই।

১৮৮২ সালের মার্চ্চমাসের ৭ নম্বরের সর্ক্যুলরের শেষ বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে "পরামর্শ লইতে পারেন" এই কয়টী কথার পর যে দাঁড়ি আছে তাহার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধ চ্ছেদ লিখিবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত বাক্য যোগ করিবে "এবং এই জন্য যে পত্রের সহিত কমিশ্যনর এবং কালেক্টর মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেবের নিকট ঐ কাগজ দাখিল করিয়াছেন, তাহার নম্বর ও তারিখ দিতে হইবে।"
সংযোজন ১৮৮২ আপ্রিল।

---

৬ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের প্রথম বালামের ২৭৬ পৃষ্ঠায় ১২ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদে "১৮২৯ সালের ১১ আইনের ১০, ১১, এবং ১৫ ধারামত দরখাস্ত সমূহের ১০ (৩৪) নম্বরের সাধারণ রেজিষ্টরে" নিম্নলিখিত সংযোজন করিতে হইবে।

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৯ ডিসেম্বর।]

রেজিষ্টরের নামের অব্যবহিত পূর্ব্বেই "এবং, ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০ ধারামত" এই কয়টী কথা যোগ করিতে হইবে।

চতুর্থ ঘরের শীর্ষদেশে "অথবা ১৫" সংখ্যার পর" এবং ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৫ অথবা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০" বসাও।

৭ ঘরের শীর্ষদেশে "১২" সংখ্যার পর "১২ A" বসাও।—

শ্রীযুত রেনল্ডস সাহেব।

---

৭ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের প্রথম বালামের ১০৬ পৃষ্ঠায় ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদে ৪০ A ধারার স্থানে বসাইবার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলি ভূমি গ্রহণ স্থলে আমানৎ করা ক্ষতি পূরণ জন্য টাকার কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে অনিয়মিততা পরিহারের জন্য গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুর লইয়া বোর্ড বাহির করিতেছেন।

৪০ A।—যে সকল স্থলে গবর্ণমেণ্টের জন্য ভূমি গৃহীত হইতেছে এবং ক্ষতিপূরণ রীতিমতরূপে দিবার প্রস্তাব হইয়াছে কিন্তু কেহ দাবী করে নাই সেস্থলে ঐ টাকা কালেক্টর, ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৫৯ ধারার অধীনে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত নিয়মাবলির ১১ ধারামতে আমানত রাখিবেন।

অন্য কোন অবস্থার অধীনে, যখন গবর্ণমেণ্টের জন্য জমী গ্রহণ করা হয়, ক্ষতি পূরণের টাকা আমানৎ রাখা হইবে না।

৪০ B।—কিন্তু যখন ভূমি গবর্ণমেণ্টের জন্য গ্রহীত না হইয়া গবর্ণমেণ্ট ফণ্ড ভিন্ন অন্য ফণ্ড হইতে জমীর মূল্য দেওয়া হয় তখনকার অবস্থা স্বতন্ত্র। এরূপ স্থলে কার্য্যপ্রণালীর মর্ম্ম এই যে, যে বিভাগ বা সাধারণ সভার জন্য জমী লওয়া যায় সেই বিভাগ বা সভা উহার অগ্রিমপ্রাপ্য টাকা সরবরাহ করিবার জন্য দায়ী কিন্তু নিযুক্ত কালেক্টর বা ডেপুটী কালেক্টর ক্ষতি পূরণ পাইতে স্বত্ববান লোকজনকে টাকা দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি গ্রহণ কার্য্য প্রণালীর জন্য দায়ী। যদি কোন কমিটী, মিউনীসিপালিটী বা কোম্পানীর জন্য ভূমি গৃহীত হয়, তাহা হইলে ঐ টাকা কালেক্টর গ্রহণ করিবেন এবং সকলস্থলেই কোন ক্ষতি পূরণ দিবার পূর্ব্বে রাজস্বে আমানত করিবেন। ঐ টাকা কিস্তিতে দেওয়া যাইতে পারে (যদি এরূপ করা অনুমোদনীয় হয়) কিন্তু প্রাপ্তি মাত্র উহা সকল সময়ে রাজস্বে আমানত করিতে হইবে, আমানতের মোট টাকার সম্পূর্ণরূপে আহৃত না হইলে, ক্ষতি পূরণেরস্বরূপ কোন টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে না। প্রথম কিস্তি সম্পূর্ণরূপে শেষ না হইলে, দ্বিতীয় কিস্তি আমানত করা হইবে না। এরূপ সকল স্থলে আমানৎ কালেক্টরের সাপক্ষে হইবে ব্যক্তিবিশেষের সাপক্ষে হইবে না। যদি এমন ঘটনা হয় যে টাকা দিতে চাহা গেল অথচ কেহ দাবী করিল না তাহা হইলে উহা গ্রহণ করিতে স্বত্ববান ব্যক্তির সাপক্ষে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলির ১১ ধারামতে পুনঃ আমানৎ করা আবশ্যক।

যে স্থলে কালেক্টর, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পথকর সমিতির জন্য, ভূমি গ্রহণ করেন, সমিতির সভাপতি মঞ্জুর করিবামাত্র ক্রয় করিবার মূল্যের অনুমানপত্র পাঠাইয়া দিবেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ঐ টাকার অথবা তৎসময়ে যত টাকা আবশ্যক তাহার এক চেক লইবেন এবং ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা করিয়া দিবেন এবং রাজস্বে আমানত রাখিবেন।

৪০ C। রাজস্ব আমানতের সকল স্থলেই ঐ টাকা খাজানাখানায় রক্ষিত বাঙ্গালার আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের যে ২১ নম্বর পাঠে প্রত্যেক আমানতের স্বভাব এবং মোট এবং পুনর্দানের সূক্ষ্ম ব্যাপার দেখায়, তাহাতে লিখিত হইবে। আমানতী ক্ষতিপূরণ টাকার সম্বন্ধে পুনর্দান অথবা আমানতের প্রত্যর্পণ স্থলে রাজস্ব আমানতের অন্যান্য স্থলে যে কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিতে হয় তাহাই করিতে হইবে।

৪০ D। বোর্ডের ২৫ (৪৯) রেজিষ্টর, আমানতী টাকার দাবীর রেজিষ্টর। যে সকল স্থলে গবর্ণমেণ্টের জন্যে জমী গৃহীত হইতেছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে চাহিলেও কেহ দাবী না করায় নিয়মাবলির ১১ ধারার অধীনে আমানতে স্থাপিত হইতেছে সেই সকল স্থলে ব্যবহৃত হইবে। যে সকল স্থলে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন সাধারণ সভার জন্য জমী ক্রীত হইতেছে এবং প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের জন্য কোন হুকুমের পূর্ব্বে অগ্রিম টাকা দেওয়া আবশ্যক সে স্থলেও উহা ব্যবহৃত হইবে। কোন দাবী উপস্থিত করিবামাত্র এই রেজিষ্টরে আবশ্যক লেখা লিখিয়া রাখিতে হইবে। এরূপ হইতে পারে যে ভূমি গ্রহণবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত যে ডেপুটী কালেক্টর কালেক্টরের হুকুমমত ক্ষতিপূরণে স্বত্ববান ব্যক্তিগণকে টাকা বাঁটিয়া দিবার জন্য তত্তৎ স্থলে যাইতেছেন তিনি দাবীকারক হইতে পারেন অথবা এরূপ লোক সকল কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কালেক্টরের নিকট টাকা পাওয়ার জন্য দরখাস্ত হইতে পারে। সকল স্থলেই প্রত্যেক স্বতন্ত্র দাবীদারের দরখাস্তের সময়ে এই রেজিষ্টরে অবশ্যই স্বতন্ত্র কথা লিখিয়া রাখিতে হইবে; এবং আমানৎ হইতে পুনর্দানের উপদেশ দিয়া কালেক্টর যে আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই জন্যে স্বতন্ত্র রক্ষিত রেজিষ্টরের ঘরে এবং ঐ দরখাস্তে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ১৯ ডিসেম্বর।

৪০ E।—১৮৭০ সালের ১০ আইনের অধীনে আমানতের পুনর্দানের (Q) চিহ্নিত যে রেজিষ্টর আছে তাহা ২৫ (৪৯) নম্বরের কালেক্টরী রেজিষ্টর হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং অতিরিক্ত ভাবে রক্ষিত হইবে; ইহা ভূমি গ্রহণের আমানৎস্থলে প্রবঞ্চনা নিবারণার্থ অভিপ্রেত এবং সেই জন্য আমানতী টাকার দাবীর রেজিষ্টরে যে সকল সূক্ষ্ম বিষয় লেখায় না তাহা উহাতে রাখিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের জন্যই হউক অথবা সাধারণ সভার জন্যই হউক ভূমি গ্রহণের সকলস্থলেই,

১। টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কালেক্টরের নিষ্পত্তি ও বণ্টন স্বীকৃত হইবামাত্রেই।

২। টাকা দেওয়া সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি ও বণ্টন জজ কর্ত্তৃক কালেক্টরের নিকট লিখিত হইবামাত্রেই,

এই রেজিষ্টরের প্রথম দুই ঘর পূরণ করিতে হইবে। এই ঘরদ্বয়ের দ্বিতীয় ঘরে প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি নিষ্পত্তিমত প্রাপ্য আমানতের সূক্ষ্ম হিসাব দেখাইবে।

৪০ F। যখন টাকা দেওয়া হয়, তখন টাকা পাওয়ার দরখাস্ত রেজিষ্টরের লেখার সহিত এবং সেই সঙ্গে মূল ভূমি গ্রহণ কাগজপত্রের নিষ্পত্তিমত টাকার সহিত তুলনা করিতে হইবে এবং রাজস্ব আমানতের পুনর্দান সম্বন্ধে যে রূপ হইয়া থাকে ঠিক সেই রূপে রেজিষ্টরে এবং নথির সামিলবাহা হইবে সেই দরখাস্তের উপরে টাকা দিবার আজ্ঞা কথায় এবং সংখ্যায় লিখিত হইবে।" এই উপায় দ্বারা রাজস্ব আমানতের পুনর্দানবিষয়ে তহবীল তছরূপাতের বিরুদ্ধে এক্ষণে যে সকল নিয়ম আছে এস্থলেও তাহাই রহিল।

ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে যে (Q) রেজিষ্টর ভূমি গ্রহণের আমানৎ সম্বন্ধে ২৫, (৪৯) রেজিষ্টরকে অতিক্রম করে না বরং উহার অনুপূরক হয়। ২৫ (৪৯) রেজিষ্টর যাহা থোকা থুকী দেখায় (Q) রেজিষ্টর তাহার সূক্ষ্ম হিসাব প্রদান করে। যদি কোন ডেপুটী কালেক্টর ক্ষতিপূরণে স্বত্ববান ব্যক্তি সমূহের মধ্যে স্থানীয়রূপে বাঁটিয়া দিবার জন্য ৫০০০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ২৫ (৪৯) রেজিষ্টরে তিনিই দাবী কারক বলিয়া বোধ হইবে এবং সেই রেজিষ্টরে এক জায়গায় লিখিয়া সমস্ত টাকা ও প্রদত্ত হইবে। কিন্তু (Q) রেজিষ্টরে বাঁটিয়া দিবার সূক্ষ্ম হিসাব দেখা যাইবে। উহা পর পর লেখায় প্রত্যেক স্থলের সূক্ষ্ম টাকা দেওয়া দেখাইবে। যদি ক্ষতিপূরণে স্বত্ববান ব্যক্তি টাকা পাইবার জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করে, তাহা হইলে সেই টাকা দেওয়া সম্বন্ধে আবশ্যক লেখা সকল (Q) রেজিষ্টর এবং ২৫ (৪৯) রেজিষ্টর উভয়েই এবং সেই সঙ্গেসঙ্গে দরখাস্তেও লিখিত হইবে।

---

৮ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের প্রথম বালামের ৩৪০ পৃষ্ঠায় ১৫ অধ্যায়ের ১১ পরিচ্ছেদের ২৫ নিয়ম ইহা দ্বারা কর্ত্তিত হইল।

---

৯ নম্বর।

১৮৮২ সালের ১৪ আপ্রিল তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ফিনান্শ্যাল বিভাগ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত এবং ঐ মাসের ১৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ম খণ্ডের ৩৬২ পৃষ্ঠায় প্রচারিত বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বোর্ডের বিধিপুস্তকের দ্বিতীয় বালামের ৭ অধ্যায়ের ২ পরিচ্ছেদের ২য় ভাগের অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলির ১ম নিয়মে "এবং ১৮৮১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের ৬৫ হইতে ৬৮ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত" এই কথা লোপ করিতে হইবে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L. *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮২ সাল, ২৬ ডিসেম্বর।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলর।

১৮৮২ সাল মে মাস।

মান্যবর এচ, এল, ডাম্পিয়র সি, আই, ই, সাহেব।

---

১ নম্বর।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিদেশানুসারে বোর্ড, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ সংবাদ ও পথ প্রদর্শনের জন্য সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া উপদেশ দিতেছেন যে ভবিষ্যতে বিচার এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় আদালত হইতে বহির্গত যে সকল সমন, নোটিস এবং এই প্রকারের অন্যান্য দলীল ডাকে পাঠাইতে হয়, তাহার ডাক খরচা সর্ব্বিস ডাকটিকিট দ্বারা যে পক্ষের নিদেশমত সমন বহির্গত হয় তাহার নিকট অতি-রিক্ত খরচা গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রদত্ত হয়।

২২৫ নম্বর। সিমলা, ১৮৮২ সাল ১২ই আপ্রিল।

রাজস্ব এবং বাণিজ্য বিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ।

নির্দ্ধারণ—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ৯৫ ধারার বিধান আছে যে "কোন নোটিস কি সমন কি পত্র এই আইনমতে বাহির হইয়া ডাকযোগে পাঠাইতে হইলে ঐ পত্রাদি পাঠাইবার পূর্ব্বে আদালত যে সময় ধার্য্য করেন সেই সময়ের মধ্যে তাহার ডাক মাসুল ও তাহা রেজিষ্টরী করিবার ফী দিতে হইবে।" আইনের এই বিধানের অধীনে দেওয়ানী আদালতের পক্ষগণকে যে সকল নানা প্রকার, কোর্টের ফী কোর্টফী ইষ্টাম্প দ্বারা গৃহীত হয়, তদতিরিক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্রিম টাকা ডাক যোগে প্রেরিত হইবার উপযুক্ত নোটিস, সমন ও চিঠীর উপর ডাক খরচা করার জন্য দিতে বাধ্য করা হয়। এই প্রণালীতে আদালতের কার্য্যালয় সমূহে যে পরিমাণ হিসাব রাখিতে ও পত্রাদি লিখিতে হয় তাহা ইহার গুরুত্বের সহিত কোন মতেই সমানুপাতে আইসে না এবং বিচারের কার্য্যেই জজদের সমস্ত সময় সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাদের আফিসে রক্ষিত এইসকল নানা প্রকার ক্ষুদ্র হিসাবের উপর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধারণ থাকা কোনমতেই হইতে পারে না।

২। ইহার প্রতিবিধানার্থ প্রস্তাব হইয়াছে যে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৯৫ ধারা এরূপে সংশোধন করিতে হইবে যে, যে নোটিস, সমন বা পত্র ডাকে পাঠাইতে হইবে তাহার প্রত্যেকের উপর লাগাইবার মত ক্ষুদ্র অতিরিক্ত কোর্টফী টিকিট আদায় করা সম্ভব হইতে পারে; সাধারণ নোটিস বা সমন পাঠান ও রেজেষ্টরী করার খরচা উঠিতে পারে এরূপে হিসাব করিয়া ঐ কোর্টফীর গড়হার ধরিতে হইবে।

৩। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব দেখিতেছেন যে দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৯৫ ধারা ডাকখরচা যে স্বতন্ত্র দিতে হইবে এরূপ বলে না, কেবল বলে যে উহা অগ্রিম দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মতে উল্লিখিত ধারা সংশোধন আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না।

৪। বর্ত্তমান প্রণালী যে আদালত এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার যে পক্ষগণকে ডাকখরচার ব্যয় বহন করিতে হয় উভয়ের পক্ষেই কষ্টকর তাহার আর সন্দেহ হইতে পারে না। নোটিস সমন প্রভৃতি ধরাইবার জন্য সমস্ত নৈমিত্তিক ব্যয় সংকুলান হইতে পারে এরূপ উচ্চ হারে সমন খরচা গ্রহণ করিয়া আবার তাহার উপর স্বতন্ত্র করিয়া ডাক খরচার দাবী করাও অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়।

৫। এই অবস্থার অধীনে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল সাহেব আদেশ দিতেছেন যে, ভবিষ্যতে কোন বিচার বা রাজস্ব আদালত হইতে বহির্গত এবং ডাক যোগে পাঠাইবার উপযুক্ত নোটিস সমন এবং এইরূপ অন্য দলীলের উপর ডাকের খরচা, যাহার নির্দেশমত সমন বাহির করা হইল সে পক্ষের নিকট হইতে অতিরিক্ত খরচা আদায় না করিয়া, সর্ব্বিস টিকিটের দ্বারা দেওয়া হইবে। এই রূপে ব্যবহৃত সর্ব্বিস টিকিট সকলের মূল্য সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় রাজস্বেরসহিত সাময়িক বন্দোবস্ত দ্বারা পরওয়ানা জারীর ফণ্ড হইতে দেওয়া হইবে। এই বন্দোবস্তে সাধারণ এবং সর্ব্বিস ডাকের এই উভয়ের যে টুকু অন্তর সেই পরিমাণে সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় ডাক রাজস্বের ক্ষতি হইবে, কিন্তু যে হেতু এরূপ করিলে মোকদ্দমা-কারীদের কতকগুলি সামান্য এবং বিরক্তি কর খরচার দায় হইতে অব্যাহতি হইবে এই জন্য মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজস্ব পরিত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

৬। ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যে পরওয়ানা জারীর ফণ্ড প্রত্যেক স্থলে ই এই অধিক খরচা বহন করিতে পারে। কিন্তু যদি কোন স্থানে অন্য রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কোর্ট ফী আইনের অধীনে পরওয়ানার ফী এরূপে একটু বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে, যাহাতে ডাকখরচা পোষাইয়া যায়।

---

২ নম্বর।

৭। বোর্ডের বিধিপুস্তকের দ্বিতীয় বালামের ৩২৬ পৃষ্ঠার ১০ অধ্যায়ের ৩য় ভাগের ৩ পরিচ্ছেদে অষ্টম ধারাস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয় যোজিত হইবে।

৮। দারজিলিং জিলার পর্ব্বত সমূহে চা পাট্টা স্থলে প্রথমস্থলীয় পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পর নূতন পাট্টা গ্রহণ সময়ে একর প্রতি ১ টাকা হার সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ নূতন পাট্টার মিয়াদ ২০ বৎসর হইবে।

---

৩ নম্বর।

যেহেতু তাঁবু ফেলার জমীর খাজনার হিসাব দেখান সম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকার রীতি বর্ত্তমান আছে অতএব জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করা যায় যে তাঁহারা জিলার রাজস্বের তৌজীতে এই, জমী সমূহ ক্ষুদ্র গবর্ণমেণ্ট মহাল বলিয়া লিখিয়া রাখিবেন এবং "জমীর রাজস্ব" এই শীর্ষের অধীনে তাহাদের খাজানা দেখাইবেন।

---

৪ নম্বর।

রাজস্ব কর্ম্মকারকদিগের অবগতি এবং পথ প্রদর্শনের জন্য ১৮৮১ সালের ২ রা নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ৯৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন নিম্নে পুনঃ প্রচারিত হইল।—

১৮৮১ সালের ২৯ অক্টোবর।—১৮৭৯ সালের কাগজপত্র নষ্ট করণ বিষয়ক ৩ আইনের ৪ ধারার বিধানমতে রেবিনিউ বোর্ড নিম্নলিখিত নিয়ম করিয়াছেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃক দৃষ্টী কৃত এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়া ইহা ঐ আইনের পঞ্চম ধারার বিধান সমূহের অধীনে এক্ষণে প্রচারিত হইল।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত কালেক্টরের কাছারীতে প্রকাশ্য ভাবে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া না হয় যে আপত্তি না হইলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার দিন হইতে একমাস অতীত হওয়ার পর উহা নষ্ট করা হইবে ততদিন কোন ফিরাইয়া না দেওয়া কাগজপত্র অথবা ব্যক্তি বিশেষের দলীল নষ্ট করা হইবে না। তখন সমস্ত স্বার্থবান পক্ষদিগকে সেই মর্ম্মে এক নোটিস দিতে হইবে।

২। এই নিয়ম আইনের বল ধারণ করে এবং বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ ম বালামের ১১ অধ্যায়ের ৪ A পরিচ্ছেদের অধীনে ৮ A ধারারূপে বসাইতে হইবে।

---

৫ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ ম বালামের ২৪৩ পৃষ্ঠায় ১১ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের অধীনে ১ A ধারা-স্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয় যোজিত হইবে।

১ A। ষষ্ঠ পরিশিষ্টে শ্রেণী বিভাগ সত্ত্বেও কালেক্টর বিশেষ বিশেষ স্থলে B অথবা C শ্রেণীর মধ্যে পড়ে এমন কাগজ পত্র ১২ অথবা ২ বৎসরের অধিক, যে স্থলে যেমন, দিনের জন্য রক্ষিত হইতে পারিবে এরূপ উপদেশ দিতে সক্ষম হইবেন। যে স্থলে কালেক্টর এরূপ আজ্ঞা বাহির করা আবশ্যক

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৬ ডিসেম্বর।]

বিবেচনা করেন, তিনি যে সংখ্যক বৎসরের জন্য কাগজপত্র রক্ষা করা উপযুক্ত মনে করেন, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিবেন এবং এই সময়ের শেষ হইলে ইহার অধিক দিন রক্ষার বিষয়ে আবার বিবেচনা করিতে হইবে।

২। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ ম ভাগের ২৬০ পৃষ্ঠায় ৬ পরিশিষ্টে A শ্রেণীর ২য় অবান্তর শীর্ষে "১৭ এবং ১৮ (৪১ এবং ৪২) পতিত জমী, খোয়াই ও খতিয়ান রক্ষিত" এই শীর্ষকের নিম্নে আমানতি টাকার দাবীর ২৫ (৪৯) রেজিষ্টর যোগ কর।

৩। সেই পরিশিষ্টে ২৭১ পৃষ্ঠায় B শ্রেণীর ৩ অবান্তর শীর্ষের অধীনে "যে কমল নষ্ট শব্দের পূর্ব্বে" A শ্রেণীতে লিখিত রাজস্ব এবং অন্য আদালতের রেজিষ্টার ভিন্ন" যোগ কর।

শ্রীযুত রেনলড্‌স সাহেব।

৬ নম্বর।

সংশোধিত লবণ পুস্তকের ৩৪ পৃষ্ঠার ৭ পরিচ্ছেদের ২ ধারার উল্লিখিত এবং ৭৪ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণরূপে বিবৃত পাঠের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত পাঠ স্থাপিত হইবে।

১৮৮   সালের   মাসেরজন্য   জিলার প্রস্তুত, গুদামজাত এবং বিক্রীত মাশুলযোগ্য লবণের বর্ণনাপত্র।

তৈয়ারির সময়ে নির্ণীত।				পাঠাইবার সময়ে নির্ণীত।			গোলায় উপস্থিতির সময়ে নির্ণীত।			বিক্রয়ের সময়ে নির্ণীত।					
আড়ঙ্গের নাম যথায় তৈয়ারি।	গত রিটর্ণের দিন পর্য্যন্ত তৈয়ারির পরিমাণ।	তৎপরে তৈয়ারির পরিমাণ।	২ ও ৩ ঘরের একুন।	গত রিটর্ণের তারিখ পর্য্যন্ত আড়ঙ্গহইতে গোলায় প্রেরিতের পরিমাণ।	তৎপরে প্রেরিতের পরিমাণ।	৫ ও ৬ ঘরের একুন।	গত রিটর্ণের তারিখ পর্য্যন্ত গুদামজাতের পরিমাণ।	তৎপরে গুদামজাতের পরিমাণ।	৮ ও ৯ ঘরের একুন।	গত রিটর্ণের তারিখ পর্য্যন্ত বিক্রীতের পরিমাণ।	তৎপরে বিক্রীতের পরিমাণ।	১১ ও ১২ ঘরের একুন।	গুদামে অনুমান যত মৌজুদ আছে ১০ ও ১৩ ঘরের অন্তর।	ঘরের শেষে অনুমান যে পরিমাণ আড়ঙ্গে আছে অথবা আড়ঙ্গ হইতে গোলায় আসিবার পথে আছে।	অনুমান মোট মৌজুদ অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ ঘরের সমষ্টি।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

৭ নম্বর।

লবণ পুস্তকের ১ম পরিচ্ছেদের ক্রমান্বয়ে ৫। ৬ পারাগ্রাফের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ২ পারাগ্রাফ লিখিতে হইবে।

খুলনা এবং বাগেরহাট মহকুমা এবং খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমার কালীগঞ্জ এবং আশাশুনি থানা।

[illegible] এবং বারাকপুর মহকুমা এবং বাদুড়িয়া থানা ভিন্ন ২৪ পরগণা জিলা।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L. *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮২ । ২৭ ডিসেম্বর ।]

বণিক কোম্পানির ও অন্যান্য সমাজের সমবেত করণের ও কার্য্যের বিধান ও কর্ম্ম বন্ধ করণের আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বণিক কোম্পানির ও অন্যান্য সমাজের সমবেত করণের ও কার্য্যের বিধান ও কর্ম্ম বন্ধ করণের আইন সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারিবে। এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে; এবং ইহা ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে ও যে সময়ে তদ্রূপে প্রবল হয় সেই সময় এই আইনের প্রারম্ভের সময় বলিয়া অতঃপর উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৬৬ সালের ১০ আইন রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। এই আইনের প্রারম্ভের সময়াবধি ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন রহিত হইবে। কিন্তু ঐরূপে রহিত হওয়াতে নিম্নলিখিত বিষয়ের কোন বিঘ্ন হইবে না, অর্থাৎ,

(ক) উক্ত আইনমতে কিম্বা তদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির সমবেত করণের;

(খ) উক্ত আইনক্রমে বা তদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইন ক্রমে যে কোন স্বত্ব বা অধিকার লব্ধ হইয়াছে বা দায় বর্ত্তিয়াছে তাহার;

(গ) ১৮৫৭ সালের ১৯ আইন সংযুক্ত তফসীলের B চিহ্নিত পাঠ কিম্বা তাহার যে কোন অংশ এই আইনের প্রারম্ভসময়ে বর্ত্তমান কোন কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে সেই পর্য্যন্ত ঐ পাঠের।

আর উক্ত ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইনের উল্লেখ সকল এই আইনের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে, এবং ঐ আইন ক্রমে যে সকল বিধি প্রণীত বা নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ ও অন্যান্য যাহা কিছু নিয়মিতরূপে কৃত হয়, তৎসমুদয় যথাক্রমে এই আইনমতে প্রণীত, নির্দ্দিষ্ট, বিধিবদ্ধ ও কৃত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে; আর উক্ত আইনমত সমুদয় কোম্পানি এই আইনমত কোম্পানি বলিয়া গণ্য হইবে।

অর্থকরণের ধারা।

৩ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর দৃষ্ট না হইলে, এই আইনে

"ইন্সুরান্স কোম্পানি।"

যে কোম্পানি কেবল বিমাদান কার্য্য কিম্বা অন্য এক বা অধিক ব্যবসায়ের সহিত ঐ কার্য্য করেন, "ইন্সুরান্স কোম্পানি" শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

"আদালত।"

কোন জিলার মধ্যে মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন যে প্রধান দেওয়ানী আদালত আছে 'আদালত' শব্দে তাহাকে বুঝায়, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার সাধারণ কর্ত্তাধিকারিত্ব কার্য্যপক্ষে হাই কোর্ট ও ঐ শব্দে গণ্য।

"জিলার আদালত।"

কোন জিলার মধ্যে মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে প্রধান দেওয়ানী আদালত থাকে, "জিলার আদালত" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে, কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ বিচারাধিপত্য সম্পর্কে হাই কোর্টকে বুঝাইবে না।

"নির্দ্দিষ্ট কএক জনের অধিক লইয়া সম্ভূয় সমুত্থানের নিষেধ।

৪ ধারা। দশজনের অধিক কোন কোম্পানি বা সমাজ বা সম্ভূয় সমুত্থানে বদ্ধ ব্যক্তিগণ এই আইনমতে কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী না হইলে কিম্বা পার্লিয়ামেন্টের আইন বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অন্য কোন আইন অনুসারে কিম্বা রাজকীয় চার্টর বা পেটেন্ট পত্রানুসারে স্থাপিত না হইলে, ব্যাঙ্কের কার্য্য করিবার জন্য সমবেত হইতে পারিবে না; এবং বিশজনের অধিক কোন কোম্পানি বা সমাজ বা সম্ভূয় সমুত্থানে বদ্ধ ব্যক্তিগণ এই আইনমতে রেজিষ্টরী না হইলে কিম্বা অন্য কোন আইন ব পেটেন্টপত্রানুসারে স্থাপিত না হইলে, সেই কোম্পানি বা সমাজ বা সম্ভূয় সমুত্থানে বদ্ধ ব্যক্তিগণ কিম্বা তদন্তর্গত কোন লোক লভ্য প্রাপণার্থ অন্য কোন কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্ত সমবেত হইবেন না।

এই আইনের নানা খণ্ডের কথা।

৫ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিষয়োপলক্ষে এই আইনের নয় খণ্ড করা গেল।—

প্রথমখণ্ড।—এই আইনমত কোম্পানির ও সমাজের স্থিতি ও সমবায়ের বিধি।

দ্বিতীয় খণ্ড।—মূলধন বন্টন করণের বিধি এবং এই আইন অনুযায়ি কোম্পানির ও সমাজের ব্যক্তিদের দায়ের বিধি।

তৃতীয় খণ্ড।—এই আইন অনুযায়ি কোম্পানি ও সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ও সম্পাদনের বিধি।

চতুর্থ খণ্ড।—এই আইন অনুযায়ি কোম্পানির ও সমাজের কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

পঞ্চম খণ্ড।—রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বিধি।

ষষ্ঠ খণ্ড।—১৮৫৭ সালের ১৯ আইন (অর্থাৎ জাইন্ট-ষ্টাক কোম্পানির ও অন্যান্য সমাজের অন্তঃপাতি লোকদের দায় সীমাযুক্ত করিয়া কি না করিয়া ঐ২ কোম্পানিকে ও সমাজকে চার্টর দিবার ও তাঁহাদের বিধান করিবার আইন) এবং ১৮৬০ সালের ৭ আইন (অর্থাৎ জাইন্ট ষ্টাক ব্যাঙ্কের কোম্পানিকে সীমাযুক্ত দায়ের নিয়মে বদ্ধ হইবার বিধান করিবার আইন) মতে কিম্বা ইহার মধ্যে কোন আইনমতে, যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হয় তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তাইবার বিধি।

সপ্তম খণ্ড।—এই আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোম্পানি বিষয়ক বিধি।

অষ্টম খণ্ড।—যেং কোম্পানি রেজিষ্টরী হয় নাই, তৎপ্রতি এই আইন বর্ত্তাইবার বিধি।

নবম খণ্ড।—বিবিধ বিধান সংক্রান্ত বিধি।

প্রথম খণ্ড।

এই আইনমত কোম্পানির ও সমাজের স্থিতি ও সমন্বয়ের বিধি।

সংস্থিতিপত্রের কথা।

কোম্পানি স্থাপনের নিয়ম।

৬ ধারা। সপ্ত বা তদধিক জন লোক ব্যবস্থাসিদ্ধ কোন কার্য্য সম্পাদনার্থে সংসৃষ্ট হইয়া সংস্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করণ দ্বারা, এবং রেজিষ্টরী করণবিষয়ে এই আইনের বিধি অনুসারে প্রকারান্তরের কর্ম্ম করণ দ্বারা, সীমাযুক্ত দায় সহিত বা তদ্ভিন্ন সমবেত কোম্পানি হইতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—যদিও প্রস্তাবিত কোম্পানির সমুদয় কার্য্য বা তাহার কোন অংশ ভিন্নদেশে করিবার কল্পনা থাকে, ভিন্নদেশবাসিরা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী লোক বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্ভূয়কারিদের দায় সীমাবদ্ধ করিবার নিয়মের কথা।

৭ ধারা। এই আইনমতে যে কোম্পানি স্থাপিত হয় তদন্তর্গত সম্ভূয়কারিগণ যেং অংশ প্রাপ্ত হয় তদুপলক্ষে যত টাকাদত্ত না হয় তত টাকা পর্য্যন্ত অথবা ঐ কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিতে হইলে সম্ভূয়কারিগণ সংস্থিতিপত্রানুসারে স্থিত বর্দ্ধনার্থে যত টাকা দিতে স্বীকার করেন তত টাকা পর্য্যন্ত সংস্থিতি পত্রানুসারে সম্ভূয়কারিদের দায়ের সীমা বদ্ধ হইতে পারিবে।

অসীমাবদ্ধ দায় যুক্ত ডাইরেক্টরদের কথা।

কোন কোম্পানি সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ স্থাপন করা গেলে ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টরদের বা কার্য্যাধ্যক্ষদের অথবা কার্য্যকারি ডাইরেক্টরের দায় সংসৃষ্টিপত্রে বিধান থাকিলে অসীমাবদ্ধ হইতে পারিবে।

অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্থিতিপত্রের কথা।

৮ ধারা। সম্ভূয়কারিরা কোন কোম্পানির মূলধনের যে অংশ দেন নাই, সেই অংশের অদত্ত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহারা দায়ী, এই নিয়মমতে যে কোম্পানি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে অতঃপর এই আইনে অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি বলা যাইবে। তদ্রূপ কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রে এইং কথা লিখিতে হইবে, যথা,—

(ক) প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম ও সেই নামের শেষ ভাগে শেষ শব্দ স্বরূপ "লিমিটেড" (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ) শব্দ থাকিবে।

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয় তাহা।

(গ) প্রস্তাবিত কোম্পানি যেং অভিপ্রায়ে স্থাপিত হইবে তাহা।

(ঘ) সম্ভূয়কারিদের দায় সীমাবদ্ধ এই প্রতিজ্ঞা।

(ঙ) যত টাকা মূলধন ব্যক্ত করিয়া কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার প্রস্তাব হয়, পশ্চাল্লিখিত নিয়মানুসারে অবধারিত কতক টাকার অংশাংশে বিভক্ত সেই মূলধন। নিয়ম এই যে,

(চ) স্বাক্ষরকারি কোন ব্যক্তি এক অংশের ন্যূন লইবেন না।

(ছ) সংস্থিতিপত্রে স্বাক্ষরকারি প্রত্যেক ব্যক্তি যত অংশ লন, তাহা আপনার নামের পার্শ্বে লিখিবেন।

প্রতিজ্ঞাক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্থিতিপত্রের কথা।

৯ ধারা। কোন কোম্পানির কার্য্যবন্ধ করিতে হইলে সম্ভূয়কারিগণ সেই কোম্পানির স্থিত বৃদ্ধি করণার্থে যত টাকা দান করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, তত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহারা দায়ী, এই নিয়মে যে কোম্পানি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে অতঃপর এই আইনে প্রতিজ্ঞাক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি বলা যাইবে। সেই কোম্পানির সংস্থিতিপত্রে এই ২ কথা লিখিতে হইবে, যথা,

(ক) প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম ও শেষ ভাগে সেই নামের শেষ শব্দ স্বরূপ "লিমিটেড" শব্দ থাকিবে।

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয় তাহা।

(গ) প্রস্তাবিত কোম্পানি যেং অভিপ্রায়ে স্থাপিত হইবে তাহা।

(ঘ) কোম্পানির কোন সম্ভূয়কারী যত কাল সেই পদে থাকেন সেই কালের কিম্বা তাহার পর এক বৎসরের মধ্যে যদি কোম্পানির কার্য্য নিষ্পত্তি করিয়া বন্ধ করিতে হয়, তবে আপনার সেই সম্ভূয়কারিত্ব পদ ত্যাগ করণের পূর্ব্বে, ঐ কোম্পানির যে ঋণ ও দায় হইয়াছে তাহা শোধ করণার্থে ও কোম্পানির কার্য্য নিষ্পত্তি করিয়া বন্ধ করিবার খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় শোধ করণার্থে এবং ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্ব সবিধানার্থে প্রত্যেক জন, কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থে নির্দ্দিষ্ট কতক টাকার অনধিক অবধারিত টাকা দান করিবেন, এই প্রতিজ্ঞাসূচক আবেদনপত্র।

অসীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্থিতিপত্রের কথা।

১০ ধারা। সম্ভূয়কারিদের দায়ের সীমা নাই এই নিয়মে যে কোম্পানি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে অতঃপর এই আইনে অসীমাবদ্ধ কোম্পানি বলা যাইবে। সেই কোম্পানির সংস্থিতিপত্রে এইং কথা থাকিবে, যথা,

(ক) প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম।

(খ) কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়।

(গ) প্রস্তাবিত কোম্পানি যেং অভিপ্রায়ে সংস্থাপিত হইবে।

সংস্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করণের ও তাহার ফলের কথা।

১১ ধারা। সংস্থিতিপত্রে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী ন্যূনকল্পে একজন সাক্ষির সাক্ষাতে স্বাক্ষর করিবেন, সেই সাক্ষী ও সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন। ফলতঃ প্রত্যেক জন তাহাতে স্বনাম লিখিলে, এবং সংস্থিতিপত্রে আপনার ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ও অছি ও ধনাধ্যক্ষদের পক্ষে এই আইনের বিধানের অধীনে ঐ সংস্থিতিপত্রের সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনের প্রতিজ্ঞা লিখিলে, ঐ পত্রের যেরূপ ফল হইত, রেজিষ্টরী হইলে পর উক্ত পত্রক্রমে ঐ কোম্পানি ও তদবধি সম্ভূয়কারীগণ তদ্রূপই ও সেই পর্য্যন্ত বদ্ধ হইবেন।

কোন ২ কোম্পানির সংস্থিতিপত্র পরিবর্ত্তনের ক্ষমতার কথা।

১২ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানির ব্যবস্থা আদৌ যেরূপে বিধিবদ্ধ করা যায় কিম্বা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে যদ্রূপে পরিবর্ত্তন করা হয়, তদনুসারে যদি সেই কোম্পানি ক্ষমতাপন্ন হয়, তবে সংস্থিতিপত্রের লিখিত নিয়ম রূপান্তর করণ পূর্ব্বক যত মূল্যের যত নূতন অংশ বিহিত বোধ করেন, প্রচার করিয়া তদনুসারে ঐ মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিম্বা মূলধন সংগৃহীত করিয়া বর্ত্তমান অংশ যে মূল্যের হয় মূলধন তদধিক টাকার অংশে বিভাগ করিতে পারিবেন, কিম্বা দত্ত মূল্যাংশ লইয়া স্থাপ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষমতাপন্ন না হইলে এবং পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কার্য্য না করিলে কোন কোম্পানি কোন প্রকারে আপন সংস্থিতিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

মূলধন ও অংশ কমাইবার বিধি।

কোম্পানির মূল ধন কমাইবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি উহার মূল বিধান ক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণমতে পরিবর্ত্তিত বিধান ক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সংস্থিতিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া মূলধন কমাইতে পারে; কিন্তু পশ্চাল্লিখিতমতে জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক আদালতের আজ্ঞা যাবৎ রেজিষ্টরী করা না যায় কোন কোম্পানির মূলধন কমাইবার উক্তরূপ নির্দ্ধারণ কার্য্যকর হইবে না।

১ ব্যাখ্যা।—মূলধন শব্দে প্রদত্ত মূলধনও গণ্য।

২ ব্যাখ্যা।—এই ধারামতে মূলধন কমাইবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তন্মধ্যে কোন হারান মূলধন কিম্বা যাহার স্থিত নাই এরূপ মূলধন বর্জ্জন করিবার ক্ষমতা কিম্বা কোম্পানির প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন মূলধন পরিশোধ করিবার ক্ষমতা ধরা যাইবে; এবং কোম্পানির অংশের উপরকোন দায় থাকিলে সেই দায় সহিত বা তাহা বিলোপ করিয়া বা কমাইয়া প্রদত্ত মূলধন কমান যাইতে পারিবে; এবং, অতঃপরে এই আইনে যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও যে পরিমাণে উক্ত দায় বিলোপ করা বা কমান না যায় সেই পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত "এবং কমান" এই২ শব্দ কোম্পানির নামে যোগ করিবার কথা।

১৪ ধারা। কোম্পানির মূলধন কমাইবার বিশেষ নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার তারিখের পর আদালত যে তারিখ অবধারিত করেন সেই তারিখ পর্য্যন্ত "and reduced" (অর্থাৎ "এবং কমান") এই২ শব্দ কোম্পানি আপননামের শেষে শব্দরূপে যোগ করিবে এবং শেষোক্ত তারিখ পর্য্যন্ত এই২ শব্দ ঐ কোম্পানির নামের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

মূলধন কমান দৃঢ়ী করণের আজ্ঞার নিমিত্ত কোম্পানির আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

১৫ ধারা। কোন কোম্পানি আপনার মূলধন কমাইবার বিশেষ নির্দ্ধারণ করিলে ঐ কমান দৃঢ়ীকরণার্থ আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত আদালতের নিকট দরখাস্তক্রমে প্রার্থনা করিতে পারিবে এবং দরখাস্ত শুনিয়া আদালতের যদি এরূপ প্রত্যয় জন্মে যে এই আইনের বিধানমতে কোম্পানির যে প্রত্যেক উত্তমর্ণ মূলধন কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিতে অধিকারী ঐ কমান সম্বন্ধে তাহার সম্মতি পাওয়া গিয়াছে অথবা তাহার ঋণ বা দাওয়া শোধ বা শেষ হইয়াছে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রতিভূক্রমে রক্ষিত হইয়াছে, তবে আদালত যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ শর্ত্ত ও নিয়মের অধীনে উক্ত কমান দৃঢ়ীকরণের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূলধন কমান গেলে যদি অদত্ত মূলধন সম্বন্ধে কোন দায়ের হ্রাস না হয় কিম্বা প্রদত্ত মূলধন কোন অংশধারীকে দিতে না হয় তবে আদালত প্রকারান্তরেই আজ্ঞা না করিলে, কোম্পানির উত্তমর্ণেরা কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিতে অধিকারী বা সম্মতি দিতে আদিষ্ট হইবেন না; এবং এই ধারামতে দরখাস্ত দিবার পূর্ব্বে "এবং কমান" এই২ শব্দ যোগ করা আবশ্যক হইবে না।

এবং আদালত উচিত বোধ করিলে ১৪ ধারায় লিখিত ঐ২ শব্দ যোগ করিবার আজ্ঞা না করিতেও পারেন।

কোন স্থলে আদালত উচিত বোধ করিলে উক্তরূপ মূলধন কমাইবার হেতু কিম্বা উক্ত কমান সম্বন্ধে সর্ব্ব সাধারণকে যথাযোগ্য বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত আদালত তৎসম্বন্ধে ঐরূপ অন্য যে বৃত্তান্ত জানান বিহিত বোধ করেন তাহা এবং আদালত উচিত বোধ করিলে যে কারণে উহা ঘটিয়াছে তাহা যে প্রকারে আদালতের উচিত বোধ হয় সেই প্রকারে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা কোম্পানির প্রতি দিতে পারিবেন।

কমান সম্বন্ধে উত্তমর্ণদের আপত্তি করিতে পারিবার এবং আদালত কর্ত্তৃক আপত্তিকারি উত্তমর্ণদের নামের ফর্দ্দ স্থির হইবার কথা।

১৬ ধারা। কোন কোম্পানি আপনার মূলধন কমাইবার প্রস্তাব করিলে আদালত অবধারিত তারিখে কোম্পানির যে প্রত্যেক উত্তমর্ণ এরূপ কোন ঋণের বা দাওয়ার টাকা পাইবার অধিকারী যাহা ঐ তারিখে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আরম্ভের সময় হইলে উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইত সেই উত্তমর্ণ প্রস্তাবিত কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিতে এবং যে উত্তমর্ণেরা আপত্তি করিবার অধিকারী তাহাদের ফর্দ্দে আপন নাম লেখাইতে স্বত্ববান হইবে।

আদালত উক্তরূপ উত্তমর্ণদের নামের ফর্দ্দ স্থির করিবেন এবং তন্নিমিত্ত কোন উত্তমর্ণের নিকট হইতে প্রার্থনাপত্র না চাহিয়া যতদূর সম্ভব উক্ত উত্তমর্ণদের নাম এবং তাহাদের ঋণের বা দাওয়ার ভাব ও পরিমাণ জানিয়া লইবেন এবং কোম্পানির যে উত্তমর্ণদের নাম ঐ ফর্দ্দে লেখা নাই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট যে দিনের বা যেং দিনের মধ্যে ঐ রূপ নাম লেখাইবার দাওয়া করিতে হইবে নতুবা প্রস্তাবিত কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিবার স্বত্বে বঞ্চিত হইতে হইবে, সেইদিন বা সেই২ দিন ধার্য্য করিয়া আদালত নোটিস প্রচার করিতে পারিবেন।

কিন্তু মূলধন কমান গেলে অদত্ত মূলধন সম্বন্ধে যদি কোন দায়ের হ্রাস না হয় কিম্বা কোন প্রদত্ত মূলধন অংশধারীকে দিতে না হয় তবে আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে কোম্পানির উত্তমর্ণেরা কমান সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে অধিকারী হইবে না বা সম্মতি দিতে আদেশ প্রাপ্ত হইবে না।

উত্তমর্ণের ঋণের নিমিত্ত প্রতিভূ দেওয়া গেলে আদালতের উত্তমর্ণের সম্মতি না লইতে পারিবার কথা।

১৭ ধারা। উত্তমর্ণদের নামের ফর্দ্দে যে উত্তমর্ণের নাম লিখিত আছে ও যাঁহার ঋণ বা দাওয়া শোধ বা শেষ হয় নাই তিনি ঐ মূলধন কমান সম্বন্ধে সম্মতি না দিলে আদালত যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে পশ্চাল্লিখিত টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া ও প্রয়োগ করিয়া উক্ত উত্তমর্ণের ঋণ বা দাওয়া শোধ করণের প্রতিভূস্বরূপ যদি ঐ কোম্পানি রাখেন তবে আদালত উক্ত সম্মতি না লইতেও পারেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি কোম্পানি ঐ উত্তমর্ণের ঋণের বা দাওয়ার সমস্ত টাকা স্বীকার করেন কিম্বা স্বীকার না করিলেও ঐ কোম্পানি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিতে ও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হন তবে ঐ ঋণের বা দাওয়ার সমস্ত টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা ও প্রয়োগ করা যাইবে।

(খ) যদি উক্ত কোম্পানি ঐ উত্তমর্ণের ঋণের বা দাওয়ার সমস্ত টাকা স্বীকার না করেন এবং স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে ও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক না হন, কিম্বা ঐ টাকা ঘটনাধীন বা অনিশ্চিত হয়, তবে আদালত উচিত বোধ করিলে উক্ত ঋণের বা দাওয়ার সিদ্ধতা সম্বন্ধে এবং যত টাকার জন্য কোম্পানি দায়ী তৎ সম্বন্ধে আদালত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিলে যে প্রকারে করিতেন সেই প্রকারে অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং উক্ত অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি ক্রমে আদালত যে টাকা ধার্য্য করেন তাহা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা ও প্রয়োগ করা যাইবে।

আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৮ ধারা। কোন কোম্পানির মূলধন কমান দৃঢ়ীকরণার্থ আদালতের আজ্ঞা জাইণ্টষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত করা গেলে এবং উক্ত আজ্ঞার নকল এবং আদালতের অনুমোদিত নিম্নপ্রকারের মর্ম্মাত্মক লিপি তাঁহাকে দেওয়া গেলে তিনি ঐ আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করিবেন। ঐ আজ্ঞা ক্রমে কোম্পানির মূলধন পরিবর্ত্তিত হইলে ঐ মূলধন যত টাকা হইয়াছে ও যত অংশে উহা বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক অংশে যত টাকা থাকিবে এবং ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরীকরণের তারিখে কোন টাকা দেওয়া হইয়া থাকিলে প্রত্যেক অংশে যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিবার প্রস্তাব হয় উক্ত মর্ম্মাত্মক লিপিতে মূলধন সম্বন্ধীয় এই২ কথা লেখা থাকিবে, এবং রেজিষ্টরী হইলে যে আজ্ঞা রেজিষ্টরী করা যায় তৎক্রমে দৃঢ়ীকৃত বিশেষ নির্দ্ধারণ কলবৎ হইবে।

আদালত যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে ঐরূপ রেজিষ্টরী হইবার নোটিস প্রকাশ করা যাইবে।

রেজিষ্ট্রার আপন স্বাক্ষরক্রমে উক্ত আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী হইবার সর্টিফিকেট দিবেন, এবং মূলধন কমান সম্বন্ধীয় এই আইনের আদেশ সকল পালিত হইয়াছে এবং মর্ম্মাত্মক লিপিতে যাহা লিখিত আছে তাহাই কোম্পানির মূলধন রেজিষ্ট্রার সর্টিফিকেট ইহার নিশ্চয় প্রমাণ হইবে।

মর্ম্মাত্মক লিপি সংস্থিতিপত্রের অংশ হইবার কথা।

১৯ ধারা। মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করা গেলে তাহা কোম্পানির সংস্থিতিপত্রের তত্তুল্য অংশের স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা আদৌ সংস্থিতিপত্রের অন্তর্গত হইলে তাহা যেরূপ সিদ্ধ হইত ও যেরূপ পরিবর্ত্তনের নিয়মাধীন থাকিত সেইরূপ সিদ্ধ হইবে এবং সেইরূপ নিয়মাধীন থাকিবে; এবং কোন অংশের যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে ও মর্ম্মাত্মক লিপিক্রমে ঐ অংশের যত টাকা অবধারিত হয় এই দুয়ের মধ্যে কোন বিশেষ থাকিলে সেই অংশ সম্বন্ধে ঐ বিশেষের অতিরিক্ত টাকা দাবী বা ভাগস্বরূপ ঐ কোম্পানির ভূত বা বর্ত্তমান কোন সম্ভূয়কারী এই আইনের লিখিত বিধান প্রবল মানিয়া দিতে দায়ী হইবেন না।

কার্য্যানুষ্ঠানের কথা যাহারা না জানে, এরূপ উত্তমর্ণদের স্বত্ব রক্ষা করিবার কথা।

২০ ধারা। কোন উত্তমর্ণ কোন ঋণ বা দাওয়া সম্পর্কে এই আইনমতে কোম্পানির মূলধন কমান বিষয়ে আপত্তি করিবার অধিকারী হইয়া, ঐ কমান উপলক্ষে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তদ্বিষয়ে আপনার অনভিজ্ঞতা বশতঃ ও আপনার দাওয়া সম্বন্ধে ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের ভাব ও ফল না জানাতে, যদি উত্তমর্ণদের ফর্দ্দে আপন নাম না লেখাইয়া থাকেন এবং মূলধন কমাইবার পর ঐ কোম্পানি যদি এই আইনের মর্ম্মানুসারে ঐ ঋণের বা দাওয়ার টাকা ঐ উত্তমর্ণকে দিতে না পারেন, তবে মূলধন কমান সম্বন্ধীয় আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করণের তারিখে যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত কোম্পানির সম্ভূয়কারী ছিলেন, তিনি ঐ রেজিষ্টরী করণের পূর্ব্বদিনে কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিতে আরম্ভ করিলে অংশমতে যত টাকা দিতে দায়ী হইতেন ঋণ বা দাওয়া পরিশোধার্থ ততটাকার অনধিক টাকা দিতে দায়ী হইবেন।

আর কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে, আদালত উক্ত উত্তমর্ণের দরখাস্তক্রমে, ও মূলধন কমাইবার নিমিত্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় ও তাহার দাওয়া সম্বন্ধে সেই কার্য্যানুষ্ঠানের যে ভাব ও ফল হয় তিনি তাহা জানিতেন না ইহার প্রমাণ দেওয়া গেলে, যদি উচিত বোধ করেন ঋণদাতাদের ফর্দ্দ স্থির করিতে পারিবেন, এবং কর্ম্ম বন্ধ করিবার সময়ের সামান্য ঋণদাতা হইলে যে প্রকারে তাঁহাদের নিকট নিয়মমত টাকা চাহিতে ও আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন, ঐ ফর্দ্দের নির্দ্দিষ্ট ঋণদাতাদের নিকট সর্ব্বতোভাবে সেই প্রকারে নিয়মমত টাকা চাহিতে ও আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন।

কোম্পানির ঋণদাতাদের মধ্যে যাহার যে স্বত্ব থাকে এই ধারার কোন কথায় তাহার বিঘ্ন হইবে না।

রেজিষ্টরী করা মর্ম্মাত্মক লিপির প্রতিলিপির কথা।

২১ ধারা। মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করা গেলে তাহার পর সংস্থিতি পত্রের যে প্রত্যেক প্রতিলিপি দেওয়া যায় ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি তাহার অন্তর্ভূত করা যাইবে; এবং কোন কোম্পানি এই ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে যে প্রত্যেক প্রতিলিপি সম্বন্ধে ঐ রূপ ত্রুটি হয় তন্নিমিত্ত দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যা-

ধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ রূপ ত্রুটি করণের ক্ষমতা বা অনুমতি দেন তাঁহাদেরও ঐরূপ অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

উত্তমর্ণের নাম গোপন করিলে দণ্ডের কথা।

২২ ধারা। যদি উক্ত কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর কার্য্যাধ্যক্ষ বা কার্য্যকারক প্রস্তাবিত মূলধন কমান বিষয়ে আপত্তি করিবার অধিকারী কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের নাম ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করেন কিম্বা কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের ঋণের বা দাওয়ার ভাব বা পরিমাণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায়রূপে বর্ণনা করেন অথবা যদি কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ উক্তরূপ গোপন বা অন্যায় বর্ণনা সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের মর্ম্মানুসারে সহায়তা করেন কিম্বা তাঁহার জ্ঞাতসারে উহা ঘটে, তবে ঐরূপ প্রত্যেক ডাইরেক্টর, কার্য্যাধ্যক্ষ বা কার্য্যকারকের এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হইবে।

যে অংশ প্রদত্ত হয় নাই তাহা কর্ত্তন করিয়া মূলধন কমাইতে পারিবার কথা।

২৩ ধারা অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি উহার মূলবিধানক্রমে কিম্বা বিশেষ নিদ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধানক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সংস্থিতিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার তারিখে যে কোন অংশ কোন ব্যক্তি গ্রহণ করেন নাই অথবা গ্রহণ করিবেন বলিয়া সম্মত হন নাই সেই অংশ কর্ত্তন করিয়া মূলধন কমাইতে পারিবেন; এবং এই ধারানুসারে যে মূলধন কমান যায় তৎপ্রতি মূলধন কমান সম্বন্ধীয় এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধান বর্ত্তিবে না।

অংশ বিভাগের বিধি।

অংশগুলি কমটাকার অংশে বিভক্ত করিতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি উহার মূল বিধান ক্রমে কিম্বা বিশেষ নিদ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত কোন বিধানক্রমে সংস্থিতিপত্রের নিয়ম এরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন যে উহার বর্ত্তমান অংশ সমুহ বা তন্মধ্যে কতকগুলি বিভাগ করিয়া সংস্থিতিপত্রের অবধারিত টাকা অপেক্ষা কম টাকার অংশে মূলধন বা তাহার কিয়দ অংশ বিভক্ত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বর্ত্তমান অংশগুলি এরূপে বিভাগ করিতে হইবে যে কম টাকার অংশগুলি বর্ত্তমান যে বা যে২ অংশ হইতে উৎপন্ন হয় সেই বা সেই২ অংশের প্রদত্ত টাকা এবং অপ্রদত্ত টাকা থাকিলে এই উভয়ের মধ্যে যে অনুপাত থাকে কম টাকার প্রত্যেক অংশও প্রদত্ত টাকা ও অপ্রদত্ত টাকার মধ্যে সেই অনুপাত থাকিবে।

বিশেষ নির্দ্ধারণ সংস্থিতিপত্রের অঙ্গীভূত হইবার কথা।

২৫ ধারা। উক্তরূপ বিশেষ নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার পর সংস্থিতিপত্রের যে প্রত্যেক প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহাতে কোম্পানির মূলধন যত ও যে পরিমাণের অংশে বিভক্ত ইহার বর্ণনাপত্র ঐ নিদ্ধারণ সম্মত হইবে; এবং কোন কোম্পানি এই ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে যে প্রত্যেক প্রতিলিপি সম্বন্ধে ঐ ত্রুটি ঘটে তন্নিমিত্ত বিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড যোগ্য হইবে; এবং কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান পূর্ব্বক বা ইচ্ছা পূর্ব্বক ঐরূপ ত্রুটি করণের ক্ষমতা বা অনুমতি দেন তাঁহাদের ও ঐরূপ দণ্ড হইতে পারিবে।

সমাজ লভ্যার্থ না হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

সমাজ লভ্যার্থ স্থাপিত না হইলে তদ্বিষয়ক বিশেষ বিধানের কথা।

২৬ ধারা। যে কোন সমাজ এই আইনমতে সীমাবদ্ধ কোম্পানিরূপে সংস্থাপিত হইতে পারিত সেই সমাজ যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এইরূপ প্রমাণ দেয় যে ঐ সমাজ বাণিজ্য শিল্প বিজ্ঞান দাতব্যতা বা অন্য কোন হিতকর কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ স্থাপিত হইয়াছে এবং লাভ হইলে তাহা ও সমাজের অন্য আয় যাহা হয় তাহা ঐ২ কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ প্রয়োগ করা এবং সভ্য বা সমুহকারিদিগকে কোন ডিবিডেণ্ড না দেওয়া ঐ সমাজের অভিপ্রায়, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ গবর্ণমেণ্টের কোন একজন সেক্রেটরীর স্বাক্ষরিত লাইসেন্স দিয়া সীমাবদ্ধ দায় সহিত ঐ সমাজ আপন নামের শেষে "Limited" (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ) এই কথা যোগ না করিয়া রেজিস্টরী করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং তদনুসারে ঐ সমাজ রেজিস্টরী হইতে পারিবে; এবং রেজিস্টরী হইলে সীমাবদ্ধ কোম্পানির প্রতি এই আইনক্রমে যে সকল অধিকার ও কর্ত্তব্য ভার অর্পিত হইয়াছে ঐ সমাজ সেই সকল অধিকার ভোগ করিতে এবং সেই সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিবার নিয়মাধীন হইবে। বিশেষ এই যে এই আইনের যে২ বিধানে সীমাবদ্ধ কোম্পানির প্রতি আপন নামের অংশস্বরূপ "Limited" এই শব্দ ব্যবহার করিবার অথবা আপন নাম প্রচার করিবার কিম্বা সভ্য বা সমুহকারিদের, ডাইরেক্টরদের বা কার্য্যাধ্যক্ষদের নামের ফর্দ্দ রেজিস্ট্রারের নিকট পাঠাইবার আদেশ আছে সেই২ বিধান উক্তরূপে রেজিস্টরী করা সমাজের প্রতি বর্ত্তিবে না।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে রূপ নিয়ম ও বিধান নির্দ্ধারণ করা উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়ম ও বিধানের অধীনে লাইসেন্স দিতে পারিবেন, এবং উক্ত সমাজ ঐ নিয়ম ও বিধান ক্রমে আবদ্ধ থাকিবে এবং উক্ত নিয়ম ও বিধান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে সংস্থিতিপত্রের ও সংস্থিতির নিয়মপত্রের মধ্যে অথবা তদুভয়ের বা একতরের মধ্যে সন্নিবেশ করা যাইতে পারিবে।

অংশ সম্বন্ধে দাওয়ার বিধি।

কোম্পানি কোন২ অংশের টাকা সমস্ত শোধ করিয়া লইতে এবং কোন২ অংশের টাকা শোধ করিয়া না লইতে পারিবার কথা।

২৭ ধারা এই আইনমত কোন কোম্পানি মূল বিধানক্রমে বা বিশেষ নিদ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধান ক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে নিম্ন লিখিত কোন একটি বা অধিকতর কার্য্য করিতে যে পারিবেন না এই আইনের কোন কথা ক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না, অর্থাৎ, —

(ক) অংশ দেওয়া গেলে ঐ অংশ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দাওয়ার যে টাকা দিতে হইবে ও ঐ দাওয়ার টাকা যে সময়ে দিতে হইবে তাহার বিশেষ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা;

(খ) কোন ব্যক্তি যে বা যেং অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার প্রাপ্ত কোন অংশ বা অংশ সমূহের সম্বন্ধে দেয় দাওয়ার টাকার শোধে বা দাওয়া না করা গেলেও তদুপরি অপ্রদত্ত বাকী টাকা সমুদয় বা তাহার কোন ভাগ কোম্পানির কোন সমুয়কারী সম্মত হইলে তাহার স্থানে গ্রহণ করা;

(গ) যেং স্থলে অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কোনং অংশে অধিক টাকা প্রদত্ত হইয়াছে সেইং স্থলে প্রত্যেক অংশে প্রদত্ত টাকার হারানুসারে ডিবিডেণ্ড দেওয়া।

যে প্রকারে অংশ দেওয়া ও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৮ ধারা। নিয়মিতরূপে লিখিত চুক্তিপত্রক্রমে প্রকারান্তরের নিয়ম না হইলে এবং তাহা অংশ দিবার সময়ে বা তৎপূর্ব্বে জাইণ্ট ষ্টোক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করা না গেলে প্রত্যেক অংশের সমুদয় টাকা দিবার নিয়মাধীনে ঐ অংশ দেওয়া এবং গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অংশ হস্তান্তরকরণের বিধি।

হস্তান্তর কর্ত্তার প্রার্থনাক্রমে হস্তান্তরকরণ রেজিষ্টরী হইতে পারিবার কথা।

২৯ ধারা। কোম্পানির কোন শ্যার বা স্বার্থের হস্তান্তরকর্ত্তার প্রার্থনাক্রমে হস্তান্তরক্রমে গৃহীতা প্রার্থনা করিলে যেরূপে ও যেং নিয়মাধীনে হইত সেইরূপে ও সেইং নিয়মাধীনে উক্ত অংশের বা স্বার্থের হস্তান্তরক্রমে গৃহীতার নাম সমুয়কারীদের রেজিষ্টরে কোম্পানি লিখিয়া লইবেন।

পত্রবাহককে শ্যার ওয়ারাণ্ট দিবার বিধি।

সীমাবদ্ধ অংশের টাকা সমস্ত দেওয়া গেলে পত্র বাহকের নামে ওয়ারাণ্ট দিতে পারিবার কথা।

৩০ ধারা। কোন কোম্পানি অংশক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে ঐ কোম্পানি মূল বিধানক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধানক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে ঐ বিধানের নিয়মাধীনে সম্পূর্ণরূপে যাহার টাকা প্রদত্ত হইয়াছে এরূপ কোন অংশ সম্বন্ধে কিম্বা ষ্টাক্ সম্বন্ধে আপনাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত করিয়া পত্রবাহক তন্নির্দ্দিষ্ট অংশ বা ষ্টাক্ পাইবার অধিকারী এই মর্ম্মের ওয়ারাণ্ট দিতে পারিবেন এবং

কুপনপত্রের কথা।

কুপনপত্রক্রমে বা প্রকারান্তরে ঐ অংশ বা ষ্টাকের ভবিষ্যত ডিবিডেণ্ড দিবার বিধান করিতে পারিবেন। ঐ ওয়ারাণ্ট অতঃপর শ্যার ওয়ারাণ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

শ্যার ওয়ারাণ্টের ফলের কথা।

৩১ ধারা। শ্যার ওয়ারাণ্টপত্র বাহক তন্নির্দ্দিষ্ট বা ষ্টাকের অধিকারী হইবেন এবং ঐ পত্র অর্পণ করিয়া ঐ অংশ বা ষ্টাক্ হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টরে শ্যার ওয়ারণ্ট পত্রবাহকের নাম পুনর্ব্বার রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৩২ ধারা। শ্যার ওয়ারণ্টপত্রবাহক ঐ ওয়ারণ্ট অকর্ম্মণ্য করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিলে কোম্পানির বিধানের নিয়মাধীনে সমুয়কারীদের রেজিষ্টরে সমুয়কারীস্বরূপ আপন নাম লেখাইবার স্বত্ববান হইবেন; এবং শ্যার ওয়ারণ্ট অর্পণ ও অকর্ম্মণ্য না করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট অংশ অথবা ষ্টাক সম্বন্ধে শ্যার ওয়ারণ্টের কোন পত্র বাহকের নাম সমুয়কারীদের রেজিষ্টরে কোম্পানি লেখাতে যদি কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় তবে কোম্পানি তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

কোম্পানির বিধানক্রমে শ্যার ওয়ারণ্টপত্র বাহককে সমুয়কারী করিতে পারিবার কথা।

৩৩ ধারা। কোম্পানির বিধানে নির্দ্দিষ্ট থাকিলে শ্যার ওয়ারণ্টপত্র বাহক সম্পূর্ণরূপে কিম্বা ঐ বিধানের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপক্ষে এই আইনের মর্ম্মানুসারে কোম্পানির একজন সমুয়কারী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন।

কিন্তু কোম্পানির বিধানমতে পশ্চাদুক্ত যোগ্যতা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও শ্যার ওয়ারণ্টপত্র বাহক ঐ ওয়ারণ্টের নির্দ্দিষ্ট অংশ বা ষ্টাক সম্বন্ধে কোম্পানির ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ হইবার যোগ্য হইবেন না।

শ্যার ওয়ারণ্ট দেওয়া গেলে রেজিষ্টরে যাহাং লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৪ ধারা। কোন অংশ বা ষ্টাক সম্বন্ধে শ্যার ওয়ারণ্ট দেওয়া গেলে তৎকালে ঐ অংশ বা ষ্টাকধারী বলিয়া যে সমুয়কারীর নাম রেজিষ্টরে লেখা থাকে তিনি আর সমুয়কারী না থাকিলে যেরূপ হইত সেইরূপ সমুয়কারীদের রেজিষ্টর হইতে কোম্পানি তাঁহার নাম কাটিয়া দিবেন এবং ঐ রেজিষ্টরে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিখিবেন; যথা;

(ক) ওয়ারণ্ট দিবার কথা;

(খ) ওয়ারণ্টে যেং অংশ বা ষ্টাক ধরা যায় নম্বরক্রমে প্রত্যেক অংশ পৃথক করিয়া তাহার বর্ণনা;

(গ) ওয়ারণ্ট দিবার তারিখ।

শ্যার ওয়ারণ্টের ইষ্টাম্পের কথা।

৩৫ ধারা। ওয়ারণ্টের নির্দ্দিষ্ট অংশ বা ষ্টাক হস্তান্তর করা গেলে ঐ অংশের বা ষ্টাকের যে মূল্য ব্যক্ত থাকে সেই মূল্যে হস্তান্তর করণ হইলে ঐ হস্তান্তর করণপত্রে মূল্যানুসারে যে ইষ্টাম্প মাসুল লাগিত প্রত্যেক শ্যার ওয়ারণ্টে তাহার তিন গুণ ইষ্টাম্প মাসুল লাগিবে।

নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প না করিয়া শ্যার ওয়ারণ্ট দেওয়া গেলে দণ্ডের কথা।

নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প না করিয়া শ্যার ওয়ারণ্ট দেওয়া গেলে যে কোম্পানি উহা দেন এবং উহা দিবার সময়ে যে প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ কোম্পানির কার্য্যকারী ডাইরেক্টর বা সেক্রেটরী বা অন্য প্রধান কার্য্যকারক থাকেন তাহাদের পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ড হইবে।

নাম পরিবর্ত্তনের বিধি।

কোম্পানির নাম পরিবর্তনের ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা। কোন কোম্পানির পশ্চাল্লিখিত প্রকারে বিশেষ নির্দ্ধারণ হইলে সেই নির্দ্ধারিত কথার অনুমতি ক্রমে এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি আপনার নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ঐ অনুমতি সেই গবর্ণমেন্টের অন্যতর সেক্রেটরী সাহেবের স্বাক্ষরক্রমে সংসিদ্ধ হইবে। তদ্রূপে পরিবর্ত্তন হইলে রেজিষ্টার সেই পুরাতন নামের পরিবর্ত্তে নূতন নাম রেজিষ্টরে নিবিষ্ট করিবেন, এবং অবস্থার বৈলক্ষণ্যানুসারে সমবায়ের সংসিদ্ধপত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। কিন্তু তদ্রূপ নাম পরিবর্ত্তিত হইলেও কোম্পানির কোন স্বত্বের বা বাধ্যতার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না; কিম্বা কোম্পানির দ্বারা বা তন্নামে যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গিয়াছে বা করিবার কল্পনা হয় তাহা অপর্য্যাপ্ত হইবে না, এবং কোম্পানির পুরাতন নাম থাকিতে যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি চলিতে বা উপস্থিত হইতে পারিত তাহা নূতন নাম উল্লেখে চলিতে বা উপস্থিত হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—নাম পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমবায়ের সংসিদ্ধ পত্র দেওয়া আবশ্যক।

সংস্থিতির নিয়মপত্রবিষয়ক বিধি।

সংস্থিতির নিয়মপত্রে বিধি অবধারণের কথা।

৩৭ ধারা। অংশ ক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্থিতিপত্র রেজিষ্টরী করণ কালে তৎসহিত সংস্থিতির নিয়ম পত্র থাকিতে পারিবে; কিন্তু কোম্পানি প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কিম্বা অসীমাবদ্ধ হইলে তৎসহিত সংস্থিতির নিয়মপত্র অবশ্য থাকিবে। সেই নিয়মে সংস্থিতি পত্রের স্বাক্ষরকারিদের স্বাক্ষর থাকিবে; ও সংস্থিতি পত্রের স্বাক্ষরকারিদের বিবেচনায় যে বিধি বিহিত হয় কোম্পানির পালনার্থ সেই বিধি ঐ নিয়মপত্রে অবধারিত হইবে।

সেই পত্র লিখিত নিয়ম সকল পৃথক ২ পদে লিখিত হইয়া ১, ২, ক্রমে অঙ্কিত হইবে। এই আইনের তফসীলের A চিহ্নিত পাঠে যে বিধান আছে তাহার সমুদয় বা কোন বিধান তাঁহারা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। যদি কোম্পানির মূল ধন অংশাংশে বিভক্ত হয় তবে সেই কোম্পানি প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ হইলেও যত মূলধন সহিত ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার প্রস্তাব হইবে তাহা তাঁহারা নিয়মপত্রে লিখিবেন; যদি কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় তবে প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ হইলেও রেজিষ্টরী করণকালে যত ফী দিতে হইবে রেজিষ্ট্রার সাহেব ইহা নিরূপণ করিতে পারেন এই নিমিত্ত যত সমূহকারীকে লইয়া কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার প্রস্তাব হয় তাঁহাদের সংখ্যা তাঁহারা সেই নিয়মপত্রে লিখিবেন।

প্রাতিভাব্য ক্রমে সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় তাহাতে প্রত্যেক জন স্বাক্ষরকারী এক অংশের ন্যূন লইবেন না এবং যত অংশ লন তাহা সংস্থিতি পত্রে আপন নামের পার্শ্বে লিখিবেন।

A চিহ্নিত টেবিলবর্ত্তী হইবার কথা।

৩৮ ধারা। যে কোম্পানি অংশক্রমে সীমাবদ্ধ হয় সেই কোম্পানির সংস্থিতিপত্র সহিত সংস্থিতির নিয়মপত্র না থাকিলে অথবা সেই নিয়মপত্রের বিধিতে এই আইনের প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিলের অবধারিত বিধি যে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য বা পরিবর্ত্তিত না হয় সেই পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানির প্রতি সেই টেবিলের লিখিত বিধি যতদূর বর্ত্তিতে পারে ততদূর ঐ নিয়ম যেন ঐ কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রে লিখিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত মতে রেজিষ্টরী করা গিয়াছে এই ভাবে ঐ কোম্পানির বিধি বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সংস্থিতির নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করণের ও তাহার ফলের কথা।

৩৯ ধারা। সংস্থিতির নিয়মপত্র মুদ্রিত হইবে, এবং স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক জন অন্যূন একজন সাক্ষীর সাক্ষাতে স্বাক্ষর করিবেন, সাক্ষীও সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন।

রেজিষ্টরী হইলে পর প্রত্যেক জন যেন তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং আপনার পক্ষে ও স্বীয় উত্তরাধিকারী ও অছি ও ধনাধ্যক্ষদের পক্ষে যেন এই আইনের বিধানের অধীনে ঐ নিয়মপত্রের লিখিত সকল বিধিমতে কর্ম্ম করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন এইরূপে কোম্পানি ও তদঘটিত সকল সমূহকারী সেই নিয়মপত্র দ্বারা বদ্ধ হইবেন।

কোম্পানির নিয়ম ও বিধি কিম্বা তন্মধ্যে কোন নিয়ম বা বিধি অনুসারে কোম্পানির নিকট কোন সমূহকারীর যে টাকা দেয় হয় তাহা ঐ সমূহকারীর স্থানে ঐ কোম্পানির প্রাপ্য ঋণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সাধারণ বিধি।

সংস্থিতিপত্র ও সংস্থিতির নিয়মপত্র B চিহ্নিত পাঠানুযায়ী ফী সহিত রেজিষ্টরী করণের কথা।

৪০ ধারা। সংস্থিতিপত্র এবং যদি সংস্থিতির নিয়মপত্র থাকে তবে সেই নিয়মপত্র জাইন্ট ষ্টক কোম্পানির পশ্চাল্লিখিত রেজিষ্ট্রারের নিকট সমর্পিত হইবে, তিনি তাহা রাখিয়া রেজিষ্টরী করিবেন। ঐরূপে যে সংস্থিতি পত্র সমর্পিত হয় তাহার প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী চুক্তি করিতে সক্ষম কি না ইহার প্রমাণ চাহা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই কোম্পানি এই আইনের প্রথম তফসীলের B চিহ্নিত পাঠের লিখিত না না বিষয় উপলক্ষে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট ফী অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে ২ যে অন্যতর ফী দিবার আজ্ঞা করেন তাহা রেজিষ্ট্রারকে দিবেন; এবং যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় সেই কোম্পানি এই আইনের প্রথম তফসীলের C চিহ্নিত

পাঠের নির্দ্দিষ্ট নানা বিষয় উপলক্ষে ঐ পাঠের নির্দ্দিষ্ট ফী অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ যে অল্পতর ফী নিরূপণ করেন তাহা দিবেন।

উক্ত রেজিষ্ট্রারকে এই আইন অনুসারে যে সকল ফী দেওয়া যায় তাহার হিসাব গবর্ণমেণ্টের নিকট দিতে হইবে।

রেজিষ্টরী করণের ফলের কথা।

৪১ ধারা। সংসৃষ্টিপত্র এবং এই আইন অনুসারে সংসৃষ্টির নিয়মপত্র যে স্থলে অবশ্য লিখিতে হইবে সেই স্থলে সংসৃষ্টির নিয়মপত্র রেজিষ্টরী হইলেপর অথবা যে ব্যক্তি দিগকে রেজিষ্টর করা যাইবে তাহাদের প্রার্থনা হইলে পর ঐ কোম্পানি সমবায়িত হইয়াছেন এবং কোম্পানি সীমাবদ্ধ হইলে ঐ কোম্পানি সীমাবদ্ধ আছেন এই কথার শংসিতপত্র রেজিষ্ট্রার স্বীয় স্বাক্ষর ক্রমে দিবেন। তাহা হইলে ঐ সংসৃষ্টি পত্রে স্বাক্ষরকারী সকল ব্যক্তি এবং অন্য যে ব্যক্তিরা সময়ে২ কোম্পানির সম্ভুয়কারী হন তাঁহারা ঐ সংসৃষ্টিপত্র লিখিত নামধারী সমবায়িত সমাজ হইবেন ও তদবধি সমবায়িত সমাজের সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইবেন ও তাঁহাদের নিরন্তর পর্য্যায় এবং সাধারণ মোহর থাকিবে। কিন্তু সেই কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করা গেলে সম্ভুয়কারীরা ঐ কোম্পানির হিত সাধনার্থে পশ্চাল্লিখিত মতে অর্থদান করিতে দায়ী হইবেন।

কোন কোম্পানির সমবায়িত হওয়ার শংসিত পত্র রেজিষ্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত হইলে রেজিষ্টরীকরণ সম্পর্কীয় এই আইনের সমস্ত আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে ঐ শংসিত পত্রই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

সংসৃষ্টিপত্রের ও নিয়মপত্রের প্রতি লিপি সম্ভুয়কারীদিগকে দিতে হইবার কথা।

৪২ ধারা। যদি কোন সম্ভুয়কারী সংসৃষ্টিপত্রের প্রতিলিপি প্রার্থনা করেন তবে এক টাকা কিম্বা কোম্পানি প্রতি গ্রন্থের নিমিত্ত অল্পতর যে মূল্য নিরূপণ করেন সেই মূল্য দিলে ঐ সম্ভুয়কারীর নিকট ঐ সংসৃষ্টিপত্রের ও সংসৃষ্টির নিয়মপত্র থাকিলে তৎসহিত ঐ নিয়মপত্রের এক গ্রন্থ প্রেরিত হইবে। যদি কোন কোম্পানি এই ধারা অনুসারে কোন সম্ভুয়কারীর নিকট ঐ সংসৃষ্টিপত্রের এবং সংসৃষ্টির নিয়মপত্র থাকিলে তাহার একগ্রন্থ প্রেরণ না করেন তবে দোষী কোম্পানির তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধ হেতুক বিংশতি টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে।

ভিন্ন২ কোম্পানির একই নাম ধারণ করিবার নিষেধের কথা।

৪৩ ধারা। বর্ত্তমান কোন কোম্পানি যে নামে রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই নামে কিম্বা তদনুরূপ যে নাম দ্বারা ভ্রান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা এমত নামে অন্য কোম্পানি রেজিষ্টরী হইবে না; কিন্তু যদি বর্ত্তমান কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া রেজিষ্ট্রার সাহেবের আদেশমতে অন্য কোম্পানির স্বীয় নাম গ্রহণ বিষয়ে সম্মতি স্বীকার করেন তবে অন্য কোম্পানি সেই নাম ধারণ করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান কোম্পানি যে নামে রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই নামে কিম্বা তদনুরূপ যে নাম দ্বারা ভ্রান্তির সম্ভাবনা হয় এমত নামে যদি অন্য কোম্পানি অনবধানতা হেতুক বা অন্য কারণে পূর্ব্বোক্ত অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়াও রেজিষ্টরী হয় তবে রেজিষ্ট্রারের অনুমতিক্রমে সেই অন্য কোম্পানি স্বীয় নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন এবং নাম পরিবর্ত্তন হইলে রেজিষ্ট্রার পূর্ব্বতন নামের স্থানে নূতন নাম রেজিষ্টরী করিবেন ও অবস্থার বৈলক্ষণ্যানুসারে সমবায়ের শংসিতপত্র পরিবর্ত্তন করিয়া প্রদান করিবেন। কিন্তু তদ্রূপ নাম পরিবর্ত্তন দ্বারা কোম্পানির কোন স্বত্বের কি দায়ের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না কিম্বা কোম্পানির নামে কি তদ্দ্বারা যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গিয়াছে কি করা যাইবে তাহা অপর্য্যাপ্ত হইবে না, এবং কোম্পানির পুরাতন নামানুসারে তদ্বিপক্ষে যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি আরম্ভ হইতে বা চলিতে পারিত নূতন নামানুসারে ঐ কোম্পানির বিপক্ষে সেই মোকদ্দমা প্রভৃতি আরম্ভ হইতে বা চলিতে পারিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূলধন বন্টন করণের এবং এই আইনানুযায়ী সম্ভুয়কারী ও সংসৃষ্ট ব্যক্তিদের দায়ের বিধি।

মূলধন বন্টনের বিধি।

কোম্পানিতে স্বার্থের ভাবের কথা।

৪৪ ধারা। এই আইনানুযায়ী কোম্পানিতে কোন সম্ভুয়কারীর যে অংশ কি স্বার্থ থাকে তাহা অস্থাবর সম্পত্তিস্বরূপ এবং কোম্পানির বিধির নির্দ্দিষ্টমতে হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে। তাহা ভূমি সম্পত্তি কি স্থাবর সম্পত্তির ভাবাপন্ন হইবে না। যদি কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় তবে প্রত্যেক অংশ স্বীয় অঙ্ক ক্রমে লক্ষিত হইবে।

সম্ভুয়কারী শব্দের অর্থের কথা।

৪৫ ধারা। যে ব্যক্তিরা এই আইনানুযায়ী কোন কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্র স্বাক্ষর করেন তাঁহারা যে কোম্পানির উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে তাহার সম্ভুয়কারী হইতে সম্মত হইয়াছেন জ্ঞান হইবে এবং কোম্পানির রেজিষ্টরী হইলে সম্ভুয়কারীস্বরূপ তাঁহাদের নাম সম্ভুয়কারীদের পশ্চাল্লিখিত রেজিষ্টরে লেখা যাইবে এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনানুযায়ী কোন কোম্পানির সহিত ঐ কোম্পানির সম্ভুয়কারী হইতে সম্মত হন ও যাঁহার নাম সম্ভুয়কারীদের রেজিষ্টরে লেখা যায় তিনি কোম্পানির সম্ভুয়কারী জ্ঞান হইবে।

স্থলাভিষিক্তের দ্বারা অংশ হস্তান্তর হইবার কথা।

৪৬ ধারা। এই আইনানুযায়ী কোম্পানির মৃত সম্ভুয়কারীর নিজ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার অংশ বা অন্য স্বার্থ কোন প্রকারে হস্তান্তর করা গেলে সেই স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যদিও স্বয়ং সম্ভুয়কারী না হন তথাপি হস্তান্তর করণপত্র সম্পাদনকালে সম্ভুয়কারীর ন্যায় তাঁহার ঐ হস্তান্তর করণ কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

নামাবলী রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব লিখিত আদেশ অনুসারে অংশের সংখ্যা ও অংশ বিষয়ক বিশেষ কথা লিখিত না হইয়া নামাবলীর লিখিত প্রত্যেক সমুয়কারী স্থাপ্যের যে পরিমাণের অংশী হন তাহা লিখিতে হইবে।

রেজিষ্টরে ন্যাস লিখিবার কথা।

৫৩ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে রেজিষ্টরী করা যায় তৎসম্পর্কে স্পষ্টরূপে বা অর্থানুযায়ী বা কল্পনানুযায়ী কোন ট্রষ্টের অর্থাৎ ন্যাসের কথা রেজিষ্টরে লেখা যাইবে না ও রেজিষ্টারের গ্রাহ্য হইবে না।

অংশের বা স্থাপ্যের সংসিক্ত পত্রের কথা।

৫৪ ধারা। কোম্পানির কোন সমুয়কারী যে কোন এক বা অধিক অংশের বা যে স্থাপ্যের অধিকারী হন তন্নির্দ্দেশার্থ কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত যে সংসিক্ত পত্র হয় প্রথম দৃষ্টে সেই পত্রস্থ উল্লিখিত অংশে বা অংশ সকলে বা স্থাপ্যে ঐ ব্যক্তির স্বত্বের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

রেজিষ্টর দৃষ্টির কথা।

৫৫ ধারা। কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার তারিখ অবধি সমুয়কারীদের রেজিষ্টর কোম্পানির পশ্চাল্লিখিত রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে রাখা যাইবে এবং পশ্চাল্লিখিত প্রকারে বন্ধ না হইলে কোন সমুয়কারী কর্ম্ম চলিবার কোন সময়ে বিনা খরচায় তাহা দৃষ্টি করিতে পারিবেন। অন্য কোন ব্যক্তি এক টাকা দিয়া কিম্বা দর্শনের জন্য কোম্পানি তাহার ন্যূন যত নিরূপণ করেন তত দিয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন। পরন্তু সাধারণ সভাতে উক্ত কোম্পানি ঐ রেজিষ্টর দর্শন বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ যে নিষেধ করেন তাহা বলবৎ হইবে; কিন্তু রেজিষ্টর দৃষ্টির জন্য প্রতিদিন দুই ঘন্টার ন্যূন কাল নিরূপণ করা হইবে না।

উক্তরূপ কোন সমুয়কারী বা অন্য ব্যক্তি ঐ রেজিষ্টরের বা তাহার কোন ভাগের কিম্বা সমুয়কারীদের পূর্ব্ব লিখিত নামাবলীর বা সার কথার প্রতিলিপি লইতে পারিবেন; ও যত শব্দের প্রতিলিপি করিবার প্রয়োজন হয় তাহার শত শব্দের প্রতি তাঁহার দুই আনা দিতে হইবে।

যদি তদ্রূপ দর্শন করিবার বা প্রতিলিপি গ্রহণের অনুমতি না হয় তবে যতবার সেই অনুমতি না হয় ততবার কোম্পানির পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, এবং যত দিন তদ্রূপ অনুমতি না দেওয়া যায় তাহার দিন প্রতি বিশ টাকার অনধিক আরো দণ্ড হইতে পারিবে।

কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান পূর্ব্বক সেই অননুমতির ক্ষমতা দান করেন বা সেই অননুমতি করিতে দেন তাহারও তদ্রূপ দণ্ড হইতে পারিবে।

সেই দণ্ড ভিন্ন হাই কোর্টের কোন জজ আজ্ঞা ক্রমে বল পূর্ব্বক রেজিষ্টরের অগোণে দর্শন হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

রেজিষ্টর বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৬ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলায় চালিত কোন সংবাদপত্রে সেই কোম্পানি জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সমুয়কারীদের রেজিষ্টর বন্ধ হইবার সংবাদ দিতে পারিবে, কিন্তু প্রতিবৎসর সময়ে ২ সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ দিনের অধিক বন্ধ হইতে পারিবে না।

মূলধনের ও সমুয়কারীদের সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ার সংবাদ রেজিষ্ট্রারকে দিবার কথা।

৫৭ ধারা। যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থাপ্য করা গেলে বা না গেলেও যত মূলধন রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার বৃদ্ধি হইলে সেই বৃদ্ধির সংবাদ এবং মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হইলে কোন প্রকারে সমুয়কারীদের রেজিষ্টরী করা সংখ্যার বৃদ্ধির সংবাদ রেজিষ্টারকে দেওয়া যাইবে, অর্থাৎ যে নির্দ্ধারণক্রমে মূলধন বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রদান হয় সেই নির্দ্ধারণের তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে মূলধন বৃদ্ধির সংবাদ ও যে সময়ে সমুয়কারী গণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা স্থির হইয়াছে বা বৃদ্ধি করা গিয়াছে সেই সময়াবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে সমুয়কারীদের সংখ্যার বৃদ্ধির সংবাদ দেওয়া যাইবে; এবং মূলধন বা সমুয়কারীদের সংখ্যা যে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা রেজিষ্ট্রার অগোণে লিপিবদ্ধ করিবেন।

যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ঐ সংবাদ না দেওয়া যায় তবে যত দিন ঐ সংবাদ দিবার ত্রুটি হয় তাহার প্রতি দিনের নিমিত্ত দোষী কোম্পানির একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, এবং কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই দোষ করিবার অনুমতি দেন বা সেই দোষ করিতে দেন তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

রেজিষ্টরে অশুদ্ধ কথা লিখিলে বা লেখ্য না লিখিলে তাহার প্রতিকারের কথা।

৫৮ ধারা। কোন ব্যক্তির নাম যদি প্রতারণাপূর্ব্বক বা অপ্রচুর কারণে এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির সমুয়কারীদের রেজিষ্টরে লেখা যায় কিম্বা অলিখিত থাকে অথবা কোম্পানিভুক্ত কোন ব্যক্তির অংশিত্ব রহিত হইলে যদি সেই কথা রেজিষ্টরে না লেখা যায় বা অনাবশ্যকমতে লিখিবার বিলম্ব হয়, তবে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে জিলায় বা স্থানে থাকে তথাকার প্রধান যে আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন হন সেই আদালতে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সমুয়কারী বা কোম্পানির কোন সমুয়কারী কিম্বা সেই কোম্পানি ঐ রেজিষ্টর সংশোধন করণার্থ আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন; তাহাতে আদালত প্রার্থকের দেয় ব্যয় সুদ্ধ খারিজ ভিন্ন সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা প্রার্থকের প্রার্থনা ন্যায্যমতে ন্যায্য জ্ঞান করিলে ঐ রেজিষ্টর সংশোধনের আজ্ঞা করিয়া কোম্পানিকে ঐ প্রার্থনা ঘটিত সমস্ত ব্যয় শোধ ও অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তির যে কোন ক্ষতি হইয়া থাকে সেই ক্ষতিপূরণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারানুযায়ী কোন কার্য্য করণ কালে ঐ বিবাদের এক পক্ষীয় ব্যক্তির নাম রেজিষ্টরে লেখাইবার কিম্বা রেজিষ্টরে অলিখিত হইবার স্বত্ব বিষয়ের বিবাদ দুই বা তদধিক জন সমুয়কারীর বা স্বয়ং ব্যক্ত সমুয়কারীর মধ্যে অথবা সমুয়কারীদের বা স্বয়ং ব্যক্ত সমুয়কারীদের ও ঐ কোম্পানির মধ্যে হইলে এবং কোম্পানির পক্ষে কোন ত্রুটি থাকিলে বা না থাকিলেও,

আদালত সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং রেজিষ্টর সংশোধনার্থ সাধারণতঃ যে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করা আবশ্যক বা বিহিত হয় তাহা আদালত ঐ বিবাদের বিচার করণ কালে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। যদি আইন ঘটিত কোন বিবাদ উত্থাপিত হয় তবে আদালত সেই বিবাদ আদ্যদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও তদুপরি দেওয়ানী আদালতের কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের বিধিমতে আপীল হইতে পারিবে।

রেজিষ্ট্রারকে রেজিষ্টর সংশোধনের সংবাদ দিবার কথা।

৫৯ ধারা। এই আইনে যে কোম্পানির সমুদয় কারিগণের নামাবলি রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হইল যদি তৎসম্পর্কীয় রেজিষ্টর সংশোধনের কোন আজ্ঞা হয় তবে আদালত সেই আজ্ঞাক্রমে রেজিষ্ট্রারকে ঐ সংশোধন কার্য্যের উপযুক্ত সংবাদ দিবার আদেশ করিবেন।

ঐ রেজিষ্টর প্রমাণ স্বরূপ হইবার কথা।

৬০ ধারা। এই আইন ক্রমে রেজিষ্টরে যে কোন কথা লিখিবার আদেশ হয় বা লেখাইবার ক্ষমতা দেওয়া যায় প্রথম দৃষ্টে সম্প্রযকারিদের রেজিষ্টর সেই কথার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্প্রযকারিদের দায় বিষয়ক বিধি।

কোম্পানির বর্ত্তমান ও ভূতকালীন সম্প্রযকারীদের দায়ের কথা।

৬১ ধারা। যদি এই আইনমতে স্থাপিত কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিতে হয় তবে ঐ কোম্পানির ঋণ ও দায় এবং কর্ম্ম বন্ধ করিবার সকল খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় পরিশোধে ও ঋণ দাতাদের পরস্পর স্বত্ব নিষ্পত্তি নিমিত্ত যত টাকার প্রয়োজন তৎ পরিশোধে ঐ কোম্পানির বর্ত্তমান ও ভূতকালীন প্রত্যেক সম্প্রযকারী পশ্চাল্লিখিত নিয়ম মানিয়া ঐ কোম্পানির স্থিতে প্রচুর টাকা দান করিবার দায়ী হইবেন, অর্থাৎ

(ক) যদি কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক বৎসর বা তদধিক কাল ভূতকালীন কোন সম্প্রযকারীর অংশিত্ব রহিত হইয়া থাকে তবে তিনি সেই কোম্পানির স্থিত বৃদ্ধনার্থ টাকার দায়ী হইবেন না।

(খ) ভূতকালীন কোন সম্প্রযকারীর অংশিত্ব যে সময়ে রহিত হয় সেই সময়ের পরে ঐ কোম্পানির যে কোন ঋণ বা দায় বর্ত্তে তৎসম্পর্কে ঐ ভূতকালীন সম্প্রযকারী টাকা দিবার দায়ী হইবেন না।

(গ) এই আইন অনুসারে সম্প্রযকারীদের যত টাকা দিতে হয় তাহা বর্ত্তমান সম্প্রযকারীরা দিতে অক্ষম নহেন আদালতের এমত হৃদ্বোধ না হইলে ভূতকালীন সম্প্রযকারীরা ঐ কোম্পানির স্থিত বৃদ্ধনার্থে দায়ী হইবেন না।

(ঘ) কোম্পানি অংশক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে, বর্ত্তমান বা ভূতকালীন সম্প্রযকারী স্বরূপ যেব্যক্তির কোন অংশের কোন টাকা অদত্ত থাকে কোন সম্প্রযকারীকে সেই অদত্ত টাকার অধিক দিবার আদেশ হইবে না।

(ঙ) কোম্পানি প্রতিভাবাক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে সংসৃষ্টিপত্রে কোন সম্প্রযকারির পক্ষে যত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা হইয়াছে তাঁহাকে তদধিক দিবার আদেশ হইবে না।

(চ) কোন বিমা বা অন্য চুক্তিপত্র লিখিত যে বিধানক্রমে সেই বিমা বা অন্য চুক্তির উপর কোম্পানিভুক্ত ব্যক্তিদের দায় নিবদ্ধ থাকে, কিম্বা যে বিধানক্রমে সেই বিমা বা চুক্তিপত্র সম্পর্কে সেই কোম্পানির মূলধন মাত্র দায়ী করা যায়, সেই বিধান এই আইনের কোন কথাক্রমে অসিদ্ধ হইবে না।

(ছ) কোম্পানির কোন সম্প্রযকারী এবং সম্প্রযকারি ভিন্ন অন্য কোন উত্তমর্ণ কোন ঋণ প্রাপণার্থে প্রতিযোগী হইলে, সেই কোম্পানির নিকট ডিবিডেণ্ড বা লভ্য স্বরূপে বা প্রকারান্তরে ঐ সম্প্রযকারীর যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা তাঁহার নিকট কোম্পানির দেয় ঋণ বলিয়া জ্ঞান হইবে না। কিন্তু ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করণান্তিপ্রায়ে সেই টাকা গণনীয় হইতে পারিবে।

১ ব্যাখ্যা।—ভূতকালীন সম্প্রযকারীদের দায় এই প্রকার যে কোম্পানির সাধারণ স্থিতে তাঁহাদের অংশমত অর্থদান করিতে হয়। উক্ত স্থিতের প্রতিকূলে, উত্তমর্ণগণ যে কোন সময়ে ঋণদান করিয়া থাকুন, তাঁহাদের সমান স্বত্ব আছে।

২ ব্যাখ্যা।—ভূতকালীন কোন সম্প্রযকারী যে ঋণের টাকা দিবার দায়ী, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণকালে ঐ ঋণের উপর যে সকল ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় তাহা বাদ দিতে হইবে।

অসীমাবদ্ধ দায় যুক্ত ডাইরেক্টরের দায়ের কথা।

৬২ ধারা। সীমাবদ্ধ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে অসীমাবদ্ধ দায়যুক্ত কোন ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হইবে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বধারায় নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।—

(ক) পশ্চাল্লিখিত বিধানের নিয়মাধীনে, ভূতকালীন বা বর্ত্তমান উক্তরূপ কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ সামান্য সম্প্রযকারী স্বরূপ যদি তাঁহার অর্থদান করিবার দায় থাকে তদতিরিক্ত, উক্ত কর্ম্ম বন্ধকরণ কার্য্যারম্ভের তারিখে তিনি অসীমাবদ্ধ কোন কোম্পানির সম্প্রযকারী থাকিলে তাঁহার যে অর্থদান করিতে হইত, তিনি সেই অর্থদান করিবার দায়ী হইবেন।

(খ) ঐ কর্ম্মবন্ধ করণ কার্য্যারম্ভের এক বৎসর বা তদধিককাল পূর্ব্বে যাঁহার পদ গিয়াছে এরূপ কোন ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হইবে, তাহা কোম্পানির সামান্য সম্প্রযকারী স্বরূপ তিনি কোন টাকা দিবার দায়ী হইলে যে টাকা দিবার দায়ী হন তদধিক হইবে না।

(গ) কোন ভূতকালীন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ যে সময়ে পদ ত্যাগ করেন সেই সময়ের পর কোম্পানির প্রতি যে ঋণ বা দায় বর্ত্তে তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হইবে, তাহা কোম্পানির সামান্য সম্প্রযকারী স্বরূপ তিনি কোন টাকা দিবার দায়ী হইলে যে টাকা দিবার দায়ী হন তদধিক হইবে না।

(ঘ) কোম্পানির বিধানের নিয়মাধীনে, কোন ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হয়, তাহা কোম্পানির সামান্য সম্প্রযকারী স্বরূপ তিনি কোন টাকা দিবার দায়ী হইলে যে টাকা

দিবার দায়ী হন তদধিক হইবে না। কিন্তু কোম্পানির ঋণ ও দায় পরিশোধার্থ ও কর্ম্ম বন্ধ করণের ব্যয় ও পারিশ্রমিক ও খরচের টাকা দিবার নিমিত্ত যদি আদালত অর্থদান করিবার আদেশ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে অধিক অর্থদান করিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির ও সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ ও নিরূপণ করণের বিধি।

উত্তমর্ণদের রক্ষার্থ বিধি।

কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ের কথা।

৬৩ ধারা। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানির রেজিষ্টরীকরা কার্য্যালয় থাকিবে সেই কার্য্যালয়ে সকল পত্র ও জ্ঞাপন পত্রাদি প্রেরিত হইবে। যদি এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি তদ্রূপ কার্য্যালয় না করিয়া কর্ম্ম করেন, তবে যত দিন তদ্রূপে কর্ম্ম করেন তাহার দিন প্রতি সেই কোম্পানির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে হয় তাহার সংবাদ দিবার কথা।

৬৪ ধারা। সেই রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে থাকে তাহার সংবাদ এবং কোন সময়ে স্থানের পরিবর্ত্তন হইলে তাহার সংবাদ রেজিষ্ট্রারকে দিতে হইবে। তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। সেই সংবাদ যতকাল না দেওয়া যায় ততকাল ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় থাকা সম্পর্কীয় এই আইনের বিধান মতে কর্ম্ম করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে না।

সীমাবদ্ধ কোম্পানির নাম প্রকাশ করণের কথা।

৬৫ ধারা। এই আইন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ প্রত্যেক কোম্পানির দায় অংশক্রমে কি প্রতিভূতাক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে সেই কোম্পানির কর্ম্ম যে প্রত্যেক কার্য্যালয়ে কি স্থানে নির্ব্বাহ হয় তাহার বহির্ভাগে ঐ কোম্পানি রং দিয়া ইংরাজি ভাষার সুপাঠ্য অক্ষরে সুপ্রকাশ স্থানে স্বীয় নাম লিখিবেন কি লটকাইবেন এবং লিখিয়া কি লটকাইয়া রাখিবেন। যদি সেই রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার সাধারণ ক্ষমতাপন্ন হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যের সীমার বহির্ভূত কোন প্রদেশে থাকে তবে সেই প্রদেশে যে২ ভাষা প্রচলিত তন্মধ্যে কোন ভাষায় ঐ নাম লিখিয়া লটকাইবেন, ও আপন মোহরে সেই ২ ভাষায় সুপাঠ্য অক্ষরে স্বীয় নাম খোদাইবেন এবং সেই কোম্পানির সকল জ্ঞাপনপত্রে ও ঘোষণাপত্রে ও কর্ম্ম সম্পর্কীয় অন্য প্রকাশ্যপত্রে ও যে সকল বিল অফ একসচেঞ্জে ও হুণ্ডীতে ও প্রমিসরী নোটে ও পৃষ্ঠলিপিতে ও চ্যাকে এবং টাকা কি মালের যে সকল আজ্ঞাপত্রে ঐ কোম্পানির দ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে স্বাক্ষর হইবার মত দেখায় তাহাতে এবং ঐ কোম্পানির সকল পুলিন্দা প্রভৃতির বিলে ও ইন্‌বাইসে ও রসীদে ও প্রত্যয় পত্রে ঐ কোম্পানি সেই২ ভাষায় সুপাঠ্য অক্ষরে স্বীয় নাম লেখাইবেন।

নাম প্রকাশ না করণের দণ্ডের কথা।

৬৬ ধারা। যদি এই আইন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি এই আইনের আদেশমত আপনার নাম রং দিয়া না লেখেন কি না লটকান এবং রং দিয়া লেখাইয়া কি লটকাইয়া না রাখেন তবে স্বীয় নাম রং দিয়া না লিখিবার কি না লটকাইবার নিমিত্ত ঐ কোম্পানির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে। এবং সেই নাম যত দিন তদ্রূপে না রাখা যায় কি রং দিয়া লেখা কি লটকান না যায় তাহার দিন প্রতি সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষের অনুমতি দেন কি ঐ দোষ হইতে দেন, তিনিও সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেন।

যদি ঐ কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর, কি কার্য্যাধ্যক্ষ কি কার্য্যকারক কিম্বা ঐ কোম্পানির পক্ষে কোন ব্যক্তি ঐ কোম্পানির মোহর বলিয়া কোন মোহর ব্যবহার করেন কি করিবার অনুমতি দেন, অথচ তাহাতে সেই কোম্পানির নাম পূর্ব্বোক্ত মতে খোদিত না থাকে, অথবা ঐ কোম্পানির কোন জ্ঞাপনপত্র কি ঘোষণাপত্র কি কর্ম্ম সম্পর্কীয় অন্য প্রকাশ্যপত্র প্রচলিত করেন কি প্রচলিত হওনের অনুমতি দেন কিম্বা কোন বিল অফ একস্‌চেঞ্জ কি হুণ্ডী কি প্রমিসরী নোট কি পৃষ্ঠলিপি কি চ্যাক কিম্বা টাকার কি মালের আজ্ঞাপত্র ঐ কোম্পানির পক্ষে স্বাক্ষর করেন কি স্বাক্ষর করিবার অনুমতি দেন অথবা ঐ কোম্পানির কোন পুলিন্দার বিল কি ইনবাইস কি রসীদ কি প্রত্যয়পত্র দেন কি দিবার অনুমতি দেন, অথচ তাহাতে সেই কোম্পানির নাম পূর্ব্বোক্তমতে উল্লিখিত না হয়, তবে তাঁহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে এবং কোম্পানি সেই বিল অফ একস্‌চেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরী নোটের কি চ্যাকের কিম্বা টাকার কি মালের আজ্ঞাপত্রের টাকা রীতিমত না দিলে, তিনিই সেই হুণ্ডীপ্রভৃতি ধারীর নিকট স্বয়ং ঐ টাকার দায়ী হইবেন।

চুক্তি বিষয়ক বিধি।

চুক্তি পত্র যেরূপে করা উচিত তাহার কথা।

৬৭ ধারা। এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির পক্ষে চুক্তি পশ্চাল্লিখিতমতে করা যাইতে পারিবে, যথা।

(ক) সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে হইলে যে চুক্তি আইন অনুসারে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, ও ইংলণ্ডীয় আইনমতে করা গেলে, যাহা মোহরাঙ্কিত করা প্রয়োজন সেইরূপ চুক্তি কোম্পানির পক্ষে লিপিবদ্ধ হইয়া ঐ কোম্পানির সাধারণ মোহরে অঙ্কিত হইবে ও তাহা তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত কি নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

(খ) সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে হইলে যে চুক্তি আইনক্রমে লিপিবদ্ধ হওয়া এবং তদনন্তর উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত হওয়া প্রয়োজন তাহা কোম্পানির পক্ষে লিপিবদ্ধ হওয়া ঐ কোম্পানির স্পষ্ট বা আনুষঙ্গিক ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে পারিবে ও সেই চুক্তি তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত বা নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

(গ) সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে যে চুক্তি লিপিবদ্ধ না হইয়া কেবল বাচনিক হইলে আইনমতে সিদ্ধ হয় সেইরূপ চুক্তি কোম্পানির স্পষ্ট বা আনুষঙ্গিক ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ কোম্পানির পক্ষে কেবল বচন ক্রমে হইতে পারিবে ও সেই চুক্তি তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত বা নিষ্পন্ন হইতে পারিবে। এবং এই ধারার লিখিত বিধানানুসারে যে সকল চুক্তি করা যায়

তাহা আইনক্রমে সিদ্ধ হইবে এবং কোম্পানি ও তাহা-দের পশ্চাৎ পদধারীগণ ও তদলম্বি অন্য সকল ব্যক্তি ও স্থল বিশেষে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী বা অছি বা ধনাধ্যক্ষগণ তাহাতে আবদ্ধ থাকিবেন।

বন্ধকের রেজিষ্টরি করণের কথা।

৬৮ ধারা। এই আইন অনুযায়ী দায়ের সীমাবদ্ধ প্রত্যেক কোম্পানির সম্পত্তির উপর যে সকল বন্ধক ও দায় বিশেষরূপে বর্ত্তে ঐ কোম্পানি সেই সকল বন্ধকের ও দায়ের রেজিষ্টর রাখিবেন এবং প্রত্যেক বন্ধকের বা দায়ের সম্পর্কে বন্ধকীকৃত বা দায়-গ্রস্ত সম্পত্তির সংক্ষেপ বর্ণনা ও যত দায় বর্ত্তে এবং বন্ধক গ্রহীতাদের বা যে ব্যক্তিরা ঐ দায় জন্য টাকা প্রাপ্তির স্বত্ববান্ তাঁহাদের নাম সেই রেজিষ্টরে লেখা হইবে।

যদি কোম্পানির কোন সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া যায় বা দায়গ্রস্ত হয়, ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কথা রেজিষ্টরে লেখা না যায়, তবে ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা অন্য কার্য্যকারক জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কথা না লিখনের অনুমতি দেন বা অলিখিত থাকিতে দেন তাহার পাঁচশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

এই ধারায় বন্ধকের যে রেজিষ্টর করিবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই রেজিষ্টর কোম্পানির কোন উত্তমর্ণ বা সমুরকারী উপযুক্ত কোন সময়ে দৃষ্টি করিতে পারিবে না। যদি তাহা দৃষ্টি করিবার অনুমতি না দেওয়া যায় তবে সেই কোম্পানির যে কোন কার্য্যকারক অনুমতি না দেন এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যা-ধ্যক্ষ সেই অননুমতির ক্ষমতা দেন কিম্বা জ্ঞান ও ইচ্ছা-পূর্ব্বক সেই অননুমতি হইতে দেন তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, তদতিরিক্ত সেই অননুমতি যত দিন হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি তাঁহার বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

এই ধারাক্রমে কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানির উপর যে কর্ত্তব্যতার অর্পিত হয় হাই কোর্ট বা তাহার কোন জজ আজ্ঞাদ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কর্ত্তব্য পালন করাইতে পারেন এবং উপরি লিখিত দণ্ডের অতিরিক্ত আজ্ঞার দ্বারা বল-পূর্ব্বক অবিলম্বে ঐ রেজিষ্টর দেখাইয়া দেওয়াইতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারামতে বন্ধক বা দায় রেজিষ্টরী-করা না গেলে তাহা অসিদ্ধ হয় না, কিন্তু কোম্পানির কার্য্যকারকেরা ঐরূপে যাহার রেজিষ্টরী করা হয় নাই বিশেষমতে কোম্পানির সম্পত্তি সংক্রান্ত এরূপ কোন বন্ধক বা দায় সম্বন্ধে উক্ত কার্য্যকারকস্বরূপ কোন লাভ পাইতে পারিবেন না।

কোনং কোম্পানির তফসীলের নির্দিষ্ট বর্ণনা প্রকাশ করিতে হইবার কথা।

৬৯ ধারা। এই আইন অনুযায়ী দায়ের সীমাবদ্ধ প্রত্যেক ব্যাঙ্কিং কোম্পানি ও প্রত্যেক ইনসুরেন্স কোম্পা-পানি (অর্থাৎ বিমাপত্রের বণিক সমবায়) ও ডিপজিট ও প্রবিডেন্ট ও বেনিফিট সোসাইটি (অর্থাৎ সাধারণ লোকদের টাকা গচ্ছিত ও রক্ষা করিবার ও পরোপকার করিবার সমাজ) কার্য্যারম্ভ করণের পূর্ব্বে এবং যে প্রত্যেক বৎসর কর্ম্ম চালায় সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সোমবারে ও আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবারে এই আইনের প্রথম তফসীলের D চিহ্নিত পাঠে কিম্বা গতিক বিবেচনায় যে পর্য্যন্ত হয় সেই পর্য্যন্ত সেই পাঠানুসারে এক বর্ণনাপত্র লিখিবেন এবং ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ের ও যে প্রত্যেক শাখা কার্য্যালয়ের বা স্থানে ঐ কোম্পানির কর্ম্ম চলে তথাকার কোন প্রকাশ স্থানে ঐ বর্ণনাপত্রের প্রতি-লিপি লট্‌কান যাইবে।

যদি এই ধারার বিধানানুযায়ী কর্ম্ম না হয় তবে যত দিন দোষ হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পা-নির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষের অনুমতি দেন বা তাহা হইতে দেন তাঁহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

এই ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন কোম্পানির প্রত্যেক সমুর-কারী ও প্রত্যেক উত্তমর্ণ আট আনার অনধিক মূল্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাপত্রের প্রতিলিপি পাইতে পারিবেন।

রেজিষ্ট্রারের নিকট ডাইরেক্টরদের নামাবলী প্রেরণ করিবার কথা।

৭০ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে প্রত্যেক কোম্পা-নির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় সেই কোম্পানি আপনা-দের রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে আপনাদের ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষদের নাম ও বাসস্থান ও ব্যবসায়ের রেজিষ্টর রাখিবেন ও ঐ রেজিষ্টরের প্রতিলিপি জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইবেন, এবং ঐ ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষদের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে রেজিষ্ট্রারকে সময়েং তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন।

কোন কোম্পানি ডাই-রেক্টরদের রেজিষ্টর না রাখিলে দণ্ডের কথা।

৭১ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে কোন কোম্পা-নির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় সেই কোম্পানি যদি ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষদের রেজিষ্টর না রাখেন কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে কর্ম্ম করিয়া ঐ রেজিষ্টরের প্রতি-লিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ না করেন কিম্বা ঐ ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষদের কোন পরিবর্ত্তন হইলে যদি রেজিষ্ট্রারকে তাহা জ্ঞাত না করেন, তবে সেই দোষী কোম্পানির সেই দোষ যত দিন হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরে-ক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষের অনুমতি দেন বা ঐ দোষ হইতে দেন তাহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

প্রমিসরি নোট ও বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও হুণ্ডীর কথা।

৭২ ধারা। যদি এই আইন অনুযায়ি কোম্পানির ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ কোম্পানির নামে কোন প্রমিসরি নোট বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডী করা যায়, বা স্বীকৃত হয়, বা পৃষ্ঠলিপিযুক্ত করা যায়, অথবা যদি কোম্পানির ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ কোম্পানির দ্বারা বা তৎপক্ষে বা তন্নিমিত্ত করা যায়,

বা স্বীকৃত হয় বা পৃষ্ঠলিপিযুক্ত করা যায়, তবে ঐ কোম্পানির পক্ষে তাহা করা গিয়াছে বা স্বীকৃত হইয়াছে বা পৃষ্ঠলিপিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

সপ্ত জনের ন্যূন সম্ভূয়কারী লইয়া কর্ম্ম করণের নিষেধের কথা ।

৭৩ ধারা । এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির সম্ভূয়কারীগণের সংখ্যা সাত জনের ন্যূন হইলে যদি সেই কোম্পানি সেই সংখ্যা তদ্রূপে ন্যূন হইলে পর ছয় মাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম চালান, তবে ঐ ছয় মাসের পর কর্ম্ম চালাইবার উক্ত সময়ে যাঁহারা ঐ কোম্পানির সম্ভূয়কারী ছিলেন এবং সপ্ত জনের ন্যূন ব্যক্তি লইয়া কর্ম্ম চলিতেছে জ্ঞাত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে ঐ কোম্পানির যত ঋণ হইয়াছে তৎসমুদয়ের নিমিত্ত ঐ সম্ভূয়কারীগণ প্রত্যেকে দায়ী হইবেন, এবং মোকদ্দমায় অন্য কোন সম্ভূয়কারিকে না ধরিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে ।

সম্ভূয়কারিদিগের রক্ষার্থ বিধি ।

কোম্পানির সাধারণ সভার ও বাকীর ফর্দ্দের কথা ।

৭৪ ধারা । এই আইন অনুযায়ি প্রত্যেক কোম্পানির সাধারণ সভা বৎসরে অন্যূন একবার হইবে ।

কোম্পানি রেজিষ্টরী করা গেলে পর বার মাসের মধ্যে বাকীর ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া জাইন্টষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং তৎ পরে প্রতি বৎসর অন্যূন একবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দাখিল করিবার সময়াবধি বার মাসের মধ্যে ঐ রূপ করিতে হইবে; এবং এই আইনের প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিলের পাঠে যেং দফা দৃষ্ট হয় সেইং দফামতে কিম্বা গতিক বিবেচনার সাধ্যমতে তদনুসারে ঐ বাকীর ফর্দ্দে কোম্পানির সম্পত্তির ও দায়ের সার বৃত্তান্ত লেখা যাইবে । তাহা পূর্ব্বে সাধারণ সভায় কোম্পানির সম্মুখে অর্পিত হইয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া চাই ।

বৎসরের মধ্যে অন্যূন একবার এক বা অধিক জন আডিটর কর্ত্তৃক কোম্পানির হিসাব দৃষ্ট হইয়া বাকীর ফর্দ্দের যাথার্থ্য নির্ণীত হইবে ।

এইধারার কোন বিধানমত কর্ম্ম না হইলে কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষ হইবার অনুমতি দেন বা ঐ দোষ হইতে দেন তাঁহার সহস্র টাকা দণ্ড হইতে পারিবে ।

সভাবিষয়ক বিধি ।

রেজিষ্টরী হইবার চারি মাস মধ্যে কোম্পানির সভাকরিতে হইবার কথা ।

৭৫ ধারা । এই আইন প্রচলিত হইবার পর এই আইন মতে যে প্রত্যেক কোম্পানি স্থাপিত হয় তাহার সংস্থষ্টিপত্র রেজিষ্টরী হইলে পর চারিমাসমধ্যে সেই কোম্পানির এক সাধারণ সভা করিতে হইবে; এবং ঐ সভা করা না গেলে ঐ চারিমাস অতীত হইবার পর যত দিন সভা করা না হয়, তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে; এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ এবং সংস্থষ্টিপত্রের যে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী জ্ঞান পূর্ব্বক ঐ দোষ হইবার অনুমতি দেন বা তাহা হইতে দেন তাঁহারও ঐ রূপ দণ্ড হইতে পারিবে ।

বিশেষ নির্দ্ধারণ ক্রমে বিধি পরিবর্ত্তনের ক্ষমতার কথা ।

৭৬ ধারা । এই আইন অনুসারে কিম্বা ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন অনুসারে স্থাপিত কোন কোম্পানি সাধারণ সভা করণপূর্ব্বক এই আইনের বিধান ও সংস্থষ্টি পত্র লিখিত নিয়ম বলবৎ রাখিয়া পশ্চাল্লিখিত প্রকারে সময়েং বিশেষ নির্দ্ধারণ করিয়া সংস্থষ্টির নিয়মপত্র লিখিত, কিম্বা প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিল কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিলে ঐ টেবিলের লিখিত ঐ কোম্পানির সকল বা কোন বিধান পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, কিম্বা কোম্পানির সকল বা কোন বিধান রহিত করণ পূর্ব্বক বা তদতিরিক্ত নূতন বিধান করিতে পারিবেন ।

তদ্রূপ বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে যে কোন বিধান করা যায়, তাহা আদৌ ঐ কোম্পানির সংস্থষ্টির নিয়মপত্রে লিখিত হইলে যাদৃশ সিদ্ধ হইত তাদৃশ সিদ্ধ জ্ঞান হইবে এবং তৎ পশ্চাৎ কোন বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে সেই প্রকারে পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত হইতে পারিবে ।

ডাইরেক্টরদের দায় অসীমাবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা ।

এই আইনমতে কিম্বা ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইনমতে স্থাপিত কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানি, উহার মূল বিধানক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণদ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধানক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে সময়েং আপন সংস্থষ্টিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টরদের বা কার্য্যাধ্যক্ষদের কিম্বা কর্ম্মকারি ডাইরেক্টরের দায় অসীমাবদ্ধ করিতে পারিবেন । প্রথমে সংস্থষ্টিপত্রে থাকিলে, যে রূপ সিদ্ধ হইত, ঐ বিশেষ নির্দ্ধারণ সেইরূপ সিদ্ধ হইবে, এবং ঐ নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার পর সংস্থষ্টিপত্রের যে প্রত্যেক প্রতিলিপি দেওয়া যায় ঐ নির্দ্ধারণের একখণ্ড তাহার অন্তর্ভূত করা যাইবে বা তৎসঙ্গে দেওয়া যাইবে ।

বিশেষ নির্দ্ধারণ এই কথার অর্থ ।

৭৭ ধারা । এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি কোন নির্দ্ধারণ প্রস্তাব করিবার অভিপ্রায় নির্দ্দেশ করিয়া সাধারণ সভা হইবার সম্বাদ উপযুক্তমতে প্রকাশ করিলে পর ঐ কোম্পানির যত সম্ভূয়কারী স্বয়ং কিম্বা (কোম্পানির বিধিক্রমে অনুপস্থিত ব্যক্তিরা অন্যদের দ্বারা মত জ্ঞাত করিতে পারিলে) অন্যদের দ্বারা উপস্থিত হইয়া কোম্পানির বিধিমতে মত জ্ঞাত করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহাদের অধিকাংশ অর্থাৎ চারিভাগের মধ্যে অন্যূন তিন ভাগ লোক যদি সেই নির্দ্ধারণে সম্মত হন এবং যে সভাতে সেই নির্দ্ধারণ প্রথমে করা যায় সেই সভা করিবার তারিখের পর চতুর্দ্দশ দিনের অন্যূন ও এক মাসের অনধিক কোন কালে সাধারণ সভা পুনশ্চ হইবার সংবাদ উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ হইলে সেই সভাতে যে সম্ভূয়কারীরা স্বয়ং বা অন্যের দ্বারা উপস্থিত হন ও কোম্পানির বিধানক্রমে অভিমত জ্ঞাত করিতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহাদের অধিকাংশ লোক দ্বারা যদি ঐ নির্দ্ধারণ দৃঢ়ীভূত হয় তবে সেই নির্দ্ধারণ বিশেষ নির্দ্ধারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

এই ধারায় লিখিত কোন সভায় যাহাদের যে অভিমত হয় তাহাদের সংখ্যা গ্রহণ—বিষয়ে যদি পাঁচ জনের অন্যূন সমুয়কারী দাওয়া না করেন তবে সেই নির্দ্ধারণের সপক্ষে বা বিপক্ষে যত ব্যক্তি অভিমত জ্ঞাত করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যায় বা হারের প্রমাণ বিনা "ঐ নির্দ্ধারণ গ্রাহ্য হইয়াছে" সভাপতির এই উক্তি ঐ নির্দ্ধারণ সর্ব্বসম্মত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

কোম্পানির বিধানে যদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কোন সভার সংবাদ তদ্রূপে দেওয়া গেলে ও সভা তদ্রূপে হইলে এই ধারার অভিপ্রায়ানুসারে সেই সভার উপযুক্তমতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে ও সভা উপযুক্তমতে হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

কোন প্রস্তাবের সপক্ষে যতজন অভিমত জ্ঞাত করেন যদি তাঁহাদের সংখ্যা গণনের দাওয়া হয় তবে এই ধারামতে অধিকাংশ গণনকালে কোম্পানির বিধানানুসারে প্রত্যেক অংশের অভিমতের যত অভিমতের তুল্য হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া গণনা করিতে হইবে।

৭৮ ধারা। যদি অভিমত জ্ঞাত করিবার বিধি না থাকে তবে একই ব্যক্তির একই অভিমত হইবে, এবং যদি সাধারণ সভা আহূত হইবার কোন বিধি না থাকে তবে এই আইনের প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিলে জ্ঞাপনপত্র বিলি করণের যে নিয়ম নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে সেই নিয়মানুসারে প্রত্যেক জন সমুয়কারীকে লিখনক্রমে সাত দিন পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া গেলে সভা উপযুক্তমতে আহ্বান হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

সভা করিবার বিধি না থাকিলে সেই স্থলের বিধান।

তদ্রূপ সভায় সমুয়কারীদের আহ্বানকারী কে হইবেন যদি এই বিষয়ের কোন বিধি না থাকে তবে পঞ্চজন সমুয়কারী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। তদ্রূপ সভায় কে আধিপত্য করিবেন যদি এই বিষয়ের কোন বিধি না থাকে তবে উপস্থিত সমুয়কারীগণ যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করেন তিনি সভাপতি হইতে সক্ষম হইবেন।

৭৯ ধারা। কোন কোম্পানি এই আইন অনুসারে যে বিশেষ নির্দ্ধারণ করেন তাহার প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়া জাইন্ট ষ্টক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

বিশেষ নির্দ্ধারণ রেজিষ্টরী করণের কথা।

নির্দ্ধারণ দৃঢ়ীভূত হইলে পর পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে যদি সেই প্রতিলিপি প্রেরিত না হয় তবে সেই পঞ্চদশ দিন অতীত হইয়া যত দিবস সেই প্রতিলিপি প্রেরণের বিলম্ব হয় তাঁহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ বিলম্বের অনুমতি দেন বা ঐ বিলম্ব হইতে দেন তাঁহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

৮০ ধারা। যদি সংস্থিতির নিয়ম রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তবে বিশেষ নির্দ্ধারণ হইলে পর সংস্থিতির যে প্রত্যেক নিয়মপত্র দেওয়া যায় তাহার প্রত্যেক প্রতিলিপিতে তৎকালীন বলবৎ তদ্রূপ নির্দ্ধারণের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট বা সংবদ্ধ হইবে। যদি সংস্থিতির কোন নিয়মপত্র রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তবে কোন সমুয়কারী বিশেষ নির্দ্ধারণের প্রতিলিপি প্রার্থনা করিয়া এক টাকা দিলে কিম্বা কোম্পানি তাহার ন্যূন যত নির্দ্ধার্য্য করেন তত দিলে ঐ নির্দ্ধারণের মুদ্রিত প্রতিলিপি তাহার নিকট প্রেরিত হইবে।

বিশেষ নির্দ্ধারণের প্রতিলিপির কথা।

যদি কোন কোম্পানি এই ধারার কিম্বা ৭৬ ধারার বিধানমতে কার্য্য না করেন তবে যে২ প্রতিলিপির সম্পর্কে সেই দোষ হয় তাহার প্রত্যেকের জন্য ঐ কোম্পানির বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে; এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই দোষ করিবার অনুমতি দেন বা সেই দোষ হইতে দেন তাঁহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

৮১ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি হস্তলিখিত আপনার সাধারণ মোহরাঙ্কিত লেখ্যক্রমে সাধারণমতে বা বিশেষ কোন ব্যাপার সম্বন্ধে ব্রিটিস ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে আপনাদের আটর্ণীস্বরূপে আপনাদের পক্ষে নিদর্শনপত্র সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন এবং কোম্পানির পক্ষে সেই আটর্ণীর স্বাক্ষরিত ও তাঁহার মোহরাঙ্কিত প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে ঐ কোম্পানি বদ্ধ হইবেন, ঐ কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত হইলে যাদৃশ ফল হইত, ঐ নিদর্শনপত্রের তাদৃশ ফল হইবে।

ভিন্ন দেশে নিদর্শনপত্র সম্পাদনের কথা।

৮২ ধারা। যদি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট নিম্নলিখিত প্রকারের প্রার্থনা হয় তবে ঐ গবর্ণমেন্ট এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কার্য্যব্যাপারের পরীক্ষা করণার্থ এবং ঐ গবর্ণমেন্ট যদ্রূপে আজ্ঞা করেন তদ্রূপে রিপোর্ট করণার্থ উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন এক বা অধিকজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। প্রার্থনা এই প্রকারে হইবে, যথা,

পরিদর্শকদিগের দ্বারা কোম্পানির ব্যাপার পরীক্ষিত হইবার কথা।

(ক) যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় এমত ব্যাঙ্কিং কিম্বা অন্য কোম্পানি হইলে সমুয়কারীদের মধ্যে যাঁহারা ঐ কোম্পানির তৎকালীন প্রদত্ত সমুদয় অংশের পঞ্চম ভাগের অন্যূন প্রাপ্ত হন তাঁহাদের সেই প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

(খ) যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত নয় এমত কোন কোম্পানি হইলে যাঁহারা তৎকালে কোম্পানির রেজিষ্টরে সমুয়কারীস্বরূপে লিখিত থাকেন তাঁহাদের সমুদয়ের পঞ্চমাংশের অন্যূন ব্যক্তির সেই প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

৮৩ ধারা। তদ্রূপ অনুসন্ধানের প্রার্থনা হইবার উপযুক্ত কারণ আছে এবং প্রার্থকেরা ঈর্ষাকৃষ্ট হইয়া সেই অনুসন্ধান কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই ইহা দেখাইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রমাণক্রমে প্রার্থনা প্রতিপোষিত হইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

পরিদর্শনের প্রার্থনা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপোষণের কথা।

আরো কোন পরিদর্শককে বা পরিদর্শকদিগকে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রার্থকেরা সেই অনুসন্ধানের ব্যয়-শোধের প্রতিভূ দেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আদেশও করিতে পারিবেন।

বহীদেখিবার কথা।

৮৪ ধারা। কোম্পানির সকল কার্য্যকারকের ও এজেণ্টের কর্ত্তব্য যে পরিদর্শ-দের দেখিবার নিমিত্ত আপনা-দের রক্ষিত বা ক্ষমতাধীন সমস্ত বহীও নিদর্শনপত্রদেখান।

কোন পরিদর্শক ঐ কোম্পানির কার্য্য বিষয়ে শপথ-ক্রমে সকল কার্য্যকারকের ও এজেণ্টের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন ও তদনুসারে শপথ করাইতে পারিবেন।

এই ধারার যে বহী বা নিদর্শনপত্র দেখাইবার আদেশ হইল তাহা যদি কোন কার্য্যকারক বা এজেণ্ট না দেখান কিম্বা কোম্পানির ব্যাপার বিষয়ক কোন প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে প্রত্যেক অপরাধহেতুক তাঁহার একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পরীক্ষার ফল সম্পর্কে ইতি কর্ত্তব্যতার কথা।

৮৫ ধারা। পরীক্ষা কার্য্য সমাপ্ত হইলে পরিদর্শকেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আপ-নাদের মত বিষয়ে রিপোর্ট করি-বেন। সেই রিপোর্ট স্থানীয়গবর্ণ-মেণ্টের আদেশানুসারে হস্তলিখিত বা মুদ্রিতহইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ রিপোর্টের এক প্রস্থ কোম্পা-নির রেজিস্টরী করা কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন এবং যে সত্ত্বকারীদের প্রার্থনামতে ঐ পরিদর্শনকার্য্য হইল তাঁহাদের আদেশমতে তাঁহাদিগকে কিম্বা তাঁহাদের এক বা অধিক জনকে অন্য প্রস্থ দেওয়া যাইবে।

পূর্ব্বোক্তরূপ পরীক্ষা কার্য্যে ও তৎসম্পর্কে যে টাকা ব্যয় হয় তাহা যে সত্ত্বকারীদের প্রার্থনামতে পরিদ-র্শকেরা নিযুক্ত হইলেন তাঁহারাই পরিশোধ করিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদ্দ্বারা কোম্পানির স্থিত হইতে ঐ ব্যয় শোধের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হই-লেন; তদনুসারে আজ্ঞা করিলে ঐ কোম্পানির স্থিত-হইতে ঐ ব্যয় শোধ হইবে।

কোম্পানির পরিদর্শক-দিগকে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতার কথা।

৮৬ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে আপনা-দের বিষয় ব্যাপারের পরী-ক্ষার্থ পরিদর্শকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ নিযুক্ত পরিদর্শকেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পরিদর্শকদের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হইবেন ও তত্তুল্য কার্য্যসম্পাদন করিবেন, বিশেষ এই যে তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট না করিয়া কোম্পা-নির সাধারণ সভায় যদ্রূপে ও যাহাদের নিকট রিপোর্ট করিতে আদেশ করেন তদ্রূপে তাহাদের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

উক্ত পরিদর্শকেরা কোন বহী বা নিদর্শনপত্র দেখাইতে আদেশ করিলে যদি ঐ কোম্পানির কার্য্য কারকেরা ও এজেণ্টেরা তাহা না দেখান কিম্বা তাঁহা-দের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে স্থানীয় গবর্ণ-মেণ্ট হইতে ঐ পরিদর্শকেরা নিযুক্ত হইলে ঐ কার্য্য-কারক প্রভৃতির যে দণ্ড হইতে পারিত তাঁহাদের সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

পরিদর্শকের রিপোর্ট প্রমাণস্বরূপ হইবার কথা।

৮৭ ধারা। এই আইনমতে যে পরিদর্শকেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা যে কোম্পানির কার্য্য-ব্যাপার পরীক্ষা করিয়াছেন সেই কোম্পানির মোহরক্রমে সত্যাকৃত ঐ পরিদর্শকদের রিপোর্টের প্রতিলিপি কোন মোকদ্দমায় ঐ রিপোর্টের লিখিত কোন কথা সম্পর্কে পরিদর্শকদের মতের প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

অনুষ্ঠানপত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন২ চুক্তিপত্রের তারিখ ও পক্ষদের নাম লিখিতে হইবার কথা।

৮৮ ধারা। কোম্পানি হইবার প্রত্যেক অনুষ্ঠান-পত্রে এবং কোন জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির অংশের স্বাক্ষর-কারী হইবার নিমিত্ত লোক আহ্বান করিবার প্রত্যেক বিজ্ঞাপন পত্রে, ঐ অনুষ্ঠানপত্র বা বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার পূর্ব্বে ডাইরেক্টরদের বা কোম্পানির দ্বারা গ্রাহ্য হইবার নিয়মাধীনে বা প্রকারা-ন্তরে ঐ কোম্পানি বা তাহার অনুষ্ঠানকারী বা ডাইরে-ক্টর বা ন্যাসধারীগণ আইনমতে প্রবল করা যায় এরূপ যে কোন চুক্তি করিয়া থাকেন এবং যৎক্রমে কোন ব্যক্তি ঐ কোম্পানির অংশী হইবেন কিম্বা ইহা নির্ণয় করণার্থ যুক্তিসিদ্ধ প্রবৃত্তি পাইতে পারেন, সেই চুক্তির তারিখ ও পক্ষদের নাম লিখিত হইবে; এবং কোন ব্যক্তি ঐরূপ চুক্তির সংবাদ না পাইয়া ঐ অনুষ্ঠানপত্রে বিশ্বাস করিয়া কোম্পানির অংশ গ্রহণ করিলে তৎ-সম্বন্ধে যে অনুষ্ঠানপত্রে বা বিজ্ঞাপনে ঐ২ কথা লেখা না থাকে তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক তৎপ্রচারকারী ঐ কোম্পা-নির অনুষ্ঠানকারী ও ডাইরেক্টর ও কার্য্যকারকদের পক্ষে প্রতারণাজনক বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

জ্ঞাপনপত্র বিষয়ক বিধি

কোম্পানির প্রতি জ্ঞাপনপত্র অর্পণের কথা।

৮৯ ধারা। কোম্পানির প্রতি যে কোন সমন বা জ্ঞাপনপত্র বা আজ্ঞাপত্র বা অন্যপত্র অর্পণ করিবার প্রয়ো-জন হয় তাহা তাঁহাদের রেজ-ষ্টরী করা কার্য্যালয়ে দিলে কিম্বা রেজিষ্টরীপত্রে ঐ কোম্পানির শিরোনামা দিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিলে ঐ কোম্পানির প্রতি অর্পণ হইতে পারিবে; এবং জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রারকে যে কোন জ্ঞাপনপত্র দিতে হয় তাহা রেজিষ্টরীপত্রে দিয়া তাঁহার নিকট ডাকযোগে পাঠাইলে কিম্বা তাঁহাকেই দিলে বা তাঁহার নিমিত্ত তদীয় কার্য্যালয়ে দিলে তাঁহার প্রতি অর্পণ হইতে পারিবে।

পত্র দ্বারা জ্ঞাপন পত্র প্রেরিত হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৯০ ধারা। কোম্পানির প্রতি কোন নিদর্শনপত্র ডাকযোগে অর্পণ করিতে হইলে যদি তাহা অর্পণের কোন সময় নির্দ্ধারিত হয়, তবে রীতিমতে পৌঁছিলে সেই সময়ের মধ্যেই পৌঁছিতে পারে এমত অবকাশ বিবেচনায় সেই পত্র ডাকে দিতে হইবে। এবং সেই পত্রে শিরোনামা; শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়া তাহা রেজিষ্টরীপত্রস্বরূপে ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে, ঐ পত্র অর্পিত হইবার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে।

কোম্পানির দ্বারা জ্ঞা-পনপত্র সত্যাকৃত হইবার কথা।

৯১ ধারা। যদি কোম্পানির দ্বারা কোন সমনের কি জ্ঞাপনপত্রের কি আজ্ঞা-পত্রের কি ব্যবহারঘটিত-পত্রের সত্যাকরণের প্রয়োজন হয়, তবে কোন ডাইরেক্টর কি সেক্রেটরী কিম্বা কোম্পানি হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য

সম্মতি পত্রানুসারে কার্য্য সম্পাদনের কথা।

৯৮ ধারা। এই আইন অনুসারে মধ্যস্থের প্রতি বিবাদ সমর্পণের যে কার্য্য কিম্বা যে সম্মতিপত্র করা যায় তাহার যে অংশ সময়ে এই আইন অনুসারে রহিত কি রূপান্তরিত হয় তদ্ভিন্ন তাহাতে উভয় পক্ষীয় কোম্পানি আবদ্ধ হইবে ও তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারিবে ও হইবে।

মধ্যস্থকে অর্পণের কথা।

৯৯ ধারা। যদি উভয় পক্ষীয় কোম্পানি সম্মত হন তবে একইজন মধ্যস্থের বিচারার্থে বিবাদ সমর্পিত হইবে।

দুই কি অধিকজন মধ্যস্থকে সমর্পণের কথা।

১০০ ধারা। উভয় পক্ষীয় কোম্পানি একইজন মধ্যস্থের বিচারার্থে বিবাদ সমর্পণ করিতে সম্মত না হইলে, বিবাদ সমর্পণের কার্য্য পশ্চাৎ লিখিতমতে করা যাইবে, অর্থাৎ

যদি দুই কোম্পানি বিবাদী হন, তবে দুইজন মধ্যস্থের বিচারার্থে বিবাদ সমর্পিত হইবে।

যদি তিন কি তদধিক কোম্পানি বিবাদী হন, তবে যত কোম্পানি বিবাদী, ততজন মধ্যস্থের প্রতি বিবাদার্পণ হইবে।

কোম্পানি কর্ত্তৃক মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০১ ধারা। যে স্থলে দুই কি তদধিকজন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে হইবে তথায় প্রত্যেক কোম্পানি আপনার সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে একজন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিয়া অন্য কোম্পানিকে কি কোম্পানিদিগকে লিখনক্রমে তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মধ্যস্থদিগের নিযুক্ত হইবার কথা।

১০২ ধারা। যে স্থলে দুই কি অধিক মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে হয় সে স্থলে কোন এক কোম্পানি অন্য কোম্পানির কি অন্য কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির স্থানে মধ্যস্থকে নিযুক্ত করণের আদেশপত্র প্রাপ্ত হইলে পর যদি চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে মধ্যস্থ নিযুক্ত না করেন, তবে উক্ত কোম্পানিদিগের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনা হইলে, মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবার ত্রুটিকারী কোম্পানির পরিবর্ত্তে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ নিযুক্ত মধ্যস্থ এই আইনের অভিপ্রায় সফল করণার্থে ঐ ত্রুটিকারী কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত মধ্যস্থ বলিয়া গণ্য হইবেন।

পদশূন্য হইলে কোম্পানির দ্বারা মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৩ ধারা। বিবাদীয় বিষয় দুই কি অধিক জন মধ্যস্থকে সমর্পিত হইলে, যদি তাঁহাদিগকে অর্পিত বিষয় নির্ণীত হইবার পূর্ব্বে কোন মধ্যস্থ মরেন কিম্বা কর্ম্ম করিতে অক্ষম কি অনুপযুক্ত হন কিম্বা ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত মধ্যস্থের কর্ম্ম না করেন, তবে যে কোম্পানি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলেন সেই কোম্পানি তাঁহার পদে আপনাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে অন্য মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবেন।

শূন্যপদে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৪ ধারা। তদ্রূপ মৃত্ত কি কার্য্য করণে অক্ষম কি অনুপযুক্ত কি ত্রুটিকারী ব্যক্তির স্থানে অন্য মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা যে কোম্পানির কর্ত্তব্য হয় সেই কোম্পানি অন্য কোম্পানির কি অন্য কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির দ্বারা আদিষ্ট হইলে পর যদি চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে অন্য মধ্যস্থকে নিযুক্ত না করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনামতে একজন মধ্যস্থ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তদ্রূপে নিযুক্ত মধ্যস্থ এই আইনের অভিপ্রায় সফল করণার্থে সেই ত্রুটিকারী কোম্পানির নিযুক্ত মধ্যস্থ বলিয়া গণ্য হইবেন।

মধ্যস্থের নিয়োগ অন্যথা হইতে না পারিবার কথা।

১০৫ ধারা। কোন মধ্যস্থ নিযুক্ত করা গেলে পর যে কোম্পানি তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন সেই কোম্পানি অন্য কোম্পানির কিম্বা অন্য প্রত্যেক কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে সম্মতি প্রাপ্ত না হইলে ঐ নিয়োগ অন্যথা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

মধ্যস্থদের দ্বারা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৬ ধারা। যদি দুই কি অধিক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা যায়, তবে তাঁহারা অর্পিত বিষয়ের বিচার করণের পূর্ব্বে আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপির দ্বারা অপক্ষপাতি ও সুযোগ্য ব্যক্তিকে আপনাদের প্রমাণ পুরুষ স্বরূপ নিযুক্ত করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৭ ধারা। কোন বিষয় মধ্যস্থদিগের বিচারার্থে অর্পিত হইলে যদি তাঁহারা সাত দিনের মধ্যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত না করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনামতে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ও তদ্রূপে যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হন, তিনি এই আইনের কার্য্যসাধনার্থে মধ্যস্থদিগের দ্বারা নিযুক্ত প্রমাণ পুরুষ জ্ঞান হইবে।

পদশূন্য হইলে মধ্যস্থদিগের দ্বারা প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৮ ধারা। দুই কি তদধিক জন মধ্যস্থ নিযুক্ত হইলে যদি তাঁহাদের বিচারার্থে সমর্পিত বিষয় নির্ণীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রমাণ পুরুষ মরেন কিম্বা অক্ষম কি অযোগ্য হন, কিম্বা ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত প্রমাণ পুরুষস্বরূপ কর্ম্ম না করেন, তবে মধ্যস্থেরা আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপি দ্বারা তাঁহার স্থানে অপক্ষপাতি ও সুযোগ্য ব্যক্তিকে আপনাদের প্রমাণ পুরুষস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন।

শূন্য পদে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৯ ধারা। মধ্যস্থেরা আপনাদের প্রমাণ পুরুষের মৃত্যুর কি অক্ষমতার কি অযোগ্যতার কি কর্ম্ম না করণের লিখিত সংবাদ প্রাপ্ত হইলে পর যদি সাত দিনের মধ্যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত না করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনামতে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তক্রূপে যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হন তিনি এই আইনের কার্য্যসাধনার্থে সেই ক্রটিকারী মধ্যস্থ কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রমাণ পুরুষ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

পশ্চাৎ নিযুক্ত মধ্যস্থ ও প্রমাণ পুরুষের ক্ষমতা পূর্ব্ব নিযুক্ত ব্যক্তিদের তুল্য হইবার কথা।

১১০ ধারা। পূর্ব্ব নিযুক্ত মধ্যস্থের পরিবর্ত্তে যিনি মধ্যস্থের পদে নিযুক্ত হন, ও পূর্ব্ব নিযুক্ত প্রমাণ পুরুষের পরিবর্ত্তে যিনি প্রমাণ পুরুষের পদে নিযুক্ত হন, তিনি পূর্ব্ব নিযুক্ত ব্যক্তির তুল্য শক্তি ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

প্রমাণ পুরুষের প্রতি বিবাদ অর্পণের কথা।

১১১ ধারা। দুই কি অধিক জন মধ্যস্থ থাকিলে যদি তাঁহারা কোম্পানিদের সম্মতি পত্রের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কিম্বা তক্রূপ সম্মতিপত্র না থাকিলে যদি তাঁহাদিগকে বিবাদ অর্পণের পর অব্যবহিত ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনাদের নির্ণয়ের বিষয়ে একমত না হন, তবে তাঁহাদের বিচারার্থে অর্পিত সেই বিষয়, কিম্বা তন্মধ্যে যে২ বিষয় তৎকালে নির্ণীত না হয় সেই২ বিষয় তাঁহাদের প্রমাণ পুরুষকে অর্পিত বলিয়া বুঝাইবে।

মধ্যস্থ প্রভৃতির বহী ইত্যাদি আনাইতে আজ্ঞা করিবার ও শপথ করাইবার ক্ষমতার কথা।

১১২ ধারা। ঐ২ কোম্পানির অধিকার কি ক্ষমতাগত যে কোন নিদর্শনপত্র কি প্রমাণ থাকে, কিম্বা ঐ২ কোম্পানি যাহা দর্শাইতে পারেন তন্মধ্যে ঐ মধ্যস্থ কি মধ্যস্থেরা কি প্রমাণ পুরুষ অর্পিত বিষয় নির্ণয় করণার্থে যাহা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং শপথ করাইয়া ঐ কোম্পানিদিগের সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও প্রয়োজনীয় শপথ করাইতে পারিবেন।

মধ্যস্থ স্বরূপ বিচারে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা। মধ্যস্থ ও মধ্যস্থগণ ও প্রমাণপুরুষ যেরূপ উচিত বোধ করেন তক্রূপ সেই অর্পিত বিষয়ের কার্য্যসম্পাদনে প্রবর্ত্ত হইবেন। কিন্তু যদি কোম্পানিরা সম্মত হইয়া নিয়মান্তর করেন তবে সেই নিয়ম প্রবল হইবে।

কোম্পানিদিগের অনুপস্থানেও বিচার চলিবার কথা।

১১৪ ধারা। মধ্যস্থ কি মধ্যস্থগণ কি প্রমাণপুরুষ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবা উচিত বোধ করিলে কোম্পানিদিগের কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবার সংবাদ দিয়া প্রত্যেক স্থলে সেই২ কোম্পানির কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির অবর্ত্তমানেও সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

অনেক নির্ণয়পত্র হইতে পারিবার কথা।

১১৫ ধারা। যদি মধ্যস্থ ও মধ্যস্থেরা ও প্রমাণ পুরুষ উচিত বোধ করেন, তবে তিনি কি তাঁহারা বিচারার্থে অর্পিত সমস্ত বিষয়ের একই নির্ণয়পত্র না করিয়া, অর্পিত বিষয়ের এক২ অংশের এক২ নির্ণয়পত্র করিতে পারিবেন।

বিবাদীয় বিষয়ের কোন অংশে তক্রূপে যে প্রত্যেক নির্ণয়পত্র করা যায়, তাহা যে সকল বিষয়ের প্রতি বর্ত্তে সেই সকল বিষয় সম্পর্কে ঐ নির্ণয়পত্রের উল্লিখিত কালের অর্থাৎ মধ্যস্থলীর সম্মতিপত্রে যে কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই কালের নিমিত্ত, অথবা যদি তক্রূপ কোন কাল নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে মধ্যস্থ আইনমতে যত কাল অবধারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন্ তত কালের নিমিত্ত দৃঢ়তর হইবে, ফলতঃ যে২ বিষয়ের উপর নির্ণয়পত্র হয় তদ্ভিন্ন যেন অন্য বিষয় নির্ণয়ার্থে অর্পিত হয় নাই এমতে দৃঢ়তর হইবে, এবং অর্পিত অন্য সকল কি কোন বিষয় তৎকালে কি তৎপরে নির্ণীত না হইলেও দৃঢ়তর হইবে।

উপযুক্ত সময়ে কৃত নির্ণয়পত্রের দ্বারা সকল পক্ষের আবদ্ধ হইবার কথা।

১১৬ ধারা। মধ্যস্থের কি মধ্যস্থদিগের কি প্রমাণপুরুষের নির্ণয়পত্র যদি তাঁহার কি তাঁহাদের স্বাক্ষরিত লিপিবদ্ধ হইয়া করা যায় এবং কোম্পানিরা সম্মতিপত্রে যে সময় অবধারণ করিয়াছিলেন সেই সময়ের মধ্যে কিম্বা তক্রূপ সম্মতিপত্র না হইলে বিবাদীয় বিষয় ঐ মধ্যস্থের বা মধ্যস্থদের বা প্রমাণ পুরুষের প্রতি অর্পিত হওনের পর অব্যবহিত ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি সেই নির্ণয়পত্র কোম্পানিদের প্রতি সমর্পণার্থে প্রস্তুত হয়, তবে সেই নির্ণয়পত্রে সকল কোম্পানি আবদ্ধ হইবেন ও তাহা সকল কোম্পানির পক্ষে সিদ্ধান্ত হইবে।

প্রমাণ পুরুষের নির্ণয়পত্র করিবার কাল বিস্তৃত করিবার ক্ষমতার কথা।

১১৭ ধারা। পরন্তু যে কালের মধ্যে প্রমাণ পুরুষের নির্ণয়পত্র করা যাইবে সেই কাল তিনি আপনার স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে সময়ে২ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। যদি ঐ নির্ণয়পত্র সেই বিস্তৃত কালের মধ্যে প্রস্তুত করা যায় ও সমর্পিত হইবার জন্য প্রস্তুত হয় তবে নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে হওয়ার ন্যায় সিদ্ধ ও সফল হইবে। কিন্তু যদি কোম্পানিরা নিয়মান্তরে সম্মত হন তবে তাহাই প্রবল হইবে।

রীতি ব্যতিক্রম হেতুক নির্ণয়পত্র অসিদ্ধ না হইবার কথা।

১১৮ ধারা। এই আইন অনুসারে মধ্যস্থলিক্রমে যে নির্ণয়পত্র করা যায় তাহা দাঁড়ার বা রীতির ব্যতিক্রম হেতুক অসিদ্ধ হইবে না।

নির্ণয়পত্র মান্য হইবার কথা।

১১৯ ধারা। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নির্ণয়পত্র ক্রমে ব্যবস্থামত যে সকল কার্য্য করিবার বা না করিবার বা হইতে দিবার আজ্ঞা হয় তাহা তদনুসারে করা বা না করা বা হইতে দেওয়া যাইবে। কিন্তু যে কোম্পানিরা এই আইন অনুযায়ী নির্ণয়পত্রক্রমে আবদ্ধ হন তাঁহারা সময়ে২ নিয়মান্তরে সম্মত হইলে তাহা প্রবল হইবে।

সম্মতিপত্র ও মধ্যস্থলি ও নির্ণয়পত্র সফল হইবার কথা।

১২০ ধারা। এই আইন অনুসারে যে সকল সম্মতিপত্র ও বিবাদার্পণ ও মধ্যস্থলি ও নির্ণয়পত্র করা যায় তাহা নানা আদালতের বিচারাধিপত্যক্রমে সেই২ আদালত কর্ত্তৃক ও নানা কোম্পানি কর্ত্তৃক ও প্রকারান্তরে সম্পূর্ণরূপে সফল করা যাইবে; এবং আদালত যে২ স্থলে উচিত বোধ করেন সেইস্থলে ঐ আদালত বা তাহার কোন বিচারপতি ঐ কোম্পানির বিপক্ষে বা তাঁহাদের

অধিক দেয় হয় এবং যদি সেই উত্তমর্ণ আপনার স্বাক্ষরিত দাবীপত্রক্রমে কোম্পানির দেয় সেই টাকা দিবার আদেশ করিয়া তাঁহাদের রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে ঐ পত্র রাখিয়া কোম্পানির প্রতি অর্পণ করেন এবং সেই দাবীপত্র অর্পিত হইলে পর তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোম্পানি ঐ টাকা না দেন কিম্বা উত্তমর্ণের সন্তোষজনকরূপে তাঁহার সেই টাকা পাইবার দৃঢ় নিয়ম কিম্বা তাহা দিবার চুক্তি না করেন।

(খ) কোন উত্তমর্ণ কোম্পানির নামে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে এবং কোন আদালতে উত্তমর্ণের পক্ষে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা হইয়া তৎ সম্পাদনপত্র বা অন্য আজ্ঞাপত্র প্রচার হইলে যদি সেই আজ্ঞানুযায়ী সমস্ত ঋণ বা তাহার কোন অংশ শোধ না হইয়া ঐপত্র প্রত্যানীত হয়।

(গ) কোম্পানি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম ইহা যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হয়।

আদালতশব্দের অর্থ।

১৩০ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডে "আদালত" এইং শব্দের ব্যবহার হইলে কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে থাকে সেই স্থানে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন যে প্রধান আদালত থাকে সেই আদালত বুঝাইবে। কিন্তু কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিতে হইলে তাহা কোর্ট ডাইরেকসন কিম্বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজ বা বোম্বাই রাজধানীর হাই কোর্ট কর্ত্তৃক কিম্বা পঞ্জাব দেশস্থ প্রধান আদালত কর্ত্তৃক বন্ধ হইবে, এই মর্ম্মের নিয়ম যদি কোম্পানির কার্য্য সম্পাদনের বিধানে থাকে তবে "আদালত" শব্দে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার বিচারাধিপত্য সম্পর্কে সেই হাই কোর্ট কিম্বা স্থল বিশেষে প্রধান আদালত বুঝাইবে।

"ঋণ" শব্দের অর্থ।

যে কোন কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে মনুষ্য জীবন সম্পর্কীয় বিমাপত্র দেন বা তৎক্রমে দায়ী হন কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে মনুষ্য জীবন সম্পর্কীয় বার্ষিক দেন সেই কোম্পানি না হইলে এই আইনের এই খণ্ডে "ঋণ" শব্দ ব্যবহৃত হইলে প্রকৃত পক্ষে যে ঋণ দেয় ও উত্তমর্ণ যাহা অবিলম্বে পাইবার দাওয়া করিতে পারেন সেই ঋণ বুঝাইবে। অতঃপর জীবনের বিমাপত্র দায়ী কোম্পানি বলিয়া অভিহিত ঐরূপ কোন কোম্পানি হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবহৃত "ঋণ" শব্দে বিমাপত্র ও বার্ষিক দানপত্র ও অন্য বর্ত্তমান চুক্তিক্রমে যে সম্ভাবিত বা ভাবী দায় থাকে তাহাও গণ্য হইবে।

কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রার্থনা পত্রদ্বারা করিবার কথা।

১৩১ ধারা। আদালতের নিকট এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার যে প্রার্থনা করা যাইবে তাহা আবেদনপত্রক্রমে হইবে এবং কোম্পানির দ্বারা কিম্বা কোম্পানির কোন এক বা অধিক উত্তমর্ণের দ্বারা কিম্বা ঋণ দাতা বা ঋণ দাতাদের দ্বারা কিম্বা উক্ত সকল বা কোন ব্যক্তি দ্বারা একত্র বা স্বতন্ত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আবেদনপত্রে এরূপ বৃত্তান্ত উল্লিখিত থাকিবে যাহার প্রমাণ হইলে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণের আজ্ঞা হইতে পারে। ঐরূপ আবেদনপত্রক্রমে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায় সেই আজ্ঞা উত্তমর্ণের ও ঋণদাতার একত্র আবেদনপত্রক্রমে হইবার ন্যায় কোম্পানির সকল উত্তমর্ণের ও সকল ঋণদাতার পক্ষে ফলবৎ হইবে।

জীবনের বিমাপত্র দায়ী কোম্পানি হইলে বিচারপতি খরচার নিমিত্ত যত টাকার জামিন দেওয়া উচিত বোধ করেন যাবৎ তাহা না দেওয়া হয় এবং যাবৎ বিচারপতির হৃদ্বোধমতে প্রথম দৃষ্টে যে কর্ম্ম সাবুদ না হয় তাবৎ আদালত দরখাস্ত শুনিবেন না; এবং যে স্থলে কোম্পানি মূলধনের যে টাকা দিবার আদেশ দিতে পারেন কিন্তু দেন নাই সেই টাকা যদি কোম্পানির দায়, ভবিষ্যৎ প্রিমিয়মের সহিত প্রত্যপেক্ষ বিনিযোজিত নিধিকে আনুমানিক দায়ের তুল্য করিয়া তুলিতে পারে, তবে মূলধনের যে টাকা দিবার আদেশ হয় নাই সেই টাকা বা তাহার যথাযোগ্য অংশ দিবার আদেশ হইবার নিমিত্ত যুক্তিসিদ্ধ সময় পাইবার আবেদনপত্র হইলে আদালত আর অধিক আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন; এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার প্রথম যে সময় দেওয়া যায় বা পরে যে সময়ের জন্য স্থগিত রাখা যায় সেই সময়ের অন্তে যদি মূলধনের টাকা দিবার আদেশ ক্রমে এত টাকা আদায় না হয় যাহা বিনিযোজিত নিধির সহিত দায়ের তুল্য হয়, তবে কোম্পানি ঋণশোধ করিতে অক্ষম বলিয়া প্রমাণ হইল যেরূপ হইত ঐ আবেদনপত্রের উপর সেইরূপ আজ্ঞা করা হইবে।

ব্যাখ্যা। –কোন কোম্পানির যে সম্পূর্ণ দায়ী মূলধনের যে টাকা দিবার আদেশ হয় তৎসম্বন্ধে বা অন্য পাওনা টাকা সম্বন্ধে কোম্পানির নিকট ঋণী থাকেন তিনি এই ধারার কোন কথাক্রমে আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না।

কর্ম্মবন্ধ করিবার আবেদনপত্র ঋণদাতা যে স্থলে দিতে পারিবেন না তাহার কথা।

১৩২ ধারা। কোম্পানির সভ্যসংখ্যা সাত জনের ন্যূন যদি না হয় কিম্বা এই আইনমতে কোম্পানির কোন ঋণদাতা যে অংশ সম্বন্ধে ঋণদাতা হন সেই অংশ বা তন্মধ্যে কতকগুলি যদি তাঁহাকে প্রথমে দেওয়া না হইয়া থাকে কিম্বা কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে আঠার মাস মধ্যে অন্যূন ছয়মাস কাল তিনি যদি তাহা প্রাপ্ত হইয়া আপন নামে রেজিষ্টরী করিয়া লইয়া না থাকেন কিম্বা পূর্ব্বতন অংশীর মৃত্যু হওয়াতে যদি তাহা তাঁহার প্রতি বর্ত্তিয়া না থাকে, তবে তিনি ঐ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আবেদনপত্র উপস্থিত করিতে সক্ষম হইবেন না।

কিন্তু ঋণদাতার বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে তাঁহার স্ত্রীর নামে কিম্বা উক্ত স্ত্রীর বা ঋণদাতার নিমিত্ত কোন নামধারী দ্বারা বা তাহার নামে উক্ত ছয়মাস কাল বা তাহার কিয়দংশ পর্য্যন্ত কোন অংশ ভোগ করা গেলে বা রেজিষ্টরী হইয়া থাকিলে ঐ অংশ এই ধারার কার্য্যপক্ষে উক্ত ঋণদাতার নামে ভোগ করা ও রেজিষ্টরী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

আদালত কর্ত্তৃক কর্ম্ম বন্ধ করণ আরম্ভের কথা।

১৩৩ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আবেদনপত্র যে সময়ে উপস্থিত করা যায় সেই সময়াবধি আদালত কর্ত্তৃক ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণ আরম্ভ হইল জ্ঞান হইবে।

১৩৪ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার আবেদনপত্র দেওয়া গেলেপর কোন সময়ে কার্য্য বন্ধ করিবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে আদালত কোম্পানির প্রার্থনামতে কিম্বা কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের কি ঋণদাতার প্রার্থনামতে, যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন এতত্‍ নিয়ম অবধারণপূর্ব্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোম্পানির নামে যে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য চলিতেছে তৎসম্পর্কীন কার্য্য স্থগিত হয়।

আদালতের নিষেধ আজ্ঞা করিবার কথা।

আরও তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে পর ও সংবিধায়কদিগকে প্রথমে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালত ঐ কোম্পানির সম্পত্তির ও সামগ্রীর রাজকীয় সংবিধায়ককে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১৩৫ ধারা। আদালত প্রার্থনাপত্র শ্রবণ করিয়া খরচার সহিত কি খরচা ব্যতিরেকে তাহা ডিস্‌মিস্‌ করিতে, অথবা নিয়ম সহিত কি নিয়ম ব্যতিরেকে বিবাদ শ্রবণের অন্যকাল নিরূপণ করিতে, এবং মধ্যকালীন কোন আজ্ঞা করিতে কি অন্য যে আজ্ঞা ন্যায় বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আদালতের ইতিকর্ত্তব্যের কথা।

১৩৬ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণের আজ্ঞা হইলে আদালতের অনুমতি ভিন্ন এবং আদালত যে কোন নিয়ম অবধারণ করেন তদ্ব্যতিরেকে ঐ কোম্পানির নামে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত কার্য্য চলিবে না অথবা আরম্ভ হইবে না।

কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা হইলে পর মোকদ্দমা স্থগিত হইবার কথা।

১৩৭ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইলে পর সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি জাইণ্ট ষ্টাক্‌ কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট কোম্পানির অগৌণে প্রেরণ করিতে হইবে। তিনি ঐ কোম্পানি সম্পর্কীয় আপন বহীতে ঐ আজ্ঞার সংক্ষেপ উক্তি লিখিবেন।

রেজিষ্ট্রারের নিকট আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণের কথা।

যে স্থলে কোম্পানির কার্য্য চলিতে থাকে সেইস্থল ভিন্ন উক্ত আজ্ঞা কোম্পানির চাকরদিগের সম্বন্ধে কর্ম্মচ্যুত হওনের বিজ্ঞাপনস্বরূপ জ্ঞান হইবে।

১৩৮ ধারা। কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ হইবার আজ্ঞা হইলে পর কোন সময়ে যদি কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের কি ঋণদাতার প্রার্থনা হয় এবং ঐ কর্ম্ম বন্ধকরণ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যবহার ঘটিত কার্য্য রহিত করা উচিত যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে এত কথার প্রমাণ হয়, তবে আদালত যে২ নিয়ম ও যে যে বিধান উপযুক্ত বোধ করেন সেই২ নিয়মানুসারে ও সেই২ বিধানাধীনে সম্যক্‌ প্রকারে কি কিয়ৎ কালের নিমিত্ত ঐ কার্য্য স্থগিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ব্যবহারঘটিত কার্য্য স্থগিত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৩৯ ধারা। যে কোম্পানির দায়ের সীমা প্রতিভাবাক্রমে বদ্ধ, অথচ যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত, যদি সেই কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা হয়, তবে অংশগত যে মূলধন তৎপূর্ব্বে দিবার আদেশ না হইয়াছে তাহা কোম্পানির স্থিতস্বরূপ জ্ঞান হইবে, এবং প্রত্যেক সংভূয়কারী যত অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎসম্পর্কীয় তৎকালীন অদত্তটাকা তাঁহার নিকট কোম্পানির প্রাপ্য ঋণস্বরূপ জ্ঞান হইবে, ও আদালত যে সময় নিরূপণ করেন ঐ টাকা সেই সময়ে দেয় হইবে।

প্রতিভাবাক্রমে দায়ে সীমাবদ্ধ কোম্পানির অংশগত মূলধনের পক্ষে সেই আজ্ঞার ফলের কথা।

১৪০ ধারা। কর্ম্মবন্ধকরণ সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে আদালত প্রচুর প্রমাণক্রমে উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের যে অভীষ্টের প্রমাণ পান, সেই অভীষ্টের প্রতি মনোযোগ করিতে পারিবেন; এবং যদি বিহিত বোধ করেন, তবে তাঁহাদের অভীষ্ট নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হইবার জন্য আদালতের আদেশানুসারে তাঁহাদের সভা আহূত হওনের ও সভাকরণের ও সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করণের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও আদালতের নিকটে ঐ সভার কার্য্যের ফল জানাইবার জন্য তদ্রূপ কোন সভার সভাপতির পদে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের অভীষ্ট প্রতি আদালতের প্রতীক্ষা করণের কথা।

উত্তমর্ণের অভীষ্ট গ্রহণ করিলে প্রত্যেক জনের যত ঋণ প্রাপ্য তাহা অবধান করিতে হইবে, এবং ঋণদাতাদের অভীষ্ট গ্রহণ করিলে কোম্পানির বিধানমতে প্রত্যেক ঋণদাতার প্রতি যত অভিমত দিবার ক্ষমতা অর্পিত হয়, তাহাতে মনোযোগ দিতে হইবে।

রাজকীয় সংবিধায়কদিগের বিধি।

১৪১ ধারা। কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য সম্পাদন ও তদ্বিষয়ে আদালতের সাহায্য করণার্থে, রাজকীয় সংবিধায়ক নামে কোন এক কি অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের নিয়োগের কথা।

আদালত যেমন বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে কিয়ৎকালের নিমিত্তে অথবা প্রকারান্তরে রাজকীয় সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে রাজকীয় সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করা যায়, তবে এই আইন দ্বারা রাজকীয় সংবিধায়ক কর্ত্তৃক যে কর্ম্ম সম্পাদনের আজ্ঞা হয় কি ক্ষমতা দেওয়া যায়, সেই কর্ম্ম ঐ সকল কি তন্মধ্যে কোন এক কি অধিক ব্যক্তির নিষ্পাদন করিতে হইবে আদালত উক্ত প্রত্যেক স্থলে তাহা প্রকাশ করিবেন।

রাজকীয় কোন সংবিধায়ক নিযুক্ত করণ কালে তাঁহার প্রতিভূ দিতে হইবে কি না এবং দিতে হইলে কীদৃশ প্রতিভূ দিবেন আদালত তাহাও নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন।

রাজকীয় কোন সংবিধায়ক নিযুক্ত না হইলে কিম্বা সেই পদ কোন সময়ে শূন্য হইলে যত কাল শূন্য থাকে ততকাল কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি আদালতের রক্ষিত জ্ঞান হইবে।

কোন রাজকীয় সংবিধায়কের হস্তস্থিত স্থিত সম্বন্ধে গ্রাহক (Receiver) নিযুক্ত হইবে না।

পদত্যাগ করণের ও অপসৃত হওনের ও শূন্য পদ পূর্ণ করণের ও পারিশ্রমিক দানের কথা।

১৪২ ধারা। রাজকীয় কোন সংবিধায়ক স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে, কিম্বা উপযুক্ত কোন কারণ দৃষ্ট হইলে আদালত কর্ত্তৃক অপসৃত হইতে পারিবেন। আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত সংবিধায়কের পদ কোন সময়ে শূন্য হইলে আদালত অন্য ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিবেন। আদালত শতকরা হারে কি প্রকারান্তরে যেরূপ নির্দ্ধার্য্য করেন, রাজকীয় সংবিধায়ক সেইরূপে বেতন কি পারিশ্রমিক পাইবেন। যদি দুইয়ের অধিক জন সংবিধায়ক নিযুক্ত হন, তবে আদালত যে নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করেন সেই নিয়মানুসারে ঐ পারিশ্রমিক তাঁহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

রাজকীয় সংবিধায়কের খ্যাতির ও কর্ম্মের কথা।

১৪৩ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক কি সংবিধায়কেরা স্ব২ নামানুসারে বর্ণিত হইবেন না কিন্তু যে বিশেষ কোম্পানির পক্ষে নিযুক্ত হন সেই কোম্পানির রাজকীয় সংবিধায়ক নামে খ্যাত হইবেন। যে সকল দ্রব্যে ও সম্পত্তিতে ও মোকদ্দমা ক্রমে প্রাপ্য সামগ্রীতে কোম্পানির স্বত্ব আছে কিম্বা থাকার মত দৃষ্ট হয় তিনি কি তাঁহারা সেই সকল সম্পত্ত্যাদি আপনার কি আপনাদের রক্ষণে কি তত্ত্বাবধানে লইবেন এবং আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্মশেষ করণ সম্পর্কীয় যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবধারিত হয় তাহা করিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের ক্ষমতার কথা।

১৪৪ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎলিখিত কার্য্য করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) কোম্পানির নামে ও সপক্ষে দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন মোকদ্দমা কি অভিযোগ কি ব্যবহার কি অন্য কার্য্য উপস্থিত করিতে কি তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবেন।

(খ) কোম্পানির কার্য্য লাভজনকরূপে বন্ধ করিবার জন্য যে পর্য্যন্ত আবশ্যক হয় সেই পর্য্যন্ত কোম্পানির কার্য্য চালাইতে পারিবেন।

(গ) কোম্পানির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের সহিত চুক্তির দ্বারা বিক্রয় করিতে পারিবেন, আরও কোন ব্যক্তি কি কোম্পানির নিকট সেই সমুদয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে কিম্বা খণ্ডে২ বিক্রয় করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(ঘ) কোম্পানির নামে ও সপক্ষে সকল কর্ম্ম করিবেন ও সকল লিপি ও রসীদ ও অন্য নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিবেন, ও তজ্জন্য আবশ্যক মত কোম্পানির মোহর ব্যবহার করিবেন।

(ঙ) কোন ঋণদাতা যোত্রহীন হইলে তাঁহার সম্পত্তি ঘটিত ডিবিডেণ্ডের প্রমাণ করিতে ও শ্রেণীবদ্ধ করিতে ও তাহার দাওয়া করিয়া আদায় করিতে পারিবেন এবং সেই যোত্রহীনতা ঘটিত বাকী টাকা সম্পর্কে ঐ যোত্রহীনের দেয় পৃথক ঋণ স্বরূপ ও অন্য স্বতন্ত্র ঋণদাতাদিগের সমান হার অনুসারে ডিবিডেণ্ড লইতে ও গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(চ) কোম্পানির নামে ও তাঁহার সপক্ষে বিল অফ একস্‌চেঞ্জ কি হুণ্ডী কি প্রমিসারি নোট আদায় ও স্বীকার ও সাধন করিতে ও তাহার পৃষ্ঠলিপি করিতে পারিবেন; এবং কোম্পানির স্থিত বন্ধক রাখিয়া সময়ে২ আবশ্যকমতে টাকা তুলিতে পারিবেন; এবং তদ্রূপ প্রত্যেক বিল অফ একস্‌চেঞ্জ কি হুণ্ডী কি প্রমিসরি নোট কোম্পানির সপক্ষে পূর্ব্বোক্ত মতে আদায় ও স্বীকার ও সাধন হইলে ও তাহার পৃষ্ঠলিপি করা গেলে ঐ কোম্পানির কার্য্যচলনক্রমে ঐ বিল অফ একস্‌চেঞ্জ কি হুণ্ডী কি নোট কোম্পানির দ্বারা কি তৎপক্ষে আদায় কি স্বীকার কি সাধন করণের কি পৃষ্ঠলিপি করণের যে ফল হইত ঐ কোম্পানির দায় সম্পর্কে উক্ত কার্য্যের তদ্রূপ ফল হইবে।

(ছ) যদি আবশ্যক হয় তবে, আপনার রাজকীয় খ্যাতি ক্রমে কোন মৃত ঋণদাতার ধনাধ্যক্ষতাপত্র গ্রহণ করিতে এবং ঋণ দাতার স্থানে কি তাঁহার সম্পত্তি হইতে কোন টাকা আদায় করণার্থ অন্য যে কর্ম্ম আবশ্যক হইলে ও কোম্পানির নামে সুবিধামতে করা যাইতে না পারে, তাহা আপনার রাজকীয় খ্যাতিক্রমে করিতে পারিবেন, এবং তিনি যে সকল স্থলে মৃত ঋণদাতার ধনাধ্যক্ষতাপত্র গ্রহণ করেন কিম্বা ঋণদাতার নিকট হইতে প্রাপ্য কোন টাকা আদায় করিবার জন্য আপনার রাজকীয় খ্যাতি ব্যবহার করেন সেই সকল স্থলে তিনি সেই পত্র গ্রহণ কি টাকা আদায় করিতে সক্ষম হন এই অভিপ্রায়ে ঐ টাকা সেই রাজকীয় সংবিধায়কেরই প্রাপ্য জ্ঞান হইবে। কিন্তু এই ধারার কোন কথাতে বঙ্গ ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের আড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনরলদিগের স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ক্ষমতার হ্রাস কি বৃদ্ধি হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(জ) কোম্পানির কার্য্য ব্যাপার বন্ধ করিবার ও অবশিষ্ট ধন বিলি করিবার জন্য যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক তাহা করিতে ও সম্পাদন করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের বিবেচাধীন কার্য্যের কথা।

১৪৫ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক আদালতের অনুমতি কি হস্তক্ষেপণ ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম, আদালত কোন আজ্ঞাক্রমে এমত বিধান করিতে পারিবেন, যদি রাজকীয় সংবিধায়ক কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তবে যে আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন সেই আজ্ঞাক্রমে তাঁহার সেই ক্ষমতার পরিমাণ ও সীমা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের আটর্ণী কি উকীল নিযুক্ত করিবার কথা।

১৪৬ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের সাহায্য করিবার জন্য আদালতের অনুমতিক্রমে আটর্ণী অথবা উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন। পরন্তু যদি রাজকীয় সংবিধায়ক আটর্ণী হন তবে তিনি, তাঁহার অংশীদারগণ বিশ্রমিক ব্যক্তিকে কার্য্য করিতে সম্মত না হইলে ঐ অংশীদারকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

আদালতের সাধারণ ক্ষমতার বিধি।

স্থিত আদায় ও প্রয়োগ করিবার কথা।

১৪৭ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করিলে পর আদালত যত শীঘ্র হয় তত শীঘ্র ঋণ দাতাদের নামাবলী স্থির করিবেন, এবং যদি এই আইন অনুসারে সংস্রবযুক্ত ব্যক্তিদের রেজিষ্টর সংশোধন করা আবশ্যক হয় তবে সেই সকল স্থলে সেই রেজিষ্টর সংশোধনও করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ আদেশ হইবার তারিখে কোম্পানির যে স্থিত ও দায় থাকে সেই ২ স্থিত সংগ্রহ করাইয়া সেই দায় পরিশোধার্থে তাহা প্রয়োগ করাইবেন।

স্থলাভিষিক্ত ঋণ দাতাদের বিষয়ে বিধানের কথা।

১৪৮ ধারা। ঋণদাতাদের নামাবলী স্থির করণকালে যাঁহারা স্বকীয় স্বত্বে ঋণদাতা হন ও যাঁহারা অন্যদের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ কি অন্যদের ঋণের দায়ী প্রযুক্ত ঋণদাতা হন আদালত ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা করিবেন।

সম্পত্তি অর্পণ করণের আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৪৯ ধারা। কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের আজ্ঞা হওনের পর কোন সময়ে ঋণদাতাদের তৎকালীন নামাবলীতে যে কোন ঋণদাতাদের নাম স্থির হইয়াছে তাঁহার কিম্বা কোম্পানির ট্রষ্টীর কি গ্রাহকের কি ব্যাঙ্করের কি এজেণ্টের কি কার্য্যকারকের নিকট তৎকালে যে টাকা কি বাকী টাকা কি বহী কি পত্রাদি কি সম্পত্তি কি সামগ্রী থাকে ও প্রথম দৃষ্টে যাহাতে কোম্পানির স্বত্ব আছে তাহা আদালত রাজকীয় সংবিধায়কের প্রতি কি তাঁহার হস্তে তৎক্ষণাৎ কিম্বা আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দান কি সমর্পণ কি যেথাক্রম প্রদান কি প্রতিদান কি হস্তান্তর করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ঋণদাতার ঋণশোধ করিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫০ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা হইলে পর কোন সময়ে আদালত ঋণদাতাদের নামাবলীতে তৎকালীন স্থিরীকৃত কোন ঋণদাতার প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, এই আইনের এই বন্ধ অনুসারে আদালত টাকা দিবার যে আজ্ঞা করিয়াছেন কি করিবেন তাহার বলে, তিনি কিম্বা তিনি যাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার সম্পত্তি যত ঋণ দান করিতে দায়ী তদ্ভিন্ন কোম্পানির নিকট তাঁহার যে টাকা দেনা হয় কিম্বা তিনি যাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার সম্পত্তি হইতে কোম্পানির যত টাকা প্রাপ্য হয় তাহা তিনি উক্ত আজ্ঞার নির্দ্দিষ্টমতে শোধ করেন।

আর ও যদি কোম্পানি সীমাবদ্ধ না হন তবে আদালত যে সময়ে সেই আজ্ঞা করেন সেই সময়ে ঐ ঋণদাতাকে এই অনুমতি দিতে পারিবেন যে ঐ কোম্পানির সঙ্গে স্বতন্ত্র কোন ব্যবসায় কি চুক্তিক্রমে তাঁহার যে টাকা প্রাপ্য হয় কিম্বা তিনি যাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার সম্পত্তির সম্বন্ধে যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা ঐ ঋণদাতা কোম্পানির প্রাপ্য টাকা হইতে বাদ দেন। কিন্তু কোম্পানির সমূহকারীস্বরূপে তাঁহার ডিবিডেণ্ড কি লভ্য জন্য যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা বাদ দিবেন না।

আরও সীমাবদ্ধ কি অসীমাবদ্ধ কোন কোম্পানির সকল উত্তমর্ণের টাকা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে পর, কোম্পানির স্থানে কোন ঋণদাতার যে কোন হিসাবে যে কোন টাকা প্রাপ্য হয়, তৎপশ্চাৎ টাকা দিবার কোন আদেশ হইলে সেই আদিষ্ট টাকা হইতে তাঁহার সেই প্রাপ্য টাকা বাদ দিবার অনুমতি হইতে পারিবে।

যদি কোম্পানি সীমাবদ্ধ না হয় তবে আদালত এই ধারা অনুসারে কোন ঋণদাতার সম্বন্ধে যেরূপ এক ঋণ দ্বারা অন্য ঋণ কর্ত্তনের আদেশ করিতে পারেন, কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানির কার্য্য বন্ধকরণ কালে আদালত উচিত বোধ করিলে, ঐ কোম্পানির অসীমাবদ্ধ দায়যুক্ত ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ সম্বন্ধে তদ্রূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

টাকা দিবার আদেশ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫১ ধারা। কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করিবার পর এবং কোম্পানির প্রচুর স্থিত আছে কি না ইহা নিশ্চয়মতে জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে কি পরে আদালত ঐ কোম্পানির ঋণ ও দায় পরিশোধ এবং তাহার কর্ম্ম বন্ধ করিবার খরচ ও ব্যয় ও পারিশ্রমিক পরিশোধার্থে ও পরস্পর ঋণ দাতাদের স্বত্বের নিষ্পত্তি করণার্থে যত টাকা প্রয়োজন জ্ঞান করেন, ঋণদাতাদের নামাবলীতে যে সকল ঋণদাতার নাম তৎকালে অবধারিত থাকে তাহাদের সকলকে কি কোন ২ ব্যক্তিকে আপনাদের দায় পর্য্যন্ত সেই সমস্ত কি তন্মধ্যে কতক টাকা দিবার আদেশ ও আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যৎকালে তাহা করুন তৎকালে যে ঋণদাতা দিগকে টাকা দিবার আদেশ হয় তাহাদের কোন ব্যক্তিদের দেয় অংশের সমুদয় কিম্বা কোন ভাগ না ও দিবার সম্ভাবনা, আদালত ইহাও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

ব্যাঙ্কে টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫২ ধারা। আদালত ঋণদাতার প্রতি, কিম্বা ক্রেতা কি অন্য যাঁহার স্থানে কোম্পানির টাকা প্রাপ্য থাকে তাঁহার প্রতি, রাজকীয় সম্বিধায়ককে ঐ টাকা না দিয়া ঐ রাজকীয় সম্বিধায়কের নামে জমা করণার্থে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে কিম্বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে কি বোম্বাই ব্যাঙ্কে কিম্বা সেই২ ব্যাঙ্কের কোন শাখা ব্যাঙ্কে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং রাজকীয় সম্বিধায়ককে টাকা দিবার আজ্ঞা হইলে যে প্রকারে প্রবল করা যায়, উক্ত আজ্ঞাও তদ্রূপে প্রবল করা যাইতে পারিবে।

আদালত কর্ত্তৃক হিসাব রাখিবার বিধান হইবার কথা।

১৫৩ ধারা। যখন আদালতের দ্বারা কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা যায়, তখন বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে কি মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে কি বোম্বাই ব্যাঙ্কে কি সেই ব্যাঙ্কের কোন শাখা ব্যাঙ্কে নগদ টাকা ও বিল ও নোট ও অন্য সিকিউরিটী দেওয়া গেলে ও অর্পিত হইলে, ঐ টাকার ও অন্য দ্রব্যের হিসাব রাখিবার ও উক্ত টাকা প্রভৃতি দিবার ও সমর্পণ করিবার কিম্বা গচ্ছিত করিবার ও পরিশোধ দিবার ও প্রদান করিবার বিষয়ে আদালত যে আজ্ঞা ও বিধান করেন, উক্ত নগদ টাকা ও অন্য দ্রব্যের উপর সেই আজ্ঞা ও বিধান প্রবল হইবে।

প্রকারান্তরে পলায়ন করিতে কিম্বা আপনার কোন দ্রব্য বা সামগ্রী স্থানান্তর বা গোপন করিতে উদ্যত আছেন যদি এমত বিশ্বাস করিবার যুক্তিসিদ্ধ হেতুর প্রমাণ দেওয়া যায়, তবে আদালত সেই ঋণদাতাকে আবেধ করাইতে এবং তাঁহার খাতা ও কাগজপত্র ও টাকা ও টাকার নিদর্শন পত্র ও দ্রব্য ও সামগ্রী বন্ধ করাইতে এবং আদালত যত কালের আজ্ঞা করেন ততকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে এবং ঐ সকল খাতা প্রভৃতি নির্বিঘ্নে রাখাইতে পারিবেন।

আদালতের ঐ ক্ষমতা অন্যক্ষমতার অতিরিক্ত হইবার কথা।

১৬৫ ধারা। কোম্পানির কোন ঋণদাতার বা ঋণীর স্থানে কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি হইতে অংশ উপলক্ষে দেয় বা প্রাপ্য অন্য টাকা আদায়ের জন্য সেই ঋণদাতার কিম্বা তদীয় সম্পত্তির কিম্বা ঋণীর বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আদালতের এক্ষণে অন্য যে ক্ষমতা আছে আদালতের প্রতি এই আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা তাহার অতিরিক্ত জ্ঞান হইবে, প্রতিরোধী নয়।

আজ্ঞা বলবৎ করণের ও তদুপরি আপীলের বিধি।

আজ্ঞা বলবৎ করণের ক্ষমতার কথা।

১৬৬ ধারা। কোন আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় ঐ আদালতের ডিক্রী যে প্রকারে প্রবল করা যায় এই আইন অনুসারে ঐ আদালতের কৃত সকল আজ্ঞাও তদ্রূপে প্রবল করা যাইতে পারিবে।

কোন আদালতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা অন্য আদালত কর্তৃক প্রবল হইতে পারিবার কথা।

১৬৭ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালতের দ্বারা কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা কিম্বা বন্ধকরণ কার্য্য সম্পাদন কালে কোন আজ্ঞা হইলে ঐ আদালত যে স্থানে স্থাপিত আছে তদ্ভিন্ন ব্রিটিস ভারতবর্ষের অন্য স্থানে কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় থাকিলে ঐ কোম্পানি সম্পর্কে যে আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিত সেই আদালত সেই আজ্ঞা করিলে যদ্রূপে তাহা সফল করিতে পারিতেন তদ্দ্বারা আদিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত আদালতের আজ্ঞাও সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপে প্রবল করিতে পারিবেন।

অন্য আদালত কর্তৃক যে আজ্ঞা প্রবল করা যাইবে, তৎসম্পর্কীয় কার্য্যের নিয়মের কথা।

১৬৮ ধারা। যখন ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কোন আদালতের কোন আজ্ঞা বা ডিক্রী অন্য আদালত কর্তৃক প্রবল করিবার প্রয়োজন হয় তখন যে আদালত দ্বারা তাহা প্রবল করা যাইবে সেই আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট উক্ত আজ্ঞার বা ডিক্রীর সংসিত প্রতিলিপি উপস্থিত করিতে হইবে এবং ঐ আজ্ঞা বা ডিক্রী যে করা গিয়াছে ঐ সংসিত প্রতিলিপি উপস্থিত করণই ইহার যথোচিত প্রমাণ হইবে। তাহা হইলে ঐ শেষোক্ত আদালত আপনার আজ্ঞা বা ডিক্রী প্রবল করিবার জন্য যদ্রূপ কার্য্য করিতেন ঐ আজ্ঞা বা ডিক্রী প্রবল করিবার জন্যও সেই সমস্ত আবশ্যক কার্য্য করিবেন।

আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

১৬৯ ধারা। যে আদালত কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের আজ্ঞা করেন সেই আদালতের নিয়মিত ক্ষমতার অন্তর্গত মোকদ্দমায় কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি হইলে তাহার উপর যে প্রকারে ও যে নিয়মমতে ও যে নিয়মাধীনে আপীল হইতে পারে কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণ বিষয়ে সেই আদালত যে আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি করেন সেই প্রকারে ও সেই নিয়মমতে তাহার ও পুনঃ শ্রবণ ও তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে। পরন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনক্রমে আপীলের সংবাদ সামান্যতঃ যে প্রকারে দেওয়া যায় উক্ত যে আজ্ঞার উপর নালিশ হয় সেই আজ্ঞা হইবার পর তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি সেই প্রকারে পুনঃ শ্রবণ বা আপীল হইবার সংবাদ না দেওয়া যায় তবে সেই পুনঃ শ্রবণ বা আপীল হইতে পারিবে না। কিন্তু আপীল আদালত ঐ সময় বৃদ্ধি করিলে করিতে পারিবেন।

ধর্ম্মাধিকরণে কার্য্যকারকদের স্বাক্ষর স্বীকার হইবার কথা।

১৭০ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডক্রমে ব্যবহার ঘটিত যে সকল কার্য্য হয় তাহাতে প্রত্যেক আদালত ও বিচারপতি ও যাঁহারা বিচারকের কর্ম্ম করেন তাঁহারা এবং কোন আদালতের অন্য সকল বিচারকারী বা আমলা কর্ম্মচারী ও যাঁহারা কোন আদালতের পরওয়ানা প্রবল করণে নিযুক্ত তাঁহারা বিচার কার্য্য সম্পর্কে অন্য কোন আদালতের কোন কার্য্যকারকদের স্বাক্ষর গ্রাহ্য করিবেন এবং এই আইনের এই খণ্ডের বিধানক্রমে যে কোন লেখ্য প্রস্তুত বা প্রচারিত বা স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে বা যথোচিত আজ্ঞাক্রমে কৃত সেই লেখ্যের কোন প্রতিলিপিতে কোন আদালতের মোহর দেওয়া গেলে সেই মোহরও স্বীকার করিবেন।

স্বাক্ষর গ্রহণার্থে বিশেষ আমীনদিগের কথা।

১৭১ ধারা। যখন কোন কোম্পানির কার্য্য হাই কোর্ট হইতে বন্ধ করা যায় তখন জিলার আদালতের যে জজ সাহেবেরা হাই কোর্টের সামান্য অধিবেশনের স্থান হইতে ইংরাজি বিশমাইলের অধিক দূরস্থানে অধিবেশন করেন তাঁহারা এই আইনমতে সাক্ষ্য গ্রহণার্থ কমিশ্যনর অর্থাৎ আমীন হইবেন। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা বা ডিক্রী যে আদালত করিয়াছিলেন ঐ কমিশ্যনর সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের বহিভূ্ত হইলেও আমীন হইতে পারিবেন এবং যে কোন ব্যক্তি এতদ্দ্বারা আমীনের পদে নিযুক্ত হন হাই কোর্ট তাঁহার প্রতি এই আইনমতে কোন সাক্ষীর পরীক্ষার সমুদয় বা কোন অংশ অর্পণ করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রত্যেক আমীন জিলার আদালতের জজস্বরূপ আইনমতে সাক্ষীদিগকে সমন ও তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ ও লেখ্য উপস্থিত বা সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করণ এবং সাক্ষীদের অনুপস্থানের সংসিতপত্র দেওনের বা তাহাদের দণ্ডকরণের যে কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিতেন তদতিরিক্ত তিনি উক্ত প্রকারে আপনার প্রতি অর্পিত বিষয়ে সাক্ষীদিগকে সমন করণ ও তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে ও লেখ্য উপস্থিত

বা সমর্পণ করণের আজ্ঞা করণ ও সাক্ষীদের অনুপস্থিতির দণ্ড করণ ও সাক্ষীদিগকে খরচ ও প্রাতিশ্রমিক ও অনুমান করণ সম্পর্কে যে আদালত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করেন সেই আদালতের তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন; ও সেই আদালত যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপে ঐ গৃহীত পরীক্ষার রিটর্ন বা রিপোর্ট সেই আদালতের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষে বা গ্রেট ব্রিটনে বা আয়র্লণ্ডে বা ভিন্ন দেশে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের বা ব্যক্তির সম্মুখে আফিডেবিট প্রভৃতি শপথ করে হইতে পারিবার কথা।

১৭২ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডের বিধান মতে বা তৎকার্য্যের নিমিত্ত যে কোন আফিডেবিট বা দৃঢ়োক্তি বা প্রতিজ্ঞা করণের বা শপথ পূর্ব্বক করণের প্রয়োজন হয় তৎপক্ষে যদি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে বা গ্রেট ব্রিটনে বা আয়র্লণ্ডে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যাধীন ভিন্ন দেশান্তর্গত কোন উপনিবেশে বা দ্বীপে বা রক্ষ বাটিকায় বা স্থানে আইনমতে আফিডেবিট ও দৃঢ়োক্তি ও প্রতিজ্ঞা করাইবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের বা বিচারপতির বা ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের বহির্ভূত কোন ভিন্ন দেশে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন কন্সলের বা প্রতিনিধি কন্সলের সম্মুখে শপথ করা যায়, তবে এই আইনের এই খণ্ডের কার্য্য পক্ষে যে কোন আফিডেবিটে বা দৃঢ়োক্তিতে বা প্রতিজ্ঞায় কিম্বা অন্য লেখ্যে তদ্রূপ কোন আদালতের বা বিচারপতির বা ব্যক্তির বা কন্সলের বা প্রতিনিধি কন্সলের মোহর বা স্থূল বিশেষে ছাপা বা স্বাক্ষর অঙ্কিত বা সংযুক্ত বা লিখিত হয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল আদালত ও বিচারপতি ও জষ্টিস্ ও কমিশ্যনর ও অন্য যে ব্যক্তিরা বিচার সম্বন্ধীয় কার্য্য করেন তাঁহারা বিচার কালে সেই মোহর বা ছাপ বা স্বাক্ষর স্বীকার করিবেন।

কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

যে গতিকে কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ হইতে পারে তাহার কথা।

১৭৩ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোম্পানি পশ্চাৎ লিখিত গতিকে স্বীয় কর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) সংস্থিতির নিয়ম দ্বারা যদি কোম্পানির স্থায়িত্বের কোন সময় অবধারিত হয় তবে সেই সময় অতীত হইলে অথবা যদি সংস্থিতির নিয়মপত্রে কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে কোম্পানি বিলুপ্ত হইবার বিধান থাকে তবে সেই ঘটনা উপস্থিত হইলে যখন কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া কোম্পানির কার্য্য স্বেচ্ছামতে বন্ধ করিবার আদেশসূচক নির্দ্ধারণ করেন তখন।

(খ) যখন কোম্পানি স্বীয় কর্ম্ম স্বেচ্ছামতে বন্ধ করিবার আদেশসূচক বিশেষ নির্দ্ধারণ করেন তখন।

(গ) কোম্পানির বহুতর ঋণহেতুক তাহার কার্য্য চলন অসাধ্য ও কর্ম্ম বন্ধ করা উচিত কোম্পানির দ্বারা যদতে ইহার প্রমাণ হইয়াছে যখন কোম্পানি এই মর্ম্মসূচক অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ করেন তখন।

যদি কোন নির্দ্ধারণ পরবর্ত্তী কোন সভায় দৃঢ়ীভূত হইলে এই আইনের পূর্ব্ব ভাগের অর্থক্রমে বিশেষ নির্দ্ধারণ হয় তবে এই আইনের কার্য্য পক্ষে তাহাই অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের কথা।

১৭৪ ধারা। যে নির্দ্ধারণক্রমে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের ক্ষমতা দত্ত হয় সেই নির্দ্ধারণ হইবার সময় স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ জ্ঞান হইবে। বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে যে সময়ে ৭৭ ধারাক্রমে দৃঢ়ীকরণের নির্দ্ধারণ হয় সেই সময় কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ জ্ঞান হইবে।

কোম্পানির অবস্থা সম্পর্কে স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম বন্ধ করণের ফলের কথা।

১৭৫ ধারা। যখন কোম্পানির স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম বন্ধ হয় তখন সেই কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের তারিখ অবধি কর্ম্ম হিতজনকরূপে বন্ধ করণার্থ যে পর্য্যন্ত কর্ম্মের প্রয়োজন তদ্ভিন্ন কর্ম্ম রহিত হইবে; এবং তদ্রূপ কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের পর যে সকল অংশ সংবিধায়কদিগের নিকট বা তাহাদের সম্মতিক্রমে হস্তান্তরীকৃত হয় তদ্ভিন্ন অংশ হস্তান্তরকরণ কিম্বা কোম্পানির সভ্যবর্গদের অবস্থার পরিবর্ত্তন অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু কোম্পানির কার্য্য যাবৎ বন্ধ না হয় তাবৎ তাহার সমবেত অবস্থা ও সমবায়স্বরূপ তাহার সমস্ত ক্ষমতা প্রবল থাকিবে; যদিও কোম্পানির বিধানে প্রকারান্তরের বিধি থাকে তথাপি প্রবল থাকিবে।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের নির্দ্ধারণের সংবাদ দিবার কথা।

১৭৬ ধারা। কোন কোম্পানির স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম বন্ধ করণের কোন বিশেষ বা অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ হইলে পর স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে এবং কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে আছে সেই স্থানে যদি কোন সংবাদপত্র চলিত থাকে তবে সেই সংবাদপত্রে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ নির্দ্ধারণের সংবাদ দেওয়া যাইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের ফলের কথা।

১৭৭ ধারা। কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ হইলে নিম্নলিখিত ফল হইবে, অর্থাৎ,

(ক) কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ সময়ে কোম্পানির যে সকল দায় থাকে সমতাক্রমে সেই সকল দায় পরিশোধ জন্য কোম্পানির বিত্ত প্রয়োগ করা যাইবে এবং এই নিয়মাধীনে কোম্পানির বিধানমতে প্রকারান্তরের বিধি না থাকিলে কোম্পানির সভ্যবর্গদিগের স্বত্ব ও স্বার্থ অনুসারে তাহা তন্মধ্যে বণ্টন হইবে।

(খ) কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার ও বিত্ত বণ্টন করিবার জন্য সংবিধায়কদিগকে নিযুক্ত করা যাইবে।

(গ) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যে ব্যক্তিদিগকে বা যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাদিগকে বা তাঁহাকে সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের বা তাঁহার পারিশ্রমিকের নিয়ম করিবেন।

(ঘ) যদি কেবল একজন নিযুক্ত হন তবে এই আইনে অনেক সংবিধায়ক সম্পর্কীয় যে বিধান আছে তাহা তাঁহারও প্রতি বর্ত্তিবে।

(ঙ) সংবিধায়কদিগকে নিযুক্ত করা গেলে পর কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া কিম্বা সংবিধায়কেরা ডাইরেক্টরদের যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকিবার অনুমতি করেন তদ্ভিন্ন তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা রহিত হইবে।

(চ) যদি অনেক সংবিধায়ক নিযুক্ত করা যায় তবে তাঁহাদের নিয়োগ কালে যেরূপ নির্দ্ধারিত হয় তদনুসারে তাঁহাদের এক বা অধিক জন এই আইন

দ্বারা প্রদত্ত সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন। যদি তদ্রূপ নির্দ্ধারণ না করা যায় তবে ঐরূপ ব্যক্তিরা সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন।

(ছ) এই আইনক্রমে রাজকীয় সংবিধায়কদিগকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গেল পূর্ব্বোক্ত সংবিধায়কেরা আদালতের অনুমতি বিনা সেই সকল ক্ষমতামতে কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

(জ) এই আইনের পূর্ব্বভাগে আদালতের প্রতি কোম্পানির ঋণদাতার নামাবলী নির্ণয় করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, সংবিধায়কেরা সেই ক্ষমতা ধারণ ও কর্ম্ম করিতে পারিবেন, ও তাহাতে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা যায় তাঁহাদের প্রতি ঋণদাতার দায় আছে প্রথম দৃষ্টে তদ্রূপ নির্ণীত নামাবলী ইহার প্রমাণ হইবে।

(ঝ) কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের নির্দ্ধারণ হইলে পর এবং কোম্পানির স্থিতির প্রাচুর্য্য নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে কোন সময় সংবিধায়কেরা কোম্পানির ঋণ ও দায় পরিশোধার্থে এবং কর্ম্মবন্ধকরণের খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয়ের জন্য এবং ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্ব নিষ্পত্তি করণার্থে যত টাকা আবশ্যক বোধ করেন, ঋণদাতাদের নামাবলীতে যে ঋণদাতারা যে সময়ে অবধারিত থাকেন, তাঁহাদের সকলকে বা কোন ব্যক্তিকে আপন ২ দায়ের পরিমাণানুসারে ঐ টাকা দিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং যাঁহাদের প্রতি তদ্রূপ আদেশ করা যায় তাঁহাদের মধ্যে কোন ২ ব্যক্তির আপনাদের অংশের কতক কি সমুদয় দিবার ত্রুটি হইতে পারে, তদ্রূপ আদেশ করণ সময়ে ইহাও বিবেচনা করিবেন।

(ঞ) সংবিধায়কেরা কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করিবেন এবং ঋণদাতাদের পরস্পর যে স্বত্ব থাকে তাহাও নিষ্পত্তি করিবেন।

১৭৮ ধারা। প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয়, এমত কোম্পানির কার্য্য যে সময়ে স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যাইতেছে, সেই সময়ে মূলধনের অংশঘটিত যে টাকা দিবার আদেশ পূর্ব্বে না হয় তাহা কোম্পানির স্থিতের মধ্যে গণ্য হইয়া প্রত্যেক সভ্যকারীর যত অংশের উপর যত টাকা অদত্ত থাকে কোম্পানির নিকট তিনি তত টাকা পর্য্যন্ত ঋণী এইরূপ জ্ঞান হইবে এবং সংবিধায়কেরা যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ টাকা দেয় হইবে।

প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির অংশরূপ মূলধনের উপর কর্ম্ম বন্ধ করণের ফলের কথা।

১৭৯ ধারা। কোম্পানি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিতে উদ্যত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিবার সময়ে, অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ করিয়া উত্তমর্ণদের প্রতি কিম্বা উত্তমর্ণদের কোন কমিটীর প্রতি সংবিধায়কদিগকে কিম্বা তাহাদের কোন জনকে নিযুক্ত করিবার কিম্বা পূর্ব্ব নিযুক্ত সংবিধায়কের পদ শূন্য হইলে অন্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন; অথবা সংবিধায়কেরা যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন ও তাঁহারা সেই ক্ষমতানুসারে যদ্রূপ কার্য্য করিবেন কোম্পানি পূর্ব্বোক্তমত নির্দ্ধারণ করিয়া এতদ্বিষয়ের কোন নিয়ম করিতে পারিবেন।

সংবিধায়ক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা অন্যের প্রতি প্রদান করিতে কোম্পানির ক্ষমতার কথা।

উত্তমর্ণেরা সেই অর্পিত ক্ষমতানুসারে যে কোন ক্রিয়া করেন তাহা কোম্পানির কৃত কর্ম্মের ন্যায় ফলবৎ হইবে।

১৮০ ধারা। কোন কোম্পানি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিতে উদ্যত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিবার সময় উত্তমর্ণদের সঙ্গে যে কোন নিয়ম করেন সেই নিয়ম যদি অতিরিক্ত নির্দ্ধারণক্রমে অনুমোদিত হয়, তবে কোম্পানি তদ্দ্বারা আবদ্ধ হইবেন, এবং উত্তমর্ণদের সংখ্যা অনুসারে যদি তাঁহাদের চারি অংশের তিন অংশ লোক ঐ নিয়মে সম্মত হন তবে তাঁহারা ঐ নিয়মে আবদ্ধ হইবেন, কিন্তু পশ্চাৎ লিখিতমতে আপীল করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

যে স্থলে উত্তমর্ণেরা সেই নিয়মে না থাকে আবদ্ধ তাহার কথা।

১৮১ ধারা। যে কোম্পানি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উত্তমর্ণদের সহিত কোন নিয়ম করিয়া থাকেন সেই কোম্পানির কোন উত্তমর্ণ কি ঋণদাতা ঐ নিয়ম সম্পাদন হইবার তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ নিয়মের বিপক্ষে আদালতে আপীল করিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদালত যদ্রূপে ন্যায় বোধ করেন তদ্রূপে ঐ নিয়ম সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি দৃঢ় করিতে পারিবেন।

উত্তমর্ণ কি ঋণদাতার আপীল করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮২ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম যখন স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যাইতেছে তখন ঐ কর্ম্ম বন্ধকরণ সম্পর্কীয় কোন বিবাদীয় বিষয় উঠিলে, সংবিধায়কেরা কিম্বা কোম্পানির কোন ঋণদাতা তাহা নির্ণয় করিতে, কিম্বা কোম্পানির কর্ম্ম আদালত কর্ত্তৃক বন্ধ করা গেলে দেয় টাকা বলক্রমে আদায়করণ কিম্বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে আদালত যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিতেন, তৎসমুদয় কি তন্মধ্যে কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন ঐ প্রার্থনা মোশনক্রমে হইতে পারিবে, এবং আদালত কর্ত্তৃক ঐ বিবাদ নির্ণয় হওয়া কি প্রার্থিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য হওয়া আদালত ন্যায় ও হিতজনক জ্ঞান করিলে সেই আদালত যে শর্ত্ত ও নিয়ম উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই শর্ত্তে ও সেই নিয়মানুসারে সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ সেই প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন কিম্বা সেই প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়া অন্য যে আজ্ঞা কি ডিক্রী ন্যায় বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণ কালে সংবিধায়কদের কি ঋণদাতাদের আদালতে প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৩ ধারা। যখন কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করা যাইতেছে তখন বিশেষ বা অতিরিক্ত নির্দ্ধারণক্রমে কোম্পানির কোন অনুমতি পাইবার জন্য কিম্বা অন্য যে কার্য্য উচিত বোধ করেন তজ্জন্য সংবিধায়কেরা ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য চলন কালে সময়ে ২ কোম্পানির সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভা করিতে সংবিধায়কদের ক্ষমতার কথা।

যদি কর্ম্ম বন্ধ করিবার কার্য্য এক বৎসরের অধিক কাল চলে তবে প্রথম বৎসরের শেষে এবং কর্ম্ম বন্ধ করিবার প্রারম্ভাবধি ক্রমশঃ প্রতি বৎসরান্তে কিম্বা

উত্তমর্ণদের অভিমত আদালতের লক্ষ করিবার কথা ।

১৯৩ ধারা । কোম্পানির কর্ম্ম কেবল আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ করা যাইবে ইহা নির্ণয় করণকালে এবং এক কি অধিক অবসায়ককে নিযুক্ত করণ ও তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় অন্য সকল বিষয়ে আদালত উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের যে অভিপ্রায়ের উপযুক্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে পারিবেন, এবং সেই অভিপ্রায় নির্ণয় করণার্থে যদ্রূপে ও যে বিষয়ের আদেশ করেন ঐ উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের তদ্রূপে সভার আহ্বান ও উপবেশন হইবার ও সেই বিধান মতে কার্য্য হইবার আজ্ঞা করিবেন এবং তদ্রূপ কোন সভায় সভাপতির কর্ম্ম করিয়া আদালতের নিকটে ঐ সভার ফলের রিপোর্ট করণার্থে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ।

উত্তমর্ণেরা হইলে কোম্পানির স্থানে উত্তমর্ণদের প্রাপ্য ঋণের যে মূল্য তাহা বিবেচনীয় ; ঋণদাতারা হইলে কোম্পানির বিধানমতে প্রত্যেক ঋণদাতার অভিমত যত ব্যক্তির অভিমতের তুল্য তাহা বিবেচনীয় ।

তত্ত্বাধীনে কর্ম্মবন্ধ করণকালে অতিরিক্ত সম্বিধায়ককে আদালতের নিযুক্ত করিবার কথা ।

১৯৪ ধারা । যদি আদালত কর্ত্তৃক আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করিবার কোন আজ্ঞা হয় তবে আদালত সেই কি তৎপশ্চাৎ আজ্ঞাক্রমে এক জন অতিরিক্ত সম্বিধায়ককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ।

এবং আদালত কর্ত্তৃক তদ্রূপে নিযুক্ত সম্বিধায়ক কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত সম্বিধায়কের ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত ও তত্তুল্য বাধ্যতায় [illegible] হইবেন । ঐ তদ্রূপে নিযুক্ত কোন সংবিধায়ককে আদালত সময়েং অপসৃত করিতে পারিবেন ; ও ঐ অপসরণদ্বারা কিম্বা মৃত্যু দ্বারা কি ত্যাগ করণ দ্বারা যে পদ শূন্য হয় তাহাতে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ।

আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞার ফলের কথা ।

১৯৫ ধারা । যদি আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয় তবে সেই কর্ম্ম বন্ধ করিতে নিযুক্ত সংবিধায়ক কেবল আদালতের আজ্ঞাপিত নিষেধ মানিয়া কোম্পানির কার্য্য সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ হওয়ার ন্যায় আদালতের অনুমতি কি হস্তক্ষেপণ ভিন্ন আপনার ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন ।

পূর্ব্বোক্ত স্থল ভিন্ন আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণের যে আজ্ঞা আদালত কর্ত্তৃক করা যায় সেই আজ্ঞা মোকদ্দমা এবং ব্যবহারঘটিত অন্যং কার্য্য স্থগিত করণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের পক্ষে আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণার্থ আদালতের আজ্ঞা গণ্য হইবে এবং অংশ উপলক্ষে দেয় টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে কিম্বা সংবিধায়কদিগের সেই আজ্ঞা প্রবল করিতে এবং আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইলে আদালত অন্য যে সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিতেন, সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে সেই আজ্ঞা দ্বারা ঐ আদালতের প্রতি সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত হইবে ।

রাজকীয় সম্বিধায়কদিগের প্রতি কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে আদালত কোন কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন, এই অংশের বিধির অর্থ করণ কালে, যে সংবিধায়কেরা আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য করিতেছেন রাজকীয় সংবিধায়ক শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে ।

কোনং স্থলে স্বেচ্ছাধীন সংবিধায়কদিগকে রাজকীয় সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করিবার কথা ।

১৯৬ ধারা । যদি আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয় ও পশ্চাৎ কোম্পানির কর্ম্ম স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বন্ধ হইবার আজ্ঞাক্রমে যদি সেই আজ্ঞার অন্যথা হয়, তবে আদালত সেই শেষোক্ত আজ্ঞা কিম্বা তৎপশ্চাৎ কোন আজ্ঞাক্রমে সেই স্বেচ্ছাধীন সম্বিধায়কদিগকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কিয়ৎকালের কি চিরকালের নিমিত্ত এবং তাঁহাদের সঙ্গে অন্য ব্যক্তিদিগকে সংযোগ করিয়া কি না করিয়া রাজকীয় সম্বিধায়কের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ।

পরিশিষ্ট বিধি ।

কর্ম্ম বন্ধ করণের আরম্ভ হইলে পর হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ হইবার কথা ।

১৯৭ ধারা । আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি আদালতের তত্ত্বাধীনে যে সময়ে কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সেই সময়ে কোম্পানির সম্পত্তি হস্তান্তর করণের সমস্ত কার্য্য এবং কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ অবধি বন্ধ করণের আজ্ঞা হওয়ার কাল পর্য্যন্ত কোন সময়ে অংশের হস্তান্তরকরণ কি প্রত্যেক কার্য্য পরিবর্ত্তন করা যায় তাহা অসিদ্ধ হইবে, [illegible] অবস্থায় যে প্রকারান্তরের আজ্ঞা করিলে তাহা স্থির থাকিবে ।

কোম্পানির খাতা বহী প্রমাণ হইবার কথা ।

১৯৮ ধারা । কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য যৎকালে চলিতেছে তৎকালে কোম্পানির ও সম্বিধায়কদিগের সকল খাতা বহী ও হিসাব ও লেখ্যেতে লিপিবদ্ধ হওনের ন্যায় যেং বিষয় দেখা যায় দৃষ্টে ঐ কোম্পানির ধনদাতাদিগের পরস্পর সম্বন্ধে সেই পত্রাদি সেই সমস্ত বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ হইবে ।

কোম্পানির খাতা বহী ও হিসাব ও লেখ্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা ।

১৯৯ ধারা । এই আইনক্রমে কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ হইয়া সেই কোম্পানি বিলোপপ্রাপ্ত হইলে কোম্পানির ও সম্বিধায়কদিগের খাতা বহী ও হিসাব ও লেখ্য লইয়া পশ্চাৎ লিখিত কার্য্য হইবে । আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইলে আদালত যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপ, এবং যদি কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ হয় তবে সেই কোম্পানি অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ করিয়া যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপ কার্য্য হইবে ।

কিন্তু উক্ত প্রকারে বিলোপ হইবার তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর অতীত হইলে পর, যদি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা সেই খাতাবহী প্রভৃতিতে কোন স্বার্থের দাওয়া করেন এবং যদি সেই খাতাবহী ও হিসাব ও লেখ্য কিম্বা তন্মধ্যে কোন বহী কি পত্র পাওয়া যাইতে না

পারে, তবে ঐ পুস্তকাদি ঐ কোম্পানির কি সম্বিধায়কের কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির রক্ষণে ছিল তাঁহার প্রতি সেই কারণে কোন দায় বর্ত্তিবে না।

পুস্তকাদি পরিদর্শনের কথা।

২০০ ধারা। যদি আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করা যায়, তবে কোম্পানির উত্তমর্ণদের ও ঋণদাতাদের দ্বারা কোম্পানির বহী ও কাগজপত্র দৃষ্টি-করণার্থে আদালত যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন তাহা করিবেন; এবং উত্তমর্ণেরা কি ঋণদাতারা আদালতের আজ্ঞানুসারে কোম্পানির নিকট কোন বহী বা কাগজপত্রের পরিদর্শন করিতে পারিবেন, কিন্তু তদতিরেকে কি তদন্যথাকরণ পারিবেন না।

ঋণ শোধের সাধারণ বিধানের অনুমতি হইবার কথা।

২০১ ধারা। যদি কোম্পানির কার্য্য আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ করা যায়, তবে আদালতের অনুমতি ক্রমে কিম্বা যদি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যায়, তবে কোম্পানির অতিরিক্ত নির্দ্ধারণে দত্ত অনুমতিক্রমে, সম্বিধায়ক কোন শ্রেণীর উত্তমর্ণদের সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করিতে পারিবেন, কিম্বা উত্তমর্ণদের সঙ্গে কি যাঁহারা উত্তমর্ণ হওয়ার দাওয়া রাখেন তাঁহাদের সঙ্গে কিম্বা বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ যে কোন দাও রক্রমে কোম্পানির প্রতি কোন দায় বর্ত্তিতে পারে এমত দাওয়াকারিদের কি যাঁহারা আপনাদিগকে দাওয়াকারিস্বরূপ ব্যক্ত করেন তাঁহাদের সঙ্গে সম্বিধায়ক যে কোন প্রকারে রফা বা অন্য নিয়ম করা বিহিত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন।

রফা করিবার ক্ষমতার কথা।

২০২ ধারা। যদি কোম্পানির কার্য্য আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ করা যায়, তবে সম্বিধায়ক আদালতের অনুমতিক্রমে কিম্বা যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যায়, তবে কোম্পানির অতিরিক্ত নির্দ্ধারণে দত্ত অনুমতিক্রমে কোম্পানির ও কোন ঋণদাতার কিম্বা বাক্ত ঋণদাতার কিম্বা অন্য অধমর্ণের কিম্বা কোম্পানির নিকট দায়ের অনুভাবী কোন ব্যক্তির সঙ্গে অংশোপলক্ষে মুদ্রা দানের সকল আদেশের ও আদেশঘটিত দায়ের ও ঋণের এবং অন্য যে দায় পশ্চাৎ ঋণ হইতে পারে সেই দায়ের ও বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ যে সকল দাওয়া আছে বা যাহার সম্ভাঅনুমান হয় তাহার রফা এবং কোম্পানির স্থিতের বা কোম্পানির কার্য্য শেষ করণের সহিত যে সকল বিষয়ের কোন প্রকার সম্পর্ক থাকে বা ঘটিতে পারে তাহার যে নিয়ম সাধারণমতে উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে সেই নিয়মানুসারে রফা করিবেন এবং সম্বিধায়ককে ঐ ঋণ বা দায় পরিশোধ করিবার কোন প্রতিভূ লইবার এবং অংশোপলক্ষে মুদ্রা দানের উক্ত সকল বা কোন আদেশ বা ঋণ বা দায় সম্পর্কে নিষ্কৃতিপত্র দিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

রফার প্রস্তাব হইলে ঐ রফার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত আদালতের উত্তমর্ণ প্রভৃতির সভা করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২০৩ ধারা। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে বা তৎপরে যে কোম্পানির কর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে বা আদালতের দ্বারা বা আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ হইতেছে সেই কোম্পানির সহিত ঐ কোম্পানির উত্তমর্ণদের বা কোন শ্রেণীর উত্তমর্ণদের কোন রফা বা বন্দোবস্ত হইবার প্রস্তাব হইলে সরাসরীমতে কোন উত্তমর্ণের বা সম্বিধায়কের প্রার্থনাক্রমে ঐ ক্ষমতার অতিরিক্ত আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে আদালত যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে উক্ত উত্তমর্ণদের বা উক্ত শ্রেণীর উত্তমর্ণদের এক সভা আহ্বান করা যাইবে, এবং উক্ত উত্তমর্ণদের বা উক্ত শ্রেণীর উত্তমর্ণদের মধ্যে যাঁহারা স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা ঐ সভায় উপস্থিত থাকেন, মূল্যানুসারে তাঁহাদের চারিভাগের তিনভাগস্বরূপ অধিকাংশ ব্যক্তিরা যদি কোন বন্দোবস্তে বা রফায় সম্মত হন, তবে আদালত আজ্ঞাক্রমে অনুমতি করিলে ঐ বন্দোবস্ত বা রফা উক্ত সকল উত্তমর্ণদের অথবা স্থল বিশেষে উক্ত শ্রেণীর উত্তমর্ণদের এবং উক্ত কোম্পানির সম্বিধায়কের ও ঋণদাতাদের সম্বন্ধে বলবৎ হইবে।

কোম্পানির সম্পত্তি বিক্রয়ের মূল্যস্বরূপ অংশ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে সম্বিধায়কদের ক্ষমতার কথা।

২০৪ ধারা। যখন কোন কোম্পানির সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব হয় বা তাহার বন্ধকরণ কার্য্য চলিতেছে এবং সেই কোম্পানির সমুদয় কর্ম্ম বা সম্পদ বা তাহার কোন অংশ অন্য কোম্পানির নিকটে হস্তান্তর বা বিক্রয় করিবার প্রস্তাব হয়, তখন প্রথমোক্ত কোম্পানির সম্বিধায়কেরা যে কোম্পানি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন সেই কোম্পানির বিশেষ নির্দ্ধারণের বলক্রমে সাধারণ ক্ষমতা কিম্বা কোন বিশেষ নিয়ম সম্বন্ধে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ কোম্পানির সভ্যকারীদের মধ্যে বিলি করিবার জন্য ঐ অন্য কোম্পানির অংশ বা ডিবেঞ্চর বা পলিসী বা তদ্রূপ অন্য কোন স্বার্থ উক্ত প্রকারে হস্তান্তর বা বিক্রয় করণের মুদ্রা কিম্বা মূল্যের অংশস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিবেন, অথবা যে কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করা যাইতেছে তাহার সভ্যকারিগণ মুদ্রার বা অংশের বা ডিবেঞ্চরের বা পলিসীর বা তদ্রূপ অন্য স্বার্থের স্থলে বা তদতিরিক্ত ঐ ক্রয় করণেচ্ছু কোম্পানির প্রাপ্তির কোন অংশ কিম্বা অন্য কোন লভ্য যাহাতে পাইতে পারেন ঐ সম্বিধায়কেরা এমত নিয়ম করিতে পারিবেন।

সম্বিধায়কেরা এই ধারাক্রমে যে বিক্রয় বা যে কোন নিয়ম করেন যে কোম্পানির কার্য্য বন্ধ হইতেছে সেই কোম্পানির সভ্যকারীগণ তদ্দ্বারা অবশ্য আবদ্ধ হইবেন। পরন্তু উক্ত স্থলে এই বিধি মান্য করিতে হইবে যে, যে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইতেছে সেই কোম্পানি যে সময়ে বিশেষ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোন সভা করেন সেই সময়ে যদি ঐ কোম্পানির কোন সভ্যকারী ঐ বিশেষ নির্দ্ধারণের পক্ষে সম্মত না হইয়া তদ্রূপ কোন বিশেষ নির্দ্ধারণ বিষয়ে আপনার অসম্মতি লিখিয়া সম্বিধায়কদের বা তাঁহাদের কোন ব্যক্তির

ক্রোক ও আটক ও কার্য্যাধন নিষিদ্ধ হইবার কথা।

২১২ ধারা। আদালত দ্বারা কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোন কোম্পানির কর্ম্ম যৎকালে বন্ধ করা যাইতেছে, তৎকালে সেই কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের পর ঐ আদালতের অনুমতি বিনা কোম্পানির সম্পদের বা সামগ্রীর বিপক্ষে ক্রোক বা আটক বা ডিক্রী সাধনের যে কার্য্য করা যায় তাহা ব্যর্থ হইবে।

এই ধারার কোন কথা গবর্ণমেন্টের কার্য্যের প্রতি বর্ত্তিবে না।

প্রতারণাসহ অগ্রগণ্যতার কথা।

২১৩ ধারা। কোন এক জন বণিক কর্ত্তৃক বা তাঁহার বিপক্ষে কোন দ্রব্য হস্তান্তর করা গেলে বা বন্ধক দেওয়া গেলে বা সমর্পণ করা গেলে কিম্বা সম্পত্তি সম্পর্কে টাকা দেওয়া গেলে কিম্বা লেখ্য সম্পাদন বা অন্য কার্য্য করা গেলে পর সে ব্যক্তি যোত্রহীন হইলে যদি সেই কার্য্য ঐ বণিকের উত্তমর্ণদের অনুপযুক্ত বা প্রতারণাসহ অগ্রগণ্যতাক্রমে কৃত জ্ঞান হইত, তবে কোন কোম্পানি কর্ত্তৃক বা তদ্বিপক্ষে তদ্রূপ কার্য্য করা গেলে পর সেই কোম্পানির কার্য্য এই আইন অনুসারে বন্ধ হইলে ঐ কর্ম্ম ঐ কোম্পানির উত্তমর্ণদের অনুপযুক্ত বা প্রতারণাসহ অগ্রগণ্যতাক্রমে হইয়াছে জ্ঞান হইয়া তদনুসারে ব্যর্থ হইবে।

এই ধারার অভিপ্রায় সাধনার্থ আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিতে হইলে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের যে প্রার্থনা হয় এবং স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা গেলে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের যে নির্দ্ধারণ হয় তাহা সাধারণ কোন বণিকের যোত্রহীনতা করণের তুল্য জ্ঞান করা যাইবে; এবং এই আইনমতে স্থাপিত কোম্পানি আপন উত্তমর্ণদের লভ্যার্থে ট্রুষ্টীদের হস্তে আপনার সমস্ত সম্পদ ও সামগ্রী হস্তান্তর বা সমর্পণ করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে।

দোষী ডাইরেক্টরদের ও কার্য্যকারকদের উপর আদালতের ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করিবার ক্ষমতার কথা।

২১৪ ধারা। এই আইনমতে কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণ কালে যদি দৃষ্ট হয় যে ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা রাজকীয় বা অন্য সংবিধায়ক কিম্বা ঐ কোম্পানির কার্য্যকারক কোম্পানির কোন মুদ্রার অসদ্ব্যয় করিয়াছেন কিম্বা তাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন কিম্বা কোন টাকার নিমিত্ত ঋণী বা দায়ী হইয়াছেন কিম্বা কোম্পানি সম্পর্কীয় কোন অন্যায় কর্ম্মে বা বিশ্বাসঘাতকতা দোষে দোষী হইয়াছেন, তবে ঐ অপরাধহেতুক ঐ অপরাধী যদিও ফৌজদারী আইনমতে দায়ী হন তথাপি কোন সংবিধায়কের কিম্বা কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের বা অংশদাতার প্রার্থনামতে আদালত ঐ ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা অন্য কার্য্যকারকের আচরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া তদ্রূপ অসদ্ব্যয় বা স্বহস্তগত টাকা কিম্বা অন্য যে টাকার নিমিত্ত ঋণী বা দায়ী হইয়াছেন তাহা ও আদালত তদুপরি যে হারে সুদ ন্যায্য বোধ করেন সেই হারে সুদ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক প্রতিদান করাইতে পারিবেন, অথবা সেই অসদ্ব্যয় বা হস্তগত করণ বা অন্যায় কর্ম্ম বা বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফলস্বরূপ যত টাকা আদালত ন্যায্য বোধ করেন কোম্পানির হিতে তাঁহার তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১ ব্যাখ্যা।—কোন কোম্পানির ব্যাঙ্কর ব্যাঙ্কর বলিয়া এই ধারার মর্ম্মানুসারে কার্য্যকারক নহেন।

২ ব্যাখ্যা।—মৃত কার্য্যকারকের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে এই ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না।

খাতা বহী কূট করিবার দণ্ডের কথা।

২১৫ ধারা। এই আইনমতে যে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা যায় তাহার কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যকারক বা অংশদাতা যদি প্রতারণা দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রাপ্য হরণ বা বঞ্চনা করণাভিপ্রায়ে কোন বহী বা পত্র বা লিপি বা প্রতিভূপত্র নষ্ট বা কর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন বা কূট বা প্রতারণাপূর্ব্বক গোপন করেন, কিম্বা কোম্পানির কোন রেজিষ্টরে বা খাতা বহীতে বা অন্য লেখ্যে কোন মিথ্যা বা প্রতারণাসূচক কথা লিখেন বা লিখিবার সহকারী হন, তবে তদ্রূপ অপরাধী প্রত্যেক ব্যক্তির দুই বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড হইবে এবং পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

আদালত কর্ত্তৃক কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে দোষী ডাইরেক্টরদের নামে অভিযোগ হইবার কথা।

২১৬ ধারা। আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাবধানে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কোন আজ্ঞা হইলে যদি সেই কর্ম্ম বন্ধ করণকালে দৃষ্ট হয় যে ঐ কোম্পানির ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা কার্য্যকারক বা সমুয়কারী কোম্পানির সম্পর্কে কোন অপরাধের অপরাধী ও তজ্জন্য ফৌজদারী আইনমতে দায়ী তবে আদালত সেই কর্ম্ম বন্ধ করণে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কিম্বা আপন ইচ্ছামতে রাজকীয় সংবিধায়ক দিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে সংবিধায়ক দিগকে অভিযোগ উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন এবং কোম্পানির হিত হইতে ঐ অভিযোগের খরচ ও ব্যয় দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ডের কথা।

২১৭ ধারা। এই আইনক্রমে শপথ পূর্ব্বক যে পরীক্ষা হইবার অনুমতি হয় কিম্বা এই আইন অনুসারে কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণকালে বা তদুপলক্ষে যে কোন আফিডেবিট বা সাক্ষ্য দেওয়া যায় বা যে কোন ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করা যায় কিম্বা এই আইনক্রমে উপস্থিত অন্য বিষয়ে বা তদুপলক্ষে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন তবে তাঁহার সাত বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কর্ম্ম বন্ধ করণের ভার জিলার আদালতের প্রতি অর্পিত হইতে পারিবার কথা।

২১৮ ধারা। হাই কোর্ট যদি এই আইনমত কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করেন তবে উচিত বোধ করিলে কোন জিলার আদালতে পরবর্ত্তী সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান হইবার আদেশ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্যপক্ষে ঐ জিলার আদালত এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী আদালত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত কর্ম্ম বন্ধকরণ কার্য্যপক্ষে ঐ হাই কোর্টের সমস্ত বিচারাধিপত্য ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

এক জিলার আদালত হইতে অন্য জিলার আদালতে কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য উঠাইয়া লইবার কথা।

২১৯ ধারা। কোন জিলার আদালতের কর্ম্ম বন্ধকরণ কার্য্য চলন কালে যদি ইহা হাই কোর্টকে দেখান যায় যে ঐ কার্য্য অন্য কোন জিলার আদালতে চালাইলে অধিকতর সুবিধা হয় তবে উক্ত হাই কোর্ট ঐ কার্য্য ঐ অন্য আদালতে উঠাইয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য ঐ অন্য জিলার আদালতে চলিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বিধি।

রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের স্থিতির বিধি।

২২০ ধারা। এই আইন অনুসারে কোম্পানিদিগের রেজিষ্টরী কার্য্য পশ্চাৎ লিখিতমতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্ট্রার প্রভৃতির পদ সৃষ্টি করণার্থ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি হইলে পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইন অনুসারে কোম্পানিদের রেজিষ্টর করণার্থ যে রেজিষ্ট্রার ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার ও ক্লার্ক ও চাকর দিগকে আবশ্যক জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সময়েহ নিযুক্ত করিবেন এবং স্বেচ্ছামতে অপসৃত ও করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত কোন রেজিষ্ট্রারদের ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রারদিগের ও ক্লার্কদিগের ও চাকরদিগের যেহ কর্ম্ম কর্ত্তব্য হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ের যে বিধি উপযুক্ত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন।

(গ) কোম্পানিদের রেজিষ্টরী করিবার কার্য্যালয় যেহ স্থানে স্থাপিত হইবে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েহ নিরূপণ করিতে পারিবেন, কিন্তু কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রত্যেক রাজধানীতে অন্যূন এক কার্য্যালয় সর্ব্বদা রক্ষিত হইবে এবং সংসৃষ্টিপত্রের মধ্যে কোন কোম্পানির রেজিষ্টরীকরা কার্য্যালয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে স্থাপিত হওয়ার কথা আছে, সেই অংশের অন্তর্গত কার্য্যালয় ভিন্ন ঐ কোম্পানির অন্য স্থানে রেজিষ্টরী হইবে না।

(ঘ) কোম্পানিদের রেজিষ্টর করণার্থ যে কোন লেখ্যের প্রয়োজন হয় কি সম্পর্ক থাকে তাহা সত্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েহ এক কি অধিক মোহর প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(ঙ) জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানিদিগের রেজিষ্ট্রার যে সকল লেখ্য রাখেন তাহা প্রত্যেক ব্যক্তি দৃষ্টি করিতে পারিবেন, এবং প্রত্যেকবার দর্শনের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক টাকার অনধিক যে ফী নিরূপণ করেন লেখ্য দর্শনার্থে সেই ফী দিতে হইবে। কোন ব্যক্তি কোন কোম্পানির সমবায়পত্রের সংশিষ্ট পত্র কিম্বা রেজিষ্ট্রারের সংশিষ্ট অন্য কোন লেখ্যের কি তাহার কোন অংশের প্রতিলিপি কি তদুদ্ধৃত কথা চাহিয়া লইতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমবায়পত্রের সংশিষ্টপত্রের জন্য ৩ তিন টাকার অনধিক এবং উক্ত প্রতিলিপির কি কথার শত শব্দের প্রতি ৷০ আনার অনধিক যত ফী নিরূপণ করেন, সেই সমবায়পত্রের সংসিষ্ট পত্র ও সংসিষ্ট প্রতিলিপির কি গৃহীত কথার জন্য তত ফী দিতে হইবে।

(চ) জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার ও ক্লার্ক ও অন্য কর্ম্মকারকেরা ও চাকরেরা অদ্যাপি যে পদ ধারণ ও যে বেতন ভোগ করিতেছেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে সেই পদ ধারণ ও সেই বেতন ভোগ করিবেন; কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন কালে সেই বিধিমতে কর্ম্ম করিতে হইবে।

(ছ) ইহার পরে জাইণ্টষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্টরী করণার্থে যে কোন রেজিষ্ট্রার কি আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার কি ক্লার্ক কি চাকর নিযুক্ত হন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে তাঁহাদের যে বেতন নিরূপণ করেন তাঁহারা সেই বেতন পাইবেন।

(জ) এই আইনমতে জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের প্রতি কি তাহার দ্বারা কোন কর্ম্ম হইবার আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতকাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করেন ততকাল জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রারের প্রতি কি তাঁহার দ্বারা, অথবা তিনি উপস্থিত না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিকে তৎকালের নিমিত্ত ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার প্রতি কি তাহার দ্বারা সেই কর্ম্ম করা যাইবে। কিন্তু যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের স্থিতির পরিবর্ত্তন করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকারক দিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের প্রতি কি তাঁহাদের দ্বারা এবং রেজিষ্টর করণীয় কোম্পানিদিগকে রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ের স্থাপনপক্ষে ঐ গবর্ণমেণ্ট যে স্থান কি যেহ স্থান নিরূপণ করেন তথায় সেইক্রিয়া করা যাইবে।

ষষ্ঠ খণ্ড।

জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির আইনমতে যেহ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

১৮৫৭ সালের ১৯ আইন কি ১৮৬০ সালের ৭ আইনমতে যে কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

২২১ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত বিধি প্রবল মানিয়া, প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিল ব্যতিরেকে এই আইন, ১৮৫৭ সালের ১৯ আইন এবং ১৮৬০ সালের ৭ আইন কি তন্মধ্যে একতর আইনমতে স্থাপিত ও রেজিষ্টর করা কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিবে। ফলতঃ কোম্পানি সীমাবদ্ধ হইলে ঐ কোম্পানি যেন এই

নির্দ্ধারণ থাকিবে যে প্রত্যেক সমূহকারী যতকাল সমূহকারীর পদে থাকেন তৎকালে কিম্বা তাহার পর এক বৎসরের মধ্যে যদি কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিতে হয় তবে তাহার সমূহকারিত্ব পদ রহিত হইবার পূর্ব্বে ঐ কোম্পানির যে ঋণ ও দায় বর্ত্তিয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার জন্য এবং কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার খরচার ও পারিশ্রমিকের ও ব্যয়ের জন্য এবং ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্ব নিরূপণ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট এত টাকার অনধিক যত টাকার প্রয়োজন হয় প্রত্যেক সমূহকারী কোম্পানির স্থিত রক্ষির জন্য তত টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করেন।

এই ধারামতে অধিকাংশের গণনাকরণার্থ যদি ব্যক্তি সংখ্যা গ্রহণের দাওয়া হয় তবে প্রত্যেক জন যে কোম্পানির সমূহকারী হন তিনি সেই কোম্পানির বিধি অনুসারে যত অভিমত প্রকাশ করিতে স্বত্ববান্ তাহাই ধরিতে হইবে।

জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানি শব্দের অর্থ।

২২৬ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি স্বরূপ যে কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার ক্ষমতা থাকে তাহার বর্ণনার সহিত এই আইনের এই খণ্ডের যে পর্য্যন্ত সম্পর্ক থাকে সেই পর্য্যন্ত এই খণ্ডের কার্য্যার্থে যে কোম্পানির অবধারিত টাকার স্থায়ী দত্ত বা ব্যক্ত মূলধন অবধারিত টাকার অংশাংশে বিভক্ত হয় কিম্বা স্থাপ্য স্বরূপে ভুক্ত ও হস্তান্তর করণীয় হয় কিম্বা বিভক্ত হইয়া অংশতঃ এক প্রকারে ও অংশতঃ অন্য প্রকারে ভুক্ত হয় এবং যাহারা সেই মূলধনের অংশী বা সেই স্থাপ্যের ভোগী হন, তাহাদের ভিন্ন কোন ব্যক্তি সমূহকারী হইতে পারেন না এই ২ নিয়মে যে কোম্পানি স্থাপিত হয় তাহা জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানি বলিয়া গণ্য হইবে। তদ্রূপ কোম্পানি এই আইনমতে সীমাবদ্ধ দায় সহিত রেজিষ্টরী করা গেলে অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার আদেশের কথা।

২২৭ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে কোন জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারকে নিম্নলিখিত লেখা দেওয়া যাইবে। অর্থাৎ—

(ক) রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে পূর্ণ ছয় দিনের অনধিক যে দিন নামাবলীতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই দিনে যাঁহারা ঐ কোম্পানির সমূহকারী ছিলেন তাঁহাদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়ের তালিকা। আরো প্রত্যেক জনের যত অংশ আছে তাহাও ঐ তালিকায় লিখিতে হইবে এবং যদি সেই অংশ অঙ্কযুক্ত হয় তবে অঙ্কক্রমে প্রত্যেক অংশের নির্দ্দেশ হইবে।

(খ) পার্লিয়ামেণ্টের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের যে আইন বা রাজদত্ত যে চার্টর বা যে পেটেণ্টপত্র কিম্বা যে নিরূপণ পত্র বা সমূহানুষ্ঠানের চুক্তিপত্র বা অন্য যে লেখ্য দ্বারা কোম্পানি স্থাপিত বা বিধিবদ্ধ হয় তাহার প্রতিলিপি।

(গ) যদি তদ্রূপ কোন জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানিকে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী করিবার অভিপ্রায় থাকে তবে উক্ত নামাবলীর ও প্রতিলিপির সহিত নিম্নলিখিত বিশেষ কথার বর্ণনাপত্র দিতে হইবে, যথা :—

কোম্পানির ব্যক্ত মূলধন যত টাকার হয় ও তাহা যত অংশে বিভক্ত।

যত অংশ গৃহীত হইয়াছে ও প্রত্যেক অংশের উপলক্ষে যত টাকা দেওয়া গিয়াছে।

কোম্পানির নাম ও তৎ সংযুক্ত শেষ কথাস্বরূপ "লিমিটেড" এই শব্দ।

কোম্পানিকে প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী করিবার অভিপ্রায় থাকিলে ঐ প্রাতিভাব্য যত টাকার হইবে ইহা যে নির্দ্ধারণ ক্রমে নির্দ্ধার্য্য হয় সেই নির্দ্ধারণও পূর্ব্বোক্তপত্রের সহিত দিতে হইবে।

জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানি ভিন্ন বর্ত্তমান কোম্পানি রেজিষ্টরী করিতে হইলে তাহার কথা।

২২৮ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানি ভিন্ন কোন কোম্পানিকে রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টরদের কিম্বা অন্য কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে তাহাদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়ের তালিকা এবং পার্লিয়ামেণ্টের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের যে আইন কিম্বা যে পেটেণ্টপত্র বা নিরূপণপত্র কিম্বা সমূহসমুষ্ঠানের যে চুক্তিপত্র বা অন্য যে লেখ্য দ্বারা ঐ কোম্পানি সংস্থাপিত বা বিধিবদ্ধ হয় তাহার প্রতিলিপি রেজিষ্ট্রারকে দেওয়া যাইবে এবং যদি সেই কোম্পানিকে প্রাতিভাব্য ক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি স্বরূপ রেজিষ্টরী করিবার অভিপ্রায় থাকে তবে যে নির্দ্ধারণ ক্রমে ঐ প্রাতিভাব্যের পরিমাণ নির্দ্ধার্য্য হয় তাহাও ঐ প্রতিলিপির সহিত দিতে হইবে।

বর্ত্তমান কোম্পানির অংশের বিষয়ে স্থাপ্যের পরিমাণ রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতার কথা।

২২৯ ধারা। এই আইনমতে যে জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার ক্ষমতা থাকে সেই কোম্পানির সমুদয় মূলধন বা তাহার কোন অংশ যদি পূর্ব্বে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থাপ্য করা গিয়া থাকে তবে সেই পরিবর্ত্তিত মূল ধন সম্পর্কে ঐ কোম্পানি রেজিষ্ট্রারকে অংশের বর্ণনাপত্র না দিয়া কোম্পানির স্থাপ্যের পরিমাণের বর্ণনাপত্র দিবেন এবং রেজিষ্টরী করণের পূর্ব্বে পূর্ণ ছয় দিনের অনধিক যে দিন ঐ বর্ণনাপত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই দিনে যাহারা ঐ স্থাপ্যের ভোগী ছিলেন তাহাদের নামাবলী দিবেন।

বর্ত্তমান কোম্পানির বর্ণনাপত্র সত্যাকরণের কথা।

২৩০ ধারা। এই আইন দ্বারা রেজিষ্ট্রারের নিকট সমূহকারীদের ও ডাইরেক্টরদের যে নামাবলী ও কোম্পানি সম্পর্কীয় অন্য যে বৃত্তান্ত প্রদান করিবার আদেশ হইয়াছে তাহা ঐ কোম্পানির যে ডাইরেক্টরেরা অর্পণ করেন তাঁহারা বা তন্মধ্যে কোন দুই জন বা কোম্পানির প্রধান অন্য কোন দুই জন কার্য্যকারকের প্রতিজ্ঞাক্রমে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কিম্বা জিলার জজ সাহেবের সম্মুখে সত্যাকৃত হইবে।

কোম্পানির ভাব বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের প্রমাণ লইতে পারিবার কথা।

২৩১ ধারা। বর্ত্তমান কোন কোম্পানি পূর্ব্বোক্তমতে নির্ণীত জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানি কি না রেজিষ্ট্রার ইহা স্ববোধমতে জানিবার নিমিত্ত যে প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সীমাবদ্ধ দায়সহিত ব্যাক্তিং কোম্পানি রেজিষ্টরী হইলে নিজ ব্যাবসায়িদিগকে সংবাদ দিবার কথা।

২৩২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখে বর্ত্তমান যে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কোম্পানি সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী করা হয় ঐ কোম্পানির সহিত যে ব্যাক্তিদের ও সমুদয়সম্প্রদায়িযুক্ত যে কুঠীর টাকা আদান প্রদানের ব্যবসায় চলে তাহাদিগকে সেই কোম্পানি সীমাবদ্ধ দায় সহিত রেজিষ্টরী হইবার শংসিতপত্র প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে অন্যূন ত্রিশ দিন থাকিতে রেজিষ্টরী হইবার মনস্থের সংবাদ দিবেন।

সেই ব্যক্তিকে বা সেই কুঠীকে সংবাদের পত্র অর্পণ করিয়া সেই সংবাদ দেওয়া যাইবে অথবা সেই ব্যক্তি বা সেই কুঠী আপনাদের বাসাদির যে শেষ স্থান কোম্পানিকে জ্ঞাত করিয়াছেন কিম্বা কোম্পানি অন্য প্রকারে জানিয়াছেন সেই স্থানে ঐ পত্র রাখিয়া কিম্বা সেই ব্যক্তির বা সেই কুঠীর নাম শিরোনামায় লিখিয়া ডাক যোগে ঐ সংবাদ দেওয়া যাইতে পারিবে।

উক্তরূপে যে সংবাদ দিবার আদেশ হইয়াছে যদি কোম্পানি সেই সংবাদ না দেন, তবে ঐ সংবাদ যে হিসাবের উপলক্ষে দেওয়া কর্ত্তব্য সেই হিসাবে যে ব্যাক্তির বা ব্যক্তিদের তৎকালীন স্বার্থ থাকে কেবল তাহার বা তাহাদের সহিত কোম্পানির সম্বন্ধ পক্ষে এবং ঐ হিসাব সম্পর্কে ও ঐ সংবাদ যতকাল না দেওয়া যায় ততকাল পর্য্যন্ত ঐ হিসাবের সকল পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সীমাবদ্ধ দায় সহ ঐ রেজিষ্টরী করণের শংসিত পত্র নিষ্ফল হইবে, তদধিক বা তদন্যথায় নহে।

কোনং কোম্পানির কী দায় হইতে মুক্তির কথা।

২৩৩ ধারা। যদি কোন কোম্পানি সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপে রেজিষ্টরী করা না হয় কিম্বা সীমাবদ্ধ কোম্পানি স্বরূপে রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে যদি পার্লিয়ামেন্টের কোন আইন কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কোন আইন কিম্বা পেটেণ্ট পত্র দ্বারা অংশীদের দায় সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তদ্রূপ স্থলে এই আইনের এই খণ্ডক্রমে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী কার্য্যসম্পর্কে কোন ফী লওয়া যাইবে না।

কোম্পানির নাম পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

২৩৪ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডক্রমে যে কোন কোম্পানির সীমাবদ্ধ দায় সহিত রেজিষ্টরী হইবার অনুমতি হইয়াছে সেই কোম্পানি সীমাবদ্ধ দায় সহিত রেজিষ্টরী হইবার অভিপ্রায়ে নামের শেষে "লিমিটেড" শব্দ সংযোগ দ্বারা নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার শংসিতপত্রের কথা।

২৩৫ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডে রেজিষ্টরীকরণ সম্পর্কীয় যে আদেশ হইয়াছে তদনুযায়ী কার্য্য হইলে পর এবং ফী দিতে হইলে এই আইনের প্রথম তফসীলের B ও C চিহ্নিত টেবল অনুসারে সেই ফী দেওয়া গেলে পর রেজিষ্টরী হইবার জন্যে প্রার্থনাকারি ঐ কোম্পানি এই আইন অনুসারে কোম্পানি রূপে সমবায়িত হইয়াছে এবং সীমাবদ্ধ হইলে তাহা সীমাবদ্ধ রেজিষ্ট্রার আপনার স্বাক্ষরিত এই মর্ম্মের শংসিত পত্র দিবেন। তাহা হইলে সেই কোম্পানি সমবায়িত হইবে ও তাহার চিরপর্য্যায় ও সাধারণ মোহর থাকিবে।

ঐ শংসিতপত্র এই আইন অনুযায়ি কার্য্য হইবার প্রমাণ স্বরূপ হইবার কথা।

২৩৬ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানিকে কোন সময়ে সমবায়ের শংসিতপত্র দেওয়া গেলে এই আইন অনুযায়ী রেজিষ্টরীকরণ সম্পর্কীয় যে আদেশ আছে তদনুযায়ী কার্য্য হইয়াছে এবং সেই কোম্পানি এই আইন অনুসারে সীমাবদ্ধ কিম্বা স্থল বিশেষে অসীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে ঐ শংসিত পত্রই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং সেই শংসিতপত্রে সমবায়ের যে তারিখ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কোম্পানির এই আইনানুসারে সমবায়িত হইবার তারিখ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কোম্পানির প্রতি সম্পত্তি বর্ত্তিবার কথা।

২৩৭ ধারা। এই আইনমতে কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার তারিখে স্থাবর ও অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি থাকে কিম্বা কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে ও তন্মধ্যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে ও তৎপ্রতি ও তদুৎপন্ন সকল স্বার্থ ও স্বত্ব ও তন্মধ্যে সকল দায়িত্ব ও মোকদ্দমাক্রমে প্রাপ্য সামগ্রী সকল এই আইন অনুসারে সমবায়িত কোম্পানির সম্পদ ও স্বার্থস্বরূপ ঐ কোম্পানির প্রতি আর্পিত হইয়া বর্ত্তিবে।

রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে যে দায় বর্ত্তে তাহা এই আইনমতে রেজিষ্টরী কার্য্য দ্বারা নিবৃত্ত না হইবার কথা।

২৩৮ ধারা। এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে কোন কোম্পানি যে কোন ঋণ বা দায় গ্রহণ করিয়াছে বা যে কোন চুক্তি করিয়াছে কিম্বা তদ্দ্বারা বা তন্নিকটে বা তৎসহিত বা তৎপক্ষে যে কোন ঋণ বা দায় বা চুক্তি হইয়াছে এই আইনের এই খণ্ডানুসারে রেজিষ্টরী হওয়াতে ঐ কোম্পানির সেই ঋণ বা দায় সম্পর্কীয় স্বত্ব প্রবল করণের ক্ষমতার কিম্বা তদ্বিরুদ্ধে তাহা প্রবল হইবার ক্ষমতার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না।

বর্ত্তমান মোকদ্দমা চলিবার কথা।

২৩৯ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে যে কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যায় তাহা রেজিষ্টরীকরণ সময়ে যদি ঐ কোম্পানি দ্বারা বা তৎসম্পর্কীয় প্রকাশ্য কার্য্যকারক কিম্বা কোন সমুদয়কারী দ্বারা বা তদ্বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমার বা ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকে তবে রেজিষ্টরী না হওয়ার ন্যায় সেই মোকদ্দমা প্রভৃতি চলিতে পারিবে। তথাপি পূর্ব্বোক্তমতে অনিষ্পন্ন কোন মোকদ্দমায় বা ব্যবহার ঘটিত কার্য্যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে তদনুসারে ঐ কোম্পানির কোন সমুদয়কারীর সম্পদের উপর ঐ ডিক্রী বা আজ্ঞা সাধন হইবার আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হইবে না। কিন্তু কোম্পানির সম্পদ ও সামগ্রী ঐ ডিক্রীর বা আজ্ঞার টাকা পরিশোধ করণার্থ পর্য্যাপ্ত না হইলে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে।

আইনমতে রেজিষ্টরী হইবার ফলের কথা।

২৪০ ধারা। যখন কোন কোম্পানিকে এই আইনমতে ও এই আইনের এই খণ্ডানুসারে রেজিষ্টরী করা যায় তখন পার্লিয়ামেণ্টের যে কোন আইন কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের যে আইন কিম্বা যে নিরূপণ পত্র বা সম্ভূয়সমুত্থানের চুক্তিপত্র বা পেটেণ্টপত্র বা অন্য যে লেখা দ্বারা কোম্পানির সংস্থাপন বা বিধান হয় তাহার লিখিত সকল বিধান এবং কোম্পানি প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী হইলে যে নির্দ্ধারণক্রমে প্রাতিভাব্যের পরিমাণ অবধারিত হয় সেই নির্দ্ধারণ রেজিষ্টরী করা সংসৃষ্টিপত্রে ও সংসৃষ্টির নিয়মপত্রে লিখিত হওয়ার তুল্য প্রকারে ও তত্তুল্য অনুষঙ্গক্রমে ঐ কোম্পানির নিয়ম ও বিধান বলিয়া জ্ঞান হইবে ; এবং এই আইনমতে যেন কোম্পানি সংস্থাপন হইয়াছে এই ভাবে এই আইনের সকল বিধান ঐ কোম্পানির ও তদন্তর্গত সম্ভূয়কারিদের ও ঋণদাতাদের ও উত্তমর্ণদের প্রতি বর্ত্তিবে, কিন্তু নিম্নলিখিত বিধান গুলি মান্য করিতে হইবে অর্থাৎ।

(ক) এই আইনের প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিল বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে গ্রাহ্য না হইলে এই আইনের এই খণ্ডানুসারে এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিবে না।

(খ) যে জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানির অংশ অঙ্কযুক্ত, না হয় তাহার প্রতি অংশ অঙ্কযুক্তকরণ সম্পর্কীয় এই আইনের বিধান বর্ত্তিবে না।

(গ) কোম্পানি সম্পর্কীয় পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইনে কিম্বা ব্যবস্থাপক সভার বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কোন আইনে যে কোন বিধান থাকে তাহা কোন কোম্পানি পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবেন না।

(ঘ) কোন কোম্পানি সম্পর্কীয় পেটেণ্টপত্রে যে কোন বিধান লেখা থাকে তাহা ঐ কোম্পানি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতিপত্র না হইলে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

(ঙ) যখন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করা যায় তখন যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বকৃত কোন ঋণ বা দায় শোধ করিতে বা শোধার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, কিম্বা যে ব্যক্তি তদ্রূপ কোন ঋণ বা দায় সম্পর্কে সম্ভূয়কারীদের পরস্পর স্বত্বের সামঞ্জস্য নিমিত্ত কোন সংখ্যার টাকা দিতে বা দানার্থে অংশ দিতে দায়ী হন কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ঋণের বা দায়ের যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধ আছে সেই পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় দিতে বা দানার্থে অংশ দিতে দায়ী হন তিনি রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে কোম্পানির কৃত ঋণ ও দায় সম্পর্কে ঋণদাতা হবেন এবং পূর্ব্বোক্ত কোন দায় সম্বন্ধে তদ্রূপ প্রত্যেক ঋণদাতার স্থানে যত টাকা প্রাপ্য হয় কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ সময়ে তিনি কোম্পানির স্থিতে তত টাকা দাম করিবার দায়ী হইতে পারিবেন এবং যদি শেষোক্তপ্রকারের কোন ঋণদাতা মরেন বা দেউলিয়া হন কিম্বা স্ত্রীলোক হইলে যদি বিবাহিতা হন তবে মৃত ঋণদাতাদের স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী ও চরম দান সাধকগণ সম্পর্কে এবং দেউলিয়া ঋণদাতাদের আসৈনী সম্পর্কে ও বিবাহিতা ঋণ দাত্রীদের পতি সম্পর্কে এই আইনের পূর্ব্বাংশের বিধান বর্ত্তিবে।

(চ) কোন কোম্পানি আদৌ এই আইনানুসারে স্থাপিত হইলে সংসৃষ্টিপত্রের মধ্যে যে সকল বিধান লেখা থাকিত এবং এই আইন দ্বারা যাহার পরিবর্ত্তিত হইবার অনুমতি নাই এরূপ কোন বিধান কোন নিরূপণ পত্র বা সম্ভূয়সমুত্থানের চুক্তিপত্র বা পেটেণ্ট পত্র কিম্বা কোম্পানি সংস্থাপক বা বিধায়ক অন্য লেখ্যের অন্তর্গত থাকিলে এই আইনের কোন কথাক্রমে ঐ কোম্পানিকে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে অনুমতি দেওয়া গেল না।

কিন্তু এই আইনমতে ও এই আইনের এই খণ্ডক্রমে যে কোন কোম্পানির রেজিষ্টরী হয় যদি পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইনের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নরজেনরল সাহেবের কোন আইনের বলে কিম্বা কোন নিরূপণপত্রের বা সম্ভূয়সমুত্থানের চুক্তি পত্রের বা পেটেণ্টপত্রের কিম্বা ঐ কোম্পানি সংস্থাপক বা বিধায়ক অন্য লেখ্যের বলে তাহার স্থিতি বা বিধি পরিবর্ত্তন করিবার কোন ক্ষমতা অর্পিত হইয়া থাকে তবে এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে না।

আরো কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২৪১ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডক্রমে যে কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রার্থনা উপস্থিত করিবার পর এবং কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের যত্নক্রমে আদালতের নিকট প্রার্থনা হয় তবে এই আইনের পূর্ব্বাংশের বিধানমতে কোম্পানির কোন ঋণদাতার নামে এবং কোম্পানিরও নামে যে কোন মোকদ্দমা বা ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য চলিতেছে তাহাতে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে আর কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করাইতে পারিবেন।

কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞার কথা।

২৪২ ধারা। এই আইনের এইখণ্ডানুসারে যে কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যায় যখন সেই কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয়, তখন এই আইনের পূর্ব্বাংশে যে বিধান হইয়াছে তদতিরিক্ত এতদ্দ্বারা এই বিধান হইল যে আদালতের অনুমতি বিনা এবং ঐ আদালত যেই নিয়ম অবধারণ করেন তদ্ভিন্ন কোম্পানির ঋণদাতার নামে কোম্পানির ঋণ সম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা বা ব্যবহারঘটিত অন্য কোন কার্য্য আরম্ভ করা বা চালান যাইবেনা।

অষ্টম খণ্ড।

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির প্রতি আইন বর্ত্তিবার বিধান।

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার কথা।

২৪৩ ধারা। পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইন কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের আইনদ্বারা সমবায়িত রেলওয়ে কোম্পানি ব্যতিরেকে, সাত জনের অধিক সম্ভূয়কারী লইয়া যে সম্ভূয়সমুত্থান ...

সমাজ কি কোম্পানি এই আইনমতে রেজিষ্টরী হয় নাই এবং যাহাকে এই আইনের এতৎ পশ্চাৎ ভাগে রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানি শব্দে ধরিতে হইবে, সেই কোম্পানি প্রভৃতির কর্ম্ম পশ্চাৎ লিখিত বিধির অধীনে এই আইনমতে বন্ধ হইতে পারিবে এবং নিম্নলিখিত বর্জ্জিত ও অতিরিক্ত কথা প্রবল মানিয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় এই আইনের সমস্ত বিধান ঐ কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিতে পারিবে ।

(১) রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ-সম্পর্কে কোন্ আদালতের আধিপত্য আছে ইহা নিরূপণ করণাভিপ্রায়ে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে স্থানে ঐ কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে তথায় ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছে জ্ঞান হইবে। যদি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে একের অধিক স্থানে কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে তবে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে প্রত্যেক অংশে কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে তথায় রেজিষ্টরী হইল জ্ঞান হইবে।

এবং রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় কার্য্যের উপলক্ষে, রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থান (অথবা যদি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের একের অধিক অংশে কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে, তবে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য উপস্থিত করিবার উপক্রম হইয়াছে সেই স্থানে কর্ম্মের যে প্রধান স্থান থাকে তাহা) ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় জ্ঞান হইবে।

(২) রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম এই আইনমতে স্বেচ্ছাক্রমে কি আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ করা যাইবে না।

(৩) রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম পশ্চাৎ লিখিত অবস্থায় বন্ধ করা যাইতে পারিবে। যথাঃ—

(ক) যখন কোম্পানি বিলুপ্ত হন কিম্বা কর্ম্ম চালাইতে ক্ষান্ত হন, কিম্বা কেবল মাত্র কর্ম্ম বন্ধ করণাভিপ্রায়ে কর্ম্ম চালাইতেছেন।

(খ) যখন কোম্পানি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হন।

(গ) যখন আদালত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণ যথার্থ ও ন্যায় বোধ করেন।

(৪) এই আইনের কার্য্যপক্ষে রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানিকে নিম্নলিখিতস্থলে আপন ঋণ শোধ করিতে অক্ষম জ্ঞান করা যাইবে অর্থাৎ

(ক) যখন উত্তমর্ণের নিকট কোম্পানি অর্পণপত্র দ্বারা কি প্রকারান্তরে পাঁচ শত টাকার অধিক ঋণী হন, এবং সেই টাকা তৎকালে প্রাপ্য হইলে, ঐ উত্তমর্ণ কোম্পানির তদ্রূপ দেয় টাকার দাবিপত্রে স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থানে ঐ দাবিপত্র রাখিয়া কিম্বা ঐ কোম্পানির সেক্রেটরীর কি কোন ডাইরেক্টরের কি প্রধান কার্য্যকারকের হস্তে দিয়া কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে অনুমোদন কি আজ্ঞা করেন সেই প্রকারে ঐ দাবিপত্র অর্পণ করেন এবং সেই দাবি পত্র অর্পিত হইলে পর তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানি ঐ টাকা না দেন, কিম্বা উত্তমর্ণের হৃদ্বোধ মতে তাহা দিবার নিশ্চিত নিয়ম কি বন্দোবস্ত না করেন।

(খ) যখন কোম্পানির স্থানে কিম্বা কোম্পানির সংযুক্তকারিত্ব পদোপলক্ষে সংযুক্তকারির স্থানে প্রাপ্য কোন ঋণ কি দাওয়া হেতুক কি প্রাপ্য স্বরূপ যাহা কোন ঋণ বা দাওয়া হেতুক সেই সংযুক্তকারির নামে মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য যে কার্য্য উপস্থিত হয় এবং মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য উপস্থিত হইবার লিখিত সম্বাদ কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থানে রাখিয়া, কিম্বা কোম্পানির সেক্রেটরীকে কি অন্য ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষকে কি প্রধান অন্য কর্ম্মকারককে দিয়া কিম্বা আদালত অন্য যেপ্রকারে অনুমোদন কি আদেশ করেন সেই প্রকারে দিয়া ঐ পত্র অর্পিত হইলেও, ঐ কোম্পানি সেই সম্বাদ অর্পণের পর দশ দিনের মধ্যে ঐ ঋণ কি দাওয়া শোধ হইবার প্রতিভূ না দেন কি রক্ষা না করেন কিম্বা সেই মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য স্থগিত না করেন কিম্বা মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য কার্য্য সম্পর্কে এবং তদুপলক্ষে প্রতিবাদীর যে সকল খরচ ও ক্ষতি ও ব্যয় হইয়াছে তৎসম্পর্কে প্রতিবাদীর যুক্তিযুক্ত হৃদ্বোধমতে ক্ষতিপূরণ না করেন।

(গ) কোম্পানির নামে কিম্বা কোম্পানির সংযুক্তকারীস্বরূপ কোন সংযুক্তকারীর নামে কিম্বা কোম্পানির পক্ষে নাম মাত্র প্রতিবাদীস্বরূপ যাঁহার নামে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি থাকে তাঁহার নামে যখন কোন উত্তমর্ণ কোন আদালতে মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যে ডিক্রী কি আজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং সেই ডিক্রী সাধন করিবার পত্র কি অন্য আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হইলেও তাহা শোধহওন ব্যতিরেকে প্রত্যার্পিত হয়।

(ঘ) কোম্পানি আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম যখন ইহার প্রমাণ আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রকারান্তরে হয়।

২৪৪ ধারা। রেজিষ্টরী না হওয়া কোন কোম্পানির কর্ম্ম যখন বন্ধ করিবার অনুষ্ঠান হইতেছে তখন যে কোন ব্যক্তি কোম্পানির কোন ঋণ কি দায় শোধ করিতে কিম্বা শোধার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, কিম্বা সংযুক্তকারিদের পরস্পর স্বত্বের সামঞ্জস্যের জন্য কোন টাকা দিতে কি দানার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, কিম্বা কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় শোধ করিতে কি শোধ যে অংশ দিতে দায়ী হন, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ঋণদাতা জ্ঞান হইবে।

কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইলে কে ঋণদাতা জ্ঞান হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

তদ্রূপ প্রত্যেক ঋণদাতা কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য যে সময়ে চলিতেছে সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন দায় সম্পর্কে তাঁহার স্থানে যত টাকা প্রাপ্য কোম্পানির দিতে তত টাকা দিবার দায়ী হইবেন।

যদি কোন ঋণদাতা মরেন কি দেউলিয়া হন, তবে মৃত ঋণদাতার স্বকীয় স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারির ও চলমান সাধকগণের এবং দেউলিয়া ঋণদাতার আসেনীর বিষয়ে এই আইনের পূর্ব্বাংশের লিখিত বিধান বর্ত্তিবে।

২৪৫ ধারা। রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইবার প্রার্থনাপত্র অর্পণের পরে এবং ঐ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের প্রার্থনাক্রমে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ

ব্যবহার ঘটিত কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবার ক্ষমতার কথা।

করেন সেই নিয়মানুসারে ইহার পূর্ব্ব বিধানানুযায়ী কোম্পানির কোন ঋণদাতার কিম্বা কোম্পানির নামে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য কার্য্য সম্পাদন স্থগিত করিতে পারিবেন।

২৪৬ ধারা। যদি রেজিস্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয়, তবে এই আইন অনুসারে সংস্থাপিত কোম্পানির উপলক্ষে এই আইনের পূর্ব্বাংশে যে বিধান হইয়াছে, তদতিরিক্ত এই ধারাক্রমে এই বিধান হইল, আদালতের অনুমতি না হইলে এবং আদালত যে নিয়ম অবধারণ করেন তদ্ভিন্ন অন্য নিয়মানুসারে কোম্পানির কোন ঋণ সম্বন্ধে কোম্পানির কোন ঋণদাতার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা আরম্ভ করা বা চালান যাইবে না।

কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞার ফলের কথা।

২৪৭ ধারা। যদি রেজিস্টরী না হওয়া কোন কোম্পানি সাধারণ নামে অভিযোগ করিতে কি অভিযুক্ত হইতে না পারেন অথবা যদি কোন কারণ বশতঃ বিহিত বোধ হয়, তবে আদালত ঐ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার কোন আজ্ঞা কি তৎপশ্চাৎ কোন আজ্ঞাক্রমে আদেশ করিতে পারিবেন. যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে কিম্বা সম্পত্তি জনিত সকল সম্পর্ক ও দাওয়া ও স্বত্ব-সমেত এবং মোকদ্দমাক্রমে প্রাপ্য দ্রব্যসমেত স্থাবর ও অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি কি তাহার যে কোন অংশ কোম্পানির হয় কিম্বা কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে কিম্বা কোম্পানির নিমিত্ত কি তৎপক্ষে ট্রষ্টস্বরূপে কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের প্রতি বর্ত্তে তাহা রাজকীয় সন্নিধায়কের কি সন্নিধায়কদিগের পদঘটিত নাম কি নাম সকল উল্লেখ করিয়া তাঁহার কি তাঁহাদের প্রতি বর্ত্তে। তাহা হইলে সেই সম্পত্তি কি তাহার যে অংশ আজ্ঞাতে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা তদনুসারে বর্ত্তিবে; এবং সেই রাজকীয় সন্নিধায়ক কি রাজকীয় সন্নিধায়কেরা আদালতের আদেশানুসারে হানি পূরণের প্রতিভূ দিলে পর আপনার পদঘটিত নামে কিম্বা আদালত যে নামের আদেশ করেন সেই নামোল্লেখে আপনার কি আপনাদের প্রতি বর্ত্তিত কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য কার্য্য কিম্বা কোম্পানির কর্ম্ম সফলরূপে বন্ধকরণ ও তদীয় সম্পত্তি পুনঃ প্রাপণের জন্য যে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য কার্য্য আবশ্যক হয় তাহা উপস্থিত করিতে কি তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানি বিষয়ক বিধানের কথা।

২৪৮ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডে রেজিস্টরী না হওয়া কোম্পানির সম্পর্কে যে সকল বিধান হইয়াছে তাহা এই আইনের পূর্ব্বাংশে আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্বন্ধীয় বিধির অতিরিক্ত জ্ঞান হইবে, প্রতিরোধী নয়।

এই আইনের এই খণ্ডের লিখিত বিধান অন্য বিধানের অতিরিক্ত হইবার কথা।

এই আইনানুসারে স্থাপিত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণকালে আদালত কি রাজকীয় সন্নিধায়ক যে ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে কি যে কার্য্য করিতে পারেন, রেজিস্টরী না হওয়া কোম্পানি সম্পর্কে তাঁহারা এই আইনের এই খণ্ডে লিখিত কোন কর্ম্মের অতিরিক্ত সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে কি কর্ম্ম করিতে পারিবেন। কিন্তু রেজিস্টরী না হওয়া কোম্পানি কেবল কর্ম্ম বন্ধ করণের কাল ভিন্ন এই আইনানুযায়ী কোম্পানি বলিয়া জ্ঞান হইবে না, তৎকালেও এই আইনের এই খণ্ডে যে পর্য্যন্ত বিধান হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত জ্ঞান হইবে।

নবম খণ্ড।

বিবিধ বিধান।

২৪৯ ধারা। এই আইনের প্রারম্ভের পূর্ব্বে যদি ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইনমতে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে, তবে এই আইন প্রচলিত না হইলে ঐ কোম্পানির কর্ম্ম যদ্রূপে ও যেং অনুষঙ্গ সহিত বন্ধ করা যাইত তদ্রূপে ও সেইং অনুষঙ্গ সহিত বন্ধ করা যাইবে এবং সেই বন্ধ করণ কার্য্যের উপলক্ষে ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন সম্পূর্ণ রূপে বলবৎ থাকিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কর্ম্ম বন্ধকরণ সম্পর্কীয় বর্ত্তমান কার্য্য প্রবল থাকিবার কথা।

২৫০ ধারা। ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন অনুসারে যদি এই আইনের প্রারম্ভের পূর্ব্বে কোন হস্তান্তরকরণ বা বন্ধকীপত্র বা অন্য পত্র কৃত হইয়া থাকে, তবে এই আইন প্রচলিত না হওয়ার ন্যায় সেই পত্র প্রবল থাকিবে এবং সেই পত্রের কার্য্যের উপলক্ষে ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

হস্তান্তরকরণ পত্র ইত্যাদির কথা।

২৫১ ধারা। কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে স্থানে কর্ম্ম করিতেছেন সেই স্থানে যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তদনুসারে তিনি যত কাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন যদি এই আইনক্রমে লিখিত অপরাধের অপরাধী তদধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য না হয় তবে তিনি ঐ অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন। কারাদণ্ডের যতকাল এই আইনে অবধারিত আছে তাহা যদি ঐ কার্য্যকারকের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়, তবে সেই অপরাধিকে সেশন আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্ত সমর্পণ করা যাইবে।

এই আইনমত অপরাধের বিচার হইবার কথা।

২৫২ ধারা। যে কোন অপরাধ এই আইনমতে অর্থদণ্ডক্রমে দণ্ডনীয় অবধারিত হয় যদি কোন ব্যক্তি হাই কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ গ্রাহ্য করিবার সাধারণ বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থানে তদ্রূপ অপরাধ করে, তবে যে স্থানে কোর্টের অধিবেশন হয় সেই স্থানের পোলীসের কোন মাজিষ্ট্রেট দ্বারা অপরাধ সরাসরীমতে নির্ণীত হইলে দণ্ডনীয় হইবে।

হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থানে অপরাধ হইলে এই আইনক্রমে দণ্ডের কথা।

সেই ক্রমে। এই আইনের এতৎপূর্ববর্তী বিধানের নিয়মার্থে যে আদালত এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে যেরূপ উচ্চ কোর্ট করেন সেইরূপ খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৫৪ ধারা। হাই কোর্ট এবং অধীন আদালতে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্যপ্রণালীর যে বিধি ও কোম্পানির মূলধন কম হইবার ও অংশ বিভাগ করিবার সম্বন্ধীয় যে বিধান এতৎ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে তাহা সফলকরণার্থ যে বিধি এই আইনের ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের সম্মত হয়, হাই কোর্ট সময়েং এমত বিধি করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

২৫৫ ধারা। সাহিত্য ও বিদ্যাঘটিত ও দাতব্য কার্য্যের সমাজ রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৬০ সালের ২১ আইনের ১ ও ১৮ ধারায় "জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রার" এই কথার এরূপ অর্থ করিতে হইবে যেন এই আইনানুযায়ী কিম্বা যে সময়ে যে আইন প্রবল থাকে সেই আইনানুযায়ী জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রারকে বুঝায়।

১৮৬০ সালের ২১ আইনের "জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রার" এই কথার অর্থ।

২৫৬ ধারা। ১৫২ ও ১৫৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন এই আইনের কোন কথা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক বা মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে বা বোম্বাই ব্যাঙ্কের প্রতি যে বর্ত্তে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

বাঙ্গাল বা মান্দ্রাজ বা বোম্বাই ব্যাঙ্কের প্রতি এই আইন না বর্ত্তিবার কথা।

প্রথম তফসীল।

A চিহ্নিত টেবিল।

অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিধি।

অংশ।

(১) যদি অনেক ব্যক্তিকে একই অংশের একত্র অংশী স্বরূপ রেজিষ্টরী করা যায়, তবে সেই অংশ উপলক্ষে কোন ডিবিডেন্ড দেয় হইলে তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি রসীদ দিলে তাহা সফল হইবে।

(২) প্রত্যেক সভ্যকারী ।।৵ আট আনা কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া তাহার ন্যূন যত নির্দ্ধার্য্য করেন তত দিলে পর কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত সংসিদ্ধপত্র পাইতে পারিবেন। তিনি যত অংশের অংশী হন ও সেই বা সেই ২ অংশের উপলক্ষে যত টাকা দিয়াছেন তাহা ঐ সংসিদ্ধপত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) যদি সেই সংসিদ্ধ পত্র জীর্ণ হয় বা হারাইয়া যায় তবে ।।০ আট আনা কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভায় ন্যূনতর যত নির্দ্ধার্য্য করেন তত দিলে নূতন সংসিদ্ধ পত্র পাইতে পারিবেন।

অংশের উপলক্ষে টাকা দিবার আদেশের কথা।

(৪) সভ্যকারীদের অংশের উপলক্ষে যে টাকা অদত্ত থাকে সেই টাকার বিষয়ে ডাইরেক্টরেরা সময়েং যে আদেশ করা বিহিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন। কিন্তু টাকা দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকবার অন্যূন একুশ দিন থাকিতে আদেশ করিতে হইবে এবং তদ্রূপে যে টাকা দিবার আদেশ হয় প্রত্যেক সভ্যকারী ডাইরেক্টরদের নিরূপিত ব্যক্তিদিগকে নিরূপিত সময়ে ও স্থানে ঐ টাকা দিতে দায়ী হইবেন।

(৫) ডাইরেক্টরেরা যে সময়ে সেই টাকা দেওনের আদেশ হইবার নির্দ্ধারণ করেন সেই সময়ে আদেশ হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন অংশের উপলক্ষে যে টাকা দিবার আদেশ হয় যদি সেই টাকা দিবার নিরূপিত দিনে বা তৎপূর্ব্বে তাহা না দেওয়া যায়, তবে সেই অংশসম্বন্ধে যিনি যে সময়ের অংশী থাকেন তিনি ঐ টাকা দিবার অবধারিত তারিখ অবধি তাহা না দেন পর্য্যন্ত তাহার উপর বৎসর শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে সুদের দায়ী হইবেন।

(৭) কোন অংশীর অংশোপলক্ষে যে টাকা দিবার আদেশ হয় যদি তিনি তদতিরিক্ত আপনার অংশের জন্য দেয় অধিক কতক বা সমুদয় টাকা দিতে চাহেন, তবে ডাইরেক্টরেরা বিহিত বোধ করিলে তাহা লইতে পারিবেন; এবং সেই অগ্রিম টাকার উপর কিম্বা অংশোপলক্ষে যে টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে তদধিক যত টাকা অগ্রিম দেওয়া গিয়াছে তাহার উপর ঐ অগ্রিমদাতা ও ডাইরেক্টরেরা একবাক্য হইয়া যে হিসাব ধার্য্য করেন কোম্পানি তাঁহাকে সেই হিসাবে সুদ দিতে পারিবেন।

অংশের হস্তান্তর করণ।

(৮) কোন কোম্পানির অংশের হস্তান্তর করণপত্রে দাতা ও গৃহীতা উভয়ের স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং সেই অংশ সম্পর্কে গৃহীতার নাম যতকাল রেজিষ্টরী বহীতে না লেখা যায় ততকাল দাতা সেই অংশের অংশী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৯) কোম্পানির অংশ পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে হস্তান্তর করিতে হইবে—

অমুক স্থানবাসী আমি ক, খ, অমুক স্থানবাসী গ, ঘর স্থানে এত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি, এতদর্থে অমুক কোম্পানির বহীতে আমার নামে অমুক২ অঙ্ক যুক্ত যে২ অংশ আছে তাহা উক্ত অমুককে একন্দ্বারা হস্তান্তর করিয়া দিলাম ও আমি এই পত্র সম্পাদন কালে যেরূপ নিয়মানুসারে সেই অংশের অংশী ছিলাম উক্ত গ ঘ ও তাঁহার অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও আসৈনীগণ সেই নিয়মে সেই অংশের অংশী হইবেন এবং উক্ত গ ঘ আমি সেই নিয়মানুসারে ঐ বা ঐ২ অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম। ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমাদের স্বাক্ষর এই।

(১০) অংশী কোম্পানির নিকট ঋণী থাকিলে কোম্পানি তাঁহার অংশের হস্তান্তর করণ রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(১১) প্রতিবৎসর নিয়মিত সাধারণ সভা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি চতুর্দ্দশ দিন হস্তান্তর বহী বন্ধ থাকিবে।

অংশ সংক্রমণ।

(১২) যুক্ত অংশীর আছি বা ধনাধ্যক্ষগণ ভিন্ন কোম্পানি অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার অংশের স্বত্ববান বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

(১৩) কোন অংশীর মৃত্যু বা দেউলিয়া হওন বা যোগ্যহীনতা প্রযুক্ত বা সন্ত্রকারিণীর বিবাহ প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি অংশের স্বত্ববান হইলে কোম্পানি সময়ে২ যে প্রমাণের আজ্ঞা করেন তিনি সেই প্রমাণ উপস্থিত করিয়া সত্ত্বকারী স্বরূপ রেজিষ্টরী হইতে পারিবেন।

(১৪) কোন সত্ত্বকারীর মৃত্যু বা দেউলিয়া হওন বা যোগ্যহীনতা প্রযুক্ত কিম্বা সত্ত্বকারিণীর বিবাহ প্রযুক্ত অন্য যে ব্যক্তি অংশের স্বত্ববান হন তিনি আপনাকে রেজিষ্টরী না করাইয়া স্বেচ্ছামতে অন্য ব্যক্তির নাম ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে ঐ অংশের গৃহীতাস্বরূপ রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন।

(১৫) যে ব্যক্তি তদ্রূপে স্বত্ববান হন তিনি যাঁহাকে মনোনীত করেন তাঁহার নামে ঐ অংশের হস্তান্তর করণ পত্র সম্পাদন করিয়া আপনার মনোনীত করণ সপ্রমাণ করিবেন।

(১৬) ঐ হস্তান্তরকরণপত্র কোম্পানির নিকট উপস্থিত করা যাইবে এবং গ্রহীতার স্বত্বের প্রমাণ যে ডাইরেক্টরেরা যে সাক্ষ্য চাহেন তাহাও ঐ পত্র সহিত দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে ঐ কোম্পানি ঐ গ্রহীতাকে সত্ত্বকারীস্বরূপ রেজিষ্টরী করিবেন।

অংশ দণ্ডের কথা।

(১৭) অংশের উপলক্ষে টাকা দিবার যে দিন নিরূপণ হইল যদি কোন সত্ত্বকারী সেই দিনে তাহা না দেন তবে ডাইরেক্টরেরা পশ্চাৎ কোন কালে সেই অংশের আদিষ্ট টাকা অদত্ত থাকন সময়ে তাঁহাকে সেই আদেশানুসারে টাকা ও তদুপরি সুদ দিবার পূর্ব্বে না দেওন প্রযুক্ত যে কোন খরচা বর্ত্তে তাহা দিবার আদেশ পত্র তাঁহার প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

(১৮) ঐ আদেশানুযায়ি টাকা ও তাহা না দেওয়া প্রযুক্ত তদুপরি যে সকল সুদ ও ব্যয় বর্ত্তে তাহা অন্য যে দিন কিম্বা যে দিনের পূর্ব্বে দিতে হইবে এমত দিন ঐ আদেশপত্রে নিরূপিত থাকিবে। আরো টাকা যে স্থানে দিতে হইবে তাহাও লেখা যাইবে। সেই স্থান কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় কিম্বা কোম্পানির অংশোপলক্ষে দেয় টাকা অন্য যে স্থানে দেওয়া গিয়া থাকে সেই স্থান হইবে। সেই আদেশপত্রে আরো এই কথা ব্যক্ত থাকিবে যে নিরূপিত স্থানে ও সময়ে কিম্বা তৎপূর্ব্বে যদি টাকা না দেওয়া যায়, তবে যে২ অংশের উপলক্ষে ঐ টাকার আদেশ হয় সেই২ অংশ দণ্ড হইবে।

(১৯) যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আদেশপত্রের আদেশানুসারে কার্য্য না হয়, তবে তৎপরে যে অংশ বিষয়ে ঐ আদেশপত্র হইয়া থাকে, ডাইরেক্টরেরা সেই অংশ দণ্ড হইবার নির্দ্ধারণ করিলে ঐ অংশ সম্পর্কীয় প্রাপ্য টাকা ও সুদ ও ব্যয় শোধ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অংশের দণ্ড হইতে পারিবে।

(২০) তদ্রূপে যে অংশ দণ্ড হয় তাহা কোম্পানির সম্পত্তি জ্ঞান হইবে এবং কোম্পানির সাধারণ সভা করিয়া সেই অংশ লইয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ করে তাহা করিতে পারিবেন।

(২১) কোন সত্ত্বকারীর অংশ দণ্ড হইলেও দণ্ড হওন কালে সেই অংশের উপর যত টাকা প্রাপ্য ছিল তজ্জন্য তিনি কোম্পানির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(২২) কোন অংশক্রমে টাকা দিবার আদেশ হইয়াছিল ও তদ্বিষয়ে সংবাদ দেওয়া গিয়াছিল এবং আদেশানুসারে টাকা দেওয়া যায় নাই ও ডাইরেক্টরেরা ঐ অংশ দণ্ড হওয়ার নির্দ্ধারণ করিলে ঐ অংশ দণ্ড হইয়াছে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ঐ মর্ম্মের শপথ প্রতিজ্ঞা লিখনক্রমে হইলে তাহাই ঐ অংশের স্বত্ববান সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ লিপিবদ্ধ বৃত্তান্তের প্রচুর প্রমাণ হইবে; এবং সেই প্রতিজ্ঞা ও কোম্পানির ঐ অংশের মূল্যের রসীদ সেই অংশের উপযুক্ত স্বত্ব জন্মাইবে ও ক্রেতাকে অধিকারিত্ব স্বত্বের সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে তিনি সেই ক্রয়ের পূর্ব্বে ঐ অংশের উপর দেয় সকল টাকার দায় হইতে মুক্ত হইয়া ঐ অংশের অংশী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ক্রয়ের টাকা যেরূপে প্রয়োগ করা হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ করা আবশ্যক হইবে না এবং ঐ বিক্রয় সম্পর্কীয় কার্য্যে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইলেও সেই অংশ প্রতি তাঁহার স্বত্বের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া ষ্টাপ্য করিবার কথা।

(২৩) সাধারণ সভায় কোম্পানি অনুমতি দান করিলে পর ডাইরেক্টরেরা দত্ত অংশের টাকা ষ্টাপ্য করিতে পারিবেন।

(২৪) যখন কোন অংশ লইয়া ষ্টাপ্য করা গিয়াছে তখন কোম্পানির মূলধনের কোন অংশ যে প্রকারে ও যে বিধানমতে ও যে বিধানের অধীনে হস্তান্তর করা যাইতে পারে ঐ ষ্টাপ্য ধারীগণ তদনুসারে কিম্বা গতিক বিবেচনায় প্রায় তত্তুল্য নিয়মানুসারে ঐ ষ্টাপ্যগত আপন২ স্বার্থ কিম্বা স্বার্থের কোন অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(২৫) ষ্টাপ্যের অধিকারীরা ঐ ষ্টাপ্যতে যে মূল্যের স্বার্থ প্রাপ্ত হন তদনুসারে কোম্পানির ডিবিডেণ্ডের ও লভ্যের অংশী হইতে পারিবেন; এবং ঐ ষ্টাপ্যের যে মূল্য হয় কোম্পানির মূলধনে ঐ ষ্টাপ্যধিকারীরা সেই মূল্যের অংশ প্রাপ্ত হইলে, কোম্পানির সভাতে অভিমত জ্ঞাত করণ প্রভৃতি দিবার যে ক্ষমতা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন সেই অংশের অধিকারী হওয়াতে তাঁহাদের সেই ক্ষমতা ও সুযোগ হইবে। কিন্তু ষ্টাপ্য না হইয়া অংশ থাকিলে যে ক্ষমতা ও সুযোগ হইতে পারিত না ঐ অংশানুযায়ী সঞ্চিত ষ্টাপ্য থাকা প্রযুক্ত, কোম্পানির ডিবিডেণ্ড ও লভ্যের ভাগী হওয়া ভিন্ন, তদ্রূপ অন্য ক্ষমতা কি সুযোগ হইবে না।

মূলধনের বৃদ্ধির কথা।

(২৬) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যে বিশেষ নির্দ্ধারণ করেন তদনুসারে ডাইরেক্টরেরা অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নূতন অংশ করণ দ্বারা কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যত টাকা নিরূপণ করেন ঐ মূলধন যোটে তত টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে ও তাঁহারা সেই টাকা যত অংশে বিভাগ করিতে আদেশ করেন তত অংশে বিভক্ত

[illegible]বে। যদি উক্তরূপ কোন আদেশ না দেওয়া যায় তবে ডাইরেক্টরেরা উক্তরূপ বিবেচনা মতে [illegible] করিবেন।

(২৭) যে সভায় মূলধন বৃদ্ধি করিবার অনুমতি হয় সেই সভা যদি [illegible] আদেশ না করেন, তবে অংশীরা [illegible] অংশধারী হন তাঁহারা হারানুসারে [illegible] তাঁহাদের মধ্যে বিলি করিবার প্রস্তাব [illegible] প্রত্যেক জন সেই হারানুসারে যত [illegible] অধিকারী হন, সেই মর্ম্মের আদেশপত্র [illegible] সেই প্রস্তাব করা যাইবে। আরো [illegible] নিরূপণ থাকিবে। সেই সময়ের মধ্যে [illegible] প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন [illegible] হইবে। সেই সময় অতীত হইলে পর কিম্বা যে অংশীকে আদেশপত্র দেওয়া যায় তিনি সেই প্রস্তাবিত অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন এই মর্ম্মের পত্র প্রাপ্ত হওয়া গেলে কোম্পানির যাহাতে অধিক মঙ্গল হয় ডাইরেক্টরেরা সেইরূপে তাহা নিষ্পাদন করিবেন।

(২৮) যে মূলধন নূতন অংশ করিয়া দ্বারা বৃদ্ধি করা যায় তাহা আদিম মূলধনের অংশ জ্ঞান হইবে এবং তদুপরি দেয় টাকা দিবার আদেশ উপলক্ষে এবং সেই আদেশানুসারে টাকা না দেওয়া গেলে সেই২ অংশ দণ্ড হওন প্রভৃতির উপলক্ষে যে২ বিধান থাকে, আদিম মূলধনের অংশের ন্যায় ঐ নূতন অংশের প্রতি ঐ২ বিধান বর্ত্তিবে।

সাধারণ সভার বিধি।

(২৯) ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার পর ছয়মাস মাসের অনধিক যে সময় ও যে স্থান নিরূপণ করেন সেই সময়ে ও স্থানে প্রথম সাধারণ সভা হইবে।

(৩০) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া অন্য যে২ সময় ও স্থান নিরূপণ করেন তৎপশ্চাৎ সেই২ সময়ে ও স্থানে সাধারণ সভা হইবে। যদি অন্য সময় বা স্থান নির্দ্ধারিত না হয়, তবে ডাইরেক্টরেরা যে স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সোমবারে সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

(৩১) উক্ত সকল সাধারণ সভা নিয়মিত সভা নামে খ্যাত হইবে। অন্য সকল সাধারণ সভা অতিরিক্ত সভা নামে খ্যাত হইবে।

(৩২) ডাইরেক্টরেরা যখন উচিত বোধ করেন, অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। কিন্তু কোম্পানির সমুদয়কারীদের পঞ্চমাংশের অন্যূন ব্যক্তিরা লিখনক্রমে আদেশ করিলে অবশ্য তদ্রূপ সভা আহ্বান করিবেন।

(৩৩) সমুদয়কারীদের দ্বারা তদ্রূপ যে আদেশ করা যায় তাহাতে যে সভা আহ্বানের প্রস্তাব হয় সেই সভার অভিপ্রায় ব্যক্ত থাকিবে ও সেই আদেশপত্র কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে দেওয়া যাইবে।

(৩৪) সেই আদেশপত্র প্রাপ্ত হইলে ডাইরেক্টরেরা অবিলম্বে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি তাঁহারা সেই আদেশপত্রের তারিখ অবধি একুশ দিনের মধ্যে ঐ সভা আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত না হন তবে আদেশকারকেরা কিম্বা প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুল্য সংখ্যক অন্য কোন সমুদয়কারীরা নিজে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভার কার্য্যের বিধি।

(৩৫) সাধারণ সভা করিবার পূর্ব্বে অন্যূন সাত দিন থাকিতে সমুদয়কারীদিগকে উক্ত প্রকারে সভা করিবার স্থানের ও দিনের ও ঘণ্টার সংবাদ এবং বিশেষ কর্ম্ম থাকিলে সেই কর্ম্মের সাধারণ ভাবের নিরূপিত প্রকারে কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিলে সেই নিয়ম মতে সংবাদ দেওয়া যাইবে। কিন্তু কোন জন সমুদয়কারী ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই এই প্রযুক্ত কোন সাধারণ সভার কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

(৩৬) অতিরিক্ত সভায় যে সকল কার্য্য সম্পাদন হয় তাহা বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হইবে, এবং নিয়মিত সভায় ও ডিবিডেণ্ডের অনুমতি দেওন ও ডাইরেক্টরদের হিসাব ও উদ্বর্ত্তপত্র ও নিয়মিত রিপোর্ট বিবেচনা করণ ভিন্ন যে সকল কার্য্য সম্পাদন হয় তাহা বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৩৭) সভা যে সময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন সেই সময়ে যত জনের উপস্থানে কর্ম্ম সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে তত জন উপস্থিত না থাকিলে ডিবিডেণ্ড নির্দ্ধার্য্য করণ ভিন্ন সাধারণ সভায় কোন কার্য্য সম্পাদন হইবে না। যত জনের উপস্থানে কর্ম্ম সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে তাহা নিরূপণের নিয়ম এই:—যাঁহারা কোম্পানিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলে যদি দশ জনের অধিক না হন, তবে পাঁচ জনের উপস্থানে, যদি দশ জনের অধিক হন, তবে দশের ঊর্দ্ধ পঞ্চাশ পর্য্যন্ত পাঁচ২ জন প্রতি আর এক২ জন, ও পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ দশ২ জন প্রতি আর এক২ জন হইলে কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে; কিন্তু কোন স্থলে কর্ম্ম সম্পাদনার্থে বিশ জনের অধিকের উপস্থানের প্রয়োজন হইবে না, এই সীমা মান্য।

(৩৮) সভা করিবার নিরূপিত সময়ের পর এক ঘণ্টার মধ্যে যদি কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত না হন তবে সমুদয়কারীদের আদেশার্থে সভা হইলে সভা ভঙ্গ হইবে। পক্ষান্তরে আগামী সপ্তাহের সেই দিনে সেই সময়ে সেই স্থানে পুনশ্চ সভা হইবে। যদি সেই সভাতে পুনশ্চ কর্ম্ম সম্পাদনের উপযুক্ত সংখ্যা উপস্থিত না থাকেন তবে অনির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত সভা স্থগিত হইবে।

(৩৯) যদি ডাইরেক্টর সভার সভাপতি থাকেন তবে তিনি কোম্পানির সাধারণ সকল সভাতে সভাপতি স্বরূপে আধিপত্য করিবেন।

(৪০) যদি তদ্রূপ সভাপতি না থাকেন কিম্বা থাকিলেও যদি সভা করিবার নিরূপিত সময়ের পর পঞ্চদশ মিনিটের মধ্যে সভাতে উপস্থিত না হন, তবে উপস্থিত সমুদয়কারীগণ আপনাদের মধ্যে এক জনকে সভাপতি হওনার্থে মনোনীত করিবেন।

(৪১) সভাপতি, সভ্যদের অনুমতিক্রমে কোন সভার কার্য্য স্থগিত করিয়া তাহার দিনান্তর ও স্থানান্তর নিরূপণ করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থগিত সভার যে কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিল তদ্ভিন্ন কোন কার্য্য সেই দিনান্তরের সভাতে সম্পাদিত হইবে না।

(৪২) কোন সাধারণ সভাতে যদি অন্যূন পাঁচ জন সমুয়কারী কোন কার্য্যের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোকদিগের সংখ্যা করিবার আদেশ না করেন, তবে কোন নির্দ্ধারণ গ্রাহ্য হইয়াছে সভাপতির এই উক্তি এবং কোম্পানির কর্ম্ম বহীতে সেই মর্ম্মের লিখিত কথা ঐ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ হইবে। সেই নির্দ্ধারণের সপক্ষ কি বিপক্ষ কত জন হইয়াছে ও কত অভিমত প্রকাশ হইল ইহার প্রমাণ দেওয়ার আবশ্যকতা নাই।

(৪৩) যদি পাঁচ কি অধিক জন সমুয়কারী কোন নির্দ্ধারণের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোকদের সংখ্যা গ্রহণ করিবার আদেশ করেন তবে সভাপতি যদ্রূপ আজ্ঞা করেন লোক সংখ্যা তদ্রূপে গৃহীত হইবে, এবং সাধারণ সভার ঐ লোক সংখ্যা গ্রহণের ফল কোম্পানির নির্দ্ধারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে। সাধারণ সভায় যত জনের এক মত যদি তত জনের ভিন্ন মত হয় তবে সভাপতির মতের প্রাবল্য হইবে।

সমুয়কারীদের অভিমতের কথা।

(৪৪) প্রত্যেক সমুয়কারীর দশ অংশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অংশের উপর এক২ অভিমত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। দশ অংশের ঊর্দ্ধ এক শত অংশ পর্য্যন্ত পাঁচ২ অংশের উপর তাঁহার এক২ অভিমত এবং একশত অংশের ঊর্দ্ধ দশ২ অংশের উপর এক২ অভিমত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪৫) যদি কোন সমুয়কারী ক্ষিপ্তমনা বা জড় হন তাব তাঁহার পক্ষে তাঁহার কমিটী বা আইন অনুযায়ী রক্ষক অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন। যদি সমুয়কারী অপ্রাপ্তবয়স্ক হন তবে আপন অভিভাবক দ্বারা কিম্বা, একের অধিক অভিভাবক থাকিলে তাঁহাদের এক জন দ্বারা, অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(৪৬) যদি এক বা অধিক ব্যক্তিদের এক বা অধিক অংশের সাধারণ স্বত্ব থাকে, তবে সমুয়কারীদের নামাবলীতে অংশীদের এক জন স্বরূপ তাঁহাদের যে ব্যক্তির নাম প্রথম থাকে তিনি সেই বা সেই অংশের উপলক্ষে অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন, অন্য কেহ নয়।

(৪৭) যে সমুয়কারী স্বীয় অংশোপলক্ষে আদিষ্ট সমস্ত টাকা না দিয়াছেন তিনি সাধারণ কোন সভার অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি হস্তান্তরক্রমে কোন অংশ প্রাপ্ত হন তবে কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার কালাবধি তিন মাস গত হইলে পর তিনি যে অংশের উপলক্ষে যে সভার অভিমত জ্ঞাত করিতে ইচ্ছুক থাকেন সেই সভা হইবার সময়ের পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস সেই অংশের অংশী না হইলে তিনি ঐ অংশ উপলক্ষে অভিমত জ্ঞাত করিতে স্বত্ববান হইবেন না।

(৪৮) অভিমত স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতে পারিবে।

(৪৯) প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার লেখ্য লিখিত হইয়া নিয়োগকর্ত্তার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে; যদি নিয়োগকর্ত্তৃগণ সমষ্টিকৃত লোক হন তবে ঐ লেখ্য তাঁহাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত হইবে, এবং কোন ব্যক্তি স্বাক্ষীস্বরূপ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। যে ব্যক্তি কোম্পানির সমুয়কারী নহেন তিনি প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

(৫০) প্রতিনিধি নিযুক্ত করণার্থ লেখ্যে যে ব্যক্তির নাম ব্যক্ত হইয়াছে তিনি যে সভায় অভিমত জ্ঞাত করিতে ইচ্ছুক থাকেন সেই সভা হইবার সময়ের পূর্ব্বে অন্যূন বাহাত্তর ঘণ্টা থাকিতে সেই লেখ্য কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিনিধি নিযুক্ত করণার্থ লেখ্য সম্পাদন হইবার পর দ্বাদশ মাস গত হইলে তাহা বলবৎ হইবে না।

(৫১) প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার লেখ্যের পাণ্ডু এই:—

অমুক কোম্পানি লিমিটেড।

অমুক লিমিটেড কোম্পানির সমুয়কারী অমুক স্থান নিবাসী শ্রীঅমুক আমি এক বা এত অভিমত প্রকাশ করিতে স্বত্ববান্ হইয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ কোম্পানির নিয়মিত (কিম্বা, স্থল বিশেষে, অতিরিক্ত) যে সাধারণ সভা হইবে, সেই সভায় কিম্বা, যা তৎকালে স্থগিত হইয়া যে সময়ান্তর নিরূপণ করে সে দিনান্তরে (কিম্বা অমুক সালের মধ্যে) কোম্পানির যে কোন সভা হয় সেই সভায় আমার নিমিত্ত ও আমার পক্ষ হইয়া অভিমত জ্ঞাত করণার্থ এই পত্র দ্বারা অমুকস্থানবাসী শ্রীঅমুককে আমার প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত করিলাম, ইহার প্রমাণার্থে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম।

অমুকদিগের সাক্ষাতে উক্ত শ্রীঅমুক কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

ডাইরেক্টরদিগের কথা।

(৫২) যাঁহারা সংস্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করেন তাঁহারাই ডাইরেক্টরদের সংখ্যা ও প্রথম ডাইরেক্টরদের নাম নিরূপণ করিবেন।

(৫৩) ডাইরেক্টরদিগকে যতকাল নিযুক্ত করা না যায় ততকাল সংস্থিতিপত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করেন তাঁহারাই ডাইরেক্টর বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫৪) ডাইরেক্টরেরা ভবিষ্যতে যে পারিশ্রমিক পাইবেন এবং প্রথম সাধারণ সভা হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন তজ্জন্য যে পারিশ্রমিক পাইবেন তাহা কোম্পানির সাধারণ সভায় নির্দ্ধারিত হইবে।

ডাইরেক্টরদের ক্ষমতার কথা।

(৫৫) কোম্পানির কর্ম্ম ডাইরেক্টরদের দ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাঁহারা কোম্পানির সংস্থাপন ও রেজিষ্টরী করিবার সমস্ত ব্যয় শোধ করিবেন। এবং পূর্ব্ব লিখিত আইন বা এই নিয়মপত্র দ্বারা সাধারণ সভা না করিলে কোম্পানি যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন না তদ্ভিন্ন তাঁহারা কোম্পানির সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু এই নিয়মপত্রের সকল বিধি এবং পূর্ব্ব লিখিত আইনের বিধান এবং কোম্পানির সাধারণ সভা করিয়া উক্ত বিধির বা বিধানের

অনুযায়ী [illegible] যে বিধি করেন সেই বিধি তাঁহাদের মানিতে হইবে। পরন্তু কোম্পানি সাধারণ সভায় যে বিধি করেন সেই বিধির অবর্ত্তমানে ডাইরেক্টরদের যে ক্রিয়া সিদ্ধ হইত সেই বিধি হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাদের কৃত সেই ক্রিয়া সেই বিধিক্রমে অসিদ্ধ হইবে না।

(৫৬) ডাইরেক্টরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির পদশূন্য হইলেও অবশিষ্ট ব্যক্তিরা কার্য্য করিতে পারিবেন।

ডাইরেক্টরদের অযোগ্যতার কথা

(৫৭) ডাইরেক্টরের পদ নিম্নলিখিত স্থলে শূন্য হইবেঃ—

যদি তিনি [illegible] পদ বা কর্ম্ম ধারণ করেন।

যদি দেউলিয়া [illegible] হন।

যদি কোম্পানির [illegible] বা অংশী হন।

কিন্তু [illegible]
যে কো[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] তাঁহার [illegible]
মত অগ্রাহ্য [illegible]

ডাইরেক্টর[illegible] কথা।

([illegible]) কোন দিন নির্দ্ধারিত হইলে পর প্রথম যে নিয়মিত সভা হইবে [illegible] সমস্ত ডাইরেক্টর পদ ত্যাগ করিবেন, [illegible] প্রতিবৎসর প্রথম যে নিয়মিত সভা হইবে তাহাতে তৎকালিক ডাইরেক্টরগণের তিন অংশের একাংশ ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। যদি তাঁহাদের সংখ্যা তিন দিয়া হরণ করা না যায় তবে তাহার সন্নিহিত সংখ্যা পদত্যাগী হইবেন।

(৫৯) কোম্পানির প্রথম নিয়মিত সভার পর প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে ডাইরেক্টরদের তৃতীয়াংশ বা সন্নিহিত সংখ্যার কোন২ ব্যক্তি পদত্যাগী হইবেন এই নিয়ম যদি তাঁহারা সম্মতিক্রমে নিরূপণ করিতে না পারেন তবে গুটিকাপাত দ্বারা নির্ণীত হইবে [illegible] প্রতি বৎসর যে তৃতীয়াংশ [illegible] সংখ্যার যে ব্যক্তিরা অধিক কাল পদস্থ [illegible] পদত্যাগী হইবেন।

(৬০) পদত্যাগী ডাইরেক্টরকে পুনশ্চ মনোনীত করা যাইতে পারিবে।

(৬১) যে সাধারণ সভায় ডাইরেক্টরেরা পূর্ব্বোক্ত মতে পদ ত্যাগ করেন সেই সভায় কোম্পানি তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিয়া ঐ শূন্যপদ পূর্ণ করিবেন।

(৬২) যে সভায় ডাইরেক্টরদের মনোনীত করণ কর্ত্তব্য হয় সেই সভায় যদি পদত্যাগী ডাইরেক্টরদের পদ পূর্ণ না হয় তবে তৎপশ্চাৎ সপ্তাহের সেই দিনে সেই সময়ে সেই স্থানে ঐ সভা হইবে। সেই দ্বিতীয় সভা করণ কালে যদি পদত্যাগী ডাইরেক্টরদের পদ পূর্ণ করা না হয় তবে পদত্যাগী ডাইরেক্টরেরা কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে [illegible] পদ পূর্ণ না হয় তাঁহারা আগামী বৎসরের নিয়মিত সভা [illegible] কাল পর্য্যন্ত পদস্থ থাকিবেন ও যত কাল তাঁহাদের পদ পূর্ণ না হয় ততকাল পর্য্যন্ত বৎসরে২ তদ্রূপ হইবে।

([illegible]) কোম্পানি সময়ে২ সাধারণ সভাকালে ডাইরেক্টরদের সংখ্যা [illegible] বা ন্যূন করিতে পারিবেন ও সেই [illegible] সংখ্যা যে পর্য্যায় ক্রমে পদত্যাগী হইবেন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

([illegible]) ডাইরেক্টরদের সভার মধ্যে যদি কোন পদ অকস্মাৎ শূন্য হয় তবে ডাইরেক্টরেরা সেই পদ পূর্ণ করিতে পারিবেন। কিন্তু পদত্যাগ না করিলে ডাইরেক্টর যতদিন পদে থাকিতেন তদ্রূপ মনোনীত ব্যক্তি কেবল ততকাল পদস্থ থাকিবেন।

([illegible]) কোন ডাইরেক্টরের পদ ধারণের সময় অতীত না হইলেও কোম্পানি সাধারণ সভায় বিশেষ নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে অপসৃত করিতে পারিবেন এবং নিয়মিত নির্দ্ধারণক্রমে তাঁহার পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি যে ব্যক্তির পদে নিযুক্ত হন সেই ব্যক্তি অপসৃত না হইলে যত কাল পদস্থ থাকিতেন, তত্র পদে নিযুক্ত ব্যক্তি ও ততকাল মাত্র পদ ধারণ করিবেন।

ডাইরেক্টরদের কর্ম্ম সম্পাদনের কথা।

(৬৬) ডাইরেক্টরেরা যে রূপ বিহিত বোধ করেন সেই রূপে কার্য্য সম্পাদনার্থে সমাবিষ্ট হইবেন ও সভার নিয়মান্তর নিরূপণ করিতে কিম্বা সভায় প্রকারান্তরের নিয়ম করিতে পারিবেন, ও কার্য্যসম্পাদনার্থ যত জনের উপস্থান আবশ্যক তাহাও নির্ণয় করিতে পারিবেন। কোন সভায় বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা অধিমতের আধিক্যক্রমে নির্ণীত হইবে। যদি সমান সংখ্যক ব্যক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ মত হয় তবে সভাপতির মতের প্রাবল্য হইবে। কোন ডাইরেক্টর যে কোন সময়ে ডাইরেক্টরদিগের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৬৭) ডাইরেক্টরেরা আপনাদের সভাপতি মনোনীত করিতে ও তিনি যতকাল তৎপদ ধারণ করিবেন তাহাও নিরূপণ করিতে পারিবেন। যদি তদ্রূপ কোন সভাপতি মনোনীত না হন কিম্বা সভা হইবার নিরূপিত সময়ে যদি সভাপতি উপস্থিত না হন, তবে উপস্থিত ডাইরেক্টরেরা আপনাদের একজনকে ঐ সভার অধিপতির পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৬৮) ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির অন্তর্গত যে বা যত সম্ভুয়কারীকে বিহিত বোধ করেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে কমিটী করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি আপনাদের কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। তদ্রূপ অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণ বিষয়ে ডাইরেক্টরেরা যেং বিধান অবধারণ করেন উক্ত স্থাপিত কমিটী তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

(৬৯) কমিটী আপনাদের সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন। যদি সভাপতি মনোনীত না হন কিম্বা তিনি যদি সভার নিরূপিত সময়ে উপস্থিত না থাকেন, তবে কমিটীর অন্তর্গত যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন তাঁহারা ঐ সভার সভাপতি হইবার নিমিত্ত আপনাদের একজনকে মনোনীত করিবেন।

(৭০) কমিটী যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি সভা করিতে এবং সভা কারবার দিনান্তর নিরূপণ করিতে পারিবেন। কোন সভায় যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে কমিটীর অন্তর্গত উপস্থিত ব্যক্তিদের অভিমতের আধিক্যক্রমে তাহা নিরূপিত হইবে। যদি সমান সংখ্যক লোকের পরস্পরবিরুদ্ধ মত হয়, তবে সভাপতির মত প্রবল হইবে।

(৭১) ডাইরেক্টরদের কিম্বা ডাইরেক্টরস্বরূপে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির নিয়োগ কার্য্যে দোষ ছিল কিম্বা তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন জন অযোগ্য হয় যদিও পশ্চাৎ প্রকাশ পায় তথাপি তাঁহাদের নিয়মক্রমে নিযুক্ত হওয়ার ও ডাইরেক্টর পদের যোগ্য হওয়ার ন্যায় ঐ ডাইরেক্টরদের সভার কিম্বা ডাইরেক্টরদের কমিটীর কিম্বা ডাইরেক্টর স্বরূপে কর্ম্মকারী ঐ ব্যক্তির কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ ভাগের কথা।

(৭২) সম্ভুয়কারীদের অংশানুসারে যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ ভাগ টাকা নিরূপণ হইবে তাহা ডাইরেক্টরেরা সাধারণ সভায় কোম্পানির অনুমতিক্রমে নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(৭৩) কোম্পানির ব্যবসায় হইতে যে লভ্য উৎপন্ন হয় কেবল তাহা হইতে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যাইবে।

(৭৪) ডাইরেক্টরেরা ডিবিডেণ্ড করিবার পরামর্শ দিবার পূর্ব্বে কোম্পানির লভ্য হইতে সম্ভাবিত ব্যয় পরিশোধার্থে কিম্বা বিভাজ্য টাকা সমান করণার্থে কিম্বা কোম্পানির ব্যবসায় কিম্বা তাহার কোন অংশ সংক্রান্ত কলআদি লাগাইবার কি রক্ষা করিবার জন্য যত টাকা উচিত বোধ করেন তাহা সঞ্চিত ধন স্বরূপে নিরূপণ করিতে পারিবেন; ও যে টাকা তদ্রূপে সঞ্চিত পুঁজিস্বরূপ পৃথক করা যায় তাহা ডাইরেক্টরেরা যদ্রূপ প্রশস্ত মনোনীত করেন তৎক্রমে গচ্ছিত করিবেন।

(৭৫) যদি কোন সম্ভুয়কারীর স্থানে তাঁহার অংশের নিমিত্ত কি অন্য কারণে কোম্পানির কিছু প্রাপ্য হয় তবে ডাইরেক্টরেরা ঐ ডিবিডেণ্ড হইতে তাহা কর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেন।

(৭৬) যদি কোন ডিবিডেণ্ড নিরূপণ হয় তবে প্রত্যেক সম্ভুয়কারীকে পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার সংবাদ দেওয়া যাইবে। ডিবিডেণ্ড নিরূপণ হইলে পর যদি তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উপর দাওয়া না হয় তবে ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির লভ্যার্থে তাহা লপ্ত করিতে পারিবেন।

(৭৭) কোম্পানির নিকট কোন ডিবিডেণ্ডের উপর সুদ প্রাপ্য নয়।

হিসাব।

(৭৮) ডাইরেক্টরেরা এইং বিষয়ের যথার্থ হিসাব রাখিবেন—

কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত দ্রব্যাদির।

কোম্পানির আয় ব্যয়ের ও যে বিষয়ে যত টাকা আয় ও যত টাকা ব্যয় হয় তাহার।

কোম্পানির প্রাপ্যের ও ঋণের।

খাতাবহী কোম্পানির রেজিষ্টরীকরা কার্য্যালয়ে রাখিতে হইবে, এবং কর্ম্ম চালাইবার কোন সময়ে সম্ভুয়কারীরা তাহা দেখিতে পারিবেন। কিন্তু কোম্পানির সাধারণ সভা করিয়া যদি খাতাবহী দৃষ্টির সময় ও নিয়ম সম্পর্কে যুক্ত সিদ্ধ নিষেধ অবধারণ করেন, তবে তাহা মান্য হইবে।

(৭৯) ডাইরেক্টরেরা প্রতিবৎসর অতি ন্যূন একবার সাধারণ সভাধিষ্ঠিত কোম্পানির সম্মুখে তৎপূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয়ের বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন। ঐ সভার দিনের পূর্ব্ব তিন মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত ঐ হিসাব নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৮০) উক্ত বর্ণনাপত্রে আয়ের মোট প্রকাশ হইবে যাহা হইতে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা সুবিধামতে পৃথক প্রকরণ ক্রমে লিখিতে হইবে। ব্যয়ের মোট ও প্রকাশ হইবে, তাহাতে কর্ম্মচারীগণের ও বেতনাদির নিমিত্ত যত টাকা ব্যয় হইল তাহা পৃথক লিখিতে হইবে। সভার সম্মুখে লভ্যের ও ক্ষতির যথার্থ নিষ্পত্তি অর্পণ করা যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৎসরের আয় হইতে ব্যয়ের যত টাকা ন্যায়মতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে তাহা সমুদয় হিসাবে লিখিতে হইবে। কোন কার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা ব্যয় হইল তাহা যদি ন্যায়মতে এক বৎসরের আয় হইতে কর্ত্তব্য হইতে পারে তবে সেই কার্য্যে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সমুদয় ব্যক্ত হইয়া যে কারণে তাহার একাংশ মাত্র বৎসরের আয় হইতে লওয়া যায় তাহাও লিখিতে হইবে।

(৮১) প্রতিবৎসর উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত হইয়া সাধারণ সভামধ্যে কোম্পানির সম্মুখে অর্পিত হইবে। কোম্পানির যত সম্পত্তি ও দায় থাকে তাহা এই তফসীল সংযুক্ত পাঠানুসারে কিম্বা যে পর্য্যন্ত সাধ্য সেই পর্য্যন্ত ঐ পাঠানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লিখিত হইবে।

(৮২) ঐ সভা হইবার সাত দিন পূর্ব্বে ঐ উদ্বর্তপত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি এই আইনের নিম্ন ভাগে জ্ঞাপনপত্র অর্পণের যে নিয়ম আছে সেই নিয়মমতে প্রত্যেক জন অংশীকারীকে দেওয়া যাইবে।

আডিটের কথা।

(৮৩) বৎসরের ন্যূনকল্পে একবার কোম্পানির সকল হিসাবের পর্য্যালোচনা হইবে এবং এক বা অধিক জন আডিটর কর্তৃক ঐ উদ্বর্ত পত্রের শুদ্ধতা নির্ণয় হইবে।

(৮৪) ডাইরেক্টরেরা প্রথম আডিটরদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তৎপরে কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া আডিটরদিগকে নিযুক্ত করিবেন।

(৮৫) যদি কেবল একজন আডিটরকে নিযুক্ত করা যায়, তবে এই আইনেতে অনেক আডিটর বিষয়ে যে ২ বিধি বর্ত্তে, সেই ২ এক জনের প্রতি সেই ২ বিধি বর্ত্তিবে।

(৮৬) কোম্পানির অংশীকারীরা আডিটর হইতে পারিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোম্পানির কোন বিষয় ব্যাপারে অংশীকারী ভিন্ন ভাবান্তরে সম্পর্কযুক্ত হন তিনি আডিটর হওনার্থে মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন। কোন ডাইরেক্টর কি কোম্পানির অন্য কর্ম্মচারী যত কাল উক্ত পদ ধারণ করেন তত কাল আডিটরস্বরূপ মনোনীত হইতে পারিবেন না।

(৮৭) কোম্পানি প্রতি বৎসরের নিয়মিত সভায় আডিটরদিগকে মনোনীত করিবেন।

(৮৮) প্রথম আডিটরেরা যত পারিশ্রমিক পাইবেন তাহা ডাইরেক্টরেরা নির্দ্ধার্য্য করিবেন। তৎপশ্চাৎ আডিটরদের পারিশ্রমিক কোম্পানি সাধারণ সভাতে নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

(৮৯) কোন আডিটর ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পর পুনশ্চ মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৯০) যদি কোম্পানির নিযুক্ত কোন আডিটরের পদ অকস্মাৎ শূন্য হয়, তবে ডাইরেক্টরেরা অবিলম্বে ঐ পদ পূরণার্থে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।

(৯১) যদি পূর্ব্বোক্তমতে আডিটরেরা মনোনীত না হন, তবে কোম্পানির অন্যূন পাঁচ জন অংশীকারীর প্রার্থনাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত বৎসরের নিমিত্ত একজন আডিটর নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্ত কোম্পানির যত পারিশ্রমিক দিতে হইবে তাহাও নিরূপণ করিবেন।

(৯২) প্রত্যেক আডিটরকে উদ্বর্তের প্রতিলিপি দিতে হইবে। হিসাব বহি ও তৎসম্পর্কীয় প্রমাণ পত্রের সহিত ঐ পত্রের পর্য্যালোচনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

(৯৩) কোম্পানি যে সকল বহী রাখেন তাহার নামাবলী প্রত্যেক আডিটরকে দেওয়া যাইবে, ও তিনি কোম্পানির সকল বহী ও খাতাবহী উপযুক্ত সকল সময়ে দেখিতে পাইবেন। আরো ঐ হিসাবের পর্য্যালোচনা কার্য্যে আপনার সাহায্যার্থে হিসাবীদিগকে কি অন্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কোম্পানি তাঁহাদের বেতন দিবেন, এবং তিনি সেই হিসাব সম্পর্কে ডাইরেক্টরদের কি কোম্পানির অন্য কোন কার্য্যকারকদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

(৯৪) আডিটরেরা অংশীকারিদের নিকটে ঐ উদ্বর্তপত্র ও হিসাবের রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ উদ্বর্তপত্রে আইনে যে ২ বর্ণনা আদেশ হইয়াছে তাহা তাহাতে আছে ও কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের অবস্থা সত্য ও যথার্থ ভাবে যাহাতে দৃষ্ট হয় এমতে ঐ উদ্বর্তপত্র উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কি না ও যদি তাঁহারা ডাইরেক্টরদের স্থানে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা কি সন্ধান চাহিয়া থাকেন, তবে ডাইরেক্টরেরা সেই ব্যাখ্যা কি সন্ধান দিয়াছেন কি না ও তাহা সন্তোষ জনক হইয়াছে কি না এই সকল কথাও তাঁহারা রিপোর্টে লিখিবেন। সেই রিপোর্ট ডাইরেক্টরদের রিপোর্ট সহিত নিয়মিত সভায় পাঠ করা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের কথা।

(৯৫) কোন অংশীকারীকে কোম্পানির জ্ঞাপনপত্র অর্পণ করিতে হইলে তাহা স্বয়ং তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে কিম্বা পত্রের শিরোনামায় তাঁহার নাম ও রেজিষ্টরী করা বাসস্থান লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া তাঁহার প্রতি অর্পিত হইবে।

(৯৬) অংশীকারীদের মধ্যে কয়েক জন একত্রে কোন অংশের স্বত্ববান হইলে, তাঁহাদিগকে যে সকল জ্ঞাপনপত্র দিবার আদেশ হয়, অংশীকারীদের রেজিষ্টরী বহিতে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহার নাম প্রথমে লেখা থাকে তাঁহাকেই ঐ জ্ঞাপনপত্র দেওয়া যাইবে এবং জ্ঞাপনপত্র তদ্রূপে দেওয়া গেলে ঐ অংশের সকল অংশীকে উপযুক্তমতে অর্পণ করা হইবে।

(৯৭) যদি জ্ঞাপনপত্র ডাকদ্বারা অর্পিত হয় তবে ডাকযোগে রীতিমতে প্রেরণ হইলে ঐ বিজ্ঞাপনসূচক পত্র যে সময়ে দেওয়া যায় সেই সময়ে ঐ জ্ঞাপনপত্র অর্পিত হইল জ্ঞান হইবে; এবং ঐ জ্ঞাপনপত্র যে স্থানে দেওয়া গিয়াছিল তাহার শিরোনামা উপযুক্তমতে লিখিত হইয়া ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ ঐ পত্র অর্পিত হইবার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

সংস্কৃতিপত্রের নিয়মানুসারে আমরা কোম্পানিস্বরূপ সম্বদ্ধ হইতে বাঞ্ছা করি। আমাদের নাম ও নিবাসাদি নিম্ন ভাগে লেখা যাইতেছে।

স্বাক্ষরকারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি

১। শ্রী ক খ সাং
২। শ্রী গ ঘ সাং
৩। শ্রী চ ছ সাং
৪। শ্রী জ ঝ সাং
৫। শ্রী ট ঠ সাং
৬। শ্রী ড ঢ সাং
৭। শ্রী ত থ সাং

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের স্বাক্ষী

শ্রী দ ধ। সাং

পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃতিপত্র সহিত সংস্কৃতির যে নিয়মপত্র দিতে হইবে তাহা।

১। কোম্পানির মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা, তাহা এক শত টাকা করিয়া পাঁচ সহস্র অংশে বিভক্ত।

(২) ডাইরেক্টরেরা সাধারণ সভাগত কোম্পানির অনুমতিক্রমে অংশের সংখ্যা ন্যূন করিতে পারিবেন।

(৩) ডাইরেক্টরেরা সাধারণ সভাগত কোম্পানির অনুমতিক্রমে কোম্পানির কোন অংশ রহিত করিতে পারিবেন।

৪। A চিহ্নিত টেবিলের সকল নিয়ম এই নিয়মে সংযুক্ত হইয়া কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে এমত জ্ঞান হইবে।

আমরা আপনাদের নাম নিবাসাদি নিম্নে স্বাক্ষর করিলাম ও আমাদের নামের পার্শ্বে যত অংশ লেখা হইয়াছে আমরা কোম্পানির মূলধনের তত অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছি।

স্বাক্ষরকারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি	স্বাক্ষরকারি প্রত্যেক জন যত অংশ লইয়াছেন।
১ ক খ সাং	
২ গ ঘ ,,	
৩ চ ছ ,,	
৪ জ ঝ ,,	
৫ ট ঠ ,,	
৬ ড ঢ ,,	
৭ ত থ ,,	

মোট যত অংশ লওয়া যায়।

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

দ ধ সাং

যে কোম্পানির [illegible] বদ্ধ নয় ও যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত [illegible] তাহার সংস্কৃতিপত্র ও সংস্কৃতির নিয়মপত্র [illegible]

সংস্কৃতিপত্র এই।

১। কোম্পানির নাম পেটেন্ট কোম্পানি।

২। কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় অমুক স্থানে হইবে।

৩। অমুক স্থানবাসী শ্রী দ ধ একক অমুক শিল্পকর্ম্ম করিবার কলের পেটেন্ট লইয়াছেন; সেই পেটেন্ট নিয়মানুসারে ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করা এই কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায়।

নিম্নে স্বাক্ষরকারী আমরা এই সংস্কৃষ্ট পত্রানুসারে কোম্পানি হইতে চাহিতেছি

স্বাক্ষর কারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি।

১। ক খ সাং
২। গ ঘ ,,
৩। চ ছ ,,
৪। জ ঝ ,,
৫। ট ঠ ,,
৬। ড ঢ ,,
৭। ত থ ,,

সাল তারিখ

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

শ্রী প ফ সাং

পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃতিপত্র সহিত সংস্কৃতির যে নিয়মপত্র দিতে হইবে তাহা ও কোম্পানির মূলধন।

কোম্পানির মূলধন ২০,০০০৲ টাকা। তাহা এক সহস্র টাকার বিশ অংশে বিভক্ত হইয়াছে।

A টেবিল বর্জ্জিবার কথা।

A চিহ্নিত টেবিলের সকল নিয়ম এই নিয়মে সংযুক্ত হইয়া কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে এমত জ্ঞান হইবে।

নিম্ন লিখিত আমরা আপন২ নামের পার্শ্বে যত অংশ লিখিয়াছি কোম্পানির মূলধনের তত অংশ লইতে সম্মত হইয়া নিম্নভাগে আপনাদের নাম ও নিবাসাদি স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর কারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি।	স্বাক্ষরকারিরা যত অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।
১ ক খ সাং	
২ গ ঘ ,,	
৩ চ ছ ,,	
৪ জ ঝ ,,	
৫ ট ঠ ,,	
৬ ড ঢ ,,	
৭ ত থ ,,	

মোটে যত অংশ লওয়া গেল।

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

প ফ সাং

E চি ত পাঠ। আইনের দ্বিতীয় খণ্ডের আদেশ ক্রমে।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির মূলধনের ও অংশের সার সংক্ষেপ।

ব্যক্ত মূলধন________টাকা। ____________________টাকা করিয়া____________________অংশে বিভক্ত।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যান্ত যত অংশ দেওয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক অংশোপলক্ষে______টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে।

আদেশানুসারে প্রাপ্ত______টাকা।

আদেশ হইলেও অদত্ত______টাকা।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যাঁহারা অমুক______________কোম্পানির অংশী হন, এবং উক্ত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্ব দ্বাদশ মাসের মধ্যে____________কোন সময়ে যাঁহারা ঐ কোম্পানিতে অংশী ছিলেন তাঁহাদের নাম ও বাসাদি ও যত অংশের অংশী হন।

যে রেজিষ্টর লেজরে বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার ফোলিও।	নাম ও বাসস্থান ও ব্যবসায়াদি।				অংশের বর্ণনা।					মন্তব্য।
					অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বর্ত্তমান অংশিদের যত অংশ।	গত বৎসরে বর্ত্তমান অংশিদের অধিক যে অংশ ছিল		যাঁহারা এখন অংশী নহেন তাহাদের অংশ।		
	উপনাম।	নাম।	নিবাস।	ব্যবসায়াদ।		নম্বর।	হস্তান্তর করিবার তারিখ।	নম্বর।	হস্তান্তর করিবার তারিখ।	

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

ভারতবর্ষের কোম্পানির আইনের ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের ৪৯ ধারার অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হওয়াতে এই পাণ্ডুলিপির কারণ হইয়াছে। যে বাৎসরিক উদ্বর্ত্তপত্র রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে তাহা সম্পর্কবিশিষ্ট কোম্পানির সাধারণ সভাতে অর্পিত হইয়া যে ঐ সভা কর্তৃক অবশেষে গ্রাহ্য ও পাশ হওয়া আবশ্যক অথবা ১৮৫৭ সালের ১৯ আইনে যেরূপ বিধান আছে সেইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে উহা দাখিল করিতে হইবে এমত কোন স্পষ্ট বিধান ঐ ধারায় নাই।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বিবেচনার পর ইহা স্থির করিয়াছেন যে উক্ত অসম্পূর্ণতা অপসৃত করা এবং সেই সুযোগে ভারতবর্ষের কোম্পানির আইনে অন্য কতক গুলি সংশোধন করা উচিত।

এই সংশোধন গুলি দুই দফায় বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম, ১৮৬৬ সাল হইতে কোম্পানি সম্বন্ধে বিলাতের ব্যবস্থা দৃষ্টে যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোগ করণ বাঞ্ছনীয় এবং দ্বিতীয়তঃ বিলাতের ও ভারতবর্ষের আদালতের রিপোর্ট করা নিষ্পত্তি হইতে যে সকল ভাষাগত পরিবর্ত্তন বিধেয় বোধ হইয়াছে।

বিলাতের কোম্পানির আইন হইতে আমাদের ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের অধিকাংশই সংগৃহীত এবং ১৮৬৬ সাল হইতে উক্ত আইন মহারাণীর ৩০ ও ৩১ বৎসরের ১৩১ অধ্যায়, ৩৩ ও ৩৪ বৎসরের ১০৪ অধ্যায় এবং ৪০ ও ৪১ বৎসরের ২৬ অধ্যায় দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।

এই সকল রাজব্যবস্থায় এইরূপ বিধান আছে যে,—

১। যদি কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানি সংস্থিতিপত্রে কিম্বা বি[illegible] নির্দ্ধারণ দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তবে যখন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা হয় এবং সাধারণ সম্ভূয়কারীদের দত্ত ধন সমেত কোম্পানির স্থিত, উহার দেনা বা কর্ম্ম বন্ধ করণের খরচা পরিশোধ জন্য অপ্রচুর হয়, তখনই কেবল যে দায়া প্রবল করা যাইতে পারে এমত অসীমাবদ্ধ দায় সংযুক্ত ডাইরেকটর ঐ কোম্পানির থাকিতে পারে;

(২) কোন কোম্পানি আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার ব্যক্ত মূলধনের মোট টাকা বা অংশের সংখ্যা কমাইতে পারিবেন, কিন্তু যে উত্তমর্ণগণ ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের বিষয় অজ্ঞাত থাকেন তাঁহাদের স্বত্বের বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবেন না;

(৩) অংশ ক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির মূলধন, অদত্ত অংশ সকল কর্ত্তন করিয়া, কমান যাইতে পারিবে;

(৪) অংশের বিভাগ হইতে পারিবে;

(৫) যে সকল সমবায় বাণিজ্য কার্য্যে প্রবর্ত্ত না হয় সেই সকল সমবায় স্বীয় নামে "লিমিটেড" এই অনুপযোগী শব্দ সংলগ্ন না করিলেও কোম্পানির আইনমতে সমবায়িত হইতে পারিবে;

(৬) কোন কোম্পানি কোন ২ অংশ সম্বন্ধে সমস্ত টাকা শোধ লইতে এবং অপরাপর অংশ সম্বন্ধে তাহা না লইতে পারিবেন এবং প্রত্যেক অংশের উপর যে পরিমাণে টাকা দেওয়া হয় সেই টাকার পরিমাণে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে;

(৭) অংশের হস্তান্তর, হস্তান্তর গ্রহীতার দ্বারা প্রার্থনা হইলে যে সকল নিয়মে হইত সেই সকল নিয়মাধীনে হস্তান্তরকারীর প্রার্থনামতে রেজিস্টরী করিতে হইবে;

(৮) যে সকল সীমাবদ্ধ অংশের টাকা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হইয়াছে সেই সকল অংশের সম্বন্ধে পত্রবাহককে শ্যার ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইতে পারিবে এবং তাহার পর ঐ ওয়ারণ্ট অর্পণ দ্বারা ঐ অংশ হস্তান্তর হইবে এবং পত্রবাহককে ডিবিডেণ্ড পাইবার স্বত্বদান করণ সূচক কুপনপত্র তৎসংলগ্ন করা যাইতে পারিবে;

(৯) কোম্পানি বা উহার স্থাপনকারিগণ বা ডাইরেক্টরগণ পূর্ব্বে যে কোন চুক্তি করিয়া থাকেন এবং কোন ব্যক্তি ঐ কোম্পানির শ্যার লইবেন কি না তাঁহার ইচ্ছা মনঃস্থ করণ বিষয়ে যে চুক্তি যুক্তি সঙ্গতরূপে ফলোপধায়ক হয় সেই চুক্তির তারিখ ও পক্ষদের নাম কোম্পানির প্রত্যেক অনুষ্ঠানপত্রে এবং জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির শ্যারের নিমিত্ত নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য যে বিজ্ঞাপন দ্বারা লোক আহ্বান করা হয় সেই বিজ্ঞাপনে, নির্দ্দিষ্ট থাকিবে (সলিবান্‌ব নাম মিটকাফ ৪৯ ল, জ, কু, বেঞ্চ ৮৫৫);

(১০) রেজিস্টরী হইবার পর চারিমাসের মধ্যে এক সাধারণ সভা অবশ্য করিতে হইবে;

(১১) যদ্যপি সম্ভূয়কারীদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সাত জনের ন্যূন না হয়, অথবা কোন ঋণদাতা পূর্ব্বে আঠার মাসের মধ্যে ন্যূনকল্পে ছয়মাস কাল স্বীয় শ্যার ধারণ করিয়া না থাকেন অথবা ঐ শ্যার সকল পূর্ব্ব শ্যারধারীর মৃত্যু ঘটনাতে ঋণদাতাকে না অর্শিয়া না থাকে তবে ঐ ঋণদাতা কর্ম্ম বন্ধ করণ জন্য দরখাস্ত দাখিল করিবার উপযুক্ত হইবেন না। কার্য্য চালাইতে অক্ষমপ্রায় কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করাইয়া উহার তৎকালিক স্থিত লুট করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে ব্যবসাদারেরা যে উহার শ্যার ক্রয় করে সেই প্রথা এতদ্দ্বারা নিবারিত হইবে।

(১২) যখন হাই কোর্ট কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণের আদেশ করেন তখন ঐ হাই কোর্ট অপর সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান জিলার আদালতের দ্বারা হইবার আদেশ করিতে এবং কার্য্য বন্দ করণ এক জিলার আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অপর জিলার আদালতে সমর্পণ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের এই "জিলার আদালত" শব্দের ব্যবহার বিলাতের "কৌণ্টী কোর্ট" কথার তুল্য;

(১৩) যে কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার উদ্যোগ হইতেছে সেই কোম্পানি এবং তাহার উত্তমর্ণদের মধ্যে যদি কোন রফার প্রস্তাব হয়, তবে আদালত তদ্রূপ উত্তমর্ণদের সভা হইবার আদেশ করিতে পারিবেন; এবং যে অধিক অভিজ্ঞ দায়ী লোক ঐ রফাতে সম্মত হন তাঁহাদের স্বার্থ যদি সমস্ত স্বার্থের চারি ভাগের তিন ভাগ হয় তবে ঐ রফা আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হইলে প্রবল হইবে।

মহারাণীর ৩০ ও ৩১ বৎসরের ১৩১ অধ্যায়ের ৩৭ ধারা দ্বারা কোম্পানির পক্ষে যে প্রকারে চুক্তি করা যাইতে পারিবে সেই বিষয়ে যে সংশোধন করা হইয়াছে তাহা ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের ৪২ ধারাতে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাদ্বারা পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল এবং এই পাণ্ডুলিপির ৬৭ ধারায় তাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন যে উপরের নির্দ্দিষ্ট তেরটী সংশোধন দুটী কারণ বশতঃ করা উচিত; প্রথম কারণ এই যে ঐ সংশোধন গুলি উৎকৃষ্ট এবং দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যার্থ কোম্পানির আইন বিলাতে যেরূপ যতদূর সম্ভব ভারতবর্ষেও সেইরূপ হয় ইহা বাঞ্ছনীয়। এরূপ আইনে কোন ইতর বিশেষ থাকিলে তাহা ভারতবর্ষের আদালতের ভ্রম জন্মায় এবং বিলাতের ধনীগণকর্তৃক ভারতবর্ষের কোম্পানিতে টাকা খাটাইবার পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে অনুৎসাহদায়ক হয়। ডাইরেক্টরগণের অসীমাবদ্ধ দায়িত্ব সম্বন্ধে যে২ বিধান (৭৩ ৬২ ধারায়) হইয়াছে বিলাতে তাহার উপর এই বলিয়া দোষারোপণ করা যায় যে ঐ২ বিধান সম্পদশালী ও অবস্থাপন্ন লোকদের উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পক্ষে নিশ্চয়ই প্রতিষেধক এবং তৎ২ স্থানে অভাবাপন্ন অর্থান্বেষণকারীগণের নিযুক্ত হইবার প্রতিপোষক। কিন্তু চৌদ্দ বৎসরের ভূয়োদর্শনদ্বারা এই ভবিষ্যৎ বাণী যে নিতান্ত অমূলক বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। ইহা বলা যাইতে পারে যে উক্ত বিধানানুসারে, কোন ডাইরেক্টর আপন পদ ত্যাগ করিবার পর এক বৎসরের অধিক কালের জন্য ডাইরেক্টরস্বরূপ দায়ী হইবেন না এবং তিনি ডাইরেক্টরের পদ ত্যাগ করিলে পর কোম্পানি কোন চুক্তিক্রমে যে কোন ঋণ করেন সেই ঋণ জন্য তিনি ডাইরেক্টর স্বরূপে দায়ী হইবেন না। বিলাতের নূতন ব্যবস্থাপন দৃষ্টে আর২ যে সকল বিধান সংগ্রহ করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছুই নাই। ১৩ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত সকল ধারাতে ও ৪৭, ৪৯, ৭৫, ৭৬, ৮৮, ১৩২, ১৫০, ২০৩, ২১৮, ২১৯, [illegible]তে ঐ সকল বিধান দেখিতে পাওয়া যাইবে।

[illegible]পানির প্রতি প্রযোজ্য আইন সম্বন্ধে কেবলমাত্র বত্রিশটী ভারতবর্ষের আদালতের [illegible]ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে কেবল দুই একটী ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের [illegible]পত্তি। কিন্তু ১৮৬২ সালের রাজব্যবস্থার তত্তুল্য ধারার কথার উপর বিলাতের নিষ্পত্তি বহু সংখ্যক [illegible]ওয়া যায় এবং ঐ সকল নিষ্পত্তি পরীক্ষা করিয়া তাহার ফল এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবিষ্ট করা গিয়াছে। [illegible]ান আইনের ভাষাগত সংশোধনের অধিকাংশই ইংরাজি পাণ্ডুলিপিতে ইতালীয় অক্ষরের দ্বারায় সূচীত হইয়াছে এবং যে সকল মোকদ্দমা দৃষ্টে ঐ সংশোধন করণ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইয়াছে তাহা ঐ পাণ্ডুলিপির পার্শ্বভাগে লিখিত হইয়াছে।

সিমলা;
১৮৮১ সাল ২৮ আগষ্ট

হুইটলী ষ্টোক্‌স্।

আর, জে, ক্রস্‌থোয়েট,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B. L. *Bengali Translator.*

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ১৪ মার্চ্চ।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।

১৮৮১ সালের ১৯ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূলধন বণ্টনকরণের এবং এই আইন অনুযায়ী সম্ভূয়কারী ও সংসৃষ্টি ব্যক্তিদের দায়ের বিধি।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির ও সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ ও নিরূপণ করণের বিধি।

চতুর্থ খণ্ড।

এই আইন অনুযায়ী কোম্পানি ও সমাজের কর্ম্মবন্ধ করণের বিধি।

উপক্রমণিকা।

রাজকীয় সম্বিধায়কদিগের বিধি।

আদালতের সাধারণ ক্ষমতার বিধি।

আদালতের অতিরিক্ত ক্ষমতাবিষয়ক বিধি।

আজ্ঞা বলবৎ করণের ও তদুপরি আপীলের বিধি।

কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করনের বিধি।

আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

পরিশিষ্ট বিধি।

পঞ্চম খণ্ড।

রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বিধি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানির আইনমতে যেং কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

সপ্তম খণ্ড।

এই আইনমতে কোম্পানিদিগের রেজিষ্টরী হইবার ক্ষমতার বিধি।

অষ্টম খণ্ড

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির প্রতি আইন বর্ত্তিবার বিধান।

নবম খণ্ড।

বিবিধ বিধান।

প্রথম তফসীল।

দ্বিতীয় তফসীল।

বণিক কোম্পানির ও অন্যান্য সমাজের সমবেত করণক কার্য্যের বিধান ও কর্ম্ম বন্ধ করণের আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বণিক কোম্পানির ও অন্যান্য সমাজের সমবেত করণের ও কার্য্যের বিধান ও কর্ম্ম বন্ধ করণের আইন সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারিবে। এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে; এবং ইহা ১৮৮২ সালের মাচ মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে ও যে সময়ে তদ্রূপে প্রবল হয় সেই সময় এই আইনের প্রারম্ভের সময় বলিয়া অতঃপর উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৬৬ সালের ১০ আইন রহিত হইবারকথা।

২ ধারা। এই আইনের প্রারম্ভের সময়াবধি ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন রহিত হইবে। কিন্তু ঐরূপে রহিত হওয়াতে নিম্নলিখিত বিষয়ের কোন বিঘ্ন হইবে না, অর্থাৎ,

(ক) উক্ত আইনমতে কিম্বা তদ্দারা রহিত করা কোন আইনমতে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির সমবেত করণের;

(খ) উক্ত আইনক্রমে বা তদ্দারা রহিত করা কোন আইন ক্রমে যে কোন স্বত্ব বা অধিকার জন্ম হইয়াছে বা দায় বর্ত্তিয়াছে তাহার;

(গ) ১৮৫৭ সালের ১৯ আইন সংযুক্ত তফসীলের B চিহ্নিত পাঠ কিম্বা তাহার যে কোন অংশ এই আইনের প্রারম্ভসময়ে বর্ত্তমান কোন কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে সেই পর্য্যন্ত ঐ পাঠের।

আর উক্ত ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইনের উল্লেখ সকল এই আইনের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে, এবং ঐ আইন ক্রমে যে সকল বিধি প্রণীত বা নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ ও অন্যান্য যাহা কিছু নিয়মিতরূপে কৃত হয়, তৎসমুদয় যথাক্রমে এই আইনমতে প্রণীত, নির্দ্দিষ্ট, বিধিবদ্ধ ও কৃত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে; আর উক্ত আইনমত সমুদয় কোম্পানি এই আইনমত কোম্পানি বলিয়া গণ্য হইবে।

অর্থকরণের ধারা।

৩ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথায় তাহাদের দৃষ্ট না হইলে, এই আইনে

"ইন্সুরান্স কোম্পানি।"

যে কোম্পানি কেবল বিমাদান কার্য্য কিম্বা অন্য এক বা অধিক ব্যবসায়ের সহিত ঐ কার্য্য করেন, "ইন্সুরান্স কোম্পানি" শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

"আদালত।"

কোন জিলার মধ্যে মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন যে প্রধান দেওয়ানী আদালত আছে 'আদালত' শব্দে তাহাকে বুঝায়, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার সাধারণ ক্ষমতানুযায়ি কার্য্যপক্ষে হাই কোর্ট ও ঐ পদে গণ্য।

"জিলার আদালত।"

কোন জিলার মধ্যে মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে প্রধান দেওয়ানী আদালত থাকে, "জিলার আদালত" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে, কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ বিচারাধিপত্য সম্পর্কে হাই কোর্টকে বুঝাইবে না।

নির্দ্দিষ্ট কএক জনের অধিক লইয়া সম্ভূয় সমুত্থানের নিষেধ।

৪ ধারা। দশজনের অধিক কোন কোম্পানি বা সমাজ বা সম্ভূয় সমুত্থানে বদ্ধ ব্যক্তিগণ এই আইনমতে কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী না হইলে কিম্বা পার্লিয়ামেণ্টের আইন বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অন্য কোন আইন অনুসারে কিম্বা রাজকীয় চার্টর বা পেটেণ্ট পত্রানুসারে স্থাপিত না হইলে, ব্যাঙ্কের কার্য্য করিবার জন্য সমবেত হইতে পারিবে না; এবং বিশজনের অধিক কোন কোম্পানি বা সমাজ বা সম্ভূয় সমুত্থানে বদ্ধ ব্যক্তিগণ এই আইনমতে রেজিষ্টরী না হইলে কিম্বা অন্য কোন আইন বা পেটেণ্টপত্রানুসারে স্থাপিত না হইলে, সেই কোম্পানি বা সমাজ বা সম্ভূয় সমুত্থানে বদ্ধ ব্যক্তিগণ কিম্বা তদন্তর্গত কোন লোক লভ্য প্রাপণার্থ অন্য কোন কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্ত সমবেত হইবেন না।

এই আইনের নানা খণ্ডের কথা।

৫ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিষয়োপলক্ষে এই আইনের নয় খণ্ড করা গেল।—

প্রথমখণ্ড।—এই আইনমত কোম্পানির ও সমাজের স্থিতি ও সমবায়ের বিধি।

দ্বিতীয় খণ্ড।—মূলধন বণ্টন করণের বিধি এবং এই আইন অনুযায়ি কোম্পানির ও সমাজের ব্যক্তিদের দায়ের বিধি।

তৃতীয় খণ্ড।—এই আইন অনুযায়ি কোম্পানি ও সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ও সম্পাদনের বিধি।

চতুর্থ খণ্ড।—এই আইন অনুযায়ি কোম্পানির ও সমাজের কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

পঞ্চম খণ্ড।—রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বিধি।

ষষ্ঠ খণ্ড।—১৮৫৭ সালের ১৯ আইন (অর্থাৎ জাইণ্ট-ষ্টাক কোম্পানির ও অন্যান্য সমাজের অন্তঃপাতি লোকদের দায় সীমাযুক্ত করিয়া কি না করিয়া ঐ কোম্পানিকে ও সমাজকে চার্টর দিবার ও তাঁহাদের বিধান করিবার আইন) এবং ১৮৬০ সালের ৭ আইন (অর্থাৎ জাইণ্ট ষ্টাক ব্যাঙ্কের কোম্পানিকে সীমাযুক্ত দায়ের নিয়মে বদ্ধ হইবার বিধান করিবার আইন) মতে কিম্বা ইহার মধ্যে কোন আইনমতে, যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হয় তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তাইবার বিধি।

সপ্তম খণ্ড।—এই আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোম্পানি বিষয়ক বিধি।

অষ্টম খণ্ড।—যেহ কোম্পানি রেজিষ্টরী হয় নাই, তৎপ্রতি এই আইন বর্ত্তাইবার বিধি।

নবম খণ্ড।—বিবিধ বিধান সংক্রান্ত বিধি।

প্রথম খণ্ড।

এই আইনমত কোম্পানির ও সমাজের স্থিতি ও সমবায়ের বিধি।

সংস্থিতিপত্রের কথা।

৬ ধারা। সপ্ত বা তদধিক জন লোক ব্যবস্থা-

কোম্পানি স্থাপনের নিয়ম।

সিদ্ধ কোন কার্য্য সম্পাদনার্থে সংসৃষ্ট হইয়া সংস্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করণ দ্বারা, এবং রেজিষ্টরী করণবিষয়ে এই আইনের বিধি অনুসারে প্রকারান্তরের কর্ম্ম করণ দ্বারা, সীমাযুক্ত দায় সহিত বা তদ্ভিন্ন সমবেত কোম্পানি হইতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—যদিও প্রস্তাবিত কোম্পানির সমুদয় কার্য্য বা তাহার কোন অংশ ভিন্নদেশে করিবার কল্পনা থাকে, ভিন্নদেশ বাসিরা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী লোক বলিয়া গণ্য হইবে।

৭ ধারা। এই আইনমতে যে কোম্পানি স্থাপিত হয়

সম্ভূয়কারিদের দায় সীমাবদ্ধ করিবার নিয়মের কথা।

তদন্তর্গত সম্ভূয়কারিগণ যেং অংশ প্রাপ্ত হন তদুপলক্ষে যত টাকা দত্ত না হয় তত টাকা পর্য্যন্ত অথবা ঐ কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিতে হইলে সম্ভূয়কারিগণ সংস্থিতিপত্রানুসারে স্থিত বর্দ্ধনার্থে যত টাকা দিতে স্বীকার করেন তত টাকা পর্য্যন্ত সংস্থিতি পত্রানুসারে সম্ভূয়কারিদের দায়ের সীমা বদ্ধ হইতে পারিবে।

কোন কোম্পানি সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ স্থাপন

অসীমা বদ্ধ দায় যুক্ত ডাইরেক্টরদের কথা।

করা গেলে ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টরদের বা কার্য্যাধ্যক্ষদের অথবা কার্য্যকারি ডাইরেক্টরের দায় সংসৃষ্টিপত্রে বিধান থাকিলে অসীমাবদ্ধ হইতে পারিবে।

৮ ধারা। সম্ভূয়কারিরা কোন কোম্পানির মূলধনের

অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্থিতিপত্রের কথা।

যে অংশ দেন নাই, সেই অংশের অদত্ত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহারা দায়ী, এই নিয়মমতে যে কোম্পানি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে অতঃপর এই আইনে অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি বলা যাইবে। তদ্রূপ কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রে এইং কথা লিখিতে হইবে, যথা,—

(ক) প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম ও সেই নামের শেষ ভাগে শেষ শব্দ স্বরূপ "লিমিটেড" (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ) শব্দ থাকিবে।

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয় তাহা।

(গ) প্রস্তাবিত কোম্পানি যেং অভিপ্রায়ে স্থাপিত হইবে তাহা।

(ঘ) সম্ভূয়কারিদের দায় সীমাবদ্ধ এই প্রতিজ্ঞা।

(ঙ) যত টাকা মূলধন ব্যক্ত করিয়া কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার প্রস্তাব হয়, পশ্চাল্লিখিত নিয়মানুসারে অবধারিত কতক টাকার অংশাংশে বিভক্ত সেই মূলধন। নিয়ম এই যে,

(চ) স্বাক্ষরকারি কোন ব্যক্তি এক অংশের ন্যূন লইবেন না।

(ছ) সংস্থিতিপত্রে স্বাক্ষরকারি প্রত্যেক ব্যক্তি যত অংশ লন, তাহা আপনার নামের পার্শ্বে লিখিবেন।

৯ ধারা। কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিতে হইলে

প্রতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্থিতিপত্রের কথা।

সম্ভূয়কারিগণ সেই কোম্পানির স্থিত বৃদ্ধি করণার্থে যত টাকা দান করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, তত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহারা দায়ী, এই নিয়মে যে কোম্পানি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে অতঃপর এই আইনে প্রতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি বলা যাইবে। সেই কোম্পানির সংস্থিতিপত্রে এই ২ কথা লিখিতে হইবে, যথা,

(ক) প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম ও শেষ ভাগে সেই নামের শেষ শব্দ স্বরূপ "লিমিটেড" শব্দ থাকিবে।

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয় তাহা।

(গ) প্রস্তাবিত কোম্পানি যেং অভিপ্রায়ে স্থাপিত হইবে তাহা।

(ঘ) কোম্পানির কোন সম্ভূয়কারী যত কাল সেই পদে থাকেন সেই কালের কিম্বা তাহার পর এক বৎসরের মধ্যে যদি কোম্পানির কার্য্য নিষ্পত্তি করিয়া বন্ধ করিতে হয়, তবে আপনার সেই সম্ভূয়কারিত্ব পদ ত্যাগ করণের পূর্ব্বে, ঐ কোম্পানির যে ঋণ ও দায় হইয়াছে তাহা শোধ করণার্থে ও কোম্পানির কার্য্য নিষ্পত্তি করিয়া বন্ধ করিবার খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় শোধ করণার্থে এবং ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্ব সম্বিধানার্থে প্রত্যেক জন, কোম্পানির স্থিত বৰ্দ্ধনার্থে নির্দ্দিষ্ট কতক টাকার অনধিক অবধারিত টাকা দান করিবেন, এই প্রতিজ্ঞাসূচক আবেদনপত্র।

১০ ধারা। সম্ভূয়কারিদের দায়ের সীমা

অসীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্থিতিপত্রের কথা।

নাই এই নিয়মে যে কোম্পানি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে অতঃপর এই আইনে অসীমাবদ্ধ কোম্পানি বলা যাইবে। সেই কোম্পানির সংস্থিতিপত্রে এইং কথা থাকিবে, যথা,

(ক) প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম।

(খ) কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়।

(গ) প্রস্তাবিত কোম্পানি যেং অভিপ্রায়ে সংস্থাপিত হইবে।

১১ ধারা। সংস্থিতিপত্রে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী ন্যূনকল্পে একজন সাক্ষির সাক্ষাতে

সংস্থিতিপত্রে স্বাক্ষরকরণের ও তাহার ফলের কথা।

স্বাক্ষর করিবেন, সেই সাক্ষী ও সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন। ফলতঃ প্রত্যেক জন তাহাতে স্বনাম লিখিলে, এবং সংস্থিতিপত্রে আপনার ও তদীয় উত্তরাধিকারী ও অছি ও ধনাধ্যক্ষদের পক্ষে এই আইনের বিধানের অধীনে ঐ সংস্থিতিপত্রের সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনের প্রতিজ্ঞা লিখিলে, ঐ পত্রের যেরূপ ফল হইত, রেজিষ্টরী হইলে পর উক্ত পত্রক্রমে ঐ কোম্পানি ও তদবলম্বি সম্ভূয়কারীগণ তদ্রূপই ও সেই পর্য্যন্ত বদ্ধ হইবেন।

১২ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানির ব্যবস্থা আদৌ যেরূপে বিধিবদ্ধ করা যায় কিম্বা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে যদ্রূপে পরিবর্ত্তন করা হয়, তদনুসারে যদি সেই কোম্পানি ক্ষমতাপন্ন হন, তবে সংস্থিতিপত্রের লিখিত নিয়ম রূপান্তর করণ পূর্ব্বক যত মূল্যের যত নূতন অংশ বিহিত বোধ করেন, প্রচার করিয়া তদনুসারে ঐ মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিম্বা মূলধন সংগৃহীত করিয়া বর্ত্তমান অংশ যে মূল্যের হয় মূলধন তদধিক টাকার অংশে বিভাগ করিতে পারিবেন, কিম্বা দত্ত মূল্যাংশ লইয়া স্থাপ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষমতাপন্ন না হইলে এবং পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ধার্য্য না করিলে কোন কোম্পানি কোন প্রকারে আপন সংস্থিতিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

কোন ২ কোম্পানির সংস্থিতিপত্র পরিবর্ত্তনের ক্ষমতার কথা।

মূলধন ও অংশ কমাইবার বিধি।

১৩ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি উহার মূল বিধান ক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণমতে পরিবর্ত্তিত বিধান ক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সংস্থিতিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া মূলধন কমাইতে পারে; কিন্তু পশ্চাল্লিখিতমতে জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক আদালতের আজ্ঞা যাবৎ রেজিষ্টরী করা না যায় কোন কোম্পানির মূলধন কমাইবার উক্তরূপ নির্দ্ধারণ কার্য্যকর হইবে না।

কোম্পানির মূল ধন কমাইবার ক্ষমতার কথা।

১ ব্যাখ্যা।—মূলধন শব্দে প্রদত্ত মূলধনও গণ্য।

২ ব্যাখ্যা।—এই ধারামতে মূলধন কমাইবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তন্মধ্যে কোন হারান মূলধন কিম্বা যাহার স্থিত নাই এরূপ মূলধন কর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কিম্বা কোম্পানির প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন মূলধন পরিশোধ করিবার ক্ষমতা ধরা যাইবে; এবং কোম্পানির অংশের উপর কোন দায় থাকিলে সেই দায় সহিত বা তাহা বিলোপ করিয়া বা কমাইয়া প্রদত্ত মূলধন কমান যাইতে পারিবে; এবং অতঃপরে এই আইনে যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও যে পরিমাণে উক্ত দায় বিলোপ করা বা কমান না যায় সেই পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১৪ ধারা। কোম্পানির মূলধন কমাইবার বিশেষ নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার তারিখের পর আদালত যে তারিখ অবধারিত করেন সেই তারিখ পর্য্যন্ত "and reduced" (অর্থাৎ "এবং কমান") এই২ শব্দ কোম্পানি আপন নামের শেষে শব্দরূপে যোগ করিবে এবং শেষোক্ত তারিখ পর্য্যন্ত এই২ শব্দ ঐ কোম্পানির নামের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত "এবং কমান" এই২ শব্দ কোম্পানির নামে যোগ করিবার কথা।

১৫ ধারা। কোন কোম্পানি আপনার মূলধন কমাইবার বিশেষ নির্দ্ধারণ করিলে ঐ কমান দৃঢ়ীকরণার্থ আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত আদালতের নিকট দরখাস্তক্রমে প্রার্থনা করিতে পারিবে এবং দরখাস্ত শুনিয়া আদালতের যদি এরূপ হৃদবোধ জন্মে যে এই আইনের বিধানমতে কোম্পানির যে প্রত্যেক উত্তমর্ণ মূলধন কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিতে অধিকারী ঐ কমান সম্বন্ধে তাহার সম্মতি পাওয়া গিয়াছে অথবা তাহার ঋণ বা দাওয়া শোধ বা শেষ হইয়াছে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রতিভূক্রমে রক্ষিত হইয়াছে, তবে আদালত যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ শর্ত্ত ও নিয়মের অধীনে উক্ত কমান দৃঢ়ীকরণের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূলধন কমান দৃঢ়ীকরণের আজ্ঞার নিমিত্ত কোম্পানির আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

মূলধন কমান গেলে যদি অদত্ত মূলধন সম্বন্ধে কোন দায়ের হ্রাস না হয় কিম্বা প্রদত্ত মূলধন কোন অংশধারীকে দিতে না হয় তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, কোম্পানির উত্তমর্ণেরা কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিতে অধিকারী বা সম্মতি দিতে আদিষ্ট হইবেন না; এবং এই ধারামতে দরখাস্ত দিবার পূর্ব্বে "এবং কমান" এই২ শব্দ যোগ করা আবশ্যক হইবে না।

এবং আদালত উচিত বোধ করিলে ১৪ ধারার লিখিত ঐ২ শব্দ যোগ করিবার আজ্ঞা না করিতেও পারেন।

কোন স্থলে আদালত উচিত বোধ করিলে উক্তরূপ মূলধন কমাইবার হেতু কিম্বা উক্ত কমান সম্বন্ধে সর্ব্ব সাধারণকে যথাযোগ্য বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত আদালত তৎসম্বন্ধে ঐরূপ অন্য যে বৃত্তান্ত জানান বিহিত বোধ করেন তাহা এবং আদালত উচিত বোধ করিলে যে কারণে উহা ঘটিয়াছে তাহা যে প্রকারে আদালতের উচিত বোধ হয় সেই প্রকারে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা কোম্পানির প্রতি দিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। কোন কোম্পানি আপনার মূলধন কমাইবার প্রস্তাব করিলে আদালত অবধারিত তারিখে কোম্পানির যে প্রত্যেক উত্তমর্ণ এরূপ কোন ঋণের বা দাওয়ার টাকা পাইবার অধিকারী যাহা ঐ তারিখে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আরম্ভের সময় হইলে উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইত সেই উত্তমর্ণ প্রস্তাবিত কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিতে এবং যে উত্তমর্ণেরা আপত্তি করিবার অধিকারী তাহাদের ফর্দ্দে আপন নাম লেখাইতে স্বত্ববান হইবে।

কমান সম্বন্ধে উত্তমর্ণদের আপত্তি করিতে পারিবার এবং আদালত কর্ত্তৃক আপত্তিকারি উত্তমর্ণদের নামের ফর্দ্দ স্থির হইবার কথা।

আদালত উক্তরূপ উত্তমর্ণদের নামের ফর্দ্দ স্থির করিবেন এবং তন্নিমিত্ত কোন উত্তমর্ণের নিকট হইতে প্রার্থনাপত্র না চাহিয়া যতদূর সম্ভব উক্ত উত্তমর্ণদের নাম এবং তাহাদের ঋণের বা দাওয়ার ভাব ও পরিমাণ জানিয়া লইবেন এবং কোম্পানির যে উত্তমর্ণদের নাম ঐ ফর্দ্দে লেখা নাই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট যে দিনের বা যে২ দিনের মধ্যে ঐরূপ নাম লেখাইবার দাওয়া করিতে হইবে নতুবা প্রস্তাবিত কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিবার স্বত্বে বঞ্চিত হইতে হইবে, সেই দিন বা সেই২ দিন ধার্য্য করিয়া আদালত নোটিস প্রচার করিতে পারিবেন।

কিন্তু মূলধন কমান গেলে অদত্ত মূলধন সম্বন্ধে যদি কোন দায়ের হ্রাস না হয় কিম্বা কোন প্রদত্ত মূলধন অংশধারীকে দিতে না হয় তবে আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে কোম্পানির উত্তমর্ণেরা কমান সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে অধিকারী হইবে না বা সম্মতি দিতে আদেশ প্রাপ্ত হইবে না।

উত্তমর্ণের ঋণের নিমিত্ত প্রতিভূ দেওয়া গেলে আদালতের উত্তমর্ণের সম্মতি না লইতে পারিবার কথা।

১৭ ধারা। উত্তমর্ণদের নামের ফর্দ্দে যে উত্তমর্ণের নাম লিখিত আছে ও যাঁহার ঋণ বা দাওয়া শোধ বা শেষ হয় নাই তিনি প্রস্তাবিত কমান সম্বন্ধে সম্মতি না দিলে আদালত যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে পশ্চাল্লিখিত টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া ও প্রয়োগ করিয়া উক্ত উত্তমর্ণের ঋণ বা দাওয়া শোধ করণের প্রতিভূস্বরূপ যদি ঐ কোম্পানি রাখেন তবে আদালত উক্ত সম্মতি না লইতেও পারেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি কোম্পানি ঐ উত্তমর্ণের ঋণের বা দাওয়ার সমস্ত টাকা স্বীকার করেন কিম্বা স্বীকার না করিলেও ঐ কোম্পানি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিতে ও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হন তবে ঐ ঋণের বা দাওয়ার সমস্ত টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা ও প্রয়োগ করা যাইবে।

(খ) যদি উক্ত কোম্পানি ঐ উত্তমর্ণের ঋণের বা দাওয়ার সমস্ত টাকা স্বীকার না করেন এবং স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে ও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক না হন, কিম্বা ঐ টাকা ঘটনাধীন বা অনিশ্চিত হয়, তবে আদালত উচিত বোধ করিলে উক্ত ঋণের বা দাওয়ার সিদ্ধতা সম্বন্ধে এবং যত টাকার জন্য কোম্পানি দায়ী তৎ সম্বন্ধে আদালত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিলে যে প্রকারে করিতেন সেই প্রকারে অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং উক্ত অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি ক্রমে আদালত যে টাকা ধার্য্য করেন তাহা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা ও প্রয়োগ করা যাইবে।

আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৮ ধারা। কোন কোম্পানির মূলধন কমান দৃঢ়ীকরণার্থ আদালতের আজ্ঞা জাইণ্টষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত করা গেলে এবং উক্ত আজ্ঞার নকল এবং আদালতের অনুমোদিত নিম্নপ্রকারের মর্ম্মাত্মক লিপি তাঁহাকে দেওয়া গেলে তিনি ঐ আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করিবেন। ঐ আজ্ঞা ক্রমে কোম্পানির মূলধন পরিবর্ত্তিত হইলে ঐ মূলধন যত টাকা হইয়াছে ও যত অংশে উহা বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক অংশে যত টাকা থাকিবে এবং ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরীকরণের তারিখে কোন টাকা দেওয়া হইয়া থাকিলে প্রত্যেক অংশে যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিবার প্রস্তাব হয় উক্ত মর্ম্মাত্মক লিপিতে মূলধন সম্বন্ধীয় এই২ কথা লেখা থাকিবে; এবং রেজিষ্টরী হইলে যে আজ্ঞা রেজিষ্টরী করা যায় তৎক্রমে দৃঢ়ীকৃত বিশেষ নির্দ্ধারণ ফলবৎ হইবে।

আদালত যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে ঐরূপ রেজিষ্টরী হইবার নোটিস প্রকাশ করা যাইবে।

রেজিষ্ট্রার আপন স্বাক্ষরক্রমে উক্ত আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী হইবার সর্টিফিকেট দিবেন; এবং মূলধন কমান সম্বন্ধীয় এই আইনের আদেশ সকল পালিত হইয়াছে এবং মর্ম্মাত্মক লিপিতে যাহা লিখিত আছে তাহাই কোম্পানির মূলধন রেজিষ্ট্রার সর্টিফিকেট ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

মর্ম্মাত্মক লিপি সংহৃতিপত্রের অংশ হইবার কথা।

১৯ ধারা। মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করা গেলে তাহা কোম্পানির সংহৃতিপত্রের তত্তুল্য অংশের স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা আদৌ সংহৃতিপত্রের অন্তর্গত হইলে তাহা যেরূপ সিদ্ধ হইত ও যেরূপ পরিবর্ত্তনের নিয়মাধীন থাকিত সেইরূপ সিদ্ধ হইবে এবং সেইরূপ নিয়মাধীন থাকিবে; এবং কোন অংশের যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে ও মর্ম্মাত্মক লিপিক্রমে ঐ অংশের যত টাকা অবধারিত হয় এই দুয়ের মধ্যে কোন বিশেষ থাকিলে সেই অংশ সম্বন্ধে ঐ বিশেষের অতিরিক্ত টাকা দাবী বা ভাগস্বরূপ ঐ কোম্পানির ভূত বা বর্ত্তমান কোন সম্ভূয়কারী এই আইনের লিখিত বিধান প্রবল মানিয়া, দিতে দায়ী হইবেন না।

কার্য্যানুষ্ঠানের কথা যাহারা না জানে, এরূপ উত্তমর্ণদের স্বত্ব রক্ষা করিবার কথা।

২০ ধারা। কোন উত্তমর্ণ কোন ঋণ বা দাওয়া সম্পর্কে এই আইনমতে কোম্পানির মূলধন কমান বিষয়ে আপত্তি করিবার অধিকারী হইয়া, ঐ কমান উপলক্ষে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তদ্বিষয়ে আপনার অনভিজ্ঞতা বশতঃ ও আপনার দাওয়া সম্বন্ধে ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের ভাব ও ফল না জানাতে, যদি উত্তমর্ণদের ফর্দ্দে আপন নাম না লেখাইয়া থাকেন এবং মূলধন কমাইবার পর ঐ কোম্পানি যদি এই আইনের মর্ম্মানুসারে ঐ ঋণের বা দাওয়ার টাকা ঐ উত্তমর্ণকে দিতে না পারেন, তবে মূলধন কমান সম্বন্ধীয় আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করণের তারিখে যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত কোম্পানির সম্ভূয়কারী ছিলেন, তিনি ঐ রেজিষ্টরী করণের পূর্ব্বদিনে কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিতে আরম্ভ করিলে অংশমতে যত টাকা দিতে দায়ী হইতেন ঋণ বা দাওয়া পরিশোধার্থ তত টাকার অনধিক টাকা দিতে দায়ী হইবেন।

আর কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে, আদালত উক্ত উত্তমর্ণের দরখাস্তক্রমে, ও মূলধন কমাইবার নিমিত্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় ও তাঁহার দাওয়া সম্বন্ধে সেই কার্য্যানুষ্ঠানের যে ভাব ও ফল হয় তিনি তাহা জানিতেন না ইহার প্রমাণ দেওয়া গেলে, যদি উচিত বোধ করেন ঋণদাতাদের ফর্দ্দ স্থির করিতে পারিবেন, এবং কর্ম্ম বন্ধ করিবার সময়ের সামান্য ঋণদাতা হইলে যে প্রকারে তাঁহাদের নিকট নিয়মমত টাকা চাহিতে ও আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন, ঐ ফর্দ্দের নির্দ্দিষ্ট ঋণদাতাদের নিকট সর্ব্বতোভাবে সেই প্রকারে নিয়মমত টাকা চাহিতে ও আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন।

কোম্পানির ঋণদাতাদের মধ্যে যাহার যে স্বত্ব থাকে এই ধারার কোন কথায় তাহার বিঘ্ন হইবে না।

রেজিষ্টরী করা মর্ম্মাত্মক লিপির প্রতিলিপির কথা।

২১ ধারা। মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করা গেলে তাহার পর সংহৃতি পত্রের যে প্রত্যেক প্রতিলিপি দেওয়া যায় ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি তাহার অন্তর্ভূত করা যাইবে; এবং কোন কোম্পানি এই ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে যে প্রত্যেক প্রতিলিপি সম্বন্ধে ঐ রূপ ত্রুটি হয় তন্নিমিত্ত দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যা-

ধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ রূপ ত্রুটি করণের ক্ষমতা বা অনুমতি দেন তাঁহাদেরও ঐরূপ অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

উত্তমর্ণের নাম গোপন করিলে দণ্ডের কথা।

২২ ধারা । যদি উক্ত কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর কার্য্যাধ্যক্ষ বা কার্য্যকারক প্রস্তাবিত মূলধন কমান বিষয়ে আপত্তি করিবার অধিকারী কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের নাম ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করেন কিম্বা কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের ঋণের বা দাওয়ার ভাব বা পরিমাণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায়রূপে বর্ণনা করেন অথবা যদি কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ উক্তরূপ গোপন বা অন্যায় বর্ণনা সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের মর্ম্মানুসারে সহায়তা করেন কিম্বা তাঁহার জ্ঞাতসারে উহা ঘটে, তবে ঐরূপ প্রত্যেক ডাইরেক্টর, কার্য্যাধ্যক্ষ বা কার্য্যকারকের এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হইবে ।

যে অংশ প্রদত্ত হয় নাই তাহা কর্ত্তন করিয়া মূলধন কমাইতে পারিবার কথা।

২৩ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি উহার মূলবিধানক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধানক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সংস্থিতিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার তারিখে যে কোন অংশ কোন ব্যক্তি গ্রহণ করেন নাই অথবা গ্রহণ করিবেন বলিয়া সম্মত হন নাই সেই অংশ কর্ত্তন করিয়া মূলধন কমাইতে পারিবেন ; এবং এই ধারানুসারে যে মূলধন কমান যায় তৎপ্রতি মূলধন কমান সম্বন্ধীয় এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধান বর্ত্তিবে না ।

অংশ বিভাগের বিধি ।

অংশগুলি কমটাকার অংশে বিভক্ত করিতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা । অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি উহার মূল বিধান ক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত কোন বিধানক্রমে সংস্থিতিপত্রের নিয়ম এরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন যে উহার বর্ত্তমান অংশ সমূহ বা তন্মধ্যে কতকগুলি বিভাগ করিয়া সংস্থিতিপত্রের অবধারিত টাকা অপেক্ষা কম টাকার অংশে মূলধন বা তাহার নিয়ন অংশ বিভক্ত করিতে পারিবেন ।

কিন্তু বর্ত্তমান অংশগুলি এরূপে বিভাগ করিতে হইবে যে কম টাকার অংশগুলি বর্ত্তমান যে বা যে২ অংশ হইতে উৎপন্ন হয় সেই বা সেই২ অংশের প্রদত্ত টাকা এবং অপ্রদত্ত টাকা থাকিলে এই উভয়ের মধ্যে যে অনুপাত থাকে কম টাকার প্রত্যেক অংশেও প্রদত্ত টাকা ও অপ্রদত্ত টাকার মধ্যে সেই অনুপাত থাকিবে ।

বিশেষ নির্দ্ধারণ সংস্থিতিপত্রের অন্তর্ভূত হইবার কথা।

২৫ ধারা। উক্তরূপ বিশেষ নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার পর সংস্থিতিপত্রের যে প্রত্যেক প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহাতে কোম্পানির মূলধন যত ও যে পরিমাণের অংশে বিভক্ত উহার বর্ণনাপত্র ঐ নির্দ্ধারণ সম্মত হইবে ; এবং কোন কোম্পানি এই ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে যে প্রত্যেক প্রতিলিপি সম্বন্ধে ঐ ত্রুটি ঘটে তন্নিমিত্ত বিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড যোগ্য হইবে ; এবং কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান পূর্ব্বক বা ইচ্ছা পূর্ব্বক ঐরূপ ত্রুটি করণের ক্ষমতা বা অনুমতি দেন তাঁহাদের ও ঐরূপ দণ্ড হইতে পারিবে ।

সমাজ লভ্যার্থ না হইলে তদ্বিষয়ক বিধি ।

সমাজ লভ্যার্থ স্থাপিত না হইলে তদ্বিষয়ক বিশেষ বিধানের কথা।

২৬ ধারা । যে কোন সমাজ এই আইনমতে সীমাবদ্ধ কোম্পানিরূপে সংস্থাপিত হইতে পারিত, সেই সমাজ যদি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এইরূপ প্রমাণ দেয় যে ঐ সমাজ বাণিজ্য শিল্প বিজ্ঞান দাতব্যতা বা অন্য কোন হিতকর কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ স্থাপিত হইয়াছে এবং লাভ হইলে তাহা ও সমাজের অন্য আয় যাহা হয় তাহা ঐ২ কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ প্রয়োগ করা এবং সভ্যদিগকে কোন ডিবিডেণ্ড না দেওয়া ঐ সমাজের অভিপ্রায়, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ গবর্ণমেণ্টের কোন একজন সেক্রেটরীর স্বাক্ষরিত লাইসেন্স দিয়া সীমাবদ্ধ দায় সহিত ঐ সমাজ আপন নামের শেষে "Limited" (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ) এই কথা যোগ না করিয়া রেজিষ্টরী করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং তদনুসারে ঐ সমাজ রেজিষ্টরী হইতে পারিবে ; এবং রেজিষ্টরী হইলে সীমাবদ্ধ কোম্পানির প্রতি এই আইনক্রমে যে সকল অধিকার ও কর্ত্তব্য ভার অর্পিত হইয়াছে ঐ সমাজ সেই সকল অধিকার ভোগ করিতে এবং সেই সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিবার নিয়মাধীন হইবে । বিশেষ এই যে এই আইনের যে২ বিধানে সীমাবদ্ধ কোম্পানির প্রতি আপন নামের অংশস্বরূপ "Limited" এই শব্দ ব্যবহার করিবার অথবা আপন নাম প্রচার করিবার কিম্বা সভ্যগণের, ডাইরেক্টরদের বা কার্য্যাধ্যক্ষদের নামের ফর্দ্দ রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইবার আদেশ আছে সেই২ বিধান উক্তরূপে রেজিষ্টরী করা সমাজের প্রতি বর্ত্তিবে না ।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে রূপ নিয়ম ও বিধান নির্দ্ধারণ করা উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়ম ও বিধানের অধীনে লাইসেন্স দিতে পারিবেন ; এবং উক্ত সমাজ ঐ নিয়ম ও বিধান ক্রমে আবদ্ধ থাকিবে এবং উক্ত নিয়ম ও বিধান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে সংস্থিতিপত্রের ও সংস্থিতির নিয়মপত্রের মধ্যে অথবা উভয়ের বা একতরের মধ্যে সন্নিবেশ করা যাইতে পারিবে ।

অংশ সম্বন্ধে দাওয়ার বিধি ।

কোম্পানি কোন অংশের টাকা সমস্ত শোধ করিয়া লইতে এবং কোন২ অংশের টাকা শোধ করিয়া না লইতে পারিবার কথা।

২৭ ধারা এই আইনমত কোন কোম্পানি মূল বিধানক্রমে বা বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধান ক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে নিম্ন লিখিত কোন একটি বা অধিকতর কার্য্য করিতে পারিবেন না এই আইনের কোন কথা ক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না, অর্থাৎ, —

(ক) অংশ দেওয়া গেলে ঐ অংশ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দাওয়ার যে টাকা দিতে হইবে ও ঐ দাওয়ার টাকা যে সময়ে দিতে হইবে তাহার বিশেষ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা ;

(খ) কোন ব্যক্তি যে বা যেই অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার প্রাপ্ত কোন অংশ বা অংশ সমূহের সম্বন্ধে দেয় দাওয়ার টাকার শোধে বা দাওয়া না করা গেলেও তদুপরি অপ্রদত্ত বাকী টাকা সমুদয় বা তাহার কোন ভাগ কোম্পানির কোন সভ্যকারী সম্মত হইলে তাহার স্থানে গ্রহণ করা ;

(গ) যেই স্থলে অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কোনই অংশে অধিক টাকা প্রদত্ত হইয়াছে সেই স্থলে প্রত্যেক অংশে প্রদত্ত টাকার হারানুসারে ডিবিডেণ্ড দেওয়া।

যে প্রকারে অংশ দেওয়া ও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৮ ধারা। নিম্নলিখিতরূপে লিখিত চুক্তিপত্রক্রমে প্রকারান্তরের নিয়ম না হইবে এবং তাহা অংশ দিবার সময়ে বা তৎপূর্ব্বে জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করা না গেলে প্রত্যেক অংশের সমুদয় টাকা দিবার নিয়মাধীনে ঐ অংশ দেওয়া এবং গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অংশ হস্তান্তরকরণের বিধি।

হস্তান্তর কর্ত্তার প্রার্থনাক্রমে হস্তান্তরকরণ রেজিষ্টরী হইতে পারিবার কথা।

২৯ ধারা। কোম্পানির কোন শ্যার বা স্বার্থের হস্তান্তরকর্ত্তার প্রার্থনাক্রমে হস্তান্তরক্রমে গৃহীতা প্রার্থনা করিলে যেরূপে ও যেই নিয়মাধীনে হইত সেইরূপে ও সেই নিয়মাধীনে উক্ত অংশের বা স্বার্থের হস্তান্তরক্রমে গৃহীতার নাম সভ্যকারীদের রেজিষ্টরে কোম্পানি লিখিয়া লইবেন।

পত্রবাহককে শ্যার ওয়ারাণ্ট দিবার বিধি।

সীমাবদ্ধ অংশের টাকা সমস্ত দেওয়া গেলে পত্র বাহকের নামে ওয়ারাণ্ট দিতে পারিবার কথা।

৩০ ধারা। কোন কোম্পানি অংশক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে ঐ কোম্পানি মূল বিধানক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধানক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে ঐ বিধানের নিয়মাধীনে সম্পূর্ণরূপে যাহার টাকা প্রদত্ত হইয়াছে এরূপ কোন অংশ সম্বন্ধে কিম্বা ষ্টাক সম্বন্ধে আপনাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত করিয়া পত্রবাহক তন্নির্দ্দিষ্ট অংশ বা ষ্টাক পাইবার অধিকারী এই মর্ম্মের ওয়ারাণ্ট দিতে পারিবেন এবং

কুপনপত্রের কথা।

কুপনপত্রক্রমে বা প্রকারান্তরে ঐ অংশ বা ষ্টাকের ভবিষ্যত ডিবিডেণ্ড দিবার বিধান করিতে পারিবেন। ঐ ওয়ারাণ্ট অতঃপর শ্যার ওয়ারাণ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

শ্যার ওয়ারাণ্টের ফলের কথা।

৩১ ধারা। শ্যার ওয়ারাণ্টপত্র বাহক তন্নির্দ্দিষ্ট বা ষ্টাকের অধিকারী হইবেন এবং ঐ পত্র অর্পণ করিয়া ঐ অংশ বা ষ্টাক হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টরে শ্যার ওয়ারাণ্ট পত্রবাহকের নাম পুনর্ব্বার রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৩২ ধারা। শ্যার ওয়ারাণ্টপত্রবাহক ঐ ওয়ারাণ্ট অকর্ম্মণ্য করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিলে কোম্পানির বিধানের নিয়মাধীনে সভ্যকারীদের রেজিষ্টরে সভ্যকারীস্বরূপ আপন নাম লেখাইবার স্বত্ববান হইবেন; এবং শ্যার ওয়ারাণ্ট অর্পণ ও অকর্ম্মণ্য না করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট অংশ অথবা ষ্টাক সম্বন্ধে শ্যার ওয়ারাণ্টের কোন পত্র বাহকের নাম সভ্যকারীদের রেজিষ্টরে কোম্পানি লেখাতে যদি কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় তবে কোম্পানি তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

কোম্পানির বিধানক্রমে শ্যার ওয়ারাণ্টপত্র বাহককে সভ্যকারী করিতে পারিবার কথা।

৩৩ ধারা। কোম্পানির বিধানে নির্দ্দিষ্ট থাকিলে শ্যার ওয়ারাণ্টপত্র বাহক সম্পূর্ণরূপে কিম্বা ঐ বিধানের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপক্ষে এই আইনের মর্ম্মানুসারে কোম্পানির একজন সভ্যকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন।

কিন্তু কোম্পানির বিধানমতে পশ্চাদুক্ত যোগ্যতা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও শ্যার ওয়ারাণ্টপত্র বাহক ঐ ওয়ারাণ্টের নির্দ্দিষ্ট অংশ বা ষ্টাক সম্বন্ধে কোম্পানির ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ হইবার যোগ্য হইবেন না।

শ্যার ওয়ারাণ্ট দেওয়া গেলে রেজিষ্টরে যাহাহ লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৪ ধারা। কোন অংশ বা ষ্টাক সম্বন্ধে শ্যার ওয়ারাণ্ট দেওয়া গেলে তৎকালে ঐ অংশ বা ষ্টাকধারী বলিয়া যে সভ্যকারীর নাম রেজিষ্টরে লেখা থাকে তিনি আর সভ্যকারী না থাকিলে যেরূপে হইত সেইরূপ সভ্যকারীদের রেজিষ্টর হইতে কোম্পানি তাঁহার নাম কাটিয়া দিবেন এবং ঐ রেজিষ্টরে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিখিবেন ; যথা ;

(ক) ওয়ারাণ্ট দিবার কথা ;

(খ) ওয়ারাণ্টে যেই অংশ বা ষ্টাক থাকার সম্বন্ধক্রমে প্রত্যেক অংশ পৃথক করিয়া তাহার বর্ণনা ;

(গ) ওয়ারাণ্ট দিবার তারিখ।

শ্যার ওয়ারাণ্টের ইষ্টাম্পের কথা।

৩৫ ধারা। ওয়ারাণ্টের নির্দ্দিষ্ট অংশ বা ষ্টাক হস্তান্তর করা গেলে ঐ অংশের বা ষ্টাকের যে মূল্য ব্যক্ত থাকে সেই মূল্যে হস্তান্তর করণ হইলে ঐ হস্তান্তর করণপত্রে মূল্যানুসারে যে ইষ্টাম্প মাসুল লাগিত প্রত্যেক শ্যার ওয়ারাণ্টে তাহার তিন গুণ ইষ্টাম্প মাসুল লাগিবে।

নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প না করিয়া শ্যার ওয়ারাণ্ট দেওয়া গেলে দণ্ডের কথা।

নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প না করিয়া শ্যার ওয়ারাণ্ট দেওয়া গেলে যে কোম্পানি উহা দেন এবং উহা দিবার সময়ে যে প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ কোম্পানির কার্য্যকারী ডাইরেক্টর বা সেক্রেটরী বা অন্য প্রধান কার্য্যকারক থাকেন তাহাদের পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড হইবে।

নাম পরিবর্ত্তনের বিধি।

কোম্পানির নাম পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

৩৬ ধারা। কোন কোম্পানির পশ্চাল্লিখিত প্রকারে বিশেষ নির্দ্ধারণ হইলে সেই নির্দ্ধারিত কথার অনুমতি ক্রমে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে, এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি আপনার নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ঐ অনুমতি সেই গবর্ণমেণ্টের অন্যতর সেক্রেটরী সাহেবের স্বাক্ষরক্রমে সংসিত হইবে। তদ্রূপে পরিবর্ত্তন হইলে রেজিষ্টার সেই পুরাতন নামের পরিবর্ত্তে নূতন নাম রেজিষ্টরে নিবিষ্ট করিবেন, এবং অবস্থার বৈলক্ষণ্যানুসারে সমবায়ের সংসিতপত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। কিন্তু তদ্রূপে নাম পরিবর্ত্তিত হইলেও কোম্পানির কোন স্বত্বের বা বাধ্যতার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না; কিম্বা কোম্পানির দ্বারা বা তন্নামে যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গিয়াছে বা করিবার কল্পনা হয় তাহা অপর্য্যাপ্ত হইবে না, এবং কোম্পানির পুরাতন নাম থাকিতে যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি চলিত বা উপস্থিত হইতে পারিত তাহা নূতন নাম উল্লেখে চলিতে বা উপস্থিত হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—নাম পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমবায়ের সংসিত পত্র দেওয়া আবশ্যক।

সংস্থতির নিয়মপত্রবিষয়ক বিধি।

সংস্থতির নিয়মপত্রে বিধি অবধারণের কথা।

৩৭ ধারা। অংশ ক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্থিতিপত্র রেজিষ্টরী করণ কালে তৎসহিত সংস্থতির নিয়ম পত্র থাকিতে পারিবে; কিন্তু কোম্পানি প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কিম্বা অসীমাবদ্ধ হইলে তৎসহিত সংস্থতির নিয়মপত্র অবশ্য থাকিবে। সেই নিয়মে সংস্থিতি পত্রের স্বাক্ষরকারিদের স্বাক্ষর থাকিবে; ও সংস্থিতি পত্রের স্বাক্ষরকারিদের বিবেচনায় যে বিধি বিহিত হয় কোম্পানির পালনার্থে সেই বিধি ঐ নিয়মপত্রে অবধারিত হইবে।

সেই পত্র লিখিত নিয়ম সকল পৃথক ২ পদে লিখিত হইয়া ১, ২, ক্রমে অঙ্কিত হইবে। এই আইনের তফসীলের A চিহ্নিত পাঠে যে বিধান আছে তাহার সমুদয় বা কোন বিধান তাঁহারা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। যদি কোম্পানির মূল ধন অংশাংশে বিভক্ত হয় তবে সেই কোম্পানি প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ হইলেও যত মূলধন সহিত ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার প্রস্তাব হইবে তাহা তাঁহারা নিয়মপত্রে লিখিবেন; যদি কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় তবে প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ হইলেও রেজিষ্টরী করণকালে যত ফী দিতে হইবে রেজিষ্ট্রার সাহেব ইহা নিরূপণ করিতে পারেন এই নিমিত্ত যত সমুয়কারীকে লইয়া কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার প্রস্তাব হয় তাঁহাদের সংখ্যা তাঁহারা সেই নিয়মপত্রে লিখিবেন।

প্রাতিভাব্য ক্রমে সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় তাহাতে প্রত্যেক জন স্বাক্ষরকারী এক অংশের ন্যূন লইবেন না এবং যত অংশ লন তাহা সংস্থিতি পত্রে আপন নামের পার্শ্বে লিখিবেন।

A চিহ্নিত টেবিলবর্ত্তী হইবার কথা।

৩৮ ধারা। যে কোম্পানি অংশক্রমে সীমাবদ্ধ হয় সেই কোম্পানির সংস্থিতিপত্র সহিত সংস্থতির নিয়মপত্র না থাকিলে অথবা সেই নিয়মপত্রের বিধিতে এই আইনের প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিলের অবধারিত বিধি যে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য বা পরিবর্ত্তিত না হয় সেই পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানির প্রতি সেই টেবিলের লিখিত বিধি যতদূর বর্ত্তিতে পারে ততদূর ঐ নিয়ম যেন ঐ কোম্পানির সংস্থতির নিয়মপত্রে লিখিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত মতে রেজিষ্টরী করা গিয়াছে এই ভাবে ঐ কোম্পানিরই বিধি বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সংস্থতির নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করণের ও তাহার ফলের কথা।

৩৯ ধারা। সংস্থতির নিয়মপত্র মুদ্রিত হইবে, এবং স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক জন অন্যূন একজন সাক্ষীর সাক্ষাতে স্বাক্ষর করিবেন, সাক্ষীও সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন।

রেজিষ্টরী হইলে পর প্রত্যেক জন যেন তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং আপনার পক্ষে ও স্বীয় উত্তরাধিকারী ও দায়ি ও ধনাধ্যক্ষদের পক্ষে যেন এই আইনের বিধানের অধীনে ঐ নিয়মপত্রের লিখিত সকল বিধিমতে কর্ম্ম করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন এইরূপে কোম্পানি ও তদঘটিত সকল সমুয়কারী সেই নিয়মপত্র দ্বারা বদ্ধ হইবেন।

কোম্পানির নিয়ম ও বিধি কিম্বা তন্মধ্যে কোন নিয়ম বা বিধি অনুসারে কোম্পানির নিকট কোন সমুয়কারীর যে টাকা দেয় হয় তাহা ঐ সমুয়কারীর স্থানে ঐ কোম্পানির প্রাপ্য ঋণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সাধারণ বিধি।

সংস্থিতিপত্র ও সংস্থতির নিয়মপত্র B চিহ্নিত পাঠানুযায়ী ফী সহিত রেজিষ্টরী করণের কথা।

৪০ ধারা। সংস্থিতিপত্র এবং যদি সংস্থতির নিয়মপত্র থাকে তবে সেই নিয়মপত্র জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির পশ্চাল্লিখিত রেজিষ্ট্রারের নিকট সমর্পিত হইবে, তিনি তাহা রাখিয়া রেজিষ্টরী করিবেন। ঐরূপে যে সংস্থিতি পত্র সমর্পিত হয় তাহার প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী চুক্তি করিতে সক্ষম কি না ইহার প্রমাণ চাহা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই কোম্পানি এই আইনের প্রথম তফসীলের B চিহ্নিত পাঠের লিখিত না না বিষয় উপলক্ষে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট ফী অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে ২ যে অন্যতর ফী দিবার আজ্ঞা করেন তাহা রেজিষ্ট্রারকে দিবেন; এবং যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় সেই কোম্পানি এই আইনের প্রথম তফসীলের C চিহ্নিত

পাঠের নির্দ্দিষ্ট নানা বিষয় উপলক্ষে ঐ পাঠের নির্দ্দিষ্ট ফী অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ যে অপ্রতর ফী নিরূপণ করেন তাহা দিবেন।

উক্ত রেজিষ্ট্রারকে এই আইন অনুসারে যে সকল ফী দেওয়া যায় তাহার হিসাব গবর্ণমেণ্টের নিকট দিতে হইবে।

রেজিষ্টরী করণের ফলের কথা।

৪১ ধারা। সংসৃষ্টিপত্র এবং এই আইন অনুসারে সংসৃষ্টির নিয়মপত্র যে স্থলে অবশ্য লিখিতে হইবে সেই স্থলে সংসৃষ্টির নিয়মপত্র রেজিষ্টরী হইলেপর অথবা যে ব্যক্তি দিগকে রেজিষ্টরী করা যাইবে তাহাদের প্রার্থনা হইলে পর ঐ কোম্পানি সমবায়িত হইয়াছেন এবং কোম্পানি সীমাবদ্ধ হইলে ঐ কোম্পানি সীমাবদ্ধ আছেন এই কথার শংসিতপত্র রেজিষ্ট্রার স্বীয় স্বাক্ষর ক্রমে দিবেন। তাহা হইলে ঐ সংসৃষ্টি পত্রে স্বাক্ষরকারী সকল ব্যক্তি এবং অন্য যে ব্যক্তিরা সময়ে২ কোম্পানির সম্ভূয়কারী হন তাঁহারা ঐ সংসৃষ্টিপত্রে লিখিত নামধারী সমবায়িত সমাজ হইবেন ও তদবধি সমবায়িত সমাজের সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদনে ক্ষম হইবেন ও তাঁহাদের নিরন্তর পর্য্যায় এবং সাধারণ মোহর থাকিবে। কিন্তু সেই কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করা গেলে সম্ভূয়কারীরা ঐ কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থে পশ্চাল্লিখিত মতে অর্থদান করিতে দায়ী হইবেন।

কোন কোম্পানির সমবায়িত হওয়ার শংসিত পত্র রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে রেজিষ্টরীকরণ সম্পর্কীয় এই আইনের সমস্ত আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে ঐ শংসিত পত্রই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

সংসৃষ্টিপত্রের ও নিয়মপত্রের প্রতি লিপি সম্ভূয়কারীদিগকে দিতে হইবার কথা।

৪২ ধারা। যদি কোন সম্ভূয়কারী সংসৃষ্টিপত্রের প্রতিলিপি প্রার্থনা করেন তবে এক টাকা কিম্বা কোম্পানি প্রতি গ্রন্থের নিমিত্ত অল্পতর যে মূল্য নিরূপণ করেন সেই মূল্য দিলে ঐ সম্ভূয়কারীর নিকট ঐ সংসৃষ্টিপত্রের ও সংসৃষ্টির নিয়মপত্র থাকিলে তৎসহিত ঐ নিয়মপত্রের এক গ্রন্থ প্রেরিত হইবে। যদি কোন কোম্পানি এই ধারা অনুসারে কোন সম্ভূয়কারীর নিকট ঐ সংসৃষ্টিপত্রের এবং সংসৃষ্টির নিয়মপত্র থাকিলে তাহার এক গ্রন্থ প্রেরণ না করেন তবে দোষী কোম্পানির তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধ হেতুক বিংশতি টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে।

ভিন্ন২ কোম্পানির এক২ নাম ধারণ করিবার নিষেধের কথা।

৪৩ ধারা। বর্ত্তমান কোন কোম্পানি যে নামে রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই নামে কিম্বা তদনুরূপ যে নাম দ্বারা ভ্রান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা এমত নামে অন্য কোম্পানি রেজিষ্টরী হইবে না; কিন্তু যদি বর্ত্তমান কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া রেজিষ্ট্রার সাহেবের আদেশমতে অন্য কোম্পানির স্বীয় নাম গ্রহণ বিষয়ে সম্মতি স্বীকার করেন তবে অন্য কোম্পানি সেই নাম ধারণ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান কোম্পানি যে নামে রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই নামে কিম্বা তদনুরূপ যে নাম দ্বারা ভ্রান্তির সম্ভাবনা হয় এমত নামে যদি অন্য কোম্পানি অনবধানতা হেতুক বা অন্য কারণে পূর্ব্বোক্ত অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়াও রেজিষ্টরী হয় তবে রেজিষ্ট্রারের অনুমতিক্রমে সেই অন্য কোম্পানি স্বীয় নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন এবং নাম পরিবর্ত্তন হইলে রেজিষ্ট্রার পূর্ব্বতন নামের স্থানে নূতন নাম রেজিষ্টরী করিবেন ও অবস্থার বৈলক্ষণ্যানুসারে সমবায়ের শংসিতপত্র পরিবর্ত্তন করিয়া প্রদান করিবেন। কিন্তু তদ্রূপ নাম পরিবর্ত্তন দ্বারা কোম্পানির কোন স্বত্বের কি দায়ের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না কিম্বা কোম্পানির নামে কি তদ্দ্বারা যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গিয়াছে কি করা যাইবে তাহা অপর্য্যাপ্ত হইবে না, এবং কোম্পানির পূর্ব্বতন নামানুসারে তদবিপক্ষে যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি আরম্ভ হইতে বা চলিতে পারিত নূতন নামানুসারে ঐ কোম্পানির বিপক্ষে সেই মোকদ্দমা প্রভৃতি আরম্ভ হইতে বা চলিতে পারিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূলধন বণ্টন করণের এবং এই আইনানুযায়ী সম্ভূয়কারী ও সংসৃষ্ট ব্যক্তিদের দায়ের বিধি।

মূলধন বণ্টনের বিধি।

কোম্পানিতে স্বার্থের ভাবের কথা।

৪৪ ধারা। এই আইনানুযায়ী কোম্পানিতে কোন সম্ভূয়কারীর যে অংশ কি স্বার্থ থাকে তাহা অস্থাবর সম্পত্তিস্বরূপ এবং কোম্পানির বিধির নির্দ্দিষ্টমতে হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে। তাহা ভূমি সম্পত্তি কি স্থাবর সম্পত্তির ভাবাপন্ন হইবে না। যদি কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় তবে প্রত্যেক অংশ স্বীয় অঙ্কক্রমে লক্ষিত হইবে।

সম্ভূয়কারী শব্দের অর্থের কথা।

৪৫ ধারা। যে ব্যক্তিরা এই আইনানুযায়ী কোন কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রে স্বাক্ষর করেন তাঁহারা যে কোম্পানির উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহার সম্ভূয়কারী হইতে সম্মত হইয়াছেন জ্ঞান হইবে এবং কোম্পানির রেজিষ্টরী হইলে সম্ভূয়কারীস্বরূপ তাঁহাদের নাম সম্ভূয়কারীদের পশ্চাল্লিখিত রেজিষ্টরে লেখা যাইবে এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনানুযায়ী কোন কোম্পানির সহিত ঐ কোম্পানির সম্ভূয়কারী হইতে সম্মত হন ও যাঁহার নাম সম্ভূয়কারীদের রেজিষ্টরে লেখা যায় তিনি কোম্পানির সম্ভূয়কারী জ্ঞান হইবে।

স্থলাভিষিক্তের দ্বারা অংশ হস্তান্তর হইবার কথা।

৪৬ ধারা। এই আইনানুযায়ী কোম্পানির মৃত সম্ভূয়কারীর নিজ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার অংশ বা অন্য স্বার্থ কোন প্রকারে হস্তান্তর করা গেলে সেই স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যদিও স্বয়ং সম্ভূয়কারী না হন তথাপি হস্তান্তর করণপত্র সম্পাদনকালে সম্ভূয়কারীর ন্যায় তাঁহার ঐ হস্তান্তর করণ কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

৪৭ ধারা। এই আইনানুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানি এক বা অধিক বহীতে আপন সম্ভূয়কারীদের রেজিষ্টর রাখিবেন ও তন্মধ্যে এইং বিশেষ কথা লেখাইবেন :—

সম্ভূয়ককারীদের রেজিষ্টরের কথা।

(ক) কোম্পানির সম্ভূয়কারীদের নাম ও বাসস্থানাদি এবং কর্ম্ম থাকিলে, ঐ কর্ম্ম। যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত তাহার সম্ভূয়কারীদের পূর্ব্বোক্তনামাদির অতিরিক্ত প্রত্যেক জন যত অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও অঙ্ক ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়া লেখা যাইবে এবং প্রত্যেক জন স্বীয় অংশ প্রতি যত টাকা দিয়াছেন কিম্বা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে যত টাকা দত্তস্বরূপ জ্ঞান হইবে তাহাও লেখা যাইবে।

(খ) কোন ব্যক্তির নাম যে তারিখে সম্ভূয়কারী স্বরূপ লেখা যায় তাহা।

(গ) যে তারিখে কোন ব্যক্তির সম্ভূয়কারিত্ব রহিত হয় তাহা।

৩০ ধারামতে শ্যার ওয়ারণ্ট দেওয়া গেলে যাবৎ ঐ ওয়ারেণ্ট অর্পণ করা না যায় তাবৎ ৩৪ ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা গুলি এই ধারার আদেশমতে কোম্পানির সম্ভূয়কারীদের রেজিষ্টরে লিখিত বিশেষ কথা বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে এবং ওয়ারণ্ট অর্পণ করা গেলে উহা যে তারিখে অর্পণ করা যায় সেই তারিখ কোন ব্যক্তির সম্ভূয়কারিত্ব রহিত হইবার তারিখের ন্যায় লিখিত হইবে।

যদি কোন কোম্পানি এই ধারার বিপরীত কার্য্য করেন তবে যত দিন এই ধারার বিধানানুযায়ী কার্য্য না হয় তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইবে এবং কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই বিপরীত কার্য্যের অনুমতিদান করেন বা সেই কার্য্য করিতে দেন তাঁহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

৪৮ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে কোন কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই কোম্পানির প্রতি বৎসর নিয়মিত সাধারণ সভার পর চতুর্দ্দশ দিনে কিম্বা যদি একবারের অধিক নিয়মিত সভা হয় তবে তদ্রূপ নিয়মিত প্রথম সাধারণ সভার পর চতুর্দ্দশ দিবসে যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির সম্ভূয়কারী হন প্রতিবৎসর অতি ন্যূন একবার তাঁহাদের নামাবলী করা যাইবে। সেই নামাবলীর লিখিত সকল সম্ভূয়কারীর নাম ও বাসস্থানাদি ও কর্ম্ম ও প্রত্যেক জন যত অংশের অংশী হন তাহা তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইবে; ও তদ্ভিন্ন পশ্চাল্লিখিত কথার সার লেখা থাকিবে :—

সম্ভূয়কারীদের বাৎসরিক নামাবলীর কথা।

(ক) কোম্পানির যত মূল ধন ও তাহা যত অংশে বিভক্ত হইল।

(খ) কোম্পানির কার্য্যারম্ভাবধি সার লিখনের তারিখ পর্য্যন্ত যত অংশ লীত হইয়াছে।

(গ) প্রত্যেক অংশের উপর যত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে।

(ঘ) সেই আদেশ অনুসারে সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকা দত্ত হইয়াছে।

(ঙ) যত টাকা অদত্ত রহিয়াছে তাহার মোট।

(চ) যত অংশ দণ্ড হইয়াছে তাহার মোট।

(ছ) পূর্ব্বকৃত নামাবলী হইবার পর যাহাদের সম্ভূয়কারিতা রহিত হইয়াছে তাহাদের নাম ও বাস স্থান ও কর্ম্ম ও তাঁহাদের প্রত্যেকে যত অংশের অংশী ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নামাবলী ও সার কথা রেজিষ্টরের স্বতন্ত্র ভাগে লিখিত হইবে এবং এই ধারার পূর্ব্বভাগে যে চতুর্দ্দশ দিবসের কথা লিখিত হইয়াছে তৎপরে সাত দিনের মধ্যে তাহা সমাপ্ত হইবে ও তাহার প্রতিলিপি জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট অগোণে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪৯ ধারা। কোম্পানি শ্যার ওয়ারণ্ট দিলে পর ৪৮ ধারার আদেশমত যে বাৎসরিক সার লিখিত হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা থাকিবে, অর্থাৎ সার লিখনের তারিখে অংশ বা ষ্টাকের যে শ্যার ওয়ারণ্ট বাকী থাকে তাহার মোট টাকা এবং শেষ সার লিখনের পর মোট যত টাকার শ্যার ওয়ারণ্ট দেওয়া গিয়াছে ও পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক ওয়ারণ্টে যত অংশ বা যত টাকার ষ্টাক ধরা গিয়াছে।

বাৎসরিক সার লিখনে যাহা২ লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৫০ ধারা। এই আইনানুযায়ী যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই কোম্পানি যদি পূর্ব্ব লিখিতমতে রেজিষ্ট্রারের নিকট সম্ভূয়কারীদের নামাবলী কি সার কথা প্রেরণ সম্পর্কীয় এই আইনের বিধান না মানেন, তবে সেই কোম্পানির সেই দোষ যত দিন হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই দোষ হইবার অনুমতি দেন কি সেই দোষ করিতে দেন তাহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

কোম্পানি প্রভৃতি উপযুক্ত রেজিষ্টর না রাখিলে দণ্ডের কথা।

৫১ ধারা। এই আইনানুযায়ী যে প্রত্যেক কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই কোম্পানি যদি স্বীয় মূলধন সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান অংশাপেক্ষা অধিক টাকার অংশে বিভক্ত করেন কিম্বা মূলধনের কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপ্য করেন তবে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারকে ঐ সংগ্রহ বা বিভাগ বা পরিবর্ত্তন করণের সংবাদ ও যত অংশ সেই প্রকারে সংগৃহীত বা বিভক্ত বা পরিবর্ত্তিত হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া জানাইবেন।

কোম্পানির মূলধন সংগ্রহ করিলে বা পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপ্য করিলে তাহার সংবাদ দিবার কথা।

৫২ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে কোন কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হইয়াছে সেই কোম্পানি সেই মূলধনের কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপ্য করিলে এবং রেজিষ্ট্রারকে সেই পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিলে কেবল অংশের প্রতি এই আইনের যে সকল বিধান বার্ত্তে তাহা স্থাপ্য পরিবর্ত্তিত সেই মূলধন সম্পর্কে রহিত হইবে; এবং এই আইন দ্বারা কোম্পানির সম্ভূয়কারীদের যে রেজিষ্টর রাখিবার ও তাহাদের যে

অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপ্য করিলে তাহার ফলের কথা।

নামাবলী রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব লিখিত আদেশ অনুসারে অংশের সংখ্যা ও অংশ বিষয়ক বিশেষ কথা লিখিত না হইয়া নামাবলীর লিখিত প্রত্যেক সম্ভূয়কারী স্থাপ্যের যে পরিমাণের অংশী হন তাহা লিখিতে হইবে।

রেজিষ্টরে ন্যাস লিখিবার কথা।

৫৩ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে রেজিষ্টরী করা যায় তৎসম্পার্কে স্পষ্টরূপে বা অর্থানুযায়ী বা কল্পনানুযায়ী কোন ট্রষ্টের অর্থাৎ ন্যাসের কথা রেজিষ্টরে লেখা যাইবে না ও রেজিষ্টারের গ্রাহ্য হইবে না।

অংশের বা স্থাপ্যের সংসিত পত্রের কথা।

৫৪ ধারা। কোম্পানির কোন সম্ভূয়কারী যে কোন এক বা অধিক অংশের বা যে স্থাপ্যের অধিকারী হন তন্নির্ণার্থ কোম্পানির সাধারণ মোহারাঙ্কিত যে সংসিত পত্র হয় প্রথম দৃষ্টে সেই পত্রই তল্লিখিত অংশে বা অংশ সকলে বা স্থাপ্যে ঐ ব্যক্তির স্বত্বের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

রেজিষ্টর দৃষ্টির কথা।

৫৫ ধারা। কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার তারিখ অবধি সম্ভূয়কারীদের রেজিষ্টর কোম্পানির পশ্চাল্লিখিত রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে রাখা যাইবে এবং পশ্চাল্লিখিত প্রকারে বন্ধ না হইলে কোন সম্ভূয়কারী কর্ম্ম চলিবার কোন সময়ে বিনা খরচায় তাহা দৃষ্টি করিতে পারিবেন। অন্য কোন ব্যক্তি এক টাকা দিয়া কিম্বা দর্শনের জন্য কোম্পানি তাহার ন্যূন যত নিরূপণ করেন তত দিয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন। পরন্তু সাধারণ সভাতে উক্ত কোম্পানি ঐ রেজিষ্টর দর্শন বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ যে নিষেধ করেন তাহা বলবৎ হইবে; কিন্তু রেজিষ্টর দৃষ্টির জন্য প্রতিদিন দুই ঘণ্টার ন্যূন কাল নিরূপণ করা হইবে না।

উক্তরূপ কোন সম্ভূয়কারী বা অন্য ব্যক্তি ঐ রেজিষ্টরের বা তাহার কোন ভাগের কিম্বা সম্ভূয়কারীদের পূর্ব্ব লিখিত নামাবলীর বা সার কথার প্রতিলিপি লইতে পারিবেন; ও যত শব্দের প্রতিলিপি করিবার প্রয়োজন হয় তাহার শত শব্দের প্রতি তাঁহার দুই আনা দিতে হইবে।

যদি তদ্রূপ দর্শন করিবার বা প্রতিলিপি গ্রহণের অনুমতি না হয় তবে যতবার সেই অনুমতি না হয় ততবার কোম্পানির পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে; এবং যত দিন তদ্রূপ অনুমতি না দেওয়া যায় তাহার দিন প্রতি বিশ টাকার অনধিক আরো দণ্ড হইতে পারিবে।

কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান পূর্ব্বক সেই অননুমতির ক্ষমতা দান করেন বা সেই অননুমতি করিতে দেন তাহারও তদ্রূপ দণ্ড হইতে পারিবে।

সেই দণ্ড ভিন্ন হাই কোর্টের কোন জজ আজ্ঞা ক্রমে মল পূর্ব্বক রেজিষ্টরের অগোণে দর্শন হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

রেজিষ্টর বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৬ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলায় চালিত কোন সংবাদপত্রে সেই কোম্পানি জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সম্ভূয়কারীদের রেজিষ্টর বন্ধ হইবার সংবাদ দিতে পারিবে, কিন্তু প্রতিবৎসর সময়ে ২ সর্ব্বসুদ্ধ ত্রিশ দিনের অধিক বন্ধ হইতে পারিবে না।

মূলধনের ও সম্ভূয়কারীদের সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ার সংবাদ রেজিষ্ট্রারকে দিবার কথা।

৫৭ ধারা। যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থাপ্য করা গেলে বা না গেলেও যত মূলধন রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার বৃদ্ধি হইলে সেই বৃদ্ধির সংবাদ এবং মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হইলে কোন প্রকারে সম্ভূয়কারীদের রেজিষ্টরী করা সংখ্যার বৃদ্ধির সংবাদ রেজিষ্টারকে দেওয়া যাইবে, অর্থাৎ যে নিষ্কারণক্রমে মূলধন বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রদান হয় সেই নির্দ্ধারণের তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে মূলধন বৃদ্ধির সংবাদ ও যে সময়ে সম্ভূয়কারী গণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা স্থির হইয়াছে বা বৃদ্ধি করা গিয়াছে সেই সময়াবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে সম্ভূয়কারীদের সংখ্যার বৃদ্ধির সংবাদ দেওয়া যাইবে; এবং মূলধন বা সম্ভূয়কারীদের সংখ্যা যে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা রেজিষ্ট্রার অগৌণে লিপিবদ্ধ করিবেন।

যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ঐ সংবাদ না দেওয়া যায় তবে যত দিন ঐ সংবাদ দিবার ত্রুটি হয় তাহার প্রতি দিনের নিমিত্ত দোষী কোম্পানির একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, এবং কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই দোষ করিবার অনুমতি দেন বা সেই দোষ করিতে দেন তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

রেজিষ্টরে অশুদ্ধ কথা লিখিলে বা লেখা না লিখিলে তাহার প্রতিকারের কথা।

৫৮ ধারা। কোন ব্যক্তির নাম যদি প্রতারণাপূর্ব্বক বা অপ্রচুর কারণে এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির সম্ভূয়কারীদের রেজিষ্টরে লেখা যায় কিম্বা অলিখিত থাকে অথবা কোম্পানিভুক্ত কোন ব্যক্তির অংশিত্ব রহিত হইলে যদি সেই কথা রেজিষ্টরে না লেখা যায় বা অনাবশ্যকমতে লিখিবার বিলম্ব হয়, তবে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে জিলায় বা স্থানে থাকে তথাকার প্রধান যে আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন হন সেই আদালতে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সম্ভূয়কারী বা কোম্পানির কোন সম্ভূয়কারী কিম্বা সেই কোম্পানি ঐ রেজিষ্টর সংশোধন করণার্থ আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন; তাহাতে আদালত প্রার্থকের দেয় ব্যয় সুদ্ধ বা ব্যয় ভিন্ন সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা প্রার্থকের প্রার্থনা হৃদ্বোধমতে ন্যায্য জ্ঞান করিলে ঐ রেজিষ্টর সংশোধনের আজ্ঞা করিয়া কোম্পানিকে ঐ প্রার্থনা ঘটিত সমস্ত ব্যয় শোধ ও অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তির যে কোন ক্ষতি হইয়া থাকে সেই ক্ষতিপূরণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারানুযায়ী কোন কার্য্য করণ কালে ঐ বিবাদের এক পক্ষীয় ব্যক্তির নাম রেজিষ্টরে লেখাইবার কিম্বা রেজিষ্টরে অলিখিত হইবার স্বত্ব বিষয়ের বিবাদ দুই বা তদধিক জন সম্ভূয়কারীর বা স্বয়ং ব্যক্ত সম্ভূয়কারীর মধ্যে অথবা সম্ভূয়কারীদের বা স্বয়ং ব্যক্ত সম্ভূয়কারীদের ও ঐ কোম্পানির মধ্যে হইলে এবং কোম্পানির পক্ষে কোন ত্রুটি থাকিলে বা না থাকিলেও,

আদালত সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং রেজিষ্টর সংশোধনার্থ সাধারণতঃ যে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করা আবশ্যক বা বিহিত হয় তাহা আদালত ঐ বিবাদের বিচার করণ কালে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। যদি আইন ঘটিত কোন বিবাদ উত্থাপিত হয় তবে আদালত সেই বিবাদ আম্পাদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও তদুপরি দেওয়ানী আদালতের কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের বিধিমতে আপীল হইতে পারিবে।

রেজিষ্ট্রারকে রেজিষ্টর সংশোধনের সংবাদ দিবার কথা।

৫৯ ধারা। এই আইনে যে কোম্পানির সম্ভূয় কারিগণের নামাবলি, রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হইল যদি তৎসম্পর্কীয়, রেজিষ্টর সংশোধনের কোন আজ্ঞা হয় তবে আদালত সেই আজ্ঞাক্রমে রেজিষ্ট্রারকে ঐ সংশোধন কার্য্যের উপযুক্ত সংবাদ দিবার আদেশ করিবেন।

ঐ রেজিষ্টর প্রমাণ স্বরূপ হইবার কথা।

৬০ ধারা। এই আইন ক্রমে রেজিষ্টরে যে কোন কথা লিখিবার আদেশ হয় বা লেখাইবার ক্ষমতা দেওয়া যায় প্রথম দৃষ্টে সম্ভূয়কারিদের রেজিষ্টর সেই কথার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্ভূয়কারিদের দায় বিষয়ক বিধি।

কোম্পানির বর্ত্তমান ও ভূতকালীন সম্ভূয়কারীদের দায়ের কথা।

৬১ ধারা। যদি এই আইনমতে স্থাপিত কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিতে হয় তবে ঐ কোম্পানির ঋণ ও দায় এবং কর্ম্ম বন্ধ করিবার সকল খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় পরিশোধে ও ঋণ দাতাদের পরস্পর স্বত্ব নিষ্পত্তি নিমিত্ত যত টাকার প্রয়োজন তৎ পরিশোধে ঐ কোম্পানির বর্ত্তমান ও ভূতকালীন প্রত্যেক সম্ভূয়কারী পশ্চাল্লিখিত নিয়ম মানিয়া ঐ কোম্পানির স্থিতে প্রচুর টাকা দান করিবার দায়ী হইবেন, অর্থাৎ

(ক) যদি কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক বৎসর বা তদধিক কাল ভূতকালীন কোন সম্ভূয়কারীর অংশিত্ব রহিত হইয়া থাকে তবে তিনি সেই কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থ টাকার দায়ী হইবেন না।

(খ) ভূতকালীন কোন সম্ভূয়কারীর অংশিত্ব যে সময়ে রহিত হয় সেই সময়ের পরে ঐ কোম্পানির যে কোন ঋণ বা দায় বর্ত্তে তৎসম্পর্কে ঐ ভূতকালীন সম্ভূয়কারী টাকা দিবার দায়ী হইবেন না।

(গ) এই আইন অনুসারে সম্ভূয়কারীদের যত টাকা দিতে হয় তাহা বর্ত্তমান সম্ভূয়কারীরা দিতে সক্ষম নহেন আদালতের এমত হৃদ্বোধ না হইলে ভূতকালীন সম্ভূয়কারীরা ঐ কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থে দায়ী হইবেন না।

(ঘ) কোম্পানি অংশক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে, বর্ত্তমান বা ভূতকালীন সম্ভূয়কারী স্বরূপ যে বাক্তির কোন অংশের কোন টাকা অদত্ত থাকে কোন সম্ভূয়কারীকে সেই অদত্ত টাকার অধিক দিবার আদেশ হইবে না।

(ঙ) কোম্পানি প্রতিভাবাক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে সংসৃষ্টিপত্রে কোন সম্ভূয়কারির পক্ষে যত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা হইয়াছে তাঁহাকে তদধিক দিবার আদেশ হইবে না।

(চ) কোন বিমা বা অন্য চুক্তিপত্র লিখিত যে বিধানক্রমে সেই বিমা বা অন্য চুক্তির উপর কোম্পানিভুক্ত ব্যক্তিদের দায় নিবদ্ধ থাকে, কিম্বা যে বিধানক্রমে সেই বিমা বা চুক্তিপত্র সম্পর্কে সেই কোম্পানির মূলধন মাত্র দায়ী করা যায়, সেই বিধান এই আইনের কোন কথাক্রমে অসিদ্ধ হইবে না।

(ছ) কোম্পানির কোন সম্ভূয়কারী এবং সম্ভূয়কারি ভিন্ন অন্য কোন উত্তমর্ণ কোন ঋণ প্রাপণার্থে প্রতিযোগী হইলে, সেই কোম্পানির নিকট ডিবিডেণ্ড বা লভ্য স্বরূপে বা প্রকারান্তরে ঐ সম্ভূয়কারীর যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা তাঁহার নিকট কোম্পানির দেয় ঋণ বলিয়া জ্ঞান হইবে না। কিন্তু ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করণাভিপ্রায়ে সেই টাকা গণনীয় হইতে পারিবে।

১ ব্যাখ্যা।—ভূতকালীন সম্ভূয়কারীদের দায় এই প্রকার যে কোম্পানির সাধারণ স্থিতে তাঁহাদের অংশানুমত অর্থদান করিতে হয়। উক্ত স্থিতের বিরুদ্ধে, উত্তমর্ণগণ যে কোন সময়ে ঋণদান করিয়া থাকুন, তাঁহাদের সমান স্বত্ব আছে।

২ ব্যাখ্যা।—ভূতকালীন কোন সম্ভূয়কারী যে ঋণের টাকা দিবার দায়ী, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণকালে ঐ ঋণের উপর যে সকল ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় তাহা বাদ দিতে হইবে।

অসীমাবদ্ধ দায় যুক্ত ডাইরেক্টরের দায়ের কথা।

৬২ ধারা। সীমাবদ্ধ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে অসীমাবদ্ধ দায়যুক্ত কোন ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হইবে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বধারায় নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।—

(ক) পশ্চাল্লিখিত বিধানের নিয়মাধীনে, ভূতকালীন বা বর্ত্তমান উক্তরূপ কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ সামান্য সম্ভূয়কারী স্বরূপ যদি তাঁহার অর্থদান করিবার দায় থাকে তদতিরিক্ত, উক্ত কর্ম্ম বন্ধকরণ কার্য্যারম্ভের তারিখে তিনি অসীমাবদ্ধ কোন কোম্পানির সম্ভূয়কারী থাকিলে তাঁহার যে অর্থদান করিতে হইত, তিনি সেই অর্থদান করিবার দায়ী হইবেন।

(খ) ঐ কর্ম্মবন্ধ করণ কার্য্যারম্ভের এক বৎসর বা তদধিককাল পূর্ব্বে যাঁহার পদ গিয়াছে এরূপ কোন ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হইবে, তাহা কোম্পানির সামান্য সম্ভূয়কারী-স্বরূপ তিনি কোন টাকা দিবার দায়ী হইলে যে টাকা দিবার দায়ী হন তদধিক হইবে না।

(গ) কোন ভূতকালীন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ যে সময়ে পদ ত্যাগ করেন সেই সময়ের পর কোম্পানির প্রতি যে ঋণ বা দায় বর্ত্তে তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হইবে, তাহা কোম্পানির সামান্য সম্ভূয়কারী স্বরূপ তিনি কোন টাকা দিবার দায়ী হইলে যে টাকা দিবার দায়ী হন তদধিক হইবে না।

(ঘ) কোম্পানির বিধানের নিয়মাধীনে, কোন ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হয়, তাহা, কোম্পানির সামান্য সম্ভূয়কারী স্বরূপ তিনি কোন টাকা দিবার দায়ী হইলে যে টাকা

দিবার দায়ী হন তদধিক হইবে না। কিন্তু কোম্পানির ঋণ ও দায় পরিশোধার্থ ও কর্ম্ম বন্ধ করণের ব্যয় ও পারিশ্রমিক ও খরচের টাকা দিবার নিমিত্তে যদি আদালত অর্থদান করিবার আদেশ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে অধিক অর্থদান করিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির ও সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ ও নিরূপণ করণের বিধি।

উত্তমর্ণদের রক্ষার্থ বিধি।

৬৩ ধারা। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানির রেজিষ্টরীকরা কার্য্যালয় থাকিবে। সেই কার্য্যালয়ে সকল পত্র ও জ্ঞাপন পত্রাদি প্রেরিত হইবে।

কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ের কথা।

যদি এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি তদ্রূপ কার্য্যালয় না করিয়া কর্ম্ম করেন, তবে যত দিন তদ্রূপে কর্ম্ম করেন তাহার দিন প্রতি সেই কোম্পানির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬৪ ধারা। সেই রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে থাকে তাহার সংবাদ এবং কোন সময়ে স্থানের পরিবর্ত্তন হইলে তাহার সংবাদ রেজিষ্ট্রারকে দিতে হইবে ও তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। সেই সংবাদ যতকাল না দেওয়া যায় ততকাল ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় থাকা সম্পর্কীয় এই আইনের বিধান মতে কার্য্য করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে না।

রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে হয় তাহার সংবাদ দিবার কথা।

৬৫ ধারা। এই আইন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ প্রত্যেক কোম্পানির দায় অংশক্রমে কি প্রতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে সেই কোম্পানির কর্ম্ম যে প্রত্যেক কার্য্যালয়ে কি স্থানে নির্ব্বাহ হয় তাহার বহির্ভাগে ঐ কোম্পানি রং দিয়া ইংরাজি ভাষার সুপাঠ্য অক্ষরে সুপ্রকাশ স্থানে স্বীয় নাম লিখিবেন কি লটকাইবেন এবং লিখিয়া কি লটকাইয়া রাখিবেন। যদি সেই রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার সাধারণ ক্ষমতাপন্ন হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যের সীমার বহির্ভূত কোন প্রদেশে থাকে তবে সেই প্রদেশে যে২ ভাষা প্রচলিত তন্মধ্যে কোন ভাষায় ঐ নাম লিখিয়া লটকাইবেন, ও আপন মোহরে সেই ২ ভাষায় সুপাঠ্য অক্ষরে স্বীয় নাম খোদাইবেন এবং সেই কোম্পানির সকল জ্ঞাপনপত্রে ও ঘোষণাপত্রে ও কর্ম্ম সম্পর্কীয় অন্য প্রকাশ্যপত্রে ও যে সকল বিল অফ একসচেঞ্জে ও হুণ্ডীতে ও প্রমিসরী নোটে ও পৃষ্ঠলিপিতে চ্যাকে এবং টাকা কি মালের যে সকল আজ্ঞাপত্রে ঐ কোম্পানির দ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে স্বাক্ষর হইবার মত দেখায় তাহাতে এবং ঐ কোম্পানির সকল পুলিন্দা প্রভৃতির বিলে ও ইনবাইসে ও রসীদে ও প্রত্যয় পত্রে ঐ কোম্পানি সেই২ভাষায় সুপাঠ্য অক্ষরে স্বীয় নাম লেখাইবেন।

সীমাবদ্ধ কোম্পানির নাম প্রকাশ করণের কথা।

৬৬ ধারা। যদি এই আইন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি এই আইনের আদেশমত আপনার নাম রং দিয়া না লেখেন কি না লটকান এবং রং দিয়া লেখাইয়া কি লটকাইয়া না রাখেন তবে স্বীয় নাম রংদিয়া না লিখিবার কি না লটকাইবার নিমিত্ত ঐ কোম্পানির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, এবং সেই নাম যত দিন তদ্রূপে না রাখা যায় কি রং দিয়া লেখা কি লটকান না যায় তাহার দিন প্রতি সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

নাম প্রকাশ না করণের দণ্ডের কথা।

ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষের অনুমতি দেন কি ঐ দোষ হইতে দেন, তিনিও সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেন।

যদি ঐ কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর, কি কার্য্যাধ্যক্ষ কি কার্য্যকারক কিম্বা ঐ কোম্পানির পক্ষে কোন ব্যক্তি ঐ কোম্পানির মোহর বলিয়া কোন মোহর ব্যবহার করেন কি করিবার অনুমতি দেন, অথচ তাহাতে সেই কোম্পানির নাম পূর্ব্বোক্ত মতে খোদিত না থাকে, অথবা ঐ কোম্পানির কোন জ্ঞাপনপত্র কি ঘোষণাপত্র, কি কর্ম্ম সম্পর্কীয় অন্য প্রকাশ্যপত্র প্রচলিত করেন কি প্রচলিত হইবার অনুমতি দেন কিম্বা কোন বিল অফ একস্‌চেঞ্জ কি হুণ্ডী কি প্রমিসরী নোট কি পৃষ্ঠলিপি কি চ্যাক কিম্বা টাকার কি মালের আজ্ঞাপত্রে ঐ কোম্পানির পক্ষে স্বাক্ষর করেন কি স্বাক্ষর করিবার অনুমতি দেন অথবা ঐ কোম্পানির কোন পুলিন্দার বিল কি ইনবাইস কি রসীদ কি প্রত্যয়পত্র দেন কি দিবার অনুমতি দেন, অথচ তাহাতে সেই কোম্পানির নাম পূর্ব্বোক্তমতে উল্লিখিত না হয়, তবে তাঁহার হাজার টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে এবং কোম্পানি সেই বিল অফ একস্‌চেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরী নোটের কি চ্যাকের কিম্বা টাকার কি মালের আজ্ঞাপত্রের টাকা রীতিমত না দিলে, তিনিই সেই হুণ্ডীপ্রভৃতি ধারীর নিকট স্বয়ং ঐ টাকার দায়ী হইবেন।

চুক্তি বিষয়ক বিধি।

৬৭ ধারা। এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির পক্ষে চুক্তি পশ্চাল্লিখিতমতে করা যাইতে পারিবে, যথা,

চুক্তি পত্র যেরূপে করা উচিত তাহার কথা।

(ক) সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে হইলে যে চুক্তি আইন অনুসারে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, ও ইংলণ্ডীয় আইনমতে করা গেলে, যাহা মোহরাঙ্কিত করা প্রয়োজন সেইরূপ চুক্তি কোম্পানির পক্ষে লিপিবদ্ধ হইয়া ঐ কোম্পানির সাধারণ মোহরে অঙ্কিত হইবে ও তাহা তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত কি নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

(খ) সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে হইলে যে চুক্তি আইনক্রমে লিপিবদ্ধ হওয়া এবং তদনন্তর উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত হওয়া প্রয়োজন তাহা কোম্পানির পক্ষে লিপিবদ্ধ হইয়া ঐ কোম্পানির স্পষ্ট বা আনুষঙ্গিক ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে পারিবে ও সেই চুক্তি তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত বা নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

(গ) সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে যে চুক্তি লিপিবদ্ধ না হইয়া কেবল বাচনিক হইলে আইনমতে সিদ্ধ হয় সেইরূপ চুক্তি কোম্পানির স্পষ্ট বা আনুষঙ্গিক ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ কোম্পানির পক্ষে কেবল বচন ক্রমে হইতে পারিবে ও সেই চুক্তি তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত বা নিষ্পন্ন হইতে পারিবে। এবং এই ধারার লিখিত বিধানানুসারে যে সকল চুক্তি করা যায়

তাহা আইনক্রমে সিদ্ধ হইবে এবং কোম্পানি ও তাহাদের পশ্চাৎ পদধারীগণ ও তদলব্ধি অন্য সকল ব্যক্তি ও স্থল বিশেষে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী বা অছি বা ধনাধ্যক্ষগণ তাহাতে আবদ্ধ থাকিবেন।

বন্ধকের রেজিষ্টর বহনের কথা।

৬৮ ধারা। এই আইন অনুযায়ী দায়ের সীমাবদ্ধ প্রত্যেক কোম্পানির সম্পত্তির উপর যে সকল বন্ধক ও দায় বিশেষরূপে বর্ত্তে ঐ কোম্পানি সেই সমস্ত বন্ধকের ও দায়ের রেজিষ্টর রাখিবেন এবং প্রত্যেক বন্ধকের বা দায়ের সম্পর্কে বন্ধকীকৃত বা দায়গ্রস্ত সম্পত্তির সংক্ষেপ বর্ণনা ও যত দায় বর্ত্তে এবং বন্ধক গ্রহীতাদের বা যে ব্যক্তিরা ঐ দায় জন্য টাকা প্রাপ্তির স্বত্ববান্ তাঁহাদের নাম সেই রেজিষ্টরে লেখা হইবে।

যদি কোম্পানির কোন সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া যায় বা দায়গ্রস্ত হয়, ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কথা রেজিষ্টরে লেখা না যায়, তবে ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা অন্য কার্য্যকারক জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কথা না লিখনের অনুমতি দেন বা অলিখিত থাকিতে দেন তাহার পাঁচশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

এই ধারায় বন্ধকের যে রেজিষ্টর করিবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই রেজিষ্টর কোম্পানির কোন উত্তমর্ণ বা সমুয়কারী উপযুক্ত কোন সময়ে দৃষ্টি করিতে পারিবে না। যদি তাহা দৃষ্টি করিবার অনুমতি না দেওয়া যায় তবে সেই কোম্পানির যে কোন কার্য্যকারক অনুমতি না দেন এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ সেই অননুমতির ক্ষমতা দেন কিম্বা জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই অননুমতি হইতে দেন তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, তদতিরিক্ত সেই অননুমতি যত দিন হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি তাঁহার বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

এই ধারাক্রমে কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানির উপর যে কর্ত্তব্যতার অর্পিত হয় হাই কোর্ট বা তাহার কোন জজ আজ্ঞাদ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কর্ত্তব্য পালন করাইতে পারেন এবং উপরি লিখিত দণ্ডের অতিরিক্ত আজ্ঞার দ্বারা বলপূর্ব্বক অবিলম্বে ঐ রেজিষ্টর দেখাইয়া দেওয়াইতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারামতে বন্ধক বা দায় রেজিষ্টরী করা না গেলে তাহা অসিদ্ধ হয় না, কিন্তু কোম্পানির কার্য্যকারকেরা ঐরূপ প্রকার রেজিষ্টরী করা হয় নাই বিশেষমতে কোম্পানির সম্পত্তি সংক্রান্ত এরূপ কোন বন্ধক বা দায় সম্বন্ধে উক্ত কার্য্যকারকস্বরূপ কোন লাভ পাইতে পারিবেন না।

কোনং কোম্পানির তফসীলের নির্দ্দিষ্ট বর্ণনা প্রকাশ করিতে হইবার কথা।

৬৯ ধারা। এই আইন অনুযায়ী দায়ের সীমাবদ্ধ প্রত্যেক ব্যাঙ্কিং কোম্পানি ও প্রত্যেক ইনসুরেন্স কোম্পানি (অর্থাৎ বিমাপত্রের বণিক সমবায়) ও ডিপজিট ও প্রবিডেন্ট ও বেনিফিট সোসাইটি (অর্থাৎ সাধারণ লোকদের টাকা গচ্ছিত ও রক্ষা করিবার ও পরোপকার করিবার সমাজ) কার্য্যারম্ভ করণের পূর্ব্বে এবং যে প্রত্যেক বৎসর কর্ম্ম চালায় সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সোমবারে ও আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবারে এই আইনের প্রথম তফসীলের D চিহ্নিত পাঠে কিম্বা গতিক বিবেচনায় যে পর্য্যন্ত হয় সেই পর্য্যন্ত সেই পাঠানুসারে এক বর্ণনাপত্র লিখিবেন এবং ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ের ও যে প্রত্যেক শাখা কার্য্যালয়ের বা স্থানে ঐ কোম্পানির কর্ম্ম চলে তথাকার কোন প্রকাশ স্থানে ঐ বর্ণনাপত্রের প্রতিলিপি লট্‌কান যাইবে।

যদি এই ধারার বিধানানুযায়ী কর্ম্ম না হয় তবে যত দিন দোষ হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষের অনুমতি দেন বা তাহা হইতে দেন তাঁহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

এই ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন কোম্পানির প্রত্যেক সমুয়কারী ও প্রত্যেক উত্তমর্ণ আট আনার অনধিক মূল্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাপত্রের প্রতিলিপি পাইতে পারিবেন।

রেজিষ্ট্রারের নিকট ডাইরেক্টরদের নাম বলী প্রেরণ করিবার কথা।

৭০ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে প্রত্যেক কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় সেই কোম্পানি আপনাদের রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে আপনাদের ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষদের নাম ও বাসস্থান ও ব্যবসায়ের রেজিষ্টর রাখিবেন ও ঐ রেজিষ্টরের প্রতিলিপি জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইবেন, এবং ঐ ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষদের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে রেজিষ্ট্রারকে সময়েং তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন।

কোন কোম্পানি ডাইরেক্টরদের রেজিষ্টর না রাখিলে দণ্ডের কথা।

৭১ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে কোন কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় সেই কোম্পানি যদি ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষদের রেজিষ্টর না রাখেন কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে কর্ম্ম করিয়া ঐ রেজিষ্টরের প্রতিলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ না করেন কিম্বা ঐ ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষদের কোন পরিবর্ত্তন হইলে যদি রেজিষ্ট্রারকে তাহা জ্ঞাত না করেন, তবে সেই দোষী কোম্পানির সেই দোষ যত দিন হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষের অনুমতি দেন বা ঐ দোষ হইতে দেন তাহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

প্রমিসরি নোট ও বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও হুণ্ডীর কথা।

৭২ ধারা। যদি এই আইন অনুযায়ি কোম্পানির ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ কোম্পানির নামে কোন প্রমিসরি নোট বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডী করা যায়, বা স্বীকৃত হয়, বা পৃষ্ঠলিপিযুক্ত করা যায়, অথবা যদি কোম্পানির ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ কোম্পানির দ্বারা বা তৎপক্ষে বা তন্নিমিত্ত করা যায়,

আরো কোন পরিদর্শককে বা পরিদর্শকদিগকে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রার্থকেরা সেই অনুসন্ধানের ব্যয়-শোধের প্রতিভূ দেন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এমত আদেশও করিতে পারিবেন।

বহী দেখিবার কথা।

৮৪ ধারা। কোম্পানির সকল কার্য্যকারকের ও এজেন্টের কর্ত্তব্য যে পরিদর্শকদের দেখিবার নিমিত্ত আপনাদের রক্ষিত বা ক্ষমতাধীন সমস্ত বহী ও নিদর্শনপত্র দেখান।

কোন পরিদর্শক ঐ কোম্পানির কার্য্য বিষয়ে শপথক্রমে সকল কার্য্যকারকের ও এজেন্টের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন ও তদনুসারে শপথ করাইতে পারিবেন।

এই ধারায় যে বহী বা নিদর্শনপত্র দেখাইবার আদেশ হইল তাহা যদি কোন কার্য্যকারক বা এজেন্ট না দেখান কিম্বা কোম্পানির ব্যাপার বিষয়ক কোন প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে প্রত্যেক অপরাধহেতুক তাঁহার একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পরীক্ষার ফল সম্পর্কে ইত্তি কর্ত্তব্যতার কথা।

৮৫ ধারা। পরীক্ষা কার্য্য সমাপ্ত হইলে পরিদর্শকেরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট আপনাদের মত বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন। সেই রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে হস্তলিখিত বা মুদ্রিত হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ রিপোর্টের এক প্রস্থ কোম্পানির রেজিস্টরী করা কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন এবং যে সম্ভ্রমকারীদের প্রার্থনামতে ঐ পরিদর্শনকার্য্য হইল তাঁহাদের আদেশমতে তাঁহাদিগকে কিম্বা তাঁহাদের এক বা অধিক জনকে অন্য প্রস্থ দেওয়া যাইবে।

পূর্ব্বোক্তরূপ পরীক্ষা কার্য্যে ও তৎসম্পর্কে যে টাকা ব্যয় হয় তাহা যে সম্ভ্রমকারীদের প্রার্থনামতে পরিদর্শকেরা নিযুক্ত হইলেন তাঁহারাই পরিশোধ করিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্দ্বারা কোম্পানির স্থিত হইতে ঐ ব্যয় শোধের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন; তদনুসারে আজ্ঞা করিলে ঐ কোম্পানির স্থিত হইতে ঐ ব্যয় শোধ হইবে।

কোম্পানির পরিদর্শকদিগকে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতার কথা।

৮৬ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে আপনাদের বিষয় ব্যাপারের পরীক্ষার্থ পরিদর্শকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ নিযুক্ত পরিদর্শকেরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত পরিদর্শকদের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হইবেন ও তত্তুল্য কার্য্যসম্পাদন করিবেন, বিশেষ এই যে তাঁহার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট না করিয়া কোম্পানির সাধারণ সভায় যদ্রূপে ও যাহাদের নিকট রিপোর্ট করিতে আদেশ করেন তদ্রূপে তাহাদের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

উক্ত পরিদর্শকেরা কোন বহী বা নিদর্শনপত্র দেখাইতে আদেশ করিলে যদি ঐ কোম্পানির কার্য্যকারকেরা ও এজেন্টেরা তাহা না দেখান কিম্বা তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট হইতে ঐ পরিদর্শকেরা নিযুক্ত হইলে ঐ কার্য্যকারক প্রভৃতির যে দণ্ড হইতে পারিত তাঁহাদের সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

পরিদর্শকের রিপোর্ট প্রমাণস্বরূপ হইবার কথা।

৮৭ ধারা। এই আইনমতে যে পরিদর্শকেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা যে কোম্পানির কার্য্য-ব্যাপার পরীক্ষা করিয়াছেন সেই কোম্পানির মোহরক্রমে সত্যাকৃত ঐ পরিদর্শকদের রিপোর্টের প্রতিলিপি কোন মোকদ্দমায় ঐ রিপোর্টের লিখিত কোন কথা সম্পর্কে পরিদর্শকদের মতের প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

অনুষ্ঠানপত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন২ চুক্তিপত্রের তারিখ ও পক্ষদের নাম লিখিতে হইবার কথা।

৮৮ ধারা। কোম্পানি হইবার প্রত্যেক অনুষ্ঠানপত্রে এবং কোন জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির অংশের খাদকারী হইবার নিমিত্ত লোক আহ্বান করিবার প্রত্যেক বিজ্ঞাপন পত্রে, ঐ অনুষ্ঠানপত্র বা বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার পূর্ব্বে ডাইরেক্টরদের বা কাম্পানির দ্বারা গ্রাহ্য হইবার নিয়মাধীনে বা প্রকারান্তরে ঐ কোম্পানি বা তাহার অনুষ্ঠানকারী বা ডাইরেক্টর বা নামধারীগণ আইনমতে প্রবল করা যায় এরূপ যে কোন চুক্তি করিয়া থাকেন এবং যৎক্রমে কোন ব্যক্তি ঐ কোম্পানির অংশী হইবেন কি না ইহা নির্ণয় করণার্থ যুক্তিসিদ্ধ প্রবৃত্তি পাইতে পারেন, সেই চুক্তির তারিখ ও পক্ষদের নাম লিখিত হইবে; এবং কোন ব্যক্তি ঐরূপ চুক্তির সংবাদ না পাইয়া ঐ অনুষ্ঠানপত্রে বিশ্বাস করিয়া কোম্পানির অংশ গ্রহণ করিলে তৎসম্বন্ধে যে অনুষ্ঠানপত্রে বা বিজ্ঞাপনে ঐ২ কথা লেখা না থাকে তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক তৎপ্রচারকারী ঐ কোম্পানির অনুষ্ঠানকারী ও ডাইরেক্টর ও কার্য্যকারকদের পক্ষে প্রতারণাজনক বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

জ্ঞাপনপত্র বিষয়ক বিধি

কোম্পানির প্রতি জ্ঞাপনপত্র অর্পণের কথা।

৮৯ ধারা। কোম্পানির প্রতি যে কোন সমন বা জ্ঞাপনপত্র বা আজ্ঞাপত্র বা অন্যপত্র অর্পণ করিবার প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহাদের রেজিস্টরী করা কার্য্যালয়ে দিলে কিম্বা রেজিস্টরীপত্রে ঐ কোম্পানির শিরোনাম দিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিলে ঐ কোম্পানির প্রতি অর্পণ হইতে পারিবে; এবং জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিস্ট্রারকে যে কোন জ্ঞাপনপত্র দিতে হয় তাহা রেজিস্টরীপত্রে দিয়া তাঁহার নিকট ডাকযোগে পাঠাইলে কিম্বা তাঁহাকেই দিলে বা তাঁহার নিমিত্ত তদীয় কার্য্যালয়ে দিলে তাঁহার প্রতি অর্পণ হইতে পারিবে।

পত্র দ্বারা জ্ঞাপন পত্র প্রেরিত হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৯০ ধারা। কোম্পানির প্রতি কোন নিদর্শনপত্র ডাকযোগে অর্পণ করিতে হইলে যদি তাহা অর্পণের কোন সময় নির্দ্ধারিত হয়, তবে রীতিমতে পৌঁছিলে সেই সময়ের মধ্যেই পৌঁছিতে পারে এমত অবকাশ বিবেচনায় সেই পত্র ডাকে দিতে হইবে। এবং সেই পত্রে শিরোনামা শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়া তাহা রেজিস্টরীপত্রস্বরূপে ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে, ঐ পত্র অর্পিত হইবার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে।

কোম্পানির দ্বারা জ্ঞাপনপত্র সত্যাকৃত হইবার কথা।

৯১ ধারা। যদি কোম্পানির দ্বারা কোন সমনের কি জ্ঞাপনপত্রের কি আজ্ঞাপত্রের কি ব্যবহারঘটিত-পত্রের সত্যাকরণের প্রয়োজন হয়, তবে কোন ডাইরেক্টর কি সেক্রেটরী কিম্বা কোম্পানি হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য

কার্য্যকারক সেই সময় প্রকৃতিতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন। তাহা কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত না হইলেও হইতে পারে এবং হস্তলিখিত কি মুদ্রিত কি অংশতঃ হস্তলিখিত এবং অংশতঃ মুদ্রিত হইতে পারিবে।

ব্যবহারঘটিত কর্ম্মের বিধি।

৯২ ধারা। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানি স্বকীয় সাধারণ সভার, এবং ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে সেই ডাইরেক্টরের কি কার্য্যাধ্যক্ষের সকল নিদ্ধারণের ও কার্য্যের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিবার বহী সময়েং প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে উপযুক্তমতে লেখাইবেন। ও যে সভায় তদ্রূপ নির্দ্ধারণ অবধারিত হয় কি তদ্রূপ কার্য্য করা যায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সংক্ষেপ বিবরণে সেই সভার সভাপতির কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরে যে সভা হয় সেই সভার সভাপতির, স্বাক্ষর দৃষ্ট হইলে, সেই সংক্ষেপ বিবরণ ব্যবহারঘটিত সমস্ত কার্য্যে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

কৃতকার্য্যের প্রমাণের কথা।

তদ্রূপে যে কার্য্যের সংক্ষেপ বিবরণ লেখা যায়, সেই কার্য্যসম্পর্কে কোম্পানির সাধারণ সভা কিম্বা ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষগণের সভা উপযুক্তমতে হইয়াছে ও সমাগত হইয়াছে, ও তাহাতে যে সকল নির্দ্ধারণ অবধারিত হইল কি কার্য্যসাধন হইল তাহা উপযুক্তমতে অবধারিত ও সাধিত হইয়াছে এবং ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ কি সম্বিধায়কগণের নিয়োগ কার্য্যের কিম্বা যোগ্যতার কোন ত্রুটি পশ্চাৎ প্রকাশ হইলেও সেই নিয়োগ সিদ্ধ, এবং ঐ ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ কি সম্বিধায়কগণ যে সকল কার্য্য করেন তাহাও সিদ্ধ, বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত এমত জ্ঞান হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোন সম্বিধায়কের নিয়োগ অসিদ্ধ প্রমাণ হইলে পর তিনি যে সকল কার্য্য করেন সেই সকল কার্য্য যে সিদ্ধ এই ধারার কোন কথাতে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯৩ ধারা। দায়ের সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি কোন মোকদ্দমার বাদী হইলে তদ্বিষয়ে যে বিচারকর্ত্তার বিচারাধিপত্য থাকে, তিনি যদি বিশ্বাসযোগ্য কোন সাক্ষ্যক্রমে বোধ করেন যে প্রতিবাদী মোকদ্দমায় জবাব দিয়া জয়ী হইলে মোকদ্দমার খরচা শোধার্থে কোম্পানির স্থিত অকুলান হইবে, তবে তিনি ঐ খরচা শোধ হইবার উপযুক্ত প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা করিয়া, তদ্রূপ প্রতিভূ না দেওয়া পর্য্যন্ত মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

দায়ের সীমাবদ্ধ কোনং কোম্পানি মোকদ্দমা করিলে সেই মোকদ্দমার খরচা বিষয়ক বিধানের কথা।

৯৪ ধারা। কোন সমূহকারীর স্থানে তাঁহার অংশ হেতুক কি প্রকারান্তরে প্রাপ্য কোন টাকা আদায় করণার্থে যদি কোম্পানি তাঁহার সমূহকারিত্ব পদ লক্ষ করিয়া তাঁহার নামে মোকদ্দমা করেন, তবে তদ্রূপ মোকদ্দমায় প্রতিবাদী কোম্পানির সমূহকারী এবং অংশহেতুক কি প্রকারান্তরে তাঁহার দেয় টাকার জন্য কোম্পানির নিকট ঋণী ও তদ্ধেতুক কোম্পানির মোকদ্দমা করিতে হইয়াছে এই উক্তিই প্রচুর হইবে।

সমূহকারীদের বিপক্ষে মোকদ্দমার আবেদনপত্রের কথা।

পাঠ পরিবর্ত্তনের বিধি।

৯৫ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের পাঠ যেং ব্যাপারের প্রতি খাটে সেইং ব্যাপারে ঐ পাঠের কিম্বা গতিক বিবেচনায় তদনুযায়ি পাঠের ব্যবহার হইবে। মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল সাহেব এই আইনের প্রথম তফসীলের লিখিত টেবিল ও পাঠ সময়েং পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত তফসীলে রেজিষ্ট্রারকে দেয় যে ফী উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না; এবং দ্বিতীয় তফসীলের তদ্রূপ পরিবর্ত্তন করা কিম্বা শেষোক্ত পাঠে অধিক যত কথা সংযোগ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের তফসীলের লিখিত পাঠ পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

তদ্রূপ কোন টেবিল কি পাঠ পরিবর্ত্তিত হইলে ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইবে, এবং তদ্রূপে প্রকাশ হইলে পর সেই টেবিল কি পাঠ এই আইনের তফসীলে লিখিত হওয়ার তুল্য বলবৎ হইবে। কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিলের যে পরিবর্ত্তন করেন, ঐ পরিবর্ত্তনের তারিখের পূর্ব্বে যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহা সেই পরিবর্ত্তন দ্বারা স্পৃষ্ট হইবে না কিম্বা সেই কোম্পানির সম্বন্ধে সেই টেবিলের কোন অংশ রহিত হইবে না।

মধ্যস্থের বিধি।

৯৬ ধারা। এই আইন অনুযায়ি কোন কোম্পানির সহিত যদি অন্য কোন কোম্পানির কি ব্যক্তির কোন বিষয়ে বিবাদ হয়, তবে সেই কোম্পানি আপনার সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে তদ্রূপ বিবাদীয় কোন বিষয় মধ্যস্থের বিচারার্থে অর্পণ করিতে সম্মত হইয়া সমর্পণ করিতে পারিবেন, এবং যে কোম্পানিরা ঐ মধ্যস্থলির উভ পক্ষ হন তাঁহাদের দ্বারা কিম্বা তাঁহাদের ডাইরেক্টরগণের কি কার্য্যাধ্যক্ষ অন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা আইনমতে যে কোন নিয়ম অবধারণ হইতে কিম্বা যে কোন বিষয় নিষ্পত্তি হইতে পারে, ঐ উভয় পক্ষ যে মধ্যস্থের প্রতি সেই বিবাদ নিষ্পত্ত্যর্থে অর্পণ করেন তাঁহাকে সেই নিয়ম অবধার্য্য কি বিষয় নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

মধ্যস্থকে বিবাদ অর্পণ করিতে কোম্পানির ক্ষমতার কথা।

৯৭ ধারা। উভয় পক্ষীয় কোম্পানি এই আইন অনুসারে মধ্যস্থের প্রতি বিবাদ সমর্পণে যে সম্মতিপত্র করেন সেই সম্মতিপত্রে কিম্বা উল্লিখিত কোন নিয়মে কি উদ্দেশে কি সম্বিধে, উভয় পক্ষ সময়েং আপনং সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে পৃথকরূপে নহে কিন্তু একত্রে অধিক কথা সংযোগ করিতে কিম্বা কোন কথা পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা উঠাইয়া দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

বিবাদসমর্পণের সম্মতিপত্র পরিবর্ত্তন কি রহিত করিবার ক্ষমতার কথা।

মধ্যস্থ পত্রানুসারে কার্য্য সম্পাদনের কথা।

৯৮ ধারা। এই আইন অনুসারে মধ্যস্থের প্রতি বিবাদ সমর্পণের যে কার্য্য কিম্বা যে সম্মতিপত্র করা যায় তাহার যে অংশ সময়েং এই আইন অনুসারে রহিত কি রূপান্তরিত হয় তদ্ভিন্ন তাহাতে উভয় পক্ষীয় কোম্পানি আবদ্ধ হইবে ও তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারিবে ও হইবে।

মধ্যস্থকে অর্পণের কথা।

৯৯ ধারা। যদি উভয় পক্ষীয় কোম্পানি সম্মত হন তবে একইজন মধ্যস্থের বিচারার্থে বিবাদ সমর্পিত হইবে।

দুই কি অধিকজন মধ্যস্থকে সমর্পণের কথা।

১০০ ধারা। উভয় পক্ষীয় কোম্পানি একইজন মধ্যস্থের বিচারার্থে বিবাদ সমর্পণ করিতে সম্মত না হইলে, বিবাদ সমর্পণের কার্য্য পশ্চাৎ লিখিতমতে করা যাইবে, অর্থাৎ

যদি দুই কোম্পানি বিবাদী হন, তবে দুইজন মধ্যস্থের বিচারার্থে বিবাদ সমর্পিত হইবে।

যদি তিন কি তদধিক কোম্পানি বিবাদী হন, তবে যত কোম্পানি বিবাদী, ততজন মধ্যস্থের প্রতি বিবাদার্পণ হইবে।

কোম্পানি কর্ত্তৃক মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০১ ধারা। যে স্থলে দুই কি তদধিকজন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে হইবে তথায় প্রত্যেক কোম্পানি আপনার সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে একজন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিয়া অন্য কোম্পানিকে কি কোম্পানিদিগকে লিখনক্রমে তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মধ্যস্থদিগের নিযুক্ত হইবার কথা।

১০২ ধারা। যে স্থলে দুই কি অধিক মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে হয় সে স্থলে কোন এক কোম্পানি অন্য কোম্পানির কি অন্য কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির স্থানে মধ্যস্থকে নিযুক্ত করণের আদেশপত্র প্রাপ্ত হইলে পর যদি চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে মধ্যস্থ নিযুক্ত না করেন, তবে উক্ত কোম্পানিদিগের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনা হইলে, মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবার ত্রুটিকারী কোম্পানির পরিবর্ত্তে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ নিযুক্ত মধ্যস্থ এই আইনের অভিপ্রায় সফল করণার্থ ঐ ত্রুটিকারী কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত মধ্যস্থ বলিয়া গণ্য হইবেন।

পদশূন্য হইলে কোম্পানির দ্বারা মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৩ ধারা। বিবাদীয় বিষয় দুই কি অধিক জন মধ্যস্থকে সমর্পিত হইলে, যদি তাঁহাদিগকে অর্পিত বিষয় নির্ণীত হইবার পূর্ব্বে কোন মধ্যস্থ মরেন কিম্বা কর্ম্ম করিতে অক্ষম কি অনুপযুক্ত হন কিম্বা ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত মধ্যস্থের কর্ম্ম না করেন, তবে যে কোম্পানি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলেন সেই কোম্পানি তাঁহার পদে আপনাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে অন্য মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবেন।

শূন্যপদে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৪ ধারা। তদ্রূপ মৃত কি কার্য্য করণাক্ষম কি অনুপযুক্ত কি ত্রুটিকারী ব্যক্তির স্থানে অন্য মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা যে কোম্পানির কর্ত্তব্য হয় সেই কোম্পানি অন্য কোম্পানির কি অন্য কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির দ্বারা আদিষ্ট হইলে পর যদি চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে অন্য মধ্যস্থকে নিযুক্ত না করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনামতে একজন মধ্যস্থ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তদ্রূপে নিযুক্ত মধ্যস্থ এই আইনের অভিপ্রায় সফল করণার্থে সেই ত্রুটিকারী কোম্পানির নিযুক্ত মধ্যস্থ বলিয়া গণ্য হইবেন।

মধ্যস্থের নিয়োগ অন্যথা হইতে না পারিবার কথা।

১০৫ ধারা। কোন মধ্যস্থ নিযুক্ত করা গেলে পর যে কোম্পানি তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন সেই কোম্পানি অন্য কোম্পানির কিম্বা অন্য প্রত্যেক কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে সম্মতি প্রাপ্ত না হইলে ঐ নিয়োগ অন্যথা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

মধ্যস্থদের দ্বারা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৬ ধারা। যদি দুই কি অধিক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা যায়, তবে তাঁহারা অর্পিত বিষয়ের বিচার করণের পূর্ব্বে আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপির দ্বারা অপক্ষপাতি ও সুযোগ্য ব্যক্তিকে আপনাদের প্রমাণ পুরুষস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৭ ধারা। কোন বিষয় মধ্যস্থদিগের বিচারার্থে অর্পিত হইলে যদি তাঁহারা সাত দিনের মধ্যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত না করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনামতে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ও তদ্রূপে যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হন, তিনি এই আইনের কার্য্যসাধনার্থে মধ্যস্থদিগের দ্বারা নিযুক্ত প্রমাণ পুরুষ জ্ঞান হইবে।

পদশূন্য হইলে মধ্যস্থদিগের দ্বারা প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৮ ধারা। দুই কি তদধিক জন মধ্যস্থ নিযুক্ত হইলে যদি তাঁহাদের বিচারার্থে সমর্পিত বিষয় নির্ণীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রমাণ পুরুষ মরেন কিম্বা অক্ষম কি অযোগ্য হন, কিম্বা ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত প্রমাণ পুরুষস্বরূপ কর্ম্ম না করেন, তবে মধ্যস্থেরা আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপি দ্বারা তাঁহার স্থানে অপক্ষপাতি ও সুযোগ্য ব্যক্তিকে আপনাদের প্রমাণ পুরুষস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন।

শূন্য পদে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কর্ত্তৃক প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৯ ধারা। মধ্যস্থেরা আপনাদের প্রমাণ পুরুষের মৃত্যুর কি অক্ষমতার কি অযোগ্যতার কি কর্ম্ম না করণের লিখিত সংবাদ প্রাপ্ত হইলে পর যদি সাত দিনের মধ্যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত না করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনামতে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হন তিনি এই আইনের কার্য্যসাধনার্থে সেই ত্রুটিকারী মধ্যস্থ কর্তৃক নিযুক্ত প্রমাণ পুরুষ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

পশ্চাৎ নিযুক্ত মধ্যস্থ ও প্রমাণ পুরুষের ক্ষমতা পূর্ব্ব নিযুক্ত ব্যক্তির তুল্য হইবার কথা।

১১০ ধারা। পূর্ব্ব নিযুক্ত মধ্যস্থের পরিবর্ত্তে যিনি মধ্যস্থের পদে নিযুক্ত হন, ও পূর্ব্ব নিযুক্ত প্রমাণ পুরুষের পরিবর্ত্তে যিনি প্রমাণ পুরুষের পদে নিযুক্ত হন, তিনি পূর্ব্ব নিযুক্ত ব্যক্তির তুল্য শক্তি ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

প্রমাণ পুরুষের প্রতি বিবাদ অর্পণের কথা।

১১১ ধারা। দুই কি অধিক জন মধ্যস্থ থাকিলে যদি তাঁহারা কোম্পানিদের সম্মতি পত্রের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতিপত্র না থাকিলে যদি তাঁহাদিগকে বিবাদ অর্পণের পর অব্যবহিত ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনাদের নির্ণেয় বিষয়ে একমত না হন, তবে তাঁহাদের বিচারার্থে অর্পিত সেই বিষয়, কিম্বা তন্মধ্যে যে২ বিষয় তৎকালে নির্ণীত না হয় সেই২ বিষয় তাঁহাদের প্রমাণ পুরুষকে অর্পিত বলিয়া বুঝাইবে।

মধ্যস্থ প্রভৃতির বহী ইত্যাদি আনাইতে আজ্ঞা করিবার ও শপথ করাইবার ক্ষমতার কথা।

১১২ ধারা। ঐ২ কোম্পানির অধিকার কি ক্ষমতাগত যে কোন নিদর্শনপত্র কিপ্রমাণ থাকে, কিম্বা ঐ২ কোম্পানি যাহা দর্শাইতে পারেন তন্মধ্যে ঐ মধ্যস্থ কি মধ্যস্থেরা কি প্রমাণ পুরুষ অর্পিত বিষয় নির্ণয় করণার্থে যাহা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং শপথ করাইয়া ঐ কোম্পানিদিগের সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও প্রয়োজনীয় শপথ করাইতে পারিবেন।

মধ্যস্থ প্রভৃতির বিচারের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা। মধ্যস্থ ও মধ্যস্থগণ ও প্রমাণপুরুষ যেরূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপেই অর্পিত বিষয়ের কার্য্যসম্পাদনে প্রবর্ত্ত হইবেন। কিন্তু যদি কোম্পানিরা সম্মত হইয়া নিয়মান্তর করেন তবে সেই নিয়ম প্রবল হইবে।

কোম্পানিদিগের অনুপস্থানেও বিচার চলিবার কথা।

১১৪ ধারা। মধ্যস্থ কি মধ্যস্থগণ কি প্রমাণপুরুষ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া উচিত বোধ করিলে কোম্পানিদিগের কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবার সংবাদ দিয়া প্রত্যেক স্থলে সেই২ কোম্পানির কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির অবর্ত্তমানেও সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

অনেক নির্ণয়পত্র হইতে পারিবার কথা।

১১৫ ধারা। যদি মধ্যস্থ ও মধ্যস্থেরা ও প্রমাণ পুরুষ উচিত বোধ করেন, তবে তিনি কি তাঁহারা বিচারার্থে অর্পিত সমস্ত বিষয়ের একই নির্ণয়পত্র না করিয়া, অর্পিত বিষয়ের এক২ অংশের এক২ নির্ণয়পত্র করিতে পারিবেন।

বিবাদীয় বিষয়ের কোন অংশে তদ্রূপে যে প্রত্যেক নির্ণয়পত্র করা যায়, তাহা যে সকল বিষয়ের প্রতি বর্ত্তে সেই সকল বিষয় সম্পর্কে ঐ নির্ণয়পত্রের উল্লিখিত কালের অর্থাৎ মধ্যস্থীয় সম্মতিপত্রে যে কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই কালের নিমিত্ত, অথবা যদি তদ্রূপ কোন কাল নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে মধ্যস্থ আইনমতে যত কাল অবধারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন তত কালের নিমিত্ত দৃঢ়তর হইবে, ফলতঃ যে২ বিষয়ের উপর নির্ণয়পত্র হয় তদ্ভিন্ন যেন অন্য বিষয় নির্ণয়ার্থে অর্পিত হয় নাই এমতে দৃঢ়তর হইবে, এবং অর্পিত অন্য সকল কি কোন বিষয় তৎকালে কি তৎপরে নির্ণীত না হইলেও দৃঢ়তর হইবে।

উপযুক্ত সময়ে কৃত নির্ণয়পত্রের দ্বারা সকল পক্ষের আবদ্ধ হইবার কথা।

১১৬ ধারা। মধ্যস্থের কি মধ্যস্থদিগের কি প্রমাণ পুরুষের নির্ণয়পত্র যদি তাঁহার কি তাঁহাদের স্বাক্ষরিত লিপিবদ্ধ হইয়া করা যায় এবং কোম্পানিরা সম্মতিপত্রে যে সময় অবধারণ করিয়াছিলেন সেই সময়ের মধ্যে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতিপত্র না হইলে বিবাদীয় বিষয় ঐ মধ্যস্থের বা মধ্যস্থদের বা প্রমাণ পুরুষের প্রতি অর্পিত হওনের পর অব্যবহিত ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি সেই নির্ণয়পত্র কোম্পানিদের প্রতি সমর্পণার্থে প্রস্তুত হয়, তবে সেই নির্ণয়পত্রে সকল কোম্পানি আবদ্ধ হইবেন ও তাহা সকল কোম্পানির পক্ষে সিদ্ধান্ত হইবে।

প্রমাণ পুরুষের নির্ণয়পত্র করিবার কাল বিস্তৃত করিবার ক্ষমতার কথা।

১১৭ ধারা। পরন্তু যে কালের মধ্যে প্রমাণ পুরুষের নির্ণয়পত্র করা যাইবে সেই কাল তিনি আপনার স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে সময়ে২ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। যদি ঐ নির্ণয়পত্র সেই বিস্তৃত কালের মধ্যে প্রস্তুত করা যায় ও সমর্পিত হইবার জন্য প্রস্তুত হয় তবে নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে হওয়ার ন্যায় সিদ্ধ ও সফল হইবে। কিন্তু যদি কোম্পানিরা নিয়মান্তরে সম্মত হন তবে তাহাই প্রবল হইবে।

রীতি ব্যতিক্রম হেতুক নির্ণয়পত্র অসিদ্ধ না হইবার কথা।

১১৮ ধারা। এই আইন অনুসারে মধ্যস্থলিক্রমে যে নির্ণয়পত্র করা যায় তাহা দাঁড়ার বা রীতির ব্যতিক্রম হেতুক অসিদ্ধ হইবে না।

নির্ণয়পত্র মান্য হইবার কথা।

১১৯ ধারা। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নির্ণয়পত্র ক্রমে ব্যবস্থামত যে সকল কার্য্য করিবার বা না করিবার বা হইতে দিবার আজ্ঞা হয় তাহা তদনুসারে করা বা না করা বা হইতে দেওয়া যাইবে। কিন্তু যে কোম্পানিরা এই আইন অনুযায়ী নির্ণয়পত্রক্রমে আবদ্ধ হন তাঁহারা সময়ে২ নিয়মান্তরে সম্মত হইলে তাহা প্রবল হইবে।

সম্মতিপত্র ও মধ্যস্থলি ও নির্ণয়পত্র সকল হইবার কথা।

১২০ ধারা। এই আইন অনুসারে যে সকল সম্মতিপত্র ও বিবাদার্পণ ও মধ্যস্থলি ও নির্ণয়পত্র করা যায় তাহা নানা আদালতের বিচারাধিপত্যক্রমে সেই২ আদালত কর্তৃক ও নানা কোম্পানি কর্তৃক ও প্রকারান্তরে সম্পূর্ণরূপে সফল করা যাইবে; এবং আদালত যে২ স্থলে উচিত বোধ করেন সেইস্থলে ঐ আদালত বা তাহার কোন বিচারপতি ঐ কোম্পানির বিপক্ষে বা তাঁহাদের

সম্পত্তি সম্পর্কে কোন আজ্ঞাপত্র প্রচার করিবার আজ্ঞা করিয়া এবং তদর্থে প্রয়োজনমতে আজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিয়া ঐ নির্ণয়পত্র বলপূর্ব্বক সাধন বা প্রতিপালন করাইতে পারিবেন।

মধ্যস্থদি ও নির্ণয়পত্র সম্পর্কীয় ব্যয়ের কথা।

১২১ ধারা। মধ্যস্থ ও মধ্যস্থগণ প্রমাণ পুরুষ মধ্যস্থলির ও নির্ণয়পত্রের এবং তৎসম্পর্কীয় যত ব্যয় অবধারণ করেন তাহাই অবধারিত হইবে। কিন্তু যদি কোম্পানিরা সম্মত হইয়া নিয়মান্তর করেন তাহাই প্রবল হইবে।

ব্যয় শোধের কথা।

১২২ ধারা। কোম্পানিরা মধ্যস্থলীর ও নির্ণয়পত্রের ও তৎ সম্পর্কীয় ব্যয় সমাংশে সহ্য ও শোধ করিবেন, অন্যান্য বিষয়ে কোম্পানিরা আপন২ ব্যয় শোধ করিবেন। কিন্তু যদি কোম্পানিরা সম্মত হইয়া নিয়মান্তর করেন এবং নির্ণয়পত্রে যদি ও যে পর্য্যন্ত প্রকারান্তরের নির্ণয় হয় তবে তাহাই সেইপর্য্যন্ত প্রবলতর হইবে।

মধ্যস্থলিতে বিবাদার্পণের পর আদালতে অর্পণ করিবার কথা।

১২৩ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে মধ্যস্থলিতে বিবাদার্পণপত্র হাইকোর্টে গচ্ছিত হইতে পারিবে ও তদনুযায়ী সমর্পণের আজ্ঞা এবং তদুপরি আদালত যে কোন আদেশ উচিত বোধ করেন তাহা করা যাইতে পারিবে, এবং তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞার ও তদনুযায়ী কৃত সকল কার্য্যের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধি যে পর্য্যন্ত বর্ত্তিতে পারে সেই পর্য্যন্ত বর্ত্তিবে।

চতুর্থ খণ্ড।

এই আইন অনুযায়ী কোম্পানি ও সমাজের কর্ম্মবন্ধ করণের বিধি।

উপক্রমণিকা।

ঋণদাতা শব্দের অর্থ।

১২৪ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করিতে হইলে যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোম্পানির স্থিত বৃদ্ধি করণার্থে দায়ী হন, ঋণদাতা শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে। কেহ২ ঋণ দাতা বলিয়া জ্ঞান হইবে এই বিষয় নির্ণয়ার্থে ব্যবহারঘটিত সকল কার্য্যে ও সেই ব্যক্তি দিগকে চূড়ান্ত রূপে নির্ণয় করণের পূর্ব্বে ব্যবহার ঘটিত যে সকল কার্য্য হয় তাঁহাতে যাঁহারা ঋণদাতা বলিয়া ব্যক্ত হন তাঁহাদিগকেও ঋণদাতা শব্দে বুঝাইবে।

ঋণদাতার দায়ের ভাবের কথা।

১২৫ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করিতে হইলে ঐ কোম্পানির স্থিত বৃদ্ধি করণার্থ কোন ব্যক্তির যে দায় থাকে তদ্দ্বারা ঋণ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। সেই দায়ের আরম্ভ কালে ঐ ব্যক্তির সেই ঋণ হইল, কিন্তু সেই দায় বলবৎ করণার্থ পশ্চাৎ লিখিত মতে টাকা দিবার আদেশ হওন সময়ে কিম্বা সময়ে২ ঐ ঋণ দেয় হইবে; এবং কোন ঋণদাতা যোত্রহীন হইলে তাহার মুদ্রা দানের যে আদেশ পূর্ব্বে হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে তৎসম্পর্কে তাহার সম্পত্তি হইতে তাহার দায়ের যে আনুমানিক মূল্য আদায় হয় সেই মূল্যের প্রমাণ করা বিহিত হইবে।

মৃত্যু হইলে ঋণদাতাদের কথা।

১২৬ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত ঋণদাতাদের নামাবলীতে কোন ঋণদাতার নাম লিখিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে তাঁহার স্বকীয় স্থলাভিষিক্তেরা ও উত্তরাধিকারীরা ও চরম দানপত্র লিখিত দান সাধকেরা আপনাদের কর্ম্ম সম্পাদনের নিয়মমতে ঐ মৃত ঋণদাতার দায় পরিশোধের জন্য কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থে আপনাদের অংশ দিবেন। তদনুসারে তাঁহার সেই স্বকীয় স্থলাভিষিক্তেরা ও উত্তরাধিকারীরা ও চরম দান সাধকেরা ঋণদাতা বলিয়া গণ্য হইবে।

ঋণদাতারা যোত্রহীন হইলে তাহার কথা।

১২৭ ধারা। ঋণদাতাদের নামাবলীতে কোন ঋণদাতার নাম লিখিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে যদি তিনি যোত্রহীন হন, তবে সেই কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় সকল অভিপ্রায় সফল করণার্থে তাঁহার আসৈনী গণ সেই যোত্রহীনের স্থলাভিষিক্ত জ্ঞানে তদনুসারে ঋণদাতা বলিয়া গণ্য হইবেন। তাহাতে তাঁহাদের প্রতি এইরূপ আদেশ হইতে পারিবে যে কর্ম্ম বন্ধ করণোদ্যত কোম্পানির স্থিত বৃদ্ধি করণার্থ মুদ্রাদানের দায় সম্পর্কে সেই যোত্রহীনের সম্পত্তির বিপক্ষে প্রমাণ করিবার অনুমতি দেন, নতুবা ঐ যোত্রহীনের ধন হইতে তাঁহার নিকটে প্রাপ্য কোন টাকা আইনের উপযুক্ত নিয়মমতে দিবার অনুমতি করেন।

আদালত কর্ত্তৃক কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

যে গতিক হইলে আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইতে পারিবে তাহার কথা।

১২৮ ধারা। নিম্নলিখিত গতিকে পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে আদালত কর্ত্তৃক এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যদি কোম্পানির নির্দ্ধারণক্রমে আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আদেশ হয়।

(খ) যদি কোম্পানি সমবেত হইবার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্যারম্ভ না করেন কিম্বা পূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্ম স্থগিত রাখেন।

(গ) যদি সভ্যদের সাত জনের ন্যূন সংখ্যা হয়।

(ঘ) যদি কোম্পানি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হন।

(ঙ) যদি ঐরূপ অন্য কোন কারণে আদালত বোধ করেন যে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা ন্যায্য ও যথোপযুক্ত।

কোম্পানি যে স্থলে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইবেন তাহার কথা।

১২৯ ধারা। এই আইন-অনুযায়ী কোন কোম্পানি পশ্চাৎ লিখিত অবস্থায় ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি আসৈন্মেণ্ট দ্বারা বা প্রকারান্তরে কোন উত্তমর্ণকে কোম্পানির তৎকালে পাঁচ শত টাকার

অধিক দেয় হয় এবং যদি সেই উত্তমর্ণ আপনার স্বাক্ষরিত দাবীপত্রক্রমে কোম্পানির দেয় সেই টাকা দিবার আদেশ করিয়া তাঁহাদের রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে ঐ পত্র রাখিয়া কোম্পানির প্রতি অর্পণ করেন এবং সেই দাবীপত্র অর্পিত হইলে পর তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোম্পানি ঐ টাকা না দেন কিম্বা উত্তমর্ণের সন্তোষজনকরূপে তাঁহার সেই টাকা পাইবার দৃঢ় নিয়ম কিম্বা তাহা দিবার চুক্তি না করেন।

(খ) কোন উত্তমর্ণ কোম্পানির নামে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে এবং কোন আদালতে উত্তমর্ণের পক্ষে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা হইয়া তৎ সম্পাদনপত্র বা অন্য আজ্ঞাপত্র প্রচার হইলে যদি সেই আজ্ঞানুযায়ী সমস্ত ঋণ বা তাহার কোন অংশ শোধ না হইয়া ঐপত্র প্রত্যাগত হয়।

(গ) কোম্পানি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম ইহা যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হয়।

১৩০ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডে "আদালত" এই২ শব্দের ব্যবহার হইলে কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে থাকে সেই স্থানে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন যে প্রধান আদালত থাকে সেই আদালত বুঝাইবে। কিন্তু কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিতে হইলে তাহা ফোর্ট উইলিয়ম কিম্বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজ বা বোম্বাই রাজধানীর হাই কোর্ট কর্ত্তৃক কিম্বা পঞ্জাব দেশস্থ প্রধান আদালত কর্ত্তৃক বন্ধ হইবে, এই মর্ম্মের নিয়ম যদি কোম্পানির কার্য্য সম্পাদনের বিধানে থাকে তবে "আদালত" শব্দে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার বিচারাধিপত্য সম্পর্কে সেই হাই কোর্ট কিম্বা স্থল বিশেষে প্রধান আদালত বুঝাইবে।

আদালতশব্দের অর্থ।

যে কোন কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে মনুষ্য জীবন সম্পর্কীয় বিমাপত্র দেন বা তৎক্রমে দায়ী হন কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে মনুষ্য জীবন সম্পর্কীয় বার্ষিক দেন সেই কোম্পানি না হইলে এই আইনের এই খণ্ডে "ঋণ" শব্দ ব্যবহৃত হইলে প্রকৃত পক্ষে যে ঋণ দেয় ও উত্তমর্ণ যাহা অবিলম্বে পাইবার দাওয়া করিতে পারেন সেই ঋণ বুঝাইবে। অতঃপর জীবনের বিমাপত্র দায়ী কোম্পানি বলিয়া অভিহিত ঐরূপ কোন কোম্পানি হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবহৃত "ঋণ" শব্দে বিমাপত্র ও বার্ষিক দানপত্র ও অন্য বর্ত্তমান চুক্তিক্রমে যে সম্ভাবিত বা ভাবী দায় থাকে তাহাও গণ্য হইবে।

"ঋণ" শব্দের অর্থ।

১৩১ ধারা। আদালতের নিকট এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার যে প্রার্থনা করা যাইবে তাহা আবেদনপত্রক্রমে হইবে এবং কোম্পানির দ্বারা কিম্বা কোম্পানির কোন এক বা অধিক উত্তমর্ণের দ্বারা কিম্বা ঋণ দাতা বা ঋণ দাতাদের দ্বারা কিম্বা উক্ত সকল বা কোন ব্যক্তি দ্বারা একত্র বা স্বতন্ত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রার্থনা পত্রদ্বারা করিবার কথা।

আবেদনপত্রে এরূপ বৃত্তান্ত উল্লিখিত থাকিবে যাহার প্রমাণ হইলে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণের আজ্ঞা হইতে পারে। ঐরূপ আবেদনপত্রক্রমে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায় সেই আজ্ঞা উত্তমর্ণের ও ঋণদাতার একত্র আবেদনপত্রক্রমে হইবার ন্যায় কোম্পানির সকল উত্তমর্ণের ও সকল ঋণদাতার পক্ষে ফলবৎ হইবে।

জীবনের বিমাপত্র দায়ী কোম্পানি হইলে বিচারপতি খরচার নিমিত্ত যত টাকার প্রতিভূ দেওয়া উচিত বোধ করেন যাবৎ তাহা না দেওয়া হয় এবং যাবৎ বিচারপতির হৃদ্বোধমতে প্রথম দৃষ্টে যে কর্ত্তব্য সাব্যস্ত না হয় তাবৎ আদালত দরখাস্ত শুনিবেন না; এবং যে স্থলে কোম্পানি মূলধনের যে টাকা দিবার আদেশ দিতে পারেন কিন্তু দেন নাই সেই টাকা যদি কোম্পানির প্রাপ্য ভবিষ্যৎ প্রিমিয়মের সহিত প্রকৃতপক্ষে বিনিযোজিত স্থিতকে আনুমানিক দায়ের তুল্য করিয়া তুলিতে পারে, তবে মূলধনের যে টাকা দিবার আদেশ হয় নাই সেই টাকা বা তাহার যথাযোগ্য অংশ দিবার আদেশ হইবার নিমিত্ত যুক্তিসিদ্ধ সময় পাইবার আবেদনপত্র হইলে আদালত আর অধিক আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন, এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার প্রথম যে সময় দেওয়া যায় বা পরে যে সময়ের জন্য স্থগিত রাখা যায় সেই সময়ের অন্তে যদি মূলধনের টাকা দিবার আদেশ ক্রমে এত টাকা আদায় না হয় যাহা বিনিযোজিত স্থিতের সহিত দায়ের তুল্য হয়, তবে কোম্পানি ঋণশোধ করিতে অক্ষম বলিয়া প্রমাণ হইলে যেরূপ হইত ঐ আবেদনপত্রের উপর সেইরূপ আজ্ঞা করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোন কোম্পানির যে সভ্য দাতা মূলধনের যে টাকা দিবার আদেশ হয় তৎসম্বন্ধে বা অন্য পাওনা টাকা সম্বন্ধে কোম্পানির নিকট ঋণী থাকেন তিনি এই ধারার কোন কথাক্রমে আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না।

১৩২ ধারা। কোম্পানির সভ্যকারীদের সংখ্যা সাত জনের ন্যূন যদি না হয় কিম্বা এই আইনমত কোম্পানির কোন ঋণদাতা যেই অংশ সম্বন্ধে ঋণদাতা হন সেইই অংশ বা তন্মধ্যে কতকগুলি যদি তাঁহাকে প্রথমে দেওয়া না হইয়া থাকে কিম্বা কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে আঠার মাস মধ্যে অন্যূন ছয়মাস কাল তিনি যদি তাহা প্রাপ্ত হইয়া আপন নামে রেজিষ্টরী করিয়া লইয়া না থাকেন কিম্বা পূর্ব্বতন অংশীর মৃত্যু হওয়াতে যদি তাহা তাঁহার প্রতি বর্ত্তিয়া না থাকে, তবে তিনি ঐ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আবেদনপত্র উপস্থিত করিতে সক্ষম হইবেন না।

কর্ম্মবন্ধ করিবার আবেদনপত্র ঋণদাতা যে স্থলে দিতে পারিবেন না তাহার কথা।

কিন্তু ঋণদাতার বিবাহের পূর্ব্বে যদি পরে তাঁহার স্ত্রীর নামে কিম্বা উক্ত স্ত্রীর বা ঋণদাতার নিমিত্ত কোন নামধারী ব্যক্তির বা তাহার নামে উক্ত ছয়মাস কাল বা তাহার কিয়দংশ পর্য্যন্ত কোন অংশ ভোগ করা গেলে বা রেজিষ্টরী হইয়া থাকলে ঐ অংশ এই ধারার কার্য্যে পক্ষ উক্ত ঋণদাতার নামে ভোগ করা ও রেজিষ্টরী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১৩৩ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আবেদনপত্র যে সময়ে উপস্থিত করা যায় সেই সময়াবধি আদালত কর্ত্তৃক ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণ আরম্ভ হইল জ্ঞান হইবে।

আদালত কর্ত্তৃক কর্ম্ম বন্ধ করণ আরম্ভের কথা।

১৩৪ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার আবেদনপত্র দেওয়া গেলেপর কোন সময়ে কার্য্য বন্ধ করিবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে আদালত কোম্পানির প্রার্থনামতে কিম্বা কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের কি ঋণদাতার প্রার্থনামতে, যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন এমত নিয়ম অবধারণপূর্ব্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোম্পানির নামে যে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য চলিতেছে তৎসম্পর্কীয় কার্য্য স্থগিত হয়।

আদালতের নিষেধ আজ্ঞা করিবার কথা।

আরও তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে পর ও সংবিধায়কদিগকে প্রথমে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালত ঐ কোম্পানির সম্পত্তির ও সামগ্রীর রাজকীয় সংবিধায়ককে কিয়ৎকালের নিমিত্তে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১৩৫ ধারা। আদালত প্রার্থনাপত্র শ্রবণ করিয়া খরচার সহিত কি খরচা ব্যতিরেকে তাহা ডিস্‌মিস্ করিতে, অথবা নিয়ম সহিত কি নিয়ম ব্যতিরেকে বিবাদ শ্রবণের অন্যকাল নিরূপণ করিতে, এবং মধ্যকালীন কোন আজ্ঞা করিতে কি অন্য যে আজ্ঞা ন্যায় বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আদালতের ইতিকর্ত্তব্যের কথা।

১৩৬ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণের আজ্ঞা হইলে আদালতের অনুমতি ভিন্ন এবং আদালত যে কোন নিয়ম অবধারণ করেন তদ্ব্যতিরেকে ঐ কোম্পানির নামে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত কার্য্য চলিবে না অথবা আরম্ভ হইবে না।

কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা হইলে পর মোকদ্দমা স্থগিত হইবার কথা।

১৩৭ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইলে পর সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট কোম্পানির অগোণে প্রেরণ করিতে হইবে। তিনি ঐ কোম্পানি সম্পর্কীয় আপন বহীতে ঐ আজ্ঞার সংক্ষেপ উক্তি লিখিবেন।

রেজিষ্ট্রারের নিকট আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণের কথা।

যে স্থলে কোম্পানির কার্য্য চলিতে থাকে সেই স্থল ভিন্ন উক্ত আজ্ঞা কোম্পানির চাকরদিগের সম্বন্ধে কর্ম্মচ্যুত হওনের বিজ্ঞাপনস্বরূপ জ্ঞান হইবে।

১৩৮ ধারা। কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ হইবার আজ্ঞা হইলে পর কোন সময়ে যদি কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের কি ঋণদাতার প্রার্থনা হয় এবং ঐ কর্ম্ম বন্ধকরণ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যবহার ঘটিত কার্য্য রহিত করা উচিত যদি আদালতের সন্তোষমতে এই কথার প্রমাণ হয়, তবে আদালত যে২ নিয়ম ও যে২ বিধান উপযুক্ত বোধ করেন সেই২ নিয়মানুসারে ও সেই২ বিধানাধীনে সমস্ত প্রকারে কি কিয়ৎ কালের নিমিত্ত ঐ কার্য্য স্থগিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ব্যবহারঘটিত কার্য্য রহিত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৩৯ ধারা। যে কোম্পানির কর্ম্ম ক্ষান্তভাবে বন্ধ, অথচ তাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত, যদি সেই কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা হয়, তবে অংশগত যে মূলধন তৎপূর্ব্বে দিবার আদেশ না হইয়াছে, তাহা কোম্পানির স্থিতস্বরূপ জ্ঞান হইবে, এবং প্রত্যেক সংভূয়কারী যত অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎসম্পর্কীয় তৎকালীন অদত্ত টাকা তাঁহার নিকট কোম্পানির প্রাপ্য ঋণস্বরূপ জ্ঞান হইবে. ও আদালত যে সময় নিরূপণ করেন ঐ টাকা সেই সময়ে দেয় হইবে।

ক্ষান্তভাবক্রমে যাহার সীমা বদ্ধ কোম্পানির অংশগত মূলধনের পক্ষে সেই আজ্ঞার ফলের কথা।

১৪০ ধারা। কর্ম্মবন্ধকরণ সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে আদালত প্রচুর প্রমাণক্রমে উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের যে অভীষ্টের প্রমাণ পান, সেই অভীষ্টের প্রতি মনোযোগ করিতে পারিবেন; এবং যদি বিহিত বোধ করেন, তবে তাঁহাদের অভীষ্ট নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হইবার জন্য আদালতের আদেশানুসারে তাঁহাদের সভা আহূত হওনের ও সভাকর্ত্তাদের ও সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করণের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও আদালতের নিকটে ঐ সভার কার্য্যের ফল জানাইবার জন্য তদ্রূপ কোন সভার সভাপতির পদে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের অভীষ্ট প্রতি আদালতের প্রতীক্ষা করণের কথা।

উত্তমর্ণের অভীষ্ট গ্রহণ করিলে প্রত্যেক জনের যত ঋণ প্রাপ্য তাহা অবধান করিতে হইবে, এবং ঋণদাতাদের অভীষ্ট গ্রহণ করিলে কোম্পানির বিধানমতে প্রত্যেক ঋণদাতার প্রতি যত অভিমত দিবার ক্ষমতা অর্পিত হয়, তাহাতে মনোযোগ দিতে হইবে।

রাজকীয় সংবিধায়কদিগের বিধি।

১৪১ ধারা। কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য সম্পাদন ও তদ্বিষয়ে আদালতের সাহায্য করণার্থে, রাজকীয় সংবিধায়কনামে কোন এক কি অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের নিয়োগের কথা।

আদালত যেমন বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে কিয়ৎকালের নিমিত্তে অথবা প্রকারান্তরে রাজকীয় সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে রাজকীয় সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করা যায়, তবে এই আইন দ্বারা রাজকীয় সংবিধায়ক কর্ত্তৃক যে কর্ম্ম সম্পাদনের আজ্ঞা হয় কি ক্ষমতা দেওয়া যায়, সেই কর্ম্ম ঐ সকল কি তন্মধ্যে কোন এক কি অধিক ব্যক্তির নিষ্পাদন করিতে হইবে আদালত উক্ত প্রত্যেক স্থলে তাহা প্রকাশ করিবেন।

রাজকীয় কোন সংবিধায়ক নিযুক্ত করণ কালে তাঁহার প্রতিভূ দিতে হইবে কি না, এবং দিতে হইলে কীদৃশ প্রতিভূ দিবেন আদালত তাহাও নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন।

রাজকীয় কোন সংবিধায়ক নিযুক্ত না হইলে কিম্বা সেই পদ কোন সময়ে শূন্য হইলে যতকাল শূন্য থাকে ততকাল কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি আদালতের রক্ষায় জ্ঞান হইবে।

কোন রাজকীয় সংবিধায়কের হস্তস্থিত স্থিত সম্বন্ধে গ্রাহক (Receiver) নিযুক্ত হইবে না।

পদত্যাগ করণের ও অপসৃত হওনের ও শূন্য পদ পূর্ণ করণের ও পারিশ্রমিকদানের কথা।

১৪২ ধারা। রাজকীয় কোন সংবিধায়ক স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে, কিম্বা উপযুক্ত কোন কারণ দৃষ্ট হইলে আদালত কর্ত্তৃক অপসৃত হইতে পারিবেন। আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত সংবিধায়কের পদ কোন সময়ে শূন্য হইলে আদালত অন্য ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিবেন। আদালত শতকরার হারে কি প্রকারান্তরে যেরূপ নির্দ্ধার্য্য করেন, রাজকীয় সংবিধায়ক সেইরূপে বেতন কি পারিশ্রমিক পাইবেন। যদি দুইএক অধিক জন সংবিধায়ক নিযুক্ত হন, তবে আদালত যে নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করেন সেই নিয়মানুসারে ঐ পারিশ্রমিক তাঁহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

রাজকীয় সংবিধায়কের খ্যাতির ও কর্ম্মের কথা।

১৪৩ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক কি সংবিধায়কেরা স্ব২ নামানুসারে বর্ণিত হইবেন না কিন্তু যে বিশেষ কোম্পানির পক্ষে নিযুক্ত হন সেই কোম্পানির রাজকীয় সংবিধায়ক নামে বর্ণিত হইবেন। যে সকল দ্রব্যে ও সম্পত্তিতে ও মোকদ্দমা ক্রমে প্রাপ্য সামগ্রীতে কোম্পানির স্বত্ব আছে কিম্বা থাকার মত দৃষ্ট হয় তিনি কি তাঁহারা সেই সকল সম্পত্ত্যাদি আপনার কি আপনাদের রক্ষণে কি তত্ত্বাবধানে লইবেন এবং আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণ সম্পর্কীয় যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবধারিত হয় তাহা করিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের ক্ষমতার কথা।

১৪৪ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ লিখিত কার্য্য করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) কোম্পানির নামে ও সপক্ষে দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন মোকদ্দমা কি অভিযোগ কি ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য উপস্থিত করিতে কি তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবেন।

(খ) কোম্পানির কার্য্য লভ্যজনকরূপে বন্ধ করিবার জন্য যে পর্য্যন্ত আবশ্যক হয়, সেই পর্য্যন্ত কোম্পানির কার্য্য চালাইতে পারিবেন।

(গ) কোম্পানির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা কিম্বা ব্যক্তি বিশেষর সহিত চুক্তির দ্বারা বিক্রয় করিতে পারিবেন, আরও কোন ব্যক্তি কি কোম্পানির নিকট সেই সমুদয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে কিম্বা খণ্ডে২ বিক্রয় করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(ঘ) কোম্পানির নামে ও সপক্ষে সকল কর্ম্ম করিবেন ও সকল লিপি ও রসীদ ও অন্য নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিবেন, ও [illegible] আবশ্যক মত কোম্পানির মোহর ব্যবহার করিবেন।

(ঙ) কোন অংশদাতা দেউলিয়া হইলে তাঁহার সম্পত্তি ঘটিত ডিবিডেণ্ডের প্রমাণ করিতে ও শ্রেণীবদ্ধ করিতে ও তাহার দাওয়া করিয়া আদায় করিতে পারিবেন এবং সেই দেউলিয়া ঘটিত বাকী টাকা সম্পর্কে ঐ দেউলিয়ার দেনদের পৃথক ঋণ স্বরূপ ঐ অন্য স্বতন্ত্র ঋণদাতাদিগের সমান হার অনুসারে ডিবিডেণ্ড লইতে ও গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(চ) কোম্পানির নামে ও তাঁহার সপক্ষে বিল অব একসচেঞ্জ কি হুণ্ডী কি প্রমিসারি নোট আদায় ও স্বীকার ও সাধন করিতে ও তাহার পৃষ্ঠলিপি করিতে পারিবেন; এবং কোম্পানির স্থিত বন্ধক রাখিয়া সময়ে২ আবশ্যকমতে টাকা তুলিতে পারিবেন; এবং তদ্রূপ প্রত্যেক বিল অব একসচেঞ্জ কি হুণ্ডী কি প্রমিসরি নোট কোম্পানির সপক্ষে পূর্ব্বোক্ত মতে আদায় ও স্বীকার ও সাধন হইলে ও তাহার পৃষ্ঠলিপি করা গেলে ঐ কোম্পানির কার্য্যচলনক্রমে ঐ বিল অব একসচেঞ্জ কি হুণ্ডী কি নোট কোম্পানির দ্বারা কি তৎপক্ষে আদায় কি স্বীকার কি সাধন করণের কি পৃষ্ঠলিপি করণের যে ফল হইত ঐ কোম্পানির দায় সম্পর্কে উক্ত কার্য্যের তত্তুল্য ফল হইবে।

(ছ) যদি আবশ্যক হয় তবে, আপনার রাজকীয় খ্যাতি ক্রমে কোন মৃত ঋণদাতার প্রমাণাধ্যক্ষতাপত্র গ্রহণ করিতে এবং ঋণ দাতার স্থানে কি তাঁহার সম্পত্তি হইতে কোন টাকা আদায় করণার্থ অন্য যে কর্ম্ম আবশ্যক হইলে ও কোম্পানির নামে সুবিধামতে করা যাইতে না পারে, তাহা আপনার রাজকীয় খ্যাতিক্রমে করিতে পারিবেন; এবং তিনি যে সকল স্থলে মৃত ঋণদাতার প্রমাণাধ্যক্ষতাপত্র গ্রহণ করেন কিম্বা ঋণদাতার নিকট হইতে প্রাপ্য কোন টাকা আদায় করিবার জন্য আপনার রাজকীয় খ্যাতি ব্যবহার করেন সেই সকল স্থলে তিনি সেই পত্র গ্রহণ কি টাকা আদায় করিতে সক্ষম হন এই অভিপ্রায়ে ঐ টাকা সেই রাজকীয় সংবিধায়কেরই প্রাপ্য জ্ঞান হইবে। কিন্তু এই ধারার কোন কথাতে বঙ্গ ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল দিগের স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ক্ষমতার হ্রাস কি বৃদ্ধি হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(জ) কোম্পানির কার্য্য ব্যাপার বন্ধ করিবার ও অবশিষ্ট ধন বিলি করিবার জন্য যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক তাহা করিতে ও সম্পাদন করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের বিবেচনাধীন কার্য্যের কথা।

১৪৫ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক আদালতের অনুমতি কি হস্তক্ষেপণ ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম, আদালত কোন আজ্ঞাক্রমে এমত বিধান করিতে পারিবেন; যদি রাজকীয় সংবিধায়ক কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তবে যে আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন সেই আজ্ঞাক্রমে তাঁহার সেই ক্ষমতার পরিমাণ ও সীমা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের আটর্ণী কি উকীল নিযুক্ত করিবার কথা।

১৪৬ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের সহায়তা করিবার জন্য আদালতের অনুমতিক্রমে আটর্ণী অথবা উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন। পরন্তু যদি রাজকীয় সংবিধায়ক আটর্ণী হন তবে তিনি, তাঁহার অংশীদার পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে কার্য্য করাতে সম্মত না হইলে ঐ অংশীদারকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

আদালতের সাধারণ ক্ষমতার বিধি।

স্থিত আদায় ও প্রয়োগ করিবার কথা।

১৪৭ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করিলে পর আদালত সাধ্যমত ত্বরায় ঋণ দাতাদের নামাবলী স্থির করিবেন, এবং যদি ৫৮ ধারা অনুসারে সংভুয়কারীদের রেজিষ্টর সংশোধন করা আবশ্যক হয় তবে সেই সকল স্থলে সেই রেজিষ্টর সংশোধনও করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ আদেশ হইবার তারিখে কোম্পানির যে স্থিত ও দায় থাকে সেই ২ স্থিত সংগ্রহ করাইয়া সেই দায় পরিশোধার্থে তাহা প্রয়োগ করাইবেন।

স্থলাভিষিক্ত ঋণ দাতাদের বিষয়ে বিধানের কথা।

১৪৮ ধারা। ঋণদাতাদের নামাবলী স্থির করণকালে যাঁহারা স্বকীয় স্বত্বে ঋণদাতা হন ও যাঁহারা অন্যদের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ কি অন্যদের ঋণের দায়ী প্রযুক্ত ঋণদাতা হন আদালত ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা করিবেন।

সম্পত্তি অর্পণ করণের আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৪৯ ধারা। কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের আজ্ঞা হওনের পর কোন সময়ে ঋণদাতাদের তৎকালীন নামাবলীতে যে কোন ঋণদাতাদের নাম স্থির হইয়াছে তাঁহার কিম্বা কোম্পানির ট্রষ্টীর কি গ্রাহকের কি ব্যাঙ্করের কি এজেণ্টের কি কার্য্যকারকের নিকটে তৎকালে যে টাকা কি বাকী টাকা কি বহী কি পত্রাদি কি সম্পত্তি কি সামগ্রী থাকে ও প্রথম দৃষ্টে যাহাতে কোম্পানির স্বত্ব আছে তাহা আদালত রাজকীয় সংবিধায়কের প্রতি কি তাঁহার হস্তে তৎক্ষণাৎ কিম্বা আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দান কি সমর্পণ কি লেখ্যক্রমে প্রদান কি প্রতিদান কি হস্তান্তর করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ঋণদাতার ঋণশোধ করিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫০ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা হইলে পর কোন সময়ে আদালত ঋণদাতাদের নামাবলীতে তৎকালীন স্থিরীকৃত কোন ঋণদাতার প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, এই আইনের এই অংশানুসারে আদালত টাকা দিবার যে আজ্ঞা করিয়াছেন কি করিবেন তাহার বলে, তিনি কিম্বা তিনি যাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার সম্পত্তি যত ঋণ দান করিতে দায়ী তদ্ভিন্ন কোম্পানির নিকট তাঁহার যে টাকা দেনা হয় কিম্বা তিনি যাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার সম্পত্তিহইতে কোম্পানির যত টাকা প্রাপ্য হয় তাহা তিনি উক্ত আজ্ঞার নির্দ্দিষ্টমতে শোধ করেন।

আর ও যদি কোম্পানি সীমাবদ্ধ না হন তবে আদালত যে সময়ে সেই আজ্ঞা করেন সেই সময়ে ঐ ঋণদাতাকে এই অনুমতি দিতে পারিবেন যে ঐ কোম্পানির সঙ্গে স্বতন্ত্র কোন ব্যবসায় কি চুক্তিক্রমে তাঁহার যে টাকা প্রাপ্য হয় কিম্বা তিনি যাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার সম্পত্তির সম্বন্ধে যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহ ঐ ঋণদাতা কোম্পানির প্রাপ্য টাকা হইতে বাদ দেন। কিন্তু কোম্পানির সম্ভুয়কারীস্বরূপে তাঁহার ডিবিডেণ্ড কি লভ্য জন্য যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা বাদ দিবেন না।

আরও সীমাবদ্ধ কি অসীমাবদ্ধ কোন কোম্পানির সকল উত্তমর্ণের টাকা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে পর, কোম্পানির স্থানে কোন ঋণদাতার যে কোন হিসাবে যে কোন টাকা প্রাপ্য হয়, তৎপশ্চাৎ টাকা দিবার কোন আদেশ হইলে সেই আদিষ্ট টাকা হইতে তাঁহার সেই প্রাপ্য টাকা বাদ দিবার অনুমতি হইতে পারিবে।

যদি কোম্পানি সীমাবদ্ধ না হয় তবে আদালত এই ধারা অনুসারে কোন ঋণদাতার সম্বন্ধে যেরূপ এক ঋণ দ্বারা অন্য ঋণ কর্ত্তনের আদেশ করিতে পারেন, কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানির কার্য্য বন্ধকরণ কালে আদালত উচিত বোধ করিলে, ঐ কোম্পানির অসীমাবদ্ধ দায়যুক্ত ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ সম্বন্ধে তদ্রূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

টাকা দিবার আদেশ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫১ ধারা। কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করিবার পর এবং কোম্পানির প্রচুর স্থিত আছে কি না ইহা নিশ্চয়মতে জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে কি পরে আদালত ঐ কোম্পানির ঋণ ও দায় পরিশোধ এবং তাহার কর্ম্ম বন্ধ করিবার খরচ ও ব্যয় ও পারিশ্রমিক পরিশোধার্থে ও পরস্পর ঋণ দাতাদের স্বত্বের নিষ্পত্তি করণার্থে যত টাকা প্রয়োজন জ্ঞান করেন, ঋণদাতাদের নামাবলীতে যে সকল ঋণদাতার নাম তৎকালে অন্তর্গত থাকে তাহাদের সকলকে কি কোন২ ব্যক্তিকে আপনাদের দায় পর্য্যন্ত সেই সমস্ত কি তন্মধ্যে কতক টাকা দিবার আদেশ ও আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যৎকালে তাহা করেন তৎকালে যে ঋণদাতা দিগকে টাকা দিবার আদেশ হয় তাহাদের কোন ব্যক্তির দেয় অংশের সমুদয় কিম্বা কোন ভাগ না দিবার সম্ভাবনা, আদালত ইহাও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

ব্যাঙ্কে টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫২ ধারা। আদালত ঋণদাতার প্রতি, কিম্বা ক্রেতা কি অন্য যাঁহার স্থানে কোম্পানির টাকা প্রাপ্য থাকে তাঁহার প্রতি, রাজকীয় সম্বিধায়ককে ঐ টাকা না দিয়া ঐ রাজকীয় সম্বিধায়কের নামে জমা করণার্থে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে কিম্বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে কি বোম্বাই ব্যাঙ্কে কিম্বা সেই২ ব্যাঙ্কের কোন শাখা ব্যাঙ্কে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং রাজকীয় সম্বিধায়ককে টাকা দিবার আজ্ঞা হইলে যে প্রকারে প্রবল করা যায়, উক্ত আজ্ঞাও তদ্রূপে প্রবল করা যাইতে পারিবে।

আদালত কর্ত্তৃক হিসাব রাখিবার বিধান হইবার কথা।

১৫৩ ধারা। যখন আদালতের দ্বারা কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা যায়, তখন বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে কি মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে কি বোম্বাই ব্যাঙ্কে কি সেই ব্যাঙ্কের কোন শাখা-ব্যাঙ্কে নগদ টাকা ও বিল ও নোট ও অন্য লিখিত দেওয়া লেখে ও অর্পিত হইলে, ঐ টাকার ও অন্য দ্রব্যের হিসাব রাখিবার ও উক্ত টাকা প্রভৃতি দিবার ও সমর্পণ করিবার কিম্বা গচ্ছিত করিবার ও পরিশোধ দিবার ও প্রদান করিবার বিষয়ে আদালত যে আজ্ঞা ও বিধান করেন, উক্ত নগদ টাকা ও অন্য দ্রব্যের উপর সেই আজ্ঞা ও বিধান প্রবল হইবে।

[illegible] তাহাকে কোন টাকা দিবার আজ্ঞা হইলেও যদি তিনি সেই টাকা না দেন, তবে উক্ত [illegible] ঋণদাতার স্থাবর কি [illegible] উক্তপ্রকার সম্পত্তির অধাক্রুতা করিবার [illegible] প্রাপ্য টাকা বল পূর্ব্বক আদায় করিবার [illegible] কার্য্য হইতে পারিবে।

[illegible] ধারা। যদি আদালত কোন ঋণদাতার প্রতি এই আইন অনুযায়ী কোন আজ্ঞা করেন তবে তদ্দারা যে টাকা প্রাপ্য বোধ হয় বা যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা [illegible] প্রাপ্য ঐ আজ্ঞা ইহার নিষ্কান্ত প্রমাণ হইবে। ও সেই আজ্ঞাতে অন্য যে সকল সমস্ত কথা লিখিত [illegible] তদ্রূপ সকল ব্যক্তির বিপক্ষে ও ব্যবহার ঘটিত [illegible] কার্য্য সম্পর্কে সেই সকল কথা যথার্থমতে [illegible] হইয়াছে জ্ঞান হইবে। কিন্তু এই আইনে তদ্রূপ আজ্ঞার উপর আপীল হইবার যে বিধান আছে তাহা [illegible] থাকিবে

আজ্ঞা নিষ্কান্ত প্রমাণ স্বরূপ হইবার কথা।

১৫৬ ধারা। আদালত কোন এক দিন কিম্বা কোন২ দিন নিরূপণ করিয়া, আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সেই দিনে কিম্বা সেই২ দিনে বা তৎপূর্ব্বে কোম্পানির উত্তমর্ণদিগকে প্রাপ্যেরবা দাওয়ার প্রমাণ করিতে হইবে, নতুবা সেই ঋণের প্রমাণ হইবার পূর্ব্বে টাকা বণ্টন হইলে তাঁহারা তদ্দারা উপকৃত হইবেন না।

নিরূপিত সময়ের মধ্যে উত্তমর্ণেরা প্রমাণ না করিলে তাহাদিগকে বহির্ভূত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫৭ ধারা। ঋণদাতাদের পরস্পর যে স্বত্ব থাকে তাহা আদালত নির্ণয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিবেন।

আদালত কর্ত্তৃক ঋণদাতাদের স্বত্ব নিষ্পত্তির কথা।

১৫৮ ধারা। যদি কোন কোম্পানির স্থিতে দেনা পরিশোধ করণার্থে অকুলান হয় তবে সেই কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণে যে খরচ ও পারিশ্রমিক [illegible] লাগে আদালত অগ্রগণ্যতার যে ক্রমে ন্যায় বোধ করেন সেই ক্রমে কোম্পানির সম্পত্তি হইতে ঐ খরচা [illegible] পরিশোধ হইবার আজ্ঞা করিবেন।

আদালত কর্ত্তৃক খরচার আজ্ঞা হইবার কথা।

১৫৯ ধারা। যখন কোম্পানির কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হইয়া বন্ধ করা যায় তখন আদালত আজ্ঞা করিবেন, যে এই আজ্ঞার তারিখ অবধি কোম্পানি লুপ্ত হয়। তদনুসারে কোম্পানি লুপ্ত হইবে।

কোম্পানির বিলোপ [illegible] কথা।

১৬০ ধারা। তদ্রূপ আজ্ঞা হইলে রাজকীয় সংবিধায়ক রেজিষ্টারের নিকট সেই কথার রিপোর্ট করিবেন, তদনুসারে তিনি আপন বহীতে কোম্পানির বিলুপ্ত হইবার সংক্ষেপোক্তি লিখিবেন।

[illegible]

১৬১ ধারা। যদি আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির [illegible] করা যায় এবং রাজকীয় সংবিধায়ক রেজিষ্ট্রারের নিকট কোম্পানির বিলুপ্ত হইবার আজ্ঞা জ্ঞাত না করেন তবে যত দিন তিনি সেই কার্য্য না করেন তাহার দিন প্রতি তাঁহার একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

কোম্পানির বিলুপ্ত হইবার কথা রিপোর্ট না করিলে দণ্ডের কথা।

আদালতের অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

১৬২ ধারা। আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইলে পর কোম্পানির যে কোন কর্ম্মচারীর বা অন্য ব্যক্তির নিকট কোম্পানির কোন সম্পত্তি বা সামগ্রী আছে বলিয়া জানা থাকে বা সন্দেহ হয় কিম্বা তিনি কোম্পানির নিকট ঋণী আছেন বলিয়া বোধ হয় তাঁহাকে কিম্বা আদালত যাহাকে ঐ কোম্পানির বাণিজ্য বা ব্যবসায় বা সম্পত্তি বা সামগ্রী সম্পর্কীয় সংবাদ জানাইবার সক্ষম জ্ঞান করেন তাহাকে আপনার সম্মুখে আহ্বান করিতে পারিবেন।

যাহাদের নিকট কোম্পানির সম্পত্তি থাকার সন্দেহ হয় তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

তদ্রূপ কোনব্যক্তির খরচ হেতুক উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হইলে পর যদি আইন সিদ্ধ বাধা না থাকিতে তিনি নিরূপিত সময়ে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত না হন তবে আদালত সেই ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া পরীক্ষা দিবার জন্য সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন। যদি বাধা থাকে তবে আদালতের উপবেশন সময়ে সেই কথা আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত কর্ত্তৃক তাহা গ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন।

কোম্পানির যে কোন লেখা তদ্রূপ কোন কর্ম্মচারীর বা ব্যক্তির রক্ষণে বা ক্ষমতাধীনে থাকে আদালত তাহাকে সেই লেখা দেখাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। পরন্তু কোন ব্যক্তি যে লেখা উপস্থিত করেন যদি তাহার বলে তাঁহার কোন দাওয়া থাকে তবে উপস্থিত করিলেও তাঁহার সেই দাওয়ার কিছু হানি হইবে না এবং আদালত কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণ কালে ঐ দাওয়া সম্পর্কীয় সমস্ত বিবাদ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবেন।

১৬৩ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হন আদালত শপথ করাইয়া বাচনিক বা লিখিত প্রশ্নক্রমে কোম্পানির ব্যাপার ও ব্যবসায় ও সম্পত্তির ও সামগ্রীর বিষয়ে তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে তাহাতে স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালত কর্ত্তৃক পক্ষেদের পরীক্ষার কথা।

১৬৪ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিতে আদালতের আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ কোম্পানির কোন ঋণদাতা তাঁহার দেয় টাকা দিবার আদেশ হইবার ভয়ে কিম্বা কোম্পানির ব্যাপার সম্পর্কীয় পরীক্ষা দিতে না হইবার জন্য ব্রিটিস ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিতে বা

ঋণদাতা পলায়ন করিতে কিম্বা আপনার কোন সম্পত্তি স্থানান্তর বা গোপন করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে আটক করিবার ক্ষমতার কথা।

প্রকারান্তরে পলায়ন করিতে কিম্বা আপনার কোন দ্রব্য বা সামগ্রী স্থানান্তর বা গোপন করিতে উদ্যত আছেন যদি এমত বিশ্বাস করিবার যুক্তিসিদ্ধ হেতুর প্রমাণ দেওয়া যায়, তবে আদালত সেই ঋণদাতাকে আবেধ করাইতে এবং তাঁহার খাতা ও কাগজপত্র ও টাকা ও টাকার নিদর্শন পত্র ও দ্রব্য ও সামগ্রী ক্রোক করাইতে এবং আদালত যত কালের আজ্ঞা করেন ততকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে এবং ঐ সকল খাতা প্রভৃতি নির্বিঘ্নে রাখাইতে পারিবেন।

আদালতের ঐ ক্ষমতা অন্য ক্ষমতার অতিরিক্ত হইবার কথা।

১৬৫ ধারা। কোম্পানির কোন ঋণদাতার বা ঋণীর স্থানে কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি হইতে অংশ উপলক্ষে দেয় বা প্রাপ্য অন্য টাকা আদায়ের জন্য সেই ঋণদাতার কিম্বা তদীয় সম্পত্তির কিম্বা ঋণীর বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আদালতের এক্ষণে অন্য যে ক্ষমতা আছে আদালতের প্রতি এই আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা তাহার অতিরিক্ত জ্ঞান হইবে, প্রতিরোধী নয়।

আজ্ঞা বলবৎ করণের ও তদুপরি আপীলের বিধি।

আজ্ঞা বলবৎ করণের ক্ষমতার কথা।

১৬৬ ধারা। কোন আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় ঐ আদালতের ডিক্রী যে প্রকারে প্রবল করা যায় এই আইন অনুসারে ঐ আদালতের কৃত সকল আজ্ঞাও তদ্রূপে প্রবল করা যাইতে পারিবে।

কোন আদালতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা অন্য আদালত কর্ত্তৃক প্রবল হইতে পারিবার কথা।

১৬৭ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালতের দ্বারা কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা কিম্বা বন্ধকরণ কার্য্য সম্পাদন কালে কোন আজ্ঞা হইলে ঐ আদালত যে স্থানে স্থাপিত আছে তদ্ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্য স্থানে কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় থাকিলে ঐ কোম্পানি সম্পর্কে যে আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিত সেই আদালত সেই আজ্ঞা করিলে যদ্রূপে তাহা সফল করিতে পারিতেন এতদ্দ্বারা আদিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত আদালতের আজ্ঞাও সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপে প্রবল করিতে পারিবেন।

অন্য আদালত কর্ত্তৃক যে আজ্ঞা প্রবল করা যাইবে তৎসম্পর্কীয় কার্য্যের নিয়মের কথা।

১৬৮ ধারা। যখন ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কোন আদালতের কোন আজ্ঞা বা ডিক্রী অন্য আদালত কর্ত্তৃক প্রবল করিবার প্রয়োজন হয় তখন যে আদালত দ্বারা তাহা প্রবল করা যাইবে সেই আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট উক্ত আজ্ঞার বা ডিক্রীর সংসিদ্ধ প্রতিলিপি উপস্থিত করিতে হইবে এবং ঐ আজ্ঞা বা ডিক্রী যে করা গিয়াছে ঐ সংসিদ্ধ প্রতিলিপি উপস্থিত করণই ইহার যথোচিত প্রমাণ হইবে। তাহা হইলে ঐ শেষোক্ত আদালত আপনার আজ্ঞা বা ডিক্রী প্রবল করিবার জন্য যদ্রূপ কার্য্য করিতেন ঐ আজ্ঞা বা ডিক্রী প্রবল করিবার জন্যও সেই সমস্ত আবশ্যক কার্য্য করিবেন।

আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

১৬৯ ধারা। যে আদালত কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের আজ্ঞা করেন সেই আদালতের নিয়মিত ক্ষমতার অন্তর্গত মোকদ্দমায় কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি হইলে তাহার উপর যে প্রকারে ও যে নিয়মমতে ও যে নিয়মাধীনে আপীল হইতে পারে কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণ বিষয়ে সেই আদালত যে আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি করেন সেই প্রকারে ও সেই নিয়মমতে তাহার ও পুনঃ শ্রবণ ও তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে। পরন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনক্রমে আপীলের সংবাদ যাহা অন্যতঃ যে প্রকারে দেওয়া যায় উক্ত যে আজ্ঞার উপর নালিশ হয় সেই আজ্ঞা হইবার পর তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি সেই প্রকারে পুনঃ শ্রবণ বা আপীল হইবার সংবাদ না দেওয়া যায় তবে সেই পুনঃ শ্রবণ বা আপীল হইতে পারিবে না। কিন্তু আপীল আদালত ঐ সময় বৃদ্ধি করিলে করিতে পারিবেন।

ধর্ম্মাধিকরণে কার্য্যকারকদের স্বাক্ষর স্বীকার হইবার কথা।

১৭০ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডক্রমে ব্যবহার ঘটিত যে সকল কার্য্য হয় তাহাতে প্রত্যেক আদালত ও বিচারপতি ও যাঁহারা বিচারকের কর্ম্ম করেন তাঁহারা এবং কোন আদালতের অন্য সকল বিচারকারী বা অন্য কর্ম্মচারী ও যাঁহারা কোন আদালতের পরওয়ানা প্রবল করণে নিযুক্ত তাঁহারা বিচার কার্য্য সম্পর্কে অন্য কোন আদালতের কোন কার্য্যকারকদের স্বাক্ষর গ্রাহ্য করিবেন এবং এই আইনের এই খণ্ডের বিধানক্রমে যে কোন লেখ্য প্রস্তুত বা প্রচারিত বা স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে বা যথোচিত আজ্ঞাক্রমে কৃত সেই লেখ্যের কোন প্রতিলিপিতে কোন আদালতের মোহর দেওয়া গেলে সেই মোহরও স্বীকার করিবেন।

স্বাক্ষর গ্রহণার্থ বিশেষ আমীনদের কথা।

১৭১ ধারা। যখন কোন কোম্পানির কার্য্য হাইকোর্ট হইতে বন্ধ করা যায় তখন জিলার আদালতের যে জজ সাহেবেরা হাই কোর্টের সামান্য অধিবেশনের স্থান হইতে ইংরাজি বিশ মাইলের অধিক দূরস্থানে অধিবেশন করেন তাঁহারা এই আইনমতে সাক্ষ্য গ্রহণার্থ কমিশ্যনর অর্থাৎ আমীন হইবেন। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা বা ডিক্রী যে আদালত করিয়াছিলেন ঐ কমিশ্যনর সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের বহিভূর্ত হইলেও আমীন হইতে পারিবেন এবং যে কোন ব্যক্তি এতদ্দ্বারা আমীনের পদে নিযুক্ত হন হাই কোর্ট তাঁহার প্রতি এই আইনমতে কোন সাক্ষীর পরীক্ষার সমুদয় বা কোন অংশ অর্পণ করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রত্যেক আমীন জিলার আদালতের অনুরূপ আইনমতে সাক্ষীদিগকে সমন ও তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণ ও লেখ্য উপস্থিত বা সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করণ এবং সাক্ষীদের অনুপস্থানের সংসিদ্ধতার বেতনের বা তাহাদের দণ্ডকরণের যে কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিতেন তদতিরিক্ত তিনি উক্ত প্রকারে আপনার প্রতি অর্পিত বিষয়ে সাক্ষীদিগকে সমন করণ ও তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে ও লেখ্য উপস্থিত

বা দর্শন করণের আজ্ঞা করণ ও তাঁহাদের অনুপস্থিতির মত করণ ও সাক্ষীদিগকে বস্তুত ও পারিশ্রমিক ও খরচ দান করণ সম্পর্কে যে আদালত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করেন সেই আদালতের তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, ও সেই আদালত যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপ ঐ কৃতীত পরীক্ষার রিটর্ণ বা রিপোর্ট সেই আদালতের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষে বা গ্রেটব্রিটেনে বা আয়র্লণ্ডে বা ভিন্ন দেশে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের বা ব্যক্তির সম্মুখে আফিডেবিট প্রভৃতি শপথ করা যাইতে পারিবার কথা।

১৭২ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডের বিধান মতে বা তৎকর্ম্মের নিমিত্ত যে কোন আফিডেবিট বা দৃঢ়োক্তি বা প্রতিজ্ঞা করণের বা শপথ পূর্ব্বক করণের প্রয়োজন হয় তৎপক্ষে যদি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে বা গ্রেট ব্রিটনে বা আয়র্লণ্ডে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যাধীন ভিন্ন দেশান্তর্গত কোন উপনিবেশে বা দ্বীপে বা রক্ষ বাটিকায় বা স্থানে আইনমতে আফিডেবিট ও দৃঢ়োক্তি ও প্রতিজ্ঞা করাইবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের বা বিচারপতির বা ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের বহির্ভূত কোন ভিন্ন দেশে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন কন্সলের বা প্রতিনিধি কন্সলের সম্মুখে শপথ করা যায়, তবে এই আইনের এই খণ্ডের কার্য্যপক্ষে যে কোন আফিডেবিটে বা দৃঢ়োক্তিতে বা প্রতিজ্ঞায় কিম্বা অন্য লেখ্যে তদ্রূপ কোন আদালতের বা বিচারপতির বা ব্যক্তির বা কন্সলের বা প্রতিনিধি কন্সলের মোহর বা মুদ্রা বিশেষে ছাপা বা স্বাক্ষর অঙ্কিত বা সংযুক্ত বা লিখিত হয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল আদালত ও বিচারপতি ও জষ্টিস ও কমিস্যনর ও অন্য যে ব্যক্তিরা বিচার সম্বন্ধীয় কার্য্য করেন তাঁহারা বিচার কালে সেই মোহর বা ছাপ বা স্বাক্ষর স্বীকার করিবেন।

কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

যে গতিকে কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ হইতে পারে তাহার কথা।

১৭৩ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোম্পানি পশ্চাৎ লিখিত গতিকে স্বীয় কর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) সংহতির নিয়ম দ্বারা যদি কোম্পানির স্থায়িত্বের কোন সময় অবধারিত হয় তবে সেই সময় অতীত হইলে অথবা যদি সংহতির নিয়মপত্রে কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে কোম্পানি বিলুপ্ত হইবার বিধান থাকে তবে সেই ঘটনা উপস্থিত হইলে যখন কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া কোম্পানির কার্য্য স্বেচ্ছামতে বন্ধ করিবার আদেশসূচক নির্দ্ধারণ করেন তখন।

(খ) যখন কোম্পানি স্বীয় কর্ম্ম স্বেচ্ছামতে বন্ধ করিবার আদেশসূচক বিশেষ নির্দ্ধারণ করেন তখন।

(গ) কোম্পানির বহুতর ঋণহেতুক তাহার কার্য্য চলন অসাধ্য ও কর্ম্ম বন্ধ করা উচিত কোম্পানির হস্তযোগ্যতে ইহাতে প্রমাণ হইয়াছে যখন কোম্পানি এই মর্ম্ম সূচক অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ করেন তখন।

যদি কোন নির্দ্ধারণ পরবর্ত্তী কোন সভায় দৃঢ়ীভূত হইলে এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের অর্থক্রমে বিশেষ নির্দ্ধারণ হয় তবে এই আইনের কার্য্যপক্ষে তাহাই অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের কথা।

১৭৪ ধারা। যে নির্দ্ধারণক্রমে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের ক্ষমতা দত্ত হয় সেই নির্দ্ধারণ হইবার সময় স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ জ্ঞান হইবে। বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে যে সময়ে ৭৭ ধারাক্রমে দৃঢ়ীকরণের নির্দ্ধারণ হয় সেই সময় কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ জ্ঞান হইবে।

কোম্পানির অবস্থা সম্পর্কে স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম বন্ধ করণের ফলের কথা।

১৭৫ ধারা। যখন কোম্পানির স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম বন্ধ হয় তখন সেই কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের তারিখ অবধি কর্ম্ম হিতজনকরূপে বন্ধ করণার্থে যে পর্য্যন্ত কর্ম্মের প্রয়োজন তদ্ভিন্ন কর্ম্ম স্থগিত হইবে; এবং তদ্রূপ কর্ম্ম বন্ধ করণের আরম্ভের পর যে সকল অংশ সংবিধায়কদিগের নিকট বা তাহাদের সম্মতিক্রমে হস্তান্তরীকৃত হয় তদ্ভিন্ন অংশ হস্তান্তরকরণ কিম্বা কোম্পানির সভ্যকারীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু কোম্পানির কার্য্য যাবৎ বন্ধ না হয় তাবৎ তাহার সমবেত অবস্থা ও সমবায়স্বরূপ তাহার সমস্ত ক্ষমতা প্রবল থাকিবে; যদিও কোম্পানির বিধানে প্রকারান্তরের বিধি থাকে তথাপি প্রবল থাকিবে।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের নির্দ্ধারণের সংবাদ দিবার কথা।

১৭৬ ধারা। কোন কোম্পানির স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম বন্ধ করণের কোন বিশেষ বা অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ হইলে পর স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে এবং কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে আছে সেই স্থানে যদি কোন সংবাদপত্র চলিত থাকে তবে সেই সংবাদপত্রে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ নির্দ্ধারণের সংবাদ দেওয়া যাইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের ফলের কথা।

১৭৭ ধারা। কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ হইলে নিম্নলিখিত ফল হইবে, অর্থাৎ,

(ক) কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ সময়ে কোম্পানির যে সকল দায় থাকে সমভাবে সেই সকল দায় পরিশোধ জন্য কোম্পানির স্থিত প্রয়োগ করা যাইবে এবং এই নিয়মাধীনে কোম্পানির বিধানমতে প্রকারান্তরের বিধি না থাকিলে কোম্পানির সভ্যকারিগণের স্বত্ব ও স্বার্থ অনুসারে তাঁহাদের মধ্যে বণ্টন হইবে।

(খ) কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার ও স্থিত বণ্টন করিবার জন্য সংবিধায়কদিগকে নিযুক্ত করা যাইবে,

(গ) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যে ব্যক্তিদিগকে বা যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাদিগকে বা তাঁহাকে সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের বা তাঁহার পারিশ্রমিকের নিয়ম করিবেন।

(ঘ) যদি কেবল একজন নিযুক্ত হন তবে এই আইনে অনেক সংবিধায়ক সম্পর্কীয় যে বিধান আছে তাহা তাঁহারও প্রতি বর্ত্তিবে।

(ঙ) সংবিধায়কদিগকে নিযুক্ত করা গেলে পর কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া কিম্বা সংবিধায়কেরা ডাইরেক্টরদের যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকিবার অনুমতি করেন তদ্ভিন্ন তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা রহিত হইবে।

(চ) যদি অনেক সংবিধায়ক নিযুক্ত করা যায় তবে তাঁহাদের নিয়োগ কালে যেরূপ নির্দ্ধারিত হয় তদনুসারে তাঁহাদের এক বা অধিক জন এই আইন

দ্বারা প্রদত্ত সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন। যদি তদ্রূপ নির্দ্ধারণ না করা যায় তবে হুয়ের অধ্যান ব্যক্তিরা সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন।

(ছ) এই আইনক্রমে রাজকীয় সংবিধায়কদিগকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গেল পূর্ব্বোক্ত সংবিধায়কেরা আদালতের অনুমতি বিনা সেই সকল ক্ষমতামতে কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

(জ) এই আইনের পূর্ব্বভাগে আদালতের প্রতি কোম্পানির ঋণদাতার নামাবলী নির্ণয় করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, সংবিধায়কেরা সেই ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারিবেন, ও তাহাতে যে ব্যক্তিদের নাম দেখা যায় তাহাদের প্রতি ঋণদাতার দায় আছে, প্রথম দৃষ্টে তদ্রূপ নির্ণীত নামাবলী ইহার প্রমাণ হইবে।

(ঝ) কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের নির্দ্ধারণ হইলে পর এবং কোম্পানির স্থিতের প্রাচুর্য্য নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে সংবিধায়কেরা কোম্পানির ঋণ ও দায় পরিশোধার্থ এবং কর্ম্মবন্ধ করণের খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয়ের জন্য এবং ঋণ দাতাদের পরস্পর স্বত্ব নিষ্পত্তি করণার্থ যত টাকা আবশ্যক বোধ করেন, ঋণদাতাদের নামাবলীতে যে ঋণদাতারা যে সময়ে অবধারিত থাকেন, তাঁহাদের সকল বা কোন ব্যক্তিকে আপন ২ দায়ের পরিমাণানুসারে তত টাকা দিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং যাঁহাদের প্রতি তদ্রূপ আদেশ করা যায় তাঁহাদের মধ্যে কোন ২ ব্যক্তির আপনাদের অংশের কতক কি সমুদয় দিবার ত্রুটি হইতে পারে, তদ্রূপ আদেশ করণ সময়ে ইহাও বিবেচনা করিবেন।

(ঞ) সংবিধায়কেরা কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করিবেন এবং ঋণদাতাদের পরস্পর যে স্বত্ব থাকে তাহাও নিষ্পত্তি করিবেন।

প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির অংশরূপ মূলধনের উপর কর্ম্ম বন্ধ করণের ফলের কথা।

১৭৮ ধারা। প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয়, এমত কোম্পানির কার্য্য যে সময়ে স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যাইতেছে, সেই সময়ে মূলধনের অংশঘটিত যে টাকা দিবার আদেশ পূর্ব্বে না হয় তাহা কোম্পানির স্থিতের মধ্যে গণ্য হইয়া প্রত্যেক সমূহকারীর যত অংশের উপর যত টাকা অদত্ত থাকে কোম্পানির নিকট তিনি তত টাকা পর্য্যন্ত ঋণী এইরূপ জ্ঞান হইবে এবং সংবিধায়কেরা যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ টাকা দেয় হইবে।

সংবিধায়ক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা অন্যের প্রতি প্রদান করিতে কোম্পানির ক্ষমতার কথা।

১৭৯ ধারা। কোম্পানি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিতে উদ্যত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিবার সময়ে, অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ করিয়া উত্তমর্ণদের প্রতি কিম্বা উত্তমর্ণদের কোন কমিটীর প্রতি সংবিধায়কদিগকে কিম্বা তাঁহাদের কোন জনকে নিযুক্ত করিবার কিম্বা পূর্ব্ব নিযুক্ত সংবিধায়কের পদ শূন্য হইলে অন্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন; অথবা সংবিধায়কদের যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে হইবে ও তাঁহারা সেই ক্ষমতানুসারে যদ্রূপ কার্য্য করিবেন কোম্পানি পূর্ব্বোক্তমত নির্দ্ধারণ করিয়া এতদ্বিষয়ের কোন নিয়ম করিতে পারিবেন।

উত্তমর্ণেরা সেই অর্পিত ক্ষমতানুসারে যে কোন ক্রিয়া করেন তাহা কোম্পানির কৃত কর্ম্মের ন্যায় জ্ঞান হইবে।

যে স্থলে উত্তমর্ণেরা সেই নিয়ম মানিতে আবদ্ধ থাকার কথা।

১৮০ ধারা। কোন কোম্পানি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিতে উদ্যত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিবার সময় উত্তমর্ণদের সঙ্গে যে কোন নিয়ম করেন সেই নিয়ম যদি অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ ক্রমে অনুমোদিত হয়, তবে কোম্পানি তদ্দ্বারা আবদ্ধ হইবেন, এবং উত্তমর্ণদের সংখ্যা ও প্রাপ্য ঋণ ধরিয়া যদি তাঁহাদের চারি অংশের তিন অংশ লোক ঐ নিয়মে সম্মত হয় তবে তাঁহারা ঐ নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ হইবেন, কিন্তু পশ্চাৎ লিখিতমতে আপীল করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

উত্তমর্ণের কি ঋণদাতার আপীল করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮১ ধারা। যে কোম্পানি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উত্তমর্ণদের সহিত কোন নিয়ম করিয়া থাকেন সেই কোম্পানির কোন উত্তমর্ণ কি ঋণদাতা ঐ নিয়ম সম্পাদন হইবার তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ নিয়মের বিপক্ষে আদালতে আপীল করিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদালত যদ্রূপে ন্যায় বোধ করেন তদ্রূপে ঐ নিয়ম সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি দৃঢ় করিতে পারিবেন।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণ কালে সংবিধায়কদের কি ঋণ দাতাদের আদালতে প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮২ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম যখন স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যাইতেছে, তখন ঐ কর্ম্ম বন্ধকরণ সম্পর্কীয় কোন বিবাদীয় বিষয় উঠিলে, সংবিধায়কেরা কিম্বা কোম্পানির কোন ঋণ দাতা তাহা নির্ণয় করিতে, কিম্বা কোম্পানির কর্ম্ম আদালত কর্ত্তৃক বন্ধ করা গেলে দেয় টাকা বলক্রমে আদায়করণ কিম্বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে আদালত যে২ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিতেন, তৎসমুদয় কি তন্মধ্যে কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ঐ প্রার্থনা যোগনক্রমে হইতে পারিবে এবং আদালত কর্ত্তৃক ঐ বিবাদ নির্ণয় হওয়া কিম্বা প্রার্থিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য হওয়া আদালত ন্যায় ও হিতজনক জ্ঞান করিলে সেই আদালত যে শর্ত্ত ও নিয়ম উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই শর্ত্তে ও সেই নিয়মাধীনে সংপূর্ণরূপে বা অংশতঃ সেই প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন কিম্বা সেই প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়া অন্য যে আজ্ঞা কি ডিক্রী ন্যায় বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভা করিতে সংবিধায়কদের ক্ষমতার কথা।

১৮৩ ধারা। যখন কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করা যাইতেছে তখন বিশেষ বা অতিরিক্ত নির্দ্ধারণক্রমে কোম্পানির কোন অনুমতি পাইবার জন্য কিম্বা অন্য যে কার্য্য উচিত বোধ করেন তজ্জন্য সংবিধায়কেরা ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য চলন কালে সময়ে ২ কোম্পানির সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

যদি কর্ম্ম বন্ধ করিবার কার্য্য এক বৎসরের অধিক কাল চলে তবে প্রথম বৎসরের শেষে এবং কর্ম্ম বন্ধ করিবার আরম্ভাবধি ক্রমশঃ প্রতি বৎসরান্তে কিম্বা

অনুসারে কত প্রকার সুবিধা হয় তত জ্ঞাত হওয়ার সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া তৎপূর্ব্ব বৎসর তাঁহাদের যে কার্য্য ব্যাপার হইয়াছিল ও কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য যেরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে তাহার বিবরণ সভার গোচর করিবেন।

১৮৪ ধারা। কোম্পানি কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন সংবিধায়কের মৃত্যু বা কর্ম্ম ত্যাগক্রমে বা প্রকারান্তরে যদি পদ শূন্য হয় তবে কোম্পানি উত্তমর্ণদের সঙ্গে যে কোন নিয়ম করিয়াছেন তাহা মানিয়া সাধারণ সভায় ঐ শূন্য পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। অন্য সংবিধায়ক থাকিলে অবশিষ্ট সংবিধায়কেরা কিম্বা কোম্পানির কোন ঋণদাতা ঐ শূন্য পদ পূর্ণ করণার্থে সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং যদি সেই সভা কোম্পানির বিধানের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে হয় অথবা অন্য সংবিধায়ক থাকিলে সেই অবশিষ্ট সংবিধায়কের কিম্বা কোম্পানির কোন ঋণদাতার প্রার্থনামতে আদালত যেপ্রকারে নিরূপণ করেন যদি সেই প্রকারে সভা হয় তবে তাহা উপযুক্তমতে হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

সংবিধায়কের পদ শূন্য হইলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার প্রকারের কথা।

১৮৫ ধারা। স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের অবস্থায় যদি কোন কারণে কোন সংবিধায়ক কর্ম্ম না করেন তবে কোন ঋণদাতার প্রার্থনামতে আদালত এক বা অধিক সংবিধায়ক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। উপযুক্ত হেতু দর্শান গেলে আদালত স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম বন্ধ করণের ব্যাপারে কোন সংবিধায়ককে স্থানান্তর করিয়া কার্য্য করণার্থে অন্য সংবিধায়ককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সংবিধায়ক দিগকে নিযুক্ত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৮৬ ধারা। কোম্পানির বিষয় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা গেলে সেই বন্ধ করণের কার্য্য যে রূপে চালান গিয়াছে এবং কোম্পানির সম্পত্তি যে রূপে বিনিযোজিত হইয়াছে সম্বিধায়কেরা তাহার বিবরণ লিখিয়া কোম্পানির সম্মুখে ঐ বিবরণ সমর্পণ করিবার জন্য এবং সম্বিধায়কেরা কোন কর্ম্মের যে হেতু ব্যাখ্যা করেন তাহা শ্রবণার্থে ঐ সম্বিধায়কেরা কোম্পানির সাধারণ সভা আহ্বান করেন।

কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর সম্বিধায়কদিগের বিবরণ লিখিবার কথা।

ঐ সভা করিবার সময় ও স্থান ও অভিপ্রায় জ্ঞাপনপত্রে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা সভা আহূত হইবে। সভা করিবার পূর্ব্বে অন্যূন এক মাস থাকিতে ঐ জ্ঞাপনপত্র ১৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে প্রকাশ হইবে।

১৮৭ ধারা। তদ্রূপ সভা হইয়াছে এই কথার ও তাহা যে তারিখে হইয়াছে সেই তারিখের রিপোর্ট সম্বিধায়কেরা রেজিষ্ট্রারের নিকট করিবেন, এবং সেই রিপোর্ট রেজিষ্টরী করণের তারিখ অবধি তিন মাস গত হইলেই কোম্পানি বিলুপ্ত হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

রেজিষ্ট্রারের নিকটে সম্বিধায়ক দিগের ঐ সভার রিপোর্ট করিবার কথা।

যদি সম্বিধায়কেরা রেজিষ্ট্রারের নিকটে তদ্রূপ রিপোর্ট না করেন তবে যতদিন তাঁহাদের সেই অনুষ্ঠান হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি তাঁহাদের ৫০ পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১৮৮ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম স্বেচ্ছাধীনে বন্ধ করা গেলে তৎসম্পর্কীয় উচিত যে সকল ব্যয় ও পারিশ্রমিক ও খরচ বর্ত্তে তাহা, এবং সকল সম্বিধায়কদিগের পারিতোষিক কোম্পানির স্থিত হইতে অন্য সকল দায়ের অগ্রে দেওয়া যাইবে।

স্বেচ্ছাধীন সম্বিধান করিবার ব্যয়ের কথা।

১৮৯ ধারা। যদি আদালতের বিবেচনায় কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণ দ্বারা কোন উত্তমর্ণের স্বত্বের হানি সম্ভাবনা, তবে স্বেচ্ছাক্রমে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইলেও আদালত কর্ত্তৃক তাহা বন্ধ করাইবার বিষয়ে ঐ উত্তমর্ণের স্বত্বের হানি হইবে না।

উত্তমর্ণদের স্বত্ব রক্ষার কথা।

১৯০ ধারা। কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিবার কার্য্য সম্পাদন কালে যখন আদালত কর্ত্তৃক সেই কর্ম্ম বন্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে কোন উদ্যোগ করা যায় তখন সেই আদালত যদিও আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করেন তথাপি সেই আজ্ঞা কিম্বা অন্য কোন আজ্ঞাপত্রে এমত নিয়ম করিতে পারিবেন যে, স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণ কালে যে সকল কি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহা আদালতের গ্রাহ্য।

স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম বন্ধ করণের সমস্ত কর্ম্ম আদালতের গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা।

আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

১৯১ ধারা। যখন কোন কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিতে নির্দ্ধারণ হইয়াছে, তখন আদালত এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্বেচ্ছাক্রমে ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য হইতে থাকে, কিন্তু আদালত সাধারণতঃ যে নিয়ম ব্যাখ্য বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে এবং সেই নিয়মাধীনে ঐ আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য চলিবে, এবং আদালতের নিকটে প্রার্থনা করিতে উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের কি অন্য ব্যক্তিদের অনুমতি হইবে।

প্রার্থনা হইলে আদালতে তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৯২ ধারা। এই আইনের পশ্চাৎলিখিত নানা ধারাতে আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণ বলিয়া যে বন্ধ করণের কার্য্য উল্লেখ হইয়াছে স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের তদ্রূপ কার্য্য অংশতঃ কি সম্পূর্ণরূপে আদালতের তত্ত্বাধীনে হইতে থাকে, এমত প্রার্থনা হইলে মোকদ্দমার উপর আদালতের বিচারাধিপত্য প্রদানার্থে সেই প্রার্থনা আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার প্রার্থনা জ্ঞান হইবে।

আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রার্থনার কথা।

উত্তমর্ণদের অভিমত আদালতের লক্ষ করিবার কথা।

১৯৩ ধারা। কোম্পানি, কর্ম্ম কেবল আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ করা যাইবে ইহা নির্ণয় করণ কালে এবং এক কি অধিক জন সম্বিধায়ককে নিযুক্ত করণ ও তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় অন্য সকল বিষয়ে আদালত উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের যে অভিপ্রায়ের উপযুক্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে পারিবেন, এবং সেই অভিপ্রায় নির্ণয় করণার্থে যদ্রূপে ও যে স্থানের আদেশ করেন ঐ উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের তদ্রূপে সভার আহ্বান ও উপবেশন হইবার ও সেই বিধান মতে কার্য্য হইবার আজ্ঞা করিবেন এবং তদ্রূপ কোন সভার সভাপতির কর্ম্ম করিয়া আদালতের নিকটে ঐ সভার ফলের রিপোর্ট করণার্থে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

উত্তমর্ণেরা হইলে কোম্পানির স্থানে উত্তমর্ণদের প্রাপ্য ঋণের যে মূল্য তাহা বিবেচনীয়, ঋণদাতারা হইলে কোম্পানির বিধানমতে প্রত্যেক ঋণদাতার অভিমত যত ব্যক্তির অভিমতের তুল্য তাহা বিবেচনীয়।

তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণ কালে অতিরিক্ত সম্বিধায়ককে আদালতের নিযুক্ত করিবার কথা।

১৯৪ ধারা। যদি আদালত কর্ত্তৃক আদালতের তত্ত্বাধীন কর্ম্ম বন্ধ করিবার কোন আজ্ঞা হয় তবে আদালত সেই কি তৎপশ্চাৎ আজ্ঞাক্রমে এক জন অতিরিক্ত সম্বিধায়ককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এবং আদালত কর্ত্তৃক তদ্রূপে নিযুক্ত সম্বিধায়ক কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হওনের ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত ও তত্তুল্য বাধ্যতার অধীন ও সর্ব্বোতোভাবে তদবস্থাপন্ন হইবেন।

আদালত কর্ত্তৃক তদ্রূপে নিযুক্ত কোন সংবিধায়ককে ঐ আদালত সময়েং অপস্থত করিতে পারিবেন; ও তদ্রূপ অপসরণদ্বারা কিম্বা মৃত্যু দ্বারা কি ত্যাগ করণ দ্বারা যে পদ শূন্য হয় তাহাতে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞার ফলের কথা।

১৯৫ ধারা। যদি আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয় তবে সেই কর্ম্ম বন্ধ করিতে নিযুক্ত সংবিধায়ক কেবল আদালতের আজ্ঞাপিত নিষেধ মানিয়া কোম্পানির কার্য্য সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ হওয়ার ন্যায় আদালতের অনুমতি কি হস্তক্ষেপণ ভিন্ন আপনার ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্ত স্থল ভিন্ন আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণের যে আজ্ঞা আদালত কর্ত্তৃক করা যায় সেই আজ্ঞা মোকদ্দমা এবং ব্যবহারঘটিত অন্যং কার্য্য স্থগিত করণ সমেত সমস্ত কার্য্যের পক্ষে আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণার্থ আদালতের আজ্ঞাজ্ঞ ন হইবে এবং অংশ উপলক্ষে দেয় টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে কিম্বা সংবিধায়কদিগের সেই আজ্ঞা প্রবল করিতে এবং আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইলে আদালত অন্য যে সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিতেন, সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে সেই আজ্ঞা দ্বারা ঐ আদালতের প্রতিসম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত হইবে।

. রাজকীয় সম্বিধায়কদিগের প্রতি কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে আদালত কোন কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন, এই মর্ম্মের বিধির অর্থ করণ কালে, যে সংবিধায়কেরা আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য করিতেছেন রাজকীয় সংবিধায়ক শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

কোনং স্থলে স্বেচ্ছাধীন সংবিধায়কদিগকে রাজকীয় সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করিবার কথা।

১৯৬ ধারা। যদি আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয় ও পশ্চাৎ কোম্পানির কর্ম্ম বলপূর্ব্বক বন্ধ হইবার আজ্ঞাক্রমে যদি সেই আজ্ঞার অন্যথা হয়, তবে আদালত সেই শেষোক্ত আজ্ঞা কিম্বা তৎপশ্চাৎ কোন আজ্ঞাক্রমে সেই স্বেচ্ছাধীন সম্বিধায়কদিগকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কিয়ৎকালের কি চিরকালের নিমিত্ত এবং তাঁহাদের সঙ্গে অন্য ব্যক্তিদিগকে সংযোগ করিয়া কি না করিয়া রাজকীয় সম্বিধায়কের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

পরিশিষ্ট বিধি।

কর্ম্ম বন্ধ করণের আরম্ভ হইলে পর হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ হইবার কথা।

১৯৭ ধারা। আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি আদালতের তত্ত্বাধীনে যে সময়ে কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সেই সময়ে কোম্পানির সম্পত্তি হস্তান্তর করণের সমস্ত কার্য্য এবং কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ অবধি বন্ধ করণের আজ্ঞা হওয়ার কাল পর্য্যন্ত কোন সময়ে অংশের হস্তান্তরকরণ যে প্রত্যেক কার্য্য কিম্বা কোম্পানির সংভূয়কারিগণের অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা অসিদ্ধ হইবে; কিন্তু আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা করিলে তাহা স্থির থাকিবে।

কোম্পানির খাতা বহী প্রমাণ হইবার কথা।

১৯৮ ধারা। কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য যৎকালে চলিতেছে তৎকালে কোম্পানির এবং সম্বিধায়কদিগের সকল খাতা বহী ও হিসাব ও লেখ্যেতে লিপিবদ্ধ হওনের ন্যায় যেং বিষয় দেখা আদি দৃষ্টে ঐ কোম্পানির ধনদাতাদিগের পরস্পর সম্বন্ধে সেই পর্য্যন্ত সেই সমস্ত বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ হইবে।

কোম্পানির খাতাবহী ও হিসাব ও লেখ্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

১৯৯ ধারা। এই আইনক্রমে কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ হইয়া সেই কোম্পানি বিলোপনোন্মুখ হইলে কোম্পানির ও সম্বিধায়কদিগের খাতা বহী ও হিসাব ও লেখ্য লইয়া পশ্চাৎ লিখিত কার্য্য হইবে। আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইলে আদালত যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপ, এবং যদি কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ হয় তবে সেই কোম্পানি অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ করিয়া যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপ কার্য্য হইবে।

. কিন্তু উক্ত প্রকারে বিলোপ হইবার তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর অতীত হইলে পর, যদি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা সেই খাতাবহী প্রভৃতিতে কোন স্বার্থের দাওয়া করেন এবং যদি সেই খাতাবহী ও হিসাব ও লেখ্য কিম্বা তন্মধ্যে কোন বহী কি পত্র পাওয়া যাইতে না

পারে; তবে ঐ পুস্তকাদি ঐ কোম্পানির কি সম্বিধায়কের কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির রক্ষণে ছিল তাঁহার প্রতি সেই কারণে, কোন দায় বর্ত্তিবে না।

পুস্তকাদি পরিদর্শনের কথা।

২০০ ধারা। যদি আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করা যায়, তবে কোম্পানির উত্তমর্ণদের ও ঋণদাতাদের দ্বারা কোম্পানির বহী ও কাগজপত্র দৃষ্টিকরণার্থে আদালত যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন তাহা করিবেন; এবং উত্তমর্ণরা কি ঋণদাতারা আদালতের আজ্ঞানুসারে কোম্পানির নিকট কোন বহীর বা কাগজপত্রের পরিদর্শন করিতে পারিবেন, কিন্তু তদতিরেকে কি তদন্যথায় পারিবেন না।

ঋণ শোধের সাধারণ বিধানের অনুমতি হইবার কথা।

২০১ ধারা। যদি কোম্পানির কার্য্য আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ করা যায়, তবে আদালতের অনুমতি ক্রমে কিম্বা যদি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যায়, তবে কোম্পানির অতিরিক্ত নির্দ্ধারণে দত্ত অনুমতিক্রমে, সম্বিধায়ক কোন শ্রেণীর উত্তমর্ণদের সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করিতে পারিবেন, কিম্বা উত্তমর্ণদের সঙ্গে কি যাঁহারা উত্তমর্ণ হওয়ার দাওয়া রাখেন তাঁহাদের সঙ্গে কিম্বা বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ যে কোন দাওয়াক্রমে কোম্পানির প্রতি কোন দায় বর্ত্তিতে পারে এমত দাওয়াকারিদের কি যাঁহারা আপনাদিগকে দাওয়াকারিস্বরূপ ব্যক্ত করেন তাঁহাদের সঙ্গে সম্বিধায়ক যে কোন প্রকারে রফা বা অন্য নিয়ম করা বিহিত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন।

রফা করিবার ক্ষমতার কথা।

২০২ ধারা। যদি কোম্পানির কার্য্য আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ করা যায় তবে সম্বিধায়ক আদালতের অনুমতিক্রমে কিম্বা যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যায়, তবে কোম্পানির অতিরিক্ত নির্দ্ধারণে দত্ত অনুমতিক্রমে কোম্পানির ও কোন ঋণদাতার কিম্বা ব্যক্ত ঋণদাতার কিম্বা অন্য অধমর্ণের কিম্বা কোম্পানির নিকট দায়ের অনুভাবী কোন ব্যক্তির সঙ্গে অংশোপলক্ষে মুদ্রা দানের সকল আদেশের ও আদেশঘটিত দায়ের ও ঋণের এবং অন্য যে দায় পশ্চাৎ ঋণ হইতে পারে সেই দায়ের ও বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ যে সকল দাওয়া আছে বা যাহার সম্ভা অনুমান হয় তাহার রফা এবং কোম্পানির স্বত্বের বা কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণের সহিত যে সকল বিষয়ের কোন প্রকার সম্পর্ক থাকে বা ক্ষতিরদ্ধ হয় তাহার যে নিয়ম সাধারণমতে উভয় পক্ষের সম্মত হয় সেই নিয়মানুসারে রফা করিবেন এবং সম্বিধায়ককে ঐ ঋণ বা দায় পরিশোধ করিবার কোন প্রতিভূ লইবার এবং অংশোপলক্ষে মুদ্রা দানের উক্ত সকল বা কোন আদেশ বা ঋণ বা দায় সম্পর্কে নিষ্কৃতিপত্র দিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

রফার প্রস্তাব হইলে ঐ রফার সম্বন্ধে বিপত্তি করিবার নিমিত্ত আদালতের উত্তমর্ণ প্রভৃতির সভা হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২০৩ ধারা। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে বা তৎপরে যে কোম্পানির কর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে বা আদালতের দ্বারা বা আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ হইতেছে সেই কোম্পানির সহিত ঐ কোম্পানির উত্তমর্ণদের বা কোন শ্রেণীর উত্তমর্ণদের কোন রফা বা বন্দোবস্ত হইবার প্রস্তাব হইলে সরাসরীমতে কোন উত্তমর্ণের বা সম্বিধায়কের প্রার্থনাক্রমে অন্য ক্ষমতার অতিরিক্ত আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে আদালত যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে উক্ত উত্তমর্ণদের বা উক্ত শ্রেণীর উত্তমর্ণদের এক সভা আহ্বান করা যাইবে, এবং উক্ত উত্তমর্ণদের বা উক্ত শ্রেণীর উত্তমর্ণদের মধ্যে যাঁহারা স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা ঐ সভার উপস্থিত থাকেন, মূল্যানুসারে তাঁহাদের চারিভাগের তিনভাগস্বরূপ অধিকাংশ ব্যক্তিরা যদি কোন বন্দোবস্তে বা রফায় সম্মত হন, তবে আদালত আজ্ঞাক্রমে অনুমতি করিলে ঐ বন্দোবস্ত বা রফা উক্ত সকল উত্তমর্ণদের অথবা স্থল বিশেষে উক্ত শ্রেণীর উত্তমর্ণদের এবং উক্ত কোম্পানির সম্বিধায়কের ও ঋণদাতাদের সম্বন্ধে বলবৎ হইবে।

কোম্পানির সম্পত্তি বিক্রয়ের মূল্যস্বরূপ অংশ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে সম্বিধায়কদের ক্ষমতার কথা।

২০৪ ধারা। যখন কোন কোম্পানির সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব হয় বা তাহার বন্ধকরণ কার্য্য চলিতেছে এবং সেই কোম্পানির সমুদয় কর্ম্ম বা সম্পদ বা তাহার কোন অংশ অন্য কোম্পানির নিকটে হস্তান্তর বা বিক্রয় করিবার প্রস্তাব হয়, তখন প্রথমোক্ত কোম্পানির সম্বিধায়কেরা যে কোম্পানি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন সেই কোম্পানির বিশেষ নির্দ্ধারণের বলক্রমে সাধারণ ক্ষমতা কিম্বা কোন বিশেষ নিয়ম সম্পর্কে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ কোম্পানির সভ্যকারীদের মধ্যে বিলি করিবার জন্য ঐ অন্য কোম্পানির অংশ বা ডিবেঞ্চর বা পলিসী বা তদ্রূপ অন্য কোন স্বার্থ উক্ত প্রকারে হস্তান্তর বা বিক্রয় করণের মূল্য কিম্বা মূল্যের অংশস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিবেন, অথবা যে কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করা যাইতেছে তাহার সভ্যকারিগণ মুদ্রার বা অংশের বা ডিবেঞ্চরের বা পলিসীর বা তদ্রূপ অন্য স্বার্থের স্থলে বা তদাতিরিক্ত ঐ ক্রয় করণেচ্ছু কোম্পানির বাণিজ্য প্রাপ্তির কোন অংশ কিম্বা অন্য কোন লভ্য যাহাতে পাইতে পারেন ঐ সম্বিধায়কেরা এমত নিয়ম করিতে পারিবেন।

সম্বিধায়কেরা এই ধারাক্রমে যে বিক্রয় বা যে কোন নিয়ম করেন যে কোম্পানির কার্য্য বন্ধ হইতেছে সেই কোম্পানির সভ্যকারীগণ তদ্দ্বারা অবশ্য আবদ্ধ হইবেন। পরন্তু উক্ত স্থলে এই বিধি মান্য করিতে হইবে যে, যে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইতেছে সেই কোম্পানি যে সময়ে বিশেষ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোন সভা করেন সেই সময়ে যদি ঐ কোম্পানির কোন সভ্যকারক বা ঐ বিশেষ নির্দ্ধারণের পক্ষে সম্মত না হইয়া তদ্রূপ কোন বিশেষ নির্দ্ধারণ বিষয়ে আপনার অসম্মতি লিখিয়া সম্বিধায়কদের বা তাঁহাদের কোন ব্যক্তির

নামে পত্রদ্বারা জ্ঞাত করিয়া ঐ বিশেষ নির্দ্ধারণ যে সভায় করা যায় সেই সভার তারিখের পর অন্যূন সাত দিনের মধ্যে কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে ঐ পত্র রাখেন, তবে ঐ অসম্মত সম্ভূয়কারী পূর্ব্বোক্তরূপে পত্র লিখিয়া ও রাখিয়া সন্নিধায়কদিগকে পশ্চাৎলিখিত কল্পের মধ্যে যে কর্ম্ম তাঁহাদের বিবেচনায় শ্রেয়ঃ হয় তাহা করিতে আদেশ করিতে পারিবেন; অর্থাৎ, সেই নির্দ্ধারণ সফল করিতে নিরস্ত হন, নতুবা ঐ অসম্মত সম্ভূয়কারীর যে স্বার্থ আছে তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে নির্দ্ধার্য্য মূল্যে ক্রয় করেন। কোম্পানির বিলোপ হইবার পূর্ব্বে সেই ক্রয়ের মূল্য দিতে হইবে এবং বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে যেরূপ নির্ণীত হয় সন্নিধায়কেরা সেইরূপে ঐ মূল্য আদায় করিবেন।

কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার কিম্বা সন্নিধায়কদিগকে নিযুক্ত করিবার কোন নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে বা তৎসমকালে ঐ বিশেষ নির্দ্ধারণ করা গিয়াছিল এই হেতুক তাহা এই ধারার কার্য্যোপলক্ষে ব্যর্থ বলিয়া জ্ঞান হইবে না। কিন্তু যদি এক বৎসরের মধ্যে আদালতের দ্বারা বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করা যায়, তবে আদালত কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে সেই নির্দ্ধারণ বলবৎ হইবে না।

২০৫ ধারা। কোন অসম্মত সম্ভূয়কারীর স্বার্থ ক্রয়ার্থে যে মূল্য দিতে হইবে তাহা সম্মতিক্রমে নিরূপিত হইতে পারিবে। যদি সেই বিষয়ে উভয় পক্ষের বিবাদ হয় তবে সেই বিবাদ নিম্নলিখিত বিধানানুযায়ী মধ্যস্থতীক্রমে নির্ণীত হইবে।

মূল্য নিরূপণের নিয়মের কথা।

২০৬ ধারা। মধ্যস্থতীক্রমে যে বিবাদের নিষ্পত্তি হইবার আজ্ঞা হয় তদ্রূপ কোন বিবাদ হইলে যদি উভয় পক্ষ এক বাক্য হইয়া একই ব্যক্তিকে মধ্যস্থ নিযুক্ত না করেন, তবে প্রত্যেক পক্ষ অন্যতর পক্ষের আদেশানুসারে যাহার প্রতি ঐ বিবাদ অর্পিত হইবে আপনার স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে এমত কোন মধ্যস্থকে মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন।

মধ্যস্থতীক্রমে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে হইলে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিবার কথা।

তদ্রূপ নিয়োগ হইলে পর কোন পক্ষ অন্য পক্ষের অনুমতি বিনা তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না এবং কোন পক্ষ মরিলেও মরণপ্রযুক্ত ঐ নিয়ম অন্যথা হইবে না।

তদ্রূপ কোন বিবাদের উত্থাপন হইলে এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি মধ্যস্থ নিযুক্ত করিবার আদেশপত্র অর্পণ করিলে পর যদি ঐ ব্যক্তি চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত তদ্রূপ মধ্যস্থ নিযুক্ত না করেন, তবে সেই কার্য্যের অননুষ্ঠান হেতুক যে পক্ষ ঐ আদেশ করেন, তিনি যদি পূর্ব্বে আপনার পক্ষে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়া থাকেন তবে সেই মধ্যস্থকে উভয় পক্ষের নিমিত্ত কার্য্য করণার্থ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহাতে সেই মধ্যস্থ বিবাদীয় বিষয় শুনিয়া নির্ণয় করিতে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপ স্থলে ঐ একই মধ্যস্থের আজ্ঞা বা নির্ণয় চূড়ান্ত হইবে।

২০৭ ধারা। তদ্রূপ অর্পিত বিষয়ের নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে যদি কোন পক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন মধ্যস্থ মরেন কিম্বা মধ্যস্থের কর্ম্ম করিতে অক্ষম বা অসম্মত হন কিম্বা সাত দিন পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম না করেন, তবে যে পক্ষ দ্বারা ঐ মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তিনি তাঁহার স্থানে কর্ম্ম করণার্থ লিখনক্রমে অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং অন্য পক্ষ তাঁহাকে লিখন ক্রমে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিবার আদেশ করিলে যদি সাত দিন পর্য্যন্ত তাহা না করেন তবে অবশিষ্ট বা অন্য মধ্যস্থ এক তরফা কর্ম্ম করিবেন, এবং ঐ মধ্যস্থের মরণ কালে কিম্বা কর্ম্ম করিতে অসম্মত বা অক্ষম হওন কালে তাঁহার প্রতি যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা অর্পিত ছিল পূর্ব্বোক্ত প্রতিনিধি মধ্যস্থেরও সেই শক্তি ও ক্ষমতা হইবে।

মধ্যস্থের পদ শূন্য হইলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার কথা।

২০৮ ধারা। যদি একের অধিক জন মধ্যস্থ নিযুক্ত করা যায়, তবে কোন বিষয়ে তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইলে তাহার নিষ্পত্তি করিবার জন্য সেই মধ্যস্থগণ আপনাদের প্রতি অর্পিতকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে একজন প্রমাণ পুরুষ মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন।

প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিবার কথা।

যদি সেই প্রমাণ পুরুষ মরেন কিম্বা কর্ম্ম করিতে অসম্মত হন বা সাত দিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম না করেন, তবে তাহার মরণ বা অসম্মতি বা অননুষ্ঠানের পরেই তাঁহার স্থানে অন্য প্রমাণ পুরুষ অগৌণে নিযুক্ত করিবেন এবং উক্তরূপে তৎপ্রতি অর্পিত সকল বিষয়ে তদ্রূপ প্রমাণ পুরুষের যে নিষ্পত্তি হয় তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

২০৯ ধারা। উক্ত মধ্যস্থগণ বা তাহাদের প্রমাণ পুরুষ বিবাদীয় বিষয়ের নির্ণয়ার্থ কোন পক্ষের অধিকারগত বা ক্ষমতাগত কোন লেখ্য আনয়ন করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাঁহারা বা তিনি তাহা আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং শপথক্রমে উভয় পক্ষের বা তাঁহাদের সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

বহী প্রভৃতি আনাইতে মধ্যস্থদিগের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১০ ধারা। মধ্যস্থদের নিষ্পাদনীয় তদ্রূপ মধ্যস্থতী কার্য্য ঘটিত ও তৎকার্য্যের ব্যয় মধ্যস্থদিগের বা স্থল বিশেষে তাঁহাদের প্রমাণ পুরুষদের বিবেচনানুযায়ী হইবে।

মধ্যস্থগণের বিবেচনামতে খরচ নিরূপণ হইবার কথা।

২১১ ধারা। একতর পক্ষের প্রার্থনা হইলে তদ্রূপ মধ্যস্থতীতে অর্পণকার্য্য আদালতে অর্পিত হইতে পারিবে ও তদনুসারে অর্পণের আজ্ঞা হইতে পারিবে, এবং তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞার ও তদনুযায়ী ব্যবহারঘটিত কার্য্যের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের বিধান যে পর্য্যন্ত বর্ত্তিতে পারে সেই পর্য্যন্ত বর্ত্তিবে।

মধ্যস্থতীতে বিবাদার্পণ কার্য্য আদালতে অর্পিত হইতে পারিবার কথা।

ক্রোক ও প্রকারের ক্রোক, ও আটক ও কার্য্যসাধন অসিদ্ধ হইবার কথা।

২১২ ধারা। আদালত দ্বারা কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোন কোম্পানির কর্ম্ম যৎকালে বন্ধ করা যাইতেছে, তৎকালে সেই কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের পর ঐ আদালতের অনুমতি বিনা কোম্পানির সম্পদের বা সামগ্রীর বিপক্ষে ক্রোক বা আটক বা ডিক্রী সাধনের যে কার্য্য করা যায় তাহা ব্যর্থ হইবে।

এই ধারার কোন কথা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি বর্ত্তিবে না।

প্রতারণাসহ অগ্রগণ্যতার কথা।

২১৩ ধারা। কোন এক জন বণিক কর্ত্তৃক বা তাঁহার বিপক্ষে কোন দ্রব্য হস্তান্তর করা গেলে বা বন্ধক দেওয়া গেলে বা সমর্পণ করা গেলে কিম্বা সম্পত্তি সম্পর্কে টাকা দেওয়া গেলে কিম্বা লেখা সম্পাদন বা অন্য কার্য্য করা গেলে পর সে ব্যক্তি যোত্রহীন হইলে যদি সেই কার্য্য ঐ বণিকের উত্তমর্ণদের অনুপযুক্ত বা প্রতারণাসহ অগ্রগণ্যতাক্রমে কৃত জ্ঞান হইত, তবে কোন কোম্পানি কর্ত্তৃক বা তদ্বিপক্ষে তদ্রূপ কার্য্য করা গেলে পর সেই কোম্পানির কার্য্য এই আইন অনুসারে বন্ধ হইলে ঐ কর্ম্ম ঐ কোম্পানির উত্তমর্ণদের অনুপযুক্ত বা প্রতারণাসহ অগ্রগণ্যতাক্রমে হইয়াছে জ্ঞান হইয়া তদনুসারে ব্যর্থ হইবে।

এই ধারার অভিপ্রায় সাধনার্থ আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিতে হইলে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের যে প্রার্থনা হয় এবং স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা গেলে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের যে নির্দ্ধারণ হয় তাহা সাধারণ কোন বণিকের যোত্রহীনতা করণের তুল্য জ্ঞান করা যাইবে; এবং এই আইনমতে স্থাপিত কোম্পানি আপন উত্তমর্ণদের লভ্যার্থে ট্রষ্টীদের হস্তে আপনার সমস্ত সম্পদ ও সামগ্রী হস্তান্তর বা সমর্পণ করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে।

দোষী ডাইরেক্টরদের ও কার্য্যকারকদের উপর আদালতের ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করিবার ক্ষমতার কথা।

২১৪ ধারা। এই আইনমতে কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণ কালে যদি দৃষ্ট হয় যে ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা রাজকীয় বা অন্য সংবিধায়ক কিম্বা ঐ কোম্পানির কার্য্যকারক কোম্পানির কোন মুদ্রার অসদ্ব্যয় করিয়াছেন কিম্বা তাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন কিম্বা কোন টাকার নিমিত্ত ঋণী বা দায়ী হইয়াছেন কিম্বা কোম্পানি সম্পর্কীয় কোন অন্যায় কর্ম্মে বা বিশ্বাসঘাতকতা দোষে দোষী হইয়াছেন, তবে ঐ অপরাধ হেতুক ঐ অপরাধী যদিও ফৌজদারী আইনমতে দায়ী হন তথাপি কোন সংবিধায়কের কিম্বা কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের বা ঋণদাতার প্রার্থনামতে আদালত ঐ ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা অন্য কার্য্যকারকের আচরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া তদ্রূপ অসদ্ব্যয় বা স্বহস্তগত টাকা কিম্বা অন্য যে টাকার নিমিত্ত ঋণী বা দায়ী হইয়াছেন তাহা ও আদালত তদুপরি যে হারে সুদ ন্যায্য বোধ করেন সেই হারে সুদ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক প্রতিদান করাইতে পারিবেন, অথবা সেই অসদ্ব্যয় বা হস্তগত করণ বা অন্যায় কর্ম্ম বা বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফলস্বরূপ যত টাকা আদালত ন্যায্য বোধ করেন কোম্পানির হিতে তাঁহার তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১ ব্যাখ্যা।—কোন কোম্পানির ব্যাঙ্কর ব্যাঙ্কর বলিয়া এই ধারার মর্ম্মানুসারে কার্য্যকারক নহেন।

২ ব্যাখ্যা।—মৃত কার্য্যকারকের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে এই ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না।

খাতা বহী কূট করিবার দণ্ডের কথা।

২১৫ ধারা। এই আইনমতে যে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা যায় তাহার কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যকারক বা ঋণদাতা যদি প্রতারণা দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রাপ্য হরণ বা বঞ্চনা করণাভিপ্রায়ে কোন বহী বা পত্র বা লিপি বা প্রতিভূপত্র নষ্ট বা কর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন বা কূট বা প্রতারণাপূর্ব্বক গোপন করেন, কিম্বা কোম্পানির কোন রেজিষ্টরে বা খাতা বহীতে বা অন্য লেখ্যে কোন মিথ্যা বা প্রতারণাসূচক কথা লিখেন বা লিখিবার সহকারী হন, তবে তদ্রূপ অপরাধী প্রত্যেক ব্যক্তির দুই বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড হইবে এবং পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

আদালত কর্ত্তৃক কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে দোষী ডাইরেক্টরদের নামে অভিযোগ হইবার কথা।

২১৬ ধারা। আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাবধানে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কোন আজ্ঞা হইলে যদি সেই কর্ম্ম বন্ধ করণকালে দৃষ্ট হয় যে ঐ কোম্পানির ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা কার্য্যকারক বা সমুদয়কারী কোম্পানির সম্পর্কে কোন অপরাধের অপরাধী ও তজ্জন্য ফৌজদারী আইনমতে দায়ী তবে আদালত সেই কর্ম্ম বন্ধ করণে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কিম্বা আপন ইচ্ছামতে রাজকীয় সংবিধায়কদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে সংবিধায়কদিগকে অভিযোগ উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন এবং কোম্পানির হিত হইতে ঐ অভিযোগের খরচ ও ব্যয় দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ডের কথা।

২১৭ ধারা। এই আইনক্রমে শপথ পূর্ব্বক যে পরীক্ষা হইবার অনুমতি হয় কিম্বা এই আইন অনুসারে কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণকালে বা তদুপলক্ষে যে কোন আফিডেবিট বা সাক্ষ্য দেওয়া যায় বা যে কোন ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করা যায় কিম্বা এই আইনক্রমে উত্থাপিত অন্য বিষয়ে বা তদুপলক্ষে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন তবে তাঁহার সাত বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কর্ম্ম বন্ধ করণের ভার জিলার আদালতের প্রতি অর্পিত হইতে পারিবার কথা।

২১৮ ধারা। হাই কোর্ট যদি এই আইনমত কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করেন তবে উচিত বোধ করিলে কোন জিলার আদালতে পরবর্ত্তী সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান হইবার আদেশ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্যপক্ষে ঐ জিলার আদালত এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী আদালত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত কর্ম্ম বন্ধকরণ কার্য্যপক্ষে ঐ হাই কোর্টের সমস্ত বিচারাধিপতা ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

এক জিলার আদালত হইতে অন্য জিলার আদালতে কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য উঠাইয়া লইবার কথা।

২১৯ ধারা। কোন জিলার আদালতের কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য চলন কালে যদি ইহা হাই কোর্টের দেখান যায় যে ঐ কার্য্য অন্য কোন জিলার আদালতে চালাইলে অধিকতর সুবিধা হয় তবে উক্ত হাই কোর্ট ঐ কার্য্য ঐ অন্য আদালতে উঠাইয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য ঐ অন্য জিলার আদালতে চলিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বিধি।

রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের স্থিতির বিধি।

২২০ ধারা। এই আইন অনুসারে কোম্পানিদিগের রেজিষ্টরী কার্য্য পশ্চাৎ লিখিতমতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্ট্রার প্রভৃতির পদ সৃষ্টি করণার্থ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি হইলে পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইন অনুসারে কোম্পানিদের রেজিষ্টর করণার্থ যে রেজিষ্ট্রার ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার ও ক্লার্ক ও চাকর দিগকে আবশ্যক জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সময়েং নিযুক্ত করিবেন এবং স্বেচ্ছামতে অপসৃত করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত কোন রেজিষ্ট্রারদের ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রারদিগের ও ক্লার্কদিগের ও চাকরদিগের যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ের যে বিধি উপযুক্ত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন।

(গ) কোম্পানিদের রেজিষ্টরী করিবার কার্য্যালয় যেং স্থানে স্থাপিত হইবে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং নিরূপণ করিতে পারিবেন, কিন্তু কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রত্যেক রাজধানীতে অন্যূন এক কার্য্যালয় সর্ব্বদা রক্ষিত হইবে এবং সংস্থিতিপত্রের মধ্যে কোন কোম্পানির রেজিষ্টরীকরা কার্য্যালয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে স্থাপিত হওয়ার কথা আছে, সেই অংশের অন্তর্গত কার্য্যালয় ভিন্ন ঐ কোম্পানির অন্য স্থানে রেজিষ্টরী হইবে না।

(ঘ) কোম্পানিদের রেজিষ্টর করণার্থ যে কোন লেখ্যের প্রয়োজন হয় কি সম্পর্ক থাকে তাহা সত্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং এক কি অধিক মোহর প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(ঙ) জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানিদিগের রেজিষ্ট্রার যে সকল লেখ্য রাখেন তাহা প্রত্যেক ব্যক্তি দৃষ্টি করিতে পারিবেন, এবং প্রত্যেকবার দর্শনের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক টাকার অনধিক যে ফী নিরূপণ করেন লেখ্য দর্শনার্থে সেই ফী দিতে হইবে। কোন ব্যক্তি কোন কোম্পানির সমবায়পত্রের সংশিত পত্র কিম্বা রেজিষ্ট্রারের সংশিত অন্য কোন লেখ্যের কি তাহার কোন অংশের প্রতিলিপি কি তদুদ্ধৃত কথা চাহিয়া লইতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমবায় পত্রের সংশিতপত্রের জন্য ৩৲ তিন টাকার অনধিক এবং উক্ত প্রতিলিপির কি কথার শত শব্দের প্রতি ৵ আনার অনধিক যত ফী নিরূপণ করেন, সেই সমবায় পত্রের সংসিত পত্র ও সংসিত প্রতিলিপির কি গৃহীত কথার জন্য তত ফী দিতে হইবে

(চ) জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার ও ক্লার্ক ও অন্য কর্ম্মকারকেরা ও চাকরেরা অদ্যাপি যে পদ ধারণ ও যে বেতন ভোগ করিতেছেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে সেই পদ ধারণ ও সেই বেতন ভোগ করিবেন; কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন কালে সেই বিধিমতে কর্ম্ম করিতে হইবে।

(ছ) ইহার পরে জাইণ্টষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্টরী করণার্থে যে কোন রেজিষ্ট্রার কি আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার কি ক্লার্ক কি চাকর নিযুক্ত হন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে তাঁহাদের যে বেতন নিরূপণ করেন তাঁহারা সেই বেতন পাইবেন।

(জ) এই আইনমতে জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের প্রতি কি তাঁহার দ্বারা কোন কর্ম্ম হইবার আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতকাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করেন ততকাল জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রারের প্রতি কি তাঁহার দ্বারা, অথবা তিনি উপস্থিত না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিকে তৎকালের নিমিত্ত ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার প্রতি কি তাহার দ্বারা সেই কর্ম্ম করা যাইবে। কিন্তু যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের স্থিতির পরিবর্ত্তন করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকারক দিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের প্রতি কি তাঁহাদের দ্বারা এবং রেজিষ্টর করণীয় কোম্পানিদিগকে রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ের স্থাপনপক্ষে ঐ গবর্ণমেণ্ট যে স্থান কি যেং স্থান নিরূপণ করেন তথায় সেই ক্রিয়া করা যাইবে।

ষষ্ঠ খণ্ড।

জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির আইনমতে যেং কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

১৮৫৭ সালের ১৯ আইন কি ১৮৬০ সালের ৭ আইনমতে যে কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

২২১ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত বিধি প্রবল মানিয়া, প্রথম তফশীলের A চিহ্নিত টেবিল ব্যতিরেকে এই আইন, ১৮৫৭ সালের ১৯ আইন এবং ১৮৬০ সালের ৭ আইন কি তন্মধ্যে একতর আইনমতে স্থাপিত ও রেজিষ্টর করা কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিবে। ফলতঃ কোম্পানি সীমাবদ্ধ হইলে ঐ কোম্পানি যেন এই

আইনমতে অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপে স্থাপিত হইল ও রেজিস্টরী করা গেল, এবং সীমাবদ্ধ কোম্পানি ভিন্ন হইলে সেই কোম্পানি যেন এই আইনমতে অসীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপে স্থাপিত হইল ও রেজিস্টর করা গেল। এবং আইন তদ্রূপেই বর্ত্তিবে। কিন্তু বিশেষ এই যে, রেজিস্টরী করিবার তারিখের প্রতি স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ লক্ষ করিয়া কোন কথা হইলে, উক্ত কোম্পানিগণ উক্ত দুই আইন কি তন্মধ্যে কোন আইন ক্রমে যে২ তারিখে রেজিস্টরী হইয়াছিল সেই তারিখের প্রতি লক্ষ হইল জ্ঞান হইবে, এবং এই আইনমতে বিশেষ নিদ্ধারণক্রমে বিধান পরিবর্ত্তনের যে ক্ষমতা প্রদান হইয়াছে, উক্ত দুই আইন কি তন্মধ্যে কোন আইন অনুসারে স্থাপিত ও রেজিস্টরী করা কোন কোম্পানির পক্ষে, সেই ক্ষমতানুসারে ১৮৫৭ সালের ১৯ আইনে সংযুক্ত B চিহ্নিত টেবিলের কোন বিধান পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে। এবং পূর্ব্বোক্তমতে স্থাপিত ও রেজিস্টর করা অসীমাবদ্ধ কোম্পানির পক্ষে সেই ক্ষমতানুসারে মূলধনের পরিমাণ কিম্বা অংশাংশে তাহার বণ্টনসম্পর্কীয় কোন বিধানের পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে. যদ্যপি সেই বিধান সম্মতিপত্রে লিপিবদ্ধ থাকে তথাপি তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।

১৮৫৭ সালের ১৯ আইন কি ১৮৬০ সালের ৭ আইনমতে যে কোম্পানি রেজিস্টরী হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

২২২ ধারা। যে কোম্পানি এই আইনমতে স্থাপিত না হইয়া রেজিস্টরী হয় তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার বিধান যদ্রূপে পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে উক্ত দুই কি তন্মধ্যে কোন আইনক্রমে যে কোম্পানি স্থাপিত না হইয়া রেজিস্টরী হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন তদ্রূপেই বর্ত্তিবে। কিন্তু বিশেষ এই যে, রেজিস্টরী হইবার তারিখ লক্ষ হইয়া স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ কোন কথা হইলে, ঐ২ কোম্পানি উক্ত দুই কি একতর আইনক্রমে যে তারিখে রেজিস্টরী হইয়াছিল সেই তারিখ লক্ষ্য হইল জ্ঞান হইবে।

অংশ হস্তান্তর করণপত্রের কথা।

২২৩ ধারা। উক্ত দুই কি একতর আইনক্রমে যে কোম্পানির রেজিস্টরী হয় তাহার পূর্ব্বাবধি যে পাঠের ব্যবহার হইয়াছে ঐ কোম্পানি সেই পাঠে কিম্বা অন্য যে পাঠের আদেশ করেন সেই পাঠে তাহার অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

সপ্তম খণ্ড।

এই আইনমতে কোম্পানিদিগের রেজিস্টরী হইবার ক্ষমতার বিধি.

যে২ কোম্পানি রেজিস্টরী হইতে পারে তাহার কথা।

২২৪ ধারা। ইহার পর বর্ণিত পশ্চাৎ ধারার বর্জ্জিত কোম্পানি ভিন্ন এবং ঐ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, এই আইনের প্রারম্ভের সময়ে যে প্রত্যেক কোম্পানি বর্ত্তমান থাকে, এবং সাত কি ততোধিক জন সম্ভুয়কারীযুক্ত যে কোন কোম্পানি উক্ত একতর আইনক্রমে রেজিস্টরী হইয়াছে এবং পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইন অনুসারে, কিম্বা এই আইন ভিন্ন মন্ত্রিসভাস্থিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কোন আইন অনুসারে, কিম্বা পেটেণ্টপত্রানুসারে যে কোন কোম্পানি পশ্চাৎ স্থাপিত হয় কিম্বা যে কোম্পানি প্রকারান্তরে আইনক্রমে নিয়মিতরূপে সংস্থাপিত হয় এবং সাত কি অধিক সম্ভুয়কারী যুক্ত হয়, সেই২ কোম্পানি এতৎপশ্চাৎ কোন কালে অসীমাবদ্ধ কোম্পানি কিম্বা অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি কিম্বা প্রতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপে এই আইনমতে আপনাকে রেজিস্টরী করাইতে পারিবেন এবং কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণের আইনমতে রেজিস্টরী হইয়াছে বলিয়া সেই রেজিস্টরী কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

বর্ত্তমান কোম্পানি রেজিস্টরী করিবার বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে কোম্পানিদিগের রেজিস্টরী করণসম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধি মানিতে হইবে:—

(ক) পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারের জইণ্ট স্টাক কোম্পানি না হইয়া পার্লিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা কিম্বা এই আইন ভিন্ন মন্ত্রিসভাস্থিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন দ্বারা কিম্বা পেটেণ্টপত্র দ্বারা যে কোম্পানির সম্ভুয়কারিগণের দায় সীমাবদ্ধ হয় এইরূপ কোন কোম্পানি এই আইনের এই খণ্ডানুসারে এই আইনক্রমে রেজিস্টরী হইবে না।

(খ) পার্লিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা কিম্বা এই আইন ভিন্ন মন্ত্রিসভাস্থিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন দ্বারা কিম্বা পেটেণ্ট পত্র দ্বারা যে কোম্পানির সম্ভুয়কারিদের দায় সীমাবদ্ধ হয় এমত কোন কোম্পানি এই আইনের এই খণ্ডানুসারে অসীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ কিম্বা প্রতিভাব্যদ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ এই আইনমতে রেজিস্টরী করা হইবে না।

(গ) এই আইনের প্রারম্ভ কালে জীবনের বিমাপত্র দায়ী যে কোম্পানি বর্ত্তমান থাকে তাহা এবং যে কোম্পানি পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারের জইণ্টস্টাক কোম্পানি না হয় তাহা অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ এই আইনের এই খণ্ডানুসারে এই আইনমতে রেজিস্টরী করা হইবে না।

(ঘ) কোম্পানির রেজিস্টরী করিতে হইবে কি না এই কথার বিবেচনার জন্য সাধারণ সভা আহুত হইলে যে সম্ভুয়কারিগণ উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের অধিকাংশ সম্মত হইলে কিম্বা যদি কোম্পানির বিধানমতে অন্যের দ্বারা মত প্রদান করিবার অনুমতি থাকে তবে তদ্রূপে আপনমত জ্ঞাপন করিয়া উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তি সম্মত হইলে ঐ কোম্পানি এই আইনের এই খণ্ডানুসারে এই আইনমতে রেজিস্টরী করা যাইতে পারিবে, নতুবা নয়।

(ঙ) কোন কোম্পানির সম্ভুয়কারিদের দায় পার্লিয়ামেণ্টের আইন কিম্বা মন্ত্রিসভাস্থিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন দ্বারা কিম্বা পেটেণ্টপত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ না হওয়া যদি সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ ঐ কোম্পানি রেজিস্টরী করিতে উদ্যত হন তবে যে অধিকাংশের সম্মতির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ঐ অধিকাংশের গণনায় সাধারণ সভায় যে সম্ভুয়কারিগণ স্বয়ং কি অন্য দ্বারা উপস্থিত হন তাঁহাদের চারি ভাগের তিন ভাগ লোক লইয়া সেই অধিকাংশ হইবে।

(চ) যদি কোন কোম্পানি প্রতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিস্টরী করিতে উদ্যত হন তবে তদ্রূপ রেজিস্টরী হইবার সম্মতিপত্র সাহত এই মর্ম্মের

নির্দ্ধারণ থাকিবে যে প্রত্যেক সমুয়কারী যতকাল সমুয়কারীর পদে থাকেন তৎকালে কিম্বা তাহার পর এক বৎসরের মধ্যে যদি কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিতে হয় তবে তাহার সমুয়কারিত্ব পদ রহিত হইবার পূর্ব্বে ঐ কোম্পানির যে ঋণ ও দায় বর্ত্তিয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার জন্য এবং কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার খরচার ও পারিশ্রমিকের ও ব্যয়ের জন্য এবং ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্ব নিরূপণ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট এত টাকার অনধিক যত টাকার প্রয়োজন হয় প্রত্যেক সমুয়কারী কোম্পানির স্থিত বৃদ্ধির জন্য তত টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করেন।

এই ধারামতে অধিকাংশের গণনাকরণার্থ যদি ব্যক্তি সংখ্যা প্রকাশের দাওয়া হয় তবে প্রত্যেক জন যে কোম্পানির সমুয়কারী হন তিনি সেই কোম্পানির বিধি অনুসারে যত অভিমত প্রকাশ করিতে স্বত্ববান্ তাহাই ধরিতে হইবে।

২২৬ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি স্বরূপ যে কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার ক্ষমতা থাকে তাহার বর্ণনার সহিত এই আইনের এই খণ্ডের

জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানি শব্দের অর্থ।

যে পর্য্যন্ত সম্পর্ক থাকে সেই পর্য্যন্ত এই খণ্ডের কার্য্যার্থে যে কোম্পানির অবধারিত টাকার স্থায়ী দত্ত বা ব্যক্ত যে কোম্পানির মূলধন অবধারিত টাকার অংশাংশে বিভক্ত হয় কিম্বা স্থাপ্য স্বরূপে ভুক্ত ও হস্তান্তর করণীয় হয় কিম্বা বিভক্ত হইয়া অংশতঃ এক প্রকারে ও অংশতঃ অন্য প্রকারে ভুক্ত হয় এবং যাহার সেই মূলধনের অংশী বা সেই স্থাপ্যের ভোগী হন, তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি সমুয়কারী হইতে পারেন না এই ২ নিয়মে যে কোম্পানি স্থাপিত হয় তাহা জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানি বলিয়া গণ্য হইবে। তদ্রূপ কোম্পানি এই আইনমতে সীমাবদ্ধ কৃপণ সহিত রেজিষ্টরী করা গেলে অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২২৭ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে কোন জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারকে নিম্নলিখিত লেখা দেওয়া যাইবে। অর্থাৎ—

কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার আদেশের কথা।

(ক) রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে পূর্ণ ছয় দিনের অনধিক যে দিন নামাবলীতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই দিনে যাহারা ঐ কোম্পানির সমুয়কারী ছিলেন তাঁহাদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়ের তালিকা। আরো প্রত্যেক জনের যত অংশ আছে তাহাও ঐ তালিকায় লিখিতে হইবে এবং যদি সেই অংশ অঙ্কযুক্ত হয় তবে অঙ্কক্রমে প্রত্যেক অংশের নির্দ্দেশ হইবে।

(খ) পার্লিয়ামেণ্টের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের যে আইন বা রাজদত্ত যে চার্টর বা যে পেটেণ্টপত্র কিম্বা যে নিরূপণ পত্র বা সমুয়সমুত্থানের চুক্তিপত্র বা অন্য যে লেখা দ্বারা কোম্পানি স্থাপিত বা বিধিবদ্ধ হয় তাহার প্রতিলিপি।

(গ) যদি তদ্রূপ কোন জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানিকে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী করিবার অভিপ্রায় থাকে তবে উক্ত নামাবলীর ও প্রতিলিপির সহিত নিম্নলিখিত বিশেষ কথার বর্ণনাপত্র দিতে হইবে, যথা:—

কোম্পানির ব্যক্ত মূলধন যত টাকার হয় ও তাহা যত অংশে বিভক্ত।

যত অংশ গৃহীত হইয়াছে ও প্রত্যেক অংশের উপলক্ষে যত টাকা দেওয়া গিয়াছে।

কোম্পানির নাম ও তৎ সংযুক্ত শেষ কথাস্বরূপ "লিমিটেড" এই শব্দ।

কোম্পানিকে প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী করিবার অভিপ্রায় থাকিলে ঐ প্রাতিভাব্য যত টাকার হইবে ইহা যে নির্দ্ধারণ ক্রমে নির্দ্ধার্য্য হয় সেই নির্দ্ধারণও পূর্ব্বোক্তপত্রের সহিত দিতে হইবে।

২২৮ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানি ভিন্ন কোন কোম্পানিকে রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টরদের কিম্বা অন্য কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে তাহাদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়ের তালিকা এবং পার্লিয়ামেণ্টের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের যে আইন কিম্বা যে পেটেণ্টপত্র বা নিরূপণপত্র কিম্বা সমুয়সমুত্থানের যে চুক্তিপত্র বা অন্য যে লেখ্য দ্বারা ঐ কোম্পানি সংস্থাপিত বা বিধিবদ্ধ হয় তাহার প্রতিলিপি রেজিষ্ট্রারকে দেওয়া যাইবে এবং যদি সেই কোম্পানিকে প্রাতিভাব্য ক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি স্বরূপ রেজিষ্টরী করিবার অভিপ্রায় থাকে তবে যে নির্দ্ধারণ ক্রমে ঐ প্রাতিভাব্যের পরিমাণ নির্দ্ধার্য্য হয় তাহাও ঐ প্রতিলিপির সহিত দিতে হইবে।

জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানি ভিন্ন বর্ত্তমান কোম্পানি রেজিষ্টরী করিতে হইলে তাহার কথা।

২২৯ ধারা। এই আইনমতে যে জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার ক্ষমতা থাকে সেই কোম্পানির সমুদয় মূলধন বা তাহার কোন অংশ যদি পূর্ব্বে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থাপ্য করা গিয়া থাকে তবে সেই পরিবর্ত্তিত মূল ধন সম্পর্কে ঐ কোম্পানি রেজিষ্ট্রারকে অংশের বর্ণনাপত্র না দিয়া কোম্পানির স্থাপ্যের পরিমাণের বর্ণনাপত্র দিবেন এবং রেজিষ্টরী করণের পূর্ব্বে পূর্ণ ছয় দিনের অনধিক যে দিন ঐ বর্ণনাপত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই দিনে যাহারা ঐ স্থাপ্যের ভোগী ছিলেন তাহাদের নামাবলী দিবেন।

বর্ত্তমান কোম্পানির অংশের বিনিময়ে স্থাপ্যের পরিমাণ রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩০ ধারা। এই আইন দ্বারা রেজিষ্ট্রারের নিকট সমুয়কারীদের ও ডাইরেক্টরদের যে নামাবলী ও কোম্পানি সম্পর্কীয় অন্য যে বৃত্তান্ত প্রদান করিবার আদেশ হইয়াছে তাহা ঐ কোম্পানির যে ডাইরেক্টরেরা অর্পণ করেন তাঁহারা বা তন্মধ্যে কোন দুই জন বা কোম্পানির প্রধান অন্য কোন দুই জন কার্য্যকারকের প্রতিজ্ঞাক্রমে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কিম্বা জিলার জজ সাহেবের সম্মুখে সত্যাকৃত হইবে।

বর্ত্তমান কোম্পানির বর্ণনাপত্র সত্যাকরণের কথা।

২৩১ ধারা। বর্ত্তমান কোন কোম্পানি পূর্ব্বোক্তমতে নির্ণীত জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানি কি না রেজিষ্ট্রার ইহা স্ববোধমতে জানিবার নিমিত্ত যে প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোম্পানির ভাব বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের প্রমাণ লইতে পারিবার কথা।

২৪০ ধারা। যখন কোন কোম্পানিকে এই আইনমতে ও এই আইনের এই খণ্ডানুসারে রেজিষ্টরী করা যায় তখন পার্লিয়ামেন্টের যে কোন আইন কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের যে আইন কিম্বা যে নিরূপণ পত্র বা সম্ভ্রমসমুখানের চুক্তিপত্র বা পেটেন্টপত্র বা অন্য যে লেখা দ্বারা কোম্পানির সংস্থাপন বা বিধান হয় তাহার লিখিত সকল বিধান এবং কোম্পানি প্রতিভূতাক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী হইলে যে নির্দ্ধারণক্রমে প্রতিভূতার পরিমাণ অবধারিত হয় সেই নির্দ্ধারণ রেজিষ্টরী করা সংস্থিতিপত্রে ও সংস্থিতির নিয়মপত্রে লিখিত হওয়ার তুল্য প্রকারে ও তত্তুল্য অনুষঙ্গক্রমে ঐ কোম্পানির নিয়ম ও বিধান বলিয়া জ্ঞান হইবে; এবং এই আইনমতে যেন কোম্পানির সংস্থাপন হইয়াছে এই ভাবে এই আইনের সকল বিধান ঐ কোম্পানির ও তদন্তর্গত সম্ভ্রমকারিদের ও ঋণদাতাদের ও উত্তমর্ণদের প্রতি বর্ত্তিবে, কিন্তু নিম্নলিখিত বিধান গুলি মান্য করিতে হইবে অর্থাৎ।

আইনমতে রেজিষ্টরী হইবার কালের কথা।

(ক) এই আইনের প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিল বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে গ্রাহ্য না হইলে এই আইনের এই খণ্ডানুসারে এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিবে না।

(খ) যে জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানির অংশ অন্তর্যুক্ত, না হয় তাহার প্রতি অংশ অন্তর্যুক্তকরণ সম্পর্কীয় এই আইনের বিধান বর্ত্তিবে না।

(গ) কোম্পানি সম্পর্কীয় পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইনে কিম্বা ব্যবস্থাপক সভার বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কোন আইনে যে কোন বিধান থাকে তাহা কোন কোম্পানি পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবেন না।

(ঘ) কোন কোম্পানি সম্পর্কীয় পেটেন্টপত্রে যে কোন বিধান লেখা থাকে তাহা ঐ কোম্পানি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিপত্র না হইলে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

(ঙ) যখন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করা যায় তখন যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বকৃত কোন ঋণ বা দায় শোধ করিতে বা শোধার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, কিম্বা যে ব্যক্তি তদ্রূপ কোন ঋণ বা দায় সম্পর্কে সম্ভ্রমকারীদের পরস্পর স্বত্বের সামঞ্জস্য নিমিত্ত কোন সংখ্যার টাকা দিতে বা দানার্থে অংশ দিতে দায়ী হন কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ঋণের বা দায়ের যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধ আছে সেই পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় দিতে বা দানার্থে অংশ দিতে দায়ী হন তিনি রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে কোম্পানির কৃত ঋণ ও দায় সম্পর্কে ঋণদাতা হইবেন এবং পূর্ব্বোক্ত কোন দায় সম্বন্ধে তদ্রূপ প্রত্যেক ঋণদাতার স্থানে যত টাকা প্রাপ্য হয় কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ সময়ে তিনি কোম্পানির স্থিতে তত টাকা দান করিবার দায়ী হইতে পারিবেন এবং যদি শেষোক্ত প্রকারের কোন ঋণদাতা মরেন বা যোত্রহীন হন কিম্বা স্ত্রীলোক হইলে যদি বিবাহিতা হন তবে মৃত ঋণদাতাদের স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী ও চরম দান-সাধকগণ সম্পর্কে এবং যোত্রহীন ঋণদাতাদের আসৈনী সম্পর্কে ও বিবাহিতা ঋণ দাত্রীদের পতি সম্পর্কে এই আইনের পূর্ব্বাংশের বিধান বর্ত্তিবে।

(চ) কোন কোম্পানি আদৌ এই আইনানুসারে স্থাপিত হইলে সংস্থিতিপত্রের মধ্যে যে সকল বিধান লেখা থাকিত এবং এই আইন দ্বারা যাহার পরিবর্ত্তিত হইবার অনুমতি নাই এরূপ কোন বিধান কোন নিরূপণ পত্র বা সম্ভ্রমসমুখানের চুক্তিপত্র বা পেটেন্ট পত্র কিম্বা কোম্পানি সংস্থাপক বা বিধায়ক অন্য লেখ্যের অন্তর্গত থাকিলে এই আইনের কোন কথাক্রমে ঐ কোম্পানিকে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে অনুমতি দেওয়া গেল না।

কিন্তু এই আইনমতে ও এই আইনের এই খণ্ডক্রমে যে কোন কোম্পানির রেজিষ্টরী হয় যদি পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইনের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণরজেনরল সাহেবের কোন আইনের বলে কিম্বা কোন নিরূপণপত্রের বা সম্ভ্রমসমুখানের চুক্তি পত্রের বা পেটেন্টপত্রের কিম্বা ঐ কোম্পানি সংস্থাপক বা বিধায়ক অন্য লেখ্যের বলে তাহার স্থিতি বা বিধি পরিবর্ত্তন করিবার কোন ক্ষমতা অর্পিত হইয়া থাকে তবে এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে না।

২৪১ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডক্রমে যে কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রার্থনা উপস্থিত করিবার পর এবং কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের যত্নক্রমে আদালতের নিকট প্রার্থনা হয় তবে এই আইনের পূর্ব্বাংশের বিধানমতে কোম্পানির কোন ঋণদাতার নামে এবং কোম্পানিরও নামে যে কোন মোকদ্দমা বা ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য চলিতেছে তাহাতে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে তার কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করাইতে পারিবেন।

আরো কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২৪২ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে যে কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যায় যখন সেই কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয়, তখন এই আইনের পূর্ব্বাংশে যে বিধান হইয়াছে তদতিরিক্ত এতদ্দ্বারা এই বিধান হইল যে আদালতের অনুমতি বিনা এবং ঐ আদালত যেই নিয়ম অবধারণ করেন তদ্ভিন্ন কোম্পানির ঋণদাতার নামে কোম্পানির ঋণ সম্বন্ধে কোন মকদ্দমা বা ব্যবহারঘটিত অন্য কোন কার্য্য আরম্ভ করা বা চালান যাইবেনা।

কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞার কথা।

অষ্টম খণ্ড।

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির প্রতি আইন বর্ত্তিবার বিধান।

২৪৩ ধারা। পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইন কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণরজেনরল সাহেবের আইনদ্বারা সমবায়িত রেলওয়ে কোম্পানি ব্যতিরেকে, সাত জনের অধিক সম্ভ্রমকারী লইয়া যে সম্ভ্রমসমুখান কি

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার কথা।

সমাজ কি কোম্পানি এই আইনমতে রেজিষ্টরী হয় নাই এবং যাহাকে এই আইনের এতৎ পশ্চাৎ ভাগে রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানি শব্দে ধরিতে হইবে, সেই কোম্পানি প্রভৃতির কর্ম্ম পশ্চাৎ লিখিত বিধির অধীনে এই আইনমতে বন্ধ হইতে পারিবে এবং নিম্নলিখিত বর্জ্জিত ও অতিরিক্ত কথা প্রবল মানিয়া. কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় এই আইনের সমস্ত বিধান ঐ কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিতে পারিবে ।

(১) রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ-সম্পর্কে কোন্ আদালতের আধিপত্য তাহে ইহা নিরূপণ করণাভিপ্রায়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে স্থানে ঐ কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে তথায় ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছে জ্ঞান হইবে । যদি ব্রিটিশ ভারতবর্ষে একের অধিক স্থানে কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে তবে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে প্রত্যেক অংশে কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে তথায় রজিষ্টরী হইল জ্ঞান হইবে ।

এবং রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় কার্য্যের উপলক্ষে, রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থান (অথবা যদি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের একের অধিকাংশে কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে, তবে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে অংশে মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য উপস্থিত করিবার উপক্রম হইয়াছে সেই খানে কর্ম্মের যে প্রধান স্থান থাকে তাহা) ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় জ্ঞান হইবে ।

(২) রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম এই আইনমতে স্বেচ্ছাক্রমে কি আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ করা যাইবে না ।

(৩) রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম পশ্চাৎ লিখিত অবস্থায় বন্ধ করা যাইতে পারিবে । যথাঃ—

(ক) যখন কোম্পানি বিলুপ্ত হন কিম্বা কর্ম্ম চালাইতে ক্ষান্ত হন, কিম্বা কেবল মাত্র কর্ম্ম বন্ধ করণাভিপ্রায়ে কর্ম্ম চালাইতেছেন ।

(খ) যখন কোম্পানি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হন ।

(গ) যখন আদালত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণ যথার্থ ও ন্যায় বোধ করেন ।

(৪) এই আইনের কার্য্যপক্ষে রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানিকে নিম্নলিখিতক্রমে আপন ঋণ শোধ করিতে অক্ষম জ্ঞান করা যাইবে, অর্থাৎ

(ক) যখন উত্তমর্ণের নিকট কোম্পানি অর্পণপত্র দ্বারা কি প্রকারান্তরে পাঁচ শত টাকার অধিক ঋণী হন, এবং সেই টাকা তৎকালে প্রাপ্য হইলে, ঐ উত্তমর্ণ কোম্পানির তদ্রূপ দেয় টাকার দাবিপত্রে স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থানে ঐ দাবিপত্র রাখিয়া কিম্বা ঐ কোম্পানির সেক্রেটরীর কি কোন ডাইরেক্টরের কি প্রধান কার্য্যকারকের হস্তে দিয়া কিম্বা আদালত আমা যে প্রকারে অনুমোদন কি আজ্ঞা করেন সেই প্রকারে ঐ দাবিপত্র অর্পণ করেন এবং সেই দাবি পত্র অর্পিত হইলে পর তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানি ঐ টাকা না দেন, কিম্বা উত্তমর্ণের সন্তোষমতে তাহা দিবার নিশ্চিত নিয়ম কি রক্ষা না করেন ।

(খ) যখন কোম্পানির নামে কিম্বা কোম্পানির সংসৃষ্টকারির পদোপলক্ষে সমুহকারির নামে প্রাপ্য কোন ঋণ কি দাওয়া হেতুক কি প্রাপ্য স্বরূপ ব্যক্ত কোন ঋণ না দাওয়া হেতুক সেই সমুহকারির নামে মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য যে কার্য্য উপস্থিত হয় এবং মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য উপস্থিত হইবার লিখিত সম্বাদ কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থানে রাখিয়া, কিম্বা কোম্পানির সেক্রেটরীকে কি অন্য ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষকে কি প্রধান অন্য কর্ম্মকারককে দিয়া কিম্বা আদালত আমা যে প্রকারে অনুমোদন কি আদেশ করেন সেই প্রকারে দিয়া ঐ পত্র অর্পিত হইলেও, ঐ কোম্পানি সেই সম্বাদ অর্পণের পর দশ দিনের মধ্যে ঐ ঋণ কি দাওয়া শোধ হইবার প্রতিভূ না দেন কি রফা না করেন কিম্বা সেই মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য স্থগিত না করেন কিম্বা মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য কার্য্য সম্পর্কে এবং তদুপলক্ষে প্রতিবাদীর যে সকল খরচ ও ক্ষতি ও ব্যয় হইয়াছে তৎসম্পর্কে প্রতিবাদীর যুক্তিযুক্ত সন্তোষমতে ক্ষতিপূরণ না করেন ।

(গ) কোম্পানির নামে কিম্বা কোম্পানির সমুহকারীস্বরূপ কোন সমুহকারীর নামে কিম্বা কোম্পানির পক্ষে নাম মাত্র প্রতিবাদীস্বরূপ যাঁহার নামে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি থাকে তাহার নামে যখন কোন উত্তমর্ণ কোন আদালতে মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যে ডিক্রী কি আজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং সেই ডিক্রী সাধন করিবার পত্র কি অন্য আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হইলেও তাহা কোনক্রমে ব্যতিরেকে প্রত্যার্পিত হয় ।

(ঘ) কোম্পানি আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম যখন ইহার প্রমাণ আদালতের সন্তোষমতে প্রকারান্তরে হয় ।

২৪৪ ধারা । রেজিষ্টরী না হওয়া কোন কোম্পানির কর্ম্ম যখন বন্ধ করিবার অনুষ্ঠান হইতেছে তখন যে কোন ব্যক্তি কোম্পানির কোন ঋণ কি দায় শোধ করিতে কিম্বা শোধার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, কিম্বা সমুহকারিদের পরস্পর স্বত্বের সামঞ্জস্যের জন্য কোন টাকা দিতে কি দায়ার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, কিম্বা কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় শোধ করিতে কি শোধার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ঋণদাতা জ্ঞান হইবে ।

কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইলে কে ঋণদাতা জ্ঞান হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

তদ্রূপ প্রত্যেক ঋণদাতা কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য যে সময়ে চলিতেছে সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন দায় সম্পর্কে তাঁহার স্থানে যত টাকা প্রাপ্য কোম্পানির স্থিতে তত টাকা দিবার দায়ী হইবেন ।

যদি কোন ঋণদাতা মরেন কি দেউলিয়া হন, তবে মৃত ঋণদাতার স্বকীয় স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারির ও চরমদান সাধকগণের এবং দেউলিয়া ঋণদাতার আসেনীর বিষয়ে এই আইনের পূর্ব্বাংশের লিখিত বিধান বর্ত্তিবে ।

২৪৫ ধারা । রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইবার প্রার্থনা দরখাস্ত হইবার পরে এবং ঐ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের প্রার্থনাক্রমে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ

ব্যবহার ঘটিত অধিক কার্য্য বন্ধ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২৫৩ ধারা। এই আইনের এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানের নিয়মার্থে যে আদালত এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৫৪ ধারা। হাই কোর্ট এবং তদধীন আদালতে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্যপ্রণালীর যে বিধি ও কোম্পানির মূলধন কমাইবার ও অংশ বিভাগ করিবার সম্বন্ধীয় যে বিধান এতৎ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে তাহা সফলকরণার্থ যে বিধি এই আইনের ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের সম্মত হয়, হাই কোর্ট সময়ে২ এমত বিধি করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

২৫৫ ধারা। সাহিত্য ও বিদ্যাঘটিত ও দাতব্য কার্য্যের সমাজ রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৬০ সালের ২১ আইনের ১ ও ১৮ ধারায় "জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রার" এই কথার এরূপ অর্থ করিতে হইবে যেন এই আইনানুযায়ী কিম্বা যে সময়ে যে আইন প্রবল থাকে সেই আইনানুযায়ী জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রারকে বুঝায়।

১৮৬০ সালের ২১ আইনের "জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রার" এই কথার অর্থ।

২৫৬ ধারা। ১৫২ ও ১৫৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন এই আইনের কোন কথা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক বা মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে বা বোম্বাই ব্যাঙ্কের প্রতি যে বর্ত্তে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

বাঙ্গাল বা মান্দ্রাজ বা বোম্বাই ব্যাঙ্কের প্রতি এই আইন না খাটিবার কথা।

প্রথম তফসীল।

A চিহ্নিত টেবিল।

অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিধি।

অংশ।

(১) যদি অনেক ব্যক্তিকে একই অংশের একত্র অংশী স্বরূপ রেজিষ্টরী করা যায়, তবে সেই অংশ উপলক্ষে কোন ডিবিডেণ্ট দেয় হইলে তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি রসীদ দিলে তাহা সফল হইবে।

(২) প্রত্যেক সম্মুখকারী ।।০ আট আনা কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া তাহার ন্যূন যত নির্দ্ধার্য্য করেন তত দিলে পর কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত সংসৃষ্ট পত্র পাইতে পারিবেন। তিনি যত অংশের অংশী হন ও সেই বা সেই২ অংশের উপলক্ষে যত টাকা দিয়াছেন তাহা ঐ সংসিক্তপত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) যদি সেই সংসিক্ত পত্র জীর্ণ হয় বা হারাইয়া যায় তবে ।।০ আট আনা কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভায় ন্যূনতর যত নির্দ্ধার্য্য করেন তত দিলে নূতন সংসিক্ত পত্র পাইতে পারিবেন।

অংশের উপলক্ষে টাকা দিবার আদেশের কথা।

(৪) সম্মুখকারীদের অংশের উপলক্ষে যে টাকা অদত্ত থাকে সেই টাকার বিষয়ে ডাইরেক্টরেরা সময়ে২ যে আদেশ করা বিহিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন। কিন্তু টাকা দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বার অন্যূন একুশ দিন থাকিতে আদেশ করিতে হইবে এবং তদ্রূপে যে টাকা দিবার আদেশ হয় প্রত্যেক সম্মুখকারী ডাইরেক্টরদের নিরূপিত ব্যক্তিদিগকে নিরূপিত সময়ে ও স্থানে ঐ টাকা দিতে দায়ী হইবেন।

(৫) ডাইরেক্টরেরা যে সময়ে সেই টাকা দেওনের আদেশ হইবার নির্দ্ধারণ করেন সেই সময়ে আদেশ হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন অংশের উপলক্ষে যে টাকা দিবার আদেশ হয় যদি সেই টাকা দিবার নিরূপিত দিনে বা তৎপূর্ব্বে তাহা না দেওয়া যায়, তবে সেই অংশক্রমে যিনি যে সময়ে অংশী হন তিনি ঐ টাকা দিবার অবধারিত তারিখ অবধি তাহা না দেওন পর্য্যন্ত তাহার উপর বৎসর শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে সুদের দায়ী হইবেন।

(৭) কোন অংশীর অংশোপলক্ষে যে টাকা দিবার আদেশ হয় যদি তিনি তদতিরিক্ত আপনার অংশের অদত্ত দেয় অধিক কতক বা সমুদয় টাকা দিতে চাহেন, তবে ডাইরেক্টরেরা বিহিত বোধ করিলে তাহা লইতে পারিবেন; এবং সেই অগ্রিম টাকার উপর কিম্বা অংশোপলক্ষে যে টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে তদধিক যত টাকা সময়ে২ দেওয়া গিয়াছে তাহার উপর ঐ অগ্রিমদাতা ও ডাইরেক্টরেরা একবাক্য হইয়া যে হিসাব ধার্য্য করেন কোম্পানি তাঁহাকে সেই হিসাবে সুদ দিতে পারিবেন।

অংশের হস্তান্তর করণ।

(৮) কোন কোম্পানির অংশের হস্তান্তর করণপত্রে দাতা ও গৃহীতা উভয়ের স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং সেই অংশ সম্পর্কে গৃহীতার নাম যতকাল রেজিষ্টরী বহীতে না লেখা যায় ততকাল দাতা সেই অংশের অংশী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৯) কোম্পানির অংশ পশ্চাৎ লিখিত পাঠে হস্তান্তর করিতে হইবে—

অমুক স্থানবাসী আমি ক, খ, অমুক স্থানবাসী গ, ঘর স্থানে এত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি, এতদর্থে অমুক কোম্পানির বহীতে আমার নামে অমুক২ অঙ্ক যুক্ত যে২ যে অংশ আছে তাহা উক্ত অমুককে এতদ্দ্বারা হস্তান্তর করিয়া দিলাম ও আমি এই পত্র সম্পাদন কালে যেং নিয়মানুসারে সেই অংশের অংশী ছিলাম উক্ত গ ঘ ও তাঁহার আছ ও ধনাধ্যক্ষ ও আদেশীগণ সেই নিয়মে সেই অংশের অংশী হইবেন এবং উক্ত গ ঘ আমি সেই নিয়মানুসারে ঐ বা ঐ২ অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম। ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমাদের স্বাক্ষর এই।

(১০) অংশী কোম্পানির নিকট ঋণী থাকিলে কোম্পানি তাহার অংশের হস্তান্তর করণ রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(১১) প্রতিবৎসর নিয়মিত সাধারণ সভা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি চতুর্দ্দশ দিন হস্তান্তর বহী বন্ধ থাকিবে।

অংশ সংক্রমণ।

(১২) মৃত অংশীর অছি বা প্রশাসকগণ ভিন্ন কোম্পানি অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার অংশের স্বত্ববান বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

(১৩) কোন অংশীর মৃত্যু বা দেউলিয়া হওন বা যোত্রহীনতা প্রযুক্ত বা সম্মতকারিণীর বিবাহ প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি অংশের স্বত্ববান হইলে কোম্পানি সময়ে২ যে প্রমাণের আজ্ঞা করেন তিনি সেই প্রমাণ উপস্থিত করিয়া সম্মতকারী স্বরূপ রেজিষ্টরী হইতে পারিবেন।

(১৪) কোন সম্মতকারীর মৃত্যু বা দেউলিয়া হওন বা যোত্রহীনতা প্রযুক্ত কিম্বা সম্মতকারিণীর বিবাহ প্রযুক্ত অন্য যে ব্যক্তি অংশের স্বত্ববান হন তিনি আপনাকে রেজিষ্টরী না করাইয়া স্বেচ্ছামতে অন্য ব্যক্তির নাম ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে ঐ অংশের গৃহীতাস্বরূপ রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন।

(১৫)। যে ব্যক্তি তদ্রূপে স্বত্ববান হন তিনি যাঁহাকে মনোনীত করেন তাঁহার নামে ঐ অংশের হস্তান্তর করণ পত্র সম্পাদন করিয়া আপনার মনোনীত করণ সপ্রমাণ করিবেন।

(১৬) ঐ হস্তান্তরকরণপত্র কোম্পানির নিকট উপস্থিত করা যাইবে এবং গ্রহীতার স্বত্বের প্রমাণ যে ডাইরেক্টরেরা যে সাক্ষ্য চাহেন তাহাও ঐ পত্র সহিত দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে ঐ কোম্পানি ঐ গ্রহীতাকে সম্মতকারীস্বরূপ রেজিষ্টরী করিবেন।

অংশ দণ্ডের কথা।

(১৭) অংশের উপলক্ষে টাকা দিবার যে দিন নিরূপণ হইল যদি কোন সম্মতকারী সেই দিনে না দেন তবে ডাইরেক্টরেরা পশ্চাৎ কোন কালে সেই অংশের আদৌ টাকা অদত্ত থাকন সময়ে তাঁহা সেই আদেশানুসারে টাকা ও তদুপরি সুদ দিবার পূর্ব্বে না দেওন প্রযুক্ত যে কোন খরচা বর্ত্তে তাহা দিবার আদেশ পত্র তাঁহার প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

(১৮) ঐ আদেশানুযায়ি টাকা ও তাহা না দেওয়া প্রযুক্ত তদুপরি যে সকল সুদ ও ব্যয় বর্ত্তে তাহা অন্য যে দিন কিম্বা দিনের পূর্ব্বে দিতে হইবে এমত দিন ঐ আদেশপত্রে নিরূপিত থাকিবে। আরো টাকা যে স্থানে দিতে হইবে তাহাও লেখা যাইবে। সেই স্থান কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় কিম্বা কোম্পানির অংশোপলক্ষে দেয় টাকা অন্য যে স্থানে দেওয়া গিয়া থাকে সেই স্থান হইবে। সেই আদেশপত্রে আরো এই কথা ব্যক্ত থাকিবে যে নিরূপিত স্থানে ও সময়ে কিম্বা তৎ পূর্ব্বে যদি টাকা না দেওয়া যায়, তবে যে ২ অংশের উপলক্ষে ঐ টাকার আদেশ হয় সেই ২ অংশ দণ্ড হইবে।

(১৯) যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আদেশপত্রের আদেশানুসারে কার্য্য না হয়, তবে তৎপরে যে অংশ বিষয়ে ঐ আদেশপত্র হইয়া থাকে, ডাইরেক্টরেরা সেই অংশ দণ্ড হইবার নির্দ্ধারণ করিলে ঐ অংশ সম্পর্কীয় প্রাপ্য টাকা ও সুদ ও ব্যয় শোধ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অংশের দণ্ড হইতে পারিবে।

(২০) তদ্রূপে যে অংশ দণ্ড হয় তাহা কোম্পানির সম্পত্তি জ্ঞান হইবে এবং কোম্পানির সাধারণ সভা করিয়া সেই অংশ লইয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ করে তাহা করিতে পারিবেন।

(২১) কোন সম্মতকারীর অংশ দণ্ড হইলেও দণ্ড হওন কালে সেই অংশের উপর যত টাকা প্রাপ্য ছিল তজ্জন্য তিনি কোম্পানির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(২২) কোন অংশক্রমে টাকা দিবার আদেশ হইয়াছিল ও তদ্বিষয়ে সংবাদ দেওয়া গিয়াছিল এবং আদেশানুসারে টাকা দেওয়া যায় নাই ও ডাইরেক্টরেরা ঐ অংশ দণ্ড হওয়ার নির্দ্ধারণ করিলে ঐ অংশ দণ্ড হইয়াছে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ঐ মর্ম্মের শপথঃ প্রতিজ্ঞা লিখনক্রমে হইলে তাহাই ঐ অংশের স্বত্ববান সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ লিপিবদ্ধ বৃত্তান্তের প্রচুর প্রমাণ হইবে; এবং সেই প্রতিজ্ঞা ও কোম্পানির ঐ অংশের মূল্যের রসীদ সেই অংশে উপযুক্ত স্বত্ব জন্মাইবে ও ক্রেতাকে অধিকারিত্ব স্বত্বের সার্টিফিকেট পত্র দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে তিনি সেই ক্রয়ের পূর্ব্বে ঐ অংশের উপর দেয় সকল টাকার দায় হইতে মুক্ত হইয়া ঐ অংশের অংশী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ক্রয়ের টাকা যেরূপে প্রয়োগ করা হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ করা আবশ্যক হইবে না এবং ঐ বিক্রয় সম্পর্কীয় কার্য্য নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইলেও সেই অংশ প্রতি তাঁহার স্বত্বের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া ষ্টাপা করিবার কথা।

(২৩) সাধারণ সভায় কোম্পানি অনুমতি দান করিলে পর ডাইরেক্টরেরা দত্ত অংশের টাকা ষ্টাপা করিতে পারিবেন।

(২৪) যখন কোন অংশ লইয়া ষ্টাপা করা গিয়াছে তখন কোম্পানির মূলধনের কোন অংশ যে প্রকারে ও যে বিধানমতে ও যে বিধানের অধীনে হস্তান্তর করা যাইতে পারে ঐ ষ্টাপা ধারীগণ তদনুসারে কিম্বা গতিক বিবেচনায় প্রায় তত্তুল্য বিধানানুসারে ঐ ষ্টাপাগত আপন ২ স্বার্থ কিম্বা স্বার্থের কোন অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(২৫) ষ্টাপের অধিকারীরা ঐ ষ্টাপেতে যে মূল্যের স্বার্থ প্রাপ্ত হন তদনুসারে কোম্পানির ডিবিডেণ্ডের ও লভ্যের অংশী হইতে পারিবেন; এবং ঐ ষ্টাপের যে মূল্য হয় কোম্পানির মূলধনে ঐ ষ্টাপাধিকারীরা সেই মূল্যের অংশ প্রাপ্ত হইলে, কোম্পানির সভাতে অভিমত জ্ঞাত করণ প্রভৃতি করিবার যে ক্ষমতা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন সেই ষ্টাপের অধিকারী হওয়াতে তাঁহাদের সেই ক্ষমতা ও সুযোগ হইবে। কিন্তু ষ্টাপা না হইয়া অংশ থাকিলে যে ক্ষমতা কি সুযোগ হইতে পারিত না ঐ অংশানুযায়ী সঞ্চিত ষ্টাপা থাকা প্রযুক্ত, কোম্পানির ডিবিডেণ্ড ও লভ্যের ভাগী হওয়া ভিন্ন, তদ্রূপ অন্য ক্ষমতা কি সুযোগ হইবে না।

মূলধনের বৃদ্ধির কথা।

(২৬) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যে বিশেষ নির্দ্ধারণ করেন তদনুসারে ডাইরেক্টরেরা অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নূতন অংশ করণ দ্বারা কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যত টাকা নিরূপণ করেন ঐ মূলধন মোটে তত টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে ও তাঁহারা সেই টাকা যত অংশে বিভাগ করিতে আদেশ করেন তত অংশে বিভক্ত

হইবে। যদি তদ্রূপ কোন আদেশ না দেওয়া যায় তবে ডাইরেক্টরেরা যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন তদ্রূপই হইবে।

(২৭) যে সভায় মূলধন বৃদ্ধি করিবার অনুমতি হয় সেই সভা যদি প্রকারান্তরের আদেশ না করেন, তবে অংশীরা বর্ত্তমান যত অংশধারী হন তাহার হারানুসারে সকল নূতন অংশ তাহাদের মধ্যে বিলি করিবার প্রস্তাব হইবে। প্রত্যেক জন সেই হারানুসারে যত অংশ পাইবার স্বত্ববান হন, সেই মর্ম্মের জ্ঞাপনপত্র তাহাকে লিখিয়া সেই প্রস্তাব করা যাইবে। আরো তাহাতে সময় নিরূপণ থাকিবে। সেই সময়ের মধ্যে তিনি ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন জ্ঞান হইবে। সেই সময় অতীত হইলে পর কিম্বা যে অংশীকে জ্ঞাপনপত্র দেওয়া যায় তিনি সেই প্রস্তাবিত অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন এই মর্ম্মের পত্র প্রাপ্ত হওয়া গেলে কোম্পানির যাহাতে অধিক মঙ্গল হয় ডাইরেক্টরেরা সেইরূপে তাহা বিক্রয়াদি করিবেন।

(২৮) যে মূলধন নূতন অংশ করণ দ্বারা বৃদ্ধি করা যায় তাহা আদিম মূলধনের অংশ জ্ঞান হইবে এবং তদুপরি দেয় টাকা দিবার আদেশ উপলক্ষে এবং সেই আদেশানুসারে টাকা না দেওয়া গেলে সেই২ অংশ দণ্ড হওন প্রভৃতির উপলক্ষে যে২ বিধান থাকে, আদিম মূলধনের অংশের ন্যায় ঐ নূতন অংশের প্রতি ঐ২ বিধান বর্ত্তিবে।

সাধারণ সভার বিধি।

(২৯) ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার পর ছয়মাস মাসের অনধিক যে সময় ও যে স্থান নিরূপণ করেন সেই সময়ে ও স্থানে প্রথম সাধারণ সভা হইবে।

(৩০) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া অন্য যে২ সময় ও স্থান নিরূপণ করেন তৎপশ্চাৎ সেই২ সময়ে ও স্থানে সাধারণ সভা হইবে। যদি অন্য সময় বা স্থান নির্দ্ধারিত না হয়, তবে ডাইরেক্টরেরা যে স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সোমবারে সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

(৩১) উক্ত সকল সাধারণ সভা নিয়মিত সভা নামে খ্যাত হইবে। অন্য সকল সাধারণ সভা অতিরিক্ত সভা নামে খ্যাত হইবে।

(৩২) ডাইরেক্টরেরা যখন উচিত বোধ করেন, অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। কিন্তু কোম্পানির সভ্যুয়কারীদের পঞ্চমাংশের অনূ্ন ব্যক্তিরা লিখনক্রমে আদেশ করিলে অবশ্য তদ্রূপ সভা আহ্বান করিবেন।

(৩৩) সভ্যুয়কারীদের দ্বারা তদ্রূপ যে আদেশ করা যায় তাহাতে যে সভা আহ্বানের প্রস্তাব হয় সেই সভার অভিপ্রায় ব্যক্ত থাকিবে ও সেই আদেশপত্র কোম্পানির রেজষ্টরী করা কার্য্যালয়ে দেওয়া যাইবে।

(৩৪) সেই আদেশপত্র প্রাপ্ত হইলে ডাইরেক্টরেরা অগৌণে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি তাঁহারা সেই আদেশপত্রের তারিখ অবধি একুশ দিনের মধ্যে ঐ সভা আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত না হন তবে আদেশকারকেরা কিম্বা প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুল্য সংখ্যক অন্য কোন সভ্যুয়কারীরা নিজে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভার কার্য্যের বিধি।

(৩৫) সাধারণ সভা করিবার পূর্ব্বে অন্যূন সাত দিন থাকিতে সভ্যুয়কারীদিগকে উক্ত প্রকারে সভা করিবার স্থানের ও দিনের ও ঘণ্টার সংবাদ এবং বিশেষ কর্ম্ম থাকিলে সেই কর্ম্মের সাধারণ ভাবের নিরূপিত প্রকারে কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিলে সেই নিয়ম মতে সংবাদ দেওয়া যাইবে। কিন্তু কোন জন সভ্যুয়কারী ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই এই প্রযুক্ত কোন সাধারণ সভার কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

(৩৬) অতিরিক্ত সভায় যে সকল কার্য্য সম্পাদন হয় তাহা বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হইবে এবং নিয়মিত সভায় ও ডিবিডেণ্ডের অনুমতি দেওন ও ডাইরেক্টরদের হিসাব ও উদ্বর্ত্তপত্র ও নিয়মমত রিপোর্ট বিবেচনা করণ ভিন্ন যে সকল কার্য্য সম্পাদন হয় তাহা বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৩৭) সভা যে সময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন সেই সময়ে যত জনের উপস্থানে কর্ম্ম সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে তত জন উপস্থিত না থাকিলে ডিবিডেণ্ড নির্দ্ধার্য্য করণ ভিন্ন সাধারণ সভায় কোন কার্য্য সম্পাদন হইবে না। যত জনের উপস্থানে কর্ম্ম সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে তাহা নিরূপণের নিয়ম এই:—যাঁহারা কোম্পানিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলে যদি দশ জনের অধিক না হন, তবে পাঁচ জনের উপস্থানে, যদি দশ জনের অধিক হন, তবে দশের ঊর্দ্ধ পঞ্চাশ পর্য্যন্ত পাঁচ২ জন প্রতি আর এক২ জন, ও পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ দশ২ জন প্রতি আর এক২ জন হইলে কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে; কিন্তু কোন স্থলে কর্ম্ম সম্পাদনার্থে বিশ জনের অধিকের উপস্থানের প্রয়োজন হইবে না, এই সীমা মান্য।

(৩৮) সভা করিবার নিরূপিত সময়ের পর এক ঘণ্টার মধ্যে যদি কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত না হন তবে সভ্যুয়কারীদের আদেশমতে সভা হইলে সভা ভঙ্গ হইবে। গতিকান্তরে আগামী সপ্তাহের সেই দিনে সেই সময়ে সেই স্থানে পুনশ্চ সভা হইবে। যদি সেই সভাতে পুনশ্চ কর্ম্ম সম্পাদনের উপযুক্ত সংখ্যা উপস্থিত না থাকেন তবে অনিশ্চিত দিন পর্য্যন্ত সভা স্থগিত হইবে।

(৩৯) যদি ডাইরেক্টর সভার সভাপতি থাকেন তবে তিনি কোম্পানির সাধারণ সকল সভাতে সভাপতি স্বরূপে আধিপত্য করিবেন।

(৪০) যদি তদ্রূপ সভাপতি না থাকেন কিম্বা থাকিলেও যদি সভা করিবার নিরূপিত সময়ের পর পঞ্চদশ মিনিটের মধ্যে সভাতে উপস্থিত না হন, তবে উপস্থিত সভ্যুয়কারীগণ আপনাদের মধ্যে এক জনকে সভাপতি হওনার্থে মনোনীত করিবেন।

(৪১) সভাপতি, সভ্যদের অনুমতিক্রমে কোন সভার কার্য্য স্থগিত করিয়া তাহার দিনান্তর ও স্থানান্তর নিরূপণ করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থগিত সভার যে কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিল তদ্ভিন্ন কোন কার্য্য সেই দিনান্তরের সভাতে সম্পাদিত হইবে না।

(৪২) কোন সাধারণ সভাতে যদি অন্যূন পাঁচ জন সম্ভূয়কারী কোন কার্য্যের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোকদিগের সংখ্যা করিবার আদেশ না করেন, তবে কোন নির্দ্ধারণ গ্রাহ্য হইয়াছে সভাপতির এই উক্তি এবং কোম্পানির কর্ম্ম বহী তে সেই মর্ম্মের লিখিত কথা ঐ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ হইবে। সেই নির্দ্ধারণের সপক্ষ কি বিপক্ষ কত জন হইয়াছে ও কত অভিমত প্রকাশ হইল ইহার প্রমাণ দেওয়ার আবশ্যকতা নাই।

(৪৩) যদি পাঁচ কি অধিক জন সম্ভূয়কারী কোন নির্দ্ধারণের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোকদের সংখ্যা গ্রহণ করিবার আদেশ করেন তবে সভাপতি যদ্রূপ আজ্ঞা করেন লোক সংখ্যা তদ্রূপে গৃহীত হইবে; এবং সাধারণ সভায় ঐ লোক সংখ্যা গ্রহণের ফল কোম্পানির নির্দ্ধারণ বলিয়া জ্ঞান হবে। সাধারণ সভায় যত জনের এক মত যদি তত জনের ভিন্ন মত হয় তবে সভাপতির মতের প্রাবল্য হইবে।

সম্ভূয়কারীদের অভিমতের কথা।

(৪৪) প্রত্যেক সম্ভূয়কারীর দশ অংশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অংশের উপর এক২ অভিমত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। দশ অংশের ঊর্দ্ধ এক শত অংশ পর্য্যন্ত পাঁচ২ অংশের উপর তাঁহার এক২ অভিমত এবং একশত অংশের ঊর্দ্ধ দশ২ অংশের উপর এক২ অভিমত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪৫) যদি কোন সম্ভূয়কারী ক্ষিপ্তমনা বা জড় হন তবে তাঁহার পক্ষে তাঁহার কমিটী বা আইন অনুযায়ী রক্ষক অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন। যদি সম্ভূয়কারী অপ্রাপ্তবয়স্ক হন তবে আপন অভিভাবক দ্বারা কিম্বা, একের অধিক অভিভাবক থাকিলে তাঁহাদের এক জন দ্বারা, অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(৪৬) যদি এক বা অধিক ব্যক্তিদের এক বা অধিক অংশের সাধারণ স্বত্ব থাকে, তবে সম্ভূয়কারীদের নামাবলীতে অংশীদের এক জন স্বরূপ তাঁহাদের যে ব্যক্তির নাম প্রথম থাকে তিনি সেই বা সেই অংশের উপলক্ষে অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন, অন্য কেহ নয়।

(৪৭) যে সম্ভূয়কারী স্বীয় অংশোপলক্ষে আদিষ্ট সমস্ত টাকা না দিয়াছেন তিনি সাধারণ কোন সভায় অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি হস্তান্তরক্রমে কোন অংশ প্রাপ্ত হন তবে কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার কালাবধি তিন মাস গত হইলে পর তিনি যে অংশের উপলক্ষে যে সভায় অভিমত জ্ঞাত করিতে ইচ্ছুক থাকেন সেই সভা হইবার সময়ের পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস সেই অংশের অংশী না হইলে তিনি ঐ অংশ উপলক্ষে অভিমত জ্ঞাত করিতে স্বত্ববান হইবেন না।

(৪৮) অভিমত স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতে পারিবে।

(৪৯) প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার লেখা লিখিত হইয়া নিয়োগকর্ত্তার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে; যদি নিয়োগ কর্ত্তৃগণ সমবায়িত লোক হন্ তবে ঐ লেখা তাঁহাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত হইবে, এবং এক বা অধিক ব্যক্তি সাক্ষীস্বরূপ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। যে ব্যক্তি কোম্পানির সম্ভূয়কারী নহেন তিনি প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

(৫০) প্রতিনিধি নিযুক্ত করণার্থ লেখো যে ব্যক্তির নাম ব্যক্ত হইয়াছে তিনি যে সভায় অভিমত জ্ঞাত করিতে ইচ্ছুক থাকেন সেই সভা হইবার সময়ের পূর্ব্বে অন্যূন বাহাত্তর ঘণ্টা থাকিতে সেই লেখা কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিনিধি নিযুক্ত করণার্থ লেখা সম্পাদন হইবার পর দ্বাদশ মাস গত হইলে তাহা বলবৎ হইবে না।

(৫১) প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার লেখ্যের পাঠ এই:—

অমুক কোম্পানি লিমিটেড।

অমুক লিমিটেড কোম্পানির সম্ভূয়কারী অমুক স্থান নিবাসী শ্রীঅমুক আমি এক বা এত অভিমত প্রকাশ করিতে স্বত্ববান্ হইয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ কোম্পানির নিয়মিত (কিম্বা স্থল বিশেষে, অতিরিক্ত) যে সাধারণ সভা হইবে, সেই সভায় কিম্বা কার্য্য তৎকালে স্থগিত হইয়া যে দিনান্তর নিরূপণ হয় সেই দিনান্তরে (কিম্বা অমুক সালের মধ্যে) কোম্পানির যে কোন সভা হয় সেই সভায় আমার নিমিত্ত ও আমার পক্ষ হইয়া অভিমত জ্ঞাত করণার্থ এই পত্র দ্বারা অমুকস্থাননিবাসী শ্রীঅমুককে আমার প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত করিলাম, ইহার প্রমাণার্থে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম।

অমুকদিগের সাক্ষাতে উক্ত শ্রীঅমুক কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

ডাইরেকটরদিগের কথা।

(৫২) যাঁহারা সংস্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করেন তাঁহারাই ডাইরেকটরদের সংখ্যা ও প্রথম ডাইরেকটরদের নাম নিরূপণ করিবেন।

(৫৩) ডাইরেকটরদিগকে যতকাল নিযুক্ত করা না যায় ততকাল সংস্থিতিপত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করেন তাঁহারাই ডাইরেকটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫৪) ডাইরেকটরেরা ভবিষ্যতে যে পারিশ্রমিক পাইবেন এবং প্রথম সাধারণ সভা হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন তজ্জন্য যে পারিশ্রমিক পাইবেন তাহা কোম্পানির সাধারণ সভায় নির্দ্ধারিত হইবে।

ডাইরেকটরদের ক্ষমতার কথা।

(৫৫) কোম্পানির কর্ম্ম ডাইরেকটরদের দ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাঁহারা কোম্পানির সংস্থাপন ও রেজিষ্টরী করিবার সমস্ত ব্যয় শোধ করিবেন। এবং পূর্ব্ব লিখিত আইন বা এই নিয়মপত্র দ্বারা সাধারণ সভা না করিলে কোম্পানি যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন না তদ্ভিন্ন তাঁহারা কোম্পানির সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু এই নিয়মপত্রের সকল বিধি এবং পূর্ব্ব লিখিত আইনের বিধান এবং কোম্পানির সাধারণ সভা করিয়া উক্ত বিধির বা বিধানের

অসঙ্গত নয় এমত যে বিধি করেন সেই বিধি তাঁহাদের মানিতে হইবে। পরন্তু কোম্পানি সাধারণ সভায় যে বিধি করেন সেই বিধির অবর্ত্তমানে ডাইরেক্টরদের যে ক্রিয়া সিদ্ধ হইত সেই বিধি হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাদের কৃত সেই ক্রিয়া সেই বিধিক্রমে অসিদ্ধ হইবে না।

(৫৬) ডাইরেক্টরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির পদশূন্য হইলেও অবশিষ্ট ব্যক্তিরা কার্য্য করিতে পারিবেন।

ডাইরেক্টরদের অযোগ্যতার কথা।

(৫৭) ডাইরেক্টরের পদ নিম্নলিখিত স্থলে শূন্য হইবে :—

যদি তিনি কোম্পানির অধীন লভ্যজনক অন্য কোন পদ বা কর্ম্ম ধারণ করেন.

যদি দেউলিয়া বা বোধহীন হন.

যদি কোম্পানির সহিত কৃত কোন চুক্তির লভ্যে স্বার্থী বা অংশী হন।

কিন্তু উক্ত বিধির বর্জ্জনীয় স্থল এই২।—কোন ব্যক্তি যে কোম্পানির ডাইরেক্টর হন তিনি সেই কোম্পানির সহিত চুক্তিকারী বা তন্নিমিত্ত কর্ম্মকারী অন্য কোম্পানির সভ্যস্বকারী হইলেও ডাইরেক্টরের পদচ্যুত হইবেন না। তথাপি তিনি সেই চুক্তি বা কর্ম্ম সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাতকরিতে পারিবেন না। যদি করেন, তাঁহার অভিমত অগ্রাহ্য হইবে।

ডাইরেক্টরদের পর্য্যায়ানুক্রমে পদ ত্যাগের কথা।

(৫৮) কোম্পানির রেজিস্টরী হইলে পর প্রথম যে নিয়মিত সভা হইবে তাহাতে সমস্ত ডাইরেক্টর পদ ত্যাগ করিবেন, ও তৎপরে প্রতি বৎসর প্রথম যে নিয়মিত সভা হইবে তাহাতে তৎকালিক ডাইরেক্টরগণের তিন অংশের একাংশ ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। যদি তাঁহাদের সংখ্যা তিন দিয়া হরণ করা না যায় তবে তাহার সন্নিহিত সংখ্যা পদত্যাগী হইবেন।

(৫৯) কোম্পানির প্রথম নিয়মিত সভার পর প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে ডাইরেক্টরদের তৃতীয়াংশ বা সন্নিহিত সংখ্যার কোন২ ব্যক্তি পদত্যাগী হইবেন এই বিষয় যদি তাঁহারা সম্মতিক্রমে নিরূপণ করিতে না পারেন তবে গুটিকাপাত দ্বারা নির্ণীত হইবে। তৎপশ্চাৎ প্রতি বৎসর যে তৃতীয়াংশ কিম্বা তাহার সন্নিহিত সংখ্যার যে ব্যক্তিরা অধিক কাল পদস্থ আছেন তাঁহারা পদত্যাগী হইবেন।

(৬০) পদত্যাগী ডাইরেক্টরকে পুনশ্চ মনোনীত করা যাইতে পারিবে।

(৬১) যে সাধারণ সভায় ডাইরেক্টরেরা পূর্ব্বোক্ত মতে পদ ত্যাগ করেন সেই সভায় কোম্পানি তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিয়া ঐ শূন্যপদ পূর্ণ করিবেন।

(৬২) যে সভায় ডাইরেক্টরদের মনোনীত করণ কর্ত্তব্য হয় সেই সভায় যদি পদত্যাগী ডাইরেক্টরদের পদ পূর্ণ না হয় তবে তৎপশ্চাৎ সপ্তাহের সেই দিনে সেই সময়ে সেই স্থানে ঐ সভা হইবে। সেই দ্বিতীয় সভা করণ কালে যদি পদত্যাগী ডাইরেক্টরদের পদ পূর্ণ করা না হয় তবে পদত্যাগী ডাইরেক্টরেরা কিম্বা তাঁহাদের যত জনের পদ পূর্ণ না হয় তাঁহারা আগামী বৎসরের নিয়মিত সভার কালপর্য্যন্ত পদস্থ থাকিবেন ও যত কাল তাঁহাদের পদ পূর্ণ না হয় ততকাল পর্য্যন্ত সময়ে২ তদ্রূপই হইবে।

(৬৩) কোম্পানি সময়ে২ সাধারণ সভাকালে ডাইরেক্টরদের সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন ও সেই বর্দ্ধিত বা ন্যূনকৃত সংখ্যা যে পর্য্যায়ক্রমে পদত্যাগী হইবেন তাহাও নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন।

(৬৪) ডাইরেক্টরদের সভার মধ্যে যদি কোন পদ অকস্মাৎ শূন্য হয় তবে ডাইরেক্টরেরা সেই পদ পূর্ণ করিতে পারিবেন। কিন্তু পদত্যাগ না করিলে ডাইরেক্টর যতদিন পদে থাকিতেন তদ্রূপ মনোনীত ব্যক্তি কেবল ততকাল পদস্থ থাকিবেন।

(৬৫) কোন ডাইরেক্টরের পদ ধারণের সময় অতীত না হইলেও কোম্পানি সাধারণ সভায় বিশেষ নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে অপসৃত করিতে পারিবেন এবং নিয়মিত নির্দ্ধারণক্রমে তাঁহার পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি যে ব্যক্তির পদে নিযুক্ত হন সেই ব্যক্তি অপসৃত না হইলে যত কাল পদস্থ থাকিতেন, তদ্রূপ নিযুক্ত ব্যক্তি ও ততকাল মাত্র পদ ধারণ করিবেন।

ডাইরেক্টরদের কর্ম্ম সম্পাদনের কথা।

(৬৬) ডাইরেক্টরেরা যে রূপ বিহিত বোধ করেন সেই রূপে কার্য্য সম্পাদনার্থে সমাবিষ্ট হইবেন ও সভার দিনান্তর নিরূপণ করিতে কিম্বা সভার প্রকারান্তরের নিয়ম করিতে পারিবেন, ও কার্য্যসম্পাদনার্থ যত জনের উপস্থান আবশ্যক তাহাও নির্ণয় করিতে পারিবেন। কোন সভায় বিবাদ উত্থিত হইলে তাহা অভিমতের আধিক্যক্রমে নির্ণীত হইবে। যদি সমান সংখ্যক ব্যক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ মত হয় তবে সভাপতির মতের প্রাবল্য হইবে। কোন ডাইরেক্টর যে কোন সময়ে ডাইরেক্টরদিগের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৬৭) ডাইরেক্টরেরা আপনাদের সভাপতি মনোনীত করিতে ও তিনি যতকাল তৎপদ ধারণ করিবেন তাহাও নিরূপণ করিতে পারিবেন। যদি তদ্রূপ কোন সভাপতি মনোনীত না হন কিম্বা সভা হইবার নিরূপিত সময়ে যদি সভাপতি উপস্থিত না হন, তবে উপস্থিত ডাইরেক্টরেরা আপনাদের একজনকে ঐ সভার অধিপতির পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৬৮) ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির অন্তর্গত যেমত যত সম্ভুয়কারীকে বিহিত বোধ করেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে কমিটী করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি আপনাদের কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। তদ্রূপ অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণ বিষয়ে ডাইরেক্টরেরা যেং বিধান অবধারণ করেন উক্ত স্থাপিত কমিটী তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

(৬৯) কমিটী আপনাদের সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন। যদি সভাপতি মনোনীত না হন কিম্বা তিনি যদি সভার নিরূপিত সময়ে উপস্থিত না থাকেন, তবে কমিটীর অন্তর্গত যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন তাঁহারা ঐ সভার সভাপতি হইবার নিমিত্ত আপনাদের একজনকে মনোনীত করিবেন।

(৭০) কমিটী যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি সভা করিতে এবং সভা করিবার দিনান্তর নিরূপণ করিতে পারিবেন। কোন সভায় যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে কমিটীর অন্তর্গত উপস্থিত ব্যক্তিদের অভিমতের আধিক্যক্রমে তাহা নিরূপিত হইবে। যদি সমান সংখ্যক লোকের পরস্পরবিরুদ্ধ মত হয়, তবে সভাপতির মত প্রবল হইবে।

(৭১) ডাইরেক্টরদের কিম্বা ডাইরেক্টরস্বরূপে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির নিয়োগ কার্য্যে দোষ ছিল কিম্বা তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন জন অযোগ্য ছিল যদিও পশ্চাৎ প্রকাশ পায় তথাপি তাঁহাদের নিয়মিতরূপে নিযুক্ত হওয়ার ও ডাইরেক্টর পদের যোগ্য হওয়ার ন্যায় ঐ ডাইরেক্টরদের সভার কিম্বা ডাইরেক্টরদের কমিটীর কিম্বা ডাইরেক্টর স্বরূপে কর্ম্মকারী ঐ ব্যক্তির কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ ভাজ্যের কথা।

(৭২) সম্ভুয়কারীদের অংশানুসারে যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ ভাজ্য টাকা নিরূপণ হইবে তাহা ডাইরেক্টরেরা সাধারণ সভাস্থ কোম্পানির অনুমতিক্রমে নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(৭৩) কোম্পানির ব্যবসায় হইতে যে লভ্য উৎপন্ন হয় কেবল তাহা হইতে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যাইবে।

(৭৪) ডাইরেক্টরেরা ডিবিডেণ্ড করিবার পরামর্শ করার পূর্ব্বে কোম্পানির লভ্য হইতে সম্ভাবিত ব্যয় পরিশোধার্থে কিম্বা বিভাজ্য টাকা সমান করণার্থে কিম্বা কোম্পানির ব্যবসায় কিম্বা তাহার কোন অংশ সংক্রান্ত দ্রব্যাদি সারাইবার কি রক্ষা করিবার জন্য যত টাকা উচিত বোধ করেন তাহা সঞ্চিত ধন স্বরূপে নিরূপণ করিতে পারিবেন; ও যে টাকা তদ্রূপে সঞ্চিত পুঁজিরূপ পৃথক করা যায় তাহা ডাইরেক্টরেরা যদ্রূপ কিছু মনোনীত করেন তৎক্রমে গচ্ছিত করিবেন।

(৭৫) যদি কোন সম্ভুয়কারীর স্থানে তাঁহার অংশের নিমিত্ত কি অন্য কারণে কোম্পানির কিছু প্রাপ্য হয় তবে ডাইরেক্টরেরা ঐ ডিবিডেণ্ড হইতে তাহা কর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেন।

(৭৬) যদি কোন ডিবিডেণ্ড নিরূপণ হয় তবে প্রত্যেক সম্ভুয়কারীকে পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার সংবাদ দেওয়া যাইবে। ডিবিডেণ্ড নিরূপণ হইলে পর যদি তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উপর দাওয়া না হয় তবে ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির লভ্যার্থে তাহা দণ্ড করিতে পারিবেন।

(৭৭) কোম্পানির নিকট কোন ডিবিডেণ্ডের উপর সুদ প্রাপ্য নয়।

হিসাব।

(৭৮) ডাইরেক্টরেরা এইং বিষয়ের যথার্থ হিসাব রাখিবেন—

কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত দ্রব্যাদির।

কোম্পানির আয় ব্যয়ের ও যে বিষয়ে যত টাকা আয় ও যত টাকা ব্যয় হয় তাহার।

কোম্পানির প্রাপ্যের ও ঋণের।

খাতাবহী কোম্পানির রেজিষ্টরীকরা কার্য্যালয়ে রাখিতে হইবে, এবং কর্ম্ম চালাইবার কোন সময়ে সম্ভুয়কারীরা তাহা দেখিতে পারিবেন। কিন্তু কোম্পানির সাধারণ সভা করিয়া যদি খাতাবহী দৃষ্টির সময় ও নিয়ম সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ নিষেধ অবধারণ করেন, তবে তাহা মান্য হইবে।

(৭৯) ডাইরেক্টরেরা প্রতিবৎসর অতি ন্যূন একবার সাধারণ সভাধিষ্ঠিত কোম্পানির সম্মুখে তৎপূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয়ের বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন। ঐ সভার দিনের পূর্ব্ব তিন মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত ঐ হিসাব নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(৮০) উক্ত বর্ণনাপত্রে আয়ের মোট প্রকাশ হইবে যাহা হইতে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা সুবিধামতে পৃথক প্রকরণ ক্রমে লিখিতে হইবে। ব্যয়ের মোট ও প্রকাশ হইবে, তাহাতে কর্ম্মচারীগণের ও বেতনাদির নিমিত্ত যত টাকা ব্যয় হইল তাহা পৃথক লিখিতে হইবে। সভার সম্মুখে লভ্যের ও ক্ষতির যথার্থ নিষ্পত্তিও অর্পণ করা যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৎসরের আয় হইতে ব্যয়ের যত টাকা ন্যায্যমতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে তাহা সমুদয় হিসাবে লিখিতে হইবে। কোন কার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা ব্যয় হইল তাহা যদি ন্যায্যমতে বহু বৎসরের আয় হইতে কর্ত্তন হইতে পারে তবে সেই কার্য্যে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সমুদয় ব্যক্ত হইয়া যে কারণে তাহার একাংশ মাত্র বৎসরের আয় হইতে লওয়া যায় তাহাও লিখিতে হইবে।

(৮১) প্রতিবৎসর উদ্বর্ত্তপত্র প্রস্তুত হইয়া সাধারণ সভাগত কোম্পানির সম্মুখে অর্পিত হইবে। কোম্পানির যত সম্পদ ও দায় থাকে তাহা এই তফসীল সংযুক্ত পাঠানুসারে কিম্বা যে পর্য্যন্ত সাধ্য সেই পর্য্যন্ত ঐ পাঠানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লিখিত হইবে।

(৮২) ঐ সভা হইবার সাত দিন পূর্ব্বে ঐ উদ্বর্ত্তপত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি এই আইনের নিম্ন ভাগে জ্ঞাপনপত্র অর্পণের যে নিয়ম আছে সেই নিয়মমতে প্রত্যেক জন সম্ভূয়কারীকে দেওয়া যাইবে।

আডিটের কথা।

(৮৩) বৎসরের ন্যূনকল্পে একবার কোম্পানির সকল হিসাবের পর্য্যালোচনা হইবে এবং এক বা অধিক জন আডিটর কর্ত্তৃক ঐ উদ্বর্ত্ত পত্রের শুদ্ধতা নির্ণয় হইবে।

(৮৪) ডাইরেক্টরেরা প্রথম আডিটরদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তৎপরে কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া আডিটরদিগকে নিযুক্ত করিবেন।

(৮৫) যদি কেবল একজন আডিটরকে নিযুক্ত করা যায়, তবে এই আইনেতে অনেক আডিটর বিষয়ে যে ২ বিধি বর্ত্তে, সেই ২ এক জনের প্রতি সেই ২ বিধি বর্ত্তিবে।

(৮৬) কোম্পানির সম্ভূয়কারীরা আডিটর হইতে পারিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোম্পানির কোন বিষয় ব্যাপারে সম্ভূয়কারী ভিন্ন ভাবান্তরে সম্পর্কযুক্ত হন তিনি আডিটর হওনার্থে মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন। কোন ডাইরেক্টর কি কোম্পানির অন্য কর্ম্মচারী যত কাল উক্ত পদ ধারণ করেন ততকাল আডিটরস্বরূপ মনোনীত হইতে পারিবেন না।

(৮৭) কোম্পানি প্রতি বৎসরের নিয়মিত সভায় আডিটরদিগকে মনোনীত করিবেন।

(৮৮) প্রথম আডিটরেরা যত পারিশ্রমিক পাইবেন তাহা ডাইরেক্টরেরা নির্দ্ধার্য্য করিবেন। তৎপশ্চাৎ আডিটরদের পারিশ্রমিক কোম্পানি সাধারণ সভাতে নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

(৮৯) কোন আডিটর ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পর পুনশ্চ মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৯০) যদি কোম্পানির নিযুক্ত কোন আডিটরের পদ অকস্মাৎ শূন্য হয়, তবে ডাইরেক্টরেরা অযৌগে ঐ পদ পূরণার্থে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।

(৯১) যদি পূর্ব্বোক্তমতে আডিটরেরা মনোনীত না হন, তবে কোম্পানির অন্যূন পাঁচজন সম্ভূয়কারীর প্রার্থনামতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত বৎসর বা অনির্দ্দিষ্ট একজন আডিটর নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্ত কোম্পানির যত পারিশ্রমিক দিতে হইবে তাহাও নিরূপণ করিবেন।

(৯২) প্রত্যেক আডিটরকে উদ্বর্ত্তের প্রতিলিপি দিতে হইবে। হিসাববহী ও তৎসম্পর্কীয় প্রমাণ পত্রের সহিত ঐ পত্রের পর্য্যালোচনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

(৯৩) কোম্পানি যে সকল বহী রাখেন তাহার নামাবলী প্রত্যেক আডিটরকে দেওয়া যাইবে, ও তিনি কোম্পানির সকল বহী ও খাতাবহী উপযুক্ত সকল সময়ে দেখিতে পাইবেন। অপরো ঐ হিসাবের পর্য্যালোচনা কার্য্যে আপনার সাহায্যার্থে হিসাবীদিগকে কি অন্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কোম্পানি তাঁহাদের বেতন দিবেন, এবং তিনি সেই হিসাব সম্পর্কে ডাইরেক্টরদের কি কোম্পানির অন্য কোন কার্য্যকারকদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

(৯৪) আডিটরেরা সম্ভূয়কারিদের নিকটে ঐ উদ্বর্ত্তপত্র ও হিসাবের রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ উদ্বর্ত্তপত্রে আইনে যে ২ বর্ণনার আদেশ হইয়াছে তাহা তাহাতে আছে ও কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের অবস্থা সত্য ও যথার্থ ভাব যাহাতে দৃষ্ট হয় এমতে ঐ উদ্বর্ত্তপত্র উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কি না ও যদি তাঁহারা ডাইরেক্টরদের স্থানে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা কি সন্ধান চাহিয়া থাকেন, তবে ডাইরেক্টরেরা সেই ব্যাখ্যা কি সন্ধান দিয়াছেন কি না ও তাহা সন্তোষ জনক হইয়াছে কি না এই সকল কথাও তাঁহারা রিপোর্টে লিখিবেন। সেই রিপোর্ট ডাইরেক্টরদের রিপোর্ট সহিত নিয়মিত সভায় পাঠ করা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের কথা।

(৯৫) কোন সম্ভূয়কারীকে কোম্পানির জ্ঞাপনপত্র অর্পণ করিতে হইলে তাহা স্বয়ং তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে কিম্বা পত্রের শিরোনামায় তাঁহার নাম ও রেজিষ্টরী করা বাসস্থান লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া তাঁহার প্রতি অর্পিত হইবে।

(৯৬) সম্ভূয়কারীদের মধ্যে কয়েকজন একত্রে কোন অংশের স্বত্ববান হইলে, তাঁহাদিগকে যে সকল জ্ঞাপনপত্র দিবার আদেশ হয়, সম্ভূয়কারীদের রেজিষ্টরী বহিতে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহার নাম প্রথমে লেখা থাকে তাঁহাকেই ঐ জ্ঞাপনপত্র দেওয়া যাইবে এবং জ্ঞাপনপত্র তদ্রূপে দেওয়া গেলে ঐ অংশের সকল অংশীকে উপযুক্তমতে অর্পণ করা হইবে।

(৯৭) যদি জ্ঞাপনপত্র ডাকদ্বারা অর্পিত হয় তবে ডাকযোগে রীতিমতে প্রেরণ হইলে ঐ বিজ্ঞাপনযুক্ত পত্র যে সময়ে দেওয়া যায় সেই সময়ে ঐ জ্ঞাপনপত্র অর্পিত হইল জ্ঞান করিবে, এবং ঐ জ্ঞাপনপত্র যে খামে দেওয়া গিয়াছিল তাহার শিরোনামা উপযুক্তমতে লিখিত হইয়া ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ ঐ পত্র অর্পিত হইবার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত অমুক কোম্পানির উর্দ্ধপত্র *।

জমা।

মূলধন ও দায়।

		ইহার মধ্যে।	টাকা	আনা
১। মূলধন।	১	অংশের সংখ্যা		
	২	প্রতিঅংশের জন্য যত টাকা দত্ত হইয়াছে		
	৩	যদি অংশের কোন অংশেমত টাকা দিতে বাকী থাকে তবে সেই বাকীর ভাব ও বাকীদারদিগের নাম		
	৪	যে অংশের দত্ত হইয়া থাকিবে তাহার বর্ণনা		
		ইহার মধ্যে		
২। কোম্পানির ঋণ ও দায়।	৫	বন্ধক কি ঋণ শোধন প্রতিজ্ঞাপত্রক্রমে যত টাকা ঋণ দেওয়া যায় ...		
	৬	কোম্পানির দাতব্য ঋণ তাহা এইরূপে বিশেষ করিয়া লিখিতব্য ...		
		(ক) ঋণের নিমিত্ত প্রাপ্তিপত্র দেওয়া গিয়াছে ...		
		(খ) বাণিজ্য ঘটিত দ্রব্য ও অন্য দ্রব্য হেতুক বণিক দিগের প্রাপ্য		
		(গ) ব্যবহার ঘটিত ব্যয়ার্থে ঋণ		
		(ঘ) ঋণ শোধন প্রতিজ্ঞাপত্র কি অন্য ঋণের উপর সুদ হেতুক ঋণ		
		(ঙ) অদায়ীক ডিবিডেণ্ড		
		(ছ) উক্ত সকল দফায় যে ঋণ ধরা যায় নাই		
		ইহার মধ্যে		
৬। স্বতন্ত্র টাকা।		নৈমিত্তিক ব্যয় শোধ করিবার জন্য সংওয়ায় যে টাকা স্বতন্ত্র রাখা গিয়াছে		
		ইহার মধ্যে		
৭। লাভ ও ক্ষতি নৈমিত্তিক দায়।		ডিবিডেণ্ড প্রভৃতি দিবার জন্য যত টাকা উদ্বর্ত আছে ...		
		কোম্পানির উপর যে দাওয়া ঋণ স্বরূপ স্বীকার হয় না ...		
		যে টাকার জন্য কোম্পানির নৈমিত্তিক দায়		

সম্পত্তি ও স্থিত।

		ইহার মধ্যে	টাকা	আনা
৩ কম্পানির অধিকারগত সম্পত্তি।	৭	স্থাবর সম্পত্তি। বিশেষতঃ		
		(ক) নিষ্কর ভূমি		
		(খ) ,, বাটী		
		(গ) পাট্টাধীন বাটী		
	৮	অস্থাবর সম্পত্তি। বিশেষতঃ		
		(ঘ) বাণিজ্য ঘটিত দ্রব্য		
		(ঙ) দ্রব্য সামগ্রী		
		ইহার মূল্য যখন লেখা যায় তখন ক্রমশঃ ঐ সামগ্রী ব্যবহার কালে যদি মূল্য ন্যূন হইয়া থাকে এই বিষয় স্বতন্ত্র টাকার ওলাউ ও ক্ষতির হিসাবে যেমন লেখা যায় তেমন এই স্থলে লিখিতব্য ...		
		ইহার মধ্যে		
৪। কোম্পানির প্রাপ্য ঋণ।	৯	যে ঋণের টাকা পাইবার সম্ভাবনা ও যাহার বিল কি অন্য প্রতিভূপত্র কোম্পানির হস্তে থাকে।		
	১০	যে ঋণের টাকা পাইবার সম্ভাবনা বোধ হয় কিন্তু প্রতিভূপত্র নাই।		
	১১	যে ঋণের টাকা পাইবার সম্ভাবনা নাই ...		
		ডাইরেক্টরের কিম্বা কোম্পানির অন্য কার্য্যকারকের স্থানে যে প্রাপ্য হয় তাহা স্বতন্ত্র লিখিতে হইবে		
		ইহার মধ্যে		
৫। নগদ ও গচ্ছিত টাকা।	১২	টাকা যে রূপে গচ্ছিত হইয়াছে ও তাহার উপর যত সুদ ...		
	১৩	নগদ টাকা যে স্থানে রক্ষিত আছে ও তাহার উপর সুদ চলে কি না।		

* পূর্ব্ব লিখিত A টেবিলের ৮১ ও ৮২ প্রকরণ দেখ।

B চিহ্নিত টেবিল।

যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয়, জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্ররকে ঐ কোম্পানির যত ফী দিতে হইবে তাহার টেবিল।

	টাকা।
যে কোম্পানির ব্যক্ত মূলধন ২০,০০০৲ টাকার অধিক না হয় তজ্জন্য	৪০৲
যে কোম্পানির ব্যক্ত মূলধন ২০,০০০ টাকার অধিক তজ্জন্য উক্ত ৪০ টাকা ও তদতিরিক্ত ব্যক্ত মূলধনের পরিমাণানুসারে নিম্নলিখিত ফী।	
প্রথমোক্ত ২০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ ৫০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত, প্রত্যেক ১০,০০০৲ টাকার ব্যক্ত মূলধনের বা তাহার কোন অংশের উপর ...	২০৲
প্রথম ৫০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধ ১০,০০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যক্ত মূলধনের প্রত্যেক ১০,০০০ টাকার বা তাহার কোন অংশের উপর ...	৫৲
প্রথম ১০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধ ব্যক্ত মূলধনের প্রত্যেক ১০,০০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের উপর	১৲

কোম্পানি প্রথমে রেজিষ্টরী হইলে পর যদি মূলধন বৃদ্ধি করা যায় তবে ঐ রেজিষ্টরী করণ কালে ঐ বর্দ্ধিত মূলধন প্রথম মূলধনের অংশ হইলে ১০,০০০৲ টাকার কি তাহার কোন অংশের উপর যত ফী লাগিত, ঐ বর্দ্ধিত মূলধন রেজিষ্টরী করিবার সেই ফী।

কিন্তু রেজিষ্টরী করণ সময়ে কি তৎপরে কোন কোম্পানির ব্যক্ত মূলধনের উপলক্ষে ১০০০৲ টাকার অধিক ফী দিতে হইবে না, এবং রেজিষ্টরী করিবার পরে যখন মূলধন বৃদ্ধি হওয়াতে ফী দিতে হয় তখন রেজিষ্টরী করণ কালে যাহা দেওয়া গিয়াছিল তাহাও ধরিতে হইবে।

এই আইনদ্বারা যে সকল কোম্পানি এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইলেও ফী দিন হইতে মুক্ত হয় তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কোম্পানির জন্য নূতন কোম্পানির রেজিষ্টরী করণের তুল্য ফী লাগিবে।

এই আইনদ্বারা সংস্থিতিপত্র ভিন্ন যে সকল লেখা রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা কি অনুমতি হইয়াছে তাহার জন্য	৫৲
এই আইনক্রমে কোম্পানির রেজিষ্ট্ররের দ্বারা যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি কি আজ্ঞা হয় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ...	৫৲

C চিহ্নিত টেবিল।

যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্ররকে ঐ কোম্পানির যত ফী দিতে হইবে তাহার পাঠ।

যে কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রানুসারে সম্ভূয়কারীদের সংখ্যা ২০ জনের অধিক না হয় সেই কোম্পানির রেজিষ্টরী করণার্থে ...	৪০৲
যে কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রানুসারে সম্ভূয়কারীদের সংখ্যা ২০ জনের অধিক কিন্তু ১০০ জনের অনধিক হয় সেই কোম্পানির রেজিষ্টরী করণার্থে ...	১০০৲

যে কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রানুসারে সম্ভূয়কারীদের সংখ্যা ১০০ জনের অধিক কিন্তু সংখ্যার সীমা নাই এমত ব্যক্ত হয় না তাহার উক্ত একশত টাকা ফী এবং প্রথম ১০০ সম্ভূয়কারীর উর্দ্ধ প্রতি ৫০ বা তাহার ন্যূন সংখ্যার সম্ভূয়কারীর নিমিত্ত ৫ টাকা।

	টাকা
যে কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রানুসারে সম্ভূয়কারীদের সংখ্যা অনিরূপিত প্রকাশ হইয়াছে সেই কোম্পানির রেজিষ্টরী করণ নিমিত্ত ...	৪০০৲
ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার পর সম্ভূয়কারিদের সংখ্যা বর্দ্ধন রেজিষ্টরী করিলে ঐ বর্দ্ধিত সংখ্যার ৫০ জন বা তাহার ন্যূন সংখ্যা প্রতি	৫৲

পরন্তু কোম্পানির রেজিষ্টরী করণার্থ প্রথম যে ফী দেওয়া যায় তাহা সমেত সম্ভূয়কারীদের যে সংখ্যা হউক কোন এক কোম্পানির ৪০০৲ টাকার অধিক দিতে হইবে না।

এই আইন অনুসারে রেজিষ্টরী করণ উপলক্ষে যে২ কোম্পানি এই আইন দ্বারা ফী দান হইতে মুক্ত তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার জন্য নূতন কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার তুল্য ফী লওয়া যাইবে।

	টাকা
সংস্থিতিপত্র ভিন্ন যে সকল লেখা এই আইন ক্রমে রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা বা অনুমতি হইয়াছে তাহা রেজিষ্টরী করিবার ...	৫৲
এই আইনক্রমে কোম্পানির রেজিষ্ট্ররের দ্বারা যে কোন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা বা অনুমতি হইয়াছে তাহা লিপি বদ্ধ করিবার ...	৫৲

D চিহ্নিত পাঠ।

এই আইনের তৃতীয় খণ্ডে যে বর্ণনা পত্রের উল্লেখ হইয়াছে তাহা লিখিবার পাঠ।

* কোম্পানির মূলধন———অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশের মূল্য————টাকা।

যে সকল অংশ গৃহীত হইয়াছে তাহার সংখ্যা

অংশপ্রতি টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে।

তদ্দ্বারা টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

জানুয়ারি (বা জুলাই) মাসের প্রথম দিবসে কোম্পানির দেনা এইরূপ,—

কোম্পানির স্থানে ভিন্ন২ ব্যক্তিদের প্রাপ্য।

ডিক্রীক্রমে ...	টাকা।
মোহরাঙ্কিত দলীল ক্রমে ...	টাকা।
প্রমিসরী নোট বা বিলক্রমে ...	টাকা।
সামান্য চুক্তিক্রমে ...	টাকা।
আনুমানিক দাস প্রভৃতিক্রমে ...	টাকা।

ঐ দিবসে কোম্পানির স্থিত এই,—

গবর্ণমেণ্টের নিদর্শন পত্র (বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে) ...	টাকা।
বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসরী নোট ...	টাকা।
ব্যাঙ্কে নগদ ..	টাকা।
অন্য নিদর্শনপত্র ...	টাকা।

* যদি কোম্পানির অংশে বিভক্ত মূলধন না থাকে তবে উক্ত বর্ণনাপত্রে মূলধন ও অংশ বিষয়ক কথা ত্যজ্য হইবে।

দ্বিতীয় তফসীল।

(৯১ ধারা দেখ)

A চিহ্নিত পাঠ।

অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্থিতিপত্র।

১। কোম্পানির নাম অমুক কোম্পানি লিমিটেড।

২। কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় অমুক-স্থানে স্থাপিত হইবে।

৩। কোম্পানি সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায় এই এবং সেই অভিপ্রায় সফল করণ উপলক্ষে বা তজ্জন্য যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় তাহা সম্পাদন।

৪। সম্ভূয়কারিদের দায় সীমাবদ্ধ।

৫। কোম্পানির মূলধন টাকা অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশের মূল্য

সংস্থিতিপত্রের উক্ত নিয়মানুসারে আমরা কোম্পানি-স্বরূপ সম্বদ্ধ হইতে বাঞ্ছা করি। আমাদের নাম ও নিবাসাদি নিম্ন ভাগে লেখা যাইতেছে এবং আমাদের প্রত্যেক জনের নামের পার্শ্বে যত অংশ লেখা হইয়াছে কোম্পানির মূল ধনের তত অংশ লইতে চাহি।

স্বাক্ষরকারীগণের ও নিবাস ও বর্ণন।	প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী যত অংশ লইবেন।
১ ক খ অমুক স্থানবাসী।	
২ গ ঘ ”	
৩ চ ছ ”	
৪ জ ঝ ”	
৫ ট ঠ ”	
৬ ড চ ”	
৭ ত থ ”	
মোট যত অংশ লওয়া গেল।	

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষরের স্বাক্ষী

শ্রী অমুক

সাকিন্

B চিহ্নিত পাঠ।

যে কোম্পানির দায় প্রাতিভাব্য ক্রমে সীমাবদ্ধ ও যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত নয় তাহার সংস্থিতিপত্র ও সংস্থিতির নিয়ম।

সংস্থিতিপত্র।

১। ঐ কোম্পানির নাম এই, "মুচুয়াল কলিকাতা আসোসিয়েশন লিমিটেড"।

২। কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় কলিকাতায় হইবে।

৩। কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায় এই ২, "কোম্পানির সম্ভূয়কারীর জাহাজের পরস্পর বিমাকরণ এবং সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণ সম্পর্কে কি সিদ্ধ করণার্থে তজ্জন্য যে সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য হয় তাহা করণ।"

৪। প্রত্যেক সম্ভূয়কারী এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে তিনি যত কাল সম্ভূয়কারীপদে থাকেন তত কালের কিম্বা তৎপরে এক বৎসরের মধ্যে যদি কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিতে হয় তবে তাঁহার সম্ভূয়কারিত্ব পদ রহিত হইবার পূর্ব্বে কোম্পানির যে সকল ঋণ ও দায় ছিল তৎপরিশোধার্থে এবং ঐ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় পরিশোধার্থ ও ঋণ দাতাদের পরস্পর স্বত্বের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত একশত টাকার অনধিক যত টাকা দিবার আদেশ তাঁহার প্রতি হয় তিনি কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থ তত টাকা দিবেন।

সংস্থিতিপত্রের উক্ত নিয়মানুসারে আমরা কোম্পানি-স্বরূপ সম্বদ্ধ হইতে বাঞ্ছা করি। আমাদের নাম ও নিবাসাদি নিম্ন ভাগে লেখা যাইতেছে।

স্বাক্ষর কারীদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি।

১। শ্রী ক খ ... সাং
২। শ্রী গ ঘ ... সাং
৩। শ্রী চ ছ ... সাং
৪। শ্রী জ ঝ ... সাং
৫। শ্রী ট ঠ ... সাং
৬। শ্রী ড চ ... সাং
৭। শ্রী ত থ ... সাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

শ্রী দ ধ। সাং

পূর্ব্বোক্ত সংস্থিতিপত্র সহিত সংস্থিতির নিয়ম পত্র এই;।

(১) রেজিষ্টরী হইবার জন্য কোম্পানির ৫০০ সম্ভূয়কারী ব্যক্ত হইয়াছে।

(২) সংস্থিতির কর্ম্ম হেতুক প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিত ডাইরেক্টরেরা সম্ভূয়কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি রেজিষ্টরী করিবেন।

সম্ভূয়কারী শব্দের অর্থ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিধিমতে কোন জাহাজ বা তাহার কোন অংশের বিমাপত্র করেন তিনি কোম্পানির সম্ভূয়কারী হইতে সম্মত হইয়াছেন জ্ঞান হইবে।

সাধারণ সভার কথা।

(৪) কোম্পানি সমবায়িত হইলে তিন মাসের অনধিক কালগতে ডাইরেক্টরেরা যে স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে প্রথম সাধারণ সভা হইবে।

(৫) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যে স্থান ও সময় নির্দ্ধার্য্য করেন তৎপশ্চাৎ সেই সময়ে ও স্থানে অন্য সাধারণ সভা হইবে। যদি অন্য সময় বা স্থান অবধারিত না হয় তবে ডাইরেক্টরেরা যে স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে প্রতিবৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সোমবারে সাধারণ সভা হইবে।

(৬) পূর্ব্বোক্ত সাধারণ সভা নিয়মিত সভানামে খ্যাত হইবে। অন্য যে সাধারণ সভা হয় তাহা অতিরিক্ত সভা নামে খ্যাত হইবে।

(৭) ডাইরেক্টরেরা যে সময়ে উচিত বোধ করেন সেই সময়ে তাঁহারা অতিরিক্ত সাধারণ সভা করিতে পারিবেন এবং পাঁচ বা অধিক জন সম্ভূয়কারী লিখনক্রমে আদেশ করিলে তাঁহারা অবশ্য ২ ঐ রূপ সভা করিবেন।

(৮) যদি সম্ভূয়কারীরা আদেশ করেন তবে যে অভিপ্রায়ে সভা করিবার প্রস্তাব হয় সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাঁহারা সেই আদেশপত্র কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে রাখিবেন।

(৯) ডাইরেক্টরেরা সেই আদেশপত্র পাইলে পর অগোণে সাধারণ সভা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি

আদেশ পত্রের তারিখ অবধি একুশ দিনের মধ্যে তাঁহারা সভা করিতে প্রবর্ত্ত না হন তবে আদেশ পত্র লেখকেরা বা অন্য পাঁচ জন সমুয়কারী স্বয়ং সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভার কার্য বিধান।

(১০) সাধারণ সভা করিবার পূর্ব্বে ন্যূন সাত দিন থাকিতে সমুয়কারী দিগকে উক্ত প্রকার সভা করিবার স্থানের ও দিনের ও ঘণ্টার সম্বাদ এবং যদি বিশেষ কর্ম্ম থাকে তবে সেই কার্য্যের সাধারণ ভাবের সংবাদ নিম্নলিখিত প্রকারে কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া অন্য যে নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করেন সেই নিয়মানুসারে দেওয়া যাইবে। কিন্তু কোন সমুয়কারী সেই সম্বাদ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া কোন সাধারণ সভাকৃত কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

(১১) অতিরিক্ত সভায় যে সকল কার্য্য সম্পাদন হয় তাহা বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হইবে। নিয়মিত সভায়ও হিসাব ও উদ্বর্ত্তপত্র ও ডাইরেক্টরদের নিয়মিত রিপোর্ট ভিন্ন যে কার্য্য করা যায় তাহাও বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(১২) যতজন সভাগত হইলে কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে কার্য্যের প্রারম্ভে ততজন উপস্থিত না হইলে কোন সভায় ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ ভাজ্য টাকা নিরূপণ ভিন্ন কোন কার্য্য সম্পাদন হইবে না। যত জনের উপস্থানে কার্য্য সম্পাদন হইতে পারিবে তাহা নির্ণয়ের বিধি এই, সভাকরণ সময়ে যদি কোম্পানির দশ জনের অধিক সমুয়কারী না থাকেন তবে পাঁচজন, যদি দশ জনের অধিক থাকেন তবে তদূর্দ্ধ পঞ্চাশ পর্য্যন্ত পাঁচ২ জন প্রতি এক২ জন ও পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ দশ জন প্রতি একজন উপস্থিত হইলে কার্য্যসাধন হইতে পারিবে। কিন্তু কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য কোন স্থলে ত্রিশ জনের অধিক উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হইবে না।

(১৩) যত জনের উপস্থানে কার্য্যসাধন হইতে পারে যদি সভা করিবার নিরূপিত সময়াবধি এক ঘণ্টার মধ্যে ততজন উপস্থিত না হন তবে সমুয়কারীদের আদেশমতে সভা হইলে সেই সভা ভঙ্গ হইবে। অন্যস্থলে আগামী সপ্তাহের সেই দিনে সেই সময়ে সেই স্থানে পুনশ্চ সভা হইবে। সেই অন্য দিনেও যদি কার্য্য সাধনের উপযুক্ত সংখ্যার লোক উপস্থিত না হন তবে অনির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত সভা স্থগিত থাকিবে।

(১৪) ডাইরেক্টরদের সভাপতি থাকিলে তিনি কোম্পানির প্রত্যেক সাধারণ সভায় আধিপত্য করিবেন।

(১৫) যদি সভাপতি না থাকেন কিম্বা থাকিলেও সভা করণ কালে তিনি উপস্থিত না হন, তবে যে সমুয়কারীগণ উপস্থিত থাকেন তাঁহারা সভায় আধিপত্য করণার্থ আপনাদের একজনকে মনোনীত করিবেন।

(১৬) সভাপতি সভাগত ব্যক্তিদের অনুমতি লইয় সভার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া তৎসম্পাদনের অন্য সময় ও স্থান নিরূপণ করিতে পারিবেন। কিন্তু পূর্ব্ব সভায় যে কার্য্য স্থগিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন উক্ত দিনান্তরে নিরূপিত সভায় অন্য কার্য্য সম্পাদন হইবে।

(১৭) কোন সাধারণ সভায় যদি অন্যূন পাঁচজন সমুয়কারী কার্য্যের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোক সংখ্যা করিবার আদেশ না করেন তবে কোন নির্দ্ধারণ গ্রাহ্য হইয়াছে সভাপতির এই উক্তি এবং কোম্পানির কর্ম্মবহীতে সেই মর্ম্মের লিখিত কথা ঐ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ হইবে; সেই নির্দ্ধারণের সপক্ষ ও বিপক্ষ কত জন হইয়াছে ও কত অভিমত প্রকাশ হইয়াছে ইহার প্রমাণ লইবার প্রয়োজন নাই।

(১৮) যদি পাঁচ বা অধিক জন সমুয়কারী কোন নির্দ্ধারণের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোকদের সংখ্যা গ্রহণ করিবার আদেশ করেন তবে সভাপতি যদ্রূপে আজ্ঞা করেন লোক সংখ্যা ও তদ্রূপে গৃহীত হইবে এবং সাধারণ সভায় ঐ লোক সংখ্যা গ্রহণের ফল কোম্পানির নির্দ্ধারণ জ্ঞান হইবে।

সমুয়কারীদের অভিমতের কথা।

(১৯) প্রত্যেক সমুয়কারির একই অভিমত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে, অধিক নয়।

(২০) যদি কোন সমুয়কারী ক্ষিপ্ত কি জড় হন, আপন কমিটী কি আইনমতে নিযুক্ত অন্য রক্ষকের দ্বারা অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন, যদি কোন সমুয়কারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন, তবে স্বীয় অভিভাবক দ্বারা কিম্বা দুই কি অধিক অভিভাবক থাকিলে কোন এক জনের দ্বারা অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(২১) সমুয়কারীর নিকটে কোম্পানির প্রাপ্য সমস্ত টাকা শোধ না হইলে তিনি কোন সভাতে অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন না।

(২২) অভিমত স্বয়ং কি প্রতিনিধির দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতে পারিবে। প্রতিনিধিকে নিযুক্ত করিবার লেখ্য লিখিত হইয়া নিয়োগকর্ত্তার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে। যদি নিয়োগ কর্ত্তৃগণ সমবায়িত লোক হন তবে তাঁহাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত হইবে।

(২৩) যে ব্যক্তি কোম্পানির সমুয়কারী না হন তিনি প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। প্রতিনিধিকে নিযুক্ত করণার্থ লেখ্যেতে যে ব্যক্তির নাম ব্যক্ত হইয়াছে তিনি যে সভাতে অভিমত জ্ঞাত করিতে ইচ্ছুক আছেন, সেই সভা হইবার পূর্ব্বে অন্যূন ৪৮ ঘণ্টা থাকিতে সেই লেখ্য কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে অর্পিত হইবে।

(২৪) প্রতিনিধি নিযুক্ত করণার্থ লেখ্য এই পাঠে লিখিতে হইবে।

অমুক কোম্পানি লিমিটেড।

দায়ের সীমাবদ্ধ—অমুক কোম্পানির সমুয়কারি অমুক স্থানবাসী আমি শ্রীঅমুক এই পত্র দ্বারা অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুককে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কোম্পানির (নিয়মিত কিম্বা বিশেষে অতিরিক্ত) যে সাধারণ সভা হইবে, কিম্বা সেই দিন স্থগিত হইয়া আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা অমুক মাসের মধ্যে কোম্পানির অন্য যে সভা হইবে, তাহাতে তিনি আমার নিমিত্ত ও আমার পক্ষ হইয়া অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন।

ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ আমার এই স্বাক্ষর। এই স্বাক্ষর অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে করা গেল।

উক্ত শ্রীঅমু - নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষাতে স্বাক্ষর করিলেন।

ডাইরেক্টর গণের কথা।

(২৫) যত জন ডাইরেক্টর হইবেন ও কে২ হইবেন এই কথা সংস্থিতিপত্রের স্বাক্ষরকারীগণ নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

(২৬) ডাইরেক্টরগণের নিযুক্ত না হওন পর্য্যন্ত সংস্থিতিপত্রের স্বাক্ষরকারিগণ ডাইরেক্টর বলিয়া গণ্য হইবেন।

ডাইরেক্টর দিগের ক্ষমতার কথা।

(২৭) ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন এবং এই আইনে কোম্পানির সাধারণ সভায় যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার আদেশ হইয়াছে তদ্ভিন্ন তাঁহারা কোম্পানির সকল ক্ষমতা মতে কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি ডাইরেক্টরেরা কোন কর্ম্ম করেন পশ্চাৎও কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া কোন বিধি করেন তবে সেই বিধি না হইলে ঐ কর্ম্ম যাদৃশ সিদ্ধ হইত তাদৃশ সিদ্ধ হইবে।

ডাইরেক্টরদিগকে মনোনীত করণের কথা।

(২৮) কোম্পানি সাধারণ সভাকরিয়া বৎসরে ২ ডাইরেক্টরদিগকে মনোনীত করিবেন।

কোম্পানির কর্ম্মের কথা।

বিবাপত্র সম্বন্ধীয় কার্য্য যে নিয়মমতে করা যাইবে তাহার বিধি এই স্থলে লিখিতে হইবে।

হিসাবের কথা।

(২৯) পাঁচ জন সংস্থয়কারী কমিটী হইয়া কোম্পানির হিসাবের পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা আডিট কমিটী নামে খ্যাত হইবেন।

(৩০) ডাইরেক্টরেরা সম্ভয়কারীদের মধ্য হইতে প্রথম আডিট কমিটী মনোনীত করিবেন।

(৩১) তৎপশ্চাৎ যাঁহারা আডিট কমিটী হইবেন তাঁহাদিগকে সংস্থয়কারিগণ নিয়মিত সাধারণ সভায় মনোনীত করিবেন।

(৩২) আডিট কমিটীকে উদ্বর্ত্তপত্র দেওয়া যাইবে ও তাঁহারা তৎসম্পর্কীয় হিসাব ও প্রমাণপত্র সহিত ঐ উদ্বর্ত্ত পত্রের পর্য্যালোচনা করিবেন।

(৩৩) কোম্পানি যে সকল বহী রাখেন তাহার নামাবলী আডিট কমিটীকে দেওয়া যাইবে এবং তাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ কোন সময়ে কোম্পানির বহী ও খাতা দেখিতে পাইবেন।

আরও সেই হিসাবের অনুসন্ধান কার্য্যে তাঁহারা আপনাদের সাহায্য করণার্থে কোম্পানির অর্থ ব্যয়ে হিসাবী দিগকে কি অন্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে এবং সেই হিসাব সম্পর্কে ডাইরেক্টরদের কি কোম্পানির অন্য কর্ম্মকারকের পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

(৩৪) আডিট কমিটী সম্ভয়কারীদের নিকটে এই উদ্বর্ত্ত পত্র ও হিসাবের রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ উদ্বর্ত্ত পত্র তাঁহাদের বিবেচনায় সম্পূর্ণ ও যথাৰ্থ উদ্বর্ত্তপত্র ও এই আইনে যে২ বর্ণনার আদেশ হইয়াছে তাহা তাহাতে আছে, ও কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের অবস্থার সত্য ও যথার্থ ভাব যাহাতে দৃষ্ট হয় এমতে ঐ উদ্বর্ত্তপত্র উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কিনা ও যদি তাঁহারা ডাইরেক্টরদিগের স্থানে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা কি সন্ধান চাহিয়া থাকেন তবে ডাইরেক্টরেরা সেই ব্যাখ্যা কি সন্ধান দিয়াছেন কিনা ও তাহা সন্তোষজনক হইয়াছে কিনা এই সকল কথাও তাঁহারা রিপোর্টে লিখিবেন সেই রিপোর্ট ডাইরেক্টরদের রিপোর্ট সহিত নিয়মিত সভায় পাঠ করা হইবে।

বিজ্ঞাপনের কথা।

(৩৫) কোন সম্ভয়কারির প্রতি কোম্পানির জ্ঞাপনপত্র অর্পণ করিতে হইলে তাহা স্বয়ং তাঁহাকেই দিয়া কিম্বা পত্রের শিরোনামায় তাহার নাম ও রেজিষ্টরী করা বাসস্থান লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া তাঁহার প্রতি অর্পণ করিবেন।

(৩৬) যদি জ্ঞাপনপত্র ডাক দ্বারা অর্পিত হয় তবে ডাকের পত্র রীতি মতে যেওনকালে ঐ বিজ্ঞাপন সূচক পত্র যে সময়ে দেওয়া যায় ঐ জ্ঞাপনপত্র সেই সময়ে অর্পিত হইল জ্ঞান হইবে। এবং ঐ জ্ঞাপনপত্র যে নামে দেওয়া গিয়াছিল তাহার শিরোনামা উপযুক্ত মতে লিখিত হইয়া ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ এই পত্র অর্পিত হইবার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে।

কর্ম্মবন্ধ করণের কথা।

(৩৭) ১৮৬৬ সালের ভারতবর্ষীয় কোম্পানির আইনেতে অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ শব্দের যে অর্থ করা গিয়াছে সেই অর্থানুসারে কোম্পানি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় কর্ম্ম বন্ধ করণের নির্দ্ধারণ করিলে কোম্পানি স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যাইবে।

স্বাক্ষরকারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসাদি।

১।	ক	খ	সাং	বণিক।
২।	গ	ঘ	সাং	ঐ
৩।	চ	ছ	সাং	ঐ
৪।	জ	ঝ	সাং	ঐ
৫।	ট	ঠ	সাং	ঐ
৬।	ড	ঢ	সাং	ঐ
৭।	ত	থ	সাং	ঐ

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী॥

দ ধ সাং॥

C চিহ্নিত পাঠ।

প্রাতিভাব্যক্রমে দায়ের সীমাবদ্ধ যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিক্রয় হয় তাহার সংস্থিতিপত্র ও সংস্থিতির নিয়মপত্র।

সংস্থিতিপত্র।

১। কোম্পানির নাম এই, "অমুক হোটেল কোম্পানি লিমিটেড"।

২। কোম্পানির রেজিষ্টরী কার্য্যালয় অমুক স্থানে হইবে।

৩। কোম্পানি সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায় এই২।

"পথিকদের বিশ্রাম যে পান্থশালা করণ এবং জল ও স্থল পথে তাহাদের গমনোপায় করণ দ্বারা অমুকদেশে পথিকদিগের গমনাগমনের সুবিধা করণ ও সেই অভিপ্রায়ের সাধন সম্পর্কে ও তদর্থে যে সকল কার্য্য আবশ্যক হয় তৎসম্পাদন"

৪। প্রত্যেক সম্ভয়কারী এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, আমি যত কাল সম্ভয়কারী পদে থাকি তত কালের কিম্বা তৎপরে এক বৎসরের মধ্যে যদি কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করিতে হয় তবে আমার সম্ভয়কারীত্ব পদ যাওনের পূর্ব্বে কোম্পানি যে সকল ঋণ ও দায়গ্রস্ত ছিল তাহা পরিশোধার্থে ও কর্ম্ম বন্ধ করিবার খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় পরিশোধ এবং ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্বের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত দুইশত টাকার অনধিক যত টাকা আমাকে দিবার আদেশ হয় আমি কোম্পানির স্থিত বন্ধনার্থে তত টাকা দিব।

সংস্থষ্টিপত্রের নিয়মানুসারে আমরা কোম্পানিস্বরূপ সম্বদ্ধ হইতে বাঞ্ছা করি। আমাদের নাম ও নিবাসাদি নিম্ন ভাগে লেখা যাইতেছে।

স্বাক্ষরকারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি

১। শ্রী ক খ সাং
২। শ্রী গ ঘ সাং
৩। শ্রী চ ছ সাং
৪। শ্রী জ ঝ সাং
৫। শ্রী ট ঠ সাং
৬। শ্রী ড ঢ সাং
৭। শ্রী ত থ সাং

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের স্বাক্ষী

শ্রী দ ধ। সাং

পূর্ব্বোক্ত সংস্থষ্টিপত্র সহিত সংস্থষ্টির যে নিয়মপত্র দিতে হইবে তাহা।

১। কোম্পানির মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা, তাহা এক শত টাকা করিয়া পাঁচ সহস্র অংশে বিভক্ত।

(২) ডাইরেক্টরেরা সাধারণ সভাগত কোম্পানির অনুমতিক্রমে অংশের সংখ্যা ন্যূন করিতে পারিবেন।

(৩) ডাইরেক্টরেরা সাধারণ সভাগত কোম্পানির অনুমতিক্রমে কোম্পানির কোন অংশ রহিত করিতে পারিবেন।

৪। A চিহ্নিত টেবিলের সকল নিয়ম এই নিয়মে সংযুক্ত হইয়া কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে এমত জ্ঞান হইবে।

আমরা আপনাদের নাম নিবাসাদি নিম্নে স্বাক্ষর করিলাম ও আমাদের নামের পার্শ্বে যত অংশ লেখা হইয়াছে আমরা কোম্পানির মূলধনের তত অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছি।

স্বাক্ষরকারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি				স্বাক্ষরকারি প্রত্যেক জন যত অংশ লইয়াছেন।
১	ক	খ	সাং	
২	গ	ঘ	,,	
৩	চ	ছ	,,	
৪	জ	ঝ	,,	
৫	ট	ঠ	,,	
৬	ড	ঢ	,,	
৭	ত	থ	,,	

মোট যত অংশ লওয়া যায়।

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

দ ধ সাং

যে কোম্পানির দায় সীমা বদ্ধ নয় ও যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় নাই তাহার সংস্থষ্টিপত্র ও সংস্থষ্টির নিয়মপত্র।

সংস্থষ্টিপত্র এই।

১। কোম্পানির নাম পেটেন্ট কোম্পানি।

২। কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় অমুক স্থানে হইবে।

৩। অমুক স্থানবাসী শ্রী দ ধ একক অমুক শিল্প-কর্ম্ম করিবার কলের পেটেন্ট লইয়াছেন; সেই পেটেন্ট নিয়মানুসারে ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করা এই কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায়।

নিম্নে স্বাক্ষরকারী আমরা এই সংস্থষ্ট পত্রানুসারে কোম্পানি হইতে চাহিতেছি

স্বাক্ষর কারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি।

১। ক খ সাং
২। গ ঘ ,,
৩। চ ছ ,,
৪। জ ঝ ,,
৫। ট ঠ ,,
৬। ড ঢ ,,
৭। ত থ ,,

সাল তারিখ

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

শ্রী প ফ সাং

পূর্ব্বোক্ত সংস্থষ্টিপত্র সহিত সংস্থষ্টির যে নিয়মপত্র দিতে হইবে তাহা ও কোম্পানির মূলধন।

কোম্পানির মূলধন ২০,০০০৲ টাকা। তাহা এক সহস্র টাকার বিশ অংশে বিভক্ত হইয়াছে।

A টেবিল রহিত হওয়া।

A চিহ্নিত টেবিলের সকল নিয়ম এই নিয়মে সংযুক্ত হইয়া কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে এমত জ্ঞান হইবে।

নিম্নলিখিত আমরা আপনাদের নামের পার্শ্বে যত অংশ লিখিয়াছি কোম্পানির মূলধনের তত অংশ লইতে সম্মত হইয়া নিম্নভাগে আপনাদের নাম ও নিবাসাদি স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর কারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি।				স্বাক্ষরকারিরা যত অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।
১	ক	খ	সাং	
২	গ	ঘ	,,	
৩	চ	ছ	,,	
৪	জ	ঝ	,,	
৫	ট	ঠ	,,	
৬	ড	ঢ	,,	
৭	ত	থ	,,	

মোট যত অংশ লওয়া গেল।

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

প ফ সাং

E চিহ্ন পাঠ। আইনের দ্বিতীয় খণ্ডের আদেশ ক্রমে।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির মূলধনের ও অংশের সার সংক্ষেপ।

ব্যক্ত মূলধন________টাকা।________________________টাকা করিয়া________________________অংশে বিভক্ত।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত যত অংশ দেওয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক অংশোপলক্ষে________টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে।

আদেশানুসারে প্রাপ্ত________টাকা।

আদেশ হইলেও অদত্ত________টাকা।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যাঁহারা অমুক________________কোম্পানির অংশী হন, এবং উক্ত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্ব দ্বাদশ মাসের মধ্যে________________কোন সময়ে যাঁহারা ঐ কোম্পানিতে অংশী ছিলেন তাঁহাদের নাম ও বাসাদি ও যত অংশের অংশী হন।

যে রেজিষ্টর লেজরে বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার ফোলিও।	নাম ও বাসস্থান ও ব্যবসায়াদি।				অংশের বর্ণনা।					মন্তব্য।
	উপনাম।	নাম।	নিবাস।	ব্যবসায়।	অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বর্ত্তমান অংশিদের যত অংশ।	গত বৎসরে বর্ত্তমান অংশিদের অধিক যে অংশ ছিল		যাঁহারা এখন অংশী নহেন তাহাদের অংশ।		
						নম্বর।	হস্তান্তর করিবার তারিখ	নম্বর।	হস্তান্তর করিবার তারিখ।	

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

ভারতবর্ষের কোম্পানির আইনের ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের ৪৯ ধারায় অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হওয়াতে এই পাণ্ডুলিপির কারণ হইয়াছে। যে বাৎসরিক উদ্বর্ত্তপত্র রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে তাহা সম্পর্কবিশিষ্ট কোম্পানির সাধারণ সভাতে অর্পিত হইয়া যে ঐ সভা কর্ত্তৃক অবশেষে গ্রাহ্য ও পাশ হওয়া আবশ্যক অথবা ১৮৫৭ সালের ১৯ আইনে যেরূপ বিধান আছে সেইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে উহা দাখিল করিতে হইবে এমত কোন স্পষ্ট বিধান ঐ ধারায় নাই।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট বিবেচনার পর ইহা স্থির করিয়াছেন যে উক্ত অসম্পূর্ণতা অপনীত করা এবং সেই সুযোগে ভারতবর্ষের কোম্পানির আইনে অন্য কতক গুলি সংশোধন করা উচিত।

এই সংশোধন গুলি দুই দফায় বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম, ১৮৬৬ সাল হইতে কোম্পানি সম্বন্ধে বিলাতের ব্যবস্থা দৃষ্টে যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোগ করণ বাঞ্ছনীয় এবং দ্বিতীয়তঃ বিলাতের ও ভারতবর্ষের আদালতের রিপোর্ট করা নিষ্পত্তি হইতে যে সকল ভাষাগত পরিবর্ত্তন বিধেয় বোধ হইয়াছে।

বিলাতের কোম্পানির আইন হইতে আমাদের ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের অধিকাংশই সংগৃহীত এবং ১৮৬৬ সাল হইতে উক্ত আইন মহারাণীর ৩০ ও ৩১ বৎসরের ১৩১ অধ্যায়, ৩৩ ও ৩৪ বৎসরের ১০৪ অধ্যায় এবং ৪০ ও ৪১ বৎসরের ২৬ অধ্যায় দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।

এই সকল রাজব্যবস্থায় এইরূপ বিধান আছে যে,—

১। যদি কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানি সংস্থিতিরপত্রে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তবে যখন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা হয় এবং সাধারণ সম্ভূয়কারীদের দত্ত ঋণ সমেত কোম্পানির স্থিত, উহার দেনা বা কর্ম্ম বন্ধ করণের খরচা পরিশোধ জন্য অপ্রচুর হয়, তখনই কেবল যে দায়া গ্রহণ করা যাইতে পারে এমত অসীমাবদ্ধ দায় সংযুক্ত ডাইরেকটর ঐ কোম্পানির থাকিতে পারে;

(২) কোন কোম্পানি আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার ব্যক্ত মূলধনের মোট টাকা বা অংশে সংখ্যা কমাইতে পারিবেন, কিন্তু যে উত্তমর্ণগণ ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের বিষয় অজ্ঞাত থাকেন তাঁহাদের স্বত্বের বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবেন না;

(৩) অংশ ক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির মূলধন, অদত্ত অংশ সকল কর্ত্তন করিয়া, কমান যাইতে পারিবে;

(৪) অংশের বিভাগ হইতে পারিবে;

(৫) যে সকল সমবায় বাণিজ্য কার্য্যে প্রবর্ত্ত না হয় সেই সকল সমবায় স্বীয় নামে "লিমিটেড" এই অনুপযোগী শব্দ সংলগ্ন না করিলেও কোম্পানির আইনমতে সমবায়িত হইতে পারিবে;

(৬) কোন কোম্পানি কোন ২ অংশ সম্বন্ধে সমস্ত টাকা শোধ লইতে এবং অপরাপর অংশ সম্বন্ধে তাহা না লইতে পারিবেন এবং প্রত্যেক অংশের উপর যে পরিমাণে টাকা দেওয়া হয় সেই টাকার পরিমাণে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে;

(৭) অংশের হস্তান্তর, হস্তান্তর গৃহীতার দ্বারা প্রার্থনা হইলে যে সকল নিয়মে হইত সেই সকল নিয়মাধীনে হস্তান্তরকারীর প্রার্থনামতে রেজিস্টরী করিতে হইবে;

(৮) যে সকল সীমাবদ্ধ অংশের টাকা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হইয়াছে সেই সকল অংশের সম্বন্ধে পত্রবাহককে শ্যার ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইতে পারিবে এবং তাহার পর ঐ ওয়ারণ্ট অর্পণ দ্বারা ঐ অংশ হস্তান্তর হইবে এবং পত্র বাহককে ডিবিডেণ্ড পাইবার স্বত্ববান করণ সূচক কুপনপত্র তৎসংলগ্ন করা যাইতে পারিবে;

(৯) কোম্পানি বা ইহার স্থাপনকারিগণ বা ডাইরেক্টরগণ পূর্ব্বে যে কোন চুক্তি করিয়া থাকেন এবং কোন ব্যক্তি ঐ কোম্পানির শ্যার লইবেন কি না তাঁহার ইহা মনঃস্থ করণ বিষয়ে সে চুক্তি যুক্তি সঙ্গতরূপে ফলোপধায়ক হয় সেই চুক্তির তারিখ ও পক্ষদের নাম কোম্পানির প্রত্যেক অনুষ্ঠানপত্রে এবং জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির শ্যারের নিমিত্ত নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য যে বিজ্ঞাপন দ্বারা লোক আহ্বান করা হয় সেই বিজ্ঞাপনে, নির্দ্দিষ্ট থাকিবে (সলিবানের নাম মিটকাফ ৪৯ ল, জ, কু, বেঞ্চ ৮১৫);

(১০) রেজিষ্টরী হইবার পর চারিমাসের মধ্যে এক সাধারণ সভা অবশ্য করিতে হইবে;

(১১) যদ্যপি সম্ভূয়কারীদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সাত জনের ন্যূন না হয়, অথবা কোন ঋণদাতা পূর্ব্বে আঠার মাসের মধ্যে ন্যূনকল্পে ছয়মাস কাল স্বীয় শ্যার ধারণ করিয়া না থাকেন অথবা ঐ শ্যার সকল পূর্ব্ব শ্যারধারীর মৃত্যু ঘটনাতে ঋণদাতাকে না অর্শিয়া না থাকে তবে ঐ ঋণদাতা কর্ম্ম বন্ধ করণজন্য দরখাস্ত দাখিল করিবার উপযুক্ত হইবেন না। কার্য্য চালাইতে অক্ষমপ্রায় কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করাইয়া উহার তৎকালিক স্থিত লুঠ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে ব্যবসাদারেরা যে উহার শ্যার ক্রয় করে সেই প্রথা এতদ্দ্বারা নিবারিত হইবে।

(১২) যখন হাই কোর্ট কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণের আদেশ করেন তখন ঐ হাই কোর্ট অপর সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান জিলার আদালতের দ্বারা হইবার আদেশ করিতে এবং কার্য্য বন্ধ করণ এক জিলার আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অপর জিলার আদালতে সমর্পণ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের এই "জিলার আদালত" শব্দের ব্যবহার বিলাতের "কৌণ্টী কোর্ট" কথার তুল্য।

(১৩) যে কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার উদ্যোগ হইতেছে সেই কোম্পানি এবং তাহার উত্তমর্ণদের মধ্যে যদি কোন রফার প্রস্তাব হয়, তবে আদালত তদ্রূপ উত্তমর্ণদের সভা হইবার আদেশ করিতে পারিবেন; এবং যেঅধিক অভিমতদায়ী লোক ঐ রফাতে সম্মত হন তাঁহাদের স্বার্থ যদি সমস্ত স্বার্থের চারি ভাগের তিন ভাগ হয় তবে ঐ রফা আদালত কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে প্রবল হইবে।

মহারাণীর ৩০ ও ৩১ বৎসরের ১৩১ অধ্যায়ের ৩৭ ধারা দ্বারা কোম্পানির পক্ষে যে প্রকারে চুক্তি করা যাইতে পারিবে সেই বিষয়ে যে সংশোধন করা হইয়াছে তাহা ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের ৪২ ধারাতে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাদ্বারা পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল এবং এই পাণ্ডুলিপির ৬৭ ধারায় তাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করেন যে উপরের নির্দ্দিষ্ট তেরটী সংশোধন দুটী কারণ বশতঃ করা উচিত, প্রথম কারণ এই যে ঐ সংশোধন গুলি উৎকৃষ্ট এবং দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যার্থ কোম্পানির আইন বিলাতে যেরূপ যতদূর সম্ভব ভারতবর্ষেও সেইরূপ হয় ইহা বাঞ্ছনীয়।এরূপ আইনে কোন ইতর বিশেষ থাকিলে তাহা ভারতবর্ষের আদালতের ভ্রম জন্মায় এবং বিলাতের ধনীগণকর্ত্তৃক ভারতবর্ষের কোম্পানিতে টাকা খাটাইবার পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে অনুৎসাহদায়ক হয়। ডাইরেক্টরগণেরঅসীম দায়িত্ব সম্বন্ধে যে বিধান (৭৩ ও ৭২ ধারায়) হয়াছে বিলাতে তাহার উপর এই বলিয়া দোষারোপণ করা যায় যে এই বিধান সম্পদশালী ও অবস্থাপন্ন লোকদের উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পক্ষে নিশ্চয়ই প্রতিবেধক এবং তত্তৎ স্থানে অভাবাপন্ন অর্থান্বেষণকারীগণের নিযুক্ত হইবার প্রতিপোষক। কিন্তু চৌদ্দ বৎসরের ভূয়োদর্শনদ্বারা এই ভবিষ্যৎ বাণী যে নিতান্ত অমূলক বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। ইহা বলা যাইতে পারে যে উক্ত বিধানানুসারে, কোন ডাইরেক্টর আপন পদ ত্যাগ করিবার পর এক বৎসরের অধিক কালের জন্য ডাইরেক্টরস্বরূপ দায়ী হইবেন না এবং তিনি ডাইরেক্টরের পদ ত্যাগ করিলে পর কোম্পানি কোন চুক্তিক্রমে যে কোন ঋণ করেন সেই ঋণ জন্য তিনি ডাইরেক্টর স্বরূপে দায়ী হইবেন না। বিলাতের নূতন ব্যবস্থাপন দৃষ্টে আরও যে সকল বিধান সংগ্রহ করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য কিছুই নাই। ১৩ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত সকল ধারাতে ও ৫৭, ৬৯, ৭৪, ৭৬, ৮৮, ১৩২, ১৫০, ২০৩, ২১৮, ২১৯, ২৫৩ ও ২৫৪ ধারাতে ঐ সকল বিধান দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বাণিজ্যার্থী কোম্পানির প্রতি প্রযোজ্য আইন সম্বন্ধে কেবলমাত্র বত্রিশটী ভারতবর্ষের আদালতের রিপোর্ট করা নিষ্পত্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে কেবল দুই একটী ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের কথার উপর নিষ্পত্তি। কিন্তু ১৮৬২ সালের রাজব্যবস্থার তদনুরূপ ধারার কথার উপর বিলাতের নিষ্পত্তি বহু সংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল নিষ্পত্তি পরীক্ষা করিয়া তাহার ফল এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবিষ্ট করা গিয়াছে। বর্ত্তমান আইনের ভাষাগত সংশোধনের অধিকাংশই ইংরাজি পাণ্ডুলিপিতে বড় বড় অক্ষরের দ্বারায় সূচীত হইয়াছে এবং যে সকল মোকদ্দমা দৃষ্টে এ সংশোধন করণ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইয়াছে তাহা ঐ পাণ্ডুলিপির পার্শ্বভাগে লিখিত হইয়াছে।

সিমলা }
১৮৮১ সাল ১৮ আগস্ট }

হুইট্‌লী ষ্টোক্‌স্‌।

আর, জে, ক্রস্‌থায়েট,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA M. A. AND B. L. *Bengali Translator.*

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ২১ মার্চ্চ।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়।

১৮৮১ সালের ১৯ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূলধন বণ্টনকরণের এবং এই আইন অনুযায়ী সম্ভূয়কারী ও সংসৃষ্টি ব্যক্তিদের দায়ের বিধি।

মূলধন বণ্টনের বিধি।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির ও সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ ও নিরূপণ করণের বিধি।

উত্তমর্ণদের রক্ষার্থবিধি।

চতুর্থ খণ্ড

এই আইন অনুযায়ী কোম্পানি ও সমাজের কর্ম্মবন্ধ করণের বিধি।

উপক্রমণিকা।

পঞ্চম খণ্ড।

রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বিধি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির আইনমতে যেং কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

সপ্তম খণ্ড।

এই আইনমতে কোম্পানিদিগের রেজিষ্টরী হইবার ক্ষমতার বিধি।

অষ্টম খণ্ড

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির প্রতি আইন বর্ত্তিবার বিধান।

নবম খণ্ড।

বিবিধ বিধান।

প্রথম তফসীল।

দ্বিতীয় তফসীল।

বণিক কোম্পানির ও অন্যান্য সমাজের সমবেত করণ ও কার্য্যের বিধান ও কর্ম্ম বন্ধ করণের আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

বণিক কোম্পানির ও অন্যান্য সমাজের সমবেত করণের ও কার্য্যের বিধান ও কর্ম্ম বন্ধ করণের আইন সংশোধন করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম। স্থানীয় ব্যাপ্তি। আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারিবে। এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে; এবং ইহা ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে ও যে সময়ে তদ্রূপে প্রবল হয় সেই সময় এই আইনের প্রারম্ভের সময় বলিয়া অতঃপর উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৬৬ সালের ১০ আইন রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। এই আইনের প্রারম্ভের সময়াবধি ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন রহিত হইবে। কিন্তু ঐরূপে রহিত হওয়াতে নিম্নলিখিত বিষয়ের কোন বিঘ্ন হইবে না, অর্থাৎ,

(ক) উক্ত আইনমতে কিম্বা তদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির সমবেত করণের;

(খ) উক্ত আইনক্রমে বা তদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইন ক্রমে যে কোন স্বত্ব বা অধিকার লব্ধ হইয়াছে বা দায় বর্ত্তিয়াছে তাহার;

(গ) ১৮৫৭ সালের ১৯ আইন সংযুক্ত তফসীলের B চিহ্নিত পাঠ কিম্বা তাহার যে কোন অংশ এই আইনের প্রারম্ভসময়ে বর্ত্তমান কোন কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে সেই পর্য্যন্ত ঐ পাঠের।

আর উক্ত ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইনের উল্লেখ সকল এই আইনের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে, এবং ঐ আইন ক্রমে যে সকল বিধি প্রণীত বা নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ ও অন্যান্য যাহা কিছু নিয়মিতরূপে কৃত হয়, তৎসমুদয় যথাক্রমে এই আইনমতে প্রণীত, নির্দ্দিষ্ট, বিধিবদ্ধ ও কৃত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে; আর উক্ত আইনমত সমুদয় কোম্পানি এই আইনমত কোম্পানি বলিয়া গণ্য হইবে।

অর্থকরণের ধারা।

৩ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর দৃষ্ট না হইলে, এই আইনে

"ইন্সুরান্স কোম্পানি।"

যে কোম্পানি কেবল বিমাদান কার্য্য কিম্বা অন্য এক বা অধিক ব্যবসায়ের সহিত ঐ কার্য্য করেন, "ইন্সুরান্স কোম্পানি" শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

"আদালত।"

কোন জিলার মধ্যে মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন যে প্রধান দেওয়ানী আদালত আছে "আদালত" শব্দে তাহাকে বুঝায়, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার সাধারণ ক্ষমতানুযায়ি কার্য্যপক্ষে হাই কোর্ট ও ঐ পক্ষে গণ্য।

"জিলার আদালত।"

কোন জিলার মধ্যে মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে প্রধান দেওয়ানী আদালত থাকে, "জিলার আদালত" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে, কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ বিচারাধিপত্য সম্পর্কে হাই কোর্টকে বুঝাইবে না।

নির্দ্দিষ্ট কএক জনের অধিক লইয়া সম্ভুয় সমুত্থানের নিষেধ।

৪ ধারা। দশজনের অধিক কোন কোম্পানি বা সমাজ বা সম্ভুয় সমুত্থানে বদ্ধ ব্যক্তিগণ এই আইনমতে কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী না হইলে কিম্বা পার্লিয়ামেণ্টের আইন বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অন্য কোন আইন অনুসারে কিম্বা রাজকীয় চার্টর বা পেটেণ্ট পত্রানুসারে স্থাপিত না হইলে, ব্যাঙ্কের কার্য্য করিবার জন্য সমবেত হইতে পারিবে না, এবং বিশজনের অধিক কোন কোম্পানি বা সমাজ বা সম্ভুয় সমুত্থানে বদ্ধ ব্যক্তিগণ এই আইনমতে রেজিষ্টরী না হইলে কিম্বা অন্য কোন আইন বা পেটেণ্টপত্রানুসারে স্থাপিত না হইলে, সেই কোম্পানি বা সমাজ বা সম্ভুয় সমুত্থানে বদ্ধ ব্যক্তিগণ কিম্বা তদন্তর্গত কোন লোক লভ্য প্রাপণার্থ অন্য কোন কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্ত সমবেত হইবেন না।

এই আইনের নানা খণ্ডের কথা।

৫ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিষয়োপলক্ষে এই আইনের নয় খণ্ড করা গেল।—

প্রথম খণ্ড।—এই আইনমত কোম্পানির ও সমাজের স্থিতি ও সমবায়ের বিধি।

দ্বিতীয় খণ্ড।—মূলধন বণ্টন করণের বিধি এবং এই আইন অনুযায়ি কোম্পানির ও সমাজের ব্যক্তিদের দায়ের বিধি।

তৃতীয় খণ্ড।—এই আইন অনুযায়ি কোম্পানি ও সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ও সম্পাদনের বিধি।

চতুর্থ খণ্ড।—এই আইন অনুযায়ি কোম্পানির ও সমাজের কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

পঞ্চম খণ্ড।—রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বিধি।

ষষ্ঠ খণ্ড।—১৮৫৭ সালের ১৯ আইন (অর্থাৎ জাইণ্ট-ষ্টক কোম্পানির ও অন্যান্য সমাজের অন্তঃপাতি লোকদের দায় সীমাযুক্ত করিয়া কি না করিয়া ঐ কোম্পানিকে ও সমাজকে চার্টর দিবার ও তাহাদের বিধান করিবার আইন) এবং ১৮৬০ সালের ৭ আইন (অর্থাৎ জাইণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের কোম্পানিকে সীমাযুক্ত দায়ের নিয়মে বদ্ধ হইবার বিধান করিবার আইন) ইতে কিম্বা ইহার মধ্যে কোন আইনমতে, যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হয় তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তাইবার বিধি।

সপ্তম খণ্ড।—এই আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোম্পানি বিষয়ক বিধি।

অষ্টম খণ্ড।—যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হয় নাই, তৎপ্রতি এই আইন বর্ত্তাইবার বিধি।

নবম খণ্ড।—বিবিধ বিধান সংক্রান্ত বিধি।

প্রথম খণ্ড।

এই আইনমত কোম্পানির ও সমাজের স্থিতি ও সমবায়ের বিধি।

সংসৃষ্টপত্রের কথা।

কোম্পানি স্থাপনের নিয়ম।

৬ ধারা। সপ্ত বা তদধিক জন লোক ব্যবস্থাসিদ্ধ কোন কার্য্য সম্পাদনার্থে সংসৃষ্ট হইয়া সংসৃষ্টিপত্রে স্বাক্ষর করণ দ্বারা, এবং রেজিষ্টরী করণবিষয়ে এই আইনের বিধি অনুসারে প্রকারান্তরের কর্ম্ম করণ দ্বারা, সীমাযুক্ত দায় সহিত বা তদ্ভিন্ন সমবেত কোম্পানি হইতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—যদিও প্রস্তাবিত কোম্পানির সমুদয় কার্য্য বা তাহার কোন অংশ ভিন্নদেশে করিবার কল্পনা থাকে, ভিন্নদেশ বাসিরা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী লোক বলিয়া গণ্য হইবে।

সমুয়কারিদের দায় সীমাবদ্ধ করিবার নিয়মের কথা।

৭ ধারা। এই আইনমতে যে কোম্পানি স্থাপিত হয় তদন্তর্গত সমুয়কারিগণ যেং অংশ প্রাপ্ত হয় তদুপলক্ষে যত টাকাদত্ত না হয় তত টাকা পর্য্যন্ত অথবা ঐ কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিতে হইলে সমুয়কারিগণ সংসৃষ্টিপত্রানুসারে স্থিত বর্দ্ধনার্থে যত টাকা দিতে স্বীকার করেন তত টাকা পর্য্যন্ত সংসৃষ্টি পত্রানুসারে সমুয়কারিদের দায়ের সীমা বদ্ধ হইতে পারিবে।

অসীমাবদ্ধ দায় যুক্ত ডাইরেক্টরদের কথা।

কোন কোম্পানি সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ স্থাপন করা গেলে ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টরদের বা কার্য্যাধ্যক্ষদের অথবা কার্য্যকারি ডাইরেক্টরের দায় সংসৃষ্টিপত্রে বিধান থাকিলে অসীমাবদ্ধ হইতে পারিবে।

অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রের কথা।

৮ ধারা। সমুয়কারিরা কোন কোম্পানির মূলধনের যে অংশ দেন নাই, সেই অংশের অদত্ত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহারা দায়ী, এই নিয়মমতে যে কোম্পানি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে অতঃপর এই আইনে অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি বলা যাইবে। তদ্রূপ কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রে এইং কথা লিখিতে হইবে, যথা,—

(ক) প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম ও সেই নামের শেষ ভাগে শেষ শব্দ স্বরূপ "লিমিটেড" (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ) শব্দ থাকিবে।

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে ঐ কোম্পানির রেজিস্টরী করা কার্য্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয় তাহা।

(গ) প্রস্তাবিত কোম্পানি যেং অভিপ্রায়ে স্থাপিত হইবে তাহা।

(ঘ) সমুয়কারিদের দায় সীমাবদ্ধ এই প্রতিজ্ঞা।

(ঙ) যত টাকা মূলধন ব্যক্ত করিয়া কোম্পানির রেজিস্টরী হইবার প্রস্তাব হয়, পশ্চাল্লিখিত নিয়মানুসারে অবধারিত কতক টাকার অংশাংশে বিভক্ত সেই মূলধন। নিয়ম এই যে,

(চ) স্বাক্ষরকারি কোন ব্যক্তি এক অংশের ন্যূন লইবেন না।

(ছ) সংসৃষ্টিপত্রে স্বাক্ষরকারি প্রত্যেক ব্যক্তি যত অংশ লন, তাহা আপনার নামের পার্শ্বে লিখিবেন।

প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রের কথা।

৯ ধারা। কোন কোম্পানির কার্য্যবন্ধ করিতে হইলে সমুয়কারিগণ সেই কোম্পানির স্থিত বৃদ্ধি করণার্থে যত টাকা দান করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, তত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহারা দায়ী, এই নিয়মে যে কোম্পানি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে অতঃপর এই আইনে প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি বলা যাইবে। সেই কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রে এই ২ কথা লিখিতে হইবে, যথা,

(ক) প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম ও শেষ ভাগে সেই নামের শেষ শব্দ স্বরূপ "লিমিটেড" শব্দ থাকিবে।

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে ঐ কোম্পানির রেজিস্টরী করা কার্য্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয় তাহা।

(গ) প্রস্তাবিত কোম্পানি যেং অভিপ্রায়ে স্থাপিত হইবে তাহা।

(ঘ) কোম্পানির কোন সমুয়কারী যত কাল সেই পদে থাকেন সেই কালের কিম্বা তাহার পর এক বৎসরের মধ্যে যদি কোম্পানির কার্য্য নিষ্পত্তি করিয়া বন্ধ করিতে হয়, তবে আপনার সেই সমুয়কারিত্ব পদ ত্যাগ করণের পূর্ব্বে, ঐ কোম্পানির যে ঋণ ও দায় হইয়াছে তাহা শোধ করণার্থে ও কোম্পানির কার্য্য নিষ্পত্তি করিয়া বন্ধ করিবার খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় শোধ করণার্থে এবং ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্ব সন্নিধানার্থে প্রত্যেক জন, কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থে নির্দ্দিষ্ট কতক টাকার অনধিক অবধারিত টাকা দান করিবেন, এই প্রতিজ্ঞাসূচক আবেদনপত্র।

অসীমাবদ্ধ কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রের কথা।

১০ ধারা। সমুয়কারিদের দায়ের সীমা নাই এই নিয়মে যে কোম্পানি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে অতঃপর এই আইনে অসীমাবদ্ধ কোম্পানি বলা যাইবে। সেই কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রে এইং কথা থাকিবে, যথা,

(ক) প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম।

(খ) কোম্পানির রেজিস্টরী করা কার্য্যালয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়।

(গ) প্রস্তাবিত কোম্পানি যেং অভিপ্রায়ে সংস্থাপিত হইবে।

সংসৃষ্টিপত্রে স্বাক্ষরকরণের ও তাহার ফলের কথা।

১১ ধারা। সংসৃষ্টিপত্রে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী ন্যূনকল্পে একজন সাক্ষির সাক্ষাতে স্বাক্ষর করিবেন, সেই সাক্ষী ও সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন। ফলতঃ প্রত্যেক জন তাহাতে স্বনাম লিখিলে, এবং সংসৃষ্টিপত্রে আপনার ও তদীয় উত্তরাধিকারী ও অছি ও ধনাধ্যক্ষদের পক্ষে এই আইনের বিধানের অধীনে ঐ সংসৃষ্টিপত্রের সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনের প্রতিজ্ঞা লিখিলে, ঐ পত্রের যেরূপ ফল হইত, রেজিষ্টরী হইলে পর উক্ত পত্রক্রমে ঐ কোম্পানি ও তদবলম্বি সমুয়কারীগণ তদ্রূপই ও সেই পর্য্যন্ত বদ্ধ হইবেন।

১২ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানির ব্যবস্থা আদৌ যেরূপে বিধিবদ্ধ করা যায় কিম্বা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে যদ্রূপে পরিবর্ত্তন করা হয়, তদনুসারে যদি সেই কোম্পানি ক্ষমতাপন্ন হন, তবে সংস্থিতিপত্রের লিখিত নিয়ম রূপান্তর করণ পূর্ব্বক যত মূল্যের যত নূতন অংশ বিহিত বোধ করেন, প্রচার করিয়া তদনুসারে ঐ মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিম্বা মূলধন সংগৃহীত করিয়া বর্ত্তমান অংশ যে মূল্যের হয় মূলধন তদধিক টাকার অংশে বিভাগ করিতে পারিবেন, কিম্বা দত্ত মূল্যাংশ লইয়া স্থাপা করিতে পারিবেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষমতাপন্ন না হইলে এবং পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কার্য্য না করিলে কোন কোম্পানি কোন প্রকারে আপন সংস্থিতিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

কোন ২ কোম্পানির সংস্থিতিপত্র পরিবর্ত্তনের ক্ষমতার কথা।

মূলধন ও অংশ কমাইবার বিধি।

১৩ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি উহার মূল বিধান ক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণমতে পরিবর্ত্তিত বিধান ক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সংস্থিতিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া মূলধন কমাইতে পারে; কিন্তু পশ্চাল্লিখিতমতে জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক আদালতের আজ্ঞা যাবৎ রেজিস্টরী করা না যায় কোন কোম্পানির মূলধন কমাইবার উক্তরূপ নির্দ্ধারণ কার্য্যকর হইবে না।

কোম্পানির মূল ধন কমাইবার ক্ষমতার কথা।

১ ব্যাখ্যা।—মূলধন শব্দে প্রদত্ত মূলধনও গণ্য।

২ ব্যাখ্যা।—এই ধারামতে মূলধন কমাইবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তন্মধ্যে কোন হারান মূলধন কিম্বা যাহার স্থিত নাই এরূপ মূলধন কর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কিম্বা কোম্পানির প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন মূলধন পরিশোধ করিবার ক্ষমতা ধরা যাইবে; এবং কোম্পানির অংশের উপর কোন দায় থাকিলে সেই দায় সহিত বা তাহা বিলোপ করিয়া বা কমাইয়া প্রদত্ত মূলধন কমান যাইতে পারিবে; এবং অতঃপরে এই আইনে যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও যে পরিমাণে উক্ত দায় বিলোপ করা বা কমান না যায় সেই পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১৪ ধারা। কোম্পানির মূলধন কমাইবার বিশেষ নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার তারিখের পর আদালত যে তারিখ অবধারিত করেন সেই তারিখ পর্য্যন্ত "and reduced" (অর্থাৎ "এবং কমান") এই২ শব্দ কোম্পানি আপননামের শেষে শব্দরূপে যোগ করিবে এবং শেষোক্ত তারিখ পর্য্যন্ত এই২ শব্দ ঐ কোম্পানির নামের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত "এবং কমান" এই২ শব্দ কোম্পানির নামে যোগ করিবার কথা।

১৫ ধারা। কোন কোম্পানি আপনার মূলধন কমাইবার বিশেষ নির্দ্ধারণ করিলে ঐ কমান দৃঢ়ীকরণার্থ আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত আদালতের নিকট দরখাস্তক্রমে প্রার্থনা করিতে পারিবে এবং দরখাস্ত শুনিয়া আদালতের যদি এরূপ হৃদ্বোধ জন্মে যে এই আইনের বিধানমতে কোম্পানির যে প্রত্যেক উত্তমর্ণ মূলধন কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিতে অধিকারী ঐ কমান সম্বন্ধে তাহার সম্মতি পাওয়া গিয়াছে অথবা তাহার ঋণ বা দাওয়া শোধ বা শেষ হইয়াছে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রতিভূক্রমে রক্ষিত হইয়াছে, তবে আদালত যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ শর্ত্ত ও নিয়মের অধীনে উক্ত কমান দৃঢ়ীকরণের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূলধন কমান দৃঢ়ী করণের আজ্ঞার নিমিত্ত কোম্পানির আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

মূলধন কমান গেলে যদি অদত্ত মূলধন সম্বন্ধে কোন দায়ের হ্রাস না হয় কিম্বা প্রদত্ত মূলধন কোন অংশ ধারীকে দিতে না হয় তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, কোম্পানির উত্তমর্ণেরা কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিতে অধিকারী বা সম্মতি দিতে আদিষ্ট হইবেন না; এবং এই ধারামতে দরখাস্ত দিবার পূর্ব্বে "এবং কমান" এই২ শব্দ যোগ করা আবশ্যক হইবে না।

এবং আদালত উচিত বোধ করিলে ১৪ ধারার লিখিত ঐ২ শব্দ যোগ করিবার আজ্ঞা না করিতেও পারেন।

কোন স্থলে আদালত উচিত বোধ করিলে উক্তরূপ মূলধন কমাইবার হেতু কিম্বা উক্ত কমান সম্বন্ধে সর্ব্ব সাধারণকে যথাযোগ্য বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত আদালত তৎসম্বন্ধে ঐরূপ অন্য যে বৃত্তান্ত জানান বিহিত বোধ করেন তাহা এবং আদালত উচিত বোধ করিলে যে কারণে উহা ঘটিয়াছে তাহা যে প্রকারে আদালতের উচিত বোধ হয় সেই প্রকারে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা কোম্পানির প্রতি দিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। কোন কোম্পানি আপনার মূলধন কমাইবার প্রস্তাব করিলে আদালত অবধারিত তারিখে কোম্পানির যে প্রত্যেক উত্তমর্ণ এরূপ কোন ঋণের বা দাওয়ার টাকা পাইবার অধিকারী যাহা ঐ তারিখে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আরম্ভের সময় হইলে উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইত সেই উত্তমর্ণ প্রস্তাবিত কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিতে এবং যে উত্তমর্ণেরা আপত্তি করিবার অধিকারী তাহাদের ফর্দ্দে আপন২ নাম লেখাইতে স্বত্ত্ববান হইবে।

কমান সম্বন্ধে উত্তমর্ণদের আপত্তি করিতে পারিবার এবং আদালত কর্ত্তৃক আপত্তিকারি উত্তমর্ণদের নামের ফর্দ্দ স্থির হইবার কথা।

আদালত উক্তরূপ উত্তমর্ণদের নামের ফর্দ্দ স্থির করিবেন এবং তন্নিমিত্ত কোন উত্তমর্ণের নিকট হইতে প্রার্থনাপত্র না চাহিয়া যতদূর সম্ভব উক্ত উত্তমর্ণদের নাম এবং তাহাদের ঋণের বা দাওয়ার ভাব ও পরিমাণ জানিয়া লইবেন এবং কোম্পানির যে উত্তমর্ণদের নাম ঐ ফর্দ্দে লেখা নাই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট যে দিনের বা যে২ দিনের মধ্যে ঐ রূপ নাম লেখাইবার দাওয়া করিতে হইবে নতুবা প্রস্তাবিত কমান সম্বন্ধে আপত্তি করিবার স্বত্ত্বে বঞ্চিত হইতে হইবে, সেইদিন বা সেই২ দিন ধার্য্য করিয়া আদালত নোটিস প্রচার করিতে পারিবেন।

কিন্তু মূলধন কমান গেলে অদত্ত মূলধন সম্বন্ধে যদি কোন দায়ের হ্রাস না হয় কিম্বা কোন প্রদত্ত মূলধন অংশধারীকে দিতে না হয় তবে আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে কোম্পানির উত্তমর্ণেরা কমান সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে অধিকারী হইবে না বা সম্মতি দিতে আদেশ প্রাপ্ত হইবে না।

১৭ ধারা। উত্তমর্ণদের নামের ফর্দ্দে যে উত্তমর্ণের নাম লিখিত আছে ও যাঁহার ঋণ বা দাওয়া শোধ না শেষ হয় নাই তিনি প্রস্তাবিত কমান সম্বন্ধে সম্মতি না দিলে আদালত যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে পশ্চাল্লিখিত টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া ও প্রয়োগ করিয়া উক্ত উত্তমর্ণের ঋণ বা দাওয়া শোধ করণের প্রতিভূস্বরূপ যদি ঐ কোম্পানি রাখেন তবে আদালত উক্ত সম্মতি না লইতেও পারেন, অর্থাৎ,

উত্তমর্ণের ঋণের নিমিত্ত প্রতিভূ দেওয়া গেলে আদালতের উত্তমর্ণের সম্মতি না লইতে পারিবার কথা।

(ক) যদি কোম্পানি ঐ উত্তমর্ণের ঋণের বা দাওয়ার সমস্ত টাকা স্বীকার করেন কিম্বা স্বীকার না করিয়ে ও ঐ কোম্পানি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিতে ও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হন তবে ঐ ঋণের বা দাওয়ার সমস্ত টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা ও প্রয়োগ করা যাইবে।

(খ) যদি উক্ত কোম্পানি ঐ উত্তমর্ণের ঋণের বা দাওয়ার সমস্ত টাকা স্বীকার না করেন এবং স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে ও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক না হন, কিম্বা ঐ টাকা ঘটনাধীন বা অনিশ্চিত হয়, তবে আদালত উচিত বোধ করিলে উক্ত ঋণের বা দাওয়ার সিদ্ধতা সম্বন্ধে এবং যত টাকার জন্য কোম্পানি দায়ী তৎসম্বন্ধে আদালত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিলে যে প্রকারে করিতেন সেই প্রকারে অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং উক্ত অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি ক্রমে আদালত যে টাকা ধার্য্য করেন তাহা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা ও প্রয়োগ করা যাইবে।

১৮ ধারা। কোন কোম্পানির মূলধন কমান দৃঢ়ীকরণার্থ আদালতের আজ্ঞা জয়েণ্টষ্টক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত করা গেলে এবং উক্ত আজ্ঞার নকল এবং আদালতের অনুমোদিত নিম্নপ্রকারের মর্ম্মাত্মক লিপি তাঁহাকে দেওয়া গেলে তিনি ঐ আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করিবেন। ঐ আজ্ঞাক্রমে কোম্পানির মূলধন পরিবর্ত্তিত হইলে ঐ মূলধন যত টাকা হইয়াছে ও যত অংশে উহা বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক অংশে যত টাকা থাকিবে এবং ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করণের তারিখে কোন টাকা শোধ হইয়া থাকিলে প্রত্যেক অংশে যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিবার প্রস্তাব হয় উক্ত মর্ম্মাত্মক লিপিতে মূলধন সম্বন্ধীয় এই২ কথা লেখা থাকিবে, এবং রেজিষ্টরী হইলে যে আজ্ঞা রেজিষ্টরী করা যায় তৎক্রমে দৃঢ়ীকৃত বিশেষ নির্দ্ধারণ ফলবৎ হইবে।

আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করিবার কথা।

আদালত যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে ঐরূপ রেজিষ্টরী হইবার নোটিস প্রকাশ করা যাইবে।

রেজিষ্ট্রার আপন স্বাক্ষরক্রমে উক্ত আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী হইবার সর্টিফিকেট দিবেন, এবং মূলধন কমান সম্বন্ধীয় এই আইনের আদেশ সকল পালিত হইয়াছে এবং মর্ম্মাত্মক লিপিতে যাহা লিখিত আছে তাহাই কোম্পানির মূলধন রেজিষ্ট্রার সর্টিফিকেটই তাহার নিশ্চান্ত প্রমাণ হইবে।

১৯ ধারা। মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করা গেলে তাহা কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রের তত্তুল্য অংশের স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা আদৌ সংসৃষ্টিপত্রের অন্তর্গত হইলে তাহা যেরূপ সিদ্ধ হইত ও যেরূপ পরিবর্ত্তনের নিয়মাধীন থাকিত সেইরূপ সিদ্ধ হইবে এবং সেইরূপ নিয়মাধীন থাকিবে; এবং কোন অংশের যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে ও মর্ম্মাত্মক লিপিক্রমে ঐ অংশের যত টাকা অবধারিত হয় এই দুয়ের মধ্যে কোন বিশেষ থাকিলে সেই অংশ সম্বন্ধে ঐ বিশেষের অতিরিক্ত টাকা দাবী বা ভাগস্বরূপ ঐ কোম্পানির ভূত বা বর্ত্তমান কোন সভ্য়কারী এই আইনের লিখিত বিধান প্রবল মানিয়া, দিতে দায়ী হইবেন না।

মর্ম্মাত্মক লিপি সংসৃষ্টিপত্রের অংশ হইবার কথা।

২০ ধারা। কোন উত্তমর্ণ কোন ঋণ বা দাওয়া সম্পর্কে এই আইনমতে কোম্পানির মূলধন কমান বিষয়ে আপত্তি করিবার অধিকারী হইয়া, ঐ কমান উপলক্ষে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তদ্বিষয়ে আপনার অনভিজ্ঞতা বশতঃ ও আপনার দাওয়া সম্বন্ধে ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের ভাব ও ফল না জানাতে, যদি উত্তমর্ণদের ফর্দ্দে আপন নাম না লেখাইয়া থাকেন এবং মূলধন কমাইবার পর ঐ কোম্পানি যদি এই আইনের মর্ম্মানুসারে ঐ ঋণের বা দাওয়ার টাকা ঐ উত্তমর্ণকে দিতে না পারেন, তবে মূলধন কমান সম্বন্ধীয় আজ্ঞা ও মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করণের তারিখে যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত কোম্পানির সভ্য়কারী ছিলেন, তিনি ঐ রেজিষ্টরী করণের পূর্ব্বদিনে কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিতে আরম্ভ করিলে অংশমতে যত টাকা দিতে দায়ী হইতেন ঋণ বা দাওয়া পরিশোধার্থ তত টাকার অনধিক টাকা দিতে দায়ী হইবেন।

কার্য্যানুষ্ঠানের কথা যাহারা না জানে, এরূপ উত্তমর্ণদের স্বত্ব রক্ষা করিবার কথা।

আর কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে, আদালত উক্ত উত্তমর্ণের দরখাস্তক্রমে, ও মূলধন কমাইবার নিমিত্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় ও তাহার দাওয়া সম্বন্ধে সেই কার্য্যানুষ্ঠানের যে ভাব ও ফল হয় তিনি তাহা জানিতেন না ইহার প্রমাণ দেওয়া গেলে, যদি উচিত বোধ করেন ঋণদাতাদের ফর্দ্দ স্থির করিতে পারিবেন, এবং কর্ম্ম বন্ধ করিবার সময়ের নানা ঋণদাতা হইলে যে প্রকারে তাঁহাদের নিকট নিয়মমত টাকা চাহিতে ও আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন, ঐ ফর্দ্দের নির্দিষ্ট ঋণদাতাদের নিকট সর্ব্বতোভাবে সেই প্রকারে নিয়মমত টাকা চাহিতে ও আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন।

কোম্পানির ঋণদাতাদের মধ্যে যাহার যে স্বত্ব থাকে এই ধারার কোন কথায় তাহার বিঘ্ন হইবে না।

২১ ধারা। মর্ম্মাত্মক লিপি রেজিষ্টরী করা গেলে তাহার পর সংসৃষ্টিপত্রের যে প্রত্যেক প্রতিলিপি দেওয়া যায় ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি তাহার অন্তর্ভূত করা যাইবে; এবং কোন কোম্পানি এই ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে যে প্রত্যেক প্রতিলিপি সম্বন্ধে ঐরূপ ত্রুটি হয় তন্নিমিত্ত দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যা-

রেজিষ্টরী করা মর্ম্মাত্মক লিপির প্রতিলিপির কথা।

ধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ রূপ ত্রুটি করণের ক্ষমতা বা অনুমতি দেন তাঁহাদেরও ঐরূপ অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

উত্তমর্ণের নাম গোপন করিলে দণ্ডের কথা।

২২ ধারা। যদি উক্ত কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর কার্য্যাধ্যক্ষ বা কার্য্যকারক প্রস্তাবিত মূলধন কমান বিষয়ে আপত্তি করিবার অধিকারী কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের নাম ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করেন কিম্বা কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের ঋণের বা দাওয়ার ভাব বা পরিমাণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায়রূপে বর্ণনা করেন অথবা যদি কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ উক্তরূপ গোপন বা অন্যায় বর্ণনা সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের মর্ম্মানুসারে সহায়তা করেন কিম্বা তাঁহার জ্ঞাতসারে উহা ঘটে, তবে ঐরূপ প্রত্যেক ডাইরেক্টর, কার্য্যাধ্যক্ষ বা কার্য্যকারকের এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হইবে।

যে অংশ প্রদত্ত হয় নাই তাহা কর্ত্তন করিয়া মূলধন কমাইতে পারিবার কথা।

২৩ ধারা অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি উহার মূলবিধানক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধানক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সংস্থিতিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার তারিখে যে কোন অংশ কোন ব্যক্তি গ্রহণ করেন নাই অথবা গ্রহণ করিবেন বলিয়া সম্মত হন নাই সেই অংশ কর্ত্তন করিয়া মূলধন কমাইতে পারিবেন; এবং এই ধারানুসারে যে মূলধন কমান যায় তৎপ্রতি মূলধন কমান সম্বন্ধীয় এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধান বর্ত্তিবে না।

অংশ বিভাগের বিধি।

অংশগুলি কমটাকার অংশে বিভক্ত করিতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি উহার মূল বিধান ক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত কোন বিধানক্রমে সংস্থিতিপত্রের নিয়ম এরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন যে উহার বর্ত্তমান অংশ সমুচ্চ বা তন্মধ্যে কতকগুলি বিভাগ করিয়া সংস্থিতিপত্রের অবধারিত টাকা অপেক্ষা কম টাকার অংশে মূলধন বা তাহার কিয়দংশ বিভক্ত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বর্ত্তমান অংশগুলি এরূপে বিভাগ করিতে হইবে যে কম টাকার অংশগুলি বর্ত্তমান যে বা যে২ অংশ হইতে উৎপন্ন হয় সেই বা সেই২ অংশের প্রদত্ত টাকা এবং অপ্রদত্ত টাকা থাকিলে এই উভয়ের মধ্যে যে অনুপাত থাকে কম টাকার প্রত্যেক অংশেও প্রদত্ত টাকা ও অপ্রদত্ত টাকার মধ্যে সেই অনুপাত থাকিবে।

বিশেষ নির্দ্ধারণ সংস্থিতিপত্রের অঙ্গীভূত হইবার কথা।

২৫ ধারা। উক্তরূপ বিশেষ নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার পর সংস্থিতিপত্রের যে প্রত্যেক প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহাতে কোম্পানির মূলধন যত ও যে পরিমাণের অংশে বিভক্ত ইহার বর্ণনাপত্র ঐ নির্দ্ধারণ সম্মত হইবে; এবং কোন কোম্পানি এই ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে যে প্রত্যেক প্রতিলিপি সম্বন্ধে ঐ ত্রুটি ঘটে তন্নিমিত্ত বিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড যোগ্য হইবে; এবং কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান পূর্ব্বক বা ইচ্ছা পূর্ব্বক ঐরূপ ত্রুটি করণের ক্ষমতা বা অনুমতি দেন তাঁহাদের ও ঐরূপ দণ্ড হইতে পারিবে।

সমাজ লভ্যার্থ না হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

লভ্যার্থ স্থাপিত না হইলে তদ্বিষয়ক বিশেষ বিধানের কথা।

২৬ ধারা। যে কোন সমাজ এই আইনমতে সীমাবদ্ধ কোম্পানিরূপে সংস্থাপিত হইতে পারিত সেই সমাজ যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এইরূপ প্রমাণ দেয় যে ঐ সমাজ বাণিজ্য শিল্প বিজ্ঞান দাতব্যতা বা অন্য কোন হিতকর কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ স্থাপিত হইয়াছে এবং লাভ হইলে তাহা ও সমাজের অন্য আয় যাহা হয় তাহা ঐ২ কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ প্রয়োগ করা এবং সভ্যকারদিগকে কোন ডিবিডেণ্ড না দেওয়া ঐ সমাজের অভিপ্রায়, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ গবর্ণমেণ্টের কোন একজন সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত লাইসেন্স দিয়া সীমাবদ্ধ দায় সহিত ঐ সমাজ আপন নামের শেষে "Limited" (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ) এই কথা যোগ না করিয়া রেজিষ্টরী করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং তদনুসারে ঐ সমাজ রেজিষ্টরী হইতে পারিবে; এবং রেজিষ্টরী হইলে সীমাবদ্ধ কোম্পানির প্রতি এই আইনক্রমে যে সকল অধিকার ও কর্ত্তব্য ভার অর্পিত হইয়াছে ঐ সমাজ সেই সকল অধিকার ভোগ করিতে এবং সেই সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিবার নিয়মাধীন হইবে। বিশেষ এই যে এই আইনের যে২ বিধানে সীমাবদ্ধ কোম্পানির প্রতি আপন নামের অংশস্বরূপ "Limited" এই শব্দ ব্যবহার করিবার অথবা আপন নাম প্রচার করিবার কিম্বা সভ্যকারিদের, ডাইরেক্টরদের বা কার্য্যাধ্যক্ষদের নামের ফর্দ্দ রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইবার আদেশ আছে সেই২ বিধান উক্তরূপে রেজিষ্টরী করা সমাজের প্রতি বর্ত্তিবে না।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নিয়ম ও বিধান নির্দ্ধারণ করা উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়ম ও বিধানের অধীনে লাইসেন্স দিতে পারিবেন; এবং উক্ত সমাজ ঐ নিয়ম ও বিধান ক্রমে আবদ্ধ থাকিবে এবং উক্ত নিয়ম ও বিধান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে সংস্থিতিপত্রের ও সংস্থিতির নিয়মপত্রের মধ্যে অথবা তদুভয়ের বা একতরের মধ্যে সন্নিবেশ করা যাইতে পারিবে।

অংশ সম্বন্ধে দাওয়ার বিধি।

কোম্পানি কোন অংশের টাকা সমস্ত শোধ করিয়া লইতে এবং কোন২ অংশের টাকা শোধ করিয়া না লইতে পারিবার কথা।

২৭ ধারা এই আইনমত কোন কোম্পানি মূল বিধানক্রমে বা বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধান ক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে নিম্ন লিখিত কোন একটি বা অধিকতর কার্য্য করিতে যে পারিবেন না এই আইনের কোন কথা ক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না, অর্থাৎ, —

(ক) অংশ দেওয়া গেলে ঐ অংশ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দাওয়ার যে টাকা দিতে হইবে ও ঐ দাওয়ার টাকা যে সময়ে দিতে হইবে তাহার বিশেষ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা;

(খ) কোন ব্যক্তি যে বা যেং অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার প্রাপ্ত কোন অংশ বা অংশ সমূহের সম্বন্ধে দেয় দাওয়ার টাকার শোধে বা দাওয়া না করা গেলেও তদুপরি অপ্রদত্ত বাকী টাকা সমুদয় বা তাহার কাম ভাগ কোম্পানির কোন সম্ভুয়কারী সম্মত হইলে তাহার স্থানে গ্রহণ করা;

(গ) যেং স্থলে অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কোনং অংশে অধিক টাকা প্রদত্ত হইয়াছে সেইং স্থলে প্রত্যেক অংশে প্রদত্ত টাকার হারানুসারে ডিবিডেণ্ড দেওয়া।

যে প্রকারে অংশ দেওয়া ও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৮ ধারা। নিয়মিতরূপে লিখিত চুক্তিপত্রক্রমে প্রকারান্তরের নিয়ম না হইলে এবং তাহা অংশ দিবার সময়ে বা তৎপূর্ব্বে জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করা না গেলে প্রত্যেক অংশের সমুদয় টাকা দিবার নিয়মাধীনে ঐ অংশ দেওয়া এবং গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অংশ হস্তান্তরকরণের বিধি।

হস্তান্তর কর্ত্তার প্রার্থনাক্রমে হস্তান্তরকরণ রেজিষ্টরী হইতে পারিবার কথা।

২৯ ধারা। কোম্পানির কোন শ্যার বা স্বার্থের হস্তান্তরকর্ত্তার প্রার্থনা ক্রমে হস্তান্তরক্রমে গৃহীতা প্রার্থনা করিলে যদ্রূপে ও যেং নিয়মাধীন হইত সেইরূপে ও সেই নিয়মাধীনে উক্ত অংশের বা স্বার্থের হস্তান্তরক্রমে গৃহীতার নাম সম্ভুয়কারীদের রেজিষ্টরে কোম্পানি লিখিয়া লইবেন।

পত্রবাহককে শ্যার ওয়ারান্ট দিবার বিধি।

সীমাবদ্ধ অংশের টাকা সমস্ত দেওয়া গেলে পত্র বাহকের নামে ওয়ারান্ট দিতে পারিবার কথা।

৩০ ধারা। কোন কোম্পানি অংশক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে ঐ কোম্পানি মূল বিধানক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধানক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে ঐ বিধানের নিয়মাধীনে সম্পূর্ণরূপে যাহার টাকা প্রদত্ত হইয়াছে এরূপ কোন অংশ সম্বন্ধে কিম্বা ষ্টাক্ সম্বন্ধে আপনাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত করিয়া পত্রবাহক তন্নির্দ্দিষ্ট অংশ বা ষ্টাক্ পাইবার অধিকারী এই মর্ম্মের ওয়ারান্ট দিতে পারিবেন এবং কুপনপত্রক্রমে বা প্রকারান্তরে ঐ অংশ বা ষ্টাকের ভবিষ্যত ডিবিডেণ্ড দিবার বিধান করিতে পারিবেন। ঐ ওয়ারান্ট অতঃপর শ্যার ওয়ারান্ট বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

কুপনপত্রের কথা।

শ্যার ওয়ারান্টের ফলের কথা।

৩১ ধারা। শ্যার ওয়ারান্টপত্র বাহক তন্নির্দ্দিষ্ট বা ষ্টাকের অধিকারী হইবেন এবং ঐ পত্র অর্পণ করিয়া ঐ অংশ বা ষ্টাক্ হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টরে শ্যার ওয়ারান্ট পত্রবাহকের নাম পুনর্ব্বার রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৩২ ধারা। শ্যার ওয়ারান্টপত্রবাহক ঐ ওয়ারান্ট অকর্ম্মণ্য করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিলে কোম্পানির বিধানের নিয়মাধীনে সম্ভুয়কারীদের রেজিষ্টরে সম্ভুয়কারীস্বরূপ আপন নাম লেখাইবার স্বত্ববান হইবেন; এবং শ্যার ওয়ারান্ট অর্পণ ও অকর্ম্মণ্য না করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট অংশ অথবা ষ্টাক সম্বন্ধে শ্যার ওয়ারান্টের কোন পত্র বাহকের নাম সম্ভুয়কারীদের রেজিষ্টরে কোম্পানি লেখাতে যদি কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় তবে কোম্পানি তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

কোম্পানির বিধানক্রমে শ্যার ওয়ারান্টপত্র বাহককে সম্ভুয়কারী করিতে পারিবার কথা।

৩৩ ধারা। কোম্পানির বিধানে নির্দ্দিষ্ট থাকিলে শ্যার ওয়ারান্টপত্র বাহক সম্পূর্ণরূপে কিম্বা ঐ বিধানের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পক্ষে এই আইনের মর্ম্মানুসারে কোম্পানির একজন সম্ভুয়কারী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন।

কিন্তু কোম্পানির বিধানমতে পশ্চাদুক্ত যোগ্যতা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও শ্যার ওয়ারান্ট পত্র বাহক ঐ ওয়ারান্টের নির্দ্দিষ্ট অংশ বা ষ্টাক সম্বন্ধে কোম্পানির ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ হইবার যোগ্য হইবেন না।

শ্যার ওয়ারান্ট দেওয়া গেলে রেজিষ্টরে যাহাং লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৪ ধারা। কোন অংশ বা ষ্টাক সম্বন্ধে শ্যার ওয়ারান্ট দেওয়া গেলে তৎকালে ঐ অংশ বা ষ্টাকধারী বলিয়া যে সম্ভুয়কারীর নাম রেজিষ্টরে লেখা থাকে তিনি আর সম্ভুয়কারী না থাকিলে যেরূপে হইত সেইরূপ সম্ভুয়কারীদের রেজিষ্টর হইতে কোম্পানি তাঁহার নাম কাটিয়া দিবেন এবং ঐ রেজিষ্টরে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিখিবেন; যথা;

(ক) ওয়ারান্ট দিবার কথা;

(খ) ওয়ারান্টে যেং অংশ বা ষ্টাক ধরা যায় নম্বরক্রমে প্রত্যেক অংশ পৃথক করিয়া তাহার বর্ণনা;

(গ) ওয়ারান্ট দিবার তারিখ।

শ্যার ওয়ারান্টের ইষ্টাম্পের কথা।

৩৫ ধারা। ওয়ারান্টের নির্দ্দিষ্ট অংশ বা ষ্টাক হস্তান্তর করা গেলে ঐ অংশের বা ষ্টাকের যে মূল্য বা ক্রয় থাকে সেই মূল্যে হস্তান্তর করণ হইলে ঐ হস্তান্তর করণপত্রে মূল্যানুসারে যে ইষ্টাম্প মাসুল লাগিত প্রত্যেক শ্যার ওয়ারান্টে তাহার তিন গুণ ইষ্টাম্প মাসুল লাগিবে।

নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প না করিয়া শ্যার ওয়ারান্ট দেওয়া গেলে দণ্ডের কথা।

নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প না করিয়া শ্যার ওয়ারান্ট দেওয়া গেলে যে কোম্পানি উহা দেন এবং উহা দিবার সময়ে যে প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ কোম্পানির কার্য্যকারী ডাইরেক্টর বা সেক্রেটরী বা অন্য প্রধান কার্য্যকারক থাকেন তাহাদের পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ড হইবে।

নাম পরিবর্ত্তনের বিধি।

কোম্পানির নাম পরিবর্ত্তনের ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা। কোন কোম্পানির পশ্চাল্লিখিত প্রকারে বিশেষ নির্দ্ধারণ হইলে সেই নির্দ্ধারিত কথার অনুমতি ক্রমে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি আপনার নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ঐ অনুমতি সেই গবর্ণমেণ্টের অন্যতর সেক্রেটরী সাহেবের স্বাক্ষরক্রমে শংসিত হইবে। তদ্রূপে পরিবর্ত্তন হইলে রেজিষ্টর সেই পুরাতন নামের পরিবর্ত্তে নূতন নাম রেজিষ্টরে নিবিষ্ট করিবেন, এবং অবস্থার বৈলক্ষণ্যানুসারে সমবায়ের শংসিতপত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। কিন্তু তদ্রূপে নাম পরিবর্ত্তিত হইলেও কোম্পানির কোন স্বত্বের বা বাধ্যতার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না; কিম্বা কোম্পানির দ্বারা বা তন্নামে যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গিয়াছে বা করিবার কল্পনা হয় তাহা অপর্য্যাপ্ত হইবে না, এবং কোম্পানির পুরাতন নাম থাকিতে যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি চলিতে বা উপস্থিত হইতে পারিত তাহা নূতন নাম উল্লেখে চলিতে বা উপস্থিত হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—নাম পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমবায়ের শংসিত পত্র দেওয়া আবশ্যক।

সংস্থিতির নিয়মপত্রবিষয়ক বিধি।

সংস্থিতির নিয়মপত্রে বিধি অবধারণের কথা।

৩৭ ধারা। অংশ ক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্থিতিপত্র রেজিষ্টরী করণ কালে তৎসহিত সংস্থিতির নিয়ম পত্র থাকিতে পারিবে; কিন্তু কোম্পানি প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কিম্বা অসীমাবদ্ধ হইলে তৎসহিত সংস্থিতির নিয়মপত্র অবশ্য থাকিবে। সেই নিয়মে সংস্থিতি পত্রের স্বাক্ষরকারিদের স্বাক্ষর থাকিবে; ও সংস্থিতি পত্রের স্বাক্ষরকারিদের বিবেচনায় যে বিধি বিহিত হয় কোম্পানির পালনার্থ সেই বিধি ঐ নিয়মপত্রে অবধারিত হইবে।

সেই পত্র লিখিত নিয়ম সকল পৃথক ২ পদে লিখিত হইয়া ১, ২, ক্রমে অঙ্কিত হইবে। এই আইনের তফসীলের A চিহ্নিত পাঠে যে বিধান আছে তাহার সমুদয় বা কোন বিধান তাঁহারা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। যদি কোম্পানির মূল ধন অংশাংশে বিভক্ত হয় তবে সেই কোম্পানি প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ হইলেও যত মূলধন সহিত ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার প্রস্তাব হইবে তাহা তাঁহারা নিয়মপত্রে লিখিবেন; যদি কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় তবে প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ হইলেও রেজিষ্টরী করণকালে যত ফী দিতে হইবে রেজিষ্ট্রার সাহেব তাহা নিরূপণ করিতে পারেন এই নিমিত্ত যত সম্মতকারীকে লইয়া কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার প্রস্তাব হয় তাঁহাদের সংখ্যা তাঁহারা সেই নিয়মপত্রে লিখিবেন।

প্রাতিভাব্য ক্রমে সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় তাহাতে প্রত্যেক জন স্বাক্ষরকারী এক অংশের ন্যূন লইবেন না এবং যত অংশ লন তাহা সংস্থিতি পত্রে আপন নামের পার্শ্বে লিখিবেন।

A চিহ্নিত টেবিলবর্ত্তী হইবার কথা।

৩৮ ধারা। যে কোম্পানি অংশক্রমে সীমাবদ্ধ হন সেই কোম্পানির সংস্থিতিপত্র সহিত সংস্থিতির নিয়মপত্র না থাকিলে অথবা সেই নিয়মপত্রের বিধিতে এই আইনের প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিলের অবধারিত বিধি যে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য বা পরিবর্ত্তিত না হয় সেই পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানির প্রতি সেই টেবিলের লিখিত বিধি যতদূর বর্ত্তিতে পারে ততদূর ঐ নিয়ম যেন ঐ কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রে লিখিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত মতে রেজিষ্টরী করা গিয়াছে এই ভাবে ঐ কোম্পানিরই বিধি বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সংস্থিতির নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করণের ও তারিখ করণের কথা।

৩৯ ধারা। সংস্থিতির নিয়মপত্র মুদ্রিত হইবে, এবং স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক জন অন্যূন একজন সাক্ষীর সাক্ষাতে স্বাক্ষর করিবেন, সাক্ষীও সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন।

রেজিষ্টরী হইলে পর প্রত্যেক জন যেন তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং আপনার পক্ষে ও স্বীয় উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি ও ধনাধ্যক্ষদের পক্ষে যেন এই আইনের বিধানের অধীনে ঐ নিয়মপত্রে লিখিত সকল বিধি-মত কর্ম্ম করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন এইরূপে কোম্পানি ও তদ্ঘটিত সকল সম্মতকারী সেই নিয়মপত্র দ্বারা বদ্ধ হইবেন।

কোম্পানির নিয়ম ও বিধি কিম্বা তন্মধ্যে কোন নিয়ম বা বিধি অনুসারে কোম্পানির নিকট কোন সম্মতকারীর যে টাকা দেয় হয় তাহা ঐ সম্মতকারীর স্থানে ঐ কোম্পানির প্রাপ্য ঋণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সাধারণ বিধি।

সংস্থিতিপত্র ও সংস্থিতির নিয়মপত্র চিহ্নিত পত্রানুযায়ী ফীস দিয়া রেজিষ্টরী করণের কথা।

৪০ ধারা। সংস্থিতিপত্র এবং যদি সংস্থিতির নিয়মপত্র থাকে তবে সেই নিয়মপত্র ভারতবর্ষীয় কোম্পানির পশ্চাল্লিখিত রেজিষ্ট্রারের নিকট সমর্পিত হইবে, তিনি তাহা রাখিয়া রেজিষ্টরী করিবেন। ঐরূপে যে সংস্থিতি পত্র সমর্পিত হয় তাহার প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী চুক্তি করিতে সক্ষম কি না তাহার অনুসন্ধান করা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই কোম্পানি এই আইনের প্রথম তফসীলের B চিহ্নিত পাঠের লিখিত মাশুল বিষয় উপলক্ষে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট ফী অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে ২ যে অন্যতর ফী দিবার আজ্ঞা করেন তাহা রেজিষ্ট্রারকে দিবেন; এবং যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় সেই কোম্পানি এই আইনের প্রথম তফসীলের C চিহ্নিত

পাঠের নির্দ্দিষ্ট নানা বিষয় উপলক্ষে ঐ পাঠের নির্দ্দিষ্ট ফী অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং যে অল্পতর ফী নিরূপণ করেন তাহা দিবেন।

উক্ত রেজিষ্ট্রারকে এই আইন অনুসারে যে সকল ফী দেওয়া যায় তাহার হিসাব গবর্ণমেণ্টের নিকট দিতে হইবে।

৪১ ধারা। সংসৃষ্টিপত্র এবং এই আইন অনুসারে সংসৃষ্টির নিয়মপত্র যে স্থলে অবশ্য লিখিতে হইবে সেই স্থলে সংসৃষ্টির নিয়মপত্র রেজিষ্টরী হইলেপর অথবা যে ব্যক্তি দিগকে রেজিষ্টর করা যাইবে তাহাদের প্রার্থনা হইলে পর ঐ কোম্পানি সমবায়িত হইয়াছেন এবং কোম্পানি সীমাবদ্ধ হইলে ঐ কোম্পানি সীমাবদ্ধ আছেন এই কথার শংসিতপত্র রেজিষ্ট্রার স্বীয় স্বাক্ষর ক্রমে দিবেন। তাহা হইলে ঐ সংসৃষ্টি পত্রে স্বাক্ষরকারী সকল ব্যক্তি এবং অন্য যে ব্যক্তিরা সময়েং কোম্পানির সম্ভূয়কারী হন তাঁহারা ঐ সংসৃষ্টিপত্রে লিখিত নামধারী সমবায়িত সমাজ হইবেন ও তদবধি সমবায়িত সমাজের সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইবেন ও তাঁহাদের নিরন্তর পর্য্যায় এবং সাধারণ মোহর থাকিবে। কিন্তু সেই কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করা গেলে সম্ভূয়কারীরা ঐ কোম্পানির ঋিত শোধনার্থে পশ্চাল্লিখিত মতে অর্থদান করিতে দায়ী হইবেন।

রেজিষ্টরী করণের ফলের কথা।

কোন কোম্পানির সমবায়িত হওয়ার শংসিত পত্র রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে রেজিষ্টরীকরণ সম্পর্কীয় এই আইনের সমস্ত আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে ঐ শংসিত পত্রই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

৪২ ধারা। যদি কোন সম্ভূয়কারী সংসৃষ্টিপত্রের প্রতিলিপি প্রার্থনা করেন তবে এক টাকা কিম্বা কোম্পানি প্রতি গ্রন্থের নিমিত্ত অল্পতর যে মূল্য নিরূপণ করেন সেই মূল্য দিলে ঐ সম্ভূয়কারীর নিকট ঐ সংসৃষ্টিপত্রের ও সংসৃষ্টির নিয়মপত্র থাকিলে তৎসহিত ঐ নিয়মপত্রের এক গ্রন্থ প্রেরিত হইবে। যদি কোন কোম্পানি এই ধারা অনুসারে কোন সম্ভূয়কারীর নিকট ঐ সংসৃষ্টিপত্রের এবং সংসৃষ্টির নিয়মপত্র থাকিলে তাহার এক গ্রন্থ প্রেরণ না করেন তবে দোষী কোম্পানির তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধ হেতুক বিংশতি টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে।

সংসৃষ্টিপত্রের ও নিয়মপত্রের প্রতিলিপি সম্ভূয়কারীদিগকে দিতে হইবার কথা।

৪৩ ধারা। বর্ত্তমান কোন কোম্পানি যে নামে রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই নামে কিম্বা তদনুরূপ যে নাম দ্বারা ভ্রান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা এমত নামে অন্য কোম্পানি রেজিষ্টরী হইবে না; কিন্তু যদি বর্ত্তমান কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া রেজিষ্ট্রার সাহেবের আদেশমতে অন্য কোম্পানির স্বীয় নাম গ্রহণ বিষয়ে সম্মতি স্বীকার করেন তবে অন্য কোম্পানি সেই নাম ধারণ করিতে পারিবেন।

ভিন্ন ২ কোম্পানির একই নাম ধারণ করিবার নিষেধের কথা।

বর্ত্তমান কোম্পানি যে নামে রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই নামে কিম্বা তদনুরূপ যে নাম দ্বারা ভ্রান্তির সম্ভাবনা হয় এমত নামে যদি অন্য কোম্পানি অনবধানতা হেতুক বা অন্য কারণে পূর্ব্বোক্ত অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়াও রেজিষ্টরী হয় তবে রেজিষ্ট্রারের অনুমতিক্রমে সেই অন্য কোম্পানি স্বীয় নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন এবং নাম পরিবর্ত্তন হইলে রেজিষ্ট্রার পূর্ব্বতন নামের স্থানে নূতন নাম রেজিষ্টরী করিবেন ও অবস্থার বৈলক্ষণ্যানুসারে সমবায়ের শংসিতপত্র পরিবর্ত্তন করিয়া প্রদান করিবেন। কিন্তু তদ্রূপ নাম পরিবর্ত্তন দ্বারা কোম্পানির কোন স্বত্বের কি দায়ের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না কিম্বা কোম্পানির নামে কি তদ্দ্বারা যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গিয়াছে কি করা যাইবে তাহা অপর্য্যাপ্ত হইবে না, এবং কোম্পানির পুরাতন নামানুসারে তদ্বিপক্ষে যে কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি আরম্ভ হইতে বা চলিতে পারিত নূতন নামানুসারে ঐ কোম্পানির বিপক্ষে সেই মোকদ্দমা প্রভৃতি আরম্ভ হইতে বা চলিতে পারিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূলধন বণ্টন করণের এবং এই আইনানুযায়ী সম্ভূয়কারী ও সংসৃষ্ট ব্যক্তিদের দায়ের বিধি।

মূলধন বণ্টনের বিধি।

৪৪ ধারা। এই আইনানুযায়ী কোম্পানিতে কোন সম্ভূয়কারীর যে অংশ কি স্বার্থ থাকে তাহা অস্থাবর সম্পত্তিস্বরূপ এবং কোম্পানির বিধির নির্দ্দিষ্টমতে হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে। তাহা ভূমি সম্পত্তি কি স্থাবর সম্পত্তির ভাবাপন্ন হইবে না। যদি কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় তবে প্রত্যেক অংশ স্বীয় অঙ্কক্রমে লক্ষিত হইবে।

কোম্পানিতে স্বার্থের ভাবের কথা।

৪৫ ধারা। যে ব্যক্তিরা এই আইনানুযায়ী কোন কোম্পানির সংসৃষ্টিপত্রে স্বাক্ষর করেন তাঁহারা যে কোম্পানির উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে তাহার সম্ভূয়কারী হইতে সম্মত হইয়াছেন জ্ঞান হইবে এবং কোম্পানির রেজিষ্টরী হইলে সম্ভূয়কারীস্বরূপ তাঁহাদের নাম সম্ভূয়কারীদের পশ্চাল্লিখিত রেজিষ্টরে লেখা যাইবে এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনানুযায়ী কোন কোম্পানির সহিত ঐ কোম্পানির সম্ভূয়কারী হইতে সম্মত হন ও যাঁহার নাম সম্ভূয়কারীদের রেজিষ্টরে লেখা যায় তিনি কোম্পানির সম্ভূয়কারী জ্ঞান হইবে।

সম্ভূয়কারী শব্দের অর্থের কথা।

৪৬ ধারা। এই আইনানুযায়ী কোম্পানির মৃত সম্ভূয়কারীর নিজ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির দ্বারা তাঁহার অংশ বা অন্য স্বার্থ কোন প্রকারে হস্তান্তর করা গেলে সেই স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যদিও স্বয়ং সম্ভূয়কারী না হন তথাপি হস্তান্তর করণপত্র সম্পাদনকালে সম্ভূয়কারীর ন্যায় তাঁহার ঐ হস্তান্তর করণ কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

স্থলাভিষিক্তের দ্বারা অংশ হস্তান্তর হইবার কথা।

৪৭ ধারা। এই আইনানুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানি এক বা অধিক বহীতে আপন সম্ভুয়কারীদের রেজিষ্টর রাখিবেন ও তন্মধ্যে এইং বিশেষ কথা লেখাইবেন :—

সম্ভুয়কারীদের রেজিষ্টরের কথা।

(ক) কোম্পানির সম্ভুয়কারীদের নাম ও বাসস্থানাদি এবং কর্ম্ম থাকিলে, ঐ কর্ম্ম। যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত তাহার সম্ভুয়কারীদের পূর্ব্বোক্ত নামাদির অতিরিক্ত প্রত্যেক জন যত অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও অঙ্ক ক্রমে নির্ণীত হইয়া লেখা যাইবে এবং প্রত্যেক জন স্বীয় অংশ প্রতি যত টাকা দিয়াছেন কিম্বা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে যত টাকা দত্তস্বরূপ জ্ঞান হইবে তাহাও লেখা যাইবে।

(খ) কোন ব্যক্তির নাম যে তারিখে সম্ভুয়কারী স্বরূপ লেখা যায় তাহা।

(গ) যে তারিখে কোন ব্যক্তির সম্ভুয়কারিত্ব রহিত হয় তাহা।

৩০ ধারামতে শ্যার ওয়ারন্ট দেওয়া গেলে যাবৎ ঐ ওয়ারন্ট অর্পণ করা না যায় তাবৎ ৩৪ ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা গুলি এই ধারার আদেশমতে কোম্পানির সম্ভুয়কারীদের রেজিষ্টরে লিখিত বিশেষ কথা বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে এবং ওয়ারন্ট অর্পণ করা গেলে উহা যে তারিখে অর্পণ করা যায় সেই তারিখ কোন ব্যক্তির সম্ভুয়কারিত্ব রহিত হইবার তারিখের ন্যায় লিখিত হইবে।

যদি কোন কোম্পানি এই ধারার বিপরীত কার্য্য করেন তবে যত দিন এই ধারার বিধানানুযায়ী কার্য্য না হয় তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইবে এবং কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই বিপরীত কার্য্যের অনুমতিদান করেন বা সেই কার্য্য করিতে দেন তাঁহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

৪৮ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে কোন কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই কোম্পানির প্রতি বৎসর নিয়মিত সাধারণ সভার পর চতুর্দ্দশ দিনে কিম্বা যদি একবারের অধিক নিয়মিত সভা হয় তবে তদ্রূপ নিয়মিত প্রথম সাধারণ সভার পর চতুর্দ্দশ দিবসে যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির সম্ভুয়কারী হন প্রতিবৎসর অতি ন্যূন একবার তাঁহাদের নামাবলী করা যাইবে। সেই নামাবলীর লিখিত সকল সম্ভুয়কারীর নাম ও বাসস্থানাদি ও কর্ম্ম ও প্রত্যেক জন যত অংশের অংশী হন তাহা তাহাতে নির্ণীত হইবে; ও তদ্ভিন্ন পশ্চাল্লিখিত কথার সার লেখা থাকিবে :—

সম্ভুয়কারীদের বাৎসরিক নামাবলীর কথা।

(ক) কোম্পানির যত মূল ধন ও তাহা যত অংশে বিভক্ত হইল।

(খ) কোম্পানির কার্য্যারম্ভাবধি সার লিখনের তারিখ পর্য্যন্ত যত অংশ লীত হইয়াছে।

(গ) প্রত্যেক অংশের উপর যত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে।

(ঘ) সেই আদেশ অনুসারে সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকা দত্ত হইয়াছে।

(ঙ) যত টাকা অদত্ত রহিয়াছে তাহার মোট।

(চ) যত অংশ দণ্ড হইয়াছে তাহার মোট।

(ছ) পূর্ব্বকৃত নামাবলী হইবার পর যাহাদের সম্ভুয়কারিতা রহিত হইয়াছে তাহাদের নাম ও বাস স্থান ও কর্ম্ম ও তাঁহাদের প্রত্যেকে যত অংশের অংশী ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নামাবলী ও সার কথা রেজিষ্টরের স্বতন্ত্র ভাগে লিখিত হইবে এবং এই ধারার পূর্ব্বভাগে যে চতুর্দ্দশ দিবসের কথা লিখিত হইয়াছে তৎপরে সাত দিনের মধ্যে তাহা সমাপ্ত হইবে ও তাহার প্রতিলিপি জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট অগৌণে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪৯ ধারা। কোম্পানি শ্যার ওয়ারন্ট দিলে পর ৪৮ ধারার আদেশমত যে বাৎসরিক সার লিখিত হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা থাকিবে, অর্থাৎ সার লিখনের তারিখে অংশ বা ষ্টাকের যে শ্যার ওয়ারন্ট বাকী থাকে তাহার মোট টাকা এবং শেষ সার লিখনের পর মোট যত টাকার শ্যার ওয়ারন্ট দেওয়া গিয়াছে ও পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক ওয়ারন্টে যত অংশ বা যত টাকার ষ্টক ধরা গিয়াছে।

বাৎসরিক সার লিখনে যাহাং লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৫০ ধারা। এই আইনানুযায়ী যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই কোম্পানি যদি পূর্ব্ব লিখিতমতে রেজিষ্ট্রারের নিকট সম্ভুয়কারীদের নামাবলী কি সার কথা প্রেরণ সম্পর্কীয় এই আইনের বিধান না মানেন, তবে সেই কোম্পানির সেই দোষ যত দিন হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই দোষ হইবার অনুমতি দেন কি সেই দোষ করিতে দেন তাহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

কোম্পানি প্রভৃতি উপযুক্ত রেজিষ্টর না রাখিলে দণ্ডের কথা।

৫১ ধারা। এই আইনানুযায়ী যে প্রত্যেক কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই কোম্পানি যদি স্বীয় মূলধন সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান অংশাপেক্ষা অধিক টাকার অংশে বিভক্ত করেন কিম্বা মূলধনের কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপ্য করেন তবে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারকে ঐ সংগ্রহ বা বিভাগ বা পরিবর্ত্তন করণের সংবাদ ও যত অংশ সেই প্রকারে সংগৃহীত বা বিভক্ত বা পরিবর্ত্তিত হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া জানাইবেন।

কোম্পানির মূলধন সংগ্রহ করিলে বা পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপ্য করিলে তাহার সংবাদ দিবার কথা।

৫২ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে কোন কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হইয়াছে সেই কোম্পানি সেই মূলধনের কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপ্য করিলে এবং রেজিষ্ট্রারকে সেই পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিলে কেবল অংশের প্রতি এই আইনের যে সকল বিধান বর্ত্তে তাহা স্থাপ্য পরিবর্ত্তিত সেই মূলধন সম্পর্কে রহিত হইবে; এবং এই আইন দ্বারা কোম্পানির সম্ভুয়কারীদের যে রেজিষ্টর রাখিবার ও তাহাদের যে

অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপ্য করিলে তাহার ফলের কথা।

নামাবলী রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব লিখিত আদেশ অনুসারে অংশের সংখ্যা ও অংশ বিষয়ক বিশেষ কথা লিখিত না হইয়া নামাবলীর লিখিত প্রত্যেক সমূহকারী স্থাপ্যের যে পরিমাণের অংশী হন তাহা লিখিতে হইবে ।

রেজিষ্টরে ন্যাস লিখিবার কথা।

৫৩ ধারা । এই আইন অনুযায়ী যে কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে রেজিষ্টরী করা যায় তৎসম্পর্কে স্পষ্টরূপে বা অর্থানুযায়ী বা কল্পনানুযায়ী কোন ট্রষ্টের অর্থাৎ ন্যাসের কথা রেজিষ্টরে লেখা যাইবে না ও রেজিষ্টারের গ্রাহ্য হইবে না ।

অংশের বা স্থাপ্যের শংসিত পত্রের কথা ।

৫৪ ধারা । কোম্পানির কোন সমূহকারী যে কোন এক বা অধিক অংশের বা যে স্থাপ্যের অধিকারী হন তন্নির্ণয়ার্থ কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত যে শংসিত পত্র হয় প্রথম দৃষ্টে সেই পত্রস্থ তল্লিখিত অংশে বা অংশ সকলে বা স্থাপ্যে ঐ ব্যক্তির স্বত্বের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে ।

রেজিষ্টর দৃষ্টির কথা ।

৫৫ ধারা । কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার তারিখ অবধি সমূহকারীদের রেজিষ্টর কোম্পানির পশ্চাল্লিখিত রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে রাখা যাইবে এবং পশ্চাল্লিখিত প্রকারে বন্ধ না হইলে কোন সমূহকারী কর্ম্ম চলিবার কোন সময়ে বিনা খরচায় তাহা দৃষ্টি করিতে পারিবেন । অন্য কোন ব্যক্তি এক টাকা দিয়া কিম্বা দর্শনের জন্য কোম্পানি তাহার ন্যূন যত নিরূপণ করেন তত দিয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন । পরন্তু সাধারণ সভাতে উক্ত কোম্পানি ঐ রেজিষ্টর দর্শন বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ যে নিষেধ করেন তাহা বলবৎ হইবে ; কিন্তু রেজিষ্টর দৃষ্টির জন্য প্রতিদিন দুই ঘন্টার ন্যূন কাল নিরূপণ করা হইবে না ।

উক্তরূপ কোন সমূহকারী বা অন্য ব্যক্তি ঐ রেজিষ্টরের বা তাহার কোন ভাগের কিম্বা সমূহকারীদের পূর্ব্ব লিখিত নামাবলীর বা সার কথার প্রতিলিপি লইতে পারিবেন ; ও যত শব্দের প্রতিলিপি করিবার প্রয়োজন হয় তাহার শত শব্দের প্রতি তাঁহার দুই আনা দিতে হইবে ।

যদি তদ্রূপ দর্শন করিবার বা প্রতিলিপি গ্রহণের অনুমতি না হয় তবে যতবার সেই অনুমতি না হয় ততবার কোম্পানির পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, এবং যত দিন তদ্রূপ অনুমতি না দেওয়া যায় তাহার দিন প্রতি বিশ টাকার অনধিক আরো দণ্ড হইতে পারিবে ।

কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান পূর্ব্বক সেই অননুমতির ক্ষমতা দান করেন বা সেই অননুমতি করিতে দেন তাহারও তদ্রূপ দণ্ড হইতে পারিবে ।

সেই দণ্ড ভিন্ন হাই কোর্টের কোন জজ আজ্ঞা ক্রমে বল পূর্ব্বক রেজিষ্টরের অগোচরে দর্শন হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন ।

রেজিষ্টর বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা ।

৫৬ ধারা । এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলায় চলিত কোন সংবাদপত্রে সেই কোম্পানি জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সমূহকারীদের রেজিষ্টর বন্ধ হইবার সংবাদ দিতে পারিবে, কিন্তু প্রতিবৎসর সময়ে ২ সর্ব্বসুদ্ধ ত্রিশ দিনের অধিক বন্ধ হইতে পারিবে না ।

মূলধনের ও সমূহকারীদের সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ার সংবাদ রেজিষ্ট্রারকে দিবার কথা ।

৫৭ ধারা । যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় সেই অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থাপ্য করা গেলে বা না গেলেও যত মূলধন রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার বৃদ্ধি হইলে সেই বৃদ্ধির সংবাদ এবং মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হইলে কোন প্রকারে সমূহকারীদের রেজিষ্টরী করা সংখ্যার বৃদ্ধির সংবাদ রেজিষ্টারকে দেওয়া যাইবে, অর্থাৎ যে নির্দ্ধারণক্রমে মূলধন বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রদান হয় সেই নির্দ্ধারণের তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে মূলধন বৃদ্ধির সংবাদ ও যে সময়ে সমূহকারী গণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা স্থির হইয়াছে বা বৃদ্ধি করা গিয়াছে সেই সময়াবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে সমূহকারীদের সংখ্যার বৃদ্ধির সংবাদ দেওয়া যাইবে ; এবং মূলধন বা সমূহকারীদের সংখ্যা যে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা রেজিষ্ট্রার অগোচরে লিপিবদ্ধ করিবেন ।

যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ঐ সংবাদ না দেওয়া যায় তবে যত দিন ঐ সংবাদ দিবার ত্রুটি হয় তাহার প্রতি দিনের নিমিত্ত দোষী কোম্পানির একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, এবং কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই দোষ করিবার অনুমতি দেন বা সেই দোষ করিতে দেন তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে ।

রেজিষ্টরে অশুদ্ধ কথা লিখিলে বা লেখা না লিখিলে তাহার প্রতিকারের কথা ।

৫৮ ধারা । কোন ব্যক্তির নাম যদি প্রতারণাপূর্ব্বক বা অপ্রচুর কারণে এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির সমূহকারীদের রেজিষ্টরে লেখা যায় কিম্বা অলিখিত থাকে অথবা কোম্পানিভুক্ত কোন ব্যক্তির অংশিত্ব রহিত হইলে যদি সেই কথা রেজিষ্টরে না লেখা যায় বা অনাবশ্যকমতে লিখিবার বিলম্ব হয়, তবে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে জিলায় বা স্থানে থাকে তথাকার প্রধান যে আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন হন সেই আদালতে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সমূহকারী বা কোম্পানির কোন সমূহকারী কিম্বা সেই কোম্পানি ঐ রেজিষ্টর সংশোধন করণার্থ আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন ; তাহাতে আদালত প্রার্থকের দেয় ব্যয় সুদ্ধ বা ব্যয় ভিন্ন সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা প্রার্থকের প্রার্থনা স্ববোধমতে ন্যায্য জ্ঞান করিলে ঐ রেজিষ্টর সংশোধনের আজ্ঞা করিয়া কোম্পানিকে ঐ প্রার্থনা ঘটিত সমস্ত ব্যয় শোধ ও অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তির যে কোন ক্ষতি হইয়া থাকে সেই ক্ষতিপূরণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

এই ধারানুযায়ী কোন কার্য্য করণ কালে ঐ বিবাদের এক পক্ষীয় ব্যক্তির নাম রেজিষ্টরে লেখাইবার কিম্বা রেজিষ্টরে অলিখিত হইবার স্বত্ব বিষয়ের বিবাদ দুই বা ততোধিক জন সমূহকারীর বা স্বয়ং ব্যক্ত সমূহকারীর মধ্যে অথবা সমূহকারীদের বা স্বয়ং ব্যক্ত সমূহকারীদের ও ঐ কোম্পানির মধ্যে হইলে এবং কোম্পানির পক্ষে কোন ত্রুটি থাকিলে বা না থাকিলেও,

আদালত সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং রেজিষ্টর সংশোধনার্থ সাধারণতঃ যে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করা আবশ্যক বা বিহিত হয় তাহা আদালত ঐ বিবাদের বিচার করণ কালে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

যদি আইন ঘটিত কোন বিবাদ উত্থাপিত হয় তবে আদালত সেই বিবাদ আদ্যপদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও তদুপরি দেওয়ানী আদালতের কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের বিধিমতে আপীল হইতে পারিবে।

রেজিষ্ট্রারকে রেজিষ্টর সংশোধনের সংবাদ দিবার কথা।

৫৯ ধারা। এই আইনে যে কোম্পানির সম্ভুয় কারিগণের নামাবলি রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হইল যদি তৎসম্পর্কীয় রেজিষ্টর সংশোধনের কোন আজ্ঞা হয় তবে আদালত সেই আজ্ঞাক্রমে রেজিষ্ট্রারকে ঐ সংশোধন কার্য্যের উপযুক্ত সংবাদ দিবার আদেশ করিবেন।

ঐ রেজিষ্টর প্রমাণ স্বরূপ হইবার কথা।

৬০ ধারা। এই আইন ক্রমে রেজিষ্টরে যে কোন কথা লিখিবার আদেশ হয় বা লেখাইবার ক্ষমতা দেওয়া যায় প্রথম দৃষ্টে সম্ভুয়কারিদের রেজিষ্টর সেই কথার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্ভুয়কারিদের দায় বিষয়ক বিধি।

কোম্পানির বর্ত্তমান ও ভূতকালীন সম্ভুয়কারীদের দায়ের কথা।

৬১ ধারা। যদি এই আইনমতে স্থাপিত কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিতে হয় তবে ঐ কোম্পানির ঋণ ও দায় এবং কর্ম্ম বন্ধ করিবার সকল খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় পরিশোধে ও ঋণ দাতাদের পরস্পর স্বত্ব নিষ্পত্তি নিমিত্ত যত টাকার প্রয়োজন তৎ পরিশোধে ঐ কোম্পানির বর্ত্তমান ও ভূতকালীন প্রত্যেক সম্ভুয়কারী পশ্চাল্লিখিত নিয়ম মানিয়া ঐ কোম্পানির স্থিতে প্রচুর টাকা দান করিবার দায়ী হইবেন, অর্থাৎ

(ক) যদি কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক বৎসর বা তদধিক কাল ভূতকালীন কোন সম্ভুয়কারীর অংশিত্ব রহিত হইয়া থাকে তবে তিনি সেই কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থ টাকার দায়ী হইবেন না।

(খ) ভূতকালীন কোন সম্ভুয়কারীর অংশিত্ব যে সময়ে রহিত হয় সেই সময়ের পরে ঐ কোম্পানির যে কোন ঋণ বা দায় বর্ত্তে তৎসম্পর্কে ঐ ভূতকালীন সম্ভুয়কারী টাকা দিবার দায়ী হইবেন না।

(গ) এই আইন অনুসারে সম্ভুয়কারীদের যত টাকা দিতে হয় তাহা বর্ত্তমান সম্ভুয়কারীরা দিতে সক্ষম নহেন আদালতের এমত হৃদ্বোধ না হইলে ভূতকালীন সম্ভুয়কারীরা ঐ কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থে দায়ী হইবেন না।

(ঘ) কোম্পানি অংশক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে, বর্ত্তমান বা ভূতকালীন সম্ভুয়কারী স্বরূপ যে ব্যক্তির কোন অংশের কোন টাকা অদত্ত থাকে কোন সম্ভুয়কারীকে সেই অদত্ত টাকার অধিক দিবার আদেশ হইবে না।

(ঙ) কোম্পানি প্রতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে সংসৃষ্টিপত্রে কোন সম্ভুয়কারির পক্ষে যত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা হইয়াছে তাঁহাকে তদধিক দিবার আদেশ হইবে না।

(চ) কোন বিমা বা অন্য চুক্তিপত্র লিখিত যে বিধানক্রমে সেই বিমা বা অন্য চুক্তির উপর কোম্পানিভুক্ত ব্যক্তিদের দায় নিবদ্ধ থাকে, কিম্বা যে বিধানক্রমে সেই বিমা বা চুক্তিপত্র সম্পর্কে সেই কোম্পানির মূলধন মাত্র দায়ী করা যায়, সেই বিধান এই আইনের কোন কথাক্রমে অনিষ্ট হইবে না।

(ছ) কোম্পানির কোন সম্ভুয়কারী এবং সম্ভুয়কারি ভিন্ন অন্য কোন উত্তমর্ণ কোন ঋণ প্রাপণার্থে প্রতিযোগী হইলে, সেই কোম্পানির নিকট ডিবিডেণ্ড বা লভ্য স্বরূপে বা প্রকারান্তরে ঐ সম্ভুয়কারীর যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা তাঁহার নিকট কোম্পানির দেয় ঋণ বলিয়া জ্ঞান হইবে না। কিন্তু ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করণাভিপ্রায়ে সেই টাকা গণনীয় হইতে পারিবে।

১ ব্যাখ্যা।—ভূতকালীন সম্ভুয়কারীদের দায় এই প্রকার যে কোম্পানির সাধারণ স্থিতে তাঁহাদের অংশমত অর্থদান করিতে হয়। উক্ত স্থিতের বিরুদ্ধে, উত্তমর্ণগণ যে কোন সময়ে ঋণদান করিয়া থাকুন, তাঁহাদের সমান স্বত্ব আছে।

২ ব্যাখ্যা।—ভূতকালীন কোন সম্ভুয়কারী যে ঋণের টাকা দিবার দায়ী, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণকালে ঐ ঋণের উপর যে সকল ডিবিডেণ্ড দেওয়া যায় তাহা বাদ দিতে হইবে।

অসীমাবদ্ধ দায় যুক্ত ডাইরেক্টরের দায়ের কথা।

৬২ ধারা। সীমাবদ্ধ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে অসীমাবদ্ধ দায়যুক্ত কোন ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হইবে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বধারায় নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।—

(ক) পশ্চাল্লিখিত বিধানের নিয়মাধীনে, ভূতকালীন বা বর্ত্তমান উক্তরূপ কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ সামান্য সম্ভুয়কারী স্বরূপ যদি তাঁহার অর্থদান করিবার দায় থাকে তদতিরিক্ত, উক্ত কর্ম্ম বন্ধকরণ কার্য্যারম্ভের তারিখে তিনি অসীমাবদ্ধ কোন কোম্পানির সম্ভুয়কারী থাকিলে তাঁহার যে অর্থদান করিতে হইত, তিনি সেই অর্থদান করিবার দায়ী হইবেন।

(খ) ঐ কর্ম্মবন্ধ করণ কার্য্যারম্ভের এক বৎসর বা তদধিককাল পূর্ব্বে যাঁহার পদ গিয়াছে এরূপ কোন ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হইবে, তাহা কোম্পানির সামান্য সম্ভুয়কারী স্বরূপ তিনি কোন টাকা দিবার দায়ী হইলে যে টাকা দিবার দায়ী হন তদধিক হইবে না।

(গ) কোন ভূতকালীন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ যে সময়ে পদ ত্যাগ করেন সেই সময়ের পর কোম্পানির প্রতি যে ঋণ বা দায় বর্ত্তে তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হইবে, তাহা কোম্পানির সামান্য সম্ভুয়কারী স্বরূপ তিনি কোন টাকা দিবার দায়ী হইলে যে টাকা দিবার দায়ী হন তদধিক হইবে না।

(ঘ) কোম্পানির বিধানের নিয়মাধীনে, কোন ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের উপর যে অর্থদান করিবার আদেশ হয়, তাহা কোম্পানির সামান্য সম্ভুয়কারী স্বরূপ তিনি কোন টাকা দিবার দায়ী হইলে যে টাকা–

দিবার দায়ী হন তদধিক হইবে না। কিন্তু কোম্পানির ঋণ ও দায় পরিশোধার্থ ও কর্ম্ম বন্ধ করণের ব্যয় ও পারিশ্রমিক ও খরচের টাকা দিবার নিমিত্ত যদি আদালত অর্থদান করিবার আদেশ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে অধিক অর্থদান করিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির ও সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ ও নিরূপণ করণের বিধি।

উত্তমর্ণদের রক্ষার্থ বিধি।

৬৩ ধারা। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানির রেজিষ্টরীকরা কার্য্যালয় থাকিবে। সেই কার্য্যালয়ে সকল পত্র ও জ্ঞাপন পত্রাদি প্রেরিত হইবে।

কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ের কথা।

যদি এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি তদ্রূপ কার্য্যালয় না করিয়া কর্ম্ম করেন, তবে যত দিন তদ্রূপে কর্ম্ম করেন তাহার দিন প্রতি সেই কোম্পানির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬৪ ধারা। সেই রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে থাকে তাহার সংবাদ এবং কোন সময়ে স্থানের পরিবর্ত্তন হইলে তাহার সংবাদ রেজিষ্ট্রারকে দিতে হইবে ও তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। সেই সংবাদ যতকাল না দেওয়া যায় ততকাল ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় থাকা সম্পর্কীয় এই আইনের বিধান মতে কার্য করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে না।

রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে হয় তাহার সংবাদ দিবার কথা।

৬৫ ধারা। এই আইন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ প্রত্যেক কোম্পানির দায় অংশক্রমে কি প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ হইলে সেই কোম্পানির কর্ম্ম যে প্রত্যেক কার্য্যালয়ে কি স্থানে নির্ব্বাহ হয় তাহার বহির্ভাগে ঐ কোম্পানি রং দিয়া ইংরাজি ভাষার সুপাঠ্য অক্ষরে সুপ্রকাশ স্থানে স্বীয় নাম লিখিবেন কি লটকাইবেন এবং লিখিয়া কি লটকাইয়া রাখিবেন। যদি সেই রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার সাধারণ ক্ষমতাপন্ন হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যের সীমার বহির্ভূত কোন প্রদেশে থাকে তবে সেই প্রদেশে যে২ ভাষা প্রচলিত তন্মধ্যে কোন ভাষায় ঐ নাম লিখিয়া লটকাইবেন, ও আপন মোহরে সেই ২ ভাষায় সুপাঠ্য অক্ষরে স্বীয় নাম খোদাইবেন এবং সেই কোম্পানির সকল জ্ঞাপনপত্রে ও ঘোষণাপত্রে ও কর্ম্ম সম্পর্কীয় অন্য প্রকাশ্যপত্রে ও যে সকল বিল অফ একসচেঞ্জে ও হুণ্ডীতে ও প্রমিসরী নোটে ও পৃষ্ঠলিপিতে চ্যাকে এবং টাকা কি মালের যে সকল আজ্ঞাপত্রে ঐ কোম্পানির দ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে স্বাক্ষর হইবার মত দেখায় তাহাতে এবং ঐ কোম্পানির সকল পুলিন্দা প্রভৃতির বিলে ও ইনবাইসে ও রসীদে ও প্রত্যয় পত্রে ঐ কোম্পানি সেই২ভাষায় সুপাঠ্য অক্ষরে স্বীয় নাম লেখাইবেন।

সীমাবদ্ধ কোম্পানির নাম প্রকাশ করণের কথা।

৬৬ ধারা। যদি এই আইন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি এই আইনের আদেশমত আপনার নাম রং দিয়া না লেখেন কি না লটকান এবং রং দিয়া লেখাইয়া কি লটকাইয়া না রাখেন তবে স্বীয় নাম রংদিয়া না লিখিবার কি না লটকাইবার নিমিত্ত ঐ কোম্পানির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, এবং সেই নাম যত দিন তদ্রূপে না রাখা যায় কি রং দিয়া লেখা কি লটকান না যায় তাহার দিন প্রতি সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

নাম প্রকাশ না করণের দণ্ডের কথা।

ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষের অনুমতি দেন কি ঐ দোষ হইতে দেন, তিনিও সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেন।

যদি ঐ কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর, কি কার্য্যাধ্যক্ষ কি কার্য্যকারক কিম্বা ঐ কোম্পানির পক্ষে কোন ব্যক্তি ঐ কোম্পানির মোহর বলিয়া কোন মোহর ব্যবহার করেন কি করিবার অনুমতি দেন, অথচ তাহাতে সেই কোম্পানির নাম পূর্ব্বোক্ত মতে খোদিত না থাকে, অথবা ঐ কোম্পানির কোন জ্ঞাপনপত্র কি ঘোষণাপত্র, কি কর্ম্ম সম্পর্কীয় অন্য প্রকাশ্যপত্র প্রচলিত করেন কি প্রচলিত হইবার অনুমতি দেন কিম্বা কোন বিল অফ একসচেঞ্জ কি হুণ্ডী কি প্রমিসরী নোট কি পৃষ্ঠলিপি কি চ্যাক কিম্বা টাকার কি মালের আজ্ঞাপত্রে ঐ কোম্পানির পক্ষে স্বাক্ষর করেন কি স্বাক্ষর করিবার অনুমতি দেন অথবা ঐ কোম্পানির কোন পুলিন্দার বিল কি ইনবাইস কি রসীদ কি প্রত্যয়পত্র দেন কি দিবার অনুমতি দেন, অথচ তাহাতে সেই কোম্পানির নাম পূর্ব্বোক্তমতে উল্লিখিত না হয়, তবে তাঁহার হাজার টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে এবং কোম্পানি সেই বিল অফ একসচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরী নোটের কি চ্যাকের কিম্বা টাকার কি মালের আজ্ঞাপত্রের টাকা রীতিমত না দিলে, তিনিই সেই হুণ্ডীপ্রভৃতি ধারীর নিকট স্বয়ং ঐ টাকার দায়ী হইবেন।

চুক্তি বিষয়ক বিধি।

৬৭ ধারা। এই আইনহতে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির পক্ষে চুক্তি পশ্চাল্লিখিতমতে করা যাইতে পারিবে, যথা,

চুক্তি পত্র যেরূপে করা উচিত তাহার কথা।

(ক) সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে হইলে যে চুক্তি আইন অনুসারে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, ও ইংলণ্ডীয় আইনমতে করা গেলে, যাহা মোহরাঙ্কিত করা প্রয়োজন সেইরূপ চুক্তি কোম্পানির পক্ষে লিপিবদ্ধ হইয়া ঐ কোম্পানির সাধারণ মোহরে অঙ্কিত হইবে ও তাহা তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত কি নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

(খ) সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে হইলে যে চুক্তি আইনক্রমে লিপিবদ্ধ হওয়া এবং তদনন্তর উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত হওয়া প্রয়োজন তাহা কোম্পানির পক্ষে লিপিবদ্ধ হইয়া ঐ কোম্পানির স্পষ্ট বা আনুসঙ্গিক ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে পারিবে ও সেই চুক্তি তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত বা নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

(গ) সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে যে চুক্তি লিপিবদ্ধ না হইয়া কেবল বাচনিক হইলে আইনমতে সিদ্ধ হয় সেইরূপ চুক্তি কোম্পানির স্পষ্ট বা আনুষঙ্গিক ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ কোম্পানির পক্ষে কেবল বচন ক্রমে হইতে পারিবে ও সেই চুক্তি তদ্রূপে পরিবর্ত্তিত বা নিষ্পন্ন হইতে পারিবে। এবং এই ধারার লিখিত বিধানানুসারে যে সকল চুক্তি করা যায়

তাহা আইনক্রমে সিদ্ধ হইবে এবং কোম্পানি ও তাহাদের পশ্চাৎ পদধারীগণ ও তদলম্বি অন্য সকল ব্যক্তি ও স্থল বিশেষে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী বা অছি বা ধনাধ্যক্ষগণ তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিবেন।

বন্ধকের রেজিষ্টর বহনের কথা।

৬৮ ধারা। এই আইন অনুযায়ী দায়ের সীমাবদ্ধ প্রত্যেক কোম্পানির সম্পত্তির উপর যে সকল বন্ধক ও দায় বিশেষরূপে বর্ত্তে ঐ কোম্পানি সেই সমস্ত বন্ধকের ও দায়ের রেজিষ্টর রাখিবেন এবং প্রত্যেক বন্ধকের বা দায়ের সম্পর্কে বন্ধকীকৃত বা দায়গ্রস্ত সম্পত্তির সংক্ষেপ বর্ণনা ও যত দায় বর্ত্তে এবং বন্ধক গ্রহীতাদের বা যে ব্যক্তিরা ঐ দায় জন্য টাকা প্রাপ্তির স্বত্ববান্ তাঁহাদের নাম সেই রেজিষ্টরে লেখা হইবে।

যদি কোম্পানির কোন সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া যায় বা দায়গ্রস্ত হয়, ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কথা রেজিষ্টরে লেখা না যায়, তবে ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা অন্য কার্য্যকারক জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কথা না লিখনের অনুমতি দেন বা অলিখিত থাকিতে দেন তাঁহার পাঁচশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

এই ধারায় বন্ধকের যে রেজিষ্টর করিবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই রেজিষ্টর কোম্পানির কোন উত্তমর্ণ বা সভ্যকারী উপযুক্ত কোন সময়ে দৃষ্টি করিতে পারিবে না। যদি তাহা দৃষ্টি করিবার অনুমতি না দেওয়া যায় তবে সেই কোম্পানির যে কোন কার্য্যকারক অনুমতি না দেন এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ সেই অননুমতির ক্ষমতা দেন কিম্বা জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই অননুমতি হইতে দেন তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, তদতিরিক্ত সেই অননুমতি যত দিন হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি তাঁহার বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

এই ধারাক্রমে কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানির উপর যে কর্ত্তব্যভার অর্পিত হয় হাইকোর্ট বা তাহার কোন জজ আজ্ঞাদ্বারা বলপূর্ব্বক সেই কর্ত্তব্য পালন করাইতে পারেন এবং উপরে লিখিত দণ্ডের অতিরিক্ত আজ্ঞার দ্বারা বলপূর্ব্বক অবিলম্বে ঐ রেজিষ্টর দেখাইয়া দেওয়াইতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারামতে বন্ধক বা দায় রেজিষ্টরী করা না গেলে তাহা অসিদ্ধ হয় না; কিন্তু কোম্পানির কার্য্যকারকেরা এরূপ যাহার রেজিষ্টরী করা হয় নাই নিষেধমতে কোম্পানির সম্পত্তি সংক্রান্ত এরূপ কোন বন্ধক বা দায় সম্বন্ধে উক্ত কার্য্যকারকস্বরূপ কোন লাভ পাইতে পারিবেন না।

কোনং কোম্পানির তফসীলের নির্দ্দিষ্ট বর্ণনা প্রকাশ করিতে হইবার কথা।

৬৯ ধারা। এই আইন অনুযায়ী দায়ের সীমাবদ্ধ প্রত্যেক ব্যাঙ্কিং কোম্পানি ও প্রত্যেক ইনসুরেন্স কোম্পানি (অর্থাৎ বিমাপত্রের বণিক সম্বায়) ও ডিপজিট ও প্রবিডেণ্ট ও বেনিফিট সোসাইটি (অর্থাৎ সাধারণ লোকদের টাকা গচ্ছিত ও রক্ষা করিবার ও পরোপকার করিবার সমাজ) কার্য্যারম্ভ করণের পূর্ব্বে এবং যে প্রত্যেক বৎসর কর্ম্ম চালান সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সোমবারে ও আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবারে এই আইনের প্রথম তফসীলের D চিহ্নিত পাঠে কিম্বা গতিক বিবেচনায় যে পর্য্যন্ত হয় সেই পর্য্যন্ত সেই পাঠানুসারে এক বর্ণনাপত্র লিখিবেন এবং ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ের ও যে প্রত্যেক শাখা কার্য্যালয়ের বা স্থানে ঐ কোম্পানির কর্ম্ম চলে তথাকার কোন প্রধান স্থানে ঐ বর্ণনাপত্রের প্রতিলিপি লটকান যাইবে।

যদি এই ধারার বিধানানুযায়ী কর্ম্ম না হয় তবে যত দিন দোষ হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষের অনুমতি দেন বা তাহা হইতে দেন তাঁহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

এই ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন কোম্পানির প্রত্যেক সভ্যকারী ও প্রত্যেক উত্তমর্ণ আট আনার অনধিক মূল্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাপত্রের প্রতিলিপি পাইতে পারিবেন।

রেজিষ্ট্রারের নিকট ডাইরেক্টরদের নামাবলী প্রেরণ করিবার কথা।

৭০ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে প্রত্যেক কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিক্রয় না হয় সেই কোম্পানি আপনাদের রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে আপনাদের ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষদের নাম ও বাসস্থান ও ব্যবসায়ের রেজিষ্টর রাখিবেন ও ঐ রেজিষ্টরের প্রতিলিপি জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইবেন, এবং ঐ ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষদের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে রেজিষ্ট্রারকে সময়েং তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন।

কোন কোম্পানি ডাইরেক্টরদের রেজিষ্টর না রাখিলে দণ্ডের কথা।

৭১ ধারা। এই আইন অনুযায়ী যে কোন কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিক্রয় না হয় সেই কোম্পানি যদি ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষদের রেজিষ্টর না রাখেন কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে কর্ম্ম করিয়া ঐ রেজিষ্টরের প্রতিলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ না করেন কিম্বা ঐ ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষদের কোন পরিবর্ত্তন হইলে যদি রেজিষ্ট্রারকে তাহা জ্ঞাত না করেন, তবে সেই দোষী কোম্পানির সেই দোষ যত দিন হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষের অনুমতি দেন বা ঐ দোষ হইতে দেন তাঁহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

প্রমিসরি নোট ও বিল অফ একস্চেঞ্জ ও হুণ্ডীর কথা।

৭২ ধারা। যদি এই আইন অনুযায়ি কোম্পানির ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ কোম্পানির নামে কোন প্রমিসরি নোট বা বিল অফ একস্চেঞ্জ বা হুণ্ডী করা যায়, বা স্বীকৃত হয়, বা পৃষ্ঠলিপিযুক্ত করা যায়, অথবা যদি কোম্পানির ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ কোম্পানির দ্বারা বা তৎপক্ষে বা তাহার নিমিত্ত করা যায়,

বা স্বীকৃত হয় বা পৃষ্ঠলিপিযুক্ত করা যায়, তবে ঐ কোম্পানির পক্ষে তাহা করা গিয়াছে বা স্বীকৃত হইয়াছে বা পৃষ্ঠলিপিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সপ্ত জনের ন্যূন সম্ভুয়কারী লইয়া কর্ম্ম করণের নিষেধের কথা।

৭৩ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির সম্ভুয়কারীগণের সংখ্যা সাত জনের ন্যূন হইলে যদি সেই কোম্পানি সেই সংখ্যা তদ্রূপে ন্যূন হইলে পর ছয় মাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম চালান, তবে ঐ ছয় মাসের পর কর্ম্ম চালাইবার উক্ত সময়ে যাঁহারা ঐ কোম্পানির সম্ভুয়কারী ছিলেন এবং সপ্ত জনের ন্যূন ব্যক্তি লইয়া কর্ম্ম চলিতেছে জ্ঞাত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে ঐ কোম্পানির যত ঋণ হইয়াছে তৎসমুদয়ের নিমিত্ত ঐ সম্ভুয়কারীগণ প্রত্যেকে দায়ী হইবেন, এবং মোকদ্দমায় অন্য কোন সম্ভুয়কারিকে না ধরিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে।

সম্ভুয়কারিদিগের রক্ষার্থ বিধি।

কোম্পানির সাধারণ সভার ও বাকীর ফর্দ্দের কথা।

৭৪ ধারা। এই আইন অনুযায়ি প্রত্যেক কোম্পানির সাধারণ সভা বৎসরে অন্যূন একবার হইবে।

কোম্পানি রেজিস্টরী করা গেলে পর বার মাসের মধ্যে বাকীর ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া জাইণ্টষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং তৎ পরে প্রতি বৎসর অন্যূন একবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দাখিল করিবার সময়াবধি বার মাসের মধ্যে ঐ রূপ করিতে হইবে; এবং এই আইনের প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিলের পাঠে যে২ দফা দৃষ্ট হয় সেই২ দফামতে কিম্বা গতিক বিবেচনায় সাধ্যমতে তদনুসারে ঐ বাকীর ফর্দ্দে কোম্পানির সম্পত্তির ও দায়ের সার বৃত্তান্ত লেখা যাইবে। তাহা পূর্ব্বে সাধারণ সভায় কোম্পানির সম্মুখে অর্পিত হইয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া চাই।

বৎসরের মধ্যে অন্যূন একবার এক বা অধিক জন আডিটর কর্ত্তৃক কোম্পানির হিসাব দৃষ্ট হইয়া বাকীর ফর্দ্দের যাথার্থ্য নির্ণীত হইবে।

এই ধারার কোন বিধানমত কর্ম্ম না হইলে কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দোষ হইবার অনুমতি দেন বা ঐ দোষ হইতে দেন তাঁহার সহস্র টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

সভাবিষয়ক বিধি।

রেজিষ্টরী হইবার চারি মাস মধ্যে কোম্পানির সভা করিতে হইবার কথা।

৭৫ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর এই আইন মতে যে প্রত্যেক কোম্পানি স্থাপিত হয় তাহার সংস্থিতিপত্র রেজিষ্টরী হইলে পর চারি মাস মধ্যে সেই কোম্পানির এক সাধারণ সভা করিতে হইবে; এবং ঐ সভা করা না গেলে ঐ চারি মাস অতীত হইবার পর যত দিন সভা করা না হয়, তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ এবং সংস্থিতিপত্রের যে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী জ্ঞান পূর্ব্বক ঐ দোষ হইবার অনুমতি দেন বা তাহা হইতে দেন তাঁহারও ঐ রূপ দণ্ড হইতে পারিবে।

বিশেষ নির্দ্ধারণ ক্রমে বিধি পরিবর্ত্তনের ক্ষমতার কথা।

৭৬ ধারা। এই আইন অনুসারে কিম্বা ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন অনুসারে স্থাপিত কোন কোম্পানি সাধারণ সভা করণপূর্ব্বক এই আইনের বিধান ও সংস্থিতি পত্রে লিখিত নিয়ম বলবৎ রাখিয়া পশ্চাল্লিখিত প্রকারে সময়ে২ বিশেষ নির্দ্ধারণ করিয়া সংস্থিতির নিয়মপত্রে লিখিত, কিম্বা প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিল কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিলে ঐ টেবিলের লিখিত ঐ কোম্পানির সকল বা কোন বিধান পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, কিম্বা কোম্পানির সকল বা কোন বিধান রহিত করণ পূর্ব্বক বা তদতিরিক্ত নূতন বিধান করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে যে কোন বিধান করা যায়, তাহা আদৌ ঐ কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রে লিখিত হইলে যাদৃশ সিদ্ধ হইত তাদৃশ সিদ্ধ জ্ঞান হইবে এবং তৎ পশ্চাৎ কোন বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে সেই প্রকারে পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত হইতে পারিবে।

ডাইরেক্টরদের দায় অসীমাবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

এই আইনমতে কিম্বা ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইনমতে স্থাপিত কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানি, উহার মূল বিধানক্রমে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণদ্বারা পরিবর্ত্তিত বিধানক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে সময়ে২ আপন সংস্থিতিপত্রের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টরদের বা কার্য্যাধ্যক্ষদের কিম্বা কর্ম্মকারি ডাইরেক্টরের দায় অসীমাবদ্ধ করিতে পারিবেন। প্রথমে সংস্থিতিপত্রে থাকিলে, যে রূপ সিদ্ধ হইত, ঐ বিশেষ নির্দ্ধারণ সেইরূপ সিদ্ধ হইবে, এবং ঐ নির্দ্ধারণ বিধিবদ্ধ হইবার পর সংস্থিতিপত্রের যে প্রত্যেক প্রতিলিপি দেওয়া যায় ঐ নির্দ্ধারণের একখণ্ড তাহার অঙ্গীভূত করা যাইবে বা তৎসঙ্গে দেওয়া যাইবে।

বিশেষ নির্দ্ধারণ এই কথার অর্থ।

৭৭ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি কোন নির্দ্ধারণ প্রস্তাব করিবার অভিপ্রায় নির্দ্দেশ করিয়া সাধারণ সভা হইবার সংবাদ উপযুক্তমতে প্রকাশ করিলে পর ঐ কোম্পানির যত সম্ভুয়কারী স্বয়ং কিম্বা (কোম্পানির বিধিক্রমে অনুপস্থিত ব্যক্তিরা অন্যদের দ্বারা মত জ্ঞাত করিতে পারিলে) অন্যদের দ্বারা উপস্থিত হইয়া কোম্পানির বিধিমতে মত জ্ঞাত করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহাদের অধিকাংশ অর্থাৎ চারিভাগের মধ্যে অন্যূন তিন ভাগ লোক যদি সেই নির্দ্ধারণে সম্মত হন এবং যে সভাতে সেই নির্দ্ধারণ প্রথমে করা যায় সেই সভা করিবার তারিখের পর চতুর্দ্দশ দিনের অন্যূন ও এক মাসের অনধিক কোন কালে সাধারণ সভা পুনশ্চ হইবার সংবাদ উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ হইলে সেই সভাতে যে সম্ভুয়কারীরা স্বয়ং বা অন্যের দ্বারা উপস্থিত হন ও কোম্পানির বিধানক্রমে অভিমত জ্ঞাত করিতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহাদের অধিকাংশ লোক দ্বারা যদি ঐ নির্দ্ধারণ দৃঢ়ীভূত হয় তবে সেই নির্দ্ধারণ বিশেষ নির্দ্ধারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারার লিখিত কোন সভায় যাহাদের যে অভিমত হয় তাহাদের সংখ্যা গ্রহণ বিষয়ে যদি পাঁচ জনের অন্যূন সম্ভূয়কারী দাওয়া না করেন তবে সেই নির্দ্ধারণের সপক্ষে বা বিপক্ষে যত ব্যক্তি অভিমত জ্ঞাত করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যায় বা হারের প্রমাণ বিনা "ঐ নির্দ্ধারণ গ্রাহ্য হইয়াছে" সভাপতির এই উক্তি ঐ নির্দ্ধারণ সর্ব্বসম্মত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

কোম্পানির বিধানে যদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কোন সভার সংবাদ তদ্রূপে দেওয়া গেলে ও সভা তদ্রূপে হইলে এই ধারার অভিপ্রায়ানুসারে সেই সভার উপযুক্তমতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে ও সভা উপযুক্তমতে হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

কোন প্রস্তাবের সপক্ষে যতজন অভিমত জ্ঞাত করেন যদি তাঁহাদের সংখ্যা গণনের দাওয়া হয় তবে এই ধারামতে অধিকাংশ গণনকালে কোম্পানির বিধানানুসারে প্রত্যেক জনের অভিমতের যত অভিমতে তুল্য হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া গণনা করিতে হইবে।

৭৮ ধারা। যদি অভিমত জ্ঞাত করিবার বিধি না থাকে তবে একই ব্যক্তির একই অভিমত হইবে, এবং যদি সাধারণ সভা আহূত হইবার কোন বিধি না থাকে তবে এই আইনের প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিলে জ্ঞাপনপত্র বিলি করণের যে নিয়ম নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে সেই নিয়মানুসারে প্রত্যেক জন সম্ভূয়কারীকে লিখনক্রমে সাত দিন পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া গেলে সভা উপযুক্তমতে আহ্বান হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

সভা করিবার বিধি না থাকিলে সেই স্থলের বিধান।

তদ্রূপ সভায় সম্ভূয়কারীদের আহ্বানকারী কে হইবেন যদি এই বিষয়ের কোন বিধি না থাকে তবে পঞ্চজন সম্ভূয়কারী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। তদ্রূপ সভায় কে আধিপত্য করিবেন যদি এই বিষয়ের কোন বিধি না থাকে তবে উপস্থিত সম্ভূয়কারীগণ যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করেন তিনি সভাপতি হইতে সক্ষম হইবেন।

৭৯ ধারা। কোন কোম্পানি এই আইন অনুসারে যে বিশেষ নির্দ্ধারণ করেন তাহার প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়া জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

বিশেষ নির্দ্ধারণ রেজিষ্টরী করণের কথা।

নির্দ্ধারণ দৃঢ়ীভূত হইলে পর পঞ্চদশ দিনের মধ্যে যদি সেই প্রতিলিপি প্রেরিত না হয় তবে সেই পঞ্চদশ দিন অতীত হইয়া যত দিবস সেই প্রতিলিপি প্রেরণের বিলম্ব হয় তাহার দিন প্রতি ঐ কোম্পানির বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ বিলম্বের অনুমতি দেন বা ঐ বিলম্ব হইতে দেন তাঁহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

৮০ ধারা। যদি সংস্থিতির নিয়ম রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তবে বিশেষ নির্দ্ধারণ হইলে পর সংস্থিতির যে প্রত্যেক নিয়মপত্র দেওয়া যায় তাহার প্রত্যেক প্রতিলিপিতে তৎকালীন বলবৎ তদ্রূপ নির্দ্ধারণের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট বা সংবদ্ধ হইবে। যদি সংস্থিতির কোন নিয়মপত্র রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তবে কোন সম্ভূয়কারী বিশেষ নির্দ্ধারণের প্রতিলিপি প্রার্থনা করিয়া এক টাকা দিলে কিম্বা কোম্পানি তাহার ন্যূন যত নির্দ্ধার্য্য করেন তত দিলে ঐ নির্দ্ধারণের মুদ্রিত প্রতিলিপি তাহার নিকট প্রেরিত হইবে।

বিশেষ নির্দ্ধারণের প্রতিলিপির কথা।

যদি কোন কোম্পানি এই ধারার কিম্বা ৭৬ ধারার বিধানমতে কার্য্য না করেন তবে যেং প্রতিলিপির সম্পর্কে সেই দোষ হয় তাহার প্রত্যেকের জন্য ঐ কোম্পানির বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে; এবং ঐ কোম্পানির যে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ও কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই দোষ করিবার অনুমতি দেন বা সেই দোষ হইতে দেন তাঁহারও সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

৮১ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি হস্তলিখিত আপনার সাধারণ মোহরাঙ্কিত লেখাক্রমে সাধারণমতে বা বিশেষ কোন ব্যাপার সম্বন্ধে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহিভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে আপনাদের আটর্নীস্বরূপে আপনাদের পক্ষে নিদর্শনপত্র সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন এবং কোম্পানির পক্ষে সেই আটর্নীর স্বাক্ষরিত ও তাঁহার মোহরাঙ্কিত প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে ঐ কোম্পানি বদ্ধ হইবেন, ও কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত হইলে যাদৃশ ফল হইত, ঐ নিদর্শনপত্রের তাদৃশ ফল হইবে।

ভিন্ন দেশে নিদর্শনপত্র সম্পাদনের কথা।

৮২ ধারা। যদি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট নিম্নলিখিত প্রকারের প্রার্থনা হয় তবে ঐ গবর্ণমেন্ট এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কার্য্যব্যাপারের পরীক্ষা করণার্থ এবং ঐ গবর্ণমেন্ট যদ্রূপে আজ্ঞা করেন তদ্রূপে রিপোর্ট করণার্থ উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন এক বা অধিক জন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। প্রার্থনা এই প্রকারে হইবে, যথা,

পরিদর্শকদিগের দ্বারা কোম্পানির ব্যাপার পরীক্ষিত হইবার কথা।

(ক) যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় এমত ব্যাঙ্কিং কিম্বা অন্য কোম্পানি হইলে সম্ভূয়কারীদের মধ্যে যাঁহারা ঐ কোম্পানির তৎকালীন প্রদত্ত সমুদয় অংশের পঞ্চম ভাগের অন্যূন প্রাপ্ত হন তাঁহাদের সেই প্রার্থনা করা প্রয়োজন

(খ) যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত নয় এমত কোন কোম্পানি হইলে যাঁহারা তৎকালে কোম্পানির রেজিষ্টরে সম্ভূয়কারীস্বরূপে লিখিত থাকেন তাঁহাদের সমুদয়ের পঞ্চমাংশের অন্যূন ব্যক্তির সেই প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

৮৩ ধারা। তদ্রূপ অনুসন্ধানের প্রার্থনা হইবার উপযুক্ত কারণ আছে এবং প্রার্থকেরা ঈর্ষাকৃষ্ট হইয়া সেই অনুসন্ধান কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই ইহা দেখাইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রমাণক্রমে প্রার্থনা প্রতিপোষিত হইবার আদেশ করিতে পারেন।

প্রার্থকদের প্রার্থনা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপোষণের কথা।

আরো কোন পরিদর্শককে বা পরিদর্শকদিগকে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রার্থকেরা সেই অনুসন্ধানের ব্যয়শোধের প্রতিভূ দেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আদেশও করিতে পারিবেন।

বহী দেখিবার কথা।

৮৪ ধারা। কোম্পানির সকল কার্য্যকারকের ও এজেণ্টের কর্ত্তব্য যে পরিদর্শদের দেখিবার নিমিত্ত আপনাদের রক্ষিত বা ক্ষমতাধীন সমস্ত বহী ও নিদর্শনপত্র দেখান।

কোন পরিদর্শক ঐ কোম্পানির কার্য্য বিষয়ে শপথক্রমে সকল কার্য্যকারকের ও এজেণ্টের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন ও তদনুসারে শপথ করাইতে পারিবেন।

এই ধারায় যে বহী বা নিদর্শনপত্র দেখাইবার আদেশ হইল তাহা যদি কোন কার্য্যকারক বা এজেণ্ট না দেখান কিম্বা কোম্পানির ব্যাপার বিষয়ক কোন প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে প্রত্যেক অপরাধহেতুক তাঁহার একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পরীক্ষার ফল সম্পর্কে ইতি কর্ত্তব্যতার কথা।

৮৫ ধারা। পরীক্ষা কার্য্য সমাপ্ত হইলে পরিদর্শকেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনাদের মত বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন। সেই রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে হস্তলিখিত বা মুদ্রিত হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ রিপোর্টের এক প্রস্থ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন এবং যে সমুয়কারীদের প্রার্থনামতে ঐ পরিদর্শনকার্য্য হইল তাঁহাদের আদেশমতে তাঁহাদিগকে কিম্বা তাঁহাদের এক বা অধিক জনকে অন্য প্রস্থ দেওয়া যাইবে।

পূর্ব্বোক্তরূপ পরীক্ষা কার্য্যে ও তৎসম্পর্কে যে টাকা ব্যয় হয় তাহা যে সমুয়কারীদের প্রার্থনামতে পরিদর্শকেরা নিযুক্ত হইলেন তাঁহারাই পরিশোধ করিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদ্দ্বারা কোম্পানির স্থিত হইতে ঐ ব্যয় শোধের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন; তদনুসারে আজ্ঞা করিলে ঐ কোম্পানির স্থিত হইতে ঐ ব্যয় শোধ হইবে।

কোম্পানির পরিদর্শকদিগকে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতার কথা।

৮৬ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে আপনাদের বিষয় ব্যাপারের পরীক্ষার্থ পরিদর্শকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ নিযুক্ত পরিদর্শকেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পরিদর্শকদের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হইবেন ও তত্তুল্য কার্য্যসম্পাদন করিবেন, বিশেষ এই যে তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট না করিয়া কোম্পানির সাধারণ সভায় যদ্রূপে ও যাহাদের নিকট রিপোর্ট করিতে আদেশ করেন তদ্রূপে তাহাদের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

উক্ত পরিদর্শকেরা কোন বহী বা নিদর্শনপত্র দেখাইতে আদেশ করিলে যদি ঐ কোম্পানির কার্য্যকারকেরা ও এজেণ্টেরা তাহা না দেখান কিম্বা তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ পরিদর্শকেরা নিযুক্ত হইলে ঐ কার্য্যকারক প্রভৃতির যে দণ্ড হইতে পারিত তাঁহাদের সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

পরিদর্শকের রিপোর্ট প্রমাণস্বরূপ হইবার কথা।

৮৭ ধারা। এই আইনমতে যে পরিদর্শকেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা যে কোম্পানির কার্য্যব্যাপার পরীক্ষা করিয়াছেন সেই কোম্পানির মোহরক্রমে সত্যাকৃত ঐ পরিদর্শকদের রিপোর্টের প্রতিলিপি কোন মোকদ্দমায় ঐ রিপোর্টের লিখিত কোন কথা সম্পর্কে পরিদর্শকদের মতের প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

অনুষ্ঠানপত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী কোনং চুক্তিপত্রের তারিখ ও পক্ষদের নাম লিখিতে হইবার কথা।

৮৮ ধারা। কোম্পানি হইবার প্রত্যেক অনুষ্ঠানপত্রে এবং কোন জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির অংশের স্বাক্ষরকারী হইবার নিমিত্ত লোক আহ্বান করিবার প্রত্যেক বিজ্ঞাপন পত্রে, ঐ অনুষ্ঠানপত্র বা বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার পূর্ব্বে ডাইরেক্টরদের বা কোম্পানির দ্বারা গ্রাহ্য হইবার নিয়মাধীনে বা প্রকারান্তরে ঐ কোম্পানি বা তাহার অনুষ্ঠানকারী বা ডাইরেক্টর বা নামধারীগণ আইনমতে প্রবল করা যায় এরূপ যে কোন চুক্তি করিয়া থাকেন এবং যৎক্রমে কোন ব্যক্তি ঐ কোম্পানির অংশী হইবেন কি না ইহা নির্ণয় করণার্থ যুক্তিসিদ্ধ প্রবৃত্তি পাইতে পারেন, সেই চুক্তির তারিখ ও পক্ষদের নাম লিখিত হইবে; এবং কোন ব্যক্তি ঐরূপ চুক্তির সংবাদ না পাইয়া ঐ অনুষ্ঠানপত্রে বিশ্বাস করিয়া কোম্পানির অংশ গ্রহণ করিলে তৎসম্বন্ধে যে অনুষ্ঠানপত্রে বা বিজ্ঞাপনে ঐ২ কথা লেখা না থাকে তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক তৎপ্রচারকারী ঐ কোম্পানির অনুষ্ঠানকারী ও ডাইরেক্টর ও কার্য্যকারকদের পক্ষে প্রতারণাজনক বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

জ্ঞাপনপত্র বিষয়ক বিধি

কোম্পানির প্রতি জ্ঞাপনপত্র অর্পণের কথা।

৮৯ ধারা। কোম্পানির প্রতি যে কোন সমন বা জ্ঞাপনপত্র বা আজ্ঞাপত্র বা অন্যপত্র অর্পণ করিবার প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহাদের রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে দিলে কিম্বা রেজিষ্টরীপত্রে ঐ কোম্পানির শিরোনামা দিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিলে ঐ কোম্পানির প্রতি অর্পণ হইতে পারিবে; এবং জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রারকে যে কোন জ্ঞাপনপত্র দিতে হয় তাহা রেজিষ্টরীপত্রে দিয়া তাঁহার নিকট ডাকযোগে পাঠাইলে কিম্বা তাঁহাকেই দিলে বা তাঁহার নিমিত্ত তদীয় কার্য্যালয়ে দিলে তাঁহার প্রতি অর্পণ হইতে পারিবে।

পত্র দ্বারা জ্ঞাপন পত্র প্রেরিত হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৯০ ধারা। কোম্পানির প্রতি কোন নিদর্শনপত্র ডাকযোগে অর্পণ করিতে হইলে যদি তাহা অর্পণের কোন সময় নির্দ্ধারিত হয়, তবে রীতিমতে পৌঁছিলে সেই সময়ের মধ্যেই পৌঁছিতে পারে এমত অবকাশ বিবেচনায় সেই পত্র ডাকে দিতে হইবে। এবং সেই পত্রে শিরোনাম ; শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়া তাহা রেজিষ্টরীপত্রস্বরূপে ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে, ঐ পত্র অর্পিত হইবার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে।

কোম্পানির দ্বারা জ্ঞাপনপত্র সত্যাকৃত হইবার কথা।

৯১ ধারা। যদি কোম্পানির দ্বারা কোন সমনের কি জ্ঞাপনপত্রের কি আজ্ঞাপত্রের কি ব্যবহারঘটিতপত্রের সত্যাকরণের প্রয়োজন হয়, তবে কোন ডাইরেক্টর কি সেক্রেটরী কিম্বা কোম্পানি হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য

কার্য্যকারক সেই সকল প্রকৃতিতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন। তাহা কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত না হইলেও হইতে পারে এবং হস্তলিখিত কি মুদ্রিত কি অংশতঃ হস্তলিখিত এবং অংশতঃ মুদ্রিত হইতে পারিবে।

ব্যবহারঘটিত কর্ম্মের বিধি।

সভাকৃত কার্য্যের প্রমাণের কথা।

৯২ ধারা। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানি স্বকীয় সাধারণ সভার, এবং ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে সেই ডাইরেক্টরের কি কার্য্যাধ্যক্ষের সকল নির্দ্ধারণের ও কার্য্যের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিবার বহী সময়েং প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে উপযুক্তমতে লেখাইবেন। ও যে সভায় তদ্রূপ নির্দ্ধারণ অবধারিত হয় কি তদ্রূপ কার্য্য করা যায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সংক্ষেপ বিবরণে সেই সভার সভাপতির কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরে যে সভা হয় সেই সভার সভাপতির, স্বাক্ষর দৃষ্ট হইলে, সেই সংক্ষেপ বিবরণ ব্যবহারঘটিত সমস্ত কার্য্যে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

তদ্রূপে যে কার্য্যের সংক্ষেপ বিবরণ লেখা যায়, সেই কার্য্যসম্পর্কে কোম্পানির সাধারণ সভা কিম্বা ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষগণের সভা উপযুক্তমতে হইয়াছে ও সমাগত হইয়াছে, ও তাহাতে যে সকল নির্দ্ধারণ অবধারিত হইল কি কার্য্যসাধন হইল তাহা উপযুক্তমতে অবধারিত ও সাধিত হইয়াছে এবং ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ কি সন্ধিধারকগণের নিয়োগ কার্য্যের কিম্বা যোগ্যতার কোন ত্রুটি পশ্চাৎ প্রকাশ হইলেও সেই নিয়োগ সিদ্ধ, এবং ঐ ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ কি সন্ধিধারকগণ যে সকল কার্য্য করেন তাহ ও সিদ্ধ, বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত এমত জ্ঞান হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোন সন্ধিধারকের নিয়োগ অসিদ্ধ প্রমাণ হইলে পর তিনি যে সকল কার্য্য করেন সেই সকল কার্য্য যে সিদ্ধ এই ধারার কোন কথাতে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

দায়ের সীমাবদ্ধ কোনং কোম্পানি মোকদ্দমা করিলে সেই মোকদ্দমার খরচা বিষয়ক বিধানের কথা।

৯৩ ধারা। দায়ের সীমাবদ্ধ কোন কোম্পানি কোন মোকদ্দমার বাদী হইলে তদ্বিষয়ে যে বিচারকর্ত্তার বিচারাধিপত্য থাকে, তিনি যদি বিশ্বাসযোগ্য কোন সাক্ষ্যক্রমে বোধ করেন যে প্রতিবাদী মোকদ্দমায় জবাব দিয়া জয়ী হইলে মোকদ্দমার খরচা শোধার্থে কোম্পানির স্থিত অকুলান হইবে, তবে তিনি ঐ খরচা শোধ হইবার উপযুক্ত প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা করিয়া, তদ্রূপ প্রতিভূ না দেওয়া পর্য্যন্ত মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

সম্ভূয়কারীদের বিপক্ষে মোকদ্দমার আবেদনপত্রের কথা।

৯৪ ধারা। কোন সম্ভূয়কারীর স্থানে তাঁহার অংশহেতুক কি প্রকারান্তরে প্রাপ্য কোন টাকা আদায় করণার্থে যদি কোম্পানি তাঁহার সম্ভূয়কারিত্ব পদ লক্ষ করিয়া তাহার নামে মোকদ্দমা করেন, তবে তদ্রূপ মোকদ্দমার প্রতিবাদী কোম্পানির সম্ভূয়কারী এবং অংশহেতুক কি প্রকারান্তরে তাঁহার দেয় টাকার জন্য কোম্পানির নিকট ধনী ও তদ্ধেতুক কোম্পানির মোকদ্দমা করিতে হইয়াছে এই উক্তিই প্রচুর হইবে।

পাঠ পরিবর্ত্তনের বিধি।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের তফসীলের লিখিত পাঠ পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৯৫ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের পাঠ যেং ব্যাপারের প্রতি খাটে সেই২ ব্যাপারে ঐ পাঠের কিম্বা গতিক বিবেচনার তদনুযায়ীর পাঠের ব্যবহার হইবে। মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনের প্রথম তফসীলের লিখিত টেবিল ও পাঠ সময়েং পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত তফসীলে রেজিষ্ট্রারকে দেয় যে ফী উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না; এবং দ্বিতীয় তফসীলের তদ্রূপ পরিবর্ত্তন করা কিম্বা শেষোক্ত পাঠে অধিক যত কথা সংযোগ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ কোন টেবিল কি পাঠ পরিবর্ত্তিত হইলে ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইবে, এবং তদ্রূপে প্রকাশ হইলে পর সেই টেবিল কি পাঠ এই আইনের তফসীলে লিখিত হওয়ার তুল্য বলবৎ হইবে। কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিলের যে পরিবর্ত্তন করেন, ঐ পরিবর্ত্তনের তারিখের পূর্ব্বে যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহা সেই পরিবর্ত্তন দ্বারা স্পৃষ্ট হইবে না কিম্বা সেই কোম্পানির সম্বন্ধে সেই টেবিলের কোন অংশ রহিত হইবে না।

মধ্যস্থের বিধি।

মধ্যস্থকে বিচারার্পণ করিতে কোম্পানির ক্ষমতার কথা।

৯৬ ধারা। এই আইন অনুযায়ি কোন কোম্পানির সহিত যদি অন্য কোন কোম্পানির কি ব্যক্তির কোন বিষয়ে বিবাদ হয়, তবে সেই কোম্পানি আপনার সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে তদ্রূপ বিবাদীয় কোন বিষয় মধ্যস্থের বিচারার্থে অর্পণ করিতে সম্মত হইয়া সমর্পণ করিতে পারিবেন; এবং যে কোম্পানিরা ঐ মধ্যস্থলির দুই পক্ষ হন তাঁহাদের দ্বারা কিম্বা তাঁহাদের ডাইরেকটরগণের কি কার্য্যাধ্যক্ষ অন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা আইনমতে যে কোন নিয়ম অবধারণ হইতে কিম্বা যে কোন বিষয় নিষ্পত্তি হইতে পারে, ঐ উভয় পক্ষ যে মধ্যস্থের প্রতি সেই বিবাদ নিষ্পত্ত্যর্থে অর্পণ করেন তাঁহাকে সেই নিয়ম অবধার্য্য কি বিষয় নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

বিবাদসমর্পণের সম্মতিপত্র পরিবর্ত্তন কি রহিত করিবার ক্ষমতার কথা।

৯৭ ধারা। উভয় পক্ষীয় কোম্পানি এই আইন অনুসারে মধ্যস্থের প্রতি বিবাদ সমর্পণে যে সম্মতিপত্র করেন সেই সম্মতিপত্রে কিম্বা উল্লিখিত কোন নিয়মে কি উদ্দেশে কি সন্ধিতে উভয় পক্ষ সময়েং আপন ২ সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে পৃথকরূপে নহে কিন্তু একত্রে অধিক কথা সংযোগ করিতে কিম্বা কোন কথা পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা উঠাইয়া দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

৯৮ ধারা। এই আইন অনুসারে মধ্যস্থের প্রতি বিবাদ সমর্পণের যে কার্য্য কিম্বা যে সম্মতিপত্র করা যায় তাহার যে অংশ সম্বন্ধে এই আইন অনুসারে রহিত কি রূপান্তরিত হয় তদ্ভিন্ন তাহাতে উভয় পক্ষীয় কোম্পানি আবদ্ধ হইবে ও তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারিবে ও হইবে।

সম্মতি পত্রানুসারে কার্য্য সম্পাদনের কথা।

৯৯ ধারা। যদি উভয় পক্ষীয় কোম্পানি সম্মত হন তবে একইজন মধ্যস্থের বিচারার্থে বিবাদ সমর্পিত হইবে।

মধ্যস্থকে অর্পণের কথা।

১০০ ধারা। উভয় পক্ষীয় কোম্পানি একইজন মধ্যস্থের বিচারার্থে বিবাদ সমর্পণ করিতে সম্মত না হইলে, বিবাদ সমর্পণের কার্য্য পশ্চাৎ লিখিতমতে করা যাইবে, অর্থাৎ,

দুই কি অধিকজন মধ্যস্থকে সমর্পণের কথা।

যদি দুই কোম্পানি বিবাদী হন, তবে দুইজন মধ্যস্থের বিচারার্থে বিবাদ সমর্পিত হইবে।

যদি তিন কি তদধিক কোম্পানি বিবাদী হন, তবে যত কোম্পানি বিবাদী, ততজন মধ্যস্থের প্রতি বিবাদার্পণ হইবে।

১০১ ধারা। যে স্থলে দুই কি তদধিকজন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে হইবে তথায় প্রত্যেক কোম্পানি আপনার সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে একজন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিয়া অন্য কোম্পানিকে কি কোম্পানিদিগকে লিখনক্রমে তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন।

কোম্পানি কর্ত্তৃক মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০২ ধারা। যে স্থলে দুই কি অধিক মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে হয় সে স্থলে কোন এক কোম্পানি অন্য কোম্পানির কি অন্য কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির স্থানে মধ্যস্থকে নিযুক্ত করণের আদেশপত্র প্রাপ্ত হইলে পর যদি চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে মধ্যস্থ নিযুক্ত না করেন, তবে উক্ত কোম্পানিদিগের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনা হইলে, মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবার ত্রুটিকারী কোম্পানির পরিবর্ত্তে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ নিযুক্ত মধ্যস্থ এই আইনের অভিপ্রায় সফল করণার্থে ঐ ত্রুটিকারী কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত মধ্যস্থ বলিয়া গণ্য হইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মধ্যস্থদিগের নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৩ ধারা। বিবাদীয় বিষয় দুই কি অধিক জন মধ্যস্থকে সমর্পিত হইলে, যদি তাঁহাদিগকে অর্পিত বিষয় নির্ণীত হইবার পূর্ব্বে কোন মধ্যস্থ মরেন কিম্বা কর্ম্ম করিতে অক্ষম কি অনুপযুক্ত হন কিম্বা ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত মধ্যস্থের কর্ম্ম না করেন, তবে যে কোম্পানি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলেন সেই কোম্পানি তাঁহার পদে আপনাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে অন্য মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবেন।

পদশূন্য হইলে কোম্পানির দ্বারা মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৪ ধারা। তদ্রূপ মৃত কি কার্য্যকরণাক্ষম কি অনুপযুক্ত কি ত্রুটিকারী ব্যক্তির স্থানে অন্য মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা যে কোম্পানির কর্ত্তব্য হয় সেই কোম্পানি অন্য কোম্পানির কি অন্য কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির দ্বারা আদিষ্ট হইলে পর যদি চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে অন্য মধ্যস্থকে নিযুক্ত না করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনামতে একজন মধ্যস্থ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

শূন্যপদে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবার কথা।

তদ্রূপে নিযুক্ত মধ্যস্থ এই আইনের অভিপ্রায় সফল করণার্থে সেই ত্রুটিকারী কোম্পানির নিযুক্ত মধ্যস্থ বলিয়া গণ্য হইবেন।

১০৫ ধারা। কোন মধ্যস্থ নিযুক্ত করা গেলে পর যে কোম্পানি তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন সেই কোম্পানি অন্য কোম্পানির কিম্বা অন্য প্রত্যেক কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিপিক্রমে সম্মতি প্রাপ্ত না হইলে ঐ নিয়োগ অন্যথা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

মধ্যস্থের নিয়োগ অন্যথা হইতে না পারিবার কথা।

১০৬ ধারা। যদি দুই কি অধিক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা যায়, তবে তাঁহারা অর্পিত বিষয়ের বিচার করণের পূর্ব্বে আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপির দ্বারা অপক্ষপাতি ও সুযোগ্য ব্যক্তিকে আপনাদের প্রমাণ পুরুষস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন।

মধ্যস্থদের দ্বারা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৭ ধারা। কোন বিষয় মধ্যস্থদিগের বিচারার্থে অর্পিত হইলে যদি তাঁহারা সাত দিনের মধ্যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত না করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনামতে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ও তদ্রূপে যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হন, তিনি এই আইনের কার্য্যসাধনার্থে মধ্যস্থদিগের দ্বারা নিযুক্ত প্রমাণ পুরুষ জ্ঞান হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৮ ধারা। দুই কি তদধিক জন মধ্যস্থ নিযুক্ত হইলে যদি তাঁহাদের বিচারার্থে সমর্পিত বিষয় নির্ণীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রমাণ পুরুষ মরেন কিম্বা অক্ষম কি অযোগ্য হন, কিম্বা ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত প্রমাণ পুরুষস্বরূপ কর্ম্ম না করেন, তবে মধ্যস্থেরা আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপি দ্বারা তাঁহার স্থানে অপক্ষপাতি ও সুযোগ্য ব্যক্তিকে আপনাদের প্রমাণ পুরুষস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন।

পদশূন্য হইলে মধ্যস্থদিগের দ্বারা প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

১০৯ ধারা। মধ্যস্থেরা আপনাদের প্রমাণ পুরুষের মৃত্যুর কি অক্ষমতার কি অযোগ্যতার কি কর্ম্ম না করণের লিখিত সংবাদ প্রাপ্ত হইলে পর যদি সাত দিনের মধ্যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত না করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোম্পানিদের কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির প্রার্থনামতে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

শূন্য পদে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হইবার কথা।

তদ্রূপে যে প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত হন তিনি এই আইনের কার্য্যসাধনার্থে সেই ক্ষতিকারী মধ্যস্থ কর্তৃক নিযুক্ত প্রমাণ পুরুষ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

পশ্চাৎ নিযুক্ত মধ্যস্থ ও প্রমাণ পুরুষের ক্ষমতা পূর্ব্ব নিযুক্ত ব্যক্তিদের তুল্য হইবার কথা।

১১০ ধারা। পূর্ব্ব নিযুক্ত মধ্যস্থের পরিবর্ত্তে যিনি মধ্যস্থের পদে নিযুক্ত হন, ও পূর্ব্ব নিযুক্ত প্রমাণ পুরুষের পরিবর্ত্তে যিনি প্রমাণ পুরুষের পদে নিযুক্ত হন, তিনি পূর্ব্ব নিযুক্ত ব্যক্তির তুল্য শক্তি ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

প্রমাণ পুরুষের প্রতি বিবাদ অর্পণের কথা।

১১১ ধারা। দুই কি অধিক জন মধ্যস্থ থাকিলে যদি তাঁহারা কোম্পানিদের সম্মতি পত্রের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতিপত্র না থাকিলে যদি তাঁহাদিগকে বিবাদ অর্পণের পর অব্যবহিত ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনাদের নির্ণেয় বিষয়ে একমত না হন, তবে তাঁহাদের বিচারার্থে অর্পিত সেই বিষয়, কিম্বা তন্মধ্যে যেং বিষয় তৎকালে নির্ণীত না হয় সেইং বিষয় তাঁহাদের প্রমাণ পুরুষকে অর্পিত বলিয়া বুঝাইবে।

মধ্যস্থ প্রভৃতির বহী ইত্যাদি আনাইতে আজ্ঞা করিবার ও শপথ করাইবার ক্ষমতার কথা।

১১২ ধারা। ঐং কোম্পানির অধিকার কি ক্ষমতাগত যে কোন নিদর্শনপত্র কি প্রমাণ থাকে, কিম্বা ঐং কোম্পানি যাহা দর্শাইতে পারেন তন্মধ্যে ঐ মধ্যস্থ কি মধ্যস্থেরা কি প্রমাণ পুরুষ-অর্পিত বিষয় নির্ণয় করণার্থে যাহা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং শপথ করাইয়া ঐ কোম্পানিদিগের সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও প্রয়োজনীয় শপথ করাইতে পারিবেন।

মধ্যস্থ স্বরূপ বিচারে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা। মধ্যস্থ ও মধ্যস্থগণ ও প্রমাণপুরুষ যেরূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপেই অর্পিত বিষয়ের কার্য্যসম্পাদনে প্রবর্ত্ত হইবেন। কিন্তু যদি কোম্পানিরা সম্মত হইয়া নিয়মান্তর করেন তবে সেই নিয়ম প্রবল হইবে।

কোম্পানিদিগের অনুপস্থানেও বিচার চলিবার কথা।

১১৪ ধারা। মধ্যস্থ কি মধ্যস্থগণ কি প্রমাণপুরুষ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া উচিত বোধ করিলে কোম্পানিদিগের কার্য্য প্রবর্ত্ত হইবার সংবাদ দিয়া প্রত্যেক স্থলে সেইং কোম্পানির কি তন্মধ্যে কোন কোম্পানির অবর্ত্তমানেও সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

অনেক নির্ণয়পত্র হইতে পারিবার কথা।

১১৫ ধারা। যদি মধ্যস্থ ও মধ্যস্থেরা ও প্রমাণ পুরুষ উচিত বোধ করেন, তবে তিনি কি তাঁহারা বিচারার্থে অর্পিত সমস্ত বিষয়ের একই নির্ণয়পত্র না করিয়া, অর্পিত বিষয়ের একং অংশের একং নির্ণয়পত্র করিতে পারিবেন।

বিবাদীয় বিষয়ের কোন অংশে তদ্রূপে যে প্রত্যেক নির্ণয়পত্র করা যায়, তাহা যে সকল বিষয়ের প্রতি বর্ত্তে সেই সকল বিষয় সম্পর্কে ঐ নির্ণয়পত্রের উল্লিখিত কালের অর্থাৎ মধ্যস্থীয় সম্মতিপত্রে যে কাল নিরূপিত হইয়াছে সেই কালের নিমিত্ত, অথবা যদি তদ্রূপ কোন কাল নির্দিষ্ট না থাকে, তবে মধ্যস্থ আইনমতে যত কাল অবধারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন্ তত কালের নিমিত্ত দৃঢ়তর হইবে, ফলতঃ যেং বিষয়ের উপর নির্ণয়পত্র হয় তদ্ভিন্ন যেন অন্য বিষয় নির্ণয়ার্থে অর্পিত হয় নাই এমতে দৃঢ়তর হইবে, এবং অর্পিত অন্য সকল কি কোন বিষয় তৎকালে কি তৎপরে নির্ণীত না হইলেও দৃঢ়তর হইবে।

উপযুক্ত সময়ে কৃত নির্ণয়পত্রের দ্বারা সকল পক্ষের আবদ্ধ হইবার কথা।

১১৬ ধারা। মধ্যস্থের কি মধ্যস্থদিগের কি প্রমাণপুরুষের নির্ণয়পত্র যদি তাঁহার কি তাঁহাদের স্বাক্ষরিত লিপিবদ্ধ হইয়া করা যায় এবং কোম্পানিরা সম্মতিপত্রে যে সময় অবধারণ করিয়াছিলেন সেই সময়ের মধ্যে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতিপত্র না হইলে বিবাদীয় বিষয় ঐ মধ্যস্থের বা মধ্যস্থদের বা প্রমাণ পুরুষের প্রতি অর্পিত হওনের পর অব্যবহিত ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি সেই নির্ণয়পত্র কোম্পানিদের প্রতি সমর্পণার্থে প্রস্তুত হয়, তবে সেই নির্ণয়পত্রে সকল কোম্পানি আবদ্ধ হইবেন ও তাহা সকল কোম্পানির পক্ষে সিদ্ধান্ত হইবে।

প্রমাণ পুরুষের নির্ণয়পত্র করিবার কাল বিস্তৃত করিবার ক্ষমতার কথা।

১১৭ ধারা। পরন্তু যে কালের মধ্যে প্রমাণ পুরুষের নির্ণয়পত্র করা যাইবে সেই কাল তিনি আপনার স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে সময়েং বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। যদি ঐ নির্ণয়পত্র সেই বিস্তৃত কালের মধ্যে প্রস্তুত করা যায় ও সমর্পিত হইবার জন্য প্রস্তুত হয় তবে নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে হওয়ার ন্যায় সিদ্ধ ও সফল হইবে। কিন্তু যদি কোম্পানিরা নিয়মান্তরে সম্মত হন তবে তাহাই প্রবল হইবে।

রীতি ব্যতিক্রম হেতুক নির্ণয়পত্র অসিদ্ধ না হইবার কথা।

১১৮ ধারা। এই আইন অনুসারে মধ্যস্থনিক্রমে যে নির্ণয়পত্র করা যায় তাহা দাঁড়ার বা রীতির ব্যতিক্রম হেতুক অসিদ্ধ হইবে না।

নির্ণয়পত্র মান্য হইবার কথা।

১১৯ ধারা। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নির্ণয়পত্র ক্রমে ব্যবস্থামত যে সকল কার্য্য করিবার বা না করিবার বা হইতে দিবার আজ্ঞা হয় তাহা তদনুসারে করা বা না করা বা হইতে দেওয়া যাইবে। কিন্তু যে কোম্পানিরা এই আইন অনুবর্ত্তী নির্ণয়পত্রক্রমে আবদ্ধ হন তাঁহারা সময়েং নিয়মান্তরে সম্মত হইলে তাহা প্রবল হইবে।

সম্মতিপত্র ও মধ্যস্থনি ও নির্ণয়পত্র সফল হইবার কথা।

১২০ ধারা। এই আইন অনুসারে যে সকল সম্মতিপত্র ও বিবাদার্পণ ও মধ্যস্থনি ও নির্ণয়পত্র করা যায় তাহা নানা আদালতের বিচারাধিপত্যক্রমে সেইং আদালত কর্তৃক ও নানা কোম্পানি কর্তৃক ও প্রকারান্তরে সম্পূর্ণরূপে সফল করা যাইবে; এবং আদালত যেং স্থলে উচিত বোধ করেন সেইস্থলে ঐ আদালত বা তাহার কোন বিচারপতি ঐ কোম্পানির বিপক্ষে বা তাঁহাদের

ম্পত্তি সম্পর্কে কোন আজ্ঞাপত্র প্রচার করিবার আজ্ঞা করিয়া এবং তদর্থে প্রয়োজনমতে আজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিয়া ঐ নির্ণয়পত্র বলপূর্ব্বক সাধন বা প্রতিপালন করাইতে পারিবেন।

মধ্যস্থদি ও নির্ণয়পত্র সম্পর্কীয় ব্যয়ের কথা।

১২১ ধারা। মধ্যস্থ ও মধ্যস্থগণ ও প্রমাণ পুরুষ মধ্যস্থলির ও নির্ণয়পত্রের এবং তৎসম্পর্কীয় যত ব্যয় অবধারণ করেন তাহাই অবধারিত হইবে। কিন্তু যদি কোম্পানিরা সম্মত হইয়া নিয়মান্তর করেন তাহাই প্রবল হইবে।

ব্যয় শোধের কথা।

১২২ ধারা। কোম্পানিরা মধ্যস্থলীর ও নির্ণয়পত্রের ও তৎ সম্পর্কীয় ব্যয় সমাংশে সহ্য ও শোধ করিবেন, অন্যান্য বিষয়ে কোম্পানিরা আপন২ ব্যয় শোধ করিবেন। কিন্তু যদি কোম্পানিরা সম্মত হইয়া নিয়মান্তর করেন এবং নির্ণয়পত্রে যদি ও যে পর্য্যন্ত প্রকারান্তরের নির্ণয় হয় তবে তাহাই সেইপর্য্যন্ত প্রবলতর হইবে।

মধ্যস্থদিতে বিবাদার্পণের পত্র আদালতে অর্পণ করিবার কথা।

১২৩ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে মধ্যস্থলিতে বিবাদার্পণপত্র হাই কোর্টে গচ্ছিত হইতে পারিবে ও তদনুযায়ী সমর্পণের আজ্ঞা এবং তদুপরি আদালত যে কোন আদেশ উচিত বোধ করেন তাহা করা যাইতে পারিবে, এবং তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞার ও তদনুযায়ী কৃত সকল কার্য্যের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধি যে পর্য্যন্ত বর্ত্তিতে পারে সেই পর্য্যন্ত বর্ত্তিবে।

চতুর্থ খণ্ড।

এই আইন অনুযায়ী কোম্পানি ও সমাজের কর্ম্মবন্ধ করণের বিধি।

উপক্রমণিকা।

ঋণদাতা শব্দের অর্থ।

১২৪ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করিতে হইলে যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোম্পানির স্থিত রক্ষা করণার্থ দায়ীহন, ঋণদাতা শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে। কে২ ঋণ দাতা বলিয়া জ্ঞান হইবে এই বিষয় নির্ণয়ার্থে ব্যবহারঘটিত সকল কার্য্যে ও সেই ব্যক্তি দিগকে চূড়ান্ত রূপে নির্ণয় করণের পূর্ব্বে ব্যবহার ঘটিত যে সকল কার্য্য হয় তাঁহাতে যাঁহারা ঋণদাতা বলিয়া ব্যক্ত হন তাঁহাদিগকেও ঋণদাতা শব্দে বুঝাইবে।

ঋণদাতার দায়ের ভাবের কথা।

১২৫ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করিতে হইলে ঐ কোম্পানির স্থিত রক্ষা করণার্থ কোন ব্যক্তির যে দায় থাকে তদ্দ্বারা ঋণ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। সেই দায়ের আরম্ভ কালে ঐ ব্যক্তির সেই ঋণ হইল, কিন্তু সেই দায় বলবৎ করণার্থ পশ্চাৎ লিখিত মতে টাকা দিবার আদেশ হওন সময়ে কিম্বা সময়েং ঐ ঋণ দেয় হইবে; এবং কোন ঋণদাতা যোত্রহীন হইলে তাহার সম্পত্তির দায়ের যে আদেশ পূর্ব্বে হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে তৎসম্পর্কে তাহার সম্পত্তি হইতে তাহার দায়ের যে আনুমানিক মূল্য আদায় হয় সেই মূল্যের প্রমাণ করা বিহিত হইবে।

মৃত্যু হইলে ঋণদাতাদের কথা।

১২৬ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত ঋণদাতাদের নামাবলীতে কোন ঋণদাতার নাম লিখিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে তাঁহার স্বকীয় স্থলাভিষিক্তেরা ও উত্তরাধিকারীরা ও চরম দানপত্র লিখিত দান সাধকেরা আপনাদের কর্ম্ম সম্পাদনের নিয়মমতে ঐ মৃত ঋণদাতার দায় পরিশোধের জন্য কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থে আপনাদের অংশ দিবেন। তদনুসারে তাঁহার সেই স্বকীয় স্থলাভিষিক্তেরা ও উত্তরাধিকারীরা ও চরম দান সাধকেরা ঋণদাতা বলিয়া গণ্য হইবে।

ঋণদাতারা যোত্রহীন হইলে তাহার কথা।

১২৭ ধারা। ঋণদাতাদের নামাবলীতে কোন ঋণদাতার নাম লিখিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে যদি তিনি যোত্রহীন হন, তবে সেই কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় সকল অভিপ্রায় সফল করণার্থে তাঁহার আসৈনী গণ সেই যোত্রহীনের স্থলাভিষিক্ত জ্ঞানে তদনুসারে ঋণদাতা বলিয়া গণ্য হইবেন। তাহাতে তাঁহাদের প্রতি এইরূপ আদেশ হইতে পারিবে যে কর্ম্ম বন্ধ করণোদ্যত কোম্পানির স্থিত রক্ষা করণার্থ মুদ্রাদানের দায় সম্পর্কে সেই যোত্রহীনের সম্পত্তির বিপক্ষে প্রমাণ করিবার অনুমতি দেন, নতুবা ঐ যোত্রহীনের ধন হইতে তাঁহার নিকটে প্রাপ্য কোন টাকা আইনের উপযুক্ত নিয়মমতে দিবার অনুমতি করেন।

আদালত কর্ত্তৃক কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

যে গতিক হইলে আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইতে পারিবে তাহার কথা।

১২৮ ধারা। নিম্নলিখিত গতিকে পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে আদালত কর্ত্তৃক এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যদি কোম্পানির নির্দ্ধারণক্রমে আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আদেশ হয়।

(খ) যদি কোম্পানি সমবেত হইবার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্যারম্ভ না করেন কিম্বা পূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্ম স্থগিত রাখেন।

(গ) যদি সমুয়বায়ীদের সাত জনের ন্যূন সংখ্যা হয়।

(ঘ) যদি কোম্পানি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হন।

(ঙ) যদি ঐরূপ অন্য কোন কারণে আদালত বোধ করেন যে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা ন্যায্য ও যথোপযুক্ত।

কোম্পানি যে স্থলে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইবেন তাহার কথা।

১২৯ ধারা। এই আইন-অনুযায়ী কোন কোম্পানি পশ্চাৎ লিখিত অবস্থায় ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি আসৈনমেণ্ট দ্বারা বা প্রকারান্তরে কোন উত্তমর্ণকে কোম্পানির তৎকালে পাঁচ শত টাকার

অধিক দেয় হয় এবং যদি সেই উত্তমর্ণ আপনার স্বাক্ষরিত দাবীপত্রক্রমে কোম্পানির দেয় সেই টাকা দিবার আদেশ করিয়া তাঁহাদের রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে ঐ পত্র রাখিয়া কোম্পানির প্রতি অর্পণ করেন এবং সেই দাবীপত্র অর্পিত হইলে পর, তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোম্পানি ঐ টাকা না দেন কিম্বা উত্তমর্ণের সন্তোষজনকরূপে তাঁহার সেই টাকা পাইবার দৃঢ় নিয়ম কিম্বা তাহা দিবার চুক্তি না করেন।

(খ) কোন উত্তমর্ণ কোম্পানির নামে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে এবং কোন আদালতে উত্তমর্ণের পক্ষে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা হইয়া তৎ সম্পাদনপত্র বা অন্য আজ্ঞাপত্র প্রচার হইলে যদি সেই আজ্ঞানুযায়ী সমস্ত ঋণ বা তাহার কোন অংশ শোধ না হইয়া ঐপত্র প্রত্যার্পিত হয়।

(গ) কোম্পানি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম ইহা যদি আদালতের সন্তোষমত প্রমাণ হয়।

আদালতশব্দের অর্থ।

১৩০ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডে "আদালত" এই২ শব্দের ব্যবহার হইলে কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে থাকে সেই স্থানে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন যে প্রধান আদালত থাকে সেই আদালত বুঝাইবে। কিন্তু কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিতে হইলে তাহা কেবল উক্ত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট স্থল বিশেষে মান্দ্রাজ বা বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্ট কর্ত্তৃক কিম্বা পঞ্জাব দেশস্থ প্রধান আদালত কর্ত্তৃক বন্ধ হইবে, এই মর্ম্মের নিয়ম যদি কোম্পানির কার্য্য সম্পাদনের বিধানে থাকে তবে "আদালত" শব্দে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার বিচারাধিপত্য সম্পর্কে সেই হাইকোর্ট কিম্বা স্থল বিশেষে প্রধান আদালত বুঝাইবে।

"ঋণ" শব্দের অর্থ।

যে কোন কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে মনুষ্য জীবন সম্পর্কীয় বিমাপত্র দেন বা তৎক্রমে দায়ী হন কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে মনুষ্য জীবন সম্পর্কীয় বার্ষিক দেন সেই কোম্পানি না হইলে এই আইনের এই খণ্ডে "ঋণ" শব্দ ব্যবহৃত হইলে প্রকৃত পক্ষে যে ঋণ দেয় ও উত্তমর্ণ যাহা অবিলম্বে পাইবার দাওয়া করিতে পারেন সেই ঋণ বুঝাইবে। অতঃপর জীবনের বিমাপত্র দায়ী কোম্পানি বলিয়া অভিহিত ঐরূপ কোন কোম্পানি হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবহৃত "ঋণ" শব্দে বিমাপত্র ও বার্ষিক দানপত্র ও অন্য বর্ত্তমান চুক্তিক্রমে যে সম্ভাবিত বা ভাবী দায় থাকে তাহাও গণ্য হইবে।

কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রার্থনা পত্রদ্বারা করিবার কথা।

১৩১ ধারা। আদালতের নিকট এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার যে প্রার্থনা করা যাইবে তাহা আবেদনপত্রক্রমে হইবে এবং কোম্পানির দ্বারা কিম্বা কোম্পানির কোন এক বা অধিক উত্তমর্ণের দ্বারা কিম্বা ঋণ দাতা বা ঋণ দাতাদের দ্বারা কিম্বা উক্ত সকল বা কোন ব্যক্তি দ্বারা একত্র বা স্বতন্ত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আবেদনপত্রে এরূপ বৃত্তান্ত উল্লিখিত থাকিবে যাহার প্রমাণ হইলে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণের আজ্ঞা হইতে পারে। ঐরূপ আবেদনপত্রক্রমে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায় সেই আজ্ঞা উত্তমর্ণের ও ঋণদাতার একত্র আবেদনপত্রক্রমে হইবার ন্যায় কোম্পানির সকল উত্তমর্ণের ও সকল ঋণদাতার পক্ষে ফলবৎ হইবে।

জীবনের বিমাপত্র দায়ী কোম্পানি হইলে বিচারপতি খরচার নিমিত্ত যত টাকার জামিন দেওয়া উচিত বোধ করেন যাবৎ তাহা না দেওয়া হয় এবং যাবৎ বিচারপতির অবোধগতে প্রথম দৃষ্টে যে কর্ম্ম সাবুদ না হয় তাবৎ আদালত দরখাস্ত শুনিবেন না, এবং যে স্থলে কোম্পানি মূলধনের যে টাকা দিবার আদেশ দিতে পারেন কিন্তু দেন নাই সেই টাকা যদি কোম্পানির প্রাপ্য ভবিষ্যৎ প্রিমিয়মের সহিত প্রকৃতপক্ষে বিনিযোজিত নিধিকে আনুমানিক দায়ের তুল্য করিয়া তুলিতে পারে, তবে মূলধনের যে টাকা দিবার আদেশ হয় নাই সেই টাকা বা তাহার যথাযোগ্য অংশ দিবার আদেশ হইবার নিমিত্ত যুক্তিসিদ্ধ সময় পাইবার আবেদনপত্র হইলে আদালত আর অধিক আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন; এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার প্রথম যে সময় দেওয়া যায় বা পরে যে সময়ের জন্য স্থগিত রাখা যায় সেই সময়ের অন্তে যদি মূলধনের টাকা দিবার আদেশ ক্রমে এত টাকা আদায় না হয় যাহা বিনিযোজিত নিধির সহিত দায়ের তুল্য হয়, তবে কোম্পানি ঋণশোধ করিতে অক্ষম বলিয়া প্রমাণ হইলে যেরূপ হইত ঐ আবেদনপত্রের উপর সেইরূপ আজ্ঞা করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোন কোম্পানির যে সত্ত্বকারী মূলধনের যে টাকা দিবার আদেশ হয় তৎসম্বন্ধে বা অন্য পাওনা টাকা সম্বন্ধে কোম্পানির নিকট ঋণী থাকেন তিনি এই ধারার কোন কথাক্রমে আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না।

কর্ম্মবন্ধ করিবার আবেদনপত্র ঋণদাতা যে স্থলে দিতে পারিবেন না, তাহার কথা।

১৩২ ধারা। কোম্পানির সত্ত্বকারীদের সংখ্যা সাত জনের ন্যূন যদি না হয় তবে এই আইনমত কোম্পানির কোন ঋণদাতা যেহ অংশ সম্বন্ধে ঋণদাতা হন সেইহ অংশ বা তন্মধ্যে কতকগুলি যদি তাঁহাকে প্রথমে দেওয়া না হইয়া থাকে কিম্বা কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে আঠার মাস মধ্যে অন্যূন ছয়মাস কাল তিনি যদি তাহা প্রাপ্ত হইয়া আপন নামে রেজিষ্টরী করিয়া লইয়া না থাকেন কিম্বা পূর্ব্বতন অংশীর মৃত্যু হওয়াতে যদি তাহা তাঁহাতে প্রাপ্ত বর্ত্তিয়া না থাকে, তবে তিনি ঐ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আবেদনপত্র উপস্থিত করিতে সক্ষম হইবেন না।

কিন্তু ঋণদাতার বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে তাঁহার স্ত্রীর নামে কিম্বা উক্ত স্ত্রীর বা ঋণদাতার নিমিত্ত কোন নামধারী ব্যক্তির বা তাহার নামে উক্ত ছয়মাস কাল বা তাহার কিয়দংশ পর্য্যন্ত কোন অংশ ভোগ করা গেলে বা রেজিষ্টরী হইয়া থাকিলে ঐ অংশ এই ধারার কার্য্যপক্ষে উক্ত ঋণদাতার নামে ভোগ করা ও রেজিষ্টরী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

আদালত কর্ত্তৃক কর্ম্ম বন্ধ করণ আরম্ভের কথা।

১৩৩ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আবেদনপত্র যে সময়ে উপস্থিত করা যায় সেই সময়াবধি আদালত কর্ত্তৃক ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণ আরম্ভ হইল জ্ঞান হইবে।

আদালতের নিষেধ আজ্ঞা করিবার কথা।

১৩৪ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার আবেদনপত্র দেওয়া গেলেপর কোন সময়ে কার্য্য বন্ধ করিবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে আদালত কোম্পানির প্রার্থনামতে কিম্বা কোম্পানি কোন উত্তমর্ণের কি ঋণদাতার প্রার্থনামতে, যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন এমত নিয়ম অবধারণপূর্ব্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, কোম্পানির নামে যে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য চলিতেছে তৎসম্পর্কীয় কার্য্য স্থগিত হয়।

আরও তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে পর ও সংবিধায়ক-দিগকে প্রথমে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদালত ঐ কোম্পানির সম্পত্তির ও সামগ্রীর রাজকীয় সংবিধায়ককে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আদালতের ইতিকর্ত্তব্যের কথা।

১৩৫ ধারা। আদালত প্রার্থনাপত্র শ্রবণ করিয়া খরচার সাহত কি খরচা ব্যতিরেকে তাহা ডিস্‌মিস্ করিতে, অথবা নিয়ম সহিত কি নিয়ম ব্যতিরেকে বিবাদ শ্রবণের অন্যকাল নিরূপণ করিতে, এবং মধ্যকালীন কোন আজ্ঞা করিতে কি অন্য যে আজ্ঞা ন্যায় বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা হইলে পর মোকদ্দমা স্থগিত হইবার কথা।

১৩৬ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্দকরণের আজ্ঞা হইলে, আদালতের অনুমতি ভিন্ন এবং আদালত যে কোন নিয়ম অবধারণ করেন তদ্ব্যতিরেকে ঐ কোম্পানির নামে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত কার্য্য চলিবে না অথবা আরম্ভ হইবে না।

রেজিষ্ট্রারের নিকট আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণের কথা।

১৩৭ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইলে পর সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের নিকট কোম্পানির অগোণে প্রেরণ করিতে হইবে। তিনি ঐ কোম্পানি সম্পর্কীয় আপন বহীতে ঐ আজ্ঞার সংক্ষেপ উক্তি লিখিবেন।

যে স্থলে কোম্পানির কার্য্য চলিতে থাকে সেইস্থল ভিন্ন উক্ত আজ্ঞা কোম্পানির চাকরদিগের সম্বন্ধে কর্ম্মচ্যুত হওনের বিজ্ঞাপনস্বরূপ জ্ঞান হইবে।

ব্যবহারঘটিত কার্য্য স্থগিত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৩৮ ধারা। কোন কোম্পানির কার্য্য বন্দ হইবার আজ্ঞা হইলে পর কোন সময়ে যদি কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের কি ঋণদাতার প্রার্থনা হয় এবং ঐ কর্ম্ম বন্দকরণ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যবহার ঘটিত কার্য্য রহিত করা উচিত যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথার প্রমাণ হয়, তবে আদালত যেং নিয়ম ও যেযে বিধান উপযুক্ত বোধ করেন সেইং নিয়মানুসারে ও সেইং বিধানাধীনে সম্যক্ প্রকারে কি কিয়ৎ কালের নিমিত্ত ঐ কার্য্য স্থগিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রতিভাব্যক্রমে দায়ের সীমাবদ্ধ কোম্পানির অংশগত মূলধনের পক্ষে সেই আজ্ঞার ফলের কথা।

১৩৯ ধারা। যে কোম্পানির দায়ের সীমা প্রতিভাব্যক্রমে বদ্ধ, অথচ যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত, যদি সেই কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা হয়, তবে অংশগত যে মূলধন তৎপূর্ব্বে দিবার আদেশ না হইয়াছে তাহা কোম্পানির স্থিতস্বরূপ জ্ঞান হইবে, এবং প্রত্যেক সংভূরকারী যত অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎসম্পর্কীয় তৎকালীন অদত্তটাকা তাঁহার নিকট কোম্পানির প্রাপ্য ঋণস্বরূপ জ্ঞান হইবে, ও আদালত যে সময় নিরূপণ করেন ঐ টাকা সেই সময়ে দেয় হইবে।

উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের অভীষ্ট প্রতি আদালতের প্রতীক্ষা করণের কথা।

১৪০ ধারা। কর্ম্মবন্ধকরণ সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে আদালত প্রচুর প্রমাণক্রমে উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের যে অভীষ্টের প্রমাণ পান, সেই অভীষ্টের প্রতি মনোযোগ করিতে পারিবেন; এবং যদি বিহিত বোধ করেন, তবে তাঁহাদের অভীষ্ট নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওবার জন্য আদালতের আদেশানুসারে তাঁহাদের সভা আহূত হওনের ও সভাকরণের ও সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করণের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও আদালতের নিকটে ঐ সভার কার্য্যের ফল জানাইবার জন্য তদ্রূপ কোন সভার সভাপতির পদে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উত্তমর্ণের অভীষ্ট গ্রহণ করিলে প্রত্যেক জনের যত ঋণ প্রাপ্য তাহা অবধান করিতে হইবে, এবং ঋণদাতাদের অভীষ্ট গ্রহণ করিলে কোম্পানির বিধানমতে প্রত্যেক ঋণদাতার প্রতি যত অভিমত দিবার ক্ষমতা অর্পিত হয়, তাহাতে মনোযোগ দিতে হইবে।

রাজকীয় সংবিধায়কদিগের বিধি।

রাজকীয় সংবিধায়কের নিয়োগের কথা।

১৪১ ধারা। কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য সম্পাদন ও তদ্বিষয়ে আদালতের সাহায্য করণার্থে, রাজকীয় সংবিধায়কনামে কোন এক কি অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

আদালত যেমন বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে কিয়ৎকালের নিমিত্তে অথবা প্রকারান্তরে রাজকীয় সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে রাজকীয় সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করা যায়, তবে এই আইন দ্বারা রাজকীয় সংবিধায়ক কর্ত্তৃক যে কর্ম্ম সম্পাদনের আজ্ঞা হয় কি ক্ষমতা দেওয়া যায়, সেই কর্ম্ম ঐ সকল কি তন্মধ্যে কোন এক কি অধিক ব্যক্তির নিষ্পাদন করিতে হইবে আদালত উক্ত প্রত্যেক স্থলে ইহা প্রকাশ করিবেন।

রাজকীয় কোন সংবিধায়ক নিযুক্ত করণ কালে তাঁহার প্রতিভূ দিতে হইবে কি না এবং দিতে হইলে কীদৃশ প্রতিভূ দিবেন আদালত ইহাও নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন।

রাজকীয় কোন সংবিধায়ক নিযুক্ত না হইলে কিম্বা সেই পদ কোন সময়ে শূন্য হইলে যতকাল শূন্য থাকে ততকাল কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি আদালতের রক্ষিত জ্ঞান হইবে।

কোন রাজকীয় সংবিধায়কের হস্তস্থিত স্থিত সম্বন্ধে গ্রাহক (Receiver) নিযুক্ত হইবে না।

পদত্যাগ করণের ও অপসৃত হওনের ও শূন্য পদ পূর্ণ করণের ও পারিশ্রমিক দানের কথা।

১৪২ ধারা। রাজকীয় কোন সংবিধায়ক স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে, কিম্বা উপযুক্ত কোন কারণ দৃষ্ট হইলে আদালত কর্ত্তৃক অপসৃত হইতে পারিবেন। আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত সংবিধায়কের পদ কোন সময়ে শূন্য হইলে আদালত অন্য ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিবেন। আদালত শতকরার হারে কি প্রকারান্তরে যেরূপ নির্দ্ধার্য্য করেন, রাজকীয় সংবিধায়ক সেইরূপে বেতন কি পারিশ্রমিক পাইবেন। যদি দুই কি তদধিক জন সংবিধায়ক নিযুক্ত হন, তবে আদালত যে নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করেন সেই নিয়মানুসারে ঐ পারিশ্রমিক তাঁহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

রাজকীয় সংবিধায়কের খ্যাতির ও কর্ম্মের কথা।

১৪৩ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক কি সংবিধায়কেরা স্ব২ নামানুসারে বর্ণিত হইবেন না কিন্তু যে বিশেষ কোম্পানির পক্ষে নিযুক্ত হন সেই কোম্পানির রাজকীয় সংবিধায়ক নামে বর্ণিত হইবেন। যে সকল দ্রব্যে ও সম্পত্তিতে ও মোকদ্দমা ক্রমে প্রাপ্য সামগ্রীতে কোম্পানির স্বত্ব আছে কিম্বা থাকার মত দৃষ্ট হয় তিনি কি তাঁহারা সেই সকল সম্পত্ত্যাদি আপনার কি আপনাদের রক্ষণে কি তত্ত্বাধীনে লইবেন এবং আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণ সম্পর্কীয় যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবধারিত হয় তাহা করিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের ক্ষমতার কথা।

১৪৪ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ লিখিত কার্য্য করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) কোম্পানির নামে ও সপক্ষে দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন মোকদ্দমা কি অভিযোগ কি ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য উপস্থিত করিতে কি তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবেন।

(খ) কোম্পানির কার্য্য লভ্যজনকরূপে বন্ধ করিবার জন্য যে পর্য্যন্ত আবশ্যক হয় সেই পর্য্যন্ত কোম্পানির কার্য্য চালাইতে পারিবেন।

(গ) কোম্পানির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের সহিত চুক্তির দ্বারা বিক্রয় করিতে পারিবেন, আরও কোন ব্যক্তি কি কোম্পানির নিকট সেই সমুদয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে কিম্বা খণ্ডে২ বিক্রয় করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(ঘ) কোম্পানির নামে ও সপক্ষে সকল কর্ম্ম করিবেন ও সকল লিপি ও রসীদ ও অন্য নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিবেন, ও তজ্জন্য আবশ্যকমত কোম্পানির মোহর ব্যবহার করিবেন।

(ঙ) কোন ঋণদাতা দেউলিয়া হইলে তাঁহার সম্পত্তি ঘটিত ডিবিডেণ্ডের প্রমাণ করিতে ও শ্রেণীবদ্ধ করিতে ও তাহার দাওয়া করিয়া আদায় করিতে পারিবেন এবং সেই দেউলিয়াতা ঘটিত বাকী টাকা সম্পর্কে ঐ দেউলিয়ার দেয় পৃথক ঋণ স্বরূপ ও অংশ স্বতন্ত্র ঋণদাতাদিগের সমান হার অনুসারে ডিবিডেণ্ড লইতে ও গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(চ) কোম্পানির নামে ও তাঁহার সপক্ষে বিল অফ একস্‌চেঞ্জ কি হুণ্ডী কি প্রমিসারি নোট আদায় ও স্বীকার ও সাধন করিতে ও তাহার পৃষ্ঠলিপি করিতে পারিবেন; এবং কোম্পানির স্থিত বন্ধক রাখিয়া সময়ে২ আবশ্যকমতে টাকা তুলিতে পারিবেন; এবং তদ্রূপ প্রত্যেক বিল অফ একস্‌চেঞ্জ কি হুণ্ডী কি প্রমিসরি নোট কোম্পানির সপক্ষে পূর্ব্বোক্ত মতে আদায় ও স্বীকার ও সাধন হইলে ও তাহার পৃষ্ঠলিপি করা গেলে ঐ কোম্পানির কার্য্যচলনক্রমে ঐ বিল অফ একস্‌চেঞ্জ কি হুণ্ডী কি নোট কোম্পানির দ্বারা কি তৎপক্ষে আদায় কি স্বীকার কি সাধন করণের কি পৃষ্ঠলিপি করণের যে ফল হইত ঐ কোম্পানির দায় সম্পর্কে উক্ত কার্য্যের তত্তুল্য ফল হইবে।

(ছ) যদি আবশ্যক হয় তবে, আপনার রাজকীয় খ্যাতি ক্রমে কোন মৃত ঋণদাতার প্রমাধ্যক্ষতাপত্র গ্রহণ করিতে এবং ঋণ দাতার স্থানে কি তাঁহার সম্পত্তি হইতে কোন টাকা আদায় করণার্থ অন্য যে কর্ম্ম আবশ্যক হইলে ও কোম্পানির নামে সুবিধামতে করা যাইতে না পারে, তাহা আপনার রাজকীয় খ্যাতিক্রমে করিতে পারিবেন; এবং তিনি যে সকল স্থলে মৃত ঋণদাতার প্রমাধ্যক্ষতাপত্র গ্রহণ করেন কিম্বা ঋণদাতার নিকট হইতে প্রাপ্য কোন টাকা আদায় করিবার জন্য আপনার রাজকীয় খ্যাতি ব্যবহার করেন সেই সকল স্থলে তিনি সেই পত্র গ্রহণ কি টাকা আদায় করিতে সক্ষম হন এই অভিপ্রায়ে ঐ টাকা সেই রাজকীয় সংবিধায়কেরই প্রাপ্য জ্ঞান হইবে। কিন্তু এই ধারার কোন কথাতে বঙ্গ ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল দিগের স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ক্ষমতার হ্রাস কি বৃদ্ধি হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(জ) কোম্পানির কার্য্য ব্যাপার বন্ধ করিবার ও অবশিষ্ট ধন বিলি করিবার জন্য যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক তাহা করিতে ও সম্পাদন করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের বিবেচাধীন কার্য্যের কথা।

১৪৫ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক আদালতের অনুমতি কি হস্তক্ষেপণ ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম, আদালত কোন আজ্ঞাক্রমে এমত বিধান করিতে পারিবেন; যদি রাজকীয় সংবিধায়ক কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তবে যে আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন সেই আজ্ঞাক্রমে তাঁহার সেই ক্ষমতার পরিমাণ ও সীমা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সংবিধায়কের আটর্ণী কি উকীল নিযুক্ত করিবার কথা।

১৪৬ ধারা। রাজকীয় সংবিধায়ক আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের সহায়তা করিবার জন্য, আদালতের অনুমতিক্রমে আটর্ণী অথবা উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন। পরন্তু যদি রাজকীয় সংবিধায়ক আটর্ণী হন তবে তিনি, তাঁহার অংশীদার পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে সম্মত না হইলে ঐ অংশীদারকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

আদালতের সাধারণ ক্ষমতার বিধি।

স্থিত আদায় ও প্রয়োগ করিবার কথা।

১৪৭ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করিলে পর আদালত সাধ্যমত ত্বরায় ঋণ দাতাদের নামাবলী স্থির করিবেন, এবং যদি এই ধারা অনুসারে সংযুক্তকারীদের রেজিষ্টর সংশোধন করা আবশ্যক হয় তবে সেই সকল স্থলে সেই রেজিষ্টর সংশোধনও করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ আদেশ হইবার তারিখে কোম্পানির যে স্থিত ও দায় থাকে সেই ২ স্থিত সংগ্রহ করাইয়া সেই দায় পরিশোধার্থে তাহা প্রয়োগ করাইবেন।

মূলাভিষিক্ত ঋণ দাতাদের বিষয়ে বিধানের কথা।

১৪৮ ধারা। ঋণদাতাদের নামাবলী স্থির করণকালে যাঁহারা স্বকীয় স্বত্বে ঋণদাতা হন ও যাঁহারা অন্যদের মূলাভিষিক্ত স্বরূপ কি অন্যদের ঋণের দায়ী প্রযুক্ত ঋণদাতা হন আদালত ইঁহাদের মধ্যে বিভিন্নতা করিবেন।

সম্পত্তি অর্পণ করণের আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৪৯ ধারা। কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের আজ্ঞা হওনের পর কোন সময়ে ঋণদাতাদের তৎকালীন নামাবলীতে যে কোন ঋণদাতাদের নাম স্থির হইয়াছে তাঁহার কিম্বা কোম্পানির ট্রষ্টীর কি গ্রাহকের কি ব্যাঙ্করের কি এজেন্টের কি কার্য্যকারকের নিকটে তৎকালে যে টাকা কি বাকী টাকা কি বহী কি পত্রাদি কি সম্পত্তি কি সামগ্রী থাকে ও প্রথম দৃষ্টে যাহাতে কোম্পানির স্বত্ব আছে তাহা আদালত রাজকীয় সংবিধায়কের প্রতি কি তাঁহার হস্তে তৎক্ষণাৎ কিম্বা আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দান কি সমর্পণ কি লেখাক্রমে প্রদান কি প্রতিদান কি হস্তান্তর করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ঋণদাতার ঋণশোধ করিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫০ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা হইলে পর কোন সময়ে আদালত ঋণদাতাদের নামাবলীতে তৎকালীন স্থিরীকৃত কোন ঋণদাতার প্রতি এই আজ্ঞা করিতে [illegible]বেন যে, এই আইনের এই ধারানুসারে আদালত দিবার যে আজ্ঞা করিয়াছেন কি করিবেন তাহার [illegible] তিনি কিম্বা তিনি যাঁহার মূলাভিষিক্ত হন তাঁহার [illegible] যত ঋণ দান করিতে দায়ী তদ্ভিন্ন কোম্পানির তাঁহার যে টাকা দেনা হয় কিম্বা তিনি যাঁহার [illegible] হন তাঁহার সম্পত্তি হইতে কোম্পানির [illegible] টাকা প্রাপ্য হয় তাহা তিনি উক্ত আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট [illegible] শোধ করেন।

আর ও যদি কোম্পানি সীমাবদ্ধ না হন তবে আদালত যে সময়ে সেই আজ্ঞা করেন সেই সময়ে ঐ ঋণদাতাকে এই অনুমতি দিতে পারিবেন যে ঐ কোম্পানির সঙ্গে স্বতন্ত্র কোন ব্যবসায় কি চুক্তিক্রমে তাঁহার যে টাকা প্রাপ্য হয় কিম্বা তিনি যাঁহার মূলাভিষিক্ত হন তাঁহার সম্পত্তির সম্বন্ধে যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা ঐ ঋণদাতা কোম্পানির প্রাপ্য টাকা হইতে বাদ দেন। কিন্তু কোম্পানির সংযুক্তকারীস্বরূপে তাঁহার ডিবিডেণ্ড কি লভ্য জন্য যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা বাদ দিবেন না।

আরও সীমাবদ্ধ কি অসীমাবদ্ধ কোন কোম্পানির সকল উত্তমর্ণের টাকা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে পর, কোম্পানির স্থানে কোন ঋণদাতার যে কোন হিসাবে যে কোন টাকা প্রাপ্য হয়, তৎপশ্চাৎ টাকা দিবার কোন আদেশ হইলে সেই আদিষ্ট টাকা হইতে তাঁহার সেই প্রাপ্য টাকা বাদ দিবার অনুমতি হইতে পারিবে।

যদি কোম্পানি সীমাবদ্ধ না হয় তবে আদালত এই ধারা অনুসারে কোন ঋণদাতার সম্বন্ধে যেরূপ এক ঋণ দ্বারা অন্য ঋণ কর্ত্তনের আদেশ করিতে পারেন, কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানির কার্য্য বন্ধকরণ কালে আদালত উচিত বোধ করিলে ঐ কোম্পানির অসীমাবদ্ধ দায়যুক্ত ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষ সম্বন্ধে তদ্রূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

টাকা দিবার আদেশ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫১ ধারা। কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করিবার পর এবং কোম্পানির প্রচুর স্থিত আছে কি না ইহা নিশ্চয়মতে জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে কি পরে আদালত ঐ কোম্পানির ঋণ ও দায় পরিশোধ এবং তাহার কর্ম্ম বন্ধ করিবার খরচ ও ব্যয় ও পারিশ্রমিক পরিশোধার্থে ও পরস্পর ঋণ দাতাদের স্বত্বের নিষ্পত্তি করণার্থে যত টাকা প্রয়োজন জ্ঞান করেন, ঋণদাতাদের নামাবলীতে যে সকল ঋণদাতার নাম তৎকালে অবধারিত থাকে তাঁহাদের সকলকে কি কোন২ ব্যক্তিকে আপনাদের দায় পর্য্যন্ত সেই সমস্ত কি তন্মধ্যে কতক টাকা দিবার আদেশ ও আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যৎকালে তাহা করেন তৎকালে যে ঋণদাতা দিগকে টাকা দিবার আদেশ হয় তাঁহাদের কোন ব্যক্তির দেয় অংশের সমুদয় কিম্বা কোন ভাগ না দিবার সম্ভাবনা, আদালত ইহাও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

ব্যাঙ্কে টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫২ ধারা। আদালত ঋণদাতার প্রতি, কিম্বা ক্রেতা কি অন্য যাঁহার স্থানে কোম্পানির টাকা প্রাপ্য থাকে তাঁহার প্রতি, রাজকীয় সম্বিধায়ককে ঐ টাকা না দিয়া ঐ রাজকীয় সম্বিধায়কের নামে জমা করণার্থে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে কিম্বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে কি বোম্বাই ব্যাঙ্কে কিম্বা সেই২ ব্যাঙ্কের কোন শাখা ব্যাঙ্কে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং রাজকীয় সম্বিধায়ককে টাকা দিবার আজ্ঞা হইলে যে প্রকারে প্রবল করা যায়, উক্ত আজ্ঞাও তদ্রূপে প্রবল করা যাইতে পারিবে।

আদালত কর্ত্তৃক হিসাব রাখিবার বিধান হইবার কথা।

১৫৩ ধারা। যখন আদালতের দ্বারা কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা যায়, তখন বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে কি মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে কি বোম্বাই ব্যাঙ্কে কি সেই ব্যাঙ্কের কোন শাখা ব্যাঙ্কে নগদ টাকা ও বিল ও নোট ও অন্য সিকিউরিটী দেওয়া গেলে ও অর্পিত হইলে, ঐ টাকার ও অন্য দ্রব্যের হিসাব রাখিবার ও উক্ত টাকা প্রভৃতি দিবার ও সমর্পণ করিবার কিম্বা গচ্ছিত করিবার ও পরিশোধ দিবার ও প্রদান করিবার বিষয়ে আদালত যে আজ্ঞা ও বিধান করেন, উক্ত নগদ টাকা ও অন্য দ্রব্যের উপর সেই আজ্ঞা ও বিধান প্রবল হইবে।

১৫৪ ধারা। মৃত ঋণদাতার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির কথা।

মৃত ঋণদাতার স্থলাভিষিক্ত আজ্ঞানুযায়ি টাকা না দিলে তদ্বিষয়ের বিধানের কথা।

১৫৪ ধারা। মৃত ঋণদাতার স্থলাভিষিক্ত বক্তা-প্রযুক্ত যিনি ঋণদাতা হন তাঁহাকে কোন টাকা দিবার আজ্ঞা হইলেও যদি তিনি সেই টাকা না দেন, তবে উক্ত মৃত ঋণদাতার স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয়প্রকার সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিবার ও তাহা হইতে প্রাপ্য টাকা বল পূর্ব্বক আদায় করিবার অনুষ্ঠানিক কার্য্য হইতে পারিবে।

আজ্ঞা সিদ্ধান্ত প্রমাণস্বরূপ হইবার কথা।

১৫৫ ধারা। যদি আদালত কোন ঋণদাতার প্রতি এই আইন অনুযায়ী কোন আজ্ঞা করেন তবে তদ্দ্বারা যে টাকা প্রাপ্য বোধ হয় বা যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা যথার্থ প্রাপ্য ঐ আজ্ঞা ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে। ও সেই আজ্ঞাতে অন্য যে সকল সমস্ত কথা লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ সকল ব্যক্তির বিপক্ষে ও ব্যবহার ঘটিত সকল কার্য্য সম্পর্কে সেই সকল কথা যথার্থমতে উল্লিখিত হইয়াছে জ্ঞান হইবে। কিন্তু এই আইনে তদ্রূপ আজ্ঞার উপর আপীল হইবার যে বিধান আছে তাহা বলবৎ থাকিবে

নিরূপিত সময়ের মধ্যে উত্তমর্ণেরা প্রমাণ না করিলে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৫৬ ধারা। আদালত কোন এক দিন কিম্বা কোন২ দিন নিরূপণ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সেই দিনে কিম্বা সেই২ দিনে বা তৎপূর্ব্বে কোম্পানির উত্তমর্ণদিগকে প্রাপ্যের বা দাওয়ার প্রমাণ করিতে হইবে, নতুবা সেই ঋণের প্রমাণ হইবার পূর্ব্বে টাকা বন্টন হইলে তাঁহারা তদ্দ্বারা উপকৃত হইবেন না।

আদালত কর্ত্তৃক ঋণদাতাদের স্বত্ব নিষ্পত্তির কথা।

১৫৭ ধারা। ঋণদাতাদের পরস্পর যে স্বত্ব থাকে তাহা আদালত নির্ণয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করিবেন।

আদালত কর্ত্তৃক খরচার আজ্ঞা হইবার কথা।

১৫৮ ধারা। যদি কোন কোম্পানির স্থিতে দেনা পরিশোধ করণার্থে অকুলান হয় তবে সেই কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণে যে খরচ ও পারিশ্রমিক ব্যয় লাগে আদালত অগ্রগণ্যতার যে ক্রমে ন্যায় বোধ করেন সেই ক্রমে কোম্পানির সম্পত্তি হইতে ঐ খরচা প্রভৃতি পরিশোধ হইবার আজ্ঞা করিবেন।

কোম্পানির বিলোপ হওনের কথা।

১৫৯ ধারা। যখন কোম্পানির কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হইয়া বন্ধ করা যায় তখন আদালত আজ্ঞা করিবেন যে এই আজ্ঞার তারিখ অবধি কোম্পানি লুপ্ত হয়। তদনুসারে কোম্পানি লুপ্ত হইবে।

কোম্পানির বিলোপ হইবার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত রেজিষ্ট্রারের লিখিতে হইবার কথা।

১৬০ ধারা। তদ্রূপ আজ্ঞা হইলে রাজকীয় সংবিধায়ক রেজিষ্ট্রারের নিকট সেই কথার রিপোর্ট করিবেন, তদনুসারে তিনি আপন বহীতে কোম্পানির বিলুপ্ত হইবার সংক্ষেপোক্তি লিখিবেন।

কোম্পানির বিলুপ্ত হইবার কথা রিপোর্ট না করিলে দণ্ডের কথা।

১৬১ ধারা। যদি আদালত [illegible] কার্য্য বন্ধ [illegible] কীয় সংবিধা[illegible] নিকট কো[illegible] হইবার আজ্ঞা [illegible] তবে যত দিন তিনি সেই কার্য্য না করেন প্রতি তাঁহার একশত টাকার অনধিক [illegible] পারিবে।

আদালতের অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি

যাহাদের নিকট কোম্পানির সম্পত্তি থাকার সন্দেহ হয় তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৬২ ধারা। আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইলে পর কোম্পানির যে কোন কর্ম্মচারীর বা অন্য ব্যক্তির নিকট কোম্পানির কোন সম্পত্তি বা সামগ্রী আছে বলিয়া জানা থাকে বা সন্দেহ হয় কিম্বা তিনি কোম্পানির নিকট ঋণী আছেন বলিয়া বোধ হয় তাঁহাকে কিম্বা আদালত যাহাকে ঐ কোম্পানির বাণিজ্য বা ব্যবসায় বা সম্পত্তি বা সামগ্রী সম্পর্কীয় সংবাদ জানাইবার সক্ষম জ্ঞান করেন তাহাকে আপনার সম্মুখে আহ্বান করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ কোনব্যক্তির খরচ হেতুক উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হইলে পর যদি আইন সিদ্ধ বাধা না থাকিতে তিনি নিরূপিত সময়ে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত না হন তবে আদালত সেই ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া পরীক্ষা দিবার জন্য সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন। যদি বাধা থাকে তবে আদালতের উপবেশন সময়ে সেই কথা আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত কর্ত্তৃক তাহা গ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন।

কোম্পানির যে কোন লেখা তদ্রূপ কোন কর্ম্মচারীর বা ব্যক্তির রক্ষণে বা ক্ষমতাধীনে থাকে আদালত তাহাকে সেই লেখা দেখাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। পরন্তু কোন ব্যক্তি যে লেখা উপস্থিত করেন যদি তাহার বলে তাহার কোন দাওয়া থাকে তবে উপস্থিত করিলেও তাঁহার সেই দাওয়ার কিছু হানি হইবে না এবং আদালত কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণ কালে ঐ দাওয়া সম্পর্কীয় সমস্ত বিবাদ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবেন।

আদালত কর্ত্তৃক পক্ষেদের পরীক্ষার কথা।

১৬৩ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হন আদালত শপথ করাইয়া বাচনিক বা লিখিত প্রশ্নক্রমে কোম্পানির ব্যাপার ও ব্যবসায় ও সম্পত্তির ও সামগ্রীর বিষয়ে তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে তাহাতে স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ঋণদাতা পলায়ন করিতে কিম্বা আপনার কোন সম্পত্তি স্থানান্তর বা গোপন করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে আবেধ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৪ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিতে আদালতের আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ কোম্পানির কোন ঋণদাতা তাঁহার দেয় টাকা দিবার আদেশ হইবার ভয়ে কিম্বা কোম্পানির ব্যাপার সম্পর্কীয় পরীক্ষা দিতে না হইবার জন্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিতে বা

আদালতের করিতে কিম্বা আপনার কোন
১৪৭ ধারা। কে স্থানান্তর বা গোপন করিতে উদ্যত
পিত আদায় ও প্রথমত বিশ্বাস করিবার যুক্তিসিদ্ধ
প করিবার কথা। দেওয়া যায়, তবে আদালত সেই
আদেশ করাইতে এবং তাঁহার খাতা
অনুসারে পত্র ও টাকা ও টাকার নিদর্শন পত্র ও দ্রব্য
আপনার সামগ্রী বন্ধ করাইতে এবং আদালত যত কালের
সংক্রান্ত আজ্ঞা করেন ততকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে এবং ঐ
হস্ত সকল খাতা প্রভৃতি নির্ব্বিঘ্নে রাখাইতে পারিবেন।

১৬৫ ধারা। কোম্পানির কোন ঋণদাতার বা ঋণীর স্থানে কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি হইতে অংশ উপলক্ষে দেয় বা প্রাপ্য অন্য টাকা আদায়ের জন্য সেই ঋণদাতার কিম্বা তদীয় সম্পত্তির কিম্বা ঋণীর বিপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আদালতের একণে অন্য যে ক্ষমতা আছে আদালতের প্রতি এই আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা তাহার অতিরিক্ত জ্ঞান হইবে, প্রতিরোধী নয়।

আদালতের ঐ ক্ষমতা অন্য ক্ষমতার অতিরিক্ত হইবার কথা।

আজ্ঞা বলবৎ করণের ও তদুপরি আপীলের বিধি।

১৬৬ ধারা। কোন আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় ঐ আদালতের ডিক্রী যে প্রকারে প্রবল করা যায় এই আইন অনুসারে ঐ আদালতের কৃত সকল আজ্ঞাও তদ্রূপে প্রবল করা যাইতে পারিবে।

আজ্ঞা বলবৎ করণের প্রকার কথা।

১৬৭ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালতের দ্বারা কোম্পানি কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা কিম্বা বন্ধকরণ কার্য্য সম্পাদন কালে কোন আজ্ঞা হইলে ঐ আদালত যে স্থানে স্থাপিত আছে তদ্ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্য স্থানে কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় থাকিলে ঐ কোম্পানি সম্পর্কে যে আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিত সেই আদালত সেই আজ্ঞা করিলে যদ্রূপে তাহা সফল করিতে পারিতেন এতদ্দ্বারা আদিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত আদালতের আজ্ঞাও সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপে প্রবল করিতে পারিবেন।

কোন আদালতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা অন্য আদালত কর্ত্তৃক প্রবল হইতে পারিবার কথা।

১৬৮ ধারা। যখন ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কোন আদালতের কোন আজ্ঞা বা ডিক্রী অন্য আদালত কর্ত্তৃক প্রবল করিবার প্রয়োজন হয় তখন যে আদালত দ্বারা তাহা প্রবল করা যাইবে সেই আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট উক্ত আজ্ঞার বা ডিক্রীর সংসিদ্ধ প্রতিলিপি উপস্থিত করিতে হইবে এবং ঐ আজ্ঞা বা ডিক্রী যে করা গিয়াছে ঐ সংসিদ্ধ প্রতিলিপি উপস্থিত করণই ইহার যথোচিত প্রমাণ হইবে। তাহা হইলে ঐ শেষোক্ত আদালত আপনার আজ্ঞা বা ডিক্রী প্রবল করিবার জন্য যদ্রূপ কার্য্য করিতেন ঐ আজ্ঞা বা ডিক্রী প্রবল করিবার জন্যও সেই সমস্ত আবশ্যক কার্য্য করিবেন।

অন্য আদালত কর্ত্তৃক যে আজ্ঞা প্রবল করা যাইবে তৎসম্পর্কীয় কার্য্যের নিয়মের কথা।

১৬৯ ধারা। যে আদালত কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের আজ্ঞা করেন সেই আদালতের নিয়মিত ক্ষমতার অন্তর্গত মোকদ্দমায় কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি হইলে তাহার উপর যে প্রকারে ও যে নিয়মমতে ও যে নিয়মাধীনে আপীল হইতে পারে কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণ বিষয়ে সেই আদালত যে আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি করেন সেই প্রকারে ও সেই নিয়মমতে তাহার ও পুনঃ শ্রবণ ও তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে। পরন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনক্রমে আপীলের সংবাদ সাধারণতঃ যে প্রকারে দেওয়া যায় উক্ত যে আজ্ঞার উপর নালিশ হয় সেই আজ্ঞা হইবার পর তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি সেই প্রকারে পুনঃ শ্রবণ বা আপীল হইবার সংবাদ না দেওয়া যায় তবে সেই পুনঃ শ্রবণ বা আপীল হইতে পারিবে না। কিন্তু আপীল আদালত ঐ সময় বৃদ্ধি করিলে করিতে পারিবেন।

আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

১৭০ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডক্রমে ব্যবহারঘটিত যে সকল কার্য্য হয় তাহাতে প্রত্যেক আদালত ও বিচারপতি ও যাঁহারা বিচারকের কর্ম্ম করেন তাঁহারা এবং কোন আদালতের অন্য সকল বিচারকারী বা অন্যান্য কর্ম্মচারী ও যাঁহারা কোন আদালতের পরওয়ানা প্রবল করণে নিযুক্ত তাঁহারা বিচার কার্য্য সম্পর্কে অন্য কোন আদালতের কোন কার্য্যকারকদের স্বাক্ষর গ্রাহ্য করিবেন এবং এই আইনের এই খণ্ডের বিধানক্রমে যে কোন লেখ্য প্রস্তুত বা প্রচারিত বা স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে বা যথোচিত আজ্ঞাক্রমে কৃত সেই লেখ্যের কোন প্রতিলিপিতে কোন আদালতের মোহর দেওয়া গেলে সেই মোহরও স্বীকার করিবেন।

ধর্ম্মাধিকরণে কার্য্যকারকদের স্বাক্ষর স্বীকার হইবার কথা।

১৭১ ধারা। যখন কোন কোম্পানির কার্য্য হাইকোর্ট হইতে বন্ধ করা যায় তখন জিলার আদালতের যে জজ সাহেবেরা হাই কোর্টের সাধারণ অধিবেশনের স্থান হইতে ইংরাজি বিশ মাইলের অধিক দূরস্থানে অধিবেশন করেন তাঁহারা এই আইনমতে সাক্ষ্য গ্রহণার্থ কমিশ্যনর অর্থাৎ আমীন হইবেন। কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা বা ডিক্রী যে আদালত করিয়াছিলেন ঐ কমিশ্যনর সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত হইলেও আমীন হইতে পারিবেন এবং যে কোন ব্যক্তি এতদ্দ্বারা আমীনের পদে নিযুক্ত হন হাই কোর্ট তাঁহার প্রতি এই আইনমতে কোন সাক্ষীর পরীক্ষার সমুদয় বা কোন অংশ অর্পণ করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্য গ্রহণার্থ বিশেষ আমীনদিগের কথা।

তদ্রূপ প্রত্যেক আমীন জিলার আদালতের জজস্বরূপ আইনমতে সাক্ষীদিগকে সমন ও তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণ ও লেখ্য উপস্থিত বা সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করণ এবং সাক্ষীদের অনুপস্থানের সংসিদ্ধপত্র দেওনের বা তাহাদের দণ্ডকরণের যে কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিতেন তদতিরিক্ত প্রতি উক্ত প্রকারে আপনার প্রতি অর্পিত বিষয়ে সাক্ষীদিগকে সমন করণ ও তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে ও লেখ্য উপস্থিত

বা সমপণ করণের আজ্ঞা করণ ও সাক্ষীদের অনুপস্থিতির মর্ম্ম করণ ও সাক্ষীদিগকে খরচ ও পারিশ্রমিক ও বঁয়নাদ করণ সম্পর্কে যে আদালত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করেন সেই আদালতের তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন; ও সেই আদালত যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপে ঐ গৃহীত পরীক্ষার রিটর্ণ বা রিপোর্ট সেই আদালতের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষে বা গ্রেট ব্রিটনে, বা আয়র্লণ্ডে বা ভিন্ন দেশে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের বা ব্যক্তির সম্মুখে আফিডেবিট প্রভৃতি শপথ করে হইতে পারিবার কথা।

১৭২ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডের বিধান মতে বা তৎকর্ম্মের নিমিত্ত যে কোন আফিডেবিট বা দৃঢ়োক্তি বা প্রতিজ্ঞা করণের বা শপথ পূর্ব্বক করণের প্রয়োজন হয় তৎপক্ষে যদি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে বা গ্রেট ব্রিটনে বা আয়র্লণ্ডে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যাধীন ভিন্ন দেশান্তর্গত কোন উপনিবেশে বা দ্বীপে বা রক্ষ্য যাটিকায় বা স্থানে আইনমতে আফিডেবিট ও দৃঢ়োক্তি ও প্রতিজ্ঞা করাইবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের বা বিচারপতির বা ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের বহির্ভূত কোন ভিন্ন দেশে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন কন্সলের বা প্রতিনিধি কন্সলের সম্মুখে শপথ করা যায়, তবে এই আইনের এই খণ্ডের কার্য্যপক্ষে যে কোন আফিডেবিটে বা দৃঢ়োক্তিতে বা প্রতিজ্ঞায় কিম্বা অন্য লেখ্যে তদ্রূপ কোন আদালতের বা বিচারপতির বা ব্যক্তির বা কন্সলের বা প্রতিনিধি কন্সলের মোহর বা মুদ্রা বিশেষে ছাপা বা স্বাক্ষর অঙ্কিত বা সংযুক্ত বা লিখিত হয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল আদালত ও বিচারপতি ও জষ্টিস্ ও কমিশ্যনর ও অন্য যে ব্যক্তিরা বিচার সম্বন্ধীয় কার্য্য করেন তাঁহারা বিচার কালে সেই মোহর বা ছাপ বা স্বাক্ষর স্বীকার করিবেন।

কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

যে গতিকে কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ হইতে পারে তাহার কথা।

১৭৩ ধারা। এই আইন অনুযায়ী কোম্পানি পশ্চাৎ লিখিত গতিকে স্বীয় কর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

(ক) সংহতির নিয়ম দ্বারা যদি কোম্পানির স্থায়িত্বের কোন সময় অবধারিত হয় তবে সেই সময় অতীত হইলে অথবা যদি সংহতির নিয়মপত্রে কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে কোম্পানি বিযুক্ত হইবার বিধান থাকে তবে সেই ঘটনা উপস্থিত হইলে যখন কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া কোম্পানির কার্য্য স্বেচ্ছামতে বন্ধ করিবার আদেশসূচক নির্দ্ধারণ করেন তখন।

(খ) যখন কোম্পানি স্বীয় কর্ম্ম স্বেচ্ছামতে বন্ধ করিবার আদেশসূচক বিশেষ নির্দ্ধারণ করেন তখন।

(গ) কোম্পানির ঋণহেতুক তাহার কার্য্য চলন অসাধ্য ও কর্ম্ম বন্ধ করা উচিত কোম্পানির অভিমতে ইহার প্রমাণ হইয়াছে যখন কোম্পানি এই মর্ম্মসূচক অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ করেন তখন।

যদি কোন নির্দ্ধারণ পরবর্ত্তী কোন সভায় দৃঢ়ীভূত হইলে এই আইনের পূর্ব্ব ভাগের অর্থক্রমে বিশেষ নির্দ্ধারণ হয় তবে এই আইনের কার্য্যপক্ষে তাহাই অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের কথা।

১৭৪ ধারা। যে নির্দ্ধারণক্রমে [illegible] করণের পথ পূর্ণ করণের [illegible] বা কিম্বা তাহা নির্দ্ধারণ হওয়া, [illegible] স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ [illegible] ও বন্ধ আরম্ভ হইবে। বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে কর্ম্ম [illegible] সময়ের গেলে যে সময়ে ৭৭ ধারাক্রমে দৃঢ়ীকরণের নির্দ্ধারণ সেই সময় কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ জ্ঞান হইবে।

কোম্পানির অবস্থা সম্পর্কে স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম বন্ধ করণের ফলের কথা।

১৭৫ ধারা। যখন কোম্পানির স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম বন্ধ হয় তখন সেই কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের তারিখ অবধি কর্ম্ম হিতজনকরূপে বন্ধ করণার্থে যে পর্য্যন্ত কর্ম্মের প্রয়োজন তদ্ভিন্ন কর্ম্ম রহিত হইবে; এবং তদ্রূপ কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের পর যে সকল অংশ সংবিধারকদিগের নিকট বা তাঁহাদের সম্মতিক্রমে হস্তান্তরীকৃত হয় তদ্ভিন্ন অংশ হস্তান্তরকরণ কিম্বা কোম্পানির সভ্যকারীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু কোম্পানির কার্য্য যাবৎ বন্ধ না হয় তাবৎ তাহার সমবেত অবস্থা ও সমবায়স্বরূপ তাহার সমস্ত ক্ষমতা প্রবল থাকিবে; যদিও কোম্পানির বিধানে প্রকারান্তরের বিধি থাকে তথাপি প্রবল থাকিবে।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের নির্দ্ধারণের সংবাদ দিবার কথা।

১৭৬ ধারা। কোন কোম্পানির স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম বন্ধ করণের কোন বিশেষ বা অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ হইলে পর স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে এবং কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় যে স্থানে আছে সেই স্থানে যদি কোন সংবাদপত্র চলিত থাকে তবে সেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ নির্দ্ধারণের সংবাদ দেওয়া যাইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের ফলের কথা।

১৭৭ ধারা। কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ হইলে নিম্নলিখিত ফল হইবে, অর্থাৎ

(ক) কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ সময় কোম্পানির যে সকল দায় থাকে সমভাবে সেই সকল দায় পরিশোধের জন্য কোম্পানির বিত্ত প্রয়োগ করা যাইবে এবং এই নিয়মাধীনে কোম্পানির বিধানমতে প্রকারান্তরের বিধি না থাকিলে কোম্পানির সভ্যকারিগণের স্ব স্ব স্বার্থ অনুসারে তাঁহাদের মধ্যে বণ্টন হইবে।

(খ) কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার ও বিত্ত বণ্টন করিবার জন্য সংবিধায়কদিগকে নিযুক্ত করা যাইবে।

(গ) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যে ব্যক্তিদিগকে বা যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাদিগকে বা তাঁহাকে সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের বা তাঁহার পারিশ্রমিকের নিয়ম করিবেন।

(ঘ) যদি কেবল একজন নিযুক্ত হন তবে এই আইনে অনেক সংবিধায়ক সম্পর্কীয় যে বিধান আছে তাহা তাঁহারও প্রতি বর্ত্তিবে।

(ঙ) সংবিধায়কদিগকে নিযুক্ত করা গেলে পর কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া কিম্বা সংবিধায়কেরা ডাইরেক্টরদের যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকিবার অনুমতি করেন তদ্ভিন্ন তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা রহিত হইবে।

(চ) যদি অনেক সংবিধায়ক নিযুক্ত করা যায় তবে তাঁহাদের নিয়োগ কালে যেরূপ নির্দ্ধারিত হয় তদনুসারে তাঁহাদের এক বা অধিক জন এই আইনের

আদালতের অনুমতি ... ন কার্য্য করিতে পারিবেন।

১৪৭ ধারা। যে... ...শ না করা যায় তবে দুরের অমুক্রান ...ন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন।

স্থিত আদালতের অনুমতি বিনা কোন২ কার্য্য করিবার কথা।

... আইনক্রমে রাজকীয় সংবিধায়কদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল পূর্ব্বোক্ত সংবিধায়কেরা অনুসারে...ত্র অনুমতি বিনা সেই সকল ক্ষমতামতে কর্ম্ম আরম্ভ... পারিবেন।

সং(ক) এই আইনের পূর্ব্বভাগে আদালতের প্রতি ...কোম্পানির ঋণদাতার নামাবলী নির্ণয় করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, সংবিধায়কেরা সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, ও তাহাতে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা যায় তাহাদের প্রতি ঋণদাতার দাব আছে, ...মে মতে তদ্রূপ নির্ণীত নামাবলী ইহার প্রমাণ হইবে।

(খ) কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের নির্দ্ধারণ হইলে পর এবং কোম্পানির স্থিতের প্রাচুর্য্য নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে সংবিধায়কেরা কোম্পানির ঋণ ও ব্যয় পরিশোধার্থ এবং কর্ম্মবন্ধ করণের খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয়ের জন্য এবং ঋণ দাতাদের পরস্পর স্বত্ব নিষ্পত্তি করণার্থ যত টাকা আবশ্যক বোধ করেন, অংশদাতাদের নামাবলীতে যে অংশদাতারা যে সময়ে অবধারিত থাকেন, তাঁহাদের সকল বা কোন ব্যক্তিকে অংশের ২ দায়ের পরিমাণানুসারে তত টাকা দিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং যাঁহাদের প্রতি তদ্রূপ আদেশ করা যায় তাঁহাদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তির আপনাদের অংশের কতক কি সমুদয় দিবার ত্রুটি হইতে পারে, তদ্রূপ আদেশ করণ সময়ে ইহাও বিবেচনা করিবেন।

(গ) সংবিধায়কেরা কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করিবেন এবং ঋণদাতাদের পরস্পর যে স্বত্ব থাকে তাহাও নিষ্পত্তি করিবেন।

১৭৮ ধারা। প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয়, এমত কোম্পানির কার্য্য যে সময়ে স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যাইতেছে, সেই সময়ে মূলধনের অংশঘটিত যে টাকা দিবার আদেশ পূর্ব্বে না হয় তাহা কোম্পানির স্থিতের মধ্যে গণ্য হইয়া প্রত্যেক সম্মতকারীর যত অংশের উপর যত টাকা অদত্ত থাকে কোম্পানির নিকট তিনি তত টাকা পর্য্যন্ত ঋণী এইরূপ জ্ঞান হইবে এবং সংবিধায়কেরা যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ টাকা দেয় হইবে।

প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির অংশকৃত মূলধনের উপর কর্ম্ম বন্ধকরণের ফলের কথা।

১৭৯ ধারা। কোম্পানি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিতে উদ্যত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিবার সময়ে, অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ করিয়া উত্তমর্ণদের প্রতি কিম্বা উত্তমর্ণদের কোন কমিটীর প্রতি সংবিধায়কদিগকে কিম্বা তাহাদের কোন জনকে নিযুক্ত করিবার কিম্বা পূর্ব্বে নিযুক্ত সংবিধায়কের পদ শূন্য হইলে অন্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন; অথবা সংবিধায়কদের যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে হইবে ও তাঁহারা সেই ক্ষমতানুসারে যদ্রূপ কার্য্য করিবেন কোম্পানি পূর্ব্বোক্তমত নির্দ্ধারণ করিয়া তদ্বিষয়ের কোন নিয়ম করিতে পারিবেন।

সংবিধায়ক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা অন্যের ... প্রদান করিতে কোম্পানির ক্ষমতার কথা।

উত্তমর্ণেরা সেই অর্পিত ক্ষমতানুসারে যে কোন ক্রিয়া করেন তাহা কোম্পানির কৃত কর্ম্মের ন্যায় ফলবৎ হইবে।

১৮০ ধারা। কোন কোম্পানি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিতে উদ্যত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিবার সময় উত্তমর্ণদের সঙ্গে যে কোন নিয়ম করেন সেই নিয়ম যদি অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ ক্রমে অনুমোদিত হয়, তবে কোম্পানি তদ্দ্বারা আবদ্ধ হইবেন, এবং উত্তমর্ণদের সংখ্যা ও প্রাপ্য ঋণ ধরিয়া যদি তাঁহাদের চারি অংশের তিন অংশ লোক ঐ নিয়মে সম্মত হন তবে তাঁহারা ঐ নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ হইবেন, কিন্তু পশ্চাৎ লিখিতমতে আপীল করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

যে স্থলে উত্তমর্ণেরা সেই নিয়ম মানিতে আবদ্ধ তাহার কথা।

১৮১ ধারা। যে কোম্পানি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উত্তমর্ণদের সহিত কোন নিয়ম করিয়া থাকেন সেই কোম্পানির কোন উত্তমর্ণ কি ঋণদাতা ঐ নিয়ম সম্পাদন হইবার তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ নিয়মের বিপক্ষে আদালতে আপীল করিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদালত যদ্রূপে ন্যায় বোধ করেন তদ্রূপে ঐ নিয়ম সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি দৃঢ় করিতে পারিবেন।

উত্তমর্ণের কি ঋণদাতার আপীল করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮২ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম যখন স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যাইতেছে, তখন ঐ কর্ম্ম বন্ধকরণ সম্পর্কীয় কোন বিবাদীয় বিষয় উঠিলে, সংবিধায়কেরা কিম্বা কোম্পানির কোন ঋণ দাতা তাহা নির্ণয় করিতে, কিম্বা কোম্পানির কর্ম্ম আদালত কর্ত্তৃক বন্ধ করা গেলে দেয় টাকা বলক্রমে আদায়করণ কিম্বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে আদালত যে২ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিতেন তৎসমুদয় কি তন্মধ্যে কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ঐ প্রার্থনা মোসনক্রমে হইতে পারিবে এবং আদালত কর্ত্তৃক ঐ বিবাদ নির্ণয় হওয়া কিম্বা প্রার্থিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য হওয়া আদালত ন্যায় ও হিতজনক জ্ঞান করিলে সেই আদালত যে শর্ত্ত ও নিয়ম উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই শর্ত্তে ও সেই নিয়মাধীনে সংপূর্ণরূপে বা অংশতঃ সেই প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন কিম্বা সেই প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়া অন্য যে আজ্ঞা কি ডিক্রী ন্যায় বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণ কালে সংবিধায়কদের কি ঋণ দাতাদের আদালতে প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৩ ধারা। যখন কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করা যাইতেছে তখন বিশেষ বা অতিরিক্ত নির্দ্ধারণক্রমে কোম্পানির কোন অনুমতি পাইবার জন্য কিম্বা অন্য যে কার্য্য উচিত বোধ করেন তজ্জন্য সংবিধায়কেরা ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য চলন কালে সময়ে ২ কোম্পানির সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভা করিতে সংবিধায়কদের ক্ষমতার কথা।

যদি কর্ম্ম বন্ধ করিবার কার্য্য এক বৎসরের অধিক কাল চলে তবে প্রথম বৎসরের শেষে এবং কর্ম্ম বন্ধ করিবার আরম্ভাবধি ক্রমশঃ প্রতি বৎসরান্তে কিম্বা

ক্টরদের মনোনীত করণ … ডাইরেক্টরদের … দিবে … সেই দ্বিতীয় … দের পদ পূর্ণ … কিম্বা তাঁহা- … এম-

তৎপরে যত ত্বরায় সুবিধা হয় তত ত্বরায় সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া তৎপূর্ব্ব বৎসর তাঁহাদের যে কার্য্য ব্যাপার হইয়াছিল ও কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য যেরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে তাহার বিবরণ সভার গোচর করিবেন।

১৮৪ ধারা। কোম্পানি কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন সংবিধায়কের মৃত্যু বা কর্ম্ম ত্যাগক্রমে বা প্রকারান্তরে যদি পদ শূন্য হয় তবে কোম্পানি উত্তমর্ণদের সঙ্গে যে কোন নিয়ম করিয়াছেন তাহা মানিয়া সাধারণ সভায় ঐ শূন্য পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। অন্য সংবিধায়ক থাকিলে অবশিষ্ট সংবিধায়কেরা কিম্বা কোম্পানির কোন ঋণদাতা ঐ শূন্য পদ পূর্ণ করণার্থে সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং যদি সেই সভা কোম্পানির বিধানের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে না হয় অথবা অন্য সংবিধায়ক থাকিলে সেই অবশিষ্ট সংবিধায়কের কিম্বা কোম্পানির কোন ঋণদাতার প্রার্থনামতে আদালত যে প্রকারে নিরূপণ করেন যদি সেই প্রকারে সভা হয় তবে তাহা উপযুক্তমতে হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

সংবিধায়কের পদ শূন্য হইলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৫ ধারা। স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের অবস্থায় যদি কোন কারণে কোন সংবিধায়ক কর্ম্ম না করেন তবে কোন ঋণদাতার প্রার্থনামতে আদালত এক বা অধিক সংবিধায়ক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। উপযুক্ত হেতু দর্শান গেলে আদালত স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম বন্ধ করণের ব্যাপারে কোন সংবিধায়ককে স্থানান্তর করিয়া কার্য্য করণার্থ অন্য সংবিধায়ককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সংবিধায়ক দিগকে নিযুক্ত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৮৬ ধারা। কোম্পানির বিষয় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা গেলে সেই বন্ধ করণের কার্য্য যে রূপে চালান গিয়াছে এবং কোম্পানির সম্পত্তি যে রূপে বিনিয়োজিত হইয়াছে সংবিধায়কেরা তাহার বিবরণ লিখিয়া কোম্পানির সম্মুখে ঐ বিবরণ সমর্পণ করিবার জন্য এবং সংবিধায়কেরা কোন কর্ম্মের যে হেতু ব্যাখ্যা করেন তাহা শ্রবণার্থে ঐ সংবিধায়কেরা কোম্পানির সাধারণ সভা আহ্বান করেন।

কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর সংবিধায়কদিগের বিবরণ লিখিবার কথা।

ঐ সভা করিবার সময় ও স্থান ও অভিপ্রায় জ্ঞাপনপত্রে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা সভা আহূত হইবে। সভা করিবার পূর্ব্বে অন্যূন এক মাস থাকিতে ঐ জ্ঞাপনপত্র ১৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে প্রকাশ হইবে।

১৮৭ ধারা। তদ্রূপ সভা হইয়াছে এই কথার ও তাহা যে তারিখে হইয়াছে সেই তারিখের রিপোর্ট সংবিধায়কেরা রেজিষ্ট্রারের নিকট করিবেন, এবং সেই রিপোর্ট রেজিষ্টরী করণের তারিখ অবধি তিন মাস গত হইলেই কোম্পানি বিলুপ্ত হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

রেজিষ্ট্রারের নিকটে সংবিধায়ক দিগের ঐ সভার রিপোর্ট করিবার কথা।

যদি সংবিধায়কেরা রেজিষ্ট্রারের … না করেন তবে যতদিন তাহাদের … থাকে তাহার দিন প্রতি তাঁহাদের ৫০ … অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১৮৮ ধারা। কোম্পানির কর্ম্ম স্বেচ্ছাধীনে … গেলে তৎসম্পর্কীয় উচিত … সমস্তের সকল ব্যয় ও পারিশ্রমিক … খরচ বলে তাহা, এবং সকল … সংবিধায়কদিগের পারিতোষিক কোম্পানির স্থিত হইতে অন্য সকল দাযের অগ্রে দেওয়া যাইবে।

স্বেচ্ছাধীন সমাধান করিবার ব্যয়ের কথা।

১৮৯ ধারা। যদি আদালতের বিবেচনায় কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণ দ্বারা কোন উত্তমর্ণের স্বত্বের হানি সম্ভাবনা, তবে স্বেচ্ছাক্রমে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইলেও আদালত কর্ত্তৃক তাহা বন্ধ করাইবার বিষয়ে ঐ উত্তমর্ণের স্বত্বের হানি হইবে না।

উত্তমর্ণদের স্বত্ব রক্ষার কথা।

১৯০ ধারা। কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিবার যাহা সম্পাদন কালে যখন আদালত কর্ত্তৃক সেই কর্ম্ম বন্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে কোন দরখাস্ত করা যায় তখন সেই আদালত যদিও আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করেন তথাপি সেই আজ্ঞা কিম্বা অন্য কোন আজ্ঞাপত্রে এমত বিধান করিতে পারিবেন যে, স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণ কালে যে সকল কিম্বা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহা আদালতের গ্রাহ্য।

স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম বন্ধ করণের সময়ে কর্ম্ম আদালতের গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা।

আদালতের তত্ত্বাবধানে কর্ম্ম বন্ধ করণের বিধি।

১৯১ ধারা। যখন কোন কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করিতে নিষ্কারণ হইয়াছে, তখন আদালত এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্বেচ্ছাক্রমে ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য হইতে থাকে, কিন্তু আদালত সাধারণতঃ যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে এবং সেই বিধানাধীনে ঐ আদালতের তত্ত্বাবধানে কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য চলিবে, এবং আদালতের নিকটে প্রার্থনা করিতে উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের কি অন্য ব্যক্তিদের অনুমতি হইবে।

প্রার্থনা হইলে আদালতের তত্ত্বাবধানে কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৯২ ধারা। এই আইনের পশ্চাল্লিখিত নানা ধারাতে আদালতের তত্ত্বাবধানে কর্ম্ম বন্ধ করণ বলিয়া যে বন্ধ করণের কার্য্য উল্লেখ হইয়াছে স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ করণের তদ্রূপ কার্য্য অংশতঃ কি সম্পূর্ণরূপে আদালতের তত্ত্বাবধানে হইতে থাকে, এমত প্রার্থনা হইলে মোকদ্দমার উপর আদালতের বিচারাধিপত্য প্রদানার্থে সেই প্রার্থনা আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার প্রার্থনা জ্ঞান হইবে।

আদালতের তত্ত্বাবধানে কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রার্থনার কথা।

১৯৩ ধারা। কর্ম্ম কেবল আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে বন্ধ করা যাইবে তাহা নির্ণয় করণ-কালে এবং এক কি অধিক জন সম্বিধায়ককে নিযুক্ত করণ ও কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় অন্য সকল বিষয়ে উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের যে অভিপ্রায়ের প্রমাণ প্রাপ্ত হন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে পারেন, এবং সেই অভিপ্রায় নির্ণয় করণার্থে তদ্রূপ ও যে প্রকারের আদেশ করেন ঐ উত্তমর্ণদের কি ঋণদাতাদের তদ্রূপ সভার আহ্বান ও উপবেশন হওয়ার ও সেই বিধান মতে কার্য্য হওয়ার আজ্ঞা করিবেন এবং তদ্রূপ কোন সভার সভাপতির কর্ম্ম করিয়া আদালতের নিকটে ঐ সভার ফলের রিপোর্ট করণার্থে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

আদালতের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার কথা।

উত্তমর্ণেরা হইলে কোম্পানির স্থানে উত্তমর্ণদের প্রাপ্য ঋণের যে মূল্য তাহা বিবেচনীয়; ঋণদাতারা হইলে কোম্পানির বিধানমতে প্রত্যেক ঋণদাতার অভিমত যত ব্যক্তির অভিমতের তুল্য তাহা বিবেচনীয়।

১৯৪ ধারা। যদি আদালত কর্ত্তৃক আদালতের তত্ত্বাধীন কর্ম্ম বন্ধ করিবার কোন আজ্ঞা হয় তবে আদালত সেই কি তৎপশ্চাৎ আজ্ঞাক্রমে এক জন অতিরিক্ত সম্বিধায়ককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণ-কালে অতিরিক্ত সম্বিধায়ককে আদালতের নিযুক্ত করিবার কথা।

এবং আদালত কর্ত্তৃক তদ্রূপে নিযুক্ত সম্বিধায়ক কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হওনের ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত ও তত্তুল্য বাধ্যতার অধীন ও সর্ব্বতোভাবে তদবস্থাপন্ন হইবেন।

আদালত কর্ত্তৃক তদ্রূপে নিযুক্ত কোন সম্বিধায়ককে ঐ আদালত সময়েং অপসৃত করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ অপসারণদ্বারা কিম্বা মৃত্যু দ্বারা কি ত্যাগ করণ দ্বারা যে পদ শূন্য হয় তাহাতে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন

১৯৫ ধারা। যদি আদালতের তত্ত্বাধীন কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয় তবে সেই কর্ম্ম বন্ধ করিতে নিযুক্ত সংবিধায়ক কেবল আদালতের আজ্ঞাপিত নিষেধ মানিয়া কোম্পানির কার্য্য সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ হওয়ার ন্যায় আদালতের অনুমতি কি হস্তক্ষেপণ ভিন্ন আপনার ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞার ফলের কথা।

পূর্ব্বোক্ত স্থল ভিন্ন আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণের যে আজ্ঞা আদালত কর্ত্তৃক করা যায় সেই আজ্ঞা মোকদ্দমা এবং ব্যবহারঘটিত অন্যং কার্য্য স্থগিত করণ সমেত সমস্ত কার্য্যের পক্ষে আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণার্থ আদালতের আজ্ঞা জ্ঞান হইবে এবং অংশ উপলক্ষে দেয় টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে কিম্বা সংবিধায়কদিগের সেই আজ্ঞা প্রবল করিতে এবং আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইলে আদালত অন্য যে সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিতেন, সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে সেই আজ্ঞা দ্বারা ঐ আদালতের প্রতি সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত হইবে।

রাজকীয় সম্বিধায়কদিগের প্রতি কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে আদালত কোন কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন. এই মর্ম্মের বিধির অর্থ করণ কালে, যে সংবিধায়কেরা আদালতের তত্ত্বাধীনে কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য করিতেছেন রাজকীয় সংবিধায়ক শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

১৯৬ ধারা। যদি আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয় ও পশ্চাৎ কোম্পানির কর্ম্ম বলপূর্ব্বক বন্ধ করিবার আজ্ঞাক্রমে যদি সেই আজ্ঞা অন্যথা হয়, তবে আদালত সেই শেষোক্ত আজ্ঞা কিম্বা তৎপশ্চাৎ কোন আজ্ঞাক্রমে সেই স্বেচ্ছাধীন সম্বিধায়কদিগকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কিয়ৎকালের কি চিরকালের নিমিত্ত এবং তাঁহাদের সঙ্গে অন্য ব্যক্তিদিগকে সংযোগ করিয়া কি না করিয়া রাজকীয় সম্বিধায়কের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কোনং স্থলে স্বেচ্ছাধীন সংবিধায়কদিগকে রাজকীয় সংবিধায়কের পদে নিযুক্ত করিবার কথা।

পরিশিষ্ট বিধি।

১৯৭ ধারা। আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি আদালতের তত্ত্বাধীনে যে সময়ে কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সেই সময়ে কোম্পানির সম্পত্তি হস্তান্তর করণের সমস্ত কার্য্য এবং কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভ অবধি বন্ধ করণের আজ্ঞা হওয়ার কাল পর্য্যন্ত কোন সময়ে অংশের হস্তান্তরকরণ যে প্রত্যেক কার্য্য কিম্বা কোম্পানির সংভয়কারিগণের অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা অসিদ্ধ হইবে; কিন্তু আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা করিলে তাহা স্থির থাকিবে।

কর্ম্ম বন্ধ করণের আরম্ভ হইলে পর হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ হইবার কথা।

১৯৮ ধারা। কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য যৎকালে চলিতেছে তৎকালে কোম্পানির এবং সম্বিধায়কদিগের সকল খাতা বহী ও হিসাব ও লেখাতে লিপিবদ্ধ হওনের ন্যায় যেং বিষয় দেখা যায় আপাত দৃষ্টে ঐ কোম্পানির ধনদাতাগণের পরস্পর সম্বন্ধে সেই পত্রাদি সেই সমস্ত বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ হইবে।

কোম্পানির খাতা বহী প্রমাণ হইবার কথা।

১৯৯ ধারা। এই আইনক্রমে কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ হইয়া সেই কোম্পানি বিলোপকৃত হইলে কোম্পানির ও সম্বিধায়কদিগের খাতা বহী ও হিসাব ও লেখা লইয়া পশ্চাৎ লিখিত কার্য্য হইবে। আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইলে আদালত যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপ, এবং যদি কোম্পানির স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম বন্ধ হয় তবে সেই কোম্পানি অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ করিয়া যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপ কার্য্য হইবে।

কোম্পানির খাতা বহী ও হিসাব ও লেখা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

কিন্তু উক্ত প্রকারে বিলোপ হইবার তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর অতীত হইলে পর, যদি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা সেই খাতাবহী প্রভৃতিতে কোন স্বার্থের দাওয়া করেন এবং যদি সেই খাতাবহী ও হিসাব ও লেখ্য কিম্বা তন্মধ্যে কোন বহী কি পত্র পাওয়া যাইতে না

...স্বা ঐ বিশেষ নির্দ্ধারণ যে আদালতে... সম্প... তারিখের পর অনূ্যন সাত

১৯৭ ধারা। ...পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে ঐ

...দিত আদায় ... করিবার কথা।

ঐ অসম্মত সম্ভয়কারী পূর্ব্বোক্তরূপে ... রাখিয়া সম্বিধায়কদিগকে পশ্চাৎলিখ...র মধ্যে যে কর্ম্ম তাঁহাদের বিবেচনায় শ্রেয়ঃ অনুসারে...হা করিতে আদেশ করিতে পারিবেন; ..., সেই নির্দ্ধারণ সকল করিতে নিরস্ত হন, অতুবা ঐ অসম্মত সম্ভয়কারীর যে স্বার্থ আছে তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে নির্দ্ধারিত মূল্যে ক্রয় করেন। কোম্পানির বিলোপ হইবার পূর্ব্বে সেই ক্রয়ের মূল্য দিতে হইবে এবং বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে যেরূপ নির্ণীত হয় সম্বিধায়কেরা সেইরূপে ঐ মূল্য আদায় করিবেন।

কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার কিম্বা সম্বিধায়কদিগকে নিযুক্ত করিবার কোন নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে বা তৎসমকালে ঐ বিশেষ নির্দ্ধারণ করা গিয়াছিল এই হেতুক তাহা এই ধারার কার্য্যোপলক্ষে ব্যর্থ বলিয়া জ্ঞান হইবে না। কিন্তু যদি এক বৎসরের মধ্যে আদালতের দ্বারা বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা করা যায়, তবে আদালত কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে সেই নির্দ্ধারণ বলবৎ হইবে না।

২০৫ ধারা। কোন অসম্মত সম্ভয়কারীর স্বার্থ ক্রয়ার্থে যে মূল্য দিতে হইবে তাহা সম্মতিক্রমে নিরূপিত হইতে পারিবে। যদি সেই বিষয়ে উভয় পক্ষের বিবাদ হয় তবে সেই বিবাদ নিম্নলিখিত বিধানানুযায়ী মধ্যস্থলীক্রমে নির্ণীত হইবে।

মূল্য নিরূপণের নিয়মের কথা।

২০৬ ধারা। মধ্যস্থলীক্রমে যে বিবাদের নিষ্পত্তি হইবার আজ্ঞা হয় তদ্রূপ কোন বিবাদ হইলে যদি উভয় পক্ষ এক বাক্য হইয়া একই ব্যক্তিকে মধ্যস্থ নিযুক্ত না করেন, তবে প্রত্যেক পক্ষ অন্যতর পক্ষের আদেশানুসারে যাহার প্রতি ঐ বিবাদ অর্পিত হইবে আপনার স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে এমত কোন মধ্যস্থকে মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন।

মধ্যস্থলীক্রমে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে হইলে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিবার কথা।

তদ্রূপ নিয়োগ হইলে পর কোন পক্ষ অন্য পক্ষের অনুমতি বিনা তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না এবং কোন পক্ষ মরিলেও মরণপ্রযুক্ত ঐ নিয়ম অন্যথা হইবে না।

তদ্রূপ কোন বিবাদের উত্থাপন হইলে এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি মধ্যস্থ নিযুক্ত করিবার আদেশপত্র অর্পণ করিলে পর যদি ঐ ব্যক্তি চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত তদ্রূপ মধ্যস্থ নিযুক্ত না করেন, তবে সেই কার্য্যের অননুষ্ঠান হেতুক যে পক্ষ ঐ আদেশ করেন তিনি যদি পূর্ব্বে আপনার পক্ষে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়া থাকেন তবে সেই মধ্যস্থকে উভয় পক্ষের নিমিত্ত কার্য্য করণার্থে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহাতে সেই মধ্যস্থ বিবাদীয় বিষয় শুনিয়া নির্ণয় করিতে প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপ স্থলে ঐ একই মধ্যস্থের আজ্ঞা বা নির্ণয় চূড়ান্ত হইবে।

২০৭ ধারা। তদ্রূপ অর্পিত বিষয়ের নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে যদি কোন পক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন মধ্যস্থ মরেন কিম্বা মধ্যস্থের কর্ম্ম করিতে অক্ষম বা অসম্মত হন কিম্বা সাত দিন পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম না করেন, তবে যে পক্ষ দ্বারা ঐ মধ্যস্থকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তিনি তাঁহার স্থানে কর্ম্ম করণার্থ লিখনক্রমে অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং অন্য পক্ষ তাঁহাকে লিখন ক্রমে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিবার আদেশ করিলে যদি সাত দিন পর্য্যন্ত তাহা না করেন তবে অবশিষ্ট বা অন্য মধ্যস্থ এক তরফা কর্ম্ম করিবেন, এবং ঐ মধ্যস্থের মরণ কালে কিম্বা কর্ম্ম করিতে অসম্মত বা অক্ষম হওন কালে তাঁহার প্রতি যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা অর্পিত ছিল পূর্ব্বোক্ত প্রতিনিধি মধ্যস্থেরও সেই শক্তি ও ক্ষমতা হইবে।

মধ্যস্থের পদ শূন্য হইলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার কথা।

২০৮ ধারা। যদি একের অধিক জন মধ্যস্থ নিযুক্ত করা যায়, তবে কোন বিষয়ে তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইলে তাহার নিষ্পত্তি করিবার জন্য সেই মধ্যস্থগণ আপনাদের প্রতি অর্পিতকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনাদের স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে একজন প্রমাণ পুরুষ মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন।

প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিবার কথা।

যদি সেই প্রমাণ পুরুষ মরেন কিম্বা কর্ম্ম করিতে অসম্মত হন বা সাত দিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম না করেন, তবে তাহার মরণ বা অসম্মতি বা অননুষ্ঠানের পরেই তাঁহার স্থানে অন্য প্রমাণ পুরুষ অগৌণে নিযুক্ত করিবেন এবং উক্তরূপে তৎপ্রতি অর্পিত সকল বিষয়ে তদ্রূপ প্রমাণ পুরুষের যে নিষ্পত্তি হয় তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

২০৯ ধারা। উক্ত মধ্যস্থগণ বা তাহাদের প্রমাণ পুরুষ বিবাদীয় বিষয়ে নির্ণয়ার্থ কোন পক্ষের অধিকারগত বা ক্ষমতাগত কোন লেখ্য আনয়ন করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাঁহারা বা তিনি তাহা আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং শপথক্রমে উভয় পক্ষের বা তাঁহাদের সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

বণী প্রভৃতি আনাইতে মধ্যস্থদিগের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১০ ধারা। মধ্যস্থদের নিষ্পাদনীয় তদ্রূপ মধ্যস্থালী কার্য্য ঘটিত ও তৎকার্য্যের ব্যয় মধ্যস্থদিগের বা স্থল বিশেষে তাঁহাদের প্রমাণ পুরুষদের বিবেচনানুযায়ী হইবে।

মধ্যস্থগণের বিবেচনামতে খরচ নিরূপণ হইবার কথা।

২১১ ধারা। একতর পক্ষের প্রার্থনা হইলে তদ্রূপ মধ্যস্থলীতে অর্পণকার্য্য আদালতে অর্পিত হইতে পারিবে ও তদনুসারে অর্পণের আজ্ঞা হইতে পারিবে, এবং তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞার ও তদনুযায়ী ব্যবহারঘটিত কার্য্যের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের বিধান যে পর্য্যন্ত বর্ত্তিতে পারে সেই পর্য্যন্ত বর্ত্তিবে।

মধ্যস্থলীতে বিবাদার্পণ কার্য্য আদালতে অর্পিত হইতে পারিবার কথা।

২১২ ধারা। আদালত দ্বারা কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোন কোম্পানির কর্ম্ম যৎকালে বন্ধ করা যাইতেছে, তৎকালে সেই কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রারম্ভের পর ঐ আদালতের অনুমতি বিনা কোম্পানির সম্পদের বা সামগ্রীর বিপক্ষে ক্রোক বা আটক বা ডিক্রী সাধনের যে কার্য্য করা যায় তাহা ব্যর্থ হইবে।

কোন২ প্রকারের ক্রোক, ও আটক ও কার্য্যাধিন অসিদ্ধ হইবার কথা।

এই ধারার কোন কথা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি বর্ত্তিবে না।

২১৩ ধারা। কোন এক জন বণিক কর্ত্তৃক বা তাঁহার বিপক্ষে কোন দ্রব্য হস্তান্তর করা গেলে বা বন্ধক দেওয়া গেলে বা সমর্পণ করা গেলে কিম্বা সম্পত্তি সম্পর্কে টাকা দেওয়া গেলে কিম্বা লেখা সম্পাদন বা অন্য কার্য্য করা গেলে পর সে ব্যক্তি যোত্রহীন হইলে যদি সেই কার্য্য ঐ বণিকের উত্তমর্ণদের অনুপযুক্ত বা প্রতারণাসহ অগ্রগণ্যতাক্রমে কৃত জ্ঞান হইল, তবে কোন কোম্পানি কর্ত্তৃক বা তাদ্বিপক্ষে তদ্রূপ কার্য্য করা গেলে পর সেই কোম্পানির কার্য্য এই আইন অনুসারে বন্ধ হইলে ঐ কর্ম্ম ঐ কোম্পানির উত্তমর্ণদের অনুপযুক্ত বা প্রতারণাসহ অগ্রগণ্যতাক্রমে হইয়াছে জ্ঞান হইয়া তদনুসারে ব্যর্থ হইবে।

প্রতারণাসহ অগ্রগণ্যতার কথা।

এই ধারার অভিপ্রায় সাধনার্থ আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধীনে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিতে হইলে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের যে প্রার্থনা হয় এবং স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা গেলে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের যে নির্দ্ধারণ হয় তাহা সাধারণ কোন বণিকের যোত্রহীনতা করণের তুল্য জ্ঞান করা যাইবে; এবং এই আইনমতে স্থাপিত কোম্পানি আপন উত্তমর্ণদের লভ্যার্থে ট্রস্টীদের হস্তে আপনার সমস্ত সম্পদ ও সামগ্রী হস্তান্তর বা সমর্পণ করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে।

২১৪ ধারা। এই আইনমতে কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণ কালে যদি দৃষ্ট হয় যে ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা রাজকীয় বা অন্য সংবিধায়ক কিম্বা ঐ কোম্পানির কার্য্যকারক কোম্পানির কোন মুদ্রার অসদ্ব্যয় করিয়াছেন কিম্বা তাহা স্বহস্তে রাখিয়াছেন কিম্বা কোন টাকার নিমিত্ত ঋণী বা দায়ী হইয়াছেন কিম্বা কোম্পানি সম্পর্কীয় কোন অন্যায় কর্ম্মে বা বিশ্বাস ঘাতকতা দোষে দোষী হইয়াছেন, তবে ঐ অপরাধহেতুক ঐ অপরাধী যদিও ফৌজদারী আইনমতে দায়ী হন তথাপি কোন সংবিধায়কের কিম্বা কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের বা ঋণদাতার প্রার্থনামতে আদালত ঐ ডাইরেক্টরের বা কার্য্যাধ্যক্ষের বা অন্য কার্য্যকারকের আচরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া তদ্রূপ অসদ্ব্যয় বা হস্তগত টাকা কিম্বা অন্য যে টাকার নিমিত্ত ঋণী বা দায়ী হইয়াছেন, তাহা [illegible] সেই টাকা [illegible] হারে সুদ যাহা বোধ করেন সেই [illegible] কিম্বা তাহা বলপূর্ব্বক প্রতিদান করাইতে পারি[illegible] অসদ্ব্যয় বা হস্তগত করণ বা অন্যায় [illegible] ঘাতকতার প্রতিফলস্বরূপ যত টাকা আ[illegible] বোধ করেন কোম্পানির স্থিতে তাঁহার তত টাকা [illegible] আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দোষী ডাইরেক্টরদের ও কার্য্যকারকদের উপর আদালতের ক্ষতিপূরণধার্য্য করিবার ক্ষমতার কথা।

১ ব্যাখ্যা।—কোন কোম্পানির ব্যাঙ্কর ব্যাঙ্কর [illegible] এই ধারার মর্ম্মানুসারে কার্য্যকারক নহেন।

২ ব্যাখ্যা।—মৃত কার্য্যকারকের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে এই ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান [illegible] পারিবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনমতে যে কোম্পানির [illegible] বন্ধ করা যায় তাহার [illegible] ডাইরেক্টর বা কার্য্যকারক [illegible] ঋণদাতা যদি প্রতারণা [illegible] কোন ব্যক্তির প্রাপ্য হরণ বা বঞ্চনা করণাভিপ্রায়ে কোন বহী বা পত্র বা লিপি বা প্রতিভূপত্র নষ্ট কর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন বা কূট বা প্রতারণাপূর্ব্বক গোপন করেন, কিম্বা কোম্পানির কোন রেজিষ্টরে বা [illegible] বহীতে বা অন্য লেখ্যে কোন মিথ্যা বা প্রতারণাজনক কথা লিখেন বা লিখিবার সহজ্ঞানী হন, তবে তাহার অপরাধী প্রত্যেক ব্যক্তির দুই বৎসরের অনধিক [illegible] কারাদণ্ড হইবে এবং পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ[illegible] হইতে পারিবে।

খাতা বহী কূট করিবার দণ্ডের কথা।

২১৬ ধারা। আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা আদালতের তত্ত্বাধানে কোম্পানির [illegible] বন্ধ করণের কোন আজ্ঞা [illegible] যদি সেই কর্ম্ম বন্ধ করণকালে দৃষ্ট হয় যে ঐ কোম্পানির ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান কোন ডাইরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা কার্য্যকারক বা সভ্যকারী কোম্পানির সম্পর্কে কোন অপরাধের অপরাধী ও তজ্জন্য ফৌজদারী আইনমতে দায়ী, তবে আদালত সেই কর্ম্ম বন্ধ করণে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কিম্বা আপন ইচ্ছামতে রাজকীয় সম্বিধায়ক দিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে সম্বিধায়ক দিগকে অভিযোগ উপস্থিত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং কোম্পানির স্থিত হইতে ঐ অভিযোগের খরচ ও ব্যয় দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালত কর্ত্তৃক কর্ম্ম বন্ধ করা গেলে দোষী ডাইরেক্টরদের নামে অভিযোগ হইবার কথা।

২১৭ ধারা। এই আইনক্রমে শপথ পূর্ব্বক যে পরীক্ষা হইবার অনুমতি হয় কিম্বা এই আইন অনুসারে কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণকালে বা তদনুষঙ্গে যে কোন আফিডেবিট বা সাক্ষ্য দেওয়া যায় বা যে কোন ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করা যায় কিম্বা এই আইনক্রমে উপস্থিত অন্য বিষয়ে বা তদুপলক্ষে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন তবে তাঁহার সাত বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ডের কথা।

[illegible] আদালতের ... ১৮৭ ধারা। [illegible] প্রতি ... আদালত পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

[illegible]দ এই আইনমত কোন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের আজ্ঞা করেন তবে উচিত বোধ করিলে কোন জিলার আদালতে পরবর্ত্তী সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান হইবার আদেশ করিতে [illegible]। তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ [illegible] কার্য্যপক্ষে ঐ জিলার আদালত এই আইনের [illegible]মানুযায়ী আদালত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত কর্ম্ম বন্ধকরণ কার্য্যপক্ষে ঐ হাই কোর্টের সমস্ত বিচারাধিপত্য ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

এক জিলার আদালত হইতে অন্য জিলার আদালতে কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য উঠাইয়া লইবার কথা।

২১৯ ধারা। কোন জিলার আদালতের কর্ম্ম বন্ধকরণ কার্য্য চলন কালে যদি ইহা হাই কোর্টকে দেখান যায় যে ঐ কার্য্য অন্য কোন জিলার আদালতে চালাইলে অধিকতর সুবিধা হয় তবে উক্ত হাই কোর্ট ঐ কার্য্য ঐ অন্য আদালতে উঠাইয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম বন্ধ করণ কার্য্য ঐ অন্য জিলার আদালতে চলিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বিধি।

রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের স্থিতির বিধি।

২২০ ধারা। এই আইন অনুসারে কোম্পানিদিগের রেজিষ্টরী কার্য্য পশ্চাৎ লিখিতমতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্ট্রার প্রভৃতির পদ সৃষ্টি করণার্থ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি হইলে পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইন অনুসারে কোম্পানিদের রেজিষ্টর করণার্থ যে রেজিষ্ট্রার ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার ও ক্লার্ক ও চাকর দিগকে আবশ্যক জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সময়ে২ নিযুক্ত করিবেন এবং স্বেচ্ছামতে অপসৃতও করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত কোন রেজিষ্ট্রারদের ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রারদিগের ও ক্লার্কদিগের ও চাকরদিগের যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ের যে বিধি উপযুক্ত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন।

(গ) কোম্পানিদের রেজিষ্টরী করিবার কার্য্যালয় যে২ স্থানে স্থাপিত হইবে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ নিরূপণ করিতে পারিবেন, কিন্তু কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রত্যেক রাজধানীতে অন্যূন এক কার্য্যালয় সর্ব্বদা রক্ষিত হইবে এবং সংস্থিতিপত্রের মধ্যে কোন কোম্পানির রেজিষ্টরীকরা কার্য্যালয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে স্থাপিত হওয়ার কথা আছে, সেই অংশের অন্তর্গত কার্য্যালয় ভিন্ন ঐ কোম্পানির অন্য স্থানে রেজিষ্টরী হইবে না।

(ঘ) কোম্পানিদের রেজিষ্টর করণার্থ যে কোন লেখ্যের প্রয়োজন হয় কি সম্পর্ক থাকে তাহা সত্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এক কি অধিক মোহর প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(ঙ) জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানিদিগের রেজিষ্ট্রার যে সকল লেখ্য রাখেন তাহা প্রত্যেক ব্যক্তি দৃষ্টি করিতে পারিবেন, এবং প্রত্যেকবার দর্শনের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক টাকার অনধিক যে ফী নিরূপণ করেন লেখ্য দর্শনার্থে সেই ফী দিতে হইবে। কোন ব্যক্তি কোন কোম্পানির সমবায়পত্রের সংশিষ্ট পত্র কিম্বা রেজিষ্ট্রারের সংশিষ্ট অন্য কোন লেখ্যের কি তাহার কোন অংশের প্রতিলিপি কি তদুদ্ধৃত কথা চাহিয়া লইতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমবায় পত্রের সংশিষ্টপত্রের জন্য ৩৲ তিন টাকার অনধিক এবং উক্ত প্রতিলিপির কি কথার শত শব্দের প্রতি ৷০ আনার অনধিক যত ফী নিরূপণ করেন, সেই সমবায় পত্রের সংসিষ্ট পত্র ও সংসিষ্ট প্রতিলিপির কি গৃহীত কথার জন্য তত ফী দিতে হইবে।

(চ) জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার ও ক্লার্ক ও অন্য কর্ম্মকারকেরা ও চাকরেরা অদ্যাপি যে পদ ধারণ ও যে বেতন ভোগ করিতেছেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে সেই পদ ধারণ ও সেই বেতন ভোগ করিবেন; কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন কালে সেই বিধিমতে কর্ম্ম করিতে হইবে।

(ছ) ইহার পরে জাইণ্টষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্টরী করণার্থে যে কোন রেজিষ্ট্রার কি আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার কি ক্লার্ক কি চাকর নিযুক্ত হন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে তাঁহাদের যে বেতন নিরূপণ করেন তাঁহারা সেই বেতন পাইবেন।

(জ) এই আইনমতে জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের প্রতি কি তাঁহার দ্বারা কোন কর্ম্ম হইবার আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতকাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করেন ততকাল জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রারের প্রতি কি তাঁহার দ্বারা, অথবা তিনি উপস্থিত না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিকে তৎকালের নিমিত্ত ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার প্রতি কি তাহার দ্বারা সেই কর্ম্ম করা যাইবে। কিন্তু যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের স্থিতির পরিবর্ত্তন করেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকারক দিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের প্রতি কি তাঁহাদের দ্বারা এবং রেজিষ্টর করণীয় কোম্পানিদিগকে রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ের স্থাপনপক্ষে ঐ গবর্ণমেণ্ট যে স্থান কি যে২ স্থান নিরূপণ করেন তথায় সেইক্রিয়া করা যাইবে।

ষষ্ঠ খণ্ড।

জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির আইনমতে যে২ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

১৮৫৭ সালের ১৯ আইন কি ১৮৬০ সালের ৭ আইনমতে যে কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

২২১ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত বিধি প্রবল মানিয়া, প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিল ব্যতিরেকে এই আইন, ১৮৫৭ সালের ১৯ আইন এবং ১৮৬০ সালের ৭ আইন কি তন্মধ্যে একতর আইনমতে স্থাপিত ও রেজিষ্টর করা কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিবে। ফলতঃ কোম্পানি সীমাবদ্ধ হইলে ঐ কোম্পানি যেন এই

আইনমতে অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপে স্থাপিত হইল ও রেজিষ্টরী করা গেল, এবং সীমাবদ্ধ কোম্পানি ভিন্ন হইলে সেই কোম্পানি যেন এই আইনমতে অসীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপে স্থাপিত হইল ও রেজিষ্টর করা গেল। এই আইন তদ্রূপেই বর্ত্তিবে। কিন্তু বিশেষ এই যে, রেজিষ্টরী করিবার তারিখের প্রতি স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ লক্ষ করিয়া কোন কথা হইলে, উক্ত কোম্পানিগণ উক্ত দুই আইন কি তন্মধ্যে কোন আইন ক্রমে যে২ তারিখে রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেই তারিখের প্রতি লক্ষ হইল জ্ঞান হইবে, এবং এই আইনমতে বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে বিধান পরিবর্ত্তনের যে ক্ষমতা প্রদান হইয়াছে, উক্ত দুই আইন কি তন্মধ্যে কোন আইন অনুসারে স্থাপিত ও রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির পক্ষে, সেই ক্ষমতানুসারে ১৮৫৭ সালের ১৯ আইনে সংযুক্ত B চিহ্নিত টেবিলের কোন বিধান পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে। এবং পূর্ব্বোক্তমতে স্থাপিত ও রেজিষ্টর করা অসীমাবদ্ধ কোম্পানির পক্ষে সেই ক্ষমতানুসারে মূলধনের পরিমাণ কিম্বা অংশাংশে তাহার বন্টনসম্পর্কীয় কোন বিধানের পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে, যদিও সেই বিধান সংসৃষ্টি পত্রে লিপিবদ্ধ থাকে তথাপি তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। যে কোম্পানি এই আইনমতে স্থাপিত না হইয়া রেজিষ্টরী হয় তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার বিধান যদ্রূপে পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে উক্ত দুই কি তন্মধ্যে কোন আইনক্রমে যে কোম্পানি স্থাপিত না হইয়া রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন তদ্রূপেই বর্ত্তিবে। কিন্তু বিশেষ এই যে, রেজিষ্টরী হইবার তারিখ লক্ষ্য হইয়া স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ কোন কথা হইলে, ঐ২ কোম্পানি উক্ত দুই কি একতর আইনক্রমে যে তারিখে রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেই তারিখ লক্ষ্য হইল জ্ঞান হইবে।

১৮৫৭ সালের ১৯ আইন কি ১৮৬০ সালের ৭ আইনমতে যে কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

২২৩ ধারা। উক্ত দুই কি একতর আইনক্রমে যে কোম্পানির রেজিষ্টরী হয় তাহার পূর্ব্বাবধি যে পাঠের ব্যবহার হইয়াছে ঐ কোম্পানি সেই পাঠে কিম্বা অন্য যে পাঠের আদেশ করেন সেই পাঠে তাহার অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

অংশ হস্তান্তর করণ-পত্রের কথা।

সপ্তম খণ্ড।

এই আইনমতে কোম্পানিদিগের রেজিষ্টরী হইবার ক্ষমতার বিধি।

২২৪ ধারা। ইহার অব্যবহিত পশ্চাৎ ধারার বর্জ্জিত কোম্পানি ভিন্ন এবং ঐ ধারার বিধান প্রসঙ্গ মানিয়া, এই আইনের প্রারম্ভের সময়ে যে প্রত্যেক কোম্পানি বর্ত্তমান থাকে, এবং সাত কি তদধিক জন সমুয়কারীযুক্ত যে কোন কোম্পানি উক্ত একতর আইনক্রমে রেজিষ্টরী হইয়াছে এবং পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইন অনুসারে, কিম্বা এই আইন ভিন্ন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কোন আইন অনুসারে, কিম্বা পেটেণ্ট পত্রানুসারে যে কোন কোম্পানি পশ্চাৎ স্থাপিত হয় [illegible] যে [illegible] সেই [illegible] আইনক্রমে নিয়মিতরূপে সংস্থাপিত [illegible] সেই [illegible] অধিক সমুয়কারীযুক্ত হয়, সেই২ [illegible] পশ্চাৎ কোন কালে অসীমাবদ্ধ কোম্পানি [illegible] কিম্বা অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি কিম্বা প্রতিভাব্যক্রমে [illegible] কোম্পানিস্বরূপে এই আইনমতে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন এবং কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণের অভিপ্রায়ে রেজিষ্টরী হইয়াছে বলিয়া সেই রেজিষ্টরী কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

যেং কোম্পানি রেজিষ্টরী হইতে পারে তাহার কথা।

২২৫ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে কোম্পানিদিগের রেজিষ্টরী করণসম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধি মানিতে হইবে :—

বর্ত্তমান কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার বিধানের কথা।

(ক) পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারের জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানি না হইয়া পার্লিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা কিম্বা এই আইন ভিন্ন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন দ্বারা বা পেটেণ্টপত্র দ্বারা যে কোম্পানির সমুয়কারিগণের দায় সীমাবদ্ধ হয় এইরূপ কোন কোম্পানি এই আইনের এই খণ্ডানুসারে এই আইনক্রমে রেজিষ্টরী হইবে না।

(খ) পার্লিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা কিম্বা এই আইন ভিন্ন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন দ্বারা বা পেটেণ্ট পত্র দ্বারা যে কোম্পানির সমুয়কারিদের দায় সীমাবদ্ধ হয় এমত কোন কোম্পানি এই আইনের এই খণ্ডানুসারে অসীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ কিম্বা প্রতিভাব্যদ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা হইবে না।

(গ) এই আইনের প্রারম্ভ কালে জীবনের বিমা-পত্র দায়ী যে কোম্পানি বর্ত্তমান থাকে তাহা এবং যে কোম্পানি পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে জাইণ্টষ্টাক্ কোম্পানি না হয় তাহা অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ এই আইনের এই খণ্ডানুসারে এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা হইবে না।

(ঘ) কোম্পানির রেজিষ্টরী করিতে হইবে কি না এই কথার বিবেচনার জন্য সাধারণ সভা আহূত হইলে যে সমুয়কারীগণ উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের অধিকাংশ সম্মত হইলে কিম্বা যদি কোম্পানির বিধানমতে অন্যের দ্বারা মতজ্ঞাপন করিবার অনুমতি থাকে তবে তদ্রূপে অভিমত জ্ঞাত করিয়া উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তি সম্মত হইলে ঐ কোম্পানি এই আইনের এই খণ্ডানুসারে এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা যাইতে পারিবে, নতুবা নয়।

(ঙ) কোন কোম্পানির সমুয়কারিদের দায় পার্লিয়ামেণ্টের আইন কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের আইনদ্বারা কিম্বা পেটেণ্টপত্রদ্বারা সীমাবদ্ধ না হওয়া যদি সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপে ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী করিতে উদ্যত হন তবে যে অধিকাংশের সম্মতির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ঐ শেষোক্ত সাধারণ সভায় যে সমুয়কারীগণ স্বয়ং [illegible] অন্য দ্বারা উপস্থিত হন তাঁহাদের চারিভাগের [illegible] ভাগ লোক লইয়া সেই অধিকাংশ হইবে।

(চ) যদি কোন কোম্পানি প্রতিভাব্যদ্বারা [illegible] কোম্পানি স্বরূপ রেজিষ্টরী করিতে উদ্যত তদ্রূপ রেজিষ্টরী হইবার সম্মতিপত্র [illegible]

...তাদি সমুয়কারী যতকাল সমুয়-
...হিত্ব...কালে কিম্বা তাহার পর এক
আদালতে, যদি কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিতে হয়

২২৫ ধারা।

...সমুয়কারিত্ব পদ রহিত হইবার পূর্ব্বে ঐ
কোম্পানির যে ঋণ ও দায় বর্ত্তিয়াছে তাহা পরিশোধ
করিবার জন্য এবং কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার খর-
চ পারিশ্রমিকের ও ব্যয়ের জন্য এবং ঋণদাতাদের
... পরস্পর স্বত্ব নিরূপণ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট এত টাকার
অনধিক যত টাকার প্রয়োজন হয় প্রত্যেক সমুয়কারী
কোম্পানির স্থিত বৃদ্ধির জন্য তত টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা
করেন।

এই ধারামতে অধিকাংশের গণনাকরণার্থ যদি ব্যক্তি
সংখ্যা গ্রহণের দাওয়া হয় তবে প্রত্যেক জন যে কোম্পা-
নির সমুয়কারী হন তিনি সেই কোম্পানির বিধি অনু-
সারে যত অভিমত প্রকাশ করিতে স্বত্ববান্ তাহাই
ধরিতে হইবে।

২২৬ ধারা। অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি স্বরূপ

জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানি শব্দের অর্থ।

যে কোম্পানির রেজিষ্টরী হই-
বার ক্ষমতা থাকে তাহার বর্ণনার
সহিত এই আইনের এই খণ্ডের
যে পর্য্যন্ত সম্পর্ক থাকে সেই পর্য্যন্ত এই খণ্ডের কার্য্যার্থে
যে কোম্পানির অবধারিত টাকার স্থায়ী দত্ত বা ব্যক্ত
মূলধন অবধারিত টাকার অংশাংশে বিভক্ত হয় কিম্বা স্থাপ্য
স্বরূপে ভুক্ত ও হস্তান্তর করণীয় হয় কিম্বা বিভক্ত হইয়া
অংশতঃ এক প্রকারে ও অংশতঃ অন্য প্রকারে ভুক্ত হয়
এবং যাহার সেই মূলধনের অংশী বা সেই স্থাপ্যের
ভোগী হন, তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি সমুয়কারী হইতে পারেন
না এই ২ নিয়মে যে কোম্পানি স্থাপিত হয় তাহা জাইণ্ট
ষ্টাক্ কোম্পানি বলিয়া গণ্য হইবে। তদ্রূপ কোম্পানি
এই আইনমতে সীমাবদ্ধ দায় সহিত রেজিষ্টরী করা গেলে
অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২২৭ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে কোন

কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার আদেশের কথা।

জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজি-
ষ্টরী হইবার পূর্ব্বে রেজি-
ষ্ট্রারকে নিম্নলিখিত লেখা
দেওয়া যাইবে। অর্থাৎ—

(ক) রেজিষ্টরী হওবার পূর্ব্বে পূর্ণ ছয় দিনের
অনধিক যে দিন নামাবলীতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই দিনে
যাঁহারা ঐ কোম্পানির সমুয়কারী ছিলেন তাঁহাদের নাম
ও নিবাস ও ব্যবসায়ের তালিকা। আরো প্রত্যেক
জনের যত অংশ আছে তাহাও ঐ তালিকায় লিখিতে
হইবে এবং যদি সেই অংশ অঙ্কযুক্ত হয় তবে অঙ্কক্রমে
প্রত্যেক অংশের নির্দ্দেশ হইবে।

(খ) পার্লিয়ামেণ্টের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত
গবর্ণর জেনরল সাহেবের যে আইন বা রাজদত্ত যে চার্টর
বা যে পেটেণ্টপত্র কিম্বা যে নিরূপণ পত্র বা সমুয়সমু-
স্থানের চুক্তিপত্র বা অন্য যে লেখা দ্বারা কোম্পানি
স্থাপিত বা বিধিবদ্ধ হয় তাহার প্রতিলিপি।

(গ) যদি তদ্রূপ কোন জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানিকে
... কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী করিবার অভিপ্রায়
... উক্ত নামাবলীর ও প্রতিলিপির সহিত নিম্ন-
... কথার বর্ণনাপত্র দিতে হইবে, যথা :—
(ঙ) ... মূলধন যত টাকার হয় ও তাহা যত
... সকল ...
... করিতে পারিবে।

যত অংশ গৃহীত হইয়াছে ও প্রত্যেক অংশের উপ-
লক্ষে যত টাকা দেওয়া গিয়াছে।

কোম্পানির নাম ও তৎ সংযুক্ত শেষ কথাস্বরূপ
"লিমিটেড্" এই শব্দ।

কোম্পানিকে প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি-
স্বরূপ রেজিষ্টরী করিবার অভিপ্রায় থাকিলে ঐ প্রাতি-
ভাব্য যত টাকার হইবে ইহা যে নির্দ্ধারণ ক্রমে নির্দ্ধার্য্য
হয় সেই নির্দ্ধারণও পূর্ব্বোক্তপত্রের সহিত দিতে হইবে।

২২৮ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে জাইণ্ট

জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানি ভিন্ন বর্ত্তমান কোম্পানি রেজিষ্টরী করিতে হইলে তাহার কথা।

ষ্টাক্ কোম্পানি ভিন্ন কোন
কোম্পানিকে রেজিষ্টরী করিবার
পূর্ব্বে ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টর-
দের কিম্বা অন্য কার্য্যাধ্যক্ষ
থাকিলে তাহাদের নাম ও
নিবাস ও ব্যবসায়ের তালিকা এবং পার্লিয়ামেণ্টের কিম্বা
মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের যে
আইন কিম্বা যে পেটেণ্টপত্র বা নিরূপণপত্র কিম্বা
সমুয়সমুস্থানের যে চুক্তিপত্র বা অন্য যে লেখা দ্বারা
ঐ কোম্পানি সংস্থাপিত বা বিধিবদ্ধ হয় তাহার প্রতি-
লিপি রেজিষ্ট্রারকে দেওয়া যাইবে এবং যদি সেই
কোম্পানিকে প্রাতিভাব্য ক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানি স্বরূপ
রেজিষ্টরী করিবার অভিপ্রায় থাকে তবে যে নির্দ্ধারণ
ক্রমে ঐ প্রাতিভাব্যের পরিমাণ নির্দ্ধার্য্য হয় তাহাও
ঐ প্রতিলিপির সহিত দিতে হইবে।

২২৯ ধারা। এই আইনমতে

বর্ত্তমান কোম্পানির অংশের বিনিময়ে স্থাপ্যের পরিমাণ রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতার কথা।

যে জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির
রেজিষ্টরী হইবার ক্ষমতা থাকে
সেই কোম্পানির সমুদয় মূল-
ধন বা তাহার কোন অংশ যদি
পূর্ব্বে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থাপ্য করা গিয়া থাকে তবে
সেই পরিবর্ত্তিত মূল ধন সম্বন্ধে ঐ কোম্পানি রেজি-
ষ্ট্রারকে অংশের বর্ণনাপত্র না দিয়া কোম্পানির স্থাপ্যের
পরিমাণের বর্ণনাপত্র দিবেন এবং রেজিষ্টরী করণের
পূর্ব্বে পূর্ণ ছয় দিনের অনধিক যে দিন ঐ বর্ণনাপত্রে
নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই দিনে যাহারা ঐ স্থাপ্যের ভোগী
ছিলেন তাহাদের নামাবলী দিবেন।

২৩০ ধারা। এই আইন দ্বারা রেজিষ্ট্রারের নিকট

বর্ত্তমান কোম্পানির বর্ণনাপত্র সত্য করণের কথা।

সমুয়কারীদের ও ডাইরেক্টর-
দের যে নামাবলী ও কোম্পানি
সম্পর্কীয় অন্য যে বৃত্তান্ত
প্রদান করিবার আদেশ হই-
য়াছে তাহা ঐ কোম্পানির যে ডাইরেক্টরেরা অর্পণ
করেন তাঁহারা বা তন্মধ্যে কোন দুই জন বা কোম্পানির
প্রধান অন্য কোন দুই জন কার্য্যকারকের প্রতিজ্ঞাক্রমে
শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কিম্বা জিলার জজ সাহেবের
সম্মুখে সত্যাকৃত হইবে।

২৩১ ধারা। বর্ত্তমান কোন কোম্পানি পূর্ব্বোক্তমতে

কোম্পানির ভাব বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের প্রমাণ লইতে পারিবার কথা।

নির্ণীত জাইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানি
কি না রেজিষ্ট্রার ইহা সন্তোষ-
মতে জানিবার নিমিত্ত যে
প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন
তাহা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সীমাবদ্ধ দায়সহিত ব্যাঙ্কিং কোম্পানি রেজিষ্টরী হইবে নিজ ব্যবসায়িদিগকে সংবাদ দিবার কথা।

২৩২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখে বর্ত্তমান যে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কোম্পানি সীমাবদ্ধ কোম্পানি-স্বরূপ রেজিষ্টরী করা হয় ঐ কোম্পানির সহিত যে ব্যক্তিদের ও মনুষ্যসমূহান্বিযুক্ত যে কুঠীর টাকা আদান প্রদানের ব্যবসায় চলে তাহা-দিগকে সেই কোম্পানি সীমাবদ্ধ দায় সহিত রেজিষ্টরী হইবার শংসিতপত্র প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে অন্যূন ত্রিশ দিন থাকিতে রেজিষ্টরী হইবার মনস্থের সংবাদ দিবেন।

সেই ব্যক্তিকে বা সেই কুঠীকে সংবাদের পত্র অর্পণ করিয়া সেই সংবাদ দেওয়া যাইবে অথবা সেই ব্যক্তি বা সেই কুঠী আপনাদের বাসাদির যে শেষ স্থান কোম্পা-নিকে জ্ঞাত করিয়াছেন কিম্বা কোম্পানি অন্য প্রকারে জানিয়াছেন সেই স্থানে ঐ পত্র রাখিয়া কিম্বা সেই ব্যক্তির বা সেই কুঠীর নাম শিরোনামায় লিখিয়া ডাক যোগে ঐ সংবাদ দেওয়া যাইতে পারিবে।

উক্তরূপে যে সংবাদ দিবার আদেশ হইয়াছে যদি কোম্পানি সেই সংবাদ না দেন, তবে ঐ সংবাদ যে হিসাবের উপলক্ষে দেওয়া কর্ত্তব্য সেই হিসাবে যে ব্য-ক্তির বা ব্যক্তিদের তৎকালীন স্বার্থ থাকে কেবল তাহার বা তাহাদের সহিত কোম্পানির সম্বন্ধ পক্ষে এবং ঐ হিসাব সম্পর্কে ও ঐ সংবাদ যতকাল না দেওয়া যায় ততকাল পর্য্যন্ত ঐ হিসাবের সকল পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সীমাবদ্ধ দায় সহ ঐ রেজিষ্টরী করণের শংসিত পত্র নিষ্ফল হইবে, তদধিক বা তদন্যথায় নহে।

কোন২ কোম্পানির ফী দান হইতে মুক্তির কথা।

২৩৩ ধারা। যদি কোন কোম্পানি সীমাবদ্ধ কো-ম্পানিস্বরূপে রেজিষ্টরী করা না হয় কিম্বা সীমাবদ্ধ কোম্পা-নি স্বরূপে রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে যদি পার্লেমেন্টের কোন আইন কিম্বা মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কোন আ-ইন কিম্বা পেটেন্ট পত্র দ্বারা অংশীদের দায় সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তদ্রূপ স্থলে এই আইনের এই খণ্ড-ক্রমে ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী কার্য্যসম্পর্কে কোন ফী লওয়া যাইবে না।

কোম্পানির নাম পরি-বর্ত্তন করিবার কথা।

২৩৪ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডক্রমে যে কোন কোম্পানির সীমাবদ্ধ দায় সহিত রেজিষ্টরী হইবার অনু-মতি হইয়াছে সেই কোম্পানি সীমাবদ্ধ দায় সহিত রেজিষ্টরী হইবার অভিপ্রায়ে নামের শেষে "লিমিটেড" শব্দ সংযোগ দ্বারা নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার শং-সিতপত্রের কথা।

২৩৫ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডে রেজিষ্টরীকরণ সম্পর্কীয় যে আদেশ হইয়াছে তদনুযায়ী কার্য্য হইলে পর এবং ফী দিতে হইলে এই আ-ইনের প্রথম তফসীলের B ও C চিহ্নিত টেবিল অনুসারে দেয় ফী দেওয়া গেলে পর রেজিষ্টরী হইবার জন্যে প্রার্থনাকারি ঐ কোম্পানি এই আইন অনুসারে কোম্পানি [illegible] সেই দ্বিতীয় এবং সীমাবদ্ধ হইলে তাহা [illegible] দের পদ পূর্ণ নায় স্বাক্ষরিত এই মর্ম্মের শংসিত পত্র [illegible] বা কিম্বা তাহা হইলে সেই কোম্পানি সমবায়িত হইবে [illegible] অন-পয্যায় ও সাধারণ মোহর থাকিবে।

ঐ শংসিতপত্র এই আইন অনুযায়ি কার্য্য হইবার প্রমাণ স্বরূপ হই-বার কথা।

২৩৬ ধারা। এই [illegible] সময়েং এই খণ্ডানুসারে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানিকে কোন সময়ে সমবায়ের শংসিতপত্র দেওয়া গেলে এই আইনে অনু-যায়ী রেজিষ্টরীকরণ সম্পর্কীয় যে আদেশ আছে তদনু-যায়ী কার্য্য হইয়াছে এবং সেই কোম্পানি এই আইন অনুসারে সীমাবদ্ধ কিম্বা স্থল বিশেষে অসীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে ঐ শংসিত পত্রই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং সেই শংসিতপত্রে সমবায়ের যে তারিখ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কোম্পানির এই আইনানুসারে সমবায়িত হইবার তারিখ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কোম্পানির প্রতি স-ম্পত্তি বর্ত্তিবার কথা।

২৩৭ ধারা। এই আইনমতে কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার তারিখে স্থাবর ও অস্থা-বর যে সকল সম্পত্তি থাকে কিম্বা কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে ও তন্মধ্যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে ও তৎপ্রতি ও তদুৎ-পন্ন সকল স্বার্থ ও স্বত্ব ও তন্মধ্যে সকল দায়িত্ব ও মোকদ্দমাক্রমে প্রাপ্য সামগ্রী সকল এই আইন অনু-সারে সমবায়িত কোম্পানির সম্পদ ও স্বার্থস্বরূপ ঐ কোম্পানির প্রতি অর্পিত হইয়া বর্ত্তিবে।

রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে যে দায় বর্ত্তে তাহা এই আইনমতে রেজিষ্টরী কার্য্য দ্বারা নিবৃত্ত না হইবার কথা।

২৩৮ ধারা। এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে কোন কোম্পানি যে কোন ঋণ বা দায় গ্রহণ করিয়াছে বা যে কোন চুক্তি করিয়াছে কিম্বা তদ্দ্বারা বা তন্নিকট বা তৎসহিত বা তৎপক্ষে যে কোন ঋণ বা দায় বা চুক্তি হইয়াছে এই আইনের এই খণ্ডানুসারে রেজিষ্টরী হওয়াতে ঐ কোম্পানির সেই ঋণ বা দায় সম্পর্কীয় স্বত্ব প্রবল করণের ক্ষমতার কিম্বা তদ্বিরুদ্ধে তাহা প্রবল হইবার ক্ষমতার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না।

বর্ত্তমান মোকদ্দমা চলিবার কথা।

২৩৯ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে যে কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যায় তাহা রেজিষ্টরীকরণ সময়ে যদি ঐ কোম্পানি দ্বারা বা তৎসম্পর্কীয় প্রকাশ্য কার্য্যকারক কিম্বা কোন সভ্য-কারী দ্বারা বা তদ্বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমার বা ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকে তবে রেজিষ্টরী না হওয়ার ন্যায় সেই মোকদ্দমা প্রভৃতি চলিতে পারিবে। তথাপি পূর্ব্বোক্তমতে আরব্ধ কোন মোকদ্দ-মায় বা ব্যবহার ঘটিত কার্য্যে কোন ডিক্রী [illegible] হইলে তদনুসারে ঐ কোম্পানির কোন সম্প[illegible] সম্পদের উপর ঐ ডিক্রী বা আজ্ঞা সাধন হই[illegible] পত্র প্রচারিত হইবে না। কিন্তু কোম্পা[illegible] সামগ্রী ঐ ডিক্রীর বা আজ্ঞার টাকা পরি[illegible] পর্য্যাপ্ত না হইলে কোম্পানির কর্ম্ম [illegible] প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে।

আদালতে রেজিষ্টরী ... কোম্পানির ... কথা।

২৪০ ধারা। ... ম কোম্পানিকে এই আইনমতে ও এই আইনের এই খণ্ডানুসারে রেজিষ্টরী করা যায় তখন পালিয়ামেণ্টের যে ... করিবার ... আইন কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের যে আইন কিম্বা যে নিরূপণ পত্র বা সত্ত্বসমুত্থানের চুক্তিপত্র বা পেটেণ্টপত্র বা অন্য যে লেখ্য দ্বারা কোম্পানির সংস্থাপন বা বিধান হয় তাহার লিখিত সকল বিধান এবং কোম্পানি প্রাতিভাব্যক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানিস্বরূপ রেজিষ্টরী হইলে যে নির্দ্ধারণক্রমে প্রাতিভাব্যের পরিমাণ অবধারিত হয় সেই নির্দ্ধারণ রেজিষ্টরী করা সংস্থিতিপত্রে ও সংস্থিতির নিয়মপত্রে লিখিত হওয়ার তুল্য প্রকারে ও তত্তুল্য অনুষঙ্গক্রমে ঐ কোম্পানির নিয়ম ও বিধান বলিয়া জ্ঞান হইবে; এবং এই আইনমতে যেন কোম্পানির সংস্থাপন হইয়াছে এই ভাবে এই আইনের সকল বিধান ঐ কোম্পানির ও তদন্তর্গত সত্ত্বাধিকারিদের ও ঋণদাতাদের ও উত্তমর্ণদের প্রতি বর্ত্তিবে, কিন্তু নিম্নলিখিত বিধান গুলি মান্য করিতে হইবে অর্থাৎ।

(ক) এই আইনের প্রথম তফসীলের A চিহ্নিত টেবিল বিশেষ নির্দ্ধারণক্রমে গ্রাহ্য না হইলে এই আইনের এই খণ্ডানুসারে এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিবে না।

(খ) যে জাইণ্ট ষ্টক্ কোম্পানির অংশ অঙ্কযুক্ত, না হয় তাহার প্রাপ্ত অংশ অঙ্কযুক্তকরণ সম্পর্কীয় এই আইনের বিধান বর্ত্তিবে না।

(গ) কোম্পানি সম্পর্কীয় পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইনে কিম্বা ব্যবস্থাপক সভার বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কোন আইনে যে কোন বিধান থাকে তাহা কোন কোম্পানি পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবেন না।

(ঘ) কোন কোম্পানি সম্পর্কীয় পেটেণ্টপত্রে যে কোন বিধান লেখা থাকে তাহা ঐ কোম্পানি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতিপত্র না হইলে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

(ঙ) যখন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করা যায় তখন যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বকৃত কোন ঋণ বা দায় শোধ করিতে বা শোধার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, কিম্বা যে ব্যক্তি তদ্রূপ কোন ঋণ বা দায় সম্পর্কে সত্ত্বধিকারীদের পরস্পর স্বত্বের সামঞ্জস্য নিমিত্ত কোন সংখ্যার টাকা দিতে বা দানার্থে অংশ দিতে দায়ী হন কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ঋণের বা দায়ের যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধ আছে সেই পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় দিতে বা দানার্থে অংশ দিতে দায়ী হন তিনি রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে কোম্পানির কৃত ঋণ ও দায় সম্পর্কে ঋণদাতা হইবেন ... পূর্ব্বোক্ত কোন দায় সম্বন্ধে তদ্রূপ প্রত্যেক ঋণ শেষোক্ত ... যত টাকা প্রাপ্য হয় কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ ... নার্থে ... তিনি কোম্পানির স্থিতে তত টাকা দান প্রস্তুত করি... হইতে পারিবেন এবং যদি শেষোক্ত ...

(ছ) ... ঋণদাতা মরেন বা যোত্রহীন হন কিম্বা যে সকল লেখ্য ... বিবাহিতা হন তবে মৃত ঋণদাতা... দৃষ্টি করিতে পারি... উত্তরাধিকারী ও চরম দান সাধকগণ সম্পর্কে এবং যোত্রহীন ঋণদাতাদের আসৈনী সম্পর্কে ও বিবাহিতা ঋণ দাত্রীদের পতি সম্পর্কে এই আইনের পূর্ব্বাংশের বিধান বর্ত্তিবে।

(চ) কোন কোম্পানি আদৌ এই আইনানুসারে স্থাপিত হইলে সংস্থিতিপত্রের মধ্যে যে সকল বিধান লেখা থাকিত এবং এই আইন দ্বারা যাহার পরিবর্ত্তিত হইবার অনুমতি নাই এরূপ কোন বিধান কোন নিরূপণ পত্র বা সত্ত্বসমুত্থানের চুক্তিপত্র বা পেটেণ্ট পত্র কিম্বা কোম্পানি সংস্থাপক বা বিধায়ক অন্য লেখ্যের অন্তর্গত থাকিলে এই আইনের কোন কথাক্রমে ঐ কোম্পানিকে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে অনুমতি দেওয়া গেল না।

কিন্তু এই আইনমতে ও এই আইনের এই খণ্ডক্রমে যে কোন কোম্পানির রেজিষ্টরী হয় যদি পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইনের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কোন আইনের বলে কিম্বা কোন নিরূপণপত্রের বা সত্ত্বসমুত্থানের চুক্তি পত্রের বা পেটেণ্টপত্রের কিম্বা ঐ কোম্পানি সংস্থাপক বা বিধায়ক অন্য লেখ্যের বলে তাহার স্থিতি বা বিধি পরিবর্ত্তন করিবার কোন ক্ষমতা অর্পিত হইয়া থাকে তবে এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে না।

আরো কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২৪১ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডক্রমে যে কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার কর্ম্ম বন্ধ করণের প্রার্থনা উপস্থিত করিবার পর এবং কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি কোম্পানির কোন উত্তমর্ণের যত্নক্রমে আদালতের নিকট প্রার্থনা হয় তবে এই আইনের পূর্ব্বাংশের বিধানমতে কোম্পানির কোন ঋণদাতার নামে এবং কোম্পানির নামে যে কোন মোকদ্দমা বা ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য চলিতেছে তাহাতে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে আর কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করাইতে পারিবেন।

কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞার কথা।

২৪২ ধারা। এই আইনের এই খণ্ডানুসারে যে কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যায় যখন সেই কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয়, তখন এই আইনের পূর্ব্বাংশে যে বিধান হইয়াছে তদতিরিক্ত এতদ্দ্বারা এই বিধান হইল যে আদালতের অনুমতি বিনা এবং ঐ আদালত যেই নিয়ম অবধারণ করেন তদ্ভিন্ন কোম্পানির ঋণদাতার নামে কোম্পানির ঋণ সম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা বা ব্যবহারঘটিত অন্য কোন কার্য্য আরম্ভ করা বা চালান যাইবেনা।

অষ্টম খণ্ড।

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির প্রতি আইন বর্ত্তিবার বিধান।

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার কথা।

২৪৩ ধারা। পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইন কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের আইনদ্বারা সমবায়িত রেলওয়ে কোম্পানি ব্যতিরেকে, সাত জনের অধিক সত্ত্বাধিকারী লইয়া যে সত্ত্বসমুত্থান ...

সমাজ কি কোম্পানি এই আইনমতে রেজিষ্টরী হয় নাই এবং যাহাকে এই আইনের এতৎ পশ্চাৎ ভাগে রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানি শব্দে ধরিতে হইবে, সেই কোম্পানি প্রভৃতির কর্ম্ম পশ্চাৎ লিখিত বিধির অধীনে এই আইনমতে বন্ধ হইতে পারিবে এবং নিম্নলিখিত বর্জ্জিত ও অতিরিক্ত কথা প্রবল মানিয়া, কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় এই আইনের সমস্ত বিধান ঐ২ কোম্পানির প্রতি বর্ত্তিতে পারিবে।

(১) রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ-সম্পর্কে কোন্ আদালতের আধিপত্য আছে ইহা নিরূপণ করণাভিপ্রায়ে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে স্থানে ঐ কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে তথায় ঐ কোম্পানি রেজিষ্টরী হইয়াছে জ্ঞান হইবে। যদি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে একের অধিক স্থানে কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে তবে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে প্রত্যেক অংশে কর্ম্মের প্রধান স্থান থাকে তথায় রেজিষ্টরী হইল জ্ঞান হইবে।

এবং রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্পর্কীয় কার্য্যের উপলক্ষে, রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থান (অথবা যদি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের একের অধিকাংশে কর্ম্মের প্রধানস্থান থাকে, তবে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে অংশে মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য উপস্থিত করিবার উপক্রম হইয়াছে সেই স্থানে কর্ম্মের যে প্রধান স্থান থাকে তাহা) ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় জ্ঞান হইবে।

(২) রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম এই আইনমতে স্বেচ্ছাক্রমে কি আদালতের তত্ত্বাবধানে বন্ধ করা যাইবে না।

(৩) রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম পশ্চাৎ লিখিত অবস্থায় বন্ধ করা যাইতে পারিবে। যথাঃ—

(ক) যখন কোম্পানি বিলুপ্ত হন কিম্বা কর্ম্ম চালাইতে ক্ষান্ত হন, কিম্বা কেবল মাত্র কর্ম্ম বন্ধ করণাভিপ্রায়ে কর্ম্ম চালাইতেছেন।

(খ) যখন কোম্পানি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হন।

(গ) যখন আদালত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধকরণ যথার্থ ও ন্যায় বোধ করেন।

(৪) এই আইনের কার্য্যপক্ষে রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানিকে নিম্নলিখিতস্থলে আপন ঋণ শোধ করিতে অক্ষম জ্ঞান করা যাইবে, অর্থাৎ

(ক) যখন উত্তমর্ণের নিকট কোম্পানি অর্পণপত্র দ্বারা কি প্রকারান্তরে পাঁচ শত টাকার অধিক ঋণী হন, এবং সেই টাকা তৎকালে প্রাপ্য হইলে, ঐ উত্তমর্ণ কোম্পানির তদ্রূপ দেয় টাকার দাবিপত্রে স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া কোম্পানির কর্ম্মের প্রধান স্থানে ঐ দাবিপত্র রাখিয়া কিম্বা ঐ কোম্পানির সেক্রেটরীর কি কোন ডাইরেক্টরের কি প্রধান কার্য্যকারকের হস্তে দিয়া কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে অনুমোদন কি আজ্ঞা করেন সেই প্রকারে ঐ দাবিপত্র অর্পণ করেন এবং সেই দাবি পত্র অর্পিত হইলে পর তিনি সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানি ঐ টাকা না দেন, কিম্বা উত্তমর্ণের সুবোধমতে তাহা দিবার নিশ্চিত নিয়ম কি রফা না করেন।

(খ) যখন কোম্পানির স্থানে কিম্বা কোম্পানির সংযুক্তকারিত্ব পদোপলক্ষে সংযুক্তকারির স্থানে প্রাপ্য কোন ঋণ কি দাওয়া হেতুক [illegible] দের পদ পূর্ণ কোন ঋণ বা দাওয়া হেতুক সেই সং[illegible] কিম্বা তাহা মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য যে কা[illegible] হয় এবং মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত [illegible] উপস্থিত হইবার লিখিত সম্বাদ কোম্পানির [illegible] প্রধান স্থানে রাখিয়া, কিম্বা কোম্পানির সেক্রেটরী কি অন্য ডাইরেক্টর কি কার্য্যাধ্যক্ষকে কি প্রধান [illegible] কর্ম্মকারকে দিয়া কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে অনুমোদন কি আদেশ করেন সেই প্রকারে দিয়া ঐ পত্র অর্পিত হইলেও, ঐ কোম্পানি সেই সম্বাদ অর্পণের পর দশ দিনের মধ্যে ঐ ঋণ কি দাওয়া শোধ হইবার প্রতিভূ না দেন কি রফা না করেন কিম্বা সেই মোকদ্দমা কি ব্যবহার ঘটিত অন্য কার্য্য স্থগিত না করেন কিম্বা মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য কার্য্য সম্পর্কে এবং তদুপলক্ষে প্রতিবাদীর যে সকল খরচ ও ক্ষতি ও ব্যয় হইয়াছে তৎসম্পর্কে প্রতিবাদীর যুক্তিযুক্ত সুবোধমতে ক্ষতিপূরণ না করেন।

(গ) কোম্পানির নামে কিম্বা কোম্পানির সংযুক্তকারীস্বরূপ কোন সংযুক্তকারীর নামে কিম্বা কোম্পানির পক্ষে নাম মাত্র প্রতিবাদীস্বরূপ যাঁহার নামে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি থাকে তাহার নামে যখন কোন উত্তমর্ণ কোন আদালতে মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যে ডিক্রী কি আজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং সেই ডিক্রী সাধন করিবার পত্র কি অন্য আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হইলেও তাহা শোধহওন ব্যতিরেকে প্রত্যার্পিত হয়।

(ঘ) কোম্পানি আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম যখন ইহার প্রমাণ আদালতের সুবোধমতে প্রকারান্তরে হয়।

কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ হইলে কে ঋণদাতা জ্ঞান হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

২৪৪ ধারা। রেজিষ্টরী না হওয়া কোন কোম্পানির কর্ম্ম যখন বন্ধ করিবার অনুষ্ঠান হইতেছে তখন যে কোন ব্যক্তি কোম্পানির কোন ঋণ কি দায় শোধ করিতে কিম্বা শোধার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, কিম্বা সংযুক্তকারিদের পরস্পর স্বত্বের সামঞ্জস্যের জন্য কোন টাকা দিতে কি দানার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, কিম্বা কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করণের খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় শোধ করিতে কি শোধার্থে অংশ দিতে দায়ী হন, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ঋণদাতা জ্ঞান হইবে।

তদ্রূপ প্রত্যেক ঋণদাতা কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্য যে সময়ে চলিতেছে সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন দায় সম্পর্কে তাঁহার স্থানে যত টাকা প্রাপ্য কোম্পানির হিতে তত টাকা দিবার দায়ী হইবেন।

যদি কোন ঋণদাতা মরেন কি বোধহীন হন, তবে মৃত ঋণদাতার স্বকীয় স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারির ও চরমদান সাধকগণের এবং বোধহীন ঋণদাতার আবেদনীর বিষয়ে এই আইনের পূর্ব্বাংশের বি[illegible] বিধান বর্ত্তিবে।

ব্যবহার ঘটিত অধিক কার্য্য রহিত করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২৪৫ ধারা। রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানি[illegible] বন্ধ হইবার প্রার্থ[illegible] পরে এবং ঐ কো[illegible] বন্ধ করিবার পূর্ব্বে কোন [illegible] মর্ণের প্রার্থনা হইলে আদালত

আদালতের [illegible] । ইহার পূর্ব্ব বিধানানুযায়ী

২৪৭ ধারা । [illegible]ন ঋণদাতার কিম্বা কোম্পানির নামে [illegible] কি ব্যবহারঘটিত অন্য কার্য্য সম্পাদন [illegible]রিতে পারিবেন ।

ঋণ আদায় করিবার [illegible]

[illegible] ধারা । যদি রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞা হয়, তবে এই আইন অনুসারে সংস্থাপিত কোম্পানির উপলক্ষে এই আইনের পূর্ব্বাংশে যে বিধান হইয়াছে, তদতিরিক্ত এই ধারাক্রমে এই বিধান হইল, আদালতের অনুমতি না হইলে এবং আদালত যে নিয়ম অবধারণ করেন তদ্ভিন্ন অন্য নিয়মানুসারে কোম্পানির কোন ঋণ সম্বন্ধে কোম্পানির কোন ঋণদাতার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা আরম্ভ করা বা চালান যাইবে না ।

[illegible] কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার আজ্ঞার ফলের কথা ।

২৪৭ ধারা । যদি রেজিষ্টরী না হওয়া কোন কোম্পানি সাধারণ নামে অভিযোগ করিতে কি অভিযুক্ত হইতে না পারেন অথবা যদি কোন কারণ বশতঃ বিহিত বোধ হয়, তবে আদালত ঐ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার কোন আজ্ঞা কি তৎপশ্চাৎ কোন আজ্ঞাক্রমে আদেশ করিতে পারিবেন. যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে কিম্বা সম্পত্তি জনিত সকল সম্পর্ক ও দাওয়া ও স্বত্ব-সমেত এবং মোকদ্দমাক্রমে প্রাপ্য দ্রব্যসমেত স্থাবর ও অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি কি তাহার যে কোন অংশ কোম্পানির হয় কিম্বা কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে কিম্বা কোম্পানির নিমিত্ত কি তৎপক্ষে ট্রষ্টস্বরূপে কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের প্রতি বর্ত্তে তাহা রাজকীয় সন্নিধায়কের কি সন্নিধায়কদিগের পদঘটিত নাম কি নাম সকল উল্লেখ করিয়া তাঁহার কি তাঁহাদের প্রতি বর্ত্তে । তাহা হইলে সেই সম্পত্তি কি তাহার যে অংশ আজ্ঞাতে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা তদনুসারে বর্ত্তিবে ; এবং সেই রাজকীয় সন্নিধায়ক কি রাজকীয় সন্নিধায়কেরা আদালতের আদেশানুসারে হানি পূরণের প্রতিভূ দিলে পর আপনং পদঘটিত নামে কিম্বা আদালত যে নামের আদেশ করেন সেই নামোল্লেখে আপনার কি আপনাদের প্রতি বর্ত্তিত কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য কার্য্য কিম্বা কোম্পানির কর্ম্ম সফলরূপে বন্ধকরণ ও তদীয় সম্পত্তি পুনঃ প্রাপণের জন্য যে কোন মোকদ্দমা কি ব্যবহারঘটিত অন্য কার্য্য আবশ্যক হয় তাহা উপস্থিত করিতে কি তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবেন ।

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানি বিষয়ক বিধানের কথা ।

২৪৮ ধারা । এই আইনের এই খণ্ডে রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির সম্পর্কে যে সকল বিধান হইয়াছে তাহা এই আইনের পূর্ব্বাংশে আদালত কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণ সম্বন্ধীয় বিধির অতি[illegible] হইবে, প্রতি রাধী নয় ।

এই আইনের এই খণ্ডের বিধান অন্য [illegible] অতিরিক্ত [illegible]।

[illegible] সারে স্থাপিত কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ [illegible]ঘত কি রাজকীয় সন্নিধায়ক যে [illegible]তে কি যে কার্য্য করিতে পারেন, [illegible] কোম্পানি সম্পর্কে তাঁহারা এই [illegible] কোন কর্ম্মের অতিরিক্ত

লেখ[illegible] পার্শ্বে [illegible] প্রস্তুত কারি[illegible] (ঙ) [illegible] যে সকল লেখ[illegible] সৃষ্টি করিতে পারি[illegible]

সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে কি কর্ম্ম করিতে পারিবেন । কিন্তু রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানি কেবল কর্ম্ম বন্ধ করণের কাল ভিন্ন এই আইনানুযায়ী কোম্পানি বলিয়া জ্ঞান হইবে না, তৎকালেও এই আইনের এই খণ্ডে যে পর্য্যন্ত বিধান হইয়াছে সেই পর্য্যন্তজ্ঞান হইবে ।

নবম খণ্ড ।

বিবিধ বিধান ।

২৪৯ ধারা । এই আইনের প্রারম্ভের পূর্ব্বে যদি ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইনমতে কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করিবার আজ্ঞা কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে, তবে এই আইন প্রচলিত না হইলে ঐ কোম্পানির কর্ম্ম যদ্রূপে ও যেং অনুষঙ্গ সহিত বন্ধ করা যাইত তদ্রূপে ও সেইং অনুষঙ্গ সহিত বন্ধ করা যাইবে এবং সেই বন্ধ করণ কার্য্যের উপলক্ষে ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন সম্পূর্ণ রূপে বলবৎ থাকিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

কর্ম্ম বন্ধকরণ সম্পর্কীয় বর্ত্তমান কার্য্য প্রবল থাকিবার কথা ।

২৫০ ধারা । ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন অনুসারে যদি এই আইনের প্রারম্ভের পূর্ব্বে কোন হস্তান্তরকরণ বা বন্ধকীপত্র বা অন্য পত্র কৃত হইয়া থাকে, তবে এই আইন প্রচলিত না হওয়ার ন্যায় সেই পত্র প্রবল থাকিবে এবং সেই পত্রের কার্য্যের উপলক্ষে ভারতবর্ষের কোম্পানির ১৮৬৬ সালের আইন সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

হস্তান্তরকরণ পত্র ইত্যাদির কথা ।

২৫১ ধারা । কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে স্থানে কর্ম্ম করিতেছেন সেই স্থানে যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তদনুসারে তিনি যত কাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন যদি এই আইনক্রমে লিখিত অপরাধের অপরাধী তদধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য না হয় তবে তিনি ঐ অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন । কারাদণ্ডের যতকাল এই আইনে অবধারিত আছে তাহা যদি ঐ কার্য্যকারকের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়, তবে সেই অপরাধিকে সেশন আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্ত সমর্পণ করা যাইবে ।

এই আইনমত অপরাধের বিচার হইবার কথা ।

২৫২ ধারা । যে কোন অপরাধ এই আইনমতে অর্থদণ্ডক্রমে দণ্ডনীয় অবধারিত হয় যদি কোন ব্যক্তি হাই কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ গ্রাহ্য করিবার সাধারণ বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থানে তদ্রূপ অপরাধ করে, তবে যে স্থানে কোর্টের অধিবেশন হয় সেই স্থানের পোলীসের কোন মাজিষ্ট্রেট দ্বারা অপরাধ সরাসরীমতে নির্ণীত হইলে দণ্ডনীয় হইবে ।

হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থানে অপরাধ হইলে এই আইনক্রমে দণ্ডের কথা ।

খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৫৩ ধারা। এই আইনের এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানেং নিয়মাধীনে আদালত এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

২৫৪ ধারা। হাই কোর্টে এবং তদধীন আদালতে কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করণের কার্য্যপ্রণালীর যে বিধি ও কোম্পানির মূলধন কমাইবার ও অংশ বিভাগ করিবার সম্বন্ধীয় যে বিধান এতৎ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে তাহা সফল করণার্থে যে বিধি এই আইনের ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের সম্মত হয়, হাই কোর্ট সময়েং এমত বিধি করিতে পারিবেন।

১৮৬০ সালের ২১ আইনের "জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রার" এই কথার অর্থ।

২৫৫ ধারা। সাহিত্য ও বিদ্যাঘটিত ও দাতব্যাদি কার্য্যের সমাজ রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৬০ সালের ২১ আইনের ১ ও ১৮ ধারায় "জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রার" এই কথার এরূপ অর্থ করিতে হইবে যেন এই আইনানুযায়ী কিম্বা যে সময়ে যে আইন প্রবল থাকে সেই আইনানুযায়ী জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রারকে বুঝায়।

বাঙ্গাল বা মান্দ্রাজ বা বোম্বাই ব্যাঙ্কের প্রতি এই আইন না বর্ত্তিবার কথা।

২৫৬ ধারা। ১৫২ ও ১৫৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন এই আইনের কোন কথা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক বা মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে বা বোম্বাই ব্যাঙ্কের প্রতি যে বর্ত্তে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

প্রথম তফসীল।

A চিহ্নিত টেবিল।

অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিধি।

অংশ।

(১) যদি অনেক ব্যক্তিকে একই অংশের একত্র অংশী স্বরূপ রেজিষ্টরী করা যায়, তবে সেই অংশ উপলক্ষে কোন ডিবিডেন্ট দেয় হইলে তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি রসীদ দিলে তাহা সফল হইবে।

(২) প্রত্যেক সভ্যকারী ৷৷০ আট আনা কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া তাহার ন্যূন যত নির্দ্ধার্য্য করেন তত দিলে পর কোম্পানির সাধারণ মোহরাঙ্কিত সংসিক্ত পত্র পাইতে পারিবেন। তিনি যত অংশের অংশী হন ও সেই বা সেই২ অংশের উপলক্ষে যত টাকা দিয়াছেন তাহা ঐ সংসিক্তপত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) যদি সেই সংসিক্ত পত্র জীর্ণ হয় বা হারাইয়া যায় তবে ৷৷০ আট আনা কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভায় ন্যূনতর যত নির্দ্ধার্য্য করেন তত দিলে নূতন সংসিক্ত পত্র পাইতে পারিবেন।

অংশের উপলক্ষে [illegible] দিতে [illegible] সেই দিনে [illegible] সেই দ্বিতীয়

(৪) সভ্য [illegible] অংশের [illegible] পর পূর্ণ অদত্ত থাকে সেই টাকার বিষয়ে ডাইরেক্টরেরা কিম্বা তাহা যে আদেশ করা বিহিত বোধ করেন [illegible] পারিবেন। কিন্তু টাকা দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক [illegible] ও যত একুশ দিন থাকিতে আদেশ করিতে হইবে এবং [illegible] সময়েং যে টাকা দিবার আদেশ হয় প্রত্যেক সভ্যকারী ডাইরেক্টরদের নিরূপিত ব্যক্তিদিগকে নিরূপিত সময়ে ও স্থানে ঐ টাকা দিতে দায়ী হইবেন।

(৫) ডাইরেক্টরেরা যে সময়ে সেই টাকা দেওনের আদেশ হইবার নির্দ্ধারণ করেন সেই সময়ে আদেশ হইয়াছে জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন অংশের উপলক্ষে যে টাকা দিবার আদেশ হয় যদি সেই টাকা দিবার নিরূপিত দিনে বা তৎপূর্ব্বে তাহা না দেওয়া যায়, তবে সেই অংশক্রমে যিনি যে সময়ের অংশী হন তিনি ঐ টাকা দিবার অবধারিত তারিখ অবধি তাহা না দেওন পর্য্যন্ত তাহার উপর বৎসর শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে সুদের দায়ী হইবেন।

(৭) কোন অংশীর অংশোপলক্ষে যে টাকা দিবার আদেশ হয় যদি তিনি তদতিরিক্ত আপনার অংশের জন্য দেয় অধিক কতক বা সমুদয় টাকা দিতে চাহেন, তবে ডাইরেক্টরেরা বিহিত বোধ করিলে তাহা লইতে পারিবেন; এবং সেই অগ্রিম টাকার উপর কিম্বা অংশোপলক্ষে যে টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে তদধিক যত টাকা সময়ে২ দেওয়া গিয়াছে তাহার উপর ঐ অগ্রিমদাতা ও ডাইরেক্টরেরা একবাক্য হইয়া যে হিসাব ধার্য্য করেন কোম্পানি তাঁহাকে সেই হিসাবে সুদ দিতে পারিবেন।

অংশের হস্তান্তর করণ।

(৮) কোন কোম্পানির অংশের হস্তান্তর করণপত্রে দাতা ও গৃহীতা উভয়ের স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং সেই অংশ সম্পর্কে গৃহীতার নাম যতকাল রেজিষ্টরী বহীতে না লেখা যায় ততকাল দাতা সেই অংশের অংশী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৯) কোম্পানির অংশ পশ্চাৎ লিখিত পাঠে হস্তান্তর করিতে হইবে—

অমুক স্থানবাসী আমি ক, খ, অমুক স্থানবাসী গ, ঘর স্থানে এত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি, এতদর্থে অমুক কোম্পানির বহীতে আমার নামে অমুক২ অঙ্ক যুক্ত যে বা যেং অংশ আছে তাহা উক্ত অমুককে এতদ্দ্বারা হস্তান্তর করিয়া দিলাম ও আমি এই পত্র সম্পাদন কালে যেং নিয়মানুসারে সেই অংশের অংশী ছিলাম উক্ত গ ঘ ও তাঁহার অছি ও ধনাধ্যক্ষ ও অংশেনীগণ সেই নিয়মে সেই অংশের অংশী হইবেন এবং উক্ত গ ঘ আমি সেই নিয়মানুসারে ঐ বা ঐং অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম। ইহার স্বাক্ষরস্বরূপ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমাদের স্বাক্ষর এই।

(১০) অংশী কোম্পানির নিকট ঋণী থা[illegible] কোম্পানি তাহার অংশের হস্তান্তর করণ [illegible] করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন। [illegible]

(১১) প্রতিবৎসর নিয়মিত সাধারণ [illegible] অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি চতুর্দ্দশ দিন [illegible] থাকিবে।

...ক্রমণ।

...ব্যক্তি বা ধনাধ্যক্ষগণ ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে তাহার অংশের স্বত্ববান করিবেন না।

১৪৭ ধারা।

(১৩) ...কোন অংশীর মৃত্যু বা দেউলিয়া হওন বা ... প্রযুক্ত বা সত্ত্বকারিণীর বিবাহ প্রযুক্ত ... ব্যক্তি অংশের স্বত্ববান হইলে কোম্পানি সময়ে ... প্রমাণের আজ্ঞা করেন তিনি সেই প্রমাণ উপস্থিত করিয়া সত্ত্বকারীস্বরূপ রেজিষ্টরী হইতে পারিবেন।

(১৪) কোন সত্ত্বকারীর মৃত্যু বা দেউলিয়া হওন বা যোত্রহীনতা প্রযুক্ত কিম্বা সত্ত্বকারিণীর বিবাহ প্রযুক্ত অন্য যে ব্যক্তি অংশের স্বত্ববান হন তিনি আপনাকে রেজিষ্টরী না করাইয়া স্বেচ্ছামতে অন্য ব্যক্তির নাম ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে ঐ অংশের গৃহীতাস্বরূপ রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন।

(১৫)। যে ব্যক্তি তদ্রূপে স্বত্ববান হন তিনি যাঁহাকে মনোনীত করেন তাঁহার নামে ঐ অংশের হস্তান্তর করণ পত্র সম্পাদন করিয়া আপনার মনোনীত করণ সপ্রমাণ করিবেন।

(১৬) ঐ হস্তান্তরকরণপত্র কোম্পানির নিকট উপস্থিত করা যাইবে এবং গ্রহীতার স্বত্বের প্রমাণার্থে ডাইরেক্টরেরা যে সাক্ষ্য চাহেন তাহাও ঐ পত্র সহিত দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে ঐ কোম্পানি ঐ গ্রহীতাকে সত্ত্বকারীস্বরূপ রেজিষ্টরী করিবেন।

অংশ দণ্ডের কথা।

(১৭) অংশের উপলক্ষে টাকা দিবার যে দিন নিরূপণ হইল যদি কোন সত্ত্বকারী সেই দিনে টাকা না দেন তবে ডাইরেক্টরেরা পশ্চাৎ কোন কালে সেই অংশের আদিষ্ট টাকা অদত্ত থাকন সময়ে তাঁহাকে সেই আদেশানুসারে টাকা ও তদুপরি সুদ দিবার পূর্ব্বে না দেওন প্রযুক্ত যে কোন খরচা বর্ত্তে তাহা দিবার আদেশ পত্র তাঁহার প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

(১৮) ঐ আদেশানুযায়ি টাকা ও তাহা না দেওয়া প্রযুক্ত তদুপরি যে সকল সুদ ও ব্যয় বর্ত্তে তাহা অন্য যে দিন কিম্বা যে দিনের পূর্ব্বে দিতে হইবে এমত দিন ঐ আদেশপত্রে নিরূপিত থাকিবে। আরো টাকা যে স্থানে দিতে হইবে তাহাও লেখা যাইবে। সেই স্থান কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় কিম্বা কোম্পানির অংশোপলক্ষে দেয় টাকা অন্য যে স্থানে দেওয়া গিয়া থাকে সেই স্থান হইবে। সেই আদেশপত্রে আরো এই কথা ব্যক্ত থাকিবে যে নিরূপিত স্থানে ও সময়ে কিম্বা তৎ পূর্ব্বে যদি টাকা না দেওয়া যায়, তবে যে ২ অংশের উপলক্ষে ঐ টাকার আদেশ হয় সেই২ অংশ দণ্ড হইবে।

(১৯) যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আদেশপত্রের আদেশানুসারে কার্য্য না হয়, তবে তৎপরে যে অংশ বিষয়ে আদেশপত্র হইয়া থাকে, ডাইরেক্টরেরা সেই অংশ ...বার নির্দ্ধারণ করিলে ঐ অংশ সম্পর্কীয় প্রাপ্য ... সুদ ও ব্যয় শোধ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে সেই ... দণ্ড হইতে পারিবে।

...রূপে যে অংশ দণ্ড হয় তাহা কোম্পানির প্রাপ্ত ... হবে এবং কোম্পানির সাধারণ সভা

(৩) ... লইয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ করে যে সকল ...।

বৃদ্ধি করিতে পারি...

(২১) কোন সত্ত্বকারীর অংশ দণ্ড হইলেও দণ্ড হওন কালে সেই অংশের উপর যত টাকা প্রাপ্য ছিল তজ্জন্য তিনি কোম্পানির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(২২) কোন অংশক্রমে টাকা দিবার আদেশ হইয়াছিল ও তদ্বিষয়ে সংবাদ দেওয়া গিয়াছিল এবং আদেশানুসারে টাকা দেওয়া যায় নাই ও ডাইরেক্টরেরা ঐ অংশ দণ্ড হওয়ার নির্দ্ধারণ করিলে ঐ অংশ দণ্ড হইয়াছে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ঐ মর্ম্মের ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা লিখনক্রমে হইলে তাহাই ঐ অংশের স্বত্ববান্ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ লিপিবদ্ধ বৃত্তান্তের প্রচুর প্রমাণ হইবে; এবং সেই প্রতিজ্ঞা ও কোম্পানির ঐ অংশের মূল্যের রসীদ সেই অংশে উপযুক্ত স্বত্ব জন্মাইবে ও ক্রেতাকে অধিকারিত্ব স্বত্বের সংসিতপত্র দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে তিনি সেই ক্রয়ের পূর্ব্বে ঐ অংশের উপর দেয় সকল টাকার দায় হইতে মুক্ত হইয়া ঐ অংশের অংশী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ক্রয়ের টাকা যেরূপে প্রয়োগ করা হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ করা আবশ্যক হইবে না এবং ঐ বিক্রয় সম্পর্কীয় কার্য্যে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইলেও সেই অংশ প্রতি তাঁহার স্বত্বের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপ্য করিবার কথা।

(২৩) সাধারণ সভায় কোম্পানি অনুমতি দান করিলে পর ডাইরেক্টরেরা দত্ত অংশের টাকা স্থাপ্য করিতে পারিবেন।

(২৪) যখন কোন অংশ লইয়া স্থাপ্য করা গিয়াছে তখন কোম্পানির মূলধনের কোন অংশ যে প্রকারেও যে বিধানমতে ও যে বিধানের অধীনে হস্তান্তর করা যাইতে পারে ঐ স্থাপ্য ধারীগণ তদনুসারে কিম্বা গতিক বিবেচনায় প্রায় তত্তুল্য নিয়মানুসারে ঐ স্থাপ্যগত আপন২ স্বার্থ কিম্বা স্বার্থের কোন অংশ হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(২৫) স্থাপ্যের অধিকারীরা ঐ স্থাপ্যেতে যে মূল্যের স্বার্থ প্রাপ্ত হন তদনুসারে কোম্পানির ডিবিডেণ্ডের ও লভ্যের অংশী হইতে পারিবেন; এবং ঐ স্থাপ্যের যে মূল্য হয় কোম্পানির মূলধনে ঐ স্থাপ্যাধিকারীরা সেই মূল্যের অংশ প্রাপ্ত হইলে, কোম্পানির সভাতে অভিমত জ্ঞাত করণ প্রভৃতি করিবার যে ক্ষমতা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন সেই স্থাপ্যের অধিকারী হওয়াতে তাঁহাদের সেই ক্ষমতা ও সুযোগ হইবে। কিন্তু স্থাপ্য না হইয়া অংশ থাকিলে যে ক্ষমতা কি সুযোগ হইতে পারিত না ঐ অংশানুযায়ী সঞ্চিত স্থাপ্য থাকা প্রযুক্ত, কোম্পানির ডিবিডেণ্ড ও লভ্যের ভাগী হওয়া ভিন্ন, তদ্রূপ অন্য ক্ষমতা কি সুযোগ হইবে না।

মূলধনের বৃদ্ধির কথা।

(২৬) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যে বিশেষ নির্দ্ধারণ করেন তদনুসারে ডাইরেক্টরেরা অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নূতন অংশ করণ দ্বারা কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যত টাকা নিরূপণ করেন ঐ মূলধন মোটে তত টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে ও তাঁহারা সেই টাকা যত অংশে বিভাগ করিতে আদেশ করেন তত অংশে বিভক্ত

হইবে। যদি তদ্রূপ কোন আদেশ না দেওয়া যায় তবে ডাইরেক্টরেরা যদ্রূপ বিহিত বোধ করেন তদ্রূপই হইবে।

(২৭) যে সভায় মূলধন বৃদ্ধি করিবার অনুমতি হয় সেই সভা যদি প্রকারান্তরের আদেশ না করেন, তবে অংশীরা বর্ত্তমান যত অংশধারী হন তাহার হারানুসারে সকল নূতন অংশ তাহাদের মধ্যে বিলি করিবার প্রস্তাব হইবে। প্রত্যেক জন সেই হারানুসারে যত অংশ পাইবার স্বত্ববান হন, সেই মর্ম্মের জ্ঞাপনপত্র তাহাকে লিখিয়া সেই প্রস্তাব করা যাইবে। আরো তাহাতে সময় নিরূপণ থাকিবে। সেই সময়ের মধ্যে তিনি ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন জ্ঞান হইবে। সেই সময় অতীত হইলে পর কিম্বা যে অংশীকে জ্ঞাপনপত্র দেওয়া যায় তিনি সেই প্রস্তাবিত অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন এই মর্ম্মের পত্র প্রাপ্ত হওয়া গেলে কোম্পানির যাহাতে অধিক মঙ্গল হয় ডাইরেক্টরেরা সেইরূপে তাহা বিক্রয়াদি করিবেন।

(২৮) যে মূলধন নূতন অংশ করণ দ্বারা বৃদ্ধি করা যায় তাহা আদিম মূলধনের অংশ জ্ঞান হইবে এবং তদুপরি দেয় টাকা দিবার আদেশ উপলক্ষে এবং সেই আদেশানুসারে টাকা না দেওয়া গেলে সেই২ অংশ দণ্ড হওন প্রভৃতির উপলক্ষে যে২ বিধান থাকে, আদিম মূলধনের অংশের ন্যায় ঐ নূতন অংশের প্রতি ঐ২ বিধান বর্ত্তিবে।

সাধারণ সভার বিধি।

(২৯) ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার পর ছয়মাস মাসের অনধিক যে সময় ও যে স্থান নিরূপণ করেন সেই সময়ে ও স্থানে প্রথম সাধারণ সভা হইবে।

(৩০) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া অন্য যে২ সময় ও স্থান নিরূপণ করেন তৎপশ্চাৎ সেই২ সময়ে ও স্থানে সাধারণ সভা হইবে। যদি অন্য সময় বা স্থান নির্দ্ধারিত না হয়, তবে ডাইরেক্টরেরা যে স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সোমবারে সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

(৩১) উক্ত সকল সাধারণ সভা নিয়মিত সভা নামে খ্যাত হইবে। অন্য সকল সাধারণ সভা অতিরিক্ত সভা নামে খ্যাত হইবে।

(৩২) ডাইরেক্টরেরা যখন উচিত বোধ করেন, অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। কিন্তু কোম্পানির সভ্যকারীদের পঞ্চমাংশের অন্যূন ব্যক্তিরা লিখনক্রমে আদেশ করিলে অবশ্য তদ্রূপ সভা আহ্বান করিবেন।

(৩৩) সভ্যকারীদের দ্বারা তদ্রূপ যে আদেশ করা যায় তাহাতে যে সভা আহ্বানের প্রস্তাব হয় সেই সভার অভিপ্রায় ব্যক্ত থাকিবে ও সেই আদেশপত্র কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে দেওয়া যাইবে।

(৩৪) সেই আদেশপত্র প্রাপ্ত হইলে ডাইরেক্টরেরা অযৌগে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি তাঁহারা সেই আদেশপত্রের তারিখ অবধি একুশ দিনের মধ্যে ঐ সভা আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত না হন তবে আদেশকারকেরা কিম্বা প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুল্য সংখ্যক অন্য কোন সভ্যকারীরা নিজে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভার কার্য্য [illegible] বিধি [illegible] পর

(৩৫) সাধারণ সভা করিবার পূর্ব্বে [illegible] না কিম্বা [illegible] দিন থাকিতে সভ্যকারীদিগকে উক্ত প্রকা[illegible] করিবার স্থানের ও দিনের ও ঘণ্টার সংবা[illegible] বিশেষ কর্ম্ম থাকিলে সেই কর্ম্মের সাধারণ ভাবের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিলে সেই নিয়ম মতে সংবাদ দেওয়া যাইবে। কিন্তু কোন জন সভ্যকারী ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই এই প্রযুক্ত কোন সাধারণ সভার কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

(৩৬) অতিরিক্ত সভায় যে সকল কার্য্য সম্পাদন হয় তাহা বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হইবে এবং নিয়মিত সভায় ও ডিবিডেণ্ডের অনুমতি দেওন ও ডাইরেক্টরদের হিসাব ও উদ্বর্ত্তপত্র ও নিয়মিত রিপোর্ট বিবেচনা করণ ভিন্ন যে সকল কার্য্য সম্পাদন হয় তাহা বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৩৭) সভা যে সময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন সেই সময়ে যত জনের উপস্থানে কর্ম্ম সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে তত জন উপস্থিত না থাকিলে ডিবিডেণ্ড নির্দ্ধার্য্য করণ-ভিন্ন সাধারণ সভায় কোন কার্য্য সম্পাদন হইবে না। যত জনের উপস্থানে কর্ম্ম সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে তাহা নিরূপণের নিয়ম এই:—যাঁহারা কোম্পানিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলে যদি দশ জনের অধিক না হন, তবে পাঁচ জনের উপস্থানে, যদি দশ জনের অধিক হন, তবে দশের ঊর্দ্ধ পঞ্চাশ পর্য্যন্ত পাঁচ২ জন প্রতি আর এক২ জন, ও পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ দশ২ জন প্রতি আর এক২ জন হইলে কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে; কিন্তু কোন স্থলে কর্ম্ম সম্পাদনার্থে বিশ জনের অধিকের উপস্থানের প্রয়োজন হইবে না, এই সীমা মান্য।

(৩৮) সভা করিবার নিরূপিত সময়ের পর এক ঘণ্টার মধ্যে যদি কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত না হন তবে সভ্যকারীদের আদেশমতে সভা হইলে সভা ভঙ্গ হইবে। গতিকান্তরে আগামী সপ্তাহের সেই দিনে সেই সময়ে সেই স্থানে পুনশ্চ সভা হইবে। যদি সেই সভাতে পুনশ্চ কর্ম্ম সম্পাদনের উপযুক্ত সংখ্যা উপস্থিত না থাকেন তবে অনিশ্চিত দিন পর্য্যন্ত সভা স্থগিত হইবে।

(৩৯) যদি ডাইরেক্টর সভার সভাপতি থাকেন তবে তিনি কোম্পানির সাধারণ সকল সভাতে সভাপতি স্বরূপে আধিপত্য করিবেন।

(৪০) যদি তদ্রূপ সভাপতি না থাকেন কিম্বা থাকিলেও যদি সভা করিবার নিরূপিত সময়ের পর পঞ্চদশ মিনিটের মধ্যে সভাতে উপস্থিত না হন, তবে উপস্থিত সভ্যকারীগণ আপনাদের মধ্যে এক জনকে সভাপতি হওনার্থে মনোনীত করিবেন।

(৪১) সভাপতি, সভ্যদের অনুমতিক্রমে সভার কার্য্য স্থগিত করিয়া তাহার দিনান্তর ও [illegible] নিরূপণ করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থগিত কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিল তদ্ভিন্ন কোন কার্য্য [illegible]রের সভাতে সম্পাদিত হইবে না।

[illegible] সভাতে যদি অন্যূন পাঁচ আ[illegible] কোন [illegible]র সপক্ষ ও বিপক্ষ লোক-[illegible] করিবার আদেশ না করেন, তবে কোন [illegible] হইয়াছে সভাপতির এই উক্তি এবং [illegible]বার [illegible]নের কর্ম্ম বহীতে সেই মর্ম্মের লিখিত কথা ঐ [illegible]র প্রচুর প্রমাণ হইবে। সেই নির্দ্ধারণের সপক্ষ [illegible]বিপক্ষ কত জন হইয়াছে ও কত অভিমত প্রকাশ [illegible]ইল ইহার প্রমাণ দেওয়ার আবশ্যকতা নাই।

(৪৩) যদি পাঁচ কি অধিক জন সম্ভূয়কারী কোন নির্দ্ধারণের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোকদের সংখ্যা গ্রহণ করিবার আদেশ করেন তবে সভাপতি যদ্রূপ আজ্ঞা করেন লোক সংখ্যা তদ্রূপে গৃহীত হইবে; এবং সাধারণ সভায় ঐ লোক সংখ্যা গ্রহণের ফল কোম্পানির নির্দ্ধারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে। সাধারণ সভায় যত জনের এক মত যদি তত জনের ভিন্ন মত হয় তবে সভাপতির মতের প্রাবল্য হইবে।

সম্ভূয়কারীদের অভিমতের কথা।

(৪৪) প্রত্যেক সম্ভূয়কারীর দশ অংশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অংশের উপর এক২ অভিমত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। দশ অংশের ঊর্দ্ধ এক শত অংশ পর্য্যন্ত পাঁচ২ অংশের উপর তাঁহার এক২ অভিমত এবং একশত অংশের ঊর্দ্ধ দশ২ অংশের উপর এক২ অভিমত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪৫) যদি কোন সম্ভূয়কারী ক্ষিপ্তমনা বা জড় হন তবে তাঁহার পক্ষে তাঁহার কমিটী বা আইন অনুযায়ী রক্ষক অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন। যদি সম্ভূয়কারী অপ্রাপ্তবয়স্ক হন তবে আপন অভিভাবক দ্বারা কিম্বা, একের অধিক অভিভাবক থাকিলে তাঁহাদের এক জন দ্বারা, অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(৪৬) যদি এক বা অধিক ব্যক্তিদের এক বা অধিক অংশের সাধারণ স্বত্ব থাকে, তবে সম্ভূয়কারীদের নামাবলীতে অংশীদের এক জন স্বরূপ তাঁহাদের যে ব্যক্তির নাম প্রথম থাকে তিনি সেই বা সেই অংশের উপলক্ষে অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন, অন্য কেহ নয়।

(৪৭) যে সম্ভূয়কারী স্বীয় অংশোপলক্ষে আদিষ্ট সমস্ত টাকা না দিয়াছেন তিনি সাধারণ কোন সভায় অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি হস্তান্তরক্রমে কোন অংশ প্রাপ্ত হন তবে কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার কালাবধি তিন মাস গত হইলে পর তিনি যে অংশের উপলক্ষে যে সভায় অভিমত জ্ঞাত করিতে ইচ্ছুক থাকেন সেই সভা হইবার সময়ের পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস সেই অংশের অংশী না [illegible] তিনি ঐ অংশ উপলক্ষে অভিমত জ্ঞাত করিতে [illegible] হইবেন না।

[illegible] অভিমত স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা জ্ঞাত [illegible] [illegible]রিবে।

[illegible]

[illegible]) [illegible] নিযুক্ত করিবার লেখ্য লিখিত হইয়া [illegible] সকল লেখ্য [illegible] স্বাক্ষরিত হইবে; যদি নিয়োগ [illegible] করিতে পারি[illegible] [illegible]হন তবে ঐ লেখ্য তাঁহাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত হইবে, এবং এক বা অধিক ব্যক্তি স্বাক্ষীস্বরূপ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। যে ব্যক্তি কোম্পানির সম্ভূয়কারী নহেন তিনি প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

(৫০) প্রতিনিধি নিযুক্ত করণার্থ লেখ্যে যে ব্যক্তির নাম ব্যক্ত হইয়াছে তিনি যে সভায় অভিমত জ্ঞাত করিতে ইচ্ছুক থাকেন সেই সভা হইবার সময়ের পূর্ব্বে অন্যূন বাহাত্তর ঘণ্টা থাকিতে সেই লেখ্য কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিনিধি নিযুক্ত করণার্থ লেখ্য সম্পাদন হইবার পর দ্বাদশ মাস গত হইলে তাহা বলবৎ হইবে না।

(৫১) প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার লেখ্যের পাঠ এই:—

অমুক কোম্পানি লিমিটেড।

অমুক লিমিটেড কোম্পানির সম্ভূয়কারী অমুক স্থান নিবাসী শ্রীঅমুক আমি এক বা এত অভিমত প্রকাশ করিতে স্বত্ববান্ হইয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ কোম্পানির নিয়মিত (কিম্বা, স্থল বিশেষে, অতিরিক্ত) যে সাধারণ সভা হইবে, সেই সভায় কিম্বা কার্য্য তৎকালে স্থগিত হইয়া যে দিনান্তর নিরূপণ হয় সেই দিনান্তরে (কিম্বা অমুক সালের মধ্যে) কোম্পানির যে কোন সভা হয় সেই সভায় আমার নিমিত্ত ও আমার পক্ষ হইয়া অভিমত জ্ঞাত করণার্থ এই পত্র দ্বারা অমুকস্থাননিবাসী শ্রীঅমুককে আমার প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছি, ইহার প্রমাণার্থে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম।

অমুকদিগের সাক্ষাতে উক্ত শ্রীঅমুক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

ডাইরেক্টরদিগের কথা।

(৫২) যাঁহারা সংস্থিতিপত্রে স্বাক্ষর করেন তাঁহারাই ডাইরেক্টরদের সংখ্যা ও প্রথম ডাইরেক্টরদের নাম নিরূপণ করিবেন।

(৫৩) ডাইরেক্টরদিগকে যতকাল নিযুক্ত করা না যায় ততকাল সংস্থিতিপত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করেন তাঁহারাই ডাইরেক্টর বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫৪) ডাইরেক্টরেরা ভবিষ্যতে যে পারিশ্রমিক পাইবেন এবং প্রথম সাধারণ সভা হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন তজ্জন্য যে পারিশ্রমিক পাইবেন তাহা কোম্পানির সাধারণ সভায় নির্দ্ধারিত হইবে।

ডাইরেক্টরদের ক্ষমতার কথা।

(৫৫) কোম্পানির কর্ম্ম ডাইরেক্টরদের দ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাঁহারা কোম্পানির সংস্থাপন ও রেজিষ্টরী করিবার সমস্ত ব্যয় শোধ করিবেন। এবং পূর্ব্ব লিখিত আইন বা এই নিয়মপত্র দ্বারা সাধারণ সভা না করিলে কোম্পানি যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন না তদ্ভিন্ন তাঁহারা কোম্পানির সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু এই নিয়মপত্রের সকল বিধি এবং পূর্ব্ব লিখিত আইনের বিধান এবং কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া উক্ত বিধির বা বিধানের

অসমঞ্জসের এমত যে বোধ করেন সেই বোধ অনুসারের মানিতে হইবে। পরন্তু কোম্পানি সাধারণ সভায় যে বিধি করেন সেই বিধির অবর্তমানে ডাইরেক্টরদের যে ক্রিয়া সিদ্ধ হইত সেই বিধি হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাদের কৃত সেই ক্রিয়া সেই বিধিক্রমে অসিদ্ধ হইবে না।

(৫৬) ডাইরেক্টরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির পদশূন্য হইলেও অবশিষ্ট ব্যক্তিরা কার্য্য করিতে পারিবেন।

ডাইরেক্টরদের অযোগ্যতার কথা।

(৫৭) ডাইরেক্টরের পদ নিম্নলিখিত স্থলে শূন্য হইবে :—

যদি তিনি কোম্পানির অধীন লভ্যজনক অন্য কোন পদ বা কর্ম্ম ধারণ করেন,

যদি দেউলিয়া বা যোত্রহীন হন,

যদি কোম্পানির সহিত কৃত কোন চুক্তির লভ্যে স্বার্থী বা অংশী হন।

কিন্তু উক্ত বিধির বর্জ্জনীয় স্থল এই২।—কোন ব্যক্তি যে কোম্পানির ডাইরেক্টর হন তিনি সেই কোম্পানির সহিত চুক্তিকারী বা তন্নিমিত্ত কর্ম্মকারী অন্য কোম্পানির সভ্যকারী হইলেও ডাইরেক্টরের পদচ্যুত হইবেন না। তথাপি তিনি সেই চুক্তি বা কর্ম্ম সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন না। যদি করেন, তাঁহার অভিমত অগ্রাহ্য হইবে।

ডাইরেক্টরদের পর্য্যায়ানুক্রমে পদ ত্যাগের কথা।

(৫৮) কোম্পানির রেজিষ্টরী হইলে পর প্রথম যে নিয়মিত সভা হইবে তাহাতে সমস্ত ডাইরেক্টর পদ ত্যাগ করিবেন, ও তৎপরে প্রতিবৎসর প্রথম যে নিয়মিত সভা হইবে তাহাতে তৎকালিক ডাইরেক্টরগণের তিন অংশের একাংশ ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। যদি তাঁহাদের সংখ্যা তিন দিয়া হরণ করা না যায় তবে তাহার সন্নিহিত সংখ্যা পদত্যাগী হইবেন।

(৫৯) কোম্পানির প্রথম নিয়মিত সভার পর প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে ডাইরেক্টরদের তৃতীয়াংশ বা সন্নিহিত সংখ্যার কোন২ ব্যক্তি পদত্যাগী হইবেন এই বিষয় যদি তাঁহারা সম্মতিক্রমে নিরূপণ করিতে না পারেন তবে গুটিকাপাত দ্বারা বিনীত হইবে। তৎপশ্চাৎ প্রতি বৎসর যে তৃতীয়াংশ কিম্বা তাহার সন্নিহিত সংখ্যার যে ব্যক্তিরা অধিক কাল পদস্থ আছেন তাঁহারা পদত্যাগী হইবেন।

(৬০) পদত্যাগী ডাইরেক্টরকে পুনশ্চ মনোনীত করা যাইতে পারিবে।

(৬১) যে সাধারণ সভায় ডাইরেক্টরে পদ ত্যাগ করেন সেই সভায় কো[illegible] ব্যক্তিদিগকে মনোনীত [illegible] করিবেন।

(৬২) যে সভায় ডাইরেক্টরদের মনোনীত করণ কর্ত্তব্য হয় সেই সভায় যদি পদত্যাগী ডাইরেক্টরদের পদ পূর্ণ না হয় তবে [illegible] সপ্তাহের সেই দিনে সেই সময়ে সেই স্থানে ঐ সভা হইবে, সেই দ্বিতীয় সভা করণ কালে যদি পদত্যাগী ডাইরেক্টরদের পদ পূর্ণ করা না হয় তবে পদত্যাগী ডাইরেক্টরেরা কিম্বা তাঁহাদের যত জনের পদ পূর্ণ না হয় তাঁহারা আগামী বৎসরের নিয়মিত সভার কালপর্য্যন্ত পদস্থ [illegible] ও যত কাল তাঁহাদের পদ পূর্ণ না হয় তত কাল [illegible] পর্য্যন্ত সময়ে২ তদ্রূপই হইবে।

(৬৩) কোম্পানি সময়ে২ সাধারণ সভাকালে ডাইরেক্টরদের সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন ও সেই বর্দ্ধিত বা হ্রাসকৃত সংখ্যা যে পর্য্যায়ক্রমে পদত্যাগী হইবেন তাহাও নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন।

(৬৪) ডাইরেক্টরদের সভার মধ্যে যদি কোন পদ অকস্মাৎ শূন্য হয় তবে ডাইরেক্টরেরা সেই পদ পূর্ণ করিতে পারিবেন। কিন্তু পদত্যাগ না করিলে ডাইরেক্টর যতদিন পদে থাকিতেন তদ্রূপ মনোনীত ব্যক্তি কেবল ততকাল পদস্থ থাকিবেন।

(৬৫) কোন ডাইরেক্টরের পদ ধারণের সময় অতীত না হইলেও কোম্পানি সাধারণ সভায় বিশেষ নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে অপসৃত করিতে পারিবেন এবং নিয়মিত নির্দ্ধারণক্রমে তাঁহার পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি যে ব্যক্তির পদে নিযুক্ত হন সেই ব্যক্তি অপসৃত না হইলে যত কাল পদস্থ থাকিতেন, তদ্রূপ নিযুক্ত ব্যক্তি ও ততকাল মাত্র পদ ধারণ করিবেন।

ডাইরেক্টরদের কর্ম্ম সম্পাদনের কথা।

(৬৬) ডাইরেক্টরেরা যে রূপ বিহিত বোধ করেন সেই রূপে কার্য্য সম্পাদনার্থে সমাবিষ্ট হইবেন ও সভার নিয়মানুসার নিরূপণ করিতে কিম্বা সভার প্রকারান্তরের নিয়ম করিতে পারিবেন, ও কার্য্যসম্পাদনার্থ যত জনের উপস্থান আবশ্যক তাহাও নির্ণয় করিতে পারিবেন। কোন সভায় বিবাদ উত্থিত হইলে তাহা অভিমতের আধিক্যক্রমে নির্ণীত হইবে। যদি সমান সংখ্যক ব্যক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ মত হয় তবে সভাপতির মতের প্রাবল্য হইবে। কোন ডাইরেক্টর যে কোন সময়ে ডাইরেক্টরদিগের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৬৭) ডাইরেক্টরেরা আপনাদের সভাপতি মনোনীত করিতে ও তিনি যতকাল তৎপদ ধারণ করিবেন তাহাও নিরূপণ করিতে পারিবেন। যদি তদ্রূপ কোন সভাপতি মনোনীত না হন কিম্বা সভা হইবার নিরূপিত সময়ে যদি সভাপতি উপস্থিত না হন, তবে উপস্থিত ডাইরেক্টরেরা আপনাদের একজনকে ঐ সভার অধিপতির পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৬৮) ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির অন্তর্গত যে বা যত সম্ভুয়কারীকে বিহিত বোধ করেন তাহাকে বা তাঁহাদিগকে কমিটী করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি আপনাদের কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। তদ্রূপ অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণ বিষয়ে ডাইরেক্টরেরা যেই বিধান অবধারণ করেন উক্ত স্থাপিত কমিটী তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

(৬৯) কমিটী আপনাদের সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন। যদি সভাপতি মনোনীত না হন কিম্বা তিনি যদি সভার নিরূপিত সময়ে উপস্থিত না থাকেন, তবে কমিটীর অন্তর্গত যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন তাঁহারা ঐ সভার সভাপতি হইবার নিমিত্ত আপনাদের একজনকে মনোনীত করিবেন।

(৭০) কমিটী যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি সভা করিতে এবং সভা করিবার দিনান্তর নিরূপণ করিতে পারিবেন। কোন সভায় যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে কমিটীর অন্তর্গত উপস্থিত ব্যক্তিদের অভিমতের আধিক্যক্রমে তাহা নিরূপিত হইবে। যদি সমান সংখ্যক লোকের পরস্পরাবিরুদ্ধ মত হয়, তবে সভাপতির মত প্রবল হইবে।

(৭১) ডাইরেক্টরদের কিম্বা ডাইরেক্টরস্বরূপে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির নিয়োগ কার্য্যে দোষ ছিল কিম্বা তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন জন অযোগ্য ইহা যদিও পশ্চাৎ প্রকাশ পায় তথাপি তাঁহাদের নিয়মমতরূপে নিযুক্ত হওয়ার ও ডাইরেক্টর পদের যোগ্য হওয়ার ন্যায় ঐ ডাইরেক্টরদের সভার কিম্বা ডাইরেক্টরদের কমিটীর কিম্বা ডাইরেক্টর স্বরূপে কর্ম্মকারী ঐ ব্যক্তির কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ ভাগ্যের কথা।

(৭২) সম্ভুয়কারীদের অংশানুসারে যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ ভাগ টাকা নিরূপণ হইবে তাহা ডাইরেক্টরেরা সাধারণ সভায় কোম্পানির অনুমতিক্রমে নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(৭৩) কোম্পানির ব্যবসায় হইতে যে লভ্য উৎপন্ন হয় কেবল তাহা হইতে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যাইবে।

(৭৪) ডাইরেক্টরেরা ডিবিডেণ্ড করিবার পরামর্শ দিবার পূর্ব্বে কোম্পানির লভ্য হইতে সম্ভাবিত ব্যয় পরিশোধার্থে কিম্বা বিভাজ্য টাকা সমান করণার্থে কিম্বা কোম্পানির ব্যবসায় কিম্বা তাহার কোন অংশ সংক্রান্ত কলকাদি সারাইবার কি রক্ষা করিবার জন্য যত টাকা বিহিত বোধ করেন তাহা সঞ্চিত ধন স্বরূপে নিরূপণ করিতে পারিবেন; ও যে টাকা তদ্রূপে সঞ্চিত পুঁজিস্বরূপ পৃথক করা যায় তাহা ডাইরেক্টরেরা যদ্রূপ প্রতিভূ মনোনীত করেন তৎক্রমে গচ্ছিত করিবেন।

(৭৫) যদি কোন সম্ভুয়কারীর স্থানে তাঁহার অংশের নিমিত্ত কি অন্য কারণে কোম্পানির কিছু প্রাপ্য হয় তবে ডাইরেক্টরেরা ঐ ডিবিডেণ্ড হইতে তাহা কর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেন।

(৭৬) যদি কোন ডিবিডেণ্ড নিরূপণ হয় তবে প্রত্যেক সম্ভুয়কারীকে পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার সংবাদ দেওয়া যাইবে। ডিবিডেণ্ড নিরূপণ হইলে পর যদি তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উপর দাওয়া না হয় তবে ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির লভ্যার্থে তাহা দণ্ড করিতে পারিবেন।

(৭৭) কোম্পানির নিকট কোন ডিবিডেণ্ডের উপর সুদ প্রাপ্য নয়।

হিসাব।

(৭৮) ডাইরেক্টরেরা এই২ বিষয়ের যথার্থ হিসাব রাখিবেন—

কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত দ্রব্যাদির।

কোম্পানির আয় ব্যয়ের ও যে বিষয়ে যত টাকা আয় ও যত টাকা ব্যয় হয় তাহার।

কোম্পানির প্রাপ্যের ও ঋণের।

খাতাবহী কোম্পানির রেজিষ্টরীকরা কার্য্যালয়ে রাখিতে হইবে, এবং কর্ম্ম চালাইবার কোন সময়ে সম্ভুয়কারীরা তাহা দেখিতে পারিবেন। কিন্তু কোম্পানির সাধারণ সভা করিয়া যদি খাতাবহী দৃষ্টির সময় ও নিয়ম সম্পর্কে যুক্ত সিদ্ধ নিষেধ অবধারণ করেন, তবে তাহা মান্য হইবে।

(৭৯) ডাইরেক্টরেরা প্রতিবৎসর অতি ন্যূন একবার সাধারণ সভাধিষ্ঠিত কোম্পানির সম্মুখে তৎপূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয়ের বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন ঐ সভার দিনের পূর্ব্ব তিন মাসের অধিক কাল পর্য্যন্ত ঐ হিসাব নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(৮০) উক্ত বর্ণনাপত্রে আয়ের মোট প্রকাশ হইবে যাহা হইতে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা সুবিধামতে পৃথক প্রকরণ ক্রমে লিখিতে হইবে। ব্যয়ের মোট ও প্রকাশ হইবে, তাহাতে কর্ম্মচারীগণের ও বেতনাদির নিমিত্ত যত টাকা ব্যয় হইল তাহা পৃথক লিখিতে হইবে। সভার সম্মুখে লভ্যের ও ক্ষতির যথার্থ নিষ্পত্তি অর্পণ করা যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৎসরের আয় হইতে ব্যয়ের যত টাকা ন্যায্যমতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে তাহা সমুদয় হিসাবে লিখিতে হইবে। কোন কার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা ব্যয় হইল তাহা যদি ন্যায্যমতে এক বৎসরের আয় হইতে কর্ত্তন হইতে পারে তবে সেই কার্য্যে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সমুদয় ব্যক্ত হইয়া যে কারণে তাহার একাংশ মাত্র বৎসরের আয় হইতে লওয়া যায় তাহাও লিখিতে হইবে।

(৮১) প্রতিবৎসর উদ্বর্ত্তপত্র প্রস্তুত হইয়া সাধারণ সভাগত কোম্পানির সম্মুখে অর্পিত হইবে। কোম্পানির যত সম্পত্তি ও দায় থাকে তাহা এই তফসীল সংযুক্ত পাঠাসারে কিম্বা যে পর্য্যন্ত সাধ্য সেই পর্য্যন্ত ঐ পাঠানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লিখিত হইবে।

(৮২) ঐ সভা হইবার সাত দিন পূর্ব্বে ঐ উদ্বর্ত্তপত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি এই আইনের নিম্ন ভাগে জ্ঞাপনপত্র অর্পণের যে নিয়ম আছে সেই নিয়মমতে প্রত্যেক জন সম্ভূয়কারীকে দেওয়া যাইবে।

আডিটের কথা।

(৮৩) বৎসরের ন্যূনকল্পে একবার কোম্পানির সকল হিসাবের পর্য্যালোচনা হইবে এবং এক বা অধিক জন আডিটর কর্ত্তৃক ঐ উদ্বর্ত্ত পত্রের শুদ্ধতা নির্ণয় হইবে।

(৮৪) ডাইরেক্টরেরা প্রথম আডিটরদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তৎপরে কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া আডিটরদিগকে নিযুক্ত করিবেন।

(৮৫) যদি কেবল একজন আডিটরকে নিযুক্ত করা যায়, তবে এই আইনেতে অনেক আডিটর বিষয়ে যে ২ বিধি আছে, সেই ২ এক জনের প্রতি সেই ২ বিধি বর্ত্তিবে।

(৮৬) কোম্পানির সম্ভূয়কারীরা আডিটর হইতে পারিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোম্পানির কোন বিষয় ব্যাপারে সম্ভূয়কারী ভিন্ন ভাবান্তরে সম্পর্কযুক্ত হন তিনি আডিটর হওনার্থে মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন। কোন ডাইরেক্টর কি কোম্পানির অন্য কর্ম্মচারী যত কাল উক্ত পদ ধারণ করেন ততকাল আডিটরস্বরূপ মনোনীত হইতে পারিবেন না।

(৮৭) কোম্পানি প্রতি বৎসরের নিয়মিত সভায় আডিটরদিগকে মনোনীত করিবেন।

(৮৮) প্রথম আডিটরেরা যত পারিশ্রমিক পাইবেন তাহা ডাইরেক্টরেরা নির্দ্ধার্য্য করিবেন। তৎপশ্চাৎ আডিটরদের পারিশ্রমিক কোম্পানি সাধারণ সভাতে নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

(৮৯) কোন আডিটর ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পর পুনশ্চ মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৯০) যদি কোম্পানির নিযুক্ত কোন আডিটরের পদ অকস্মাৎ শূন্য হয়, তবে ডাইরেক্টরেরা অগৌণে ঐ পদ পূরণার্থে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।

(৯১) যদি পূর্ব্বোক্তমতে আডিটরেরা মনোনীত না হন তবে কোম্পানির অন্যূন পাঁচ জন সম্ভূয়কারীর প্রার্থনাতে স্থানীয় গবর্নমেণ্ট প্রচলিত বৎসরের নিমিত্ত একজন আডিটর নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্ত কোম্পানির যত পারিশ্রমিক দিতে হইবে তাহাও নিরূপণ করিবেন।

(৯২) প্রত্যেক আডিটরকে উদ্বর্ত্তের প্রতিলিপি দিতে হইবে। হিসাবের ও তৎসম্পর্কীয় প্রমাণ পত্রের সহিত ঐ পত্রের পর্য্যালোচনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

(৯৩) কোম্পানি যে সকল বহী রাখেন তাহার নামাবলী প্রত্যেক আডিটরকে দেওয়া যাইবে, ও তিনি কোম্পানির সকল বহী ও খাতাবহী উপযুক্ত সকল সময়ে দেখিতে পাইবেন। আরো ঐ হিসাবের পর্য্যালোচনা কার্য্যে আপনার সাহায্যার্থে হিসাবীদিগকে কি অন্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কোম্পানি তাঁহাদের বেতন দিবেন, এবং তিনি সেই হিসাব সম্পর্কে ডাইরেক্টরদের কি কোম্পানির অন্য কোন কার্য্যকারকদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

(৯৪) আডিটরেরা সম্ভূয়কারিদের নিকটে ঐ উদ্বর্ত্তপত্র ও হিসাবের রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ উদ্বর্ত্তপত্রে আইনে যে ২ বর্ণনার আদেশ হইয়াছে তাহা তাহাতে আছে ও কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের অবস্থা সত্য ও যথার্থ ভাব যাহাতে দৃষ্ট হয় এমতে ঐ উদ্বর্ত্তপত্র উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কি না ও যদি তাঁহারা ডাইরেক্টরদের স্থানে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা কি সন্ধান চাহিয়া থাকেন, তবে ডাইরেক্টরেরা সেই ব্যাখ্যা কি সন্ধান দিয়াছেন কি না ও তাহা সন্তোষ জনক হইয়াছে কি না এই সকল কথাও তাঁহারা রিপোর্টে লিখিবেন। সেই রিপোর্ট ডাইরেক্টরদের রিপোর্ট সহিত নিয়মিত সভায় পাঠ করা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের কথা।

(৯৫) কোন সম্ভূয়কারীকে কোম্পানির জ্ঞাপনপত্র অর্পণ করিতে হইলে তাহা স্বয়ং তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে কিম্বা পত্রের শিরোনামায় তাঁহার নাম ও রেজিষ্টরী করা বাসস্থান লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া তাঁহার প্রতি অর্পণ হইবে।

(৯৬) সম্ভূয়কারীদের মধ্যে কয়েক জন একত্রে কোন অংশের স্বত্ববান হইলে, তাঁহাদিগকে যে সকল জ্ঞাপনপত্র দিবার আদেশ হয়, সম্ভূয়কারীদের রেজিষ্টরী বহিতে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহার নাম প্রথমে লেখা থাকে তাঁহাকেই ঐ জ্ঞাপনপত্র দেওয়া যাইবে এবং জ্ঞাপনপত্র তদ্রূপে দেওয়া গেলে ঐ অংশের সকল অংশীকে উপযুক্তমতে অর্পণ করা হইবে।

(৯৭) যদি জ্ঞাপনপত্র ডাকদ্বারা অর্পিত হয় তবে ডাকযোগে রীতিমতে প্রেরণ হইলে ঐ বিজ্ঞাপনযুক্ত পত্র যে সময়ে দেওয়া যায় সেই সময়ে ঐ জ্ঞাপনপত্র অর্পিত হইল জ্ঞান হইবে; এবং ঐ জ্ঞাপনপত্র যে খামে দেওয়া গিয়াছিল তাহার শিরোনামা উপযুক্তমতে লিখিত হইয়া ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ ঐ পত্র অর্পিত হইবার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

ফর্ম্।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত অমুক কোম্পানির উদ্বর্ত্তপত্র *।

মূলধন ও দায়।

		ইহার মধ্যে।	টাকা	আনা
১। মূলধন।	১	অংশের সংখ্যা		
	২	প্রতিঅংশের জন্য যত টাকা দত্ত হইয়াছে		
	৩	যদি অংশের কোন আদেশমত টাকা দিতে বাকী থাকে তবে সেই বাকীর ভাব ও বাকীদারদিগের নাম		
	৪	যে অংশের দণ্ড হইয়া থাকিবে তাহার বর্ণনা ...		
		ইহার মধ্যে		
২। কোম্পানির ঋণ ও দায়।	৫	বন্ধক কি ঋণশোধন প্রতিজ্ঞাপত্রক্রমে যত টাকা ঋণ দেওয়া যায় ...		
	৬	কোম্পানির দাতব্য ঋণ তাহা এইরূপে বিশেষ করিয়া লিখিতব্য ...		
		(ক) ঋণের নিমিত্ত প্রাপ্তিপত্র দেওয়া গিয়াছে ..		
		(খ) বাণিজ্য ঘটিত স্বাপ্য ও অন্য দ্রব্য হেতুক বণিক দিগের প্রাপ্য		
		(গ) ব্যবহার ঘটিত ব্যয়ার্থে ঋণ		
		(ঘ) ঋণ শোধন প্রতিজ্ঞাপত্র কি অন্য ঋণের উপর সুদ হেতুক ঋণ		
		(ঙ) অদায়ীক ডিবিডেণ্ড		
		(চ) উক্ত সকল দফায় যে ঋণ ধরা যায় নাই		
		ইহার মধ্যে		
৬। স্বতন্ত্র টাকা।		নৈমিত্তিক ব্যয় শোধ করিবার জন্য সঞ্চয়ের যে টাকা স্বতন্ত্র রাখা গিয়াছে		
		ইহার মধ্যে		
৭। লাভ ও ক্ষতি		ডিবিডেণ্ড প্রভৃতি দিবার জন্য যত টাকা উদ্বর্ত্ত আছে ...		
নৈমিত্তিক দায়।		কোম্পানির উপর যে দাওয়া ঋণ স্বরূপ স্বীকার হয় না ...		
		যে টাকার জন্য কোম্পানির নৈমিত্তিক দায়		

সম্পত্তি ও স্থিত।

		ইহার মধ্যে	টাকা	আনা
৩ কোম্পানির অধিকারগত সম্পত্তি।	৭	স্থাবর সম্পত্তি। বিশেষতঃ		
		(ক) নিষ্কর ভূমি		
		(খ) ,, বাটী		
		(গ) পাট্টাধীন বাটী		
	৮	অস্থাবর সম্পত্তি। বিশেষতঃ		
		(ঘ) বাণিজ্য ঘটিত স্বাপ্য		
		(ঙ) দ্রব্য সামগ্রী		
		ইহার মূল্য যখন লেখা যায় তখন ক্রমশঃ ঐ সামগ্রী ব্যবহার কাল যদি মূল্য ন্যূন হইয়া থাকে এই বিষয় স্বতন্ত্র টাকার ওদাত ও ক্ষতির হিসাবে যেমন লেখা যায় তেমন এইস্থলে লিখিতব্য ...		
		ইহার মধ্যে		
৪। কোম্পানির প্রাপ্য ঋণ।	৯	যে ঋণের টাকা পাইবার সম্ভাবনা ও যাহার বিল কি অন্য প্রতিভূপত্র কোম্পানির হস্তে থাকে।		
	১০	যে ঋণের টাকা পাইবার সম্ভাবনা বোধ হয় কিন্তু প্রতিভূপত্র নাই।		
	১১	যে ঋণের টাকা পাইবার সম্ভাবনা নাই ..		
		ডাইরেক্টরের কিম্বা কোম্পানির অন্য কার্য্যকারকের স্থানে যে প্রাপ্য হয় তাহা স্বতন্ত্র লিখিতে হইবে		
		ইহার মধ্যে		
৫। নগদ ও সঞ্চিত টাকা।	১২	টাকা যে রূপে সঞ্চিত হইয়াছে ও তাহার উপর যত সুদ ...		
	১৩	নগদ টাকা যে স্থানে রক্ষিত আছে ও তাহার উপর সুদ চলে কি না।		

* পূর্ব্ব লিখিত A টেবিলের ৮১ ও ৮২ প্রকরণ দেখ।

B চিহ্নিত টেবিল।

যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয়. জাইন্ট ষ্টাক্ কোম্পানির রেজিষ্ট্রারকে ঐ কোম্পানির যত ফী দিতে হইবে তাহার টেবিল।

টাকা।

যে কোম্পানির ব্যক্ত মূলধন ২০,০০০৲ টাকার অধিক না হয় তজ্জন্য ... ... ৪০৲

যে কোম্পানির ব্যক্ত মূলধন ২০,০০০ টাকার অধিক তজ্জন্য উক্ত ৪০ টাকা ও তদতিরিক্ত ব্যক্ত মূলধনের পরিমাণানুসারে নিম্নলিখিত ফী।

প্রথমোক্ত ২০,০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ ৫০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত, প্রত্যেক ১০,০০০৲ টাকার ব্যক্ত মূলধনের বা তাহার কোন অংশের উপর ... ২০৲

প্রথম ৫০,০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ ১০,০০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যক্ত মূলধনের প্রত্যেক ১০,০০০ টাকার বা তাহার কোন অংশের উপর ... ৫৲

প্রথম ১০,০০,০০০ টাকার ঊর্দ্ধ ব্যক্ত মূল ধনের প্রত্যেক ১০,০০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের উপর ... ... ১৲

কোম্পানি প্রথমে রেজিষ্টরী হইলে পর যদি মূল ধন বৃদ্ধি করা যায় তবে ঐ রেজিষ্টরী করণ কালে ঐ বর্দ্ধিত মূলধন প্রথম মূলধনের অংশ হইলে ১০,০০০৲ টাকার কি তাহার কোন অংশের উপর যত ফী লাগিত, ঐ বর্দ্ধিত মূলধন রেজিষ্টরী করিবার সেই ফী।

কিন্তু রেজিষ্টরী করণ সময়ে কি তৎপরে কোন কোম্পানির ব্যক্ত মূলধনের উপলক্ষে ১০০০৲ টাকার অধিক ফী দিতে হইবে না, এবং রেজিষ্টরী করিবার পরে যখন মূলধন বৃদ্ধি হওয়াতে ফী দিতে হয় তখন রেজিষ্টরী করণ কালে যাহা দেওয়া গিয়াছিল তাহাও ধরিতে হইবে।

এই আইনদ্বারা যে সকল কোম্পানি এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইলেও ফী দিন হইতে মুক্ত হয় তাহার বর্ত্তমান কোম্পানির জন্য নূতন কোম্পানির রেজিষ্টরী করণের তুল্য ফী লাগিবে।

এই আইনদ্বারা সংস্থিতিপত্র ভিন্ন যে সকল লেখা রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা কি অনুমতি হইয়াছে তাহার জন্য ... ... ৫৲

এই আইনক্রমে কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের দ্বারা যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি কি আজ্ঞা হয় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ... ৫৲

C চিহ্নিত টেবিল।

যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত না হয় জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানির রেজিষ্ট্রারকে ঐ কোম্পানির যত ফী দিতে হইবে তাহার পাঠ।

যে কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রানুসারে সভ্যকারীদের সংখ্যা ২০ জনের অধিক না হয় সেই কোম্পানির রেজিষ্টরী করণার্থে ... ৫০৲

যে কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রানুসারে সভ্যকারীদের সংখ্যা ২০ জনের অধিক কিন্তু ১০০ জনের অনধিক হয় সেই কোম্পানির রেজিষ্টরী করণার্থে ... ১০০৲

যে কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রানুসারে সভ্যকারীদের সংখ্যা ১০০ জনের অধিক কিন্তু সংখ্যার সীমা নাই এমত ব্যক্ত হয় না তাহার উক্ত একশত টাকা ফী এবং প্রথম ১০০ সভ্যকারীর ঊর্দ্ধ প্রতি ৫০ বা তাহার ন্যূন সংখ্যার সভ্যকারীর নিমিত্ত ৫ টাকা।

টাকা।

যে কোম্পানির সংস্থিতির নিয়মপত্রানুসারে সভ্যকারীদের সংখ্যা অসীমাবদ্ধ প্রকাশ হইয়াছে সেই কোম্পানির রেজিষ্টরী করণ নিমিত্ত ... ৪০০৲

ঐ কোম্পানির রেজিষ্টরী হইবার পর সভ্যকারিদের সংখ্যা বর্দ্ধন রেজিষ্টরী করিলে ঐ বর্দ্ধিত সংখ্যার ৫০ জন বা তাহার ন্যূন সংখ্যা প্রতি ... ... [illegible]

পরন্তু কোম্পানির রেজিষ্টরী করণার্থ প্রথম যে ফী দেওয়া যায় তাহা সভ্যকারীদের যে সংখ্যা হউক কোন এক কোম্পানির ৪০০৲ টাকার অধিক দিতে হইবে না।

এই আইন অনুসারে রেজিষ্টরী করণ উপলক্ষে যে কোম্পানি এই আইন দ্বারা ফী দান হইতে মুক্ত তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার জন্য নূতন কোম্পানি রেজিষ্টরী করিবার তুল্য ফী লওয়া যাইবে।

টাকা।

সংস্থিতিপত্র ভিন্ন যে সকল লেখা এই আইন ক্রমে রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা বা অনুমতি হইয়াছে তাহা রেজিষ্টরী করিবার ... [illegible]

এই আইনক্রমে কোম্পানির রেজিষ্ট্রারের দ্বারা যে কোন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা বা অনুমতি হইয়াছে তাহা লিপি বদ্ধ করিবার ... [illegible]

D চিহ্নিত পাঠ।

এই আইনের তৃতীয় খণ্ডে যে বর্ণনা পত্রের উল্লেখ হইয়াছে তাহা লিখিবার পাঠ।

* কোম্পানির মূলধন——অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশের মূল্য——টাকা।

যে সকল অংশ গৃহীত হইয়াছে তাহার সংখ্যা

অংশপ্রতি * টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে।

তদ্দ্বারা টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

জানুয়ারি (বা জুলাই) মাসের প্রথম দিবসে কোম্পানির দেনা এইরূপ,—

কোম্পানির স্থানে ভিন্ন ২ ব্যক্তিদের প্রাপ্য।

ডিক্রীক্রমে ... টাকা।

মোহরাঙ্কিত দলীল ক্রমে, ... টাকা।

প্রমিসরী নোট বা বিলক্রমে ... টাকা।

সামান্য চুক্তিক্রমে ... টাকা।

আনুমানিক দায় প্রভৃতিক্রমে ... টাকা।

ঐ দিবসে কোম্পানির স্থিত এই,—

গবর্ণমেণ্টের নিদর্শন পত্র (বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে)... টাকা।

বিল অব একসচেঞ্জ ও প্রমিসরী নোট ... টাকা।

ব্যাঙ্কে নগদ ... টাকা।

অন্য নিদর্শনপত্র ... টাকা।

* যদি কোম্পানির অংশে বিভক্ত মূলধন না থাকে তবে উক্ত বর্ণনাপত্রে মূলধন ও অংশ বিষয়ক কথা ত্যক্ত হইবে।

দ্বিতীয় তফসীল।

(৯২ ধারা দেখ)

A চিহ্নিত পাঠ।

অংশক্রমে সীমাবদ্ধ কোম্পানির সংস্কৃষ্টিপত্র।

১। কোম্পানির নাম অমুক কোম্পানি লিমিটেড।

২। কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় অমুক-স্থানে স্থাপিত হইবে।

৩। কোম্পানি সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায় এই এবং সেই অভিপ্রায় সফল করণ উপলক্ষে বা তজ্জন্য যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় তাহা সম্পাদন।

৪। সম্ভূয়কারিদের দায় সীমাবদ্ধ।

৫। কোম্পানির মূলধন টাকা অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশের মূল্য

সংস্কৃষ্টিপত্রের উক্ত নিয়মানুসারে আমরা কোম্পানি-স্বরূপ সম্বদ্ধ হইতে বাঞ্ছা করি। আমাদের নাম ও নিবাসাদি নিম্ন ভাগে লেখা যাইতেছে এবং আমাদের প্রত্যেক জনের নামের পার্শ্বে যত অংশ লেখা হইয়াছে কোম্পানির মূল ধনের তত অংশ লইতে চাহি।

স্বাক্ষরকারীগণের ও নিবাসী ও বর্ণনা।	প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী যত অংশ লইবেন।
১ ক খ অমুক স্থানবাসী।	
২ গ ঘ ”	
৩ চ ছ ”	
৪ জ ঝ ”	
৫ ট ঠ ”	
৬ ড ঢ ”	
৭ ত থ ”	
মোট যত অংশ লওয়া গেল।	

সাল তাং উক্ত স্বাক্ষরের সাক্ষী

শ্রী অমুক

সাকিন্

B চিহ্নিত পাঠ।

যে কোম্পানির দায় প্রতিভাব ক্রমে সীমাবদ্ধ ও যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত নয় তাহার সংস্কৃষ্টিপত্র ও সংস্কৃষ্টির নিয়ম।

সংস্কৃষ্টিপত্র।

১। ঐ কোম্পানির নাম এই, " মুচুয়াল কলিকাতা অ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড "।

২। কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় কলিকাতায় হইবে।

৩। কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায় এই ২, " কোম্পানির সম্ভূয়কারীর জাহাজের পরস্পর বিমাকরণ এবং সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণ সম্পর্কে কি সিদ্ধ করণার্থে অন্য যে সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য হয় তাহা করণ। "

৪। প্রত্যেক সম্ভূয়কারী এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে তিনি যত কাল সম্ভূয়কারীপদে থাকেন তত কালের কিম্বা তৎপরে এক বৎসরের মধ্যে যদি কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিতে হয় তবে তাঁহার সম্ভূয়কারিত্ব পদ রহিত হইবার পূর্ব্বে কোম্পানির যে সকল ঋণ ও দায় ছিল তৎপরিশোধার্থে এবং ঐ কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করিবার খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় পরিশোধার্থ ও ঋণ দাতাদের পরস্পর স্বত্বের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত একশত টাকার অনধিক যত টাকা দিবার আদেশ তাঁহার প্রতি হয় তিনি কোম্পানির স্থিত বর্দ্ধনার্থ তত টাকা দিবেন।

সংস্কৃষ্টিপত্রের উক্ত নিয়মানুসারে আমরা কোম্পানি-স্বরূপ সম্বদ্ধ হইতে বাঞ্ছা করি। আমাদের নাম ও নিবাসাদি নিম্ন ভাগে লেখা যাইতেছে।

স্বাক্ষর কারীদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি।

১। শ্রী ক খ ... সাং
২। শ্রী গ ঘ ... সাং
৩। শ্রী চ ছ ... সাং
৪। শ্রী জ ঝ ... সাং
৫। শ্রী ট ঠ ... সাং
৬। শ্রী ড ঢ ... সাং
৭। শ্রী ত থ ... সাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

শ্রী দ ধ। সাং

পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃষ্টিপত্র সহিত সংস্কৃষ্টির নিয়ম পত্র এই;।

(১) রেজিষ্টরী হইবার জন্য কোম্পানির ৫০০ সম্ভূয়কারী ব্যক্ত হইয়াছে।

(২) সংস্কৃষ্টির কর্ম্ম হেতুক প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিত ডাইরেক্টরেরা সম্ভূয়কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি রেজিষ্টরী করিবেন।

সম্ভূয়কারী শব্দের অর্থ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিধিমতে কোন জাহাজ বা তাহার কোন অংশের বিমাপত্র করেন তিনি কোম্পানির সম্ভূয়কারী হইতে সম্মত হইয়াছেন জ্ঞান হইবে।

সাধারণ সভার কথা।

(৪) কোম্পানি সমবায়িত হইলে তিন মাসের অনধিক কালগতে ডাইরেক্টরেরা যে স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে প্রথম সাধারণ সভা হইবে।

(৫) কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া যে স্থান ও সময় নির্দ্ধার্য্য করেন তৎপশ্চাৎ সেই সময়ে ও স্থানে অন্য সাধারণ সভা হইবে। যদি অন্য সময় বা স্থান অবধারিত না হয় তবে ডাইরেক্টরেরা যে স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে প্রতিবৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সোমবারে সাধারণ সভা হইবে।

(৬) পূর্ব্বোক্ত সাধারণ সভা নিয়মিত সভা নামে খ্যাত হইবে। অন্য যে সাধারণ সভা হয় তাহা অতিরিক্ত সভা নামে খ্যাত হইবে।

(৭) ডাইরেক্টরেরা যে সময়ে উচিত বোধ করেন সেই সময়ে তাঁহারা অতিরিক্ত সাধারণ সভা করিতে পারিবেন এবং পাঁচ বা অধিক জন সম্ভূয়কারী লিখনক্রমে আদেশ করিলে তাঁহারা অবশ্য ২ ঐ রূপ সভা করিবেন।

(৮) যদি সম্ভূয়কারীরা আদেশ করেন তবে যে অভিপ্রায়ে সভা করিবার প্রস্তাব হয় সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাঁহারা সেই আদেশপত্র কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে রাখিবেন।

(৯) ডাইরেক্টরেরা সেই আদেশপত্র পাইলে পত্র যোগে সাধারণ সভা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি

আদেশ পত্রের তারিখ অবধি একুশ দিনের মধ্যে তাঁহারা সভা করিতে প্রবৃত্ত না হন তবে আদেশপত্র লেখকেরা বা অন্য পাঁচ জন সম্বন্ধকারী স্বয়ং সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভার কার্য্যবিধান।

(১০) সাধারণ সভা করিবার পূর্ব্বে অন্যূন সাত দিন থাকিতে সম্বন্ধকারী দিগকে উক্ত প্রকার সভা করিবার স্থানের ও দিনের ও ঘন্টার সম্বাদ এবং যদি বিশেষ কর্ম্ম থাকে তবে সেই কার্য্যের সাধারণ ভাবের সংবাদ নিম্নলিখিত প্রকারে কিম্বা কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া অন্য যে নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করেন সেই নিয়মানুসারে দেওয়া যাইবে। কিন্তু কোন সম্বন্ধকারী সেই সম্বাদ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া কোন সাধারণ সভাকৃত কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

(১১) অতিরিক্ত সভায় যে সকল কার্য্য সম্পাদন হয় তাহা বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হইবে। নিয়মিত সভায়ও হিসাব ও উদ্বর্ত্তপত্র ও ডাইরেক্টরদের নিয়মিত রিপোর্ট ভিন্ন যে কার্য্য করা যায় তাহাও বিশেষ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(১২) যতজন সভাগত হইলে কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা বর্ত্তে কার্য্যের প্রারম্ভে ততজন উপস্থিত না হইলে কোন সভায় ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ ভাজ্য টাকা নিরূপণ ভিন্ন কোন কার্য্য সম্পাদন হইবে না। যত জনের উপস্থানে কার্য্য সম্পাদন হইতে পারিবে তাহা নির্ণয়ের বিধি এই, সভাকরণ সময়ে যদি কোম্পানির দশ জনের অধিক সম্বন্ধকারী না থাকেন তবে পাঁচজন, যদি দশ জনের অধিক থাকেন তবে তদূর্দ্ধ পঞ্চাশ পর্য্যন্ত পাঁচ২ জন প্রতি এক২ জন ও পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ দশ জন প্রতি একজন উপস্থিত হইলে কার্য্যসাধন হইতে পারিবে। কিন্তু কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য কোন স্থলে ত্রিশ জনের অধিক উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হইবে না।

(১৩) যত জনের উপস্থানে কার্য্যসাধন হইতে পারে যদি সভা করিবার নিরূপিত সময়াবধি এক ঘন্টার মধ্যে ততজন উপস্থিত না হন তবে সম্বন্ধকারীদের আদেশমতে সভা হইলে সেই সভা ভঙ্গ হইবে। অন্যস্থলে আগামী সপ্তাহের সেই দিনে সেই সময়ে সেই স্থানে পুনশ্চ সভা হইবে। সেই অন্য দিনেও যদি কার্য্য সাধনের উপযুক্ত সংখ্যার লোক উপস্থিত না হন তবে অনির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত সভা স্থগিত থাকিবে।

(১৪) ডাইরেক্টরদের সভাপতি থাকিলে তিনি কোম্পানির প্রত্যেক সাধারণ সভায় আধিপত্য করিবেন।

(১৫) যদি সভাপতি না থাকেন কিম্বা থাকিলেও সভা করণ কালে তিনি উপস্থিত না হন, তবে যে সম্বন্ধকারীগণ উপস্থিত থাকেন তাঁহারা সভায় আধিপত্য করণার্থ আপনাদের একজনকে মনোনীত করিবেন।

(১৬) সভাপতি সভাগত ব্যক্তিদের অনুমতি লইয়া সভার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া তৎসম্পাদনের অন্য সময় ও স্থান নিরূপণ করিতে পারিবেন। কিন্তু পূর্ব্ব সভায় যে কার্য্য স্থগিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন উক্ত দিনান্তরে নিরূপিত সভায় অন্য কার্য্য সম্পাদন হইবে না।

(১৭) কোন সাধারণ সভায় যদি অন্যূন পাঁচজন সম্বন্ধকারী কার্য্যের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোক সংখ্যা করিবার আদেশ না করেন তবে কোন নির্দ্ধারণ গ্রাহ্য হইয়াছে সভাপতির এই উক্তি এবং কোম্পানির কর্ম্মবহীতে সেই মর্ম্মের লিখিত কথা ঐ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ হইবে; সেই নির্দ্ধারণের সপক্ষ ও বিপক্ষ কত জন হইয়াছে ও কত অভিমত প্রকাশ হইয়াছে ইহার প্রমাণ লইবার প্রয়োজন নাই।

(১৮) যদি পাঁচ বা অধিক জন সম্বন্ধকারী কোন নির্দ্ধারণের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোকদের সংখ্যা গ্রহণ করিবার আদেশ করেন তবে সভাপতি যদ্রূপে আজ্ঞা করেন লোক সংখ্যা ও তদ্রূপে গৃহীত হইবে এবং সাধারণ সভায় ঐ লোক সংখ্যা গ্রহণের ফল কোম্পানির নির্দ্ধারণ জ্ঞান হইবে।

সম্বন্ধকারীদের অভিমতের কথা।

(১৯) প্রত্যেক সম্বন্ধকারির একই অভিমত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে, অধিক নয়।

(২০) যদি কোন সম্বন্ধকারী ক্ষিপ্ত কি জড় হন, আপন কমিটী কি আইনমতে নিযুক্ত অন্য রক্ষকের দ্বারা অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন, যদি কোন সম্বন্ধকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন, তবে স্বীয় অভিভাবক দ্বারা কিম্বা দুই কি অধিক অভিভাবক থাকিলে কোন এক জনের দ্বারা অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(২১) সম্বন্ধকারীর নিকটে কোম্পানির প্রাপ্য সমস্ত টাকা শোধ না হইলে তিনি কোন সভাতে অভিমত জ্ঞাত করিতে পারিবেন না।

(২২) অভিমত স্বয়ং কি প্রতিনিধির দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতে পারিবে। প্রতিনিধিকে নিযুক্ত করিবার লেখ্য লিখিত হইয়া নিয়োগকর্ত্তার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে। যদি নিয়োগ কর্ত্তৃগণ সমবায়িত লোক হন তবে তাঁহাদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত হইবে।

(২৩) যে ব্যক্তি কোম্পানির সম্বন্ধকারী না হন তিনি প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। প্রতিনিধিকে নিযুক্ত করণার্থ লেখ্যেতে যে ব্যক্তির নাম ব্যক্ত হইয়াছে তিনি যে সভাতে অভিমত জ্ঞাত করিতে উন্মুক আছেন, সেই সভা হইবার পূর্ব্বে অন্যূন ৪৮ ঘন্টা থাকিতে সেই লেখ্য কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয়ে অর্পিত হইবে।

(২৪) প্রতিনিধি নিযুক্ত করণার্থ লেখ্য এই পাঠে লিখিতে হইবে।

অমুক কোম্পানি লিমিটেড।

দায়ের সীমাবদ্ধ—অমুক কোম্পানির সম্বন্ধকারি অমুক স্থানবাসী আমি শ্রীঅমুক এই পত্র দ্বারা অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুককে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কোম্পানির (নিয়মিত কি স্থল বিশেষে অতিরিক্ত) যে সাধারণ সভা হইবে, কিম্বা সেই দিন স্থগিত হইয়া আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা অমুক সালের মধ্যে কোম্পানির অন্য যে সভা হইবে, তাহাতে তিনি আমার নিমিত্তে ও আমার পক্ষ হইয়া মত জ্ঞাত করিতে পারিবেন।

ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ আমার এই স্বাক্ষর। এই স্বাক্ষর অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে করা গেল।

উক্ত শ্রীঅমুক নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষাতে স্বাক্ষর করিলেন।

ডাইরেক্টর গণের কথা।

(২৫) যত জন ডাইরেক্টর হইবেন ও কে২ হইবেন এই কথা সংস্থিতিপত্রের স্বাক্ষরকারীগণ নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

(২৬) ডাইরেক্টরগণের নিযুক্ত না হওন পর্য্যন্ত সংস্থিতিপত্রের স্বাক্ষরকারিগণ ডাইরেক্টর বলিয়া গণ্য হইবেন।

ডাইরেক্টর দিগের ক্ষমতার কথা।

(২৭) ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন এবং এই আইনে কোম্পানির সাধারণ সভায় যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার আদেশ হইয়াছে তদ্ভিন্ন তাঁহারা কোম্পানির সকল ক্ষমতা মতে কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি ডাইরেক্টরেরা কোন কর্ম্ম করেন পশ্চাৎও কোম্পানি সাধারণ সভা করিয়া কোন বিধি করেন তবে সেই বিধি না হইলে ঐ কর্ম্ম যাদৃশ সিদ্ধ হইত তাদৃশ সিদ্ধ হইবে।

ডাইরেক্টরদিগকে মনোনীত করণের কথা।

(২৮) কোম্পানি সাধারণ সভাকরিয়া বৎসরে২ ডাইরেক্টরদিগকে মনোনীত করিবেন।

কোম্পানির কর্ম্মের কথা।

বিধানপত্র সম্বন্ধীয় কার্য্য যে নিয়মমতে করা যাইবে তাহার বিধি এই স্থলে লিখিতে হইবে।

হিসাবের কথা।

(২৯) পাঁচ জন সত্ত্বস্বকারী কমিটী হইয়া কোম্পানির হিসাবের পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা আডিট কমিটী নামে খ্যাত হইবেন।

(৩০) ডাইরেক্টরেরা সত্ত্বস্বকারীদের মধ্য হইতে প্রথম আডিট কমিটী মনোনীত করিবেন।

(৩১) তৎপশ্চাৎ যাঁহারা আডিট কমিটী হইবেন তাঁহাদিগকে সত্ত্বস্বকারীগণ নিয়মিত সাধারণ সভায় মনোনীত করিবেন।

(৩২) আডিট কমিটীকে উদ্বর্ত্তপত্র দেওয়া যাইবে ও তাঁহারা তৎসম্পর্কীয় হিসাব ও প্রমাণপত্র সহিত ঐ উদ্বর্ত্ত পত্রের পর্য্যালোচনা করিবেন।

(৩৩) কোম্পানির যে সকল বহী রাখেন তাহার মাসাবধি আডিট কমিটীকে দেওয়া যাইবে এবং তাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ কোন সময়ে কোম্পানির বহী ও খাতা দেখিতে পাইবেন।

আরও সেই হিসাবের অনুসন্ধান কার্য্য তাঁহারা আপনাদের সাহায্য করণার্থে কোম্পানির অর্থ ব্যয়ে হিসাবী দিগকে কি অন্য ব্যক্তি দিগকে নিযুক্ত করিতে এবং সেই হিসাব সম্পর্কে ডাইরেক্টরদের কি কোম্পানির অন্য কর্ম্মকারকের পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

(৩৪) আডিট কমিটী সত্ত্বস্বকারীদের নিকটে এই উদ্বর্ত্ত পত্র ও হিসাবের রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ উদ্বর্ত্ত পত্র তাঁহাদের বিবেচনায় সম্পূর্ণ ও যথার্থ উদ্বর্ত্তপত্র ও এই আইনে যেং বর্ণনার আদেশ হইয়াছে তাহা তাহাতে আছে, ও কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের অবস্থার সত্য ও যথার্থ ভাব যাহাতে দৃষ্ট হয় এমতে ঐ উদ্বর্ত্তপত্র উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কিনা ও যদি তাঁহারা ডাইরেক্টরদিগের স্থানে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা কি সন্ধান চাহিয়া থাকেন তবে ডাইরেক্টরেরা সেই ব্যাখ্যা কি সন্ধান দিয়াছেন কিনা ও তাহা সন্তোষজনক হইয়াছে কিনা এই সকল কথাও তাঁহারা রিপোর্টে লিখিবেন সেই রিপোর্ট ডাইরেক্টরদের রিপোর্ট সহিত নিয়মিত সভায় পাঠ করা হইবে।

বিজ্ঞাপনের কথা।

(৩৫) কোন সত্ত্বস্বকারির প্রতি কোম্পানির জ্ঞাপনপত্র অর্পণ করিতে হইলে তাহা স্বয়ং তাঁহাকেই দিয়া কিম্বা পত্রের শিরোনামায় তাহার নাম ও রেজিষ্টরী করা বাসস্থান লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া তাঁহার প্রতি অর্পণ করিবেন।

(৩৬) যদি জ্ঞাপনপত্র ডাক দ্বারা অর্পিত হয় তবে ডাকের পত্র রীতিমতে দেওনকালে ঐ বিজ্ঞাপন সূচক পত্র যে সময়ে দেওয়া যায় ঐ জ্ঞাপনপত্র সেই সময়ে অর্পিত হইল জ্ঞান হইবে। এবং ঐ জ্ঞাপনপত্র যে নামে দেওয়া গিয়াছিল তাহার শিরোনামা উপযুক্ত মতে লিখিত হইয়া ডাকে দেওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ এই পত্র অর্পিত হইবার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে।

কর্ম্মবন্ধ করণের কথা।

(৩৭) ১৮৬৬ সালের ভারতবর্ষীয় কোম্পানির আক্টমেতে অতিরিক্ত নির্দ্ধারণ শব্দের যে অর্থ করা গিয়াছে সেই অর্থানুসারে কোম্পানি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় কর্ম্ম বন্ধ করণের নির্দ্ধারণ করিলে কোম্পানি স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যাইবে।

স্বাক্ষরকারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসাদি।

১।	ক	খ	সাং	বণিক।
২।	গ.	ঘ	সাং	ঐ
৩।	চ	ছ	সাং	ঐ
৪।	জ	ঝ	সাং	ঐ
৫।	ট	ঠ	সাং	ঐ
৬।	ড	ঢ	সাং	ঐ
৭।	ত	থ	সাং	ঐ

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী।

দ, ধ সাং।

C চিহ্নিত পাঠ।

প্রাতিভাব্যক্রমে দায়ের সীমাবদ্ধ যে কোম্পানির মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হয় তাহার সংস্থিতিপত্র ও সংস্থিতির নিয়ম পত্র।

সংস্থিতিপত্র।

১। কোম্পানির নাম এই, "অমুক হোটেল কোম্পানি লিমিটেড"।

২। কোম্পানির রেজিষ্টরী কার্য্যালয় অমুক স্থানে হইবে।

৩। কোম্পানি সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায় এই২।

"পথিকদের বিশ্রামার্থে পান্থশালা করণ এবং জল ও স্থল পথে তাহাদের গমনোপায় করণ দ্বারা অমুকদেশে পথিকদিগের গমনাগমনের সুবিধা করণ ও সেই অভিপ্রায়ের সাধন সম্পর্কে ও তদর্থে যে সকল কার্য্য আবশ্যক হয় তৎসম্পাদন"

৪। প্রত্যেক সত্ত্বস্বকারী এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, আমি যত কাল সত্ত্বস্বকারী পদে থাকি তত কালের কিম্বা তৎপরে এক বৎসরের মধ্যে যদি কোম্পানির কর্ম্মবন্ধ করিতে হয় তবে আমার সত্ত্বস্বকারীত্ব পদ যাওনের পূর্ব্বে কোম্পানি যে সকল ঋণ ও দায়গ্রস্ত ছিল তাহা পরিশোধার্থে ও কর্ম্ম বন্ধ করিবার খরচ ও পারিশ্রমিক ও ব্যয় পরিশোধ এবং ঋণদাতাদের পরস্পর স্বত্বের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত দুইশত টাকার অনধিক যত টাকা আমাকে দিবার আদেশ হয় আমি কোম্পানির স্থিতি বর্দ্ধনার্থে তত টাকা দিব।

সংস্কৃষ্টিপত্রের নিয়মানুসারে আমরা কোম্পানিস্বরূপ সম্বদ্ধ হইতে বাঞ্ছা করি। আমাদের নাম ও নিবাসাদি নিম্ন ভাগে লেখা যাইতেছে।

স্বাক্ষরকারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি

১। শ্রী ক খ সাং
২। শ্রী গ ঘ সাং
৩। শ্রী চ ছ সাং
৪। শ্রী জ ঝ সাং
৫। শ্রী ট ঠ সাং
৬। শ্রী ড ঢ সাং
৭। শ্রী ত থ সাং

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের স্বাক্ষী

শ্রী দ ধ। সাং

পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃষ্টিপত্র সহিত সংস্কৃষ্টির যে নিয়মপত্র দিতে হইবে তাহা।

১। কোম্পানির মূল ধন পাঁচ লক্ষ টাকা, তাহা এক শত টাকা করিয়া পাঁচ সহস্র অংশে বিভক্ত।

(২) ডাইরেক্টরেরা সাধারণ সভাগত কোম্পানির অনুমতিক্রমে অংশের সংখ্যা ন্যূন করিতে পারিবেন।

(৩) ডাইরেক্টরেরা সাধারণ সভাগত কোম্পানির অনুমতিক্রমে কোম্পানির কোন অংশ রহিত করিতে পারিবেন।

৪। A চিহ্নিত টেবিলের সকল নিয়ম এই নিয়মে সংযুক্ত হইয়া কোম্প্যানির প্রতি বর্ত্তে এমত জ্ঞান হইবে।

আমরা আপনাদের নাম নিবাসাদি নিম্নে স্বাক্ষর করিলাম ও আমাদের নামের পার্শ্বে যত অংশ লেখা হইয়াছে আমরা কোম্পানির মূলধনের তত অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছি।

স্বাক্ষরকারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি	স্বাক্ষরকারি প্রত্যেক জন যত অংশ লইয়াছেন।
১ ক খ সাং	
২ গ ঘ ,,	
৩ চ ছ ,,	
৪ জ ঝ ,,	
৫ ট ঠ ,,	
৬ ড ঢ ,,	
৭ ত থ ,,	

মোট যত অংশ লওয়া যায়।

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

দ ধ সাং

যে কোম্পানির দায় সীমা. বদ্ধ নয় ও যাহার মূলধন অংশাংশে বিভক্ত হইয়াছে তাহার সংস্কৃষ্টিপত্র ও সংস্কৃষ্টির নিয়মপত্র।

সংস্কৃষ্টিপত্র এই।

১। কোম্পানির নাম পেটেণ্ট কোম্পানি।

২। কোম্পানির রেজিষ্টরী করা কার্য্যালয় অমুক স্থানে হইবে।

৩। অমুক স্থানবাসী শ্রী দ ধ একক অমুক শিল্প-কর্ম্ম করিবার কলের পেটেণ্ট লইয়াছেন; সেই পেটেণ্ট নিয়মানুসারে ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করা এই কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায়।

নিম্নে স্বাক্ষরকারী আমরা এই সংস্কৃষ্ট পত্রানুসারে কোম্পানি হইতে চাহিতেছি

স্বাক্ষর কারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি।

১। ক খ সাং
২। গ ঘ ,,
৩। চ ছ ,,
৪। জ ঝ ,,
৫। ট ঠ ,,
৬। ড ঢ ,,
৭। ত থ ,,

সাল তারিখ

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

শ্রী প ফ সাং

পূর্ব্বোক্ত সংসৃষ্টিপত্র সহিত সংস্কৃষ্টির যে নিয়মপত্র দিতে হইবে তাহা ও কোম্পানির মূলধন।

কোম্পানির মূলধন ২০,০০০৲ টাকা। তাহা এক সহস্র টাকার বিশ অংশে বিভক্ত হইয়াছে।

A টেবিল বর্জ্জিবার কথা।

A চিহ্নিত টেবিলের সকল নিয়ম এই নিয়মে সংযুক্ত হইয়া কোম্পানির প্রতি বর্ত্তে এমত জ্ঞান হইবে।

নিম্ন লিখিত আমরা আপনং নামের পার্শ্বে যত অংশ লিখিয়াছি কোম্পানির মূলধনের তত অংশ লইতে সম্মত হইয়া নিম্নভাগে আপনাদের নাম ও নিবাসাদি স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর কারিদের নাম ও নিবাস ও ব্যবসায়াদি।	স্বাক্ষরকারিরা যত অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।
১ ক খ সাং	
২ গ ঘ ,,	
৩ চ ছ ,,	
৪ জ ঝ ,,	
৫ ট ঠ ,,	
৬ ড ঢ ,,	
৭ ত থ ,,	

মোটে যত অংশ লওয়া গেল।

সাল তাং

উক্ত স্বাক্ষর করণের সাক্ষী

প ফ সাং

E চিহ্ন পাঠ। আইনের দ্বিতীয় খণ্ডের আদেশ ক্রমে।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানির মূলধনের ও অংশের সার সংক্ষেপ।

ষ্টক মূলধন ________ টাকা। ____________________ টাকা করিয়া ____________________ অংশে বিভক্ত।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত যত অংশ দেওয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক অংশোপলক্ষে ______ টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে।

আদেশানুসারে প্রাপ্ত ______ টাকা।

আদেশ হইলেও অদত্ত ______ টাকা।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যাঁহারা অমুক ______________ কোম্পানির অংশী হন, এবং উক্ত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্ব দ্বাদশ মাসের মধ্যে ______________ কোন সময়ে যাঁহারা ঐ কোম্পানিতে অংশী ছিলেন তাঁহাদের নাম ও বাসাদি ও যত অংশের অংশী হন।

যে রেজিষ্টর লেজারে বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার ফোলিও।	নাম ও বাসস্থান ও ব্যবসায়াদি।				অংশের বর্ণনা।					মন্তব্য।
	উপনাম	নাম।	নিবাস।	ব্যবসায়াদি।	অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বর্ত্তমান অংশিদের যত অংশ।	গত বৎসরে বর্ত্তমান অংশিদের অধিক যে অংশ ছিল		যাঁহারা এখন অংশী নহেন তাহাদের অংশ।		
						নম্বর।	হস্তান্তর করিবার তারিখ	নম্বর।	হস্তান্তর করিবার তারিখ	

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

ভারতবর্ষের কোম্পানির আইনের ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের ৪৯ ধারার অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হওয়াতে এই পাণ্ডুলিপির কারণ হইয়াছে। যে সাংমবিক উদ্বর্ত্তপত্র রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে তাহা সম্পর্কবিশিষ্ট কোম্পানির সাধারণ সভাতে অর্পিত হইবা যে ঐ সভা কর্ত্তৃক অবশেষে গ্রাহ্য ও পাশ হওয়া আবশ্যক অথবা ১৮৫৭ সালের ১৯ আইনে যেরূপ বিধান আছে সেইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে উহা দাখিল করিতে হইবে এমত কোন স্পষ্ট বিধান ঐ ধারায় নাই।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট বিবেচনার পর ইহা স্থির করিয়াছেন যে উক্ত অসম্পূর্ণতা অপনীত করা এবং সেই সুযোগে ভারতবর্ষের কোম্পানির আইনে অন্য কতক গুলি সংশোধন করা উচিত।

এই সংশোধন গুলি দুই দফায় বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম, ১৮৬৬ সাল হইতে কোম্পানি সম্বন্ধে বিলাতের ব্যবস্থা দৃষ্টে যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোগ করা বাঞ্ছনীয় এবং দ্বিতীয়তঃ বিলাতের ও ভারতবর্ষের আদালতের রিপোর্ট করা নিষ্পত্তি হইতে যে সকল ভাষাগত পরিবর্ত্তন বিশেষ বোধ হইয়াছে।

বিলাতের কোম্পানির আইন হইতে আমাদের ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের অধিকাংশই সংগৃহীত এবং ১৮৬৬ সাল হইতে উক্ত আইন মহারাণীর ৩০ ও ৩১ বৎসরের ১৩১ অধ্যায়, ৩৩ ও ৩৪ বৎসরের ১০৪ অধ্যায় এবং ৪০ ও ৪১ বৎসরের ২৬ অধ্যায় দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।

এই সকল রাজব্যবস্থায় এইরূপ বিধান আছে যে,—

১। যদি কোন সীমাবদ্ধ কোম্পানি সংস্থাপনপত্রে কিম্বা বিশেষ নির্দ্ধারণদ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তবে যখন কোম্পানির কর্ম্ম বন্ধ করা হয় এবং সাধারণ অংশ সহকারীদের দত্ত ঋণ সমেত কোম্পানির স্থিত, উহার দেনা বা কর্ম্ম বন্ধ করণের খরচা পরিশোধের জন্য অপ্রচুর হয়, তখন কেবল যে দাবী প্রবল করা যাইতে পারে এমত অসীমাবদ্ধ দায় সংযুক্ত ডাইরেকটর ঐ কোম্পানির থাকিতে পারে;

(২) কোন কোম্পানি আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার বাকী মূলধনের মোট টাকা বা অংশের সংখ্যা কমাইতে পারিবেন, কিন্তু যে উত্তমর্ণগণ ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের বিষয় অজ্ঞাত থাকেন তাঁহাদের স্বত্বের বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবেন না;

(৩) অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির মূলধন, অদত্ত অংশ সকল কর্ত্তন করিয়া, কমান যাইতে পারিবে;

(৪) অংশের বিভাগ হইতে পারিবে

(৫) যে সকল সমবায় বাণিজ্য কার্য্যে প্রবর্ত্ত না হয় সেই সকল সমবায় স্বীয় নামে "লিমিটেড" এই অনুপযোগী শব্দ সংলগ্ন না করিলেও কোম্পানির আইনমতে সমবায়িত হইতে পারিবে;

(৬) কোন কোম্পানি কোন ২ অংশ সম্বন্ধে সমস্ত টাকা শোধ লইতে এবং অপরাপর অংশ সম্বন্ধে তাহা না লইতে পারিবেন এবং প্রত্যেক অংশের উপর যে পরিমাণে টাকা দেওয়া হয় সেই টাকার পরিমাণে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে;

(৭) অংশের হস্তান্তর, হস্তান্তর গ্রহীতার দ্বারা প্রার্থনা হইলে যে সকল নিয়মে হইত সেই সকল নিয়মাধীনে হস্তান্তরকারীর প্রার্থনামতে রেজিষ্টরী করিতে হইবে;

(৮) যে সকল সীমাবদ্ধ অংশের টাকা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হইয়াছে সেই সকল অংশের সম্বন্ধে পত্রবাহককে শ্যার ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইতে পারিবে এবং তাহার পর ঐ ওয়ারেণ্ট অর্পণ দ্বারা ঐ অংশ হস্তান্তর হইবে এবং পত্রবাহককে ডিবিডেণ্ড পাইবার অনুমান করণ সূচক কুপনপত্র তৎসংলগ্ন করা যাইতে পারিবে,

(৯) কোম্পানি বা তাহার স্থাপনকারিগণ বা ডাইরেক্টরগণ পূর্ব্বে যে কোন চুক্তি করিয়া থাকেন এবং কোন ব্যক্তি ঐ কোম্পানির শ্যার লইবেন কি না তাঁহার ইচ্ছা মতে ঐ বিষয়ে সেই চুক্তি যুক্তিযুক্তরূপে ফলোপদায়ক হয় সেই চুক্তির তারিখ ও পক্ষদের নাম কোম্পানির প্রত্যেক অনুষ্ঠানপত্রে এবং জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানির শ্যারের নিমিত্ত দান স্বীকার করিবার জন্য যে বিজ্ঞাপন দ্বারা লোক আহ্বান করা হয় সেই বিজ্ঞাপনে, নির্দ্দিষ্ট থাকিবে (সালিবানের নাম বিরুদ্ধে ৮৯ ল, জ, কু, বেঞ্চ ৮১৫);

(১০) রেজিষ্টরী হইবার পর চারিমাসের মধ্যে এক সাধারণ সভা অবশ্য করিতে হইবে;

(১১) যদ্যপি সভ্যকারীদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সাত জনের ন্যূন না হয়, অথবা কোন ঋণদাতা পূর্ব্বে আঠার মাসের মধ্যে ন্যূনকল্পে ছয়মাস কাল স্বীয় শ্যার ধারণ করিয়া না থাকেন অথবা ঐ শ্যার সকল পূর্ব্ব শ্যারধারীর মৃত্যু ঘটনাতে ঋণদাতাকে না অর্শিয়া থাকে তবে ঐ ঋণদাতা কর্ম্ম বন্ধ করণজন্য দরখাস্ত দাখিল করিবার উপযুক্ত হইবেন না। কার্য্য চালাইতে অক্ষমপ্রায় কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করাইয়া উহার তৎকালিক স্থিত লুঠ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে ব্যবসাদারেরা যে উহার শ্যার ক্রয় করে সেই প্রথা এতদ্দ্বারা নিবারিত হইবে।

(১২) যখন হাই কোর্ট কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণের আদেশ করেন তখন ঐ হাই কোর্ট অপর সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান জিলার আদালতের দ্বারা হইবার আদেশ করিতে এবং কার্য্য বন্ধ করণ এক জিলার আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অপর জিলার আদালতে সমর্পণ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের এই "জিলার আদালত" শব্দের ব্যবহার বিলাতের "কৌণ্টী কোর্ট" কথার তুল্য;

(১৩) যে কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করিবার উদ্যোগ হইতেছে সেই কোম্পানি এবং তাহার উত্তমর্ণদের মধ্যে যদি কোন রফার প্রস্তাব হয়, তবে আদালত তদ্রূপ উত্তমর্ণদের সভা হইবার আদেশ করিতে পারিবেন; এবং যে অধিক সংখ্যক দায়ী লোক ঐ রফাতে সম্মত হন তাঁহাদের স্বার্থ যদি সমস্ত স্বার্থের চারি ভাগের তিন ভাগ হয় তবে ঐ রফা আদালত কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে প্রবল হইবে।

মহারাণীর ৩০ ও ৩১ বৎসরের ১৩১ অধ্যায়ের ৩৭ ধারা দ্বারা কোম্পানির পক্ষে যে প্রকারে চুক্তি করা যাইতে পারিবে সেই বিষয়ে যে সংশোধন করা হইয়াছে তাহা ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের ৪২ ধারাতে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাদ্বারা পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল এবং এই পাণ্ডুলিপির ৬৭ ধারায় তাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন যে উপরের নির্দ্দিষ্ট তেরটী সংশোধন দুটী কারণ বশতঃ করা উচিত; প্রথম কারণ এই যে ঐ সংশোধন গুলি উৎকৃষ্ট এবং দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যার্থ কোম্পানির আইন বিলাতে যেরূপ যতদূর সম্ভব ভারতবর্ষেও সেইরূপ হয় ইহা বাঞ্ছনীয়। এরূপ আইনে কোন ইতর বিশেষ থাকিলে তাহা ভারতবর্ষের আদালতের ভ্রম জন্মায় এবং বিলাতের ধনীগণকর্ত্তৃক ভারতবর্ষের কোম্পানিতে টাকা খাটাইবার পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে অনুৎসাহদায়ক হয়। ডাইরেক্টরগণের অসীমাবদ্ধ দায়িত্ব সম্বন্ধে যেং বিধান (৭৩ ৬২ ধারায়) হইয়াছে বিলাতে তাহার উপর এই বলিয়া দোষারোপণ করা যায় যে ঐং বিধান সম্পদশালী ও অবস্থাপন্ন লোকদের উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পক্ষে নিশ্চয়ই প্রতিষেধক এবং তৎতৎ স্থানে অভাবাপন্ন অর্থান্বেষণকারীগণের নিযুক্ত হইবার প্রতিপোষক। কিন্তু চৌদ্দ বৎসরের ভূয়োদর্শনদ্বারা এই ভবিষ্যৎ বাণী যে নিতান্ত অমূলক বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। ইহা বলা যাইতে পারে যে উক্ত বিধানানুসারে, কোন ডাইরেক্টর আপন পদ ত্যাগ করিবার পর এক বৎসরের অধিক কালের জন্য ডাইরেক্টরস্বরূপ দায়ী হইবেন না এবং তিনি ডাইরেক্টরের পদ ত্যাগ করিলে পর কোম্পানি কোন চুক্তিক্রমে যে কোন ঋণ করেন সেই ঋণ জন্য তিনি ডাইরেক্টর স্বরূপে দায়ী হইবেন না। বিলাতের নূতন ব্যবস্থাপন দৃষ্টে আরং যে সকল বিধান সংগ্রহ করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য কিছুই নাই। ১৩ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত সকল ধারাতে ও ৪৭, ৪৯, ৭৫, ৭৬, ৮৮, ১৩২, ১৫০, ২০৩, ২১৮, ২১৯, ২৫৩ ও ২৫৪ ধারাতে ঐ সকল বিধান দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ব্যবসায়ী কোম্পানির প্রতি প্রয়োজ্য আইন সম্বন্ধে কেবলমাত্র বত্রিশটী ভারতবর্ষের আদালতের রিপোর্ট করা নিষ্পত্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে কেবল দুই একটী ১৮৬৬ সালের ১০ আইনের কথার উপর নিষ্পত্তি। কিন্তু ১৮৬২ সালের রাজব্যবস্থার তত্তুল্য ধারার কথার উপর বিলাতের নিষ্পত্তি বহু সংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল নিষ্পত্তি পরীক্ষা করিয়া তাহার ফল এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবিষ্ট করা গিয়াছে। বর্ত্তমান আইনের ভাষাগত সংশোধনের অধিকাংশই ইংরাজি পাণ্ডুলিপিতে ইতালীয় অক্ষরের দ্বারায় সূচীত হইয়াছে এবং যে সকল মোকদ্দমা দৃষ্টে ঐ সংশোধন করণ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইয়াছে তাহা ঐ পাণ্ডুলিপির পার্শ্বভাগে লিখিত হইয়াছে।

সিমলা;
১৮৮১ সাল ২৮ আগষ্ট

হুইটলী ষ্টোক্‌স্।

আর, জে, ক্রসথোয়েট,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B. L. *Bengali Translator.*

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ৫ ডিসেম্বর।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮২ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়।

১৮৮২ সালের ১১ নম্বর।

১৮৫৪ সালের ২১ আইন রহিত করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ। বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত নাজিমের বিষয়ের আইন সংশোধন করিবার ১৮৫৪ সালের ২১ আইনে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা অথবা তদ্রূপ কার্য্যকারী অন্য কোন কার্য্যকারকের দ্বারা মুরশিদাবাদের নাজিমের রাজবাটীর সীমানার অন্তর্বর্ত্তী স্থানে পরওয়ানা জারী ও আমল করিবার বিধান আছে;

এবং বঙ্গদেশের নবাব নাজিম মহামান্য শ্রীযুত সৈয়দ মনসুরআলি সাহেব এক পক্ষ ও ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেব দ্বিতীয় পক্ষ এবং অন্য কএক জন তৃতীয় পক্ষ এই তিন পক্ষের মধ্যে ১৮৮০ সালের ১ নবেম্বর তারিখের যে নিয়মপত্র হয় তৎক্রমে বঙ্গদেশের নবাব নাজিম ঐ নিয়মপত্রের লিখিত মূল্যবান প্রভৃতির উপলক্ষে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নিজামত ও সুবাদারী, ও বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নাজিম ও সুবাদারের পদ, এবং নবাব নাজিম বলিয়া সংকালে তাঁহার যে ক্ষমতা, সম্মান, বৃত্তি, বেতন, বরাদ্দ, সম্পত্তি, অধিকার ও স্বত্ব পাইবার স্বত্ব থাকে বা ঐরূপ যাহা কিছু উক্ত পদ সংযুক্ত বা সংলগ্ন হয় বা তৎসঙ্গে ভোগ করা যায় তৎসমুদয়, ও উক্ত নিজামত ও সুবাদারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভবিষ্যতে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবার সমুদয় স্বত্ব ও অধিকার ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন;

এবং উক্ত নিয়মপত্রে যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পদ উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঐ কার্য্যকারী কোন কার্য্যকারকও থাকিবে না; এই নিমিত্ত ১৮৫৪ সালের ২১ আইন রহিত করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

১৮৫৪ সালের ২১ আইন রহিত হইবার কথা। ১ ধারা। ১৮৫৪ সালের ২১ আইন রহিত করা গেল।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত নাজিমের বিষয়ের আইন সংশোধন করিবার ১৮১৪ সালের ২৭ আইনে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা অথবা যে কোন নামে খ্যাত অন্য যে কার্য্যকারক তৎকালে নিজামতের বিষয় ব্যাপারের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারকতা করেন তাঁহার দ্বারা মুরশিদাবাদে নাজিমের রাজবাটীর সীমানার অন্তর্গত স্থানে পরওয়ানা জারী ও আঞ্জাম করিবার বিধান আছে।

২। বঙ্গদেশের নবাব নাজিম মহামান্য শ্রীযুত সৈয়দ মনসুর আলী সাহেব ও ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভা-বিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব এই উভয়ের মধ্যে ১৮৮০ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের যে নিয়মপত্র হয় তৎক্রমে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান নবাব নাজিম ঐ নিয়মপত্রের লিখিত মূল্যদান প্রবৃত্তির উপলক্ষে বাঙ্গালা, বেহার, ও উড়িষ্যার নিজামত ও সুবাদারী ও বাঙ্গালা, বেহার, ও উড়িষ্যার নাজিম ও সুবাদারের পদ, এবং নবাব নাজিম বলিয়া যৎকালে তাঁহার যে ক্ষমতা, সম্মান, বৃত্তি, বেতন, বরাদ্দ, সম্পত্তি, অধিকার, ও স্বত্ব পাইবার স্বত্ব থাকে বা ঐরূপ যাহা কিছু উক্ত পদ সংযুক্ত বা সংলগ্ন হয় বা তৎসঙ্গে ভোগ করা যায় তৎসমুদয়, ও উক্ত নিজামত ও সুবাদারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভবিষ্যতে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবার সমুদয় স্বত্ব ও অধিকার ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পদ উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে; এবং উক্ত আইনে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি যে কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছিল সেই সকল কার্য্য সম্পাদনার্থে ভবিষ্যতে কোন কার্য্যকারক থাকিবে না এই নিমিত্ত উক্ত আইন রহিত করা এবং নবাবের প্রাসাদের সীমানার মধ্যে পরওয়ানা জারী করিবার কার্য্য সাধারণ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়মিত হইতে দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইল।

এই কারণে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গেল।

সিমলা, ১৮৮২ সাল ১২ অক্টোবর।

সি, পি ইলবর্ট।

ডি, ফিট্‌জপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.
Bengali Translator.

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮২ সাল ৭ মার্চ্চ।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়।

১৮৮১ সালের ১৯ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।

চতুর্থ খণ্ড।

এই আইন অনুযায়ী কোম্পানি ও সমাজের কর্ম্মবন্ধ করণের বিধি।

উপক্রমণিকা।

পঞ্চম খণ্ড।

রেজিষ্টরী কার্য্যালয়ের বিধি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

জাইণ্ট ষ্টাক কোম্পানির আইনমতে যেং কোম্পানির রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

সপ্তম খণ্ড।

এই আইনমতে কোম্পানিদিগের রেজিষ্টরী হইবার ক্ষমতার বিধি।

অষ্টম খণ্ড।

রেজিষ্টরী না হওয়া কোম্পানির প্রতি আইন বর্ত্তিবার বিধান।

নবম খণ্ড।

[illegible] বিধান।